CENTRAL LIBRARY

কবি সঞ্জয়-বিরচিত মহাভারত

CENTRAL LIBRARY

কবি সঞ্জয়-বিরচিত

মহাভারত

অধ্যাপক
ডক্টর মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ, এম. এ., ডি. ফিল
সম্পাদিত

BENGALI MANUSCRIPT
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALCUTTA.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৬৯

CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
কর্তৃক ৪৮ হাজরা রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

BCU
4061

মূল্য—টা. ৪০'০০

9351
GS5659

সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
দেবদাস নাথ এম.এ., বি. এল. কর্তৃক মুদ্রিত।

CENTRAL LIBRARY

স্বর্গত আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্মরণে—

CENTRAL LIBRARY

কবি সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ডক্টর শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. ফিল., মহাশয়ের লিখিত মুখবন্ধ

কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী মহাভারতকাররূপে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ব্যতীত যতগুলি নাম পাওয়া গিয়াছে উক্ত নামধারী ততগুলি মানুষ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা নিঃসংশয় নহেন। অস্তিনাস্তির তরঙ্গদোলায় যাঁহারা দোলা খাইতেছিলেন সেই কবিদলের মধ্যে অন্ততঃ একজন স্বল্পকালের মধ্যেই অন্তর্ধান করেন। আমরা জানি নগেন্দ্রনাথ বসুর সাক্ষ্য সত্ত্বেও বিজয় পণ্ডিতের স্বত্ব সাব্যস্ত হয় নাই।

দীনেশচন্দ্র সেন কবীন্দ্র পরমেশ্বরের গ্রন্থ আলোচনার পর "বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত নামক যে গ্রন্থখানি সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন" তাহার পৃথক উল্লেখ অবধি আবশ্যক মনে করেন নাই। এযাবৎ যত আলোচনা হইয়াছে সবগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'বিজয়পাণ্ডবকথা'ই প্রমাদপরম্পরার মধ্য দিয়া 'বিজয়পণ্ডিত'-এ পরিণতি লাভ করিয়াছে; বিজয়পণ্ডিতের নামে প্রকাশিত কাব্য পরাগলী মহাভারতেরই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ।

বিজয় পণ্ডিতের পর আর একজন দাবীদার শ্রীকরণ বা শ্রীকর নন্দী। ইঁহার প্রসঙ্গেও অনুরূপ সংশয় ব্যক্ত হইয়াছে—কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী কি অভিন্ন? না, শ্রীকর নন্দীর পৃথক সত্তা আছে? এক পক্ষ বলেন শ্রীকর নন্দীই কবির নাম, কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধি। অন্য পক্ষ জৈমিনি ভারতের ছত্রচ্ছায়ায় শ্রীকর নন্দীর জন্য একটু স্বতন্ত্র স্থান করিয়া দিতে অসম্মত নহেন।

তৃতীয় দাবিদার সঞ্জয়। এই সংশয়বিতর্কিত নামটি লইয়া গবেষকগণ মসী-পত্রের ব্যবহার কম করেন নাই। দীনেশচন্দ্র সেন সঞ্জয়কে সকল বঙ্গীয় মহাভারতকারের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও নানা কারণে তাঁহার ধারণা হয়, "সঞ্জয়ের পরে কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল" এবং "অনেকস্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়া (তাঁহারই) চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

সঞ্জয়ের জাতিকুল এবং আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যতই মতান্তর থাক না কেন তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে সাহিত্য গবেষকদের মনে বড় একটা সংশয় ছিল না। সম্প্রতি সুকুমার সেন 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' হইতে সঞ্জয়কে নিশ্চিহ্নরূপে বিদায় করিয়া দেওয়ায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনকারীদের মনোযোগ তাঁহার প্রতি নূতন করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-এর প্রথম সংস্করণে (১৯৪০) সঞ্জয় প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এই :—
(১) "একজন সংগ্রহকার জোড়াতাড়া দিয়া 'সঞ্জয় মহাভারত' সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" (২) "এই সংগ্রহকার পৌরাণিক সঞ্জয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।" (৩) কবির আসল নাম 'হরিনারায়ণ দেব'। (৪) 'সঞ্জয়' তাঁহার উপনাম।

CENTRAL LIBRARY

এই ইতিহাসের আরও অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। আমার সম্মুখে যে বইটি আছে তাহা উক্ত গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এ গ্রন্থে সঞ্জয়ের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন "সঞ্জয় মহাভারতের স্বতন্ত্রতা লইয়া প্রাচীন সাহিত্যামোদিদিগের মধ্যে প্রবল মতভেদ বর্তমান আছে।" এই মন্তব্য হইতে বুঝা যায় যে সঞ্জয় সম্পর্কে মতভেদ থাকাটা যে স্বাভাবিক এবং এই মতভেদের যে একটা গুরুত্ব আছে ইহা একসময় তিনি নিজেই অনুভব করিয়াছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে সম্পূর্ণ নীরব থাকায় এই অনুমান হয় যে সঞ্জয়ের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সংশয় নাই এবং তাঁহার বিবেচনায় কাহারও মনে সংশয় থাকা উচিত নয়। বর্তমান কালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে স্বল্পসংখ্যক যে কয়জন পণ্ডিত বিশেষজ্ঞরূপে সম্মানিত সুকুমার সেনের নাম তাঁহাদের অগ্রগণ্য। তিনি যখন কোনো কবির—যে কবির অস্তিত্ব দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ গবেষকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তাঁহার, নাম পর্যন্ত অনুচ্চার্য মনে করেন তখন স্বভাবতঃই পাঠকের মনে একটা কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, কোন্ পক্ষের মত অধিকতর যুক্তিসহ তাহা পুনর্বিচারের প্রয়োজন হয়, নূতন তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পুরাতন মন্ময় অনুমানগুলির পুনর্মূল্যায়নের আবশ্যকতা দেখা দেয়। যে সঞ্জয় সমস্যা অনুরূপ আরও অনেক সমস্যার মত অন্তরালে পড়িয়াছিল, সেন মহাশয় তাহাকে একান্ত অগ্রাহ্য করিবার ফলে তাহা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তরুণতর গবেষক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' প্রথমখণ্ডের প্রথম সংস্করণে (১৯৫৯) সঞ্জয় প্রসঙ্গে নীরব ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬৩) পূর্ববর্তী সাহিত্যেতিহাস-কারগণের মতামত সবিস্তারে আলোচনা করিয়া যে আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই যে "কবীন্দ্রের রচনাকে অবলম্বন করিয়া কোন অল্পমেধাবী লেখক, লিপিকার বা পাঁচালীগায়ক পৌরাণিক সঞ্জয়ের নামের অন্তরালে বসিয়া কবীন্দ্রের যশে ভাগ বসাইয়াছেন।" সুকুমার সেন তাঁহার ইতিহাসের প্রথম সংস্করণে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ইতিবৃত্তের দ্বিতীয় সংস্করণে, সুকুমার বাবুর সেই পূর্বপ্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে প্রত্যাহৃত মতটুকুই অংশতঃ সমর্থন করিলেন। সুকুমার সেন প্রত্যাহারের কারণ দেন নাই, অসিতকুমার সমর্থনের যুক্তি দিয়াছেন। তবে সে যুক্তিও নীরন্ধ্র নহে। অসিতকুমারও তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে "সন্দেহের অবকাশ" আছে একথা স্বীকার করিয়াছেন।

অনুমানমাত্রই অমূলক না হইতে পারে কিন্তু কেবল অনুমানের উপর আশ্রয় করিয়া কোনো সিদ্ধান্তই সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। তবে একথা সত্য যে অনুমানের সাহায্যেই অনেক সময় প্রমাণপত্রের নির্দেশ মিলিয়া যায়। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে অগ্রসর হইতে পারিলে অনিশ্চয়তার কুজ্ঝটিকা হইতে সুনিশ্চয়তার সূর্যালোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এমন দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। শ্রীমান্ ডঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত সুদীর্ঘ ভূমিকাসম্বলিত এই মহাভারত একনিষ্ঠ অধ্যবসায় এবং একনিবিষ্ট উদ্যোগের একটি প্রশংসনীয় নিদর্শন। সঞ্জয়কে তিনি না-গ্রহণ না-বর্জনের অনিশ্চয়তা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রমাণপীঠিকার উপর প্রতিষ্ঠার জন্য যে শ্রমস্বীকার করিয়াছেন তাহা প্রাচীন সাহিত্যপ্রিয় পাঠকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করিবে।

মুনীন্দ্রকুমার সঞ্জয় সম্পর্কে যতগুলি পুঁথি পরীক্ষা করিয়াছেন ইতিপূর্বে আর কোন গবেষক এত পুঁথি

CENTRAL LIBRARY

এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়া জানি না। পাইলে সঞ্জয় ছিলেন কি ছিলেন না ইহা লইয়া বোধহয় বিতর্কই দেখা দিত না। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক অসংখ্য পুঁথি হইতে অজস্র ভণিতা উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :

১. 'সঞ্জয়' নামে বাংলা মহাভারত রচয়িতা একজন প্রাচীন কবি ছিলেন।

২. 'সঞ্জয়' নামটি কবিনাম। পিতৃদত্ত নামও হইতে পারে।

৩. 'সঞ্জয়' ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪. 'সঞ্জয়' বাংলা মহাভারতের আদিকবি।

সঞ্জয়ের জন্মস্থান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নাই কিন্তু সম্পাদকের অনুমান 'লাউড়' কবির জন্মভূমি। অনুমানের স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন পাঠক তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। কিন্তু সে যুক্তি অকাট্য বলিয়া বিবেচিত না হইলেও ক্ষতির কারণ দেখি না। জন্মভূমির ভূগোলে কবির স্থান যদি সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত নাও হইয়া থাকে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার যে অচল এবং অসংশয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সম্পাদকের পক্ষে সেটাই পরম কৃতিত্বের পরিচায়ক।

মুদ্রিত গ্রন্থটির আয়তন হইয়াছে বিপুল। কেবল কাব্যাংশই শেষ হইয়াছে ৭৬৪ পৃষ্ঠায়। ইহার মধ্যে ৪০ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট। ইহা ছাড়া মহাভারতের চরিত্রাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গ্রন্থপঞ্জী, কয়েকটি পুঁথির পত্রের প্রতিলিপিচিত্র—এসবও আছে। তাহার জন্যও অতিরিক্ত ২০ পৃষ্ঠা ব্যয় হইয়াছে। সম্পাদকের ভূমিকাও দৈর্ঘ্যে কম নয়। আমি যে অসম্পূর্ণ ফাইল পাইয়াছি তাহারই পরিমাণ ২২৪ পৃষ্ঠা—ইহার পরেও কিছু আছে। সব জড়াইয়া কিঞ্চিদধিক হাজার পৃষ্ঠার হিসাব হাতের ফাইল হইতেই পাইতেছি। কাব্যাংশ সম্পর্কে বলিবার কিছু নাই কিন্তু ভূমিকাংশকে আর একটু সংক্ষিপ্ত ও সংহত করিলে পাঠকের পক্ষে কিছু সুবিধা হইত বলিয়া মনে করি।

প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের সম্পাদকের মধ্যে বানান সংশোধন করা একটা রেওয়াজ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদকও প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা পুঁথি হইতে পাঠ গ্রহণ করিবার সময়, বানান বিষয়ে, "পুথির প্রতি সর্বৈব আনুগত্য স্বীকার করা সম্ভবপর নয়" এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি "তৎসম শব্দের বানান পরিশুদ্ধ করিয়া" দিয়াছেন। এই রীতি বিজ্ঞানসম্মত নয়। টীকা টিপ্পনী মন্তব্যাদি সহযোগে সম্পাদক আপন বক্তব্য বুঝাইয়া দিবেন। মূল পাঠের উপর হস্তক্ষেপ করা হইলে পুঁথি ও পাঠকের মধ্যে একটা অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়। পুঁথিতে ঠিক কি ছিল এবং সম্পাদক কোন্ শব্দের কতটা বদলাইয়াছেন তাহা জানিবার উপায় থাকে না। পুঁথির বানান অব্যাহত থাকিলে ভাষাতত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্বের একজন ছাত্র গবেষণার উপযোগী যে সকল উপকরণ পাইতেন পরিশোধনের ফলে সেগুলি অকেজো হইয়া যায়। কোন্ শতকে কোন্ অঞ্চলে সত্যকে সৈত্য এবং কন্যাকে কৈন্যা লেখা হইতেছে তাহা সম্পাদক পাঠককে জানিতে দিলেন না। তিনি সাফ কলমে সব কৈন্যা এবং সৈত্যকে কাটিয়া কন্যা ও সত্য করিয়া দিলেন। বিভিন্ন পুঁথিতে একই শব্দের দুই তিন বা ততোধিক রূপান্তর থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি বাংলা বর্ণবিন্যাসের ইতিহাস চর্চা করিবেন তাঁহার পক্ষে সব কয়টি রূপেরই প্রয়োজন আছে। কোন্ রূপটি কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সে হিসাবও তাঁহার পক্ষে আবশ্যক। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতের

CENTRAL LIBRARY

জনপ্রিয় সংস্করণ সম্পাদন করিবার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয় এরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থের ক্ষেত্রে সে পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত কিনা চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য ভবিষ্যৎ সম্পাদকগণকে অনুরোধ জানাইয়া রাখিতেছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক যদি উক্ত গ্রন্থের শব্দগুলি শোধনমার্জন করিয়া ছাপিয়া দিতেন তাহা হইলে কি সারস্বত সমাজ সুখী হইতেন ?

সম্পাদকরূপে শ্রীমান্ মুনীন্দ্রকুমার যে দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তরুণ গবেষকদের মধ্যে তাহা বিরল। তাঁহার কাছে আরও অনেক আশা করি বলিয়া এত কথা বলিলাম। সাহিত্যেতিহাসের প্রাঙ্গণে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মধ্যে যে উচ্চাসনটি এতদিন শূন্য পড়িয়াছিল, সঞ্জয় যাহাতে বসি বসি করিয়াও বসিতে পারিতেছিলেন না, বারে বারে বাধা পাইতেছিলেন, মুনীন্দ্রকুমার সকল বাধা অপসারিত করিয়া তাঁহাকে সেই আসনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ এজন্য চিরদিন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

কলিকাতা
২৫. ৪. ১৯৬৮

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

CENTRAL LIBRARY

নিবেদন

স্বর্গত আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়, ১৯৫৭ সনের মে মাসে, আমাকে রামতনু লাহিড়ী গবেষকরূপে একটি বিতর্কিত বিষয়ের অনুসন্ধানে নিয়োগ করেন। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে, এই গুরুদায়িত্ব সাধ্যমত সম্পন্ন করি। সময় দীর্ঘ তবে বিষয়টির বিচারে সুদীর্ঘ নয়। কার্যসম্পাদনের কৃতিত্ব তাঁহার। গবেষণার প্রতি নিষ্ঠা এবং শিষ্যের প্রতি স্নেহ সর্বসঙ্কট মোচন করিয়াছে। পুথিসংগ্রহে আসাম-বঙ্গে পরিভ্রমণ, প্রয়োজনীয় অংশের প্রতিলিপিচিত্র ও অনুলেখন প্রভৃতি সর্বকার্যে অর্থানুকূল্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত অংশও ছিল। আজ তিনি আমাদের মধ্যে থাকিলে এই সকল কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতাম। তিনি নাই, তাই সর্বজনে প্রকাশ না করিলে গুরু-ঋণ ভারস্বরূপ বহন করিতে হইবে। তাঁহার জীবৎকালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল না। অতএব আমার ছাত্র ও গবেষক জীবনের যিনি স্রষ্টা সেই গুরুদেবের স্মৃতিতে গ্রন্থটি উৎসর্গ করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলাম।

আচার্য শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় সত্যানুসন্ধানের নির্দেশ দিয়াছিলেন। প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার অনুশাসন মানিয়া চলিয়াছি। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষাও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার রত্নাকরতুল্য পুথিসংগ্রহ উদারভাবে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। তাঁহার সস্নেহ পরামর্শ আমাকে অনেক বিভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছে। পণ্ডিতাগ্রজ অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় প্রথম হইতে মুদ্রিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিনিয়ত অক্লান্তভাবে সাহায্য-উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মহাশয় সস্নেহ উপদেশে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' সম্পর্কে তিনিই আলোকপাত করেন। ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, ডক্টর শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আমার অধ্যাপকবৃন্দ নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র, ডক্টর শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিক এবং অধ্যাপিকা শ্রীকল্যাণী ঘোষের নিকট আমি নানাভাবে সাহায্য লইয়াছি। সতীর্থ এবং সহকর্মীদের অজস্র অনুপ্রেরণা আমাকে প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় মুখবন্ধ লিখিতে যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য আমি বিশেষ ঋণী। গ্রন্থের পরিগৃহীত বানান-বিষয়ে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন সে সম্পর্কে ভূমিকায় যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতে চাই, প্রায় এক শত পুথির শব্দগত পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থের সংস্করণ-প্রস্তুতি প্রায় অসম্ভব বিবেচনায় আমার এই গবেষণা-কর্মের নির্দেশদাতা স্বর্গত ডক্টর দাশগুপ্ত মহাশয় বর্তমান রীতি গ্রহণ করিতে বলেন। তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন করা হইয়াছে, তবে সর্বক্ষেত্রে নয়, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তৎসম শব্দের ব্যহৃত রূপ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর ভট্টাচার্য মহাশয় এইরূপ পরিবর্তনেরও পক্ষপাতী নহেন, কেননা

CENTRAL LIBRARY

তিনি মনে করেন, 'তৎসম' শব্দ যথার্থ 'তৎসম' নাও হইতে পারে, উচ্চারণগত পরিবর্তন অধিকাংশস্থলেই হইয়াছে।

আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নিকট যথাপ্রয়োজন সাহায্য লাভ করিয়াছি। শ্রীসুকুমার মিত্র ও ডক্টর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সক্রিয় সহযোগিতায় আমাকে ঋণী করিয়াছেন।

সুধী পাঠকের নিকট মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। যথাসাধ্য যত্ন সত্ত্বেও যে ত্রুটি রহিয়া গেল তাহার জন্য আমি সত্যি লজ্জিত। এই বিরাট গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভবপর হইল সাধনা প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেডের কার্যকরী পরিচালক শ্রীদেবদাস নাথ, এম.এ., বি.এল., মহাশয়ের সযত্ন প্রচেষ্টায়। বন্ধুবর ডক্টর মহাপাত্রের অবদান অবশ্যই রহিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ভবন
কলিকাতা ৯
২৬. ৪. ১৯৬৮

নিবেদক
মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ

CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : সম্পাদনার দৃষ্টি — ভূ ৩—ভূ ৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : পুথির তালিকা — ভূ ১০—ভূ ১৬

তৃতীয় অধ্যায় : বর্ণনাত্মক পুথিপরিচয় — ভূ ১৭—ভূ ১১৭

চতুর্থ অধ্যায় : সংস্করণ প্রস্তুতির আদর্শ — ভূ ১১৮—ভূ ১২২

পঞ্চম অধ্যায় : কবিপরিচয় — ভূ ১২৩—ভূ ১৫৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্বসূরীদের মতামত — ভূ ১২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কবির পরিচয় — ভূ ১২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কবিসত্তার প্রতিষ্ঠামূলক উক্তি — ভূ ১৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কবির কালনির্ণয় — ভূ ১৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : কাব্যমূল্য — ভূ ১৫৫—ভূ ২১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ : মহাভারতের মাহাত্ম্য ও অনুবাদের প্রয়োজন — ভূ ১৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অনুবাদপ্রসঙ্গ ও ঘটনাসংস্থাপন — ভূ ১৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : লোকসাহিত্যধর্ম — ভূ ১৭২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বর্ণনাকৌশল ও সমাজচিত্র — ভূ ১৭৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : চরিত্রসৃষ্টি — ভূ ২০৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সঞ্জয় ও সতীর্থ — ভূ ২১৩

সপ্তম অধ্যায় : ভাষা পরিচয় — ভূ ২১৬—ভূ ২২৮

কাব্য

আদি পর্ব

বন্দনা — ১

মহাভারত পাঠ ও শ্রবণের ফলশ্রুতি — ২

অনুক্রমণিকা — ২

তক্ষককন্যা সারদাকে পরীক্ষিৎ-হস্তে সমর্পণ — ৩

পরীক্ষিৎ-সারদার বিবাহ ও জনমেজয়ের জন্ম — ৪

পরীক্ষিৎ দ্বারা শমীক মুনির অবমাননা — ৫

শমীক মুনির পুত্র কর্তৃক পরীক্ষিৎকে অভিশাপ — ৭

CENTRAL LIBRARY

ব্যাসের উপদেশ ও পরীক্ষিতের সাবধানতা ৭
পরীক্ষিতের মৃত্যু ও শঙ্খপুরের ওঝার কাহিনী ৮
জনমেজয়ের রাজত্বগ্রহণ ও সর্পযজ্ঞ ১১
জনমেজয়ের প্রতি ব্যাসের সতর্কবাণী ১৪
ব্যাসের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া জনমেজয় কর্তৃক অংশুমানকন্যা কান্তাবতীকে বিবাহ ১৫
জনমেজয় কর্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির অবমাননা ও তাঁহার শাপে জনমেজয়ের ভগপীড়া ১৮
জনমেজয়ের রোগমুক্তির জন্য ব্যাস কর্তৃক মহাভারত শ্রবণের উপদেশ প্রদান ১৯
বৈশম্পায়ন কর্তৃক জনমেজয়ের নিকট মহাভারত কথন আরম্ভ : চন্দ্রবংশপরিচয় ২০
শকুন্তলা-উপাখ্যান ২১
যযাতি প্রসঙ্গ : কচ-দেবযানী উপাখ্যান ৫৯
যযাতি প্রসঙ্গান্তর্গত কুরুপ্রসঙ্গ ও কৌরববংশ ৬৯
মহাভিষ-গঙ্গা : অষ্টবসু প্রসঙ্গ ৭২
বানর-গঙ্গা : শান্তনু-গঙ্গা : ভীষ্মের জন্ম ৭৩
ব্যাসের জন্ম ৭৮
শান্তনু-সত্যবতী : ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ৭৯
চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্য : অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকা ৮০
ভীষ্মের প্রতি অম্বার আসক্তি : রাম-ভীষ্ম : প্রতিহিংসা
গ্রহণার্থে অম্বার জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি ৮১
বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু ৮৩
ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্ম ৮৫
ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী ও পাণ্ডু-কুন্তীর বিবাহ ৮৬
দুর্বাসা-কুন্তী প্রসঙ্গ ৮৭
কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত ৮৮
পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম : পাণ্ডু-মাদ্রীর মৃত্যু ৯১
দুর্যোধনাদির জন্ম ৯২
দুর্যোধনের ক্রূরতা : ভীমের নাগলোক-দর্শন ৯৩
রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা : অস্ত্রপরীক্ষা ৯৩
ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের ঈর্ষা ও জতুগৃহদাহ প্রসঙ্গ ৯৫
হিড়িম্ব-হিড়িম্বা : ঘটোৎকচের জন্ম ৯৭
একচক্রা : বক রাক্ষস বধ প্রসঙ্গ ১০০
ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রৌপদীর জন্ম ১০১
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ১০৩

CENTRAL LIBRARY

ক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গের যুদ্ধ ১০৬
পঞ্চপাণ্ডব-দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা ১০৭
দ্রৌপদীর বিবাহ ১০৯
ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের ক্ষোভ ও বিদুরকে প্রেরণ ১১০
অর্জুনের বনবাস প্রসঙ্গ ১১২
অর্জুনের পরিণয় : উলুপী চিত্রাঙ্গদা-সুভদ্রা ১১৩
অন্তর্বত্নী সুভদ্রা : অর্জুন-সকাশে বিপ্ররূপী ব্রহ্মা ১১৭
খাণ্ডবদাহ ১১৭

সভা পর্ব

যুধিষ্ঠিরসকাশে নারদ কর্তৃক ইন্দ্রসভায় পাণ্ডুর অবমাননার বিবরণ ১২৩
জরাসন্ধ প্রসঙ্গ ১২৪
পাণ্ডবদের দিগ্বিজয় ১২৮
যজ্ঞের প্রস্তুতি ও ময়দানবের সভাগৃহ নির্মাণ ১৩২
কৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান : শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা : শিশুপাল বধ ১৩৪
যজ্ঞসমাপ্তি ১৩৪
দুর্যোধনের ঈর্ষা : শকুনির মন্ত্রণা : গান্ধারীর উপদেশ ১৩৫
ধৃতরাষ্ট্র-শকুনি-দুর্যোধন সংবাদ ১৩৫
যুধিষ্ঠিরাদির দ্যূতসভায় আগমন : দ্যূতক্রীড়া ১৩৬
দ্রৌপদীর নিগ্রহ ১৩৭
ধৃতরাষ্ট্রের দ্রৌপদীকে বরদান : পুনর্বার দ্যূতক্রীড়া ১৩৯
ভীমের শপথ গ্রহণ ১৪১
পাণ্ডবদের বনযাত্রা ১৪১

বন পর্ব

কির্মীর বধ প্রসঙ্গ ১৪৫
উপবাসী মুনিদের পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ করিয়া
দুর্যোধনের ব্রহ্মশাপ অভিসন্ধির প্রয়াস ১৪৬
যুধিষ্ঠিরের সহিত ভীম দ্রৌপদীর বাদানুবাদ ১৪৮
কিরাতার্জুন প্রসঙ্গ ১৪৯
অর্জুনের দিব্যাস্ত্র সংগ্রহার্থে স্বর্গে গমন ১৫১
যুধিষ্ঠির কর্তৃক বৃহদশ্বের নিকট মন্দভাগ্য রাজাদের কাহিনী শ্রবণ ১৫১
রামচন্দ্রের বনবাস উপাখ্যান ১৫২
নলদময়ন্তী উপাখ্যান ১৫২

CENTRAL LIBRARY

দ্রৌপদীর দুঃখ প্রসঙ্গে শকুন্তলার দুঃখের কাহিনী ১৬৭
যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা ১৬৭
দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীমের পুষ্পাহরণে গমন ও হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৬৮
জটাসুর বধ ১৭০
অর্জুনের প্রত্যাবর্তন ১৭১
দুর্যোধন কর্তৃক দ্রোণের সাহায্যে পাণ্ডবদের
অভিশাপ প্রদানের অভিসন্ধি প্রসঙ্গ ১৭১
চিত্ররথ কর্তৃক দুর্যোধন বন্ধন : যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন কর্তৃক মোচন ১৭২
জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণের প্রচেষ্টা : ভীমার্জুন হস্তে নিগ্রহ ১৭৪

বিরাট পর্ব

অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা ১৭৭
ধৌম্যের উপদেশ ১৭৯
বিরাটনগরে পঞ্চপাণ্ডব-দ্রৌপদী ১৮০
ভীমের বিক্রম ১৮৫
কীচক-সুদেষ্ণা-দ্রৌপদী ১৮৬
লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর বিলাপ ১৮৮
ভীমের কীচক-বধ ১৯০
কীচকের ভ্রাতৃবর্গনিধন ১৯৪
পাণ্ডব-অন্বেষণে দুর্যোধনের চর-প্রেরণ ও মন্ত্রণা ১৯৬
দক্ষিণ গোগ্রহ : সুশর্মার পরাজয় ১৯৬
উত্তর গোগ্রহ : উত্তর-বৃহন্নলা ১৯৯
দ্রোণ-দুর্যোধনাদির বিতর্ক : ভীষ্মের উপদেশ ২০৫
কৌরবদের পরাজয় ২০৬
অর্জুন-উত্তরের প্রত্যাবর্তন : বিরাটের পুত্রগৌরব ২১৭
পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর আত্মপ্রকাশ ২১৯
উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ ২২০

উদ্যোগ পর্ব

রাজ্যোদ্ধারের মন্ত্রণা ২২৫
কৃষ্ণসকাশে দুর্যোধন-অর্জুন ২২৭
রাজন্যবর্গের এক এক পক্ষাবলম্বন ২২৮
সঞ্জয়ের দৌত্য ২২৯
কৌরব সভায় বাদানুবাদ ২৩২

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের আলোচনা : হস্তিনাপুরে কৃষ্ণ ২৩৪
কুন্তী সকাশে কৃষ্ণ ২৩৮
দুর্যোধন সকাশে কৃষ্ণ ২৪১
বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ ২৪১
কৌরবসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ ২৪২
দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্রের ভর্ৎসনা : কৃষ্ণের বিদায়গ্রহণ ২৪৬
কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ ২৪৭
কুন্তী-কর্ণ সংবাদ ২৪৯
কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন ২৫০
পাণ্ডবদের যুদ্ধসজ্জা ২৫১
কৌরবদের যুদ্ধসজ্জা : উলূকের দৌত্য ২৫১
কর্ণের কবচকুণ্ডল দান ২৫৩
কাকলীলাস্থর প্রসঙ্গ ২৫৪

ভীষ্ম পর্ব

ব্যাস-ধৃতরাষ্ট্র : সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্তি ২৫৯
চতুর্দিকে অমঙ্গল চিহ্ন ২৫৯
ভীষ্মকে সেনাপতিত্বে বরণ ২৬০
ব্রহ্মচণ্ডাল প্রসঙ্গ ২৬২
অশ্বের বর্ণনা ২৬৩
পাণ্ডবদের সেনাপতিবরণ ২৬৪
যুদ্ধের নিয়মবন্ধন ২৬৫
ভগবদ্গীতা ২৬৬
যুধিষ্ঠিরাদির শিষ্টাচার : যুদ্ধারম্ভ : উত্তরের মৃত্যু ২৬৮
যুদ্ধের দ্বিতীয় দিবস : ভীষ্ম-অর্জুনের কৌরব সেনাদলন ২৭১
যুদ্ধের তৃতীয় দিবস : ভীমসেন-ভগদত্তের যুদ্ধ ২৭৩
ভীমের জয় ২৭৪
চতুর্থ দিবসের যুদ্ধ : ইরাবান-সত্যবানের মৃত্যু ২৭৫
যুদ্ধের পঞ্চম দিবস : ভীষ্মের বিক্রম ২৭৭
যুদ্ধের ষষ্ঠ দিবস : ঘটোৎকচের বিক্রম : শাল্ব-জয়দ্রথের পরাজয় ২৭৯
অর্জুন-ভীষ্মের যুদ্ধ ২৮১
যুদ্ধের সপ্তম দিবস : দুর্যোধনের বিংশতি ভ্রাতা নিহত ২৮২
দুর্যোধন কর্তৃক ভীষ্মকে তিরস্কার ২৮৩

CENTRAL LIBRARY

যুদ্ধের অষ্টম দিবস : ভীষ্মার্জুনের প্রচণ্ড সংগ্রাম ২৮৬
যুদ্ধের নবম দিবস : শিখণ্ডীর উপস্থিতি দ্বারা অর্জুনের ভীষ্মভঙ্গ ২৯০
যুদ্ধের দশম দিবস : ভীষ্মের পতন ও শরশয্যা গ্রহণ ২৯৬
যুধিষ্ঠির-অর্জুনের শোক : ভীষ্মের উপদেশ ৩০৮

দ্রোণ পর্ব

ভীষ্মের পতনে শোকের ছায়া ৩১৩
ভীষ্ম সকাশে কর্ণ ৩১৩
দ্রোণের সেনাপতিত্বে অভিষেকের মন্ত্রণা ৩১৫
দুর্যোধনকে দ্রোণের বরদান ৩১৮
দ্রোণকে সেনাপতিত্বে বরণ ৩১৮
যুদ্ধের একাদশ দিবস ৩১৯
যুদ্ধের দ্বাদশ দিবস : অর্জুন-সংশপ্তক যুদ্ধ ৩২৩
সত্রাজিৎ, বৃক প্রভৃতি যোদ্ধার পতন ৩২৬
দ্রোণের বিক্রমে পাণ্ডব সৈন্য ভঙ্গ ৩২৮
বিভিন্ন যোদ্ধার অশ্বের বর্ণনা : ধ্বজঘোটক কথা ৩২৯
ভগদত্ত বধ ৩৩১
অর্জুনহস্তে চন্দ্রসেন, চন্দ্রকেতু প্রভৃতি বীরের মৃত্যু : অর্জুন-সংশপ্তক যুদ্ধ অব্যাহত ৩৩৮
কর্ণের বিক্রম ৩৩৮
যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবস : দক্ষিণদিকে সংশপ্তক যুদ্ধে অর্জুনকে ব্যাপৃত রাখিয়া দ্রোণের ব্যূহরচনা ৩৪০
অভিমন্যুর ব্যূহভেদ, যুদ্ধ ও পতন ৩৪২
শোকাতুর যুধিষ্ঠির সকাশে ব্যাস ৩৫০
মৃত্যুর উপখ্যান ৩৫১
সুবর্ণষ্ঠীবীর ও বিভিন্ন উপাখ্যান ৩৫২
অর্জুনের অমঙ্গল চিহ্ন ও শঙ্কা : অভিমন্যুবধে অর্জুনের কাতর বিলাপ ৩৫৫
অভিমন্যুর বীরত্ব গাথা : অর্জুনের জয়দ্রথ-বধ প্রতিজ্ঞা ৩৫৮
পাণ্ডবরমণীদের শোক ৩৫৯
অর্জুনের প্রতিজ্ঞায় জয়দ্রথের শঙ্কা ৩৬১
দ্রোণের আশ্বাস-বাক্য ৩৬২
যুদ্ধের চতুর্দশ দিবস : কৃষ্ণার্জুনের কৈলাসে গমন ও হর-পার্বতী বন্দনা ৩৬৪
অর্জুনের প্রতি দ্রোণাচার্যের আশীর্বাদ ও যুদ্ধ ৩৬৫
চেদীরাজ, অবন্তীরাজ, শ্রুতায়ুধ, সুশর্মা প্রভৃতি বীরের পতন ৩৬৭

CENTRAL LIBRARY

দুর্যোধন-অর্জুন যুদ্ধ ৩৬৯
অলম্বুষবধ প্রসঙ্গ ৩৭৪
সাত্যকি-দ্রোণ ও ভীম-কর্ণ যুদ্ধ : ভূরিশ্রবাবধ ৩৭৫
জয়দ্রথ বধ ৩৮৪
যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবস ৩৮৭
অনায়ুধ বধ ৩৮৯
কর্ণ-ঘটোৎকচ যুদ্ধ ৩৮৯
ঘটোৎকচ বধ ৩৯১
বিরাট দ্রুপদ প্রভৃতি যোদ্ধার পতন ৩৯৫
দ্রোণাচার্যবধ প্রসঙ্গ ৩৯৮
অশ্বত্থামার সঙ্কল্প ৪০১

কর্ণ পর্ব

কর্ণের সেনাপতিত্বে অভিষেকের মন্ত্রণা ৪০৯
তারকাক্ষ-মকরাক্ষ প্রসঙ্গ ৪১১
পরশুরাম প্রসঙ্গ ৪১২
শল্যের সারথিপদ গ্রহণ : সেনাপতির অভিষেক অনুষ্ঠান ৪১৩
কর্ণ-শল্যের বাদানুবাদ ৪১৪
কাক-হংসের উপাখ্যান ৪১৭
যুদ্ধের ষোড়শ দিবস : কর্ণের ব্যূহচনা : যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা ৪২০
যুদ্ধের সপ্তদশ দিবস ৪২৬
অশ্বত্থামার পরাজয় ৪২৮
ভীমের প্রচণ্ডতা ৪২৯
দুর্যোধন-যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ ৪৩১
অশ্বত্থামা অর্জুনের যুদ্ধ ৪৩২
যুধিষ্ঠিরের অবমাননার প্রসঙ্গ ৪৩৩
যুধিষ্ঠির-অর্জুন কথোপথন : যুধিষ্ঠিরের কটূক্তি ৪৩৪
অর্জুন-কর্ণের অপূর্ব বিক্রম ৪৩৯
ভীমের দুঃশাসন বধ ৪৪৩
কর্ণবধ প্রসঙ্গ ৪৪৪

শল্য পর্ব

ধৃতরাষ্ট্রের শোক ৪৫৯
শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক ৪৬০

CENTRAL LIBRARY

যুদ্ধের সপ্তদশ দিবস ৪৬১
কর্ণের পুত্রত্রয়ের পতন ৪৬২
ভীম-শল্যের গদাযুদ্ধ ৪৬৩
যুধিষ্ঠির-শল্যের যুদ্ধ ৪৬৫
শল্যের মোহপ্রাপ্তি ৪৬৬
শল্য বধ প্রসঙ্গ ৪৬৬
শাল্ব-বধ ৪৬৮
শকুনির পতন ৬৬৯

গদা পর্ব (শল্য পর্বাধ্যায়)

দুর্যোধনের হ্রদ-প্রবেশ ৪৭৫
যুধিষ্ঠিরের তর্জন ৪৭৭
গদা যুদ্ধের উপক্রম ৪৭৮
বলরামের তীর্থ ভ্রমণ : কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণনা ৪৮০
দুর্যোধনের উরুভঙ্গ : অষ্টাদশ দিবসে যুদ্ধান্ত ৪৮২

সৌপ্তিক পর্ব

নিশাযুদ্ধে অশ্বত্থামার নিধনযজ্ঞ : ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীর
পঞ্চপুত্র প্রভৃতির নিধন ৪৮৯
দুর্যোধনের মৃত্যুপ্রসঙ্গ ৪৯১
অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে বরণ ৪৯২

ঐষীক পর্ব (সৌপ্তিক পর্বাধ্যায়)

দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশন ৪৯৫
ব্রহ্মশির অস্ত্র ৪৯৬

স্ত্রী পর্ব

ধৃতরাষ্ট্রের শোক : বিদুরের সান্ত্বনা দান ৫০১
গান্ধারী প্রভৃতির কুরুক্ষেত্র দর্শন ৫০৩

দাহ পর্ব (স্ত্রী পর্বাধ্যায়)

ভীমের লৌহমূর্তি পেষণ ৫০৭
ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষমা : গান্ধারীর ক্রোধ ও ব্যাসের উপদেশে সান্ত্বনাপ্রাপ্তি ৫০৭
কৃষ্ণকে গান্ধারীর অভিশাপ ৫০৯
মৃতের সৎকার ৫১০

শান্তি পর্ব

কর্ণের জন্মরহস্য উন্মোচন : যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ৫১৪

CENTRAL LIBRARY

ব্যাসের প্রবোধদান ৫১৪
হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন ৫১৫

স্থান পর্ব (শান্তি পর্বাধ্যায়)

যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ৫১৯

অনুশাসন পর্ব

যুধিষ্ঠিরের মানসিক অশান্তি ৫২৩
কৃষ্ণার্জুনের ভ্রমণ ৫২৩
কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন ৫২৪
উতঙ্ক-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ৫২৪

অশ্বমেধ পর্ব

ব্যাসের আদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিকল্পনা : যজ্ঞের বিধি,
ধন আহরণ, অশ্বের লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ ৫২৯
অশ্ব আনয়নের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের দুশ্চিন্তা : ভীম-বৃষকেতুর দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহ ৫৩১
ভীম-বৃষকেতু সহিত মেঘবর্ণের সহিত অশ্ব আনয়নে যাত্রার উদ্যোগ ৫৩২
অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্রণা ৫৩৩
ভীম-বৃষকেতু-মেঘবর্ণের ভদ্রাবতী যাত্রা ৫৩৫
সরোবরে জলপানরত অশ্ব ধৃত করিয়া যাত্রা ৫৩৬
ভীমের নিকট অশ্ব রক্ষা করিয়া মেঘবর্ণের যৌবনাশ্ব সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ৫৩৮
বৃষকেতুর যুদ্ধযাত্রা ৫৩৮
ভীমের যুদ্ধে প্রবেশ ৫৪১
যৌবনাশ্বের পরাজয় স্বীকার ও ভীমাদিকে সমাদর : যৌবনাশ্ব-
প্রভাবতীর হস্তিনাপুরে আগমন ৫৪৩
অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রণ করিবার জন্য ভীমকে দ্বারকা প্রভৃতি নগরে প্রেরণ ৫৪৬
পুরনারীদের যজ্ঞাশ্ব দর্শন ৫৪৯
অনুশাল্বের যজ্ঞাশ্ব অপহরণ ৫৪৯
কৃষ্ণ-প্রদ্যুম্ন-মেঘবর্ণ-যৌবনাশ্ব-বৃষকেতু প্রমুখের যুদ্ধযাত্রা ৫৫০
প্রদ্যুম্ন-অনুশাল্বের যুদ্ধ : প্রদ্যুম্নের মূর্চ্ছা ৫৫১
প্রদ্যুম্নকে কৃষ্ণের ভর্ৎসনা : ভীমের যুদ্ধ ও মূর্চ্ছা ৫৫১
কৃষ্ণের যুদ্ধ ও মূর্চ্ছা ৫৫৩
বৃষকেতুর যুদ্ধ ও সূর্যের রথদান : অনুশাল্বকে বন্দীকরণ ৫৫৪
অনুশাল্বের কৃষ্ণবন্দনা : যুধিষ্ঠিরের প্রতি আনুগত্য ৫৫৫
যজ্ঞের ধন অপহরণে পঞ্চ পাণ্ডব-কৃষ্ণের কৈলাস গমন ৫৫৫

CENTRAL LIBRARY

পরীক্ষীতের জন্ম ৫৫৬

অশ্বমেধের অশ্বে জয়পত্র লেখন : প্রারম্ভিক ক্রিয়া অশ্ববিমোচন ৫৫৮

অশ্বের রক্ষকরূপে অর্জুনের নেতৃত্বে বিভিন্ন বীরের যাত্রা ৫৫৮

নীলধ্বজপুরে অশ্ব ৫৬১

মদনমঞ্জরীর অশ্ব বন্ধনের ইচ্ছা ৫৬২

প্রবীরের যুদ্ধ ৫৬২

নীলধ্বজ-অর্জুন প্রসঙ্গ ৫৬৪

অগ্নি-স্বাহা উপাখ্যান ৫৬৪

অর্জুন-অগ্নির কথোপকথন : নীলধ্বজকে অগ্নির রণ পরিত্যাগের পরামর্শ দান : জনার ক্রোধ ৫৫৫

জনার ভ্রাতৃগৃহে গমন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে উত্তেজিতকরণ ৫৬৬

বিফল মনোরথ জনার গঙ্গাকে উত্তেজিতকরণ : ভীষ্ম হত্যার জন্য অর্জুনকে গঙ্গার অভিশাপ ৫৬৭

জনার ঘৃতাগ্নিতে আত্মাহুতি ও বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণে গমন ৫৬৮

উদ্দালক ও চণ্ডী : চণ্ডীশিলা উপাখ্যান ৫৬৯

চম্পকনগরে অশ্ব : হংসধ্বজের কৃষ্ণভক্তি ৫৭১

সুধন্বার যুদ্ধগমনপথে মাতৃবন্দনা : ভগ্নী সম্ভাষণ এবং পত্নীগমন ৫৭২

সুধন্বার বিলম্বে আগমনে রাজার আদেশে তপ্ততৈল কটায় নিক্ষেপ প্রসঙ্গ ৫৭৫

সুধন্বার কৃষ্ণাস্তুতি : তপ্ততৈল হইতে রক্ষা ৫৭৬

সুধন্বার যুদ্ধে গমন ৫৭৯

অর্জুন-সুধন্বার যুদ্ধ : অর্জুনের মোহ ৫৮৩

মোহগ্রস্ত অর্জুনের কৃষ্ণস্মরণ : সুধন্বার কৃষ্ণদর্শন ও কৃষ্ণবন্দনা ৫৮৫

কৃষ্ণার্জুন-সুধন্বার যুদ্ধ ৫৮৬

সুধন্বার পতন ও কাটামুণ্ড প্রসঙ্গ ৫৯০

সুরথের যুদ্ধে গমন ৫৯০

বিভিন্ন বীরদের পরাজিত করিয়া কৃষ্ণার্জুন সকাশে সুরথ : ঘোরতর যুদ্ধশেষে সুরথের পতন ৫৯২

গরুড় কর্তৃক কৃষ্ণাদেশে সুরথের ছিন্নমুণ্ড প্রয়াগে নিক্ষেপ প্রসঙ্গ ৫৯৫

সুবেগের যুদ্ধযাত্রা ৫৯৭

হংসধ্বজের সুবেগকে যুদ্ধে নিবৃত্তকরণ : কৃষ্ণবন্দনা ৫৯৯

অশ্বের দক্ষিণদিকে কিরাত-যবন প্রভৃতি রাজ্যে গমনের পর
উত্তরদিকে প্রত্যাবর্তন এবং ত্রিগর্তরাজ্যে প্রবেশ ৬০০

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে অশ্ব ৬০১

প্রমীলার দেশে অশ্ব ৬০২

অর্জুন-প্রমীলার যুদ্ধ : উভয়ের পরিণয় ৬০৩

CENTRAL LIBRARY

বৃষ্ণিদেশে অশ্ব : ভীষণরাক্ষসবধ ৬০৫

মণিপুরে অশ্ব ৬০৮

ধৃত অশ্ব লইয়া পিতৃসকাশে বভ্রুবাহন ৬০৯

বভ্রুবাহনের প্রতি অর্জুনের তিরস্কার ৬১১

বভ্রুবাহনের যুদ্ধ ৬১২

প্রদ্যুম্ন-হংসধ্বজ প্রভৃতির মোহ : বৃষকেতুর পতন ৬১৪

বভ্রুবাহন-অর্জুন যুদ্ধ : অর্জুনের পতন ৬১৬

চিত্রাঙ্গদা-উলূপীর শোক ৬১৮

চিত্রাঙ্গদার বভ্রুবাহনকে কটূক্তি : বভ্রুবাহনের তনুত্যাগের সঙ্কল্প ৬১৮

পুনর্জীবনের জন্য অর্জুনের পাতাল হইতে মণি আনয়ন করিতে
উলূপীর পুণ্ডরীক নাগকে প্রেরণ ৬১৯

মণি আনয়নে বভ্রুবাহনের পাতালে গমন ৬২১

বৃষকেতু ও অর্জুনের জীবনপ্রাপ্তি ৬২৪

রত্নপুরে অশ্ব ৬২৫

তাম্রধ্বজের যুদ্ধ ৬২৬

অনিরুদ্ধ-তাম্রধ্বজ যুদ্ধ ৬২৮

প্রদ্যুম্ন-তাম্রধ্বজ যুদ্ধ ৬২৮

তাম্রধ্বজ-বভ্রুবাহন যুদ্ধ ৬২৯

তাম্রধ্বজ-অর্জুন যুদ্ধ ৬২৯

কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে তাম্রধ্বজের যুদ্ধ : কৃষ্ণার্জুনের পরাজয় ৬৩০

ধার্মিক ময়ূরধ্বজ প্রসঙ্গ : ঘোটকমোচন ৬৩২

বীরব্রহ্মার দেশে অশ্ব ৬৩৬

রত্নাবতী-শমন পরিণয় উপাখ্যান ৬৩৭

বীরব্রহ্মার যুদ্ধ ৬৩৮

বীরব্রহ্মার অর্জুনের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও কৃষ্ণবন্দনা ৬৩৯

চন্দ্রহাসরাজপুরে ঘোটক প্রবেশ : চন্দ্রহাস প্রসঙ্গ ৬৪০

অর্জুনের ব্যূহরচনা ৬৪৪

কৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শন : চন্দ্রহাসের সর্বস্ব নিবেদন ৬৪৫

বক্রদন্ত মুনি প্রসঙ্গ ৬৪৬

চেদি, মগধ, কাশীপুর প্রভৃতি দেশে অশ্ব ৬৪৭

জয়দ্রথপুরে অশ্ব ৬৪৭

চম্পকপুরে পুনরায় অশ্বের প্রবেশ ৬৪৮

CENTRAL LIBRARY

সুধন্বাপুত্র বিবেকের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে যুদ্ধযাত্রা	৬৪৯
অর্জুন প্রমুখ বীরদের নিকট কৃষ্ণের বিবেক-জন্ম-কথন	৬৫০
অর্জুনের ব্যূহরচনা : বৃষকেতু বিবেকের যুদ্ধ : বৃষকেতুর পরাজয়	৬৫১
বিবেক-বভ্রুবাহনের যুদ্ধ : বভ্রুবাহনের পরাজয়	৬৫২
বিবেক-তাম্রধ্বজ যুদ্ধ : তাম্রধ্বজের পরাজয়	৬৫২
বিবেক-চন্দ্রহাসের যুদ্ধ : চন্দ্রহাসের পরজয়	৬৫৩
বীরব্রহ্মা, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, যৌবনাশ্ব, সুবেগ প্রভৃতির যুদ্ধে বিবেকের জয়	৬৫৪
কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথন	৬৫৫
অর্জুন-বিবেক যুদ্ধ	৬৫৫
হনুমানের যুদ্ধে যোগদান	৬৫৫
কৃষ্ণার্জুনের মোহ	৬৫৬
দূতের হস্তিনাপুরে গমন : যুধিষ্ঠিরের মূর্চ্ছা	৬৫৭
ভীম-নকুল-সহদেবের যুদ্ধযাত্রা	৬৫৮
ভীমের পরাজয়	৬৫৯
দূতের হস্তিনাপুরে গমন : পাণ্ডব-যাদব নারীদের যুদ্ধার্থ আগমন	৬৫৯
মোহগ্রস্ত অর্জুনের চৈতন্য-আনয়ন : পিতামহ হংসধ্বজের অনুরোধে বিবেকের কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ	৬৬১
পাণ্ডব-যাদব রমণীদের মোচন	৬৬১
উগ্রসেনের রাজ্য, কুন্তিভোজ, পাঞ্চাল, গান্ধার প্রভৃতি দেশে যজ্ঞাশ্ব	৬৬২
যজ্ঞাশ্বের হস্তিনাপুরে যমুনাতীরে আগমন	৬৬২
যজ্ঞস্থলে ঘোটকের আগমন	৬৬৩
অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ	৬৬৪
চৌবট্টি দম্পতির গঙ্গাবারি আনয়ন	৬৬৬
যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর স্নান : যজ্ঞাশ্বের স্নান সমাপন	৬৬৮
ভীমের অশ্ববলিদানের ক্রিয়া	৬৬৯
অতিথি-তোষণ	৬৭০
শক্তুদাতা ব্রাহ্মণ : নকুলরূপী ধর্ম	৬৭১
কৃষ্ণের সপরিবারে দ্বারকাযাত্রা	৬৭৩

আশ্রমিক পর্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপালন	৬৭৭
ভীমের অসন্তোষ	৬৭৭
বনগমনে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্কল্প	৬৭৮

CENTRAL LIBRARY

ব্যাসের উপদেশ : শ্রাদ্ধ-তর্পণ-দানকর্ম ৬৭৯
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনযাত্রা ৬৮১
কুন্তী দর্শনে পঞ্চপাণ্ডব ৬৮২
মৃত সন্দর্শনে ব্যাসের সকলকে দিব্যচক্ষুদান ৬৮৫
নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বনাগ্নিতে মৃত্যুর সংবাদ ৬৮৬
পাণ্ডবদের শোক ও শ্রাদ্ধ-তর্পণ ৬৮৭

মৌষল পর্ব

শাম্বের মুষল প্রসব : দ্বারকার দুর্লক্ষণ ৬৯১
যাদবদের বিনাশ ৬৯২
বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ ৬৯৩
অর্জুনের বিলাপ : নারীদের লাইয়া প্রত্যাবর্তন ৬৯৮

স্বর্গারোহণ পর্ব

পঞ্চপাণ্ডব-দ্রৌপদীর স্বর্গগমন বাসনা ৭০৫
কৃষ্ণের অনুমতি-প্রার্থনার পূর্বকথন বৃত্তান্ত ৭০৭
পরীক্ষিৎকে রাজ্যদান ৭১০
পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থান ৭১১
মেঘনাদ দৈত্যের দ্রৌপদীহরণ প্রয়াস ৭১২
ভীমের যুদ্ধ ও দ্রৌপদীউদ্ধার ৭১৪
কাম্যতীর্থ ৭১৪
মালাধরগিরি ও লীলাবতী ৭১৫
অশোককানন : দ্বৈপায়নতীর্থে দ্রৌপদীর পতন ৭১৫
গৌরীশৃঙ্গ ৭১৬
কিরাত পর্বতে ভীমের কিরাত বধ ৭১৭
পদ্মরাগ শিলাতীর্থে সহদেবের পতন ৭১৭
চন্দ্রকান্তমণি তীর্থঘাটে নকুলের পতন ৭১৭
অরুণ পর্বতে পদ্মরাগ শিলাতীর্থে অর্জুনের পতন ৭১৮
অক্ষয় বটবৃক্ষতলে চন্দ্রকান্ত মণিঘাটে ভীমের পতন ৭১৯
যুধিষ্ঠির সকাশে ইন্দ্র ৭২০
কুকুররূপী ধর্ম প্রসঙ্গ ৭২০
যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন ৭২১
ব্রহ্মপুরে যুধিষ্ঠির ৭২১
যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ৭২২

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ শ্বেতদ্বীপে স্বজন-জ্ঞাতিদের সকাশে যুধিষ্ঠির ৭২৩
মহাভারত শ্রবণে জনমেজয়ের রোগমুক্তি ৭২৪

পরিশিষ্ট

দ্রৌপদীর যুদ্ধ ৭২৯
মহাভারতের উল্লেখযোগ্য চরিত্র, স্থান ও অস্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭৬৫
গ্রন্থপঞ্জী ৭৭৯
কয়েকটি পুথির পত্রের প্রতিলিপিচিত্র ৭৮১
শব্দসূচী ৭৮৫

CENTRAL LIBRARY

ভূমিকা

CENTRAL LIBRARY

প্রথম অধ্যায়

সম্পাদনার দৃষ্টি

আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যসম্ভার প্রধানতঃ পুথি-আশ্রয়ী। কিন্তু ব্যাপক কালব্যবধানে কবিকুলের স্বলিখিত পুথি প্রায় অলভ্য বলিলেই চলে। অনুলেখকদের অনুলিখিত পুথি লইয়াই আমাদের কাজ করিতে হয়। এইরূপ প্রায় সকল পুথিতেই বিভিন্ন অ-কবিজনের হাত পড়িয়াছে। এই সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য কলঙ্ক মুক্ত করিয়া কবির মৌলরচনা আবিষ্কার করাই সম্পাদকের প্রধান দায়িত্ব। কোন একটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক রীতি আশ্রয় না করিয়া, একটি বিশেষ পুথিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কিছু পাঠান্তর গ্রহণপূর্বক, কোন কবিকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করিবার রীতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, কোন বিশেষ পুথিকে বিশ্বাস করিবার পূর্বে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের সাহিত্য, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পূর্বকালে, সবচেয়ে বেশী বিড়ম্বিত হইয়াছে অনুলেখক, পাঠক, গায়েন ও স্মৃতিচারীদের দ্বারা। ইঁহারা আমাদের সুমহৎ উপকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বিভ্রান্তও করিয়াছেন যথেষ্ট। তাঁহাদের অজ্ঞতা, খেয়ালখুশির প্রভাব, মূল লেখকের প্রতি সর্বৈব নিষ্ঠার অভাব কিংবা আত্মপ্রসার ইচ্ছা, কুন্তীলকের (Plagiarist) বিপরীতপন্থী 'পুচ্ছগ্রাহীদের' খেয়াল, লোকচিত্তবিনোদন প্রয়াস প্রভৃতি একদিকে যেরূপ কবিকৃতিকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, অপরপক্ষে লোকরঞ্জনের সহজ চাতুর্য হিসাবে বিভিন্ন উপাখ্যান ও লোকপ্রচলিত বিশ্বাস ধ্যান-ধারণা নির্বিচারে প্রযুক্ত হইয়াছে। এমন কী, একই ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়গত প্রাধান্যের চাপে কখনও কখনও চরিত্র অথবা ঘটনার পরিবর্তনও অনেকস্থলে হইয়াছে। এইরূপ প্রক্ষেপের দ্বারা অনুলেখক ও গায়েন সম্প্রদায় কবির উপর কবিত্ব করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই সম্প্রদায় সামান্য প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কখনও কখনও আঞ্চলিক ভূপতি বা শক্তিমানের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহাদের নাম বা বংশীয় পূর্বপুরুষদের নাম বা মহিমা অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন। এইসকল কারণে বিশিষ্টমানের কবিকৃতিতে পর্যন্ত অনেকস্থলে মানের নিম্নতা, রুচির বিকৃতি, গ্রাম্যতা প্রভৃতি দোষ পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়ে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্যের সমস্যা প্রায় অভিন্ন। সুতরাং এই অপরিচ্ছন্ন পথে আমাদের সন্ধানী প্রয়াস অনেকস্থলে ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়া যায়। এইজন্যে যে কোন প্রাচীন কাব্যের অনুলেখন-আশ্রিত রচনার সঙ্কলনকর্মে ব্রতী হইবার পূর্বে একটি বৈজ্ঞানিক পথাশ্রয় অবশ্য কর্তব্য।

বহু প্রকারের প্রক্ষেপনিষিক্ত পুথি হইতে আদর্শ পাঠ উদ্ধার করিবার বৈজ্ঞানিক রীতি আবিষ্কার সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী-সমাজ বহু গবেষণা ও মননে ব্রতী হইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টালব্ধ বৈজ্ঞানিক পথে সম্পাদনা-কর্ম অধুনা অনেক সহজ হইয়াছে। বরোদার Oriental Institute ও পুণার Bhandarkar Institute হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্কলন নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক। এই প্রতিষ্ঠান দুইটির পুথিসম্পাদনা-রীতি পণ্ডিতসমাজে আদর্শ বলিয়া বিবেচিত। এই আদর্শে প্রাপ্ত পুথিসমূহের পর্যায়ভুক্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দান করা হইয়াছে। ডক্টর এস. এম. কাত্রে তাঁহার 'Introduction to Indian Textual Criticism' গ্রন্থেও এই বিষয়ে পর্যায়ভুক্তিকে

CENTRAL LIBRARY

অপরিহার্য প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত পুথিসমূহকে আঙ্গিকগত ও ভাবগত বিচার এবং তুলনামূলক পুথিপরিচয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পুথিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। এমন কী, কেবলমাত্র প্রাচীনত্ব-অর্বাচীনত্বের বিচারও সম্পূর্ণ আস্থাসাপেক্ষ হইতে পারে না। এইজন্যে সর্ব প্রথমে সংগৃহীত পুথিসমূহের বাহ্যিক ও অন্তরঙ্গ ভাবগত বিচার করিয়া পর্যায়ভুক্তি করা সঙ্গত। সঞ্জয়ের রচিত মহাভারতের বর্তমান সঙ্কলনকর্মে এই পর্যায়ভুক্তি-রীতিটি পরিগৃহীত হইল।

পর্যায়ভুক্তি-রীতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। এই বিষয়ে সংস্কৃত পুথির বিচারকর্মে একটা সুবিধা উহাদের আঞ্চলিকতানির্ভর পর্যায়ভুক্তি। কিন্তু বাঙলা পুথির, বিশেষ করিয়া আঞ্চলিকভাবে প্রচারিত কোন সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সঞ্জয়ের রচিত মহাভারতের যে প্রায় সত্তরখানি পুথি বর্তমান সঙ্কলনকর্মের জন্য পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের যেগুলির লিপিস্থল উল্লিখিত আছে তাহা একটি অঞ্চলে গণ্ডীবদ্ধ। কামরূপ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে এইসকল পুথি অনুলিখিত। সুতরাং মনে হয়, আসাম ও পূর্ববঙ্গে গ্রন্থটির বহুল প্রচার ছিল। এইজন্যে বর্তমান সঙ্কলনকর্মে আঞ্চলিকতানির্ভর পর্যায়ভুক্তি-রীতি গ্রহণ সম্ভবপর নয়। স্বাভাবিক কারণেই, ভিন্নতর পর্যায়ভুক্তি-রীতি গৃহীত হইল।

পুথির প্রাচুর্য সম্পাদককে যতটুকু বিব্রত করে তাহা গৌণ, বস্তুতঃ এই সংখ্যাধিক্য সম্পাদনার কাজ বৈজ্ঞানিক করিয়া তুলিতে যথার্থ সাহায্যই করে। পর্যায়ভুক্তিতে নূতন নূতন শ্রেণীবিন্যাস করিতে এই সংখ্যাধিক্য যথেষ্ট সাহায্য করে। তদ্ব্যতীত অধিকাংশ প্রাচীন সাহিত্যকর্মেই যেহেতু ব্যাপক কালব্যবধানে কবির স্বলিখিত পুথির আবিষ্কার সুদুর্লভ, সেইজন্যে অধিক সংখ্যায় পুথি পরীক্ষা করিতে পারিলে কবির মূলরচনা ও পরবর্তীকালের প্রক্ষেপের পার্থক্য অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। অনেকস্থলে কোন কোন প্রক্ষেপ প্রত্যেক পুথিতে থাকে না। তাহা ব্যতীত বিস্তৃতক্ষেত্রে বহু বিচিত্র পুথি অধ্যয়ন করিতে পারিলে কবির কবিধর্ম ও প্রয়োগকৌশল সম্পাদকের অধিগত হয়। সুতরাং ভাবগত ও আঙ্গিকগত পর্যায়ভুক্তি সহজতর হয়। এইভাবে প্রক্ষেপ বর্জন করিয়া কবির মৌলরচনার আবিষ্কার অনেকাংশে সম্ভবপর হয়।

বর্তমান সঙ্কলন-প্রস্তুতিতে যে সকল পুথি পরীক্ষিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট। ইহাদের পরীক্ষা করিয়া আঙ্গিক ও ভাবগত দৃষ্টি-ভঙ্গিতে পর্যায়ভুক্তি করা হইল। ইহাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ইহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কয়েকটি পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যায়। এই পর্যায়ভুক্তির জন্য আরোপিত কোন কাঠামোর প্রয়োজন হয় না। নিম্নে এই পর্যায়ভুক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

[প১] বৃহদায়তন-বিশিষ্ট সম্পূর্ণ অথবা প্রায়-সম্পূর্ণ পুথি। ইহাদের মধ্যে সঞ্জয়ব্যতীত অন্য কাহারও ভণিতা বা পুষ্পিকা নাই। ঘটনা, আখ্যান, এমন কী উপাখ্যানগুলি পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। রচনা প্রায় সর্বাংশে অভিন্ন, কোথাও কোথাও সামান্য পাঠান্তর আছে, তবে তাহাও খুব মারাত্মকভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়। স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, এই পর্যায়ের পুথিতে সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কবির হস্তস্পর্শ নাই। কবির কাব্যশৈলী, ভাষা ও মনোধর্মে সুসাদৃশ্য রহিয়াছে। বিশেষতঃ ভাষাগত কোন বিশেষ ব্যবহার ও ভাষায় যুগগত বা আঞ্চলিকতার চিহ্ন সর্বত্র একরূপ লক্ষণাক্রান্ত। স্বাভাবিক কারণেই, এই পর্যায়ের পুথিগুলি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। এই পর্যায়ের পুথির অস্তিত্ব কবি সঞ্জয়ের পূর্ণাঙ্গ মহাভারত রচনার প্রথম প্রমাণ।

CENTRAL LIBRARY

[প২] বৃহদায়তন-বিশিষ্ট সম্পূর্ণ অথবা প্রায়-সম্পূর্ণ পুথি। এই পর্যায়ের পুথিগুলিকে 'মহাভারতের সঙ্কলন' নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই পর্যায়ের পুথির সকল পর্ব সঞ্জয়ের রচিত নয়। সঞ্জয়ের রচিত পর্বগুলি সঞ্জয়ের ভণিতা ও পুষ্পিকা বহন করে অর্থাৎ এই সকল পর্ব [প ১] পর্যায়ের পুথির সেই সকল পর্বের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু কোন কোন পর্ব বা কোন কোন স্থলে, কোন বিশেষ উপাখ্যান সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির রচনা। এই সকল পর্বে বা উপাখ্যানে রচনাকারী কবিদের ভণিতা ও পুষ্পিকা যথাযথ রাখিয়া সঙ্কলন করা হইয়াছে। এই পর্যায়ের পুথির জন্যই সম্ভবতঃ সঞ্জয় সম্পর্কে নানারূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল। কিন্তু আনন্দের বিষয়, এই পর্যায়ের পুথিগুলি অবিবেচনাপ্রসূত মিশ্রিত কর্ম নয়। ইহাদের পরীক্ষা করিলে পূর্ববঙ্গে মধ্যযুগীয় একশ্রেণীর সাহিত্যরসিক মহাভারত-সঙ্কলনকারীর সঙ্কলন আবিষ্কার সম্ভবপর হয়। এই পর্যায়ের পুথিগুলি কোন কোন সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তির ব্যক্তিগত রসবোধ ও রুচিসম্মত সঙ্কলনকর্ম। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গলের 'বাইশা' সঙ্কলন আমাদের অজ্ঞাত নয়। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে মনসামঙ্গলের 'বাইশা'র ন্যায় মহাভারতেরও অনুরূপ সঙ্কলন হইয়াছে। তবে এইরূপ সঙ্কলনকারীদের নিকট, সঞ্জয়ের বহুল প্রচারের জন্য তাঁহার রচনা অংশই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। সঙ্কলনকারী ব্যক্তিগত রুচি ও রসবোধ অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ মহাভারত সঙ্কলন-উদ্দেশ্যে মহাভারত রচয়িতাদের পর্ব বা উপাখ্যান কবিদের ভণিতা যথাযথ রাখিয়া এক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে সঙ্কলন করিয়াছেন। উল্লেখ প্রয়োজন, এই সঙ্কলনকারীরা অনেকস্থলে সঞ্জয়ের কোন পর্বের বিশেষ কোন উপাখ্যান অপেক্ষা অন্য কবির সেই উপাখ্যান উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া তাঁহার ভণিতা যথাযথ রাখিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উপাখ্যানটির পূর্বে এবং পরে সঞ্জয়ের রচনা ও ভণিতা রহিয়াছে। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৬০৩ নং পুথিতে আদি পর্বে শকুন্তলার উপাখ্যান গঙ্গাধর সেনের রচনা। এই পুথির বন পর্বের রামায়ণ অংশ গুণরাজ খানের রচনা। এই উপাখ্যান দুইটির পূর্বে ও পরে সঞ্জয়ের রচনা ও ভণিতা রহিয়াছে। এই পুথির নারী পর্ব কাশীরাম দাসের (?) রচনা। এশিয়াটিক সোসাইটির ৪৮৪০ নং (২য় খণ্ড) পুথির আদি পর্বের শকুন্তলার উপাখ্যানটির রচয়িতা রাজেন্দ্র দাস। তাহার পূর্বাংশ ও পরের অংশ সঞ্জয়ের রচনা ও তাঁহার ভণিতাযুক্ত। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সঞ্জয় কি তাহা হইলে এই সকল পর্ব এবং উপাখ্যান রচনা করেন নাই? কিন্তু তাহা নয়, [প১] শ্রেণীর পুথিগুলিতে এই সকল পর্ব এবং উপাখ্যানের অস্তিত্বই তাহা প্রমাণিত করে। তদ্ব্যতীত [প ২] শ্রেণীর পুথির এই অংশগুলি সকল বিষয়ে [প১] শ্রেণীর পুথির সেই সকল অংশের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে ভিন্নতর। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে [প২] পর্যায়ের পুথিগুলি অনুলিখিত, বিভিন্ন কবির, এমন কী, কাশীরামদাসের কবিকৃতির স্বাক্ষরও রহিয়াছে। তথাপি বলা যায়, এই পর্যায়ের পুথি বিভ্রান্তিকর নয়, বরং এই পর্যায়ের পুথিতে যথার্থ কবিকৃতি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়; কেননা সঙ্কলনকারীর উদ্দেশ্য অপহরণ নয়, শ্রেষ্ঠ মহাভারত সঙ্কলন। এইজন্যে [প২] শ্রেণীর পুথির কবিকৃতিও নির্ভরযোগ্য।

[প৩] সঞ্জয়ের ভণিতাযুক্ত এক বা দুই পর্বের পুথি। ভণিতা, কাহিনী, প্রকাশভঙ্গী [প১] পর্যায়ের পুথির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে কিন্তু এই শ্রেণীর পুথি বৃহৎ নয়। অর্থাৎ ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্ব হিসাবে অনুলিখিত। মনে হয়, পাঠক ও গায়েন সম্প্রদায় আপন আপন সময়-সংক্ষিপ্ততার জন্য কখনও কখনও একটি বা দুইটি পর্ব পাঠ ও গান করিতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতের

ন্যায় বৃহদাকার গ্রন্থের পাঠ বা গান এক বৈঠকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এক বৈঠকের জন্য নির্ধারিত একটি বা দুইটি পর্ব পাঠক ও গায়েন সম্প্রদায় নির্বাচন করিতেন। আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, অনেকক্ষেত্রে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধবাসরে বিরাট পর্ব পাঠ করা হয়, ভূস্বামীদের শুভ পুণ্যাহ-উৎসবে কখনও কখনও সভাপর্ব (বাঙলা কিংবা সংস্কৃত) পাঠ করা হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য পর্বসম্পূর্ণ পুথির অনুলেখন সুবিধাজনক। এক এক জন পাঠক ও গায়েন সম্ভবতঃ এক একটি পর্বে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিতেন এবং সেই পর্বের পুথি রক্ষা করিতেন। সুতরাং মনে হয় এই [প৩] পর্যায়ের পুথি পাঠক ও গায়েনদের জন্য বা তাঁহাদের দ্বারা অনুলিখিত। কখনও কখনও এই পুথিগুলির ভাষা কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। লৌকিক উপাখ্যান প্রক্ষেপও পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং [প১] পর্যায়ের পুথির ঐ সকল পর্বের সঙ্গে তুলনা করিলেই প্রক্ষিপ্ত অংশ চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং এই পর্যায়ের পুথিকে কবিকৃতির সামান্য বিবর্তনবিধৃত পুথি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

[প ৪] সংক্ষিপ্ত (Abridged) পর্ব-বিশিষ্ট পুথি। এই পর্যায়ের পুথিগুলি সাধারণতঃ এক অথবা দুই পর্ব-বিশিষ্ট, তবে অধিকাংশস্থলেই এক পর্ব বিশিষ্ট। আনুপূর্বিক সঞ্জয়ের ভণিতা ও কাব্যধর্ম রক্ষা করিয়াও এই পুথিগুলি সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্তিকরণ বিষয়ে অধিকাংশস্থলেই উপাখ্যান বর্জন করা হইয়াছে, কখনও কখনও তত্ত্বমূলক আলোচনা বর্জনের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। ভাষা অনেকস্থলেই অনেকাংশে আধুনিকতার স্বাক্ষর বহন করে। সুতরাং ইহাদের লইয়া সমস্যা এই হয় যে, এইগুলি কবি সঞ্জয়ের রচনা কি না এবং সঞ্জয়ের রচনা হইলে এইরূপ সংক্ষিপ্ত পর্ব তিনি প্রথমে রচনা করিয়া পরে তিনিই অথবা অপর কেহ পল্লবিত করিয়া বৃহৎ মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা? আমাদের মনে হয় এই পর্যায়ের পুথিগুলি সঞ্জয়ের মূল রচনার সংক্ষিপ্ত পর্বসম্পূর্ণ রূপ। [প৩] পর্যায়ের পুথিগুলির ন্যায় এই [প৪] পর্যায়ের পুথিগুলিও গায়েন ও পাঠক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে অনুলিখিত। সময় সংক্ষিপ্ততার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে এইরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে অনুলেখন করা হইয়াছে। কবির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াও উপাখ্যান ও তত্ত্বআলোচনা অংশ কিছু কিছু বর্জন করিয়া এবং বর্ণনা-অংশ সংক্ষিপ্ত করিয়া এইরূপ করা হইয়াছে। অবশ্য পূর্বাপর সঞ্জয়ের ভণিতা ও পুষ্পিকা রক্ষিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত আকার হইতে পল্লবিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ হিসাবে বলিতে পারি :

(১) [প১] পর্যায়ের পুথিগুলি অখণ্ড আকারের মহাভারত। উহাদের আনুপূর্বিক রচনাশৈলী ও ভাষা একজন কবির রচনা বলিয়া প্রমাণ দান করে। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পর্ব, সংক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে পল্লবিত হইলে কবির কাব্যপ্রবাহ, ভাষা ও বর্ণনাকৌশল কখনও এইরূপ সুসম হইতে পারে না।

(২) সংক্ষিপ্ত পর্বগুলি অধিকাংশস্থলেই সভা, বিরাট ও বন পর্বের পুথি। অন্যান্য পর্বের পুথির সংখ্যা খুবই বিরল। সুতরাং প্রত্যেকটি পর্বের সংক্ষিপ্ত পুথি পাওয়া গেলে বলা যাইত যে উপরিউক্ত ধারণার পিছনে অনেকটা ভিত্তি আছে। কেননা যে সকল পর্বের, বিশেষ করিয়া আদি, দ্রোণ, অশ্বমেধ প্রভৃতি বৃহৎ পর্বগুলির, সংক্ষিপ্ত পুথি পাওয়া যায় না তাহাদের সম্পর্কে কি অভিমত পোষণ করিব?

(৩) অষ্টাদশ পর্বযুক্ত বা বৃহদাকার কোন সংক্ষিপ্ত পর্ববিশিষ্ট পুথি পাওয়া যায় না। মূল মহাভারত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত হইলে এইরূপ সম্পূর্ণ বা প্রায়-সম্পূর্ণ পুথি নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত। এই

CENTRAL LIBRARY

পুথিগুলি কোনটিই পূর্ণাঙ্গ মহাভারত নয়। কিন্তু বৃহদাকারের সম্পূর্ণ বা প্রায়সম্পূর্ণ মহাভারতের পুথি পাওয়া যায়।

(৪) সংক্ষিপ্ত পর্ববিশিষ্ট পুথিগুলি ভাষাগত ও কাব্যপ্রবাহগত (বিবর্তনজনিত) রূপাধারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। অনুলেখক বিভিন্ন, লিপিকাল বহু ব্যবধানসম্পন্ন, পরিবর্তন-পরিবর্জন-পদ্ধতি বিভিন্ন, এবং প্রক্ষেপও পরস্পরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং এই পর্বগুলি কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা বর্তমান রূপ পায় নাই।

(৫) একই পর্বের দুইটি সংক্ষিপ্ত পুথির মধ্যে আত্যন্তিক সমতা নাই। পরিবর্জন ও প্রক্ষেপও ভিন্নতর। যে কোন দুইটি একই পর্বের পুথির তুলনা করিলে এই সত্য বিবৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সঞ্জয়ের মহাভারতের বহুল প্রচারের জন্য পাঠক ও গায়েন সম্প্রদায় আপন আপন প্রয়োজন মিটাইতে এইরূপ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও কখনও আপন ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে লৌকিক উপাখ্যানও প্রবিষ্ট করিয়াছেন। তবে সঞ্জয়ের রচনা ভিত্তি করিয়াই ইহাদের বিবর্তন, তাহা আখ্যান, উপাখ্যান, রচনাধর্ম ও ভণিতা পরীক্ষা করিলেই উপলব্ধ হয়।

কবি সঞ্জয় নিজে এইরূপ করেন নাই। কোন কবিই আপন রচনার বিকৃতি (যতটুকু সামান্যই হউক) দেখিতে চাহেন না। তাহা ব্যতীত একটি বৃহদাকার সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিবার পর বা পূর্বে তাহার পর্ব-হিসাবে সংক্ষিপ্ত রূপদানের বাসনা ও শক্তি না থাকিবারই কথা। আসলে, সঞ্জয়ের মহাভারতের বহুল প্রচার, বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন ও রুচির জন্য এইরূপ হইয়াছে।

এই পর্যায়ের পুথিগুলি যে পাঠক ও গায়েন সম্প্রদায়ের স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুলেখন এবং মূল অংশের সংক্ষিপ্ত রূপ তাহার প্রমাণের জন্য এই পর্যায়ের একটি পুথির বিচার এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে :

সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, সঞ্জয়-মহাভারত পুথি নং ২২, বন পর্ব, পত্রাঙ্ক ১-৭৭ (সম্পূর্ণ), লিপিকাল ১২২২ বঙ্গাব্দ, অনুলেখক : 'শ্রীদিগচন্দ্র শর্মণ', [প৮] পর্যায়ভুক্ত পুথি।

স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্ববিশিষ্ট পুথির প্রধান বৈশিষ্ট্য পর্বটি পাঠ ও গান করিবার প্রারম্ভে বহু বিখ্যাত "বেদে রামায়ণে....সর্বত্র গীয়তে॥" শ্লোকটি রহিয়াছে। তাহার পর আদিপর্বের কবির বন্দনা অংশটিও রহিয়াছে, কেননা, গায়েন বন পর্বটি পাঠ করিবেন কিন্তু বন্দনা না করিয়া আখ্যান পাঠ আরম্ভ করা সঙ্গত নয় সুতরাং আদি পর্বের [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথির বন্দনা অংশের এইস্থলে অনুলিপি অসার্থক নয় বরং অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রণমোহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলএর সেহ সে কারণ॥
গুরু গণপতি দুর্গার চরণ বন্দিআ।
কহিব পুস্তক এক শুন মন দিআ॥

স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে, গায়েন পাঠ করিবার প্রারম্ভে বন্দনা আরম্ভ করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তিকরণের জন্য দেখা যায়, প্রথমদিকেই কির্মীর রাক্ষসবধের উপাখ্যানটি বর্জন করা হইয়াছে। [প১] পর্যায়ের পুথিতে কির্মীর রাক্ষসবধের পর কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্যোধন ক্ষুধার্ত মুনিদের প্রেরণের ষড়যন্ত্র করেন ও প্রেরণ করেন। কিন্তু এই পুথিতে কির্মীর বধ উপাখ্যান নাই, ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণাও

CENTRAL LIBRARY

সংক্ষিপ্ত। তাহার পরের অংশ অনেকটা অভিন্ন। দুর্যোধনকে গন্ধর্বরা বাঁধিয়া লইয়া গেলে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। এই উপাখ্যানটি প্রায় অভিন্ন। ইহার পরে অজ্ঞাতবাসে যাইবার পূর্বে বিভিন্ন মুনিঋষি কাম্যক বনে আসিয়া পাণ্ডবদের দর্শন দান করিলেন। এই সময়ের আর্যদর্শন ও তাঁহাদের আশীর্বাদ-অংশে পুথিটিতে কিছুটা নূতনত্ব রহিয়াছে। রামায়ণ কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। নল-দময়ন্তী উপাখ্যানটিতে প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে কিন্তু নলের বিলাপ-অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মোটকথা, সঞ্জয়ের বন পর্বের সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া পুথিটি অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। সচ্চিদা ১নং পুথির সহিত ভাষাগত অনেকটা মিল রহিয়াছে কিন্তু আঙ্গার, তোঙ্গার, করসি, দেখসি, যায়েস্ত করেস্ত প্রভৃতির ব্যবহার নাই। মনে হয়, পাঠের জন্য সময়োপযোগী মৌখিক ভাষা এইগুলিকে অপসারিত করিয়াছে।

ভণিতাগুলি সঞ্জয়ের সাধারণ কবিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। কয়েটি উদ্ধৃত করি।

১৭[ক] ব্যাসের কবিতা পুথা সঞ্জয়ে করিল গাথা
বন পর্ব্বে উত্তম কথনে।

২৬[খ] মহাভারতের এই বন পর্ব্ব পুথা।
সঞ্জএ পয়ার কৈল ব্যাসের কবিতা॥

৫৮[ক] শ্লোক ভাঙ্গি সঞ্জএ জে কৈল পদবন্ধ।
জেই জনে সুনে তার বাড়এ আনন্দ॥

৬০[ক] বন পর্ব্ব মহাপোথা নানারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে রচিল সঞ্জয়॥

[প৫] মিশ্রিত কবিকৃতির স্বাক্ষর বহন করে সেইরূপ পুথি। বিভিন্ন কবির রচনা কোন অবিবেচক গায়েন বা অনুলেখকের দ্বারা মিশ্রিত। কোথাও কোথাও প্রাচীন পুথি নানা পুথির সংস্পর্শে আসিয়াও মিশ্রিত হইয়াছে। আখ্যান, উপাখ্যান, বর্ণনা, ভণিতা প্রভৃতি সকলই এমনভাবে মিশ্রিত হইয়াছে যে তাহাদের স্বরূপনির্ণয় প্রায় অসাধ্য। বর্তমান সংগ্রহে এই পর্যায়ের পুথির সংখ্যা কম সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের সমস্যা খুবই সামান্য।

[প৬] এই পর্যায়ের পুথিগুলি প্রত্যেকটি এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপাখ্যান। কতকগুলি মহাভারতের অতি পরিচিত উপাখ্যান আবার কতকগুলি মৌলিকতায় অনন্য। মহাভারতের তত্ত্বমূলক আলোচনা পল্লবিত আকারে একটি একটি পুথি হিসাবেও পাওয়া যায়। 'পাণ্ডবগীতা', 'ভারত-সাবিত্রী', 'নীলধ্বজ যুদ্ধ', 'ধর্ম্ম ইতিহাস', 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ', প্রভৃতি এই পর্যায়ে বিধৃত হইল। ইহাদের কোন কোনটি একমাত্র সঞ্জয়ের ভণিতায় আবার কোন কোনটিতে অপর কোন কবির ভণিতাও পাওয়া যায়। 'পাণ্ডব-গীতা' ভীষ্মপর্বান্তর্গত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অংশ [প১] পর্যায়ের পুথির সেই অংশ অপেক্ষা বিস্তারিত রচনা। অবশ্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের যথার্থ অনুবাদও নয়। 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' ব্যতীত অন্যান্য উপাখ্যানগুলিও মূল মহাভারতের সেই সকল উপাখ্যানের পল্লবিত রূপ বলিয়া মনে হয়। [প১] পর্যায়ের ঐ উপাখ্যান অপেক্ষা ইহারা অনেকাংশে পল্লবিত। আমাদের মনে হয়, এইগুলি সঞ্জয়ের রচনা হইতে পারে; কিংবা সঞ্জয়-মহাভারতের জনপ্রিয়তার জন্য তাঁহার নামে তাঁহার মহাভারত হইতে এইগুলি গ্রহণ করিয়া পাঠক ও গায়েনেরা নানা স্থানে পাঠ ও

CENTRAL LIBRARY

গান করিবার কালে অনেকাংশে হয়তো তাঁহারা উহাদিগকে পল্লবিত করিয়াছেন। এই পর্যায়ের পুথিগুলি মহাভারত-অতিরিক্ত অংশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বর্তমান সঙ্কলনে এই পর্যায়ের গুরুত্ব সমধিক নয়। তবে 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ'উপাখ্যানটি শুধু অনবদ্য নয়, অনন্য। ইহার তিনটি উৎকৃষ্ট পুথি আমরা পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। ভণিতায় সর্বত্রই সঞ্জয়ের নাম এবং ভণিতা-কৌশল সঞ্জয়ের মহাভারতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সংরক্ষিত ১৭২ নং পুথির দ্রোণ পর্বে অভিমন্যুবধের পর পরম্পরায় 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' অংশটি রহিয়াছে। এই উপাখ্যানটির পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ একটি পাঠ উদ্ধৃত করা হইল। বিশেষ করিয়া, উপাখ্যানটি সঞ্জয়ের রচনা নয় বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই বলিয়া, ইহা সম্যক্ গুরুত্বপ্রাপ্তির দাবী রাখে।

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুথির তালিকা

বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পুথি তালিকায় সঞ্জয় বিরচিত মহাভারতের পুথির যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার প্রায়-সম্পূর্ণ একটি তালিকা উপস্থিত করা সঙ্গত। এই তালিকাটি পর্ব হিসাবে প্রস্তুত এবং বর্ণানুক্রমিকভাবে গ্রন্থনা করা হইল। একাধিক পর্বযুক্ত পুথির উল্লেখ অনেক স্থলে উল্লেখিত আছে, তাহা ব্যতীত গ্রন্থাগারের একই নম্বর হইতে, তাহা ধরা পড়ে। এই সঙ্কলনকার্যে পর্বকে সর্বনিম্ন একক ধরা হইয়াছে। সঙ্কলন বিজ্ঞানসম্মত করিবার জন্য প্রত্যেকটি পর্বকে বিচার বিবেচনা করা সঙ্গত। সুতরাং তালিকাটিও পর্ব হিসাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই তালিকায় ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দেশ নিম্নরূপ :

[ক] লিপিকালের উল্লেখযুক্ত সম্পূর্ণ পুথি।

[খ] লিপিকালের উল্লেখযুক্ত খণ্ডিত পুথি।

[গ] লিপিকালের উল্লেখহীন সম্পূর্ণ পুথি।

[ঘ] লিপিকালের উল্লেখহীন খণ্ডিত পুথি।

এ.—এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলে রক্ষিত পুথি।

ক. পু.—কলমী পুথির বিবরণ—মৌলভী আলী আহম্মদ্ সঙ্কলিত।

ঢা. কৃ.—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কৃষ্ণকান্ত রায় সংগ্রহ।

ঢা. বি.—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ।

ঢা. মি.—ঢাকা মিউজিয়ম সংগ্রহ।

প্রা. পু. বি.—বাঙলা প্রাচীন পুথির বিবরণ—আব্দুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ, সঙ্কলিত।

বরেন্দ্র—রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সংগ্রহ।

ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ।

বিশ্ব.—বিশ্বভারতী সংগ্রহ।

ময়. প্রদ.—ময়মনসিংহ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত পুথি।

রং.—রংপুর সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি।

রা. কু.—রামমালা গ্রন্থাগার সংগ্রহ, কুমিল্লা।

শি. ন.—শিলচর নর্মাল স্কুল সংগ্রহ।

শ্রী. সা. প.—শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ।

সচ্চিদা—সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী।

সা.—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ।

সা. প. প.—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে ডানদিকে সন লেখা হইল। বাঙলা ব্যতীত অন্য সন হইলে তাহা উল্লেখ করা হইল। অনুল্লেখে বাঙলা সন বুঝাইবে। পুথিতে উল্লেখহীন সনগুলিতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেওয়া হইল।

অজ্ঞাত পর্ব

[ক] রা. কু. ৮৩৬ [১১৯৭, ১২০০]।

[খ] সচ্চিদা ২৮।১৫ [১১১৭], বিশ্ব ৯ [১১৩৯], সচ্চিদা ১।৫০ [১১৮৬], সচ্চিদা ১।৬৯ [১১৯৭], শি. ন. ১২ [১২৩৯]।

[গ] ক. পু. ৩৮১ (১); ৪৮৩.।

[ঘ] রা. কু. ৩৯, রা. কু. ৭০, রা. কু. ৫৯, রা. কু. ১১৪, রা. কু. ৫০২, রা. কু. ৫১৭, রা. কু ৫৩১, রা. কু. ৫৩২, রা. কু. ৬১৭, রা. কু. ৬৩২, রা. কু. ৬৫৩, রা. কু. ৮৩৫, রা. কু. ৯৪৪, রা. কু. ১০১৪, রা. কু. ১০৮১, রা. কু. ১৪৬৯, রা. কু. ১৪৯৫, বরেন্দ্র আ ৮০, বরেন্দ্র আ ৮১, শ্রী. সা. প. ১২০, সচ্চিদা ১।৫, সচ্চিদা ২.৩৩, সচ্চিদা ৩।৩৩, সচ্চিদা ১১৭।৪১, সচ্চিদা ৬।৬৬।

অনুশাস্ত্র পর্ব (পর্বাঙ্গ)

[ঘ] ক. বি. ৬১৫৮

অনুশাসন পর্ব

[ক] বরেন্দ্র আ ৮৪ [১১৯২], রা. কু. ৮৩৬ [১১৯৬] [১২০০] (?), ক. পু. ১৫ [১২০৮], ক. পু. ৩৩৬ (ঠ) [১২২০] ১২২৩ ত্রি, রা. কু. ৮২০ [১২৩৪], প্র. পু. বি. ২৭০ [১২৩৭]।

[খ] ঢা. বি. ৯৬৯ দ [১১৮৬], ক. পু. ৩৮১ (১৬)।

[গ] রা. কু. ৩৭২ (ণ)।

অশ্বমেধ পর্ব

[ক] ঢা. বি. ২৮১৬ [১১৪৭], ক. পু. ১৫।১০ [১২০৯], ক. পু. ৩৬ [১২১৮]।

[খ] ক. বি. ৫১৬৭ [১২০৮], বিশ্ব. ৩৬৩ [১২৪৫]।

[ঘ] ক. পু. ৩৩৬ (ঢ), রা. কু. ৫১৩।

অশ্বশালী পর্ব (পর্বাঙ্গ)

[খ] বিশ্ব. ৩৬৩ [১২৪৫]।

অষ্টাদশ পর্বযুক্ত সম্পূর্ণ বা প্রায়-সম্পূর্ণ

[ক] রা. কু. ৩৭২ [১১৮০] রা. কু. ১১৫৯ [১২০৭] সচিত্র, ক. বি. ৬৮০৩ [১২০১] মধ্যী।

[খ] সা. ১৭২ [১২২৩]।

[ক] এ. ৪০৪৮ (১ম ও ২য় খণ্ড) [১২২৪]। সচ্চিদা ১ [১১৯৩ মধ্যী]।

আদি পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১২০৫], শি. ন. ১০৭ [১২২০], ঢা. বি. ৩১৫৯ [১২২৯-১২৩৩], প্রা. পু. বি. ১২৭ [১২৫৬]।

CENTRAL LIBRARY

[খ] ঢা. বি. ৯২৭ [১১৭১], রা. কু. ৮২১ [১১৮২], সা. ১৯২৬ (১১৮২), রা. কু. ১৮৬ (ক) [১১৯৫], সচ্চিদা ১৬০।৪১ [১২১৬], ক. বি. ৬১৩০ [১২৫৪] ১২০৯ মঘী।

[গ] ক. পু. ২৮২, রা. কু. ৮৩৬।

[ঘ] এ. ৪০৪৮ (২য় খণ্ড) [১১২৪], ক. পু. ৩৩৬, ঢা. কৃ. ৫৭৩ গ, বরেন্দ্র আ ৮২, ক. বি. ৬১৫৫, ক. বি. ৬১৩১, ক. বি. ৬১৭২, রা. কু. ১১৬০, সা. ১৯২৫, ক. বি. ৬১৪৯ (আদি পর্ব হইতে দ্রোণপর্ব পর্যন্ত)।

উদ্যোগ পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], রা. কু. ৮২১ [১১৮৪], সা ১৯১৯ [১১৮৬], শ্রী. সা. প. ১১৭ [১২৪৮] প্রা. পু. বি. ১৩১ [১২৫৭], রা. কু. ৫২৮ [১২৫৭], ক. পু. ২৮৮ [১২৬৭]।

[খ] ময়. প্রদ. ৫৫ [১০৯৪], ঢা. কৃ. ৫২৪ঘ [১২০২], শি. ন. ৮৯ [১২২৪], বিশ্ব. ৩৬৩ [১২৪৫], সা. প. প. ১৩১০ (২য় চি ২৫) [১২৫৬]. সচ্চিদা ২।২৭ [১২৬০]।

[গ] রা. কু. ৩৭২ (ঙ) ক. পু. ৩৮১-(৫), রা. কু. ৮৩৬ ১৬০৭।

[ঘ] ক. পু. ৩৩৬ গ।

ঐষীক পর্ব (পর্বাধ্যায়)

[ক] ক. পু. ১৫।৫ [১২০৮], ক. পু. ৩৩৬ ঝ [১২২০]।

[গ] ক. পু. ২৯৫, ৩৮১ (১২), রা. কু. ৩৭২, রা. কু. ৮২০, রা. কু. ৮৩৬।

[ঘ] ঢা. কৃ. ৫৭৩ জ, প্রা. পু. বি. ৩৫২।

কর্ণ পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], ঢা. মি. ৪৬ [১১৮৩], সা. ১৯২১ [১১৮৬], ক. পু. ১৫।২ [১২০৮], ক. পু. ৩৩৬ (চ) [১২২০], শি. ন. ৯০ [১২২২], বরেন্দ্র আ. ৮৫ [১২৪৬], প্রা. পু. বি. ১৩৪ [১২৫৭], শ্রী. সা. প. ২১ [১২৬১]।

[খ] বিশ্ব. ৩৬৩ [১১৪৫] জ, ঢা. বি. ২৮১৭ [১১৪৭], সচ্চিদা ৬।৭০ [১১৮৬] মঘী, সচ্চিদা ২০।৪১ [১১৮৮] মঘী, সচ্চিদা ১০।২ [১২৩৮], রা. কু. ১৭৬ [১২৪১], ঢা. বি. ৩১৯১ [১২৫১], সচ্চিদা ১।২৭ [১২৫২]।

[গ] ক. পু. ২৯১, ৩৮১ (৮), রা. কু. ৩২৭ জ, রা. কু. ৮২০, রা. কু. ৮৩৬, রা. কু. ১৫০৩, রা.কু. ১৬০৬।

[ঘ] ঢা. বি. ৮৬৫, ক. বি. ৬১৩০, সচ্চিদা ২।৪১।

গদা পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], রা. কু. ৮৩৬ [১২০০], ঢা. বি. ১৩৩৫ [১২০৬], ঢা. বি. ৩৭১২ [১২১২], ঢা. বি. ৮৩১ [১২১৯], ঢা. কৃ. ৯২ [১২৩৭], ক. বি. ৬১৬২ [১২৪০], সা. ১৬৮ [১২৫৩], প্রা. পু. বি. ১৩৬ [১২৫৯]।

[খ] ঢা. বি. ৪৬৯৭ [১১৫৭], রা. কু. ১১৫১ [১১৮১], শি. ন. ৯১ [১২২১], ঢা. কৃ. ৫৭৩ ক. [১২৩২] ময়. প্রদ. ৪ [১২৫৩]।

[গ] ক. পু. ২৯৩, ক. পু. ৩৮১ (১০), রা. কু. ৩৭২ ঞ, রা. কু. ৮২০, রা. কু. ১৬০৪।

জামুল পর্ব (?)

[ক] ক. পু. ১৫।৯ [১২০৮], ক. পু. ৩৩৬ (৬) [১২২০]

দান পর্ব (?)

[গ] ক. বি. ৬১৫৭, রা. কু. ৮২০।

দাহ পর্ব (পর্বাঙ্গ)

[ক] প্রা. পু. বি. ১১১ [১২২৪], প্রা. পু. বি. ১৫৩ (৬৪) [১২২৪]।

[গ] ক. পু. ৩৮১ (১৫)।

দ্রোণ পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], ক. পু. ১৫।১ [১২০৮] [১২১১ ত্রি], ঢা. কৃ. ৩২৬ [১২১০], ক. পু. ৩৩৬ (৬) [১২২০] [১২২৩ ত্রি], শি. ন. ১৪ [১২৩৮] ১৭৫৩ শক, ঢা. কৃ. ৩২৫ [১২৪০], ক. বি. ৬১৬৩ [১২৫৬] [১২১১ মধ্য], প্রা. পু. বি. ১৩৩ [১২৫০]. রা. কু. ৮৯১ [১২৬০], রা. কু. ৬৭৭ [১২৬০]।

[খ] বিশ্ব ৩৬৩ [১১৪৫], সচ্চিদা ২৩।১৫ [১১৭৯], সা. প. প. ১৩১০ (২য় চি. ২৭) [১১৮৮], শি. ন. ১২৫ [১২২৩], ময়. প্রদ. ৭৪ [১২২৭], সচ্চিদা ১১।২ [১২৩৮]।

[গ] ক. পু. ২৯০ (১), ৩৮১ (৭), রা. কু. ৩২৭ (ছ), রা. কু. ৮২০, রা. কু. ৮৩৬, রা. কু. ১৬০৯।

[ঘ] ঢা. কৃ. ৫৭৩ (ঘ), রা. কু. ৯১, রা. কু. ৬১৫, রা. কু. ৯২৬, রা. কু. ১৪৯৪, সা. ১৫৬৫, সা. ১৯২০, সা. ২৬৯৮, সা. প. প. ১৩১০ (২য় চি ২৮)।

বন পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], রা. কু. ৮২১ [১১৮১], শি. ন. ১০৮ [১২২১], সা. ১৬৬ [১২২৮]।

[খ] বিশ্ব. ৩৬৩ [১১৪৫], সচ্চিদা ১৩।২৮ [১২২২], সা. ১৯১৮ [১২২৩], প্রা. পু. বি. ১২৯ [১২৫৭]।

[গ] ক. পু. ৩৮১ (৩), রা. কু. ৩৭২ গ, রা. কু. ৮৩৬, রা. কু. ১৬১১।

[ঘ] প্রা. পু. বি. ২৬৭, শ্রী. সা. প. ১১৫।

বিরাট পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], রা. কু. ৮২১ [১১৮৩] (?), ঢা. কৃ. ৩০০ [১২০৭], ক. পু. ২৮৭ [১২১১], ঢা. বি. ২৮৬৮ [১২২৮], ঢা. কৃ. ৪৩৮ [১২৩৫], ক. বি. ৬১৭৩ [১২৪৪], প্রা. পু. বি. ১৫০ [১২৫৭], রা. কু. ৮৯০ [১২৫০], সা. ১৬৭ [১২৬৩], ক. পু. ২৮৬ [১২৬৪]।

[খ] বিশ্ব. ৩৬৩ [১১৪৫], ময়. প্রদ. ৭৩ [১২১০], সচ্চিদা ১৩।২৬ [১২২২], শি. ন. ২১৯ [১২৩৮], ক. পু. ৪২০ [১২৩৯], ময়. প্রদ. ১ [১২৬৩]।

[গ] ক. পু. ৩৮১ (৪), ঢা. কৃ. ৪৩২, রা. কু. ৩৭২ ধ, রা. কু. ৩৮৬, ১৫০৪, সা. ২৬৯৯,

[ঘ] ক. পু. ৩৩৬ (খ), ঢা. বি. ৭৫১, প্রা. পু. বি. ২৬৭, ক. বি. ২২১৭, ক. বি. ৩১৩২, ক. বি. ৬১৫০, ময়. প্রদ. ৫৪ (ছ), ময়. প্রদ. ১৩২ (ক), রা. কু. ৭১, রা. কু. ৯১, রা. কু. ৫৬৯, রা. কু. ১৫১২, রা. কু. ১৬১০, শ্রী. সা. প. ১১৪, সা. ১৯২২, সা. প. প. ১৩০৫ (৪র্থ) ১১২৬।

ভীষ্ম পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], ঢা. বি. ৩১৬৬ [১২৩৬], ক. পু. ২৮৯ [১২৬৯]।

[খ] ময়. প্রদ. ৫৬ [১০৯৪], বিশ্ব. ৩৬৩ [১১৪৫], ঢা. বি. ৮৫৬ [১২১৭], ক. বি. ৬১৩০ [১২৫৭], প্রা. পু. বি. ১৩২ [১২৫৯]।

[গ] ক. পু. ৩৮১ (ড), রা. কু. ৩৭২ চ, রা. কু. ৮২০, রা. কু. ৮৩৬, রা. কু. ১৬০৮।

[ঘ] ক. পু. ৩৩৬ ঘ, ঢা. কৃ. ১১৭, ঢা. কৃ. ৩০৫, ঢা. কৃ. ৫৩৭ ঘ, ঢা. কৃ. ৫৭৩ ঠ, ক. বি. ৬১৫৯, রা. কু. ৮৯৯, সচ্চিদা ৫৪।৬৩

মৌষল পর্ব

[ক] রা. কু. ৮৩৬ [১২০০], রা. কু. ৮২০ [১২৩৪]

[খ] ঢা. কৃ. ৩৪৮ [১২০৮]

[গ] ক. পু. ৩০০, ক. বি. ৬১৫৬

শক্তি পর্ব (পর্বাধ্যায়)

[ক] সা. ১৯২৩ [১২০৩]

শল্য পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], ঢা. মি. ৪৬ [১১৮৬], ক. পু. ১৫।৩ [১১৯০], ক.পু. ৩৩৬ ছ [১২২০], ঢা. বি. ৮৩৮ [১২২১], প্রা. পু. বি. ১৩৫ [১২৫৮]।

[খ] বিশ্ব ৩৬৩ [১১৪৫], সচ্চিদা ৬।৩৩ [১২৫১], ময়. প্রদ. ৯৩ [১৩৩৫]।

[গ] ক. পু. ২৯২, রা. কু. ৩৭২ ঙ, রা. কু. ৮৩৬, রা. কু. ১৬০৫।

[ঘ] ঢা. কৃ. ৫৩৫ ঘ, সচ্চিদা ৩৩।৬।

শাক্য পর্ব (?)

[গ] ক. পু. ৩৮১ (৯)।

শান্তি পর্ব

[ক] বরেন্দ্র আ. ৮। [১১৫৪], রা. কু. ৩৭২ চ [১১৮০] (?), ঢা. মি. ৪৬ [১১৮৬], ঢা. কৃ. ২৯২ [১১৯৩] ক. পু. ১৫।৭ [১২০৮], ক. পু. ৩৩৬ ট [১২২৩]।

CENTRAL LIBRARY

[খ] বিশ্ব. ৩৬৩ [১১৪৫], রা. কু. ১১৫১ [১১৮৫], ঢা. বি. ৪৭০৪ [১২২০], রা. কু. ১৭৬ [১২৩০]

[গ] ক. পু. ৩৮১ (১৪), রা. কু. ৮২০, রা. কু. ৮৩৬।

[ঘ] শ্রী. সা. প. ৩৩৯, সা. ২৬৯৮।

সভা পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], ঢা. বি. ৩২০০ [১১৭০], শ্রী. সা. প. ২১০ [১২০৪], শি. ন. ৮৮ [১২২২], ঢা. বি. ৪৭৩৫ [১২২৯], শি. ন. ৮৭ [১২২৫], ঢা.কু. ৫১৬ ক [১২৪১], সা. ১৯২৪ [১২৫১], ঢা. কু. ৩৭২ [১২৫৩], প্রা. পু. বি. ১২৮ [১২৫৭], ঢা. বি. ২৮০১ [১২৫৮], বরেন্দ্র আ ৮৩ [১২৫৯] [১১১৪ মঘী], শ্রী. সা. প. ১৮ [১২৬১], ক. পু. ২৮৪ [১২৬৪], ঢা. কু. ২০৭ [১২৬৬]।

[খ] ময়. প্রদ. ৫৩ [১০৮০], শি. ন. ১২৮ [১১২৩], বিশ্ব. ৩৬৩ [১১৪০], রা. কু. ৮২১ [১১৫৫], সা. ১৬০ [১১৯২], সচ্চিদা ২৭।১৩ [১২১৮], সা. প. প. ১৩১০ (২য় চি. ২৪) [১২১৮], রা. কু. ১৭৬ [১২২৯], সচ্চিদা ৪।৪২ [১২৩০], সচ্চিদা ১৫।২ [১২৩৮], সচ্চিদা ৩।২৭ [১২৫১], সচ্চিদা ২।৬৯ [১২৫৫]।

[গ] ক. পু. ৩৮১ (২), ঢা. বি. ৭৫০, ক. বি. ৬১৭০, রা. কু. ৩৭২ খ, রা. কু. ৬৯৩, রা. কু. ৮৩৬, রা. কু. ১৬১২।

[ঘ] ঢা. কু. ৩১৭, ঢা. কু. ৫৭৩ খ, ঢা. কু. ৫৭৩ ট, ঢা. বি. ৮৭৪ ধ, ঢা. বি. ৮৭৪ ফ, ঢা. বি. ৮৮২, ঢা. বি. ৯৬৭, ঢা. বি. ১৬৫৭ খ, ঢা. বি. ২১০৭ ঠ, প্রা. পু. বি. ২৬৭, ক. বি. ৬১৩৩, ময়. প্রদ. ৯২, রা. কু. ৫৬৭, রা. কু. ৫৬৮, সচ্চিদা ৪১।১৪৩, সচ্চিদা ৪১।১৯৮, সচ্চিদা ৭০।৪, সচ্চিদা ৭০।৫, সা. ১৬৫।

সৌপ্তিক পর্ব

[ক] রা. কু. ১১৫৭ [১১৫৭], ঢা. বি. ১৩৩৫ [১২০৬], ক. পু. ১৫।৪ [১২০৮] [১২১১ ত্রি], ক. পু. ৩৩৬ ছ [১২২০] [১২২৩ ত্রি], প্রা. পু. বি. ১৩৭ [১২৫৯] [১২১৪ মঘী]।

[খ] ময়. প্রদ. ৫৭।ছ [১০৮১ ?] [১০৮৩ নছরৎসাহী সন], ময়. প্রদ. ৯৬।ক [১২২৫], সচ্চিদা ২।৭ [১২৩৯]।

[গ] ক. পু. ২৯৪, ক. পু. ৩৮১ (১১), রা. কু. ৩৭২ ট, রা. কু. ৮২০, রা. কু. ৮৩৬, রা. কু. ১৬০৩।

স্ত্রী পর্ব

[ক] ক. পু. ১৫।৬ [১২০৮] [১২১১ ত্রি], ক. পু. ৩৩৬ (ঞ) [১২২০] [১২২৩ ত্রি]।

[খ] বিশ্ব. ৩৬৩ [১১৪৫], রা. কু. ১৭৬ [১২২৮]।

[গ] ক. পু. ২৯৬, ৩৮১ (১৩), রা. কু. ৩৭২ (ড), রা. কু. ৮২০, রা. কু. ৮৩৬।

[ঘ] ময়. প্রদ. ১০৬ (ক)।

স্বর্গারোহণ পর্ব

[ক] শ্রী. সা. প. ৩৬১ [১২২১]।

CENTRAL LIBRARY

[খ] সচ্চিদা ৪১।১৫৯ [১১৮৮], রং. ২১ [১২১১], ময়. প্রদ. ১০০ (ক) [১২২০], রা. কু. ১৭৬ [১২২৮]।

[গ] রা. কু. ৮২০।

[ঘ] ঢা. কৃ. ২৭, সা. ২৩১৬, সা. প. প. ১৩১০ (২য় চি. ২৯)।

অভিমন্যু বধ (পর্বাঙ্গ)

[ক] ঢা. কৃ. ৫০০ [১২৩৪]।

[খ] রা. কু. ১৫৪০।

দ্রৌপদীর যুদ্ধ

[ক] ক. বি. ৬১৫৪ [১২৫২] [১২০৭ মঘী]।

[ঘ] রা. কু. ৪৩০, সচ্চিদা ১৯।

ধর্ম-ইতিহাস

[খ] রা. কু. ১৭৬ [১২০২]।

নীলধ্বজ যুদ্ধ

[খ] বি. ৬১৬৭ [১২০৮]

বিবেক যুদ্ধ

[গ] বরেন্দ্র আ ৬৫।

ভারত-সাবিত্রী

[খ] ক. পু. ২৭৯ [১২৪৪], সচ্চিদা ১৮।১৩ [১২৪৪], বরেন্দ্র আ ৮৪ [১৩০১],

[ঘ] রা. কু. ১৪৩১।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

[ক] ঢা. কৃ. ২৮৭ [১১৮২], বরেন্দ্র ১৩৭৪ [১২৪১]।

[খ] ঢা. কৃ. ৪৮৬ (ঘ) [১২২১], রা. কু. ১৭ [১২২৩]।

বিঃ দ্রঃ—গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, এম. এ., তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনায় একটি বাঙলা পুথির তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারই স্নেহদানে উপরিউক্ত তালিকাটি প্রাপ্ত। তাঁহার তালিকার সঙ্গে যে সাযুজ্যিকরণ হইয়াছে তাহাও একই আদর্শে প্রস্তুত।

CENTRAL LIBRARY

তৃতীয় অধ্যায়

বর্ণনাত্মক পুথিপরিচয়

বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত পুথিগুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট দিকে লক্ষ্য রাখা হইল। পুথিপরিচয়ে প্রত্যেকটি পুথির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিচার ইহার মৌল ভিত্তি।

বহিরঙ্গ বিচারের সূত্রাবলী

(১) সংগ্রহশালার নাম।

(২) সংগ্রহশালায় পুথিটির ক্রমিক সংখ্যা।

(৩) কাব্যের নাম, কবির নাম।

(৪) পর্বের বা পর্বগুলির নাম।

(৫) পত্রাঙ্ক।

(৬) মাপ এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যে কয়টি করিয়া ছত্র আছে তাহার সংখ্যা।

(৭) লিপিকাল (অর্থাৎ বর্ণনীয় পুথিটি লেখার সময়)।

(৮) অনুলেখকের নাম।

(৯) লিপিস্থল।

(১০) অবস্থা (অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ)।

(১১) পর্যায়ভুক্তিকরণ।

অন্তরঙ্গ বিচারের সূত্রাবলী

পুথিটির সার্বিক অধ্যয়নান্তর ইহার পর্যায়ভুক্তিকরণের যুক্তি।

[প১] পর্যায়ের পুথির পাঠের সঙ্গে কতটা মিল বা অমিল আছে তাহার নিরূপণ। আক্ষরিক মিল, উপাখ্যানগত মিল বা অমিল থাকিলে যথাসম্ভব তাহার উল্লেখ। নূতন কোন কাহিনী বা উপকাহিনীর অবতারণা করা হইলে তাহার উল্লেখ এবং পরিচয়। কবির প্রকাশভঙ্গী ও মনোধর্ম কতটা সাযুজ্য রক্ষা করে, তাহার সম্ভাব্য বিচার। ভাবাগত ভাবে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয় এবং আঞ্চলিকতা নিরূপণ।

পুথিটির বক্তব্য ও বর্ণনীয় বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব আছে কিনা তাহা বিচার। পর্ব হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা হইলে তাহার কারণ নির্ণয়। উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর গ্রহণ।

ভণিতা সংখ্যা (যথাসম্ভব) নিরূপণ এবং সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কাহারও ভণিতা আছে কিনা, থাকিলে পুথিটি সম্পর্কে এই বিষয়ে অভিমত রচনা।

CENTRAL LIBRARY

উল্লেখযোগ্য ভণিতা এবং কবি ও কাব্যের পরিচয় প্রদানকারী পাঠের উল্লেখ এবং তাহা হইতে কোন বিশেষ আলোকপাত ঘটে কিনা তাহার নির্ণয়।

গৌহাটির 'সচ্চিদানন্দ সংগ্রহের', সঞ্জয়কৃত মহাভারতের পুথিগুলি গ্রন্থাগারের ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী সজ্জিত ছিল না। বিভিন্ন কারণে বিক্ষিপ্ত ও স্তূপীকৃত অসংখ্য পুথি হইতে ঐগুলি বাছিয়া লইতে হইয়াছে। এইজন্যে উহাদের পূর্ব তালিকায় নম্বর পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থাগারের সংগ্রাহক-স্বত্বাধিকারী অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ., মহাশয়ের অনুগ্রহ-নির্দেশ অনুসারে উহাদের নূতন ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত করা হইয়াছে। সুতরাং এই নূতন ক্রমিক সংখ্যা-অনুসারে উহাদের পরিচিতি-নির্দেশ করা হইল।

আমাদের সংগৃহীত ও পরীক্ষিত দুষ্প্রাপ্য পুথিসমূহের প্রয়োজনীয় অংশের আলোকচিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা পুথি বিভাগীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে। সচ্চিদা ১নং পুথিটির আদ্যন্ত আলোকচিত্র ইহাদের অন্যতম।

●

পুথিপরিচয়

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা, সঞ্জয় ১নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) আদি হইতে অনুশাসন পর্ব এবং পুথিটির শেষ পত্র। (৫) পত্রাঙ্ক ৩-৩৯৫ (প্রথম কয়েকটি পাতা পঠনযোগ্য নয়) এবং শেষ পাতা। (৬) মাপ ১৯" × ৬.৫" (১১ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১১৯০ মঘী (১৮৩২ খ্রীঃ)।[১] (৮) অনুলেখকের নাম হরিনারায়ণ চৌধুরী। (৯) লিপিস্থল অনন্তপুর, ত্রিপুরা। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প১]।

[প১] পর্যায়ভুক্ত পুথি। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়ের লেখা মহাভারত। কোথাও দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির ভণিতা নাই। লেখার রচনাভঙ্গী এবং কবির মনোধর্ম সম্পূর্ণ সুসম। ভাষা পূর্ববঙ্গীয় এবং আনুপূর্বিক একরূপ। অনুলেখক একজন এবং আনুপূর্বিক তাঁহার হস্তাক্ষর। অনুলেখকের সাবধানতা প্রশংসনীয়। যেখানে অনুলেখক পাঠ (তাঁহার আদর্শ পুথিতে) পান নাই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। বানান এবং উচ্চারণ রীতিগত শব্দপ্রয়োগ সর্বত্র একরূপ। -জ-, -স-, ব্যতীত -ষ-, -ষ-য়ের ব্যবহার নাই। -শ-য়ের ব্যবহার কদাচিত রহিয়াছে। আহ্মি, তোহ্মি, আহ্মার, তোহ্মার প্রভৃতির ব্যবহার আনুপূর্বিক। 'একেস্বর', সমোসর (একেস্বর একা অর্থে, সমোসর সমান অর্থে) ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার কোথাও নাই। কহেন্ত, করেন্ত, লেখন্ত ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছে। দেখসি, করসি প্রভৃতির ব্যবহারও যথেষ্ট। অপিনিহিতির ব্যবহার প্রচুর, এমন কি নামবিশেষেও তদ্রূপ ব্যবহার রহিয়াছে, যথা সৈত্যবতী।

১৮ (ক)তে দুইটি ভণিতা, ২২ (খ), ৩৪ (খ), ৩৫ (ক), ৩৭ (খ), ৩৮ (ক), ৪৭ (খ), ৪৯ (খ), ৫০ (খ), ৫১ (খ), ৫৫ (ক), ৫৫ (খ), ৫৬ (ক), ৫৭ (খ), ৫৯ (খ), ৭৩ (ক), ৮১ (ক), ৮১ (খ), ৮৭ (ক)তে দুইটি, ৯০ (খ), ৯২ (ক), ৯৪ (খ), ৯৫ (ক), ৯৮ (ক), ৯৮ (খ), ৯৯ (ক), ৯৯ (খ), ১০৩ (ক), ১০৪ (খ), ১০৫ (ক)তে দুইটি, ১১৪ (খ), ১২৫ (খ), ১২৮ (খ), ১৪২ (ক), ১৪২ (খ), ১৪৪ (ক), ১৪৪ (খ), ১৪৫ (ক), ১৪৬ (ক), ১৪৯ (খ), ১৫২ (ক), ১৫৩ (ক), ১৫৬ (ক), ১৫৭ (খ), ১৬১ (ক), ১৬১ (খ), ১৬৩ (খ) তে দুইটি,

১. মঘী সনের সহিত খ্রীষ্টাব্দের সম্পর্ক যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

CENTRAL LIBRARY

১৬৯ (ক), ১৭০ (ক), ১৭১ (ক)তে দুইটি, ১৭৫ (ক), ১৭৯ (খ), ১৮০ (ক), ১৮২ (খ), ১৮৩ (খ), ১৮৭ (ক), ১৮৮ (ক), ২০১ (ক), ২০১ (খ), ২০২ (ক), ২০৪ (খ), ২০৭ (ক), ২১০ (খ), ২১১ (খ), ২১২ (ক), ২১৩ (খ), ২১৫ (ক)তে দুইটি, ২১৫ (খ), ২১৭ (ক), ২১৮ (ক), ২১৮ (খ), ২১৯ (খ), ২২০ (খ), ২২৭ (খ), ২৩০ (খ), ২৩২ (ক), ২৩৩ (খ), ২৩৪ (খ), ২৩৬ (ক), ২৩৬ (খ), ২৪২ (ক), ২৪৭ (ক), ২৪৮ (ক), ২৫০ (খ), ২৫১ (খ), ২৫৩ (খ), ২৫৫ (খ), ২৫৬ (খ), ২৫৮ (ক), ২৬১ (ক), ২৬৩ (খ), ২৬৫ (ক), ২৬৮ (ক), ২৭১ (ক), ২৭২ (খ), ২৭৪ (ক), ২৭৬ (খ), ২৭৭ (ক), ২৮০ (ক), ২৮৬ (ক), ২৮৪ (খ), ২৮৭ (খ), ২৯২ (ক), ২৯৩ (ক), ৩০০ (খ), ৩০২ (খ), ৩০৪ (ক), ৩০৪ (খ), ৩০৬ (ক), ৩০৮ (ক), ৩১২ (ক), ৩১৩ (খ), ৩১৪ (খ), ৩২০ (ক), ৩২২ (ক), ৩২৩ (ক), ৩৩০ (ক), ৩৩২ (খ), ৩৩৪ (ক), ৩৩৫ (ক), ৩৩৭ (ক) ৩৩৭ (খ), ৩৪১ (ক), ৩৪২ (খ), ৩৪৩ (ক),৩৪৪ (খ), ৩৪৬ (ক), ৩৪৯ (ক), ৩৫৬ (ক), ৩৫৭ (ক), ৩৫৮ (খ), ৩৫৯ (ক), ৩৫৯ (খ), ৩৬০ (খ), ৩৬১ (ক), ৩৬৩ (ক), ৩৬৪ (ক), ৩৬৬ (খ), ৩৬৮ (খ), ৩৭১ (ক), ৩৭৪ (খ), ৩৭৫ (খ)তে দুইটি, ৩৭৬ (ক), ৩৭৬ (খ)তে দুইটি, ৩৭৯ (খ), ৩৮২ (ক), ৩৮৪ (খ), ৩৯০ (ক), ৩৯১ (খ), ৩৯৪ (ক)তে দুইটি—সঞ্জয়ের ভণিতা আছে।

এই ভণিতা গুলির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত ভণিতাগুলি উল্লেখ করা হইল।

১৮ (ক) সঞ্জয়ের দিব্যভাষা মধুরস গান।
রচিল ভারথ **সেই ভাঙ্গিয়া পুরাণ** ॥

১৮ (ক) এ বলিয়া কান্দে বামা মনেত নাহিক ক্ষেমা
সজল নয়নে বহে ধারা।
মনে জথ খেদ উঠে কহিতে সরির ফাটে
বিরচিত সঞ্জয় কবিতা ॥

২২ (খ) কবিবর অদভুত **সঞ্জয় যে গুণচ্যুত**
রচিল পুরাণ অনুসারে।
আদি পর্ব ভারথ সুনিলে শ্রবণ পথ
শকুন্তলা হইব উদ্ধার ॥

৩৫ (ক) সুনিয়া মুনির বাণী সকরুণে বোলে পুনি
তোহ্মার বাক্য লইলুম মাথাএ।
সঞ্জয় কবিএ ভাসে শকুন্তলা গৃহবাসে
সিংহজিত পুত্র লৈয়া কোলে ॥

৩৪ (খ) **সঞ্জয় যে কবিবর** অতি বিচক্ষণ।
হেনকালে বোলে কিছু লাচাড়ি জোজন ॥

৪৭ (খ) **পয়ার প্রবন্ধে** এহি আদি পর্ব্ব পোথা।
সঞ্জয়ে কহিল মহাভারথের কথা ॥

৪৯ (খ) জজাতি চরিত্র য়েজে বিচিত্র পয়ার।
সঞ্জএ রচিল ভবভয় তরিবার ॥

জজাতি চরিত্র কথা অতি পুণ্যমএ।
পদে পদে ধর্ম্মকথা কহিল সঞ্জয়॥

৫০ (খ) সঞ্জয়ে কহন্ত রাজা ভারথের সার।
পয়ার প্রবন্ধ কথা লোক বুঝিবার॥

৫১ (খ) আদি পর্ব্ব মহাকথা সুধারসমএ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

৫৭ (খ) আদি পর্ব্ব মহাপোথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

১৫৩ (ক) বিরাট পর্ব্বেত হৈল কিচকের নাশ।
সঞ্জয় কহিল কথাসুকোমল ভাস॥

২০৭ (ক) ভিষ্মপর্ব্ব মহাপোতা রঙ্গ অতিসয়।
পাঞ্চালি প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়॥

২১০ (খ) ভিষ্মপর্ব্ব মহাপোতা প্রথম দিন রণ।
সঞ্জয় কহিল কথা অমৃত সিঞ্চন॥

২১৮ (ক) হেনকালে হইলেক সৈন্ধ্যা সময়।
পয়ার সুগম করি রচিল সঞ্জয়॥

২৩০ (খ) ভিষ্মপর্ব্বে দ্রোণ অশ্বথামা পরাজয়।
পাঞ্চালি.সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

২৩২ (ক) নবম দিবস রণ ভিষ্মে দিল ভঙ্গ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভারতপ্রসঙ্গ॥

২৩৩ (খ) ভিষ্মপর্ব্বে ভিষ্মরণ সিখণ্ডি রণ নয়।
মহাভারতের কথা কহিল সঞ্জয়॥

২৩৪ (খ) বুড়া তরুণে যুদ্ধ হইল প্রচুর।
সঞ্জয় কহিল কথা শুনিতে মধুর॥

২৩৬ (ক) ভিষ্মপর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

২৪২ (খ) ভিষ্মপর্ব্বে ভিষ্মবধ সাঙ্গ এথদূরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা ভব তরিবারে॥

২৪৭ (ক) দ্রোণপর্ব্ব মহাপোতা শ্লোকপদবন্ধে।
সঞ্জএ কহিল কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধে॥

২৪৮ (খ) মধুর পয়ার কথা দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
ভবভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

২৫৬ (খ) জগতমোহন কত কথা আছে ভারতয় ।
সুমধুর জত কথা কহিল সঞ্জয় ॥

২৬১ (ক) **পবিত্র পাঞ্চালী কথা** দ্রোণ জে পর্ব্বএ ।
মধুর প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয় ॥

২৬৩ (খ) দ্রোণপর্ব্বের নরনারায়ণ কেলি ।
সঞ্জয় কহিল কথা **বিচিত্র পাঞ্চালী** ॥

২৮৭ (খ) বিচিত্র পাঞ্চালি পোতা দ্রোণ জে পর্ব্বএ ।
ভবভএ তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

২৯২ (ক) সঞ্জএ কহিল কথা জয়দ্রথ বধে ।
লোক বুঝিবারে কহে দিল পয়ার প্রবন্ধে ॥

৩০৪ (খ) ঘটোৎকচ কর্ণের রণ দ্রোণ জে পর্ব্বএ ।
সঞ্জএ রচিত কথা কহিল সঞ্জএ ॥

৩১২ (ক) বৃহস্পতির বংস দ্রোণ গেল ব্রহ্মলোকে ।
সঞ্জয় কহিল কথা মনের কতুকে ॥

৩৩২ (খ) তখনে অর্জুন গেল সংসপ্তক রণে ।
সঞ্জয়ের দিব্য কথা সঞ্জএ বাখানে ॥

৩৪৩ (ক) এহি মতে কর্ণে করে সৈন্যের নিধন ।
প্রকাসিল সঞ্জএ **ভারথ বিচক্ষণ** ॥

৩৫৮ (খ) তিন বীর পাছে জানি সল্যের বিক্রম ।
সঞ্জয়ে **বাখানে** জেন কথা মনরম ॥

৩৬৪ (ক) ডাইন বাম করি রথ চালাএ সারথি ।
সঞ্জএ **বাখানে** কথা অমৃত ভারথি ॥

৩৭৫ (খ) ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমে তবে করে কোলাকুলি ।
সঞ্জয়ের দিব্য কথা মধুর পাঞ্চালি ॥

... ...

বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির ।
ঘনঘন সদাএ চক্ষুর পড়ে নীর ॥
সঞ্জএ **রচিল পোতা** ভারত সংহিতা ।
কৃষ্ণের চরিত্র কথা ব্যাসের কবিতা ॥

৩৮৪ (খ) স্ত্রী পর্ব সাঙ্গ পুনি হইল অবসান ।
সঞ্জএ ভারথ কথা কৈল অনুষ্ঠান ॥

৩৮৬ (খ) বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার ।
সঞ্জয় কহিল কথা ভব তরিবার ॥

G85659

BCU 4061

9351

CENTRAL LIBRARY

এই ভণিতাগুলি পুথির সর্বত্র বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভণিতাগুলিকে সঞ্জয়ের সাধারণ ভণিতা রূপে গ্রহণ করা যায়। উপরিউক্ত ভণিতাগুলির বিচারে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায় :

[ক] সঞ্জয় 'পুরাণ' (সংস্কৃত মহাভারত) 'ভাঙ্গিয়া' (অনুবাদ) করিয়া মহাভারত রচনা করেন। তিনি 'পুরাণ অনুসারে' তাঁহার কাব্য সৃষ্টি করেন। তাছাড়া তাঁহার গ্রন্থে বেদব্যাস ও জৈমিনি ব্যতীত অন্য কোন মহাভারতের কবির নাম নাই। তিনি কোথাও কোথাও মহাভারতকে 'ভারত সংহিতা' বলিয়াছেন।

[খ] 'কবিবর সঞ্জয়' স্বভাবসুলভ বিনয় অনুসারে নিজেকে কখনও কখনও 'গুণচ্যুত' বলিয়াছেন। আবার কবির আত্মবিশ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে কোথাও কোথাও নিজেকে 'বিচক্ষণ' কথাটি ব্যবহারের মধ্যে। তাছাড়া 'সুকোমল ভাস', 'অমৃত সিঞ্চন', 'সুনিতে মধুর', 'অমৃত ভারথি', 'মধুর পাঞ্চালি, 'অমৃতের ধার' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন।

[গ] 'শ্লোকপদবন্ধ' হইতে 'পাঞ্চালি প্রবন্ধে' পর্যবসিত করার পিছনে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য 'ভবসিন্ধু তরিবারে', 'পয়ারসুগম করি', 'ধর্মকথা', 'সুকোমল ভাসে', 'লোক বুঝিবারে' রচনা।

[ঘ] মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয় সম্পর্কে তিনি সচেতন, সেইজন্য 'সঞ্জয়ের দিব্য কথা সঞ্জয়ে বাখানে', 'সঞ্জয় রচিত কথা কহিল সঞ্জয়' প্রভৃতি সাবধানতামূলক ভণিতা ভীষ্ম পর্ব হইতে বহুল ব্যবহার করিয়াছেন।

[ঙ] গ্রন্থটিতে অনেক স্থলেএকটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি পাওয়া যায়।

কবি ভগদত্তকে 'লাউড় ইশ্বর' (শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় একটি বিশিষ্ট স্থান, অদ্বৈত মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষও এইস্থানে বাস করিতেন) বলিয়াছেন। লাউড় সম্পর্কে কবির এই দুর্বলতার প্রমাণ বহুস্থলে রহিয়াছে।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা সঞ্জয় ১৩ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা, বন ও বিরাট পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক সভা ১৩৫—১৭৭, বন ১৭৮—২৬৭, বিরাট ২৬৮—৩৭১। (৬) মাপ ১১'৭৫" × ৪'৫" (১০ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১২১৮, ১২২০, ১২২২ বঙ্গাব্দ। (৮) অনুলেখকের নাম শ্রীহেলারাম শর্মা (সভাপর্ব), শ্রীসুনারাম চৌধুরী (বন ও বিরাট পর্ব)। (৯) লিপিস্থল খালিসা বনভাগ, শ্রীহট্ট। (১০) সম্পূর্ণ (তিনটি পর্ব)। (১১) শ্রেণী [প১]।

[প১] পর্যায়ভুক্ত পুথি। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়ের লেখা মহাভারত। কবির মনোধর্ম, ভাষা ও আখ্যায়িকা অভিন্ন ও সাযুজ্যপূর্ণ। অনুলেখক দুইজন। যে কোন কারণেই হউক না কেন, প্রথম অনুলেখক সভা পর্বের পর আর অনুলিপি করেন নাই কিন্তু গ্রন্থটি পরিত্যক্ত হয় নাই। দ্বিতীয় অনুলেখক পরবর্তী দুইটি কিংবা ততোধিক পর্বের অনুলিপি করেন। সভাপর্ব আরম্ভ হইয়াছে ১৩৫ পাতায়, সুতরাং ইহা গ্রন্থের কেন্দ্রীয় পত্রাঙ্ক। আদি পর্ব ১—১৩৪পাতা অংশটি বর্তমান পুথিতে নাই। পুথিটির পরবর্তী পর্বগুলিও থাকিবার সম্ভাবনা। এই জন্যেই ইহাকে [প ১] পর্যায়ভুক্ত পুথি বলা যায়।

ভাষা আনুপূর্বিক পূর্ববঙ্গীয় এবং একরূপ। জ, স ব্যতীত য, শ ও ষ-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারও নাই। অঘোষ বর্ণের ঘোষবৎ ও তাহার বিপরীত রীতি-প্রবণতা বহুল। করসি, দেখসি, করেন্ত, দেখেন্ত ইত্যাদি ব্যবহার রহিয়াছে। অ-কারের ও-কার প্রবণতা, ও-কারের উ-কার ও অ-কার প্রবণতা রহিয়াছে। ই, উ প্রভৃতি হ্রস্বস্বরের ব্যবহার বেশী। অপিনিহিতর ব্যবহার বেশী, একেস্বর, সমোসর শব্দ দুইটির ব্যবহার রহিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

ভণিতা সবগুলিই সঞ্জয়ের পরিচিতির বাহক।

১৩৫ (ক), ১৫০ (ক), ১৫৪ (ক), ১৫৫ (ক), ১৫৫ (খ), ১৬৮ (ক), ১৭২ (ক), ১৭২ (খ), ১৭৩ (খ), ১৭৭ (খ), ১৮৪ (খ), ১৯৩ (ক), ১৯৫ (ক), ১৯৬ (খ), ২০৫ (ক), ২০৯ (খ), ২২৭ (খ), ২৩৪ (ক), ২৪৫ (খ), ২৪৬ (খ), ২৪৯ (খ), ২৬১ (ক), ২৬৭ (খ), ২৬৯ (খ), ২৭৩ (খ), ২৭৫ (ক), ২৭৭ (ক), ২৭৮ (খ), ২৮১ (ক), ২৮৩ (খ), ও ২৮৪ (ক), ২৯২ (খ), ২৯৪ (খ), ৩০০ (খ), ৩০১ (ক), ৩০৯ (খ), ৩১১ (খ), ৩১২ (ক), ৩১৩ (খ), ৩১৫ (খ), ও ৩১৬ (ক), ৩২৪ (ক), ৩২৫ (খ), ৩৩৪ (ক), ৩৩৫ (ক), ৩৪২ (খ), ৩৪৬ (ক), ৩৪৭ (ক), ৩৪৮ (ক), ও (খ), ৩৫৪ (ক), ৩৬০ (ক), ৩৬৫ (খ)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

[প১] শ্রেণীর পুথির সঙ্গে, বিশেষ করিয়া, সচ্চিদা ১নং পুথির সঙ্গে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। সভাপর্বের প্রথম দিকে প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। 'বেদে রামায়ণ" হরি সর্বত্র গীয়তে ॥" শ্লোকটি দ্বারা পুথিটি আরম্ভ হইয়াছে। স্বর্গে পাণ্ডুর অবমানিত জীবন ও নারদের তাহাতে দুঃখ প্রকাশ ও পঞ্চ পাণ্ডবের নিকট রাজসূয় যজ্ঞের পাণ্ডুর নির্দেশ। তাহার পরে যজ্ঞের প্রস্তুতি। জরাসন্ধ কাহিনীতে জরারাক্ষসী দ্বারা জরাসন্ধের জীবনরক্ষার কাহিনী ও নামকরণ ইত্যাদি উপকাহিনীটি পর্যন্ত সচ্চিদা ১নং পুথির অনুরূপ। রঘুরাজার দানের কাহিনী, শিশুপালবধ কাহিনী প্রভৃতিও সচ্চিদা ১নং পুথির সঙ্গে যথেষ্ট সাযুজ্যরক্ষা করে। ভাষায় ও বর্ণনায় [প ১] পুথির ধর্ম সর্বৈব রক্ষা করে।

বন পর্বের আরম্ভেও সচ্চিদা ১নং পুথির সঙ্গে প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে।

১৭৮ (ক) আমার প্রপিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির।
ভিমসেন ধনঞ্জয় তনয় মাদ্রির ॥
মহাপতিব্রতা সতি দৌপদ কুমারি।
রাজ্য হারি বনবাস কোন মতে করি ॥
ধর্ম্ম রাজা যুধিষ্ঠির কেমতে বঞ্চিলা।
মহাবলি ভিমসেন কেমতে বঞ্চিলা ॥ ইত্যাদি

দুর্যোধন কর্তৃক ক্ষুধার্ত দুর্বাসাদি ঋষিদের পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যথাযোগ্য পরিচর্যা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনী, এমন কি, ধর্মরাজের ছোট একটি ধর্মপরীক্ষার উপাখ্যান—সরোবরে জলপান করিতে গিয়া ভীম-অর্জুন প্রভৃতির মৃত্যু ও যুধিষ্ঠিরের এক একটি প্রশ্নের ধর্মসম্মত উত্তরদানে জীবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত সচ্চিদা ১নং পুথির সঙ্গে মিলিয়া যায়। তদ্ব্যতীত কিরাত-অর্জুন, ইন্দ্রপুরীতে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা, ভীমের পুষ্পহরণ ও হনুমান সম্মিলন প্রভৃতিও সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

বিরাটপর্বও সর্বত্র সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। অজ্ঞাতবাসের স্থান নিরূপণ বিভিন্ন দেশের দোষগুণ বর্ণনা, প্রত্যেকের ছদ্মবেশ ধারণ ও বিরাট গৃহে আশ্রয় গ্রহণ, কীচকবধ, গোগ্রহ যুদ্ধ, উত্তরা-অভিমন্যু বিবাহ প্রভৃতিতে সর্বত্রই অভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।

মোট কথা ইহা [প১] পর্যায়ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ পুথি। ইহা সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিত। বহুল ব্যবহৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ ভণিতাগুলি উদ্ধার করা হইল।

CENTRAL LIBRARY

১৩৫ (ক) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পুণ্যের উদয়।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

১৫০ (ক) অপূর্ব্ব ভারথ কথা নানারসময়।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

১৫৩ (ক) সৈত্যবতী সুতমণি অবনি করিল ঋণী
সভাপর্ব্ব নানারসময়।
শ্লোক ভাঙ্গি অনুসারে পয়ার করিল তারে
বুঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥

১৫৫ (খ) সভা পর্ব্ব কাহিনী অমৃত সমান জানি
বিরচিত করিল সঞ্জয়॥

১৬৮ (ক) না বুঝিলেও স্বর্গলাভ বুঝিলে মধুপান।
সভা পর্ব্ব মহাপুথা অমৃত সমান॥
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়।
চিত্ত দিয়া সুন কহি নৃপ মহাসয়॥

১৭২ (ক) **সভা পর্ব্ব মহাপুথা নানারসময়।**
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক বাখানে সঞ্জয়॥

১৭২ (খ) দেখিয়া জে দুর্জ্জোধন হইল মলিন মন
হুতাস হৈল দুঃস্বাসন।
ভারতের পুণ্য কথা **সঞ্জএ কহিল পুথা**
ব্যাসদেবে করিল রচন॥

১৯৬ (খ) **ব্যাসের কবিত্ত পুথা সঞ্জয় কহিল কথা**
বন পর্ব্বে উত্তম কথন॥

২০৯ (খ) মহাভারতের এই বন পর্ব্ব পুথা।
সঞ্জয়ে পয়ার কৈল ব্যাসের কবিতা॥

২৪৯ (খ) জন্মেজয় স্থানে কহে মুনি তপোধন।
শ্লোকভাঙ্গি সঞ্জয় জে কৈল পদবন্ধ॥

২৫৯ (খ) প্রথম অধ্যায় সাঙ্গ বিরাট পর্ব্বের।
পাচালি প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়॥

২৭৭ (ক) বিরাট পর্ব্বে দ্রৌপদি প্রবেস সমাচার।
সঞ্জএ কহিল কথা সরস পআর॥

২৮৩ (খ) বিরাট পর্ব্বের কথা কিচকের বধে।
২৮৪ (ক) **সঞ্জয়ে রচিল পুতা পয়ার প্রবন্ধে॥**

CENTRAL LIBRARY

২৮৮ (ক) বিরাট পর্বের কথা কিচক নৈরাসে।
সঞ্জএ বাখানে কথা মধুর সুবাসে॥

২৯২ (খ) হইল * * * * * ভারত উত্তম॥
সঞ্জএ কহিল কথা লোকের সুগম॥

২৯৪ (খ) * * কৃষ্টদর ভিম কাপে থর থর।
সঞ্জএ বেকত কৈল মধুর পয়ার॥

৩০৬ (ক) বিরাট পর্বের কথা সৈরিন্ধ্রি উদ্ধারে।
সঞ্জয় কহিল কথা পুস্তক অনুসারে॥

৩০৯ (খ) সঞ্জয়ে কহিল কথা ভারথ পয়ার।
ভ্রাতিগণ সহিতে কিচক হইল সংহার॥

৩১৫ (খ) লোকে বুজিবারে তবে বিরাট পর্ব্ব কথা।

৩১৬ (ক) পাচালি সঞ্জএ তবে বুজাএ সর্ব্বথা॥

৩৪৬ (খ) বিরাট পর্ব্বেত দুর্জ্জোধনের সেনাভঙ্গ।
পএআর সঞ্জএর সুনিতে সুরঙ্গ॥

৩৬০ (ক) পয়ার প্রবন্ধে কথা বিরাট পর্ব্বয়।
সুখে সর্ব্বলোকে বুঝে কহিল সঞ্জয়॥

৩৬৯ (ক) অভিমন্যু বিবাহ হৈল এইমতে।
সঞ্জএ পাচালিক্রমে বুঝাইল লোকেতে॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় 'পুরাণশ্লোক' (সংস্কৃত) মহাভারত সুগম পয়ারে (বাঙলা ভাষায়) অনুবাদ করেন যাহাতে 'সর্ব্বলোকে' বুঝিতে পারেন।

[খ] কবি সঞ্জয় ব্যাসদেবের কবিত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন যে তাঁহার 'শ্লোকবন্ধ' হইতে তিনি 'পদবন্ধে' রচনা করেন। পূর্বে অপর কোন কবি নিশ্চয়ই বাঙলা ভাষায় এই কার্য করেন নাই, কেননা 'লোকের সুগম' করিবার কথা তিনি বার বার উল্লেখ করেন।

[গ] তিনি 'পুস্তক অনুসারে' অর্থাৎ সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ করিয়া তাহা সর্বলোকের সহজবোধ্য করিবার জন্য রচনা করেন 'পাচালিক্রমে'।

[ঘ] তাঁহার মহাভারতকে তিনি 'ভারত পয়ার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

[ঙ] তাঁহার কাব্যের তিনি 'কোমল', 'মধুর', 'মধুর সুবাস' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন সম্ভবতঃ ইহা বাঙলা ভাষায় রচিত বলিয়া, সুতরাং মনে হয় ইহার পূর্বে 'কঠোর' সংস্কৃত-আশ্রয় ব্যতীত মহাভারত ছিল না।

•

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ১৫ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১৯৭-২০৯, ২১১-২২৪, ২২৬-২৩২, ২৩৪-২৭৪, ২৮২-২৮৮। (৬) মাপ : ১৪" × ৫.৫"

—ম. ভূ. ॥

CENTRAL LIBRARY

(১২ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১১৮৬ সাল (বঙ্গাব্দ) [২১৪ পৃঃ]। (৮) অনুলেখক শ্রীরামজীবন চৌধুরী। (৯) লিপিস্থল সিংহের কাছ, শ্রীহট্ট। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প১]।

পুথিটি [প১] পর্যায়ভুক্ত। পত্রাঙ্ক কেন্দ্রীয়। উদ্যোগ পর্ব আরম্ভ হইয়াছে ১৯৭ পৃষ্ঠায়। সুতরাং মনে করা যায়, ইহার পূর্বের পর্বগুলিও ছিল। সম্পূর্ণ বিচারে মনে হয়, ইহা অখণ্ড মহাভারতের অংশ। সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই। পুথিটির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। পাঠগ্রহণে অনেকস্থলে যথেষ্ট অসুবিধা হয়।

উপস্থাপনারীতি সঞ্জয়ের কাব্যশৈলীধর্মী। উদ্যোগ পর্বের শেষে [প১] শ্রেণীর পুথিতে কাকলীলাসুরের কাহিনীটি থাকে। তাহা অবশ্য এই পুথিতে নাই। কিন্তু মূল আখ্যায়িকা ও বর্ণনায় পুথিটিকে [প১] পর্যায়ভুক্ত করিতে আপত্তি করার মত কোন কারণ নাই। উদ্যোগপর্বে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভীষ্ম পর্ব [প১] শ্রেণীর কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে উপদেশ প্রদান অংশ (গীতা অংশ) [প১] শ্রেণীর চেয়ে কিছুটা পল্লবিত। মনে হয় 'সঞ্জয়ের পাণ্ডব গীতার' প্রভাব এই অংশে পড়িয়াছে। ভীষ্ম পর্ব অসম্পূর্ণ।

দ্রোণ পর্বে অভিমন্যুযুদ্ধ পর্যন্ত রহিয়াছে। সুতরাং বলা যায় দ্রোণ পর্বের মাত্র একতৃতীয়াংশ রহিয়াছে। এই অংশে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম নাই।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয় এবং সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম—ইহাতে আমি, তুমি প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে। অন্যান্য ভাষা ও বানানবৈশিষ্ট্য একইরূপ।

সঞ্জয় ব্যতীত অপর কোন কবির ভণিতা নাই।

২৪১ (খ), ২০৫ (ক), ২০৬ (ক)তে দুইটি, ২১৪ (খ), ২৩২ (ক), ২৪০ (ক), ২৪১ (ক), ২৪৪ (খ), ২৪৬ (খ), ২৬১ (খ), ২৬৯ (খ), ২৭১ (খ)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

বহুল ব্যবহৃত ও উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধার করা হইল :

২০৫ (ক) **সঞ্জয়ে রচিল পুথা ভারথ আলাপ।**
পুত্রসোকে দুঃখ কথা কুন্তির বিলাপ॥

২০৬ (ক) পূর্ব্ব কথা সব স্মরি কান্দে * * নারি
সঞ্জয়ে রচিলা প্রসঙ্গ॥

২১৫ (খ) সঞ্জয়ে রচিল **পুথা ভারথ পয়ার।**
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা এই সমাচার॥

২৩২ (ক) জৈমনি ভারথ কথা সঞ্জয়ে রচিল পুথা
জন্মেজয়ে সুনে সাবধানে॥

২৪৪ (ক) * * * দ্রোণের বধ দ্রোণ যে পর্ব্বয়।
পঅার মধুর কথা কহিল সঞ্জয়॥

২৪৬ (খ) দ্রোণ পর্ব্ব পুথা এই সুনিতে মাধুরি।
পয়ারে সঞ্জয়ে তাকে কহিলা বিস্তারি॥

২৬১ (খ) **লাউড় ভগদত্তের** কথা দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
পয়ার মধুর কথা কহিল সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

২৬৯ (খ) অপার সুগম কথা দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
পঅার অমৃত কথা কহিল সঞ্জয়॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] সঞ্জয় মহাভারত পয়ারে রচনা করেন। পয়ার বা বাঙলা ভাষায় রচিত বলিয়া ইহা 'অপার সুগম কথা' এবং 'পঅার অমৃত কথা'।

[খ] ভগদত্ত রাজার সঙ্গে লাউড়ের (শ্রীহট্টস্থিত) সম্পর্ক সম্পর্কে কবি আলোকপাত করিতেছেন। লাউড় সম্পর্কে কবির দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।

[গ] মহাভারত-কথা কবি পয়ারে বিস্তারিতভাবে রচনা করেন।

●

(১) শ্রীনরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। (২) নম্বরবিহীন। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম ও দ্রোণ পর্ব। (৫) ১-২২৪, ২২৭-৩০৮। (৬) মাপ ১৬" × ৬.৫" (১০ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১১৬৮ (বঙ্গাব্দ)। (৮) অনুলেখক শ্রীরূপনারায়ণ ভট্টাচার্য। (৯) লিপিস্থল দিগপাতিয়া, ময়মনসিংহ। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প১]।

[প১] পর্যায়ভুক্তি পুথি। আদি পর্বের প্রথম ছয়টি পত্র এবং ভীষ্ম পর্বে দুইটি পত্র নাই। দ্রোণ পর্বে ভগদত্ত বধের পর পুথিটি খণ্ডিত। সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কাহারও ভণিতা নাই। ১৩০ (খ) পৃষ্ঠায় অনুলেখকের নাম ও লিপিস্থল উল্লেখিত। আদ্যন্ত একই ব্যক্তির হস্তাক্ষর রহিয়াছে। ভাষা ও রচনারীতি সম্পূর্ণ [প১] পুথির সঙ্গে সুসম। পুথিটি সচ্চিদা ১নং পুথির সহিত প্রায় আক্ষরিকভাবে মিলিয়া যায়। আক্ষি, তুক্ষি, করসি, দেখসি, প্রভৃতির ব্যবহার আনুপূর্বিক রহিয়াছে। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার কোথাও নাই। য, শ, ষ-এর ব্যবহার কোথাও নাই। অপিনিহিত বহুল-আদৃত।

১১ (ক), ১৭ (ক), ২১ (খ), ৩৩ (খ), ৪৭ (ক), ৪৭ (খ), ৫৯ (ক), ৬৬ (ক), ৬৯ (খ), ৭৩ (ক) ৭৭ (খ), ৯১ (ক), ৯৫ (ক), ১০৩ (ক), ১২১ (ক), ১২২ (ক), ১[illegible]৯ (খ), ১৩১ (ক), ১৪৯ (ক), ১৫১ (ক), ১৬৩ (খ), ১৬৭ (খ), ১৭৫ (ক), ১৮৩ (খ), ১৮৪ (খ), ১৯১ (ক), ১৯৫ (খ), ১৯৭ (খ), ২০৩ (ক), ২০৪ (খ), ২০৯ (ক), ২১৬ (ক), ২২১ (ক), ২২৯ (ক), ২৩৫ (খ), ২৪৩ (খ), ২৪৭ (ক), ২৫১ (ক), ২৫৯ (ক), ২৬৩ (ক), ২৭২ (ক), ২৭৮ (ক), ২৮৯ (ক), ২৯৩ (ক), ২৯৭ (ক ও খ), ৩০১ (ক), ৩০৩ (খ), ৩০৮ (ক) প্রভৃতিতে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা :

১৭ (ক) মহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ রচিল সঞ্জএ॥

৪৭ (ক) মহাভারতের কথা অতি পুণ্যময়।
ভারত **প্রচার হেতু** রচিল সঞ্জয়॥

৭৭ (খ) কবিবর অদভুত সঞ্জয় যে গুণচ্যুত
রচিল পুরাণ অনুসারে।

আদি পর্ব্ব ভারথ স্থনিলে শ্রবণপথ
সকুস্থলা হৈব উদ্ধার ॥
১৬১ (খ) সভাপর্ব্ব মহাপোথা সুধারসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥
১৮৩ (খ) ভারত অমৃতধার শুনি হএ ভবপার
পুণ্য কথা সঞ্জএ **বাখানে** ॥
২৭৮ (ক) ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী ।
স্থনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥
আউ যস বাড়ে দুঃখ্য দারিদ্র্য পলাএ ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয় ॥ ইত্যাদি ।

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি 'শ্লোক' ভাঙ্গিয়া 'ভারত প্রচার হেতু' 'পদবন্ধে' মহাভারত রচনা করেন ।

[খ] সঞ্জয় 'বাখানিত' 'পুণ্যকথা' শুনিলে নানাবিধ ফল লাভ হয় ।

[গ] ভীষ্ম পর্বে দুই বার ভগদত্তের 'লাউড়-ঈশ্বর' উল্লেখে কবির লাউড় সম্পর্কে দুর্বলতা প্রমাণিত হয় ।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ । (২) পুথি নম্বর ৬ ৩০ । (৩) মহাভারত, সঞ্জয় । (৪) আদি পর্ব, ভীষ্ম পর্ব, কর্ণ পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব । (৫) পত্রাঙ্ক যথাক্রমে ১-৩, ৪, ৬-১৭৬ ; ১-৩, ৫-২৬, ৩৩-৪০ ; ২, ৬-৫৭, ৫৯-১০ এবং স্বর্গারোহণ পর্বে ছিন্ন বলিয়া পাঠোদ্ধার করা যায় না । (৬) মাপ ১৬'৫" ×৬'৫" (১২ পংক্তি) । (৭) লিপিকাল ১২০৯-১২১২ মঘী (১৮৪৭-১৮৫০ খ্রীঃ) । (৮) লিপিস্থল গোসাই ডেঙ্গা, শ্রীহট্ট । (৯) অনুলেখক রামলোচন দেব । (১০) অসম্পূর্ণ । (১১) শ্রেণী [প১] ।

[প১] পর্যায়ভুক্ত পুথি । পুথিটিতে আনুপূর্বিক সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে । পর্বগুলিতে কোথাও অতিরিক্ত কোন উপাখ্যান পাওয়া যায় না । অনুলেখক একজন । পর্বহিসাবে পত্রাঙ্ক দেওয়া আছে, কেন্দ্রীয় কোন পত্রাঙ্ক নাই । পুথিটি যথেষ্ট জীর্ণ এবং কিছু কিছু পাতা নাই । আদি পর্বের বর্ণনা ইত্যাদি সম্পূর্ণ ক. বি. ৬৬০৩ ও সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় । ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়, তবে আমি, তুমি প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে ।

আদি পর্বে ভণিতা রহিয়াছে নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় :

১ (খ), ৩ (ক), ৪ (ক), ৭ (খ), ১০ (ক), ১৫ (ক), ১৬ (ক), ১৮ (ক), ২১ (খ), ২৪ (ক), ২৬ (ক), ৩০ (ক), ৩১ (খ), ৩৩ (খ), ৩৬ (খ), ৩৯ (ক), ৪৩ (ক), ৪৪ (খ, ৪৯ (ক), ৪৯ (খ), ৫৩ (খ), ৫৬ (ক), ৫৯ (ক), ৫৯ (খ), ৬১ (খ), ৬২ (ক), ৬৪ (ক), ৬৮ (ক), ৭২ (ক), ৭৩ (খ), ৭৫ (ক), ৭৭ (খ), ৮০ (ক), ৮৩ (খ), ৮৪ (ক), ৮৫ (খ), ৯১ (ক), ৯৩ (ক), ৯৭ (ক), ৯৮ (ক), ১০০ (ক), ১০৩ (খ), ১০৫ (খ), ১০৬ (ক), ১২০ (খ)তে দুইটি, ১২৪ (খ), ১৩০ (ক), ১৩৩ (ক), ১৩৬ (ক), ১৩৭ (ক), ১৪০ (ক), ১৪৩ (ক), ১৪৫ (খ), ১৪৯ (ক), ১৫১ (খ), ১৫৯ (খ), ১৬৪ (ক), ১৭০ (ক), ১৭২ (ক), ১৭৬ (খ) ।

CENTRAL LIBRARY

ভীষ্ম পর্বে ভণিতা রহিয়াছে নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় :

১ (ক), ৬ (খ), ৮ (ক), ১০ (খ), ১১ (ক), ১৩ (খ), ১৬ (খ), ১৭ (খ), ১৯ (ক), ২০ (খ), ২১ (ক), ৩৪ (ক), ৩৭ (খ), ৪০ (খ)।

বন পর্বে ভণিতা রহিয়াছে নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় :

৬ (ক), ৯ (ক), ১১ (ক), ১৭ (খ), ২০ (খ), ২৫ (ক), ২৬ ক, ২৬ (খ), ২৮ (ক), ৩০ (খ), ৩২ (খ), ৩৩ (খ), ৩৫ (ক), ৩৫ (খ), ৩৬ (খ), ৩৮ (ক), ৪০ (খ), ৪১ (খ), ৪৩ (খ), ৪৪ (ক), ৪৫ (খ), ৪৭ (ক), ৪৮ (ক), ৫০ (ক), ৫০ (খ), ৫৩ (ক), ৫৭ (ক), ৬০ (খ)।

স্বর্গারোহণ পর্বে পত্রসংখ্যার পাঠ উদ্ধার করা যায় না। এই খণ্ডিত পর্বেও ছয়টি ভণিতা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য সবগুলিই সঞ্জয়ের ভণিতা।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল :

আদি পর্ব

১ (খ) **ভারথ শ্লোক ভাঙ্গি রচিআ পঅার।**
সঞ্জএ কহএ জেন গাথে পুষ্পহার ॥

৪ (ক) পিতাপুত্রে রাজ্য করে রাজা পরীক্ষিত।
সঞ্জএ রচএ পদ মধুর ভাসিত ॥

১০ (ক) ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের সার।
সঞ্জএ কহিল **লোক করিআ প্রচার ॥**

১৬ (ক) বৈসম্পায়ন মুনি কহে জন্মেজএ।
পরাক্রেতে ভাসে তাহা রচএ সঞ্জএ ॥

৩০ (খ) জজাতির পুণ্য সর্গ সুনিলে পাপক্ষএ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধে কহিল সঞ্জএ ॥

৩৩ (খ) হেনমতে মোহারাজে চলিল মৃগয়া কাজে
মনেতে কতুক অতিসয়।
লোকে দুইভিতে থাকি হেরে অনিমিখ আখি।
ভণে কবিরাজ জে সঞ্জএ।

৩৬ (ক) ভারতের পুণ্যকথা নানারসমএ।
কতুকে কমল ভাস রচিল সঞ্জএ ॥

৪৩ (ক) মোহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
লাচারির ছন্দ করি রচিল সঞ্জএ ॥

৪৪ (খ) ভারোথের পুণ্যকথা নানা রসমএ।
কতুকে **কোমলপদ কহিল** সঞ্জএ ॥

৫৬ (ক) মোহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
কমল করুণ ভাসে কহিল সঞ্জএ॥

৬১ (ক) পদে পদে পুণ্য বিদ্ধি পাতক বিনাস।
সঞ্জএ রচিআ পোতা করিল প্রকাস॥

৬২ (ক) ভারতের পুণ্যশ্লোক ত্বরিতে নরলোক
পদবন্ধে কহিল সঞ্জয়ে।

৭৫ (ক) ভারতের পুণ্যকথা নানা রসময়।
লোকে বুজিবার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

৭৭ (খ) মুনি বোলে সুন সেই কথার চাতুরি।
সঞ্জএ রচিল পদ কমল মাধুরি॥

৯৩ (ক) পুত্রের বিক্রমে রাজাএ তুস্ট অতিসএ।
সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জএ॥

১০৫ (খ) ভারথের পুণ্যকথা কতুক অপার।
সঞ্জএ রচিআ পোতা করিল প্রচার॥

১১৭ (ক) ভারতের পুণ্যকথা বাখানে সঞ্জয়।
লোকেতে প্রচার হেতু করিআ পআর॥

১২০ (খ) ভারতের পুণ্যকথা কতুক প্রচার।
সঞ্জএ রচিআ কহে করিআ পয়ার॥

১২০ (খ) মোহাভারথের কথা কতুক বিসেস।
সঞ্জএ রচিআ প্রচারিল সর্ব্ব দেস॥

১৩০ (ক) মোহাভারতের কথা কতুক প্রচুর।
সঞ্জএ রচিআ পদ করিল মধুর॥

১৭৬ (খ) আদিপর্বের বিবরণ পাণ্ডব বিজএ।
লোক নিস্তারিতে কহিলা সঞ্জএ॥

ভীষ্ম পর্ব

১ (ক) অস্টাদস পর্ব্ব মুনি ভারথ রচিল।
পরাহ্নেতে ভাসে তাহা সঞ্জয় রচিল।

১০ (খ) উত্তরকুমার বধ হইল এথ দূরে।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়ারে॥

১৬ (খ) বিজঅ পাণ্ডব কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

১৭ (খ) সস্ট দিবস যুদ্ধ সাঙ্গ এথ দূরে।
সঞ্জএ কহিল পাপি ভব তরিবারে॥

৩৭ (খ) **সর্ব্বজনে ধর্ম্মকথা স্থনিবার তরে।**
সঞ্জএ রচিল পোতা মধুর পআরে॥

কর্ণ পর্ব

৯ (ক) এবমস্তু বোলি * * নিসব্দে রহিল।
পাঞ্চালি স্থগম করি সঞ্জএ কহিল॥

১১ (ক) এমত করিলা কর্ণে জাও জাও বোলে।
সঞ্জএ কহিল তাতে **পআর মধুরে**॥
ভারত অমৃত কথা স্থধারসময়।
পাতকি তরিতে তবে কহিল সঞ্জএ॥

২০ (খ) কর্ণ পর্ব মহাপোতা স্থধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥
প্রথম দিবসে যুদ্ধ হইল এথদূরে।
সঞ্জএ কহিল **পাপি ভব তরিবারে॥**

২৫ (খ) ভারথের পুণ্যকথা স্থধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

২৬ (খ) **সার করি ব্যাস মুনি** করিল বাখান।
সঞ্জএ রচিল পোতা আজ্ঞা অনুষ্ঠান॥
অনন্ত মধুর কথা পুণ্য অতিশয়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

২৮ (ক) ভারথ অংসখ্য কথা দৈপাঅন গীতা।
সঞ্জএ কহিল **কবি ভবপরিত্রাতা॥**

৩২ (খ) কর্ণ পর্ব মোহাপোতা গোবিন্দ চরিত্র।
সঞ্জএ কহিল **পাপি হইতে পবিত্র॥**

৩৩ (খ) ভারথ অপূর্ব্ব তন্ত্র বেদতুল্য কথা।
সঞ্জএ **রচিল গীত ব্যাসের কবিতা॥**

৩৫ (ক) বিস্তর অদভুত রত্ন কর্ণ পর্ব পোতা।
মোহামুনি ব্যাসে জারে করিয়াছে গীতা॥
সঞ্জএ জে কথা কৈল ধৃতরাস্ট স্থানে।
সে কথা কহিল আমি তোমা বিদ্যমানে॥

CENTRAL LIBRARY

ভারত অমৃত কথা সুধারসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

৪০ (খ) মোহাভারথের কথা কর্ণ জে পর্ব্বএ ।
পআর সুগম করি কহিল সঞ্জএ

৪১ (খ) ভারতের পুণ্য কথা ব্যাসে জারে কৈল গাথা ।
লাচারি যে কহিল সঞ্জয় ॥

৪১ (খ) অনন্ত অপূর্ব্ব কথা পুণ্য ভারথএ ।
লোক বুঝাইতে পদ কহিল সঞ্জএ ॥

৪৪ (ক) ভারোথ প্রস্তাপে কর্ণ পর্ব্বের বিজএ ।
মোহাপাপি ত্রাণ হেতু কহিল সঞ্জএ ।

৫০ (খ) ভারথের পুণ্য কথা কর্ণ জে পর্ব্বএ ।
পআর প্রবন্ধ কথা কহিল সঞ্জএ ॥

স্বর্গারোহণ পর্ব

১ হেনমতে পাণ্ডব সবের রথ সজ্জ করে ।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥

১ স্বর্গারহণ পর্ব্ব কথা সুধারসময় ।
ভব ভয় নিবারিতে কহিল সঞ্জয় ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় মধুর ভাষায় অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় মহাভারত শ্লোক, (অর্থাৎ সংস্কৃত) হইতে অনুবাদ করিয়া কাব্য রচনা করেন ।

[খ] বৈশম্পায়ন কথিত হইবার পর মহাভারতের পরবর্তী বক্তা হিসাবে কবি নিজেকে পরিচয় দিতেছেন অর্থাৎ বাঙলা মহাভারত রচয়িতা তাঁহার পূর্বে কবির নিকট কেহ পরিচিত নাই বলিয়া মনে হয় ।

[গ] কবি শ্লোক ভাঙ্গিয়া পদবন্ধে মহাভারত রচনা করিতে গিয়া নিজেকে কবিরাজ সঞ্জয় ও কবি ভবপরিত্রাতা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন ।

[ঘ] কবি তাঁহার কাব্য সম্পর্কে মধুর পয়ার, কোমল ভাষা, কোমল পদ, লাচাড়ির ছন্দ প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন সম্ভবতঃ বঙলা ভাষায় প্রথম রচিত বলিয়া ।

[ঙ] মহাভারত কোমল ভাষায় অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় রচনা করিয়া সাধারণ লোকের বুঝিবার জন্য সর্ব-দেশে প্রচার ও প্রকাশ করিয়াছেন । কবি সঞ্জয়ের পূর্বে কোন বাঙলা মহাভারতের অস্তিত্ব থাকিলে এইরূপ বলা যাইত না ।

[চ] কবি সঞ্জয় সর্বপ্রথম বাঙলা মহাভারত রচনা করিয়াছেন বলিয়া বলিতে পারিয়াছেন—সঞ্জএ রচিআ পদ করিলা মধুর ।

১ পত্রাঙ্ক পঠন যোগ্য নয় ।

CENTRAL LIBRARY

[ছ] 'পাতকি তরিতে', 'সর্ব্বজনে ধর্ম্মকথা স্থনিবার তরে,' 'ভবসিন্ধু তরিবারে', 'পাপি হইতে পবিত্র', 'লোক বুঝাইতে' প্রভৃতি কারণে কবি সঞ্জয় 'ব্যাসের কবিতা' পয়ার স্থগম করিয়া অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

•

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথির নম্বর ৬১৫০। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বন, বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক পঠনযোগ্য নয়, গণনায় ৯৭ পাতা। (৬) মাপ ১৬'৫"×৬'২৫" (১৩ পংক্তি)। (১০) সম্পূর্ণ। ১১। [প১]।

পুথিটিতে তিনটি পর্ব রহিয়াছে। পর্ব তিনটির মধ্যে একই কবির কাব্যশৈলীর পরিচয় রহিয়াছে। পত্রাঙ্ক অস্পষ্ট হইলেও একটি বৃহৎ পুথির পরিচয় জ্ঞাপক। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

বনপর্ব : পাণ্ডবদের বনে গমন ও কির্মীর রাক্ষস বধের কাহিনী। ক্ষুধার্ত মুনিদের পাণ্ডবদের নিকট দুর্যোধনের প্রেরণের ষড়যন্ত্রটি এখানে নাই। কিরাত-অর্জুন যুদ্ধ [প১] শ্রেণীর পুথির ন্যায়। তাহার পর নল-দময়ন্তী উপাখ্যানটি সচ্চিদা ১নং পুথির সঙ্গে প্রায় আক্ষরিক মিল রক্ষা করে। জটাসুর-ভীমের যুদ্ধের বর্ণনা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। রামায়ণ-কাহিনীটি সামান্য বিস্তারিত। জয়দ্রথের অপমান ইত্যাদি [প১] পর্যায়ের পুথির ন্যায়। ভণিতা সংখ্যা আটটির অধিক এবং সবগুলিই সঞ্জয়ের। ভণিতাগুলি সচ্চিদা ১নং পুথির সাধারণ ভণিতা।

বিরাট পর্ব : [প ১] পর্যায়ভুক্ত পুথির সহিত সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। অজ্ঞাতবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ে ধৌম্য পুরোহিতের সহিত পাণ্ডবদের মন্ত্রণা। বিভিন্ন দেশের দোষগুণ বর্ণনা ও পর্যালোচনায় অবশেষে বিরাট-নগর অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। বিভিন্ন ছদ্মবেশ গ্রহণ ও সেই সকল পরিচয়ের আবরণে বিরাট-গৃহে গমন। কীচক-বধের কাহিনী। দুর্যোধনের গোগ্রহ বিষয়ক আক্রমণ। যুদ্ধে জয়লাভ ও পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশ। উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ। আনুপূর্বিক [প ১] পর্যায়ভুক্ত পুথির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। ভণিতা কুড়িটির অধিক এবং সচ্চিদা ১নং পুথির বহুল ব্যবহৃত সাধারণ ভণিতা মাত্র সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

উদ্যোগ পর্ব : বিরাট-নৃপতিকে দূত প্রেরণের মন্ত্রণা এবং বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের নিকট আসন্ন যুদ্ধের বার্তা লইয়া দূতের গমন। দুর্যোধনের যুদ্ধে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ। বিভিন্ন রাজন্যবর্গের কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে যোগদান। উভয় পক্ষের যুদ্ধসাজ। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ প্রভৃতি [প ১] পর্যায়ভুক্ত পুথির ন্যায়। ভণিতা দশটির মত এবং সবগুলিই সচ্চিদা ১নং পুথির বহুল ব্যবহৃত সাধারণ ভণিতা এবং কবি সঞ্জয়ের পরিচয় বহন করে।

•

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ৬নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা ও বন পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২৭৪। (৬) মাপ ১৪'৫" ×৫" (৯টি করিয়া পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১২৫৫, বাঙলা, ১৭৭০ সাল? [৫৫খ], (বন পর্ব ১২৫৭ বাঙলা ১৭৭২ সাল?)। (৮) অনুলেখকের নাম শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাথ। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প২]।

[প২] শ্রেণীভুক্ত পুথি। সাহিত্য-রসবোধ হইতে সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে অনুলেখক বিভিন্ন কবির বিভিন্ন পর্ব ভণিতা যথাযথ রাখিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলনে সভা পর্ব আনুপূর্বিক সঞ্জয়ের রচনা এবং বন পর্ব আনুপূর্বিক কাশীরাম দাসের রচনা। সুতরাং বর্তমান সঙ্কলনের জন্য শুধু সভা পর্বের পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই পর্বটি [প১] শ্রেণীর পুথির সঙ্গে সার্থক সাযুজ্য রক্ষা করে। কাহিনী-উপকাহিনী, বর্ণনারীতি ও কবির মনোধর্ম সম্পূর্ণ উক্ত [প১] শ্রেণীর পুথির ন্যায়। অনুলেখক একজন এবং আনুপূর্বিক তাহার হস্তাক্ষর। পুথিটি অনুলেখকের নিজস্ব পুথি ৫৫(ক) পৃষ্ঠায় উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি নিজ রুচিবোধ হইতে বিভিন্ন কবির বিভিন্ন পর্ব গ্রন্থনা করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ মহাভারত সঙ্কলন করিতে প্রয়াসী। অবশ্য বন পর্বের পরে আর তাহা অগ্রসর হইয়াছে কিনা তাহা বলা যায় না (এই পুথি বিচারে), কেননা দুইটি মাত্র পর্বই পাওয়া গিয়াছে।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয় এবং [প১] শ্রেণীর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। জ, স, ব্যতীত য, শ, ষ-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারও নাই; ই-কার, উ-কার ব্যবহার বেশী। অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণ প্রবণতা এবং মহাপ্রাণবর্ণের অল্পপ্রাণতার প্রবণতা পূর্ববঙ্গীয় রীতি রক্ষা করে। অ-কার স্থলে ও-কার এবং ও-কার স্থলে অ-কার প্রবণতাও লক্ষণীয়। আমি ও তুমির ব্যবহার আছে, দেখেন্ত করেন্ত প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে। দেখসি, করসি প্রভৃতির ব্যবহারও রহিয়াছে।

পুথিটির সভাপর্ব [প২] শ্রেণী ক. বি. পুথি ৬৬০৩ নং পুথির সভা পর্বের, সচ্চিদা ৪, সচ্চিদা ১৩, সচ্চিদা ৩২ প্রভৃতি পুথির সভা পর্বের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। অধিকাংশ স্থলেই প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। পাণ্ডুর স্বর্গে অবমাননার চিত্র দিয়া পুথিটি আরম্ভ হইয়াছে :

২ (খ) একদিন নারদ মুনি লৈল মনেতে।
নৃত্য দেখিবারে গেলা অমরাপুরিতে॥
২ (খ) দেবগণ সহিতে বসিছে সুরপতি।
মোহা মোহা রাজা সব বসিছে সঙ্গতি॥
....
হেনকালে দৈবগতি দেখে তপধন।
পাণ্ডুরাজা নিচাসনে বৈসে সর্ব্বক্ষণ॥
৩ (ক) আর জত রাজাগণ বৈসে ইন্দ্রাসনে।
কেনে তুমি নিচাসনে কহ মোর স্থানে॥
মুনির বচন সুনি পাণ্ডু নৃপবর।
কর জুড় করি কহে মুনির গচর॥
রাজসুহি জগ্য জে করিল পৃথিবীতে।
সেই সে বসিতে পারে ইন্দ্রের সভাতে॥ ইত্যাদি

ইহার পর যুধিষ্ঠিরাদির নিকট নারদের আগমন, যজ্ঞের প্রস্তুতি, ধন আহরণ, জরাসন্ধের কাহিনী, শিশুপালের বধ, পাশাখেলা ইত্যাদি সকল ঘটনা ও কাহিনী যথাযথ [প১] শ্রেণীর পুথির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

CENTRAL LIBRARY

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কাহারও ভণিতা সভা পর্বে নাই।

২ (ক), ২ (খ), ৩ (খ), ১৪ (ক), ১৬ (খ), ২০ (ক), ২০ (খ), ২১ (ক), ২৩ (ক), ২৯ (ক), ৩৮ (ক), ৪২ (ক), তে সঞ্জয়ের ভণিতা আছে।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত ভণিতাগুলি উল্লেখ করা হইল :

২ (ক) মহাভারতের কথা নাম * * *।
পয়েয়ার সুগম করি কহিলেন সঞ্জয়॥

১৬ (খ) অপূর্ব্ব ভারথ কথা নানারসময়ে।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লক কহিলা সঞ্জয়ে॥

২০ (ক) সভা পর্ব্ব মহাপুত্তা ভারতের সার।
পদে পদে আছে জার ধর্ম্মের প্রচার॥
শ্লকবন্ধে ভারথ না বুজে লুক * *।
পঅার প্রবন্ধে কহে সঞ্জএ তাথে।

২০ (খ) **শ্লকভাঙ্গি অনুসারে পয়আর করিয়া তারে**
বুঝিবারে কহিলা সঞ্জএ॥

২৩ (ক) সভাপর্ব্বে মহাপুথা নানারসময়ে।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ কথা কহিলা সঞ্জএ॥

ভণিতা বিচার করিয়া বলা যায় :

[ক] তিনি সংস্কৃত শ্লোকবন্ধ হইতে মহাভারত অনুবাদ করেন, সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য করিবার জন্য।

[খ] অনুবাদ-কর্মে তিনি শ্লোকবন্ধ মহাভারত অনুসরণ করেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ১৬নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, ঐষিক, স্ত্রী, অশ্বশালী, ব্যাসাশ্রম, মুষল, (শেষের দিকে দুইটি পর্ব গঠনের অনুপযুক্ত) পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ২-৬৮, ৪০-৬৩ ৭১-৮৬, ৯৪-৯৫, ১৪০-১৬১, ১৬৫-১৮৩, ২০৪-২১৬, ২৩৪-২৪০, ২৫৬-২৭৯, ২৮১-২৯২, ৩০১-৩৪২, ৩৪৬-৩৪৯, ৩৫২-৩৫৩, ৩৫৯-৩৭১, ৩৭৯, ৩৮৬, ৪০২-৪০৭, ৪১০, ৪১৭-৪১৮, ৪২১-৪২৩, ৪২৭-৪৪১, ৪৫৩-৪৫৬, ৪৬৪-৪৬৯, ৪৭৪-৪৭৯, ৪৮৫-৫০২, ৫২৫-৫২৯, ৫৩৫-৫৫১, ৫৬১-৫৭১, ৫৭৮-৬০৯, ৬১৫-৬১৭, ৭৫২, ৭৫৭-৭৬৪, ৭৭৪-৭৯৩। (৬) মাপ ১৪"×৪.৫" (১০ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১২৩৫ বঙ্গাব্দ, [২৭৮ (খ)]। (৮) অনুলেখক শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ শর্ম্মণ, [২৭৮ (খ)]। (১০) খণ্ডিত। (১১) [প২]।

[প২] পর্যায়ভুক্ত পুথি। পুথিটির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। অধিকাংশ পত্রই ছিন্ন ও অস্পষ্ট। প্রত্যেক পর্বই খণ্ডিত। ভাষা [প১] শ্রেণীর সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় কিন্তু ইহাতে আমি, তুমি, প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে। শ, ষ-য়ের ব্যবহার সামান্য। ই, উ, প্রভৃতি হ্রস্বস্বরের ব্যবহার বেশী।

আদি পর্বের মাত্র কয়েকটি পাতা আছে কিন্তু সেই অংশে সঞ্জয়ের দুইটি পুষ্পিকা রহিয়াছে। বর্ণনা ও ভাষারীতি সঞ্জয়ের গ্রন্থের সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করে। অন্য কবির ভণিতা নাই।

সভা পর্বের সামান্য অংশ পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতেও সঞ্জয়ের দুইটি ভণিতা রহিয়াছে। অন্য কোন কবির পুষ্পিকা নাই। বন পর্ব সম্পূর্ণ গুণরাজ খানের রচনা। যে কয়টি ভণিতা পাওয়া যায় তাহা গুণরাজ খানের। অবশ্য বন পর্ব সম্পূর্ণ নয়। বিরাট পর্বও সঞ্জয়ের রচনা। কীচক বধের পূর্বের অংশ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে কুড়িটি সঞ্জয়ের ভণিতা আছে এবং [গ১] শ্রেণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ রচনা।

উদ্যোগপর্বও সঞ্জয়ের রচনা কিন্তু ছিন্ন। তিনটি ভণিতা রহিয়াছে। ভীষ্ম পর্বের শেষের সামান্য অংশ রহিয়াছে। সঞ্জয়ের পাঁচটি পুষ্পিকা পাওয়া যায়।

দ্রোণ পর্বের অনেকাংশ পাওয়া যায়। [গ১] শ্রেণীর দ্রোণ পর্বের সঙ্গে কাহিনী ও বর্ণনাগত মিল রহিয়াছে। সঞ্জয়ের পঁচিশটি ভণিতা রহিয়াছে।

কর্ণ পর্বের ছিন্ন দুই তিনটি টুকরা পাতা রহিয়াছে। কিন্তু কোন কবির ভণিতা নাই। শল্য-পর্বের একটি পাতা রহিয়াছে এবং সঞ্জয়ের দুইটি পুষ্পিকা রহিয়াছে। গদা পর্বও ছিন্ন অংশে প্রাপ্ত এবং সঞ্জয়ের চারিটি ভণিতা রহিয়াছে। ঐষিক পর্বও ছিন্ন এবং সঞ্জয়ের দুইটি ভণিতা রহিয়াছে। স্ত্রী পর্বও খণ্ডিত এবং দুইটি ভণিতাই সঞ্জয়ের। শান্তি, অশ্বশালী ব্যাসাশ্রম ও মুষল-পর্বের যে অংশগুলি রহিয়াছে তাহাতে কাহারও ভণিতা নাই। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কোন পর্বেই একাধিক কবির ভণিতা নাই। সুতরাং ইহা পর্ব হিসাবে সঙ্কলন করিয়া সম্পূর্ণ মহাভারতের সঙ্কলন তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। যদিও সঞ্জয়ের রচিত পর্বের সংখ্যাই অধিক।

সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে—৫ (খ), ৭ (খ), ৪১ (খ), ৪৯ (ক), ৪৯ (খ), ৬১ (ঘ), ৬২ (ক), ১৪১ (ক), ১৪৪ (খ), ১৪৯ (খ), ১৫১ (ক), ১৫৫ (ক)তে দুইটি, ১৫৮ (ক), ১৬০ (খ), ১৬১ (ক), ১৬৬ (খ), ১৬৮ (খ), ১৭০ (খ), ১৭১ (ক), ১৭২ (খ), ১৭৫ (খ), ১৭৭ (খ), ১৮০ (খ), ১৮২ (ক), ১৮২ (খ), ২০৮ (খ), ২১২ (খ), ২১৩ (খ), ২১৬ (খ), ২৫৯ (খ), ২৬১ (ক), ২৬৩ (ক), ২৭৮ (খ), ২৭৯ (ক)-তে দুইটি, ২৭৯ (খ)তে দুইটি, ২৮৭ (খ), ২৯০ (খ), ৩০৩ (ক), ৩০৪ (খ), ৩০৮ (ক), ৩১০ (খ), ৩১২ (ক), ৩১৩ (খ), ৩১৪ (খ), ৩১৬ (ক), ৩২২ (ক), ৩৩০ (ক), ৩৩৪ (ক), ৩৩৮ (খ), ৩৩৯ (ক), ৩৫২ (খ), ৪২৩ (খ), ৪২৫ (খ), ৪৩২ (ক), ৪৩৫ (ক), ৪৫৩ (ক), ৪৬৫ (ক), ৪৬৯ (খ), ৪৭৫ (খ), ৫২৫ (ক), ৫২৫ (খ), ৫২৯ (খ), ৫৪৫ (খ), ৫৪৭ (খ), ৫৪৮ (খ), ৫৬০ (ক), ৫৬৬ (খ), ৫৬৭ (ক), ৫৮৯ (ক) প্রভৃতি পৃষ্ঠায়।

উল্লেখযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত পুষ্পিকা :

৫ (খ) **সঞ্জএ রচিল পুথা ভারথ পয়ার।**
মহাভিম্ব রাজার এসব সদাচার॥

৪১ (খ) **মহাভারতের কথা সঞ্জএ বাখানে।**
চিরজিবি হয়ে পুন বাড়ে দিনে দিনে॥

৬৯ (ক) **সঞ্জএ রচিল পুথা** মহাভারতের কথা
সভা পর্ব্ব পবিত্র রহস্য।

CENTRAL LIBRARY

১৪১ (ক) বিরাট পর্ব্বের কথা কিচকের বধে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা পয়ার প্রবন্ধে॥
১৪৯ (খ) ইহ লুকে পর লুকে ভারত উত্তম।
সঞ্জয়ে কহিল তবে লুকের সুগম॥
১৫১ (ক) কুপে উষ্ঠধর কাপএ বারে বার।
সঞ্জএ বেকত কৈল মধুর পয়ার॥
১৬০ (ক) বিরাট পর্ব্বেত * * * জুগতি।
পয়ার প্রবন্ধে বলে সঞ্জয় মহামতি॥
১৬১ (ক) দ্রোণের মন্ত্রণা এই বিরাট পর্ব্বয়।
পাচালিএ সর্ব্বলুকে বুঝাএ সঞ্জএ॥
১৬৬ (খ) দক্ষিণ গোগৃহ সার বিরাট পর্ব্বয়।
পাচালি প্রবন্দে কথা কহিল সঞ্জয়।
১৬৮ (খ) এই মতে নানা কথা কহিতে কতুকে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সুন মহাসুখে॥
১৮০ (খ) বিরাট পর্ব্বের কথা নানা রসময়।
পআর প্রবন্দে কথা বাখানে সঞ্জয়॥
১৮২ (ক) ললিত পাচালি কথা রচিল সঞ্জয়।
বিরাট পর্ব্বেত এহি কর্ণের পরাজয়।
২০৮ (খ) পবিত্র নির্ম্মল পুথা সঞ্জএ বাখানে।
চিরজিবি হএ সেই জেই সুনে ভণে॥
২১২ (খ) মহাভারতের কথা সুনিলে পাপক্ষয়।
সঞ্জয় কহিল কথা পুরাণ বাক্যয়॥
২১৩ (খ) মহাভারতের কথা সমুদ্র উপম।
সঞ্জয় কহিল কথা ব্যাসভক্তিকর্ম্ম॥
২১৬ (ক) সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি।
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃত লহরি॥
২৬১ (ক) জৈমুনি ভারথ কথা সঞ্জএ রচিল পুথা।
জন্মেজয়ে সুনে সাবধানে।
২৭৯ (ক) ব্যাসের কবিত্ত পুণ্য মহাভারতএ।
পআর করিয়া তারে বাখানে সঞ্জয়॥
৩১৩ (খ) অভিমন্যু বধ এই দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥

৪৩২ (ক) **ব্যাসের পঞ্চমবেদ দ্রোণ পর্ব্ব পুথা।**
সঞ্জয়ে বেকত কৈল পাচালি রূপে কথা॥

৪৩৫ (খ) সঞ্জয়ে পয়ারে কথা **কহিল জেন মত।**
হেনমতে কেহ নাহি রচয়ে ভারত॥

৫৪৫ (খ) মধুর পয়ার বাণি গদা পর্ব্বয়।
অমৃত ভাসিত কথা কহিল সঞ্জয়॥

৫৬৩ (ক) একাদসে ঐসিক পর্ব্ব অমৃত লহরি।
সঞ্জয় কইল কত কবিত্ব করি॥

৫৬৭ (ক) **ধৃতরাষ্ট্রে কহিলেক মুনি সঞ্জএ।**
প্রবন্ধ করিয়া তাকে সঞ্জএ বাখানএ॥

ভণিতা বিচার করিয়া বলা যায়—

[ক] সুস্পষ্টভাবে মুনি সঞ্জয় ও কবি সঞ্জয়ের নির্দেশ পরিচয় রহিয়াছে।

[খ] 'ব্যাস ভক্তি কর্ম মহাভারত সমুদ্র' কবি সর্বজনের বোধ্য ভাষায় রচনা করিয়াছেন।

[ঘ] কবি সঞ্জয়ের পূর্বে বাঙলা ভাষায় (পয়ারে) অন্য কেহ মহাভারত রচনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যে ভাষায় তিনি রচনা করিলেন তাহাতে আর কেহ পূর্বে মহাভারত রচনা করেন নাই। সঞ্জয়কে প্রথম বাঙলা মহাভারতরচয়িতা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ১৭ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বনপর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১, ৪-৬২। (৬) মাপ ১৩'৭৫"×৫" (১১ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১১৮৬ সাল (৬২ খ)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প২]।

[প২] শ্রেণীভুক্ত পুথি এবং বৃহৎ পুথির একটি পর্ব। কেন্দ্রীয় পত্র সংখ্যা (৬৬-১২৫) রহিয়াছে এবং পর্বের পত্রসংখ্যাও রহিয়াছে। প্রথমে সঞ্জয়ের ভণিতা, ২৫ পৃষ্ঠা হইতে রামায়ণ কাহিনী আরম্ভ হইবার পর গুণরাজ খানের ভণিতা। রামায়ণ কাহিনী অংশটি সাধারণতঃ [প১] শ্রেণীর রামায়ণ কাহিনী অপেক্ষা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। রামায়ণ কাহিনীর পরে আবার সঞ্জয়ের রচনা। ভীমের বনবাসে অধৈর্য্য ও বার দিনে বার বৎসর গণনার অনুরোধ অংশটি উল্লেখযোগ্য।

ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। ষ, শ, ষ-য়ের ব্যবহার নাই। করেন্তি, দেখেন্ত ইত্যাদি ও করসি, দেখসি প্রভৃতির ব্যবহার আছে। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। অপিনিহিতির ব্যবহার প্রচুর। আহ্মার তোহ্মার প্রভৃতির ব্যবহার নাই।

১২ (ক), ১৫ (খ), ৫৩ (ক), ৬১ (ক)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে। ২৫ হইতে ৫০ পর্যন্ত গুণরাজ খানের ৬টি ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধার করা হইল :

১২ (ক) মহাভারতের কথা সঞ্জয়ে রচিল পুথা
বন পর্ব পবিত্র রহস্য॥

CENTRAL LIBRARY

১৫ (খ) মহাভারতের কথা সঞ্জয়ে রচিল পুথা
বন পর্ব পবিত্র নির্মাণ।
পুণ্যলাভ পাপনাশ সুনিতে অমৃত ভাস
সুনে ভণে জেই পুণ্যবান॥

ভণিতা বিচারে বলা যায়:

[ক] মহাভারতের কথা সঞ্জয় রচনা করিয়াছেন।

[খ] 'সুনে ভণে জেই পুণ্যবান' তাহার 'পুণ্যলাভ পাপনাস' হয়।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথি নম্বর ৬১৪৯। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) আদি, সভা, বন, ভীষ্ম, দ্রোণ। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২৫৩, ৩১৩-৪১০। (৬) মাপ ১৭'৫"×৭" (১২।১৩ পংক্তি)। (১০) আদি, সভা, বন ও ভীষ্মপর্ব সম্পূর্ণ, দ্রোণ পর্ব খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প২]।

পুথিটি [প২] পর্যায়ভুক্ত, একটি মহাভারতের সঙ্কলনকর্ম। ইহাতে সঞ্জয় ব্যতীতও গঙ্গাদাস সেন ও অন্যান্য কবির রচনা রহিয়াছে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক একজন কবির রচনা এক একটি পর্বে বা উপাখ্যানে নিবদ্ধ। ভণিতাগুলি যথাযথ রাখিয়া সঙ্কলনকারী তাহা বিজ্ঞানসম্মত রাখিয়াছেন। পর্বানুক্রমে যথাস্থানে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইল।

ভাষা অনেকাংশে সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। বর্তমান পুথিতে আমি, তুমি প্রভৃতির ব্যবহার আছে। -শ-, -ষ-য়ের ব্যবহারও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

আদিপর্ব: গঙ্গাদাস সেন বিরচিত ও তাঁহার ভণিতা সম্বলিত।

সভাপর্ব: কবি সঞ্জয় বিরচিত। [প ৪] পর্যায়ভুক্ত পুথির সভাপর্বের সহিত এই পর্বটির মিল আছে। অনেকস্থলেই সংক্ষিপ্তিকরণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। জরাসন্ধ বধ উপাখ্যান ও শিশুপাল বধ উপাখ্যান দুইটি সংক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ সঙ্কলনকারী [প ৪] পর্যায়ের কোন পুথি হইতে সভাপর্বটি গ্রহণ করিয়াছেন; ভণিতাগুলি সঞ্জয়ের বহুল-ব্যবহৃত।

বনপর্ব: কোন ভণিতা নাই তবে সঞ্জয়ের রচিত নয়।

ভীষ্মপর্ব: কবি সঞ্জয় বিরচিত। [প ৪] পর্যায়ের পুথির সহিত সাদৃশ্য আছে। অনেক স্থলেই সংক্ষিপ্ত। উপাখ্যান নাই বলিলেই চলে। যুদ্ধের বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত। এই পর্বটিও সংক্ষিপ্ত কোন পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভণিতা আদ্যন্ত সঞ্জয়ের। এই ভণিতাগুলিও বহুল পরিচিত।

দ্রোণপর্ব: খণ্ডিত। [প ১] পর্যায়ের পুথির সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। সঞ্জয়ের আটটি ভণিতা আছে। অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

পুথিটিতে বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব মাঝখানে নাই। তদ্ভিন্ন শেষের দিকেও দ্রোণপর্বের কিয়দংশের পরে পুথিটি খণ্ডিত।

সঞ্জয়ের উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত হইল:

৭ (ক) আদি পর্ব মহাপোথা সুধারসমএ।
পাচালি প্রবন্ধে কথা রচিল সঞ্জএ॥

১৮ (ক) মহাভারতের কথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥
৩৩ (খ) আদি পর্ব মহাপোথা নানা রসময়।
লোক নিস্তারিতে কথা কহিল সঞ্জয়॥
৪৭ (ক) মহাভারতের কথা সুধারসমএ।
মধুর কমল কথা কহিল সঞ্জয়॥
৭৪ (ক) বৈসাম্পায়ন মুনি অবনি করিল রিনি
ভারত পুরাণ বেদমএ।
দৈবের চরণাভাগে দৈবের আপদ লাগে
স্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ॥
১০৭ (খ) ভারতের পুণ্য কথা নানারসমএ।
কতুকে কমল ভাগ রচিল সঞ্জয়॥

ভনিতা বিচারে বলা যায়:

[ক] 'ভবসিন্ধু তরিবারে', 'লোক নিস্তারিতে' 'মধুর কমল কথা' বা 'কমল-ভাসে' অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় কবি সঞ্জয় মহাভারত রচনা করেন।

[খ] বৈশম্পায়ন মুনি, যাঁহার নিকট পৃথিবী মহাভারতের জন্য ঋণী, তাঁহার কাব্য কবি সঞ্জয় বাঙলা ভাষায় রচনা করেন, কবি সঞ্জয়ের পূর্বে বাঙলা মহাভারতের কোন কবির অস্তিত্ব নাই বলিয়া মনে হয়।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) ক. বি. ৬৬০৩। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) অষ্টাদশ পর্ব। (৫) ১-৮১, ১-৪৬, ১-১ ৬। (১-৭ পৃষ্ঠা দুইবার আছে)। ১-১২, ১-২২, ১-২২ ১-৯৩, ১-২১, ১-১৩, ১-৯, ১-৫, ১-৪, ১-৬৭, ১-৬, ১-৯, ১-৯, ১-১০৮। (৬) মাপ ১৭"×৬'৭৫" (১২ পংক্তি)। (৭) ১২০২-১২০৪ মঘী, অর্থাৎ ১৮৪১-১৮৪৩ খ্রীঃ। (৮) শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস। (৯) সাকিন ছনরা, থানা পটিয়া, জেলা চট্টগ্রাম। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) [পৃ২]।

পুথিটি একটি সঙ্কলন-মহাভারত। অনুলেখক আপন রুচি অনুসারে ইহার সঙ্কলনে বিভিন্ন কবির পর্ব, এমন কী উপাখ্যান পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া একটি সম্পূর্ণ মহাভারত সঙ্কলন করিয়াছেন। তবে সঙ্কলনকারী সকল কবির ভনিতাই যথাযথ রাখিয়াছেন। ভাষা পূর্ববঙ্গীয়, -য-য়ের ব্যবহার নাই। -শ-, -ষ-য়ের ব্যবহার অতি অল্প। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। আহ্মি, তোহ্মি প্রভৃতির ব্যবহার মাঝে মাঝে থাকিলেও তাহাদের সঙ্গে আমি, তুমি বা তোমি প্রভৃতির ব্যবহার আছে। নিম্নে পর্বানুক্রমে পরিচয় দেওয়া হইল।

আদিপর্ব: প্রথম হইতে চন্দ্রবংশ পরিচয়ের শকুন্তলা উপাখ্যান পর্যন্ত সঞ্জয়ের রচনা। শকুন্তলা উপাখ্যান গ্রহণ করা হইয়াছে গঙ্গাদাস সেনের রচনা হইতে। তাহার পর আবার সঞ্জয়ের রচনা।

সভাপর্ব: সম্পূর্ণ সঞ্জয়ের রচনা। সঞ্জয়ের আত্মপরিচয়মূলক একটি শ্লোক এই পর্বে রহিয়াছে। যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত হইল। পর্বশেষে একটি পরাগল প্রশস্তি শ্লোক আছে। অনুলেখক কোন সম্পর্কবিহীন ভাবেই এখানে শ্লোকটি লিখিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

(যস্) তারুণ্যগুণার্পিতাহৃতমতিঃ সঙ্গীতবিদ্যাপতিঃ
নানাকাব্যবিলাসকৌতুকমতিঃ সিদ্ধান্তবাচস্পতিঃ।
নিত্যং ধর্মসুনিশ্চিতমতিঃ জাংহান ডিম্বী (?) পতিঃ
(শ্রীমৎ) খান-পরাগলঃ[১] স জীবতু ক্ষৌণীন্দ্র সেনাপতিঃ ॥[২]

বনপর্ব : বন পর্বের রামায়ণ-অংশ গুণরাজ খানের দ্বারা রচিত ও ভণিতাযুক্ত, এবং সঞ্জয়ের রচিত ঐ অংশ অপেক্ষা ইহা বিস্তৃততর। অন্য অংশ সঞ্জয়ের রচনা এবং তাঁহার ভণিতাযুক্ত।

বিরাট পর্ব : কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রচনা এবং তাঁহার ভণিতাযুক্ত।

উদ্যোগ পর্ব : সঞ্জয়ের রচনা। [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথির উদ্যোগ পর্বের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভণিতা পূর্বাপর সঞ্জয়ের।

ভীষ্ম পর্ব : কবি সঞ্জয়ের রচনা এবং তাঁহার ভণিতাযুক্ত। [প১] শ্রেণীর পুথির ভীষ্ম পর্বের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ।

দ্রোণ পর্ব : কবি সঞ্জয়ের রচনা এবং আদ্যন্ত তাঁহার ভণিতাযুক্ত। [প১] শ্রেণীর পুথির দ্রোণপর্বের সহিত যথার্থ মিল রহিয়াছে।

কর্ণ পর্ব : সঙ্কলনকারী [প৪] পর্যায়ের কোন পুথির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে সঞ্জয়ের আদ্যন্ত ভণিতা থাকিলেও [প১] শ্রেণীর কর্ণ পর্ব অপেক্ষা ইহা সংক্ষিপ্ত। [প৪] পর্যায়ের পুথির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রহিয়াছে।

শল্য পর্ব : কবি সঞ্জয়ের রচনা এবং [প১] পর্যায়ের পুথির শল্য পর্বের পুথি হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে, ভণিতা সঞ্জয়ের।

গদা পর্ব : কবি সঞ্জয়ের রচনা এবং [প১] পর্যায়ের পুথি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, ভণিতা সঞ্জয়ের।

সৌপ্তিক পর্ব : কবি সঞ্জয়ের রচনা ও [প১] পর্যায়ের পুথির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ও সবগুলি ভণিতা সঞ্জয়ের।

ঐষিক পর্ব : কবি সঞ্জয়ের রচনা ও [প১] পর্যায়ের পুথির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ; ভণিতা সঞ্জয়ের।

নারী পর্ব : কাশীরাম দাসের (?) রচিত। আনুপূর্বিক তাঁহার ভণিতা রহিয়াছে।

শান্তি পর্ব[৩] : সঞ্জয়ের রচনা ও আদ্যন্ত তাঁহার ভণিতাযুক্ত। [প১] পর্যায়ের পুথির সহিত মিল রহিয়াছে।

অনুশাসন পর্ব : কবি সঞ্জয়ের রচনা ও তাঁহার ভণিতাযুক্ত। [প১] পর্যায়ের পুথির সহিত মিল রহিয়াছে।

অশ্বমেধ পর্ব : কবি সঞ্জয়ের বিরচিত এবং আদ্যন্ত তাঁহার ভণিতাযুক্ত। ব. সা. প. ১৭২ নং পুথির (সঞ্জয়ের) অশ্বমেধ পর্বের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

১. 'খান শ্রীপরাগল সচিবক' পাঠটি পুথিতে রহিয়াছে, শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় পরিশুদ্ধ করিয়াছেন।

২. শ্লোকটি বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে গ্রহণের জন্য ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। তিনি পরিশুদ্ধ করিয়াছেন। (উক্ত গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৩. [প১] পর্যায়ের পুথিতে খাহ ও খান নামে পর্ব দুইটি, এই পুথিতে তাহাদিগকে এই পর্বে একত্রে গ্রথিত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

ব্যাসাশ্রম পর্ব: সঞ্জয়ের বিরচিত এবং তাঁহার ভণিতাযুক্ত।

মৌষল পর্ব: সঞ্জয়ের বিরচিত এবং তাঁহার ভণিতাযুক্ত।

স্বর্গারোহণ পর্ব: কোন ভণিতা নাই। তবে সঞ্জয়ের রচনা নয়।

উল্লেখযোগ্য অংশ ও ভণিতাগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

আদি পর্ব

২ (ক) ভারথের **শ্লোক ভাঙ্গি রচিল পয়ার।**
সঞ্জয় কহেন জেন গাথে পুষ্পহার॥

২ (খ) হেনমতে আছে রাজা হস্তিনাপুরএ।
মোহাভারথের কথা **রচিল সঞ্জএ॥**

৪ (ক) ভারথের পুণ্যকথা নানারসমএ।
লোক বুঝিবারে হেতু রচিল সঞ্জএ॥

৫ (খ) সসন্তে গেলেন রাজা আপনার পুরি।
সঞ্জয় কহিল কথা **কমল মাধুরি॥**

৫ (খ) মোহাভারথের কথা পুণ্য অতিসএ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ রচিল সঞ্জএ॥

৬ (খ) মোহাভারথের কথা পুণ্য য়তিসএ।
লোক নিস্তারিতে সর্ব্ব রচিল সঞ্জয়॥

৮ (ক) মহাভারতের শ্লোক রচিল পয়ার।
সঞ্জএ কহিল পদ **লোক তরিবার॥**

৮ (খ) বিধির নির্ব্বন্ধ জেবা খণ্ডাইতে পারে কেবা
পদবন্ধ কহিল সঞ্জয়॥

১০ (ক) ভারথের পুণ্যকথা অমৃতের সার।
সঞ্জয় কহিল কথা **করিয়া প্রচার॥**

১৪ (ক) হেনমতে বিবাহ করিল জন্মেজয়।
ভারথ প্রচার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

সভা পর্ব

২ (ক) সভাপর্ব্ব মহাপোতা নানারসমএ।
পাঞ্চালি প্রবন্ধ কথা কহিল সঞ্জএ॥

৬ (খ) মৈধ্যে জাএ ভিমসেন বাউর তনয়।
সঞ্জয় কহিল কথা **রচিল সঞ্জয়॥**

৮ (খ) সভাপর্ব্ব মোহাপোথা নানারসমএ।
মধুর কমল কথা **রচিল সঞ্জয়॥**

CENTRAL LIBRARY

১১ (খ) সভাপর্ব্ব মোহাপোথা নানারসময়।
মধুর ভাসিত করি কহিল সঞ্জয়॥

১৩ (ক) দেবের চরণাভাগে আপদ জেন নাহি লাগে
শ্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জয়॥

১৬ (ক) মনেতে বিসাদ হইল গান্ধারিতনয়।
সভাপর্ব্ব মোহাপোথা বাখানে সঞ্জয়॥

২২ (ক) সভাপর্ব্ব মোহাপোথা নানারসমএ।
কবিতা ব্যাস মুনির বাখানে সঞ্জয়॥

৪০ (ক) সভাপর্ব্ব মোহাপোথা নানারসমএ।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥
দেবকুলে উতপতি ব্রাহ্মণকুমার
সঞ্জয় কবিনামে রচে পাঞ্চালি প্রচার॥
ব্যাসদেব মুখে হইল অমৃত ভাসিত।
শ্লোকবন্দে পুণ্যলোক বন্দিলা ত্বরিত॥
এক মন চিত্য হইয়া শুনে জেই জন।
ভবসিন্ধু পার হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন॥
মধুর কোমল কথা কতুক অতিসএ।
ভবদুখ তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

৪৪ (খ) শ্লোক ভাঙ্গিয়া পোথা করিয়া পদের গাথা
ভুবনে তরিবারে উফায়ে।
দিনহিন মোর মতি হরিনারায়ণ গতি
শ্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জয়॥

৪৬ (ক) বচন বিসেস অতি নানারসমএ।
হরিনারায়ণবেদ বাখানে সঞ্জয়॥

ভীষ্ম পর্ব

১৫৫ (খ) দুই সন্য চলি গেল শিবির ভিতর।
সঞ্জয় রচিত পোথা অতি মনোহর॥

১৫৭ (ক) বৈসম্পায়নে কহে শুনে জন্মেজয়।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জএ॥

অশ্বমেধ পর্ব

১৩ (ক) অশ্বমেধ পুণ্যকথা নানারসময়।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল সঞ্জয়॥

১৫ (ক) সঞ্জয়ের রচিত সুনিতে যে অমৃত
রচিলেক পয়ার প্রবন্ধ ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] জনসাধারণের জন্য কবি সঞ্জয় ব্যাসের সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন।

[খ] কবি 'সঞ্জয় কবিনামে' এই মহাভারত রচনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন।

[গ] কবি সঞ্জয় মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

[ঘ] কবি তাহার কাব্যের ভাষা সম্পর্কে যে সকল বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেন।

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব. সা. প. ১৭২। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) অষ্টাদশ পর্ব। (৫) ১-২১৮, ২২০-২৮৬, ২৮৮-৩৭১, ৩৭৪-৫৫৯। (৬) ১৮" × ৬"৫" (১১ পংক্তি)। (৭) ১২২৩ ত্রিপুরাব্দ, (২৮শে ফাল্গুন পুস্তক সমাপ্ত)। (৮) প্রাণকৃষ্ণ দে, বৈদ্যনাথ দে ও রামশরণ পাল। (৯) দুর্গানগর, ত্রিপুরা। (১০) খণ্ডিত। (১১) [প ২]।

পুথিটি সঙ্কলনকর্ম। তবে সঞ্জয়ের রচনা-অংশই বেশী। আদি পর্ব ও সভা পর্ব সঞ্জয়ের রচনা এবং তাহার ভণিতা ইহাতে আনুপূর্বিক রহিয়াছে। এই অংশ [প১] পর্যায়ের পুথির সহিত প্রায় সর্বাংশে অভিন্নতা রক্ষা করে।

বন পর্বের নলদময়ন্তী উপাখ্যানটি লোকনাথ দত্তের রচনা। তাহার পূর্বে ও পরে সঞ্জয়ের রচনা ও ভণিতা রহিয়াছে।

বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য ও গদা পর্ব সঞ্জয়ের রচনা ও ভণিতা রহিয়াছে। এই পর্বগুলিও [প ১] পর্যায়ের পুথির সহিত অভিন্নতা রক্ষা করে, অনেকস্থলে আক্ষরিক মিলও রহিয়াছে। দ্রোণ পর্বে 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' উপাখ্যানটি যথাস্থানে রহিয়াছে। অভিমন্যুবধের পর পাণ্ডবশিবিরে শোকের চিত্র আঁকিতে গিয়া তাহার পরই কবি (?) দ্রৌপদীর যুদ্ধের উপাখ্যানটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

সৌপ্তিক, ঐষীক, স্ত্রী, অনুশাসন ও শান্তি পর্বের অংশ সঞ্জয়ের মহাভারত হইতে গৃহীত নয়। এই অংশে কোন কবিরই ভণিতা নাই।

অশ্বমেধ পর্ব, মৌষল পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব সঞ্জয়ের রচনা। সর্বত্রই সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

ভাষা সচ্ছিদা ১নং পুথির ন্যায়। আহ্মি, তুহ্মির সঙ্গে আমি, তুমি ইত্যাদিরও মাঝে মাঝে ব্যবহার আছে। য-য়ের ব্যবহার নাই। স-য়ের ব্যবহার বহুল হইলেও কখনও কখনও শ, ষ-য়ের ব্যবহার পাওয়া যায়।

পুথিটি [প ২] শ্রেণীর হইলেও মূল্যবান। উপাখ্যান ও পর্বানুসারে স্ব স্ব কবির ভণিতা রহিয়াছে। অনুলেখক তিনজন হইলেও তাঁহাদের কোন ভণিতা নাই কিংবা অন্য কোন প্রকার প্রক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় না। সঞ্জয়ের তিনশতের মত ভণিতা আছে।

উল্লেখযোগ্য অংশ ও ভণিতাগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

১৯ (খ) সঞ্জয়ের দিব্য ভাসা মধুরস গান।
রচিল ভারথ সেই ভাঙ্গিয়া পুরাণ ॥

CENTRAL LIBRARY

২০ (ক) ই বলিআ কান্দে বামা মনেত নাহিক থেমা
সজল নয়নে বহে ধারা।
মনে জথ খেদ উঠে কহিতে সরির ফাটে
বিরচিত সঞ্জয় কবিতা॥

২৫ (ক) কবিবর অদভুত সঞ্জয় জে গুণজুত
রচিল পুরাণ অনুসারে।
আদি পর্ব্ব ভারথ সুনিলে শ্রবণপথ
শকুন্তলা হইব উদ্ধার॥

৩৭ (ক) **সঞ্জয় জে কবিবর** অতি বিচক্ষণ।
হেনকালে বোলে কিছু লাচারি বচন॥

৩৭ (খ) সুনিয়া মুনির বাণি সকরুণে বোলে পুনি
তোহ্মার বাক্য লইলম মাথাএ।
সঞ্জয় কবিএ ভাসে শকুন্তলা গৃহবাসে
সিংহজিত পুত্র লৈআ কোলে॥

৫০ (খ) পয়ার প্রবন্ধকথা আদি পর্ব্ব পোথা।
সঞ্জএ কহিল মোহাভারতের কথা॥

৫২ (ক) জজাতি চরিত্র জানি বিচিত্র পয়ার।
সঞ্জএ রচিল ভবভয় তরিবার॥
জজাতি চরিত্র কথা অতি রসময়।
পদে পদে ধর্ম্মকথা কহিল সঞ্জয়॥

৫৪ (ক) আদি পর্ব্ব মহাপোথা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

৫৮ (ক) সঞ্জয়ে গাথিল পোথা ভারথের সার।
কৈন্তাএ কান্দএ গিয়া পুত্র আগুসার॥

৫৮ (খ) সঞ্জএ গাথিল পোথা বিচিত্র পয়ার কথা
জাহারে সুনিলে ভবতরি॥

৮০ (ক) তার পাছে ভগদত্ত বিক্রমে বিসাল।

৮০ (খ) ধনুধরি বৃদ্ধরাজা মারি বাহু তাল॥
কটির সমান ধনু তোলে নৃপবর।
তার উর্দ্ধে না পারিল **লাউড় ইশ্বর**॥

৮৩ (ক) ভারথ মধুর কথা অতি পুণ্যমএ।
ভবভয় তরিবার হেতু কহিল সঞ্জএ॥

৮৩ (খ) **সর্বলোকে বুঝিবার** পয়ার রচিল সার
বিবেচিআ কহিল সঞ্জএ ॥

৮৯ (ক) পুণ্য ভারতের কথা স্থনিতে মধুময় ।
স্থভদ্রা বিবাহ কথা কহিল সঞ্জয় ॥

৯৭ (খ) সভা পর্ব্ব মহাপুথা নানারসময় ।
ভবভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

১০১ (খ) সভাপর্ব্ব রসময় কহিলেক সঞ্জয়
পুণ্যকথা ভারতসঙ্গিতা ॥

১০৭ (খ) ভারথ অমৃত ধার স্থনি ভব হএ পার
পুণ্যকথা সঞ্জএ বাখানে ॥

১০৮ (খ) বিজয় পাণ্ডব কথা স্থধারসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥
সভাপর্ব্ব সাঙ্গ তবে হইল এতদূরে ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভব তরিবারে ॥

১৬৭ (ক) বিরাট পর্ব্বতে হৈল কিচক বিনাশ ।
সঞ্জএ কহিল কথা স্থকোমল ভাষ ॥

১৭১ (খ) বিরাটের জুদ্ধ হইল বিরাট পর্ব্বয় ।
পয়ারে স্থগম করি কহিল সঞ্জয় ॥

১৮৬ (ক) বিরাট পর্ব্বের কথা ভারথ প্রসঙ্গ ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভিষ্মে দিল ভঙ্গ ॥

২০৪ (খ) সঞ্জয়ে রচিল পোথা ভারথ কলাপ ।
পুত্র সোক তাপ দেবী কুন্তীর বিলাপ ॥

২৩৮ (খ) ভীষ্মে পর্ব্ব মহাপোথা নানারসময় ।
সঞ্জয়ে কহিল কথা রচিল সঞ্জয় ॥

২৬৫ (খ) দ্রোণ পর্ব্ব মহাপুথা স্থনিতে মধুর ।
সঞ্জয়ে কহিল **তাথে বচন মধুর** ॥

২৭৭ (ক) দ্বিতীয় দিবস জুদ্ধ দ্রোণ জে পর্ব্বয় ।
সঞ্জএ রচিল পোথা য়তি রসমএ ॥

৩৫৮ (খ) কর্ণ পর্ব্ব মহা পোথা প্রথম দিনের রণ ।
সঞ্জএ কহিল কথা অতি বিচক্ষণ ॥

৩৫৯ (ক) প্রথম দিবস রণ সাঙ্গ এতদূরে ।
সঞ্জয় কহিল কথা ভব তরিবারে ॥

CENTRAL LIBRARY

৩৬১ (ক) তখনে অর্জ্জুন গেল সংসপ্তক রণে।
সঞ্জএর দিবব কথা সঞ্জয় বাখানে ॥

৩৬২ (ক) রুদ্র হইয়া ভিমে তোমার কটক সংহারে।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥

৩৬৩ (খ) মহাভারতের কথা অতি অনুপম।
সঞ্জয়ে বাখানে কর্ণ গুণগ্রাম ॥

৩৬৭ (ক) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকল ভারতে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সংসারে তরিতে ॥

৩৮৫ (খ) কর্ণ বধ রনুসারে সঞ্জয় কহিল তারে
তরিতে সমনের ভএ।
ভব তরিতে কহে সঞ্জএ জে মোহাসএ
তরিতে জে ঘোর আপদ ॥

৩৮৬ (ক) শল্যের প্রতিজ্ঞা সুনি সৈন্যের হইল ভয়।
সঞ্জএর দিবব কথা বাখানে সঞ্জএ ॥

৩৮৮ (খ) সন্তভঙ্গে অস্ত্রাঘাতে কাতর হইল।
শল্য পর্ব্ব মহাপোথা **সঞ্জয় রচিল ॥**

৩৯০ (ক) এহিমতে মহাযুদ্ধ হইল রনিবার।
সঞ্জয়ে বাখান করে রমৃতের ধার ॥

৩৯২ (খ) শল্য ক্ষয় করিতে অর্জ্জুনের মনে লয়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয় ॥

৩৯৬ (ক) শল্য পর্ব্ব মোহাপোথা শল্যবির বধ।
সঞ্জয় কহিল কথা পাচালি প্রবন্ধ ॥

৪০৬ (খ) সঞ্জয় রচিল পোথা ভারথ সন্থিতা।
কৃষ্ণের চরিত্র বেদব্যাসের কবিতা ॥

৪০৭ (ক) বিচিত্র ভারথ পোথা নির্ম্মল ব্যাসের গাথা
সঞ্জয় রচিল পাচালি ॥

৪০৯ (ক) বিজয় পাণ্ডব কথা পঠে সুনে গাহে।
রায়ু জন বাড়ে দুক্ষ দারিদ্র পালাএ ॥
গদাপর্ব্ব মহাপোথা সাঙ্গ এতদুরে।
সঞ্জএ কহিল কথা ভব তরিবারে ॥

উদ্ধৃতি ও ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তিনি নিজেকে বিভিন্নভাবে কবি-রূপে আখ্যাত করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

[খ] কবি সঞ্জয় ও মহাভারতের যুদ্ধকালীন প্রবক্তা সঞ্জয়ের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

[গ] প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তকে লাউড়-ঈশ্বর বলিয়া কবি লাউড়ের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

●

(১) এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা। (২) পুথিনম্বর ৪০৪৮ (১ম খণ্ড)। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক এবং স্বর্গারোহণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ৪৪৫-৭৮৯। (৬) মাপ ১৬"৫"×৫" (১০ পংক্তি, কোন কোন পৃষ্ঠায় ১১।১২ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল শকাব্দ ১৬৩৬ সন, ১১২৪ সাল, ২৫শে কার্তিক, রোজ বৃহস্পতিবার। (৮) অনুলেখক শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মা। (৯) লিপিস্থল 'মুকাম শ্রীসুলগ্রাম লেখকের নিজাশ্রম'। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ২]।

[প ২] পর্যায়ভুক্ত পুথি। যে সকল পর্বে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে তাহাতে অন্য কোন কবির ভণিতা নাই এবং [প ১] পর্যায়ভুক্ত পুথির সহিত সেই সকল পর্বের যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। ইহাও একটি সঙ্কলনকর্ম। সঙ্কলনকারী আপন রসদৃষ্টিতে সকল পর্ব সঞ্জয় হইতে গ্রহণ না করিয়া অন্য কবির উপরও নির্ভর করিয়াছেন। সেই সকল পর্বে রচয়িতাদের ভণিতা রহিয়াছে। অবশ্য কোন কোন পর্বে কোন কবিরই ভণিতা নাই, যথাস্থানে ইহা উল্লেখ করা হইল। [প ২] পর্যায়ভুক্ত পুথির লক্ষণ পর্বানুক্রমিক পরিচয়ে প্রদর্শিত হইল। পুথিটি এ. সো. ৪০৪৮ (২য় খণ্ড) পুথির দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ কর্ণ পর্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব। অনুলেখক ইত্যাদি এক বলিয়া এবং উভয় পুথিটির সঙ্কলনবৈশিষ্ট্য দেখিয়া মনে হয় উভয়ই একটি অখণ্ড সঙ্কলন—মহাভারতের অংশ বিশেষ। কেন্দ্রীয় পত্রাঙ্কেও তাহাই প্রমাণিত করে।

কর্ণ পর্ব [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথির সঙ্গে সৌসাদৃশ্যপূর্ণ। সচ্চিদা ১ নং পুথির সহিত যোগসূত্র নিবিড়। শল্য পর্ব [প৪] পুথি হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়। এই পর্বটি সচ্চিদা ১ নং পুথির শল্য পর্বের পাঠের সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বাদানুবাদ এবং যুদ্ধের বর্ণনা অনেকাংশে সংক্ষিপ্ত। গদা, সৌপ্তিক ও স্ত্রী-পর্ব [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথি হইতে সংগৃহীত। সচ্চিদা ১ নং পুথির সঙ্গে ইহাদের মিল রহিয়াছে। শান্তি পর্বে কোন কবিরই ভণিতা নাই। অশ্বমেধ পর্ব 'ষষ্ঠীবর সেন সুত গঙ্গাদাস সেন' বিরচিত, সঞ্জয়ের রচিত অশ্বমেধ পর্বের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু আখ্যান-উপাখ্যানগুলি গল্পরসসিক্ত বিস্তারিত বর্ণনাসমৃদ্ধ। আশ্রমিক ও মৌষল পর্ব সঞ্জয়ের ভণিতা-যুক্ত এবং তাহা ক. বি. ৬৬০৩ পুথির পর্ব দুইটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহাপ্রস্থানিক পর্বে কোন ভণিতা নাই। স্বর্গারোহণ পর্বটি ষষ্ঠীবর সেনের রচিত ও তাঁহার ভণিতাযুক্ত। সুতরাং এই সঙ্কলন মহাভারতে সঞ্জয়ের রচিত পর্ব—কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক, স্ত্রী, আশ্রমিক ও মৌষল এই সাতটি। তন্মধ্যে শল্য পর্বটি সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ [প৪] পর্যায়ভুক্ত বাকীগুলি [প১] পর্যায়ভুক্ত কবিকর্মের ন্যায়। ৪৬৩ (খ) পৃষ্ঠায় কবি সঞ্জয়ের আত্ম-পরিচয় রহিয়াছে।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। এ. সো. ৪০৪৮ (২য় খণ্ড) পুথিটির ভাষাবৈশিষ্ট্য ইহাতে যথাযথ রহিয়াছে। সচ্চিদা ১ নং পুথিটির ভাষাবৈশিষ্ট্য অনেকাংশে মানিয়া চলে। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম রহিয়াছে যে সকলক্ষেত্রে তাহা উল্লেখ করিতেছি। স-য়ের ব্যবহার খুব বেশী হইলেও হঠাৎ শ, ষ-য়ের ব্যবহার রহিয়াছে। আমি, তুমি, তোমি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে :

৪৪৬ (খ), ৪৪৮ (খ), ৪৫৬ (ক), ৪৬০ (খ), ৪৬২ (খ), ৪৬৩ (খ), ৬৬৬ (ক), ৪৬৮ (ক), ৪৬৮ (খ), ৪৭১ (খ), ৪৭৪ (ক), ৪৭৬ (ক), ৪৮১ (ক), ৪৮৪ (ক), ৫৮৬ (খ), ৪৯৮ (ক), ৪৯৯ (খ), ৫০১ (ক), ৫০৫ (ক), ৫০৬ (খ), ৫০৭ (ক), ৫০৯ (খ), ৫১১ (ক), ৫২০ (ক), ৫৩৪ (খ), ৫৩৬ (খ), ৫৪০ (ক), ৫৪৭ (খ), ৫৪৮ (খ), ৫৫১ (ক), ৫৫৪ (খ), ৫৫৮ (ক), ৫৬১ (খ), ৫৬২ (খ), ৫৬৩ (খ), ৫৬৫ (ক), ৫৬৬ (ক), ৫৭১ (ক), ৫৭৭ (খ), ৫৮৭ (খ), ৫৯১ (ক), ৫৯৩ (খ), ৭৬২ (ক), ৭৭৮ (খ) প্রভৃতি পৃষ্ঠায়।

উল্লেখযোগ্য অংশ ও ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

৪৪৬ (খ) এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কবিতা॥
সাধারণে ধর্ম্ম কথা বুঝাইবার তরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে॥

৪৪৮ (খ) পণ্ডিতে বুঝয়ে ইহা বড় সুনিশ্চিতে।
আরলোকে দুঃখ ভাবে সুখ নিরক্ষিতে॥
এতেকে সকল লোকে সুখে বুঝিবারে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা রচিল পয়ারে॥

৪৫৬ (ক) সঞ্জয়ে জে কথা কৈল বুঝে সর্ব্বজন।
অমৃত সমান মহাভারথ কথন॥

৪৬০ (খ) সঞ্জয়ে বোলয়ে কর্ণ পর্ব্ব সুনিশ্চিতে।
না বুঝিলে কালক্ষয় বুঝিলে অমৃত॥

৪৬২ (খ) অতি অন্ধকার জে মহাভারত সাগর।
পাচালি সঞ্জয়ে তাকে করিল উজ্জ্বল॥

৪৬৩ (খ) পলায়ে পাঞ্চল সেনা কর্ণের জে ভয়ে।
পাছে পাছে খেদাইয়া কর্ণ পুনি ধায়ে॥
ভরদ্বাজ উত্তম বংশেত জে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারথ কথা কহিলে মর্ম্ম॥

৪৬৫ (ক) পলায়ে পাণ্ডব তবে কৃতব্রহ্মার ডরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে॥

৪৬৮ (ক) সঞ্জয়ে কহিল এই প্রথম দিবসে।
বিচিত্র পাঞ্চালি গুণ রচিত অনায়াসে॥

৪৬৮ (খ) দাতা ধার্ম্মিক বির জথ কর্ণ সম।
নর নারায়ন দুই জাহার উপম॥
কর্ণপর্ব্ব সুনিতে আনন্দ নহে কার।
সঞ্জয়ে রচিল জেন অমৃতের ধার॥

৪৭৬ (ক) সঞ্জয়ে রচিল কর্ণ পর্ব্ব জে নির্জ্জায়
ধার্ম্মিকের অমৃত পশুর হয়ে ত্রাস ॥

৪৮১ (ক) কর্ণ পর্ব্ব সঞ্জয়ে কহিল জেমত।
হেনমতে কেহ নাহি রচয়ে ভারথ ॥

৪৮৬ (খ) কর্ণ জে পর্ব্বের কথা অতি মনুরম।
সঞ্জয়ে বোলয়ে সর্ব্বলোকের সুগম ॥

৪৯৮ (ক) ঘোড়া খেদাইল কৃষ্ণ অর্জ্জুন বচনে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সঞ্জয়ে বাখানে ॥

৪৯৯ (খ) কথো পড়ে সংসপ্তক কতেক পলায়ে।
কর্ণ পর্ব্ব মহাপোতা সঞ্জয়ে বুঝায়ে ॥

৫০৫ (ক) রুদ্র হেন একভীমে কটক সংহারে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা রচিয়া পয়ারে ॥

৫০৫ (খ) এমত ভারথ কথা কহিল সঞ্জয়।
গীত হেন গাহে লোকে মোহিত হৃদয় ॥

৫০৬ (খ) এইমতে যুধিষ্ঠিরে বোলিল বিষেসে।
সঞ্জয়ে কহিল কর্ণ পর্ব্ব জে হরিষে ॥

৫০৯ (খ) সঞ্জয়ে বোলয়ে মহাভারথের সার।
গিত বুদ্ধি বুঝি লোকে চাহে তরিবার ॥

৫২০ (ক) ভারথের পুণ্যকথা দুর্জ্জোধনের সোকগাথা
লাচাড়ি রচিল সঞ্জয় ॥

৫৩৬ (খ) ইহ'লাকে সুখ ভোথ অন্তকালে স্বর্গলোক
ধর্ম্মকথা ভারথের সার।
বিজয় পাণ্ডব নাম পুণ্যকথা অনুপাম
পদে পদে অমৃতের ধার ॥
শ্রবণ কলস ভরি মহাজনে পান করি
সেই ভব জঞ্জাল নিস্তরে।
সঞ্জয়ের কথা সুনি সঞ্জরের কথা পুনি
সুনি আপদ হতে তরে ॥

৫৪৮ (খ) এক লক্ষ শ্লোক হৈল ভারথ সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কবিতা ॥
শল্য পর্ব্ব সাঙ্গ পুনি হৈল এতদূরে।
সঞ্জয়ে বোলয়ে তারে মধুর পয়ারে।

CENTRAL LIBRARY

৫৫১ (ক) গদাপর্ব্ব সঞ্জয়ে বাখানে অনায়াসে।
যুনিলে শ্রবণ সুখ অমৃত বরিষে॥

৫৫৪ (খ) গদাপর্ব্ব বাখান জে শল্য অন্তর্গত।
সঞ্জয়ে বাখানে রঙ্গে মহা যে ভারথ॥

৫৫৮ (ক) তির্থ জাত্রা সাঙ্গ এই দ্রোণ যে পর্ব্বয়।
ধার্ম্মিকের কার্জ্যে মহা বাখানে সঞ্জয়॥

৫৬১ (খ) সঞ্জয়ে বাখানে মহাভারথের গিত।
পদে পদে সুধারসময় জে অমৃত॥

৫৬২ (খ) তা দেখিয়া পাণ্ডবেরা করে জয় জয়।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মহাভারথয়॥

৫৬৩ (খ) ভাঙ্গিল দুর্জোধনের উরু গদা জে পর্ব্বয়।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

৫৬৫ (ক) অমৃতের ধার কথা মহাভারথয়।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

৫৭৭ (খ) ভারথের পুণ্যকথা নানা রসময়।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

৫৮৭ (খ) ভারথের পুণ্যকথা পুণ্যবন্তে যুনে।
ইহা হতে অমৃত আর নাহি ত্রিভুবনে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
যুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি॥
এতেকে সকল লোকে সুখে বুঝিবারে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা **রচিয়া পয়ারে**॥

উদ্ধৃতি ও ভনিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] সংস্কৃত মহাভারত পণ্ডিতদের নিকট বোধগম্য কিন্তু জনসাধারণ তাহা বুঝিতে পারেন না সুতরাং এই ধর্মকথা অনায়াসে সর্বজনচিত্তে আস্বাদনের জন্য কবি সঞ্জয় প্রথম বাঙলায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন।

[খ] মহাভারতরূপ সমুদ্র সংস্কৃতাশ্রিত বলিয়া অসংস্কৃতজ্ঞের নিকট অন্ধকারতুল্য সুতরাং কবি সঞ্জয় বাঙলা ভাষারূপ দীপবর্তিকা দ্বারা তাহা উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় কবি সঞ্জয় বাঙলা মহাভারতের প্রথম কবি।

[গ] কবি সঞ্জয় যেভাবে (বাঙলায়) মহাভারত রচনা করিয়াছেন সেইভাবে আর কেহ মহাভারত রচনা করেন নাই। কবির পূর্বে অন্য কোন বাঙলা মহাভারত রচনা হয় নাই।

[ঘ] কবি সঞ্জয় অনেকস্থলেই মহাভারতের সঞ্জয় চরিত্রের সঙ্গে নিজের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন এই বিষয়ে তাঁহার সতর্কতা আগ্রহ লক্ষণীয়।

[ঙ] কবি সঞ্জয় ভরদ্বাজগোত্র-সম্ভূত ছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

[চ] কবি সঞ্জয় মহাভারত এমন সুগম করিয়া রচনা করিয়াছেন যে তাহা 'গীত হেন গাহে লোকে মোহিত হৃদয়।' ভাষাগত সহজবোধ্যতার কথা কবি নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

[ছ] কবি সঞ্জয় সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :

সঞ্জয়ের কথা সুনি সঞ্জয়ের কথা পুনি
সুনি আপদ হতে তরে ॥

[জ] মহাভারতের 'সুধারসময়', 'অমৃততুল্য', 'পয়ার সুগম' কথা রচনার পিছনে কবির উদ্দেশ্য :

এতেকে সকল লোকে সুখে বুঝিবারে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা রচিয়া পয়ারে ॥

●

(১) এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা। (২) পুথিনম্বর ৪০৪৮ (২য় খণ্ড)। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) আদি পর্ব হইতে দ্রোণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৪৬৪ [আদি ১-১০২, সভা ১০৩-১১৮, বন ১১৯-১৩২, বিরাট ১৩৩-১৮৭, উদ্যোগ ১৮৮-২২৩, ভীষ্ম ২২৪-২৮০, দ্রোণ ২৮১-৪৪৪]। (৬) মাপ ১৫.৫" × ৫ (১১ পংক্তি)। [(৭) লিপিকাল, (৮) অনুলেখক, (৯) লিপিস্থল] ৪০৪৮ নং পুথি ১ম খণ্ডের হস্তাক্ষরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ খণ্ডে এই পুথির বাকী অংশ অর্থাৎ কর্ণ পর্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত রহিয়াছে। সুতরাং পুথিটির অনুলেখক ইত্যাদি এক হইবার সম্ভাবনা। তদ্ব্যতীত উদ্যোগ পর্বের শেষে ২২৩ (খ) পৃষ্ঠায় 'অনন্তরাম শর্মার' নাম রহিয়াছে। এ. সো. ৪০৪৮ (২য় খণ্ডের) প্রথমার্ধ বলিয়া এই পুথিটি সম্ভবতঃ সামান্য কিছুকাল পূর্বে অনুলিখিত তবে অনুলেখক একই ব্যক্তি হওয়ায় ১১২৪ সনের নিকটবর্তী ধরা যায়। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ২]।

[প২] পর্যায়ভুক্ত পুথি। যে সকল পর্ব সঞ্জয়ের পুষ্পিকা ও ভণিতায় তাহাদের সঙ্গে সচ্ছিদা ১নং পুথির সেই সকল পর্বের যথার্থ মিল রহিয়াছে। আদি পর্ব সঞ্জয়ের বিরচিত। কিন্তু শকুন্তলার উপাখ্যানটি রাজেন্দ্রদাসের রচনা। সঙ্কলনকারী আপন রসদৃষ্টিতে এই উপাখ্যানটি সংযোজন করিয়াছেন, অবশ্য রাজেন্দ্রদাসের ভণিতা যথাযথ রাখিতে তিনি ভুল করেন নাই। এইরূপ [প২] পর্যায়-পুথির বৈশিষ্ট্য সঙ্কলনটিতে রহিয়াছে। পর্বানুক্রমিকভাবে তাহা প্রদর্শিত হইল। শকুন্তলাকাহিনীর পূর্ববর্তী আদি পর্ব অংশ সঞ্জয়ের রচনা ও তাঁহার পুষ্পিকা-পরিচয়ও রহিয়াছে। মূল কাহিনী, ঘটনা ও উপাখ্যান সচ্ছিদা ১নং পুথির ন্যায়। প্রথমে বন্দনা ও মহাভারতের শ্রবণফল বর্ণনা তাহার পরে অভিশপ্ত রথের সঙ্গে সম্পর্কিত জনমেজয়ের জীবনের বিপর্যয় কাহিনী, ভারতবংশের পরিচয়, দেবযানী উপাখ্যান প্রভৃতি সচ্ছিদা ১নং পুথির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করে। মহাদেবের অভিশাপে গঙ্গার দ্বাদশ বৎসর বানর সেবার উপাখ্যানটি [প১] শ্রেণীর পুথির ন্যায়। কবির বর্ণনাভঙ্গী, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী ও মনোধর্ম উহার অনুরূপ। গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

সভা পর্ব [প১] শ্রেণীর সভা পর্ব অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। মনে হয় সঙ্কলনকারী [প৪] শ্রেণীর কোন সভা পর্বের সাহায্য লইয়াছেন। নূতন কোন উপাখ্যান সংযোজিত হয় নাই।

বন পর্বে রামায়ণ অংশ বেশ বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই অংশে কোন কবির কোন ভণিতা নাই। রচনাধর্ম বিচার করিলে মনে হয় এই অংশ সঞ্জয় ব্যতীত

CENTRAL LIBRARY

অন্য কোন কবির রচনা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ লোকনাথ দত্তের রামায়ণ কাহিনী হইতে লওয়া হইয়াছে, কিন্তু কোন কবিরই ভণিতা-পুষ্পিকা না থাকায় নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

বিরাট পর্ব [প১] শ্রেণীর পুথির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। সচ্চিদা ১ নং পুথির সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। অনেকস্থলে প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। উদ্যোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্ব ও দ্রোণ পর্ব; তিনটি পর্বই যথার্থ [প১] পর্যায়ের পুথির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করে। এইগুলি সঞ্জয়ের রচনা সন্দেহ নাই। ভণিতা ও রচনায় সর্বত্রই কবির পরিচয় যথার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন কোন উপাখ্যান বা ঘটনা সংযোজন নাই।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। উক্ত পুথির সবগুলি ভাষাবৈশিষ্ট্য অধিকাংশস্থলেই মানিয়া চলে। স-য়ের ব্যবহার বহুল। হঠাৎ শ, ষ-য়ের ব্যবহার পাওয়া যায়। জ-ব্যতীত য-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। তবে সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় এখানে আহ্মি, তোহ্মি, প্রভৃতির পরিবর্তে আমি, তুমি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। সি, স্ত-যোগে ক্রিয়াপদের প্রচলন যথেষ্ট।

সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় :

১৬ (ক), ১৭ (খ), ১৯ (ক), ২০ (ক), ২১ (ক), ৩০ (ক), ৩৩ (খ) ৩৮ (খ), ৪১ (ক), ৪৩ (খ), ৪৭ (ক), ৫১ (ক), ৬০ (ক), ৯৮ (ক), ১০২ (ক), ১১১ (ক)তে দুইটি, ১১৪ (ক), ১১৮ (খ), ১৩৪ (ক), ১৩৭ (ক), ১৩৮ (খ), ১৩৯ (ক), ১৪০ (ক), ১৪০ (খ), ১৪১ (ক), ১৪১ (খ), ১৪২ (ক), ১৪৭ (ক), ১৪৭ (খ), ১৫২ (ক), ১৫৩ (খ), ১৫৪ (খ), ১৫৯ (ক), ১৬১ (ক), ১৬২ (ক), ১৬২ (খ), ১৬৭ (খ), ১৬৯ (ক), ১৭০ (ক), ১৭১ (ক), ১৭২ (খ), ১৭৩ (খ), ১৭৪ (ক), ১৭৫ (ক), ১৭৬ (ক), ১৭৭ (ক), ১৭৮ (ক), ১৮৪ (ক), ১৮৭ (ক)তে দুইটি, ১৯৮ (ক), ১৯৯ (ক), ২০৪ (খ), ২০৬ (ক), ২২১ (ক), ২২৩ (খ), ২২৯(ক), ২৩২ (ক), ২৩৩ (খ), ২৩৮ (ক), ২৪০ (খ), ২৪২ (খ), ২৪৩ (ক), ২৪৩ (খ), ২৪৫ (খ), ২৪৮ (ক), ২৪৯ (ক), ২৫০ (খ), ২৫২ (ক), ২৫৪ (খ), ২৫৯ (খ), ২৬৫ (ক), ২৭০ (ক), ২৭১ (খ), ২৭৯ (ক), ২৮২ (ক), ২৮৭ (ক), ২৯১ (ক), ২৯৯ (ক), ৩০০ (ক), ৩০৯ (ক), ৩১৫ (ক), ৩১৫ (খ), ৩২০ (ক), ৩২৫ (ক), ৩৩৩ (খ), ৩৩৬ (ক), ৩৪০ (ক), ৩৪১ (ক), ৩৪৪ (ক), ৩৪৬ (ক), ৩৪৭ (খ), ৩৪৮ (খ), ৩৫০ (খ), ৩৫১ (ক), ৩৫১ (খ), ৩৫৫ (ক), ৩৫৫ (খ), ৩৫৮ (ক), ৩৬১ (ক), ৩৭০ (ক), ৩৭৩ (ক), ৩৭৪ (খ), ৩৭৬ (খ), ৩৭৭ (ক), ৩৭৯ (ক), ৩৮০ (খ), ৩৮২ (ক), ৩৮৬ (ক), ৩৮৯ (ক), ৩৯১ (খ), ৩৯২ (ক), ৩৯৪ (খ), ৪০০ (ক), ৪২০ (ক), ৪২৫ (খ), ৪৩৫ (ক), ৪৪৪ (খ)।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ও বহুল ব্যবহৃত ভণিতাগুলি উদ্ধার করা হইল।

১৬ (ক) পাচালি প্রবন্ধে আদি পর্ব্ব মহাপোতা।
সঞ্জয়ে কহিল সব জজাতির কথা॥

২০ (ক) সঞ্জএ বোলএ মহাভারথের সার।
পয়ার প্রবন্ধে কহে লোক বুঝিবার॥

২১ (ক) আদি পর্ব্বকথা এই মহাভারথয়।
পাচালি প্রবন্ধে ইহা কহেন সঞ্জয়॥

৬০ (ক) ভারথের পুণ্যকথা অতি রসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

১১১ (ক) সিসুপাল বধ সাঙ্গ সভা জে পর্ব্বয়।
পয়ারে সুগম কথা কহিল সঞ্জয়॥

১১৮ (খ) সভাপর্ব্ব সাঙ্গ জানিহ এতদুরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা **মধুর পয়ারে॥**

১৩৪ (ক) প্রথম অধ্যায় সাঙ্গ বিরাট পর্ব্বয়।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

১৩৭ (ক) বিরাট পর্ব্বের কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধে।
সঞ্জয়ে কহিল **লোকে বুঝিতে সানন্দে॥**

১৩৮ (খ) বিরাট পর্ব্বেত জুধিষ্টিরের প্রবেস।
সঞ্জয়ে কহিল তাহা **রচিয়া বিসেস॥**

১৩৯ (ক) ভিমের প্রবেস এই বিরাট পর্ব্বয়।
পাঞ্চালি **ললিত কথা** কহিল সঞ্জয়॥

১৪০ (খ) সহদেব প্রবেস এই বিরাট পর্ব্বয়।
পয়ারে প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়॥

১৪১ (ক) অর্জ্জুন প্রবেস এই বিরাট পর্বয়।
কোমাল পাঞ্চালি কথা কহিল সঞ্জয়॥

১৪৪ (ক) বিরাট পর্ব্বের কথা পয়ার প্রবন্ধে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা **বুঝিতে সানন্দে॥**

১৪৭ (খ) ইহলোকে পরলোকে ভারথ উত্তম।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল **বুঝিতে সুগম॥**

১৫২ (ক) কিচকের বধ হৈল বিরাট পর্ব্বয়।
পাঞ্চালি সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

১৫৩ (খ) বিরাট পর্ব্বেত এই রূপের মন্ত্রণা।
পাঞ্চালি সঞ্জয়ে কহে **সুনে সর্ব্বজনা॥**

১৫৯ (ক) এই মতে নানা কথা কহিয়া কৌতুকে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা **সুখে বুঝে লোকে॥**

১৬১ (ক) বিরাট পর্ব্বেত উত্তর পরাজয়।
পাচালিতে সকল লোক বুঝায়ে সঞ্জয়॥

১৬২ (খ) বিরাট পর্ব্বেত জে যুদ্ধের বিবরণ।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল **বুঝিতে কারণ॥**

CENTRAL LIBRARY

১৬৭ (খ) বিরাট পর্ব্বের কথা **মধুর পয়ারে**।
সঞ্জয়ে কহিল তাহা **পোথা অনুসারে**॥

১৭৪ (ক) বিরাট পর্ব্বেত অশ্বত্থামার অপমান।
সঞ্জয়ে রচিল পোথা অমৃত সমান॥

১৭৫ (ক) বিরাট পর্ব্বেত তবে পুনি কর্ণের ভঙ্গ।
পয়ারে সঞ্জয়ে কহে স্থন মহারঙ্গ॥

১৭৬ (ক) রণ জিনি অর্জ্জুনে জে অগ্রসরে পুনি।
পাচালিয়ে সঞ্জয়ে **কহে মধুরস বাণি**॥

১৮৪ (ক) পয়ার প্রবন্ধে কথা বিরাট পর্ব্বয়।
সর্ব্বলোক বুঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥

১৮৭ (ক) বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
স্থনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি॥
অন্ত্যকালে স্বর্গলাভ নাহিক সংসয়।
পয়ার প্রবন্ধে কথা রচিল সঞ্জয়॥

১৯৮ (ক) জুধিষ্ঠিরে জত কথা কহিলেন্ত সেসে।
সঞ্জয়ে কহিল তাকে অসেস বিসেসে॥

২০৪ (খ) সঞ্জয়ে রচিল পোতা ভারথ কলাপ।
পুত্রসোক দুঃখ কথা কুন্তির বিলাপ॥

২২৩ (খ) উজ্যোগ পর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
সঞ্জয়ে কহিল কথা অমৃত সমান॥

২২৯ (ক) একলভের মাথা কাটি ভিস্ম জে পর্ব্বয়ে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়ে॥

২৩২ (ক) ভিস্ম পর্ব্ব মহাপোথা রঙ্গ অতিসয়।
পাচালি স্থগম করি কহিল সঞ্জয়॥

২৩৩ (খ) প্রথম দিনের রণ ভিস্ম পর্ব্ব পোথা।
সঞ্জয়ে রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা॥

২৪২ (খ) ভিস্ম পর্ব্বে ভগদত্ত ভিমরাজ যুঝে।
সঞ্জয়ে কহিল তবে **পয়ার প্রবন্ধে**॥

২৪৩ (ক) ভিস্ম পর্ব্বে মহাপোথা ভগদত্তের যুঝে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা **করিয়া প্রবন্ধে**॥

২৪৩ (খ) চতুর্থ দিনের রণ ভিস্ম পর্ব্বনী।
সঞ্জয়ে **রচিয়া কহে তাহার কাহিনী**॥

২৪৮ (ক) তবে জে হইল সৈন্ধ্যা সূর্য্য জে লোকায়ে।
পয়ারে সুগম করি কহিল সঞ্জয়ে॥

২৫০ (খ) সাত্ত জয়দ্রথ দুই রাজার পরাজয়।
ভিষ্ম পর্ব্ব মহাপোথা কহিল সঞ্জয়ে॥

২৫৯ (খ) ভিষ্মের জয় দেখি পাণ্ডব দুঃখি মনে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সঞ্জয়ে বাখানে॥

২৭৯ (ক) ভিষ্ম পর্ব্বে নানারস ভিষ্মের বধয়।
পাচালি প্রবন্ধে তাহা কহিল সঞ্জয়॥

২৮৭ (ক) দ্রোণ পর্ব্বে মহাপোথা পয়ার প্রবন্ধে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা লোক সুনহ সানন্দে॥

২৯১ (ক) ভারথ সংগ্রাম বড় কহিয়াছে ব্যাসে।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল তাহার উদ্দেশে॥

২৯৯ (ক) অত্যন্ত অপুর্ব্ব কথা সুনি ভারতের।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল কৃপায়ে লোকের॥

৩০০ (ক) চারিবেদ জে বাখানে ব্যাস মহামুনি।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল অদ্ভুত বাণি॥

৩৩৩ (খ) সুতস রাজার কথা দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
লোক বুঝিবারে কথা কহিল সঞ্জয়।

৩৩৬ (ক) মহাভারতের কথা অতি রসময়।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

৩৪৬ (ক) সুনিতে শ্রবণ সুখ দ্রোণ পর্ব্ব পোথা।
সঞ্জয়ে রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা॥

৩৪৭ (ক) দ্রোণ পর্ব্ব কহি এই জয়দ্রথ বধে।
সঞ্জয়ে বুঝায়ে লোকে পয়ার প্রবন্ধে॥

৩৫৫ (ক) পয়ারে মধুর কথা দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

৩৬১ (ক) দ্রোণ পর্ব্ব পোথা সপ্তম ভারথ যুদ্ধের।
সঞ্জয়ে বুঝায়ে পুনি কথা সঞ্জয়ের॥

৩৭০ (ক) জয়দ্রথবধ এই সাত্যকি প্রবেসে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সঞ্জয়ে প্রকাসে॥

৩৭৬ (খ) তোমার সেনায়ে তারে অনেক প্রসংসে।
৩৭৭ (ক) সঞ্জয়ে কহিল মহাভারথ বিসেষে॥

CENTRAL LIBRARY

৩৮০ (খ) ব্যাপিয়া পঞ্চম দিন দ্রোণ পর্ব্ব পোথা।
পাচালিয়ে সঞ্জয়ে বাখানে তার কথা॥
৩৮২ (খ) ভুরিশ্রবার বধ এই দ্রোণ পর্ব্ব পোথা।
পয়ারে সঞ্জয়ে বাখানে তার কথা॥
৩৮৬ (ক) দ্রোণ পর্ব্ব সুন এই ভিমের প্রবেস।
সঞ্জয়ে কহিল কথা অমৃত বিসেস॥
৩৯১ (খ) দ্রোণ পর্ব্ব কহি এই জয়দ্রোত বধে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা পয়ার প্রবন্ধে॥
৪০০ (ক) **হেন ইতিহাসকথা দ্রোণ পর্ব্ব পোথা।**
পাচালিয়ে সঞ্জয়ে কহিল তার কথা॥
৪৪৪ (খ) এই হনে দ্রোণ পর্ব্ব হইল সমাধান।
সঞ্জয়ে কহিল কথা করিয়া বাখান॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] জনসাধারণের সহজ ভাষায় (বাঙলা ভাষায়) সকলের বুঝিবার জন্য কবি সঞ্জয় বাঙলায় মহাভারত রচনা করেন।

[খ] কবি সঞ্জয় তাঁহার মহাভারতের প্রসঙ্গে 'সুগম কথা', 'মধুর পয়ার', 'ললিত কথা', 'কোমল পাঞ্চালী', 'মধুরস বানি' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, বাঙলা ভাষায় মহাভারতের অভাব নিবারণার্থে কবি প্রথম বাঙলায় মহাভারত অনুবাদ করেন।

[গ] 'বুঝিতে সুগম', 'বুঝিতে সানন্দে', 'সুনে সর্ব্বজনা', 'সুখে বুঝে লোকে', 'বুঝিতে কারণ', 'সর্ব্বলোকে বুঝিবারে' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় কবি সঞ্জয় জনসাধারণের নিমিত্ত প্রথম বাঙলা মহাভারত অনুবাদ করেন। ইহার পূর্বে সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী মহাভারতই মাত্র ছিল।

[ঘ] কবি সঞ্জয় তাঁহার নিজের সঙ্গে মহাভারতীয় চরিত্র সঞ্জয়ের পার্থক্য নিরূপণ করিয়া বলিয়াছেন—

সঞ্জয়ে বুঝায় পুনি কথা সঞ্জয়ের॥
সঞ্জয়ে কহিল কথা সঞ্জয় বাখানে॥
সঞ্জয়ে কহিল কথা সঞ্জয়ে প্রকাসে॥
সঞ্জয়ে রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা॥ প্রভৃতি।

[ঙ] কবি সঞ্জয় ব্যাসের মহাভারত বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি 'পোথা অনুসারে' অর্থাৎ একটি বিশেষ কাব্যাবলম্বনে মহাভারত রচনা করেন।

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব. সা. প. ২৬৯৮। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) দ্রোণ হইতে শান্তি পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ২-২৩১, ১৩৪-১৫৩, ১৫৬-১৬০। (৬) মাপ ১৬"×৫.৫" (১২ পংক্তি)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ২]।

পুথিটি একটি মহাভারতের সঙ্কলনকর্ম। পুথিটির সঙ্কলনকারী একই পর্বে বিভিন্ন কবির রচনা

CENTRAL LIBRARY

মিশ্রিত করেন নাই। দ্রোণ পর্ব সঞ্জয়ের রচনা এবং তাহার ভণিতা আনুপূর্বিক রহিয়াছে। এই অংশ [প ১] পর্যায়ের দ্রোণ পর্বের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। কর্ণ পর্ব, শল্য পর্ব, গদা পর্ব, ঐষীক পর্ব, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত হইতে গৃহীত এবং তাহার ভণিতা রহিয়াছে। সৌপ্তিক, স্ত্রী ও শান্তি পর্বে কোন ভণিতা নাই এবং এই পর্বগুলি সঞ্জয়ের রচিত নয়।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

২ (ক) একলক্ষ শ্লোক এহী ভারত সঙ্গীতা।
কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাসের কবিতা॥
প্রথম অধ্যায় সাঙ্গ দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
লোক বুঝাইতে কথা কহিল সঞ্জয়॥

৯ (ক) প্রথম দিনের যুদ্ধ দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥

১৯ (খ) ভগদত্তের বধ সাঙ্গ দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

২০ (ক) দ্রোণ পর্ব্ব মহাপোথা নানারসময়।
দিতিয় দিনের যুদ্ধ কহিল সঞ্জয়॥

২৩ (ক) অভিমন্যু বিক্রম এহি দ্রোণ পর্ব্বয়।
সঞ্জএর কথা পুনি বাখানে সঞ্জয়॥

৩৭ (খ) ঘুচিল দারুণ সোক হইল জয় জয়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥ ইত্যাদি।

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় জনসাধারণের নিকট বোধ্যভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

[খ] কবি সঞ্জয় মহাভারতীয় চরিত্র সঞ্জয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ৫ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) গদা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-১৮। (৬) মাপ ১০" × ৪'৫ ইঞ্চি (১০টি করিয়া ছত্র)। (৭) লিপিকাল ১১৮৯ সাল ২রা মাঘ (১৮ খ)। (৮) অনুলেখকের নাম শ্রীগঙ্গারাম ধর ৫ (ক)। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৩]।

[প৩] শ্রেণীভুক্ত পুথি। সম্পূর্ণ অংশ সঞ্জয়ের লেখা, তবে একটি লৌকিক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবির বাচনভঙ্গী ও মনোধর্ম সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ। অনুলেখক একজন ও আনুপূর্বিক তাহার হস্তাক্ষর। বানান ও উচ্চারণরীতি সম্পূর্ণ একরূপ। ভণিতা ও কাহিনী (উপাখ্যানটি ব্যতীত) [প১] পুথির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে। গায়েন বা পাঠকের পর্বনির্ভর পুথি [পত্রাঙ্কও (১-১৮) তাহাই প্রমাণিত করে] বলিয়া প্রথমে 'বেদে রামায়ণে চৈব' ইত্যাদি শ্লোকটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাও পূর্বোক্ত যুক্তি সমর্থন করে। লোকরঞ্জনের জন্য গায়েনদের দ্বারা উপকাহিনীর উপস্থাপনা লক্ষণীয়। মূল [প১]

CENTRAL LIBRARY

শ্রেণীর পুথিতে দেখা যায় দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে পলায়ন করিলে ভীম ব্যাধচর পাঠাইয়াছিলেন। এখানে ঘটনাটিকে একটি লোকপ্রিয় উপাখ্যান করা হইয়াছে, খুব সম্ভব গায়েন দ্বারা।

২ (ক) তাথে তিন রথি দেখে রাজার নাম সুনি।
পর [পারে] ব্যাধ সবে করে কানাকানি॥
এহি দুর্জ্যোধন কথা কহিব পাণ্ডবর।
পাইব বিস্তর ধন চলহ গড়য়॥
ভিমে বহু ধন দিব ইহারে সুনিলে।
কি করিব শুদ্ধ মাংস চলহ সকলে॥
এহি দুর্জ্যোধন কথা কহিব বিসেসে।
মাংসভার লইয়া গেল ভীমের সম্পাসে॥
পাণ্ডবেরা নানা চক্রে চর পাঠাইয়া।
স্থানে স্থানে বিচারিয়া উদ্দেস না পাইয়া॥
বিমুখ হইয়া বড় মনে ভাবে চিন্তা।
হেনকালে সেই ব্যাধ মিলিলেক তথা॥
ব্যাধ সবে বলে সুন ভিম মহাবীর।
কি কারণে তোমি সব দেখিয়ে অস্থির॥
দুর্জ্যোধন আদি করি চারি মহারথি।
যুদ্ধেত হারিয়া তারা পলাইল কথি॥
ব্যাধ বুলে ভিমসেন সুনহ বচন।
রথে দেখিয়া আইল রাজা দুর্জ্যোধন॥ ইত্যাদি।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। সচ্চিদা ১নং পুথির সঙ্গে বানান ও উচ্চারণরীতির যথেষ্ট মিল আছে। জ, স ব্যতীত শ, ষ-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। ই-কার, উ-কার ব্যবহার বেশী। ঈ-কার, ঊ-কার-এর ব্যবহার খুব কম। তু, দু প্রভৃতির থ, ধ বর্ণে উচ্চারণপ্রবণতা লক্ষণীয়। তবে, আহ্মি, তোহ্মি, ব্যবহার এই পুথিতে নাই। দেখেস্ত, করেস্ত, কহসি, করসি প্রভৃতি ব্যবহার মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

৪ (খ), ৭ (ক), ১১ (ক), ১৭ (ক), ১৮ (খ)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা :

৪ (খ) গদাপর্ব্ব সঞ্জয়ে বাখানে অনাআসে।
সুনিতেই সর্ব্বলুকে প্রমুর্ত্ত হেন ভাসে॥

৭ (ক) সঞ্জয়ে বাখানে রঙ্গে মহাভারতম্ব।
গদাপর্ব্বে **অপূর্ব্ব কথা কহিল সঞ্জয়।**

১১ (ক) তির্থ জাত্রা সাঙ্গ পুনি গদা পর্ব্বয়।
ধার্ম্মিকের কার্জ্য এহি বাখানে সঞ্জয়॥

১৪ (ক) সঞ্জয়ে বাখানে মহাভারতের গিত।
পদে পদে রস জেন বরিসে অমৃত ॥

১৭ (ক) সঞ্জয়ে বাখানে লুকে বুঝিতে কারণ।
অভিরত সিদ্ধ হয় ভারত শ্রবণ ॥

১৮ (খ) শ্লোকবন্দে সকলে না পারে বুঝিবারে।
পদবন্দে কৈল সঞ্জয় লোক বুঝিবারে ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] সাধারণ পাঠকের আনন্দ ও ধর্মবোধের উদ্রেকের নিমিত্ত এই অপূর্ব অমৃততুল্য মহাভারত কবি রচনা করেন। এই রচনাকর্মও তিনি ধার্মিকের কার্য বলিয়া মনে করেন।

[খ] সংস্কৃতে (শ্লোকবন্দে) মহাভারত সাধারণ লোক বুঝিতে পারেন না বলিয়া কবি এই অনুবাদ করেন (পদবন্দে) যাহাতে সকলেই ইহার রস গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং বলা যায় কবির পূর্বে বাঙলায় কেহ মহাভারত রচনা করেন নাই।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা সঞ্জয় ৮নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১০১৪-১০১৮ (?) সম্ভবত ১১৪-১১৮ হইবে। (৬) মাপ ১৬'৫"×৫" (৯টি করিয়া পংক্তি। (৭) লিপিকাল 'সমবার ২১শে শ্রাবণ' সন (?)। (৮) অনুলেখকের নাম 'কিতি নারায়নদাস'। (১০) বিচ্ছিন্ন ২টি মাত্র পাতা। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প৩] শ্রেণীর একটি সঞ্জয়ের মহাভারতের পুথির দুইটি পাতা। ইহার গুরুত্ব এই যে পাতা দুইটি সঞ্জয়ের অবলুপ্ত বা অনুদ্ধারিত কোন একটি পুথির অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে।

ভাষা ও বর্ণনা অন্যান্য [প১] শ্রেণীর পুথির ন্যায়। ১০১৮ (খ) পাতায় একটি মাত্র ভণিতা রহিয়াছে—

সভাপর্ব্ব সাঙ্গ হইল এতদূরে।
সঞ্জয় কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥

ভণিতাটি বিচারে বলা যায় :

[ক] সঞ্জয় বাঙলা ভাষার মধুর পয়ার ছন্দে মহাভারত রচনা করেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ১৪ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) আদি পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৯৬। (৬) মাপ ১৬'৫"×৭'৫" (১০ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১৭২৮।২।২০।১৪ (?) [৯১ খ]। (৮) অনুলেখকের নাম শ্রীজগমোহন দেব শর্ম্মাচার্য্য। (৯) লিপিস্থল ভুটপুষ্করণি। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৩]।

[প ৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সঞ্জয় ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির ভণিতা নাই। লেখার ভাষা ও কবিধর্ম একরূপ। প্রথমে 'বোদে রামায়ণে.....গীয়তে ॥' বন্দনা শ্লোকটি রহিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

চন্দ্রবংশের পরিচয়ের পর শমীক মুনির পুত্রের অভিশাপ উপাখ্যানটি নাই। অভিশপ্ত রথের আগমন ও জনমেজয়ের জীবনে অভিশাপের কাহিনীটি প্রায় যথাযথ। কচ-দেবযানী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা কাহিনী [প১] শ্রেণীর পুথির ন্যায়—প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। অন্যান্য কাহিনী যথাযথ [প১] শ্রেণীর ন্যায়। পুথিটির সবগুলি পাতাই উপরের দিকে মাঝখানে আংশিকভাবে ছিন্ন। কিন্তু পাঠগ্রহণে খুব অসুবিধা হয় না।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয় এবং সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় তবে এই পুথিতে স-ব্যতীত শ, ষ-য়ের ব্যবহারও কোথাও কোথাও রহিয়াছে। য-য়ের ব্যবহার নাই, আহ্মি, তোহ্মি প্রভৃতির ব্যবহার নাই।

৫ (ক), ১২ (ক), ১৩ (ক), ৩৩ (ক), ৪৪ (ক), ৪৭ (ক), ৫০ (ক), ৫৫ (খ)তে দুইটি, ৫৯ (ক), ৬১ (ক), ৬২ (খ), ৬৩ (ক), ৬৬ (খ), ৬৭ (খ), ৭০ (ক), ৯৬ (ক)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত ও উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধার করা হইল।

৫ (ক) মহাপুণ্য কথা এই অমৃত নির্জ্জাস।
পণ্ডিতের অমৃত মূর্খের মনে হাস॥
সঞ্জএ কহিল কবিতা দেবত্ব সর্ব্ব।
শ্লোকবন্ধে ব্যাসকৃত অষ্টদশ পর্ব্ব॥

১২ (ক) কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কবিত্ব।
সঞ্জয় রচিল **পুণ্যভারত বিস্তার॥**

১৩ (ক) দেবজানি বাক্য যুনি নৃপতি মনেত গুণি
মনে চিন্তে বিভা করিবার।
ইসব যুনিলে নরে না জাএ জমপুরে
সঞ্জয় রচিল কাব্যরস॥

৩৩ (ক) পুণ্য ভারথের কথা যুনিলে মনেত ব্যথা
জ্ঞানি সব হইল লক্ষহিত।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কেবল অমৃতময়ে
সঞ্জএ রচিল পুণ্য গিত॥

৪৪ (ক) আদি পর্ব্ব কথা **এই অন্ধকার মএ।**
প্রদিপ জালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জএ॥

৪৭ (ক) যুনিলে শ্রবণ সুক পাপ হয়ে ক্ষয়ে।
পদবন্ধ করি তাকে রচিল সঞ্জয়॥

৫৫ (খ) ভারতের পুণ্যকথা সুধারসময়।
প্রদিপ জালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জয়॥

৫৫ (খ) **সঞ্জয় রচিল গাথা ব্যাসের রচিত পোথা**
যুন যুন পরিক্ষিত সুত॥

৫৯ (ক) আদি পর্ব্ব কথা এই অতি রসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে রচিল সঞ্জয়॥
৬১ (খ) সঞ্জএ রচিল তাকে অমৃতের সার।
ব্রহ্মহত্যা পাপি যুনে তথাপি নিস্তার॥
৬৩ (ক) এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাসের কবিতা।
ভারথ সমুদ্র অতি অন্দকারমএ।
প্রদীপ জালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জএ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] শ্লোকবন্ধে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহাভারত কবি বাঙলায় রচনা করেন।

[খ] কবি বিস্তারিতভাবে মহাভারত রচনা করেন। সুতরাং সংক্ষিপ্ত পুথিগুলি [প৪] কবির প্রাথমিক রচনা নয়, পরবর্তীকালের সংক্ষেপণ মাত্র।

[গ] অন্ধকার সংস্কৃত-সমুদ্রে কবি বাঙলা ভাষার দীপবর্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া মহাভারতকে উজ্জ্বল করিলেন।

[ঘ] ব্যাসের কবিতা (সংস্কৃত মহাভারত) পুথিকে তিনি ভবসিন্ধু তরিবারে বাংলায় অনুবাদ করিলেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা সঞ্জয় ২১নং (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২২। (৬) মাপ ১৪"৫"×৪"৫" (১২ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল '১২৩০ সাল বাঙ্গালা মাহে আশ্বিন রোজ রোদবার বেলা এক প্রহর' (২২খ)। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প ৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। প্রথমেই [প ১] শ্রেণীর আদি পর্বের বন্দনার শ্লোকটি 'বেদে রামায়ণে.... গীয়তে॥' দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে।

১ (ক) সভাপর্ব্ব মহাপুতা অমৃতের সার।
পদে পদে জাহার হবে ধর্ম্মের প্রচার॥
গুরুদেব চরণে করিয়া প্রণতি।
স্বরেস্বতি বন্দিয়া **গাই সভাপর্ব্ব পুতি॥**

স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে এই অংশ গায়েন দ্বারা সংযোজন বন্দনা। গায়েন কর্তৃক সঞ্জয়ের মহাভারত একটি বা দুইটি পর্বহিসাবেও গীত হইত তাহা বুঝিতে পারা যায়। কাহিনীর উপস্থাপনার প্রথম হইতে [প ১] পুথির সঙ্গে মিল রহিয়াছে। স্বর্গে পাণ্ডুর অবমাননা এবং নারদ কর্তৃক পঞ্চ পাণ্ডবকে পাণ্ডুর আদেশে যজ্ঞ করিবার নির্দেশ দ্বারা মূল কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর যজ্ঞারম্ভ প্রভৃতি। 'জজ-উপজজের' উপাখ্যানটি সচ্চিদা ২৫নং পুথির সঙ্গে প্রায় আক্ষরিকভাবে মিল আছে। ইহার পর জরাসন্ধের কাহিনী [প ১] শ্রেণীর পুথির ন্যায়। কাহিনীতে [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথির সঙ্গে যথার্থ ঐক্য শেষপর্যন্ত রক্ষা করে। আর নূতন কোন উপাখ্যানও নাই।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় জ, স ব্যতীত য, শ, ষ-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার

CENTRAL LIBRARY

নাই। আকার তোমার প্রভৃতি ব্যবহার নাই। মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণতা ও তাহার বিপরীত রীতি যথেষ্ট ব্যবহৃত। যেমন :

২১ (খ) বিসাদ বাবিআ বলে * * * তনয়।

২১ (খ) বিস্থারিআ মাও স্তানে সকলি কহিল॥ ইত্যাদি

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কাহারও ভণিতা নাই।

১(খ), ৯ (ক), ১০ (ক), ১৯ (খ), ২২ (খ)তে সঞ্জয়ের রচিত ভণিতা পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধার করা হইল।

১ (খ) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ্য পুণ্যের তনয়।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

৯ (ক) **শ্লোক ভাঙ্গি অনুসারে পঅার করিয়া তারে**
বোঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥

১০ (ক) সভাপর্ব্ব মহাপুথা নানারসমএ।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জএ॥

১৯ (খ) ভারতের পুণ্যকথা **সঞ্জএ রচিল গাথা**
ব্যাসদেব করিল রচন।

ভণিতা বিচার করিয়া বলা যায় :

[ক] সঞ্জয় পুরাণ শ্লোক বা ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারত ভাঙ্গিয়া বা অনুবাদ করিয়া বাঙলা ভাষায় তাঁহার কাব্য রচনা করেন।

[খ] সংস্কৃত মহাভারত অনুযায়ী সাধারণ লোকের বুঝিবার জন্য পয়ারে কবি এই কাব্য রচনা করেন।

•

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা সঞ্জয় ২৩ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) স্বর্গারোহণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক : ১-৩, ৫-৩৬। (৬) মাপ ১৪'৫" × ৪'৫" ইঞ্চি। (৮ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল বাং ১১৮৮ সাল, ১০ই আশ্বিন সোমবার। (৮) অনুলেখক : শ্রীবলরাম দাস (৯) লিপিস্থল : পাণ্ডুঘর। (১০) খণ্ডিত (৪নং পাতাটি নাই)। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। রচনারীতি, ভাষা, পুষ্পিকা প্রভৃতি বিচারে বলা যায় ইহা [প১] শ্রেণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। কোন অতিরিক্ত উপাখ্যান সংযোজিত হয় নাই। সুতরাং সবদিক বিচার করিয়া নির্ভরযোগ্য পুথি বলিয়া মনে হয়।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। [প১] শ্রেণীর পুথির সচ্চিদা ১নং পুথির সঙ্গে ভাষাগত মিল রহিয়াছে। ষ, শ, য-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। আকার, তোহার প্রভৃতির ব্যবহার নাই। স্ত, সি, বিভক্তি-যোগে ক্রিয়াপদ ব্যবহার রহিয়াছে। অল্পপ্রাণের মহাপ্রাণ প্রবণতা ও বিপরীত রীতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভণিতা ও পুষ্পিকা সবগুলি সঞ্জয়ের পরিচয় বহন করে। অন্য কোন কবির হাত নাই। এইজন্যে ইহা একটি নির্ভরযোগ্য পুথি।

CENTRAL LIBRARY

৩ (খ), ৬ (খ), ১১ (ক), ১৩ (ক)তে দুইটি, ১৬ (ক), ১৭ (ক), ২৭ (ক), ২৮ (ক), ৩৬ (ক)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি নিম্নে আহরণ করা হইল।

৩ (খ) মহাভারতের কথা সর্গ আরোহণ।
পয়ারে সঞ্জয় কথা করিল রচন॥

৬ (খ) মহাভারতের কথা সর্গ আরোহণ।
সঞ্জয়ে রচিল পোতা মধুর ভাসন॥

১১ (ক) মহাভারতের কথা সুধারসমএ।
পয়ার সুগম করি রচিল সঞ্জএ॥

১৩ (ক) ব্যাসদেব মহামুনি অমৃত ভারত জানি
জন্মজয় বুজিতে কারণ।
লাচাড়ি সঞ্জয় কৈল জন্মজয় জিজ্ঞাসিল
পুণ্যকথা সর্গ আরহণ॥

১৩ (ক) ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ শ্রবণে ভারত
এতেকে সঞ্জএ বেক্ত করিল ভারত॥

১৭ (ক) সুনিতে শ্রবণ সুখ অকণ্টকে সর্গলোক
পদবন্ধ রচিল সঞ্জয়॥

২৭ (ক) একাকিনী হইয়া পাইলাম মহাভয়।
পয়ার করুণ বাণি রচিলা সঞ্জয়॥

৩৬ (ক) মহাভারতের কথা স্বর্গ আরোহণ।
পয়ারে সঞ্জয় কথা করিলা রচন॥
স্বর্গ আরোহণ সুনিলে পাপনাস।
লোক নিস্তারিতে প্রকাসিলা মুনি ব্যাস॥
মহাভারতের কথা অস্টাদস পর্ব্ব।
সঞ্জয় পয়ারে কথা রচিলেক সর্ব্ব॥
এমত ভারত কথা কহিল সঞ্জয়।
গীত হেন গাহে লোক মুহিত হৃদয়॥
পণ্ডিতে বুঝয়ে ইহা বড় সুনিশ্চিতে।
আর লোকে দুঃখ ভাবে সুখ নিরক্ষিতে॥
এতেকে সকল লোকে সুখে বুঝিবারে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কমল পয়ারে॥

ভণিতা বিচারে বলা যায়:

[ক] কবি সঞ্জয় বাঙলা পয়ারের মধুর ভাষায় লোকের সুগম করিয়া মহাভারত রচনা করেন।

CENTRAL LIBRARY

[খ] ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কবি সঞ্জয় ইহা রচনা করেন।

[গ] তিনি মহাভারতকে পদবন্ধে (বাঙলা পয়ারে) রচনা করেন।

[ঘ] সর্বসাধারণের জন্য 'সুখে বুজিবারে' কবি 'কমল পয়ারে' স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত আদ্যন্ত মহাভারত রচনা করেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয়, ২৬ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) কর্ণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ৩৬-৪৫। (৬) মাপ ১৪·৫″ × ৪·৫″ (৮ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১১৮৮, ৯ই পৌষ (৪৫ খ)। (৮) অনুলেখক হরিদাস। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। কেন্দ্রীয় কোন পত্রাঙ্ক নাই। কর্ণ পর্বে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ ও কর্ণবধ অংশটুকু রহিয়াছে। [প১] পুথির সঙ্গে বর্ণনাগত ও কাহিনীগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। সচ্চিদা ১নং পুথির সঙ্গে অনেকস্থলে প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। যেমন—

৪৩ (খ) কর্ণ হইল • • • পৃথিবীতে পড়ে কায়
রথ লৈআ গেল মদ্রপতি।
দুর্জ্যোধন আগোসারে কহিলেক সর্ব্ব বিরে
রণে পড়ে কর্ণ মহামতি॥
স্থনিয়া দেবের বাণি গড়াগড়ি নৃপমণি
প্রবোদ করিতে না পারন্ত।
কান্দে অশ্বতামা বির চক্ষু নহে স্থির
কান্দে কৃতব্রহ্ম বলবন্ত॥
পুনরপি কান্দে রাজা অবসিরি জত রাজা
মহাসোকে সকলে কান্দয়ে।
নৃপতি ভূমিতে গড়ে দির্গ নিস্বাস ছাড়ে
মহাসোকে কেস নাহি বান্দে॥
হা হা কর্ণ বিরবর মুর প্রাণ সমসর
না পুজিব আমি আর জএ।
ই বোলিআ দুর্জ্যোধন বিলাপন্ত ঘন ঘন
আজি সে আমার পরাজয়॥ ইত্যাদি

সচ্চিদা ১নং ৩৫৬ [ক] পৃষ্ঠার সঙ্গে তুলনীয়। নূতন কোন উপাখ্যান নাই।
ভাষা সচ্চিদা ৩নং পুথির ন্যায়। উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না।
সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ভণিতা নাই।
৩৬ (ক), ৩৭ (ক), ৪০ (ক), ৪০ (খ), ৪১ (খ), ৪৩ (খ), ৪৪ (খ)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।
বহুল-ব্যবহৃত ও উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধার করা হইল।

৩৬ (ক) ভারতের পুণ্য কথা সোধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়।

৪৪ (খ) পাতকি নিস্তার হইতে সঞ্জয়ে বাখানে তাহে
লাচাড়িতে রচিল সঞ্জয় ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] 'ভবসিন্ধু তরিবারে' ও 'পাতকি নিস্তার হইতে' লাচাড়িতে সঞ্জয় মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথিনম্বর ২২১৭। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বিরাট পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ২৭, ২৯-৫৮। (৬) মাপ ১৭"×৫.৭৫" (৯ পংক্তি)। (১০) অসম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। কীচক বধের উপাখ্যানের আরম্ভের দিক হইতে রহিয়াছে। শেষেও কিছুটা খণ্ডিত। বিরাট-পুরীতে অভিমন্যু-উত্তরায় বিবাহের সাজসজ্জা ও অভিমন্যুসহ সুভদ্রা প্রভৃতির আগমন ও তাঁহাদের যোগ্য অভ্যর্থনা পর্যন্ত রহিয়াছে। [প১] শ্রেণীর পুথির সহিত সাদৃশ্য বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। নূতন কোন উপাখ্যান নাই। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় তবে এই পুথিটিতে আমার, তোমার ইত্যাদির ব্যবহার রহিয়াছে। ভণিতা সবগুলিই কবি সঞ্জয়ের, অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

২৯ (ক), ৩০ (ক), ৩১ (খ), ৩২ (ক), ৩৩ (খ), ৩৪ (ক), ৩৪ (খ), ৩৫ (ক), ৩৫ (খ), ৩৬ (ক), ৪০ (ক), ৪৪ (ক), ৪৫ (খ), ৪৮ (খ), ৪৯ (খ), ৫১ (ক) পৃষ্ঠায় কবি সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

২৯ (ক) সুতিক্ষার দাসি হইয়া তাতে জথ দুঃখ পাইয়া
কোন বিধি কৈল হেনমত।
দ্রৌপদি দারুণ কথা **সঞ্জএ করিল গাথা**
সুন রাজা পরিক্ষিত সুত ॥

৩০ (ক) সুতিক্ষার দুঃখ কথা সঞ্জএ করিল গাথা
সুন রাজা পাণ্ডুবংস জাত ॥

৩২ (ক) ভারথ অমৃত কথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ ॥

৩৩ (খ) দক্ষিণে গোগৃহ কথা সুধারসময়।
মধুর পয়ার করি কহিল সঞ্জয় ॥

৩৪ (খ) বার্ত্তা সুনি সর্ব্বজন হইল হরসিত।
সঞ্জএ কহিল কথা **মধুর ভাসিত** ॥

৩৫ (ক) সৈত্যবতি সুত জান মহামুনি ব্যাস।
লোকবন্ধে ভারথ জে করিল প্রকাস ॥
সেইসব কথা তবে প্রবন্ধে পয়ার।
সঞ্জএ কহিল তারে লোক তরিবার ॥

CENTRAL LIBRARY

৩৫ (খ) বিরাট পর্ব্বের কথা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

৪৯ (খ) ভারথ অমৃত কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে **রচিল সঞ্জএ॥**

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] মহাভারত কবি সঞ্জয় সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙলা গাথায় পর্যবসিত করেন।

[খ] কবি সঞ্জয় মধুর পয়ারে বা মধুর ভাষায় অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

[গ] মহামুনি ব্যাসের 'শ্লোকবন্ধ' অর্থাৎ সংস্কৃত মহাভারতকে কবি সঞ্জয় 'লোক তরিবার' 'জন্য' পয়ার প্রবন্ধে অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় অনূদিত করেন।

[ঘ] বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনার জন্য ইহা সর্বজনের নিকট সুগম হইয়াছে।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথিনম্বর ৮১৩৩। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৩৩, ৪০-৪৭, ৪৯-৫৯ (৬) মাপ ১৮"×৭" (১৪ পংক্তি)। (৮) অনুলেখক রামচন্দ্র দাস। (১০) অসম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৩]।

[প ৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। আখ্যান ও ঘটনাগতভাবে [প ১] পর্যায়ভুক্ত পুথির সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। [প ৩] পর্যায়ভুক্ত পুথির বৈশিষ্ট্য প্রথমেই বন্দনা ইত্যাদি রহিয়াছে। নূতন কোন উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। ভণিতা সবগুলিই সঞ্জয়ের কবিকৃতির সাক্ষ্য প্রদান করে। স্বর্গে পাণ্ডুর অবমাননার চিত্র দিয়া আরম্ভ এবং পরে যথাযথ পর্বটি আখ্যানগতভাবে অগ্রসর হইয়াছে।

ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। তবে য, শ-য়ের ব্যবহারও মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়।

নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় ভণিতা রহিয়াছে :

২ (খ), ৮ (ক), ১১ (খ), ১৬ (ক), ২২ (ক), ২৪ (ক), ২৯ (ক), ৩০ (খ), ৪০ (ক), ৪৪ (ক), ৪৭ (খ), ৪৯ (ক), ৫২ (ক), ৫৮ (খ)।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত হইল।

২ (খ) সভাপর্ব্ব মহাপুথা নানারসমএ।
পাচালি প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জএ॥

১১ (খ) সভাপর্ব্ব মহাপুথা নানারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

১৬ (ক) সভাপর্ব্ব মহাপুথা নানারসমএ।
মধুর ভাসিত করি কহিল সঞ্জএ॥

২৪ (ক) মনেতে বিস্ময় হইল গান্ধারিকুমারএ।
সভাপর্ব্ব মহাপুতা **বাখানে সঞ্জএ॥**

৫২ (ক) সভাপর্ব্ব মহাপুথা নানারসময়।
সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জএ॥

CENTRAL LIBRARY

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] 'ভবসিন্ধু তরিবারে মধুর ভাষায়' অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় কবি সঞ্জয় 'পয়ার প্রবন্ধে' মহাভারত রচনা করেন।

[খ] কবি সংস্কৃত মহাভারতের ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ সর্বজনবোধ্যভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

•

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথিনম্বর ৬১৫৫। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) আদি পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২২৫। (৬) মাপ ১৬'৫"×৬'৫" (১০ পংক্তি)। (৮) অনুলেখক 'দীনমাগন দাসস্য গোপ্ত।' (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৩]।

[প ৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। [প ১] পর্যায়ের পুথির সঙ্গে বন্দনা হইতেই মিল রহিয়াছে। সচ্চিদা ১নং পুথির সহিত অধিকাংশস্থলেই আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। নূতন কোন উপাখ্যান নাই এবং কোন উপাখ্যান বর্জিতও হয় নাই। ইহা কোন পাঠক বা গায়েনের পুথি হইতে পারে অথবা সম্পূর্ণ মহাভারত অনুলেখন-উদ্দেশ্যে অনুলিখিত পুথির আদি পর্বও হইতে পারে।

ভণিতা আদ্যন্ত কবি সঞ্জয়ের কবিকৃতির স্বাক্ষর বহন করে। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়, উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম নাই। পুথিটি দায়িত্বপূর্ণভাবে অনুলিখিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় ভণিতা রহিয়াছে :

২ (খ)তে দুইটি, ৩ (খ), ৫ (খ), ৮ (ক), ৯ (ক), ১১ (খ), ১২ (ক), ১৩ (খ), ১৪ (ক), ১৬ (খ), ২০ (ক), ২৩ (ক), ২৬ (ক), ২৬ (খ), ২৯ (খ), ৩৩ (ক), ৩৬ (ক), ৩৭ (ক), ৩৯ (ক), ৪১ (খ), ৪৫ (ক), ৪৭ (ক) তে দুইটি, ৪৮ (ক), ৫০ (খ), ৫২ (ক), ৫৬ (ক), ৬১ (খ), ৬২ (খ)তে দুইটি, ৬৩ (ক), ৬৪ (খ), ৬৬ (খ), ৬৯ (ক), ৭১ (ক), ৭৩ (ক), ৭৬ (খ), ৮৪ (ক), ৮৫ (ক), ৯১ (ক), ৯৫ (খ), ৯৮ (ক), ১০৩ (ক), ১০৯ (খ), ১১৭ (ক), ১২৩ (ক), ১২৮ (ক), ১৩৩ (ক), ১৩৭ (ক), ১৪৩ (ক), ১৫৭ (ক), ১৬৯ (খ), ১৭৬ (খ), ১৮১ (ক), ১৯৭ (ক), ২০৩ (ক), ২০৭ (খ), ২১১ (খ), ২১৭ (ক), ২২৩ (ক), ২২৪ (ক), ২৪০ (খ), ২৫২ (খ), ২৫৫ (খ)।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

২ (খ) অস্টাদস পর্ব্ব মুনি ভারত রচিল।
পরাহ্নে ভাসে তাহা সঞ্জএ কহিল॥

৩ (খ) ভারথের শ্লোকভাঙ্গি রচিয়া পঅার
সঞ্জএ কহেন জেন গাতে পুষ্পহার॥

৫ (খ) ভারথের পুণ্যকথা নানারসমএ।
লোকে বুঝিবার হেতু কহিল সঞ্জএ॥

৮ (ক) মহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ কহিল সঞ্জএ।

৯ (ক) মহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
লোকনিস্তারহেতু কহিল সঞ্জএ॥

CENTRAL LIBRARY

১১ (খ) মহাভারতের **শ্লোক রচিআ পআর।**
সঞ্জএ কহিল পদ লোক তরিবার॥

১২ (ক) বিধির নিবন্ধ জেবা খণ্ডাইতে পারে কেবা
পদবন্ধে কহিল সঞ্জএ ॥

১৩ (খ) ভারতের পুণ্যকথা নানারসমএ।
লোকনিস্তারহেতু কহিল সঞ্জএ ॥

১৬ (খ) সভা ভাঙ্গিয়া রাজা গেল অন্তপুর।
সঞ্জএ রচিল **পদ কমল মধুর** ॥

২০ (ক) হেনমতে বিবাহ করিলা জন্মেজএ।
ভারথ প্রচার হেতু কহিল সঞ্জএ ॥

২৩ (ক) তবে **মুনি** এক লৈক্ষ অবসিষ্ট শ্লোক।
পৃথিবীতে নিল মুনি নিস্তারিতে লোক ॥
বৈসম্পায়নে আনে সুনে জন্মেজয়।
পরাহ্নেত ভাসে পদ রচিল সঞ্জএ ॥

২৬ (ক) কাতর হইয়া রাজা করএ ক্রন্দন।
সঞ্জএ রচিআ কহে কাতর বচন ॥

২৯ (খ) হেনমতে চন্দ্রবংস হইল উদএ।
শ্লোকভাঙ্গি পদবন্ধ কহিল সঞ্জএ ॥

৩৬ (ক) সুক্র নমস্কার করি রাজা গেল ঘর।
সঞ্জএ রচিল **পদ কমল মধুর** ॥

৩৭ (ক) ললাটের লিখন তাপ ভুগীলে সে খণ্ডে পাপ
সঞ্জএ **কহিল পদবন্ধ** ॥

৪৭ (ক) মহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
মধুর কমল পদ কহিল সঞ্জএ ॥

৫০ (খ) মহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
কতুকে কমল পদ রচিল সঞ্জএ ॥

৫২ (ক) ভারতের পুণ্যকথা নানারসমএ।
কতুকে **কমল ভাসে** রচিল সঞ্জএ ॥

৬১ (খ) মোহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
সঞ্জএ কহিল কথা লাচারি সঞ্জএ ॥

৬৩ (ক) মহাভারতের পুণ্য অতিসএ।
কমলকরুণভাসে কহিল সঞ্জএ ॥

CENTRAL LIBRARY

৬৯ (ক) ভারথের পুণ্য কথা সুধারসমএ।
সঞ্জএ রচিল যেন ফুটাল কমল॥
৮৪ (ক) শকুন্তলা বিলাপন্ত নৃপতির সোকে।
রচিল সঞ্জয় তবে নিস্তারিতে লোকে॥
১৭৬ (খ) ভারথের কথা কতুক বিসেস।
সঞ্জএ রচিআ প্রকাসিল সর্ব্ব দেস॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] মহামুনি বেদব্যাসের শ্লোক-আশ্রিত অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাশ্রিত মহাভারতকে পরবর্তীকালে লোক-সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য কবি সঞ্জয় ভাষে অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। কবি সঞ্জয়ের পূর্বে আর কোন বাঙলা মহাভারত রচয়িতার অস্তিত্ব নাই বলিয়া মনে হয়।

[খ] কবি সঞ্জয় 'মধুর কমল পদ', 'কমল ভাস', 'পদবন্ধ' প্রভৃতিতে অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছেন

[গ] কবি সঞ্জয় বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছেন বলিয়া মহাভারত সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। কবি সঞ্জয় প্রথম বাঙলা মহাভারতের রচয়িতা, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথিনম্বর ৬১৬২। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) গদা পর্ব (৫) পত্রাঙ্ক ১-১৯। (৬) মাপ ১৭'৫" × ৭'৫" (১৩ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১১৯৫ মঘী, ১৮৩৩ খ্রীঃ (উভয়ই উল্লেখিত)। (৮) শ্রীরামসুন্দর পালদাস। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। নূতন কোন উপাখ্যান নাই। কাহিনীগত ও বর্ণনাগতভাবে [প১] পর্যায়ের পুথির গদা পর্বের সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভাষা সচ্ছিদা ১নং পুথির ন্যায়। য-য়ের ব্যবহার নাই। শ, ষ-য়ের ব্যবহারও নাই। কোথাও চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

১ (খ), ২ (ক), ৩ (খ), ৫ (ক), ৭ (ক), ৮ (ক), ৮ (খ), ১২ (খ), ১৪ (খ), ১৬ (ক), ১৮ (খ), ১৯ (খ) পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধার করা হইল :

১ (খ) ভারথ অপূর্ব্ব গিত ব্যাসের চরিত্র।
সঞ্জএ কহিল পাপি হইতে পবিত্র॥
২ (ক) ভারথের পুণ্যকথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥
৫ (ক) সুনিতে অমৃত বিষ্টি সুধারসমএ।
গদা পর্ব্ব মহাপুথা কহিল সঞ্জএ॥
৭ (ক) গদা পর্ব্বে এই সব ভিমবাহুর দাপ।
সঞ্জএ কহিল পাপির তরিবারে পাপ॥

CENTRAL LIBRARY

১২ (খ) গদাপর্ব্ব মহা পুথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] 'ভবসিন্ধু তরিবারে', 'পাপি হইতে পবিত্র' কবি সঞ্জয় 'ব্যাসের গীত' মহাভারত 'অমৃত বিষ্টি'র ন্যায় রচনা করেন।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথিনম্বর ৬১৬৩। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) দ্রোণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৩৬। (৬) মাপ ১৭.৫"×৬.৫" (১৩ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১২১১ মঘী (১৮৪৯ খ্রীঃ)। (১০) অসম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। এই পর্যায়ের পুথির বৈশিষ্ট্য প্রথমেই বন্দনা ইত্যাদি রহিয়াছে। তাহার পরে [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথির দ্রোণ পর্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ রচনা। পুথিটি খণ্ডিত। ভণিতা সব কয়টিই কবি সঞ্জয়ের কবিকৃতির পরিচয় বহন করে। ভাষা সচ্ছিদা ১নং পুথির ন্যায় উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম নাই।

ভণিতা আটটির ন্যায় এবং সবগুলিই সঞ্জয়ের সাধারণ ভণিতা। যেমন :

৬ (ক) দ্রোণ পর্ব মহাপুথা সুধারসময়।
সঞ্জয়ে কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥

১৩ (ক) দ্রোণ পর্ব মহাপুথা নানারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥ ইত্যাদি।

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথিনম্বর ৬১৭০। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-১২৭। (৬) মাপ ১৭"×৬.৫" (১০ পংক্তি)। (৮) অনুলেখক হরিনারায়ণ দেব (১২২ক)। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৩]।

পর্ব-সম্পূর্ণ পুথির প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রারম্ভে বন্দনা ও মহাভারত শ্রবণের ফল বর্ণনা ইহাতেও রহিয়াছে। তাহার পরে [প১] পর্যায়ের পুথির সভা পর্বের সঙ্গে প্রায় আক্ষরিক মিল পাওয়া যায়। যেমন,

১ (ক) একদিন নারদ মুনি বিনা বাজাইতে।
নাচিতে গাইতে গেলা অমরাপুরিতে॥
সভা করি বসি আছে দেব সুরপতি।
দেবলোক নরলোক করিআ সংহতি॥
অনারণ্য মান্ধাতা ইক্ষ্যাকু আদি করি।
ইন্দ্রসমে একাসনে বসি আছে সারি॥
....

২ (ক) হেনকালে দেখীল নারদ মুনিবর।
পাণ্ডুরাজা বসি আছে সভার ভিতর॥

আর জথ নৃপতি বসিছে ইন্দ্রসনে।
হিনরূপে বসিছেন পাণ্ডু মোহাজনে॥
বিস্মিত হইআ মুনি জিজ্ঞাসিল তানে॥
চন্দ্রবংসি রাজা তোমি হিনরূপ কেনে॥ ইত্যাদি

ইহার পর নারদের যুধিষ্ঠির-সকাশে গমন এবং পাণ্ডুর কথিত যজ্ঞনির্দেশ দান। যজ্ঞের প্রস্তুতি, উপাদান ও ধন সংগ্রহে পাণ্ডবদের চিন্তা, বেদব্যাসের উপদেশ। দ্বারকাতে নারায়ণ-সকাশে যুধিষ্ঠিরাদির গমন ও তাঁহার নির্দেশ গ্রহণ। ইহার পর দুইটি ছোট উপাখ্যান রহিয়াছে যাহা সাধারণতঃ অন্য পুথিতে নাই—শ্রীকৃষ্ণ-কথিত মারুতের যজ্ঞে রঘুরাজার ধন ও অশ্বদানের কাহিনী এবং অঙ্গিরা মুনিকে তাঁহার শিষ্যের গুরুদক্ষিণা দানের জন্য ধন ও অশ্ব সংগ্রহের কাহিনী। ইহার পর [প ১] পর্যায়ের পুথির ন্যায় জরাসন্ধের কাহিনী, বন্দী রাজাদের মুক্তকরণ ও যজ্ঞে অংশগ্রহণের নির্দেশ দান। পাণ্ডবদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও যজ্ঞের বার্তা ও নিমন্ত্রণ উদ্দেশ্য দূত বিভিন্ন দেশে প্রেরণ। পাণ্ডবদের ধন সংগ্রহে চতুর্দিকে যাত্রা। যক্ষপুরীতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের গমন ও যুদ্ধ। কুবেরের শ্রীকৃষ্ণবন্দনা ও মণিরত্নাদি দান। ময়দানবের দ্বারা যজ্ঞমণ্ডপ নির্মাণ। ভীম-হনুমানের শক্তিপরীক্ষা ও পরিচয়। কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ। রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ। শিশুপাল বধ। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম উপাখ্যানটি অন্য পুথিতে নাই। দুর্যোধনের ঈর্ষা ও কর্ণ-শকুনির সঙ্গে মন্ত্রণা। রাজার পাপে ব্রাহ্মণ-দম্পতির পুত্রের মৃত্যুর প্রতিকারে তাহাদের দুর্যোধনসকাশে গমন ও দুর্যোধন কর্তৃক লাঞ্ছনা, পরে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন। অর্জুনের যমপুরীতে গমন ও যুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতির পুত্রের জীবন আনয়ন। [প ১] পর্যায়ভুক্ত পুথিতে এই উপাখ্যানটি নাই।

কয়েকটি উপাখ্যান অতিরিক্ত আছে। নতুবা পুথিটি [প১] পর্যায়ের সভা পর্বের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। গায়েনদের দ্বারা উপাখ্যানগুলি সংযোজিত হইতে পারে। কোন উপাখ্যানেই কাহারও ভণিতা নাই। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। সামান্য পার্থক্য আছে বানান পদ্ধতিতে।

ভণিতা সবগুলি সঞ্জয়ের এবং নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় ভণিতা রহিয়াছে।

২ (খ), ৫ (ক), ১২ (খ), ১৮ (খ), ২৯ (ক), ৩২ (ক), ৩৫ (খ), ৩৮ (খ), ৪৯ (ক), ৬২ (খ), ৭২ (ক), ৭৪ (ক), ৭৬ (ক), ৭৮ (ক), ১১১ (ক), ১১৩ (খ), ১১৯ (খ), ১২২ (ক), ১২৩ (ক), ১২ (খ) পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের ভণিতা আছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল :

২ (খ) সভাপর্ব্ব মোহাপোতা নানারসমএ।
পাঞ্চালি প্রবন্ধ করি কহিল সঞ্জএ॥

৫ (ক) সোকে বিমোহিত হইল ধর্ম্মের তনএ।
সঞ্জএ কহিল কথা **রচিল সঞ্জএ॥**

১২ (খ) এইমতে চলি গেলা গান্ধার আলএ।
সঞ্জএ কহিল কথা **বাখানে সঞ্জএ॥**

১৮ (ক) সভা পর্ব্ব মহাপোতা নানারসমএ।
মধুর কমল করি কহিল সঞ্জএ॥

CENTRAL LIBRARY

২৯ (ক) বৈসম্পাঅন মুনি অবনি করিল রিনি
ভারত পুরাণ বেদমএ।
দৈবের চরণাভাগে দৈবের আপদ লাগে
স্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ॥

৩৫ (খ) সর্ব্ব রাজা বন্দে কৃষ্ণ ধর্ম্মের চরণ।
সঞ্জএ কহিল কথা সব বিবরণ॥

৩৮ (খ) মরণ অধিক মানি দুস্বাসনে ধরি আনি
মন্দিরে প্রভেসে কুরুপতি।
স্লোক ভাঙ্গিয়া পোতা সঞ্জএ কহিল কথা
সর্ব্বলোকে বিস্বঅ হইল অতি॥

৭২ (ক) মধুর ফসল কথা কতুক অতিসএ।
সভাপর্ব্ব মোহাপোতা বাখানে সঞ্জএ॥

৭৮ (ক) সভাপর্ব্ব মহাপোতা নানারসমএ।
কমল মধুর ভাসে কহিল সঞ্জএ॥

১১১ (ক) সোভাপর্ব্ব মহাপোথা নানারসমএ।
সঞ্জএ কহিল কথা **রচিল সঞ্জএ॥**
দেবকুলে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার।
সঞ্জএ কবিতা কৈলা ভারত প্রচার॥

১১৯ (খ) সভাপর্ব্ব মহাপোতা নানারসমএ।
সঞ্জএ কহিল কথা **রচিল সঞ্জএ॥**

১২২ (ক) ব্যাসদেব হনে হইল ভারথ প্রচার।
সঞ্জয় **রচিআ কৈল পাঞ্চালী প্রচার॥**

১২৩ (ক) দিনহিন মর মতি হরিনারায়ণ গতি
স্লোক ভাঙ্গি রচিল সঞ্জএ॥

উল্লেখযোগ্য অংশও ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব।

[খ] সংস্কৃত মহাভারতকে অনুবাদ করিয়া বাঙলা ভাষায় সর্বজনবোধ্য করিয়া কবি মহাভারত প্রচার করেন।

[গ] বৈশম্পায়ন মুনির কথিত মহাভারত কবি সঞ্জয় বাঙলা ভাষায় রচনা করেন বলিয়া বলিয়াছেন, কবি সঞ্জয়ের পূর্বে অন্য কোন কবি বাঙলায় মহাভারত রচনা করেন নাই।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথিনম্বর ৬১৭২। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) আদি পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২৭, ৮৭-১৭০। (৬) মাপ ১৭"×৭"। (১৪ পংক্তি)। (১০) অসম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৩]।

CENTRAL LIBRARY

[প ৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। আখ্যান উপাখ্যান ও ঘটনাগতভাবে [প ১] পর্যায়ভুক্ত পুথির সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। অনুলেখকের নাম ইত্যাদি কিছুই নাই, সম্ভবতঃ বৃহৎ মহাভারত অনুলিপি করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন কারণে আদি পর্বের পরে কাজ অগ্রসর হয় নাই। নূতন কোন উপাখ্যান নাই। ভাষা সচ্ছিদা ১নং পুথির সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। কোন অংশেই সংক্ষিপ্ত করিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না। পুথিটি প্রাচীন। সর্বত্রই সঞ্জয়ের ভনিতা রহিয়াছে। অন্য কোন কবির ভনিতা নাই এবং কবিকৃতিও সঞ্জয়ের রচনার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য রক্ষা করে।

নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় কবি সঞ্জয়ের ভনিতা পাওয়া যায় :

২ (ক), ২ (ক), ৩ (ক), ৭ (ক), ৯ (ক), ৯ (খ), ১২ (খ), ১৭ (ক), ১৯ (খ), ২৩ (খ), ২৬ (খ), ৮৯ (ক), ৯৩ (খ), ৯৭ (ক), ৯৯ (খ), ১০২ (ক), ১০৬ (খ), ১০৮ (খ), ১১৩ (ক), ১১৯ (খ), ১২৭ (ক), ১৩৩ (ক), ১৩৯ (খ), ১৪৫ (ক), ১৫৩ (ক), ১৬১ (ক), ১৬৮ (খ), ১৭০ (ক)।

উল্লেখযোগ্য ভনিতাগুলি উদ্ধৃত হইল :

২ (ক) হেনমতে আছে রাজা হস্তিনাপুরএ।
মহাভারতের কথা **রচিল সঞ্জএ** ॥

২ (ক) অষ্টাদস পর্ব্বে মুনি ভারথ রচিল।
পরাক্ষেতে ভাসে তাহা সঞ্জএ বাখানিল ॥

৩ (ক) ভারথের পুণ্যকথা নানা রসময়।
লোক বুঝিবার হেতু কহিল সঞ্জয় ॥

৭ (খ) মহাভারথের শ্লোক রচিয়া পয়ার।
সঞ্জয়ে কহিল পদ লোক বুঝিবার ॥

৯ (ক) ভারতের পুণ্য কথা নানারসময়।
লোক নিস্তারিতে পদ কহিল সঞ্জয় ॥

১২ (খ) হেনমতে বিবাহ করিল জগ্নেজএ।
ভারথ প্রচার হেতু কহিল সঞ্জএ ॥

১৭০ (ক) আদি পর্ব্ব বিবরণ পাণ্ডব বিজয়।
নরলোক নিস্তারিতে কহিল সঞ্জয়॥

উদ্ধৃতি ও ভনিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] ব্যাসের মহাভারত পরবর্তীকালে কবি সঞ্জয় 'ভাসে' অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সুতরাং বাঙলা ভাষায় অন্য কোন মহাভারত রচয়িতা কবি সঞ্জয়ের পূর্বে ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

[খ] কবির বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনার উদ্দেশ্য 'লোক বুঝিবার', 'লোক নিস্তার' ও 'ভারথ প্রচার হেতু'। কবির এই সকল কথা হইতে মনে করা যাইতে পারে, যে তাঁহার পূর্বে বাঙলা ভাষায় কোন মহাভারত ছিল না।

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথিনম্বর ৯১৭৩। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বিরাট পর্ব।

CENTRAL LIBRARY

(৫) পত্রাঙ্ক ১-৯৩। (৬) মাপ ১৮" × ৭" (১০ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১১৯৯ মঘী (১৮৩৭ খ্রীঃ)। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি। এই পর্যায়ভুক্ত পুথির বৈশিষ্ট্য প্রথমেই বন্দনা ইত্যাদি ইহাতে রহিয়াছে। [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথির পাঠের সহিত প্রায় সর্বাংশে সাদৃশ্য রহিয়াছে। পঞ্চপাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের নিমিত্ত একটি স্থান নির্ধারণার্থ বিভিন্ন দেশের গুণাগুণকথন দ্বারা পর্বটি আরম্ভ হইয়াছে। পরে নূতন কোন উপাখ্যান সংযোজিত হয় নাই। ভণিতা সবগুলিই কবি সঞ্জয়ের কবিকৃতির স্বাক্ষর বহন করে।

ভাষা সচ্ছিদা ১নং পুথির ন্যায়। তবে শ-য়ের ব্যবহার কদাপি পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে :

৬ (ক), ১৮ (খ), ২০ (খ), ২১ (ক), ২৫ (ক), ২৬ (খ), ২৭ (ক), ২৮ (খ), ২৯ (খ), ৩২ (খ), ৩৫ (ক), ৪২ (ক), ৪৬ (ক), ৪৯ (খ), ৫১ (খ), ৫৭ (ক), ৬২ (ক), ৬৬ (খ), ৭১ (ক), ৭৮ (খ), ৮১ (ক), ৮৩ (খ), ৮৭ (ক), ৯৩ (খ)।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধৃত করা হইল :

১৮ (খ) বিরাট পর্ব্বের কথা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

২১ (ক) বিরাট পর্ব্বের কথা সুধারসময়।
পাপ বিনাস হেতু কহিল সঞ্জয়॥

৩২ (খ) এই মতে সুইআছে নিশি প্রকাসিত।
সঞ্জয়ে কহিল কথা **মধুর ভাসিত**॥

৩৫ (ক) বিরাট পর্ব্বের কথা মধুর অসেস।
সঞ্জয় কহিল পাণি তরিতে বিশেস॥

৪২ (ক) দ্রোপদির করুণ কথা ব্যাসদেবে কৈল গাথা
সঞ্জএ জে করিল বাখান॥

৪৯ (খ) দক্ষিণ গোগৃহ যুদ্ধ বিরাট পর্ব্বএ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জএ॥

৫১ (খ) দৈত্যবতি সুতমণি গুণেযুত **ব্যাস**।
শ্লোকবন্দে ভারথ জে করিল প্রকাশ॥
এই সব কথা তবে **প্রবন্দ পঅার**।
সঞ্জএ কহিল তবে **লোকে জানিবার**॥

উদ্ধৃত ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় ব্যাসদেবের মহাভারত পয়ার-সুগম করিয়া মধুর ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

[খ] ব্যাসদেবের শ্লোকবদ্ধ ভারতকে সাধারণ লোকের জানিবার জন্য 'প্রবন্ধ পয়ারে' রচনা করেন। কবি সঞ্জয়ের পূর্বে আর কোন বাঙলা মহাভারত রচয়িতা সম্ভবতঃ ছিলেন না।

CENTRAL LIBRARY

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব.সা.প. ১৬৫। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২, ৪-৬। (৬) মাপ ১৪" × ৪'৭৫" (১০ পংক্তি)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৩]।

পুথিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্বের একটি খণ্ডিতাংশ। [প ৩] পর্যায়ের পুথির বৈশিষ্ট্যরূপে প্রথমেই 'বেদে রামায়ণে....গীয়তে॥' শ্লোকটি রহিয়াছে। তাহার পর বন্দনা এবং মূল কাব্যারম্ভ। [প ১] পর্যায়ের পুথির সভা পর্বের সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়।

ভণিতা দুইটি রহিয়াছে। সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

১ (খ) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পুণ্যের উদয়॥
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

২ (খ) সভাপর্ব্ব কথা সঞ্জয় কথন।
শ্লোকবন্ধে ভারথ না বুজে সর্ব্বজন॥

ভণিতা বিচারে বলা যায়—

[ক] কবি সঞ্জয় সর্বজনের বোধগম্য বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করেন।

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব.সা.প. ১৯২৫। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) আদি পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ৭-১৬, ২০-২১, ২৪-২৬, ২৮-৫০, ৫২, ৫৪-৫৬, ৫৯-৬৪, ৬৬-৬৮, ৭০-১৩৭। (৬) মাপ ১৬'৫" × ৫'৫" (১২ পংক্তি)। (৭) ১১৮২ সাল। (৮) কৃষ্ণপ্রসাদ সেন। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৩]।

প্রথমদিকেই খণ্ডিত বলিয়া বন্দনা অংশ নাই। সর্বত্রই [প১] শ্রেণীর পুথির সহিত সাদৃশ্য রক্ষা করে। অংশুমান-কন্যা কান্তাবতীর উপাখ্যান প্রভৃতি সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়, তবে বিবর্তনগত সামান্য পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়—আমি, তুমি প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে। ভণিতা সবগুলিই সঞ্জয়ের। নূতন কোন উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হয় নাই।

উল্লেখযোগ্য অংশ ও ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

৯ (ক) মোহাকথা অনুসারে পুরাণ বিস্তারি।
সঞ্জয় কহিল কথা পুটাঞ্জলি করি॥

১১ (ক) সেহি কথা অনুসারে করিয়া পয়ার।
সর্ব্ব পাপ হরে স্থনিলে ভারত বিস্তার॥
সঞ্জয় কহিল কথা **পুরাণ বিস্তারি।**
ইতিহাস আদি কথা পোথা অনুসারি॥

১৩ (খ) মোহা কথা জেহি স্থনে গায় একমনে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া জায় দিব্যস্থানে॥
চিরজিবি হএ সেহি মহাদিব্য জানি।
সঞ্জয় কহিল কথা **পয়ার বাখানি॥**

CENTRAL LIBRARY

২৬ (খ) জয় মুনি আখ্যান কথা ধর্ম্মের জয় মুনি।
সঞ্জয় কহিল কথা পুরাণ বাখানি॥

৩৩ (খ) সর্ব্বপাপ মুক্ত হৈয়া উদ্ধারে নরকে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সুন সর্ব্বলোকে॥

২৬ (খ) বৈসম্পায়নে কহে সুনে জন্মেজয়॥
আদি পর্ব্বে সেহি কথা রচিল সঞ্জয়॥

৩৮ (খ) সকুন্তলা উপাখ্যান হৈল আদি পর্ব্বে।
সঞ্জয় কহিল কথা পয়ার সন্দর্ভে॥

৪৬ (খ) জজাতি আখ্যান কথা আদি পর্ব্বয়।
সঞ্জয় কহিল কথা পুরাণ সমুদয়॥

৫৪ (খ) ভিষ্মের জন্মকথা ভারত পুরাণ।
জন্মজয় সুনিল কহিল বৈসম্পায়ন॥
সেহি কথা অনুসারি পুরাণ বিস্তারি।
পদবন্ধ করি বেক্ত রচিল পাচালি॥
জেই সুণে ভণে পাপ হএ ক্ষএ।
ইহারে সুনিলে অশ্বমেদ ফল হএ॥
পাচালি করিয়া কেহ না করিয় হেলা।
পুরাণ ভারথ কথা অমৃত সুখনা॥
সঞ্জয় কহিত কথা মহাভারতয়।
সুনিলে পাপ ক্ষএ পুণ্যে অতিসএ॥

৭৫ (ক) আদি পর্ব্ব মহাপোতা পুরাণ দেখিয়া।
সঞ্জয় রচিল তাকে পাচালি করিয়া॥

১০৯ (খ) শ্লোকবন্দে ভারথ কথা ব্যাস কহিল।
সেহি কথা পয়ার করি সঞ্জয় রচিল॥

ভণিতা বিচারে বলা যায়:

[ক] সর্বজনের বোধগম্য করিবার জন্য কবি সঞ্জয় মহাভারত বাঙলা ভাষায় রচনা করেন।

[খ] পাচালিতে অর্থাৎ বাঙলাভাষায় রচনা করা হইল বলিয়া কেহ যেন ইহাকে অবহেলা না করেন। মনে হয়, সেই সময়ে বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনার রীতি ছিল না বলিয়া, তিনি এইরূপ উক্তি করেন। কবি সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ করেন।

[গ] সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচিত বলিয়া জনসাধারণ্যে তাহা নীরস, তাই তিনি বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব. সা. প. ১৯২৬। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়।

CENTRAL LIBRARY

(৪) ভীষ্ম পর্ব। (৫) ১-৪২। (৬) মাপ ১৬"৫ × ৫"৫" (৯ পংক্তি)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৩]।

পুথিটি [প৩] পর্যায়ভুক্ত। আদ্যন্ত সঞ্জয়ের রচনা এবং ভণিতাযুক্ত। অন্য কোন কবির ভণিতা নাই কোন প্রক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। ভাষা সচ্ছিদা ১নং পুথির ন্যায় তবে ষ, শ-য়ের ব্যবহার মাঝে মাঝে আছে। আক্ষি, তোক্ষি প্রভৃতির ব্যবহার নাই।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

৫ (ক) ভিষ্ম পর্ব মহাপোতা অতি রসময়।
পাচালি সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

৬ (ক) প্রথম দিনের রণ ভিষ্ম পর্ব্ব পোতা।
সঞ্জয়ে বলিল তবে সঞ্জয়ের কথা॥

১১ (ক) সেইকালে হইল রাত্রি সৈন্ধার সময়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জএ॥

১৩ (খ) ভিষ্মপর্ব্বে ভিমসেন ভাগদত্তে যুঝে।
সঞ্জএ কহিল কথা পঅার প্রবন্ধে॥

১৪ (ক) ভিষ্ম পর্ব্ব মহাপোতা নানারসমএ।
পঅার সুগম করি কহিল সঞ্জএ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায়:

[ক] কবি সঞ্জয় মহাভারতীয় চরিত্র সঞ্জয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

[খ] কবি বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব.সা.প. ১৯২০। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) দ্রোণ পর্ব। (৫) ১-৪২, ৪৫-১৬০। (৬) ১৬"× ৫"৫"। (১২ পংক্তি)। (৮) হরিগোবিন্দ দাস। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৩]।

পুথিটি [প৩] পর্যায়ের। [প১] পর্যায়ের দ্রোণ পর্বের সহিত প্রায় সর্বাংশে অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই। ভাষা সচ্ছিদা ১নং পুথির ন্যায়, উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম নাই। নূতন কোন উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হয় নাই বা কোন ঘটনা বর্জিতও হয় নাই।

উল্লেখযোগ্য অংশ ও ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল—

২ (ক) প্রথম অধ্যায় সাঙ্গ দ্রোণ পর্ব্বায়।
লোক বুঝিবারে তাহা কহিল সঞ্জএ।

৫ (খ) মহাভারতের কথা দ্রোণ পর্ব্বায়।
পাচালি সুগম করি কহিল সঞ্জএ॥

৮ (ক) দ্রোণ পর্ব্ব মহাপোথা পয়ার প্রবন্ধে।
সঞ্জএ কহিল কথা **বুঝহ সানন্দে।**

CENTRAL LIBRARY

১২ (খ) প্রথম দিনের রণ দ্রোণ পর্ব্বয়।
সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥

১৯ (ক) সুকোমল পুণ্য কথা দ্রোণ পর্ব্বয়।
সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়।

২২ (খ) নানারসময় কথা দ্রোণ পর্ব্বয়।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥

২৩ (খ) তাহা দেখি ভগদত্ত লাউড়ইশ্বর।
সুপ্রথিক হস্তি চড়ি জাএ নৃপবর॥
পবিত্র পাঞ্চালিকথা দ্রোণ পর্ব্বয়
ভবভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

২৭ (ক) ভগদত্ত বধ কথা দ্রোণ পর্ব্বয়।
সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥

২৭ (খ) ব্যাসের বিচিত্র শ্লোক ভারত সঙ্গিতা।
সুমধুর পয়ারে সঞ্জয় গাথে পোথা॥

২৯ (খ) জার জেহি মতে কৈল সয়ন ভোজন।
সঞ্জএ কহিল কথা অমৃত সিঞ্চন॥

৩৮ (খ) অভিমন্য বধ কথা দ্রোণ পর্ব্বয়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥

৪৭ (খ) ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরি পোতা
পদবন্ধে সঞ্জয় রচিল॥

৫১ (ক) সঞ্জয় রচিল পোথা ভারত কলাপ।
উত্তরাবিলাপ কথা ভাবি অনুতাপ॥

৫২ (ক) শুনিতে না টুটে বুদ্ধ দ্রোণ পর্ব্বয়।
সঞ্জয়ের দিব্য কথা কহিলা সঞ্জয়॥

১০৩ (খ) দ্রোণ পর্ব্ব মহাপোথা নানা রসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

উদ্ধৃতি ও ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন॥

[খ] ভগদত্তকে লাউড়-ঈশ্বর বলিয়া কবি লাউড়ের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

[গ] কবি সঞ্জয় সাধারণের বোধ্যভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

•

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব. সা. প, ১৯১৯। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) উদ্যোগ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৩৭ (২৫নং পাতা দুইটি)। (৬) মাপ ১৬"×৭"৫। (৯ পংক্তি)।

CENTRAL LIBRARY

(৭) লিপিকাল ১১৮৬ সাল, ৩রা চৈত্র সোমবার। (৮) অনুলেখক ঘনশ্যাম দত্ত। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প ৩] পর্যায়ের পুথির বৈশিষ্ট্য প্রথমেই বন্দনা রহিয়াছে। তাহার পর মূল কাব্যারম্ভ। নূতন কোন উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হয় নাই এবং কোন উপাখ্যান বর্জিতও হয় নাই। [প ১] পর্যায়ের পুথির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম নাই।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল :

৭ (ক) মহাভারতের কথা সুনিলে পাপক্ষএ।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জএ।

৮ (ক) মহাভারতের কথা অমৃতময়।
ব্যাস ভক্তি কাম্য করি কহিলা সঞ্জয়॥

১২ (ক) বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃতের যার।
পদে পদে কৃষ্ণকথা ধর্ম্মের প্রচার॥
সঞ্জয় কহিল কথা মধুর পয়ার।
ধর্ম্মঅর্থকামমোক্ষ চারি সমাচার॥

১৭ (খ) সঞ্জয় রচিল পোতা ভারথ কলাপ।
পুত্রসোক দুঃখ কথা কুন্তির বিলাপ॥

১৯ (ক) পূর্ব্ব কথা মনে স্মরি কান্দে পাণ্ডু পাটেশ্বরি
সঞ্জয়ে করেন্ত পদবন্ধ॥

৩৭ (খ) উজ্যোগ পর্ব্বের কথা সাঙ্গ এথদূরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা ভব তরিবারে॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় ব্যাস-ভক্তি-কর্ম হিসাবে মহাভারত রচনা করেন।

[খ] কবি মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (২) ব. সা. প. ২৩১৬। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) স্বর্গারোহণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-১৩। (৬) মাপ ১৭″ × ৫″ (১২ পংক্তি)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৩]।

[প ৩] শ্রেণীভুক্ত, পুথিটি খণ্ডিত। সঞ্জয়ের আনুপূর্বিক রচনা ও ভণিতা রহিয়াছে। ভাষা পূর্ববঙ্গীয় এবং সচ্চিদা ১নং পুথির অনুরূপ। নূতন কোন প্রক্ষেপ বা বর্জন নাই। উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

৪ (ক) মহাভারতের কথা সর্গ আরহণ।
পয়ারে সঞ্জয় কথা করিল রচন॥

৮ (খ) মহাভারতের কথা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি রচিল সঞ্জএ॥ ইত্যাদি।

CENTRAL LIBRARY

•

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব.সা.প. ১৯২২। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বিরাট পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ৩-৩৫। (৬) মাপ ১৭"×৫.৫" (১০ পংক্তি)। (৮) অনুলেখক লীলারাম ঘোষ। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প৩] শ্রেণীভুক্ত। পর্বটি সর্বাংশে [প১] পর্যায়ের পুথির বিরাট পর্বের ন্যায়। সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই। কোন প্রক্ষেপ বা বর্জনও নাই। পুথিটির প্রথম দুইটি পত্র এবং শেষে বিরাটপুরে সুভদ্রা-আদির আগমনের পরের অংশ ছিন্ন। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম নাই।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

৪ (খ) বিরাট পর্ব্বের কথা পয়ার প্রবন্ধে।
সঞ্জয় কহিল কথা বৃহন্নলা বন্দে॥

৬ (ক) বিরাট পর্ব্বেত হইল যুদিষ্ঠির প্রবেস।
পাঞ্চালি সঞ্জয় তবে কহিলা বিসেস॥

৬ (খ) ভিমের প্রবেস এহি বিরাট পর্ব্বয়।
পাচালি প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়॥

৭ (খ) বিরাট পর্ব্বে দ্রৌপদির প্রবেস প্রকার।
সঞ্জয় কহিল কথা **মধুর পয়ার**॥

৯ (ক) বিরাট পর্ব্বেত হৈল নকুল প্রবেসন।
পাচালিয়া সঞ্জয় কহে অপূর্ব্ব কথন॥

১৮ (ক) সঞ্জয় কহিহ কথা সুনিতে মধুর।
কিচকের গোত্র সনে হইল নির্ম্মূল॥

ভণিতা বিচারে বলা যায়:

[ক] কবি সঞ্জয় পাচালিতে অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছেন এবং নিজেকে পাচালিয়া বলিয়াছেন।

[খ] কবি তাঁহার কাব্য-ভাষাকে সর্বজনবোধ্য ভাষা বলিয়া মধুর বলিয়াছেন।

•

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব. সা. প. ১৯২৪। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-১২। (৬) মাপ ১৭"×৫.৫" (৯ পংক্তি)। (৭) ১২৯১ বঙ্গাব্দ। (১০) অসম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৩]।

[প৩] পর্যায়ভুক্ত পুথির বৈশিষ্ট্য, প্রথমেই বন্দনা রহিয়াছে। তাহার পর মূল কাব্যারম্ভ। পুথিটি খণ্ডিত। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়, উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম নাই। ভণিতা সবগুলিই সঞ্জয়ের।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

৩ (ক) জরাসন্ধ বধ সাঙ্গ হইল এথদূরে।
সঞ্জয় কহিল কথা **মপুর পয়ারে॥**

CENTRAL LIBRARY

৬ (ক) সভাপর্ব্ব মহাপোথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥ ইত্যাদি।

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব. সা. প. ১৬৬। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বন পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৫১। (৬) মাপ ১৩"×৪.৫" (১০ পংক্তি)। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৩]।

পর্ব-সম্পূর্ণ পুথির বৈশিষ্ট্য প্রথমেই 'বেদে রামায়ণে চ....গীয়তে।' শ্লোকটি রহিয়াছে, তাহার পর বন্দনা অংশ, [প ১] পর্যায়ের পুথির আদি পর্বের প্রথম দিকের বন্দনার ন্যায়। ইহার পর মূল কাব্যারম্ভ। কাহিনী ও ঘটনা [প ১] শ্রেণীর বন পর্বের ন্যায়। ভাষাগত সামান্য পাঠান্তর আছে। মনে হয়, পাঠকদের দ্বারা মুখে মুখে এই পরিবর্তন হইয়াছে। নূতন কোন প্রক্ষেপ নাই। ভণিতা সবগুলিই সঞ্জয়ের।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

৭ (ক) মহাভারতের কথা নানারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়।

১৬ (খ) ব্যাসের কবিতা পুথা সঞ্জএ করিল গাথা
বন পর্ব্বে উত্তম কথন॥

২৯ (খ) মহাভারতের এই পুণ্য শ্লোক কথা॥
সঞ্জএ **ভারথ কহে** ব্যাসের কবিতা॥ ইত্যাদি।

ভণিতা বিচারে বলা যায়:

[ক] কবি সঞ্জয় ব্যাসদেবের মহাভারতের অনুবাদ করেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ৩নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয় (৪) কর্ণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১, ৪-৫, ১০-১২, ১৪-১৬, ১৮-২৬, ৩৩-৪৩, ৪৬, ৪৮-৫৩, ৫৫। (৬) মাপ ১৪.৫"×৪.৫" (৭টি করিয়া ছত্র)। (৭) লিপিকাল '১৩ই ভাদ্র, সনিবার, ১২৩৫ সন (বাঙ্গলা), (৬২খ পৃষ্ঠা)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৪]।

[প ৪] শ্রেণীভুক্ত পুথি। আদর্শ পুথির কর্ণ পর্বের সংক্ষিপ্ত রূপ। কাহিনী উপকাহিনী বিশেষ করিয়া বাগযুদ্ধ অংশ বিশেষ সংক্ষিপ্ত। [প ১] পুথিতে দেখা যায় কর্ণকে সেনাপতি বরণ করার পর শল্যকে তাঁহার সারথি হইতে অনুরোধ করা হয় এবং শল্যের প্রথমে ইহাতে ঘোর আপত্তি হয়। সর্বশেষে সারথ্য করিতে গিয়া কর্ণের সঙ্গে তাহার ঘোরতর বাদানুবাদ ও বাগযুদ্ধ চলিয়াছিল। এই পুথিতে এই অংশ বেশ সংক্ষিপ্ত। শল্যের কর্ণের প্রতি গ্রাম্যকর্কশবাক্য ব্যবহারও এখানে অনেকটা রহিয়াছে। মূল কাহিনীতে কোন আদর্শভ্রষ্টতা নাই। তবে এই পুথিতে তারকাক্ষ-মকরাক্ষ উপকাহিনীটি নাই। পর্বটির সংক্ষিপ্তিকরণে এইরূপ ঘটিয়াছে।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। সচ্চিদা ১নং পুথির সঙ্গে ভাষার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। উচ্চারণ ও বানানবৈশিষ্ট্যও উভয়ের প্রায় একরূপ। তবে এই পুথিতে আমার, তোমার ব্যবহার রহিয়াছে। জ, স ব্যতীত য, শ, ষ-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই।

CENTRAL LIBRARY

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

৫ (ক), ১২ (খ), ১৫ (ক), ১৯ (ক), ২৫ (ক), ৩৫ (খ), ৩৮ (খ), ৪১ (ক), ৪৮ (খ), ৫১ (ক), ৫৬ (খ), ৬০ (ক), ৬২ পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

বহুল ব্যবহৃত ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভণিতা-পুষ্পিকাগুলি উল্লেখ করা হইল।

৫ (ক) ভারত অমৃত কথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

১২ (ক) ভারতের পুণ্যকথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

২৫ (ক) ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের ধার।
পাতকি সুনিলে হএ তবেতে বিস্তার॥
পুণ্যের সাগর কথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

৩৫ (খ) **ভারত সাগর কথা অন্দকারমএ।**
প্রিদিপ জ্বালিয়া তাথে দিলেন সঞ্জএ॥

৬২ ভারত অমৃত কথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের ধার।
ব্রহ্ম হত্যা পাপি সোনে তথাপি নিস্তার॥

ভণিতাগুলির বিচারে বলা যায়:

[ক] কবি সঞ্জয় মহাভারত, ধর্মপুস্তক, রচনা করেন যাহাতে সাধারণ লোক ইহার পাঠ বা শ্রবণ দ্বারা পুণ্য অর্জন করিতে পারেন এবং ভবসিন্ধু অনায়াসে তরিতে পারেন।

[খ] মহাভারতরূপ সাগর সংস্কৃত ভাষা-আশ্রিত বলিয়া কবি তাহাকে অতি অন্ধকারময় (সাধারণ লোকের নিকট) বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং কবি সঞ্জয় বাঙলা ভাষারূপ প্রদীপ জ্বালিয়া তাহা সাধারণ বাঙালীর নিকট আলোকিত করিলেন। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, সঞ্জয়ের পূর্বে বাঙলা ভাষায় মহাভারত ছিল না।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ৪নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-১৩। (৬) মাপ ১৪"×৫" (১১টি করিয়া ছত্র)। (৮) অনুলেখকের নাম শ্রীপ্রকাশচন্দ্র পাল দাস (৩খ)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৪]।

[প৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। পর্ব হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাবে লেখা, বা কোন গায়েন শ্রেণীর কাহারও দ্বারা লেখা বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের আদি পর্বের প্রথমে 'বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।' ইত্যাদি শ্লোকটি দ্বারা পুথিটি আরম্ভ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ যাহারা পর্ব হিসাবে পুথি লিখিতেন, তাহারা এই শ্লোকটি সেই পর্বের প্রথমে ব্যবহার করিতেন।

CENTRAL LIBRARY

তাছাড়া ইহার পরই পাই বন্দনা। এই বন্দনা অংশও পর্বসম্পূর্ণ পুথিগুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

[প ১] পুথির সঙ্গে আখ্যানগত মিল রহিয়াছে কিন্তু [প৪] পুথির বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্ত-আকারে বর্ণনা ও উপস্থাপনা ইহাতে রহিয়াছে। আরম্ভেই শ্লোক ও বন্দনা :

১ (ক) নম ব্যাস মুনি পরাসরের তনয়।
সৈত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় আনন্দ মহাসয়॥ ইত্যাদি।

ইহার পর কহিনীর আরম্ভ আদর্শ পুথির সঙ্গে প্রায় অভিন্ন।

১ (ক) একদিন নারদের লইল মনেতে।
নৃত্তগিত চাইতে গেলা ইন্দ্রপুরিতে॥
দেবগণ সহিতে বসিছে সুরপতি।
মহা মহা রাজাসব বসিছে সং[হ]তি॥
....
হেনকালে দৈবগতি দেখে তপধনে।
পাণ্ডুরাজা বসিয়াছে সভাতে আপনে॥
আর জত রাজা সব বসিছে আসনে।
তুমি কেনে নিচাসনে কহ মর স্থানে॥ ইত্যাদি

[প১] পুথির ন্যায়। ইহার পর জরাসন্ধের কাহিনী। ইহার পর সভাগৃহ নির্মাণ ও সভারম্ভের পর পুথিটি খণ্ডিত। হাতের লেখা প্রাচীন। পুথিটি একদিকে একাংশ ছিন্ন। সেইজন্যে মাঝে মাঝে পাঠোদ্ধারে কিছুটা বাদ পড়ে।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। সচ্চিদা ১ নং পুথির সহিত যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। উচ্চারণ ও বানানবৈশিষ্ট্য একরূপ। ষ, শ ও স-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। আমি, তুমি ব্যবহার আছে।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

১ (ক), ১০ (খ), ১৩ (ক), ১৩ (খ)-তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভণিতা উল্লেখ করা হইল :

১ (ক) নম ব্যাস রিসি পরাসরের তনয়।
সৈত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় আনন্দ মহাসয়॥
হেনজনর মুখের বানি অমৃত সমান।
বিদিত করিল পুত্রা ভারত পুরাণ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ্য পুণ্যের উদয়।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

১০ (খ) অপূর্ব্ব ভারথ কথা নানারসমএ।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিলা সঞ্জয়॥

১৩ (ক) **শ্লোক ভাঙ্গি য়নুসারে পয়ারে রচিল তারে**
বুঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় সংস্কৃত হইতে বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

[খ] সাধারণ লোকের বুঝিবার জন্যে তাঁহার এই কাব্য রচনা।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা সঞ্জয় ৭নং। (৩) মহাভারত-সঞ্জয়। (৪) বিরাট পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১৩১-১৬০। (৬) মাপ ১৭"×৫" (১০ করিয়া পংক্তি)। (১০) খণ্ডিত (১১) শ্রেণী [প৪]।

[প ৪] শ্রেণীভুক্ত পুথি। কাহিনীতে [প ১] শ্রেণীর পুথির কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লক্ষণীয়। পুথিটির সঙ্গে সচ্চিদা ১১ নং পুথির যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। প্রথম পাতাটি বন পর্বের শেষ পাতা। তার পরে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট অজ্ঞাতবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ে বিভিন্ন দেশের দোষগুণ বর্ণনা দিতেছেন :

১৩২ (ক) অর্জ্জুনে বোলেন্ত রাজা চিন্তা পরিহর।
বোলম রাজ্যের নাম অবধান কর॥
চেদি মৈৎস্য অবন্তি পাঞ্চাল মনোহর।
সুকসেন সরাস্ট জে সুদ্ধ কন্দর॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ নরবর।
কেকয় • • • রাষ্ট বিধব্ব ইশ্বর॥ ইত্যাদি

এই বর্ণনা [প১] শ্রেণীর পুথির ন্যায় কিন্তু সংক্ষিপ্ত। সচ্চিদা ১১ নং পুথির সঙ্গে অনেকটা মিল রহিয়াছে। পরবর্তী ঘটনা ও কাহিনী [প১] শ্রেণীর পুথি অনুসরণ করে তবে, সর্বত্রই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। জ, স ব্যতীত য, শ, ষ-য়ের ব্যবহার নাই চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। বোলেন্ত, দেখেন্ত প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে। করসি, বোলসি প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার নাই। মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণ প্রবণতা লক্ষণীয়। অপিনিহিতির ব্যবহার যথেষ্ট।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কাহারও ভণিতা নাই।

১৩১ (ক), ১৩৩ (খ), ১৪২ (খ), ১৪৫ (খ), ১৫০ (খ)তে সঞ্জয়ে ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধৃত হইল :

১৩১ (ক) সুনিলে সকল দুক্ষ্য সর্ব্ব হএ ক্ষএ।
পাঞ্চালি প্রবন্ধে তার **রচিল সঞ্জয়**॥

১৩৩ (ক) প্রথম অধ্যায় সাঙ্গ বিরাট পর্ব্বয়।
পাচালি প্রবন্ধে তবে রচিল সঞ্জয়॥

১৪৫ (খ) ভারথ শ্রবণে সুনে পাপ হএ ক্ষএ।
পদবন্ধে পাঞ্চালিএ রচিল সঞ্জএ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] সঞ্জয় পদবন্ধে অর্থাৎ বাঙলায় মহাভারত রচনা করেন। মহাভারত পাঠ ও শ্রবণে সকলের কল্যাণ সাধিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে তিনি তাহা রচনা করেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা সঞ্জয় ৯নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয় (। ৪) ভীষ্ম পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ৬-৭। (৬) মাপ ১০'৫"×৪'৫" (৮ পংক্তি)। (৯) লিপিস্থল সাচনারামপুর, শ্রীহট্ট। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৪]॥

[প৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। খণ্ডিত দুইটি পাতা হইলেও সঞ্জয়ের লেখার ভাষা ও কবিধর্ম সুস্পষ্ট। কাহিনীর বর্ণনায় সংক্ষিপ্ততা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

৬ (খ) পৃষ্ঠায় একটি ভণিতা রহিয়াছে।

৬ (খ) প্রথম দিনের যুদ্ধ ভিন্ন পর্ব্বয়।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

ভণিতাটি বিচারে বলা যায় কবি নিজের পরিচয় সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা রাখিতে চাহেন না তাই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধবর্ণনা আরম্ভ হইবার পর হইতেই এই ধরণের ভণিতার ব্যবহার করেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা সঞ্জয় ১১ নং। (৩) মহাভারত সঞ্জয়। (৪) বিরাট পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২২। (৬) মাপ ১৪"×৪'৫" (৭ পংক্তি)। (৯) লিপিস্থল সাচনারামপুর। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৪]

[প৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। প্রথমেই 'বেদে রামায়ণে…হরি সর্বত্র গীয়তে॥' এই শ্লোকটির দ্বারা আরম্ভ সংক্ষিপ্ত পুথির একটি বৈশিষ্ট্য। সর্বত্র সম্পূর্ণ মহাভারত পাঠ সম্ভবপর হইত না বলিয়া কোন একটি বা দুইটি পর্বের পাঠ বা গান করিবার সময় বন্দনা ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রচনার জন্য পাঠক এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া লইতেন। তারপরেই মহাভারত শ্রবণের ফল বর্ণনা রহিয়াছে, ইহাও এই শ্রেণীর পুথিতে স্বাভাবিক ভাবেই গৃহীত।

কাহিনীর আরম্ভে যুধিষ্ঠিরের নিকট ভাইদের বিভিন্ন দেশের দোষগুণ বর্ণনা [প১] শ্রেণীর পুথির ন্যায় বিস্তারিত নয়।

২ (ক) তখনে অর্জ্জুনে বোলে জোর হস্ত করি।
মর নিবেদন জত শুন অধিকারি॥
তোমার প্রসাদে সব ভ্রমিছি সংসার।
রাজ্য সব জানি আমি নাম শুন তার॥

তারপরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দোষগুণ, সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা না করিয়া এখানে শুধু দেশগুলির নাম করিয়াছেন মাত্র।

২ (ক) অঙ্গ ভঙ্গ আদি করি কলিঙ্গ নগরি।
সোরাস্ট্র দ্রাবিড় আদি সব মোক্ষ পুরি॥
শ্রীরাজ নগরী কাসী পুরি মোক্ষদাতা।
আজ্ঞা কর তথা জাই না হৈব অন্যতা॥

CENTRAL LIBRARY

২ (খ) অবন্তি মোগদ রাজ্য নানা গোলময়।
সিন্ধু দেস কুসদ্বিপ সুন মহাসয়॥
মিথিলা অজোধ্যাপুরি দেবে বাছে বাস।
আজ্ঞা কর তথা জাই না হৈয় হতাস॥ ইত্যাদি

এইরূপ পর্বটির কাহিনী যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। জ, স ব্যতীত য, শ ও ষ-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। আমার, তোমার প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে। অঘোষ বর্ণ এবং ঘোষ বর্ণের বিপরীত রীতি প্রবণতা লক্ষণীয়। অ-কারের ও-কার প্রবণতা এবং বিপরীত রীতি, উ-কারের ও-কার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উ, ই-কারের ব্যবহার বেশী। অপিনিহিতির ব্যবহার বহুল। করেন্ত, দেখেন্ত প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কাহারও ভণিতা নাই।

৯ (ক), ১৫ (খ), ১৬ (খ), ১৭ (ক), ১৭ (খ), ১৯ (খ), ২০ (ক), ২১ (ক) তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধার করা হইল।

৯ (ক) বিরাট পর্ব্বেত এহি পাণ্ডব কথন।
ভবভয় তরিবারে করহ স্রবণ॥
ভারথ পঞ্চমবেদ পিজুসের ধার।
ব্যাসদেব হনে সব হইল বিস্তার॥
বৈসম্পায়নে বোলে সুন জন্মেজয়।
পয়ারে গড়িয়া সব বাখানে সঞ্জয়॥

১৫ (খ) জোধিষ্টির প্রবেসিলা বিরাট নগরে।
সঞ্জয়ে রচিল সব মধুর পয়ারে॥

১৬ (খ) বিরাট পর্ব্বেত এহি ভিমের প্রবেস।
ভারত পিজোস ধারা কহিলো বিসেস॥
সঞ্জয় পয়ারে কহে পর্ব্ব অনুক্রমে।
সুনিলে ভারত কথা কি করিবে জমে॥

১৭ (খ) নকুল প্রবেস এহি বিরাট পর্ব্বয়।
পয়ারে গাথিয়া সব বাখানে সঞ্জয়॥

১৯ (খ) এমতে দ্রৌপদি রৈলা বিরাটের পুরে।
ভারথ মধোর কথা কহিলো পয়ারে॥
বিরাট পর্ব্বেত এহি দ্রৌপদি প্রবেস।

২০ (ক) **সঞ্জয়** কহিলো **কথা বাখানি বিসেস॥**

২১ (ক) অর্জ্জুন প্রবেস এহি বিরাট পর্ব্বয়।
পয়ার সুগমে কথা বাখানে সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] 'ভারত পঞ্চমবেদ' 'ভবভয় তরিবারে' কবি সঞ্জয় পয়ারে রচনা করিয়াছেন।

[খ] সঞ্জয় 'পর্বঅনুক্রমে' মহাভারত রচনা করিয়াছেন, শুধুমাত্র দুই একটি পর্ব তিনি রচনা করেন নাই। সংক্ষিপ্তবিজিয় [গ৮] পর্বগুলি যে পরবর্তীকালের এবং তাঁহার কাব্যনির্ভর অথচ সংক্ষিপ্ত তাহা বলা যায়, কেননা সঞ্জয় পর্ব-অনুক্রমে মহাভারত রচনা করেন।

[গ] কবি তাঁহার কাব্যে 'সুগম পয়ারে' অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় রচনা করেন সম্ভবতঃ অন্য কোন বাঙলা মহাভারত ছিল না বলিয়া।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ১২ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৩। (৬) মাপ ১৪'৫"×৪'৭৫" (৯ পংক্তি)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৪]।

[প ৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। প্রথমেই 'বেদে রামায়ণে....হরি সর্ব্বত্র গীয়তে॥' শ্লোকটি রহিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া গায়েন বা পাঠক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রচনা করিতেন। পুথিটির মাত্র তিনটি পাতা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সচ্চিদা ৬, সচ্চিদা ১৩, সচ্চিদা ৩২ পুথির সঙ্গে অনেকাংশে মিল রহিয়াছে।

২ (ক) একদিন নারদের লইল চিত্তেতে।
নির্ত্তগিত চাইতে গেলা অমরাপুরিতে॥
দেবগণ সহিতে বসিয়াছে সুরপতি।
মহা মহা রাজা সব বসিচে সঙ্গতি॥
....
হেনকালে তথা দেখিলেক তপদন।

২ (খ) পাণ্ডুরাজা সভাতে বসিছে সেইক্ষণ।
য়ার ২ রাজা সব বসিয়াছে ইন্দ্রাসনে।
তুমি কেনে নিচাসনে কহ মর স্থানে॥ ইত্যাদি।

ভাষা অন্যান্য পুথির ন্যায়। ষ, শ, ষ-য়ের এবং চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। ই, উ-কারের ব্যবহার বেশী। অঘোষ বর্ণের ঘোষত্ব প্রাপ্তি এবং বিপরীত রীতিপ্রবণতা লক্ষণীয়।

ভণিতা একটি এবং তাহা সুস্পষ্টভাবে সঞ্জয়ের পরিচিতিবাহক।

১ (ক) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পুণ্যের উদয়।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

ভণিতাটি হইতে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় পুরাণশ্লোক অর্থাৎ সংস্কৃত মহাভারতকে বাঙলাভাষায় রূপান্তরিত করেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ২২নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বন

CENTRAL LIBRARY

পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৭৭। (৬) মাপ ১৪'৫"×৫" (১০ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১২২২ সাল, ২রা আশ্বিন (৭৭ খ)। (৮) অনুথেক শ্রীদিগ্‌চন্দ্র শর্মণ (৭৭ খ, ৭৩ খ)। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৪]।

[প ৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। [প ১] পর্যায়ের পুথির বন পর্বের সঙ্গে কাহিনী ও উপস্থাপনাগত মিল রহিয়াছে। তবে কির্মীর রাক্ষসবধের উপকাহিনীটি নাই। গায়েনদের গান বা পাঠ করিবার পূর্বে 'বেদে রামায়ণে····গীয়তে॥' শ্লোকটি রহিয়াছে। তাছাড়া আদিপর্বের [প ১] পর্যায় পুথির বন্দনা অংশও রহিয়াছে।

প্রণমোহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলএর সেহ সে কারণ॥
গুরু গণপতি দুর্গার চরণ বন্দিআ।
কহিব পুস্তক এক শুন মন দিআ॥

গায়েন বন পর্বটিই শুধু পাঠ আরম্ভ করিবেন তাই তাঁহার এইরূপ উক্তির সার্থকতা রহিয়াছে যদিও ইহা [প ১] পর্যায়ের পুথির আদি পর্ব হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বুঝা যায়।

[প ১] পার্যয়ের পুথিতে কির্মীর রাক্ষস বধের পর কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্যোধন কর্তৃক ক্ষুধার্ত মুনিদের প্রেরণের ষড়যন্ত্র। কিন্তু এই পুথিতে প্রথমেই দুর্যোধনের এই ষড়যন্ত্র এবং তাহার পরের ঘটনা অভিন্ন। নূতন কোন উপাখ্যান নাই। দুর্যোধন প্রভৃতিকে গন্ধর্বেরা বাঁধিয়া লইয়া যাওয়ায় যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন। ইহার পরে অজ্ঞাতবাসে যাইবার পূর্বে বিভিন্ন মুনিঋষি আসিয়া পঞ্চপাণ্ডবদের দর্শন দিলেন। এই সময়ের আর্যদর্শন ও তাঁহাদের আশীর্বাদ অংশটুকুতে এই পুথিটির একটু নূতনত্ব রহিয়াছে। রামায়ণকাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। নল-দময়ন্তী উপাখ্যানটি [প ১] পর্যায়ের সঙ্গে যথাযথ কিন্তু নলের বিলাপঅংশ কিছুটা সংক্ষিপ্ত।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। ভাষাবৈশিষ্ট্য সচ্ছিদা ১নং পুথির ন্যায় শুধুমাত্র আঙ্কার, তোঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহার নাই।

ভণিতা সবগুলি সঞ্জয়ের পরিচয় বহন করে।

১৭ (ক), ২৩ (খ), ২৬ (খ), ২৮ (খ), ৩৫ (খ), ৩৯ (ক), ৫৬ (ক), ৫৮ (ক), ৬০ (ক), ৬৩ (খ), ৭০ (ক)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

১৭ (ক) **ব্যাসের কবিতা পুথা সঞ্জএ করিল গাথা**
বন পর্ব্বে উত্তম কথনে॥

২৬ (ক) মহাভারতের এই বন পর্ব্ব পুথা।
সঞ্জএ পয়ার কৈল ব্যাসের কবিতা॥

৫৮ (ক) **শ্লোকভাঙ্গি সঞ্জএ জে কৈল পদবন্ধ।**
জেই জনে শুনে তার বাড়এ আনন্দ॥

৬০ (ক) বন পর্ব্ব মহাপোথা নানারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে রচিল সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় ব্যাসের সংস্কৃত মহাভারত বাঙলা পদবন্ধে রচনা করেন।

[খ] মহাভারত রচনা করিবার পিছনে কবির 'ভবসিন্ধু তরিবার' বিশ্বাস রহিয়াছে।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ২৪নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) কর্ণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৪৯। ৬। মাপ ১৫"×৪.৫" (১০ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল "১১৮৮, মাস্বে ২৭শে শ্রাবণ, রোজ সোমবার"। (৮) অনুলেখক বালকনাথ (৪৯ পৃঃ)। (৯) লিপিস্থল মুরাদনগর, শ্রীহট্ট। (১০) সম্পূর্ণ। (১) শ্রেণী [প ৪]।

[প ৪] শ্রেণীভুক্ত পুথি। [প ১] পর্যায়ের পুথির তুলনায় ইহার বর্ণনা অংশ সংক্ষিপ্ত। কোন কোন অংশ ও উপাখ্যান নাই। প্রথম দিকে কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণ করার জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনাটি প্রায় অভিন্ন।

২ (ক) স্নান দান করিলেক বাহিনি জতেক।
সেনাপতি কর্ণেকে করিল য়বিসেক॥
নানাবাদ্য সিংহনাদ দসনি করতাল।
ঝাজুরি মোহরি বাজে পিনাক বিসাল॥
হেনমতে নৃত্যগীত হইল বিসেসে।
স্নান দান করেক সোবর্ণ কলসে॥
বেদমন্ত্রে পুরোহিত য়বিসেক কৈল।
কুমকুম আবিরে সবারে লেপিল॥ ইত্যাদি।

বর্ণনা প্রায় অভিন্ন। [প ১] পর্যায়ের পুথিতে পাওয়া যায় প্রথমেই কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণ ও শল্যকে সারথি নির্বাচন। কিন্তু শল্য কর্ণের সারথি হইতে রাজী হইলেন না এবং অপমানিত বোধ করিলেন। তখন দুর্যোধন তারকাক্ষ, মকরাক্ষ ও বিদ্যুৎসুন্দর দৈত্যসংহারে দেবতা ও ঋষিগণের সারথ্যে স্বীকৃতি, অশ্ব ও চক্রধর হইবার একটি আখ্যান বলিলেন। কিন্তু ইহা এই সংক্ষিপ্ত পুথিতে নাই। তাছাড়া কর্ণের প্রতি শল্যের কটূক্তি ও উভয়ের বাদানুবাদ অংশটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। [প ১] শ্রেণীর পুথিতে একটি কাক-হংসের কাহিনীদ্বারা পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন শল্য। কিন্তু এই পুথিতে তাহাও নাই। ইন্দ্রের কর্ণকে ছলনা দ্বারা তাহার প্রতি গুরুর অভিশাপ—

৩২৩ (খ) তখনে দেখিয়া গুরু সাপিল আন্ধারে।
সংকটে পড়িলে অস্ত্র পাসরিব তারে॥ [সচ্চিদা ১]

উপাখ্যানটিও নাই। পৃথিবীর সমস্ত শক্তির ষড়যন্ত্র, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জনের প্রতারণা ও কর্ণের অবিচল ধৈর্য অংশে পুথিটিতে ছোট খাটো কতকগুলি উপাখ্যান রহিয়াছে। অন্যান্য অংশ [প ১] পর্যায় পুথির ন্যায়। যুদ্ধ দুইদিনের পৃথকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম নাই।

ভাষা সচ্চিদা ১ নং পুথির ন্যায়। তবে জ, স ব্যতীত শ, ষ-য়ের ব্যবহার কোথাও কোথাও রহিয়াছে।

স্ত, সি-যোগে ক্রিয়াপদের ব্যবহার রহিয়াছে। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। অল্পপ্রাণের মহাপ্রাণতা ও বিপরীত রীতি বহুল ব্যবহৃত। অপিনিহিতির ব্যবহার রহিয়াছে।

ভণিতা সবগুলি সঞ্জয়ের পরিচয়দায়ক।

২ (খ), ৩ (ক), ৪ (ক), ৬ (ক), ৭ (খ), ৯ (খ), ১০ (ক), ১১ (খ), ১৫ (ক), ২০ (ক), ২২ (ক), ২৪ (ক), ২৯ (ক), ৩০ (ক), ৩৭ (ক), ৩৯ (খ), ৪১ (ক), ৪৪ (ক), ৪৮ (ক), ৪৯ (ক), ৪৯ (খ)-তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত ভণিতাগুলি উল্লেখ করা হইল :

৩ (ক) **ভারত সমুদ্র যতি অন্ধকারমএ।**
প্রদিপ জালিআ তাতে দিলেক সঞ্জএ॥

(ক) ভারত যমৃত কথা সুদারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

১০ (ক) মোহাপুণ্য কথা এই অমৃতের ধার।
ব্রহ্মহত্যা পাপি সুণে তথাপি নিস্তার॥
ভারত অমৃত কথা সুদারসমএ॥
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

২০ (ক) **পুণ্যের সাগর কথা সুদারসমএ।**
প্রদিপ জ্বালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জএ॥

২৪ (ক) ভারতের পুণ্যকথা সুদারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে **রচিল সঞ্জএ॥**

২৯ (ক) মোহাপুণ্য কথা এই অমৃতের সার॥
সঞ্জয় কহিল পাপি হইতে নিস্তার॥

৪৯ (ক) ব্যাসের পোতা • • • • • •।
পাতকি নিস্তারিতে **সঞ্জয় কহিল ভাসে॥**

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] মহাভারত সংস্কৃতরূপ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন বলিয়া বাঙলা ভাষারূপান্তররূপ প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন, কবি সঞ্জয়।

[খ] বিভিন্ন ধর্মবোধ ও পরলোকপ্রাপ্তি-প্রত্যাশায় (সকলের জন্য) কবি ইহা রচনা করেন।

[গ] ব্যাসের কবিতা মহাভারতকে তিনি 'ভাসে' অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় অনূদিত করেন।

•

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয়, ২৫ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২, ৪-৬২। (৬) মাপ ১৩'২৫"×৪" (৮ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল "১১১৭ সাল ১৮ই বৈশাখ" (৬২ পৃঃ)। (৮) অনুলেখক আনন্দরাম দাস (৬২ খ পৃষ্ঠা)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৪]।

CENTRAL LIBRARY

[প৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। পর্বটিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। প্রথম স্বর্গে পাণ্ডুর অবমাননা, নারদের পঞ্চপাণ্ডবের নিকট পাণ্ডুর আদেশ জ্ঞাপন প্রভৃতি [প১] পর্যায়ের পুথির ন্যায়। ইহার পর সভা পর্বের মূল ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা এবং লোকচিত্ত বিনোদনের জন্য বিভিন্ন উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণনা। ইহাদের মধ্যে দুইটি উপাখ্যান উদ্ধার করিয়া এই শ্রেণীর পুথির এইরূপ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করা হইল।

পঞ্চপাণ্ডব রাজসূয় যজ্ঞ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যপ্রার্থী হইলে শ্রীকৃষ্ণ জজ-উপজজের একটি উপাখ্যান বলেন।

৬ (খ) জজ উপজজ দুই মুনির কুমার।
আঙ্গিরস স্থানে তারা গেল পঢ়িবার॥
কতদিন পঢ়িআ জানিল বেদ বৃত্তান্ত।
মুনির আচার ধর্ম্ম সিকিলা তরিত॥
তবে দুই মুনিপুত্রে কহে গুরু স্থান।
কি দক্ষিণা দিমু আজ্ঞা কর মতিমান॥
আঙ্গিরসে বলে আমা নাহি প্রয়োজন।
আনন্দে চলিআ জাও আপনা ভুবন॥
কিছু না পাইব আমি সুন পুত্রবর।
কতুকে চাহিয়া জাও আপনার দার॥
৭ (ক) মুনির কুমার দুই বোলে আরবার।
কিছু না লইলে বিদ্যা বের্থ জে আমার॥
জদি গুরু দক্ষিণা না দেয় সিস্ত হৈআ।
বিদ্যা নিসফল হয় দেখহ ভাবিআ॥
ইহা সুনি কুপে বোলে আঙ্গিরস মুনি।
যদি আমারে দক্ষিণা দিবারে চাহ তুমি॥
জজের ঘোটক জদি পারহ দিবার।
আমার বচন রাখ মুনির কুমার॥
অস্টোত্তর অস্ব সত দেহ পরিমিত।
বর্ণভেদ কহি তার সুনহ দয়িত॥
স্বুক্ল বর্ণ সর্ব্ব অঙ্গ পৃষ্ট রাঙ্গা জার॥
কৃষ্ণ বর্ণ পুছস্থানে স্বেত আকার॥
এমত বিধানে ঘোরা আনি দেহ মরে।
সহস্রেক ভার সুনা স্বুদ্ধ আকারে॥
কোপিআ এমত জদি কহিল তপোধন।
জজ উপজজ তবে করিলা গমন॥

নানা দেস ভ্রমিলে দিগ দিগন্তরে।
পর্ব্বত গর্ত্তর আর অরণ্য মাঝারে ॥
গুরুর অলংঘ্য বাক্য নার লঙ্ঘিবার।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তারা পাইল চিন্তাভার ॥
৭ (ক) দৈবজোগে গেলা দুই ভাগীরথী তীরে।
বসুরাজা তপ করে জলের ভিতরে ॥
সেইখানে গেলা দুই মুনির কুমার।
ব্রাহ্মণ দেখিআ রাজা কৈল নমস্কার ॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি করিআ বিনয়।
কি কারণে আগমন কহ দ্বিজতনয় ॥
রাজার বচন শুনি কহে দুইজন।
আমার বৃত্তান্ত রাজা না জায়ে কহন ॥
আঙ্গিরসের সিস্য দুই পটি তান ঠাঞি।
গুরুদক্ষিণা তানে দিতে কিছু নাই ॥
তবে গুরুস্থানে আমি কহিল বিস্তর।
কিদিব দক্ষিণা তুমা কহ মুনিবর ॥
ইহাকে শুনিআ মুনি ক্রোধে হইল বড়।
জজ্ঞের ঘোটক দিতে মনে কৈল দড় ॥
অস্টোত্তর সত ঘোড়া জজ্ঞের বরণ।
আমাস্থানে দক্ষিণা মাগিলা তপোধন ॥
মাগিলা সহস্রভার সুদিত কাঞ্চন।
জিজ্ঞাসিলা মহারাজা কৈলু নিবেদন ॥
দিগদিগন্তরে ভ্রমি এই সে কারণ।
না পাইলে প্রাণি দিমু দঢ়াইছি মন ॥
নানা দেস ভ্রমি জদি ইহারে না পাই।
৮ (ক) নিচ্চয়ে জানিয় প্রাণি দিমু দুই ভাই ॥
এত শুনি বোলে রাজা জুড়ি দুই কর।
নিবেদন শুন আমার মুনির কুমর ॥
বসুরাজা নাম মর জন্ম সূর্য্যবংসে।
আমা বিদ্যমান ব্রহ্মবধ বোল কিসে ॥
ধনের উপায় কহি শুন মুনি সুত।
মরুত্ত রাজার ধন আছিল বহুত ॥

চৌদ্দ সহস্র রথ ভরি সুধিত কাঞ্চন।
জজ্ঞ করিবাবে সেই নিআছিল ধন॥
জজ্ঞ হেতু আমি আনিআছি সেই ধন॥
অরক্ষণে পড়িআছে অজধ্যাভুবন॥
রক্ষক সহিতে ঘোড়া দিলাম তুমারে।
অজধ্যা হতে লৈআ জায় আপনার ঘরে।
এত বলি বসুরাজা সূর্য্যবংসপতি।
মুনিপুত্র সঙ্গে চর দিল সিগ্রগতি॥
পাইআ রাজার দান মুনি পুত্র সবে।
অস্বধন সঙ্গে চর চলিলেক তবে॥
রক্ষক সহিতে লৈআ ধন অস্ব জতে।
কতুকে চলিআ গেলা গুরুর সাক্ষাতে॥
গুরুকে প্রণাম করে হৈআ দণ্ডবত।
ধন অস্ব দেখি মুনি জিজ্ঞাসিল তাত॥
কেমন প্রকারে পাইলা ধন অস্বগণ।
মুনি পুত্রে বলে হে গুরু সুন বিবরণ॥
ভ্রমিলাম নানাদেস দিগন্তরে।
অরণ্য ভিথরে আর পর্ব্বত সিখরে॥
কতদিনে গেল আমি ভাগীরথী তীরে।
বসুরাজা তপ করে জলের ভিতরে॥
ব্রহ্মবধ হৈব করি দিল বহুধন।
রক্ষক সহিতে • • • • •॥

৮ (খ) ইহা সুনি বসুরাজার দানের কাহিনী।
প্রসংসিলা ধৈন্য ধৈন্য সূর্য্যবংসের মনি॥
বহুকাল হনে ধন আছএ পড়িয়া।
তারে আনি জজ্ঞ কর সন্দেহ তেজিআ॥ ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোথাও কাহারও ভণিতা নাই এবং উপাখ্যানটি শেষ হইবার অব্যবহিত পরেও কোন ভণিতা নাই। ইহার পরে জরাসন্ধের কাহিনী [প ১] শ্রেণীর ন্যায়। তাহার পর যজ্ঞের প্রস্তুতি ও ধন আহরণ প্রভৃতিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। শিশুপাল বধ উপাখ্যানটি নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় উপাখ্যানটি। প্রথমে পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির জয়ী হইলে দুর্যোধন শকুনির নিকট পরামর্শ চাহিলেন এবং শকুনি 'বলের চেয়ে বুদ্ধি বড়' নামে একটি উপকাহিনী বলিলেন :

৩৯ (ক) এমত কহিলা জদি রাজা দুর্জ্যোধন।
সকুনী বোলএ রাজা সান্ত কর মন॥

CENTRAL LIBRARY

বল হস্তে বুদ্ধি বড় আমি তারে জানি।
বুদ্ধি বলে স্থগালী জে খাইল হরিণী॥
কতুকে স্থনয়ে রাজা গান্ধারিনন্দন।
এক উপদেস তোমা কহিএ জে স্থন॥
প্রচণ্ড হরিণী এক বনের ভিতরে।
এক বৎসর হয় তার ব্যাঘ্র সঙ্গে ফিরে।
কদাচিত হরিণীরে ধরিতে না পারে।
পবনের গতি ফিরে বনের ভিতরে॥
চিরদিন ফিরে বেঘ্র হরিণীর পাছে।
পস্থরাজ কদাপি জাইতে নারে কাছে॥
দৈবগতি একদিন বেঘ্রের গোচরে।
স্থগালী মিলিল সেই বনের ভিতরে॥
ব্যাঘ্র দেখি ভয় পাইল স্থগালী তখনে।
জুড় হাত করি তবে পড়িল চরণে॥
কি কারণে বেস্থ আছে স্থন পস্থরাজ।
৩৯ (খ) তুমার ডরে লড় পাড়ে জন্তুর সমাজ॥
ব্যাঘ্রে বোলে সিঘ্রে চলে ধরিতে না পারি।
পাচ বরিস হরিণী পাছে পাছে ফিরি॥
স্থগালী বোলএ যুক্তি স্থন পস্থবর।
হরিণী বধিতে যুক্তি বড় আইসে মর॥
একজন হৈলে কার্জ্জ্য নহে কদাচিত।
দুসর হইলে কার্জ্জ্য মিলে আচম্বিত॥
এই যুক্তি আমার স্থনহ মহাশয়।
হরিণ মারিব আমি নাহিক সংসয়॥
কিন্তু মর যুক্তি মনে নাহি করিয় আন।
আমারে দেখিবা তুমার মায়ের সমান॥
এত বলি ব্যাঘ্র সঙ্গে করিল পয়ান।
হরিণী জে মরিবারে জায় নানাস্থান॥
কতদূরে স্থগালী আস্তেবেস্থে ধাএ।
লুকাইয়া হের ব্যাঘ্রে পাছে পাছে ধাএ।
হেনকালে দৈবগতি স্থগালীর সমুখে।
পাইলেক মেচিবাঘ চলিছে কতুকে॥

CENTRAL LIBRARY

স্থগালী বোলে মেচিবাঘ সুনহ বচন।
তুমার স্থানেতে আমি করি নিবেদন॥
৪০ (ক) মিলিআছে দিব্য ভোগ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
বড় বাঘের সঙ্গে তুমি করহ গমন॥
প্রচণ্ড হরিণী এক আছে এহি বনে।
তাহারে মারিতে চল বড় বাঘ সনে॥
মারিয়া সকলে মিলি করিবা আহার।
এমত কহিআ মন মোহিল তাহার॥
হেনকালে তথা চলি বড় ব্যাঘ্র আইল।
স্থগালী সকল কথা তাহাতে কহিল॥
মেচি বাঘ সঙ্গে সেই সৈত্য কৈল পণ।
সকলে মিলিআ মাংস করিমু ভক্ষণ॥
এহি বাক্য দঢ় করি চলে তিনজন।
হেন কালে নেউল সঙ্গে হৈল দরসন॥
নেউল দেখিআ স্থগালী বোলিল কথন।
কথা হতে বেজী রাজা করিছ গমন॥
মর বাক্য ধর তুমি চলহ সত্তর।
অমৃত সমান রক্তে ভরিবা উদর॥
স্থকালীর বাক্য তার হরি নিল চিত্ত।
চলিলেক বেজীরাজা স্থগাল সহিত॥
৪০ (খ) বড় বাঘ ছুট বাঘ বেজী সঙ্গে লৈআ।
চলিলেক স্থগালী হরসিত হৈআ॥
স্থগালী চলিআ গেল হরিণীর কারণে।
তুমি তিনে জুক্তি রাখি থাক এহি বনে॥
তিনজন নিভৃতে রাখিয়া ঘোর বনে।
হরসে শৃগালী চলে হরিণ কারণে॥
বিধাতা লিখন কর্ম্ম খণ্ডন না জায়।
মহারৌদ্রের তাপে হরিণী নিদ্রা জায়॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা জায় হৈআ অচেতন।
দেখিয়া স্থগালীর হৈল হরসিত মন॥
বড় বাঘ ছুট বাঘ রাখিআছে জথা।
তাহার সাক্ষাতে মৃগীর নিদ্রার কহে কথা॥

বার্ত্তা পাইয়া কতুকিত হৈলা তিনজন।
স্থগালী পুনি তাকে কহিল কথন॥
তারা সবে এক জুক্তি সুনহে আমার।
হরিণী জাগিব সব্দ সুনিআ আমার॥
অখনে বেজীএ করএ উপকার।
একপদের রগ গিআ কাটহ তাহার॥
ছুট বাঘ কত দূরে রহিবা অন্তরে।

৪১ (ক) পৃষ্ঠে চড়ি দুই চক্ষু ধরিবা তাহারে॥
তার পাছে চারিভিতে তারা সব জায়।
বড় বাঘে সিত্র গিআ তুরিতে ধরিয়॥
অন্তরের মেচি বাঘ রৈল কত দূরে।
এই জুক্তি দিআ বেজি পাঠাইল সত্তরে॥
হরিণী কাটে বেজি গেলেক তরিতে।
দক্ষিণ পদের রগ কাটিলেক দাতে॥
জাগিআ উঠিল মৃগী মহাদুঃখ পাইআ।
মেচিবাঘ পৃষ্ঠে গিআ পড়িল ধাইআ॥
দুই চক্ষু থাপা দিআ ধরিল তখনে।
বড় বাঘ বলি ডাকএ হৃষ্ট মনে॥
ডাক সুনি বড় বাঘ ধাইল তখনে।
থাপা দিআ হরিণীর লইল জীবন॥
এহিরূপে হরিণীর বধিলা জদি বনে।
তবে স্থগালী জুক্তি ভাবিলেক মনে॥
স্থগালী বোলএ ব্যাঘ্র সুনহে বচন।
বিধাতা মিলাইলা আজি অমৃত ভোজন॥

৪১ (খ) নদী হতে চল আসি মুখ পাখালিআ।
পবিত্র হরিণী সবে খাইব বসিআ॥
স্থগালীর বাক্যে ব্যাঘ্রে লাড়িতে না পারে।
চারিজনে চলিলা সত্তরে নদীতীরে॥
দারুণ স্থগালী জাতি অতি বিচক্ষণ।
গেল করি লুকাইয়া রহিল সেই বন॥
সকুনী বোলএ রাজা সুনহে কথন।
মুখ পাখালিয়া বাঘ করিছে গমন॥

চিন্তাযুক্ত মন হৈআ স্থগালী তখনে।
অধমুখে রহিলেক বাঘ বিদ্যমানে॥
স্থগালী চিন্তিত দেখি বাঘ জিজ্ঞাসয়।
হরসেত বিসাদ কেন করহ অতিসয়॥
স্থগালী বোলএ বাপু কহিতে লজ্জা মানি।
না করিমু ভক্ষ আমি এই জে হরিণী॥
ছুট বাঘের কথা তুমি না স্থনিয় কানে।
অহঙ্কারে করিআ রহিল মর স্থানে॥
বছর অবধি তুমি নারিলা মারিতে।
বিস্থর খাইবা তুমি কহিলা আমাতে॥

৪২ (ক) এত শুনি বড় বাঘের ঘৃণা হইল মনে।
না খাইব হরিণী যে দড়াইল মনে॥
মেচি বাঘ হৈত্যা এহি কহিল আমারে।
দন্তে খাইমু এরে কহিল তুমারে॥
এহি বোলি বড় বাঘ ক্রোধ মন হৈআ।
অন্য বনে চলিলেক হরিণী তেজিআ॥
স্থনহ কাব্যের কথা রাজা দুর্জ্যোধন।
মুখ ধুইয়া ছুটবাঘ আইল তখন॥
চিন্তাযুক্ত স্থগালী জে পূর্ব্ব অনুসারে।
হেট মুণ্ড করি আছে দুঃখ ভাবিবারে॥
স্থগালীর সঙ্গে মেচির দেখা হইল।
কি কারণে দুঃখি মাসি জিজ্ঞাসা করিল॥
কি কারণে চিন্তা এত কহত শ্রীমতি।
বড় বাঘ গেলা কথা কহ সিঘ্রগতি
স্থগালী অনিষ্ট জাতি নানা বুদ্ধি জানে।
ভাণ্ডিয়া কহিল সব মেচি বাঘ স্থানে॥
এত চিন্তা পাই আমি তুমার কারণে।
বড় বাঘে জত কহে না সহে পরাণে॥
বছরেক তাল্লাসে হরিণ আমি মারি।
কথা হনে ছুট বাঘ হৈলা অধিকারী॥

৪২ (খ) তুমারে মারিব করি দড়াইছে মনে।
লুকাইয়া রহিয়াছে এহি ঘোর বনে॥

হরিণী ছাড়িয়া সেই হইছে অন্তর।
তোমার কারণে আমার হইছে চিন্তাজর॥
কপটে এমত কথা সৃগালী কহিল।
মেচি বাঘ বড় কথা প্রত্যয় জানিল॥
হরিণী ছাড়িয়া মেচি লড় দিআ জাএ।
বড় বাঘ ধরে করি ফিরি ফিরে চাএ॥
হেনকালে নেউলে গিআ জিজ্ঞাসিল তারে।
সকল বৃত্তান্ত মাসি কহিবা আমারে॥
বড় বাঘ ছুট বাঘ কথা রহিয়াছে।
হরিণী খাইতে চল ব্যাজ কর কিসে॥
সৃগালী বোলএ বেজি সুনহ বচন।
বড় বাঘ ছুট বাঘ করিলু ভোজন॥
তুমার অপেক্ষা দেখি রহিলুম বসিআ।
পছাতে হরিণী খাইমু সগেষ্টি লইআ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে সৃগালীএ চক্ষু জে পাকায়।
কথাতে জাইব বেজি নির্ণয় না পায়॥
সৃগালীর দর্প কথা বেজিএ দেখিআ।
তরিতে পলায় বেজি প্রাণখানি লইআ॥
তবেত সৃগালী মনে আনন্দিত হৈআ।
খাইলেক হরিণী জে নিজ গোষ্টি লইআ॥
তুমাতে কহিল বাপু এই সব কথা।
পাণ্ডবেরে খেদি দেও না রাখিঅ এথা॥ ইত্যাদি।

উপাখ্যানটির পরে কোন ভণিতা নাই, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা যায়। ইহার পর মূল কাহিনীর অবতারণা এবং তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় তবে এই পুথিতে আমি, তুমি প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে।

সঞ্জয় ব্যতীত অপর কাহারও ভণিতা নাই।

১৬ (খ), ২১ (ক), ২৪ (খ), ২৬ (ক), ২৭ (খ), ২৮ (ক), ২৮ (খ), ৩৬ (খ), ৪৭ (খ), ৫৪(খ), ৫৫ (ক)-তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

বহুল ব্যবহৃত ও উল্লেখযোগ্য ভণিতা :

২১ (ক) অপূর্ব্ব ভারথ কথা নানারসময়।
ভাঙ্গিয়া পুরাণশ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

২৪ (খ) শ্লোক ভাঙ্গি অনুসারে পয়ারে করিয়া তারে
বুঝিবারে কহিলা সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

২৮ (ক) সভা পর্ব্ব কাহিনি অমৃত সমান জানি
বিরচিত করিল সঞ্জয় ॥
৩৬ (খ) সভা পর্ব্ব পুথা এহি নানারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয় ॥
৫৫ (ক) ভারতের পুণ্য কথা সঞ্জয়ে রচিল গাথা
ব্যাসদেবে করিল রচন ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] সংস্কৃত মহাভারত ভাঙ্গিয়া ও তদনুসারে কবি সঞ্জয় তাঁহার কাব্য পয়ার-সুগম করিয়া রচনা করেন।

[খ] পয়ারে রচনা করিবার পিছনে কবির উদ্দেশ্য যাহাতে মহাভারত সর্বজনবোধ্য হয়।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ২৭ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৮, ১১-১৩। (৬) মাপ ১৩.৫" × ৪" (৮।৯ পংক্তি)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৪]।

[প৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। পুথিটি ছিন্ন, প্রাচীন ও অস্পষ্ট বলিয়া সর্বত্র পাঠগ্রহণ করা যায় না। [প১] শ্রেণীর পুথির সভা পর্বকে সংক্ষিপ্ত আকার দেওয়া হইয়াছে সর্বত্র। নূতন কোন কাহিনী ও উপাখ্যান নাই। সংক্ষিপ্তিকরণ অনেকস্থলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যেমন—

[প১] সচ্চিদা ১নং পুথির অংশ—

৯০ (খ) খাণ্ডব প্রহস্তে হৈল রাজা জুধিষ্ঠির।
পুত্রসম প্রজা পালে নিস্পাপ সরীর ॥
নানান কতুকে আছে সব মহাসএ।
সর্ব্ব পুণ্য চিত্ত তরে আনন্দ হৃদএ ॥
প্রতিদিন আসিআ সম্ভাসে নারীগণ।
দিনে দিনে স্থনে রাজা পুরাণ কথন ॥
নানান কৌতুকে যে আছে পঞ্চভাই।
দান ধর্ম্ম পুণ্য কথা দিবস গোয়াঞি ॥
নারদ আদি বে ঋষি সম্ভাসে মুনিগণ।
নিতি নিতি যজ্ঞ হোম দেব সন্তর্পণ ॥
নানামত কথা কহে নারদ তপোধন।
জেই জেই মতে ছিল পূর্ব্বে রাজাগণ ॥ ইত্যাদি

বর্তমান পুথির ১ (খ) পৃষ্ঠায়—

খাণ্ডব প্রহস্তে রাজ্য পাণ্ডুর নন্দন।
পঞ্চ সোদর সঙ্গে জত বন্ধুগণ ॥

CENTRAL LIBRARY

নানান কতুকে রঙ্গে আছে জুধিষ্ঠির।
পুত্র সম প্রজা পালে নিসপাপ সরীর॥
নারদ আদি দেবর্সি করে সম্ভাসন।
নিতিনিতি জৈজ্ঞ হোম দেব সন্তর্পণ॥

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অন্য প্রসঙ্গ আসিয়াছে।

ভাষা সচ্চিদা ১ নং পুথির ন্যায়। তবে ক্বচিৎ 'য'য়ের ব্যবহারও রহিয়াছে।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই। পাঠ অস্পষ্ট বলিয়া ভণিতা সবগুলি উদ্ধার করা যায় না। ৪ (খ), ৬ (খ), ১৩ (খ)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা :

৪ (খ) জরাসন্দ বধ সাঙ্গ হইল সত্তরে।
সঞ্জয়ে কহেন কথা মধুর পয়ারে॥

৬ (খ) সিসুপাল বধ হৈল সভা পর্ব্বএ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়ে॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় মধুর পয়ারে মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

০

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ২৯ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) কর্ণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২২। (৬) মাপ ১৪"×৭'৫" (১০।১২।১৩ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১১৮৬ বাঙ্গালা সাল ২২শে শ্রাবণ [২২ (খ)]। (৮) অনুলেখক শ্রীরামজীবন চৌধুরী। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৪]।

[প ৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। পুথিটি অসম্পূর্ণ। কর্ণের সেনাপতিত্বে অভিষেকের বিস্তৃত জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনা এখানে সংক্ষিপ্ত। প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে অশান্ত সেনামধ্যে দুর্যোধনের কৃতিত্বপূর্ণ সৈন্য-পরিচালনা ও কর্ণের সেনাপতিত্ব গ্রহণ বর্ণনা দিয়া পুথিটির আরম্ভ। বর্ণনা [প ১] শ্রেণীর পুথির সংক্ষিপ্তরূপ। ঘটনা ও কাহিনীগত বৈসাদৃশ্য নাই।

ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম তুমি, আমি প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গীয় ভাষাবৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। ১ (খ) 'রাখিতে না পারে সুন্ত ভাগে চারিভিতে' ৪ (খ) চুকা চুকা বানে বিন্দে দ্রুণ সুত তনু। ইত্যাদিতে আঞ্চলিক ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ভণিতা নাই।

২ (ক), ৫ (খ), ১১ (খ), ১৮ (খ)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা :

২ (ক) ভারতের পুণ্যকথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

৫ (খ) **সঞ্জয় কহিল কথা পুরাণ বিধান।**
সেইদিন যুদ্ধ হইল সমাধান॥

CENTRAL LIBRARY

১৮ (খ) **পুরাণ ভারথ কথা সঞ্জয়ে বাখানে।**
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরে॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] 'পুরাণ ভারথ কথা' সঞ্জয় বাখান করিয়াছেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ৩১ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বিরাট পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ৩-২০। (৬) মাপ ১২.৫" × ৩.৫" (৯।১০ পংক্তি)। (৮) অনুলেখক শ্রীহরগোবিন্দ দত্ত [৭ (খ)]। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৪]

[প ৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। বিরাট পর্ব সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঘটনা ও উপাখ্যানগত নূতনত্ব কিছু পরিলক্ষিত হয় না। 'কীচক বধ' অংশটি একটু ঘটা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া, গন্ধর্বরূপী ভীমের কার্যকলাপ লোকরঞ্জনের নিমিত্ত অলৌকিকত্ব আরোপে বেশ রঙিন হইয়াছে। পুথিটি অত্যন্ত জীর্ণ এবং অংশ-বিশেষ ছিন্ন।

ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। তবে আমি, তুমি প্রভৃতির ব্যবহার রহিয়াছে।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

৪ (খ), ৬ (ক), ৭ (খ), ৮ (খ), ৯ (খ), ১১ (খ), ১৫ (ক), ১৬ (খ), ১৮ (ক), ১৯ (ক), পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা উল্লেখ করা হইল।

৪ (খ) বিরাট পর্ব্বের কথা পাচালি প্রবন্ধে।
সঞ্জয় কহিল কথা সুনহ সানন্দে॥

৬ (ক) বিরাট পর্ব্বেত দ্রৌপদি প্রবেস প্রকার।
সঞ্জয় কহিল কথা পাচালি বিস্তার॥

৮ (ক) সহদেব প্রবেস বিরাট পর্ব্বয়।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়॥

৯ (খ) এইমতে বিরাটেত ছয়জন প্রবেস।
পাচালি প্রবন্ধে কহে সঞ্জয়ে বিসেস॥

১১ (খ) বিরাট পর্ব্বের কথা পয়ার প্রবন্ধে।
সঞ্জয়ে কহিল লোক বুঝয়ে সানন্দে॥

১৫ (ক) ইহলোকে পরলোকে ভারত উত্তম।
সঞ্জয়ে কহিল তবে লোকেত সুগম॥

১৬ (খ) • • • • বদন চাপয়ে বারবার।
সঞ্জয়ে ভারত কহে মধুর পয়ার॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় পাচালিতে (বাঙলা ভাষায়) মহাভারত রচনা করেন।

CENTRAL LIBRARY

[খ] কবি বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করায় সাধারণ লোক অনায়াসে রসগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

•

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ৩২নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২৮। (৬) মাপ ১৪"×৫" (১২ পংক্তি)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৪]।

[প ৪] পর্যায়ভুক্ত পুথি। সভা সর্ব সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বর্গে পাণ্ডুর অবমাননা ও নারদের দৌত্য ইত্যাদি দিয়া পুথিটির আরম্ভ। ঘটনা, কাহিনী ও উপাখ্যানগত বৈচিত্র্য নাই।

ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। অবশ্য আমি, তুমি প্রভৃতির ব্যবহার এই পুথিতে রহিয়াছে।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

১ (ক), ১২ (খ), ১৫ (খ), ১৬ (খ), ১৯ (খ), ২৩ (খ)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধার করা হইল।

১ (ক) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পুণ্যের উদয়।
ভাঙ্গিআ পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

১৬ (খ) সভাপর্ব্বে কাহিনী অমৃত সমান জানি
রচিত করিল সঞ্জয়॥

১৯ (খ) সভাপর্ব্ব পুথা এই নানারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিলা সঞ্জয়॥

ভণিতা বিচারে বলা যায়:

[ক] কবি সঞ্জয় সংস্কৃত শ্লোকাশ্রিত মহাভারত বাঙলা ভাষার (পয়ারে) আশ্রয়ে অনুবাদ করেন।

•

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব.সা.প. ২৬৯৯। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বিরাট পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২৩। (৬) মাপ ১৬'৫"×৫'৫" (১১ পংক্তি)। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৪]।

পুথিটি কোন ব্যক্তির প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। অধিকাংশ বর্ণনাও আলোচনা অংশ পরিত্যক্ত। কেবলমাত্র ঘটনাগুলি পর পর রাখা হইয়াছে। ভণিতার সংখ্যাও কম, তবে সবকয়টি ভণিতাই সঞ্জয়ের সাধারণ ভণিতা। প্রথমেই সংক্ষিপ্ত বন্দনা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

৬ (ক) বিরাট পর্ব্বের কথা নানারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

২৩ (খ) সৈত্যবতি সুতমণি গুণজুত ব্যাস।
শ্লোকবন্ধে ভারত তেহো করিলা প্রকাস॥
সেহিকথা অনুসারে পয়ার প্রবন্ধে।
সঞ্জয় কহিল কথা **বুঝহ সানন্দে॥**

CENTRAL LIBRARY

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব.সা.প. ১৬৪। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) সভা পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ২-৪১। (৬) মাপ ১১"৫"×৪" (১০ পংক্তি)। (৭) ১১৯২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই শ্রাবণ। (৮) অনুলেখক গঙ্গাপ্রসাদ দেব। (৯) মহাম্মদাবাদ। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৪]।

পুথিটি সঞ্জয়ের মহাভারতের সভা পর্বের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। রচনা পাঠকের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত। একটি লৌকিক উপাখ্যান প্রবিষ্ট হইয়াছে—শৃগাল ও মেচী বাঘের উপকাহিনী। ভণিতা সবগুলিই সঞ্জয়ের নামে। বর্ণনা অংশ সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় তবে আহ্মি, তোহ্মি প্রভৃতির ব্যবহার নাই, যুগগত পরিবর্তনের স্বাক্ষর বিধৃত করে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধার করা হইল :

১৫ (ক) অপূর্ব্ব ভারথ কথা নানারসময়।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

১৭ (খ) বৈরিএ দেখিতে তারে জেন পায় ভয়।
সভাপর্ব্ব মহাপুথা বাখানে সঞ্জয়॥

১৮ (ক) সৈত্যবতি সুতমণি অবনি করিলা ঋণি
মহাপুণ্য কথা রসময়।
সেই পুণ্য কাহিনি অমৃত সমান বাণি
বিবেচিআ কহিল সঞ্জয়॥

১৯ (ক) সভাপর্ব্বে হস্তিনাতে মুনি সমুচএ।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক রচিল সঞ্জয়॥

২০ (খ) সভাপর্ব্ব কাহিনি অমৃত সমান জানি
সঞ্জএ করিল বিরচন॥

৩৭ (ক) ভারথের পুণ্যকথা **সঞ্জয় করিল গাথা**
ব্যাসদেবে করিলা রচন।

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] কবি সঞ্জয় ব্যাসের মহাভারতকে অনুবাদ করেন।

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ২ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) দ্রোণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২৮, ১৮৪-৩০৯, ২৬০-৪০৮। (৬) মাপ ১৭"×৫.৫" (১০টি করিয়া ছত্র)। (৮) অনুলেখক শ্রীকৃষ্ণদাস। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৫]।

[প ৫] পর্যায়ভুক্ত পুথি। কিন্তু পুথিটি পর্বহিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ লেখা বলিয়া [প ৩] পর্যায়ভুক্ত পুথির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এইরূপ পর্বনিরপেক্ষ পুথিগুলিতে প্রথমে বন্দনা, মহাভারত রচনার ইতিহাস এবং পূর্ব পর্বগুলির কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া থাকে। এই পুথিতেও দেখা যায় প্রথমে মহাভারতের দ্রোণ পর্বে পূর্বের পর্বগুলির অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

যেমন—

১ (ক) আদি পর্ব্বে সব জন্ম দ্রৌপদির বিহা।
সভাতে পাণ্ডব গেল রাজ্য হারাইয়া॥
বন পর্ব্বে বনবাস দ্বাদস বৎসর।
অজ্ঞাতে আছিল ধর্ম্ম বিরাটনগর॥
উজুগেত কুরু সঙ্গ পাণ্ডু সমসচয়।
ভিস্ম পর্ব্বে ভিস্ম মৈল পাণ্ডবের জয়॥
সপ্তমে অপূর্ব্ব দ্রোণ পর্ব্বের আক্ষাণ।
ব্যাসস্লোক অনুসারে পয়ার বাখান॥ ইত্যাদি।

প্রথমে সঞ্জয়ের লেখা দ্রোণ পর্ব্ব। কিন্তু ১৮ পাতার পরে কাশীরাম দাসের কয়েকটি ভণিতা এবং ১৮৪-২০৯ পাতায় শুধু গোপীনাথ দত্তের ভণিতা রহিয়াছে। কাহিনীগতভাবে ও ভাষাসাদৃশ্যে অনেকাংশে পুথিটি প্রায় আগাগোড়া সঞ্জয়ের দ্রোণ পর্বের সঙ্গে মিলযুক্ত। ৪০৮ পৃষ্ঠায় পুথিটি শেষ হইয়াছে। দ্রোণের পতন হইল, অশ্বত্থামা ও অর্জুনের ভীষণ রণ চলিতেছে, এমন সময়ে পাণ্ডববাহিনীর পক্ষ হইতে 'ঘোর শঙ্খ' নিনাদিত হইল এবং সেদিনের মত রণ সমাপ্ত হইল। এইখানে পুথিটি খণ্ডিত। অনেক পাতার শেষে 'শ্রী,' শ্রীকৃষ্ণ, 'শ্রীকৃষ্ণদাস' এইরূপ লেখা আছে। শ্রীকৃষ্ণদাস অনুলেখকের নাম হইতে পারে কিংবা অনুলেখকের সাধারণ কৃষ্ণভক্তির প্রকাশও হইতে পারে।

৫ (ক), ৬ (ক), ৮ (ক), ২৬২ (খ), ২৭৩ (খ), ২৭৭ (খ), ২৮০ (ক), ২৮০ (খ), ২৮৪ (ক) পাতায় অনেক পুথির ন্যায় ভগদত্তকে 'লাউড়ইশ্বর' এবং 'বঙ্গ অধিপতি' বলা হইয়াছে। লাউড় সম্পর্কে কবির দুর্বলতার প্রকাশ যথেষ্ট প্রকট। ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। উচ্চারণে ও বানানে পূর্ববঙ্গীয় ছাপ সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। জ, স-ব্যতীত য, শ, ষ-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। কহেন্ত, করেন্ত ও করসি, কহসি জাতীয় ক্রিয়াপদের ব্যবহার রহিয়াছে।

২ (ক), ২ (খ), ৩ (ক), ৪ (ক), ৪ (খ), ৫ (ক), ৯ (ক), ১০ (ক), ১১ (ক), ১১ (খ), ১৪ (ক), ১৭ (ক), ১৮ (ক), ২৬১ (ক), ২৮৫ (ক), ২৮৫ (খ), ২৮৬ (খ), ২৮৭ (খ), ২৮৮ (খ), ২৮৯ (ক), ২৯০ (ক), ২৯০ (খ), ২৯৩ (ক), ২৯৩ (খ), ২৯৬ (ক)তে দুইটি, ২৯৭ (খ), ২৯৮ (খ), ৩২৯ (খ), ৩০০ (ক), ৩০১ (খ), ৩০৩ (ক), ৩০৩ (খ), ৩০৪ (ক), ৩০৫ (ক), ৩০৫ (খ), ৩০৬ (ক), ৩০৯ (ক), ৩১০ (ক), ৩১২ (খ), ৩২২ (খ), ৩৩০ (ক), ৩৩০ (খ), ৩৩৩ (খ), ৩৩৪ (খ), ৩৩৭ (ক), ৩৩৯ (খ), ৩৪১ (ক), ৩৪৪ (ক), ৩৫৬ (খ), ৩৬৩ (ক), ৩৬৫ (ক), ৩৬৯ (ক), ৩৭১ (ক), এই সকল পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উল্লেখ করা হইল। উল্লেখ প্রয়োজন, এই ভণিতাগুলিকাগুলি পুথিতে বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে।

২ (ক) **স্লোকবন্ধে** সকলে না পারে বুঝিবার।
গিতছন্দে সঞ্জয় জে করিল পয়ার॥

৩ (ক) রাজা বুলে সুনিলাম তোমার প্রসাদে।
সঞ্জয় কহিল কথা পয়ার প্রবন্ধে॥

CENTRAL LIBRARY

৯ (ক) অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা সুনিল য়তিসএ।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥

১০ (ক) ভারথ পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পুণ্যশ্লোক ভারথ জে করিল প্রকাস॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে।
সঞ্জয় কহিল তাহা পয়ারের ছন্দে॥

১৪ (ক) মহাভারথের কথা সুধাসিন্ধুময়ে।
প্রদিপ জালিয়া তাথে দিলেন সঞ্জএ॥

১৭ (ক) ভারতের পুণ্যকথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

২৮৫ (ক) পুন্ন ভারথের কথা সুধারসমএ।
সঞ্জএর দিব্ব কথা কহিল সঞ্জএ॥

২৮৭ (খ) ভারথের পুন্নকথা য়তিরসমএ।
পয়ার সুগম কথা কহিল সঞ্জয়॥

২৮৯ (ক) মহাভারথের কথা য়মৃতের ধার।
সঞ্জয় কহিল **পাপি হইতে নিস্তার॥**

২৮৯ (খ) ভারথ নির্ম্মল কথা সুধারসমএ।
ভব ভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

৩০৩ (খ) ভারথের পুন্নকথা য়মৃত লহরি পোতা
পাপহিন পুণ্য য়তিসএ।
সুনিতে উপজে জ্ঞান সমনেত পরিত্রান
বিবেচিয়া কহিল সঞ্জয়॥

৩০৫ (ক) পাণ্ডববিজয় কথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

৩১০ (ক) ভারথের পুন্নকথা য়মৃতের ঘটা।
পণ্ডিতের সুধামধু মুর্খের ঝগড়া (?)॥
দ্রোণের বিজয় কথা সে দ্রোণ পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

৩৩০ (ক) জয়দ্রথবধহেতু ভিমের প্রবেস।
সঞ্জয় কহিল কথা **মধুর বিসেস॥**

৩২২ (খ) দ্রোণপর্ব্ব সুন এই ভিমের প্রবেস।
সঞ্জয় কহিল কথা **য়মৃত বিসেস॥**

৩৩৮ (খ) ধর্ম্ম অর্থে কাম মুখ্য সব আছে তথা।
পাচালিয়া সঞ্জয় কহিল সব কথা॥
৩৪৪ (ক) ভারথ সমুদ্র যতি যন্দকারমএ।
প্রদিপ জালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জএ॥
৩৬৯ (ক) ভারথের পুন্নকথা সুধারসমএ।
পদে পদে ধর্ম্মকথা কহিল সঞ্জএ॥

ভণিতা ও উদ্ধৃতি বিচারে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যায় :

[ক] মহাভারত সংস্কৃতআশ্রিত কাব্য কিন্তু সাধারণ সংস্কৃত-অজ্ঞ বাঙালী তাহা হইতে রস গ্রহণ করিতে পারিতেন না, সুতরাং সঞ্জয় সংস্কৃত (শ্লোকবন্দ) হইতে বাঙলায় (গিতছন্দে) রূপান্তরিত করেন।

[খ] মহাভারতের পুণ্যশ্লোক সংস্কৃতে ব্যাসমুনি রচনা করেন। তাহাকে কবি সঞ্জয় পয়ারের ছন্দে বাঙলায় অনুবাদ করেন। অন্য কোন পূর্বসূরী কবির উল্লেখ নাই।

[গ] মহাভারত সংস্কৃত-ভাষাশ্রিত বলিয়া তাহা অন্ধকারময়। কবি সঞ্জয় সর্বসাধারণের জন্য তাহাকে বাঙলা-ভাষারূপ প্রদীপ-আলোকে আলোকিত করিলেন।

[ঘ] কবি সাধারণ ধর্মবিশ্বাসে বলেন, ইহার পাঠে সকলে ইহলোক তরিয়া অনায়াসে পরলোকে গমন করিতে পারিবেন, তাই লোকনিস্তারণ হেতু ইহার রচনা।

[ঙ] কবি, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণনারত দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের সম্পর্কে, সম্পূর্ণ সচেতন সুতরাং তিনি বলেন, সঞ্জয়ের দিব্য কথা কবি সঞ্জয় ব্যক্ত করিতেছেন।

[চ] কবি নিজেকে 'পাচালিয়া সঞ্জয়' বলিয়াছেন। মধ্যযুগের একজন মহাভারতের কবির পক্ষে নিজেকে উক্ত বিশেষণটিতে আখ্যাত করা মোটেই বিসদৃশ নয়, বিশেষ করিয়া, মহাভারতকে কবি অনেক-স্থলে 'ভারতপাচালী' বলিয়াছেন।

[ছ] কবি নিজে সংস্কৃত-অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কাছে সংস্কৃত ভাষা সুধাসিন্ধুময় হইলেও সাধারণ লোকের কাছে অতীব অন্ধকারতুল্য সুতরাং তিনি সেই অন্ধকারে বাঙলাভাষার বর্তিকা দ্বারা মহাভারতকে আলোকিত করিলেন। কবির সংস্কৃতপ্রিয়তার পরিচয় অয়নকস্থলে রহিয়াছে।

•

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ১০ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) শল্য পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-১৯, ২২। (৬) মাপ ১৩.৫"×৪" (৭ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল ১২৫১ সাল (বঙ্গাব্দ)। (৯) লিপিস্থল সাচনারামপুর, শ্রীহট্ট। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৫] ।

[প৫] পর্যায়ভুক্ত পুথি। সঞ্জয়ের চারিটি ভণিতা রহিয়াছে। আবার ১৮ (ক) পৃষ্ঠায় 'রাজারামদত্তের একটি ভণিতা আছে। সুতরাং ইহাতে অবিমিশ্র সঞ্জয়ের কবিকৃতি রহিয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। অবশ্য উক্ত ভণিতাটি দায়িত্বহীন কোন গায়েন বা অনুলেখক দ্বারাও প্রবিষ্ট হইতে পারে। আভ্যন্তরীণ বিচারে সঞ্জয়ের [প ১] পর্যায়ভুক্ত পুথির শল্য পর্বের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় ; অর্থাৎ [প ৪] পর্যায়ের পুথির কাহিনী-বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ভগদত্ত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি এই পুথিটিতেও পাওয়া যায়; অর্থাৎ ভগদত্তকে 'লাউড়ইশ্বর ভগদত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কবির লাউড় সম্পর্কে দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথিনম্বর ৬১৬৭। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) অশ্বমেধপর্বের 'নীলধ্বজ যুদ্ধ' ও শান্তিপর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ৫-১২৫ ও শান্তি পর্বের ৬টি পাতা। (৬) মাপ ১৮"×৭.৫"। (১৩ পংক্তি) (৭) লিপিকাল ১১৬৩ মঘী (১৮০১ খ্রী) (৮) অনুলেখক শ্রীশিরোমণি দেবশর্মা। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৫]।

[প ৫] পর্যায়ভুক্ত পুথি। কিন্তু পুথিটি হইতে একটি সত্য উদ্ধার করা যায়। অনুলেখকের নাম বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে—'শিরোমণি দেবশর্ম্মণ', আবার এই নামেই কয়েকটি ভণিতাও রহিয়াছে। যেমন—

১২২ (খ) শিরোমণি দ্বিজে কহে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া।
ভারথ লিখিএ য়াহি তব দাস হৈয়া॥

অধিকাংশ সঞ্জয়ের ভণিতার মধ্যে অনুলেখকের এই ভণিতা যে কুন্তীলকবৃত্তির পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ অনুলেখক নিজেই একজন মহাভারতের পাঠক ছিলেন। আসরে নিজের নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে এইরূপ ভণিতা সংযোজন করিয়াছেন। এইরূপ অবিবেচনাজনিত কার্যের জন্যই কোন কোন [প৫] পর্যায়ভুক্ত পুথি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিন্তু পুথিগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করিলে অনেক সময় বিষয়টি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ঘটনা ও বর্ণনায় কবি সঞ্জয়ের কবিকৃতির নিকট পুথিটি আনুগত্য প্রকাশ করে। ভাষা সচ্চিদা ১ নং পুথির ন্যায় তবে মাঝে মাঝে -শ-য়ের ব্যবহার পাওয়া যায়। সঞ্জয়ের ভণিতাসংখ্যা ত্রিশের ন্যায় এবং অনুলেখকের ভণিতাগুলি [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথির ভণিতার ন্যায়। যেমন,

৬০ (ক) মহাভারতের কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

৯৯ (খ) মহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
নেউলের স্বর্গগতি কহিল সঞ্জয়॥

১২৬ (খ) সঞ্জএ কহিল পোথা ধর্ম্মঅবতার।
নরলোক পাপী সব হইতে নিস্তার॥ ইত্যাদি।

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব. সা. প. ১৬৬। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বিরাট পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৩১। (৬) মাপ ১২"×৪"। (১৪ পংক্তি)। (৭) ১২৬২ সন, ৭ই কার্তিক। (৮) অনুলেখক চন্দ্রকিশোর দাস। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৫]।

[প৫] পর্যায়ভুক্ত পুথি হইলেও কেবলমাত্র 'চন্দ্রকিসোর দাসের' একটি ভণিতা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের প্রক্ষেপ নাই। ইহা না থাকিলে ইহাকে [প৩] পর্যায়ের পর্বসম্পূর্ণ পুথি বলা যাইত। [প৩] শ্রেণীর পুথির বৈশিষ্ট্য প্রথমেই 'বেদে রামায়ণে..... গীয়তে।' শ্লোকটি রহিয়াছে। ইহার পর মূল কাহিনী অসংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ। নূতন কোন উপখ্যান প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায় তবে

CENTRAL LIBRARY

মাঝে মাঝে শ, ষ-য়ের ব্যবহার আছে। অনুলেখকের একটি ভণিতা ব্যতীত অন্য ভণিতা সবগুলিই সঞ্জয়ের। উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করি :

৩ (ক) এহিমতে বঞ্চিবার যুক্তি করে সার।
সঞ্জয় রচিআ কহে ভারথ পয়ার ॥

৪ (ক) বিরাট পর্ব্বের কথা পয়ার প্রবন্ধে।
সঞ্জএ কহিল **লোক বুজহ সানন্দে** ॥

৫ (ক) ভিমের প্রবেস এই বিরাট পর্ব্বয়।
পাচালী প্রবন্ধে কথা **রচিল** সঞ্জয় ॥

৬ (খ) বিরাট পর্ব্ব দ্রৌপদির প্রবেস প্রকার।
সঞ্জয়ে কহিল কথা পয়ার সুসার ॥

৭ (ক) অর্জ্জুন প্রবেস এহি বিরাট পর্ব্বয়।
পাঞ্চালী সুগম করি রচিল সঞ্জয় ॥

৭ (খ) বিরাট পর্ব্বেত এহি নকুল প্রবেসন।
পাচালীয়ে সঞ্জয়ে জে কহিল কথন ॥

৮ (খ) সুতিক্ষা দেবী থাকে তাহান নিকটয়।
লোকে বুজিবার হেতু বাখানে সঞ্জয় ॥

৯ (খ) পৃষ্ঠায় অনুলেখক 'চন্দ্র কিসোর দাসের' একটি ভণিতা প্রক্ষিপ্ত। ইহার পরের ভণিতাগুলি সঞ্জয়ের সাধারণ ভণিতা।

ভণিতা বিচারে বলা যায় —

[ক] সর্বলোকের নিকট সহজবোধ্য করিবার জন্য, কবি সঞ্জয় বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব. সা. প. ১৫৬৫। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) দ্রোণ পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-১৪৩। (৬) মাপ ১৪" × ৫" (৯ পংক্তি)। (৮) অনুলেখক কুমুদানন্দ দত্ত। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৫]।

খণ্ডিত পুথিটিতে অনুলেখক কুমুদানন্দ দত্তের একটি ভণিতা ৭৮ (ক) পৃষ্ঠায় রহিয়াছে বলিয়া ইহাকে [প ৫] পর্যায়ভুক্ত করিতে হয় নতুবা ইহাকে [প৩] পর্যায়ভুক্ত করা যাইত। রচনা ও বর্ণনায় [প১] পর্যায়ের পুথির দ্রোণ পর্বের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভাষা সচ্চিদা :নং পুথির ন্যায়। তবে আহ্মার, তোহ্মার প্রভৃতির ব্যবহার নাই। সম্ভবতঃ কালবিবর্তনে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে। ভণিতা সংখ্যা ত্রিশের ন্যায়, একটি ভণিতা অনুলেখকের বাকী সবগুলিই কবি সঞ্জয়ের সাধারণ ভণিতা। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

৪ (ক) সম্মোখে দ্রোণের রথ দ্রোণ পর্ব্বয়।
পয়ার মধুর কথা কহিল সঞ্জয় ॥

৮ (খ) দ্রোণ পর্ব্ব মহাপুথা নানারসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥
১৫ (খ) অর্জ্জুনের জয় কহে দ্রোণ পর্ব্বয়।
পয়ার সুগম কথা কহিল সঞ্জয়॥
১৭ (খ) রথ ঘোড়া * * * *দ্রোণ পর্ব্বয়।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥
১৪৩ (ক) হেন ইতিহাস দ্রোণ পর্ব্ব মহাপুথা।
পাচালিয়ে সঞ্জয় কহে ভারতের কথা॥ ইত্যাদি।

ভণিতা বিচারে বলা যায়ঃ

[ক] কবি সঞ্জয় মধুর বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

[খ] কবি সঞ্জয় মহাভারতীয় চরিত্র সঞ্জয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ১৮ নং। (৩) 'পাণ্ডবগীতা', । (৪) গীতা অংশ। (৫) পত্রাঙ্ক ৩-২৬, ৩০-৩৭। (৬) মাপ ৯"×৪·৫" (১১।১২ পংক্তি)। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৬]।

[প৬] পর্যায়ভুক্ত পুথি। গীতার মৌলভূমি ভিত্তি করিয়া পুথিটি রচিত। [প১] শ্রেণীর পুথিতে ভীষ্মপর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের যুদ্ধ-অনীহা দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন ও উপদেশঅংশ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু [প৬] শ্রেণীর পুথিতে ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার ন্যায় বিস্তারিত রচনা। মুখ্যতঃ উভয়প্রকার পুথির মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তবে এই শ্রেণীর পুথির রচনাশৈলী ভাষা ও সঞ্জয়ের রচনার স্বাক্ষর বহন করে। তাছাড়া সঞ্জয়ের ভণিতা সবগুলিই অন্যান্য পুথির ভণিতার সমধর্মী।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয় এবং সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। জ, স, ব্যতীত য, শ, ষ-য়ের ব্যবহার নাই। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। আম্ভি-তোম্ভি প্রভৃতির ব্যবহারও রহিয়াছে।

সচ্চিদা ২০ নং পুথিটির সঙ্গে ইহার প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে কিছুটা উদ্ধৃত করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

সচ্চিদা ১৮ নং পুথির ২য় অধ্যায়ের প্রথম অংশ—

১০ (ক) কান্দিয়া অর্জ্জুন জদি বসিল রথর।
কহিতে লাগিলা নারায়ন মহাসয়॥
কেনে মোহ পাও ভুগ ভুঞ্জিবার কালে।
কাপুরুষের কর্ম্ম কর কিবা ফলে॥
অপজস হয়ে এই নরকের পথ।
তোহ্মার এ যুদ্ধ না হৈঅ * * কত॥
হৃদয় দুর্ব্বল দেখি হিনজনের মতে।
এ সব ছাড়িবা উঠ ধনু লইয়া হাতে॥

CENTRAL LIBRARY

অর্জ্জুনে বলএ স্থন শ্রীমধুসূদন।
ভিষ্ম দ্রোণ না মারিব না লয়ে মোর মন॥
ধন রত্ন দিয়া জার পদপিষ্ট সেবি।
ইহাএ মারিতে তারে বোলহ মুরারি॥ ইত্যাদি

সচ্চিদা ২০ নং পুথির ২য় অধ্যায়ের প্রথম অংশ—

৩ (ক) কান্দিতে অর্জ্জুন জবে বসিল রথয়।
বোলিতে লাগিল নারায়ণ মহাসয়॥
কেনে মোহ পাও ভোগ ভুঞ্জিবার সনে।
কাপুরুষের কর্ম্ম তোহ্মি কর কোন ফলে॥
অপযসের কর্ম্মই জে নরকের পথ।
তোহ্মার হিত মুই এহি ক(হ)ত এমত॥
অভরসা না করিয় হিনজনের মতে।
সাহস করিয়া উঠ ধনু লইয়া হাতে॥
অর্জ্জুনে বোলয়ে ভিষ্ম দ্রোণকে কিমতে।
বাণে হানিমু জাকে জুয়াএ পুজিতে॥
গুরু না মারিয়া ভিক্ষা করম সেই ভাল।
গুরুবধের পাপ জান স্থনিতে মিসাল॥ ইত্যাদি

সুতরাং এই পুথি দুইটি যে একজন কবির রচনা তাহা বলা যায়।

ভণিতা সবগুলিই সঞ্জয়ের। ৭ (খ), ৯ (খ), ১০ (ক), ১৩ (ক), ১৫ (ক), ১৭ (ক), ২১ (খ), ২৩ (ক), ২৬ (ক), ৩০ (ক) তে সঞ্জয়ের ভণিতা আছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধৃত করা হইল।

৭ (ক) ঘোটকের বর্ণ এই ভিষ্ম পর্ব্ব পুথা।
পাচালিএ সঞ্জয় কহিল সর্ব্বথা॥

৯ (খ) ভিষ্ম পর্ব্বে গীতা তবে সঞ্জয়ে বিস্তারে॥
প্রথম অধ্যায় পূর্ণ হইল এতদূরে॥

১০ (ক) সঞ্জয়ে কহিল কথা ভিষ্ম পর্ব্ব পুণ্য কথা
যোগসাস্ত্র করিয়া প্রকাস।

১৩ (ক) ভাবিলে নির্ব্বাণ পায় ব্রহ্মের সহিতে।
অব্যয় পরমব্রহ্ম সঞ্জয়ে বোলয়ে॥

১৭ (ক) চতুর্থ অধ্যায় গীতা বাখানে সঞ্জয়।
স্থনিলে সকল লোকের নাহি তব ভয়॥

২১ (খ) প্রাণি অন্তকালে পার্থ আত্মাতে নিলয়॥
সপ্তম অধ্যায় গিতা কহিল সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

২৬ (ক) **বঙ্গকবি** সঞ্জয়ে বাখানে গিতারসে।
বিশ্বরূপ দরসন অধ্যায় একাদসে॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] ভীষ্মপর্বে গীতা অংশ সঞ্জয় বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন।

[খ] গীতার এক একটি অধ্যায়কে 'জোগশাস্ত্র', 'অব্যয় পরমব্রহ্ম', 'কর্ম্মযোগ', 'সাংখ্যযোগ' ইত্যাদি বলিয়াছেন।

[গ] কবি সঞ্জয় নিজেকে 'বঙ্গকবি' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ১৯নং। (৩) 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ', সঞ্জয়। (৪) 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ'। (৫) পত্রাঙ্ক ৫-৭০। (৬) পুথিটির আকার আধুনিককালের বইয়ের মত। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প৬]।

[প৬] শ্রেণীভুক্ত পুথি। পুথিটি অর্বাচীন। অভিমন্যুবধের পর পাণ্ডবশিবিরে শোক ও ক্ষোভ উঠিয়াছে। পঞ্চ পাণ্ডব বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। তখন বীরাঙ্গনা দ্রৌপদী উত্তেজিত হইয়া নারীসমাজকে এই অধর্মযুদ্ধের প্রতিবাদে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তিনি নিজে অর্জুনের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কবি বলিয়াছেন। তাই সুসজ্জিত নারীবাহিনী দ্রৌপদীর নেতৃত্বে কুরুক্ষেত্রের বীর কৌরবদের প্রত্যেককে অভিমন্যুহত্যার প্রতিশোধার্থ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। দ্রোণ শিষ্যপত্নী দ্রৌপদীকে পুত্রবধূর ন্যায় উপদেশ দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সস্নেহে যুদ্ধ করিলেন। কর্ণ তাঁহার বীরত্ব কোন নারীর নিকট পরীক্ষিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। দুর্যোধন-দুঃশাসনরা দ্রৌপদীর নিকট যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলেন। কাহিনীটি মোটামুটি এইরূপ। কাহিনীটি অভিনব এবং প্রাপ্ত [প ১] পর্যায়ের পুথিতে নাই।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। পুথিটি আধুনিক হইলেও ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন পুথি হইতে অনুলিপি করা হইয়াছিল। সচ্চিদা ১ নং পুথির ন্যায় ভাষা ও রচনাভঙ্গী আনুপূর্বিক ব্যবহৃত। য, শ-য়ের ব্যবহার নাই। ষ-য়ের ব্যবহার অল্প। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। স্ত-যোগে ক্রিয়াপদ ব্যবহার রহিয়াছে। আঙ্কার, তোঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহার নাই।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা-পুষ্পিকা নাই। ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ৪৩, ৫১, ৫৬, ৬৩ পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

(৯) চলিলেক নারীগণ যুদ্ধ অনুরঙ্গে।
সঞ্জএ কহিল কথা লাচারি প্রবন্ধে॥

(১০) **সঞ্জয় কহেন কথা** কুমার মরণে।
একত্রে কাদিয়া উটে জথ নারিগণে॥

(১২) সুনি নারিগণ বানি ক্রন্দন সঙ্কলি পুনি
উটে সবে করিবারে রণ।
জেই জনে এই যুনে ধরাইতে নারে প্রাণে
সঞ্জএ রছিলেন কথন।

CENTRAL LIBRARY

(১৩) সংসারেতে জথ দুঃখ সেসব কহিতে।
সঞ্জএ কহেন কথা যুন একচিত্তে॥

(১৭) জয় সান্তি করে মোরে অগ্নি মৈধ্যে ঘৃত ঢালে
দারুণ পরাণে কথ সহে।
রুকিনিআদি নারিসবে **কান্দে সকরুণভাবে**
সঞ্জএ করিল বিরচন।

(১৮) সঞ্জএ কহন্তি কথা উত্তরাক্রন্দনে।
হৃদয় বিদার হএ জে গাএ জে যুনে॥

(৪৩) না করে বিলম্ব এবে চল জাই রণ।
সঞ্জএ বোলেন কথা যুন দিআ মন॥

(৫২) দ্রৌপদির জয়ে কুরু পরাজয় হইল।
পদবন্ধে রচিআ জে সঞ্জএ কহিল॥

(৫৬) পরাভব কৌরব দ্রৌপদির পাইল জয়।
পয়ার প্রবন্ধে সঞ্জএ • • • কহএ॥

(৬৪) নারিগণে কৌরবের সন্তে দিল ভঙ্গ।
সঞ্জএ বোলেন যুন ভারথ প্রসঙ্গ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] সঞ্জয় পদবন্ধে 'ভারত প্রসঙ্গ' রচনা করিয়াছেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ২০নং। (৩) পাণ্ডবগীতা, সঞ্জয়। (৪) গীতা অংশ। (৫) পত্রাঙ্ক ১-২৫। (৬) মাপ ১৪.৫"×৫" (১০।১১ পংক্তি)। (১০) অসম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৬]।

[প ৬] পর্যায়ভুক্ত পুথি। গীতার মৌল ভিত্তিভূমি গ্রহণ করিয়া, কবি ইহা রচনা করেন। গীতার আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও মর্মানুবাদ, কিন্তু তাহা বেশ বিস্তৃতভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। [প ১] পর্যায়ের ভীষ্মপর্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের প্রতি উপদেশ অর্থাৎ গীতাঅংশ সংক্ষিপ্ত। অবশ্য মহভারতের ঐ পর্বের সঙ্গে এই জাতীয় রচনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। কিন্তু পাণ্ডবগীতা বিস্তারিত রচনা।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয় এবং [প ১] শ্রেণীর সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। আঙ্গার, তোঙ্গার প্রভৃতির ব্যবহার এখানে নাই। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রায় একইরূপ।

সচ্চিদা ১৮নং পুথির সহিত ইহার প্রায় আক্ষরিক মিল রহিয়াছে।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

৩ (ক), ৫ (খ), ৭ (ক), ৮ (খ), ১১ (ক), ১২ (ক), ১৩ (ক), ১৪ (খ), ১৬ (খ), ১৭ (খ), ১৮ (ক), ১৯ (ক), ১৯ (খ), ২০ (খ), ২২ (খ)-তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ভণিতার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

৩ (ক) এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সঙ্গিতা।
ব্যাসের কবিতা জান এই সার গীতা।
উপনিস(দ) কথা সাঙ্গ প্রথম অধ্যায়।
ভবভয় তরিবারে সঞ্জয়ে বুজায়॥

৫ (খ) কথা জে পরমব্রহ্ম সঞ্জয়ে বুজায়।
উপদেস কথা সা• দ্বিতীয় অধ্যায়॥

৭ (ক) **সঞ্জয়ে বোলয়ে এহি মধুর পয়ার।**
ত্রিতিয় অধ্যায় সাঙ্গ এতেক গিতার॥

৮ (খ) চতুর্থ অধ্যায় সাঙ্গ এতেক গিতার।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল লৈক্ষ্যমাত্র তার॥

১১ (ক) সস্টম অধ্যায় জোগ প্রসিদ্ধ গিতার।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল লোক বুঝিবার॥

১২ (ক) সপ্তম অধ্যায় গিতা সাঙ্গ এতদূরে।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল ভাসা অনুসারে॥

১৩ (ক) অস্টম অধ্যায় গিতা **বাখানে সঞ্জয়।**
ইহাকে স্থনিলে আর নাহি ভবভয়॥

১৯ (খ) **চার বেদের সার গিতা বাখানে সঞ্জয়।**
সোড়স অধ্যায় সাঙ্গ উপনিসদয়॥

২০ (খ) সপ্তদস অধ্যায় সাঙ্গ এতেক গিতার।
সঞ্জয়ে বাখানে মহাভারতের সার॥

২২ (খ) এতদূর গিতা সাঙ্গ ভিস্ম পর্ব্বয়।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

ভণিতা বিচারে বলা যায়:

[ক] লোক বুজিবার জন্ত মধুর পয়ারে কবি এই কাব্য রচনা করেন।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটি। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ২৮ নং। (৩) সঞ্জয় মহাভারত। (৪) 'ভারত সাবিত্রী'। (৫) পত্রাঙ্ক ১-১০। (৬) মাপ ১৫"×৫" (৭।৮ পংক্তি)। (৭) "লিপিকাল ১২৪৪ বাঙ্গালা সাল" ১০ (খ)। (৮) অনুলেখক পদ্মরাম কুণ্ডুদাস।। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৬]।

[প৬] শ্রেণীভুক্ত পুথি। পুথিটির নাম 'ভারত সাবিত্রী' কিন্তু সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যান নয়। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের নিকট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-বিবরণ শ্রবণ করিতেছেন। অতিশয় সংক্ষেপে ভীষ্মের সেনাপতিত্ব গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-অংশ বর্ণনা করা হইয়াছে।

সঞ্জয়ের রচনার সংক্ষিপ্ত রূপ হইতে পারে।

ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়। উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম নাই। ৯(খ)তে সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে।

৯ (খ) পুণ্যভারত বাণি অমৃত সমান জানি
সর্ব্ব কৃতি প্রভু নারায়ণ।
ভারত পুস্তকসার সঞ্জয়ের পয়ার
ব্যাসদেবে করিল রচন ॥

মনে হয়, সঞ্জয়ের মহাভারত আশ্রয় করিয়া পাঠক বা গায়েনদ্বারা, এইরূপ সংক্ষিপ্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বর্ণনা প্রচলিত ছিল এবং তাহার নাম 'ভারত সাবিত্রী' রূপে প্রচলিত ছিল।

●

(১) সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ, গৌহাটী। (২) সচ্চিদা-সঞ্জয় ৩০ নং। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বিচ্ছিন্ন পাতা (সভা পর্ব, কর্ণ পর্ব)। (৫) ৸০, ৸৵০, ১৮। (৬) মাপ ১২"৫"×৫" (১৩ পংক্তি), ১৩"৫"×৭" (১১ পংক্তি)।

সভা ও কর্ণ পর্বের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পাতা। ইহাদের গুরুত্ব শুধুমাত্র এই জন্যে যে ইহারা আরও দুইটি পুথির অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। ভাষা সচ্চিদা ১নং পুথির ন্যায়।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই। সঞ্জয়ের দুইটি ভণিতা পাওয়া যায়।

৸৵ (খ) সভাপর্ব্ব কাহিনি অমৃত সমান জানি
বিরচিত করিল সঞ্জয় ॥
১৮ (খ) ভয় পাইয়া করুদল রণে দিলা ভঙ্গ।
পুরান ভারত কথা সঞ্জয়ে বাখান ॥

ভণিতা বিচারে বলা যায় :

[ক] 'পুরাণ ভারত কথা' কবি সঞ্জয় 'বিরচিত'।

●

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথি নম্বর ৬১৫৪। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' উপাখ্যান। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৩৫। (৬) মাপ ১৪"×৭"৫" (১১ পংক্তি)। (৭) লিপিকাল "১২০৭ মঘী (১৮৪৫ খ্রীঃ)" মাহে ১৬ আম্রাণ রোজ রবিবার। (৮) অনুলেখক 'দেবিদাস গোপ্ত'। (৯) 'লিপিস্থল সাং উত্তর ভুরসী চাকলা হাওলা থানে পটীআ, চট্টগ্রাম'। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প ৬]।

[প৬] শ্রেণীভুক্ত পুথি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৭২ নং পুথির দ্রোণপর্বান্তর্গত দ্রৌপদীর যুদ্ধ-অংশ ও সচ্চিদা ১৯ নং পুথির সহিত সামান্য শব্দগত পাঠান্তর ভিন্ন, সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। অভিমন্যুবধের পর পাণ্ডবশিবিরে শোকের ঝড় উঠিয়াছে। এই সময়ে বীরাঙ্গনা দ্রৌপদী পাণ্ডব নারীসমাজকে লইয়া এই অন্যায় যুদ্ধে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ইহার পর যুদ্ধের ঘটনা ও বর্ণনা ব.সা.প. ১৭২ নং ও সচ্চিদা ১৯নং পুথির ন্যায়। সচ্চিদা ১৯নং পুথিটি খণ্ডিত কিন্তু এই পুথিটি পূর্ণাঙ্গ বলিয়া ইহার একটি পাঠ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

ভাষা পূর্ববঙ্গীয় এবং সচ্চিদা ১নং পুথির ভাষা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সঞ্জয় ব্যতীত অন্য কোন কবির ভণিতা নাই।

উল্লেখযোগ্য ভণিতা উদ্ধৃত করা হইল :

৩ (ক) সুকে বিমোহিত সবে আর্তনাদে কান্দে।
সঞ্জএ কহিল কথা লাচাড়ি প্রবন্ধে॥

৫ (ক) চলিলেক নারীগণ যুদ্ধমনরঙ্গে।
সঞ্জএ কহিল কথা পঅার প্রবন্ধে॥

৬ (খ) যেই জনে এই স্থানে ধরাইতে নারে মনে
সঞ্জএ যে রচিল পঅার॥

৯ (ক) রুক্মিণী আদি নারী সবে কান্দে সকরুণ ভাবে
সঞ্জএ জে করিল রচন।

৯ (খ) সঞ্জয়ে কহেন কথা উত্তরাক্রন্দনে।
হৃদএ বিদরি যাএ যেই জনে সুনে॥

২৭ (ক) দ্রৌপদীর জঅ কুরুগণ পরাজিল।
পদবন্ধ রচিয়া সঞ্জয়ে কহিল॥

৩০ (ক) জঅ পাইলা সতভামা সমর জিনিআ।
সঞ্জএ কহন্তি কথা পয়ারে রচিআ॥

৩৭ (খ) পাণ্ডবের সৈন্য মিলি করিলেক হুলাহুলি
বোলিলেক কবি সঞ্জএ॥

●

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (২) ব. সা. প. ১৯১৮। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) বন পর্বের নল দময়ন্তী ও আদি পর্বের শকুন্তলা উপাখ্যান দুইটির একটি সঙ্কলন। (৫) পত্রাঙ্ক ৪-৪২। (৬) মাপ- ১৪"৫"×৪"৫" (১০ পংক্তি)। (৭) ১২২৩ সাল। (১০) খণ্ডিত। (১১) শ্রেণী [প ৬]।

পুথিটির মূল্য এই যে, সঞ্জয়ের মহাভারতের অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য সেই গ্রন্থের অন্তর্গত উপাখ্যান-গুলিও যে আলাদাভাবে অনুলিখিত বা পঠিত হইত, এই পুথিটি তাহার পরিচায়ক। সঞ্জয়ের মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যান এবং শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত এই পুথির বহুলাংশে ঐক্য রহিয়াছে। কবি সঞ্জয়ের ভণিতা যথাযথ রাখা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য ভণিতা :

৩০ (ক) সঞ্জএ কহিল কথা ভারতের পুণ্যকথা
সুনিতে নানারসমএ॥

৩৯ (খ) মহাভারতের কথা সুধারসমএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

●

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ। (২) পুথি নম্বর ৬১৫৭। (৩) মহাভারত, সঞ্জয়। (৪) দান পর্ব। (৫) পত্রাঙ্ক ১-৯। (৬) মাপ ১৭"×৭" (১০ পংক্তি)। (১০) অসম্পূর্ণ। (১১) শ্রেণী [প৬]।

CENTRAL LIBRARY

পুথিটি [পৎ] পর্যায়ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর ঘটনাটি ভিত্তি করিয়া পল্লবিত রচনা। পুথিটি অসম্পূর্ণ বলিয়া, বিশেষ কোন অভিমত রচনা করা যায় না। ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। ভণিতা চারটি এবং সবগুলিই সঞ্জয়ের সাধারণ ভণিতা। যেমন :

৩ (ক) ভারথের পুণ্যকথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

৫ (খ) ভারতের পুণ্যকথা নানারসময়।
লোক নিস্তারিতে পদ রচিল সঞ্জয়॥

দ্রষ্টব্য—পুথির ভাষা যথাযথ রাখিয়া উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্করণ প্রস্তুতির আদর্শ

কবি সঞ্জয়ের মহাভারতের বর্তমান সংস্করণ-প্রস্তুতির জন্য আমাদের পরিগৃহীত আদর্শে পর্ব সর্বনিম্ন একক[১] পরিগণিত হইয়াছে। পর্বান্তর্গত পর্বাধ্যায় এবং উপাখ্যানকে সর্বনিম্ন একক পরিগণনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই, কেননা [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথিতে পর্বাধ্যায় এবং উপাখ্যানগত প্রক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় না। [প২] পর্যায়ের পুথির সংযোজিত উপাখ্যানাদি রচয়িতা কবির নাম-ভণিতা অক্ষুণ্ণ[২] রাখিয়া সঙ্কলিত[৩] বলিয়া উহাদের পরিবর্জন সহজসাধ্য বিষয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ সঙ্কলন ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন। [প৩] পর্যায়ভুক্ত পুথির প্রক্ষিপ্ত পর্বাধ্যায় ও উপাখ্যানগুলি বর্জন করিবার জন্য উহাদের নিজেদের মধ্যে ও [প১] পুথির সেই সকল অংশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করিলে, বিষয়টি সহজসাধ্য হয়। তবে, এমন কোন উপাখ্যান বা পর্বাঙ্গ, [প ৩] শ্রেণীর পুথিতে পাওয়া যায় নাই, যাহা অধিকাংশ [প৩] শ্রেণীর পুথিতে রহিয়াছে, অথচ [প১] পর্যায়ের পুথিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অধিকাংশ [প৩] পর্যায়ের পুথিতে পরিত্যক্ত উপাখ্যানাদি বর্জন করা যাইতে পারে।

বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমাদের বর্ণনাত্মক পুথিপরিচয়ে পরীক্ষিত পুথিসমূহের যে পর্যায়ভুক্তি করা হইয়াছে, তাহাতে [প৪], [প৫] এবং [প৬] পর্যায়ের পর্ব-সমন্বয়ে সংস্করণ প্রস্তুতি বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না।[৪] সুতরাং কেবলমাত্র [প১], [প২] এবং [প৩] পর্যায়ের পুথিসমূহ হইতে সংস্করণ-প্রস্তুতি করা যাইতে পারে। পর্বানুক্রমিকভাবে, কোন কোন পুথি হইতে পাঠ গ্রহণ করা যায়, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। উল্লেখ প্রয়োজন, এই উদ্দেশ্যে [প২] পর্যায়ের পুথির সঞ্জয়-ব্যতীত অপরের রচনা অংশ বর্জন করিতে হইবে এবং [প১] অথবা [প৩] পর্যায়ের পুথির সেই অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

আদি পর্ব: সচ্চিদা ১, ন*, ক. বি. ৬১৩০, সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬৬০৩, ব. সা. প. ১৭২, এ. ৪০৩৮ (২য় খণ্ড), সচ্চিদা ১৪, ক. বি ৬১৫৫, ক. বি. ৬১৭২, ব. সা. প. ১৯২৫।

সভা পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৩, ন, সচ্চিদা ৬, সচ্চিদা ১৬, ক. বি, ৬৬০৩, ব. সা. প, ১৭২, সচ্চিদা ৮, সচ্চিদা ২১, ক. বি. ৬১৩৩, ক. বি. ৬১৭০, ব. সা. প. ১৬৫, ব. সা. প. ১৯২৪।

বন পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৩, ন, ক. বি. ৬১৫০, সচ্চিদা ৬, সচ্চিদা ১৬, সচ্চিদা ১৭, ক. বি. ৬৬০৩, ব. সা. প. ১৭২, ব. সা. প. ১৬৬।

১. দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ভূ ১০ দ্রষ্টব্য।

২. ইহার একটিমাত্র ব্যতিক্রম রহিয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রক্ষিত ১৭২ নং পুথিতে। উহাতে 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' অংশটি রহিয়াছে (দ্রঃ পরিশিষ্ট, প্রথম অধ্যায়, পৃ.ভূ ৯, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ.ভূ ৪৪)। ইহা সঞ্জয়ের রচনা কিনা সঠিক বলা যায় না।

৩. প্রথম অধ্যায়, পৃ. ভূ ৫. দ্রঃ।

৪. প্রথম অধ্যায়, পৃ ভূ ৬—ভূ ৯ দ্রঃ।

* তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ভূ ২৭ দ্রঃ। আমার স্নেহভাজন ছাত্র, শ্রীসজলকুমার গোস্বামীর সৌজন্যে পরীক্ষিত।

CENTRAL LIBRARY

বিরাট পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৩, ন, ক. বি. ৬১৫০, সচ্চিদা ১৬, ব. সা. প. ১৭২, এ. ৪০৪৮ (২য় খণ্ড), ক. বি. ২২১৭, ক. বি. ৬১৭৩, ব. সা. প. ১৯২২।

উদ্যোগ পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৫, ন, ক. বি. ৬১৫০, সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬৬০৩, ব. সা. প. ১৭২, এ. ৪০৪৮ (২য় খণ্ড), ব. সা. প. ১৯১৯।

ভীষ্ম পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৫, ন, ক. বি. ৬১৩০, সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬৬০৩, ব. সা. প. ১৭২. এ. ৪০৪৮ (২য় খণ্ড), ব. সা. প. ১৯২৬।

দ্রোণ পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৫, ন, সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬১৪৯, ক. বি. ৬১০৩, ব. সা. প. ১৭২, এ. ৪০৪৮ (২য় খণ্ড), ব. সা. প. ২৬৯৮, ক. বি, ৬১৬৩, ব. সা. প. ১৯২০।

কর্ণ পর্ব: সচ্চিদা ১, ক. বি. ৬১৩০, সচ্চিদা ১৬, ব. সা. প. ১৭২, এ. ৪০৪৮ (১ম খণ্ড), সচ্চিদা ২৬,

শল্য পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬৬০৩, ব. সা. প. ১৭২।

গদা পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬৬০৩, ব. সা. প. ১৭২, এ. ৪০৪৮ (১ম খণ্ড), সচ্চিদা ৫, ক. বি. ৬১৬২।

সৌপ্তিক পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬৬০৩, এ. ৪০৪৮ (১ম খণ্ড)।

ঐষীক পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬৬০৩, এ. ৪০৪৮ (১ম খণ্ড)।

স্ত্রী পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৬, এ. ৪০৪৮ (১ম খণ্ড)।

দাহ পর্ব: সচ্চিদা ১, সচ্চিদা ১৬, এ. ৪০৪৮ (১ম খণ্ড)।

শান্তি পর্ব: সচ্চিদা ১. ক. বি. ৬৬০৩।

স্থান পর্ব: সচ্চিদা ১, ক. বি. ৬৬০৩।

অনুশাসন পর্ব: সচ্চিদা ১, ক. বি, ৬৬০৩।

অশ্বমেধ পর্ব: ক. বি. ৬৬০৩, ব. সা. প. ১৭২।

আশ্রমিক পর্ব: সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬৬০৩, ব. সা. প. ১৭২, এ. ৪০৪৮ (১ম খণ্ড)।

মৌষল পর্ব: সচ্চিদা ১৬, ক. বি. ৬৬০৩, ব. সা. প. ১৭২, এ. ৪০৪৮ (১ম খণ্ড)।

স্বর্গারোহণ পর্ব: ক. বি. ৬১৩০, ব. সা. প. ১৭২, সচ্চিদা ২৩, ব. সা. প. ২৩৬।

আমাদের বর্তমান সংস্করণ-প্রস্তুতির জন্য উপরে উল্লেখিত প্রতিটি পর্বের পুথিগুলিকে নিজেদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া, সর্বাপেক্ষা আদর্শ পুথিটি, সেই পর্বের জন্য মনোনীত করা বিধেয় বিবেচনা করিয়াছি। এই বিচার বর্ণনাত্মক পুথি পরিচয়ের ভিত্তিতে রচিত। সুতরাং কালগত, অনুলেখকের সতর্কতাগত, প্রক্ষেপহীনতাগত, ভাষার সুসমতাগত, পর্বহিসাবে সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতাগত, কবির সুসম কাব্যধর্মগত ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করিয়া প্রতিটি পর্ব নির্বাচন করা হইয়াছে। এই বিচারে আদি পর্ব হইতে অনুশাসন পর্ব পর্যন্ত, ষোলটি পর্বের জন্য, সচ্চিদা ১নং পুথিটি, প্রতিটি পর্বে মনোনীত করা হইয়াছে। অশ্বমেধ পর্ব, আশ্রমিক পর্ব ও মৌষল পর্বের জন্য, এইরূপ বিচারে, ক. বি. ৬৬০৩ পুথিটি নির্বাচন করা হইল। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে, স্বর্গারোহণ পর্বের জন্য, সচ্চিদা ২৩ নং পুথিটি, মনোনীত করা হইয়াছে। সচ্চিদা ১নং পুথিটির আদি পর্বের প্রথম কয়েকটি পাতা (চন্দ্রবংশের পরিচয়ের পূর্ব পর্যন্ত) ছিন্ন বলিয়া ঐ অংশটুকু ক. বি. ৬৬০৩ পুথি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

সচ্চিদা ১, ক.বি. ৬৬০৩ এবং সচ্চিদা ২৩ পুথি তিনটির পরিচয় পুথিপরিচয়ে বিস্তারিতভাবে রহিয়াছে।[১] তথাপি কয়েকটি বিষয়, এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত। আমাদের পরীক্ষিত পুথিগুলির মধ্যে [প১] পর্যায়ভুক্ত পুথিসমূহের অন্তর্গত সচ্চিদানন্দ-সংগ্রহের, সঞ্জয়-মহাভারত, পুথিনং ১, গ্রন্থটি, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ববিষয়ে নির্ভরযোগ্য। এই পুথিটিতে আদি পর্বের চন্দ্রবংশ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনুশাসন পর্ব পর্যন্ত এবং স্বর্গারোহণ পর্বের শেষ পাতাটি (পঠনযোগ্য নহে) রহিয়াছে। প্রায় চারিশত পাতা (আটশত পৃষ্ঠা)-বিশিষ্ট এই পুথিটি আদ্যন্ত সঞ্জয়ের ভণিতা ও পুষ্পিকা বহন করে। রচনারীতি ও ভাষা সম্পূর্ণ সুসম। আদ্যন্ত হরিনারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত হইয়াছে। লিপিস্থল : ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত অনন্তপুর। লিপিকাল : "মোগী ১১৯৩" অর্থাৎ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ।[২] অর্থাৎ পুথিটি একশত ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। অনুলেখক অত্যন্ত সতর্ক। প্রত্যেকটি পর্বের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে অনুলেখকগণ, অনেক সময় অবান্তর অনেক কিছু লিখিয়া থাকেন। নিজেদের পরিচয়, বন্দনা, পুথিচুরির ফলাফল, কোন বিশেষ ব্যক্তির স্তুতি প্রভৃতি নানাবিষয়ের অবতারণা, বাঙলা পুথিতে সহজলভ্য। কিন্তু এই অনুলেখক, সঞ্জয়ের মূল রচনা ভিন্ন অন্য কিছু কোথাও লেখেন নাই। কেবলমাত্র শেষপাতায় তাঁহার নাম, পরিচয় ও তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সতর্কতার চিহ্ন আমাদের বিস্মিত করে, বিশেষতঃ একটি বিষয়ে, যেখানে তিনি তাঁহার আদর্শ পুথির পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই, সেইখানে গুণচিহ্ন দ্বারা তাহা নির্দেশিত করিয়াছেন। পুথিটি আদর্শ অনুলেখন-কর্ম বলিয়া ইহার পাঠ ও বানানবৈশিষ্ট্য গৃহীত হইল। ক. বি. ৬৬০৩ পুথিটি [প২] পর্যায়ভুক্ত। আনুপূর্বিক শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস কর্তৃক অনুলিখিত। লিপিস্থল : চট্টগ্রাম জেলার পটীয়া থানার অন্তর্গত ছনরা। অনুলেখক চার বৎসরে ইহা সমাপ্ত করেন। লিপিকাল : ১২০১-১২০৪ মঘী অর্থাৎ ১৮৩৯-৪৪খ্রীঃ। পুথিটি সোয়াশত বৎসরের ন্যায় প্রাচীন। ইহা নির্ভরযোগ্য পুথি। কবি সঞ্জয়, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণকে একই পর্বে রচনা করিয়া স্বর্গারোহণ পর্ব নামকরণ[৩] করিয়াছেন[৪]। সচ্চিদা ২৩নং পুথিটি [প ৩] পর্যায়ভুক্ত। আনুপূর্বিক বলরাম দাস কর্তৃক অনুলিখিত। লিপিস্থল : পাণ্ডুঘর (আসাম)। লিপিকাল বাঙলা ১১৮৮ সাল। অর্থাৎ পুথিটি একশত একাশি বৎসরের প্রাচীন। স্বর্গারোহণ পর্বের পুথিগুলির মধ্যে, ইহা সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। ইহা [প৩] পর্যায়ভুক্ত পুথি হইলেও ভাষা প্রাচীন এবং কোন প্রকার প্রক্ষেপ নাই। অবশ্য স্বর্গারোহণ পর্বে উপাখ্যান ইত্যাদির প্রক্ষেপের সম্ভাবনাও অত্যন্ত অল্প। কেননা ঘটনার গতি

১. তৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ভূ ১৮- ভূ ২২, ভূ ৪০- ভূ ৪৪, ভূ ৬৩- ভূ ৬৫ দ্রঃ।

২. কয়েকটি পুথিতে মঘী সনের সহিত খ্রীষ্টাব্দের সম্পর্ক পাওয়া যায়। মঘী সনের সঙ্গে ৬৩৮।৬৩৯ বৎসর যোগ করিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন, ক. বি. ৬৬০৩ পুথির ২৯৪ পাতায় রহিয়াছে—'ইতি শ্রীমোহাভারথে কর্ণ পর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২০২ মঘি তারিখ ২১ মাহে পৌউস মতাবেক সন ১২৪৭ বঙ্গাব্দ ইঙ্গরাটতজানে সন ১৮৪১ ইঙ্গরাজি। শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস সাকিন ছনরা জিলে চাটীগ্রাম থানে পটীআ।' ক. বি. ৬১৬২ পুথিতে রহিয়াছে ১১৯৪ মঘী অর্থাৎ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৩. ব্যাসদেব মহাপ্রস্থানিককে পর্ব এবং স্বর্গারোহণকে পর্বাধ্যায় বলিয়াছেন।

৪. কবি কোন কোন পর্বাধ্যায়কে গুরুত্ব প্রদান করিয়া পর্ব হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মহাভারত অষ্টাদশের অধিক পর্বসমন্বিত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

উপসংহারে তীব্র ও বিয়োগবিধুর পরিবেশ। তবে মেঘনাদ দৈত্যের দ্রৌপদীহরণ উপাখ্যানটি মহাভারতীয় নয়। সঞ্জয়ের লোকধর্ম-প্রবণতায় রচিত হইতে পারে।

এইরূপে সচ্চিদা ১নং পুথি হইতে আদি পর্ব হইতে অনুশাসন পর্ব পর্যন্ত, ক.বি. ৬৬০৩ নং পুথি হইতে আদি পর্বের চন্দ্রবংশ পরিচয়ের পূর্বের অংশটুকু, অশ্বমেধ পর্ব, আশ্রমিক পর্ব ও মৌষল পর্ব এবং সচ্চিদা ২৩নং পুথি হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব গ্রহণ করিয়া বর্তমান সংস্করণ সঙ্কলিত হইল।

সংস্করণ-প্রস্তুতিতে পুথি হইতে পাঠ গ্রহণ করিবার সময়, বানান-বিষয়ে, পুথির প্রতি সর্বৈব আনুগত্য স্বীকার করা সম্ভবপর নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সঞ্জয়ের মহাভারতের পুথিগুলি আঞ্চলিকভাবে পূর্ববঙ্গ ও আসামে অনুলিখিত। প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার উপর লেখ্য ভাষার একটি প্রলেপ প্রদত্ত অবস্থায় এই ভাষাটি প্রস্তুত। সুতরাং, ইহাকে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার মধ্যে, বিশেষ কোন অঞ্চলের বিভাষা বলিয়া চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। অবশ্য কিছু কিছু শব্দের পরিবর্তিত রূপ ও ভাষার প্রয়োগকৌশল হইতে মনে হয় যে এই ভাষাটিতে শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা এবং কতকাংশে পূর্ব-ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার ছাপ রহিয়াছে। তবে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করিবার মত উপাদান নাই। কেবলমাত্র ইহাই বলা যায় যে ইহা পূর্ববঙ্গীয় উপ-ভাষার উপর সাহিত্য রচনার জন্য একটি প্রলেপাবৃত ভাষামাত্র। ভাষাপরিচয় অধ্যায়ে ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞান-সম্মত আলোচনায় ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।[১] এখানে, আমরা সঙ্কলনের জন্য পুথি হইতে পাঠ-গ্রহণে, বানানের যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিব। প্রথমেই একটি কথা বলিতে চাই, পুথির বানানের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিলে পাঠ ও অর্থ-উদ্ধারে অনেক বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র ইহা অতিক্রম করিবার জন্য যতটুকু পরিবর্তন প্রয়োজন, তাহাই করা হইয়াছে। পুথির বানান-বৈশিষ্ট্য অন্যত্র যথাযথ রাখা হইল।

তৎসম শব্দের বানান পরিশুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বিশেষ করিয়া নাম-বিশেষণগুলি, পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে, যে পরিবর্তন বিধৃত করে, তাহা অনেক সময় বিসদৃশ হয়। যেমন, সত্যবতী>সৈত্যবতী, ইরাবান>ইরাবন্ত, উত্তমৌজা>উত্তমুজা, দ্রুপদ>দ্রোপদ, পরশুরাম>পরশোরাম, চেকিতান>ছেকিতান, বিদুর>বিদোর, যুধামন্যু>যোদামন্যু, শতানীক>শতালীক, সুবল>সোবল, সত্যজিৎ>সৈত্যজিৎ, মাধবী>মাদবী, সমন্তপঞ্চক>সুমন্তপঞ্চক, সোমদত্ত>সমদত্ত বা সুমদত্ত, তোমর>টোমর বা টুমর, কৃতবর্মা>কৃতব্রহ্ম, কোশল>কুশল, শমীক>সোমীক, দময়ন্তী>দয়মন্তী, দ্রৌপদী>দ্রোপদী প্রভৃতি। এইরূপ পরিবর্তন প্রত্যেক পুথিতে বা একই পুথিতে আদ্যন্ত সুসমভাবেও নাই। এইরূপ শব্দের পরিবর্তনগত ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়বিধৃত শব্দ তদ্ভব শব্দেও আছে। সুতরাং, ভাষার পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার জন্য, সেইসকল তদ্ভব শব্দ বিচার করিলেই চলে। তবে আমাদের পরিগৃহীত পুথি তিনটিতে আনুপূর্বিক ব্যবহৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের চিহ্নবিধৃত কতকগুলি শব্দ যথাযথ রাখা হইল। উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, ইহাদের প্রতি এই সংরক্ষণশীল দৃষ্টি পাঠ ও অর্থ উদ্ধারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না বলিয়াই মনে হয়। যেমন, কৈন্যা, সৈত্য, সোবর্ণ, মৈর্য্যাদা, সোন্দর, সোন্দরী, মনিষ্য, সৈংখ্যা, চতুর্দ্দিগে, সৈন্ধ্যা, ধৈন্য, দ্রৈব্য, মউর, যাইট, মৈধ্যে, তিন্তা, একেশ্বর, কৈল্যাণ প্রভৃতি।

১ ভাষাপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

তদ্ভব শব্দের বানানবৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইল। অধিকাংশ পুথিতেই তৎসম, তদ্ভব, দেশী প্রভৃতি সমস্ত শব্দেই য-য়ের ব্যবহার নাই, কেবলমাত্র জ-আনুপূর্বিক ব্যবহৃত। অধিকাংশ পুথিতেই, অনুরূপভাবে স-য়ের ব্যবহার, শ-, ষ-য়ের ব্যবহার, কদাচিৎ কোন পুথিতে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, এই রীতি রক্ষা করিলে পাঠগ্রহণ ও অর্থোদ্ধারে যথেষ্ট বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং সকলস্থলেই, এমনকি তদ্ভব, দেশী প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রেও ইহাদের যথাযোগ্য পরিবর্তন করা হইল।

অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণ-প্রবণতা, অঘোষবর্ণের ঘোষ-প্রবণতা ও উহাদের বিপরীত রীতি, পূর্ববঙ্গের উপভাষার এই বৈশিষ্ট্য, পুথিগুলিতে যথেষ্ট রহিয়াছে। কেবলমাত্র অর্থোদ্ধারে বিভ্রান্তি-দূরীকরণার্থে কতকগুলিস্থলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হইল: যেমন রছনা<রচনা, বদ<বধ, ভেস<বেশ, বুজান<বুঝান, মাজ<মাঝ প্রভৃতি। কিন্তু যে সকলস্থলে অর্থগ্রহণে খুব অসুবিধা হয় না, অথচ ভাষার এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়, সেই সকলস্থলে যথাযথ রাখা হইল। যেমন, যথ<যত, কথ<কত, তিষ্টা<তৃষ্ণা, নিষেদ<নিষেধ, ভারথ<ভারত, রৈভ<রৈব<রহিব, লোকান<লুকান, উটা<উঠা প্রভৃতি। উল্লেখ প্রয়োজন, উভয়বিধ রূপই রক্ষা করা হইল।

পূর্ববঙ্গে আনুনাসিক উচ্চারণ খুবই কম। পুথিগুলিতে এই উচ্চারণগত আঞ্চলিকতার চিহ্ন সর্বত্র রহিয়াছে। কোথাও চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই। ইহার পরিবর্তন করিলে গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগত পরিবর্তন সাধিত হইয়া যায়, সুতরাং এই আনুনাসিকহীনতার বৈশিষ্ট্য সর্বত্র রক্ষিত হইল।[১] আশাকরি, ইহার ফলে যতটুকু বিসদৃশ অর্থোদ্ধার হইবে, তাহা খুব মারাত্মক হইবে না।

সচ্চিদা ১নং পুথিতে আনুপূর্বিক আক্ষি, আক্ষার, তোক্ষি, তোক্ষার প্রভৃতি ব্যবহৃত। ক. বি. ৬৬০৩ পুথিতে প্রায় সর্বত্র এইরূপ ব্যবহার থাকিলেও কখনও কখনও আমি, তুমি, আমার, তোমার প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়াছে। সচ্চিদা ২৩ নং পুথিতে এইরূপ ব্যবহার নাই। সুতরাং সচ্চিদা ১নং পুথির এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যটি রক্ষিত হইল এবং পরিপূরক পুথিতে যেখানে যেখানে এইরূপ ব্যবহার নাই, তাহার পরিবর্তন করা হইল।

যে যে অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর হইল না, তাহা তারকা চিহ্ন দ্বারা সঙ্কেতিত করা হইল। অনুদ্ধারিত মাত্রাসংখ্যার সমসংখ্যক তারকাচিহ্ন ব্যবহৃত হইল।

১. স্বর্গত ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় কর্তৃক নির্দেশিত।

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চম অধ্যায়

কবিপরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বসূরীদের মতামত

বাঙলা মহাভারতের অনুবাদ-রচয়িতা কবি সঞ্জয়ের কবিপরিচয় সম্পর্কে, আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবার প্রসঙ্গে, পূর্বসূরীদের মতামতগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই মতামতগুলি আমাদের সংগৃহীত তথ্যালোকে আলোচনা করিব। এই বিষয়ে সর্বপ্রথমে একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, যেসকল উপাদানের ভিত্তিতে তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের ভিত্তিতে তাঁহাদের অভিমতগুলি হয়তো যথার্থ; কিন্তু বর্তমান সঙ্কলন-প্রস্তুতিতে আমরা সঞ্জয়ের মহাভারতের পুথির যে ব্যাপকক্ষেত্র পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে। সুতরাং এই উপাদানের ভিত্তিতে আমাদের অভিমত স্থাপন করিব। কে বলিতে পারে, ইহাই শেষ কথা, আরও নূতন তথ্য সংহীত হইলে হয়তো, কবি সঞ্জয়ের কবিপরিচয়ে আরও নূতন সংবাদ জানা যাইবে।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (প্রথম খণ্ড), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং "কাশীদাসের মহাভারত" গ্রন্থের ভূমিকায় কবি সঞ্জয়ের সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বত্রই তিনি সঞ্জয়কে বাঙলা মহাভারতের, তথা প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত মহাভারতের, প্রথম কবি বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কবি সঞ্জয় কবি কৃত্তিবাসের সমসাময়িক, অর্থাৎ 'চতুর্দশ শতকের' কবি। তিনি মনে করেন, সঞ্জয় ভরদ্বাজ-গোত্রীয়, ঢাকা-বিক্রমপুরের কোন এক বৈদ্যবংশে জাত। পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব ও পশ্চিমে, শ্রীহট্ট হইতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত সঞ্জয়ের অধিক প্রচার ছিল, সেই জন্যে এই অঞ্চলে সঞ্জয়-মহাভারতের পুথি যথেষ্ট পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে তিনি সঞ্জয়ের কবিকৃতির যে উদ্ধৃতিটি দিয়াছেন, তাহার ভিত্তি-পুথির কোন উল্লেখ করেন নাই। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, উহা এসিয়াটিক সোসাইটির ৪০৪৮ (২য় খণ্ড) পুথির বিরাট পর্বের ঐ অংশের সহিত মিলিয়া যায়। সুতরাং মনে হয়, ডক্টর সেন মহাশয় ঐ পুথিটিকেই সম্ভবতঃ ভিত্তিপুথিরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে সঞ্জয়ের সম্পর্কে আলোকপাত করিতে গিয়া তিনি 'বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট পুথি' বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বর্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটির ৪০৪৮ (১ম ও ২য় খণ্ড) পুথি। এই পুথিটি একটি সঙ্কলন-পুথি অর্থাৎ আমাদের পুথিপরিচয়ের শ্রেণীবিভাগে আমরা ইহাকে [প ২] পর্যায়ে চিহ্নিত করিয়াছি। ডক্টর সেন মহাশয় এই পুথির (১ম খণ্ড) কর্ণ পর্বের ৪৬৩ (খ) পৃষ্ঠায়[১] কবির পরিচয়মূলক অংশটির ভিত্তিতে সঞ্জয়কে ভরদ্বাজ গোত্রীয় বলিয়াছেন।[২] ইহা যথার্থ। কিন্তু তাঁহার অনুমান কবি বৈদ্যবংশোদ্ভব ছিলেন তাহা যথার্থ নয়। কবি সঞ্জয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ

১. পুথি পরিচয় এ. সো. ৪০৪৮ (১ম) ও এ. সো. ৪০৪৮ (২য়) দ্রষ্টব্য।

২. গ্রন্থটিতে পুথিটির পত্রাঙ্ক ভ্রমক্রমে ৪৩১ মুদ্রিত (উক্ত গ্রন্থ অষ্টম সং. দ্রঃ), আরও কয়েকটি গ্রন্থে এই ভ্রমাত্মক পত্রসংখ্যাটি রহিয়াছে।

আমরা পাইয়াছি। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইল। কবির কাল সম্পর্কে বলিতে গিয়া, তিনি তাঁহাকে বাঙলা মহাভারতের আদি কবি ও কৃত্তিবাসের সমসাময়িক 'চতুর্দশ শতকে' স্থাপন করিয়াছেন। সঞ্জয় বাঙলা মহাভারতের আদি কবি, তাহা পরোক্ষ প্রমাণে স্থাপন করা যায়, কিন্তু তিনি চতুর্দশ শতকের কবি ছিলেন, এইরূপ কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। অপরপক্ষে, কবি ঢাকা-বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও সম্ভবতঃ ঠিক নয়। তিনি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের লাউড়ের অধিবাসী হইবেন। এই বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষ এবং 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত' গ্রন্থের ভূমিকায় সঞ্জয় সম্পর্কে কিছুটা স্ববিরোধী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বকোষে সঞ্জয় সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'মহাভারতের অনুবাদক একজন প্রাচীন বাঙ্গালী কবি। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে মহাভারত অনুবাদ করেন তাহাতে সঞ্জয়-বর্ণিত ভাব ও ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে, এই কারণে সঞ্জয়কে কবীন্দ্রের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীতে রক্ষিত একখানি পুথিতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্ম্ম॥'

এই পুথিটি ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আলোচনাতেও ভিত্তিপুথিরূপে গৃহীত এবং বর্তমান এসিয়াটিক সোসাইটির ৪০৪৮ (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড) পুথি। 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের ভিন্ন-সত্তা মানিয়া লইয়াছেন কিন্তু সঞ্জয়কে 'বিজয় পণ্ডিতের' অনুগামী কবি হিসাবে মনে করিয়া, অবশেষে তাঁহার অস্তিত্ব বিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি মূলতঃ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমানগুলির অ-সার্থকতা দেখাইয়াছেন এবং স্ব-মতস্থাপনের পিছনে একটি কথা বলিয়াছেন, "সঞ্জয়ে ও 'বিজয় পণ্ডিতে' ছত্রে ছত্রে পদে পদে অপূর্ব মিল।"[১] কিন্তু তিনি কোন ভিত্তিপুথির উল্লেখ করেন নাই। অধিকন্তু আমাদের পরীক্ষিত পুথিগুলির সঙ্গে মুদ্রিত 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের' সেই মিল পাই নাই। পরন্তু, সঞ্জয়ের মহাভারত আকারে উক্ত গ্রন্থের তিনগুণের ন্যায় বৃহৎ।

মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সঞ্জয়ের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়াছেন।[২] কিন্তু সঞ্জয় কবিনামের পিছনে 'হরিনারায়ণ দেব'কে কবিত্বের সম্মান দান করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি একটিমাত্র ভণিতা উল্লেখ করিয়াছেন—

'হরিনারায়ণ দেব দিনহিন মতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব্ব ভারতি॥
—র. প্রা. পু. বি. ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৭২ পৃঃ।'

ইহা সম্ভবতঃ লিপি-প্রমাদ অথবা পাঠ-প্রমাদ। এইরূপ যে দুইটি ভণিতা আমরা পাইয়াছি, তাহাতে 'হরিনারায়ণ গতি দিনহিন মোর মতি' এবং 'হরিণারায়ণ বেদ' কথা দুইটি পাওয়া যায়। যেমন ক. বি. ৬৬০৩ পুথির সভা পর্বের ৪৬ (ক) পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—

(১) বচন বিসেস অতি নানারসমএ।
হরিনারায়ণ বেদ বাখানে সঞ্জয়॥

১. 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত' ভূমিকা পৃষ্ঠা ৸ (ব. সা. প. প্রকাশিত ১ম. সং.)।
২. বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মণীন্দ্রমোহন বসু, ১৪-২১-পৃষ্ঠা (১ম. সং) দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

(২) ক. বি. ৬১৭০ পুথির ১২৩ (খ) পৃষ্ঠায়—

দিনহিন মর মতি হরিনারয়ণ গতি।

শ্লোক ভাঙ্গি রচিল সঞ্জএ॥

সুধীরকুমার সেন মহাশয়ের পুথিতেও[১] এইরূপ একটি ভণিতাতে 'হরিনারায়ণ গতি' কথাটি রহিয়াছে, তাহাতে 'দেব' কথাটি নাই। আমাদের মনে হয় 'বেদ' কিংবা 'গতি' কথাটি 'দেব' বলিয়া লিখিত বা পঠিত হইয়া থাকিবে। তাহা ব্যতীত সঞ্জয়ের কয়েক শত ভণিতার মধ্যে আমরা তাঁহার নাম 'হরিনারয়ণ দেব' বলিয়া কোন পরিচয় পাই নাই। অপরপক্ষে, সঞ্জয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, সেই বিচারেও তিনি 'দেব' হইতে পারেন না। সর্বশেষে বলিতে পারি, ইহা কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন অনুলেখকের ভণিতাও হইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন, ক. বি. ৬১১৭ নং পুথিতে অনুলেখক সঞ্জয়ের ভণিতার ব্যবহারের মাঝে নিজের নামের ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন। আবার পুথির শেষে অনুলেখকের নামেও সেই নামই রহিয়াছে।

ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়, তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ), গ্রন্থে সঞ্জয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি এ. সো. ৪০৪৮ (১ম ও ২য় খণ্ড) পুথি উপাদানপুথি রূপে পাইয়াছিলেন। বিশ্বভারতী সংগ্রহের একটি পুথিরও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।[২] উভয় পুথিই সঙ্কলন-পুথি অর্থাৎ আমাদের পুথি পরিচয়ে [প ২] পর্যায়ভুক্ত।[৩] সুতরাং আনুপূর্বিক সঞ্জয়ের রচনা ও ভণিতা না থাকিবার জন্য, তাঁহার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ রহিয়াছে। [প ১] শ্রেণীর পুথি বিচার করিতে পারিলে, এই সন্দেহ দূর হইয়া যায়। ডক্টর সেন মহাশয়, তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (প্রথমখণ্ড, পূর্বার্ধ), অবশ্য সঞ্জয় সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই।

Mr. Stepalton মহাশয় সঞ্জয় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—Pending the recovery of autobiographical details or references to the poet in other earlier writers, it does not seem possible at present to fix any date for Sanjay, the earliest translator of the Mahabharata.[৪]

কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সঞ্জয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ পাওয়া যায়, এই অনুবাদ রচয়িতার নাম সঞ্জয়। নানাকারণে সঞ্জয়ী মহাভারতখানিও অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। তবে কতদিনের প্রাচীন, অনুমান ভিন্ন সে তথ্য যথাযথ নির্ণয় করিবার উপায় নাই।[৫]

অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় জয়দেবপুর সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে সঞ্জয়ের মহাভারত সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন। এই সঙ্কলনের সামান্য অংশের মুদ্রণকার্যও হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৩য় সংখ্যা (সুধীর কুমার সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪৬৫ পৃষ্ঠা, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩. পুথি পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৪. Dacca Review, March, 1913.

৫. ঢাকার বিবরণ: কেদার নাথ মজুমদার।

মহাশয়ের সঙ্গে ভাওয়াল রাজপরিবারের মনোমালিন্যের ফলে উহা বন্ধ হইয়া যায়।[১] অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে একটি প্রবন্ধ[২] রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি সঞ্জয়ের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন, "কেন তাহা বলিতে পারি না সঞ্জয় ও ভবানীদাস শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার মনে হয়।"

জগন্নাথ দেব মহাশয় 'মহাকবি সঞ্জয়'[৩] প্রবন্ধে প্রচুর তথ্যসহকারে সঞ্জয়ের কবিত্ব, ভাষা, সময় সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ন্যায়, সঞ্জয়কে কৃত্তিবাসের সমসাময়িক, বাঙলা মহাভারতের প্রথম কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'সঞ্জয়-কবীন্দ্রপরমেশ্বর-শ্রীকরনন্দী'[৪] প্রবন্ধে সঞ্জয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ভিত্তিপুথি হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫৫, ৮৫৬, ১৫৫০ নং পুথি এবং সুধীরকুমার সেন মহাশয়ের একখানি পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম তিন খানি পুথির যে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহার কোথাও সঞ্জয়ের একটিমাত্র ভণিতা নাই। আর চতুর্থ পুথিটি যথার্থ পরীক্ষিত হয় নাই, তাহা উক্ত পুথিটির স্বত্বাধিকারী সুধীরকুমার সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ[৫] হইতে বুঝিতে পারা যায়। সেন মহাশয় মনে করেন তাঁহার পুথির প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। তিনি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতের যথার্থতা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।

সুধীরকুমার সেন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'আমার পুথিতে কবিন্দ্র বা সঞ্জয়ের ভণিতা নাই।' পরন্তু তিনি তাঁহার পুথির সঞ্জয়ের পরিচয় জ্ঞাপক উদ্ধৃতি দিয়াছেন—

২৮৫ (ক) ভরদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে।
সঞ্জএ ভারথকথা কহে কুতূহলে॥

সাহিত্যপরিষৎ সংগ্রহের একটি পুথির সভা পর্বের সঞ্জয়ের পরিচয়জ্ঞাপক উদ্ধৃতিটিও তিনি তাঁহার প্রবন্ধে উৎকলিত করিয়াছেন।

দেবঅংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয় রচিল কৈল পাঞ্চালি প্রচার॥

তিনি এইভাবে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ধারণা, সঞ্জয় বৈদ্যবংশীয় ছিলেন তাহা অপ্রমাণিত করিয়াছেন।

বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের সঞ্জয় সম্পর্কে কোনো আলোচনা দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই, তবে সুধীরকুমার সেন মহাশয়ের উপরিউক্ত প্রবন্ধে পাওয়া যায়, তিনিও বিশ্বাস করেন সঞ্জয় শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ ছিলেন।

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, মহাকবি সঞ্জয় প্রবন্ধ।
২. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।
৩. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।
৪. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
৫. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কবির পরিচয়

এইবার কবির স্বলিখিত উক্তির সাহায্যে তাঁহার পরিচয় উদ্ধারে প্রয়াসী হইব। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির ৪০৪৮ (২য় খণ্ড) পুথিতে সঞ্জয়ের আত্মপরিচয়মূলক একটি অংশ রহিয়াছে—

৪৬৩(খ) পলায়ে পাঞ্চাল সেনা কর্ণের জে ভয়ে।
পাছে পাছে খেদাইয়া কর্ণ পুনি ধায়ে॥
ভরদ্বাজ উত্তম বংশের জে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারথ কথা কহিলে মর্ম্ম॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১৭০ পুথিতে সঞ্জয়ের আত্মপরিচয় রহিয়াছে—

১১১(ক) সোভা পর্ব্ব মহাপোথা নানারসমএ।
সঞ্জএ কহিল কথা রচিল সঞ্জএ॥
দেবকুলে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয়ে কবিতা কৈল ভারতপ্রচার॥
ব্যাসদেব মুখে হইল অমৃতভাসিত।
শ্লোকবন্দে পুণ্যকথা রচিলা ত্বরিত॥ ইত্যাদি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৬০৩ পুথির কবির আত্মপরিচয় অংশটি উদ্ধৃত করি—

৪০(ক) সভা পর্ব্ব মোহাপোতা নানারসমএ।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জএ॥
দেবকুলে উতপতি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয় কবিনামে রচে পাঞ্চালি প্রচার॥
ব্যাসদেবমুখে হইল অমৃতভাসিত।
শ্লোকবন্দে পুণ্যলোক বন্দিলা ত্বরিত॥
একমনচিত্ত হইয়া স্থনে জেই জন।
ভবসিন্ধু পার হইয়া বৈকুণ্ঠগমন॥
মধুর কোমল কথা কতুক অতিসএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥ ইত্যাদি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহের একটি পুথিতে[১] কবি সঞ্জয়ের আত্মপরিচয়ে রহিয়াছে—

দেবঅংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয় রচিল কৈল পাঞ্চালিপ্রচার॥

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, সুধীরকুমার সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

সুধীরকুমার সেন মহাশয়ের ব্যক্তিগত একটি পুথিতে[১] কবির আত্মপরিচয়মূলক অংশটি হইতেছে—

২৮৫(ক) ভরদ্বাজ উত্তম বংশে জন্ম সাধুকুলে।
সঞ্জয় ভারথকথা কহে কুতূহলে॥[২]

পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে প্রাপ্ত কবির পরিচয়ে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। কবি সঞ্জয় ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার 'কবিনাম' সঞ্জয়। হয়ত তিনি তাঁহার পদবী অথবা সম্পূর্ণ নাম কোথাও ব্যবহার করেন নাই। বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতি-বাণভট্ট-ভাসপ্রমুখ কবিদের ন্যায় সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহারের রীতি সঞ্জয় রক্ষা করিয়াছেন। কিংবা তাঁহার সম্পূর্ণ নাম বা আসল নাম, কবিনামের অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছে। কবি সঞ্জয় সম্ভবতঃ সংস্কৃত মহাকবিদের পথানুগমনেই এইরূপ করিয়াছেন। তিনি সঞ্জয় নামেই সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

কবি সঞ্জয়ের জন্মস্থান সম্পর্কে কোন পুথিতেই আমরা কোন উল্লেখ পাই নাই। সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করা যায় না। তবে এই বিষয়ে, কবির কতকগুলি উক্তি বিচার করিলে, একটি পরোক্ষ অনুমান করা যায়। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত মহাভারতের একটি চরিত্র। মহাভারতের ঘটনাক্রমে যখনই ভগদত্তের কথা বলিতে হইয়াছে, কবি সঞ্জয় প্রায় সর্বত্রই তাঁহাকে 'লাউড়-ঈশ্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অথচ লাউড় মহাভারতের উল্লেখিত কোন স্থান নয়; মধ্যযুগীয় একটি সাধারণ জনপদ মাত্র। এই জনপদের উল্লেখ, মহাভারতে কোনক্রমেই সমীচীন নয়, যদি না, এই বিষয়ে কবির কোন দুর্বলতা থাকে। এই উল্লেখ বহু পুথিতেই রহিয়াছে, নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করি।

সচ্চিদা ১নং পুথির ৭৮(খ) পৃষ্ঠায়—

তারপাছে ভগদত্ত বিক্রমে বিসাল।
ধনু ধরি বৃদ্ধ রাজা মারি বাহুতাল॥
কটির সমান ধনু তোলে নৃপবর।
তার উর্দ্ধে না পারিল **লাউড়ইস্বর**॥

উক্ত পুথির ২৫৯ (খ) পৃষ্ঠায়—

অঙ্গবীর পড়িল সকলে দিল ভঙ্গ।
ত্বরিত গমন সব ভীমের আতঙ্ক॥
তাহা দেখি ভগদত্ত **লাউড়ইস্বর**।
চড়ি সুপ্রতিক হস্তী ধাইল সত্বর॥

সচ্চিদা ১৫নং পুথির ২৬১ (খ) পৃষ্ঠায়—

লাউড় ভদদত্তের কথা দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
পয়ার মধুর কথা কহিল সঞ্জয়॥

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, সুধীরকুমার সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২. আমরা এই পুথিটি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই।

CENTRAL LIBRARY

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৭২নং পুথির ৮০(ক) ও (খ) পৃষ্ঠায়—

তার পাছে ভগদত্ত বিক্রমে বিসাল।
ধনু ধরে বৃদ্ধ রাজা মারি বাহুতাল॥
কটির সমান ধনু তোলে নৃপবর।
তার উর্দ্ধে না পারিল **লাউড় ইশ্বর**॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৯২০নং পুথির ২৩(খ) পৃষ্ঠায়—

তাহা দেখি ভগদত্ত **লাউড় ইশ্বর**।
সুপ্রথিক হস্তি চড়ি জাএ নৃপবর॥ ইত্যাদি।

কবি সঞ্জয়ের নিকট মহাভারতীয় চরিত্র, ভগদত্ত, প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি এবং সেই সঙ্গে লাউড়ের অধিপতি। এই লাউড় মহাভারতোক্ত কোন স্থান নয়। ইহা শ্রীহট্ট জেলায় সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থানমাত্র। অচ্যুতরচণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে, পাওয়া যায় যে, শ্রীহট্ট প্রাচীন কালে প্রাগজ্যোতিষপুরের অধীন ছিল। কবি সঞ্জয় সেইজন্যেই ভগদত্তকে প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি তথা শ্রীহট্টের তথা লাউড়ের অধিপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং কবির এই উক্তি ভৌগোলিক কিংবা ঐতিহাসিক অসঙ্গতি নয়। এইরূপ একটি অপৌরানিক সামান্য জনপদের প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব নিশ্চয়ই জনপদটির প্রতি তাঁহার মমত্ববোধের পরিচায়ক। কবি লাউড়ের সঙ্গে মহাভারতীয় চরিত্র ভগদত্তের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তথা মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করিয়া লাউড়কে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এইজন্যে মনে হয় সম্ভবতঃ লাউড় কবির জন্মভূমি।

দুই একবার ভগদত্তকে কবি বঙ্গঅধিপতি বলিয়াছেন, যেমন: সচ্চিদা ৪নং পুথির ৪(ক) পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—

ভগদত্ত রাজা হাইল বঙ্গঅধিপতি।

বাঙলাদেশ সামগ্রিকভাবে কোনসময়েই প্রাগজ্যোতিষপুরের অধীন ছিল না। বাঙলাদেশের কোন মহাভারতীয় চরিত্রের নাম ভগদত্ত নাই। কিন্তু কবি প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতিকে 'বঙ্গ অধিপতি' বলিয়া অভিহিত করিলেন কেন? আমাদের মনে হয় লাউড় এমন একটি স্থান যাহা পূর্বাপর বাঙালী অধ্যুষিত কিন্তু কোন এক সময়ে ইহা প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হইয়াছিল। লাউড় বঙ্গদেশের অন্তর্গত সেই পরিচয়ে ভগদত্ত সম্প্রসারিত অর্থে বঙ্গঅধিপতিও বটেন। ইহা হইতেও কবির লাউড়ের প্রতি দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।

কবি সঞ্জয়ের আত্মপরিচয় হইতে পাওয়া যায়, তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। এখন দেখা যাইতে পারে, লাউড়ে এইরূপ কোন ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ ছিল কিনা। বিভিন্ন অদ্বৈতজীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায়, অদ্বৈতাচার্য ভরদ্বাজ গোত্রের বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বংশ লাউড় শাখার অন্তর্গত। অদ্বৈতাচার্যকে বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে 'লাউড়িয়া' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড (দ্বিতীয় অংশ) গ্রন্থেও এইরূপ বলিয়াছেন এবং লাউড়ের এই বারেন্দ্র শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশের বিস্তৃত পরিচয় দান করিয়াছেন। মোট কথা লাউড়ের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশ একটি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-বংশ। এই বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন

CENTRAL LIBRARY

অদ্বৈতাচার্য, কুবেরাচার্য, নরসিংহ নড়িয়াল প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ। সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙলা ভাষায় মহাভারতের আদি-অনুবাদকের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে যে ব্যুৎপত্তি[১] প্রয়োজন তাহা সঞ্জয়ের বংশগত ঐতিহ্যে ছিল। সঞ্জয় লাউড়ের এই ভরদ্বাজগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কবিসত্তার প্রতিষ্ঠামূলক উক্তি

কবি সঞ্জয় তাঁহার আপন কবিসত্তা ও কবিকৃতির উল্লেখমূলক অনেক উক্তি করিয়াছেন, তাহাদের কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া প্রয়োজন।[২] এই সকল উক্তি দ্বারা তাঁহার কবিসত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) **কবিবর** অদভুত সঞ্জয় জে গুণজুত
রচিল পুরাণ অনুসারে।
আদি পর্ব্ব ভারথ সুনিলে শ্রবনপথ
সকুন্তলা হইব উদ্ধার॥

(২) সঞ্জয় জে **কবিবর** অতি বিচক্ষণ।
হেনকালে বোলে কিছু লাচাড়ি বচন॥

(৩) সুনিয়া মুনির বাণী সকরুণে বোলে পুনি
তোহ্মার বাক্য লইলম মাথাএ॥
সঞ্জয় কবিএ ভাসে সকুন্তলা গৃহবাসে
সিংহজিত পুত্র লৈআ কোলে॥

(৪) ভারথ অসংখ্য কথা দৈপাঅন গীতা।
সঞ্জএ কহিল **কবি ভবপরিত্রাতা**॥

(৫) ই বলিয়া কান্দে বামা মনেত নাহিক থেমা
সজল নয়নে বহে ধার।
মনে জথ ক্ষেদ উঠে কহিতে সরির ফাটে
বিরচিত সঞ্জয় কবিতা॥

(৬) **বঙ্গকবি সঞ্জয়ে** বাখানে গিতারসে।
বিশ্বরূপ দরসন অধ্যায় একাদসে॥

(৭) এহিমতে কর্ণে করে সৈন্যের নিধন।
প্রকাসিল সঞ্জএ **ভারথ বিচক্ষণ**॥

(৮) হেনমতে মোহারাজে চলিল মৃগয়া কাজে
মনেতে কতুক অতিসয়।

১. কাব্যমূলা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. এইরূপ উদ্ধৃতিতে আকরপুথির পত্র-সংখ্যা পুনরায় দেওয়া হইল না, বর্ণানুক্রমিক পুথিপরিচয়ে যথাস্থানে তাহা চিহ্নিত করা হইয়াছে।

লোকে দুইভিতে থাকি হেরে অনিমিখ আখি
ভণে কবিরাজ ঙ্গে সঞ্জয় ॥
(৯) একাদসে ঐসিক পর্ব্ব অমৃত লহরি।
সঞ্জয়ে কৈল কত কবিত্ব করি ॥
(১০) পাণ্ডবের সৈন্য মিলি করিলেক হুলাহুলি ॥
বলিলেক কবি সঞ্জয়ে ॥

এইরূপ উক্তিতে সঞ্জয় তাঁহার কবিসত্তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি 'কবি', 'বঙ্গকবি', 'কবিরাজ' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নিজেকে কবি বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

কবি সঞ্জয় জন্মান্ধ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রবক্তা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। উদ্যোগ পর্বের শেষে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত হইলেন এবং ভীষ্ম পর্ব হইতে তিনি মহাযুদ্ধের প্রবক্তা হইলেন। কবি এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এইসঙ্গে কবির মনে একটি স্বাভাবিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি মহাভারতীয় চরিত্র সঞ্জয়ের সঙ্গে আপনসত্তার ভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার ভণিতাগুলি নূতনতর করিয়াছেন। এই সকল ভণিতাগুলির আমরা এখানে উদ্ধৃত করিব। উল্লেখ প্রয়োজন, আদি পর্ব হইতে উদ্যোগ পর্ব পর্যন্ত এইরূপ ভণিতা খুবই বিরল। তিনি জানিতেন এখানে এই অংশে সঞ্জয় প্রবক্তা নহেন সুতরাং তাঁহার নামের সহিত মহাভারতীয় চরিত্রটির অভিন্নতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

(১) প্রথম দিনের যুদ্ধ ভিস্ত পর্ব্বয়।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয় ॥
(২) প্রথম দিনের রণ ভিস্ম পর্ব্ব পোথা।
সঞ্জয়ে রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা ॥
(৩) ঘোড়া খেদাইল কৃষ্ণ অর্জ্জুন বচনে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সঞ্জয়ে বাখানে ॥
(৪) ইহলোকে সুখভোগ অন্তকালে স্বর্গলোক
ধর্ম্মকথা ভারথের সার।
বিজয়পাণ্ডব নাম পুণ্যকথা অনুপাম
পদে পদে অমৃতের ধার ॥
স্রবণ কলস ভরি মহাজনে পান করি
সেই ভবজঞ্জাল নিস্তার।
সঞ্জয়ের কথা সুনি সঞ্জয়ের কথা পুনি
সুনি আপদ হতে তরে ॥
(৫) জয়দ্রথবধে এই সাত্যকি প্রবেসে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সঞ্জয়ে প্রকাসে ॥
(৬) সঞ্জয়ের দিব্ব ভাসা মধুরস গান।
রচিল ভারথ সেই ভাঙ্গিয়া পুরাণ ॥

(৭) তখনে অর্জ্জুন গেল সংসপ্তক রণে।
সঞ্জএর দিব্ব কথা সঞ্জএ বাখানে॥
(৮) ঘটোৎকচ কর্ণের রণ দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
সঞ্জএ রচিত কথা কহিল সঞ্জএ॥
(৯) দ্রোণ পর্ব্ব পোথা সপ্তম ভারথ যুদ্ধের।
সঞ্জয়ে বুঝায়ে পুনি কথা সঞ্জয়ের॥
(১০) অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা সুনিল যতিসএ।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥
(১১) ধৃতরাষ্ট্রে কহিলেক মুনি সঞ্জএ।
প্রবন্ধ করিয়া তাকে সঞ্জএ বাখানএ॥
(১২) বিস্তর অদভুত বড় কর্ণ পর্ব্ব পোতা।
মোহামুনি ব্যাসে জারে করিয়াছে গীতা॥
সঞ্জএ জে কথা কৈল ধৃতরাষ্ট্র স্থানে॥
সে কথা কহিলম আমি তোমা বিদ্যমানে॥
ভারত অমৃত কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

এইরূপ ভণিতা ব্যবহার করিয়া কবি সঞ্জয় সুস্পষ্টভাবে মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয় হইতে আপন সত্তার ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয়ের নামই কবি সঞ্জয়ের সত্তার পরিচায়ক, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের উপরিউক্ত আলোচনায়, উভয়ের ভিন্নতা প্রতিদানমূলক উক্তিগুলি উদ্ধার করিয়াছি। অপর পক্ষে, আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, আদি পর্ব হইতে উদ্যোগ পর্ব পর্যন্ত অংশের প্রবক্তা সঞ্জয় নহেন। সুতরাং এই অংশের ভণিতাগুলিতে, কবি সঞ্জয়ের অস্তিত্ব না থাকিলে, সঞ্জয়ের নাম আসিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত আমরা আদি পর্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত সর্বত্রই এমন অনেক উক্তি পাই, যাহাতে প্রতিপন্ন করা যায় যে কবি সঞ্জয় এই কাব্য 'রচনা' করিয়াছেন। এইরূপ উক্তিগুলি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিব, ইহাদের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, তিনি এই মহাকাব্যের 'রচয়িতা'।

(১) আদি পর্ব্ব মহাপোতা পুরাণ দেখিয়া।
সঞ্জয় রচিল তারে পাচালি করিয়া॥
(২) তবে মুনি এক লৈক্ষ অবসিস্ট শ্লোক।
প্রীথিমীতে নিল মুনি নিস্তারিতে লোক॥
বৈসম্পায়ান আনে সুনে জন্মেজএ।
পরাহেতে ভাসে পদ রচিল সঞ্জএ॥
(৩) সঞ্জএ রচিল পুথা ভারত পশার।
মহাভিস্ব রাজার এসব সমাচার॥

(৪) পণ্ডিতে বুঝয়ে ইহা বড় সুনিশ্চিতে।
আর লোকে দুঃখভাবে সুখ নিরক্ষিতে।
এতেকে সকল লোকে সুখে বুঝিবারে।
সঞ্জএ কহিল কথা রচিয়া পয়ারে॥

(৫) সভা পর্ব্ব কাহিনী অমৃত সমান জানি
বিরচিত করিল সঞ্জয়॥

(৬) জজাতি চরিত্র এ জে বিচিত্র পয়ার।
সঞ্জয় রচিল ভবভয় তরিবার॥

(৭) এ বোলিয়া কান্দে বামা মনেত নাহিক খেমা
সজল নয়নে বহে ধারা।
মনে জথ খেদ উঠে কহিতে সরির ফাটে
বিরচিত সঞ্জয় কবিতা॥

(৮) দেবজানি বাক্য সুনি নৃপতি মনেত গণি
মনে চিন্তে বিভা করিবার।
ই সব সুনিলে নরে না জাএ জমপুরে
সঞ্জএ রচিল কাব্যরস॥

(৯) আদি পর্ব কথা এই অতি রসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে রচিল সঞ্জয়॥

(১০) সঞ্জয় রচিল পুথা মহাভারতের কথা
সভাপর্ব পবিত্র রহস্য॥

(১১) মহাভারতের কথা সঞ্জয়ে রচিল পুথা
বনপর্ব পবিত্র নির্মাণ।
পুণ্যলাভ পাপনাস সুনিতে অমৃতভাস
সুনে ভনে জেই পুণ্যবান॥

(১২) বিরাট পর্বেত যুধিষ্ঠিরের প্রবেস।
সঞ্জয়ে কহিল তাহা রচিয়া বিসেস॥

(১৩) ললিত পাচালি কথা রচিল সঞ্জয়।
বিরাট পর্বেত এহি কর্ণের পরাজয়॥

(১৪) সঞ্জয়ে রচিল পুথা ভারথ পঅার।
উদ্যোগ পর্বের কথা এই সমাচার॥

(১৫) প্রথম দিনের রণ ভিস্ম পর্ব পোথা।
সঞ্জয়ে রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা॥

(১৬) সঞ্জয়ে **রচিল পোতা** ভারত কলাপ।
পুত্রসোক দুঃখ কথা কুন্তীর বিলাপ॥

(১৭) চতুর্থ দিনের রণ ভিষ্ম পর্বণি।
সঞ্জয়ে **রচিয়া** কহে তাহার কাহিনী॥

(১৮) রুদ্রহেন এক ভীমে কটক সংহারে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা **রচিয়া পয়ারে**॥

(১৯) অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা সুনিল যতিসএ।
সঞ্জয় কহিল কথা **রচিল** সঞ্জএ॥

(২০) প্রথম অধ্যায় সাঙ্গ বিরাট পর্বয়।
পাচালি প্রবন্ধে তবে **রচিল** সঞ্জয়॥

(২১) সুনিলে সকল দুষ্ক্য সর্ব্ব হএ ক্ষএ।
পাঞ্চালি প্রবন্ধে তার **রচিল** সঞ্জএ॥

(২২) ভারথ স্রবণে ভণে পাপ হএ ক্ষএ।
পদবন্ধে পাঞ্চালিএ **রচিল সঞ্জএ**॥

(২৩) ভারথ পঞ্চম বেদ পিজুসের ধার।
ব্যাসদেব হনে সব হইল নিস্তার॥
বৈসম্পয়ান বোলে সুনে জন্মেজএ।
পয়ারে গড়িয়া সব বাখানে সঞ্জএ॥

(২৪) হেনকালে হইলেক সৈন্ধ্য সমর।
পয়ার সুগম করি **রচিল সঞ্জয়**॥

(২৫) বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা জুধিষ্ঠির।
ঘন ঘন সদাএ চক্ষুর পরে নীর॥
সঞ্জএ রচিল পোতা ভারথ সংহিতা।
কৃষ্ণের চরিত্র কথা ব্যাসের কবিতা॥

(২৬) শ্লোকবন্ধে সকলে জে না পারে বুঝিবার।
গিতছন্দে সঞ্জয় জে **করিল পয়ার**॥

(২৭) শ্লোকভাঙ্গি অনুসারে পয়ারে **রচিল তারে**
বুঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥

(২৮) সুনিলে স্রবণ সুখ পাপ হএ ক্ষএ।
পদবন্ধ করি তাতে **রচিল** সঞ্জয়॥

(২৯) সঞ্জএ **রচিল গাথা** ব্যাসের রচিত পোথা
সুন সুন পরীক্ষিতসুত॥

CENTRAL LIBRARY

(৩০) সঞ্জয় **রচিল** তাকে অমৃতের সার।
ব্রহ্মহত্যা পাপি সুনে তথাপি নিস্তার॥

(৩১) পুণ্য ভারতের কথা সুনিলে মনে ব্যথা
জ্ঞানীসব হইল লক্ষ হিত।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কেবল অমৃতময়ে
সঞ্জয়ে **রচিল পুণ্য গিত**॥

(৩২) ব্যাসদেব হনে হইল ভারথ প্রচার।
সঞ্জএ **রচিআ** কৈল পাঞ্চালি প্রচার॥

(৩৩) সুনি নারিগণ বাণি ক্রন্দন সঙ্কলি পুনি
উঠে সবে করিবারে রণ।
জেই জনে এই সুনে ধরইতে নারে প্রাণে
সঞ্জএ **রচিলেন** কথন॥

(৩৪) রুক্মিনি আদি নারিসবে কান্দে সকরুণ ভাবে
সঞ্জএ করিল **বিরচন**॥

(৩৫) ভারত অমৃত কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে **রচিল** সঞ্জয়॥

(৩৬) মহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
কতুকে কোমল পদ **রচিল** সঞ্জএ॥

(৩৭) ভারতের কথা কতুক বিসেস।
সঞ্জএ **রচিআ** প্রকাসিল সর্ব্ব দেস॥

(৩৮) ভারথের পুণ্যকথা সুধারসময়।
সঞ্জয় **রচিল** জেন ফুটীল কমল॥

(৩৯) স্লোকবন্ধে ভারত কথা ব্যাস কহিল।
সেহি কথা **পয়ার করি** সঞ্জয় **রচিল**॥

(৪০) মহাভারতের কথা স্বর্গে আরোহণ।
সঞ্জয়ে **রচিল** পোতা মধুর ভাসন॥

(৪১) মহাভারতের কথা সর্গ আরোহণ।
পয়ারের সঞ্জয় কথা করিল **রচন**॥

(৪২) অস্টাদস পর্ব্ব মুনি ভারথ রচিল।
পরাহেতে ভাসে তাহা সঞ্জয় **রচিল**॥

কবির এইসকল উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, কবি সঞ্জয় বাঙলা ভাষায় মহাভারত-মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সঞ্জয়নামে একজন বাঙলা মহাভারত-রচয়িতা কবির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

CENTRAL LIBRARY

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কবির কালনির্ণয়

কবি সঞ্জয়ের কালনির্ণয়বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া, বাঙলা মহাভারতের আদিকবি-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিব। সঞ্জয় তাঁহার কাব্যে এমন অনেক উক্তি করিয়াছেন, যাহাদের বিচার করিলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে সঞ্জয়ই বাঙলা মহাভারতের প্রথম কবি। এই সকল উক্তি কয়েকটি শ্রেণীতে আহরণ করিয়া বিচার করা যায়।

[ক]

কবি সঞ্জয়ের পূর্বে কেহ বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন নাই, এইরূপ বক্তব্যযুক্ত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আদিকবিনির্দেশ।

[খ]

মহাভারতকে কবি সংস্কৃতভাষারূপ অন্ধকার হইতে বাঙলাভাষারূপ আলোকে আনয়ন করিয়াছেন এইরূপ উক্তির দ্বারা আদিকবিনির্দেশ।

[গ]

অ-সংস্কৃতজ্ঞ জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্যতার জন্য বাঙলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন সম্বন্ধীয় উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আদি কবি নির্দেশ।

[ঘ]

পূর্ববর্তী মহাভারতকারদের উল্লেখ এবং অনুবাদের আকরগ্রন্থের উল্লেখযুক্ত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মহাভারতের কবিদের মধ্যে সঞ্জয়ের কালগত স্থাননির্ণয়।

[ঙ]

সঞ্জয়ের পরিচিত মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার কাব্যের ভাষার কোমলতা ও সহজবোধ্যতার উল্লেখযুক্ত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা মহাভারতের আদিকবিনির্দেশ।

[চ]

বাঙলা ভাষায় কবির মহাভারত রচনার উদ্দেশ্যমূলক উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা মহাভারতের আদি-কবিনির্ণয়।

[ক]

কবি সঞ্জয় তাঁহার কাব্যে এমন কতকগুলি উক্তি করিয়াছেন যাহাদের বিচার করিলে তাঁহাকে বাঙলা মহাভারতের আদিকবি বলিয়া মনে হয়।

(১) ভিষ্মের জন্মকথা ভারত পুরাণ।
জন্মেজয় সুনিল কহিল বৈসম্পায়ন॥
সেহি কথা অনুসারি পুরাণ বিস্তারি।
পদবন্ধ কার বেক্ত করিম পাচালি॥

যেই জনে সুনে ভণে পাপ হএ ক্ষএ।
ইহারে সুনিলে অশ্বমেদ ফল হএ॥
পাচালি করিয়া কেহ না করিয় হেলা।
পুরাণ ভারথ কথা অমৃত সুখনা॥
সঞ্জয় কহিল কথা মহাভারতএ।
সুনিলে পাপ ক্ষএ পুণ্য অতিসএ॥

কবি সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচিত হইল বলিয়া, কেহ যেন অবহেলা না করেন। মনে হয়, সেই সময়ে বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনার রীতি ছিল না, সেইজন্যেই তাঁহার এই অনুরোধ। অপরপক্ষে, তাঁহার পরবর্তী পংক্তিটিতে কবি বলিয়াছেন যে, সংস্কৃতাশ্রিত মহাভারত শুষ্ক অমৃততুল্য, তাহা সাধারণের কাব্যরস-পিপাসার নিবৃত্তির সহায়ক নয়। সুতরাং তিনি সেই শুষ্ক অমৃতকে বাঙলাভাষারূপ বারিসিঞ্চনের দ্বারা সাধারণের পানীয় করিয়া তুলিতে প্রয়াসী। এইজন্যে মনে করা যাইতে পারে, কবি সঞ্জয় বাঙলা মহাভারতের পথপ্রদর্শক অনুবাদক।

(২) সঞ্জয়ে **পয়ারে** কথা কহিল **জেনমত**।
হেনমতে কেহ নাহি **রচয়ে** ভারত॥
(৩) কর্ণ পর্ব্ব সঞ্জয়ে কহিল **জেনমত**।
হেনমত কেহ নাহি **রচয়ে** ভারত॥

এই উক্তি দুইটি বিচার করিলে বলা যায়, কবি সঞ্জয়ের পূর্বে বাঙলা ভাষায় কেহ মহাভারত রচনা করেন নাই। বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনার রীতি সম্ভবতঃ তখন ছিল না, নতুবা 'হেনমতে কেহ নাহি রচয়ে ভারত' কথাটির যথেষ্ট মূল্য থাকে না। কাব্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে এতদূর আত্মবিশ্বাস সেইযুগে আশা করা যায় না, সুতরাং কবি যে ভাষা সম্পর্কে ইহা বলিয়াছেন তাহাই মনে হয়; বিশেষ করিয়া কবি 'পয়ারে' কথাটি উল্লেখও করিয়াছেন। অতএব এইরূপ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কবি সঞ্জয়কে মহাভারতের বাঙলা অনুবাদের পথিকৃৎ বলিয়া মনে করা যায়।

(৪) আদিপর্ব্ব মহাপোতা পুরাণ দেখিয়া।
সঞ্জয় রচিল তারে পাচালি করিয়া॥

এই উক্তিটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মহাভারত সংস্কৃতাশ্রিত কাব্য বিবেচনা করিয়া কবি বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত হন। 'দেখিয়া' কথাটি 'বিবেচনা করিয়া' (considering) অর্থে মধ্য-যুগের বাঙলা সাহিত্যে অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য পুরাণ অনুসরণ করিয়া অর্থেও, ইহার অর্থগ্রহণ করা যায়। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে বলা যায়, মহাভারত সংস্কৃতাশ্রিত বলিয়া কবি নানাকারণে উহা বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সুতরাং ইহা হইতেও মনে হয়, তিনি বাঙলা মহাভারতের আদিকবি।

[খ]

কবি সঞ্জয় সংস্কৃতভাষাশ্রিত মহাভারতের বাঙলা ভাষান্তরকরণে এমন এক শ্রেণীর উপমা ব্যবহার

করিয়াছেন, যাহাদের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত, হয় তাঁহার কাব্যের পূর্বে বাঙলা ভাষায় মহাভারতের কোন অনুবাদ হয় নাই।

(১) ভারথ সমুদ্র য়তি **অন্দকারমএ**।
প্রদিপ জালিআ তাতে দিলেন সঞ্জএ॥
(২) অতি **অন্ধকার** জে মহাভারথ সাগর।
পাচালি সঞ্জয়ে তাকে করিল **উজ্জ্বল**॥
(৩) পুণ্যের সাগর কথা সুদারসমএ।
প্রদিপ জালিআ তাতে দিলেন সঞ্জএ॥
(৪) ভারথের পুণ্যকথা অন্ধকারময়।
প্রদিপ জালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জয়॥
(৫) মহাভারতের কথা সুধাস্নিগ্ধময়।
প্রদিপ জালিয়া তাথে দিলেন সঞ্জয়॥
(৬) ভারত সাগর কথা অন্ধকারমএ।
প্রিদিপ জালিয়া তাথে দিলেন সঞ্জএ॥
(৭) আদি পর্ব্ব কথা এই অন্ধকারমএ।
প্রদিপ জালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জয়॥
(৮) এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাসের কবিতা॥
ভারথ সমুদ্র য়তি অন্ধকারমএ।
প্রদিপ জালিয়া তাতে দিলে সঞ্জএ॥

এইরূপ উক্তি হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় সংস্কৃত মহাভারত সুধা-স্নিগ্ধময় হইলেও অন্ধকারতুল্য, কেননা অধিকাংশ জনসাধারণ সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ। সুতরাং কবি সংস্কৃত ভাষারূপ অন্ধকার হইতে বাঙলা ভাষারূপ আলোকে তাহা প্রোজ্জ্বল করিয়া অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছেন। কবি সঞ্জয়ের পূর্বে কোন বাঙলা মহাভারতের অস্তিত্ব থাকিলে, কবি এইরূপ উক্তি করিতে পারিতেন না। স্বভাবতঃই মনে করা যায়, সঞ্জয়ই বাঙলা মহাভারতের আদি অনুবাদক।

[গ]

কবি সঞ্জয় মহাভারত কাব্যের বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিবার পিছনে একটি বিষয় বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন এই যে, জনসাধারণের নিকট সংস্কৃত মহাভারতের আবেদন স্বাভাবিক কারণেই নাই। সেইজন্যে তিনি সর্বজনের বোধ্য ভাষার আশ্রয়ে মহাভারত রচনা করিতে প্রয়াসী। বাঙলা মহাভারতের অস্তিত্ব থাকিলে কবি এই উক্তি করিতে পারিতেন না। নিম্নে এইরূপ উক্তিগুলি উদ্ধৃত করি।

(১) **পণ্ডিতে বুঝয়ে ইহা** বড় সুনিশ্চিতে।
আর লোকে দুঃখভাবে সুখ নিরক্ষিতে॥

এতেকে সকল লোক সুখে বুঝিবারে।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিয়া পয়ারে॥

(২) সৈত্যবতি সুতমণি গুণে যুত ব্যাস।
শ্লোকবন্ধে ভারথ জে করিল প্রকাস॥
এইসব কথা তবে প্রবন্ধ পয়ার।
সঞ্জএ কহিল তবে লোকে জানিবার॥

(৩) সৈত্যবতী সুতমণি অবনি করিল ঋণী
সভাপর্ব্ব নানারসময়।
শ্লোক ভাঙ্গি অনুসারে পয়ার করিল তারে
বুঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥

(৪) অনন্ত অপূর্ব্ব কথা পুণ্য ভারথএ।
লোকে বুঝাইতে পদ কহিল সঞ্জএ॥

(৫) সর্ব্ব জনে ধর্ম্মকথা সুনিবার তরে।
সঞ্জয় রচিল পোতা মধুর পয়ারে॥

(৬) মোহাভারতের কথা কতুক বিসেস।
সঞ্জয়ে রচিআ প্রচারিল সর্ব্ব দেস॥

(৭) সঞ্জয়ে যে কথা কৈল বুঝে সর্ব্ব জন।
অমৃত সমান মহাভারথ কথন॥

(৮) সভাপর্ব্ব মহাপুতা ভারতের সার।
পদে পদে আছে জার ধর্ম্মের প্রচার।
শ্লকবন্ধে ভারথ না বুজে লুক * * *।
পআর প্রবন্ধে কহে সঞ্জএ তাথে॥

(৯) সঞ্জয়ে বাখানে লুকে বুঝিতে কারণ।
অভিরত স্নিগ্ধ হয় ভারত স্রবণ॥

(১০) শ্লোকবন্ধে সকলে না পারে বুঝিবারে।
পদবন্ধে কৈল সঞ্জয় লোক বুঝিবারে॥

(১১) লোকে বুঝিবারে তরে বিরাট পর্ব্ব কথা।
পাঞ্চালি সঞ্জএ তবে বুজাএ সর্ব্বথা॥

(১২) পয়ার প্রবন্ধে কথা বিরাট পর্ব্বয়।
সুখে সর্ব্বলোকে বুঝে কহিল সঞ্জয়॥

(১৩) বিরাট পর্ব্বের কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধে।
সঞ্জয়ে কহিল লোকে বুঝিতে সানন্দে॥

(১৪) বিরাট পর্ব্বে এই কৃপের মন্ত্রণা।
পাঞ্চালি সঞ্জয়ে কহে **বুঝে সর্ব্বজনা॥**

(১৫) বিরাট পর্ব্বেত উত্তর পরাজয়।
পাচালিয়ে সকল লোক বুঝায়ে সঞ্জয়॥

(১৬) বিরাট পর্ব্বেত জে জুদ্ধের বিবরণ।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল **বুঝিতে কারণ॥**

(১৭) পয়ার প্রবন্ধে কথা বিরাট পর্ব্বয়।
সর্ব্ব লোকে বুঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥

(১৮) অভিমন্যু বিবাহ হৈল এই মতে।
সঞ্জএ **পাচালিক্রমে বুঝাইল লোকেতে॥**

(১৯) দ্রোণের মন্ত্রণা এই বিরাট পর্ব্বয়।
পাচালিএ সর্ব্ব লুকে বুঝাএ সঞ্জয়॥

(২০) ভারতের পুণ্যকথা বাখানে সঞ্জয়।
লোকেতে প্রচার হেতু করিঅ। পআর॥

(২১) অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা সুনি ভারতের।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল **কৃপায়ে লোকের॥**

(২২) সুতস রাজার কথা দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
লোকে বুঝিবারে কথা কহিল সঞ্জএ॥

(২৩) দ্রোণ পর্ব্ব কহি এই জয়দ্রথ বধে।
সঞ্জয়ে বুঝায়ে লোক পয়ার প্রবন্ধে॥

(২৪) সঞ্জয় কহিল কথা জয়দ্রথ বধে।
লোক বুঝিবারে কহে দিল পয়ার প্রবন্ধে॥

(২৫) ভারথের পুণ্যকথা য়মৃতের ঘটা।
পণ্ডিতের সুধামধু মুর্খের ঝগড়া॥
দ্রোণের বিজয় কথা দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

(২৬) শ্লোকভাঙ্গি অনুসারে পয়ারে রচিল তারে
বুঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥

(২৭) ইহলোকে পরলোকে ভারত উত্তম।
সঞ্জয় কহিল **ভবে লোকেতে সুগম॥**

(২৮) ইহলুকে পরলুকে ভারত উত্তম।
সঞ্জয়ে কহিল ভবে **লুকের সুগম॥**

(২৯) ভারতের পুণ্যকথা নানারসময়।
লোকে বুঝিবার হেতু কহিল সঞ্জয়॥
(২৯) কর্ণ জে পর্ব্বের কথা অতি মনুরম।
সঞ্জয়ে বোলয়ে সর্ব্ব লোকের সুগম॥
(৩১) লোকবন্ধে সকলে জে না পারে বুঝিবার।
গিতছন্দে সঞ্জয় জে করিল পয়ার॥
(৩২) গদা পর্ব্ব সঞ্জয়ে বাখানে অনায়াসে।
সুনিতে সর্ব্ব লুকে প্রমর্ত্ত হেন ভাসে।
(৩৩) ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের সার।
সঞ্জএ কহিল লোক করিয়া প্রচার॥
(৩৪) এইমতে নানা কথা কহিতে কতুকে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সুন মহাসুখে॥
(৩৫) মহাপুণ্য কথা এই অমৃত নির্জ্জাস।
পণ্ডিতের অমৃত মুর্খের মনে হাস॥
সঞ্জএ কহিল কবিতা দেবত্ব সর্ব্ব।
লোকবন্দে ব্যাসকৃত অস্টাদস পর্ব্ব॥

কবি সঞ্জয়ের উক্তিতেই প্রতীয়মান হয় যে অ-সংস্কৃতজ্ঞ জনগণের ধর্মপিপাসা তথা মহাভারতের পাঠ বা শ্রবণের ইচ্ছা পূরণের কোন পথ ছিল না। কবি সেই অগণিত জনগণের জন্য বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন, যাহাতে তাহাদের এই মহাকাব্যের রসগ্রহণে ভাষাগত বাধা বিদূরিত হয়। বাঙলা ভাষায় কবি সঞ্জয়ের রচনার পূর্বে কোন মহাভারতের অস্তিত্ব থাকিলে কবি এইরূপ উক্তি করিতে পারিতেন না। উল্লেখ প্রাসঙ্গিক যে বঙলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের রচয়িতাদের মধ্যে কৃত্তিবাস ও সঞ্জয় ব্যতীত এইরূপ উক্তি আর কেহ করেন নাই। বাঙলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন-প্রেরণাজাত এই ধরণের উক্তি সঞ্জয়-কৃত্তিবাসের ন্যায় আদিকবির পক্ষেই স্বাভাবিক ও সম্ভব, পরবর্তীকালের কোন রামায়ণ-মহাভারত রচয়িতার নিকট, তাহা আশা করা যায় না। ভাগবতের বাঙলা ভাষায় প্রথম অনুবাদক, মালাধর বসুও, এইরূপ উক্তি বার বার করিয়াছেন। বাঙলা-মহাভারতের দ্বিতীয় অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর এইরূপ উক্তি করেন নাই। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, বাঙলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের কেবলমাত্র আদিকবি এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। এই বিচারে সঞ্জয়কে বাঙলা মহাভারতের প্রথমকবি বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

[ঘ]

কবি সঞ্জয় তাঁহার কাব্যে তাঁহার পূর্বসূরী সংস্কৃত মহাভারতের কবিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও কোন বাঙলা মহাভারত রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। কবির পূর্বে বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচিত হইলে কবি সম্ভবতঃ তাহা উল্লেখ করিতেন কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই রচয়িতার নাম পাওয়া

বাইত। সুতরাং মনে করা যায়, সঞ্জয়ের পূর্বে কোন কবি বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন নাই। নিম্নে সঞ্জয়ের উক্ত পূর্বসূরী-উল্লেখমূলক উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিব।

(১) তবে মুনি এক লৈক্ষ অবসিস্ট শ্লোক।
প্রীথিমীতে নিল মুনি নিস্তারিতে লোক॥
বৈসম্পয়ানে আনে সুনে জন্মেজএ।
পয়াক্ষেতে ভাসে পদ রচিল সঞ্জএ॥

(২) একলক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কবিতা॥
ভারথ সমুদ্র অতি অন্ধকারমএ।
প্রদিপ জালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জএ॥

(৩) ভারতের পুণ্যকথা সঞ্জএ রচিল গাথা
ব্যাসদেব করিল রচন॥

(৪) সৈত্যবতিসুতমনি গুণেজুত ব্যাস।
শ্লোকবন্দে ভারথ জে করিল প্রকাস॥
এই সব কথা তবে প্রবন্ধ পয়ার।
সঞ্জএ কহিল তবে লোকে জানিবার॥

(৫) শ্লোকবন্দে ভারথকথা ব্যাস কহিল।
সেহি কথা পয়ার করি সঞ্জয় রচিল॥

(৬) মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ব্যাসভক্তি কাম্য করি কহিলা সঞ্জয়॥

(৭) সৈত্যবতিসুতমনি অবনি করিল ঋণী
সভা পর্ব্ব নানারসময়।
শ্লোকভাঙ্গি অনুসারে পয়ার করিল তারে
বুঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥

(৮) দ্রৌপদীর করুণ গাথা ব্যাসদেব কৈল গাথা
সঞ্জএ জে করিল বাখান।

(৯) বিরাট পর্ব্বেত এহি পাণ্ডব কথন।
ভবভয় তরিবারে করহ স্রবণ॥
ভারত পঞ্চমবেদ নিজুসের ধার।
ব্যাসদেব হনে সব হইল বিস্তার॥
বৈসম্পায়ন বোলে সুনে জন্মেজয়।
পয়ারে গড়িয়া সব বাখানে সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

(১০) সঞ্জএ রচিল গাথা **ব্যাসের** রচিত পোথা
সুন সুন পরিক্ষিতসুত ॥

(১১) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন **বেদব্যাসের** কবিত্ব।
সঞ্জএ রচিল পুণ্য ভারত বিস্তার ॥

(১২) জন্মেজয় স্থানে কহে **মুনি তপোদন**।
শ্লোক ভাঙ্গি সঞ্জয় জে কৈল পদবন্ধ ॥

(১৩) দেখিয়া জে দুর্য্যোধন হইল মলিন মন
হুতাশ হৈল দুঃশাসন।
ভারতের পুণ্যকথা সঞ্জএ কহিল পুথা
ব্যাসদেব করিল রচন ॥

(১৪) মহাভারতের এই বন পর্ব্ব পুথা।
সঞ্জয়ে পয়ার কৈল **ব্যাসের** কবিতা ॥

(১৫) **ব্যাসের** কবিত্ব পুথা সঞ্জয় করিল কথা
বন পর্ব্বে উত্তম কথন ॥

(১৬) **জৈমনি** ভারথকথা সঞ্জয়ে রচিল পুথা
জন্মেজয় সুনে সাবধানে।

(১৭) মহাভারতের কথা সমুদ্র উপম ॥
সঞ্জএ কহিল কথা **ব্যাসভক্তি কর্ম্ম** ॥

(১৮) **ব্যাসের** কবিত্ব পুণ্য মহাভারতএ।
পঅার করিয়া তারে বাখানে সঞ্জএ ॥

(১৯) **ব্যাসের পঞ্চমবেদ** দ্রোণ পর্ব্ব পুথা।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল পাচালিরূপে কথা ॥

(২০) **ব্যাসের** কবিতা পুথা সঞ্জএ করিল গাথা
বন পর্ব্বে উত্তম কথা ॥

(২১) সৈত্যবতিসুত জান মহামুনি **ব্যাস**।
শ্লোকবন্ধে ভারথ জে করিল প্রকাস ॥
সেই সব কথা তবে প্রবন্ধে পয়ার।
সঞ্জএ কহিল তারে লোক তরিবার ॥

(২২) **বৈসম্পয়ান** মুনি কহে জন্মেজএ।
পরাহ্নেতে ভাসে তাহা রচএ সঞ্জএ ॥

(২৩) **বৈসম্পয়ান** মুনি অবনি করিল রিনি
ভারত পুরাণ বেদমএ।

CENTRAL LIBRARY

দৈবের চরণভাগে দৈবের আপদ লাগে
শ্লোকভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ ॥

(২৪) **ব্যাসের পঞ্চমবেদ** দ্রোণপর্ব্ব পুণ্য।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল পাচালীরূপে কথা ॥

(২৫) বিস্তর অদভুত রত্ন কর্ণ পর্ব্ব পোতা।
মোহামুনি **ব্যাসে** জারে করিয়াছে গীতা ॥
সঞ্জএ জে কথা কৈল ধৃতরাষ্ট্র স্থানে।
সে কথা কহিলম আমি তোমা বিদ্যমানে ॥
ভারথ অমৃত কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

(২৬) এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন **বেদব্যাসের** কবিতা ॥
সাধারণে ধর্ম্মকথা বুঝাইবার তরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥

(২৭) বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা জুধিষ্ঠির।
ঘন ঘন সদাএ চক্ষুর পড়ে নীর ॥
সঞ্জএ রচিল পোতা ভারত সংহিতা।
কৃষ্ণের চরিত্র কথা **ব্যাসের কবিতা** ॥

(২৮) ভারথ পঙ্কজ রবি মহামুনি **ব্যাস**।
শ্লোকবন্ধে ভারত যে করিল প্রকাস ॥
পুণ্যশ্লোক বাখান করিল পদবন্দে।
সঞ্জয় কহিল কথা পয়ারের ছন্দে।

(২৯) তখনে অর্জ্জুন গেল সংসপ্তক রণে।
সঞ্জয়ের দিব্য কথা সঞ্জএ বাখানে ॥

মহাভারতের রচয়িতা বা প্রবক্তারূপে কবি সঞ্জয় নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—ব্যাস, বৈশম্পায়ন, জৈমিনী ও সঞ্জয়। ব্যাসভক্তিকর্ম হিসাবে তিনি এই মহাভারত বাঙলা ভাষায় রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের নাম ব্যতীত অন্য কোন কবির বা কোন গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে বাঙলা ভাষায় কবি সঞ্জয়ই মহাভারত রচনার পথপ্রদর্শন করিয়াছেন।

[৬]

কবি সঞ্জয় তাহার মহাভারতের ভাষার কোমলতা ও সহজবোধ্যতা সম্পর্কে নানাভাবে বিভিন্ন স্থানে অনেক উক্তি করিয়াছেন। এই উক্তিগুলি যে বাঙলা ভাষা সম্পর্কে করা হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অনুবাদসাহিত্যের প্রথম কবি একমাত্র এইরূপ উক্তি করিতে পারেন।

CENTRAL LIBRARY

(১) মহাভারতের কথা পুণ্য অতিসএ।
কতুকে **কমল পদ** রচিল সঞ্জএ॥

(২) মোহাভারতের কথা কতুক প্রচুর।
সঞ্জএ **রচিআ পদ করিলা মধুর**॥

(৩) ভারতের পুণ্যকথা নানারসমএ।
কতুকে **কমল ভাস** রচিল সঞ্জএ॥

(৪) ভারতের পুণ্যকথা নানারসমএ।
কতুকে **কোমলপদ** কহিল সঞ্জএ॥

(৫) **পয়ার প্রবন্ধে কহে কেবল অমৃতময়ে**
সঞ্জএ রচিল পুণ্য গীত॥

(৬) এমতে দ্রৌপদি রৈলা বিরাটের পুরে।
ভারত **মধোর কথা কহিলো পয়ারে**॥
বিরাট পর্ব্বেত এহি দ্রৌপদি প্রবেস।
সঞ্জএ কহিলো কথা বাখানি বিসেস॥

(৭) বার্ত্তা সুনি সর্ব্বজন হইল হরসিত।
সঞ্জএ কহিল কথা **মধুর ভাসিত**॥

(৮) দক্ষিণ গোগৃহ কথা সুধারসমএ।
মধুর পয়ার করি কহিল সঞ্জয়॥

(৯) নকুল প্রবেস এহি বিরাট পর্ব্বয়।
পয়ারে গাথিয়া সব বাখানে সঞ্জয়॥

(১০) অর্জ্জুন প্রবেস এই বিরাট পর্ব্বয়।
কোমল পাঞ্চালি কথা কহিল সঞ্জয়॥

(১১) **ললিত পাচালি** কথা রচিল সঞ্জয়।
বিরাট পর্ব্বেত এহি কর্ণের পরাজয়॥

(১২) আদি পর্ব্বে কথা এই মহাভারতয়।
পাচালি প্রবন্ধে ইহা কহেন সঞ্জয়॥

(১৩) সিসুপাল বধ সাঙ্গ সভা জে পর্ব্বয়।
পয়ারে সুগম কথা কহিল সঞ্জয়॥

(১৪) সভাপর্ব্ব সাঙ্গ জানিহ এতদূরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা **মধুর পয়ারে**॥

(১৫) ভিমের প্রবেস এই বিরাট পর্ব্বয়ে।
পাঞ্চালি ললিত কথা কহিল সঞ্জয়ে॥

(১৬) কিচকের বধ হৈল বিরাট পর্ব্বয়।
পাঞ্চালি সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

(১৭) বিরাট পর্ব্বেত উত্তর পরাজয়।
পাচালিয়ে সকল লোক বুঝায়ে সঞ্জয়॥

(১৮) ভিন্ন পর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

(১৯) বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি॥
অন্তকালে স্বর্গলাভ নাহিক সংসয়।
পয়ার প্রবন্ধে কথা রচিল সঞ্জয়॥

(২০) চারিবেদ জে বাখানে ব্যাসমুনি।
সঞ্জয়ে বেকত কৈল **অদভুত বাণি**॥

(২১) দ্রোণ পর্ব্ব সুন এই ভিমের প্রবেস।
সঞ্জয়ে কহিল কথা **অমৃত বিসেস**॥

(২২) হেন ইতিহাস কথা দ্রোণ পর্ব্ব পোথা।
পাচালিয়ে সঞ্জয় কহিল তার কথা॥

(২৩) বুড়া তরুণে যুদ্ধ হইল প্রচুর।
সঞ্জয় কহিল কথা **সুনিতে মধুর**॥

(২৪) মধুর পয়ার বানি গদা পর্ব্বয়।
অমৃত ভাসিত কথা কহিল সঞ্জয়॥

(২৫) শল্য পর্ব্ব সাঙ্গ পুনি হইল এতদূরে।
সঞ্জয়ে **বোলয়ে তারে মধুর পয়ারে**॥

(২৬) সঞ্জএ বোলএ মহাভারতের সার।
পয়ার প্রবন্ধে কথা লোক বুঝিবার॥

(২৭) জগতমোহন কত কথা আছে ভারতয়।
সুমধুর জত কথা কহিল সঞ্জয়॥

(২৮) তিন বীর পাছে জানি শল্যের বিক্রম।
সঞ্জয়ে বাখানে জেন **কথা মনরম**॥

(২৯) ডাইন বাম করি রথ চালাএ সারথি।
সঞ্জয়ে বাখানে কথা **অমৃত ভারথি**॥

(৩০) দুষ্টছ্যয়ে ভীমে তবে করে কোলাকুলি।
সঞ্জয়ের দিব্যকথা **মধুর পাঞ্চালি**॥

CENTRAL LIBRARY

(৩০) সঞ্জয়ে বোলয়ে মহাভারতের সার।
গিতবুদ্ধি বুঝি লোক চাহে তরিবার॥

(৩২) **এমত ভারত কথা** কহিল সঞ্জয়।
গীত হেন গাহে লোক মোহিত হৃদয়॥

"কোমল পদ, কোমল ভাষা, মধুর কথা, মধুর ভাষা, ললিত কথা, ললিত পাচালী, শুনিতে মধুর, অমৃত বিশেষ, মনোরম কথা" প্রভৃতি বহুবার ব্যবহার করিয়া কবি সঞ্জয় বিশেষভাবে বাঙলা ভাষাকে নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার কাব্য এত সহজ-সরল ভাষায় রচিত হইয়াছে যে, তাহা সাধারণলোকের নিকট সঙ্গীততুল্য। এইরূপে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন এবং তাহার পূর্বে অনুরূপ কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না। তাহা থাকিলে কবি নূতন করিয়া কাব্য লিখিতে গিয়া, এই সকল কথা এত ব্যাপকভাবে বলিতে পারিতেন না।

[চ]

কবি সঞ্জয়ের বাঙলা মহাভারত রচনার পিছনে উদ্দেশ্য, জনসাধারণের নিকট তাহা সহজবোধ্য করিয়া প্রচার করা—ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি।[১] এই স্থানে আমরা কবির এমন কতকগুলি উক্তি চয়ন করিব, যাহাদের দ্বারা কবির মহাভারতের ব্যাপক-প্রচারের উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়। কবি বলিতে চাহেন মহাভারত পঞ্চমবেদ। চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি মহাভারত শ্রবণের ফলশ্রুতি। মহাভারতের ন্যায় বিশিষ্ট পুরাণ-কথা পাঠ বা শ্রবণ করিলে ভবসিন্ধুর দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া স্বর্গলাভ ঘটে। কিন্তু এই মোক্ষদাতা গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া অ-সংস্কৃতজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে তাহা সহজসাধ্য নয়; সুতরাং জনসাধারণ সেই ফললাভে বঞ্চিত। কবি সঞ্জয় এই মহান উদ্দেশ্যে জনসাধারণের জন্য বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। আমাদের [গ] আলোচনার সঙ্গে মিলাইয়া কবির এই উক্তিগুলি বিচার করিলে, এই কথাই মনে হয় যে, কবি সঞ্জয় মহারতের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ দ্বারা যাহাতে সর্বলোক উপরিউক্ত ফললাভ করিতে পারে, সেই জন্যই তিনি বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচার করেন। বাঙলা ভাষায় মহাভারতের অস্তিত্ব থাকিলে, তাঁহার পক্ষে এইরূপ উক্তির অবতারণা, অনেকাংশে অসঙ্গত হইত।

(১) হেনমতে বিবাহ করিল জন্মেজয়।
ভারথ প্রচার হেতু কহিল সঞ্জএ॥

(২) আদি পর্ব্ব বিবরণ পাণ্ডববিজয়।
নরলোক নিস্তারিতে কহিল সঞ্জয়॥

(৩) ভারথ অমৃত কথা সুধারসময়।
পাতকি তরিতে তবে কহিল সঞ্জয়॥

১. বর্তমান অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদের [গ] ও [ঙ] অংশ দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

(৪) সর্ব্বজনে ধর্ম্মকথা সুনিবার তরে।
সঞ্জএ রচিল পোতা মধুর পয়ারে॥

(৫) ভারত অমৃত কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

(৬) আদি পর্ব্বের বিবরণ পাণ্ডববিজএ।
লোকনিস্তারিতে কথা কহিল সঞ্জএ॥

(৭) জজাতি চরিত্র এ জে বিচিত্র পয়ার।
সঞ্জএ রচিল ভবভয় তরিবার।

(৮) আদি পর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে রচিল সঞ্জয়॥

(৯) মহাভারতের কথা নানারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

(১০) বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
সঞ্জয় কহিল কথা ভবতরিবার॥

(১১) মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
সঞ্জয় কহিল পাপি হইতে নিস্তার॥

(১২) ভারথ নির্ম্মল কথা সুধারসময়।
ভবভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

(১৩) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ্য পুণ্যের উদয়।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক কহিল সঞ্জয়॥

(১৪) ভারথের পুন্নকথা য়মৃত লহরি পোতা
পাপহিন পুন্ন য়তিসএ।
সুনিতে উপজে জ্ঞান সমন্তে পরিত্রাণ
বিবেচিয়া কহিল সঞ্জয়॥

(১৫) ভারত অমৃতকথা সুদারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের ধার।
ব্রহ্মহত্যাপাপি সোনে তথাপি নিস্তার॥

(১৬) মহাভারতের কথা সঞ্জয়ে রচিল পুথা
বন পর্ব্ব পবিত্র নির্ম্মাণ॥
পুণ্যলাভ পাপনাস সুনিতে অমৃত ভাস
সুনে ভণে জেই পুণ্যবান॥

CENTRAL LIBRARY

(১৭) ভিস্ম পর্ব্ব মহাপোতা প্রথম দিন রণ।
সঞ্জয় কহিল কথা **অমৃত সিঞ্চন** ॥

(১৮) মধুর পয়ার কথা দ্রোণ জে পর্ব্বয়।
ভবভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

(১৯) ভারথের পুণ্যকথা অমৃতের ঘটা।
পণ্ডিতের সুধামধু মূর্খের ঝগড়া ॥
দ্রোণের বিজয় কথা সে দ্রোণ পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ ॥

(২০) **ধর্ম্ম অর্থ কাম মুখ্য** আছে যত কথা।
পাচালিয়া সঞ্জয় কহিল সব কথা ॥

(২১) ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের ধার।
পাতকি সুনিলে হএ ভবেতে নিস্তার ॥

(২২) প্রথম দিবস যুদ্ধ হইল এথদূরে।
সঞ্জয় কহিল **পাপি ভবতরিবারে** ॥

(২৩) ভারোথ প্রস্তাপে কর্ণ পর্ব্বের বিজএ।
মোহাপাপি ত্রাণ হেতু কহিল সঞ্জএ ॥

(২৪) সুনিলে **সকল দুষ্ক্য সর্ব্ব হএ ক্ষএ**।
পাঞ্চালি প্রবন্ধে তার রচিল সঞ্জএ ॥

(২৫) সঞ্জএ রচিল তবে **অমৃতের সার**।
ব্রহ্মহত্যাপাপি সুনে তথাপি নিস্তার ॥

(২৬) **সুনিলে শ্রবণসুখ পাপ হয়ে ক্ষএ**।
পদবন্দ করি তাকে রচিল সঞ্জয় ॥

(২৭) মহাভারতের কথা সঞ্জএ বাখানে।
চিরজিবি হয়ে পুণ্য বাড়ে দিনে দিনে ॥

(২৮) ইহলুকে পরলুকে **ভারত উত্তম**।
সঞ্জয়ে কহিল তবে লুকের সুগম।

(২৯) **পবিত্র নির্ম্মল** পুথা সঞ্জএ বাখানে।
চিরজিবি হএ সেই জেই সুনে ভণে ॥

(৩০) মোহাভারতের কথা কতুক বিসেস।
সঞ্জএ রচিআ **প্রচারিল সর্ব্বদেস** ॥

"জনসাধারনের ভবসিন্ধু তরিবার জন্য, ভবভয়ত্রাণ হেতু, নরলোক নিস্তারিতে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ" লাভের প্রত্যাশায় এবং অনুরূপ কতকগুলি উদ্দেশ্যে কবি মহাভারত কাব্যের অনুবাদ করেন। জনসাধারণ সংস্কৃত-মহাভারত অনুধাবন করিতে পারেন না। সেই অন্তরায় দূর করিয়া বাঙলা ভাষার

CENTRAL LIBRARY

আশ্রয়ে মহাভারত রচনা করায় জনসাধারণের মধ্যে সর্বদেশে ইহার প্রচার সম্ভবপর হইবে। এই মহাভারতের পূর্বে বাঙলা ভাষায় কোন মহাভারত রচিত হইলে কবির এই প্রত্যাশামূলক উক্তি অর্থহীন হইত।

সঞ্জয়ের মহাভারত-কাব্যে উল্লেখিত নানাবিধ উক্তি ও বক্তব্যের আমরা বিচার করিয়া দেখিলাম। এই সকল বিচারে কবি সঞ্জয়কে বাঙলা মহাভারতের আদিকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এইবার আমরা বাঙলা-মহাভারতের অন্যান্য রচয়িতাদের প্রয়োজনীয় উক্তি ও রচনাধর্মের পরীক্ষা করিয়া পরোক্ষভাবে বাঙলা মহাভারতের আদিকবি নিরূপণে প্রয়াসী হইব।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্য হইতে আমরা কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্য অতি সংক্ষিপ্ত। এই কাব্যে দেবদেবীর বন্দনা এবং তত্ত্বালোচনা অতি সামান্যই রহিয়াছে। উপাখ্যানের অংশ অতি সংক্ষিপ্ত এবং মহাভারতের অধিকাংশ উপাখ্যান বর্জিত হইয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহের অংশগুলি কবি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের যে পুথিগুলি দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সংরক্ষিত ১৬৯ সংখ্যক পুথিটি নির্ভরযোগ্য। উক্ত পুথিটি অশ্বমেধ পর্বে সমাপ্ত। সম্ভবতঃ তিনি অশ্বমেধ পর্বের পর আর রচনা করেন নাই।

কবীন্দ্র-শ্রীকর নন্দী-'বিজয় পণ্ডিত' সমস্যা আমাদের আলোচ্য নয়। তথাপি মনে হয়, ইঁহাদের রচনা বহুল সাদৃশ্যপূর্ণ। ইহাদ্বারা তাঁহাদের একক সত্তা নিরূপণ করা যায় কিনা, তাহা এখানে আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজনীয় এই যে, যে মিল তাঁহাদের রচনায় আছে তাহার সঙ্গে সঞ্জয়ের মহাভারতের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। সঞ্জয়ের রচনার ন্যায় উপাখ্যান-বহুলতা, দেবদেবীর বন্দনা, বিস্তারিত ধর্মতত্ত্বালোচনা প্রভৃতি উক্ত কবিদের কাহারও রচনায় পাওয়া যায় না। এইজন্যেই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের অপেক্ষা সঞ্জয়ের মহাভারত আকারে প্রায় তিনগুণ ধারণ করিয়াছে। কবীন্দ্র পরাগল খানের নির্দেশে কাব্য রচনা করিতে গিয়া হিন্দুধর্ম-পুস্তক মহাভারত মহাকাব্যের ধর্মমূলক ও বিভিন্ন তত্ত্বমূলক আলোচনা বর্জন করিয়াছেন। অধিকাংশ ভণিতাতেই কবীন্দ্র পরাগল খানের উল্লেখ করিয়া তাঁহার গুণ-কীর্তন করিয়াছেন। মহাভারতের ন্যায় বিরাট ধর্মগ্রন্থ রচনা করিবার প্রারম্ভে স্বাভাবিকভাবেই সঞ্জয়-কাশীরামদাস যে সুদীর্ঘ বন্দনা করিয়াছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর সেইরূপ করেন নাই। কবির পৃষ্ঠপোষকের মনোরঞ্জন করিবার নিষ্ঠায় বন্দনা অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সঞ্জয়ের এইরূপ কোন অন্তরায় না থাকিবার জন্য তাঁহার কাব্যে কোন বক্তব্যই সংক্ষিপ্ত বা বর্জিত হয় নাই। অধিকন্তু জনসাধারণের জন্য রচনা করিতে গিয়া কবি সঞ্জয় উপাখ্যান ও ধর্মালোচনায় লৌকিক মানসে আবেদনকারী সরলতার আশ্রয় লইয়াছেন। কখনও কখনও পৌরাণিক উপাখ্যানে লোকসাহিত্যরস সঞ্চার করিয়াছেন।[১] এইবার আমরা কবীন্দ্রের মহাভারতের বন্দনা ও কাব্যোৎপত্তির প্রেরণামূলক রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিব। ব. সা. প. পুথির—

১ (ক) নমো নিরঞ্জনায়।
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে॥

১. ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

প্রণমহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
ব্যাসদেব প্রণমহ গুণের নিধান॥
পিতামাতার চরণে বহু ভক্তি করি।
গুরুদেব প্রণমোহ দেব অনুসারি॥
শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি॥
দরিদ্রভঞ্জন জেহ অনাথের গতি॥
কুতুহলে বহুল ভারতকথা শুনি।
কোনমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজ্যধানি॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদস বৎসর।
কোন কোন কর্ম্ম কৈল বনের ভিতর॥
বৎসরেক কৈল কথা অজ্ঞাত বসতি।
কেমত পৌরসে পাইলেক বসুমতি॥
এহি সব কথা কত **সংক্ষিপ্ত করিয়া।**
দিনেকে শুনিতে পারি পাঞ্চালি রচিয়া॥ ইত্যাদি

এই অংশ হইতে আমরা কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিব। প্রথমতঃ বন্দনা-অংশ অতি সংক্ষিপ্ত এবং দেবদেবীর বন্দনা প্রথানুগভাবে বিস্তার লাভ করে নাই বরং সেই সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক পরাগল খানের নাম প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কবীন্দ্রের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ পরাগল খান 'কুতুহলে বহুল ভারত কথা শুনি'—এই মহাভারত-শ্রবণ, পরাগল খানের পক্ষে সম্ভবপর হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায়, তিনি পাঠক বা কথকদের নিকট সংস্কৃত মহাভারত ব্যাখ্যাসহ শুনিতে পারেন কিংবা সঞ্জয়ের মহাভারতের ব্যাপক প্রচারহেতু তাহা শুনিতে পারেন। কবীন্দ্র নিজের প্রসঙ্গে এই কথা বলেন নাই। তাহা বলিলে তিনি 'শুনি' না বলিয়া 'পাঠ করি' জাতীয় কোন উক্তি করিতেন। তাহা ব্যতীত পরবর্তী অংশে রহিয়াছে পরাগল খান মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাহাতে উৎসাহিত হন এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে তাহা 'সংক্ষিপ্ত' আকারে রচনা করিতে নির্দেশ দান করেন। আমাদের মনে হয়, সঞ্জয়ের মহাভারত পূর্ববঙ্গে বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে অত্যধিক জনপ্রিয়ভাবে প্রচারিত ছিল। এই কাব্য অতি বৃহৎ। ইহাতে ধর্মীয় ও লৌকিক উপাদানের অন্তরালে যে যুদ্ধবর্ণনা ও যুদ্ধবিজ্ঞানের আস্বাদন পরাগল খান করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে একটি বিশুদ্ধ যুদ্ধবিজ্ঞানসম্মত মহাভারতের প্রয়োজন অনুভব করাইয়া দেয়। পরমেশ্বর সেই নির্দেশই পালন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এইজন্যেই অশ্বমেধ পর্বের পর তিনি আর রচনা করেন নাই। কেননা মহাপ্রস্থানিক-স্বর্গারোহণের ন্যায় পর্বের বক্তব্য পরাগল খানের ধর্মবিশ্বাসের অনুকূল নয়। অবশ্য পাঠক বা কথকদের দ্বারা মহাভারতের বহুল প্রচারের সম্ভাবনাও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। তৃতীয়তঃ কবীন্দ্র বলিয়াছেন এক দিনের মধ্যে শ্রবণযোগ্য সংক্ষিপ্ত মহাভারত রচনা করিতে তিনি প্রয়াসী। ইহাদ্বারাও বুঝিতে পারা যায়, সম্ভবতঃ সেই সময়ে বৃহদাকার বাঙলা মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল। মনে হয়, এই বৃহদাকার বাঙলা মহাভারত সঞ্জয়ের বহুল প্রচারিত কাব্য। সঞ্জয়ের মহাভারত উৎকর্ষের জন্য বহুল প্রচারিত ছিল, তাহা

CENTRAL LIBRARY

মনে না করিলেও বলা যায় যে, বাঙলাভাষায় প্রথম মহাভারত ভাষাগত কারণেও অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এইজন্যেই পরবর্তীকালের কবিরা অনেকেই সঞ্জয়ের দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে এইজন্য অনুলেখক ও পাঠকদের হস্তস্পর্শের প্রক্ষেপ-সম্ভাবনাও বেশী।

চতুর্থতঃ আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অধিকাংশ মহাভারতীয় উপাখ্যান কবীন্দ্র পরমেশ্বর বর্জন করিয়াছেন। যেগুলি গ্রহণ করিয়াছেন সেইগুলিও সংক্ষিপ্তাকারে সমাপ্ত করিয়াছেন। বাঙলা মহাভারত-কাব্যের মধ্যে একমাত্র সঞ্জয়ের মহাভারতে কতকগুলি লৌকিক উপাখ্যান পাওয়া যায়।[১] কবি মহাভারতীয় কিংবা অ-মহাভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া লোক-সাহিত্যের উপাদানে ও রীতিতে ইহাদের পরিবেশন করিয়াছেন। সঞ্জয়ের এইরূপ দুই একটি উপাখ্যান কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁহার কাব্যে গ্রহণ করিয়াছেন।[২] এইগুলি যদি একান্ত মহাভারতীয় উপাখ্যান হইত তাহা হইলে বলিবার কিছু ছিল না। এইরূপ একটি উপাখ্যানের কবীন্দ্রের গ্রহণ-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। সঞ্জয়ের মহাভারতের আদি পর্বের বানরগঙ্গা[৩] উপাখ্যানটি মূলতঃ মহাভারতীয় নয়। দেবী ভাগবতের মহাভিষ-জাহ্নবী উপাখ্যানটি লোকমানসে আবেদনের উপযুক্ত করিয়া কবি বানর-গঙ্গা উপাখ্যান রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বানরগঙ্গা উপাখ্যানটি গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তাঁহার স্বাভাবিক কাব্যরীতিতে অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত আকারে। কবীন্দ্র স্বর্গলোকে মহাভিষ-জাহ্নবীর প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন। এই অংশ বর্জন করিয়া কবি পরাগলখানের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছেন এবং কাব্যও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সঞ্জয়ের মহাভারতের জনপ্রিয়তার জন্য এইরূপ গ্রহণ বর্জন করিয়া কবীন্দ্র—'দিনেকে সুনিতে পারি পাঞ্চালি রচিয়া' সম্ভবপর করিয়াছেন। সঞ্জয়ের মহাভারতের এইরূপ দুই একটি অ-মহাভারতীয় গল্পের অস্তিত্ব, সংক্ষিপ্ত আকারে, কবীন্দ্রের কাব্যে রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়, কবীন্দ্র সঞ্জয়ের নিকট ঋণী। সুতরাং, সঞ্জয় কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পূর্ববর্তী কবি এই বিচারেও প্রতীয়মান হয়।

কাশীরামদাস তাঁহার মহাভারত রচনার পূর্বে সঞ্জয়ের কাব্যের সংবাদ পাইয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন। কালগত ও স্থানগত বিরাট ব্যবধানে, কাশীরাম দাস, সেই সংবাদ না পাইলেও আশ্চর্যের কিছু নাই। উত্তরবঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গে প্রচার লাভ করিয়াছিল সঞ্জয়ের এমন কোন পুথিও আমরা পাই নাই। তবে শিলচর নর্মাল স্কুলে সংরক্ষিত কাশীরাম দাসের একটি পুথির[৪] বন পর্বের ৬৭ পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করি—

পুণ্যকথা ভারতের পরম পবিত্র।
অরণ্যেত পুণ্যশ্লোক নলের চরিত্র॥
এ সব অমৃত কথা সমুদ্র লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥

১. ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

২. তথাকথিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতেও অনুরূপভাবে সঞ্জয়ের দুই একটি উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত রূপ রহিয়াছে।

৩. দেবীভাগবত, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়ের মহাভিষ-জাহ্নবী উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

৪. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, 'মহাকবি সঞ্জয়' প্রবন্ধ দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

ব্যাস মহামুনি ইহা প্রকাশ করিল।
তাঁহ'র দাসের দাস পাঁচালি রচিল॥
শ্রুতিমাত্র কহি আমি গীতছন্দ।
সঞ্জয় চরণ পান হেতু মকরন্দ॥

এই পুথিটি প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইলে বলা যায়, সম্ভবতঃ কাশীরাম দাস সঞ্জয়ের কাব্যের নাম শুনিয়াছিলেন বা তাঁহার কাব্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। কেননা এই সঞ্জয় মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয় নহেন, কেননা বন পর্বে সঞ্জয় চরিত্র প্রবক্তা নহেন। 'দাসের দাস' বলিয়া কাশীরাম দাস ব্যাস, সঞ্জয় এবং নিজেকে পর্যায়ক্রমে বুঝাইয়াছেন। শ্রীহট্টের সঙ্গে চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতেই নদীয়া-বর্ধমানের যোগাযোগ ঘটে। অবশ্য চৈতন্যপ্রভাবে সেই যোগাযোগ নিকটতর হয় তবে তখন সাহিত্যগতভাবে বৈষ্ণবসাহিত্যের যোগাযোগই বেশী হইয়া থাকিবে। মোটের উপর কাশীরাম দাস এইরূপ উক্তি করিয়া থাকিলে, তাহা সঞ্জয়ের কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করে। অপরপক্ষে পুথিটিতে ইহা প্রক্ষিপ্তও হইতে পারে। কেননা সঞ্জয়ের কাব্যের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপক প্রচারের জন্য এইরূপ উক্তি কোন অনুলেখকের দ্বারা প্রবিষ্ট হইতে পারে।

বিভিন্নভাবে প্রতিপন্ন করা হইল, কবি সঞ্জয় বাঙলা মহাভারতের আদিকবি। কবির আত্মপরিচয়-মূলক উক্তিগুলিতে এমন কোন ইঙ্গিত নাই, যাহাদ্বারা তাঁহার জন্মকাল কিংবা কাব্য রচনার কাল নিরূপণ করা যায়। অপরপক্ষে কবি সঞ্জয় কোন রাজা, রাজপ্রতিনিধি কিংবা সম্পন্ন ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নাই। ইহাতেও কবির বহু উল্লেখিত জনসাধারণের জন্য মহাভারত রচনার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি আপন কাব্যপ্রতিভার প্রেরণায় এবং জনসাধারণের প্রতি অসীম মমতায় তাঁহার কাব্য রচনা করেন। কবি অদ্বৈতাচার্যের পূর্বপুরুষ, লাউড়ের বারেন্দ্র শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশীয়। তিনি অতি স্বচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তাহা স্বীকার করিতে হয়। এই পরিবার সম্পদে ও পাণ্ডিত্যে বাঙলা দেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং সঞ্জয়কে অর্থনৈতিক কারণে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে এইরূপ কোন বিদ্যোৎসাহী রাজা বা রাজপুরুষের অস্তিত্বও পরিজ্ঞাত নয়। সুতরাং ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা তথ্য অবলম্বনে তাঁহার কালনির্ণয় সম্ভবপর নয়।

সঞ্জয় বাঙলা মহাভারতের প্রথম কবি, তবে তাঁহার আবির্ভাবকাল নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। এই পর্যন্ত বলা যায় যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পূর্ববর্তী কবি হিসাবে তাঁহার কাল হুসেন শাহের রাজত্বকালের (১৪৯৪ খ্রীঃ—১৫২০ খ্রীঃ) পূর্ববর্তী হইবে। কেননা পরাগল খান হুসেন শাহের চট্টগ্রামস্থ সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহারই নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। এই প্রমাণে বিচার করিলে বলা যায়, সঞ্জয়ের কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পরে হইতে পারে না।[১] সম্ভবতঃ কয়েকজন সুধীব্যক্তি এই জন্যেই সঞ্জয়কে কৃত্তিবাসের সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

অপরপক্ষে, সঞ্জয়ের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। কাশীরাম দাস মহাভারতের ফাঁকে ফাঁকে যেভাবে বৈষ্ণব-রস নিষিক্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহার যুগোপযোগী, কেননা তিনি চৈতন্যোত্তর যুগের কবি।

১. মহাভারতের রচনা ও প্রচারের জন্য অনুমান কুড়ি-পঁচিশ বৎসর সময় প্রয়োজন।

কিন্তু সঞ্জয়ের কাব্যে এই বৈষ্ণব প্রভাব নাই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ একজন প্রভাবশালী চরিত্র সুতরাং সেই অবসরে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণবতার নিবেক অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সঞ্জয় সেই সুযোগ গ্রহণ করেন নাই, যেহেতু তাঁহার সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের এত প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং চৈতন্য প্রভাবমুক্ত এই মহাকাব্যের কবি যে চৈতন্য পূর্ববর্তী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই বিচারেও সঞ্জয়ের আবির্ভাবকাল নিঃসন্দেহে চৈতন্যপূর্ব (চৈতন্য জীবনকাল : ১৪৮৬ খ্রীঃ—১৫৩৩ খ্রীঃ) যুগে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং কবি সঞ্জয়ের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে বলা যায়, তিনি পঞ্চদশ শতক বা তাহার পূর্ববর্তী কালের কবি।

CENTRAL LIBRARY

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাব্যমূল্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহাভারতের মাহাত্ম্য ও অনুবাদের প্রয়োজন

বিষ্ণু-রুদ্রাংশসম্ভব পৃথিবীর সর্বযুগের অন্যতম পণ্ডিত-মনীষী পরাশরতনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বৈদিক সূক্তগুলি শ্রুতি হইতে সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ করেন। ঋক্, যজু, সাম ও সর্বশেষে অথর্ব, এই চতুর্বেদের সংহিতা সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু বেদে সকলের অধিকার নাই।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা
কর্মশ্রেয়োবিমূঢ়ানাং শ্রেয় এব ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥

ভাগবতীয় উক্তিটিতে অনুধাবন করা যায়, বেদাধিকারবর্জিত অসংখ্য জনসাধারণের জন্য ইহা বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত হয়। এইজন্য ইহা পঞ্চম বেদ। মহাভারতই ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংরক্ষণশীল গণ্ডীবহির্ভূত জনসাধারণের জন্য রচিত প্রথম কাব্য। মনে হয়, সম্ভবতঃ সংস্কৃত-মহাভারত রচনার সময়েও অ-হিন্দু ধর্মের কোন বন্যা হিন্দুধর্মকে প্লাবিত করিয়াছিল, যে প্রবাহ রোধ করিবার প্রয়োজনে বেদাধিকারবর্জিত জনসাধারণকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আপন অন্তরে আহ্বান করিয়াছিল। সেই মহাঐক্যের প্রয়োজনে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কাব্যগ্রন্থ মহাভারত। কথিত আছে, ইহাতে ষাট লক্ষ শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনের লক্ষ পিতৃলোকে, চৌদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং বাকী এক লক্ষ শ্লোক মর্ত্যলোকে প্রচারিত।[১] এই এক লক্ষ শ্লোকের মধ্যে চব্বিশ সহস্র শ্লোকে মূল মহাভারত এবং বাকী ছিয়াত্তর সহস্র শ্লোকে বিভিন্ন উপাখ্যান[২]। মহাভারতের বিরাটত্ব সম্পর্কে বলা হইয়াছে, দেবতাদের নিকট উপনিষৎসহ চতুর্বেদের তুলনায় ভারবত্তায় ও মহত্ত্বে মহাভারত অধিক পরিমিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম মহাভারত।

এই সুমহৎ গ্রন্থের রচয়িতা বেদব্যাস। কিন্তু তিনি পরবর্তী-কবিদের রচনার প্রক্ষেপেরও ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি নিজেও রচনা এবং সংগ্রহ উভয়ই করিয়াছেন। উভয় কারণেই মহাভারতকে বলা হয়, মহাভারত-সংহিতা বা ভারত-সংহিতা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।' মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব এবং একশত পর্বাধ্যায়। অবশ্য অনুবাদরচয়িতারা অনেকে কোন কোন পর্বাধ্যায়কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া পর্বরূপে গণ্য করিয়াছেন। সঞ্জয়ও এইরূপে পর্বসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন।[৩]

১. সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মহাভারতের সকল পুথিতে ও গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে নাই।

২. উপাখ্যানগুলির অনেক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

৩. ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, অনুবাদপ্রসঙ্গ ও ঘটনাসংস্থাপন দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

মহাভারতের রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব সার্ধ এক সহস্র বৎসর। "শাস্ত্র-বিশ্বাসী প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত-গণের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি, এবং তার কিছুকাল পরে মহাভারত রচিত হয়। ইওরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আদিগ্রন্থের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দের মধ্যে, খ্রীষ্টজন্মের পরেও তাতে অনেক অংশ যোজিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্রী. পূ. ১৫৩০ বা ১৪৩০, তিলক ও অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে প্রায় ১৪০০। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, যুদ্ধের অনন্ত পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহার উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।[১]"

বেদব্যাস ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন : বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎ ত্রিকালের নিরূপণ, জরা-ব্যাধি, ভয়-মৃত্যু, ভাব ও অভাবের নির্ণয়, ভারতীয় ধর্ম ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, পুরাণোক্ত আচারবিধি, তপস্যা-ব্রহ্মচর্য, পৃথিবী-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, যুগচতুষ্টয়ের প্রমাণ, আত্মতত্ত্বনিরূপণ, ন্যায়শিক্ষা, দানধর্ম, কর্মবাদ ও জন্মান্তর, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা ও ধর্ম, মানবজীবনের প্রকাশ, পবিত্রতীর্থ-দেশ-নদী-পর্বত-বন-সমুদ্র-দুর্গ-দিব্যপুরী, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, জাতি-সংস্কৃতি-সদাচার প্রভৃতি কথিত হইবে এই মহাভারতে। এই পবিত্র কাব্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মরাজ্য স্থাপনের প্রসঙ্গে যুগকে লক্ষ্য করিয়া যুগাতীতকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষভ।
যদিহাস্তিতদন্যত্রযন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥[২]

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সৌতি বলিয়াছিলেন—যাহা মহাভারতে আছে তাহা অন্যত্র থাকিতে পারে না, আর যাহা মহাভারতে নাই তাহা অন্য কোথাও নাই। তাই এই পবিত্র গ্রন্থ মানুষের সীমাহীন প্রচেষ্টার সীমিত প্রকাশমাত্র নয়, যুগাতীত সম্ভাবনায় ভারতের জীবন ও সদাচারের সার্বিক দিগ্‌দর্শন।—'মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলি দু-তিন হাজার বৎসর ধরে এদেশের জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছে এবং কাব্যনাটকাদির উপাদান যুগিয়েছে। মহাভারতের বহু শ্লোক প্রবাদরূপে সুপ্রচলিত হয়েছে। মহাভারতীয় নরনারীর চরিত্রে কোথায় কি অসংগতি বা ত্রুটি আছে লোকে তা গ্রাহ্য করেনি, যা কিছু মহৎ তাই আদর্শরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছে। সেকাল আর একালের লোকাচারে অনেক প্রভেদ, তথাপি মহাভারতে কৃষ্ণ ভীষ্ম ও ঋষিগণ কর্তৃক ধর্মের যে মূল আদর্শ কথিত হয়েছে তা সর্বকালেই গ্রহণীয়।[৩] মহাভারত ভারতীয় ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির সুপ্রাচীন মহীরুহ। এককথায় মহাভারত সত্যিই মহাভারত।

মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে ইহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পরিস্ফুট হয় না। ইহার গৌরব আরও অনেক ঊর্ধ্বে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই কাব্যের দ্বারাই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ্যধর্ম আত্ম-অভিমান ভুলিয়া জনসাধারণকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাঙ্গণে বরণ করিয়া লইয়াছিল। মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছেন—

১. মহাভারত, রাজশেখর বসু, ভূমিকা ।৶০ দ্রঃ।

২. ব্যাসদেব কৃত মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের সমাপ্তিতে মহাভারতের মাহাত্ম্যকীর্তন অংশে সৌতি কর্তৃক উক্ত।

৩. মহাভারত, রাজশেখর বসু, ভূমিকা ১/০ দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

'মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ....হয়তো কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের, ধর্মের সহিত অধর্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।'[১]

মহাভারত মহাকাব্যরূপে রামায়ণের ন্যায় বিয়োগান্তক। ভারতীয় সাহিত্যের এই সুমহৎ গ্রন্থ দুইটির বিয়োগান্তক পরিণতি মানব জীবনের খণ্ড বিয়োগান্তক সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের মানদণ্ডে নয়:

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রায়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥
আদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা॥
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম।
ন মধ্যস্থঃ কচিৎ কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি॥

সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, উন্নতির অন্তে হয় পতন, মিলনের অন্তে হয় বিচ্ছেদ, জীবনের অন্তে হয় মৃত্যু। মানুষ আসে অদৃশ্য স্থান হইতে, আবার অদৃশ্য স্থানেই যায় চলিয়া, তাহারা আপনার নয়, আপনিও তাহাদের নহেন,— তবে কিসের খেদ? সহস্র সহস্র শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিন মূঢ়কে অভিভূত করে কিন্তু পণ্ডিতকে করে না। কুরুশ্রেষ্ঠ, কালের প্রিয়-অপ্রিয় কেহই নাই, কাল কাহারও প্রতি উদাসীনও নয়, কাল সকলকেই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। মহাভারতের এই অনাসক্ত, নির্লিপ্ত সর্বকালীন জাগতিক সত্যের উপরই, ইহার বিয়োগান্তক পরিণতির নির্দেশ। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়মেরই শাশ্বতবাণী প্রচার করিয়াছেন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

এই 'জয়' কথাটি সম্পর্কে সৌতি স্বর্গারোহণ পর্বশেষে একটি কথা বলিয়া গিয়াছেন। শ্লোকটি শুধু মহাভারত পাঠের পূর্বে নয়, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের অধিকাংশ কাব্যের পাঠ বা গানের পূর্বে ইহা বহুল ব্যবহৃত। সৌতি বলিয়াছেন, জয়-নামক এই ইতিহাস মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ও রাজবৃন্দের শ্রবণ করা উচিত। মহাভারত শ্রবণ করিলে স্বর্গকামীর স্বর্গলাভ, জয়কামীর জয়লাভ এবং গর্ভিণীর পুত্র বা সৌভাগ্যবতী কন্যালাভ হয়। রত্ননিধি বলিয়া যেমন হিমালয় ও সমুদ্র খ্যাত, মহাভারতও সেইরূপ সর্বপ্রত্যাশার রত্নাকর। যিনি গৃহে এই গ্রন্থ রক্ষা করেন, জয় তাঁহার হস্তগত। বেদে রামায়ণে ও মহাভারতে আদি অন্ত ও মধ্যে হরিকথা কীর্তিত হইয়াছে।[২] সেইজন্য সূর্যোদয়ে যেমন তমোরাশি বিনষ্ট হয়, মহাভারত

১. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী', মহাকাব্যের লক্ষণ, প্রবন্ধ দ্রঃ।

২. বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে॥

শুনিলে সেইরূপ সমস্ত পাপ দূর হয়। সৌতি জয় নামক ইতিহাস বলিয়া মহাভারতকে অভিহিত করিয়াছেন।[১]

মহাভারতের রচনা হইয়াছে আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে। সংস্কৃতে মহাভারত রচনা যেমন কোন সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর গণ্ডীর হিন্দুধর্মকে বাহ্মণ্যধর্মের নিকটে আহ্বান প্রসঙ্গে বলিয়া, আমাদের অনুমিত হইয়াছে; তেমনি বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনাও অনুরূপ একটি সমাজ-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবপর হইয়াছিল। সংস্কৃত কোনদিনই প্রাকৃতজনের কথ্যভাষা ছিল না, সুতরাং প্রথম হইতেই ব্যাখ্যাদাতা পাঠক বা অনুরূপ শ্রেণীর ব্যক্তির সাহায্যে ইহা সাধারণ্যে আদৃত হইয়া আসিয়াছে। কি রাজদরবারে, কি সর্বজনীন বেদীতে, সর্বত্রই, এই পাঠক-সম্প্রদায়ের কণ্ঠে মহাভারত পাঠ হইত, মনে হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে[২] বাঙলা দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইলে ইসলাম ধর্মের প্রবাহ রোধ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কেননা তথাকথিত অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য-নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অধিকার অর্জনে অসমর্থ হইয়া অন্তরে অসন্তোষ বহন করিতেন, সম্ভবতঃ স্বাভাবিক কারণেই। এইবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর আঘাত করিবার জন্যেই হউক, কিংবা ভিন্ন ধর্মে আপন আত্মমর্যাদাপ্রাপ্তির প্রত্যাশাতেই হউক, তাঁহারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এতদিন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মরূপে বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মই মাত্র এই কাজ করিতেছিল। এইবার ইসলাম ধর্মের দ্বারা ধর্মান্তর আরও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইল। এই আঘাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাঙলাদেশে কতকগুলি যুগোপযোগী পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। একদিকে লৌকিক দেবদেবীর স্বীকৃতি এবং সেই স্বীকৃতিমূলক বিভিন্ন লৌকিক মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব সম্ভাবিত হয়; অপরদিকে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত এবং বিভিন্ন পুরাণের বাঙলা ভাষায় অনুবাদের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। এই আঘাত, আত্মসঙ্কোচন এবং আত্মরক্ষার পথসন্ধানে সম্ভবতঃ একশত হইতে দেড়শত বৎসর লাগিয়া যায়। এইজন্যই ত্রয়োদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বের কাল বাঙলাদেশের হিন্দুত্বের সমাজজীবন তমসাবৃত এবং সেইজন্যে এই সময়ে সাহিত্যসৃষ্টিও সম্ভবপর হয় নাই। কেননা সেই যুগে ধর্মের আশ্রয় ব্যতীত সাহিত্যরচনার প্রয়াস প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আর্যাবর্তের মধ্যে বাঙলা দেশেই এই সমস্যা প্রবল ছিল। বাঙলাদেশে অনার্য ও মিশ্রিত জাতির হিন্দুধর্মীয় জনসংখ্যা সর্বাধিক। অত্যধিক অনুভূতি-প্রবণতাও হয়তো বাঙালীর ধর্মান্তরিত হইবার একটি কারণ। তাঁহাদের এক বিরাটাংশ ইতিমধ্যেই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় খুঁজিয়াছিলেন। তাঁহারা নূতন করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইজন্য হিন্দুধর্মের অখণ্ডতা রক্ষাকল্পে লৌকিক চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে বাঙলাদেশকেই প্রথম অগ্রসর হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ এইজন্যেই প্রথমে বাঙলা ভাষাতেই রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রমুখ গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল। কৃত্তিবাস-সঞ্জয়-মালাধর বসু তাঁহাদের কাব্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা

১. এই জয় কথাটির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করিয়া বাঙলা-মহাভারত রচয়িতা সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি কবিগণ মহাভারতকে বিজয়কাব্য বা পাণ্ডববিজয় বা পাণ্ডববিজয়কথা বা বিজয়পাণ্ডবকথা বা জয়কথা নামে অভিহিত করিয়াছেন। পাণ্ডববিজয় কথাটি মহাভারত অর্থে অথবা পাণ্ডবের বিজয় অর্থে গ্রহণ করা যায়। তবে একটি কথা বলা যায়, রাজকুল হইতে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত সর্বত্রই মহাভারতের সম্যক্ সমাদর ছিল এবং সেইজন্যই উপরিউক্ত শ্লোকটি এত ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কাব্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২. সম্ভবতঃ ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ।

CENTRAL LIBRARY

বার বার বলিয়াছেন, জনসাধারণের জন্য ভাষাগত অন্তরায় দূর করিয়া তাঁহারা কাব্য রচনা করিতে প্রয়াসী। এইজন্যেই, আমাদের ধারণা, মহাভারত অনুবাদের প্রয়োজন অন্যান্য শাস্ত্র-কাব্যগুলির মত তুর্কী বিজিত বঙ্গদেশে স্বাভাবিকভাবেই চতুর্দশ শতকে উপলব্ধ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুবাদপ্রসঙ্গ ও ঘটনাসংস্থাপন

বাঙলা ভাষায় তথা ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহের প্রথম মহাভারত রচয়িতা সঞ্জয় অষ্টাদশপর্ব পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রায় পাঁচশত পুথির তালিকা, আমরা পূর্বেই উপস্থাপিত করিয়াছি। আমাদের পরীক্ষিত পুথিগুলির মধ্যে [প১] পর্যায়ের পুথিগুলিই তাঁহার পূর্ণাঙ্গ মহাভারত রচনায় প্রথম প্রমাণ। ইহাদের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য পর্যায়ের পুথিগুলির বৈচিত্র্য কবির জনপ্রিয়তা ও তাঁহার কাব্যের বহুল প্রচারের সাক্ষ্যদান করে। ইহাদের মধ্যে যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহা পর্যায়ভুক্তি প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। বহু সংখ্যক বিবর্তনবিধৃত পুথি পরীক্ষা করিয়া কবির কাব্যের একটি যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পাঠ-প্রস্তুতির প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

সঞ্জয়ের পূর্ণাঙ্গ মহাভারত রচনার সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল প্রমাণ, কবিই রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যাসদেব জনমেজয়ের মহাভারত পাঠ-শ্রবণের প্রসঙ্গে যে অনুক্রমণিকা করিয়াছেন তাহা সর্বজ্ঞাত। নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনিকুলের নিকট সৌতি মহাভারত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি জনমেজয়ের কুরুক্ষেত্র যজ্ঞে লাঞ্ছিত কুকুর-জননীর অতর্কিত বিপদ-সম্বন্ধীয় অভিশাপের খণ্ডনে মহাভারত শ্রবণের উপাখ্যান বলিয়াছেন। বৈশম্পায়ন হইলেন মহাভারতের প্রবক্তা। কাশীরাম দাস প্রমুখ অন্যান্য কবিরা অনুক্রমণিকাটি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সঞ্জয় এখানে একটি মৌলিক উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন।[১] ব্যাসদেবের উপদেশ অমান্য করিয়া জনমেজয় কান্তাবতীকে বিবাহ করেন এবং তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অপমান করিয়া সর্বাঙ্গে ভগপীড়ায় আক্রান্ত হন। পরে ব্যাসের নির্দেশে, মহাভারত-শ্রবণে রোগমুক্তি হইবে জানিতে পারিয়া, বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ করেন। বিভিন্ন পর্বে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে। অবশেষে স্বর্গারোহণ পর্বের সমাপ্তিতে রহিয়াছে :

ভারত সুনিলা যদি রাজা জন্মেজয়।
কিছু কিছু করি তান রোগ হইল ক্ষয়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শ্রবণে ভারত।
এতেকে সঞ্জয় ব্যক্ত করিলা ভারত॥
মহাভারতের কথা স্বর্গ আরোহণ।
পয়ারে সঞ্জয় কথা করিলা রচনা

১. ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

এইরূপে একটি মৌলিক উপাখ্যানের দ্বারা আদি পর্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত প্রসঙ্গটিতে পূর্ণভাবে সামঞ্জস্য রক্ষিত বলিয়া নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সঞ্জয় পূর্ণাঙ্গ মহাভারত রচনা করেন।

আর একটি বিষয় কবি স্বর্গারোহণ পর্বের শেষে বলিয়াছেন :

স্বর্গারোহণ শুনিলে পাপনাস।
লোকনিস্তারিতে প্রকাসিলা মুনি ব্যাস॥
মহাভারতের কথা অষ্টাদস পর্ব্ব।
সঞ্জয় পয়ারে কথা রচিলেক সর্ব্ব॥
এমত ভারতকথা কহিল সঞ্জয়।
গীত হেন গাহে লোক মুহিত হৃদয়॥
পণ্ডিতে বুঝয়ে ইহা বড় সুনিশ্চিতে।
আর লোকে ছ্যথভাবে সুখ নিরক্ষিতে॥
এতেকে সকল লোকে সুখে বুঝিবারে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা কমল পয়ারে॥

কবি পূর্ণাঙ্গ মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তাহা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে কবির বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনার উদ্দেশ্যেও সুস্পষ্ট।

ব্যাসদেব মহাভারতের মূল রচয়িতা। ব্যাসপুত্র শুকদেব, শিষ্য বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈল মহামতিগণ মহাভারতের প্রবক্তা। অবশ্য বৈশম্পায়নের শিষ্যতুল্য সৌতি,[১] মহাভারতের পরবর্তী প্রবক্তা। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র জৈমিনিলিখিত একটি মহাভারত পাওয়া যায়। 'জৈমিনি-ভারত, সম্ভবতঃ কেবলমাত্র অশ্বমেধ পর্বেই নিবদ্ধ। 'যিনি সুপ্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা, সুপ্রসিদ্ধ পদ্মপুরাণ, যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া বিরচিত হইয়াছে এবং যিনি ব্যাসদেবের শিষ্যগণের মধ্যে রত্নবিশেষ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ সেই সুপ্রসিদ্ধ নামধেয় জৈমিনির অমৃতরসনিঃস্যন্দিনী লেখনী হইতে এই অশ্বমেধ পর্বের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার পাঠ ও শ্রবণ সম্বন্ধে এই প্রকার শাসনবাক্য প্রচলিত যে, সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব পুরাণ ও অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ করিলে যে ফল, ভগবান্ জৈমিনির এই অশ্বমেধ পর্ব পাঠ ও শ্রবণেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। এইজন্যে অনেকস্থলে অনেক সময়ে ব্যাসদেবের বিরচিত অশ্বমেধ পর্বের পরিবর্তে এই জৈমিনির অশ্বমেধ পাঠ ও শ্রবণ হইয়া থাকে।

* * * অনেকের সংস্কার আছে, মহর্ষি জৈমিনি অন্যান্য পর্বেরও রচনা করিয়াছেন; কিন্তু আমরা কাশী প্রভৃতির ন্যায় কতিপয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সমাজে স্বতঃপরতঃ বহুযত্নে সন্ধান করিয়া, যাহা জানিয়াছি, তাহাতে ঐ সংস্কার ভ্রমমূলক বলিয়া বোধ হয়।'[২] জৈমিনি-ভারতের অশ্বমেধ পর্বের মঙ্গলাচরণ হইতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়; কেননা পূর্ণাঙ্গ মহাভারত রচনা করিলে এই মঙ্গলাচরণের স্থান অশ্বমেধ পর্বে থাকিত না, তাহা আদি পর্বে সংযোজিত হইত। সে যাহাই হউক, প্রাদেশিক ভাষায়

১. লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবার অপর নাম সৌতি। ইনি জনমেজয়ের নিকট বৈশম্পায়নের মহাভারত পাঠ আনুপূর্বিক শ্রবণ করিয়া মহাভারতবিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন সুতরাং ইঁহাকে আমরা বৈশম্পায়নের শিষ্যতুল্য বলিয়া আখ্যাত করিতে পারি।

২. জৈমিনি ভারত, চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিত বিজ্ঞাপন, প্রথম সংস্করণ, দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

মহাভারতের অনুবাদকের নিকট ব্যাসের অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত ও জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব গ্রন্থ দুইটি অনুবাদপীঠ গ্রন্থরূপে আদৃত হইয়াছে। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব ব্যাসদেবের অশ্বমেধ পর্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত তবে ইহাতে আসিয়াছে কতকগুলি নূতন উপাখ্যান এবং যুদ্ধবর্ণনাগুলিও বিস্তৃত। ঘটনাগতভাবে কোথাও সামান্য নূতনত্ব আছে। ব্যাসদেবের অশ্বমেধ পর্বের অপেক্ষা ইহার ঘটনা ও উপাখ্যানগত প্রাচুর্য থাকিবার ফলে অনেক কবি অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদের জন্য জৈমিনিভারতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

সঞ্জয় জৈমিনিভারতের অবলম্বনে তাঁহার অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। কাশীরাম দাসের কাব্য, আনুপূর্বিক ব্যাসের অষ্টাদশ পর্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্যে তাঁহার অশ্বমেধ পর্ব বিরাট আকার প্রাপ্ত হয় নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অতি সংক্ষিপ্ত মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্বের চেয়ে বৃহত্তর। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্ব জৈমিনিভারতের আশ্রয়ে রচিত। উভয়েই এই অনুবাদকর্মে জৈমিনিকে প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্বে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। বিশুদ্ধ অনুবাদ হিসাবে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী রচিত গ্রন্থ মূল্যবান। যথাস্থানে ইহা আলোচিত হইবে।[১] সঞ্জয় জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন, অন্যান্য পর্বে ব্যাসদেবের মহাভারতকে পীঠগ্রন্থ করিয়াছেন। সঞ্জয়ের মহাভারত রচনার পিছনে যে প্রধান উদ্দেশ্য তাহা হইল অগণিত অ-সংস্কৃতজ্ঞ জনসাধারণের নিকট মহাভারত-রস পরিবেশন। এইজন্যে তাঁহার কাব্যে জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য করিবার বিভিন্ন রীতি পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়ে কবির প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় একটি অবিচ্ছিন্ন গল্পরস সৃষ্টির কৌশলের মধ্যে। কবি ঔপন্যাসিকের ন্যায় একটানা গল্প বলিয়া চলিয়াছেন। এইজন্যে যোগসূত্রবিহীন বা অতি সূক্ষ্মযোগসূত্রবিধৃত অনেক ঘটনা ও উপাখ্যান তিনি বর্জন করিয়াছেন। মহাভারতে জনমেজয় একটি প্রশ্ন করিলেই বৈশম্পায়ন একটি ঘটনা বা উপাখ্যান বিবৃত করেন। সর্বদা তাহাদের সঙ্গে যোগসূত্র খুব স্পষ্ট নয়। জনসাধারণের নিকট এই ব্যাপার অনেক সময়ই গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং ইহাতে পূর্বাপর পারম্পর্য বিনষ্ট হয়। সঞ্জয় এইজন্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট যোগসূত্রবিহীন ঘটনা ও উপাখ্যানগুলি বর্জন করিয়া পূর্বাপর ঐক্য সুরক্ষিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ সঞ্জয় মহাভারতীয় কতকগুলি উপাখ্যান লোকসাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতায় রূপকথার ধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছেন।[২] মহাভারত এই পদ্ধতিতে জনসাধারণ মনে কৌতূহলপূর্ণ এবং সরল বিশ্বাসের উপযুক্ত আবেদনসংবেদ্য হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়তঃ সঞ্জয় মহাভারতীয় দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব, রাজনীতি, প্রভৃতি তত্ত্ব যথাসম্ভব বর্জন করিয়া লোকমানসের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী একটি ধূপছায়াময় গোধূলির আলোকে কিছুটা রূপকথা কিছুটা অপ্রাকৃত লোকের একটি অবিচ্ছেদ্য পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্যে স্থলবিশেষে ব্যাস-জৈমিনির আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন আবার দুরূহ তত্ত্বালোচনা অংশে তত্ত্ব বর্জন করিয়া কবি লোকবিশ্বাসের উপর কবির মনের রঙ মিশ্রিত করিয়া সেতু বন্ধন করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায় কবি ব্যাস-জৈমিনি অবলম্বন করিয়া যুগোপযোগী

১. ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

২. ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

লোক-সংবেদ্য মহাভারত রচনা করিয়াছেন—কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ন্যায় বহিস্থঃ কারণে ধর্ম-তত্ত্ব বর্জন করেন নাই কিংবা কাশীরাম দাসের ন্যায় কৃষ্ণভক্তিতে চৈতন্যভক্তির বন্যা প্রবাহিত করেন নাই।[১]

এইবার আমরা ব্যাস-মহাভারতের সপ্তদশ পর্বের প্রধান প্রধান ঘটনা ও উপাখ্যানের সহিত এবং জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের ঘটনা ও উপাখ্যানের সহিত সঞ্জয়ের কাব্যের ঘটনা ও উপাখ্যানের পারম্পর্য রক্ষা করিয়া সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

আদি পর্ব

বাঙলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া কবি সঞ্জয় স্বাভাবিক কারণেই সুদীর্ঘ দেব-দেবী বন্দনা ও পূর্বসূরী বন্দনা করিয়াছেন। মহাভারত পাঠ ও শ্রবণের ফলশ্রুতি বিষয়েও কবি আত্মবিশ্বাসসম্মত উক্তি করিয়াছেন। এই অংশ কবি তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তি এবং মহাভারত সম্পর্কে সুমহৎ ধারণা পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রবাহিত করিবার জন্য মৌলিকভাবে রচনা করেন। অনুক্রমণিকায় পর্বসংগ্রহ পর্বাধ্যায় খুবই সংক্ষিপ্ত। পৌষ্যপর্বাধ্যায়ের অন্তর্গত জনমেজয়ের শাপ, আরুণি-উপমন্যু ও বেদ, উতঙ্ক-পৌষ্য ও তক্ষক প্রভৃতি প্রসঙ্গ কবি বর্জন করিয়াছেন। পৌলোম পর্বাধ্যায় অন্তর্গত ভৃগু ও পুলোমা, চ্যবন, অগ্নির শাপমোচন, রুরু-প্রমদ্বরা, ডুণ্ডুভ প্রভৃতি কবি প্রসঙ্গ বর্জন করিয়াছেন। আস্তীক পর্বাধ্যায়ের পূর্বসূত্র সংক্ষিপ্ত। সঞ্জয় দিতি-অদিতি-কদ্রু-বিনতার উল্লেখ করিয়াই পরীক্ষিৎ-সারদার বিবাহের এক অভিনব গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। সারদাকে পরীক্ষিৎ হস্তে সমর্পন করিয়া গরুড়ের সমকক্ষ পরীক্ষিৎকে জামাতৃরূপে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তক্ষক গরুড়ের হাত হইতে নিষ্কৃতির প্রচেষ্টা করিয়াছেন। কবি এই প্রসঙ্গে সারদার বিবাহ, জনমেজয়ের জন্ম ও যৌবরাজ্যে অভিষেক পর্যন্ত মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। পরীক্ষিতের মৃগয়া এবং শমীক মুনিকে অবমাননা মূলানুগ তবে রাজার মৃগয়াচিত্র অঙ্কনে কবিপ্রতিভার মৌলিকতা রহিয়াছে। ব্যাসদেবকৃত মহাভারতে রাজাকে ক্ষমা করিয়া শমীক মুনির তাঁহার পুত্রের অভিশাপের কথা জানাইয়া তাঁহার গৌরমুখ নামক শিষ্যকে প্রেরণের কথা আছে। ইহাতে মুনির ক্ষমাধর্মের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল, কিন্তু সঞ্জয় তাহা করেন নাই। তক্ষকের জামাতৃহত্যার বিষয়ে সংশয় ও দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ গ্রহণ ও শঙ্খপুরের ওঝার উপাখ্যান বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রসৃষ্টিপ্রয়াস ও লোকসাহিত্যপ্রবণতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন।

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ অনেকাংশে মূলানুগ তবে শেষ আহুতি-প্রদান ও আস্তীকের জীবনরক্ষার অংশে কবি নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার পর জনমেজয়ের মহাভারত শ্রবণের অনুক্রমণিকা অংশটি সম্পূর্ণ নূতন। মূলে আছে— নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনিসমাজে সৌতি মহাভারত বিবৃত করেন। সেই প্রসঙ্গে সৌতি বলিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রযজ্ঞে জনমেজয়ের ভ্রাতারা এক নিরপরাধ কুকুরকে প্রহার করায় কুকুরীমাতা জনমেজয়ের উপর অতর্কিত বিপদের অভিশাপ দেয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গের সহিত মহাভারত পাঠ ও শ্রবণের যোগসূত্র খুব সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু সঞ্জয় এই যোগসূত্রে সুন্দরভাবে একটি রূপকথার আকারের উপাখ্যানের দ্বারা উপস্থাপিত করিয়াছেন। কুক্কুরীর অভিশাপ এবং সৌতির মহাভারতকথনের কোন প্রসঙ্গ

১. ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

তিনি প্রদান করেন নাই। উপাখ্যানটি[১] সংক্ষেপে এইরূপ—একদিন ব্যাসদেব জনমেজয়সকাশে আগমন করিলে প্রসঙ্গক্রমে জনমেজয় তাঁহার পূর্বপুরুষদের জ্ঞাতিক্ষয়ী যুদ্ধে নিবৃত্ত না করিবার জন্য ব্যাসদেবকে মৃদু অনুযোগ করেন। ব্যাসদেব বলেন, নিবৃত্ত করিলেই মানুষ সকল কাজে বিরত হয় না এবং তিনি জনমেজয়কে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার জন্য একটি কাজে নিবৃত্ত করিয়া যান। জনমেজয় ব্যাসের বাক্য শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া কান্তাবতীকে বিবাহ করেন ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অপমান করিয়া ভগপীড়ায় আক্রান্ত হন। ব্যাস সেই পীড়া হইতে মুক্তির জন্য তাঁহাকে মহাভারত শ্রবণ করিতে বলেন এবং সেইজন্যে বৈশম্পায়নকে প্রেরণ করেন। স্বর্গারোহণ পর্বে কবি এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন—রাজা এইভাবে রোগমুক্ত হইলেন। এই অনুক্রমণিকা সঞ্জয়ের মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে।

চন্দ্রবংশাবতরণ পর্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে উপরিচর বসু-পরাশর-সত্যবতী-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রসঙ্গ নাই। পরাশর-সত্যবতী পরে সংক্ষেপে রহিয়াছে। শকুন্তলা-দুষ্মন্ত উপাখ্যানটি ব্যাসের রচনার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সঞ্জয় এই বিষয়ে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ কাহিনীর উপর আশ্রয় করিয়া সুদীর্ঘ করিয়াছেন এবং ঘটনা ও পরিণতিতে কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে সঞ্জয় সাদৃশ্য রক্ষা করিয়াছেন। কচ-দেবযানী-যযাতি প্রসঙ্গ ব্যাসের অনুরূপ। মহাভিষ্-অষ্টবসু-প্রতীপ প্রসঙ্গ মূলানুগ কিন্তু সংক্ষিপ্ত। শান্তনুগঙ্গার প্রসঙ্গে সঞ্জয় একটি মৌলিক উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। গঙ্গার বানর পতিগ্রহণরূপে এই উপাখ্যানটি[২] অভিনব। ব্যাস মহাভারতে ইহা নাই। কাশীরাম দাসও ইহা প্রণয়ন করেন নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে ইহা[৩] খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে রহিয়াছে। সম্ভবতঃ সঞ্জয়-মহাভারতের অতি প্রচারের জন্য পরবর্তী কবি ইহা সংক্ষেপে তাঁহার কাব্যে সংযোজন করিয়াছেন। সঞ্জয়ের এই কাহিনীটি লোকসাহিত্যের ধর্মের অনুকূল। দেবব্রত ভীষ্ম-সত্যবতী মূলানুগ। এই প্রসঙ্গে কবি ব্যাসের জন্ম-প্রসঙ্গও বলিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয় বলিয়া সঞ্জয় বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসকৃত মহাভারতে আছে গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হিরণ্ময়ী নদীতীরে চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হয়। বিচিত্রবীর্যের জন্য কাশীরাজ কন্যা অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকা কন্যাত্রয়কে ভীষ্মের হরণ মূলানুগ কিন্তু সঞ্জয় অম্বার ভীষ্মাসক্তি প্রসঙ্গে এক সুদীর্ঘ প্রণয়-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধার্থে জনস্তচিতায় অম্বার আত্মাহুতি ও পরজন্মে শিখণ্ডীরূপে জন্মের কাহিনী বলিয়াছেন। ব্যাস মহাভারতে উদ্যোগ পর্বে এই প্রসঙ্গ আছে তবে সঞ্জয় ইহাকে বিস্তারিত একটি প্রণয়োপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। মূলে আছে, বিচিত্রবীর্যের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয় কিন্তু সঞ্জয় এই প্রসঙ্গে এক অভিনব রূপকথার[৪] সৃষ্টি করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্মপ্রসঙ্গ মূলানুগ তবে এই প্রসঙ্গে দীর্ঘতমা উপাখ্যান ও অণীমাণ্ডব্য উপাখ্যান দুইটি সঞ্জয় বর্জন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী, পাণ্ডু-কুন্তী ও মাদ্রী বিবাহ প্রসঙ্গ মূলানুগ কিন্তু সংক্ষিপ্ত। কর্ণের জন্মপ্রসঙ্গ সুদীর্ঘ উপাখ্যানে সঞ্জয় দুর্বাসা-কুন্তী ও কুন্তী-সূর্য গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার পরে পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম ও ব্রহ্মশাপে পাণ্ডুর মৃত্যু ও মাদ্রীর সহমরণ

১. লোকসাহিত্যধর্ম পরিচ্ছেদে, ইহা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করা হইল।

২. ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

৩. ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

৪. ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

মূলানুগ। গান্ধারী-ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি শতপুত্র ও দুঃশলার জন্ম মূলানুগ। হস্তিনাপুরে পঞ্চপাণ্ডব ও ভীমের নাগলোকদর্শন মূলানুগ তবে অতি সংক্ষিপ্ত। কৃপ-কৃপীর জন্ম প্রসঙ্গ বর্জিত হইয়াছে। দ্রুপদ-দ্রোণ প্রসঙ্গটিও সঞ্জয় গ্রহণ করেন নাই। রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা প্রসঙ্গ মূলানুগ কিন্তু একলব্য উপাখ্যানটি নাই। ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষা মূলানুগ। বারণাবতে পাণ্ডবদের জীবন্ত দগ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করেন নাই। কেবলমাত্র বারণাবতে পাণ্ডবদের প্রেরণে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনের সমপর্যায়ে আনয়ন করিয়া এই কুচক্রান্তে নিশ্চেষ্ট অংশগ্রহণকারীরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বারণাবতে জতুগৃহদাহ প্রসঙ্গ মূলানুগ। হিড়িম্ববধ, হিড়িম্বা-ভীমের বিবাহ, ঘটোৎকচের জন্ম, একচক্রায় বক-রাক্ষস-বধ সম্পূর্ণ মূলানুগ। এই পরিভ্রমণে সঞ্জয় মৎস্য ও পাঞ্চালের কথা বলিয়াছেন ব্যাস ইহার সঙ্গে ত্রিগর্ত ও কীচক দেশের নাম করিয়াছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত মূলানুগ কিন্তু গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণের উপাখ্যানটি বর্জিত হইয়াছে। এই পর্বাধ্যায়ে সঞ্জয় তপতী-সংবরণ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-শক্তি-কল্মাষপাদ-ঔর্ব-ধৌম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্জন করিয়াছেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ও যুদ্ধ, দ্রুপদ-যুধিষ্ঠিরের বিতর্ক ও ব্যাসের বিধান ও পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ মূলানুগ। অবশ্য বিবাহের স্ত্রীআচার বর্ণনায় সামাজিক রীতিনীতির স্থানীয় চিত্র রহিয়াছে। হস্তিনাপুরে বিতর্ক ও বিদুরকে প্রেরণ মূলানুগ। খাণ্ডবপ্রস্থ প্রসঙ্গে নারদের কথিত তিলোত্তমা উপাখ্যান সঞ্জয় অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন। অর্জুনের বনবাস পর্বাধ্যায়ে অর্জুনের চিত্রাঙ্গদা-উলূপী-সুভদ্রা বিবাহ প্রসঙ্গ মূলানুগ। তবে অর্জুন-বর্গার বিবাহ বর্জিত হইয়াছে। সুভদ্রা-অর্জুন প্রসঙ্গটি সুদীর্ঘ। খাণ্ডবদাহ পর্বাধ্যায়ে শ্বেতকি-ব্রহ্মা প্রসঙ্গ ও পরবর্তী খাণ্ডববন দহন, যুদ্ধ ইত্যাদি মূলানুগ তবে সঞ্জয় বলিয়াছেন এই দগ্ধবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন লোমশ মুনি, সুরভি, দানবেন্দ্র ও বিশ্বকর্মা কিন্তু মূলে আছে মন্দপাল-জারিতা ও তাহাদের ভিন্নস্থ চারিপুত্র। মন্দপাল তপস্বীর উপাখ্যানটি সঞ্জয় বর্জন করিয়াছেন। ইহার পর সঞ্জয় অভিমন্যুর জন্মের প্রসঙ্গ বলিয়াছেন, মূলে সুভদ্রাহরণ ও বিবাহের প্রসঙ্গেই তাহা উক্ত হইয়াছে।

সভা পর্ব

সঞ্জয় সভা পর্বের প্রথমেই ইন্দ্রসভায় পাণ্ডুর অবমাননার চিত্র দিয়াছেন। পাণ্ডু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া সবিস্তারে ইহা বলিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। তাহা হইলে পাণ্ডু ইন্দ্রসভায় সম্মানের আসনে অলঙ্কৃত হইবেন। এই উপলক্ষে সঞ্জয় লোকচিত্ত বিনোদনকারী গল্প বলিয়াছেন। কিন্তু মূলে প্রথমেই আছে ময়দানব কর্তৃক যজ্ঞসভাগৃহ নির্মাণের বর্ণনা এই অংশ সঞ্জয় পরে বলিয়াছেন। মূলে নারদ-যুধিষ্ঠির প্রসঙ্গ ইহার পরেই রহিয়াছে এবং রাজধর্ম-প্রজাপালন বিষয়ক সুদীর্ঘ তত্ত্বালোচনা রহিয়াছে। সঞ্জয় এই অংশ বর্জন করিয়াছেন। মূলে ইহার পর কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরের বিভিন্ন রাজ্য জয়ের আলোচনা রহিয়াছে। সঞ্জয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। ইহার পর জরাসন্ধ-প্রসঙ্গ মূলানুগ। পাণ্ডবদের দিগ্বিজয় পর্বাধ্যায়ে ব্যাসদেব নাম করিয়াছেন—কুলিন্দ, আনর্ত, শাকলদ্বীপ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর, কাশ্মীর, লোহিত দেশ, ত্রিগর্ত, সিংহপুর, সুহ্ম, চোল, দেশ, বাহ্লীক, কম্বোজ, দরদ, কিম্পুরুষ, হাটক, গন্ধর্ব, হরিবর্ষ, পাঞ্চাল, গণ্ডকীয়, বিদেহ, দশার্ণ, পুলিন্দনগর, চেদি, অযোধ্যা, গোপালকচ্ছ,

CENTRAL LIBRARY

উত্তর সোমক, মন্ত্র, মৎস্য, দরদ, বৎস, গিরিব্রজপুর, পুণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, ম্লেচ্ছ, শূরসেন, কুন্তিভোজ, অবন্তী, ভোজটক, পাণ্ড্য, কিষ্কিন্ধ্যা, মাহিষ্মতী, ত্রিপুর, পৌরব, সুরাষ্ট্র, দ্রবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ, শৈরীক, মহোথ, মালব, পঞ্চনদ, দ্বারপালপুর, পহ্লব প্রভৃতি। এই সকল দেশ হইতে বশ্যতা-স্বীকৃতিমূলক কর সংগ্রহ বিষয়ে বহু যুদ্ধের সুবিস্তৃত বর্ণনা ব্যাসদেব করিয়াছেন। কিন্তু সঞ্জয় এই সকল দেশের কথা এবং যুদ্ধ বর্ণনায় মনোযোগ দেন নাই। তিনি অর্জুনের লঙ্কা হইতে ধন আহরণের পথে হনুমানের সঙ্গে অর্জুনের এক রূপকথা-সম্ভব প্রসঙ্গের[১] সুদীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গের পরে ময়দানবের সভাগৃহ-নির্মাণ প্রসঙ্গ রহিয়াছে; পূর্বেই বলা হইয়াছে মূলে ইহা সভা পর্বের প্রথমেই রহিয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ, শিশুপালবধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ মূলানুগ। দ্যূত পর্বাধ্যায় প্রায় মূলানুগ, কেবলমাত্র গান্ধারীর উপদেশ-অংশ কিছুটা অভিনব। অনুদ্যূত পর্বাধ্যায়ও মূলানুগ।

বন পর্ব

ব্যাসমহাভারতের বনপর্বান্তর্গত আরণ্যক পর্বাধ্যায়ের যুধিষ্ঠিরঅনুগামী বিপ্রগণ—সূর্যদত্ত তাম্রস্থালী, ধৃতরাষ্ট্রের অস্থিরমতিত্ব ও বিদুরকে বিতাড়ণ ও পরে অনুশোচনায় সঞ্জয়কে বিদুরের নিকট প্রেরণ, ধৃতরাষ্ট্র সকাশে ব্যাস মৈত্রেয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ সঞ্জয় বর্জন করিয়াছেন। সঞ্জয় প্রথমেই কির্মীর রাক্ষস বধের প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ মূলানুগ। ইহার পর সঞ্জয় দুর্যোধনের আর এক চক্রান্তের প্রসঙ্গ দিয়াছেন। দুর্যোধন মৃগয়া করিতে আসিলেন এবং তাঁহার নিকট উপবাসী মুনিরা আতিথ্য গ্রহণের জন্য আসিলে মিথ্যাবাক্যে প্রলুব্ধ করিয়া রিক্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্যোধন মুনিদের প্রেরণ করেন। কৃষ্ণের অলৌকিক কৃপায় যুধিষ্ঠির ব্রহ্মশাপ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। মূলের সূর্যদত্ত তাম্রস্থালীর অনুসরণে সঞ্জয় একটি মৌলিক উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃষ্ণের আগমন, দ্রৌপদী-ভীমের ক্ষোভ প্রভৃতি মূলানুগ। দ্বৈতবনের প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের শাল্ববধ, চারুদেষ্ণ কর্তৃক বিবিধবধ, শ্রীকৃষ্ণের দ্যূতসভায় অনুপস্থিতির কারণ প্রদর্শন প্রভৃতি সঞ্জয় গ্রহন করেন নাই। ইহার পরে সঞ্জয় কিরাত-অর্জুন প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়াছেন। ইন্দ্রসভায় অর্জুনের জন্য উর্বশীর অভিসারের প্রসঙ্গটি নাই তবে বিরাট পর্বে অর্জুন এই প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। অর্জুনের বিভিন্ন দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের প্রসঙ্গ প্রায় মূলানুগ। মহর্ষি বৃহদশ্বের নিকট যুধিষ্ঠিরের মন্দভাগ্য রাজন্যবর্গের উপাখ্যান শ্রবণ মূলানুগ তবে সঞ্জয়ের উপাখ্যানগুলিতে কিছুটা স্বকীয়তা রহিয়াছে। রামায়ণ কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত, নল-দময়ন্তী উপাখ্যান সুবিস্তৃত প্রেমকাব্যে পরিণত হইয়াছে। কবি এই উপাখ্যানের সাহায্যে এক বিচিত্র গল্পরস পরিবেশন করিয়াছেন। ইহার পর দ্রৌপদীর দুঃখের প্রসঙ্গে সঞ্জয় শকুন্তলার দুঃখের কাহিনী অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা সঞ্জয় সংক্ষেপে বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সঞ্জয় ইল্বল-বাতাপি, অগস্ত্য-লোপামুদ্রা, ভৃগুতীর্থ, দধীচি, বৃত্রবধ, সমুদ্রশোষণ, সগররাজা, ভগীরথের গঙ্গানয়ন, ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান, পরশুরামের ইতিহাস, কার্তবীর্যার্জুন, প্রভাস, চ্যবন-সুকন্যা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মান্ধাতা, সোমক, ও জন্তুর ইতিহাস, উশীনর, কপোত ও শ্যেন, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, অষ্টাবক্র ও বন্দী, ভরদ্বাজ, যবক্রীত, রৈভ্য, অর্বাবসু ও পরাবসু, নরকাসুর, বরাহরূপী, বিষ্ণু, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান

১. ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

সঞ্জয় বর্জন করিয়াছেন। ইহার পর দ্রৌপদীর জন্য সহস্রদল কমল আনয়নের প্রসঙ্গে ভীম-হনুমান বিষয়ে এক মনোমুগ্ধকর গল্প ফাঁদিয়াছেন মূলে এই প্রসঙ্গ আছে তবে সঞ্জয় ইহাকে লোক-মানসের উপযুক্ত করিয়াছেন। জটাসুরবধ প্রসঙ্গ মূলানুগ। অর্জুনের প্রত্যাবর্তন মূলানুগ তবে নিবাতকবচ ও হিরণ্যপুরের বৃত্তান্ত নাই। আজগরপর্বাধ্যায়, মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্বাধ্যায় ও এই প্রসঙ্গে অরিষ্টনেমা-অত্রি, বৈবস্বত-মনু-মৎস্য, বালকরূপী নারায়ণ, পরীক্ষিৎ ও মধুকরাজকন্যা—শল দল ও বামদেব, দীর্ঘায়ু বক ঋষি, শিবি ও সুহোত্র, যযাতির দান, অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শিবি, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ধুন্ধুমার, কৌশিক, পতিব্রতা ও ধর্মব্যাধ, দেবসেনা ও কার্তিকেয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান সঞ্জয় বর্জন করিয়াছেন। দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ পর্বাধ্যায়ও সঞ্জয় গ্রহণ করেন নাই। ইহার পর দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা ও গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ প্রসঙ্গ। সঞ্জয় এই প্রসঙ্গে দুর্যোধন কর্তৃক দ্রোণের সাহায্যে পাণ্ডবদের অভিশাপ প্রদানের এক অভিসন্ধির উপাখ্যান সংযোজিত করিয়াছেন। অন্যান্য অংশ মূলানুগ। দুর্যোধনের প্রায়োপবেশন ও বৈষ্ণব-যজ্ঞ সঞ্জয়ে বর্জিত হইয়াছে। ইহার পরে যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন, মুদ্গলের সিদ্ধিলাভ, দুর্বাসার পারণ-প্রসঙ্গ ও উপাখ্যানগুলিও সঞ্জয় গ্রহণ করেন নাই। দ্রৌপদীহরণ ও জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ পর্বাধ্যায় মূলানুগ। রামোপাখ্যান-পর্বাধ্যায়, পতি-ব্রতামাহাত্ম্যপর্বাধ্যায়, কুণ্ডলহরণপর্বাধ্যায় ও আরণেয়পর্বাধ্যায় সঞ্জয় বর্জন করিয়াছেন। তবে কুণ্ডল হরণের প্রসঙ্গ কর্ণ পর্বে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন।

বিরাট পর্ব

বিরাট পর্ব অনেকাংশে মূলানুগ। মূলের প্রধান কোন প্রসঙ্গ ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই। তবে যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীমের বিভিন্ন দেশের গুণাগুণ বর্ণনা অংশে কবি কিছুটা লোকমানসের পরিতৃপ্তি-কর সংবাদ সরবরাহ করিয়াছেন। কীচকবধে ভীমের যুদ্ধবর্ণনায় কবি লোকবিশ্বাস সম্মত অলৌকিকতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহের বর্ণনায় স্থানীয় সামাজিক রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

উদ্যোগ পর্ব

এই পর্বে সেনোদ্যোগ পর্বাধ্যায়ে সঞ্জয় ত্রিশিরা, বৃত্র, ইন্দ্র, নহুষ ও অগস্ত্য প্রসঙ্গ বর্জন করিয়াছেন। সঞ্জয়যান পর্বাধ্যায়ে মূলের দ্রুপদ-পুরোহিতের স্থলে সঞ্জয় পাঞ্চাল পুরোহিতকেও প্রেরণ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রসকাশে বিদুর প্রসঙ্গে বিরোচন ও সুধন্বা প্রসঙ্গ সঞ্জয় বর্জন করিয়াছেন। ভগবদ্যান পর্বাধ্যায়ে রাজা দম্ভোদ্ভব, সুমুখ, ও গরুড়, বিশ্বামিত্র-গালব-যযাতি-মাধবী, বিদুলার উপাখ্যান প্রভৃতি প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান সঞ্জয় বর্জন করিয়াছেন। সৈন্যযান পর্বাধ্যায়ে বলরাম ও রুক্মী প্রসঙ্গ সঞ্জয় গ্রহণ করেন নাই। অম্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস সঞ্জয় আদি পর্বেই বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন বলিয়া এখানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্যান্য অংশ মূলানুগ তবে পর্বশেষে সঞ্জয় কাকলীলাসুর প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়া একটি জনমানসের উপযুক্ত উপাখ্যান[১] বলিয়াছেন।

১. ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

ভীষ্ম পর্ব

ভীষ্মপর্বে প্রথমে যুদ্ধের নিয়মবন্ধন অংশ সঞ্জয় গ্রহণ করেন নাই। ইহা পরে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। সঞ্জয় প্রথমেই ব্যাস-ধৃতরাষ্ট্র প্রসঙ্গে সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টির বিষয় উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহার পরে চতুর্দিকে অমঙ্গল চিহ্নের এক দীর্ঘ বর্ণনাতে সঞ্জয় লোকবিশ্বাস ও ধ্যানধারণার প্রতি আনুগত্য দেখাইয়াছেন। সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও ভূবৃত্তান্ত কবি সঞ্জয় গ্রহণ করেন নাই। সঞ্জয় ইহার পর সেনাপতি-রূপে ভীষ্মের অভিষেকের একটি মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান বর্ণনা করিয়াছেন। ভীষ্ম পর্বের যুদ্ধবর্ণনাও বিভিন্ন বীরের পতন ও জয় মূলানুগ। একটি নূতন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় ব্রহ্মচণ্ডাল[১] প্রসঙ্গ। কবি অশ্বের বর্ণনায় অপূর্ব নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। কবি যখনই সুযোগ পাইয়াছেন তখনই অশ্বের রূপ ও বীর্য বর্ণনা করিয়াছেন। ভীষ্ম পর্বে এইরূপ একটি বিস্তৃত অংশকে 'অশ্বের বর্ণনা' নামে অভিহিত করা যায়। দ্রোণ পর্বেও এইরূপ বর্ণনা আছে।

দ্রোণ পর্ব

দ্রোণ পর্ব আনুপূর্বিক মূল মহাভারতের সঙ্গে অভিন্ন, তবে অভিমন্যুবধ পর্বাধ্যায়ে অভিমন্যুর মৃত্যুর পর দ্রৌপদীর নারী সৈন্যবাহিনী লইয়া কৌরবদের সহিত এক যুদ্ধের অভূতপূর্ব উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। এই উপাখ্যান সম্পূর্ণ নূতন এবং বিভিন্ন পুথিতে ইহা পাওয়া যায়। পরিশিষ্টে এই উপাখ্যান সংযোজিত হইল।

কর্ণ পর্ব

কর্ণ পর্বান্তর্গত ত্রিপুর সংহার উপাখ্যানটি সঞ্জয় গ্রহণ করেন নাই কিন্তু এইস্থলে তারকাক্ষ-মকরাক্ষ প্রসঙ্গ রচনা করিয়াছেন। এই পর্বের অন্যান্য অংশ সঞ্জয় মূলের ন্যায় রচনা করিয়াছেন।

শল্য পর্ব

শল্যবধ পর্বাধ্যায় মূলানুগ। সঞ্জয় হ্রদপ্রবেশ পর্বাধ্যায় এবং গদাযুদ্ধ পর্বাধ্যায় একত্রিত করিয়া গদা পর্ব নামক একটি পর্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অংশে ভীমের ব্যাঘচর নিযুক্তির মাধ্যমে সঞ্জয় একটি সরস উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। বলরামের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সঞ্জয় মূলের চন্দ্রের যজ্ঞা-একত-দ্বিত-ত্রিত, অসিতদেবল ও জৈগীষব্য-সারস্বত, বৃদ্ধ-কন্যা সুভ্রু প্রভৃতি প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান বর্জন করিয়াছেন।

সৌপ্তিক পর্ব

সঞ্জয় সৌপ্তিক পর্বান্তর্গত ঐষীক পর্বাধ্যায়কে একটি পৃথক পর্বরূপে রচনা করিয়াছেন। কবি মহাদেবের আবির্ভাব-অংশ ও ঐষীক পর্বাধ্যায়ে মহাদেবের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গ বর্জন করিয়াছেন। অন্যান্য অংশ মূলানুগ।

১. ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

স্ত্রী পর্ব

সঞ্জয় স্ত্রী পর্বান্তর্গত ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীমের নিষ্পেষণ ও মৃত-সংকার অংশ লইয়া দাহ পর্ব নামে একটি পর্ব রচনা করিয়াছেন। স্ত্রী-পর্বান্তর্গত কর্ণের জন্মরহস্য সঞ্জয় শান্তি পর্বে লইয়া গিয়াছেন। অন্যান্য অংশ মূলানুগ।

শান্তি পর্ব।

সঞ্জয়ের শান্তি পর্বে রহিয়াছে কর্ণের জন্মপ্রসঙ্গ, যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ও ব্যাসের প্রবোধ দান, সকলের হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন। যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্বাধ্যায়কে সঞ্জয় স্থান পর্ব নামে একটি পৃথক পর্ব বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। শান্তি পর্বের অনুবাদে সঞ্জয় মূলের সহিত সর্বাপেক্ষা কম সম্পর্ক রাখিয়াছেন। ইহার কারণ ব্যাসদেব শান্তি পর্বে যে ব্যাপক দর্শন, অধ্যাত্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ-প্রসঙ্গ ইত্যাদি মানবহিতার্থে রচনা করিয়াছেন, তাহা সঞ্জয়ের রচিত মহাভারতে রক্ষিত হইলে জনসাধারণের নিকট মহাভারত দুর্বোধ্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। সেইজন্য সঞ্জয় জনসাধারণের কথা চিন্তা করিয়াই এই অংশ বর্জন করিয়াছেন। রাজধর্মানুশাসন পর্বাধ্যায়ের চার্বাকবধ, রাজধর্ম, বেণ ও পৃথু রাজার কথা, বর্ণাশ্রমধর্ম—চরনিয়োগ-শুল্ক, রাজার মিত্র—দণ্ডবিধি—রাজকর যুদ্ধনীতি, পিতামাতা ও গুরুব্যবহার—রাজকোষ, আপদধর্ম পর্বাধ্যায়ের অন্তর্গত আপদগ্রস্ত রাজা—তিন মৎস্যের উপাখ্যান, মার্জার-মূষিক সংবাদ, বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল সংবাদ, যজ্ঞের উৎপত্তি, কৃতঘ্ন গৌতমের উপাখ্যান; মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায় অন্তর্গত আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মণ-সেনজিৎ সংবাদ, অজগর ব্রত—কামনাত্যাগ, সৃষ্টিতত্ত্ব—সদাচার, বরাহরূপী বিষ্ণু, যজ্ঞে অহিংসা—প্রাণদণ্ডের নিন্দা, বিষয়তৃষ্ণা-বিষ্ণুর মাহাত্ম্য—জ্বরের উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ, আসক্তি ত্যাগ—শুক্রের ইতিহাস, সুলভা-জনক সংবাদ, ব্যাসপুত্র শুক-নারদের উপদেশ, উঞ্ছব্রতধারীর উপাখ্যান প্রভৃতি সঞ্জয় গ্রহণ করেন নাই। এই সকল প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান মহাভারতীয় ঘটনা-প্রবাহের সহিত সামান্য সম্পর্কযুক্ত বলিয়াই হয়ত জনচিত্ত ভারাক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অনুশাসন পর্ব

সঞ্জয় অনুশাসন পর্বেও শান্তি পর্বের ন্যায় বহু প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান বর্জন করিয়াছেন ঠিক একই কারণে। ব্যাস-মহাভারতের অনুশাসন পর্বের অন্তর্গত গৌতমী ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কাল; সুদর্শন-ঔষধতীর অতিথি-সংকার; কৃতঘ্ন শুক—দৈব ও পুরুষকার—ভগ্নস্বনের স্ত্রীভাব; হর-পার্বতীর নিকট কৃষ্ণের বরলাভ; অষ্টাবক্রের পরীক্ষা; ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ—গঙ্গা-মাহাত্ম্য, মতঙ্গ, দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন—বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্ব লাভ; ব্রাহ্মণসেবা—সৎপাত্র ও অসৎপাত্র, স্ত্রী জাতির কুৎসা—বিপুলের গুরুপত্নীরক্ষা; বিবাহভেদ—দুহিতার অধিকার—বর্ণসঙ্কর—পুত্রভেদ,—চ্যবন ও নহুষ; চ্যবন ও কুশিক; দানধর্ম—অপালক রাজা—কপিলা-লক্ষ্মী ও গোময়; দানের অপাত্র—বশিষ্ঠাদির লোভ সংবরণ; ছত্র ও পাদুকা পুষ্প-ধূপ-দীপ; সদাচার, ভ্রাতার কর্তব্য; মানসতীর্থ—বৃহস্পতির উপদেশ; মাংসাহার ব্রাহ্মণ-রাক্ষস সংবাদ; ত্রিবিধ প্রমাণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান সঞ্জয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। অশ্বমেধ পর্বের অন্তর্গত মরুবাসী উতঙ্কের কাহিনী সঞ্জয় অনুশাসন পর্বে সংযোজন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান মূলানুগ।

অশ্বমেধ পর্ব

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সঞ্জয় অশ্বমেধ পর্বের জন্য অনুবাদপীঠ গ্রন্থরূপে জৈমিনিভারতকে আশ্রয় করিয়াছেন। এইজন্যে ব্যাসদেবের অশ্বমেধ পর্বের মরু ও সংবর্ত, কামগীতা, অনুগীতা প্রভৃতি জৈমিনি ও সঞ্জয়ে নাই। জৈমিনিভারতের প্রথমেই যে মঙ্গলাচরণ আছে তাহা সঞ্জয়ে নাই। জৈমিনি তাহার ভারতে রামচরিত কীর্তন করিয়া এক বিস্তৃত অংশ রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে জৈমিনি রামের সীতা বিসর্জন, সীতার বনবাস ও বাল্মীকি-সমাগম, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, যজ্ঞীয় অশ্ব মোচন, শত্রুঘ্নের যুদ্ধে লবের পরাজয়, কুশের যুদ্ধ, শত্রুঘ্নের পরাজয়, ভরতের যুদ্ধযাত্রা ও পরাজয়, রামের যুদ্ধ ও পরাজয়, বাল্মীকির শান্তিবারি নিষেকে জীবনদান ও শান্তিস্থাপন প্রসঙ্গ সঞ্জয় গ্রহণ করেন নাই। জৈমিনির অন্যান্য প্রসঙ্গ ও যুদ্ধ সঞ্জয় গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের সকলের পরাজয়ের পর পাণ্ডব-যাদব নারীদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ আমাদিগকে দ্রোণ পর্বের দ্রৌপদী যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জনার প্রসঙ্গে জনার অগ্নিতে আত্মাহুতির পর বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণে গমনের অংশও অভিনব। সামগ্রিক ভাবে জনার প্রসঙ্গটিও সঞ্জয় অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। অশ্বমেধ পর্বে সঞ্জয় জৈমিনিকে অনুসরণ করিয়া এবং অনেকস্থলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মৌলিকভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা ও যুদ্ধ, উপাখ্যান ও আখ্যান সুবিস্তৃত ও রসমধুর করিয়া তুলিয়াছেন। এই যুদ্ধবিবরণ পড়িতে পড়িতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রথী-মহারথীদের যুদ্ধগুলিকে তুচ্ছ মনে হয়। বিশেষ করিয়া বিবেকের যুদ্ধ, তাম্রধ্বজের যুদ্ধ, বভ্রুবাহনের যুদ্ধ, অবিস্মরণীয় স্মৃতি রাখিয়া দেয়। গল্পরসের পরিবেশনও অতি চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া জনার কাহিনী, সুধন্বার কাহিনী, বভ্রুবাহন প্রসঙ্গ, চণ্ডীর উপাখ্যান, চন্দ্রহাস-উপাখ্যান প্রভৃতি অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের ভক্তগণের কৃষ্ণভক্তির জন্য অনুকম্পাপ্রযুক্ত অর্জুন বার বার পরাজিত হইলেও শেষ পর্যন্ত, কৃষ্ণ ভক্তদের অনুরোধে অশ্বমোচন সম্ভবপর হইয়াছে। যজ্ঞের জন্য জাহ্নবীবারি আনয়নে চতুঃষষ্টি দম্পতীর অংশ গ্রহণের চিত্রটি মূল অনুসরণে রচনা করিয়াও তাহাতে পরিহাস-মাধুর্যে চিত্রটি প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। শক্তুদাতা ব্রাহ্মণ—নকুলরূপী ধর্মের উপাখ্যানটি সম্ভবতঃ সঞ্জয় ব্যাসদেব-কৃত অশ্বমেধ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

আশ্রমিক পর্ব

এই পর্ব সম্পূর্ণ মূলানুগ। কোন ঘটনা বা উপাখ্যান বর্জিত হয় নাই বা কোন সংযোজনও কবি করেন নাই।

মৌষল পর্ব

এই পর্ব সম্পূর্ণ মূলানুগ হইয়াও ইহাতে একটি ব্যতিক্রম আছে। কৃষ্ণের মৃত্যুর পূর্বে অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহা ব্যাসদেব বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন যাহাতে তিনি সত্বর আসিয়া যাদবনারীদের হস্তিনাপুরে লইয়া যান। তাহার পর তিনি বনবাসে যাইয়া তপস্যায় দেহত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া একস্থানে বিশ্রাম করিতে ছিলেন তখন জরা নামক ব্যাধ মৃগভ্রমে[১]

১. কাশীরাম দাস 'পাখীভ্রমে' বলিয়াছেন।

শরাঘাতে তাহাকে নিহত করে। সঞ্জয় এই প্রসঙ্গের সহিত অর্জুনের উপস্থিতি যুক্ত করিয়াছেন। অর্জুন দ্বারকায় কৃষ্ণের বার্তা পাইয়া আসিলেন এবং সকলকে সান্ত্বনা দান করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। পথে অর্জুনের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া একস্থলে বিশ্রাম করিতে ছিলেন। শায়িত কৃষ্ণকে মৃগভ্রমে জরা শর নিক্ষেপ করে। ইহা অর্জুনের সহিত কৃষ্ণের আজীবন সখ্যের সুপন্থী হইয়াছে। মৃত্যুর সময়েও তাঁহার সখার নিকট হইতে দূরে রহিলেন না।

স্বর্গারোহণ পর্ব

স্বর্গারোহণ পর্বে সঞ্জয় দ্রৌপদী-সহদেব-নকুল-অর্জুন-ভীমের পতনে নূতন নূতন তীর্থস্থানের কথা বলিয়াছেন। মহাপ্রস্থানের পথটিও ব্যাসদেবের কথিত পথ নয়, জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য করিবার জন্য গঙ্গাতীরবর্তী পথে হিমালয় গমন পথটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রস্থানের পূর্বে (শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পূর্বে) পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থানে গমনে কৃষ্ণানুমতির পূর্ব-প্রসঙ্গ প্রথমে কবি সংযোজিত করিয়াছেন। স্বর্গারোহণ পর্বে ধর্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে দুই বার পরীক্ষার কথা ব্যাসদেব বলিয়াছেন, কিন্তু সঞ্জয় একবার পরীক্ষার কথা বলিয়াছেন। আসক্তিবশতঃ অর্জুন তাঁহার গাণ্ডীব-ধনু ও দুই অক্ষয়তূণীর সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং পরে পথে অগ্নির আদেশে অর্জুন তাহা জলে নিক্ষেপ করেন। সঞ্জয় এই প্রসঙ্গটি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু মেঘনাদ দৈত্যকর্তৃক দ্রৌপদী হরণের ঘটনা ও ভীমের বৃক্ষাদির সাহায্যে যুদ্ধ ও দ্রৌপদী-উদ্ধারের একটি উপাখ্যান বলিয়াছেন। অন্যান্য প্রসঙ্গ মূলানুগ।

অনুবাদপ্রসঙ্গে আমরা সংস্কৃত মহাভারতের সহিত সঞ্জয়ের কাব্যের ঘটনাগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করিলাম। এইবার কবি সঞ্জয়কে ঘটনা-সংস্থাপনরীতি দ্বারা মহাভারতের মূল কাহিনীর উন্মেষ ও ক্রমপরিণতির পদ্ধতিটি আলচনা করিব।

মহাভারতের শ্রোতা ও প্রবক্তার মাধ্যমে আখ্যানভাগ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ঘটনাসংস্থাপনা যথেষ্ট শিথিল। যে কোন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই প্রবক্তা তাহার উত্তরে কোন ঘটনা বা উপাখ্যান সবিস্তারে বিবৃত করেন। এইরূপ অবস্থায় ঘটনাসংস্থাপন কৌশলে কোন কৃতিত্ব নাই। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রবক্তা যে কোন সময়েই যে কোন ঘটনা বিবৃত করিতে পারেন। সুতরাং ঘটনাসংস্থাপনে দৃঢ়পিনদ্ধ কাঠিন্য ইহাতে নাই। তবে একটা বিষয় যথার্থ বলা যায় যে পরিবেশের অনুকূল প্রশ্নই সাধারণতঃ উত্থিত হয় বলিয়া কোন ঘটনা বা উপাখ্যানই খুব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতের সুবিরাট পরিধিতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইয়া যায় এবং তাহা সময়োচিত ও প্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় সুতরাং মূল আখ্যানের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া রসাভাস সৃষ্টি করে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কবি সঞ্জয় জনসাধারণের জন্য মহাভারতের রচনা করিতে গিয়া জটিল তত্ত্বালোচনা অনেকাংশে বর্জন করিয়াছেন। কবি ঘটনা ও কাহিনীর বয়নে যে সূত্রটি বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে অনেকটা নূতনত্ব আছে—জনমেজয়ের রোগমুক্তির প্রসঙ্গে বৈশম্পায়ন মহাভারত

কথা বলিয়াছেন। এই অনুক্রমণিকার প্রসঙ্গ হইতেই মহাভারতের মূল আখ্যানে কবি প্রবেশ করিয়াছেন। অবশ্য ইহার পূর্বে বন্দনা, মহাভারত শ্রবণের ফলাফল প্রভৃতির বর্ণনা রহিয়াছে। তক্ষককন্যা সারদার সহিত পরীক্ষিতের বিবাহ, পরীক্ষিতের মৃগয়াকালে শমীকমুনিকে অবমাননা ও মৃত্যু, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, জনমেজয়ের কান্তাবতীকে বিবাহ ও ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে অপমান, তাঁহার শাপে জনমেজয়ের পীড়া ও রোগমুক্তিতে মহাভারত শ্রবণ আরম্ভ। এইভাবে অনুক্রমণিকায় কবি প্রসঙ্গবহির্ভূত উপাখ্যান ও ঘটনা আনয়ন না করিয়া মূলকাব্যের সহিত পাঠকের অতি সহজেই মানসিক যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কবির কৃতিত্ব অন্যান্য মহাভারতের কবি অপেক্ষা অধিক। চন্দ্রবংশের পরিচয় প্রদান করিয়া কবি মূল কাব্যারম্ভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শকুন্তলা উপাখ্যান, কচ-দেবযানী-যযাতি প্রসঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে কবি সত্যবতী-ব্যাস প্রসঙ্গে আসিয়াছেন। শান্তনু-গঙ্গা ও শান্তনু-সত্যবতী প্রসঙ্গের পর কবি ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্যের প্রসঙ্গে উপনীত হইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম ও বিবাহ, যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম ও দুর্যোধনাদির জন্ম—এইভাবে কবি সরলরেখায় মহাভারতের উন্মেষ পর্ব সমাপ্ত করিয়াছেন। এই পর্বে উপাখ্যান-সংখ্যা কম, তত্ত্বালোচনা ইত্যাদি নাই বলিলেই চলে। সুতরাং ঘটনাবয়নে কবি পারম্পর্য রক্ষা করিয়া কাহিনীর অগ্রগতিতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন

বাল্যকাল হইতেই দুর্যোধনের ক্রূরতা ও ঈর্ষার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের অপত্যস্নেহান্ধ সমর্থন ঘটনাকে জটিল করিতে আরম্ভ করিল। জতুগৃহদাহ, অসহায় সপুত্র কুন্তীর বিভিন্ন দেশভ্রমণ, পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ অর্জুনের বনবাস ও বিবাহাদি প্রভৃতির পর মূল ঘটনায় তাঁহাদের লইয়া আসা হইল। পাণ্ডবদের নবনির্মিত রাজধানীতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, রাজসূয় যজ্ঞ ও জনসাধারণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অত্যধিক প্রশংসায় দুর্যোধনের অবদমিত ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে প্রেরণ করিয়া দুর্যোধন তাহার নিবৃত্তি করিলেন। এই সময়ে দ্রৌপদীকে অপমান করিয়া দুর্যোধন বিয়োগান্তক পরিণতির বীজ নূতন করিয়া বপন করিলেন। বনবাসে অর্জুনের দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ ভাবীযুদ্ধের প্রস্তুতি মাত্র। এই সময়ে অনেকগুলি উপাখ্যান ঘটনার অগ্রগতিকে সাময়িক ভাবে রুদ্ধ করিয়াছে। অবশ্য এই উপাখ্যানগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। বনবাসে রাজা যুধিষ্ঠিরের মন্দভাগ্য রাজাদের উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। দুর্যোধনের ঈর্ষার আর একটি মৌলিক ঘটনা কবি এই স্থানে সংযোজিত করিয়াছেন। তাহাতে দুর্যোধন ব্যর্থ হইলেন এবং নিজেই গন্ধর্বহস্তে বন্দী হইয়া পাণ্ডবদের কৃপায় মুক্ত হইলেন। অর্জুন-হনুমান প্রসঙ্গ ও ভীষ্ম-হনুমান প্রসঙ্গের ন্যায় কোন কোন প্রসঙ্গ আনিয়া কবি সুদীর্ঘ বর্ণনায় ঘটনার অগ্রগতিতে সামান্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার পর অজ্ঞাতবাসের অধ্যায়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুর্যোধনের বিরাটের গোসম্পদ হরণের প্রচেষ্টার দ্বারা পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু অজ্ঞাতবাসকাল সেই সময়ে সমাপ্ত।

দুর্যোধনের ঈর্ষা ও ক্ষাত্রবীর্যে পাণ্ডবদের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিল। সকল প্রকার শান্তি-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। উভয় পক্ষ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধের মধ্যে মূল ঘটনার অগ্রগতি অপেক্ষা উত্তেজনাই বেশী। একে একে রথী মহারথী-বৃন্দ মৃত্যুবরণ করিলেন। কৃষ্ণের সুনিপুণ নেতৃত্বে ভীমার্জুনের অদৃষ্টপূর্ব বীরত্বে পাণ্ডবদের জয় হইল।

CENTRAL LIBRARY

মৃত্যুর করাল স্তব্ধতার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্ভবপর হইল। ইহার পর কবি ঘটনার অগ্রগতির জন্য শান্তি-অনুশাসন পর্বের তত্ত্বালোচনা অনেকাংশে বর্জন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী-কুন্তীর প্রব্রজ্যা ও মৃত্যু ঘটিল। ইহার পর রাজচক্রবর্তী হইবার জন্য যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ। এই অধ্যায়ে আবার অসংখ্য যুদ্ধ ও জয়-পরাজয় বর্ণনা করিয়া কবি মূল আখ্যান-স্রোতের ক্ষণিক বিরতি টানিয়াছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিসমাপ্তির পরই অতি সত্বর মহাভারতীয় নাটকের পঞ্চমাঙ্ক ঘনাইয়া আসিল। যাদবদের বিনাশ ও কৃষ্ণ-বলরামের ইহলোক ত্যাগ যুধিষ্ঠিরের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধোত্তর অশান্ত মনে শাশ্বত বিয়োগান্তক পরিণতি নির্দেশ করিয়া মহাভারত সমাপ্ত হইল। উপসংহারে জনমেজয়ের রোগমুক্তি হইল।

পূর্বেই আমরা বলিয়াছি জটিল ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি তত্ত্বালোচনা সংক্ষিপ্ত করিয়া কবি সঞ্জয় জনমানসের উপযুক্ত মহাভারত রচনায় ঘটনাবয়নে যথেষ্ট সিদ্ধকাম হইয়াছেন। কিন্তু কবি ঘটনা বিষয়ে সিদ্ধকাম হইলেও তাঁহার কাব্যে এইজন্য মহাভারতীয় মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য অল্পাধিক বিনষ্ট হইয়াছে। লৌকিক চেতনায় আবেদনকারী সরস অ-মহাভারতীয় উপাখ্যান সৃষ্টির দ্বারা কবি সেই ক্ষতি পূরণ করিয়াছেন। যথার্থ ইহা জনসাধারণের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আর একটি বিষয় উল্লেখ-যোগ্য, গভীর শোক-দুঃখময় অনুভূতি-গম্ভীর পরিবেশে লাচাড়ি সংযোজন, মধ্যযুগের আখ্যায়িকাকাব্যে সুপরিচিত। এই কাব্যে লাচাড়ির সংখ্যা যথেষ্ট। সম্ভবতঃ এইগুলি সঙ্গীতরূপে গীত হইত।[১] ইহাও জনমানসের উপযুক্ত ও রসতৃপ্তির অনুকূল। ইহাদের দ্বারা ঘটনার গতি সাময়িক ভাবে ব্যাহত হইয়াছে। তবে সুরের গভীরতায় শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুভূতির তীব্রতায় অবগাহন সম্ভবপর হয় বলিয়া, লাচাড়ি সার্থকতা আনয়ন করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোকসাহিত্যধর্ম

'মহাভারতের কথা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের বিচিত্র সংমিশ্রণ, পড়তে পড়তে মনে হয় আমরা এক অদ্ভুত স্বপ্নদৃষ্ট লোকে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে দেবতা আর মানুষের অবাধে মেলামেশা চলে, ঋষিরা হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করেন এবং মাঝে মাঝে অপ্সরার পাল্লায় পড়ে নাকাল হন, তাঁদের তুলনায় বাইবেলের মেথুসেলা অল্পায়ু শিশুমাত্র। যজ্ঞ করাই রাজাদের সবচেয়ে বড় কাজ। বিখ্যাত বীরগণ যে সকল অস্ত্র নিয়ে লড়েন তার কাছে আধুনিক অস্ত্র তুচ্ছ। লোকে কথায় কথায়

১. সঞ্জয়ের মহাভারতের অধিকাংশ পুথিতে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। বসন্তরাগ, কামোদরাগ, পঠমঞ্জরীরাগ, ভাটিয়ালরাগ, করুণাভাটিয়ালরাগ, শ্রীরাগ, বড়ারিরাগ প্রভৃতি উল্লেখ রহিয়াছে। কবি স্বয়ং কিংবা পরবর্তী কালের মহাভারত পাঠকগণ বিভিন্ন অংশের জন্য গেয় রাগ নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য এইরূপ নির্দেশ অধিকাংশক্ষেত্রেই লাচাড়িগুলির জন্য নির্দেশিত। দুই একটি স্থলে প্রকৃতি বর্ণনা বা মাহাত্ম্যকীর্তনের জন্য পয়ারেও এইরূপ নির্দেশ রহিয়াছে। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে সঞ্জয়ের মহাভারত অংশবিশেষ গীত হইত। রামায়ণ-মহাভারত সুর করিয়া পাঠ করিবার রীতি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এইরূপ একটানা পাঠের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য সম্ভবতঃ অংশবিশেষ পাঠক বা তাঁহার সঙ্গীদের দ্বারা গীত হইত। কোন কোন পুথিতে ধ্রুবপদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে ধারণা করিতে পারি, সঞ্জয়ের মহাভারতও অংশবিশেষ বাঙলাদেশে গীত হইত। আমাদের সঙ্কলনপীঠ পুথিসমূহের নির্দেশিত রাগ-রাগিনীগুলি যথাস্থানে যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল।

CENTRAL LIBRARY

শাপ দেয়, সে শাপ ইচ্ছা করলেই প্রত্যাহার করা যায় না। স্ত্রীপুরুষ অসংকোচ তাদের কামনা ব্যক্ত করে। পুত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রজ পুত্র পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিছুই অসম্ভব গণ্য হয় না, গরুড় গজ-কচ্ছপ খান, এমন সরোবর আছে যাতে অবগাহন করলে পুরুষ স্ত্রী হয়ে যায়; মনুষ্যজন্মের জন্য নারীগর্ভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শরের ঝোপ বা কলসীতেও জরায়ুর কাজ হয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, অতি প্রাচীন ইতিহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপন্ন এই পরিবেশে আমরা যে নরনারীর সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ সুখদুঃখ আমাদেরই সমান। মহাভারতের যা মুখ্য অংশ কুরুপাণ্ডবআখ্যান, তার মনোহারিতা অপ্রাকৃত ব্যাপারের চাপে নষ্ট হয় নি। বাস্তবিক মানব চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত, নাটকীয় ঘটনাসংস্থান, সরলতা ও চক্রান্ত, করুণা ও নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা ও প্রতিহিংসা, মহত্ত্ব ও নীচতা, নিষ্কাম কর্ম ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা, সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আজকাল যাকে মনস্তত্ত্ব বলা হয়, অর্থাৎ গলবর্ণিত নরনারীর আচরণের আকস্মিকতা এবং জটিল প্রণয় ব্যাপার, তারও অভাব নেই। অতি প্রাচীন ব্যাস ঋষি যে কোনও অর্বাচীন গল্পকারকে এই বিষয়ে পরাস্ত করতে পারেন।"[১] মহাভারতের এই সুযোগ কবি সঞ্জয় গ্রহণ করিয়াছেন। আখ্যায়িকায় একটানা গল্পরস অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি অনেক তত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বর্জন করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বেই অনুবাদপ্রসঙ্গ পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। এইরূপ বর্জনের ফলে সঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি মহাভারতের সম্ভব-অসম্ভবের অনুচ্চ প্রাচীরটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া, জনসাধারণের গল্পশ্রবণ ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া, এক ধরণের রূপকথা সৃষ্টি করিয়াছেন। এইগুলিকে 'পৌরাণিক রূপকথা' বলিয়া অভিহিত করা চলে। মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনার সহিত কল্পিত চরিত্র ও ঘটনার মিশ্রণে তিনি একটি অপূর্ব সাহিত্য-কর্ম করিয়াছেন। এই উপাখ্যানগুলিতে রূপকথার ধর্ম প্রায় সম্পূর্ণভাবে থাকিলেও মহাভারতীয় লৌকিক অলৌকিক পরিবেশে তাহাদের বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় না। ইহা কবির একটি কৃতিত্ব বলিতে হয়। অপরপক্ষে, এই রূপকথা শ্রেণীর উপাখ্যানগুলির জন্য মূল আখ্যান বয়নে কোনপ্রকার অসঙ্গতি আসে নাই। কবির এই প্রবণতা অধিকাংশ উপাখ্যানেই অল্পবিস্তর রহিয়াছে, তবে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সুস্পষ্ট ভাবে লোকসাহিত্যের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ রচনারীতির জন্য কবির জনসাধারণের প্রতি অসীম মমতা ও সহানুভূতি দায়ী। মহাভারতের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা গল্পরস অধিকতর চিত্তগ্রাহী হইবে তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কয়েকটি উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতে পারে।

জনমেজয়-কান্তাবতী উপাখ্যান

জনমেজয়ের হস্তিনাপুরে রাজত্বকাল চলিয়াছে। রাজ্যে সর্বত্রই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। একদিন নিশিপ্রভাতে রাজা স্নান-দান করিয়া সভাখণ্ড লইয়া রাজকার্য আরম্ভ করিলেন, এমন সময় দ্বারী আসিয়া খবর দিল মহর্ষি ব্যাসদেব আসিতেছেন। রাজা অমাত্যদের লইয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া স্বর্ণাসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। ব্যাসের নিকট জনমেজয় নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। উভয়ে নানাকথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জনমেজয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রসঙ্গে চলিয়া

১. রাজশেখর বসু, মহাভারত, ভূমিকা ।৶৹, ১ম সংস্করণ দ্রঃ।

CENTRAL LIBRARY

আসিলেন। ব্যাসদেবকে রাজা মৃদু অনুযোগ করিলেন—আপনি উপস্থিত থাকিতে কিরূপে এইরূপ একটা জ্ঞাতিক্ষয়ী যুদ্ধ সম্ভব হইল! ব্যাসদেব মৃদুহাস্য করিলেন। উপদেশ দান সহজ কিন্তু উপদেশ পালন কি সব সময় সহজ হয়! অবশ্য ব্যাসদেব জনমেজয়কে আজ একটি উপদেশ দান করিতেই আসিয়াছেন। কিন্তু জনমেজয় কি শেষপর্যন্ত তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন—ব্যাসের তাহাতে সন্দেহ আছে। জনমেজয় কিন্তু তখন বলিলেন—তাঁহার যে কোন আজ্ঞাই তিনি অতি যত্নে পালন করিবেন। ব্যাসদেব তখন বলিলেন—আগামীকাল সকালবেলায় তুমি অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবে না। স্বর্গ হইতে একখানি অতি সুন্দর রথ আসিবে, তাহাতে আরোহণ করিলে তোমার অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত হইবে। সুতরাং কাল রাজসভায় না আসাই ভালো। যদি নিতান্ত রাজঅন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিতে হয় তাহা হইলে সিংহাসনে বসিয়া না থাকিয়া অতি সত্বর প্রত্যাবর্তন করাই সঙ্গত হইবে। যদি নিতান্ত তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সভার কার্য চালাইও কিন্তু কোন ব্যক্তি রাজদ্বারে এক রথের আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিলে তাহাতে কর্ণপাত করিও না। নিতান্ত কৌতূহলের বশে যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে রাজদ্বারে অপূর্ব-নির্মাণ রথ দেখিতে যাইয়া রথে আরোহণ করিও না। যদি সেই প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে না পার তবে দক্ষিণ দিকে যাইও না, অন্য যেদিকে ইচ্ছা যাইতে পার। আর যদি নিতান্তই দক্ষিণ দিকে যাও, তবে এক পুরী পাইলে তাহাতে প্রবেশ করিও না। যদি তাহাও কর তবে সেই পুরীর একজন পরমাসুন্দরী কন্যার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিও না। যদি নিতান্তই তাহাকে বিবাহ কর তবে তাহাকে দেশে আনিও না। আর যদি তাহাকে দেশে আনিতেই হয়, তবে তাহাকে পাটেশ্বরী রাণী করিও না। ব্যাস বলিলেন—এত কথা বলিলাম, ইহাদের যে কোন একটি যদি পালন করিতে পার তবেই তোমার মঙ্গল। জনমেজয় বলিলেন যে সযত্নে তিনি ব্যাসবাক্য পালন করিবেন। ব্যাস মনে মনে হাসিলেন ওপরে তপোবনে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাজা সারারাত নানা চিন্তা করিলেন। ভাবনা-আতঙ্ক, কৌতূহল-রোমাঞ্চ প্রভৃতিতে রাজা সারারাত ঘুমাইতে পারিলেন না। পরের দিন সকাল বেলায় রাজা প্রাত্যহিক স্নান-দান করিলেন॥ প্রতিদিনের রাজবেশের অপেক্ষা মনোরম বেশভূষায় নিজেকে সজ্জিত করিয়া দুরু দুরু বক্ষে রাজসভায় আসিলেন। নকীব ফুকারিয়া উঠিল, সমবেত জয়ধ্বনি কর্ণকটাহ বিদীর্ণ করিল। আনমনে রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আজ আর তাঁহার রাজকার্যে মন নাই। সকাল বেলায় কিন্তু তিনি ভাবিয়াছিলেন রাজসভায় গেলেও তিনি সিংহাসনে বসিবেন না, কোন রাজকার্যও করিবেন না। যাহাই হউক, অতর্কিতে স্বর্গ হইতে হীরা-মাণিক্যখচিত দিব্য রথ আসিয়া নামিল এবং দ্বারী সবিনয়ে প্রণাম করিয়া রাজসমক্ষে এই বার্তা নিবেদন করিল। রাজা সব ভুলিয়া গেলেন—পাত্রমিত্রের সঙ্গে কোন কথা কহিলেন না, অশান্ত চিত্তে সত্বর সেই রথের সমীপে গমন করিলেন। রাজা পুষ্পকরথ দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন দক্ষিণ দিকে যাইব না, আর তিনদিকে ভ্রমণ করিব। রাজা মৃগয়া উদ্দেশ্যে পূর্ব-উত্তর-পশ্চিম দিকে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিলেন কিন্তু কোন শিকার পাইলেন না। দক্ষিণের এক বনেতে যাইতে মনস্থ করিলেন। সেই বনেও কোন পশুপাখী পাইলেন না কিন্তু রাজা মনোহর এক রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। এত বিরাট রাজপুরীতে কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নাই—সব শান্ত সমাহিত। রাজা এক মন্দির পাইলেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিলেন। একটি কক্ষে এক অপূর্ব সুন্দরী

CENTRAL LIBRARY

কন্যা কক্ষ আলোকিত করিয়া খাটের উপর বসিয়া আছেন। তাহার রূপ যেন চন্দ্র-সূর্যের প্রভাকে স্তিমিত করিয়া দেয়। রাজা এই রূপসী কুমারীকে দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা সলজ্জভাবে রাজাকে অবলোকন করিলেন। তিনি রাজা অংশুমানের কন্যা। একদা মহামুনি বালখিল্য রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই সুতরাং যথাযোগ্য অতিথি সৎকার না হওয়ায় মুনি ক্রোধের বশে অভিশাপ দেন। রাজা অংশুমানের সপরিবারে নিধন হইল কিন্তু তাঁহার কন্যা কান্তাবতী তখন স্বামী আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। সুতরাং কান্তাবতী রক্ষা পাইলেন। এখন স্বজনবিহীন কান্তাবতী একা এই রাজবাড়ীতে তাঁহার ভাবী স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। তিনি জানেন না ঈশ্বর কাহাকে পাঠাইবেন, তাঁহার স্বামীরূপে।

রাজা সমবেদনায় বিহ্বল। এদিকে কান্তাবতীর নয়ন-ভুলানো রূপে তিনি মোহিত হইয়াছেন। কান্তাবতী খাট হইতে নামিয়া গবাক্ষ সমীপে গমন করিয়া নিঃশব্দ হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজা নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে রাজা বিবাহ করিবেন সুতরাং আলিঙ্গন দান করিয়া রাজার জীবন রক্ষা করা কান্তাবতীর কর্তব্য। কান্তাবতী স্বামীর জন্য অপেক্ষমানা সুতরাং তাহার আপত্তি নাই কিন্তু একটিমাত্র তাঁহার শর্ত তিনি অদ্বিতীয়া মহিষী না হইতে পারিলে বিবাহে রাজী নহেন। মুখ্য পাটেশ্বরী তাঁহাকে করিতে হইবে। রাজা একবার ব্যাসের কথা স্মরণ করিলেন, কিন্তু তখন তিনি রূপাসক্তি ও প্রেমে নিমজ্জিত। সুতরাং আর সাত-পাঁচ চিন্তা তিনি করিতে পারেন না। কান্তাবতীর কথায় সম্মত হইলেন।

রাজা হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করিবেন কিন্তু তাঁহার প্রাণ-প্রিয়াকে এই নির্জন শ্বাপদসঙ্কুল বনে ফেলিয়া রাখিয়া কিরূপে তিনি একা যাইবেন। সুতরাং কান্তাবতীকে লইয়া রাজা রথ চালনা করিলেন। পথ আলোকিত করিয়া সুখী দম্পতি রাজধানী প্রবেশ করিলেন। এইভাবে দিন যায়। রাজা কান্তাবতীর প্রেমে মগ্ন। পাত্রমিত্ররা তাহাকে অনুযোগ করিলে তিনি বিমর্ষ হইয়া অন্তপুরে প্রবেশ করেন। ব্যাসের বাক্য তাঁহার মনে আর স্থান পায় না। কান্তাবতী পাটেশ্বরী মহারাণী হইলেন। রাজার পিতার বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিন। শ্রাদ্ধকার্য সমাধা করিয়া রাজা কান্তাবতীর সঙ্গে সিংহাসনে বসিয়া দান করিতেছেন। এমন সময়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দান গ্রহণ করিতে আসিলেন। মুনির শৃঙ্গ দর্শন করিয়া রাণী হাসিতে লাগিলেন। মুনি মনে মনে ভাবিলেন এই রমনীই রাজার সর্বনাশের কারণ। তিনি এই কথা ভাবিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। রাজা ইহাকে কামার্তের হাসি বলিয়া মনে করিলেন। সুন্দরী রমণী দেখিয়া এই ভণ্ড মুনি নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। রাজা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া এক জলের ঝারি মুনির শৃঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। রক্তক্ষরণে বেদনায় জর্জরিত-তনু মুনি অভিশাপ দিলেন—সর্বাঙ্গে ভগপীড়া হউক। ভীত রাজা পদপ্রান্তে পড়িলেন। মুনি অবশেষে বলিলেন ব্যাসের উপদেশে রোগমুক্ত হইবে। অবশেষে একদিন ব্যাসের নিকট রাজা করজোড়ে ভিক্ষা মাগিলেন। ব্যাস তাঁহার উত্তরপুরুষ মূঢ় রাজাকে কৃপা করিলেন—বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ কর, রোগমুক্ত হইবে। ব্যাসদেব আপন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। বৈশম্পায়নের নিকট পূর্ণাঙ্গ মহাভারত শ্রবণ করিয়া জনমেজয় ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইলেন।

মহারাজ মহাভিষ্ দশ বার অশ্বমেধ, একশত বার রাজসূয় যজ্ঞ ও বহু দান-ধ্যান করিয়া দেহান্তে ইন্দ্র-সভায় স্থানলাভ করেন। একদিন মন্দাকিনী তীরে দেবসমাজ নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছিলেন এবং মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ পবন সেবন করিতেছিলেন। ব্রহ্মাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ মহাভিষ্ও যথাযোগ্য স্থান লাভ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। সহসা অতর্কিত বায়ুপ্রবাহে গঙ্গাদেবীর বসন উড়িয়া গেল। দেবকুলের সকলেই এমন কী ব্রহ্মা পর্যন্ত অসম্বৃত গঙ্গাকে লজ্জামুক্ত করিবার জন্য অধো-বদনে রহিলেন। গঙ্গা যত সত্বর সম্ভব তাঁহার বস্ত্র সম্বরণ করিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় মহাভিষ্ গঙ্গার এই অবস্থা অবলোকন করিলেন এবং কামার্ত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মা অন্তর্যামী। সবই তিনি বুঝিলেন। সুতরাং মহাভিষ্কে দেবসমাজে রাখার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া করিয়া শাপ দিলেন—তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বানরকুলে জন্ম লইতে হইবে। অবশেষে পুরুবংশে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শাপমুক্তি ঘটিবে। অবশ্য মহাভিষের কামনায় গঙ্গাকে তিনি প্রাপ্ত হইবেন। এদিকে বশিষ্ঠের কামধেনু অপহরণ করিবার অপরাধে অষ্টবসুকেও মর্ত্যজন্ম স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন এই অষ্টবসুকে গঙ্গার গর্ভে ধারণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মার অভিশাপে মহাভিষ্ কপিরাজরূপে জন্ম লইলেন। এই কপি শঙ্করের ভক্ত। দীর্ঘদিন শঙ্করের উপাসনা করিবার পর শঙ্কর বর দিতে চাহিলেন। বানর সন্ত্রস্ত ও ভীত। কিছুতেই তাহার অভীষ্ট প্রার্থনা ব্যক্ত করিতে পারে না। মহাদেব তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। কপি বর প্রার্থনা করিল—জাহ্নবীকে তাহার কামনা। ভক্তবৎসল মহাদেব বলিলেন—তথাস্তু। পরদিন রজনী প্রভাতে শঙ্কর পার্বতী ও জাহ্নবীকে লইয়া বৃষবাহনে জলক্রীড়ার জন্য আসিলেন। সেই বানর তাঁহাদের অনুগামী হইল। মহাদেবের আদেশে পবন উদ্দাম হাওয়ায় গঙ্গাকে অসম্বৃত করিল। কপি জাহ্নবীকে সেই অবস্থায় নিরীক্ষণ করিল। মহাদেব বলিলেন—জাহ্নবী তোমার প্রতি এই কপি আসক্ত চিত্তে তোমাকে অসম্বৃত অবস্থায় দেখিয়াছে, সুতরাং তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে সঙ্গ দান কর।

জাহ্নবী দুঃখিত মনে চলিলেন। সেই বানর তাঁহার অনুগামী হইল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া গঙ্গা এক অভিসন্ধি করিলেন। তিনি বলিলেন—কপিরাজ তুমি মহাদেবের বরে আমাকে পাইয়াছ। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাকে সঙ্গদান করিব। কিন্তু একটা কথা, তুমি লোমশ আর আমি নির্লোম। ইহাতে মিলন সম্ভবপর নয়। আমি মায়া বলে অগ্নির দাহিকা শক্তি এমন করিব যাহাতে তোমার লোম পুড়িয়া যাইবে, কিন্তু তুমি দগ্ধ না হইয়াও নির্লোম হইতে পারিবে। তুমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। এইভাবে ক্ষুদ্র একটি অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া বানর তাহার একটি অঙ্গুলী তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট করিল। গঙ্গার মায়ায় পূর্বমত হইল। বানর উৎসাহিত হইয়া এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিল। বলাবাহুল্য জাহ্নবী এইবার মায়া করিলেন না। সুতরাং বানর দগ্ধ হইল। জাহ্নবী হৃষ্টচিত্তে মহেশের কাছে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এদিকে মহারাজা পুরু পুত্র কামনায় অষ্টাশি সহস্র মুনির সহিত তপস্যা করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা দেখিলেন তাঁহাদের পূর্ব পরিচিত এক শুষ্কস্থানে এক বিরাট জলকুণ্ড হইয়া তাহা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই তপ্ত জলধারা তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। এমন সময় মৃত এক

CENTRAL LIBRARY

বানর ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া আটকাইয়া গেল। তাহাকে সেতুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহারা এই উষ্ণ নদী অতিক্রম করিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল—এই মৃত বানর পরোপকারী। ইহাকে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা জীবন্ত করিলে এক সুপুরুষ রাজপুত্র হইয়া উঠিবে, এবং সেই রাজপুত্রকেই কুরুরাজার আপন পুত্র মনে করিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত। মুনিকুল দৈববাণীর অনুরূপ কাজ করিলেন এবং কুরু পুত্ররূপে শান্তনুকে লাভ করিলেন।

জাহ্নবী বানর নিধন করিয়া মহেশের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে মহেশ তাঁহাকে বহুল তিরস্কার করিলেন। কুটিলতা দেব-ধর্ম নয়! তাঁহাকে অবশ্যই ব্রহ্মার শাপ অনুযায়ী শান্তনুকে স্বামীরূপে সেবা করিতে হইবে। বিমর্ষচিত্তে জাহ্নবী হস্তিনাপুরে আসিলেন এবং একটি সর্তসাপেক্ষে শান্তনুর স্ত্রী হইলেন।

ইহার পরের ঘটনা মহাভারতের ঘটনার সঙ্গে অভিন্ন।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর উপাখ্যান

দেবব্রত ভীষ্ম কাশীরাজ কন্যা অম্বিকা-অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলেন। দুই পত্নীর সহিত বিচিত্রবীর্য নানাসুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে গয়াতে পিতৃক্রিয়া সমাপন করা হয় নাই বলিয়া ভীষ্ম সেই কর্তব্য করিতে গয়াতে গমন করিলেন। যাত্রার পূর্বে ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যকে রাজকার্য সম্পর্কে নানা উপদেশ দিলেন এবং অবশেষে বলিলেন যে, দক্ষিণদিকে ভীষ্মের বসন্তযাপন-পুরী বেণীপুরেতে যেন তিনি কদাপি গমন না করেন।

ভীষ্ম চলিয়া গেলেন। বিচিত্রবীর্য তিন[১] পত্নীর সহিত কাল কাটাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার কৌতূহল —ভীষ্মের বসন্ত-আবাস দেখিতেই হইবে। লোকে তাঁহাকে সংযমী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে কিন্তু বিচিত্রবীর্যের মনে হয় বেণীপুরেতে নিশ্চয়ই ভীষ্ম বসন্তকালে নারীর সাহচর্য গ্রহণ করেন নতুবা কেহই সেস্থলে গমন করুক তাহা ভীষ্ম চাহেন না কেন? অপার কৌতূহলে বিচিত্রবীর্য একদিন একাকী রথারোহণে বেণীপুরেতে গিয়া উপস্থিত হইলেন!

বিরাট পুরী। নানা ধাতুতে তাহার চারিদিকের সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মিত। বিরাট সিংহদরজা দিয়া রাজা প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কোথাও কোন জনমানব নাই। মাঝে মাঝে নানা সরোবর ও উদ্যানে পুষ্পরাজি। তাহাদের উপর দিয়া বসন্তের মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে। কোকিল-ভ্রমরের সঙ্গীতে চারিদিক মুখরিত। সারস-গোমদ-হংস-ময়ূর-কপোতের রবে চারিদিকের বিজনতা ভগ্ন হইতেছে। বিভিন্ন পুরীর শিল্পকার্য নয়ন-মাতানো। এইরূপে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা এক সুবর্ণ-নির্মিত গৃহ দেখিতে পাইলেন। সেই গৃহের দীপ্তি চন্দ্র-সূর্যকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। রাজা প্রবেশ করিলেন। বিরাট গৃহের মধ্যস্থলে এক সোনার পালঙ্ক—দৈর্ঘে তাহা দুই হাজার হাত আর প্রস্থে পঞ্চাশ হাত। রাজকীয় শয্যার উপর সুবর্ণের এক বিরাট উপাধান। খাটের উপরে এক সুবর্ণের ঘণ্টা ঝুলিতেছে।

রাজা পালঙ্কে আরোহণ করিয়া শয়ন করিলেন। হয়তো এই ঘণ্টা বাজাইলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। বিচিত্রবীর্য একবার ঘণ্টা বাজাইলেন। কিন্তু হায়, অপূর্ব দিব্যাঙ্গনারা আসিল না। যে আসিল তাহাকে দেখিয়া রাজার জীবন ওষ্ঠাগত। এক বিরাট হস্তী। সহস্রাক্ষ নামে এই করীবর ভীষ্মের সঙ্কেতে

১. সম্ভবতঃ বিদুরের মাতাকে নির্দেশ করিয়া কবি তিন পত্নী বলিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

একবার ঘণ্টাধ্বনি করিলে আসে। দশ দণ্ড ধরিয়া উভয়ের শক্তি পরীক্ষা হয়। দশ দণ্ড এই হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিয়া ভীম শ্রান্ত হইয়া পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি করেন। হস্তী ফিরিয়া যায়। এই হস্তীর গায়ে দশ সহস্র হস্তীর বল।

ভীম যাহার সঙ্গে দশ দণ্ডের বেশী যুদ্ধ করিতে পারেন না, তাহার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের যুদ্ধ কি সম্ভব? প্রথম আক্রমণে রাজা চূর্ণবৎ হইয়া গেলেন। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হইল। এদিকে রাজাকে খুঁজিয়া না পাইয়া সকলে ভাবিল গন্ধর্বে তাঁহাকে নিহত করিয়াছে।

এইরূপ অনেক উপাখ্যান সঞ্জয় রূপকথার ধর্মে কিছু কিছু অতিরঞ্জন করিয়াছেন। পরীক্ষিৎ-সারদা বিবাহ-উপাখ্যান, শঙ্খপুরের ওঝার উপাখ্যান, অম্বা-ভীষ্ম প্রণয়োপাখ্যান, অর্জুন-হনুমান প্রসঙ্গ, ভীম-হনুমান প্রসঙ্গ, যুধিষ্ঠিরের ক্ষুধার্ত মুনিদের অতিথি সৎকার, কাকলীলাসুর প্রসঙ্গ, দুর্বাসা কুন্তী প্রসঙ্গ, ইন্দ্রসভায় পাণ্ডুর অবমাননার চিত্র, নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা, ব্রহ্মচণ্ডাল উপাখ্যান, অশ্বের বর্ণনা, তারকাক্ষ-মকরাক্ষ প্রসঙ্গ, ভীমের ব্যাধচর প্রেরণ, অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য গঙ্গাবারি আনয়নে নারদের দাম্পত্যকলহ সৃষ্টির প্রয়াস, দ্রৌপদীর যুদ্ধ, জনার প্রসঙ্গ, বিবেকের সহিত যাদব-পাণ্ডব রমণীদের যুদ্ধ প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গে সঞ্জয় অতিরঞ্জন করিয়া বা মৌলিকভাবে গল্পরসের পরিবেশনে মনোযোগী হইয়াছেন। উল্লিখিত উপাখ্যানগুলিতে কবি কল্পনার রামধনু দ্বারা জনসাধারণের উপযুক্ত রূপকথার উপাদান অল্পবিস্তর পরিবেশন করিয়াছেন। কবির এই রূপকথাধর্ম-প্রবণতার পিছনে রহিয়াছে সাধারণ জনগণের মনের পরিতৃপ্তি প্রদানের ইচ্ছা। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কবি বিভিন্ন তত্ত্ব-দর্শন-রাজনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা অংশ অনেকাংশ বর্জন করিয়া একপ্রবাহে মূল আখ্যানকে প্রবাহিত করিয়াছেন। কবি এই প্রচেষ্টায় অধিক দূর গমন করিয়া তাঁহার কাব্যে অনেক রূপকথার উপাদান প্রয়োগ করিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বর্ণনাকৌশল ও সমাজচিত্র

এই পরিচ্ছেদে কবি সঞ্জয়ের মহাভারতের কাব্যিক বর্ণনাকৌশল ও সমাজচিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। কবি বাঙলাভাষায় সর্বপ্রথম মহাভারতের ন্যায় সুমহৎ কাব্য অনুবাদ করিতে গিয়া অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য ও বিরাট কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্বভাবতঃই বাঙলাভাষার অল্পপরীক্ষিত পথে মহাভারতের ন্যায় বিরাট বর্ণনাকাব্য অনুবাদ করিতে গিয়া কবি সংস্কৃত কাব্যাদর্শ বহুলাংশে অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং সংস্কৃত বর্ণনাকাব্যের রূপাধারে কবি অসংখ্য ঘটনার সংস্থাপন করিতে গিয়া বিবৃতি, বর্ণনা ও চারিত্রিক উক্তি-প্রত্যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। চরিত্রসৃষ্টির জন্য ঘটনা ও নাটকীয় দ্বন্দ্ব যেমন একদিকে চরিত্রগুলিকে সুস্পষ্ট করিয়াছে, তেমনই চরিত্রের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাগত অগ্রগমনে আখ্যানভাগও সহজ-সরলভাবে পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

অনুবাদ-সাহিত্যে মৌলিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র সীমিত। আবার বর্ণনামূলক কাব্যে এই পরিধি আরও সঙ্কীর্ণ। বাঙলা মহাভারতের প্রথম কবি হিসাবে, অপরীক্ষিত পথে, কবির সংস্কৃত-নির্ভরতা বেশী হইবারই কথা। কবি সঞ্জয় এইজন্যে চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাসংস্থাপন, বিবৃতি ও বর্ণনাকৌশলে বহুলাংশে সংস্কৃত সাহিত্যের তাঁহার পূর্বসূরীদের অনুসরণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বিরাটায়তন মহাভারতের মূল প্রবাহকে সরল গতিতে অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক বর্জন করিতে হইয়াছে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আত্মপ্রসার ইচ্ছা বহুক্ষেত্রে সংযত করিতে হইয়াছে।

বর্ণনাকাব্যে আত্মমগ্ন কল্পনার স্থান নাই। অপরপক্ষে, রামায়ণ-মহাভারতের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রের সম্পর্কে একটা প্রাক্তন সংস্কার প্রত্যেকের রহিয়াছে। সুতরাং কবি এই সকল বিষয়ে মূলানুগ রচনা-পদ্ধতির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে বাঙলা দেশের ভাবপরিমণ্ডলের সুস্পষ্ট প্রভাবে কবির মহাভারত সংস্কৃত মহাভারতের একটি বঙ্গদেশীয় সংস্করণ হইয়াছে। এইটুকু স্বকীয়তা স্বাভাবিকভাবেই আসিয়াছে। বিশেষতঃ সাধারণ অ-সংস্কৃতজ্ঞ লোকেদের জন্য এই কাব্যরচনার বাসনায় এই নবায়ন সম্ভবপর হইয়াছে। চরিত্রগত বা ঘটনাগত রূপান্তর সাধন না করিয়া কবি লৌকিক ও পরিচিত উপমা-সুভাষিত উক্তির আশ্রয় লইয়াছেন, আর ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন উপাখ্যানকে লোকসাহিত্যের ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন।

কবি সঞ্জয় ব্যাস, জৈমিনির মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সংস্কৃত কবিদের কাব্যের সহিত যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, রঘুবংশ, ভর্তৃহরির ভট্টিকাব্য; দেবী ভাগবৎ প্রভৃতির অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়াছেন। সঞ্জয়ের শকুন্তলা-উপাখ্যান ব্যাস-মহাভারতের অনুরূপ নয় তাহা কালিদাসের সম্পূর্ণ অনুসরণকারী। রঘুবংশের রাজা অজ-ইন্দুমতীর একটি চিত্রের প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-ভরতের কণ্বপ মুনির আশ্রম হইতে বিমানে প্রত্যাবর্তনের চিত্রে। শকুন্তলার ঘটনাগত সাদৃশ্য, অঙ্গুরীয়ক প্রসঙ্গ, রাজসভায় শকুন্তলার দৃঢ় নিন্দা-স্তুতিমূলক দুষ্মন্ত-সম্ভাষণ, ভরতের সিংহশাবকের সঙ্গে ক্রীড়া—প্রায় সর্বত্রই মহাকবি কালিদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সর্ববিভূতিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের অশেষ শক্তির পরিচয় কাব্যের সর্বত্রই রহিয়াছে, তবে অশ্বমেধ পর্বের যুদ্ধগুলিতে তাঁহার প্রভাব অপরিসীম। যজ্ঞের জন্য জাহ্নবীবারি আনয়নে নারদের দাম্পত্যকলহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা এবং অবশেষে প্রত্যেক কৃষ্ণ-পত্নীর সঙ্গে কৃষ্ণকে দর্শনের চিত্রটিতে, ভাগবতের কিছুটা প্রভাব সক্রিয়। এইভাবে কবি সংস্কৃত সাহিত্যের অল্পবিস্তর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন, প্রায় সর্বত্রই। ব্যাস-জৈমিনির কাব্যের শ্লোকানুগ আক্ষরিক অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়, ইহা স্বাভাবিক। সেইরূপ অন্য কবিদের প্রতি আনুগত্য কবির সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক। যেমন ভট্টিকাব্যের একটি শ্লোক, সঞ্জয় কিরূপ যথার্থ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে—

ন তজ্জলং যন্ন সুচারু পঙ্কজং
ন পঙ্কজং তৎ যদনীল ষট্পদম্।

সঞ্জয় লিখিয়াছেন—

হেন জল না দেখিল নাহিক কমল।
হেন পদ্ম না দেখিল নাহিক ভ্রমর॥

কবির এইরূপ সংস্কৃতানুগত্য খুবই স্বাভাবিক। অলঙ্কার-প্রয়োগে, বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার প্রেমের

অবস্থা ও চিত্র বর্ণনায় কবি সংস্কৃত রস-সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। কাব্যিক বর্ণনাতে কবির সংস্কৃতানুগত্য যথেষ্ট থাকিলেও মৌলিক কাব্যশৈলীও যথেষ্ট রহিয়াছে। কবির বর্ণনাভঙ্গীর কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। মহাভারতের ন্যায় বিরাট মহাকাব্য হইতে সম্যক্ উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভবপর নয়, সেইজন্যে সামান্য সামান্য অংশ উদ্ধার করা হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ কাব্য পাঠ ভিন্ন, ইহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর নয়।

জনপদ ও প্রকৃতিবর্ণনা

হস্তিনাপুরীর সব কি কৈব বাখান।
ইন্দ্রের অমরাবতী না হএ সমান॥
স্থানে স্থানে বৃন্দাবন নানা পুষ্পরাশি।
কোনখানে পুষ্প সব রহিছে বিকশি॥
কোন কোন খানে সব নব পল্লবিত।
কোন খানে ফল ফুল তরু বিলক্ষিত॥
পুরীর নিকটে নদী যমুনার ধার।
নীল বর্ণ জল যেন কাজল আকার॥
যমুনার স্থান সেই হস্তিনানগরী।
বৈকুণ্ঠনগরে যেন নদী সুরেশ্বরী॥
পাষাণে রচিত ঘর অতি সুগঠন।
দ্বারেতে নির্ম্মাণ সিংহ আছএ জীবন॥
যমতুল্য দ্বারীগণ পুরীর যে দ্বারে।
রাজআজ্ঞা বিনে কেহ প্রবেশিতে নারে॥
আগম নির্গম নাহি কাহার শকতি।
বসিছে সকল সৈন্য করি নানা ভাতি॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন দেবের মণ্ডলী।
নৃপতির সভা ভরি পণ্ডিত সকলি॥

• • • •

কবি হস্তিনাপুরীর বর্ণনায় একটি ভাবাচিত্র দিয়াছেন। প্রকৃতি বর্ণনায় কবি পত্র-পুষ্প বৃক্ষাদি, যমুনার কাজলবর্ণের জল প্রভৃতি যেমন বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি অপর দিকে রাজপ্রাসাদের বর্ণনাতেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রস্তরনির্মিত সিংহের শিল্পকর্মের স্বাভাবিকতায় মনে হয়, যেন তাহা জীবন্ত। দৌবারিকদের সঙ্গে কবি যমের তুলনা করিয়াছেন। দ্বারী ও সৈন্যদের দ্বারা প্রাসাদ এমনভাবে সুরক্ষিত যে, রাজার আদেশ ব্যতীত প্রবেশ কিংবা নির্গমন সম্ভবপর নয়। রাজসভায় পণ্ডিতসমাবেশের সঙ্গে একমাত্র ইন্দ্রের সভায় দেবতাদের সমাবেশের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। সঞ্জয় বহুস্থলে বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ কিংবা সভার বর্ণনায় অল্পবিস্তর নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ণনাকবির জাগতিক দৃষ্টি

CENTRAL LIBRARY

কবির রহিয়াছে, তবে কবির এইরূপ বর্ণনায় উপমা-রূপকের প্রয়োগজনিত সৌন্দর্যসৃষ্টি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মালিনী নামে নদী বেড়িছে চারিপাশে।
জপে তপে মুনি সব বড় সুখে আছে॥
অতি বিলক্ষণ সব দেখিতে সুশোভন।
কোন পক্ষী নাই তাতে কোন জন্তুগণ॥
ভক্ষভক্ষকে কেহ কাক নাহি হিংসে।
একত্র হইয়া সব থাকে নানা রসে॥
বন মৈধ্যে বৃক্ষ সব আছে পুষ্পফল।
বসন্তে পুঞ্জিত হইয়া ফুটিল সকল॥
ফলফুলে বৃক্ষ সব লক্ষিত হইছে ভাল।
উন্মত্ত কামভাবে বৈসে সর্ব্ব ফল॥
মলয়া সমীর বায়ু বহে সর্ব্বক্ষণ।
আমোদ সুগন্ধি গন্ধে মোহে মুনিগণ।
চতুর্দ্দিগে কোলাহল কোকিলের নাদে।
মধুকরে মধু গিয়া নাচএ স্বচ্ছন্দে॥

* * * *

সুশীতল মন্দ বায়ু বহে গন্ধবাস।
ফলেফুলে বৃক্ষসব নাহি অবকাশ॥
বসন্ত মধুর ধ্বনি মত্ত পক্ষিগণে।
বড় রসে প্রীতি খেলে পক্ষিণী সকলে॥
মন্দ মন্দ বায়ু বহে বৃক্ষসব নড়ে।
ভ্রমরের পদভরে পুষ্পসব পড়ে॥
বড় বড় শাখা সব অতি মনোহর।
থোপা থোপা নড়ে পুষ্প অতি মনোহর॥
অতি রম্য তপোবন কুসুমে বেষ্টিত।
ভ্রমরের কলশব্দে হইছে শব্দিত॥
*** দেখিল না থাকে মত্ত হইয়া।
কেহ নাহি মোহ পায় সে বন দেখিয়া॥
একদণ্ডী বৃক্ষ সব কুসুমে ভূষিত।
ইন্দ্র ধ্বজ সব যেন কুসুমে ভূষিত॥
নানাবর্ণে পুষ্প সব দেখি তার কাছে।
জলেস্থলে পক্ষী সব তাহাকে শোভিছে॥

হেন জল না দেখিল নাহিক কমল।
হেন পত্র না দেখিল নাহিক ভ্রমর॥

* * * *

চৈত্র বসন্ত মাস সুগন্ধী শীতল বাস
তরুণ অঙ্গ সুখে ভূষিত।
বায়ু বহে মন্দগতি যুবক যুবতী প্রীতি
পশুপক্ষী সব আনন্দিত॥
ভ্রমহি ভ্রমর ফুলে কুহু কুহু নাদ বোলে
ময়ূরে মণ্ডলী করি নাচে॥
শারী কপোত হংস চক্রবাক সারস
জলেস্থলে সব শোভিআছে॥
নদী দীঘি সরোবর সকল নির্ম্মল জল
পদ্মউৎপল শোভা করে।
তথাএ কিছু নাহি ভএ সকল আনন্দময়
আপন ইচ্ছাএ সব চরে॥

* * * *

তপোবন বর্ণনায় কবি এইরূপ ভাষাচিত্র রচনা করিয়াছেন। বসন্তকালের প্রকৃতিতে ঋতুরাণীর তুলিকার টানে প্রকৃতি পূর্ণ-সৌন্দর্যে সুখনিদ্রামগ্ন। তাহাতে কেবলমাত্র পরিবেশ-জনিত কামাসক্তিতে অলি বা পক্ষীদের প্রমত্ত-ভ্রমণ দেখা যাইতেছে। প্রিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণে কোকিলের কুহুরব ধ্বনিত হইতেছে। বিচলিত ভ্রমরের প্রমত্ত আঘাতে পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইতেছে। থোপা থোপা পুষ্প বৃক্ষের দেহভার বিনত করিয়াছে। দক্ষিন সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া পরিবেশটি স্নিগ্ধ করিয়াছে। সরোবরে সরোবরে জল, আর জলে জলে কমল বিকশিত। বর্ণে গন্ধে চতুর্দিক সম্ভারপূর্ণ। অপরপক্ষে, তপোবনের অহিংস রূপটি কবি অল্প-কথায় প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে ভক্ষ্য ও ভক্ষক একসঙ্গে বাস করে। কবির এইরূপ বসন্ত-প্রকৃতির বর্ণনা কাব্য-মধ্যে যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রতিটি বর্ণনাই জীবন্ত ও বাস্তব। বর্ণনাকাব্যের কবি হিসেবে কবি কোথাও কল্পনার ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেন নাই। কোথাও অভিসারের চিত্র, কোথাও প্রথম প্রণয়-সৃষ্টি, কোথাও বিরহসন্তাপিত নায়ক-নায়িকার মনোকষ্ট বৃদ্ধি প্রভৃতি, যে উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, কবি প্রকৃতিকে একটি পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র মেনকার সৌন্দর্যে যথেষ্ট আকৃষ্ট হইতেন, দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপে বিমোহিত হইতেন, অর্জুন উলূপী-চিত্রাঙ্গদার প্রেমে অভিষিক্ত হইতেন, কিন্তু প্রকৃতির অপরূপ পরিবেশ তাহাতে বসন্তসখীর কার্য করিয়াছে। কবি সেইজন্যে এইরূপ স্থলে প্রকৃতির উদ্দীপনী বিভাবের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কবি সুমিত বাক্‌বিন্যাসে প্রায় সর্বত্র সিদ্ধকাম হইয়াছেন।

অতি দিব্য মঞ্চ কৈল রম্য সারি সারি।
বিচিত্র পাষাণে সব মাণিক্য আবরি॥

CENTRAL LIBRARY

কণক রজত মুক্তার যত মনোহর।
বিচিত্র যে গৃহ সব উত্তর চত্বর॥
বিচিত্র চত্বরা সর্ব্ব বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানা পুষ্প নানা পত্র দেখি স্থানে স্থান॥
বিচিত্র নগরশোভা কৈল নানাবেশে।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ সোনার কলসে॥
স্থানে স্থানে নৃত্যগীত নানা বাদ্যধ্বনি।
অতি রম্য নগর অমরাবতী জিনি॥

* * * *

ইহা দ্রৌপদীর বিবাহ-বাসরের বর্ণনা। কবি এইরূপ বর্ণনায় সংযত বাক্‌প্রয়োগে যথাসম্ভব বাস্তবানুগ ভাষাচিত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনার গাঢ় রঙে এই সকল চিত্র যথেষ্ট রঙীন হইয়া উঠে নাই সত্য, তথাপি প্রথানুগ পথে বর্ণনা করিয়াও যথাসম্ভব কলাকৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

নগর, জনপদ, প্রকৃতি, তপোবন প্রভৃতির প্রসঙ্গ মহাভারতে সুপ্রচুর। কবি সঞ্জয় এই সকল বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রথানুগ বর্ণনাভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কখনও কখনও তিনি স্বকীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে উপমা ও সুভাষিত উক্তিতে কবি অনেকাংশে মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। উপাখ্যানকাব্যে বর্ণনা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু কবি এইরূপ বর্ণনায় আমূলীন মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে পারেন না, কেবল নিজস্ব দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীটি বিস্ফুরিত করিতে পারেন মাত্র। সুতরাং কবি এইরূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মৌলিক হইতে পারিবেন, তাহা প্রত্যাশা করা যায় না।

অপরপক্ষে বিরাট মহাভারতকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে অবিচ্ছিন্ন কাহিনী-স্রোতে প্রবাহিত করিবার জন্য কবি এইরূপ বর্ণনা কোথাও সুদীর্ঘ করেন নাই। এই কারণে অথবা কল্পনার সঙ্কোচিত প্রকাশের জন্য এইরূপ বর্ণনা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত।

মৃগয়াবর্ণনা

বনমৈধ্যে নৃপতি যে শিকার করএ।
পশুপক্ষী পলাইল নৃপতির ভয়ে॥
বনমৈধ্যে গিয়া রাজা রথ পরিহরি।
অশ্বআরোহণ হৈল ধনু হাতে ধরি॥
পৃষ্ঠে টোন নৃপতি দক্ষিণ হস্তে বাণ।
বাম হস্তে লইয়া উত্তম ধনুখান॥
অশ্ব দেখাইয়া যাএ বনের ভিতর।
মৃগগণ মারে রাজা হরিষ অন্তর॥
পরম কতুকে রাজা ফিরে বনে বন।
পশুপক্ষী বধ করে হরষিত মন॥

CENTRAL LIBRARY

হরিণ শূকর মারে আর কৃষ্ণসার।
গণ্ডার গয়াল মারে মহিষ অপার॥
ধাইয়া ধাইয়া রাজা মারে পশুগণ।
শরাঘাতে যত পশু ত্যজএ জীবন॥
কোন পক্ষী শরাঘাতে করে ধরফর।
প্রাণ বিসর্জ্জিয়া পড়ে রাজার গোচর॥
কোন পক্ষী ধাএ বনে পৃষ্ঠে শর লইয়া।
আছাড় খাইয়া পড়ে কতদূর গিয়া॥
দেখিয়া রাজার মনে রঙ্গ অতিশয়।
কতুকে ভ্রমএ বনে ঢুকাইয়া হয়॥

* * * *

কবি সঞ্জয় এই বর্ণনাটিতে বনমধ্যে শিকারের একটি অপূর্ব জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। চিত্রটি এত জীবন্ত যে, মনে হয় কবি যেন এই বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। ইহা অনেকটা যেন দেখিয়া দেখিয়া তাহার চিত্র অঙ্কনের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র মহাভারতে এইরূপ চিত্র বেশ কয়েকটি রহিয়াছে। কবি সর্বত্রই নিপুণ তুলিকায় বর্ণনাচিত্রগুলি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

একদিন মধুমাস বসন্ত সমএ।
মৃগয়া করিতে রাজা ভাবিল হৃদয়ে॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিল সমস্ত।
বোলাবুলি লভিলেক রথহস্তী যথ॥
আজ্ঞা দিল সেনাপতি লড়ে বরাবরি।
ইন্দ্রকে জিনিয়া যেন চলে শীঘ্র করি॥
সৈন্য শত শত বীর দুর্জ্জয় বলবন্ত।
শতে শতে হস্তী চলে রথের নাহি অন্ত॥
আকাশ জুড়িয়া মেঘ যেন জলছটা।
সৈংখ্যা নাহি যথ চলে নৃপতির ঘটা॥
হস্তী ঘোড়া রথারথী চলে যুতে যুতে।
হেন শক্তি নাহি কার পথ যে রহিতে॥
পিপীলিকা পংক্তি যেন চলে এক চাপে।
সুসজ্জিত হইয়া সৈন্য চলে লাখে লাখে॥
নানা অস্ত্র লৈয়া হাতে বীর সব লড়ে।
লেখা নাই চর্ম্ম করি চলে থরে থরে॥
বজ্রপাত পড়ে যেন ধনুষ্টঙ্কার।
ত্রিভুবনে দেখি যেন লাগে চমৎকার॥

CENTRAL LIBRARY

ধূলা অন্ধকার হৈল গগন আবরি।
ঢাকি রবির গতি অন্ধকার করি॥

* * * *

এই চিত্রটিতে কবি মৃগয়ার উদ্যোগ পর্ব ও যাত্রা সুচিত্রিত করিয়াছেন। কবির এই বর্ণনা একটা যুদ্ধের সাজসজ্জা ও যুদ্ধ-যাত্রার ন্যায় সচ্ছল। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যও মৃগয়ার জাঁকজমক যুদ্ধের সাজ-সজ্জার ন্যায় গুরুত্বপ্রাপ্ত। কবি সম্ভবতঃ সেই ঐতিহ্যে তাঁহার লেখনী ব্যবহার করিয়াছেন। তবে এইরূপ চিত্র সবগুলিই প্রায় একরূপ হইলেও বর্ণনানৈপুণ্যের প্রশংসা করা যায়।

হস্তী পঞ্চাশ এক পালএ যে বনে।
সিংহ আমন্ত্রিয়া যায় যথ করী সনে॥
ব্যাঘ্র হরিণ মিলি একত্রে পলাএ।
প্রাণভয়ে জীবজন্তু বন এড়িয়া যাএ॥
নারী ছাড়ি পুরুষ পুরুষ ছাড়ি নারী।
আকুল বদনে ধাএ বৎস পরিহরি॥

* * * *

বনমৈধ্যে প্রবেশিয়া নৃপতিকুমার।
মারিল অনেক মৃগ সৈংখ্যা নাহি তার॥
চারিদিগে রক্ষিগণ চতুরঙ্গ বলে।
পর্ব্বতের যথ পশু বন্দী কৈল জালে॥
গবয় শার্দ্দূল সিংহ হরিণ চমরী।
শশক শূকর আদি সর্ব্ব জালে বেড়ি॥
অযুতে অযুতে মৃগ মারিল নৃপতি।
তথাপি রাজার মনে না হইল তৃপ্তি॥

* * * *

সংস্কৃত সাহিত্যে মৃগয়াচিত্র যথেষ্ট রহিয়াছে। মহাভারতে এইরূপ মৃগয়াচিত্রের অভাব নেই। এই সকল মৃগয়াচিত্রের রূপকৌশল কবির সুপরিচিত। কবি এই বর্ণনা-ঐতিহ্যের সঙ্গে আপন কবিকল্পনার প্রসারে মৃগয়া চিত্রগুলি উপভোগ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মৃগয়া-যাত্রার প্রস্তুতি, যাত্রাপথের বর্ণনা, প্রাণভয়ে পলায়নরত পশুপাখীর গমন-চিত্র প্রভৃতির বর্ণনায় কবি সঞ্জয় যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে অনেকগুলি মৃগয়াচিত্র রহিয়াছে। কবি কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বিস্তৃতভাবে এইগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনা সর্বত্রই বাস্তব ও সরস হইয়াছে। এই বিষয়ে কবির সহজাত নৈপুণ্য ও আগ্রহ ছিল।

শিশু-চিত্র

পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা পুরোহিত লইআ।
জনমেজয় নায় থুইল শুভক্ষণ চাহিয়া॥

পঞ্চ মাসে অন্ন দিল পুত্রের বদনে।
জনমেজয় নাম ধরি ডাকে সর্ব্বজনে॥
বৎসর গঞ্জিয়া গেল রাজার সন্ততি।
জননীর কোলে করে নানান বিভূতি॥
দ্বিতীয় বৎসর যদি হইল কুমার।
থর থর করিয়া লাগএ হাটিবার॥
তৃতীয় বরিষ হইল রাজার নন্দন।
সবার মোহএ মন দেখি বিলক্ষণ॥
চতুর্থ বরিষ যদি হইল কুমার।
শিশুগণ সঙ্গে যাএ খেলা খেলিবার॥
বস্ত্র অলঙ্কার শোভা সোন্দর শরীর।
পঞ্চম বরিষে শিশু হইল সুধীর॥
শুভক্ষণ করি রাজা খড়ি দিল হাতে।
পঠিবারে গেল শিশু পণ্ডিতসভাতে॥
নানাশাস্ত্র পঠিআ হইল বিচক্ষণ।
অস্ত্রগুরু কৃপা হতে শিখে অস্ত্রগণ॥

* * * *

সঞ্জয় শিশু জনমেজয়ের ক্রমবর্ধমান বয়োপ্রাপ্তির পৃথক পৃথক বর্ণনা করিয়া এই চিত্রটি রচনা করিয়াছেন। কবি চিত্রটি বাহুল্যবর্জিত করিবার জন্য সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। অপরপক্ষে কবির বর্ণনা-কৌশলে নৈপুণ্য থাকিলেও তিনি চিত্রটিতে যথেষ্ট চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে শিশুচিত্র অঙ্কনে অনেক কবিই যথেষ্ট সার্থকতার প্রমাণ দান করিয়াছেন। সেই অপরূপ চিত্রগুলির তুলনায় কবির এইরূপ শিশুচিত্র অনেকটা নিষ্প্রভ।

কতদিনে প্রসবিল সুন্দর কুমার।
জাতকর্ম্ম কৈল তবে কুলের আচার॥
দেখিয়া সোন্দর শিশু আদর সমাইর।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্র দ্বিতীয়ার॥
কশ্যপ আসি নাম থুইল ভরত।
পাইলেক পুত্র দেবী যেন বিধিদত্ত॥
দেখিয়া পুত্রের মুখ জুড়াএ হৃদএ।
চন্দ্রোদয় হৈলে তিমির নাশ হএ॥
ভুবন প্রকাশ করে যেন দিব্যমণি।
বরিষার মেঘে জেন পূরএ ধরণী॥

মুখ দেখি দেবী সদাএ বাড়ে সুখ।
সাধ তাপ দূরে যাএ বাড়এ কতুক॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দিনে দিনে বাড়ে।
সর্ব্বজনে দেখিয়া জুড়াএ নয়নে॥
এহিমতে কথদিন বঞ্চে স্বর্গপুরে।
একদিন শচী গেল জাহ্নবীর তীরে॥
ব্রাহ্মণী সমাজ আর দেবকৈন্যাগণ।
গন্ধর্ব্ব অপসরা সব প্রসন্ন বদন॥
মন্দাকিনী জলে স্নান করি কতুকে।
যার যেই আশ্রমের চলে মন সুখে॥
শিবের বলদ লৈয়া চলিল পশ্চাৎ।
আসিতে পন্থেত ব্যাঘ্র ভালুক তথাত॥
পন্থে নিদ্রা যাএ সিংহ ছাও লৈয়া কোলে।
মনিষ্যের কোলাহল শুনিলেক জলে॥
তর্জ্জিয়া উঠিল সিংহ অতি কোপ মনে।
শিশু এড়ি লড় দিল যথ ব্রাহ্মণে॥
ছাওয়াল ধরিতে কোপে চলিল কেশরী।
রাখিল ভরত তারে গলা চাপি ধরি॥
গলা চাপি ধরিয়া নির্জীব কৈল বলে।
কতুকে সিংহের ছাও তুলি লৈল কোলে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণী সব লাগে চমৎকার।
চারিদিগে বেড়ি সবে করে হাহাকার॥
শিশুর বিক্রম দেখি ভয় পাইল সব।
বৃষসঙ্গে ব্যাঘ্রগণ ধাএ করি রব॥
মৃত তুল্য করি সেই সিংহ এড়ি দিল।
ছাওয়াল লইয়া ঘরে বিপ্র সব আইল॥
পুত্রশোকে সেই সিংহ হইল বিকল॥
শরতের মেঘে যেন গর্জ্জএ নিষ্ফল॥
পাপিষ্ঠ পুত্রের স্নেহ নাহিক আহার।
প্রহারে জর্জ্জর তনু পাছে ধাএ তার॥
যত শিশুগণ তবে ভএ কম্পমান।
লড়ে জানাইল গিয়া পুরন্দরস্থান॥

CENTRAL LIBRARY

বার্ত্তা শুনি ইন্দ্র মাতলিকে আদেশিল।
মহাবেগবন্ত রথে শিশুকে তুলিল॥
না মারিল ছাওয়াল যে না ভাঙিল মান।
ভরতেরে লৈয়া গেল কশ্যপের স্থান॥
পরাক্রম দেখি মুনি তুষ্ট হৈল মনে।
আশীর্ব্বাদ করিলেক যথ দেবগণে॥
সিংহজিৎ করি নাম থুইল তাহার।
মুনি সর্ব্ব চলি আইল যথ পরিবার॥
অতি দুঃখে শকুন্তলা কান্দিল বিস্তর।
সিংহে যদি মারিত কি গতি হইত মোর॥

* * * *

শকুন্তলাতনয় ভরতের শৈশব-চিত্র রচনা করিতে গিয়া কবি যতটা শিশুর প্রতিনিয়ত মনোহারী কৌতুকাবহ রূপ-গুণের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার চেয়ে তাহার বীরত্বব্যঞ্জক কথাই বেশী বলিয়াছেন। ইহা অনেকাংশে ভরতের শৈশবের বীর্য-চিত্ররূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে। কবি এইরূপ মহাভারতীয় বীরদের শৈশবকালের বর্ণনা করিবার কালে তাঁহাদের বীরত্বের সংস্কার ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাং এইরূপ বর্ণনায় কবির শিশুচিত্রগুলি যথার্থ বাস্তবোজ্জ্বল হয় নাই।

নানাযজ্ঞ তপোদান করে সর্ব্বদাএ।
দেখিয়া কতুক রাজা সন্তোষ যে পাএ॥
শিশু সঙ্গে তথাএ খেলাএ সিংহজিৎ।
মৃগেন্দ্র খেলাএ যেন কুরঙ্গ সহিত॥
কার শক্তি নাই কভু জিনিতে খেলাএ।
শকুন্তলা হেন মুখ দেখিল রাজাএ॥
জুড়াইল হৃদয় মোর দেহি পরিচয়।
তোহ্মাক দেখিয়া মোর পোড়এ হৃদয়॥
উত্তর না দিয়া পুনি খেলারসে ধাইল।
রাজার ব্যগ্রতা দেখি ধাত্রী জিজ্ঞাসিল॥

* * * *

শিশুচিত্র-অঙ্কনে কবি সঞ্জয় পূর্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছেন। সামান্য দুই এক স্থানে মাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চিত্র পাওয়া যায়। পঞ্চ পাণ্ডবের শৈশব, দুর্যোধনাদির শৈশবকালের চিত্র, কবি অতি সত্বর অল্প কথায় সমাপন করিয়া লইয়াছেন। মনে হয়, ইঁহাদের বীরত্বমহিমা কবির মনে বদ্ধমূল, সুতরাং শৈশবেও ভীমের হস্তীশাবকের সঙ্গে, অর্জুনের সিংহশাবকের সঙ্গে ক্রীড়া, কবির লেখনীতে স্বাভাবিক। দুষ্মন্তপুত্র ভরতের সিংহশাবকের সঙ্গে ক্রীড়ার চিত্রও বিস্তৃতভাবে কবি বিন্যস্ত করিয়াছেন। অতএব কবির লেখনী ঐতিহ্যপুষ্ট ধারণার ঊর্ধ্বে মৌলিক পথে গমন করে নাই।

CENTRAL LIBRARY

তবে দুই এক স্থলে কবির এই বর্ণনা বাস্তবতার নিরিখে সামান্য সমৃদ্ধ। কিন্তু এইরূপ বর্ণনা অধিকাংশ স্থলেই সংক্ষিপ্ত।

রূপবর্ণনা ও প্রণয় চিত্র

অন্তঃপুরনারীগণ পরম সোন্দরী।
নানাবেশ সুবেশ জিনিয়া বিদ্যাধরী॥
নয়ান খঞ্জন ভ্রু ধনুর আকৃতি।
অলকা তিলক ভালে চন্দনের জ্যোতি॥
মুখপদ্ম শোভা করে নাসিকা বেশরে।
বাক্যপুষ্প নির্গতে নাসিকা শোভা করে॥
কুন্দ পুষ্প ফুটে দন্ত মুখ প্রকাশিতে।
গমন নিরখি হংস নামিল জলেতে॥

* * * *

হস্তিনাপুরীর অন্তঃপুরের নারীদের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি সংক্ষিপ্তভাবে কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা কবির কল্পনা দৈন্য নহে। সাধারণভাবে নারী-সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবি এইরূপ বাক্ সংযমের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় অলঙ্কারে ও কল্পনায় তাহা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

আছএ মালিনী নদী তাহার উত্তরে।
পূর্ব্বভাগে কাম্যবন দিব্য সরোবর॥
শোভিছে কমল জলে ভ্রমে নানা পক্ষী।
জলক্রীড়া করে তথা তিন জন সখী॥
বক্ষ শেভাএ নিন্দা করিল কমল।
মৃণাল সদৃশ ভুজ তনু সুকোমল॥
আখির কটাক্ষে লজ্জা পাইল পঞ্চশর।
করতল পদ রাঙ্গা বিম্ব ওষ্ঠ অধর॥
মৈধ্যভাগে ক্ষীণ জিনি তথা অতিগুরু।
কিবা ইন্দ্রবজ্র কিবা শিবের ডমুরু॥
অতি পীনোত্তর রমা হয় দুই স্তন।
কনক কলস যেন করএ শোভন॥
তপ্ত কাঞ্চন কান্তি সুকেশ দীঘল।
চামর তাহার হতে না হএ দীঘল।
আকাশমণ্ডলে যেন ছটকে বিজুলি।
হিঙ্গুলে চিত্রিত যেন কনকপুত্তলী॥

CENTRAL LIBRARY

অরণ্যদাড়িম্ব জিনি দশন উজ্জ্বল।
অকলঙ্ক শশী সম বদন কমল॥
তরুণ অরুণকান্তি সূর্য্য চন্দ্র সম।
সেরূপ চাহিতে কাম রতির সম্ভ্রম॥
সখী মিলি জল সিঞ্চে দেহি গাএ গাএ।
নবীন মেঘেতে যেন বিজুরী খেলএ॥
সে বন ভ্রমিতে রাজা তাহাকে দেখিল।
চিত্রের পুত্তলী যেন নৃপতি রহিল॥
চাহিতে না চলে আখি রূপের নাহি সীমা।
উপমা দিবারে নাহি তাহার প্রতিমা॥
নয়ন রহিল যেন পঙ্কজ মধুপ।
সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হৈল দেখি সেই রূপ॥
কামশরে হানিলেক উপজিল তাপ।
সর্ব্বাঙ্গ কাপিতে কাপে হৃদয় কলাপ॥
হেন রূপ গুণ নাহি দেখি শুনি আর।
পৃথিবী পূর্ণ যেন লক্ষ্মীঅবতার॥
চাহিতে চাহিতে রাজার না পূরে আরতি।
আচুম্বিতে শকুন্তলাএ দেখিল নৃপতি॥
প্রথম যৌবনকাল ঈলিনতনয়।
পঞ্চশর কাম যেন ধনুক হাতএ॥
অন্তে অন্তে দুই জন হইল দরশন।
দুহানে দুহান মন পড়ে ততক্ষণ॥
উপজিল লাজ মুখ ঢাকিল কিঞ্চিৎ।
সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইল জলে হইল লজ্জিত॥
কতক্ষণে দুই সখী কৈল আলোকন।
দেখিল পুরুষসিংহ যেমন মদন॥
কানে কানে লাগি কৈল সত্বরে চল ঘরে।
ভিন্ন জনে দেখে তোহ্মা মুক্ত কলেবরে॥
তোর রূপ দেখিয়া দেবতা মোহ পায়।
হেন তোহ্মা সামান্য পথিকে রহি চাহে॥
ইন্দ্রে কাম্য করে তোহ্মার দেখিবারে মুখ।
হেন তোহ্মা পথিকে যে দেখন্ত কতুক॥

CENTRAL LIBRARY

শকুন্তলাএ বোলে তুহ্মি বঞ্চনা কর সখী।
তুহ্মি যাথে দেখ বোল আহ্মি ত না দেখি॥
অনঙ্গ বিশিখ ঘাএ স্থির নহে চিত্ত।
সখী মন প্রবোধিতে বোলে অন্য রীত॥
আউদল চুল তার সত্বরে সম্বর।
দশন মাজিয়া শীঘ্র মুখে দিল জল॥
সূর্য্য দণ্ডবৎ করি চলিলেক ঘর।
লজ্জিত হাসিত মুখ ঢাকএ কুন্তল॥
কুরঙ্গ নয়ন দৃষ্টি যেহেন ভ্রমর।
উড়ি উড়ি পড়ে যেন মত্ত মধুকর॥
ফিরিয়া চাহিতে চাহে চকোর নয়নী।
না জানি সখীএ দেখি ফিরেন এমনি॥

* * * *

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রথম দর্শনের দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে, কবি প্রথমে প্রকৃতির একটি অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া শকুন্তলার রূপ-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই বর্ণনায় কবি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসরণ করিয়াছেন। মৃণালভুজ, রাঙাবিম্বোধর, পঞ্চশর আঁখি, শিবের ডমরু বা ইন্দ্রধনু সদৃশ কটিদেশ, চামর-কেশ, দাড়িম্বদশন, অকলঙ্ক-শশী-বদন, হিঙ্গুলচিত্রিত স্বর্ণকান্তি প্রভৃতির প্রয়োগ অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিত নায়িকার বর্ণনা ঐতিহ্যের অনুরূপ। কিন্তু কবি যখন প্রথম দর্শন-জনিত প্রেমোন্মেষে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তখন 'নয়ন রহিল যেন পঙ্কজ মধুপ' জাতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে, ইহাকে নিজস্ব কবি কল্পনায় সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আশ্রম-দুহিতা শকুন্তলার অনভিজ্ঞ কুমারী মন ও তাহাতে প্রথম প্রণয়-সঞ্চারে সলাজ তীব্র অনুভূতির চিত্রের বর্ণনায় কবির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

জ্বলিতে আছেএ দীপ বসিছে দুই জন।
বস্ত্রাঞ্চল পাতি এক করিছে শয়ন॥
চন্দনে লেপিছে তনু শ্বাস বহে ঘন।
বিচিতে আছেন গাও সখী দুইজন॥

* * * *

পূর্বরাগের পরবর্তী অধ্যায়ে মিলনপ্রয়াসী নায়িকার অবস্থা এবং সখীদের মর্মবেদনা ও কর্তব্যবর্ণনা প্রসঙ্গে কবি সঞ্জয় সর্বত্রই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়াছেন।

সাজিলেক বিদ্যাধরী নানাবিধ বেশ করি
ত্রিভুবন পারে মোহিবার।
সহজে চাতুরী বালা সম্পূর্ণ ষোড়শী কলা
উপমা নাহিক রূপ যার॥

উত্তম কনককান্তি তনু সুকোমল অতি
বিম্বোধরে মৃদু মৃদু হাসে।
মন্দ চরণ অতি নানা বিবিধ ভাতি
যে রূপ ভুবন পরকাশে॥
অঙ্গ পাতনি ধনী ক্ষীণ মাজা সুবদনী
হানি হানি পড়ে মন্দ বাএ।
দেহপদ্মগন্ধ নিধি যতনে সৃজিল বিধি
অগুরু চন্দন লেপি গাএ॥
দিব্য পট্ট পরি গাএ উড়িয়াছে মন্দ বাএ
চলিতে যৌবনভারে নারে।
মালিনী নদীর তীরে হাটি যাএ ধীরে ধীরে
বিশ্বামিত্র যথা তপ করে॥

* * * *

মেনকার বিশ্বামিত্র সকাশে অভিসার-চিত্রে কবি দৈহিকরূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপ্সরাসুলভ মোহিনীরূপ ও সাজসজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন রমণীরূপ হইতে স্বতন্ত্র অপ্সরারূপে স্বাভাবিক চাতুর্যটুকু সন্নিবেশিত করিতে কবি বিস্মৃত হন নাই।

কপট ছাড়িয়া মোতে কহিবা স্বরূপ।
পূর্ব্ব হতে তোহ্মার উজ্জ্বল দেখি রূপ॥
যৌবনের ভরে পাণ্ডু গণ্ড বিভূষিত।
দীর্ঘলোচন রাঙ্গা চাহিতে ঘূর্ণিত॥
প্রফুল্ল কমলমুখ মলিন অধর।
মধু পিয়া পদ্ম যেন এড়িছে ভ্রমর॥
অপূর্ব্ব কবরীভার দেখি রাগরঙ্গ।
সিন্দুরে মণ্ডিত যেন রক্তস্ফুট অঙ্গ॥
কথাতে পাইলা তুহ্মি মণিময় হার।
কেবা নিয়া দিল মণি কুণ্ডল তোহ্মার॥
গতি গহীন দেখি লাজ অতিশয়।
গুরু জানি সুহাস্য চন্দ্রের উপম॥
হেম চিত্র বিলক্ষণ পউষের গাএ।
দেবে আনি দিলা কিবা মানুষ রাজাএ॥
উন্নত বয়স কুচ কান্তি কলেবর।
আছে কে পুরুষ নারী দেখি লাগে ডর॥

CENTRAL LIBRARY

সিন্দুর তিলক দেখিয়া কপালে।
হিঙ্গুলে চিত্রিত যেন কনক কমলে॥

প্রথম মিলনের পরবর্তী অধ্যায়ে নায়িকার রূপবর্ণনার সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যে নির্দিষ্ট রীতি রহিয়াছে কবি সঞ্জয় সেই রীতিতে এইরূপ নায়িকার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকসময় পরোক্ষভাবে, কোন চরিত্রের মুখে এইরূপ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

তাহা শুনি শকুন্তলা ধ্যান কৈল মনে।
হর কোপ ভএ যেন রতি কাপে মনে॥
হৃদয় শুষিতে আছে অধর নীরস।
মৃত্যুর পর সে যেন শরীর সার্দ্ধস॥
পাণ্ডু মূর্ত্তি হৈল দেহ কম্পিত শরীর।
শরতের নদী যেন বেগে বহে নীর॥
হরিণ আকুল যেন ব্যাধ শরঘাএ।
অগ্নি পরশিলে যেন নবনী মিশাএ॥
পদনখ হেরি রহে সজল নয়ন।
রৌদ্রে পুড়ি যাএ যেন গন্ধ তরুগণ॥
স্তম্ভিত শরীরে এড়ে দীঘল নিশ্বাস।
শিশিরের ভএ যেন নলিনী নৈরাশ॥

• • • •

কান্দিতে কান্দিতে কৈন্যা নিঃসরে বাহিরে।
বিদ্যুতের ছটা যেন গগনে সঞ্চরে॥
বিস্মিত দেখিয়া লোকে রাজাকে নিন্দিল।
পাত্রমিত্র সবে তাতে অনেক কহিল॥
ব্রাহ্মণের শাপ হেতু না ফিরিল মতি।
কান্দিতে নগরে যাএ শকুন্তলা সতী॥
অবজ্ঞা করিয়া মুনিশিষ্য সব যাএ।
কাতর হরিণী যেন পিছে পিছে ধাএ॥
হাটিতে না পারে দুই রাতুল চরণ।
ধরণীতে উঝটিয়া পড়ে ঘন ঘন॥
পুনি উঠি পুনি ধাএ পুনি পড়ে ভূমি।
চিকুরে আকুল মুখ ব্যস্ত হৈল ঘামি॥
মুনিপুত্রে এড়ি যাএ ফিরিয়া না চাহে।
প্রান্তরে পড়িয়া কৈন্যা কান্দে দীর্ঘরাএ॥

CENTRAL LIBRARY

পুনি গড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপর।
বজ্রাঘাতে পড়ে যেন মহাতরুবর॥
দীঘল চিকুর ভার ধরণী লোটাএ।
মণিময় আভরণ দুর্গতি যাএ॥

* * * *

বিরাট ঐশ্বর্যমণ্ডিত রাজসভায় স্বামী কর্তৃক অপমানিতা তপোবন-কন্যা শকুন্তলার অসহায় প্রত্যাবর্তনের চিত্র-বর্ণনায় কবি অপরূপ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অলঙ্কার-আতিশয্য অপেক্ষা সহৃদয় মনোগ্রাহী সরল বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, কবি চিত্রটি স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন।

দময়ন্তী নাম কৈন্যা তাহান দুহিতা।
সর্ব্বগুণে যুতা কৈন্যা সৃজিছে বিধাতা॥
তাহান বদন সম হইবার কাজে।
বহুল কঠোর তপ কৈল দ্বিজরাজে॥
তাহান দেখিয়া অতি দীর্ঘ কেশপাশ।
চামরী বনেত গেল হইয়া হতাশ॥
অমিয়া ভাষণ তান মধু উপসর্গ।
বনে গেল কোকিল হইয়া কৃষ্ণবর্ণ।
নয়ন কাজল তান দেখিয়া শোভন।
দূরে থাকি দেখি মেঘ নারিল সঘন॥
স্থলপদ্ম হইতে নারে মুখপদ্ম সম।
বান্ধুলি কুসুম তান নাহিক উপম॥
মৃণালে করিল গতি পঙ্কে অনুষ্ঠান।
হইতে না পারি তান বাহুর সমান॥
লজ্জাএ শ্রীফল হৈয়া বৃক্ষে উপজিল।
কুচের সমান হৈতে বহু তপ কৈল॥
ত্রিভঙ্গ দেখিয়া কটি কামঅনুসারী।
বনেতে প্রবেশ কৈল তবে সে কেশরী॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব তান ভুরুর সন্ধান।
কামদেব তেজিল হাতের ধনুখান॥
হাতের কুসুমশর ধরি অকারণ।
বৈদর্ভীর জর চাপে জিনে ত্রিভুবন॥
একচিত্তে সেই রূপ দেখএ সমস্ত।
আছোক অন্যের কার্য্য সূর্য্য না যাএ অস্ত॥

CENTRAL LIBRARY

ইন্দ্রানী রোহিনী কিবা অহল্যা অদিতি।
কদাচিত নহে রতিসম রূপবতী॥

• • • •

আজি কেনে সখিগণ প্রাণ পুড়ে ঘন ঘন
উন্মত্ত সদৃশ হৈল মতি।
শীতল পঙ্কজ জল সেহ নহে সুশীতল।
বোলহ বুঝিতে নারী রীতি॥
কি মুঞি শুনিলুম কানে হানিল মদন বাণে
পরাপর ভেদ নাহি জ্ঞান।
মদন ভুজঙ্গে দহে শরীরে কেমতে সহে
সহজে তেজিব আহ্মি প্রাণ॥
শুনিয়া নৈষধ নাম হইল দ্বিগুণ কাম
কামে জড়িল কলেবর।
হের শুন পক্ষীবর চরণে ধরম তোর
আনি দেয় নৈষধ সত্বর॥
ই কাম সাগর মাঝে পার কর পক্ষীরাজ
রহুক তোহ্মার যশ কীর্ত্তি।
নহেত তেজিব তনু নিয়োজিত কাম ধনু
বধ রৈভ তোহ্মাতে নিশ্চএ॥

* * * *

দময়ন্তীর রূপ বর্ণনায় কবি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ঐতিহ্যানুযায়ী বহু প্রকারের অলঙ্কারের আশ্রয় লইয়াছেন। বর্ণনার ঘনঘটায় কবি বর্ণনাকাব্যের দ্রষ্টার বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে রক্ষা করিয়াছেন। দময়ন্তীর পূর্বরাগের আক্ষেপোক্তির মধ্যেও অলঙ্কার-শাস্ত্রের ধ্বনি শ্রুত হয়।

ফলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সমএ।
সদাএ সুগন্ধি বায়ু মন্দ মন্দ বহে॥
নানা দিব্য অলঙ্কার কনক ভূষণ।
নানারঙ্গ করে তথা পুষ্পের উদ্যান॥
কেহ মিষ্ট ফল খাএ কেহ মধু পিএ।
কেহ কেহ পঞ্চস্বরে নানা গীতি গাহে॥
কুচে কুচে ঠেলাঠেলি করে কোন জনে।
কেহ কেহ জল মৈধ্যে করএ গমনে॥

* * * *

দৈত্যরাজসুতা শর্মিষ্ঠা, শুক্রকন্যা দেবযানী ও তাহাদের সখীদের বসন্তকালে বিহারচিত্র বর্ণনায় কবি কিছুটা

CENTRAL LIBRARY

প্রমত্ত অবস্থায় সৃষ্ট করিয়াছেন। সূক্ষ্ম রুচিতে এই চিত্রটিতে যে সামান্য অশালীনতা দৃষ্ট হয় তাহা অন্য কোন বর্ণনায় পরিদৃষ্ট হয় না। কবির দৈত্যদের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধার অভাবে, ইহা সম্ভবতঃ সৃষ্ট হইয়া থাকিবে।

নাভী গভীর তোহ্মার সুললিত অঙ্গ।
ত্রিবলিত মাজাখানি সহজে তুরঙ্গ॥
ভুর যুগ সুগঠিত যেন কামধনু।
সোবর্ণ সদৃশ তোহ্মার অতি দিব্যতনু॥
বিস্ফুতুষ্ট চারুনেত্র নাভী যে গভীর।
ডমরুর সম কটি দেখিএ সুধীর॥
হাসিতে বদন মুখ নয়ন চঞ্চল।
হস্তপদ নখ তোহ্মার দেখিএ কোমল॥
অঙ্গরঙ্গ ললিত ত্রিভঙ্গ বিরাজিত।
কুতূহলে চাহ দেখি সংসারের রীত॥
নৃপতিমহিষী যেন পদ্মিনীলক্ষণ।
অতিশয় চারু মূর্ত্তি সিঞ্জন গমন॥

* * * *

নীলোৎপলবর্ণা পদ্মপলাশাক্ষী সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্না কৃষ্ণা-দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনায় কবির লেখনী সর্বত্রই সচ্ছল। তবে বহুস্থলে বর্ণিত নায়িকারূপ-বর্ণনার রীতিতেই তাঁহাকে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার পিছনে রহিয়াছে কবির সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য।

ত্যজিলেক অন্নজল চঞ্চল চরিত।
খাটপাট পরিহারি শয়ন ভূমিত॥
সজল পঙ্কজদলে করিল শয়ন।
তথাপি শীতল নহে দহে অনুক্ষণ॥
চন্দ্রের শীতল রশ্মি সূর্য্যতাপময়।
দারুণ মদনবাণে পশিল হৃদয়॥
উফরি উঠিল শুনি কোকিলের ধ্বনি।
ভ্রমরের ঘন রোলে দগধে পরাণী॥
চমকি উঠএ ফিরি চাহে চারিভিত।
মদনে বিরহস্বর সঘন কম্পিত॥
নানা যন্ত্রধ্বনি শুনি গীত সুললিত।
অধিক উন্মথ চিত্ত দ্বিগুণ দুঃখিত॥
হেন সব বিপরীত দেখি সখিগণ।
ত্বরিতে জানাএ গিয়া মহাদেবীর চরণ॥

* * * *

CENTRAL LIBRARY

রূপবর্ণনা ও প্রণয়চিত্র অঙ্কনে কবি সঞ্জয় সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রথানুসারী। মহাভারতে প্রণয়-চিত্রের অভাব নাই। প্রণয়-কাহিনীর দ্বন্দ্বের মধ্যে বিরহচিত্রও সুপ্রচুর। এই কাব্যে বিরহের হৃদয়সন্তাপ প্রকাশের দুইটি রীতি পাওয়া যায়। প্রথমটিতে প্রিয়জনের রূপানুরাগ ও স্মৃতিমন্থনের চিত্র, অপরটিতে বিরহসন্তাপে জাগতিক সুখভোগের প্রতি অনাসক্তি ও দৈহিক উত্তাপ নিবারণের প্রচেষ্টায় সুখকর শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যর্থতা। অবশ্য এই প্রসঙ্গে সখী-বিদূষকের ভূমিকাও আছে।

প্রণয়োন্মেষের প্রসঙ্গে কবি অধিকাংশস্থলেই রূপদর্শনজনিত প্রণয় সংঘটিত করিয়াছেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম সম্ভব বলিয়া কবি পূর্বপ্রস্তুতিতে নায়ক-নায়িকার (অধিকাংশ স্থলে নায়িকার) রূপ-বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রীতিতে নায়িকার যৌবনোন্নত দৈহিক বর্ণনায় এবং পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ প্রভৃতির কাব্যিক ও কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা করিয়াছেন। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগে কবি বহুস্থলেই সুনিপুণ কলাবিদের নিদর্শন রাখিয়াছেন।

বর্ণনায় উপমা-রূপক অলঙ্কারের বাহুল্য, কবির সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসরণেরই পরিচায়ক। এই সকল উপমাতে কবি অধিকাংশস্থলেই প্রথানুগামী হইয়াছেন, ক্বচিৎ নিজস্ব কল্পনায় ভাবসমৃদ্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা সঙ্গত, কবি অতিকথন ও পুনরুক্তি যথেষ্ট করিয়াছেন। বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায়, প্রায় একই ধরণের বাক্য-বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রুটির বিভিন্ন কারণ আছে। কবি যে বিরাট সমুদ্রোপম গ্রন্থ রচনা করিতে প্রয়াসী, তাহাতে এইরূপ বর্ণনা বিস্তৃত করিবার অবকাশ থাকিলেও সম্ভবপর নয়। সংস্কৃত মহাভারতেও সর্বত্র এইরূপ রূপবর্ণনায় নব নব বৈচিত্র্য রহিয়াছে বলা যায় না।

কবি পুরুষের রূপ-বর্ণনা অপেক্ষা তাহার বীর্যগরিমার কথাই বেশী বলিয়াছেন। সুতরাং প্রেম-উপাখ্যানে পুরুষের রূপ-বর্ণনা সুদীর্ঘ ও কবিত্বব্যঞ্জক নয়। মনে হয়, পুরুষ তাঁহার শৌর্যে নারীর নিকট আকর্ষণীয় হইতেন। কিন্তু নারীর রূপই প্রধান, সুতরাং কবি নারীর গুণ অপেক্ষা রূপ বর্ণনাতেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন।

যুদ্ধবর্ণনা ও অস্ত্রের চিত্র

মহাভারতের মূল ঘটনা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যাহাতে প্রভাবিত হইয়াছে তাহা হইল যুদ্ধ। এই যুদ্ধবর্ণনা মহাভারত রচনার প্রধান বিষয়। এই বিষয়ে কবি সঞ্জয় ব্যাসদেবের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। মৌলিকভাবে যুদ্ধ বর্ণনার সুযোগ অন্ততঃ পরবর্তী মহাভারতে নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রবক্তা সঞ্জয় যে সুনিপুণভাবে যুদ্ধ-ঘটনা ও যুদ্ধ-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা কোন কবির পক্ষেই সম্ভবপর নয়। সঞ্জয় সেই প্রচেষ্টা করেন নাই। তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের লোমহর্ষক চিত্রের পর কবি অশ্বমেধ পর্বে নব-প্রস্তুতিতে যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। অশ্বমেধ পর্বের যুদ্ধ বর্ণনা কবি প্রধানতঃ জৈমিনি-অনুসরণে বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া এই অংশ আরও জীবন্ত ও তীব্র হইয়াছে।

বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা ও তাহাদের প্রয়োগবিদ্যা, বিভিন্ন অস্ত্রের ক্ষেপন ও মোচনকৌশল, মন্ত্রপাঠ; ব্যূহরচনা ও ব্যূহভেদ প্রভৃতি সকলই মূলানুগ। দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথা ও যুদ্ধের নিয়মকানুন, কবি সর্বত্রই

CENTRAL LIBRARY

প্রথানুসারে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সঞ্জয় দ্বন্দ্বযুদ্ধের যে সকল চিত্র দিয়াছেন তাহাও উপভোগ্য। এগুলিও প্রথানুগ। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃতি দেওয়া হইল না।

সঞ্জয় যুদ্ধবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের বর্ণনায় যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছেন। রথ, ধ্বজা প্রভৃতির চেয়ে কবি অশ্বের বর্ণনায় বেশী পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। যুদ্ধচিত্র উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়—ভীষ্ম পর্ব হইতে অশ্বমেধ পর্ব পর্যন্ত যুদ্ধের চিত্রই বেশীর ভাগ। কোন যুদ্ধই হীন নয়। যখন যাহার যুদ্ধবর্ণনায় আসা যায়, তাঁহারই বীরত্বের শত শত কৌশল পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য প্রতিপক্ষীয় বীরকেও সমান করিতে হয় নতুবা যুদ্ধের গরিমা নষ্ট হয়। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অর্জুন, ভীমের যুদ্ধ দেখিলে মনে হয় ইহাই বুঝি যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র, কিন্তু বভ্রুবাহন, সুধন্বা, তাম্রধ্বজ, বিবেকের যুদ্ধের প্রসঙ্গে আসিলে পূর্বস্মৃতি লোপ পাইয়া যায়।

অশ্বের বর্ণনা ভীষ্ম-দ্রোণ পর্বে অনেক আছে। অবশ্য অশ্বমেধ পর্বে যজ্ঞীয় অশ্বের বর্ণনা মূলানুগ। যুদ্ধাশ্ব বর্ণনায় কবি অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে দশ কোটি অশ্বের অংশ গ্রহণের কথা কবি বলিয়াছেন। অশ্বের বর্ণনার দুটি একটি চিত্র উদ্ধৃত করা সঙ্গত।

সহস্র ধনুর বল টানিতে কোমল।
অজয় যে দুই টোন পার্থ মহাবল॥
কাঞ্চন আকৃতি ঘোড়া বায়ু হেন চলে।
তিন লোকে ভয় পায় যার বাহুবলে॥
যুধিষ্ঠির রাজার ঘোটক রক্তবর্ণ।
বিশাল তরুণ ঘোড়া ঊর্দ্ধ দুই কর্ণ॥
অনলের মত ঘোড়া ভীমসেন রথে।
মনপবন ঘোড়া দেখি সহসাতে॥
কাচ বর্ণ ঘোড়া যে অস্ত্রের নাই ভএ।
হেন চারি ঘোটকে নকুল রথ বহে॥
শন পুষ্প বর্ণ ঘোড়া সহ যে দেবের।
আকাশে উড়এ যেন গতি পবনের॥
চাপা পুষ্পবর্ণ ঘোড়া রণে নাই ভএ।
এহিমত ঘোড়া হএ সাত্যকি রথএ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোটকে দেখিয়ে শ্বেত বর্ণ।
যুদ্ধেত কাতর নহে রাঙ্গা দুই কর্ণ॥
মন্তমধুর ঘোড়া রাজা দ্রুপদের।
যার পাও না পরশে জল সাগরের॥
অভিমন্যু ঘোটক নির্ম্মল চন্দ্রজ্যোতি।
বাসবের উচ্চৈঃশ্রবা সম হএ কান্তি॥
ঘটোৎকচএর ঘোড়া দেখি মেঘের আকৃতি।
সাত শত হস্তীরথ বহে শীঘ্রগতি॥

CENTRAL LIBRARY

ভীষ্মের রথের ঘোড়া হরিতাল বর্ণ।
হরিতাল বর্ণ ঘোড়া সোনার বর্ণ কর্ণ॥
বিনি সারথি চলে পবনের গতি।
হেন রথে চলিয়াছে ভীষ্ম মহামতি॥

* * * *

রক্ত পুষ্প বর্ণ ঘোড়া দ্রোণ যে দ্বিজের।
লোকে দেখে সেই রথ যেহেন সূর্য্যের॥
কুঙ্কুমের বর্ণ ঘোড়া কর্ণ যে ধানুকী।
মউরের বর্ণ ঘোড়া সর্ব্বলোকে দেখি॥
নির্ম্মল রজত ঘোড়া রাজা দুর্য্যোধন।
নীলবর্ণ চারি ঘোড়া বীর দুঃশাসন॥
কুন্দ পুষ্প বর্ণ ঘোড়া অশ্বথামা বীর।
মহাদেবের বৃষ যেন অতি মনোহর॥
জয়দ্রথ রথ ঘোড়া নটী সম দেখি।
আকাশ মণ্ডলে যেন উড়ে দেখি পাখী॥

* * * *

অনুষ্ঠান-উৎসবকলা বর্ণনা

সারদারে পাইয়া নৃপতি পরীক্ষিৎ।
বিবাহের সজ্জা রাজা করিল ত্বরিত॥
ঢোল দগর দমা নানা বাদ্যধ্বনি।
করতাল মৃদঙ্গ যে মন্দিরা বাজনি॥
ভেপু বাশি সুললিত সানাই কর্ত্তাল।
নগরে পতাকা উড়ে শোভা করে ভাল॥
বিচিত্র মন্দির সব গৃহ সারি সারি।
মহা আনন্দিত হইল নৃপতির বাড়ী॥
বিচিত্র মোহন বেশে নাচে বিদ্যাধরী।
শুভক্ষণ সাজি আইল সকল সোন্দরী॥

* * * *

উপরিউক্ত চিত্রটি পরীক্ষিৎ-সারদার বিবাহের উৎসবকলার বর্ণনার অংশবিশেষ। ইহাতে কবির কবিত্ব-শক্তিমণ্ডিত বর্ণনা প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রথানুগভাবেই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

ভাগীরথী জল আনি রাজা কৈল স্নান।
উত্তম পবিত্র বস্ত্র কৈল পরিধান॥

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA.

তুলসী মৃত্তিকা রাজা অঙ্গে দিল ফোটা।
শিরেতে দিলেক মালা রুদ্রাক্ষের গোটা॥
মৃগচর্ম্ম পাতি রাজা করিল আসন।
মৃগ সিংহ করী হাতে বসিলা আপন॥
মুনিগণ লইয়া রাজা পুণ্যকথা শুনে।
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে অনুক্ষণে॥

* * * *

কবির বর্ণনায় শুদ্ধসাত্ত্বিক অনুষ্ঠানচিত্রগুলির একটি বর্ণনাকৌশলের পরিচয়ের জন্য শাপগ্রস্ত পরীক্ষিতের অনুষ্ঠান চিত্রটির অংশ উদ্ধৃত করা হইল। শান্তি পর্বে কিংবা অশ্বমেধ পর্বে এইরূপ চিত্রে সুবিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে।

অন্তঃপুরে যথ নারী দ্রৌপদীক সজ্জা করি
কপালে সিন্দুর অতি রেখা।
কাজল উজ্জ্বল আখি যেহেন খঞ্জন পাখী
ললাটে যেহেন সূর্য্য দেখা॥
মৃগমদ কস্তুরী দিলেক শরীরে ভরি
কঞ্চুকে ঢাকিয়া কাঞ্চুলী।
একে ত সুন্দরী বামা ত্রিভুবনে মনোরমা
সজ্জা হৈল দ্রুপদের বালি॥
অন্তঃপুষ্ট করি অতি আনিলেক গুণবতী
সোবর্ণ বেদিকা অভ্যন্তরে।
স্বর্গে যেন দেবনারী বেড়ি চাহে বিদ্যাধরী
গোবিন্দ সহিতে মুনি সবে॥
নানা পুষ্প লৈয়া করে আনন্দে উল্লাস করে
পঞ্চকে প্রণমে একবারে।
ধাতুর দর্পণ আনি বদল করিল পুনি
হস্তলেপ দিলেক পঞ্চেরে॥
সেই পাণ্ডু পঞ্চ জন যেন পঞ্চ পঞ্চানন
দ্রৌপদী যে হেন ভারতী।
যেন পদ্মালয়ে রসে আইল বিষ্ণুর পাশে
গৌরী যেন পাইল পশুপতি॥
প্রদক্ষিণ পঞ্চ বার ছিড়িল গলার হার
সুমেরু যে করএ ভ্রমণ।

CENTRAL LIBRARY

নানাপুষ্প জাতি যুথী মেলে সব গুণবতী
স্বর্গে যেন উড়ে তারাগণ ॥
নানা যন্ত্র বীণাধ্বনি শুনিতে আমোদ পুনি
যুবতী মঙ্গল করে জয়।
কুন্দ পুষ্প নাগেশ্বর চম্পক তুলসীদল
লবঙ্গ বকুল অতিশয় ॥
বিমল উত্তরী গাএ উড়িয়াছে মন্দ বাএ
সে রূপ ধৈরয নাহি মনে।
যথেক যুবতী নারী চাহি রৈল মুখ হেরি
যুবক হানিল পঞ্চ শরে ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শুনিতে আমোদ পুনি
বাহে কৃষ্ণ বদনকমলে।
জিনিল অমরাবতী হেন সব লএ মতি
পুনি নিল বেদিকা রতনে ॥

* * * *

নানা নৃত্য গীত নানান সঙ্গীত।
নানা মত করিয়া নাগরী গাহে গীত ॥
সোবর্ণ বেদিকার মেকলা আরোপণ।
সোবর্ণ ঘটে জল আনে যথ নারীগণ ॥
রুক্মিণী সত্যভামা যথেক রমণী।
গঙ্গার জল ভরিবারে যথেক কামিনী ॥
অর্জ্জুনক করিল লৌকিক ব্যবহার।
করিল যথেক কর্ম্ম নারীর আচার ॥
সুভদ্রাক বেশ এথা করে অন্তঃপুরে।
বিশেষ সোন্দরী বামা বিদ্যাধরী তুল্যে ॥
নানা অলঙ্কার শোভে কাঞ্চন ভূষিত।
মৃগমদ চন্দনে যে অঙ্গ বিলেপিত ॥
অন্তঃপট করি কৈন্যা আনিল তখন।
সপ্ত বার অর্জ্জুনে করিল বেষ্টন ॥
বিমানে থাকিয়া চাহে যথ দেবগণ।
মণিময় খাটেত তুলিল দুই জন ॥
চৌদিগে বিনোদ বাদ্য করে জয়ধ্বনি।
আপনে বাহন্ত শঙ্খ দেবচূড়ামণি ॥

গৌরী পিনাক বাহে কাংস্য করতাল।
বরাকুন্দ্র আদি বাদ্য বাজএ বিশাল॥
নানা পুষ্প সুভদ্রাএ লইয়া তখন।
বর কৈন্যা করিলেক শুভ দরশন॥

• • • •

তবে কৈন্যা গুণবতী প্রণমএ নিজ পতি
যুগল করিয়া দুই কর।
প্রদক্ষিণ সপ্ত বার ছিড়িল গলার হার
নানারঙ্গ করএ বিস্তার॥
চাহিলেক দৃষ্টে দৃষ্টে হস্তলেপ দিল বক্ষে
পুষ্পসজ্জা করিয়া বসিল॥
ধুতুরা দর্পণ আনি বদল করিল পুনি
কটাক্ষে যে কিঞ্চিৎ চাহিল॥
লৈয়া নানা পুষ্পদল সুবাসিত কমল
অশোক চম্পক জাতি যুথী॥
আর পুষ্প নাগেশ্বর বিষ্ণুপদী মনোহর
ভৃঙ্গ যুগ নয়ন চঞ্চল।
বহু পুষ্প রাশি রাশি মেলিয়া ঈষৎ হাসি
স্থলপদ্ম তুলসী বকুল॥
এহিমতে নানা খেলা করিল কুমার বালা
তার পাছে নিল যজ্ঞস্থান।

• • • •

সভামৈধ্যে বসিলেক স্বয়ম্বরস্থল।
অপরূপ দেখিয়া যে বিস্মিত সকল॥
নলরূপ পঞ্চম হৈল অলক্ষিতে।
সমতুল্য কেহ কারে না পারে চিনিতে॥
হেন হি সমএ তথা শুন ধর্ম্মরাজ।
দময়ন্তী মিলিলেক স্বয়ম্বর মাঝ॥
চতুর্দ্দোল হোতে নামি সখি হাতে ধরি।
চলিলেক দময়ন্তী বিদর্ভকুমারী॥
শোভিল শরীর তেজ স্বয়ম্বরস্থলে।
উদিত হইল ভূমি চন্দ্রের মণ্ডলে॥

CENTRAL LIBRARY

ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা অপরূপ ঠান।
দেখিয়া নৃপতিগণ হৈল হতজ্ঞান॥
যেই অঙ্গে যার দৃষ্টি হৈল সহসাত।
বিচলিত নহে দৃষ্টি হৈল তথাত॥
বিচিত্র পট্টেত যেন পুত্তলি নির্ম্মিত।
অনিমেষ দৃষ্টি হৈয়া রহে সম্মোহিত॥
সহচরী বিজয়া শুনিয়া লোকমুখে।
একে একে রাজা সব চিনাএ প্রত্যক্ষে॥
যার যেই রূপ গুণ কুল শীলসীমা।
বল বীর্য্য পরাক্রম মর্য্যাদা মহিমা॥
যার যেই পরাক্রম যার যেই দেশ।
একে একে কুমারীএ জানাএ বিশেষ॥
শুনিয়া সকল কথা বিদর্ভকুমারী।
মন্দ মন্দ গতি চলে সখীহস্তে ধরি॥
প্রদীপের শিখা যেন রাত্রির সমএ।
যারে এড়ি যাএ কৈন্যা মৃত্যুবৎ হএ॥

• • • •

দ্রৌপদীর বিবাহ, সুভদ্রার বিবাহ, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-চিত্র হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। এইরূপ বর্ণনায় কবি বহুস্থলেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় রাখিয়াছেন।

কবি উৎসবকলা, স্ত্রী-আচার, বাদ্য-সরঞ্জাম, অনুষ্ঠানক্রিয়া প্রভৃতির বর্ণনায় বঙ্গদেশীয় সমাজ-চিত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অনুষ্ঠানে মহিলাদের রঙ্গ-রসিকতার চিত্রও সামান্য আছে। তবে বিবাহ-উৎসবের তুলনায় যজ্ঞ-উৎসব, বিশেষতঃ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা সুদীর্ঘ। এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান মহাভারতীয় রীতিতে কবি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের পর চৌষট্টি দম্পতির গঙ্গাজল আনয়নের চিত্র ও তাঁহাদের মধ্যে হাস্যতামাসা বাঙলা দেশের বিবাহউৎসবের চিত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রত্যেক উৎসবেই প্রাসাদসজ্জা ও নৃত্যগীতের বর্ণনা আছে। খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ বিস্তৃতভাবে নাই সুতরাং তাহা হইতে সমাজচিত্র উদ্ধারের উপায় নাই। বাঙলাদেশের সমাজচিত্র কবির বর্ণিতব্য নয় সুতরাং কোথাও সেইরূপ সুস্পষ্ট সমাজচিত্র নাই। কেবলমাত্র বিবাহাদির অনুষ্ঠানগুলিতে কবি কিছুটা এতদ্দেশীয় আচারক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা পরীক্ষিতের সাত্ত্বিক বেশভূষা ধারণের বর্ণনাটি বঙ্গদেশীয় শুদ্ধাচারসম্মত ধার্মিক ব্যক্তির চিত্রের ন্যায়। এই সকল উৎসবকলার বর্ণনায় মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে গিয়া, কবি লোকবিশ্বাসসম্মত অতিকথনের আশ্রয়ও অনেক সময় গ্রহণ করিয়াছেন। কবির সমকালীন বাঙলা দেশের সামাজিক চিত্র তাঁহার কাব্যে খুবই কম। তবে জনসাধারণের অতিলৌকিক বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে, যাদবদের বিনাশের পূর্বে, দুর্যোধনের জন্মের পরে কিংবা অনুরূপ অন্যত্র এইরূপ কিছু কিছু অতিপ্রাকৃতের চিত্র রহিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতেও

CENTRAL LIBRARY

এই ধরণের চিত্র আছে, তবে সঞ্জয় তাহাতে জনসাধারণের উপযুক্ত ধ্যান-ধারণা প্রযুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের সাহায্যে সুস্পষ্ট কোন সামাজিক চিত্র রূপ পরিগ্রহ করে নাই।

মূলতঃ কবি বর্ণনা ও ঘটনার মধ্যে যে সামাজিক রীতিনীতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মহাভারতীয় যুগের। ইহা বহু-আলোচিত বিষয়। সুতরাং সেই প্রাচীন সমাজচিত্র বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইল না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রায় সকলেই সুরাপান এবং মাংসাহার করিতেন। বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও ব্রাহ্মণকন্যার অন্য বর্ণের ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাহের ঘটনা বিরল। যুবতী-বিবাহ ভিন্ন বালিকা-বিবাহ বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। বহুপত্নী গ্রহণ এবং ক্ষেত্রজ প্রথা প্রচলিত ছিল। একাধিক স্বামীভজনরীতি নিন্দনীয় ছিল না। অনেকস্থলে কুমারীর পুত্রপ্রাপ্তির প্রসঙ্গও রহিয়াছে। বিবাহে, উপঢৌকন প্রথায়, বধূ দাসদাসী কিংবা সখীদের স্বামীগৃহে লইয়া যাইতেন। উৎসবকলায় নর্তকীদের অংশ গ্রহণ, সুরাপান প্রচলিত ছিল। দ্যূতক্রীড়ার বহুল প্রচলন ছিল এই বিষয়ে স্ত্রী পণ রাখা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। সমাজে ব্রাহ্মণ সর্বাপেক্ষা সম্মানীয় ছিলেন। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অল্পবিস্তর প্রত্যেকেই আলোচনা করিতেন এবং মানিয়া চলিতেন। যুদ্ধের নিয়মনীতি পূর্বনির্ধারিত ছিল। অস্ত্রবিহীন কিংবা শরণাগত শত্রুকে আঘাত করা হইত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ হইত। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজার নিকট গৌরবের বিষয় ছিল। দান-ধ্যান প্রাত্যহিক কর্ম হিসাবে তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। সাধারণ লোকের জীবনমান ও কর্মাদির বড় একটা সংবাদ পাওয়া যায় না। কবি সঞ্জয় মহাভারতীয় যুগসমাজকেই অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া এই সমাজচিত্রের তালিকাবৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নাই।

বিঃ দ্রঃ—এই পরিচ্ছেদের উদ্ধৃতিগুলি বর্তমান সংস্করণের ভাষা-বানানসম্মত।

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চরিত্রসৃষ্টি

আধুনিক কালের সাহিত্যকৃতির তাৎপর্য নিরূপণে চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা বিচার একটি মুখ্য বিষয়। বোকাচ্চিয়ো-র‍্যাবলে সেক্সপীয়র সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের সর্বভাত করিয়া তুলিবার দিকে সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উত্তর-সেক্সপীরীয় যুগের সাহিত্য প্রধানতঃ চরিত্র-প্রধান। মহাকাব্যের যুগে, কি প্রতীচ্যে, কি প্রাচ্যে—কোথাও চরিত্রমহিমা নিয়তি, দৈব এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান অতিক্রম করিয়া পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে দাঁড়াইতে পারে নাই। তাহারা যেন কিছুটা অতিমানব। উপরিউক্ত বিধানে মহাকাব্যের চরিত্রগুলি অধিকাংশস্থলেই পরিণত। চরিত্রের জটিলতা এবং ঘটনার ক্রমবিকাশের প্রভাব এই সকল চরিত্রের উপর সামান্যই রেখাপাত করে।

ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারতের, বিশেষতঃ মহাভারতের চরিত্রমহিমা সমুচ্চ। অনেকগুলি চরিত্রের স্বকীয়তা তাহাদিগকে অনন্যতন্ত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধান বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে এই মহাকাব্যদ্বয়ের সৃষ্টি বলিয়া, মহৎ শিল্পীর স্বাধীনতা চরিত্রসৃষ্টিতে সমুচ্চ মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। মহাভারতের কোন চরিত্রই শ্রেণী-চরিত্র নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন অনন্যতন্ত্রতায় পরিস্ফুট। বিভিন্ন ঘটনার আবর্তে চরিত্র-দ্বন্দ্ব চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য পরিণত চরিত্র বলিয়া, এই বিষয়ে আভ্যন্তরীণ হৃদয়-দ্বন্দ্ব অপেক্ষা বহিঃস্থ ঘটনার প্রভাবজনিত চারিত্রিক দ্বন্দ্বের পদ্ধতিতে চরিত্র-সৃষ্টির প্রকল্প পরিগৃহীত। পরবর্তীকালের আলঙ্কারিক মহাকাব্যগুলির চরিত্র ইহাদের তুলনায় অনেক সরল ও বৈশিষ্ট্যহীন। দিলীপ, রঘু, অজ, বিক্রম, দুষ্মন্ত প্রভৃতি চরিত্র আদর্শগত ঐক্যবিধৃত। কিন্তু মহাভারতের প্রায় প্রতিটি চরিত্র জটিলতা ও বৈচিত্র্যে অনেক গভীর। মহাভারতের চরিত্রের এই বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে মহাভারতকারের অপরিসীম শক্তির পরিচায়ক। মহাভারতের চরিত্রের বৈচিত্র্যসৃষ্টির পিছনে অবশ্য একটি সুবিধা ছিল। মহাকাব্যের বিধান মানিতে হয় নাই বলিয়া চরিত্রের উপর কবির প্রভাব কার্যকরী হয় নাই। 'পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের মতো'[১] তাহারা স্বীয় পথ-পরিক্রমা করিয়াছে। সমাজ ও জীবন হইতে চরিত্র গ্রহণের পথ তখন প্রশস্ত। সাহিত্যিক মহাকাব্যে এই সুবিধা নাই। তাই মহাভারতের চরিত্র দোষ-গুণের মানুষ, তবে মহাভারতীয় মাহাত্ম্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে একটু অতিমানব করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সেই নির্মোকটি অপসারিত করিলে সেই সমাজের ব্যক্তি-চরিত্ররূপে চিনিয়া লইতে অসুবিধা হয় না।

অপরপক্ষে, মহাভারতীয় সমাজব্যবস্থার পটভূমিকায় কবি নব নব বৈচিত্র্য সমাবেশ করিয়া চরিত্র-গুলিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোন সমাজবোধের দ্বিধা পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই। একটি উদাহরণ গ্রহণ করিয়া বিষয়টি পরিস্ফুট করা যায়। বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম লৌকিক সমাজে যথার্থ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে পরিগ্রহণের জন্য বৈষ্ণব দার্শনিক, তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা ও পদাবলীকারদের সুমহৎ প্রচেষ্টা করিতে হইয়াছে। 'মহাভারতীয় চরিত্রের কোথায় কি অসামাজিক কিংবা অসংগতি আছে লোকে তাহা গ্রাহ্য করে নাই।'[২] যেমন, মহাভারতে কৌমার্যে

১. শ্রীঅরবিন্দশঙ্কর রায়। ২. রাজশেখর বসু

CENTRAL LIBRARY

সত্যবতীর ব্যাস, কুন্তীর কর্ণ-পুত্রলাভ, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, কুন্তী-মাদ্রীর পঞ্চজনের উপাসনায় পঞ্চপুত্র প্রাপ্তি, ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের ন্যায় ক্ষেত্রজ পুত্রলাভ প্রভৃতি বহু ঘটনা ও প্রসঙ্গ লৌকিক সমাজে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় নাই। রাজশেখর বসু মহাশয়ের উদ্ধৃতিটি এই প্রসঙ্গে সত্য। অধিকন্তু বলা যায় লৌকিক মানসে মহাভারতীয় চরিত্রগুলির দুর্বলতা কিংবা মহাভারতীয় সমাজরীতি অন্য একটি সুদূর অতীতের যুগেই সম্ভবপর ছিল বলিয়া একটি সংস্কার দৃঢ়নিবদ্ধ। সেই সংস্কারে মহাভারতের কোন কিছুই বর্তমান সামাজিক বন্ধনের প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে পারে না।

মহাভারতের চরিত্রে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য মহাভারতীয় বিরাট পটভূমিকারও যথেষ্ট দান রহিয়াছে। বিরাট ভারতবর্ষের সামগ্রিক পটভূমিকায় বিরচিত এই সুমহৎ গ্রন্থের একদিকে রহিয়াছে অসংখ্য ঘটনার জটিলতা, অপরদিকে রহিয়াছে বহুবিচিত্র চরিত্রগুলির স্ব স্ব উদ্দেশ্য ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। সুতরাং একটি যুগের শত শত নায়কোচিত গুণালঙ্কৃত ব্যক্তির এইরূপ অপূর্ব সমাবেশে প্রত্যেক চরিত্রই উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হইয়াছে। যুধিষ্ঠির এই মহাকাব্যের নায়ক। কিন্তু অর্জুন, ভীম, কৃষ্ণ, দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহীরুহ চরিত্রগুলির প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া, যদি জয়দ্রথ, সাত্যকি, কীচক, শকুনি, বভ্রুবাহন, সুধন্বা, বিবেক প্রভৃতি চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলেও মনে হয় যে, কোন কোন চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া এক একটি সাহিত্যিক মহাকাব্য রচিত হইতে পারে।

মহাভারতের নারীচরিত্র পুরুষ চরিত্রের ন্যায় সজীব। দ্রৌপদী, কুন্তী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, দেবযানী, উলূপী, গান্ধারী প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বকীয়তা আছে। এই সকল চরিত্রের কোনটিই ছাঁচেঢালা নয়। গান্ধারী চরিত্রের মধ্যে আদর্শবাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকিলেও মানবীয় দুর্বলতাও রহিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিশাপ গান্ধারী চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। অন্যান্য প্রত্যেকটিই নারীচরিত্রই ভালো-মন্দ সমন্বয়ে সত্যিকারের মানবীয় সত্তা গ্রহণ করিয়াছে। অপরপক্ষে আধুনিক যুগের নারীত্বের মুক্তিবাদের যে আদর্শ মধুসূদন-ইব্‌সন্ হইতে বিভিন্ন সাহিত্যে পরিগৃহীত, মহাভারতের নারী চরিত্রে তাহার অভাব নাই। তবে তাঁহারা স্বাধিকার প্রমত্তা স্বেচ্ছাচারিণী নহেন।

কবি সঞ্জয়ের অনুবাদ-মহাভারতের চরিত্রসৃষ্টি প্রায় সর্বাংশে মূলানুগ। এমন কি কাশীরামদাসের মহাভারতের চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা সঞ্জয়ের চরিত্রসৃষ্টি অনেক বেশী মূলপন্থী। কবি সঞ্জয়ের এই বিষয়ে সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া সংস্কৃত মহাভারত পাঠ করিয়া তাহা অনুবাদ করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁহার যুগোচিত মহাভারতীয় সংস্কারে মহাভারতীয় চরিত্রসৃষ্টি করেন। তৃতীয়তঃ বৈষ্ণবধর্মের তাঁহার চরিত্রসৃষ্টিতে সমূহ পরিবর্তন সাধন করিবার সুযোগ ছিল না। পরবর্তী বাঙলা মহাভারতের কবিদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত জানিতেন না। কাশীরাম দাসও পাঠক গায়েনদের নিকট শ্রবণ করিয়া মহাভারত রচনা করেন। সুতরাং এইরূপ পদ্ধতির আশ্রয়ে মূলের চরিত্রগুলির যথাযথতা রক্ষা করা সুকঠিন হয়। সঞ্জয়ের সেই অন্তরায় ছিল না। অপরপক্ষে, সঞ্জয়ের যুগোচিত মহাভারতীয় চরিত্র সম্পর্কে সংস্কার আর তাঁহার অনেক পরবর্তীকালের সেই সংস্কার এক নয়। কথাটার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমাদের নিকট ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম, কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি অনেক চরিত্রই বহু বিবর্তনে অনেকাংশে মূল-ভ্রষ্ট পরিবর্তিত সংস্কারে বিধৃত। ইঁহাদের পাঠক-গায়েনরা নিজেদের খেয়ালখুশীমত বিকৃতি সাধন করিয়া জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের অ-সংস্কৃতজ্ঞ

মহাভারত রচয়িতারা সেই সকল বিবৃত করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন। অবশেষে যাত্রা নাটকে ঘটনার বিকৃতি এবং নবায়ন এমনভাবে হইয়াছে যে মহাভারতীয় চরিত্রগুলির মূল বৈশিষ্ট্য অতি সামান্যই তাহাতে অবশিষ্ট রহিয়াছে। আবার চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণবতার প্রবাহে অনেকখানি পরিবর্তন স্বাভাবিক-ভাবেই সাধিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতেছিলাম, কবি সঞ্জয়ের যুগোচিত মহাভারতীয় সংস্কার আর আমাদের মহাভারতীয় সংস্কার সম্পূর্ণ এক নয়। দুই একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হইবে। কাশীরাম দাস অর্জুনকে নপুংসকে রূপান্তরিত করিয়া বিরাট-অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন। মূল মহাভারতে অর্জুনের এই দৈহিক রূপান্তর কোথাও নাই। উর্বশীর শাপে অর্জুনকে নপুংসক বেশে থাকিয়া ক্লীবভাবে বিচরণ করিতে হইবে, ইহাই মহাভারতকার বলিয়াছেন। সঞ্জয় মূল মহাভারতের যথার্থ অনুগামী। ইহাতে অর্জুনের ব্রহ্মচর্য ও চরিত্র-দৃঢ়তার যে সুমহৎ বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত হইয়াছে, কাশীরাম দাস তাহা ভূপাতিত করিয়াছেন। সর্বগুণযুক্ত রূপবান অর্জুনের ন্যায় বীরের সাহচর্যে থাকিয়া উত্তরার হৃদয় অর্জুনের উপর পতিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ইহা ভাবিয়া বিরাটরাজ অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যদি মহাভারতকার অর্জুনকে সত্যি সত্যি ক্লীব করিতেন, তবে বিরাটরাজের মনের এই সন্দেহ নিরসনের জন্য উর্বশীর অভিশাপে অর্জুনের দৈহিক রূপান্তরের কথা বলিলেই চলিত। কিন্তু তিনি অর্জুনকে সংযমী পুরুষরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। অর্জুন সংযমের পরিচয় দান করিয়া উত্তরাকে কন্যার ন্যায় মনে করিতেন। সেইজন্যেই অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দান করিয়া শিষ্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলেন। কর্ণ-চরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের সংস্কারে বিবৃত। কিন্তু কর্ণের স্থান মূল মহাভারতে শকুনির ন্যায়। কবচকুণ্ডল দান করিয়া কর্ণ যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ ঘটনা মহাভারতীয় যুগে বিরল নয়। দুঃখের বিষয়, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও কর্ণ চরিত্রের মহত্ত্ব ও মনোহারিত্বের প্রতি অসামান্য পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতকার কর্ণের অনেক অপকর্মের ঘটনা বিবৃত করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের সমালোচনায় তাঁহাকে দুরাত্মা বলিয়াছেন। জতুগৃহদাহ, দ্যূত ক্রীড়া, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ (এই বিষয়ে দুর্যোধনের অপেক্ষা ইনি বেশী নীচতা দেখাইয়াছেন) প্রভৃতি অক্ষাত্রোচিত কর্মে কর্ণ দুর্যোধনের ন্যায় সমান দায়ী। এই কর্ণ চরিত্রের 'দাতাকর্ণ'-সংস্কার সঞ্জয়ের যুগে সম্ভবপর হয় নাই, তাহা পরবর্তী-কালে হইয়াছে। মহাভারতের ভীমসেন আমাদের সংস্কারে একরূপ টাইপ চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবব্রত ভীষ্মের প্রতি অম্বার প্রণয়াসক্তির প্রসঙ্গটি যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়া ভীষ্মের চরিত্র দৃঢ়তায় হানিকর পরিণতি বিভিন্ন যাত্রা নাটকে সম্ভবপর হইয়াছে। কবি সঞ্জয়, এইরূপ কোন চরিত্রের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করেন নাই। ভীষ্মের প্রতি অম্বার প্রণয় ও ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও আত্মাহুতির প্রসঙ্গ, কবি গ্রহণ করিয়াছেন মহাভারতীয় মহিমায়। অম্বার দুর্বলতার বহু চিত্র থাকিলেও কবি কদাপি ভীষ্মের চরিত্রমাহাত্ম্য খর্ব করেন নাই। সঞ্জয় মহাভারতীয় চরিত্রগুলির মূল বৈশিষ্ট্য কখনও পরিবর্তিত করেন নাই। এই জন্যে বলা যায়, তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি মূল মহাভারতীয় আদর্শের অনুগামী। তবে জতুগৃহদাহের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এই চরিত্রটির পুত্রস্নেহান্ধতাকে অতিরঞ্জন করিয়াছেন মাত্র। নারী চরিত্রের মধ্যে গান্ধারী ও কুন্তী চরিত্র যথাযথ। মনস্বিনী গান্ধারী উদ্ধত ও দুর্বৃত্ত পুত্রের নিকট অসহায়। কুন্তী বীর-জননী, দৃঢ়-চরিত্রা। নিরুদ্যম পুত্রদের বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরকে তিনি উৎসাহ দান করেন। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি নারীচরিত্র অঙ্কনে (দ্রৌপদী, সুভদ্রা, প্রভাবতী, জনা, চিত্রাঙ্গদা, উলূপী প্রভৃতি)

অল্পবিস্তর বীরধর্ম আরোপ করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অভিমন্যু-বধের পর দ্রৌপদীর নেতৃত্বে পাণ্ডব-যাদব রমণীদের যুদ্ধ, অশ্বমেধ পর্বে বিবেকের যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাজয়ের পর পাণ্ডব-যাদব রমণীদের যুদ্ধে গমন প্রভৃতি ঘটনা রচনা করিয়া, কবি এই চরিত্রগুলিতে বীরত্বমহিমা প্রদান করিয়াছেন। মূল মহাভারতে এই চরিত্রগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে গমন করেন নাই বটে, কিন্তু বীরপত্নীরূপে তাঁহাদের সংলাপে ও ও মন্ত্রণাদানে বীরত্বের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কবি সঞ্জয় সেই চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ কবি সঞ্জয়ের মহাভারতীয় বীরপত্নীদের সম্পর্কে ব্যক্তি-সংস্কারের প্রেরণায় কাব্যতুলিকার অতিরঞ্জনমাত্র। অবশ্য শাক্ত প্রভাবে সীতার দশাননের সঙ্গে যুদ্ধের ন্যায় এই মহাভারতীয় নারীযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়[১]।

আমরা এইবার মহাভারতের প্রধান কয়েকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে সঞ্জয় মহাভারতীয় চরিত্রগুলির আদর্শ প্রায় যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং এই বিষয়ে কবির মৌলিক কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই।

যুধিষ্ঠির

ক্ষাত্রবীর্যে মহাভারতের নায়ক চরিত্র কীর্তিমান নহেন। তিনি রথ চালনায় সুদক্ষ কিন্তু অস্ত্রচালনায় মহারথীদের সমকক্ষ নহেন। তাঁহার দেহ সুপরিণত নয়। তিনি অত্যধিক দ্যূতপ্রিয়, সভা পর্বে দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়াই তাঁহার প্রমাণ। ধর্মভীরুতা ও উদারতা তাঁহাকে অনেকাংশে ব্রাহ্মণ চরিত্রের ন্যায় করিয়াছে। তিনি অল্পক্রোধযুক্ত হইলেও অনেকসময় অনুচিত ক্রোধের বশীভূত। যেমন, কর্ণপর্বে অর্জুনের উপর অকারণে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিরাটপর্বে অর্জুনের জয় ঘোষণা করিবার জন্য রাজসভায় তিনি মহত্ত্বানুরূপ গাম্ভীর্যের অভাব দেখাইয়াছেন। দ্রোণবধের জন্য মিথ্যা বলিয়া তিনি তেমন অনুতপ্ত হন নাই। বরং অর্জুন সন্তাপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার মিথ্যাভাষণের জন্য অনুযোগ করিলেও তিনি অনুতপ্ত হন নাই। এইজন্যে কোন কোন পণ্ডিত সমালোচক তাঁহাকে ক্ষেত্রবিশেষে 'রিয়ালিষ্ট' বলিয়াছেন। পাপপুণ্যের অতি সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া তিনি কোন কাজ করেন না। সুতরাং ভীম-দ্রৌপদীর ভর্ৎসনা বহু ক্ষেত্রেই তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। গদাযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভীম দুর্যোধনকে নাভির নিম্নে আঘাত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন। বলরাম ভীমকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠির করিলেন। এইরূপ সামান্য অসঙ্গতি তাঁহার ধর্মচিন্তায় রহিয়াছে তবে তিনি ধর্মের সূক্ষ্ম চিন্তার বিচার করিয়া দেখিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার ব্যবহার যথার্থ উদার। দুর্যোধনকে তিনি সুযোধন বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইহাও তাঁহার উদারতার প্রমাণ। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য সবচেয়ে বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে—স্বর্গারোহণ পর্বে ধর্মপরীক্ষায় স্বজনদের সহিত নরকে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষায়। আশ্রমবাসিক পর্বে সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যাঁহার দেহ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গৌরববর্ণ, মহাসিংহের ন্যায় সবল, যাঁহার নাসিকা উন্নত, চক্ষু সুদীর্ঘ ও তাম্রবর্ণ তিনিই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির।

১. অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিমত।

CENTRAL LIBRARY

ভীম

আশ্রমবাসিক পর্বে সঞ্জয় ভীমের পরিচয়ে বলিয়াছিলেন—মত্ত গজেন্দ্রগামী তপ্তকাঞ্চন বর্ণ সুদীর্ঘবাহু স্থূলস্কন্ধ পুরুষ। ভীম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—তিনি অমিত শারীরিকবলে বলীয়ান, গদাযুদ্ধে তিনি বলরাম ও দুর্যোধনের সমকক্ষ, পত্নী (দ্রৌপদী) প্রেমে তিনি সর্বদা তাঁহার মনোরঞ্জনে বীরত্বপূর্ণ উদ্যমে সাহসী, অগ্রজের প্রতি তিনি সর্বদা অনুগত। সভা পর্বে দ্রৌপদীর অবমাননায় তিনি প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বন পর্বে তিনি দ্রৌপদীকে অপহরণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সহস্রদল কমল চয়ন করিয়া তিনি দ্রৌপদীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং বার বৎসরকে বার মাস গণনা করিবার জন্য দ্রৌপদীর সঙ্গে তিনি একমত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার শপথ লইয়া দ্রৌপদীর শোকানল নিবৃত্ত করেন। স্বর্গারোহণ পর্বে দ্রৌপদী-হরণের (সঞ্জয়ের অভিনব ঘটনা) প্রচেষ্টার সমুচিত শাস্তি মেঘনাদ দৈত্যকে দিয়াছিলেন। ভীম দ্রৌপদীর ন্যায় সহজ বাস্তবজ্ঞানে পরিচালিত সুতরাং উভয়ের ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রায় সমান। যুধিষ্ঠির উভয়ের নিকট সমানভাবে তিরস্কৃত হইয়াছেন। ভীম প্রতিহিংসাপরায়ণ বলিয়া অনেকে তাঁহাকে 'রক্তপ রাক্ষস' বলিয়াছেন। ভীমের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বোধহয় প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষাত্রোচিত। তবে ইহার ফলে কখনও কখনও একটু উৎকট নির্দয়তা তাঁহার চরিত্রে আসিয়াছে। ভীমের রাক্ষস রমণী বিবাহ ও ঔদারিকতার জন্য অশ্বমেধ পর্বে শ্রীকৃষ্ণ তিরস্কার করিলে শ্রীকৃষ্ণকে যুক্তির সাহায্যে তাঁহারই সমকক্ষ করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভীমের তার্কিকতার প্রমাণও রহিয়াছে। শান্তি পর্বে যুধিষ্ঠির ভীমকে ঔদারিকতার জন্য উপদেশ দান করিলে সম্ভবত অগ্রজের প্রতি আনুগত্যে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্তীকালে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁহার ব্যবহার চরিত্রটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার চরিত্রে সমবেদনাহীন ক্ষমাগুণের অভাব সূচিত হয়।

অর্জুন

মহাভারতকারের দৃষ্টিতে অর্জুন মহাধনুর্ধর শ্যামবর্ণ আয়তলোচন হস্তিযূথপতিতুল্য যুবা পুরুষ। তিনি সর্বগুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য ও সখা। মহাভারতের বীরদের মধ্যে তাঁহার তুলনা স্বল্প। মহাকাব্যের নায়কোচিত সকল গুণ তাঁহার আছে। তিনি সুধীর, ক্ষাত্রোচিত তেজস্বিতা তাঁহার চরিত্রে সর্বত্র প্রতিভাত। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষড়্‌গুণের অপূর্ব সার্থক সাধনা অর্জুন চরিত্রের জীবনচিত্র। তিনি অপূর্ব সংযমী পুরুষ। উর্বশীর বিলোল কটাক্ষ তিনি উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্যপালনে প্রথমে উলূপী-প্রেম অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু উলূপী তাঁহাকে যখন বুঝাইলেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য দ্রৌপদীর সম্পর্কে, তখন তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। অর্জুন তাঁহার ব্রহ্মচর্যের সর্বোত্তম পরীক্ষা দিয়াছেন বিরাট-অন্তঃপুরে অধিষ্ঠান করিয়া। অর্জুন সহৃদয় প্রেমিক। দ্রৌপদী তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। সুভদ্রা-চিত্রাঙ্গদা-উলূপীর হৃদয় তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বের পরিচয় শরশয্যায় মহাবীর দেবব্রত ভীষ্মের কথা উদ্ধৃত করিলেই সুস্পষ্ট হইবে—

দৃষ্টং দুর্যোধনৈতত্তে যথা পার্থেন ধীমতা।
জলস্য ধারা জনিতা শীতস্যামৃতগন্ধি নঃ॥

এতস্য কর্তা লোকেঽস্মিন্ নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে।
আগ্নেয়ং বারুণং সৌম্য বায়ব্যমথ বৈষ্ণবম্॥
ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রাহ্মং পারমেষ্ঠং প্রজাপতেঃ।
ধাতুস্ত্বষ্টুশ্চ সবিতুর্বৈবস্বতমথাপিবা॥ ইত্যাদি।

অর্জুন মহাবীর হইলেও তাঁহার হৃদয়টি সুকোমল। স্বজনবধের আশঙ্কায় তিনি যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়া গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যায়ভাবে দ্রোণবধে তিনি মর্মাহত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। দ্রোণের প্রতি তাঁহার সতত শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার ও উক্তি যে কোন কালের গুরু-শিষ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে আদর্শ। দ্রোণও তাঁহার এই শিষ্যের প্রতি দুর্বলতা পোষণ করিতেন। অর্জুন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতিকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিতেন। যুদ্ধকালে প্রথানুগ বাক্‌যুদ্ধেও অর্জুন কোন অশোভন কথা উচ্চারণ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠানুগত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। কুন্তীর আদেশে দ্রৌপদীকে পঞ্চভ্রাতার বিবাহে তিনি বিন্দুমাত্র অনুযোগ করেন নাই। অর্জুন নিষ্কাম কর্মী। তিনি কেবল মহাভারত পাঠকদের প্রিয় নহেন মহাভারতের চরিত্রগুলিরও প্রিয়। আকর্ষণ করিবার মত যে সকল গুণের যেরূপ সমাবেশ অর্জুন-চরিত্রে তাহা সুচারু-বিন্যস্ত। এইজন্যেই তিনি দ্রোণের প্রিয় শিষ্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা, দ্রৌপদীর প্রিয় পতি।

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। মহাভারতকার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর প্রতিপাদন করিয়াও তাঁহাতে অতিপ্রাকৃত আচরণ বেশী প্রদান করেন নাই। সভা পর্বে দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণে, ভীষ্ম পর্বে গীতাধ্যায়ে, অশ্বমেধ পর্বে কয়েকটি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রাকৃত মাহাত্ম্য রহিয়াছে কিন্তু ঘটোৎকচ বধের পর উদ্দাম নৃত্য, দ্রোণবধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ প্রদান প্রভৃতিতে ধর্মসংস্থাপক পুরুষোত্তম চরিত্রের হানিকর অবস্থা আসিয়াছে বলিয়া, অনেকে মনে করেন। সে যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণ রহস্যময় চরিত্র, সন্দেহ নাই। তিনি মহাভারতের নীতি-রচয়িতা প্রয়োগেও অনেকস্থলে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দান, দাক্ষিণ্য, শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য, লজ্জা, কীর্তি, উত্তমাবুদ্ধি, বিনতি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি ও পুষ্টি গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। অন্যত্র ভীষ্ম তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন—এই মহাত্মা কেশব সেই পরমপুরুষের অষ্টমাংশ। শরশয্যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'সনাতন পরমাত্মা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সর্বজ্ঞাত। অনেকে তাঁহার দেবত্ব প্রচার করিয়াছেন, অনেকে তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ যুগন্ধর রাজনীতিবিদ্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বহু আলোচিত চরিত্র। তাঁহার বীরত্ব-শৌর্য অর্জুনের ন্যায়, তবে অলৌকিকতায় শৌর্যমাহাত্ম্যে অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়াছেন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাস চরিত্র দুইটিকে ঠিক আমাদের সাহিত্যিক রীতিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। উভয়েই সঙ্কট-মোচন ও সমস্যার সমাধানে সর্বদা হিতকামী। কবি সঞ্জয়ের সংস্কারে মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্ব আরোপিত হইয়াছে স্বাভাবিক কারণেই। কবি শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকতা-ঐশ্বর্য একটু বেশী করিয়াই সর্বত্র আরোপ করিয়াছেন। অশ্বমেধ পর্বে এই প্রবণতা অত্যধিক।

কবির লেখনীতে এই চরিত্রটি অঙ্কনে সর্বদা ঈশ্বর-অনুভূতি সক্রিয়। তবে কাশীরামদাস চৈতন্যযুগ-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে যেখানে প্রেমময় করিয়াছেন সঞ্জয় সেখানে ঐশ্বর্যশক্তির প্রতিপাদনে অধিকতর আগ্রহশীল। তাঁহার কৃষ্ণভক্তি সর্বৈশ্বর্যশালী ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, তাহা মধুরারতিতে রাগানুগা ভক্তিতে অতিপ্লাবিত হয় নাই।

দুর্যোধন

দুর্যোধন মহাভারতের প্রতিনায়ক চরিত্র। আজীবন তিনি পাণ্ডবদের শত্রুতা করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও অনুতপ্ত হইয়াছেন, দেখা যায় না। কেবলমাত্র দ্রোণবধের পর তাঁহার আত্মধিক্কার চরিত্রটির মধ্যে যেন হৃদয়ের স্পর্শ প্রদান করিয়াছে। দুর্যোধন নিয়তিবাদী। গদাযুদ্ধে তিনি দুর্জয়। ক্ষাত্রোচিত বীরত্বে ও মানসিক শক্তিতে তিনি অপরাজেয়। ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধ বাৎসল্য তাঁহাকে আরো বেশী দুর্নিবার করিয়া তুলিয়াছে। কর্ণ-শকুনির পরামর্শ তাঁহাকে ইন্ধন জোগাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বৈবাহিক। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিকতায় তিনি বিশ্বাস করিতেন না। উদ্যোগ পর্বে দূত-উলূককে তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রজাল মোহমায়ায় তাঁহার বিশ্বাস নাই। শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিতে গিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তি দেখিয়াও তাহাতে দুর্যোধন বিশ্বাস করেন নাই। দুর্যোধন ঈর্ষা ও বিদ্বেষে দগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে পূর্ণপাপী অঙ্কিত করিয়া তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী করা হইয়াছে। মহাভারতের বহুবিদিত কার্যাবলীর অতিরিক্ত আরও দুই একটি ঘটনা সৃষ্টি করিয়া সঞ্জয় তাঁহাকে অঙ্কিত করিয়াছেন। বন পর্বে ক্ষুধার্ত মুনিদের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিশাপ প্রদানের অভিসন্ধি এইরূপ একটি ঘটনা। দুর্যোধন স্বেচ্ছাচারী নহেন। বরং প্রজাদের সুখশান্তির প্রতি তাঁহার যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। আশ্রমবাসিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের বিদায়কালে, প্রজাদের মুখে এই কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের প্রতি রাজা দুর্যোধন কোন অন্যায় করেন নাই। দুর্যোধনের মনোবল অদ্বিতীয়। স্বর্গে দুর্যোধনকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির রুষ্ট হইলে নারদ বলিয়াছিলেন—দুর্যোধন ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া দেহান্তে স্বর্গে আসিয়াছেন। মহাভয় উপস্থিত হইলেও তিনি কখনও ভীত হন নাই। দুর্যোধন যুদ্ধে ক্ষত্রিয়-নীতি হইতে বিচ্যুত হন নাই। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের তিনি স্বয়ং আদেশ দেন নাই এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে তাঁহার মৃত্যুর পর ঘুমন্ত অবস্থায় নিশাযুদ্ধে হত্যা করা হয়। তাঁহার বন্ধুবৎসলতার জন্য কর্ণ-শকুনির মন্ত্রণায় অবশ্য অনেক হীনকার্য ঘটিয়াছে। দুর্যোধন চরিত্রে ক্ষাত্রোচিত অনেক গুণ থাকিলেও পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষা তাঁহার বিয়োগান্তক পরিণতির কারণ হইয়াছে। মহাকাব্যে নায়ক চরিত্রকে মহিমাদীপ্ত করিবার জন্য পরোক্ষভাবে প্রতিনায়ক চরিত্রকেও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হয়। প্রতিনায়কের সংঘর্ষে নায়কের গুণমাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। মহাভারতকারও এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। সঞ্জয় মূলানুগ চরিত্রচিত্রণ করিয়া দুর্যোধনের যথাযথতা রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য পরবর্তীকালের কবিরা দুর্যোধন চরিত্রের প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করিতে পারেন নাই।

ভীষ্ম

ভীষ্ম চরিত্রের মহত্ত্ব অতুলনীয়। পিতার জন্য চিরকৌমার্যব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি সারাজীবন নিষ্কামভাবে উত্তরপুরুষদের হিতকামী। অম্বার ভীষ্মের প্রতি প্রণয় ও বিদ্বেষমূলক প্রসঙ্গে সঞ্জয় একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভীষ্ম চরিত্রের মাহাত্ম্য খর্ব করেন নাই। ভীষ্মের হৃদয় কখনও দ্রবীভূত

CENTRAL LIBRARY

হয় নাই। দুর্যোধনের বিভিন্ন দুষ্কর্মে তিনি নীরব দ্রষ্টা। এইজন্যে ভীষ্ম-দ্রোণ চরিত্র আধুনিককালে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন। কিন্তু মহাভারতীয় আদর্শের কর্তব্যবুদ্ধি বর্তমান যুগের বিচারে বিচার্য নয়। দেবব্রত-ভীষ্ম কেবলমাত্র পিতৃভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ নহেন, তিনি মহাবীর, শাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্বদর্শী ও মহাজ্ঞানী। তিনি বার বার ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের প্রতি সুবিচার করিতে বলেন। ইহাতে তাঁহার সত্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। শরশয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি এই জ্ঞাতিক্ষয়ী যুদ্ধ মীমাংসা করিতে দুর্যোধনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নহেন কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। রাজসূয় যজ্ঞে তিনি রাজন্যবর্গের নিকট শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের প্রবক্তা। শরশয্যাতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাজনিত উক্তি ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের কঠোরতা ভাস্বর হইয়াছে দ্যূতসভায়। নিঃস্তব্ধ সভায় যুধিষ্ঠিরকে উপলক্ষ করিয়া দ্রৌপদীকে যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহার বক্তৃপৌরুষ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্রৌপদী

ইন্দীবর-শ্যামবর্ণা পদ্মপলাশাক্ষী মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় দ্রৌপদী। তাহার অপর নাম কৃষ্ণা। মহাভারতের নায়িকা চরিত্র সর্ববিষয়ে অসামান্যা। দ্রৌপদীর ন্যায় জীবন্ত চরিত্র আধুনিক সাহিত্যেও দুর্লভ। সমগ্র রামায়ণ-মহাভারতে তাঁহার ন্যায় সুস্পষ্ট নারীচরিত্র আর দ্বিতীয় নাই। ইঁহার রূপে বিরাট-নৃপতি আকৃষ্ট হইতে পারেন ভয়ে সুদেষ্ণা প্রথমেই ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কীচকের হস্তে ফেলিবার জন্য সুদেষ্ণা সেইজন্যেই কিছুটা ভূমিকা লইয়াছিলেন। জয়দ্রথ, কীচক ও মেঘনাদ দৈত্য (সঞ্জয়ে অভিনব) দ্রৌপদীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। দ্রৌপদী নিতান্ত দুর্বলা নহেন। তাই ইঁহাদের হাত হইতে নিজেকে প্রাথমিকভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। দ্রৌপদী স্পষ্টভাষিণী। যুধিষ্ঠিরের ধর্মাসক্তির অতিরিক্ত প্রবণতাকে তিনি ভীমের ন্যায় সর্বত্র সমালোচনা করিয়াছেন। ভীমকে তিনি উত্তেজিত করিয়াছেন বহুক্ষেত্রে। ভীমের নিকট তাঁহার যত আব্দার অনুরোধ। ভীমসেনও অবশ্য সর্বত্রই দ্রৌপদীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। দুঃশাসন-হত্যায় ভীমের প্রতিজ্ঞা দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞারই সমধর্মী। যুধিষ্ঠিরের জন্য তাঁহাকে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। অন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদী সকলই সহ্য করিয়াছেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে সমালোচনা করিতে নিরস্ত হন নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে শ্রদ্ধা করেন কিন্তু কিছুটা অনুকম্পাও করেন। অর্জুনের প্রতি তাঁহার সর্বাধিক ভালবাসা, সেইজন্যে সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া আনিলে তাঁহার যথেষ্ট অভিমান হইয়াছিল। নকুল-সহদেবকে অনেকটা দেবরের মত স্নেহ করিতেন। দ্রৌপদী কুন্তীর যোগ্য পুত্রবধূ। সঞ্জয় দ্রৌপদী চরিত্রের উপরিউক্ত সকল দিকে যথার্থ লক্ষ্য রাখিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহাকে বীরাঙ্গনারূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। অভিমন্যুবধের প্রতিশোধ-গ্রহণার্থে দ্রৌপদী অশ্রুবিসর্জন না করিয়া পাণ্ডব-যাদব রমণীদের লইয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি তাঁহার কঠোর ভাষাপ্রয়োগ চরিত্রটিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। দুর্যোধনাদিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি সগর্বে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিবেকযুদ্ধেও পাণ্ডব-যাদব নারী-বাহিনীতে তিনি যোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সঞ্জয় দ্রৌপদী চরিত্রের মাহাত্ম্য যথেষ্ট উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সঞ্জয় ও সতীর্থ[১]

কবি সঞ্জয়ের কবিসত্তা ও কবিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার পর, এইবার আমরা, তাঁহার সতীর্থ বাঙলা মহাভারতের প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্যপ্রসঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। বাঙলা মহাভারতের দ্বিতীয় কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত মহাভারত রচনা করেন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি—হুসেনশাহের চট্টগ্রামস্থিত সেনাপতি পরাগল খাঁয়ের নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর একদিনের মধ্যে শ্রবণ করিবার জন্য সংক্ষিপ্ত মহাভারত রচনা করেন। প্রথমতঃ সংক্ষিপ্ত-করণের জন্য, দ্বিতীয়তঃ লস্কর পরাগল খাঁয়ের ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী হইবার অবকাশ না রাখিবার জন্য, কবীন্দ্র মূল মহাভারতের বহুলাংশ বর্জন করিয়াছেন। কবীন্দ্র মহাভারতের ধর্মতত্ত্ব, ধর্মীয় প্রসঙ্গ ও আলোচনা এবং ধর্মীয় উপাখ্যান প্রায় নির্বিচারে বর্জন করিয়াছেন। অপরপক্ষে, মহাভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ জাতীয় বীরত্বব্যঞ্জক প্রসঙ্গ কবি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। সঞ্জয়ের ন্যায় ইনিও জৈমিনি মহাভারতের অবলম্বনে অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করিয়াছেন। অন্যান্য পর্বের জন্য ব্যাস-মহাভারতকে আশ্রয় করিয়াছেন। পণ্ডিতদের অভিমত, কবীন্দ্র অশ্বমেধ পর্বের পর আর রচনা করেন নাই। এই অভিমত যথার্থ। তাঁহার মহাভারতে মৌষল, মহাপ্রস্থানিক, স্বর্গারোহণ প্রভৃতি পর্ব কোন কোন পুথিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু অন্য তাহা কবির প্রক্ষিপ্ত রচনা। পরবর্তীকালে সংযোজিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, মণীন্দ্র মোহন বসু মহাশয়ও[২] কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে এই সকল প্রক্ষেপের উল্লেখ করিয়াছেন। কবীন্দ্রের মহাভারতের কোন কোন পুথির আকার একদিনে পাঠ করিবার মত নয়। বাঙলা সাহিত্যের পুথিআশ্রয়ী সাহিত্যকর্মের ভাগ্যবিড়ম্বনা হইতে কবীন্দ্রের কাব্যও মুক্ত নয়। এই বিষয়ে তথাকথিত বিজয়পণ্ডিতের ভণিতাবিহীন কবীন্দ্র-মহাভারতের উল্লেখ করা যায়।

কবীন্দ্র অনুবাদক হিসাবে সঞ্জয়, কাশীরাম দাস শ্রীকর নন্দী অপেক্ষা অধিকতর সংস্কৃত অনুরাগী। সংক্ষিপ্তকরণের পদ্ধতি হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার নিকট অপ্রয়োজনীয় শ্লোকগুলি বর্জন করিয়া প্রয়োজনীয় শ্লোকের মূলানুগ অনুবাদ করিয়াছেন। এই পদ্ধতি-গ্রহণ হইতে বলা যায় কবি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহার কাব্য-পাঠের পরিবেশের কথা চিন্তা করিয়া অনেক কিছু বর্জন করিয়া মহাভারতের অন্তর্নিহিত কাঠামোটি বাহির করিয়াছেন। সঞ্জয়ের মহাভারতের পূর্ববঙ্গে বহুল প্রচারের জন্য কবীন্দ্র সঞ্জয়ের কখনও কখনও সংক্ষিপ্ত-পথে অনুসরণ করিয়াছেন। সঞ্জয় দেবী ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের মহাভিষ্-জাহ্নবী উপাখ্যানটি গ্রহণ করিয়া লোক সাহিত্যের অনুরূপ বানর-গঙ্গা উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। কবীন্দ্র সঞ্জয়ের অনুসরণে এই উপাখ্যানটি গ্রহণ করিলেও স্বর্গে মহাভিষ্-জাহ্নবী প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। শেষের অংশ সঞ্জয়ের অনুরূপ কিন্তু সংক্ষিপ্ত। মনে হয় সঞ্জয়ের মহাভারতের প্রচারে উপাখ্যানটি অত্যধিক জনপ্রিয় বলিয়া কবীন্দ্র বাদছাঁদ দিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ দুই একটি প্রসঙ্গ কবীন্দ্র তাঁহার পূর্বসূরীর আদর্শে রচনা

১. মহাভারত রচয়িতামাত্রই ব্যাস-শিষ্যতুল্য। এখানে বাঙলা মহাভারত-রচয়িতাদের প্রসঙ্গ আলোচ্য।

২. বাঙ্গালা সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু, ১৯৪৭ খ্রীঃ সং, অনুবাদ সাহিত্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

করিয়াছেন। তবে তাঁহার মহাভারত এত সংক্ষিপ্ত যে সঞ্জয়ের ব্যাপক প্রভাব পড়িবার কোন অবকাশ তাহাতে ছিল না। অধিকন্তু তিনি স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ[১] ছিলেন। কবীন্দ্র মহাভারতের অনুক্রমণিকায় মহাভারতের চিরপরিচিত প্রসঙ্গ অথবা সঞ্জয়ের রচিত প্রসঙ্গ কোনটিই গ্রহণ করেন নাই। এই অংশে পরাগল-প্রশস্তিই মুখ্যস্থান গ্রহণ করিয়াছে। চন্দ্রবংশ পরিচয়, শকুন্তলা উপাখ্যান, যযাতি-দেবযানী প্রসঙ্গ, নলদময়ন্তী প্রসঙ্গ প্রভৃতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কয়েকটি পর্ব এবং অশ্বমেধ পর্ব কবীন্দ্র মোটামুটি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকর নন্দী বাঙলা মহাভারতের তৃতীয় কবি। তাঁহার অশ্বমেধ পর্ব কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অল্পকাল পরে রচিত হয়। অবশ্য শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্রের অশ্বমেধ পর্বে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে বলিয়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি উভয়কে একই কবি বলিয়া মনে করেন। এই বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক আলোচ্য নয়। আমাদের মনে হয়, উভয়েই জৈমিনির মহাভারতের অনুবাদক। অশ্বমেধ পর্বের জন্য জৈমিনি ভারতকে আশ্রয় করিবার জন্য এই তিনজনের[২] এই পর্বটিতে বহুল সাদৃশ্য রহিয়াছে। তন্মধ্যে আবার কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্বের সাদৃশ্য আরও ঘনিষ্ঠ। তাহার কারণ অনুবাদকর্মে উভয় কবি অত্যধিক মূলানুগ। এমন কি, জৈমিনি-ভারতের শ্লোকানুগ অনুবাদও উভয়ের কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ উভয় কাব্যের রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তিও হইতে পারেন।

দ্বিজ অভিরাম, দৈবকীনন্দন, রামচন্দ্র খাঁ, নিত্যানন্দ ঘোষ, নন্দরাম দাস, অনন্ত মিশ্র, দ্বিজ গোবর্ধন, রাজারাম দত্ত, যত্নবর সেন, কবিচন্দ্র[৩], ভবানী দাস, দ্বিজ শ্রীনাথ প্রভৃতি অনেক কবি সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাভারত আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে রচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ নিত্যানন্দ ঘোষ পূর্ণাঙ্গ মহাভারত রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেই গায়েন বা পাঠকের নিকট শ্রবণ করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন। নিত্যানন্দ ঘোষ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে বাঙলা মহাভারতের মধ্যে কাশীরাম দাসের গ্রন্থই সুবিখ্যাত। কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীর কবি হইয়াও সমগ্র বাঙলাদেশে সুপ্রচারিত হইয়াছিলেন। তাহার চেয়ে আশ্চর্যের কথা কাশীরাম দাস, অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তির মতে, চারিটির অধিক পর্ব রচনা করেন নাই। তথাপি উনিশ শতকের মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে এবং গ্রন্থের যুগোচিত আবেদনের জন্য কাশীরাম দাসের মিশ্র-কবিকৃতির মহাভারত অত্যধিক প্রচার লাভ করে। কাশীরাম সুমহৎ প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন না। 'শ্রুতিমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার' কাশীরাম দাস এই প্রসঙ্গে অভিরাম মুখোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয়, তিনি অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করেন। এই জন্যে ব্যাস-জৈমিনির মহাভারত আদর্শ পাঠক বা গায়েনদের দ্বারা বিবর্তিত হইয়া কাশীরাম দাসে যথেষ্ট ভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঘটনার পরিবর্তন ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যহানি একদিকে যেমন ঘটিয়াছে তেমনি অপরদিকে চৈতন্যপ্রভাবে বৈষ্ণব প্রেমবন্যায় তাঁহার মহাভারত বঙ্গদেশীয় মানসের পরিতৃপ্তিদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কাশীরাম দাসের কৌলিক উপাধি ছিল সম্ভবতঃ দেব। বৈষ্ণব-

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ২৫০, ৩য় সং) দ্রষ্টব্য।

১. কবি সঞ্জয়সহ।

৩. শঙ্কর চক্রবর্তী।

ধর্মাচারী বলিয়া তাঁহারা 'দাস' উপাধি গ্রহণ করেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কেবলমাত্র 'দাস' পদবী দেখিয়া তাঁহাকে অ-ব্রাহ্মণ বলা সঙ্গত নয়। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির দাস পদবী অভিনব নয়। কাশীরাম দাস স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া কিংবা চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব ভাববন্যায় জন্ম বলিয়া তাঁহার কাব্য সর্বতোভাবে বৈষ্ণবভাবে প্রভাবিত। তদানীন্তন যুগের জনচিত্ত হরণে ইহা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা গ্রহণ করে। সভা পর্বে বিভীষণের হৃদয়ে ভক্তির অনাবিল উৎস প্রবাহিত করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন। এইরূপ ভক্তিরসের প্রবাহ বহুস্থলে রহিয়াছে। শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান, দ্রৌপদীর দর্পহরণে আম্রফলের উপাখ্যান, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ভীষ্ম-দ্রোণের অংশ গ্রহণ এবং তাঁহাদের দ্বারা লক্ষ্যভেদ সম্ভব হইলে দুর্যোধনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হইবে এইরূপ প্রসঙ্গ, মহীরাবণ বধ উপাখ্যান প্রভৃতি কাশীরাম দাসের স্বকীয় যোজনা। ইহাদের মধ্যে কবির একদিকে ভক্তিরস ও অন্যদিকে গল্পরসের পরিবেশন সম্ভবপর হইয়াছে। এই সমস্ত উপাখ্যান পরবর্তীকালে যাত্রা-নাটকেও বহুলভাবে গৃহীত হয়। সুতরাং কাশীরামদাসের মহাভারতে মূলানুগত্য বিঘ্নিত হইলেও বাঙলা দেশের মহাভারতীয় সংস্কারে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়া মহাভারতের আদর্শ ও চরিত্রকে অনেকাংশে বঙ্গদেশীয় সংস্করণ করিয়াছে। ইহর উপর উনিশ শতকের যাত্রা-নাটকের প্রভাবে সেই পরিবর্তিত সংস্কার বাঙালীমনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবে কাশীদাসী মহাভারত এবং পৌরাণিক যাত্রা-নাটক এই বিষয়ে পরস্পর পরিপূরক হইয়া নব মহাভারত সংস্কার গড়িয়া তুলিয়াছে।

সেইজন্যে কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙলাদেশে এত জনপ্রিয়। বাঙলা দেশের মহাভারতীয় সংস্কার এত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে কাশীরাম দাস সেই নব সংস্কারের যুগোচিত পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছেন। সঞ্জয় তাঁহার যুগে যতই জনপ্রিয় হউন না কেন চৈতন্যোত্তর যুগের নবলব্ধ মহাভারতীয় সংস্কারের পাঠকদের নিকট তাঁহার কাব্যের আবেদন কাশীরাম দাস অপেক্ষা বেশী হইতে পারে নাই। সেইজন্যে সঞ্জয়ের কাব্য-অধ্যুষিত অঞ্চলেও কাশীরাম দাসের সহজ অনুপ্রবেশ সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার পরে আধুনিক যুগের মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে কাশীরাম দাস বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বাঙলা মহাভারতের মধ্যে কাব্যগুণে বিশেষতঃ ভাষার আধুনিকতা ও সুললিতে ছন্দের প্রবহমানতায়, পরিচিত পরিবেশ বিবৃতিতে, ধর্মীয় বিশ্বাসানুকূল্যে—কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। কাশীরাম দাসের আর একটি গুণ—তাঁহার আকস্মিক মন্ময়ী দৃষ্টি। এইজন্যে অংশ বিশেষে গীতি কবিতার মাধুর্য তাঁহার কাব্যে দুর্লভ নয়। ইহা অন্যান্য বাঙলা মহাভারত কাব্যে সুলভ নয়।

CENTRAL LIBRARY

সপ্তম অধ্যায়

ভাষা পরিচয়

।১। উপক্রমণিকা

এই অধ্যায়ে আমরা মহাভারত রচয়িতা কবি সঞ্জয়ের কাব্যে আশ্রিত ভাষার সংক্ষিপ্ত ভাষাতত্ত্বসম্মত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিব। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার সকল দিক লইয়া আমরা আলোচনা করিব না। এই কাব্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার যে বিশিষ্ট দিকটির প্রতিফলন রহিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত ও উদ্ধৃত করিব। উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, সাধু ও চলিতভাষার সহিত কাব্যাশ্রিত এই উপভাষার যে সকল স্থানে পার্থক্য আছে কেবলমাত্র সেইগুলিই এই অধ্যায়ে বিবেচনার জন্য পরিগৃহীত হইল।

আলোচ্য উপভাষার আলোচনা ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব এই উভয়দিক হইতেই সম্পাদন করা হইবে। ধ্বনিতত্ত্বের প্রসঙ্গে একটি কথা বলা সঙ্গত যে, যেহেতু এই মহাভারত কাব্য অংশতঃ গীত হইত এবং অংশ বিশেষে সুর করিয়া পাঠ করা হইত সেইজন্যে উচ্চারণ ভঙ্গিমায় অনেকখানি কৃত্রিমতা নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে এবং অপরিহার্যভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, গদ্যের উচ্চারণের মধ্যে যে স্বাভাবিকতা থাকে পদ্যে তাহা মিলে না এবং সঞ্জয়কৃত মহাভারত গায়ক বা পাঠকের মুখ হইতে সংগৃহীত হয় নাই। লিখিত অবস্থায় যে গীত-পাঁচালী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মৌখিকতার প্রত্যক্ষ স্পর্শ ব্যাহত হইয়া উহাকে ধ্বনিতত্ত্বের দিক হইতে অনেকখানি সাধুভাষা ঘেঁষা করিয়া তুলিয়াছে।

ধ্বনিতত্ত্ব

।২। স্বরধ্বনির পরিবর্তন

(১) স্বরসঙ্গতি

অ—ই : মুনির মানস কৈন্যা তোহ্মার ঘরিণী।

অ—এ : দ্বারী বোলে ব্রাহ্মণ ক্ষেণেক থাক বসি।

অ—ও : মোহা কোলাহল হইলে শব্দ যাএ দূরে।

ই—এ : মৃগয়া বেহারে রাজা বড় কতুকিত।

উ—ও : শ্যামল সোন্দর তনু গলে বনমালা।

উ—অ : মাথেত না করে জ্ঞান নপুর শোভন।

ঋ—অ : দেবধর্ম্ম চরণে হৃদয় দৃঢ় করি।

ঋ—ই : কোনমতে বিষ্ণিবংশ হইলেক ক্ষএ।

ও—অ : সঞ্জয় কহিল কথা কমল পন্নারে॥

ও—উ : শুকে বিমোহিত সবে আর্ত্তনাদে কান্দে।

ঔ—অ : মৃগয়া কতুকে রাজা ফিরে বনে বন।

ঔ—ও : নৃপতির বিদিতে দ্রোপদী ধাই গেল।

CENTRAL LIBRARY

(২) অপিনিহিত

ক্ষ : মনে ভাবে নরপতি রাজার লৈক্ষণ।

য—ফলা : ষাইট সহস্র কৈন্যা হইল উতপতি।

বন মৈধ্যে নৃপতি যে শিকার করও।

মনে মনে চিন্তে নাগ আপনা কৈল্যাণ।

সৈত্যহীন মিথ্যাবাদী করমু নমস্কার।

শুণ্ডীঘরে বেচিয়া সকলে মৈস্ত খাই।

।৩। ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন

(১) অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণতি

ট—ঠ : তিষ্ঠাযুক্ত হইয়া রাজা বিচারস্ত জল।

ত—থ : এথেক জানিয়া কৈল স্তব সমাপন।

(২) ঘোষ ও অঘোষ বর্ণের বিনিময়

জ—চ : বীচিতে (বীজন করিতে) আছেন গাও সখী দুইজন।

(৩) বর্ণ বিপর্যয়

অসুর গান্ধর্ব্ব আর রাক্ষস পিচাশী (পিশাচ)

(৪) দন্ত্য বর্ণের অন্তঃস্থ বর্ণে রূপান্তর

সম্বন্ধে লাতিন (নাতিন) তুহ্মি কহি তোহ্মার ঠাই।

(৫) আনুনাসিকতার সর্বত্র অনুপস্থিতি

ললিত চন্দনের ফোটা (ফোঁটা) ললাটের মাঝে।

।৪। স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির ধ্বনিতত্ত্বগত উপরিউক্ত পরিবর্তন ব্যতীতও তৎসম ও তদ্ভব শব্দের কিছু কিছু উচ্চারণগত কাব্যিক বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ইহাকে কাব্য-ভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে কাব্যিক প্রয়োগ বলা যাইতে পারে। এইরূপ প্রয়োগ, বলা বাহুল্য, ধ্বনিতত্ত্বগত সূত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়াই ভাষাচার্যগণ এইরূপ নামকরণ করেন। আলোচ্য গ্রন্থেও এইরূপ প্রচুর ব্যবহার রহিয়াছে।

।৫। ছন্দ

ছন্দ সম্পর্কে বেশী কিছু বলিবার নাই। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তানপ্রধানরীতির পয়ার ও ত্রিপদী প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ এইরূপ আখ্যায়িকা কাব্যে উহাদের উভয়ের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এই কাব্যে পয়ার এবং অধিকাংশ লাচাড়ীতে ত্রিপদীর ব্যবহার রহিয়াছে পয়ারে (আট/ছয়) চৌদ্দ মাত্রার স্বাভাবিক বন্ধন রহিয়াছে। তবে পাঠে সুরের জন্য কোন কোন স্থানের অক্ষর কম বেশী হইয়াছে। সুর-লয় তাহা সম্প্রসারণ-শোষণ করিয়া লইতে পারে বলিয়া উহাতে কোন অসুবিধা নাই। ত্রিপদীতে আট/আট/দশ মাত্রা ব্যবহার করা হইয়াছে। তবে অক্ষরের সংখ্যাও এখানে কম বেশী আছে। সঙ্গীতাশ্রিত কাব্য বলিয়া ইহাতে কোন অসুবিধা ছিল না।

CENTRAL LIBRARY

।৬। প্রত্যয়

তদ্ধিত প্রত্যয়ের দুইটি উদাহরণ

আ—এই বেটা মুনি নয় ভণ্ড তপসিআ। অপুত্রার পুত্রশোক বড়হি দুষ্কর।

এই প্রসঙ্গে বহুব্রীহি সমাসের কথা উত্থাপন করা যায়। সাধু ও চলিত বাঙলায় তদ্ধিত প্রত্যয় দিয়াই বহুব্রীহি সমাসের পদ নিষ্পন্ন করা হয়। 'অপুত্রার' মধ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

।৭। বচন

একবচন ও বহুবচনের বিশিষ্ট কোন প্রত্যয় এই উপভাষায় নাই। বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ দিয়াই বহুবচন নির্দেশ করা হইয়া থাকে। 'গণ', 'সমাজ', 'মণ্ডল' প্রভৃতি বহুবচন জ্ঞাপক শব্দাবলী, মধ্যযুগের বাঙলায় প্রচুর মিলে।

গণ—অন্ধগুরু কৃপা হতে শিখে অন্ধগণ।

সমাজ—দেখি তুষ্ট হইবেক রমণীসমাজে।

মণ্ডল—নৃপতি মণ্ডলে বন্দম রাজা জনমেজয়।

বিশেষ্য অথবা বিশেষণকে দ্বিত্ব করিয়া বহুবচন জ্ঞাপন করিবার প্রবণতা সাধারণ বাঙলার মত : পরম কতুকে রাজা ফিরে বনে বন (বনে বনে)। ইহার মধ্যে একমাত্র বিশেষত্ব হইল, দ্বিতীয় বিশেষ্য পদে অধিকরণ কারক বাচক বিভক্তি চিহ্ন অনুপস্থিত। ইহা আঞ্চলিক বা কাব্যিক বিশেষত্ব ছাড়া আর কিছু নহে।

।৮। পদাশ্রিত নির্দেশক

'বস্তু' বুঝাইতে—টি—অর্থে—খানি—এই উপভাষায়—খান—হইয়াছে : বামহস্তে লইয়া উত্তম ধনুখান।

—খানি—ব্যক্তি বুঝাইতে এবং—ভাব—বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন তপোবনে এড়ি যাই শিশু কৈন্যাখানি। পূর্ব্ব কথা স্মরি উঠে দুঃখখানি।

—খানি—, —কানি—রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। যথা, এক কানি কথা রাজা না কৈল পালন।

—টি—বুঝাইতে—গোটা—র ব্যবহার মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের ভাষায় মোটেই অপ্রচলিত নয়। এই গ্রন্থেও এইরূপ ব্যবহার রহিয়াছে। যেমন, ডালেমূলে বৃক্ষগোটা ভস্ম কৈল মুখে।

—খানি—, —খণ্ড—হইতে আসিয়াছে। —খণ্ড—অবিকৃত রূপে—টি—অর্থে এই উপভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে, সভাখণ্ড অধোমুখে হইল চিন্তিত।

'কেবল একজন' বুঝাইতে কাব্যে—একেশ্বর—শুধু পূর্ববঙ্গে নয় সমগ্র বঙ্গদেশেই ব্যবহৃত হইত। এই কাব্যে এইরূপ ব্যবহার বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গবাচক একেশ্বরী—ব্যবহারও রহিয়াছে।

সমষ্টিবাচক পদাশ্রিত নির্দেশকগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিত্ব প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় এবং তাহা কেবলমাত্র কাব্যেই ঘটিয়া থাকে। যেমন :

যুতে যুতে— হস্তী ঘোড়া রথারথী চলে যুতে যুতে।

ধোপা ধোপা— ধোপা ধোপা নড়ে পুষ্প মনোহর।

।৯। কারক ও বিভক্তি

(ক) প্রথমা বিভক্তি

কর্তৃকারকে -এ—ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায়, অসমীয়া ও ওড়িয়ায় এক অত্যন্ত

CENTRAL LIBRARY

সাধারণ ব্যাপার। যেমন, সঞ্জএ কহেন যেন গাথে পুষ্পহার। শত্রুগণে রাজারে দেখেন্ত কালযম। মুনির আগে জল ভিক্ষা রাজাএ মাগিল। অভিমন্যে অন্তাএ বধিছে কুরুগণ। বিশ্বকর্মাএ করিয়াছে গাণ্ডীব নির্ম্মাণ।

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তি

কর্মকারকে—কে—র পরিবর্তে—রে—ব্যবহার পূর্ববঙ্গের এক বিশেষত্ব। যেমন, কাশ্যপেরে ত্রয়োদশ কৈন্যা দিল দান। কথাএ গেল মোর পুত্র কে তারে মারিল। আক্ষারে ভেটায় নিয়া মুনির পাশএ।

অনেক সময় দ্বিতীয়া বিভক্তি বুঝাইতে —এ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন গরুড়ে না পারে পরীক্ষিতে (পরীক্ষিৎকে) জিনিবার।

কর্ম কারকের অপর চিহ্ন পাওয়া যায়—অক—এবং—আক—। যেমন, বাণে বিন্ধি ইন্দ্রক আনিতে কণক্ষণ। ভক্ষ্য ভক্ষকে কেহ কাক নাহি হিংসে।

কর্ম কারকের জন্য অনেক সময় অধিকরণ কারকের বিভক্তি চিহ্নের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। যেমন, এই কৈন্যা তোহ্মাতে করিলুম মুই দান। রাজাতে পুছিয়া মর্ম্ম বুঝিব ইহার। তার প্রতিকার করম কহ মোতে কাজ। (মধ্যযুগের বাঙলা ভাষায় পাওয়া যায়, তু-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

অনেক সময় কর্মকারক বুঝাইতে কোনরূপ বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা অবশ্য সাধারণ বাঙলাতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, উর্ব্বশী মেনকা জিনি অতি রূপবতী। মৃগগণ মারে রাজা হরিষ অন্তরে।

(গ) তৃতীয়া বিভক্তি

করণ কারকে —এ—ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় সহজেই মিলে। যেমন, বক্ষ শোভাএ (শোভা দ্বারা) নিন্দা করিল কমল। বরাহ শরীরে (শরীরের দ্বারা) ক্ষিতি উদ্ধারিলা দন্তে।

(ঘ) পঞ্চমী বিভক্তি

অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন পাইতেছি—হনে—। যেমন, সপ্ত বিংশতি হনে রোহিণী সোন্দর। সেই হনে মোহোর অস্থির কলেবর।

(ঙ) ষষ্ঠী বিভক্তি

সম্বন্ধ বুঝাইতে কোনরূপ বিভক্তির ব্যবহার না করা অধিকাংশস্থলে পরিলক্ষিত হয়। বিভক্তি চিহ্নের এই অনুপস্থিতি আমরা কর্ম কারকের বিভক্তি আলোচনাকালেও লক্ষ্য করিয়াছি। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে কর্মকারক ও সম্বন্ধের ব্যবহারে দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্নের এই অনুপস্থিতি কেবল কাব্যের বেলায় ঘটিয়া থাকে। যেমন, নবীন যৌবন রাজা পরম সোন্দর। এই কৈন্যা দিব আক্ষি পরীক্ষিৎ স্থান। জনমেজয় স্থানে কহে ওঝার কথন।

(চ) সপ্তমী বিভক্তি

কর্মকারক ও অধিকরণ কারকের মধ্যে যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায় বাঙলা ভাষার সকল যুগে। এই জন্য অধিকরণ কারকের চিহ্ন যেমন কর্ম কারকে ব্যবহৃত হইয়াছে তেমনি বিপরীত ব্যাপারও ঘটিয়াছে। যেমন, অনুসূয়া বোলে শকুন্তলাকে চাহিয়া। নগরীকে (নগরীর দিকে) চাহিল বেড়িয়া।

সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন—তে—এবং—ত—প্রাচীন বাঙলাতেও ব্যবহৃত। চর্যাপদেও এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থভাষায় ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, কহিতে লোকেতে (লোকের কাছে) কহিতে বিচিত্র। পরীক্ষিৎ রাজা যদি হইল পৃথিবীত।

CENTRAL LIBRARY

সাধারণতঃ চলিত বাঙলাভাষায় বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের উত্তর বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহৃত হইলে সেই বিভক্তি চিহ্ন সন্ধি হইয়া শব্দের সহিত মিলিয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় তাহা হইত না। বর্তমান গ্রন্থের ভাষায়ও তাহা হয় নাই। এইরূপ অসংখ্য প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ দুইটির মধ্যে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন অবিকৃত রূপে রহিয়াছে : মুনির গলাএ সর্প বান্ধিয়া রাজাএ। হেনমতে আছে রাজা হস্তিনা পুরএ।

দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তির মত সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নও মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকে। যেমন, মহাবল পরাক্রম বিখ্যাত ভুবন। করেন্ত বাপের সেবা বসিয়া নির্জন। ধরণী সঞ্চরে যেন বিদ্যুতের মালা।

।১০। অনুসর্গ

—অন্তর— মোরে উপহাস্য করে নাশের অন্তর (জন্যে)। তোহ্মার অন্তরে (জন্য) দেবী এথ দুঃখ পাএ। (> তরে) চর্যাপদেও পাওয়া যায়।

—অন্তর— লড় দিয়া পলাইয়া হইল অন্তর (দূর)।

—আগে— মুনির আগে জল ভিক্ষা রাজাএ মাগিল (সম্মুখে, নিকটে)॥ মধ্যযুগের বাঙলায় বহুল ব্যবহৃত।

—কারণ— কৈন্যা লইয়া আসিয়াছি তোহ্মার কারণ (জন্যে)। মধ্যযুগের বাঙলায় ব্যবহৃত।

—গোচর— প্রাণ বিসর্জ্জিয়া পড়ে রাজার গোচর (নিকটে)।

—তরে— কৈন্যা বোলে রাজার তরে (নিকটে) সলজ্জিত মনে। (—নিকটে—বুঝাইতে তরে - ব্যবহারের বিশেষত্ব লক্ষিতব্য)। চর্যাপদে অনুরূপ ব্যবহার আছে।

—পাছ— শকুন্তলার পাছে (কাছে) আর কিছু না বলিল।

—বিদিত— আসিবার চাহে দ্বিজ তোহ্মার বিদিত (নিকটে)।

—বিদ্যমান— কৈন্যা সাথে ব্রাহ্মণ আসিল বিদ্যমান।

—ভিত— না দেখিল তিনজন গেল কোন ভিত (দিকে)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুল ব্যবহৃত।

—লইয়া— রাজা লইয়া (লাগিয়া) সকল কান্দিল অতিশয়। পূর্ববঙ্গে বহুল ব্যবহৃত।

—সংহতি— ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আন কৈন্যার সংহতি (সঙ্গে)।

—সঙ্গতি— আহ্মার সঙ্গতি (সঙ্গে) আর দ্বিতীয় না ছিল।

—সদন— কৈন্যা লইয়া আইলা কেনে আহ্মার সদন (নিকটে)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ব্যবহৃত।

—সম— কৈন্যা সমে (সহিত) দ্বিজবর বসিলা আসনে।

—সমীপ— রথের সমীপ (নিকটে) গেলে ঠেকিব জঞ্জাল। চর্যাপদেও ব্যবহৃত।

।১১। বিশেষণ

(ক) গুণ বা অবস্থাবাচক বিশেষণ

মৃগয়া বেহারে রাজা বড় কতুকিত। বহুশ্রম করিয়া যে হইল ঘর্ম্মিত। তিষ্ঠাযুক্ত হইয়া রাজা বিচারন্ত জল। কালে পাইল নরপতি হইল লোভিত। আউদল চুল তার সত্বরে সম্বরে। দীঘল নিঃশ্বাস ছাড়ে। মেনকা পাইয়া মুনি সন্তোষিত মন। কষ্ট মনে চলি গেল তার কথা শুনি।

(খ) বিশেষ্যদ্বারা বিশেষণের নির্দেশ

তাতে বড় প্রীতি (প্রীত) আহ্মি দেয় এই দান। অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ (নির্ম্মিত) পুরী অতি বিলক্ষণ।

CENTRAL LIBRARY

সর্ব্বলোকে দেখিয়া বিস্ময় (বিস্মিত) হইল মন। ক্রোধ (ক্রুদ্ধ) হইয়া মহামুনি পাইল অভিশাপ। সহজে চাতুরি (চতুর) বালা। ভ্রম (ভ্রমযুক্ত) নাহি হই আহ্মি আছে দিব্য মতি।

(গ) —শানচ—প্রত্যয় দিয়া বিশেষণ নির্দেশ—সুপক্ক সুগন্ধি ফল অতি শোভমান (শোভাযুক্ত)। পুষিয়া পালিয়া মুনি কৈল বর্দ্ধমান (বড়)।

(ঘ) সংখ্যাবাচক বিশেষণ

অঙ্কুর হইল মাথে হইয়া দুই পর (দুইভাগ)। দুহানে দুহান মন পড়ে ততক্ষণ। ব্রাহ্মণ অতিথি রাজা বহুল তর্পিল।

।১২। ক্রিয়া বিশেষণ

ক্রিয়াবিশেষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল : রাজার বচনে দ্বারী গেল ত্বংমান। এহিমতে রাজ্য করে পরীক্ষিৎ রাজা।

।১৩। ব্যক্তিবাচক সর্বনাম

(ক) উত্তম পুরুষ

উত্তম পুরুষের একবচনে কর্তৃকারকে—মুই—এবং—আহ্মি—পাওয়া যাইতেছে। যথা—করজোড়ে বন্দম মুই দেব মহেশ্বর। এই কৈন্যা দিব আহ্মি পরীক্ষিৎ স্থান।

উত্তম পুরুষে সম্বন্ধে একবচনে—মোহোর—ও বহুবচনে—মোহার—পাওয়া যায়। যথা—সেই হনে মোহোর (আমার, এক বচন) অস্থির কলেবর। কহ মুনি মোহার (আমাদের, বহুবচন) প্রপিতামহ সবে।

—আমিও—বুঝাইতে—হ—পাওয়া যায়। যেমন, আহ্মিহ তোহ্মার জান কয় মুনি বাপ।

(খ) মধ্যমপুরুষ

চলিত বাঙলায় মধ্যম পুরুষের একটি সাধারণ রূপ, একটি তুচ্ছার্থক রূপ এবং একটি সাম্মানিক রূপ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ভাষায় চলিত বাঙলার তুচ্ছার্থক রূপ—তুই—পাওয়া যায় না। সাধারণ ও সাম্মানিক রূপের উদাহরণ সঙ্কলিত হইল। যেমন, উর্দ্ধরেতা জানি তুহ্মি ই কৈন্যা কাহার।

(গ) প্রথম পুরুষ

প্রথম পুরুষে সাধারণ ও সম্ভ্রমার্থক উভয় রূপই পাওয়া যায়। যেমন, সাধারণ রূপ—এথ শুনি পুরন্দর রাখিলেক তাক (তাহাকে, সাধারণ রূপ, দ্বিতীয়া বিভক্তি, একবচন)। মুনি ভয়ে ছাড়ি আইলু তাহ্মা (তাহাদের, ষষ্ঠী বিভক্তি, সম্বন্ধ) আগে।

সম্ভ্রমার্থক রূপের উদাহরণ : বিবাহ করিয়া তানে (তাঁহাকে, দ্বিতীয়া বিভক্তি, একবচন) কৈল পাটেশ্বরী। দিব্য এক কৈন্যা তান (তাঁহার, সম্বন্ধ, ষষ্ঠী বিভক্তি, একবচন) আসিছে সহিত। তাহান (তাঁহার, সম্বন্ধ, ষষ্ঠী বিভক্তি, একবচন) তনয় পরীক্ষিৎ নরপতি। তানাস্থানে (অপাদান কারক, পঞ্চমী বিভক্তি, একবচন) সকল কহিল মুনিরাজে।

(ঘ) নির্দেশক সর্বনাম

নিকট নির্দেশক সর্বনাম হিসাবে পাইতেছি—হি—, —ই—, —এহা—প্রভৃতি।

অপ্রাণিবাচক—অরণ্যে আহ্মার ঠাই কহিছে হি (এই) কাজে।

মুনিগণে দেখি বোলে বড় হি (এই) কতুক।
শরীর ত্যজিব আহ্মি ই (এই) গর্ভ সহিত।
এহাকে (ইহা, দ্বিতীয়া বিভক্তি, এক বচন) শুনিতে এবে বাঞ্ছা হৈল মনে।

প্রাণিবাচক—উর্দ্ধরেতা জানি তুহ্মি ই (এই) কৈন্যা কাহার।
এহা (ইহা) দিতে চাহি আহ্মি রাজার গোচর।
এহারে (ইহাকে, দ্বিতীয়া, একবচন) দক্ষিণা দেয় রাজা ত আহ্মাতে।
সুতে বোলে কহি শুন এহার (ইহার) কথন।

দূর নির্দেশক সর্বনাম রূপে ব্যবহার পাওয়া যায়—হি— এবং—তে— অপ্রাণিবাচক বুঝাইতে। যেমন, দ্বারী আসি বার্ত্তা দিল হেন হি (সেই) সমএ। তে (সেই) কারণে মোর সনে না কহে কাহিনী।

অন্যান্য (অপ্রাণিবাচক) উদাহরণ—আছএ মালিনী নদী তাহান (তাহার, উহার)। উত্তরে। তাহাকে (তাহা) শুনিয়া হৈল মুনির বিকার।

(ঙ) সম্বন্ধবাচক সর্বনাম

তাহান তনয় পরীক্ষিৎ নরপতি।
বিবাহ করিয়া তানে আনিছে সংহতি।

(চ) প্রশ্নাত্মক সর্বনাম

এতযত্নে তরুগণে পালিবেক কোনে (কোন জনে)।

(ছ) আত্মবাচক সর্বনাম

আপনে গরুড় পক্ষী বিষ্ণু অবতার।
আপনে কুঠার দিব আপনার পা।
আপনেহ কৃপাচার্য্য হাতে ধনুঃশর। (নিশ্চয়ার্থে)

।১৪। সমধাতুজ কর্ম

শিশুগণ সঙ্গে যাএ খেলা খেলিবারে।

।১৫। নামধাতু

শোকানলে ক্ষেপিল আহ্মারে। ভক্ষ্য ভক্ষকে কেহ কাক নাহি হিংসে। এহিমতে নির্ব্বাহিল বৎসর তিন মাস। জানিয়া কপট কর নিন্দহ আহ্মাকে। সান্ত্বাইয়া শকুন্তলা বিপ্রে পথ দিল। ভয় শোক বিকলাইল রাজ্য যথ ইতি। অপযশাইব লোকে। নামধাতুর এইরূপ অসংখ্য ব্যবহার রহিয়াছে।

।১৬। অসমাপিকা ক্রিয়া

সাধু বাঙলা ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়—ইয়া—, —ইলে— সঞ্জয়ের মহাভারতে —ই— রূপে পাওয়া যায়। যেমন, পলাই' সকল নাগ রহিল পাতালে। রাজার গোচরে দ্বারী চলি' গেল ধাই'। আপনে বুঝাই' কেনে না করিল শাস্ত। ভূমিতে বসিলা সব পাই' বৃক্ষছায়া। তবে তোহ্মা লই' যাইব আপনা বিদিত।

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া হিসাবে সাধু বাঙলার —ইতে— স্থানে পাওয়া যায়—ইবার—ও —ইবারে—। যেমন, আসিবারে চাহে দ্বিজ তোহ্মার বিদিত। ধন পাইবা বলি' যাইবা রাজা জিয়াইবার। লোক ভাড়িবারে বেটা ধরিছে ভাবট।

CENTRAL LIBRARY

অপর এক অসমাপিকা ক্রিয়া নিষ্পন্নের প্রত্যয় পাইতেছি —মান—। ত্বরমানে (ত্বরা করিয়া) দ্বারীএ রাজার কাছে গিয়া।

।১৭। ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ

ক্রিয়ার কাল ও পুরুষের দিক দিয়া বিচার করিলে বর্তমান গ্রন্থের ভাষার মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা ভাষার সাধারণ লক্ষণগুলি ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ তেমন কিছু, লক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থের ভাষায় ক্রিয়ার কাল ও পুরুষের যে সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়, নিম্নে তাহা বর্ণিত ও উদাহৃত হইল।

(১) উত্তম পুরুষ

উত্তম পুরুষের নিত্য বর্তমান এর উদাহরণ : প্রণমহ (প্রণাম করি) নিরঞ্জন পরম কারণ। যদি মুনির পুত্র হম (হই) ব্রহ্মকুলে জন্ম।

নিত্য অতীত

এই কৈন্যা তোহ্মাতে করিলুম (করিলাম) মুই দান। পরীক্ষিৎ থুইলুম (থুইলাম) তোহ্মার নাম।

নিত্য অতীতের কাব্যিক রূপ মধ্যযুগীয় বাঙলায় যেমন মিলে, এখানেও তেমনি। যেমন, মুঞি বা অধম কেনে তাকে পাসরিলু। বার্তা না লইলু মুঞি ছার।

নিত্যঅতীত কাল বুঝাইতে উত্তম পুরুষের সহিত প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার ব্যবহারের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব মিলে। যেমন, আহ্মিসব পুছিয়া করিল (করিলাম) সব কাজ। পারণা করিতে আহ্মি আইল (আসিল, আসিলাম) রাজপুরী।

সম্ভাব্য অতীত

দেশে গেলে আনিতুম তখন।

সাধারণ ভবিষ্যৎ

কমল আসনে বন্দম (বন্দনা করিব) দেব প্রজাপতি। হস্তিনাপুরীর সব কি কৈব (কহিব) বাখান রাজআজ্ঞা হএ যদি গুপ্তে কহম (কহিব) কথা।

পুরাঘটিত বর্তমান

তার সম রূপগুণ না দেখিছি (দেখিয়াছি) আর।

(২) মধ্যম পুরুষ

মধ্যম পুরুষের নিত্যবর্তমান কালের একবচনে তুচ্ছার্থক রূপ পাওয়া যায়।

স্ত্রীমদে মত্ত হইয়া কিছু না জানস্ (জানিস্)।

মধ্যম পুরুষের এক বচনে নিত্য বর্তমান কাল বুঝাইতে, সাধারণ অর্থে একটি বিশেষ কাব্যিক রূপ দৃষ্ট হয়। যেমন, রাজাএ বোলে করুণা করসি (কর) কোন লাজে।

নিত্য অতীত

কর্ম্মগতি ফল পাইলা (পাইলে) আপনার দোষে।

সাধারণতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলায় প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার সহিত আ-কার যোগ করা হইয়া থাকে এবং সেই হিসাবে 'পাইলা'-র অর্থ হয়—'সে পাইল'। কিন্তু, নিত্যঅতীত কাল জ্ঞাপন করিতে মধ্যম পুরুষে 'পাইলা' (পাইলে, পেলে)-র ব্যবহারের মধ্যে বিশেষত্ব আছে।

পুরাঘটিত অতীত

মনে নাই মৃগবধে গেছিলা (গিয়াছিলে) যখন।

(৩) প্রথম পুরুষ

প্রথম পুরুষের নিত্যবর্তমান কালের রূপ পাওয়া যায় দুইটি—এ-যোগে এবং ন্ত-যোগে। যথা, বনমৈধ্যে নৃপতি যে শিকার করএ (করে)। শত্রুগণে রাজারে দেখেন্ত (দেখেন, সম্ভ্রমার্থে) কাল যম। তিষ্ঠাযুক্ত হইয়া রাজা বিচারন্ত (বিচার করেন, খোঁজেন, সম্ভ্রমার্থে) জল। অন্যে অন্যে আলাপন্ত (আলাপ করেন, সম্ভ্রমার্থে) শাস্ত্রের কাহিনী।

নিত্যঅতীত বুঝাইতে ক্রিয়াপদের উত্তর আকার যোগ করিবার প্রবণতা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলার মতই। যেমন, বরাহ শরীরে ক্ষিতি উদ্ধারিলা (উদ্ধার করিল) দন্তে। হিরণ্যাক্ষ বক্ষ বিদারিলা (বিদারিত করিল) নখ হস্তে।

নিত্য অতীতকাল জ্ঞাপন করিতে প্রথম পুরুষের কাব্যিক রূপ যেই জনে করিলেক (করিল) পুরাণ প্রকাশ। সসৈন্যে সাজিয়া রাজা চলিলেক (চলিল) বনে।

প্রথম পুরুষের নিত্য অতীত কালের এই বিশেষত্ব উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গেও দৃষ্ট হয়।

প্রথম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের রূপের মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল—ক্রিয়া পদটি এখানে চলিত বাঙলার উত্তম পুরুষের মতো হইয়া থাকে। যেমন, সপ্ত দিনের মৈধ্যে রাজা তক্ষকে খাইব (খাইবে)। প্রত্যয় হইলে হৈব (হইবে) শাপ বিমোচন।

পুরাঘটিত বর্তমান

আহারে দেখিয়া বড় ভয় পাইছে (পাইয়াছে)।

পুরাঘটিত অতীত

রাজাএ বোলে ছলিবারে আসিছিল (আসিয়াছিল) মোরে।

(৪) অনুজ্ঞা

সামান্য বা বর্তমান অনুজ্ঞার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলার সাধারণ রূপের অনুরূপ। যেমন, নিভৃত স্থানেতে রাজা চলহ সর্ব্বথা। ধন্বন্তরী ওঝা বাপু আনহ ডাকিয়া।

।১৮। অব্যয়

বিশেষত্বপূর্ণ অব্যয় হিসাবে পাওয়া যায়

নি— অঙ্গুলি ছেদিলে নি সে জন সুপ্ত হয়ে।
তাকে নি ছাড়িতে পারে মানুষ রাজাএ।

বা— কতুকে বা চিত্তে গেল বরুণের পুরী।

যদি— দ্বিতীয় বৎসর যদি হইল কুমার।

যে— কৃষ্ণের সেবক বন্দম পঞ্চ যে পাণ্ডব।
রাজপন্থে চলিয়া যে গেল তিনজন।
বনমৈধ্যে নৃপতি যে শিকার করএ।

।১৯। বাক্যগঠন

সাধু বাঙলার বাক্যগঠন প্রণালীর সহিত বর্তমান গ্রন্থভাষার বাক্যগঠন রীতির পার্থক্য বড় নাই। সাধারণ যে দুই একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া গেল। বাক্যমধ্যে 'না' ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন, না যাএ কহন। তে কারণে মোর সনে না কহে কাহিনী।

।২০। বাগধারা

করা— বসিছে সকল সৈন্য করি নানা ভাতি।
শুভ ক্ষণ করি রাজা খড়ি দিল হাতে।
তাকে বিড়ম্বন করি এথ অথান্তর।
কি বুঝিয়া মূঢ়মতি মোরে কৈল দণ্ড।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মাগ মনে কৈল ঠাই।
প্রবোধ করিল সবে অশেষ প্রকার।
আজ্ঞা কর কি শাস্তি করিমু বিধান।

দেওয়া— কাশ্যপেরে ত্রয়োদশ কৈন্যা দিল দান।
অভয় দান দিয়া মোরে রাখ পৃথিবীত।
ঢোল ফিরাইয়া দিল নগরে রাজাএ।
সান্ত্বাইয়া শকুন্তলা বিপ্রে পত্র দিল।

হওয়া— মায়াবলে হইল মনিষ্য কলেবর।
মরমে হইয়া দুখী অশ্রু একতর মুখী
অনাথিনী কান্দিয়া বিশেষ।

চাওয়া— জনমেজয় নাম থুইল শুভক্ষণ চাহিয়া।

লাগা— থর থর করিয়া লাগয়ে হাটিবার।

ধরা— লোক ভাড়িবারে বেটা ধরিছে ভাবট।
পূর্ব্ব স্নেহ মনে ধরি আইলা মোহর পুরি।

ঠেকা— রথের সমীপ গেলে ঠেকিব (ঘটিব) জঞ্জাল।

দরান— না করিমু পাটেশ্বরী দরাইলুম (স্থির করা) মনে।

বাসা— সবার সাক্ষাতে মনে লজ্জা নাহি বাসে।
পুষিলেক যেই জন ঘৃণা বাসিবেক মনে।
শূণ্য হেন বাসম মুই আপনার শরীর।
আসিবারে তথা হেনে ভয় বাসি মনে।

চেনা— শকুন্তলা বোলে না চিহ্নি মাও বাপ।

পাওয়া— চিন্তা বড় পাইলেক সখী দুইজন।
এথ অপমান পাইয়া অক্ষি প্রাণ ধরি।
শুনিয়া প্রকাশ পাইল দুষ্ট যথ লোক।

মনে অনুশোচ পাই অপরাধ কিছু নাই
আহি পাপী তাপী পৃথিবীত।
লড়— লড়ে (লড় দিয়া গিয়া) গিয়া জানাইল রাজা বিদ্যমান॥

বাগধারার মধ্যে প্রবাদমূলক উক্তি ও সুভাষিত উক্তিও বিবেচ্য। এইরূপ উক্তি সমগ্র কাব্যে অসংখ্য। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল।

কর্ম্মলেখা নাহি ঘোচে না করিলে ভোগ।
আপনে কুঠার দিব আপনার পা।
আপনে আনিল রাজা আপনা শমন।
যাহার শরীর ব্যাধি সে জানে বেদনা।
নৌকাএ পর্ব্বত পথ নারে তরিবার।
বৃদ্ধ বিনা ধর্ম্ম নাহি শুনে কামাতুরে।
পরিচয় হৈলে কিছু নাহিক অধর্ম্ম।
ছাড়িলে না রহে প্রাণ গ্রহণে নিন্দিত।
ঘৃতঅগ্নি সম নারীপুরুষ সংযোগ।
প্রাণ গেলে প্রীতি বাড়াইয়া কোন ফল।
যে বিধি আনিয়া দিল হরি নিল পুন।
জিজ্ঞাসিলে দোষ নাহি নহে অনাচার।
অপুত্রার পুত্রশোক বড়হি দুষ্কর।
পিপীলিকা সঙ্গে ভিম মুখে করি লড়ে।

।২১। অর্থের পরিবর্তন

অর্থের পরিবর্তন (অর্থের সঙ্কোচন বা নূতন অর্থের আগমন) সাধারণ। খুব একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :

ত্বরাত্বরি চলি আইল হস্তিনা ভুবন (পুরী অর্থে)। (অর্থের সঙ্কোচ)
ভুবন জিনিয়া রূপ অতি বিদ্যাধরী (সুন্দরী অর্থে)।

।২২। অলঙ্কার

এই বিরাট কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই অজস্র অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে বিশ্লেষিত আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমাজাতীয় অলঙ্কারের প্রয়োগই বেশী। লক্ষ্য করা যায়, প্রথানুগ, বাস্তব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এবং নৈসর্গিক প্রভাবসঞ্জাত অলঙ্কারসৃষ্টিকৌশল কবির অধিগত।

হিঙ্গুলে চিত্রিত যেন কনক পুত্তলি। অকলঙ্ক শশীসম বদন কমল। সখীমিলি জল সিঞ্চি দেহি গাএ গাএ। নবীন মেঘেতে যেন বিজুরী খেলাএ॥ কুরঙ্গ নয়ন দৃষ্টি যেহেন ভ্রমর। উড়ি উড়ি পড়ে যেন মত্ত মধুকর। চন্দ্রের নক্ষত্র শোভা না হএ অযুত। অরুণ সূর্য্যের শোভা না হয় বিদ্যুৎ। হেমচিত্র বিলক্ষণ পউসের গাএ॥ দস্যুর নগরে যেন কৃপণের ধন। হরকোপ ভএ যেন রতি কাপে মনে। হরিণ আকুল যেন ব্যাধ শরঘাএ। অগ্নি পরশিলে যেন লবণী মিশাএ। রৌদ্রে পুড়ি যাএ যেন গন্ধ তরুগণ।

শিশিরের ভএ যেন নলিনী নৈরাশ। বচন পিউষ স্বরে। সাগরে ডুবিতে যেন ঘাটে নৌকা পাইল। সূর্য্য অস্ত গেলে যেন বিদ্যুতের গতি। বিপন্নের পন্থ যেন অন্ধকার রাত্রি॥ স্বপ্ন অনুভব যেন মুদিল নয়ন। সমুদ্র তরঙ্গ যেন উঠে ঘন ঘন। ছায়া হেন লাগে অঙ্গে। দুইর অন্তর হইল সুমেরু শিখর। দাবানলে যাহার পুড়িয়া থাকে কায়। গরল মিশ্রিত কটু দিতে না যুয়াএ॥ তুলাপুঞ্জ দেখি যেন অগ্নির কৌতুক। সর্প যেন রৈথে নারে গরুড় সম্মুখ॥ দুই শরীর হতে রক্ত বহে স্রোতে। অশোক কিংশোক যেন ফুটিল বসন্তে। ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি কুন্তীএ কহিল। দগ্ধ তরুমূলে যেন অমৃত সিঞ্চিল॥ কাজল উজ্জল আখি যেহেন খঞ্জন পাখী। শরতের চন্দ্র যেন কনকে নির্ম্মাণ। বদন চঞ্চল চারু চন্দ্রের উপাম॥ অধর বান্ধুলী যেন তুষ্ট বিম্বফল। পর্ব্বত সমান ক্রোধে বলভদ্র বীর। যেহেন কেশরী দিল শৃগালে খেদাইয়া। হেনমতে আক্ষি সব দিল পাঠাইয়া॥ ইন্দ্র সম সম্পদ কুবের সম ধনী। প্রতাপে ভাস্কর সম কীর্ত্তি চন্দ্র জিনি॥ কামিনীমোহন রূপ যেন পঞ্চশর। সিন্ধু নহে শিশিরে পূর্ণিত। তাহান দেখিয়া অতি দীর্ঘ কেশপাশ। চামরী বনেত গেল হইয়া হতাশ। অমিয়া ভাষণ তান দেখিয়া শোভন। দূরে থাকি দেখি মেঘ নারিল সঘন॥ কুচের সমান হৈতে বহু তপ কৈল। লজ্জাএ শ্রীফল হৈয়া বৃক্ষে উপজিল॥ মৃগরাজ জিনি কটি কুরঙ্গ নয়নী। নবীন যৌবন রাজা পরম সোন্দর। দ্বিতীয় মদন যেন দীপ্তি মনোহর॥ পুরীর নিকটে নদী যমুনার ধার। নীলবর্ণ জল যেন কাজল আকার॥ রূপে আলোকিত যেন প্রদীপ শিখাএ। রথে চড়ি কৈন্যা লইয়া চলি গেলা দেশে। রতি লইয়া কাম যেন পুরীতে প্রবেশে। ক্রোধ হইল ঋষ্যশৃঙ্গ যেন অগ্নিখণ্ড। সূর্য্যপ্রভা যথ দূর তথ দূর সীমা। আকাশ জুড়িয়া মেঘ যেন জলছটা॥ পিপীলিকা পঙক্তি যেন চলে এক চাপে। কর্ণধার বিনে যেন অস্থির তরণী। প্রফুল্ল কমল মুখ মলিন অধর। মধু পিআ পদ্ম যেন এড়িছে ভ্রমর॥ পাখা বিনে পক্ষী যেন না সঞ্চরে গতি। তেনমত ধনহীন জনের বসতি॥ দেখিয়া কৈন্যার রূপ কি কৈমু অধিক॥ প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে যেন দিলেক ত্বরিত। নিদাঘ সময়ে যেন সাক্ষাতে অরুণ। বর্ষণ দেখিতে যেন বৃষের অবস্থা। দেখহ মোহর সৈন্য সমুদ্র কল্লোল। পাকা ফল বায়ে যেন পালায়ে বসন্তে। পাণ্ডুবর্ণ হৈল অঙ্গ কম্পএ শরীর। শরতের কালে যেন নদীর বেগ ধীর॥ ক্ষেমায় পৃথিবী তুল্য বুদ্ধিএ সাগর। ওঝা দরশনে যেন গর্ত্তে সর্প গেল। রক্তে রাঙা সাত্যকি বীর ঘায়ে জর্জ্জর। পুষ্পিত কিংশোক যেন দেখিতে সুন্দর। যেহেন বিজুলি পড়ে গগন মণ্ডলে। শরজালে আবরিল শল্য মহাবলে। শরথের মেঘে যেন নিষ্ফল গর্জ্জনে। সুবর্ণের গিরি যেন পড়িলেক কর্ণতেন পাছে পড়ে কর্ণের শরীর। হেট-মুণ্ডে করিয়া কর্ণের মুণ্ডে ঠেকে। বাণ ছোপে পক্ষী যেন পড়ে ঝাকে ঝাকে। অর্জ্জুনের বাণ যেন শিশিরের কণা। ভুমিতে মুকুট পড়ে দেখিতে সুন্দর। বজ্রে যেন ভাঙ্গিলেক পর্ব্বত শিখর॥ রক্তে রাঙা কর্ণ বীর অগ্নি সম জলে। শিশিরের সূর্য্য যেন অস্ত যায় কালে॥ শরতের মেঘ যেন নিষ্ফল গর্জ্জন। নৌকা ভাঙ্গিয়া যেন চরে উঠি রহে। রক্তে রাঙা নারায়ণ বড় শোভা করে। গৌরীধারা বহে যেন যেন নীল গিরিবরে॥ যেন অগ্নি ভএ বনচর ধাএ। দন্ত পড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ। বামনে বাড়াএ হাত আকাশ দুইবার। কপালে চন্দন ফোটা যেন শশধর। সুমেরু সমান বীর ক্ষেণেক না টলে। বরিষার মেঘে যেন বরষএ বাণ। তরুণ কেশরী হেন শুনিএ বিক্রম। দুই সিংহ যুঝে হেন গভীর পর্ব্বতে। সাচানের মত গেল দ্রোণ আছে যথা। সমুদ্রে ডুবিলে যেন ডিঙ্গা না বাহে। মৃগ মারি যেন কেশরীর রঙ্গ। হরিণ খেদাইয়া যেন লৈয়া যাএ ব্যাঘ্রে। ভারত সমুদ্র অতি অন্ধকারময়। প্রদীপ জ্বালিয়া তাতে দিলেন সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

আদি পর্ব

CENTRAL LIBRARY

আদি পর্ব

বন্দনা

প্রণমহ নিরঞ্জন পরম কারণ।*
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি যাহার সৃজন॥
আদিঅন্ত নাহি যার জিয়নমরণ।
পরম অনন্ত লীলা না যাএ কহন॥
প্রণমহ গণপতি দেবের দেবতা।
বিঘ্ননাশ কর দেব সর্ব্বসিদ্ধিদাতা॥
কমলআসনে বন্দম দেবপ্রজাপতি।
সৃষ্টির পত্তন করে যাহার শকতি॥
চারিমুখে চারিবেদে করএ যে ধ্যান।
যার তপফলে হইল সংসারনির্ম্মাণ॥
নমো নমো বৈকুণ্ঠনায়ক নারায়ণ।
বিষ্ণুরূপে ভগবান্ জগৎপালন॥
শ্যামল সোন্দর তনু গলে বনমালা।
পীতবস্ত্র পরিধান পরম উজ্জ্বলা॥
শিরেতে মউরপুচ্ছ মোহনচূড়া সাজে।
ললিত চন্দনফোটা[১] ললাটের মাঝে॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
গলায় কৌস্তুভমণি পরম উজ্জ্বলা॥
বক্ষবিরাজিত অতি শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
লক্ষ্মীসরস্বতী বামে করএ স্তবন॥
মীনঅবতারে চারিবেদের উদ্ধার।
ধরণী ধরিতে হইলা কূর্ম্মঅবতার॥
বরাহশরীরে ক্ষিতি উদ্ধারিলে দন্তে।
হিরণ্যাক্ষবক্ষ বিদারিলা নখহস্তে॥
নরসিংহরূপে কৈলা হিরণ্যবিদার।
নিজভক্ত প্রহ্লাদেরে করিলা উদ্ধার॥
বলিকে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
তিনপাদে আচ্ছাদিলা এ তিনভুবন॥
হইয়া পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিধন।
রুধিরে তর্পণ কৈলা প্রতিজ্ঞাপালন॥
রামঅবতারে প্রভু করিলা সেতুবন্ধ।
মারিয়া রাক্ষসগণ রাজা দশস্কন্ধ॥
তারপরে হইলা রামকৃষ্ণ অবতার।
দুষ্ট মারি পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার॥
বুদ্ধরূপে জগন্নাথ লোকনিস্তারণ।
কলিরূপে জগৎ নাশিলা নারায়ণ॥

* মূল কাব্যারম্ভের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত অংশটি পুথিতে রহিয়াছে :

নমো গণেশায়।
সরস্বত্যৈ নমঃ।
অষ্টকবিভ্যঃ নমঃ।
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।
ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বঃপ্রথমঅধ্যায় লিখ্যতে।

১ পুথিতে কোথাও চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই ; ভাষা পরিচয় দ্রঃ।

এইমতে খণ্ডাইলা পৃথিবীর ভার।
প্রণমহ ভগবান্ দশঅবতার॥
করজোরে বন্দম মুই দেবমহেশ্বর।
পঞ্চমুখে রামনাম গাএ নিরন্তর।
জ্ঞানদাতা মহাদেব জগতের গুরু।
ভক্তিমুক্তিদাতা প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু॥
করজোর করি বন্দম গঙ্গাপার্ব্বতী।
বিষ্ণুর বনিতা বন্দম লক্ষ্মীসরস্বতী॥
ইন্দ্রআদি করি বন্দম সর্ব্ব দেবগণ।
করজোরে প্রণমহ স্বর্য্যের চরণ॥
নারদআদি বন্দম মুই যত ঋষিগণ মুনি।
জম্বুদ্বীপআদি বন্দম এ সপ্তধরনী।
দ্বারকানগর বন্দম শ্রীকৃষ্ণমাধব।
কৃষ্ণের সেবক বন্দম পঞ্চ যে পাণ্ডব।
ভক্তি করিয়া বন্দম ঋষিগুরু ব্যাস।
যেইজনে করিলেক পুরাণপ্রকাশ॥
মহাভারতআদি রচিলেক সর্ব্ব।
ক্রমে ক্রমে রচিলেক অষ্টাদশপর্ব্ব।
বৈশম্পায়ন বন্দম মুনির প্রধান।
মহাভারত যেই করিল বাখান॥
নৃপতিমণ্ডলে বন্দম রাজা জনমেজয়।
ভারত প্রচার হইল যাহার বিষয়॥
পরাক্রেতে[1] ভাবে তাহা সঞ্জয় কহিল।
* * * * * * * * * * * * * * * * ।[2]

মহাভারত পাঠ ও শ্রবণের ফলশ্রুতি

যেই পঠে যেই শুনে যাএ বিষ্ণুপুর।
মহা মহা রোগিগণের রোগ হএ দূর॥
ব্রহ্মবধ গোবধ জাতিবধ যত।
ভারত শুনিলে সর্ব্ব পাপ হএ গত॥
ভারত শুনিয়া করে অন্নক্রমে দান।
পরলোকে হএ তার বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
অক্ষরে অক্ষরে তার দিবেক দক্ষিণা।
শাস্ত্রমতে কহিয়াছে যত মুনিজনা॥
ভারতের শ্লোকভাঙ্গি রচিল পয়ার।
সঞ্জএ কহেন যেন গাথে পুষ্পহার॥

অনুক্রমণিকা

হস্তিনানগরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির।
বিষ্ণুপরায়ণ ভাই পঞ্চমহাবীর॥
ভীমসেন অর্জ্জুন নকুল সহদেবে।
চারিভাই যুবরাজ নৃপতিরে সেবে॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহামতি।
তাহান তনয় পরীক্ষিৎ নরপতি॥
অভিমন্যু পড়িলেক কুরুক্ষেত্র রণে।
স্বর্গে গেল চারিভাই যুধিষ্ঠির সনে॥
রাজা হইল পরীক্ষিৎ হস্তিনানগর।
প্রজার পালনা করে পুত্র সমোসর॥
মহাদানী পরীক্ষিৎ ধর্ম্মপরায়ণ।
মহাবলপরাক্রম বিখ্যাত ভুবন॥
নবীন যৌবন রাজা পরম সোন্দর।
দ্বিতীয়মদন যেন দীপ্তি মনোহর॥
অল্পবয়সে রাজা রাজাঅধিপতি।
চন্দ্রবংশ উজ্জ্বল করিল নরপতি॥
বিরাটনন্দিনী বালা উত্তরাযুবতী।
পরীক্ষিৎজননী সে রাজাঅধিপতি॥
নৃপতির পুরোহিত উতথ্যব্রাহ্মণ।
ইন্দ্রের সভাতে যেন অঙ্গিরানন্দন॥
হস্তিনাপুরীর সব কি কৈব বাখান।
ইন্দ্রের অমরাবতী না হএ সমান॥
স্থানে স্থানে বৃন্দাবন নানা পুষ্পরাশি।
কোন খানে পুষ্পসব রহিছে বিকশি॥
কোন কোন খানে সব নবপল্লবিত।
কোন খানে ফলফুলতরু বিলক্ষিত॥

১ পরাক্রেতে—পরবর্তীকালে (কবি এই বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন)। ২ পাঠোদ্ধার সম্ভবপর না হইলে কিংবা পুঁথিতে পাঠ না থাকিলে মাত্রার সমসংখ্যক তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

পুরীর নিকটে নদী যমুনারধার।
নীলবর্ণ জল যেন কাজলআকার॥
যমুনার স্থান সেই হস্তিনানগরী।
বৈকুণ্ঠনগরে যেন নদীস্বরেশ্বরী॥
পাষাণে রচিত ঘর অতি সুগঠন।
দ্বারেতে নির্ম্মাণ সিংহ আছএ জীবন॥
যমতুল্য দ্বারিগণ পুরীর যে দ্বারে।
রাজআজ্ঞা বিনে কেহ প্রবেশিতে নারে॥
আগমনির্গম নাহি কাহার শকতি।
বসিছে সকল সৈন্য করি নানা ভাতি॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন দেবের মণ্ডলী।
নৃপতির সভা ভরি পণ্ডিতসকলি॥
হেনমতে আছে রাজা হস্তিনাপুরএ।
মহাভারতের কথা রচিল সঞ্জয়॥

তক্ষককন্যা সারদাকে পরীক্ষিৎহস্তে সমর্পণ

ব্রহ্মার দ্বিতীয়পুত্র দক্ষপ্রজাপতি।
ষাইট সহস্র কৈন্যা হইল উতপতি॥
কশ্যপেরে ত্রয়োদশ কৈন্যা দিল দান।
তাহাতে যে চারিজন আছিল প্রধান॥
দিতি অদিতি আর কদ্রু বিনতা।
কশ্যপেরে প্রধান যে এ চারি বনিতা॥
হইল দিতির পুত্র যতেক দানব।
অদিতির ঘরে হইল যথ দেবসব॥
যথ সব নাগগণ হইল কদ্রুর।
বিনতার পুত্র হইল অরুণ গরুড়॥
দেবমানবে নিত্য করে বিসম্বাদ।
নাগে আর পক্ষী করে সতত বিবাদ॥
আপনে গরুড়পক্ষী বিষ্ণুঅবতার।
মহাপরাক্রম পক্ষী বাহন যাহার॥
গরুড়ের বিক্রম সহিতে নারে নাগে।
গরুড় দেখিয়া নাগ যথাতথা ভাগে॥
পৃথিবী ভিতরে নাগ রহিতে না পারিল।
যথসব নাগ গিয়া পাতালে রহিল॥
এইসব বিবরণ ছিল পূর্ব্বকালে।
পলাই সকল নাগ রহিল পাতালে॥
পরীক্ষিৎ রাজা যদি হইল পৃথিবীতে।
মহাবলবন্ত রাজা সংগ্রামে পণ্ডিত॥
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা বিষ্ণুঅবতার।
গরুড় শকতি নাহি তাকে জিনিবার॥
তক্ষকের ঘরেতে হইল এক কৈন্যা।
সারদা তাহার নাম রূপেগুণে ধৈন্যা॥
উর্ব্বশী মেনকা জিনি অতি রূপবতী।
কৈন্যা দেখি হরিষ হইল নরপতি॥
এই কৈন্যা দিব আমি পরীক্ষিৎস্থান।
তবে সে গরুড় হৈতে মোর পরিত্রাণ॥
গরুড়ে না পারে পরীক্ষিৎ জিনিবার।
পরীক্ষিৎ হৈতে মোর হইব প্রতিকার॥
এ বলিয়া কৈন্যা লইয়া চলে নাগপতি।
পরীক্ষিৎ দরশনে চলে শীঘ্র গতি॥
মায়া[১] বলে হইল মনিষ্য কলেবর।
কৈন্যা লইয়া আইল নাগ হস্তিনানগর॥
নিভৃতে চলিয়া গেল রাজা রাজদ্বার।
দ্বারী তবে তক্ষকে কহেন সমাচার॥
ব্রাহ্মণের বেশে[২] নাগ বলিলা বচন।
কৈন্যা লইয়া যাইব আহ্মি রাজাদরশন॥
দ্বারী বোলে কতক্ষণ রহ দ্বিজবর।
যাবৎ জিজ্ঞাসি আহ্মি রাজার গোচর॥
এথ বলি ব্রাহ্মণ রহিল সেই ঠাই।
রাজার গোচরে দ্বারী চলি গেল ধাই॥
সিংহাসনে বসি আছে রাজাপরীক্ষিৎ।
পাত্রমিত্র বসি আছে ব্রাহ্মণবেষ্টিত॥
হেনকালে দ্বারী আসি দিল দরশন।
করজোর করিয়া করিল নিবেদন॥

১ পুথির পাঠ মায়া। ২ পুথির পাঠ—ভেসে।

শুন রাজা দ্বারে এক বিপ্র উপস্থিত।
দিব্য এক কৈন্যা তান আনিছে সহিত॥
আসিবার চাহে দ্বিজ তোহ্মা বিদিত।
আজ্ঞা কর নরপতি যে হএ উচিত॥
এথ শুনি নৃপতির কতুক জন্মিল।
কৈন্যা লইয়া দ্বিজবর কি কারণে আইল॥
রাজা বলে দ্বারী তুহ্মি যাও শীঘ্রগতি।
ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আন কৈন্যার সংহতি॥
রাজার বচনে দ্বারী গেল ত্বরমান।
কৈন্যা সাথে ব্রাহ্মণ আনিল বিদ্যমান॥
ব্রাহ্মণ দেখিআ রাজা দণ্ডবৎ হইল।
হস্তজোড় করি দ্বিজ আশীর্ব্বাদ কৈল॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর হও মহীপাল।
বাহুবলে রাজ্যভোগ কর চিরকাল॥
ব্রাহ্মণের পাশে দেখি নবীন যুবতী।
পরম সোন্দরী কৈন্যা লক্ষ্মীর আকৃতি॥
ধৈন্য ধৈন্য করি লোক করে প্রশংসন।
ব্রাহ্মণ বসিতে রাজা দিলেক আসন॥
কৈন্যাসমে দ্বিজবর বসিলা আসনে।
রাজা বোলে ব্রাহ্মণ আসিছ কি কারণে॥
করজোড় করি বিপ্র কহিলা ত্বরিত।
কিছু নিবেদন আছে তোহ্মার বিদিত॥
রাজআজ্ঞা হএ যদি গুপ্তে কহম কথা।
নিভৃত স্থানেতে রাজা চলহ সর্ব্বথা॥
এথ শুনি নরপতি নির্জ্জনেতে গেল।
কৈন্যাসমে দ্বিজবর তথাতে চলিল॥
প্রথম বয়স রাজা নবীন যৌবন।
কৈন্যা দেখি নরপতি কামে অচেতন॥
রাজা বোলে কহ গোসাই আইলা কি কারণ॥
কৈন্যা লইয়া আইলা কেনে আহ্মার সদন॥
তক্ষকে বলেন রাজা শুন নিবেদন।
কৈন্যা লইয়া আসিয়াছি তোহ্মার কারণ॥
আহ্মি সে তক্ষকনাগ শুন মহাশয়।
মায়াবেশে আসিয়াছি গরুড়ের ভয়॥
আহ্মার দুহিতা এই কৈন্যা গুণবতী।
বিবাহ করহ তুহ্মি শুন নরপতি॥
এই কৈন্যা তোহ্মাতে করিলুম মুই দান।
গরুড়ের ভয় হৈতে কর পরিত্রাণ॥
অভয়দান দিয়া মোরে রাখ পৃথিবীত।
তুহ্মি মহাশয় রাজা ভুবনপূজিত॥
এথ শুনি পরীক্ষিৎ হরষিত মন।
তক্ষকেরে সম্বোধিয়া বলিলা বচন॥
নির্ভয়ে বেড়াও তুহ্মি পৃথিবী ভিতর।
আজি হতে না করিম গরুড়ের ডর॥
এথ শুনি নাগরাজা হরষিত হইল।
নৃপতির হাতে কৈন্যা সমর্পিয়া দিল॥
কৈন্যা দিয়া নাগরাজা হইল বিদায়।
গরুড়ের ভয় ছাড়ি নিজ গৃহে যায়॥
ভারতের পুণ্যকথা নানারসময়।
লোক বুঝিবার হেতু রচিল সঞ্জয়॥

পরীক্ষিৎ-সারদার বিবাহ ও জনমেজয়ের জন্ম

সারদারে পাইয়া নৃপতি পরীক্ষিৎ।
বিবাহের সজ্জা রাজা করিল ত্বরিত॥
ঢোল দগর দমা নানা বাদ্যধ্বনি।
করতাল মৃদঙ্গ যে মন্দিরা বাজনি॥
ভেপু বাশি সুললিত সানাই কর্ত্তাল।
নগরে পতাকা উড়ে শোভা করে ভাল॥
বিচিত্র মন্দিরসব গৃহ সারি সারি।
মহা আনন্দিত হইল নৃপতির বাড়ী॥
বিচিত্র মোহনবেশে নাচে বিদ্যাধরী।
শুভক্ষণে সাজি আইল সকল সোন্দরী॥
পুত্রেরে করাএ বিহা সানন্দিত মনে।
মহা হরষিত হইল উত্তরার মনে॥
নৃত্যগীত বাদ্যধ্বনি হস্তিনা ভরিয়া।
পরীক্ষিতে করিলেক সারদারে বিহা॥
স্ত্রীগণে করিলেক মঙ্গলআচার।
বিবিধ বাদিএ বাজে সীমা নাহি তার॥

CENTRAL LIBRARY

বিবাহ করিয়া তানে কৈল পাটেশ্বরী ।
মহাসুখে রাজা করে হস্তিনানগরী ॥
এহিমতে রাজা করে পরীক্ষিৎ রাজা ।
পুত্রের সমান হেন পালে নিজপ্রজা ॥
বহু দানধর্ম্ম রাজা করে দিনে দিনে ।
যজ্ঞহোম ব্রাহ্মণ যে অতিথিপালনে ॥
বাহুবলে রাজা করে অতুল বিক্রম ।
শত্রুগণে রাজারে দেখেন্ত কালযম ॥
সারদা সহিতে রাজা করে কামকেলি ।
রতির সহিতে যেন কামের ধামালি ॥
ইন্দ্রাণী সহিতে যেন ইন্দ্রমন সুখী ।
সারদার সঙ্গে রাজা পরম কতুকী ॥
প্রথম বয়স রাজা নবীন যৌবন ।
অন্যে অন্যে প্রীতি যেন সহিতে মদন ॥
কথকাল সুখে গোয়াইল নরপতি ।
শুভযোগে সারদা হইল গর্ভবতী ॥
দশমাস দশদিন হইল শুভক্ষণ ।
ভূমিতে পড়িল তবে নৃপতি নন্দন ॥
শুনিআ উত্তরা দেবী হরষিত হইল ।
হস্তিনানগর জুড়ি আনন্দিত হইল ॥
নারীগণে জয়ধ্বনি করে শঙ্খরব ।
পুরীজুড়ি হইলেক আনন্দউৎসব ॥
নানা বাদ্যধ্বনি বাজে নাচে বিদ্যাধরী ।
নৃত্যগীত নানারঙ্গ হস্তিনানগরী ॥
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা পুরোহিত লইয়া ।
জনমেজয় নাম থুইল শুভক্ষণ চাহিয়া ॥
পঞ্চমাসে অন্ন দিলা পুত্রের বদনে ।
জনমেজয় নাম ধরি ডাকে সর্ব্বজনে ॥
বৎসর গঞ্জিয়া গেল রাজার সন্ততি ।
জননীর কোলে করে নানান বিভূতি ॥
দ্বিতীয় বৎসর যদি হইল কুমার ।
থর থর করিয়া লাগএ হাটিবার ॥
তৃতীয় বরিষ হইল রাজার নন্দন ।
সবার মোহএ মন দেখি বিলক্ষণ ॥
চতুর্থ বরিষ যদি হইল কুমার ।
শিশুগণ সঙ্গে যাএ খেলা খেলিবার ॥
বস্ত্রঅলঙ্কার শোভা সোন্দর শরীর ।
পঞ্চম বরিষে শিশু হইল সুধীর ॥
শুভক্ষণ করি রাজা খড়ি দিল হাতে ।
পঠিবারে গেল শিশু পণ্ডিতসভাতে ॥
নানাশাস্ত্র পঠিয়া হইল বিচক্ষণ
অস্ত্রগুরুকৃপা হতে শিখে অস্ত্রগণ ॥
অস্ত্রেশাস্ত্রে বিশারদ হইল কুমার ।
বিবাহ করাইতে কৈল্যা করএ বিচার ॥
জয়ীউপজয়ী পুত্র দেখি নরপতি ।
মঙ্গল করিল রাজা আনন্দিত অতি ॥
পাত্রমিত্র সম্বোধিয়া আপনার কাজ ।
পুত্র আনি করিল আপনা যুবরাজ ॥
পিতাপুত্রে রাজা করে রাজা পরীক্ষিৎ ।
সঞ্জয় রচিল পদ মধুর ভাষিত ॥

পরীক্ষিৎ দ্বারা শমীক মুনির অবমাননা

হেনমতে রাজা করে পরীক্ষিৎ রাজা ।
ইন্দ্রের সম্মানে তানে লোকে করে পূজা ॥
দৈবযোগে নরপতি পূরিলেক কাল ।
বিধাতা বিমুখ হইল পূরিল জঞ্জাল ॥
মৃগয়া করিতে রাজা পড়িলেক মনে ।
সসৈন্যে সাজিয়া রাজা চলিলেক বনে ॥
চতুরঙ্গ বনে রাজা সাজিয়া চলিল ।
মহাঅরণ্য মাঝে প্রবেশ করিল ॥
বনমৈধ্যে নৃপতি যে শিকার করএ ।
পশুপক্ষী পলাইল নৃপতির ভয়ে ॥
বনমৈধ্যে গিয়া রাজা রথ পরিহরি ।
অশ্ব আরোহণ হইল ধনু হাতে ধরি ॥
পৃষ্ঠে টোন নৃপতি দক্ষিণ হস্তে বাণ ।
বাম হস্তে লইয়া উত্তম ধনুখান ॥
অশ্ব খেদাইয়া যাএ বনের ভিতর ।
মৃগগণ মারে রাজা হরিষঅন্তর ॥

পরম কতুকে রাজা ফিরে বনেবন।
পশুপক্ষী বধ করে হরষিত মন॥
হরিণ শূকর মারে আর কৃষ্ণসার।
গণ্ডা গয়াল মারে মহিষ অপার॥
ধাইয়া ধাইয়া রাজা মারে পশুগণ।
শরাঘাতে যত পশু তেজএ জীবন॥
কোন পক্ষী শরাঘাতে করে ধরফর।
প্রাণ বিসর্জ্জিয়া পড়ে রাজার গোচর॥
কোন পক্ষী ধাএ বনে পৃষ্ঠে শর লইয়া।
আছাড় খাইয়া পড়ে কথদূর গিয়া॥
দেখিয়া রাজার মনে রঙ্গ অতিশয়।
কতুকে ভ্রমএ বনে ঢুকাইআ হয়॥
মৃগয়া বেহারে রাজা বড় কতুকিত।
বহুশ্রম করিয়া যে হইল ঘর্ম্মিত॥
তিষ্টাযুক্ত হইআ রাজা বিচারন্ত জল।
তিষ্টাএ পীড়িত রাজা হইল বিকল॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যাএ খণ্ডন।
দৈবযোগে পাইল মুনির তপোবন॥
শমীক[১] নামে মহামুনির আশ্রম পাইল।
তিষ্টাযুক্ত হইয়া রাজা সেইখানে গেল॥
মনপবন মুনি করি এক ঠাই।
সমাধিতে আছে মুনি ইহজ্ঞান নাই॥
বাহ্যজ্ঞান বর্জ্জিত কেবল মহাধ্যানে।
নিরঞ্জন ভাবে মুনি বসিআ নির্জ্জনে॥
সেই মুনির পুত্র আছএ একজন।
করেন্ত বাপের সেবা বসিআ নির্জ্জন॥
মুনির পুত্র মুনি সেই মহাতপস্বিনী।
স্নান করিবারে সেই গিআছে পুষ্করিণী॥
স্নান করিবারে যদি গেল মুনিবর।
আশ্রমেতে মহামুনি আছে একেশ্বর॥
দিবারাত্রি ভেদ নাহি জ্ঞানবিবর্জ্জিত।
তিষ্টাএ বিকল হইআ গেল পরীক্ষিৎ॥

আশ্রমে প্রবেশ করি মুনিকে দেখিল।
মুনির আগে জলভিক্ষা রাজাএ মাগিল॥
রাজা বোলে হইছি আহ্মি তৃষ্ণাএ বিকল।
অএ মুনি খাইতে আহ্মারে দেয় জল॥
ইহজ্ঞান নাহি মুনি কিছু নাহি শুনে।
উত্তর না পাইয়া রাজা ক্রোধ হইল মনে॥
দৈবদশা হইলে হএ বুদ্ধি বিপরীত।
মুনিরে পাড়এ গালি রাজাপরীক্ষিৎ॥
এই বেটা মুনি নহে ভণ্ড তপসিআ।
কপটে করিছে ধ্যান আহ্মারে দেখিয়া॥
ভাবে বুঝি কোনখানে চুরি করিআছে।
আহ্মারে দেখিআ বেটা বড় ভয় পাইছে॥
ডরে ভয়ে তাহার মুখেত নাহি বাণী।
তেকারণে মোর সনে না কহে কাহিনী॥
লোক ভাড়িবারে বেটা ধরিছে ভাবট।
মোর মনে ব্যক্ত হইল সকল কপট॥
নানাপ্রকারে রাজা বলিল বিস্তর।
চক্ষুমেলি মুনিবরে না দিল উত্তর॥
বিনাশ হইতে আছে ভবিতব্য যোগ।
কর্ম্মলেখা নাহি ঘুচে না করিলে ভোগ॥
ব্রহ্মশাপে নৃপতির অপমৃত্যু হৈবে।
তেকারণে মুনিরে করএ উপদ্রবে॥
মুনির আশ্রমে রাজা এক সর্প পাইল।
শরহানি নৃপতিএ তাহারে বধিল॥
ব্রহ্মশাপ পাইতে রাজার আছএ যে কর্ম্ম।
তেকারণে রাজাএ না গনে ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
কতুক করিআ রাজা মুনি করে হেলা।
মুনিগলে বান্ধি দিল মড়াসাপের মালা॥
মুনির গলাএ সর্প বান্ধিআ রাজাএ।
উপহাস করিয়া নৃপতি চলি যাএ॥
সসৈন্যে গেলেন রাজা আপনার পুরী।
সঞ্জএ কহিল কথা কমলমাধুরী॥

১ পুথিপাঠ—সোমক।

CENTRAL LIBRARY

শমীক মুনির পুত্র কর্তৃক পরীক্ষিৎকে অভিশাপ

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যাএ খণ্ডন।
স্নান করি মুনিবরের আইল নন্দন[১]॥
আশ্রমে আসিআ তবে দেখেএ চকিত।
বাপের বিড়ম্বন দেখি অধিক দুঃখিত॥
ধ্যান করি মুনিপুত্রে দেখিল তখন।
পরীক্ষিতে করিলেক এই বিবরণ॥
জানিলেক পরীক্ষিৎ বিড়ম্বিআ গেল।
সাপের মালা খসাইয়া ভূমিতে রাখিল॥
বাপবিড়ম্বন দেখি মনে লাগে তাপ।
পরীক্ষিৎ রাজারে দিলেন ব্রহ্মশাপ॥
মুনিপুত্রে বোলে রাজা এমত দুর্ম্মতি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জ্ঞান হইআ নরপতি॥
মোর আগে করে বেটা এত অহঙ্কার।
পুরীসনে সব আজি করম ভস্মাকার॥
আর যে মারিতে কিছু নাহি রাজকাজ।
শাপ দিয়া মারম মুই পরীক্ষিৎরাজ॥
দেবধর্ম্ম সাক্ষী করি মুনির নন্দন।
বিনিদোষে কেন মোর বাপ বিড়ম্বন॥
স্তব করে বাপ তার কিবা করে নষ্ট।
কি কারণে বাপেরে দিআছে এথ কষ্ট॥
যদি মুনির পুত্র হম ব্রহ্মকুলে জন্ম।
ব্রহ্মতেজ থাকে যদি করম মুনিকর্ম্ম॥
মোর বাক্য ব্যর্থ যেন না হএ কদাচিৎ।
সপ্তদিনে তক্ষকে খাউক পরীক্ষিৎ॥
মোর বাক্য ব্যর্থ নাহি নৃপতির আগে।
সপ্তদিনে খাউক তারে তক্ষক যে নাগে॥
সপ্তদিনের মৈধ্যে রাজা তক্ষকে খাইব।
তবে ব্রহ্মধর্ম্ম সৈত্য নিশ্চএ জানিব॥
এইমতে তিনবার কৈল মুনিবর।
মহাশাপ দিল পরীক্ষিতের উপর॥
মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
শ্লোকভাঙ্গি পদবন্ধ রচিল সঞ্জয়॥

ব্যাসের উপদেশ ও পরীক্ষিতের সাবধানতা

ব্যাসমুনি স্তব করে নিজ তপোবন।
ধ্যানেতে জানিল মুনি যথ বিবরণ॥
পরীক্ষিৎ নৃপতির পূরিলেক কাল।
মুনিরে বিড়ম্বি রাজা ঠেকাইল জঞ্জাল॥
এথেক জানিআ কৈল স্তবসমাপন।
ত্বরাত্বরি চলি আইল হস্তিনাভুবন॥
ব্যাসআগমন শুনি রাজা পরীক্ষিৎ।
আগুবাড়ি মুনি নিল আপনা পুরীত॥
সভাকরি মহারাজা মুনি লইয়া বৈসে।
নৃপতিরে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসএ ব্যাসে॥
কোন দোষ কৈল তোহ্মার শমীক মুনিবর।
তাকে বিড়ম্বন করি এথ অথান্তর॥
বাপবিড়ম্বন দেখি বড় পাইল তাপ।
সেই মুনির পুত্রে তোহ্মা দিল ব্রহ্মশাপ॥
সপ্তদিনের মৈধ্যে তোহ্মা খাইব তক্ষকে।
সগরবংশ ধ্বংস হইল কপিলের শাপে॥
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নাহি এহএ তিনলোকে।
দশরথ মরিলেক অন্ধমুনির শাপে॥
মহোদধি শুখাইল অগস্ত্য মুনিবর।
ব্রহ্মশাপে সহস্রাক্ষ দেবপুরন্দর॥
হেন ব্রহ্মশাপ তুহ্মি না করিলা ভএ।
আপনে করিলা রাজা আপনা সংশএ॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভয় পাইলা মনে।
চিন্তাযুক্ত হইলেক যত পাত্রগণে॥
সভাখণ্ড অধোমুখ হইল চিন্তিত।
চিন্তাএ আকুল হইল রাজা পরীক্ষিৎ॥
অন্তঃপুরে জানাইল সর্ব্বসমাচার।
শুনিআ উত্তরাদেবী চিন্তিত অপার॥

১ ইহার নাম শৃঙ্গী।

CENTRAL LIBRARY

সারদাএ দুঃখ পাএ এই কথা শুনি।
হস্তিনানগর ভরি হইল ঘুনাঘুনি[১]॥
ভাবিআচিন্তিয়া সবে মনে কৈল সার।
বিধাতা বিমুখ হইলে নাহিক নিস্তার॥
জ্ঞান রৈথে কেনে বা না করি পরিশ্রম।
ক্ষত্রিয় হইয়া ছাড়ি কেনে আপনাবিক্রম॥
অস্ত্রেগুরু কৃপাচার্য্য এ সব জানিল।
চক্রব্যূহ করিবারে রাজাএ কহিল॥
রাজার বচনে কৃপ হইল সাবধান।
পুরীবেড়ি চক্রব্যূহ করিল নির্ম্মাণ॥
স্থানে স্থানে নিয়োজিল মহা মহা রথী।
পিপীলিকা প্রবেশিতে নারে শীঘ্রগতি॥
ঢোল ফিরাইয়া দিল নগরবাজারে।
নাগ পাইলে যথাতথা ধরিকাটি মারে॥
আপনে নৃপতি তবে বুঝি পরিণাম।
জনমেজয় স্থানে সমর্পিলা রাজকাম॥
ভাগীরথীজল আনি রাজা কৈল স্নান।
উত্তম পবিত্রবস্ত্র কৈল পরিধান॥
তুলসী মৃত্তিকা রাজা অঙ্গে দিল ফোটা।
শিরেতে দিলেক মালা রুদ্রাক্ষের গোটা॥
মৃগচর্ম্ম পাতি রাজা করিল আসন।
মৃগসিংহকরী হাতে বসিলা আপন॥
মুনিগণ লইয়া রাজা পুণ্যকথা শুনে।
রামরাম কৃষ্ণকৃষ্ণ জপে অনুক্ষণে॥
ব্যাসেরে বোলএ রাজা করজোড় করি।
পুরাণ শুনিতে আহ্মি বড় ইচ্ছা করি॥
ব্যাসে বোলে শুকদেব আহ্মার নন্দন।
তানে আনি শুন তুহ্মি পুরাণকথন॥
ব্যাসের বচনে রাজা দূত পাঠাইল।
রাজার সম্বাদ পাইয়া শুকদেব আইল॥
শুকমুখে শুনে রাজা পুরাণকথন।
শ্রীভাগবতআদি সর্ব্ব পুরাণপ্রধান॥

শুকদেব কহে শুনে রাজা পরীক্ষিৎ।
পুণ্যকথা শুনে রাজা হইয়া একচিত্ত॥
মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
লোক নিস্তারিতে সর্ব্ব রচিল সঞ্জয়॥

পরীক্ষিতের মৃত্যু ও শঙ্খপুরের ওঝার কাহিনী

ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিৎ হইল জড়মতি।
ধর্ম্মইতিহাস শুনে পুরাণপ্রভৃতি॥
চক্রব্যূহ করি দ্বার রাখে দ্বারিগণে।
মুনিগণ লইয়া রাজা পুণ্যকথা শুনে॥
আপনেহ কৃপাচার্য্য হাতে ধনুঃশর।
আরে কি লঙ্ঘিব পুরী নারে পুরন্দর॥
অস্ত্র লইয়া সাবধানে সৈন্য সেনাপতি।
অন্য কি যাইব নারে পিপীলিকাগতি॥
লঙ্ঘিতে না পারে পুরী নাগের পরাণে।
হেনমতে পরীক্ষিৎ রহিল নির্জ্জনে॥
মুনি দিল ব্রহ্মশাপ জামাতা বধিতে।
চিন্তিতে লাগিল নাগ আপনার চিতে॥
কি করিব কথাএ যাইবেক না পাএ দিশ।
কোন মতে দিব আহ্মি জামাতারে বিষ॥
কোন মতে দিব আহ্মি জামাতারে ঘা।
আপনে কুঠার দিব আপনার পা॥
কেমতে দুহিতা মুই বিধবা করিম।
এই শোকে দিবারাত্রি জ্বলিয়া মরিম॥
দুহিতাএ দিবারাত্রি গালি দিব মোরে।
লোকে জানিবেক নিঠুর হেন মোরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাগ মনে কৈল ঠাই।
কদাচিৎ না মারিব আপনা জামাই॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যাএ খণ্ডন।
শুনিল আকাশ বাণী বধিতে রাজন॥
জামাতা বলিয়া নাগ শঙ্কা না করিবা।
মুনির বাক্য ব্যর্থ করিবারে না পারিবা॥

১ কানাকানি।

এ মত কর্ম্মে ত আছে তার মনে ভাগ।
জামাতা বলিয়া শঙ্কা না করিয় নাগ॥
দেবের নির্ব্বন্ধ নাগ তুম্মি কি করিবা।
মুনিবাক্য রক্ষা করি জামাতা দংশিবা॥
এথ শুনি নাগ রাজা দুঃখ ভাবি মনে।
পরীক্ষিৎ বধিবারে চলিলা আপনে॥
নিজরূপ ধরিয়া চলিলা নাগরাজ।
সত্বরে মিলিল গিয়া হস্তিনার মাঝ॥
নাগ দেখি বীরগণে অস্ত্রসব হানে।
প্রবেশিতে নাহি পারে নাগের পরাণে॥
তাহা দেখি নাগরাজ মনে পাইয়া ডর।
লড় দিআ পলাইয়া হইল অন্তর॥
মনেত ভাবিয়া নাগ আর মায়া ধরে।
ক্ষুদ্র নাগ হইয়া আইল প্রবেশিতে গড়ে॥
সর্প সর্প বলিয়া হানএ অস্ত্রগণ।
অন্তরীক্ষ হইলা নাগ লইতে জীবন॥
এইমতে সপ্তদিন সপ্তমায়া কৈল।
নাগের পরাণে গড় লঙ্ঘিতে নারিল॥
সপ্তদিন নাগে রাখে মুনির বচন।
সপ্তদিনে এড়াইলে নাহিক মরণ॥
সপ্তদিন এড়াইল বেলা অবশেষ।
গড়েতে না পারে নাগ করিতে প্রবেশ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাগ মনে কৈল সার।
ব্রাহ্মণের বেশ নাগ করিল সঞ্চার॥
অকাল বদরী ফল কাল ভাদ্রমাসে।
পরম সোন্দর ফল সুগন্ধি বিশেষে॥
ফলের মুখেত বিষ রাখিল যতনে।
এই ভেট দিতে চলে রাজা দরশনে॥
কেহ ত না জানে দৈব নির্ব্বন্ধের কাজ।
দৈবগতি তথাতে গেলেন নাগরাজ॥
গড়দ্বারে গিয়া নাগ দিল দরশন।
অবজ্ঞা করিল দেখি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ॥
দ্বারী বোলে বিপ্র তুম্মি থাক কোনস্থানে।
এখানে আসিলা কেনে বেলা অবসানে॥
ব্রাহ্মণে বোলেন আহ্মি হই ব্রহ্মচারী।
পারণা করিতে আহ্মি আইল রাজপুরী॥
তপোবনে আছে মোর বদরিকা গাছ।
তার ফল আনিয়াছি খাইতে যুবরাজ॥
অকাল বদরী ফল দেখিতে সোন্দর।
এহা দিতে চাহি আহ্মি রাজার গোচর॥
দ্বারী বোলে ব্রাহ্মণ ক্ষেণেক থাক বসি।
রাজার গোচরে আহ্মি জিজ্ঞাসিআ আসি॥
এ বোলিআ গেল দ্বারী রাজার বিদিত।
যেইখানে বসি আছে রাজা পরীক্ষিৎ॥
প্রণাম করিআ দ্বারী করে নিবেদন।
দ্বারেতে আসিছে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ॥
অকাল বদরী ফল আনিছে সোন্দর।
আসিবারে চাহে দ্বিজ তোহ্মার গোচর॥
বিধাতা বিমুখ হইলে বুদ্ধি বিপরীত।
ব্রহ্মশাপে জ্ঞানহীন হইল পরীক্ষিৎ॥
রাজা বোলে ব্রাহ্মণ কেনে রাখিয়াছ দ্বার।
সত্বরে ডাকি আন গোচরে আহ্মার॥
দ্বারীএ আনিল ডাকি সেই ত ব্রাহ্মণ।
আপনে আনিল রাজা আপনা শমন॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল।
হস্ত তুলি দ্বিজবরে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
অকাল বদরী দিল রাজার বিদিত।
কালে পাইল নরপতি হইল লোভিত॥
সুপক্ক সুগন্ধি ফল অতি শোভমান।
অকাল বদরী ফল লইলেক ঘ্রাণ॥
ঘ্রাণ লইতে বিষ উঠে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া।
ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিৎ পড়িল ঢলিয়া॥
রাজার মরণে বড় হুলুস্থুল হইল।
অন্তর্ধান হইয়া নাগ পাতালেতে গেল॥
বাপের মরণ দেখি রাজা জনমেজয়।
অন্তঃপুর নারীগণে কান্দে অতিশয়॥
পাত্রমিত্র কহিলেক জনমেজয় আগে।
ধন্বন্তরি জিয়াইব যদি খসে নাগে॥

ধন্বন্তরি ওঝা বাপু আনহ ডাকিয়া।
এইক্ষণে নৃপতিরে দিব জিয়াইয়া॥
এথ শুনি জনমেজয় পাঠাইল চর।
শঙ্খপুরে চলিলেক ওঝার গোচর॥
রাজার সম্বাদ কহে ওঝা বিদ্যমান।
রাজারে জিয়াও বহু পাইবা সম্মান॥
এথ শুনি ধন্বন্তরি সত্বরে চলিল।
পথেতে তক্ষক সনে দরশন হইল॥
তক্ষকে বোলেন কোথাএ চলিআছ বেজ।
বুজিম তোহ্মার আজি মহাজ্ঞান তেজ॥
বিপ্র দেখি দণ্ডবৎ করিলেক ওঝা।
ওঝা বোলে জিয়াইতে যাই পরীক্ষিৎ রাজা॥
খাইছে তক্ষক নাগে রাজা পরীক্ষিৎ।
আহ্মি যাই জিআইম এইক্ষণ ত্বরিত॥
মোর আগে গর্ব্ব তুহ্মি কর কি কারণ।
প্রাণে বাচি যাও তুহ্মি দেখিআ ব্রাহ্মণ॥
তক্ষকে বোলেন ওঝা গর্ব্ব কেনে কর।
না দেয় তক্ষক আহ্মি তোহ্মার গোচর॥
এই মহা বটবৃক্ষ আহ্মি ভস্ম করি।
জিয়াইয়া দেয় দেখি ওঝা ধন্বন্তরি॥
এ বলিয়া নিজ রূপ ধরিল তক্ষকে।
ডালেমূলে বৃক্ষ গোটা ভস্ম কৈল মুখে॥
তাহা দেখি ধন্বন্তরি মনে ভয় পাইল।
কমণ্ডলুর জল ওঝা হাতে করি লইল॥
মহামন্ত্র পড়ি দিল ভস্মের উপর।
যত ভস্ম সকল হইল একত্তর॥
মহাজ্ঞান জপ করে ভস্মের উপর।
যত ভস্ম সকল হইল একভর॥
মহাজ্ঞান জপ করে ভস্মের উপর।
অঙ্কুর হইল মাথে হইয়া দুই পর॥
আর জলপড়া দিয়া হুঙ্কার মারিল।
যেমত আছিল বৃক্ষ তেমত হইল॥
তক্ষকে বোলেন ওঝা জানিলাম সার।
ধন পাইবা বলি যাইবা রাজা জিয়াইবার॥
তাহা তুল অধিক আমি ধন দিতে পারি।
রাজা না জিয়াও তুহ্মি চলি যাও বাড়ী॥
এই বিষবৃক্ষ তলে সাত রাজার ধন।
আপনা হঠাএ নেয় সে ধন এখন॥
নাগের বচনে ওঝা মন বিস্মরিল।
বিষবৃক্ষ উপাড়িয়া বহু ধন পাইল॥
শিষ্যগণে তুলি ধন আনিল বিস্তর।
ফিরিয়া গেলেন ওঝা আপনার ঘর॥
ধন্বন্তরি বোলে শুন নৃপতির চর।
মোর জ্ঞানে কভু না জিব নরেশ্বর॥
উলটিয়া গেল দূত হস্তিনাভুবন।
জনমেজয় স্থানে কহে ওঝার কথন॥
ওঝার সম্বাদ শুনি হইল নৈরাশ।
বাপ বাপ বলি কান্দে হইয়া হতাশ॥
মহাভারতের শ্লোক রচিল পয়ার।
সঞ্জএ কহিল পদ লোকতরিবার॥

লাচাড়ি

রাজার জননী কান্দএ উত্তরা ধনী
হা হা পুত্র কথা এড়ি গেলা।
খাট পাট সিংহাসন ছাড়ি গেলা রাজ্যধন
অভাগীরে শোকে বিসর্জিলা॥
শ্বশুর তক্ষক নাগে দয়ামায়া নাহি থাকে
বৈরী হইয়া লাগিল তোহ্মারে।
অকাল বদরী আনি লইলেক তোহ্মার প্রাণী
শোকানলে ক্ষেপিল আহ্মারে॥
হইয়া রাজার সুতা রাজ্যেশ্বর বনিতা
বীর অভিমন্যুর ঘরণী।
মোহর হেন দুর্গতি শিশুকালে মৈল পতি
অন্তে গর্ভপাত কৈল দ্রোণে॥
গোবিন্দের কৃপা হইল মড়াপুত্র জিয়াইল
পরীক্ষিৎ থুইলুম তোহ্মার নাম।
জ্যেষ্ঠ শ্বশুর যুধিষ্ঠিরে রাজ্য দিআ গেল তোরে
তাতে বিধি মোরে হইল বাম।

হা হা পুত্র গুণনিধি বঞ্চিত করিল বিধি
কেমতে কহিব অভাগিনী।
চাহিম কাহার মুখ কি দিয়া জুড়াইব বুক
মুই পাপী আজন্ম তাপিনী॥
সারদা যে পাটেশ্বরী কান্দএ চরণে ধরি
কোথাএ চলি যাও প্রাণনাথ।
কেলিকলা কুতূহল সর্ব্ব কৈলা রসাতল
বাপে মোরে দিল বজ্রাঘাত॥
বাপ মোর নাগপতি বধিল দুহিতাপতি
বিধবা করিল অকারণে।
হা হা প্রভু শিরোমণি কৈলা মোরে আনাথিনী
কি লেখিল এ পাপ কপালে॥
জনমেজয় বোলে বাপ শরীরে না সহে তাপ
মাতামহে বধিল তোহ্মারে।
মৃগয়া করিতে বনে গেলা বাপ অরণ্যে
জলতিষ্টায় হইল বিকল॥
বনে পাইয়া এক মুনি জলভিক্ষা কৈলা পুনি
মুনি তোহ্মা না দিলেক জল॥
অবিচারে মহাপাপ মুনি তবে দিলা তাপ
সর্পবান্ধি দিলা মুনির গলে।
তুহ্মি যদি আইলা দেশ মুনিপুত্র আইল শেষ
বাপবিড়ম্বনে কোপে জলে॥
মুনিপুত্র মহানিধি শুনিআ দিলেক বিধি
সপ্তদিনে খাউক তোহ্মাকে॥
তক্ষকে বাপেরে খাইল জিয়াইতে ওঝা আইল
ধন দিআ ফিরাইল নাগে।
গরুড়ের ভয় হতে রাখিছিল পৃথিবীতে
তারফল পাইল হাতে হাতে॥
দুষ্টজন পাইল মোরে রাজনীতি বলি তোরে
শরণে রাখিলা তুহ্মি তাত।
পাত্রমিত্র প্রজাগণে কান্দএ সকলজনে
পুরীজুড়ি ক্রন্দন হইল ময়॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যেবা খণ্ডাইতে পারে কেবা
পদবন্ধ কহিল সঞ্জয়।

জনমেজয়ের রাজত্বগ্রহণ ও সর্পযজ্ঞ

রাজা লইয়া সকল কান্দিল অতিশয়।
বাপসৎকার করে রাজা জনমেজয়॥
ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ব্যবহার যেমত বিধান।
রাজ্যকর্ম্ম করিয়া করিল বহুদান॥
ব্রাহ্মা অতিথি রাজা বহুল তর্পিল।
হেনমতে জনমেজয় বাপের কার্য্য কৈল॥
বিবিধমঙ্গল করি বেদের আচার।
রাজা হইলেক তবে রাজার কুমার॥
রাজার পুত্র রাজা হইয়া বৈসে সিংহাসনে।
ধর্ম্ম অনুসারে রাজা করএ পালন॥
হস্তিনাতে রাজা যদি হইল জনমেজয়।
মহাজনের অপমান শরীরে না সয়॥
চর পাঠাইয়া রাজা আনে মুনিগণ।
যত মুনিগণ আইলা হস্তিনাভুবন॥
মুনিগণ পূজে রাজা পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া।
বসিতে আসন দিলা সভাতে আনিআ॥
মুনিগণ সম্বোধিয়া বোলে জনমেজয়।
তুহ্মিসবে বোলহ কাহার দোষ হয়॥
মাতামহ মারহ তক্ষক নাগরাজ।
মোর বাপ দংশিয়া করিল কোন কাজ॥
পলাইয়া গেল কৃষ্ণ গরুড়ের ডরে।
নির্ভয় করিয়া বিপ্র রাখিল তাহারে॥
রাজা হইয়া পৃথিবীতে পালে দুষ্টজন।
তার প্রতিফল বাপে পাইল এখন॥
ত্রিভুবনে মোর বাপ অজেয় নৃপতি।
শ্বশুর হইয়া জামাতা বধিল দুষ্টমতি॥
মুনিগণে বোলে রাজা স্থির কর মন।
ব্রহ্মশাপে হইল তোমার বাপের নিধন॥
রাজা বোলে ব্রহ্মশাপে মোর বাপ মৈল।
ওঝারে আনিতে কেনে ফিরাইয়া দিল॥
মাতামহ নহে মোর হএ পিতৃবৈরী।
নাগবংশ না রাখিব হেন যজ্ঞ করি॥

CENTRAL LIBRARY

পুরোহিত সম্বোধিয়া বলিল বচন।
নাগগণ যেনমতে না থাকে ত্রিভুবন॥
হেন কোন যজ্ঞ মোরে দেয় উপদেশ।
পৃথিবীতে নাগগণ না রাখিয় শেষ॥
এথ যদি নৃপতিএ বলিল বচন।
মহাসত উতঙ্কমুনি বলিল তখন॥
মণ্ডপ রচিয়া তাতে হোমকুণ্ড কৈল।
সহস্র ব্রাহ্মণ তবে স্রুব হস্তে লৈল॥
হোমকর্ত্তা হইল উতঙ্ক মুনিবর।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল হস্তিনানগর॥
আপনে আসিআ অগ্নি হইল অধিষ্ঠান।
মুনিগণে করিলা আহুতির নিদান॥
উতঙ্কে আহুতি করে নাগগণ লৈয়া।
অগ্নিমৈধ্যে পড়ে সর্প আকাশে উড়িয়া॥
যেই নাগের নাম লইয়া করয়ে আহুতি।
আহুতির সঙ্গে নাগ পড়ে শীঘ্রগতি॥
মহামুনি উতঙ্কের মন্ত্রের আহুতি।
রহিতে না পারে নাগ পড়ে শীঘ্রগতি॥
মন্ত্রবলে নাগসব রহিতে না পারে।
সংসারের নাগ আসি কুণ্ডমৈধ্যে পড়ে॥
নাগগণ পুড়ি মারে রাজা জনমেজয়।
নামে নামে পুরোহিতে আহুতি ক্ষেপয়॥
পৃথিবীতে নাগসব হইল নিধন।
দেখি জনমেজয় রাজা হরষিত মন॥
মারিলা অনেক নাগ নাহি পরিমাণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া নাগ ত্যজএ পরাণ॥
তক্ষকে বোলেন মোর নাহিক এড়ান।
মনেমনে চিন্তে নাগ আপনা কৈল্যাণ॥
যজ্ঞের আটোপ শুনি মন নহে স্থির।
উতঙ্কের মন্ত্রতেজে কাপএ শরীর॥
মন্ত্রবলে নাগরাজ রহিতে না পারে।
ইন্দ্রের শরণে গেলা অমরানগরে॥
তক্ষক দেখিয়া সব পাইল তরাস।
দেবগণে বোলে আজ সৃষ্টি হইল নাশ॥

ইন্দ্রের চরণে আসি করিল প্রণাম।
ইন্দ্রে বোলে তোহ্মার এথাতে কিবা কাম॥
তক্ষকে বোলেন গোসাই করম নিবেদন।
প্রাণভয়ে লইলুম মুই তোহ্মার শরণ॥
ব্রহ্মশাপ পাইলেক রাজা পরীক্ষিৎ।
জামাতা দংশিলুম মুই এই সে লিখিত॥
তান পুত্র জনমেজয় মহাযজ্ঞ করে।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল আহ্মা পুড়িবারে॥
তাহার কারণে আইলুম তোহ্মার শরণে।
দিআ ত অভয় দান রাখহ চরণে॥
পৃথিবীর নাগযথ কিছু না রাখিল।
যজ্ঞের অগ্নিতে সব পুড়িয়া মরিল॥
তার বাপ মরিল পাইয়া ব্রহ্মশাপ।
আহ্মারে বধিতে চাহে মনে পাইয়া তাপ॥
মহামুনি উতঙ্কের আহুতির নিদান।
শুনিয়া যজ্ঞের কথা উড়িল পরাণ॥
এথ শুনি পুরন্দর রাখিলেক তাক।
সিংহাসন তলে রৈল তক্ষক যে নাগ॥
ভারতের পুণ্যকথা সুধারসময়।
লোক নিস্তারণ হেতু কহিল সঞ্জয়॥

জনমেজয় বোলে মুনি কহ মোর আগে।
পৃথিবীতে আছে আর কোন কোন নাগে॥
উতঙ্কে বোলেন রাজা শুনহ বচন।
আছএ তক্ষক নাগ ইন্দ্রের সদন॥
তক্ষকের নাম শুনি রাজা কোপে জ্বলে।
আহ্মি চন্দ্রবংশরাজা ভুবনমণ্ডলে॥
বাণে বান্ধি ইন্দ্রেক আনিতে কথক্ষণ।
কিন্তু যজ্ঞকালেত উচিত নহে রণ॥
মুনি বোলে আহুতি লইলুম এইক্ষণ।
নাগসমে ইন্দ্রের আনিম সিংহাসন॥
আহুতি হাতেত যদি লইল মুনিবর।
নাগসনে খট্টা চলি আইল পুরন্দর॥

CENTRAL LIBRARY

ময়তেজ বলে আইসে যজ্ঞের উপর ।
দেবগণে বোলে মৈল দেবপুরন্দর ॥
সকলদেবতা গেল আস্তিকের ঠায় ।
আস্তিক লইয়া দেব হস্তিনাতে যায় ॥
যজ্ঞেত আসিল যেন দেবনারায়ণ ।
দেখি আনন্দিত হইল রাজার নন্দন ॥
রাজা বোলে কি কারণে আইলা তপোধন ।
মোর স্থানে আছে তোহ্মার কোন প্রয়োজন ॥
মুনি বোলে জনমেজয় যজ্ঞ কৈলা তুহ্মি ।
সকলে দক্ষিণা পাইল না পাইল আহ্মি ॥
রাজা বোলে মুনি দান নেয় তুষ্ট হইয়া ।
সপ্তসাগর সমে দেম উৎসর্গিয়া ॥
মুনি বোলে পৃথিবীর নাহিক পিরীতি ।
উৎসর্গিয়া দেঅ মোরে এই যে আহুতি ॥
যে আহুতি উতঙ্কে লইআছে হাতে ।
এহারে দক্ষিণা রাজা দেয়ত আহ্মাতে ॥
তাতে বড় প্রীতি আহ্মি দেয় এই দান ।
হস্ত পাতি রহিল মুনি রাজ বিদ্যমান ॥
চন্দ্রবংশী মহারাজ দানে অকাতর ।
তক্ষকের আহুতি পাইল মুনিবর ॥
উতঙ্কে আহুতি দিল আস্তিকের হাতে ।
রাজা বোলে না পারিল বরি উদ্ধারিতে ॥
আস্তিকের কারণে তক্ষকনাগ জিল ।
মুনিগণ লইয়া রাজা যজ্ঞপূর্ণ দিল ॥
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া রাজা নানাদান কৈল ।
যার যেই স্থানে তবে মুনি চলি গেল ॥
পরিত্রাণ পাইয়া তক্ষকনাগ যাএ ।
ইন্দ্রে লইয়া স্বর্গে যায় যত দেবতাএ ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের সার ।
সঞ্জয় কহিল কথা করিয়া প্রচার ॥

হেনমতে যজ্ঞ কৈল রাজা জনমেজয় ।
পুত্রের সমান করি প্রজারে পালএ ॥
দানে ধর্ম্মপরায়ণ জ্ঞানে বৃহস্পতি ।
রাজ্য করেন লইয়া রাজা সাগরান্ত ক্ষিতি ॥
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দান করে নানাধন ।
দেব গুরু ব্রাহ্মণ যে অতিথি তর্পণ ॥
ইন্দ্রের অমরা জিনি হস্তিনানগরী ।
দেবতুল্য সভাসদ্ আছে সভাভরি ॥
ধর্ম্মইতিহাস কথা পুরাণপ্রসঙ্গ ।
অবিরত রাজা শুনিতে মনে রঙ্গ ॥
অন্তে অন্তে আলাপন্ত শাস্ত্রের কাহিনী ।
সিংহজিনি পরাক্রম রাজার বাহিনী ॥
বৃহস্পতি সমান রাজার পাত্রগণ ।
ধর্ম্মশাস্ত্র বাখান করএ জনে জন ॥
ধর্ম্মঅনুসারি রাজা পালে প্রজাগণ ।
পুত্রের অধিক সেই করেন্ত রাজন ॥
পুণ্যধর্ম্ম প্রশংসায় পৃথিবী ভরিল ।
অল্প বয়সে রাজা বহুযশ হইল ॥
হেনমতে আছে রাজা হস্তিনানগর ।
আমরানগরে যেন আছে পুরন্দর ॥
অন্তঃপুর নারীগণ পরম সোন্দরী ।
নানা বেশ সুবেশ জিনিয়া বিদ্যাধরী ॥
নয়ানখঞ্জন ভ্রূ ধনুর আকৃতি ।
অলকাতিলক ভালে চন্দনের জ্যোতি ॥
মুখপদ্ম শোভা করিছে নাসিকাবেসরে ।
বাক্যপুষ্প নির্গতে নাসিকা শোভা করে ॥
কুন্দ পুষ্প ফুটে দন্ত মুখ প্রকাশিতে ।
গমননিরখি হংস নামিল জলেতে ॥
এ নব যোবতী সব সতী পতিব্রতা ।
অন্তেঅন্তে সকলে প্রশংসে ধর্ম্মকথা ॥
স্থানেস্থানে নির্ম্মিত পাষাণে সর্ব্বঘর ।
স্ফটিকের কান্তি সব দীঘিসরোবর ॥
বৃন্দাবনে কেলি করে ভ্রমরা কোকিল ।
মিষ্ট বোল সকল * * * * হাসিল
জনমেজয় নৃপতির অতুল মহিমা ।
সঞ্জয়ে কহেন তান দিতে নারি সীমা ॥

CENTRAL LIBRARY

জনমেজয়ের প্রতি ব্যাসের সতর্কবাণী

একদিন মহারাজা রজনী প্রভাতে।
স্নানদান করি রাজা চলিল ত্বরিতে॥
কস্তুরীচন্দন অঙ্গে করিয়া লেপন।
দিব্যবস্ত্র পরিধান রাজআভরণ॥
চামরে বাতাস করে যত নারীগণে।
বাহির হইয়া রাজা বৈসে সিংহাসনে॥
পাত্রমিত্র প্রজাগণ মিলিল বিস্তর।
মহারাজা জনমেজয় হস্তিনানগর॥
হেনমতে মহারাজা বসিছে দেওয়ানে।
সভাখণ্ড ভরিয়াছে রাজা বিদ্যমানে॥
হেনকালে আসিলেক ব্যাসতপোধন।
দ্বারীএ জানাইল আসি রাজার সদন॥
ব্যাস আগমন শুনি রাজা জনমেজয়।
আগুবাড়ি আনিবারে চলে মহাশয়॥
সভাখণ্ড লইয়া রাজা হইলা বাহির।
মুনিপদে প্রণমিল ভূমিগত শির॥
পাদ্যঅর্ঘ্যে পূজা কৈল মুনির চরণে।
মুনি লইয়া পুরে আইল নৃপতিনন্দনে॥
মুনি বসিবারে রাজা দিল সিংহাসন।
সভাখণ্ড লইয়া রাজা বসিলা তখন॥
বসি আছেন ব্যাসমুনি দ্বিতীয়বিধাতা।
বিষ্ণুঅবতার মুনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা॥
বহুল আছিল তাতে কথোপকথন।
জনমেজয় রাজা আর ব্যাস তপোধন॥
নানাকথা প্রসঙ্গে উঠিল ইতিহাস।
কৌরবপাণ্ডব রণে হইল বিনাশ॥
ব্যাসমুনি সঙ্গে বলিলা বচন।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা নৃপতিনন্দন॥
কহ মুনি মোহার প্রপিতামহ সবে।
কুরুক্ষেত্রে কেনে মৈলা সপুত্রবান্ধবে॥
পিতামহ সব মোর মহাবলবন্ত।
কোন পাপে কৃতান্তে তাহলে কৈল অন্ত॥
তোহ্মার সাক্ষাতে মোর এত বিড়ম্বন।
নিষেধ না কৈলা কেনে মোর গুরুজন॥
মুনি বোলে জনমেজয় বাক্য বোল ধীর।
তারাসব বলবন্ত বীর্য্যবন্ত বীর॥
পঞ্চোত্তরশত ভাই দেবঅবতার।
দেবতাগন্ধর্ব্ব জিনি বিক্রমে অপার॥
বলে মহাবলী সব দানে মহাদানী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে ত কাহার না গণি॥
ধনবলে বাহুবলে মদগর্ব্ব অতি।
যার ভয়ে কম্পমান হএ বসুমতী॥
পঞ্চভাই পাণ্ডব কৌরব শতভাই।
একজন সমান ত্রিভুবনে নাই॥
অন্তেঅন্তে কৌরবপাণ্ডবে নাহি প্রীতি।
ভাই ভাই মিলিআ হইল রাজানীতি॥
জ্ঞানবন্ত ধর্ম্মশীল পাণ্ডবের গণ।
অন্তে অন্তে পরায়ণ বিষ্ণুর চরণ॥
অধার্ম্মিক দুর্য্যোধন খল যে কৌরব।
পাণ্ডবের সনে তারা বাড়াইল রৌরব॥
অন্তে অন্তে যুদ্ধ করি হইল সর্ব্বনাশ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে পড়ি হইল স্বর্গবাস॥
এথ শুনি জনমেজয় পুনি জিজ্ঞাসিল।
তুহ্মি সবের বিদ্যমানে এথ কেনে হইল॥
নিবারণ না কৈলা কেনে বাড়াইলা বিরোধ।
আপনে না কৈলা কেনে সবারে নিরোধ॥
আপনে বুঝাই কেনে না করিলা শান্ত।
কুরুক্ষেত্র সমরেতে হইলেক অন্ত॥
এতেক শুনিয়া তবে ব্যাস মহামুনি।
জনমেজয় সম্বোধিআ বলিলেক পুনি॥
সেই সব মহাবলী কাহাকে না গণে।
বিষম যেসব অস্ত্র নানামতে জানে॥
রাজ্যলোভে দুইভাই করে বিসম্বাদ।
ভুবন ভিতরে তারা না গণে প্রমাদ॥
যত প্রবোধ কৈল কিছু না শুনিল।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করি সর্ব্বনাশ হইল॥

বিস্তর বুঝাইল আহ্মি হিত উপকার।
না শুনিয়া মোর বাক্য হইল সংহার॥
মহাবলবন্ত সব বিখ্যাতভুবন।
সে ধরিব থাউক যে আহ্মার বচন॥
তোহ্মারে কহিলে কথা তুহ্মি না ধরিবা।
না ধরিলে কহন তাহার ফল কিবা॥
ব্যাসের বচনে রাজা করজোড়ে কহে।
যে আজ্ঞা করহ গোসাঞি পালিমু নিশ্চএ॥
শিরে করি পালিমু যে তোহ্মার বচন।
তোহ্মার বাক্য লঙ্ঘে আছে হেন কোনজন॥
ব্যাসে বোলে শুন কহি রাজা মহামত।
রাজদ্বারে আসিবেক প্রভাতে এক রথ॥
রজনীপ্রভাতে কালি না হইবা বাহির।
অন্তঃপুরে থাকিবা যেমন করি স্থির॥
অন্তঃপুর হতে যদি নিকল রাজন।
কদাচিৎ কালি না বসিবা সিংহাসন॥
সিংহাসনে বৈস যদি শুন কহি সার।
কেহ যদি কহে না শুনিয়া সমাচার॥
রথ আইল বলি যদি শুনহ রাজন।
রাজদ্বারে বাহির না হইয় কদাচন॥
যদি বা দ্বারেত যাঅ রথে না চাহিবা।
যদি বা চাহএ সেই রথে না উঠিবা॥
যদি বা রথে উঠ নৃপতিনন্দন।
রথে চড়ি কোনদিগে না যাইঅ আপন॥
অন্য দিকে যাঅ যদি না যাইবা দক্ষিণে।
আহ্মার বচন বাপু পালিয় যতনে॥
যদি বা দক্ষিণে যাঅ এক পুরী পাইবা।
কদাচিৎ পুরী মৈধ্যে প্রবেশ না হইবা॥
পুরী মৈধ্যে যাব যদি পাইবা এক কৈন্যা।
পরম সোন্দরী সেই রূপেগুণে ধৈন্যা॥
সেই পুরী মৈধ্যে রাজা তুহ্মি যদি যাঅ।
কদাচিৎ তাহানে তুহ্মি বিহা না করিঅ॥
যদি বা বিবাহ কর সেই রূপবতী।
দেশে তাহানে না আনিঅ শুন নরপতি॥
যদি দেশে আন সেই পরম সোন্দরী।
কদাচিৎ তাহানে না করিবা পাটেশ্বরী॥
যদি পাটেশ্বরী কর পাইবা দুঃখভার।
এ বলিয়া মনেমনে হাসিল অপার॥
ব্যাসে বোলে এতকথা কহিলাম তোহ্মারে।
কোন কথা পার যদি যত্নে রাখিবারে॥
জনমেজয় বোলে গোসাঞি মোর শিরোভার।
যত্নে পালিব আহ্মি বচন তোহ্মার॥
রাজার বচনে মুনি হাসিলেক মনে।
বিদায় হইয়া মুনি গেলা তপোবনে॥
দেওয়ান ভাঙিয়া রাজা গেল অন্তঃপুর।
সঞ্জয় রচিল পদ কমলমধুর॥

ব্যাসের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া জনমেজয় কর্তৃক
আশুমানকন্যা কান্তাবতীকে বিবাহ

রজনীবঞ্চিলা রাজা ব্যাসের বাক্য স্মরি।
প্রভাতে উঠিলা রাজা শয্যাপরিহরি॥
প্রাতঃক্রিয়া করিয়া করিল স্নানদান।
সুগন্ধি চন্দন দিব্যবস্ত্র পরিধান॥
দিব্যঅলঙ্কার শোভে সোন্দর শরীর।
ব্যাসের বাক্য স্মরি রাজা হইল বাহির॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যাএ খণ্ডন।
বুদ্ধিশুদ্ধি সব হরি করে বিড়ম্বন॥
বাহির হইতে রাজার ইচ্ছা হইল মন।
চিত্তে সাতপাচ করে নৃপতিনন্দন॥
ব্যাসে কি কহিল কথা অশক্য আহ্মাক।
সৈত্যমিথ্যা কিবা তার না বুঝি পরতেক॥
মনে ভাবে নৃপতিএ ব্যাসের বচন।
বাহির হইলে না বোসিমু সিংহাসন॥
এথ ভাবি অন্তঃপুর হৈতে নরনাথ।
বাহির হইয়া রাজা বসিল সভাত॥
ব্যাসের বচন রাজা মনে কৈল সার।
আজি না শুনিমু আহ্মি কার সমাচার॥
তবে জনমেজয় রাজা বৈসে সিংহাসন।
ব্যাসের বচন রাজা পাসরিল মন॥

রাজসভা করিআ বসিল নরনাথ।
হেনকালে রথখান আইল অকস্মাৎ॥
রাজদ্বারে রথখান হইল উপস্থিত।
স্বর্গ হতে রথখান নামিল ত্বরিত॥
পরম সোন্দর রথ ত্রিভুবনসার।
দৈবঅনুভব রথ পুষ্পের আকার॥
হীরা মণি মুক্তা সোবর্ণ রাশি রাশি।
অপূর্ব্বনির্ম্মাণ রথ মিলিলেক আসি॥
রথ দেখি সর্ব্বলোক হইল বিস্মিত।
স্বর্গ হতে পাকেপাকে পড়িল ভূমিত॥
ত্বরমানে দ্বারীএ রাজার কাছে গিয়া।
কহিল সকল কথা প্রণতি করিয়া॥
দ্বারী বোলে মহারাজ কর অবধান।
রাজদ্বারে রথ আইল পৌষবেহান॥
এহার তুলনা দিতে নাহিক সংসারে।
নামিআ আকাশ হৈতে আইল রাজদ্বারে॥
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা নানাকথা কহে।
দ্বারী আসি বার্ত্তা দিল হেন হি সমএ॥
শুনি জনমেজয় রাজা ব্যগ্র হইল মন।
দৈবযোগে বিস্মরিল ব্যাসের বচন॥
বিপত্তিকালে মহাজনের বুদ্ধি নাহি ঘটে।
হিতাহিত জ্ঞান সব না থাকে নিকটে॥
দ্বারীএ কহিল যদি রথের বৃত্তান্ত।
কেমতে দেখিব রথ মনে নাহি শান্ত॥
শূণ্য হতে রথখান কেমতে নামিল।
কার রথ কি কারণে কেবা পাঠাইল॥
রথ চাহিবারে রাজা ভাবে মনেমন।
পাত্রমিত্র সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসে বচন॥
রাবণ জিনিআ রামে যেই রথ পাইল।
অনুমানে বুঝি সেই পুষ্পরথ আইল॥
পাত্রমিত্রে বোলে রাজা কর অবধান।
কালি যে বলিছে ব্যাসে দেখ বিদ্যমান॥
তাহা শুনি জনমেজয় স্মরিলেক চিত্তে।
নিশ্চএ ব্যাসের বাক্য জানিল প্রতীতে॥

রাজা বোলে ব্যাসে কালি কহি গেল যথ।
বুঝিলাম তে কারণে আসিআছে রথ॥
শূণ্য হৈতে রথ আইল কেমন প্রকার।
রাজা বোলে রথখান চাহি দেখিবার॥
পাত্রমিত্রে নৃপতিরে বুঝাএ অপার।
ব্যাসের নিষেধ রাখ কি কহিব আর॥
আহ্মার বচন রাখ শুন মহীপাল।
রথের সমীপ গেলে ঠেকিব জঞ্জাল॥
দুঃখদশা হইল রাজার মন হইল ভোল।
কদাচিৎ না শুনিল মন্ত্রীসবের বোল॥
অপূর্ব্বরথের কথা শুনি নরাধিপ।
সত্বরে চলিআ গেল রথের সমীপ॥
রথের নিকটে গিআ নিরক্ষি চাহিল।
পুষ্পক সদৃশ রথ কথা হতে আইল॥
সর্ব্বলোকে দেখিআ বিস্ময় হইল মন।
প্রত্যক্ষ জানিল সব ব্যাসের বচন॥
রথ দেখি নৃপতির কতুকিত মন।
মনে ভাবে রথ মৈধ্যে করি আরোহণ॥
ব্যাসের নিষেধ আছে দক্ষিণে না যাইব।
রথে চড়ি তিন দিক কতুকে বেড়াইব॥
এথ ভাবি রথে উঠে রাজা জনমেজয়।
বিপত্তিতে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নাহি রহে॥
ধনুঃশর তোলে রাজা রথের উপর।
মৃগয়া করিতে রাজা চলে একেশ্বর॥
পুষ্পরথ লইআ যেন কুবের বেড়াএ।
রথ লইআ জনমেজয় পূর্ব্বদিকে যাএ॥
আজ্ঞা অনুসারে সেই রথের চলন।
পূর্ব্বদিক কতুকে ভ্রমিল সেই বন॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম উত্তর দিক সমে।
তিন দিক কতুকে ভ্রমিল অনুক্রমে॥
দৈবের নির্বন্ধ কভু না যাএ খণ্ডন।
জনমেজয় বোলে যাই দক্ষিণের বন॥
মনে ভাবে ব্যাসের বচন আছে শেষ।
পুরী পাইলে না করিবা পুরীতে প্রবেশ॥

CENTRAL LIBRARY

এথভাবি গেল রাজা দক্ষিণের বন।
রথে চড়ি গেল রাজা ভাগ্যের লিখন ॥
মৃগয়া বিহারে রাজা ভ্রমে চারিদিক।
কোনদিগে নৃপতিএ না পাইল পশু মৃগ ॥
দক্ষিণের বন ভ্রমিতে নরনাথ।
হেনকালে পুরী এক পাইল একঘাত ॥
দেখিআ ত জনমেজয় বিস্ময় হইল মন।
প্রতীত হইল তবে ব্যাসের বারণ ॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ পুরী অতি বিলক্ষণ।
দেখিআ হইল তবে কতুকিত মন ॥
মনে ভাবে দেখি আক্ষি পুরীতে যে গিআ।
যদি কৈন্যা পাই আক্ষি না করিব বিহা ॥
কদাচিৎ না লঙ্ঘিব ব্যাসের বচন।
দেখি আসি পুরী মৈধ্যে আছে কোনজন ॥
এথ ভাবি গেল রাজা পুরীর ভিতর।
বিচারি দেখেন্ত পুরী অতি মনোহর ॥
পুরী মৈধ্যে আছে এক বিচিত্র মন্দির।
তাহাতে প্রবেশ কৈল রাজা মহাবীর ॥
গৃহে প্রবেশিআ রাজা হরিষ অন্তর।
বসি আছে এক কৈন্যা খাটের উপর ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ কৈন্যা পরম সোন্দরী।
ভুবন জিনিআ রূপ অতি বিদ্যাধরী ॥
দিব্যবস্ত্র পরিধান আভরণ গাএ।
রূপে আলোকিত যেন প্রদীপ শিখাএ ॥
দেখিআ নৃপতি হইল মদনে পীড়িত।
দৈবদশা হইলে পাসরে হিতাহিত ॥
কৈন্যার নিকটে গিআ কহিলেক বাণী।
তুক্ষি কেবা তত্ত্ব মোতে কহ ধর্ম্মজানি ॥
কার কৈন্যা হও তুক্ষি কাহার বনিতা।
একেশ্বর বঞ্চ কেনে কাহার দুহিতা ॥
কৈন্যা বোলে রাজার তরে সলজ্জিত মনে।
আপনার বিবরণ কহিল তখনে ॥
কৈন্যা বোলে শুন মোর পূর্ব্বের সন্তাপ।
ক্ষেত্রিবংশে জন্ম মোর অংশুমান বাপ ॥
শুন মহাশয় মোর নাম কান্তাবতী।
দৈবযোগে হইল মোর বাপের বিপত্তি ॥
সেইসব বিবরণ কহিতে বহুল।
ব্রহ্মশাপে হইল মোর বাপ যে নির্ম্মূল ॥
বালখিল্য মহামুনি অতি ক্ষুদ্রকায়।
মহা তেজবন্ত মুনি অগ্নিশিখাপ্রায় ॥
অতিথি হইয়া মুনি আইল একদিন।
পূজা না করিল বাপে না পাইয়া চিন ॥
ক্রোধ হইলা মহামুনি পাইল ব্রহ্মশাপ।
পুরীসনে ভস্ম হইয়া মৈল মোর বাপ ॥
এহাতে বাচিল আক্ষি দৈবের কারণ।
তপস্যা করিতে আক্ষি গিয়াছিল বন ॥
বন্ধুবান্ধব মোর নাহিক দোসর।
একেশ্বর তপ করি বনের ভিতর ॥
বিবাহ না হইছে মোর শুন মহাজন।
তে কারণে করি আক্ষি স্বামী আরাধন ॥
এথেক শুনিয়া তবে রাজা জনমেজয়।
ব্যাসের বচন তবে জানিল প্রত্যয় ॥
কামভাবে নৃপতিএ ভাবে মনেমন।
এমত সোন্দরী ত্যজি যাইমু কি কারণ ॥
বিবাহ করিয়া কৈন্যা লইয়া যাইমু ঘর।
কেলি কলাসুখ করিমু নিরন্তর ॥
ব্যাসের নিষেধ এক পালিমু যতনে।
না করিমু পাটেশ্বরী দরাইলুম মনে ॥
জনমেজয় বোলেন্ত শুন সুবদনী।
স্বামীভাবে তুক্ষি মোরে বরহ আপনি ॥
মহারাজা পরীক্ষিৎ চন্দ্রবংশ জ্যোতি।
জনমেজয় নাম মোর তাহান সন্ততি ॥
হস্তিনানগরে জান মোর রাজধানী।
স্বর্গ হৈতে পাইয়াছি এই রথখানি ॥
মদনে মোহিত হইয়া দেখিলুম তোহ্মাক।
আলিঙ্গন দান দিয়া মোর প্রাণ রাখ ॥
যদি বা সোন্দরী তুক্ষি না বরএ মোরে।
পুরুষবধ হইব আক্ষি তোহ্মার উপরে ॥

CENTRAL LIBRARY

কান্তাবতী বোলে রাজা কর অবধান ।
যদি সে প্রতিজ্ঞা কর মোর বিদ্যমান ॥
তবে সে তোহ্মারে আমি এইক্ষণে বরি ।
সবা হতে মুখ্য যদি কর পাটেশ্বরী ॥
এ বলিয়া সুবদনী দাড়াইল আগে ।
বুদ্ধি শুদ্ধি হরে রাজার দৈবদশা লাগে ॥
ব্যাসের বচন রাজা সব পাসরিল ।
অবিচারে জনমেজয় প্রতিজ্ঞা করিল ॥
রাজা বোলে শুন সৈত্য বেদ পরিমাণ ।
তোহ্মার বচন মুই না করিমু আন ॥
পুষ্পমালা দিআ কৈন্যা বরিল তাহারে ।
বিধির ঘটন কেবা খণ্ডাইতে পারে ॥
তবে জনমেজয় রাজা লইয়া যুবতী ।
কেলিকলা কুতূহলে ভুঞ্জিলা সুরতি ॥
রথে চড়ি কৈন্যা লইয়া চলি গেলা দেশে ।
রতি লইয়া কাম যেন পুরীতে প্রবেশে ॥
পাত্রমিত্র বোলে রাজা কি করিলা কর্ম্ম ।
ব্যাসের বচন লঙ্ঘি করিলা অধর্ম্ম ॥
এইমতে সর্ব্বলোকে করে কানাকানি ।
প্রকাশ না করে নাহি শুনে কোন বাণী ॥
হরষিতে কৈন্যা লইয়া আছে মহারাজ ।
আর দিন সোন্দরী বলিলা নিজ কাজ ॥
কান্তাবতী বোলে রাজা শুন নিবেদন ।
সৈত্য করিয়াছ এবে করহ পালন ॥
এথেক শুনিয়া রাজা কান্তাবতী আনি ।
মুখ্য পাটেশ্বরী তানে কৈলা মহারাণী ॥
হেনমতে বিবাহ করিল জনমেজয় ।
ভারত প্রচার হেতু কহিল সঞ্জয় ॥

জনমেজয় কর্ত্তৃক শৃঙ্গশৃঙ্গ মুনির অবমাননা ও
তাঁহার শাপে জনমেজয়ের ভগন্দীড়া

মহারাজ জনমেজয় হস্তিনানগর ।
রাণী সমে রাজা করে ইন্দ্র সমোসর ॥
ব্যাসের নিষেধ রাজা সব পরিহরি ।
হরষিতে আছে রাজা লইয়া পাটেশ্বরী ॥
যথেক বলিআ গেল ব্যাস তপোধন ।
এককানি কথা রাজা না কৈল পালন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ ।
খণ্ডাইতে না পারে কেহ ললাট লিখন ॥
একদিন জনমেজয় পিতৃশ্রাদ্ধ করি ।
কতুকে বসিয়া আছেন লইয়া সোন্দরী ॥
দান লইয়া মুনিবর গেল যদি ঘর ।
অবশেষে আইলা শৃঙ্গশৃঙ্গ মুনিবর ॥
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে অঙ্গ দিগম্বর ।
মৃগপাএ শৃঙ্গ দুই মাথার উপর ॥
তাহা দেখি মহাদেবী হাসিলা মুখেত ।
মুনিবর মাথাতে শৃঙ্গ একি বিপরীত ॥
ভূত ভবিষ্যৎ সব মুনির বিদ্যমান ।
রাণী যে হাসিল তাহা হইলেক জ্ঞান ॥
মহাদেবী চাহিআ হাসিলা মুনিবর ।
মোরে উপহাস্য করে নাশের অন্তর ॥
ঈষৎ হাসিল মুনি রাজার সাক্ষাৎ ।
তাহা দেখি ক্রোধ হইল হস্তিনার নাথ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যাএ খণ্ডন ।
মনে ভাবে নরপতি রাজার লৈক্ষণ ॥
অকারণে এই বেটা মুনি বলি কহে ।
তিলমাত্র জ্ঞান নাই তাহার হৃদএ ॥
কোনকাজে ধরে দণ্ড কমণ্ডলু ভস্ম ।
প্রকৃতি বুঝিএ তার কপট সর্ব্বস্ব ॥
মহাদেবী দেখি বেটা কামভাবে হাসে ।
সবার সাক্ষাতে মনে লজ্জা নাহি বাসে ॥
এথ ভাবি কোপে জ্বলে রাজা জনমেজয় ।
আপনা দশার লাগি মুনিরে বোলএ ॥
মুনি নহে এই বেটা মহাপাপকারী ।
কপট করিয়া বেটা হরে পরনারী ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ছাড়ে যেই জন ।
মুনি মৈধ্যে গণি সেই মহাতপোধন ॥

CENTRAL LIBRARY

রাজ পাটেশ্বরী হইলে প্রজার জননী।
হেন জন দেখিয়া যে হাসে এই মুনি॥
পরম সোন্দরী দেখি ভুলিয়াছে মন।
জ্ঞান ধ্যান যত ছিল হইল বিস্মরণ॥
জ্ঞান নাহি ব্রহ্মদণ্ড কি কারণে ধরি।
কোন কাজে ভ্রম তুমি মৌনব্রত করি॥
মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ জানে সর্ব্বলোকে।
হেনজন নিন্দা করে নিজ কর্ম্মভোগে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ রাজার দুঃখ উপস্থিত।
অবিচারে মুনিরে বোলএ বিপরীত॥
এথ তিরস্কারি রাজা শান্ত না হইল।
সম্মুখে জলের ঝারি মুনিরে ক্ষেপিল॥
সেই ঝারি মুনি শৃঙ্গে হইলেক ঘাও।
বেদনাএ জর্জ্জর তনু রক্ত পড়ে গাও॥
কপালে পড়িয়া ঝারি রক্ত পড়ে ধারে।
ঘাও চাপি ধরিলেক মুনি দুইকরে॥
ক্রোধ হইল ঋষ্যশৃঙ্গ যেন অগ্নিখণ্ড।
কি বুঝিয়া মূঢ়মতি মোরে কৈল দণ্ড॥
তিলেক নাহিক ডর কৈলে ব্রহ্মবধ।
তোর সম পৃথিবীতে নাহিক মুগধ॥
পরীক্ষিৎ নরপতি আছিল তোর বাপ।
মুনির গলাতে বান্ধি দিয়াছিল সাপ॥
তার প্রতি শাপ দিল মুনি ক্রোধ করি।
সপ্তদিন অন্তরে তক্ষকে তারে মারি॥
স্ত্রীমদে মত্ত হইয়া কিছু না জানস।
পুরীসমে শাপিয়া তোহ্মারে করিমু ভস্ম॥
প্রাণে না মারিমু তোরে করি ঊর্দ্ধ গতি।
দণ্ডে উচিত মুই তোরে দিমু শাস্তি॥
বনমৈধ্যে বেশ্যা পাইয়া তারে কর ক্রীড়া।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া তোর হউক ভগপীড়া॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বাক্য ব্যর্থ নাহি তিনলোকে।
পীড়া হইল জনমেজয় দেখে সর্ব্বলোকে॥
আচুম্বিত হইল পীড়া ছিদ্র নাহি গাএ।
কাতর হইয়া পড়ে শৃঙ্গমুনির পাএ॥

ক্রোধ হইলে অধোগতি নরকেত বাস।
মহামুনি ব্যাসদেবে কৈল ইতিহাস॥
ক্রোধ কালে লঘুগুরু নাহি পরিচয়।
ক্রোধ হইলে মহাজন বুদ্ধিহত হয়॥
সৈত্যক্ষেমা দুইধর যেই জন হয়।
নাহিক অভাব তার জানিঅ নিশ্চয়॥
এতেক জানিয়া মনে ক্ষেমা কর ক্রোধ।
ক্রোধ হইলে কার্য্যবাদ ধর্ম্মেত বিরোধ॥
প্রমাদ ফলাইল মুই করিয়া অকার্য্য।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন মুণ্ডে পড়ে বাজ॥
আপনা নাশের হেতু বুবুদ্ধি প্রকাশ।
লঙ্ঘিয়া ব্যাসের বাক্য হইলম সর্ব্বনাশ॥
অপরাধ কৈল আহ্মি তোহ্মার চরণে।
শাপের শাপান্ত দেয় কৃপা কর মতে॥
মুনি বোলে অন্ধ হইয়া আছিলা এখন।
অখনে দেখহ চক্ষু পাকাইয়া অঞ্জন॥
কর্ম্মগতি ফল পাইলা আপনার দোষে।
অব্যাহতি পাইবা তুহ্মি ব্যাস উপদেশে॥

জনমেজয়ের রোগমুক্তির জন্য ব্যাস কর্তৃক
মহাভারত শ্রবণের উপদেশ প্রদান

বার্ত্তা পাইয়া ব্যাসমুনি আসিল সত্বর।
যথা আছে জনমেজয় হস্তিনানগর॥
অভ্যন্তর মৈধ্যে গিয়া দেখিলেন্ত ব্যাসে।
জনমেজয় দেখিয়া কটাক্ষে মুনি হাসে॥
দণ্ডবৎ হইয়া রাজা পড়িলা চরণে।
মুনি বোলে জনমেজয় কি হউক এখনে॥
পূর্ব্বে নিষেধিলুম তোরে করিয়া যতন।
ক্ষুদ্র হইয়া না শুনিলা আহ্মার বচন॥
তারাসব বলবন্ত চন্দ্রসূর্য্যাধিক।
একজনে জিনিবারে পারএ ইন্দ্রেক॥
তারাসব বলবন্ত ছিল মহাবল।
কেমতে বুঝাইব আহ্মি শতেক দুর্ব্বার॥

তোহ্মারে রাখিতে নারি নিরোধ যে করি।
প্রমাদ ফলাইলে রাজা বচন না ধরি॥
রাজা বোলে তুহ্মি বিনে নাহি অন্যাহতি।
বুদ্ধি দেঅ যেনমতে পাইএ মুকতি॥
মুনি বোলে শুন তোহ্মার বংশের কথন।
খণ্ডিব সকল দোষ পাইবা মোচন॥
বৈশম্পায়ন মুনি আছে শিষ্য যে আহ্মার।
তান হৈতে শুন আহ্মার বংশের উদ্ধার॥
এ বলিয়া ব্যাস মুনি গেলা তপোবনে।
বৈশম্পায়নে কহে জনমেজয় শুনে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
পদে পদে শুনে যত ধর্ম্মের বিচার॥
বিজয়ী পাণ্ডব কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি॥
ভারতপ্রসঙ্গ কথা শুনে যেই জনে।
নিত্য গঙ্গাস্নান ফল কহিছে পুরাণে॥
বেদভারত দুই করিয়া তুলনা।
ব্রহ্মাহে দিবারে নারে তাহার উপমা॥
মহাভারতের কথা অতি পুণ্যময়।
ভারতপ্রচার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক জনমেজয়ের নিকট মহাভারত কথন আরম্ভ : চন্দ্রবংশ পরিচয়

সেই মুনি ব্যাসদেবে রচিল ভারত।
সংহিতা নবতিলৈক্ষ আর ত্রিংশৎ॥
পঞ্চদশলৈক্ষ শ্লোক পঠেন্ত বেদমুনি।
পিতৃলোককথা ভক্তি হইয়া শুনি॥
শুকমুখে গন্ধর্ব্বকিন্নরগণে শুনে।
চতুর্দ্দশলৈক্ষ শ্লোক হইয়া সাবধানে॥
একলৈক্ষ শ্লোক মর্ত্ত্যে প্রতিষ্ঠিত।
বৈশম্পায়ন মুনি কহিলা পৃথিবীত॥
মুনি বোলে সাবধানে শুন হে রাজন।
প্রত্যয় হইলে হৈব শাপবিমোচন॥
পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতি মহাজ্ঞানী হৈল।
সৃষ্টি নিয়োজিতে তবে ব্রহ্মাএ কহিল॥
সহস্র কৈন্যার মৈধ্যে জ্যেষ্ঠ হএ সতী।
বিবাহ করিল তানে দেব পশুপতি॥
রোহিণীএ বিহা কৈল [দেব] শশধর।
সপ্তবিংশতি হনে রোহিণী সোন্দর॥
রোহিণী উদরে হইল বুধ মহামতি।
জন্মিলেক বিরোচন তাহার সন্ততি॥
ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আচরিল সেই সুকুমার।
তাতে সমর্পিল বুধে পৃথিবীর ভার॥
সেই হতে চন্দ্রবংশ হইল উৎপত্তি।
সূর্য্যকুল অধিক হইল চক্রবর্ত্তী॥
সেই কুলে ত রাজা তুহ্মি সে হইলা।
ব্যাসের বচন লঙ্ঘি এত দুঃখ পাইলা॥
তার পুত্র বিশ্ববসু হইল দণ্ডধর।
রাজ্য অন্তে গেল রাজা যমের নগর॥
তার পুত্র মহাবসু হইলেক রাজা।
পুত্রবৎসল করি পালিলেক প্রজা॥
অশ্বমেধ রাজসুহি করিল বিস্তর।
রাজ্য করি গেল রাজা ইন্দ্রের নগর॥
তার পুত্র বীরকম্প হইল নৃপতি।
সপ্তদ্বীপ পালে রাজা আপনা শকতি॥
তার শেষে রাজা হইল তাহান সন্ততি।
নিরুপম মহারাজা হৈল চক্রবর্ত্তী॥
অসিপত্র রাজসুহি করিল যতবার।
সেই রাজা স্বর্গে গেল তরিয়া সংসার॥
তার শেষে মহারাজা হইলেক বক।
সেই রাজা আছিলেক ভুবন নায়ক॥
তারপরে ভীমভৌম হইলেক রাজা।
সপ্তদ্বীপ পালিলেক সেই মহাতেজা॥
সেই রাজা স্বর্গে গেল আপনার গুণে।
তার পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি জন্মিল ভুবনে॥
তার পুত্র বীরব্রহ্মা হইল দণ্ডধর।
তার পুত্র মহাভীম যেন পুরন্দর॥

CENTRAL LIBRARY

একশত অশ্বমেধ আর রাজসূয়ি।
দক্ষিণা সহিতে রাজা সাঙ্গ করি লই॥
বৎসর সহস্র দশ হইয়া ভূপতি।
তার শেষে স্বর্গে গেল ভিন্ন ধরিত্রী॥
তার পুত্র হইলেন ঈলিন নৃপতি।
তার পুত্র মহাতেজ দুষ্মন্ত নৃপতি॥
বিশ্বামিত্র মুনির দুহিতা শকুন্তলা।
কণ্বমুনি পাইয়া তাহা ঘরে লইয়া গেলা॥
পুষিয়া পালিয়া মুনি কৈল বর্দ্ধমান।
মুনির দুহিতা হইয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
দৈবযোগে দুষ্মন্ত গেলেন সেই বনে।
আচুম্বিতে কৈন্যা দেখে মুনির সদনে॥
করিল গন্ধর্ব্ব বিহা বনের ভিতর।
কৈন্যা এড়ি রথে চড়ি আইলেক ঘর॥
তার গর্ভে হইল ভরত মহামতি।
যার নামে ভারতভূমি হইলেক খ্যাতি॥
যতদূর ভরতে শাসিয়া বশ্য কৈল।
ততদূর জুড়িয়া ভারতভূমি হইল॥
এহি যে ভারতভূমি গুণের নিদান।
পাপ করি পুণ্য করি নাহি আর স্থান॥
স্বর্গেত নাহিক কিছু দুঃখে থাকি মজি।
এথাএ করিয়া পুণ্য তথাএ গিয়া ভুঞ্জি॥
এত শুনি জনমেজয় হইল বিস্ময়।
করপুটে জিজ্ঞাসিল মুনির স্থানএ॥
কোনমতে বিশ্বামিত্রের বীর্য্য হইল পাত।
কোনমতে বনে কৈন্যা হৈল অকস্মাৎ॥
কোনমতে পাই তানে শকুনি পুষিল।
কোনমতে কণ্ব মুনি পালন করিল॥
কোনমতে দুষ্মন্ত অরণ্যমৈধ্যে গিয়া।
কোনমতে এড়ি আইল বিবাহ করিয়া॥
কোনমতে তারগর্ভে জন্মিল ভরত।
আদিঅন্ত কহ মুনি বিচারিয়া তত্ত্ব॥
মুনি বোলে জনমেজয় মন দিয়া শুন।
মহাভারতের কথা ব্যাসের বচন॥

শকুন্তলা উপাখ্যান

দুষ্মন্ত নৃপতি নাম ঈলিন তনয়।
ইন্দ্র আদি দেব কাপে তাহার যে ভয়ে॥
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজ অতুল মহিমা।
সূর্য্যপ্রভা যথদূর তথদূর সীমা॥
পৃথিবী শাসিয়া রাজ্য করে বাহুবলে।
এ মত ধার্ম্মিক রাজা নাহি ক্ষিতিতলে॥
একদিন মধুমাস বসন্ত সমএ।
মৃগয়া করিতে রাজা ভাবিল হৃদয়ে॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিল সমস্ত।
বোলাবুলি লভিলেক রথহস্তী যথ॥
আজ্ঞা দিল সেনাপতি লড়ে বরাবরি।
ইন্দ্রকে জিনিয়া যেন চলে শীঘ্র করি॥
সৈন্য শত শত বীর দুর্জ্জয় বলবন্ত।
শতে শতে হস্তী চলে রথের নাহি অন্ত॥
আকাশ জুড়িয়া মেঘ যেন জলছটা।
সৈংখ্যা নাহি যথ চলে নৃপতির ঘটা॥
হস্তী ঘোড়া রথারথী চলে যুতে যুতে।
হেন শক্তি নাহি কার পথ যে রহিতে॥
পিপীলিকা পঙ্‌ক্তি যেন চলে এক চাপে।
সুসজ্জিত হইয়া সৈন্য চলে লাখে লাখে॥
নানা অস্ত্র লৈয়া হাতে বীর সব লড়ে।
লেখা নাই চর্ম্ম করি চলে থরে থরে॥
বজ্রাঘাত পড়ে যেন ধনুষ্টঙ্কার।
ত্রিভুবনে দেখি যেন লাগে চমৎকার॥
ধূলা অন্ধকার হৈল গগন আবরি।
ঢাকি রবির গতি অন্ধকার করি॥
চতুর্দ্দিগে ধাএ সৈন্য নাহিক প্রকাশ।
দুষ্মন্ত চলিল দেখি ইন্দ্র পাইল ত্রাস॥
বনমৈধ্যে প্রবেশিয়া নৃপতি কুমার।
মারিল অনেক মৃগ সৈংখ্যা নাহি তার॥
চারিভিতে রক্ষিগণ চতুরঙ্গবলে।
পর্ব্বতের যথ পশু বন্দী কৈল জালে॥

গবয় শার্দুল সিংহ হরিণ চমরী ।
শশক শূকর আদি সর্ব্ব জালে বেড়ি ॥
অযুতে অযুতে মৃগ মারিল নৃপতি ।
তথাপি রাজার মনে না হইল তৃপ্তি ॥
সর্ব্ব সৈন্য উলটিয়া চাহিল নৃপতি ।
দেখিলেক সৈন্য যে দুর্ব্বল হইল অতি ॥
শ্রম পাইয়া সর্ব্ব সৈন্য হইল বিকল ।
তিষ্টায় আকুল হইয়া খাইতে চাহে জল ॥
রৌদ্র আতপে ঘর্ম্ম হইয়াছে কায়া ।
ভূমিতে বসিল সব পাই বৃক্ষছায়া ॥
ক্ষুধায় আকুল হৈল শান্ত নহে মন ।
মৃগ মাংস খায় কেহ করিয়া দংশন ॥
কতদূর গিয়া দেখে মুনির আশ্রম ।
অহিংসক পুরী দেখে স্বর্গের উত্তম ॥
লোমশ যে আদি মুনি বৈসে একস্থানে ।
যথেক অদ্ভুত আছে কি কহিমু বাখানে ॥
মালিনী নামে নদী বেড়িছে চারিপাশে ॥
জপেতপে মুনিসব বড় সুখে আছে ॥
অতি বিলক্ষণ সব দেখিতে সুশোভন ।
কোন পক্ষী নাই তাতে কোন জন্তুগণ ॥
ভক্ষভক্ষকে কেহ কাক নাহি হিংসে ।
একত্র হইয়া সব থাকে নানা রসে ॥
বনমৈধ্যে বৃক্ষসব আছে পুষ্পফল ।
বসন্তে পুষ্পিত হইয়া ফুটিল সকল ॥
ফলেফুলে বৃক্ষসব লক্ষিত হইছে ভাল ।
উন্মত্ত [অলি] কামভাবে বৈসে সর্ব্ব ফুল ॥
মলয়া সমীর বায়ু বহে সর্ব্বক্ষণ ।
আমোদ সুগন্ধি গন্ধে মোহে মুনিগণ ॥
চতুর্দ্দিগে কোলাহল কোকিলের নাদে ।
মধুকরে মধু পিয়া নাচএ স্বচ্ছন্দে ॥
বন দেখি নৃপতি হরিষ হৈল মন ।
চাহিতে চাহিতে বেড়াএ সকল কানন ॥
রথ উপেক্ষিয়া রাজা পুরী প্রবেশিয়া ।
সর্ব্ব মুনিগণ আইল রাজাকে দেখিয়া ॥

ফলমূল দিয়া রাজা করাইল ভোজন ।
কেহ নিয়া জল দিল কেহ তৃণাসন ॥
পশুপক্ষী জীবজন্তু বৈসে নানা জাতি ।
তথাতে বঞ্চিল রাত্রি দুষ্মন্ত নৃপতি ॥
সৈন্যসব আনিয়া কহিল বিদ্যমান ।
এহি বন সকলে বেড়িবা সাবধান ॥
আছএ বহুল জন্তু এই বন মাঝে ।
অগণ্যে আজ্ঞার ঠাই কহিছে ই কাজে ॥
রাখিবা সকলে মিলিয়া করিয়া যতন ।
ইহার বাহির যেন নহে পশুগণ ॥
যেনমত আদেশ করিল নরপতি ।
তেনমতে অরণ্য বেড়িল শীঘ্রগতি ॥
হেনমতে সুগন্ধা যে জাতে অপ্সরী ।
অরণ্যেত প্রবেশিল মৃগরূপ ধরি ॥
মুনিসবে দেখি বোলে বড় হি কতুক ।
সুগন্ধা অপ্সরা কেনে হৈল মৃগরূপ ॥
সুতে বোলে কহি শুন এহার কথন ।
সুগন্ধা অপ্সরী মৃগ হইল যে কারণ ॥
দেবকার্য্য সাধিয়া মেনকা ঘরে গেল ।
কৈন্যা এড়ি গেল হেন মনেত ভাবিল ॥
শকুন্তলা নামে কৈন্যা মেনকা গর্ভে হৈল ।
কণ্ব মুনি পাইল যে তাহাকে পুষিল ॥
পশ্চাতে কহিব তার পূর্ব্ব বিবরণ ।
কহি শুন হরিণ হইল যে কারণ ॥
প্রিয় সখী সুগন্ধাক কহিল তখন ।
মুনির সহাএ কৈন্যা এড়ি আইলুম বন ॥
মরণ নাহিক তার আছে মোর বর ।
শকুন্তলা নামে কৈন্যা কণ্ব মুনির ঘর ॥
দুষ্মন্ত করিব বিহা হাসে চন্দ্রমুখী ।
তথাএ গিয়া আন বার্ত্তা শুন প্রাণসখী ॥
তার প্রিয়কার্য্য হেতু সুগন্ধা চলিল ।
পরম সোন্দরী কৈন্যা আশ্রমে দেখিল ॥
রূপগুণে ভুবনে নাহিক তার সম ।
সে রূপে উজ্জ্বল হৈল মুনির আশ্রম ॥

CENTRAL LIBRARY

মালিনী সুগন্ধা বলি গেল তান কাছে।
অনাগত জন দেখি শকুন্তলাএ পুছে ॥
কেবা তুহ্মি সোন্দরী মালিনী রূপ ধরি।
নির্জ্জন বনেত তুহ্মি আইলা একেশ্বরী ॥
সুগন্ধাএ বোলে আহ্মি স্বর্গপুরবাসী।
কার্য্যহেতু পাঠাইল মেনকা রূপসী ॥
মুনির শঙ্কায় তোহ্মা এড়িল বনএ।
স্বর্গেত না নিল তোহ্মা দেবতার ভয়ে ॥
বড় পুণ্যবতী তুহ্মি বড় ভাগ্যবতী।
তোহ্মা বিহা করিব দুষ্মন্ত নরপতি ॥
পুত্র তোর হইব ভরত গুণী ধীর।
তার নামে ভারতভূমি হইব পৃথিবীর ॥
তোহ্মার মহিমা গাহিব সর্ব্বলোকে।
মেনকাএ স্বর্গে আসি সেই যাইব তোকে ॥
যথ দুঃখ পাইলা তুহ্মি তপস্বী আশ্রমে।
লভিবা অনেক সুখ সেই অনুক্রমে ॥
শকুন্তলা বোলে না চিহ্নি মাও বাপ।
না জানি কেমন সুখ কারে বোলে তাপ ॥
মুনিএ পুষিল মোরে তপোবনে আনি।
ফলমূল খাই বঞ্চি এহি মাত্র জানি ॥
তোহ্মাতে জানিল আহ্মি জননী মেনকা।
কহিতে শুনিছি মুনি নাহি হএ দেখা ॥
সুগন্ধাএ বোলে আহ্মি তোহ্মা দিল বর।
সতত ষোড়শী হৈবা পৃথিবী ভিতর ॥
তাহা হতে বিদায় হৈয়া অন্তরীক্ষ হৈল।
দুষ্মন্তের নাম শুনি বড় প্রীতি হৈল ॥
সুগন্ধা চলিয়া গেল আকাশমণ্ডলে।
দুষ্মন্তে মৃগয়া করে দেখে কুতূহলে ॥
দুষ্মন্ত দেখিয়া তথা রহিল অপ্সরী।
প্রবেশিল সেই বনে মৃগরূপ ধরি ॥
দুষ্মন্ত নিকটে গিয়া করে ছন্দোবন্ধ।
ক্ষণে শীঘ্রগতি চলে ক্ষণে চলে মন্দ ॥
চঞ্চল নয়ন ক্ষণে ফিরি ফিরি চাহে।
মৃগরূপ দেখিয়া দুষ্মন্ত পাছে ধায় ॥
ক্ষণেকে নিকটে যায় ক্ষণে দূরে যায়।
ধরিবারে চাহে রাজা ধরণ না যায় ॥
মায়া মৃগপতি ভ্রমি অতি দূরে গেল।
সৈন্যের নিকটে হেন তথাপি জানিল ॥
তৃষ্ণাএ আকুল রাজা ঘর্ম্মিত শরীর।
তথাপিহ মৃগ পিছে ধায় মহাবীর ॥
মৃগী পিছে ধাইতে দেখিল তপোবন।
মৃগ ছাড়ি করে রাজা জল নিরীক্ষণ ॥
মৃগীকে দেখিল সেই বনমৈধ্যে যাইতে।
কেবা নাহি মোহ পাএ সে বন দেখিতে ॥
সুশীতল মন্দ বায়ু বহে গন্ধবাস।
ফলে ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ ॥
বসন্ত মধুর ধ্বনি মত্ত পক্ষিগণে।
বড় রসে প্রীতি খেলে পক্ষিণী সকলে ॥
মন্দ মন্দ বায়ু বহে বৃক্ষ সব নড়ে।
ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে ॥
বড় বড় শাখা সব অতি মনোহর।
থোপা থোপা নড়ে পুষ্প অতি মনোহর ॥
অতি রম্য তপোবন কুসুমে বেষ্টিত।
ভ্রমরের কলশব্দে হইছে শব্দিত ॥
* * * * দেখিল না থাকে মত্ত হৈয়া।
কেবা নাহি মোহ পায় সে বন দেখিয়া ॥
একদণ্ডী বৃক্ষ সব কুসুমে ভূষিত।
ইন্দ্রধ্বজ সম যেন কুসুমে ভূষিত ॥
নানা বর্ণে পুষ্প সব দেখি তার কাছে।
জলেস্থলে পক্ষীসব তাহাকে শোভিছে ॥
হেন জল না দেখিল নাহিক কমল।
হেন পদ্ম না দেখিল নাহিক ভ্রমর ॥
মৃগ সৈন্য সবে রাজা স্থির [বিস্মরিল]।
তপোবন শোভা দেখি শরীর ভেদিল ॥
হেনকালে শকুন্তলা প্রমোদিত চিত্ত।
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীর সহিত ॥
কলসী ভরিয়া জল সিঞ্চে তরুমূলে।
* * * বনের মত বৃক্ষ ফলে ফুলে ॥

তীর্থযাত্রা যাইতে কহিল কণ্ব মুনি ।
প্রিয়ভাবে বাক্য তিনকৈন্যা নিকটে আনি ॥
জল দিয়া তরু সব রাখিয় যতনে ।
শকুন্তলা যতনে পালিবা দুইজনে ॥
সেই বাক্য মনে ধরি নিত্য সিঞ্চে জল ।
শ্রম পাইয়া তিনজন হইল বিকল ॥
আছএ মালিনী নদী তাহান উত্তরে ।
পূর্ব্বভাগে কামাবন দিব্য সরোবরে ॥
শোভিছে কমল জলে ভ্রমে নানা পক্ষী ।
জলক্রীড়া করে তথা তিনজন সখী ॥
বক্ষ শোভাএ নিন্দা করিল কমল ।
মৃণাল সদৃশ ভুজ তনু সুকোমল ॥
আখির কটাক্ষে লজ্জা পাইল পঞ্চশর ।
করতল পদ রাঙ্গা বিম্ব ওষ্ঠঅধর ॥
মৈধ্যভাগে ক্ষীণ জিনি তথা অতি গুরু ।
কিবা ইন্দ্রবজ্র কিবা শিবের ডমরু ॥
অতি পীনোত্তর রম্য হয় দুই স্তন ।
কনক কলস যেন করএ লোভন ॥
তপ্তকাঞ্চন কান্তি সুকেশ দীঘল ।
চামর তাহার হতে না হএ দীঘল ॥
আকাশমণ্ডলে যেন ছটকে বিজুলি ।
হিঙ্গুলে চিত্রিত যেন কনকপুত্তলী ॥
অরণ্যদাড়িম্ব জিনি দশন উজ্জ্বল ।
অকলঙ্ক শশীসম বদন কমল ॥
তরুণঅরুণ কান্তি সূর্য্য চন্দ্র সম ।
সে রূপ চাহিতে কাম রতির সম্ভ্রম ॥
সখী মিলি জল সিঞ্চি দেহি গাএ গাএ ।
নবীন মেঘেতে যেন বিজুরী খেলএ ॥
সে বন ভ্রমিতে রাজা তাহাকে দেখিল ।
চিত্রের পুত্তলী যেন নৃপতি রহিল ॥
চাহিতে না চলে আখি রূপের নাহি সীমা ।
উপমা দিবারে নাহি তাহার প্রতিম ॥
নয়ন রহিল যেন পঙ্কজ মধুপ ।
সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হৈল দেখি সেই রূপ ॥

কামশরে হানিলেক উপজিল তাপ ।
সর্ব্বাঙ্গ কাপিতে কাপে হৃদয়কলাপ ॥
হেন রূপ গুণ নাহি দেখি শুনি আর ।
পৃথিবী পূর্ণ যেন লক্ষ্মী অবতার ॥
চাহিতে চাহিতে রাজার না পূরে আরতি ।
আচুম্বিতে শকুন্তলাএ দেখিল নৃপতি ॥
প্রথম যৌবনকাল ঈলিন তনয় ।
[পঞ্চশর] কাম যেন [ধনুক] হাতএ ॥
অন্তে অন্তে দুইজন হইল দরশন ।
দুহানে দুহান মন পড়ে ততক্ষণ ॥
উপজিল লাজ মুখ ঢাকিল কিঞ্চিৎ ।
সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইল জলে হইল লজ্জিত ॥
কতক্ষণে দুই সখী কৈল আলোকন ।
দেখিল পুরুষসিংহ যেমন মদন ॥
কানে কান লাগি কৈল সত্বরে চল ঘরে ।
ভিন্ন জনে দেখে তোহ্মা মুক্ত কলেবরে ॥
তোর রূপ দেখিয়া দেবতা মোহ পাএ ।
হেন তোহ্মা সামান্য পথিকে রহি চাহে ॥
ইন্দ্রে কাম্য করে তোহ্মার দেখিবারে মুখ ।
হেন তোহ্মা পথিকে যে দেখন্ত কতুক ॥
শকুন্তলাএ বোলে তুহ্মি বঞ্চনা কর সখী ।
তুহ্মি যাথে দেখ বোল আহ্মি ত না দেখি ॥
অনঙ্গ বিশিখ ঘাএ স্থির নহে চিত্ত ।
সখীমন প্রবোধিতে বোলে অন্য রীত ॥
আউদল চুল তার সত্বরে সম্বর ।
দশন মাজিয়া শীঘ্র মুখে দিল জল ॥
সূর্য্য দণ্ডবৎ করি চলিলেক ঘর ।
লজ্জিত হাসিত মুখ ঢাকএ কুন্তল ॥
কুরঙ্গ নয়ন দৃষ্টি যেহেন ভ্রমর ।
উড়ি উড়ি পড়ে যেন মত্ত মধুকর ॥
ফিরিয়া চাহিতে চাহে চকোরনয়নী ।
না জানি সখীএ দেখি ফিরেন্ত এমনি ॥
কুম্ভ সব লৈয়া ঘরে গেল তিনজন ।
দৃষ্টি হতে দূরে গেল নহে আলোকন ॥

CENTRAL LIBRARY

না দেখিল তিনজন গেল কোন ভিত।
ক্ষেণেকে বিকল রাজা ক্ষেণেকে মূর্চ্ছিত ॥
সূর্য্য অস্ত গেলে যেন নিশি অন্ধকার।
পাপীএ না দেখে যেন স্বর্গের দুয়ার ॥
দেখিলে * * * * * * * * * চাতুরি।
সেই সব মতিগতি বলিল অনুসারি ॥
হাস্য লাস্য মাধুর্য্য দেখিতে ক্ষণি ক্ষণি।
নিদ্রা হৈতে জাগিয়ে জগতের কাহিনী ॥
সেই পথ অনুসারি নৃপতি চলিল।
হেনকালে সৈন্য সব তথাতে মিলিল ॥
সৈন্যক দেখিয়া রাজা কিছু না বলিল।
স্থানের নিশ্চয় করি দুষ্মন্তে রহিল ॥
* * * * * * * * * * * * * * বর।
ঘর্ম্মে গাও তপ্ত বাও বহে নিরন্তর ॥
ধ্যানলগ্ন চিত্ত মগ্ন শরীর ভিতর।
* * আরতি ভাবি রূপ মনোহর ॥
রাজা * * দেখি সকল চিন্তিত।
বিলম্ব দেখিয়া কিবা হইছে দুঃখিত ॥
অন্যে অন্যে এহিমতে কহিল কথন।
সর্ব্ব সৈন্য এক হৈল মৃগয়া ভুবন ॥
চিত্ররথ সম সৈন্য সেনাপতি আইল।
বুঝিতে রাজার চিত্ত কহিতে লাগিল ॥
আজি মৃগয়াতে রাজা জনিল উৎসুক।
উপদেশ ভাল আমার নয়নের সুখ ॥
বিক্রমে অর্জ্জিত রাজ্য বড় পুণ্যে পাই।
বিক্রম অভাবে * * * * * * * * ॥
* * * * * * * * * * * * দেখিল।
প্রাণভয়ে বহু জন্তু সব পলাইল ॥
হস্তী পঞ্চানন এক পলাএ যে বনে।
সিংহ আমন্ত্রিয়া যায় যথ করী সনে ॥
ব্যাঘ্র হরিণ মিলিএ একত্র পলাএ।
প্রাণভয়ে জীবজন্তু বন এড়িয়া যাএ ॥
নারী ছাড়ি পুরুষ পুরুষ ছাড়ি নারী।
আকুল বদনে ধাএ বৎস পরিহারি ॥
ঊর্দ্ধমুখে ধাএ সর্ব্ব মিলিত একাকার।
পলাএ হরিণ সব পৃষ্ঠে পড়ে শর ॥
শূকর শশক মৃগ ঊর্দ্ধমুখে ধাএ।
তাএ রঙ্গ দেখি সব কতুকে খেদাএ ॥
তাহা শুনি দুষ্মন্তে বলিল তার প্রতি।
স্ত্রীপুত্র মিলিয়া বঞ্চুক সুখে রাত্রি ॥
একাএ মিলুক বন্ধু আছএ যাহার।
দেখুক গিয়া পুত্রপৌত্র আপনার ॥
ভক্ষ্যভক্ষকে মিলি থাকুক একখানে।
শত্রুমিত্র একত্রে বঞ্চুক সুস্থ মনে ॥
আজি মৃগহিংসা নাহি শুন পাত্রগণ।
ই বলিয়া প্রবেশিল আপনা ভুবন ॥
এথ শুনি মনেত চিন্তিত পাত্রগণ।
বিষণ্ণ বদনে রাজা চিন্তে মনে মন ॥
রাজাতে পুছিয়া মর্ম্ম বুঝিয়া ইহার।
তবে যে জুয়াএ তার চিন্তিমু প্রকার ॥
তবে বৃদ্ধ মন্ত্রীবরে কহিল তাহারে।
রাজমর্ম্ম বুঝিবারে চাহএ বর্ব্বরে ॥
দেবতাপ্রকৃতি রাজা নরসবের বর।
জয়লক্ষ্মী যার আগে বৈসে নিরন্তর ॥
যাহার প্রতাপে সব লোক কম্পমান।
কোন জন বুদ্ধিমন্ত তাহার সমান ॥
রাজনীতি এহি জ্ঞান কহিএ তোহ্মারে।
রাজার অন্তর কথা না পুছিব তাতে ॥
মিথ্যা যদি কহে রাজাএ সৈত্য সে বলিব।
আগুপাছু নিবেদিয়া উত্তর বলিব ॥
ক্রোধকালে না বলিব পররাজ্য কথা।
পরিহার্য্য চপলতা বর্জ্জিব সর্ব্বথা ॥
না পুছিলে সর্ব্বথাএ কিছু না বলিব।
পুন অধিকার চেষ্টা তখন করিব ॥
অন্তঃপুরে নারীসঙ্গে না কহিব কথা।
অপ্রত্যয় না করিব না বলিব মিথ্যা ॥
রাজমন্ত্র সন্ধি গুপ্ত ছিদ্র না করিব।
রাজবন্ধু সবেরে অপ্রিয় না করিব ॥

CENTRAL LIBRARY

রাজভক্ষ্য বস্তুতে না করিব অভিলাষ।
রাজাক তাপ না করিব না করে বিশ্বাস॥
নিত্য নবীন হেন মনেত জানিব।
আগু পাছে বিচারিয়া উত্তরে বলিব॥
এহি সর্ব্ব রাজসভার কহিলাম নীত।
বৃহস্পতি প্রকাশিল শাস্ত্রের বিহিত॥
তুহ্মি সবে জিজ্ঞাসিতে না হএ উচিত।
বিদূষক পাঠাইয়া জানিবা নিশ্চিত॥
তবে বিদূষক স্থানে সকলে কহিল।
যথাত নির্জ্জন স্থান তথাএ পাঠাইল॥
অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার বিদূষক।
রাজার শুদ্ধি বড় পুরীর রক্ষক॥
জিজ্ঞাসিতে তাহার যে কিছু নাই ভয়।
রাজাতে পুছিলা সেই জানিতে নির্ণয়॥
অরে ঈলিনসুত দুষ্মন্ত নৃপতি।
কি কারণে তোহ্মারে মলিন দেখি অতি॥
ভয় হেতু নাহি কিছু জরা শোক ক্লেশ।
চিরদিন নাহি হএ ছাড়ি আইলা দেশ॥
বুঝিতে না পারি কিছু তোহ্মার লৈক্ষণ।
বনেত সোন্দরী কিবা দিল দরশন॥
মোর ঠাই কহ রাজা যে আছে চিত্তেতে।
আহ্মি সে পারিব তোহ্মার সে কার্য্য সাধিতে॥
হাসিয়া বলিল রাজা শুন মহামতি।
বনেত দেখিলুম এক সোন্দর যুবতী॥
যৌবন পরম দিব্য কান্তি কলেবর।
জিনি চন্দ্রমণ্ডল বদন মনোহর॥
কি কহিব রূপ গুণ অদ্ভুত সর্ব্ব।
তাহারে দেখিলে হার মানি সবের গর্ব্ব॥
তপস্বিনী কৈন্যা সেই কোন জাতি জানি।
ফলমূল ভক্ষি সেই ক্ষীণ সুবদনী॥
অঙ্গরাগ আভরণ না দেখিল তার।
এহি রূপ পারে ত্রিভুবন জিনিবার॥
তাহা দেখি মোহ গেলুম না দেখিলুম পুনি।
সেই হৈতে শরীরে প্রাণ আছে কিনা জানি॥
তাহার বিরহে মন অস্থির বিকল।
যত রাজসুখ ভোগ সকল বিফল॥
শুনিয়া রাজার বাক্য বোলে বিদূষক।
সর্ব্বজনের জীব তোহ্মি পৃথিবী পালক॥
বৈসএ উত্তম জ্ঞান তোহ্মার হৃদয়।
কোন কার্য্য হেতু রাজা ভাবহ বিস্ময়॥
সুরূপ কুরূপ দেহে আত্মারাম বৈসে।
চক্ষু কর্ণ নাসা মুখ শরীর বিশেষে॥
রক্ত মাংস হস্ত পদ একহি সকল।
সুখভোগ কাম ক্রোধ ইন্দ্রিয় নিশ্চল॥
বিশেষতঃ তপোবনে ব্রাহ্মণ সকল।
দেবমূর্ত্তি তথাএ বৈসে ব্রাহ্মণী সকল॥
আছিল বনেত পূর্ব্বে গৌতমী ব্রাহ্মণী।
কপট করিয়া ইন্দ্রে হরিলেক পুনি॥
রাজাএ বোলে বিদূষক তোহ্মি যে বাতুর।
অতি বৃদ্ধ তোর রাগ রস গেল দূর॥
তোহ্মি বৃদ্ধ হৈতে নহে এই সব মন্ত্রণা।
যাহার শরীরে ব্যাধি সে জানে বেদনা॥
নৌকাএ পর্ব্বত পথ নারে তরিবার।
সঙ্কটে সমুদ্র জলে হৈতে নারে পার॥
বচন প্রকারে কর্ম্মে ব্যথা নহে দূর।
বৃদ্ধ বিনে ধর্ম্ম নাহি শুনে কামাতুর॥
জলের ভিতরে থাকি সর্পে যারে খাএ।
অঙ্গুলী ছেদিলে নি সে জন সুস্থ হএ॥
ও রূপ দেখিয়া যেই মোহ নাহি পাএ।
তার মাংস কাক যে কুকুরে না খাএ॥
তোকে কহি ফল নাহি সহজেই মূঢ়।
রাখিব আপন মনে এতেক নিগূঢ়॥
বিদূষকে বোলে রাজা চিত্ত নহে ভাল।
অকার্য্য করিয়া পাছে ঠেকাইবা জঞ্জাল॥
যদি বা বিফল ভাব না থাকিব এথা।
যাইব তোহ্মার মাও রথান্তরি যথা॥
মহাদেবী আগে যে কহিব বিবরণ।
দেখিল তোহ্মার আহ্মি যত কুলক্ষণ॥

CENTRAL LIBRARY

রাজা বোলে নহে আক্ষি এতেক লৈক্ষণ।
কহিয়া বুঝিল তুক্ষি বর্ব্বরের মন॥
তোক্ষাতে যে গুপ্ত কথা এবে কহি শুন।
চিত্ত মোর অস্থির হইল যে কারণ॥
মহা মহা মুনি সব এথাতে প্রবীণ।
থাকিব তাহার সেবা করিব কত দিন॥
সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া সব চলি যাও দেশ।
কিছুমাত্র মোর সঙ্গে রহুক বিশেষ॥
সকল মুনির সঙ্গে করি পরিচয়।
কথোদিন বিলম্বে যে যাইব দেশয়॥
ই বলিয়া নিঃশব্দে রহিল নৃপবর।
বিদূষক ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল ঘর॥
রজনী প্রবেশ তবে রাজা মহাশএ।
উর্দ্ধে বৈসে অনুক্ষণ আকুল হৃদয়ে॥
নিশাভাগে একেশ্বর গেল তপোবনে।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল নৃপতির মনে॥
আমোদিত গন্ধ বহে ডাকে পক্ষিগণ।
সে বনে দেখিল স্থল অতি সুশোভন॥
তার মৈধ্যে দেখে ঘর বিচিত্র নির্ম্মাণ।
পদ আশঙ্কিয়া গেল তাহার সন্নিধান॥
রাজাএ বোলে পূর্ব্বে যদি থাকি পুণ্য করি।
এহি ঘরে অবশ্য থাকে সে সোন্দরী॥
এথ বলি গবাক্ষে যে দৃষ্টি দিয়া চাহে।
দেখিলেন্ত তিন কৈন্যা আছেন তথাএ॥
জ্বলিতে আছএ দীপ বসিছে দুইজন।
বস্ত্রাঞ্চল পাতি এক করিছে শয়ন॥
চন্দনে লেপিছে তনু শ্বাস বহে ঘন।
বিচিতে আছেন গাও সখী দুইজন॥
রাজাএ বোলে বিধাতা প্রসন্ন হএ যবে।
মোর প্রসঙ্গ কথা কহিবেক তবে॥
জন্মিল বিরহ ব্যথা মোর দরশনে।
সহস্র সোবর্ণ দান করিমু ব্রাহ্মণে॥
হেন সব কথা যদি তার মুখে শুনি।
স্বস্তি বাচ পাঠাইমু বিপ্রসব আনি॥

এমত ভাবিতে রাজাএ প্রিয়ম্বদাএ পুছে।
না জানি শরীরে তোর কোন ব্যাধি আছে॥
তার প্রতিকার করম কহ মোতে কাজ।
যার সনে প্রীতি করি তাতে কেন লাজ॥
কফ বাত পিত্ত হৈতে নাহি কোন রোগ।
ভাল মতে আছে তোর নাড়ীর সংযোগ॥
শীতোষ্ণ কালে বড় তপ্ত বহে শ্বাস।
মর্ম্মেত বেদনা মুখে না করে প্রকাশ॥
কার হৈতে বিরহ জন্মিল কহ তোর।
মিথ্যা যদি কহ শপথ লাগে মোর॥
অবশ্য তোক্ষার লাগি করিমু প্রতিকার।
যদ্যপিও সত্য হএ তথাপিহ ভার॥
রাজাএ বোলে যদি থাকে ভাগ্যের উদয়ে।
মোর কথা এথা তেজে কহিব নিশ্চএ॥
তার কথা শুনি শকুন্তলা সুবদনী।
বোলন্ত বিরহ ব্যথা আক্ষি ত না জানি॥
যদি তুক্ষি সবে জান হিত উপদেশ।
করিবারে কোন কার্য্য এত বিশেষ॥
স্নান করি তখনে আইল আক্ষি ঘর।
সেই হনে মোহোর অস্থির কলেবর॥
দেখিলুম পুরুষ এক সরোবর তীরে।
সেই রূপ দেখিবারে চাহম গোচরে॥
তবে দুই সখী বোলে তাহারে না চিহ্নি।
দুষ্মন্ত আসিছে হেন লোকমুখে শুনি॥
যদি বা তাহারে বঞ্চিতে অভিলাষ।
দূতমুখে তার ঠাই করিব প্রকাশ॥
ঈষৎ হাসিয়া কৈন্যা না দিল উত্তর।
হরিষে পূর্ণিত হইল নৃপ কলেবর॥
আপনাকে ধৈন্য হেন মানিল আপনে।
আপনা প্রকাশ যেন আছে মোর মনে॥
এখনে আপনে আক্ষি দিব পরিচয়।
দৈবে বিধি মিলাইল ভাগ্যের উদয়॥
কিন্তু এ মনে চিন্তা হইল আমার।
ব্রাহ্মণেত বিবাহ ক্ষত্রিয় অনাচার॥

অধর্ম্ম কর্ম্মেত কেনে হৈল অভিরুচি।
যে যুক্ত করিব পাছে আগে তাকে পুছি॥
হেন ভাবি মহারাজা গৃহদ্বারে গেল।
সচকিত হৈয়া তানা রাজাতে পুছিল॥
কেবা তুহ্মি এত রাত্রি এথা আগমন।
তপোবনে আসিয়াছ হিংসিতে ব্রাহ্মণ॥
তীর্থ যাত্রাএ গেল মুনি আহ্মি সব এড়ি।
নিঃশব্দ হৈয়া কেনে আইলা বিপ্রবাড়ী॥
ব্রহ্মশাপ করি কিছু নাই তোহ্মা ভএ।
কিবা হেতু কেনে এথা দাও পরিচএ॥
রাজাএ বোলে মোর নাম দুষ্মন্ত নৃপতি।
ইলিনতনয় চন্দ্র বংশেত উৎপত্তি॥
আইল মৃগয়া হেতু এহি তপোবন।
সরোবরতীরে দেখা হৈল তোহ্মা সন॥
জানিতে আইল তোহ্মা সকলের মর্ম্ম।
পরিচয় হৈলে কিছু নাহিক অধর্ম্ম॥
তবে কৈন্যা সবে মনে হরষিত হইল।
শকুন্তলা সম্বোধিয়া সখীএ কহিল॥
আইল দুষ্মন্ত এবে সিদ্ধি হৈল কাজ।
কি কর্ম্ম করিবা এবে বোল এড়ি লাজ॥
তার বাক্যে শকুন্তলা লজ্জিত হইল।
বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিতে লাগিল॥
তার মন বুঝিয়া যে সখী দুইজন।
রাজাকে বসিতে দিল উত্তম আসন॥
হরিষ হইয়া রাজা বসিল আসনে।
ধর্ম্ম অধর্ম্ম রাজা চিন্তে মনে মনে॥
মুই ধর্ম্ম রাজা হেন লোকেত বিদিত।
ব্রাহ্মণীর প্রতি কেনে গেল মোর চিত্ত॥
এহাকে ছাড়িতে চিত্তে না হএ প্রবোধ।
পাণিগ্রহ কৈলে হএ ধর্ম্মেত বিরোধ॥
ই বড় সঙ্কট মোর হইল উপস্থিত।
ছাড়িলে না রহে প্রাণ গ্রহণে নিন্দিত॥
এথ ভাবি চিন্তিত হইল নরনাথ।
অনুসূয়া প্রিয়ম্বদাএ পুছিল রাজাত॥
কোন চিন্তা ভাব রাজা হইয়া নিঃশব্দ।
উত্তর না কর কেনে হইয়া আছ স্তব্ধ॥
রাজাএ বোলে একথা জিজ্ঞাসি তোহ্মাএ।
নিশ্চএ কপট ছাড়ি কহিবা আহ্মাত॥
সদাএ ধর্ম্মেত মতি নহে অনাচার।
ব্রাহ্মণীতে চিত্ত কেনে হৈল আহ্মার॥
এতেক সন্দেহ বড় তোহ্মাতে জিজ্ঞাসি।
উর্দ্ধরেতা লোকে বলে কণ্ব মহাঋষি॥
কামভাবে মুনিএ কোন নারী লইল।
তাহান ঔরসে কৈন্যা কিরূপ জন্মিল॥
এহাকে শুনিতে এবে বাঞ্ছা হৈল মনে।
চিত্ত শান্ত কর কথা কহিএ আপনে॥
তবে প্রিয়ম্বদাএ বোলে শুন নরনাথ।
ইহার জন্মের কথা কহিব তোহ্মাত॥
এক ঋষি আসি কৈন্যা আশ্রমে দেখিল।
তবে সেই ঋষিএ মুনিতে জিজ্ঞাসিল॥
কোন জাতি কৈন্যা এহি আশ্রমে তোহ্মার।
উর্দ্ধরেতা জানি তুহ্মি ই কন্যা কাহার॥
তবে কণ্ব মুনি কথা তাহাকে কহিল।
এহার জন্মের কথা যে হেন শুনিল॥
সে কথা তোহ্মাতে কহি শুন দিয়া মন।
শকুন্তলা কুমারীর জন্ম বিবরণ॥
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র মুনি তপ আরম্ভিল।
তার তপ দেখি ইন্দ্র বড় ভয় পাইল॥
অতি উগ্র তপ দেখি চিন্তে দেবরাজ।
মেনকা অপ্সরী আনি কহিলেক কাজ॥
বড় ভয় হৈল মোর বিশ্বামিত্র হৈতে।
তপ হৈতে তার মন টলে কোনমতে॥
তুহ্মি বিনে তাহারে মোহিতে নারে আনে।
তার তাপ ভঙ্গ হইলে দেয় পরিত্রাণে॥
সকল অপ্সরা মৈধ্যে তুহ্মি সে প্রধান।
তুহ্মি বিনে তাহারে মোহিতে নারে আন॥
কামদেব সঙ্গে যাউক শর ধনু লৈয়া।
ইন্দ্রপদে স্থাপ মোরে তাহাকে মোহিয়া॥

CENTRAL LIBRARY

মেনকাএ বোলে দেবরাজ বাক্য শুনি ।
তপেত যে উগ্র বড় বিশ্বামিত্র মুনি ॥
তার তেজ সম নাই এ তিন ভুবন ।
ক্ষত্রিয় আছিল সেই হইল ব্রাহ্মণ ॥
মহামুনি বশিষ্ঠের পুত্র যে মারিল ।
স্নান করি কৌশিকী নদীর প্রভা হইল ॥
চণ্ডাল ত্রিশঙ্কু রাজা মুনি শাপ হৈল ।
আপনার তপ গর্ব্ব তাহাকে জানাইল ॥
সোম পৃষ্ঠে তুহ্মি ভঙ্গ দিলা যার ডরে ।
যার কোপে যক্ষ লোক সদাএ ভয় করে ॥
তপস্যা করিল যেই সেই নদীতীরে ।
মুনিপাড়া হেন নাম ঘোষএ সংসারে ॥
তপ বলে পুন সৃষ্টি করিয়াছে যে ।
তেজ সহি তাহার সমুখ হইব কে ॥
এত কর্ম্ম যাহার শুনিতে লাগে ডর ।
যে মতে না হএ পণ্ড সেই কর্ম্ম কর ॥
তিন লোক দহিবারে পারে বিশ্বামিত্র ।
পৃথিবী টানিতে পারে কি তার বিচিত্র ॥
সুমেরুর শৃঙ্গ সেই সংহারিতে পারে ।
নারী হৈয়া আহ্মি কেনে না ডরাইব তারে ॥
তুহ্মি যেই বোল কার্য্য করিবারে চাই ।
সে মুনি বিষম জন দেখিয়া ডরাই ॥
ইন্দ্রে বোলে ভয় ছাড়ি চল বরাঙ্গনা ।
আহ্মি তোহ্মার লাগি করিব বাঞ্ছনা ॥
ইন্দ্রবাক্য পালিবারে মেনকা রূপসী ।
পৃথিবী আইল যথা বিশ্বামিত্র ঋষি ॥

দীর্ঘ ছন্দ : বসন্ত রাগ

চৈত্র বসন্ত মাস সুগন্ধি শীতল বাস
তরুণ অঙ্গ সুখে ভূষিত ।
বায়ু বহে মন্দগতি যুবক যুবতী প্রীতি
পশুপক্ষী সব আনন্দিত ॥
ভ্রমহি ভ্রমর ফুলে কুহু কুহু নাদ বোলে
ময়ূরে মণ্ডলী করি নাচে ।
শারী কপোত হংস চক্রবাক সারস
জলেস্থলে সব শোভি আছে ॥
নদী দীঘি সরোবর সকল নির্ম্মল জল
পদ্ম উৎপল শোভা করে ।
তথাএ কিছু নাহি ভএ সকল আনন্দময়
আপনা ইচ্ছাএ সব চরে ॥
সাজিলেক বিদ্যাধরী নানাবিধি বেশ করি
ত্রিভুবন পারে মোহিবার ।
সহজে চাতুরী বালা সম্পূর্ণ ষোড়শী কলা
উপমা নাহিক রূপ যার ॥
উত্তম কনক কান্তি তনু সুকোমল অতি
বিম্বাধরে মৃদু মৃদু হাসে ।
মন্দ চরণ অতি নানা বিবিধ ভাতি
যে রূপে ভুবন পরকাশে ॥
অঙ্গ পাতনি ধনী ক্ষীণ মাজা সুবদনী
হানি হানি পড়ে মন্দ বাএ ।
দেহ পদ্মগন্ধ নিধি যতনে সৃজিল বিধি
অগুরু চন্দন লেপি গাএ ॥
দিব্য পট্ট পরি গাএ উড়িয়াছে মন্দ বাএ
চলিতে যৌবনভরে নারে ।
মালিনী নদীর তীরে হাটি যাএ ধীরে ধীরে
বিশ্বামিত্র যথা তপ করে ॥

কামোদ রাগ

মেনকা চলিয়া গেল নির্জ্জন বনএ ।
শুভক্ষণে গেল বালা মুনির পাশএ ॥
জপ সাঙ্গ করিয়া বসিছে মুনিবর ।
হেনকালে মেনকা গেল তাহান গোচর ॥
নমস্কার করিয়া করিল জোড়হাত ।
তাহারে দেখি মুনি পুছিল পশ্চাৎ ॥
কোন জাতি নারী তুহ্মি ভ্রম একেশ্বরী ।
ধরিয়া অপূর্ব্ব বেশ হইয়া সোন্দরী ॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ লাগে কহিবার ।
কিছু হাস্যমুখ অল্প লাজের বিকার ॥

জাতিএ অপ্সরী আহ্মি থাকি এহি বনে।
পতিহীন নারী জন অনিত্য জীবনে ॥
তাহাকে শুনিয়া হৈল মুনির বিকার।
তাকে দেখি চিত্ত কেবা পারে রাখিবার ॥
মুনি বোলে বনে থাকি কেনে পাও দুঃখ।
তুহ্মি আহ্মি নির্জ্জনেত থাকিব কতুক ॥
হাতে ধরি বৈসাইল বিশ্বামিত্র ঋষি।
তান বাক্যে ঈষৎ হাসিল সে রূপসী ॥
ঘৃতঅগ্নি সম নারীপুরুষ সংযোগ।
মহামুনি জ্ঞানী হৈয়া না উপেক্ষে ভোগ ॥
দুরন্ত কামের বশ নহে কোন জন।
চিরকাল সিদ্ধি যার তার টলে মন ॥
মেনকা পাইয়া মুনি সন্তোষিত মন।
কামক্রীড়া কতুকে বঞ্চিল সেই বন ॥
কথদিনে গর্ভ হইল তাহার উদরে।
থাকিয়া মুনির ঘরে নানা সেবা করে ॥
কথদিনে জ্ঞান হৈল মুনির হৃদএ।
নারীরস জ্ঞানের বৈরী বিবেক না রহে ॥
চিরকাল তপ কৈলুম সেই হইল নাশ।
কষ্ট মনে এড়ে মুনি দীঘল নিঃশ্বাস ॥
তান কষ্ট দেখিয়া মেনকা ত্রাস পাইল।
মালিনী নদীর তীরে কৈন্যা প্রসবিল ॥
ভএ কৈন্যা বনে এড়ি মেনকা পলাইল।
বিশ্বামিত্র মুনি তার উদ্দেশ না পাইল ॥
প্রান্তরে পড়ি কৈন্যা কান্দে একাকিনী।
মাংস লোভে তারে আসি বেড়ল শকুনি ॥
অনাথ দেখিয়া কৈন্যা মনে দুঃখ পাএ।
কৃপা মনে ছায়া কৈল আচ্ছাদি পাখাএ ॥
আহ্মি বোলাইতে গেল বিশ্বামিত্র মুনি।
দেখিল অনাথ হৈয়া কান্দে একাকিনী ॥
* * * * * * * * আছে চারিভিতে।
তাহা দেখি কৃপাএ আকুল মোর চিত্তে ॥
কোলে করি আনিলাম হইয়া বৎসলা।
আনিল শকুন্ত হইতে নাম শকুন্তলা ॥

এ মত কহিল মুনি সেই ঋষি স্থানে।
অগ্নিহে নিকটে শুনিল শ্রবণে ॥
ক্ষত্রিয় ঔরসে জন্ম পুষিল ব্রাহ্মণে।
মুনিকৈন্যা হেন বলি তাহার কারণে ॥
শুনিয়া রাজার মনে হইল হরষিত।
প্রশংসে আপনা ভাগ্য মনের বাঞ্ছিত ॥
রাজাএ বোলে বিনয় যে প্রিয় সম্ভাষণে।
অমৃতে করাইলা স্নান তুহ্মি দুই জনে ॥
শকুন্তলা বাক্য যদি শুনিল শ্রবণে।
জুড়াএ হৃদয় শান্ত তাপ যায় মনে ॥
অনসূয়া বোলে শকুন্তলাকে চাহিয়া।
রাজার উত্তর কেনে না দেয় হাসিয়া ॥
লাজে হেট মাথা করি হাসিল কিঞ্চিৎ।
হাতে ধরি শকুন্তলা হৈল একভিত ॥
তবে দুইজনে বোলে শুন মহাশএ।
আজি রাত্রিকালে যাও আপনা ঘরএ ॥
তোহ্মা সঙ্গে অনুচিত রাত্রি আলাপন।
শুনিলে গঞ্জিবা লোকে কুৎসিত বচন ॥
দেবের দুর্লভা শকুন্তলা গুণবতী।
তুহ্মিহ সামান্য জন নহে নরপতি ॥
মুনি অনুমতি বিনে নহে কোন কাজ।
অবিলম্বে চলি যাও আপনা সমাজ ॥
রাজাএ বোলে নিকরুণা না বোল বচন।
প্রিয়া হতে প্রিয় মানি তুহ্মি দুইজন ॥
নিমিষেক যুগ মানি প্রাণে কত সহে।
কামানল দহে চিত্ত ধৈর্য্য নাহি হএ ॥
প্রিয়ম্বদাএ অনসূয়াএ বলিলেক হাসি।
তুহ্মি মহারাজা এই জাতি এত পত্নী ॥
জলচর জন্তু সব স্থলে নয় জীবন্ত।
স্থলচর জন্তু সব জলে নয় বৈসন্ত ॥
না থাকে সূর্য্যের গতি রাত্রির সমএ।
না থাকে চন্দ্রের রাশ্মি রবির উদএ ॥
উত্তমে অধমে শোভা নহে গৃহে গৃহবাস।
অরুণ কিরণে নহে ঈষৎ বিকাশ ॥

CENTRAL LIBRARY

তুহ্মি পৃথিবীর রাজা এহি বনচারী।
ছাড়িলে অবজ্ঞা করি কি করিতে পারি॥
রাজা সে প্রজার গতি সকলে জানিব।
স্বামী সে নারীর গতি হরিষ করিব॥
রাজা হতে মন্ত্রী বড় ভাগ্যে সে প্রধান।
ক্ষেমা সে সত্যের বড় শরীরের প্রাণ॥
বিষয়ী ইন্দ্রিয় বড় ধন মৈধ্যে ধান।
বান্ধবেত প্রিয়ের বড় সম্বন্ধে সমান॥
চন্দ্রের নক্ষত্র শোভা না হএ অযুত।
অরুণ সূর্য্যের শোভা না হএ বিদ্যুৎ॥
পণ্ডিতের শোভা বিদ্যা মূর্খের যে ক্রোধ।
গুণী সে গুণের শোভা খলের বিরোধ॥
তুহ্মি রাজা যে সনে প্রীতি না যুয়াএ।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ি আপনে মরি যাএ॥
রাজাএ বোলে সেই সর্ব্ব সকলি সমান।
সত্য ধর্ম্ম যারে বোলে সেই সে প্রধান॥
পৃথিবীতে নানা রস আছএ প্রচুর।
যাহাতে মজএ চিত্ত সেই সে মধুর॥
যাহাতে রুচএ চিত্ত সেই সে বান্ধব।
লোকাচার নিমিত্তে জানএ আর সব॥
তবে কৈন্যা হাসি বোলে শরীরের ক্রম।
ঔষধ দিতে যত্ন নাহি হৈলে উপশম॥
রাজাএ বোলে সত্য করি কহত সার।
মোর প্রিয়া শকুন্তলা আহ্মিহ তাহার॥
শকুন্তলা বিনে যদি ভজম অন্যজন।
সত্যভ্রষ্ট হৌক মোর অরণ্যে গমন॥
ধনজন রাজ্য মোর সকলি তাহার।
ভজ মোতে গুণবতী করম পরিহার॥
শকুন্তলাএ বোলে বাক্য মানিলাম আহ্মি।
যাবৎ আইসএ মুনি ক্ষেমা কর তুহ্মি॥
রাজাএ বোলে মোরে যদি অনুগ্রহ কৈলে।
পতিভাবে বাঞ্ছা মোরে তুহ্মি সে রাখিলে॥
বিলম্বে না হএ আর এহি শুভক্ষণ।
হউক তোহ্মার সনে শুভ দরশন॥

শকুন্তলাএ বোলে আহ্মি বাপের অধীন।
তান অনুমতি হৈলে সেই শুভদিন॥
রাজাএ বোলে যে কহিলা সত্য জানি আহ্মি।
আপনে আপনা কর্ত্তা সত্য জান তুহ্মি॥
আপনা শরীরে জান আপনা প্রধান।
আপনে আপনা করিতে পারে দান॥
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবর্গ আর পিতা ভাই।
আপনার গুণ হতে সকলেরে পাই॥
দোষগুণ শরীরে আপনার পাএ।
শরীর নাশিতে কেহ সঙ্গে নাহি যাএ
পাপ পুণ্য শোক দুঃখ সব আপনার।
আপনে সে আপনা পারএ রাখিবার॥
এতেকে আপনা কার্য্য কর সুবদনী।
শুনি তোহ্মারে তুষ্ট হইবেক মুনি॥
এথ শুনি হস্তে ধরি বোলে দুই জনে।
শকুন্তলা আনিলেক রাজা বিদ্যমানে॥
হস্তে মালা দিয়া তারা বোলে জয় জয়।
শুভক্ষণে মালা দিল রাজার হাতয়॥
লাজে হেট মাথা করি মালা লইল হাতে।
জোড়হস্ত করি লইল রাজার অগ্রেতে॥
পূজা করি মালা দিল রাজার গলাএ।
পুষ্প চন্দন হার দিলেক রাজাএ॥
পিতৃদেব পূজি অগ্নি নিকটে আলিল।
বিবাহ মঙ্গল যথ তথনে করিল॥
তবে অনসূয়াএ বোলে ঈসৎ হাসিয়া।
রাজার বিবাহ ভাল বনে লুকাইয়া॥
রাজাএ হাসিয়া বোলে সম্বোধিয়া তারে।
বিবাহ অষ্টম প্রকার কহিব তোহ্মারে॥
ব্রহ্ম দৈব প্রাজাপত্য যে অসুরী।
অসুর গন্ধর্ব্ব আর রাক্ষস পিচাশী॥
স্বামীএ উদ্যোগ করি যারে বিহা করে।
প্রাজাপত্য বলি তারে কহিল তোহ্মারে॥
বলে কাড়ি বিহা করে অসুরের ধর্ম্ম।
রাক্ষসেহ অবিচারে করে চুরি কর্ম্ম॥

গন্ধর্ব্ব বিবাহ এহি ইচ্ছা দুইজন।
গলে মালা দিয়া দুই বৈসে একাসন॥
পিচাশী বিবাহ দান সম্ভোগ কেবল।
আশু পিচাশী লোকে বর্জ্জিত সকল॥
এতেকে গন্ধর্ব্ব বিহা লোকেত উত্তম।
প্রাজাপত্য বিবাহ যে করে যজ্ঞ হোম॥
তোহ্মাতে কহিল আহ্মি বিবাহের ক্রম।
নানাবিধি উৎসব যে করে মনোরম॥
বিবাহ মঙ্গল যথ নারীর আচার।
করিলেক দুই সখী বিবাহ প্রকার॥
নানা বাক্য পরিহাস্য করিল বিস্তর।
শকুন্তলা পাইয়া রাজা হরিষ অন্তর॥
গৌরী পাইয়া তুষ্ট যেন হইল ত্রিলোচন।
রতি পাইয়া কাম যেন লক্ষ্মী নারায়ণ॥
শচী পাইয়া ইন্দ্র যেন রোহিণী নিশাপতি।
জলেশ্বর তুষ্ট যেন পাইয়া বৃন্দাবতী॥
হেনমতে শকুন্তলা দুষ্মন্তে পাইয়া।
নানা মতে ক্রীড়া করে সন্তোষ হইয়া॥
হাস্য পরিহাস্য যে কতুক অনুক্ষণ।
রতির সে প্রীতিবাক্য প্রিয় সম্ভাষণ॥
নানা লীলা নানা খেলা চাতুরী প্রবন্ধ।
কমলেত অলি যেন পিএ মকরন্দ॥
নিরক্ষিয়া কৈন্যাএ একভিত মুখ করে।
তৃষ্ণাএ আকুল রাজাএ ফিরি ফিরি ধরে॥
মাতল ভ্রমর যেন ফিরে মধুমাসে।
রাত্রি দিন ভেদ নাই ফিরে অবকাশে॥
নানা মতে পরিচর্য্যা করে সখীগণ।
রতি রসে থাকে দুই নির্জ্জন কানন॥
হরিয়া সুগন্ধ পুষ্প করি নানামত।
দিবা মালা গাথি দেহি রাজার গলাত॥
আপনে রাজাএ দেন্ত সভার গলাত।
তাহারা রাজারে দেন্ত মিলিয়া পশ্চাত॥
দিবারাত্রি ভেদ নাহি আনন্দের ওর।
নূতন যৌবন দুই রতি রসে ভোর॥
রাজপাট সুখ ভোগ সব পাসরিল।
শকুন্তলা পাছে আর কিছু না বলিল॥
কায়মনোবাক্যে দুই দুইকে সেবন্ত।
অহর্নিশি ভেদ নাই সুধা নহে অন্ত॥
শয়ন ভোজন বনে ফিরে অনুক্ষণ।
তিলমাত্র কাহার বিচ্ছেদ নাহি মন॥
জলে স্থলে খেলাএ বিচ্ছেদ কার নাই।
পুষ্প সিংহাসন করি রাজাকে বৈসাই॥
নানান সুগন্ধি পুষ্প সারএ মেলিয়া।
নানামতে রঙ্গে চঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া॥
কুঙ্কুম চন্দন পুষ্প মেলি মারে গাএ।
নন্দন সমান তপোবনেত বেড়াএ॥
বচন সন্তোষ যদি দিলেক কৈন্যাএ।
ভূপতি হইয়া এত সুখ নাহি পাএ॥
নানা পক্ষী রব করে শুনি হরষিত।
ক্ষেণেকে ক্ষেণেকে কৈন্যা সবে গাহে গীত॥
দিন মাস বৎসর যে গোয়াঞিয়া গেল।
ক্ষেণেকে বহিয়া গেল হেন সে মানিল॥
দিনে দিনে বাড়ে প্রীতি বয়স বিকার।
প্রথম যৌবন কৈন্যা মেনকা মাও যার॥
তাকে নি ছাড়িতে পারে মানুষ রাজাএ।
ঋষি মুনি দেবে যারে দেখি মোহ পাএ॥
এহিমতে বৎসরেক যদি নির্ব্বাহিল।
অগস্ত্য মুনির পত্নী দেখিবারে আইল॥
যাইতে কহিয়া গেল কণ্ব মহামুনি।
তপোবনে এড়ি যাই শিশু কৈন্যা খানি॥
তার বার্ত্তা লইবা যে করিবা আদর।
ই বলিয়া তীর্থ যাত্রা গেল মুনিবর॥
তাকে সম্ভাষিতে গেল ব্রাহ্মণী সকল।
শকুন্তলা সঙ্গে রাজা আছে কুতূহল॥
সখী সবে জানি তবে শীঘ্র জানাইল
নির্জ্জনে গুপ্ত স্থানে রাজাক রাখিল॥
শকুন্তলা আসি শীঘ্র সর্ব্ব সম্ভাষিল।
ব্রাহ্মণী সকল তথা একত্রে বসিল॥

CENTRAL LIBRARY

পরিহাস্য করি শকুন্তলাক কহিল ।
একেশ্বর তপোবনে মুনি এড়ি গেল ॥
সম্বন্ধে লাতিন তুহ্মি কহি তোহ্মার ঠাই ।
বনেত পাইয়া কিবা বরিলা জামাই ॥
কপট ছাড়িয়া মোতে কহিবা স্বরূপ ।
পূর্ব্ব হৈতে তোহ্মার উজ্জ্বল দেখি রূপ ॥
যৌবনের ভরে পাণ্ডু গণ্ড বিভূষিত ।
দীর্ঘ লোচন রাঙ্গা চাহিতে ঘূর্ণিত ॥
প্রফুল্ল কমলমুখ মলিন অধর ।
মধু পিয়া পদ্ম যেন এড়িছে ভ্রমর ॥
অপূর্ব্ব কবরীভার দেখি রাগরঙ্গ ।
সিন্দুরে মণ্ডিত যেন রক্তস্ফুট অঙ্গ ॥
কথাতে পাইলা তুহ্মি মণিময় হার ।
কেবা নিয়া দিল মণিকুণ্ডল তোহ্মার ॥
গতি গহীন দেখি লাজ অতিশয় ।
গুরু নিতম্ব জানি সুহাস্য চন্দ্রের উদয় ॥
হেমচিত্র বিলক্ষণ পউষের গাএ ।
দেবে আনি দিলা কিবা মানুষ রাজাএ ॥
উন্নত বসয় কুচ কান্তি কলেবর ।
আছে কে পুরুষ নারী দেখি লাগে ডর ॥
সিন্দুর তিলক দেখিএ কপালে ।
হিঙ্গুলে চিত্রিত যেন কনক কমলে ॥
জাতি কুল না জানিয়া কার কাছে যাস ।
মুনির সমাজে কিবা পাছে লজ্জা পাস ॥
মোর ঠাই কথা কহ বিরলে লাতিনী ।
কার সঙ্গে রতি রসে বঞ্চিছ রজনী ॥
শকুন্তলা বোলে মুনি বৃক্ক কলেবর ।
তোহ্মার যে নাহি যাএ যৌবন বিকার ॥
পূর্ব্বকথা স্মরিয়া উঠে দুঃখখানি ।
আহ্মার বিবাহ হৈলে হইবা সতিনী ॥
হাস্য পরিহাস্য কথা আছিল বিস্তর ।
সম্ভাষিয়া ব্রাহ্মণীসকল গেল ঘর ॥
রাজার নিকটে তবে গেল শকুন্তলা ।
কামদেবের রতি যেন একত্রে মিলিলা ॥

রাজাএ বোলে প্রিয়া তুহ্মি বিচ্ছেদ যখনে ।
যুগ পরিবর্ত্ত হেন লএ মোর মনে ॥
শকুন্তলাএ বোলে বাক্য মানিলাম আহ্মি ।
মোর নাহি অন্য গতি সবে মাত্র তুহ্মি ॥
রাজাএ বোলে শরীরে যাবৎ প্রাণ রহে ।
তুহ্মি বিনে আহ্মার যে আর কেহ নহে ॥
সৈত্য সৈত্য বাড়িলেক প্রেমের অঙ্কুর ।
এক তিল মাত্র তাতে না হইল ভঙ্গুর ॥
এহিমতে নির্ব্বহিল বৎসর তিন মাস ।
তথাপি লোকেত কিছু না হইল প্রকাশ ॥
কাল পাইয়া শকুন্তলা হইল ঋতুমতী ।
শুভক্ষণে ঋতুরক্ষা কৈল নরপতি ॥
নিশ্চএ জানিল রাজা শকুন্তলা গর্ভ ।
আনন্দে দুষ্মন্ত রাজা হাতে পাইল স্বর্গ ॥
রাজাএ বোলে শকুন্তলা কহিবা আহ্মাত ।
কোন বস্তু খাইবারে অভীষ্ট তোহ্মাত ॥
শকুন্তলাএ বোলে আহ্মি এই বস্তু চাহি ।
তোহ্মার মধুর বাক্যে শরীর জুড়াই ॥
তোহ্মার প্রসাদে কিছু তৃষ্ণা নাই মনে ।
সকল আপদ মিলে বিচ্ছেদ যখনে ॥
তুষ্ট মনে বোলে রাজা দিয়া আলিঙ্গন ।
নয়ন আনন্দ মোর তুহ্মি সে জীবন ॥
এহিমতে ইষ্টালাপে পতি সম্ভাষণে ।
স্বর্গ অপবর্গ সুখ বঞ্চে তপোবনে ॥
তবে মন্ত্রী সকলে মন্ত্রণা করি সার ।
পরোক্ষে জানাইল বার্ত্তা গোচরে রাজার ॥
তথাএ গিয়া বার্ত্তা জানাইল ব্রাহ্মণে ।
যাও তোর রথান্তরি সংশয় জীবনে ॥
যাও দেখিবারে শীঘ্র চল মহাশএ ।
শকুন্তলা কাছে গেল অস্থির মনএ ॥
বিষয় দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসে কৈন্যাএ ।
কিবা অসন্তোষ মনে বাহ্যবস্তু পাএ ॥
রাজাএ বোলে শকুন্তলা কি পুছসি আর ।
চিন্তা উপজিল বড় হৃদয়ে আহ্মার ॥

পাইল দেশের বার্ত্তা আইল একজন ।
মাও মোর রথান্তরি সংশয় জীবন ॥
এমত সময় যদি না দেখম যবে ।
ধর্ম্মেত বিরুদ্ধ তবে গঞ্জিবেক সবে ॥
একেশ্বর তোহ্মা এড়ি যাইতে তপোবন ।
রাখিতে না পারি ধৈর্য্য আপনা জীবন ॥
সঙ্গে করি লই যাই মুনি অনাজ্ঞাএ ।
তান কোপ হৈলে পাছে কি হউক উপাএ ॥
পাপ কৈলে যেন না পাএ প্রকাশ ।
তুহ্মি পরে হেন মনে না পাই অবকাশ ॥
দস্যুর নগরে যেন কৃপণের ধন ।
অপেক্ষিবে দণ্ড হএ ত্যাগিলে মরণ ॥
এমত হইল আহ্মার কর্ম্ম অনুসারি ।
কোন বুদ্ধি করি আহ্মি শুন প্রাণেশ্বরী ॥
তোহ্মা ছাড়ি যাই যদি প্রাণের সংশয় ।
যদি লই সঙ্গে যাই মুনি হতে ভএ ॥
তাহা শুনি শকুন্তলা ধ্যান কৈল মনে ।
হরকোপ ভএ যেন রতি কাপে মনে ॥
হৃদয় শুষিতে আছে অধর নীরস ।
মৃত্যুর পর সে যেন শরীর সার্দ্দল ॥
পাণ্ডু মূর্ত্তি হৈল দেহ কম্পিত শরীর ।
শরতের নদী যেন বেগে বহে নীর ॥
হরিণ আকুল যেন ব্যাধ শর ঘাএ ।
অগ্নি পরশিলে যেন লবণি মিশাএ ॥
পদ নখ হেরি রহে সজল নয়ন ।
রৌদ্রে পুড়ি যাএ যেন গন্ধ তরুগণ ॥
স্তম্ভিত শরীরে এড়ে দীঘল নিঃশ্বাস ।
শিশিরের ভএ যেন নলিনী নৈরাশ ॥
তাহা দেখি রাজার মনেত হৈল খেদ ।
তবু পত্র ঝরে যেন মূল হৈলে ছেদ ॥
সত্বরে রাজাএ তান গাএ হস্ত দিয়া ।
কহিতে লাগিল কথা প্রিয়া সম্বোধিয়া ॥
তুহ্মি প্রাণ ধনজন আহ্মার শরীর ।
আহ্মি যে তোহ্মার প্রিয় তুহ্মি প্রাণনীর ॥
নিশ্চএ যে দেহ তুহ্মি আহ্মি ছায়া তার ।
সূর্য্যের গতিএ বাড়ে মিশে আরবার ॥
তুহ্মি যথা আহ্মি তথা হেন জান মনে ।
দৃষ্টির গোচর হেন দেখ অনুমানে ॥
শতেক অধর্ম্ম হৌক লোকে অপযশ ।
তথাপি তোহ্মার প্রীতি করিব অবশ্য ॥
আজ্ঞা কর এথাএ রহি যাই ঘর ।
যেই মত ভাল প্রিয়া সেই মত কর ॥
শকুন্তলাএ বোলে হএ ধর্ম্মের লঙ্ঘন ।
দেশে চল নরনাথ করি শুভক্ষণ ॥
মনেত ভাবিয়া সেহ আপনা শরীরে ।
উদ্দেশে ত্যজিব প্রাণ তুহ্মি বিস্মরিলে ॥
রাজাএ বোলে দেশে গেলে পাঠাইম রথ ।
দিন দুই চারি দুঃখ সবার মনেত ॥
শকুন্তলাএ বোলে প্রভু দেয় এক চিহ্ন ।
হস্ত হৈতে অঙ্গুরী দিলেক পরিচিহ্ন ॥
শকুন্তলার রাজাএ পরিবর্ত্তে লৈল ।
বিরহঅনলে দুই শরীর তর্পিল ॥
এথ বলি নরপতি কহিল সঙ্কেত ।
প্রদক্ষিণ করি তবে চড়িল রথেত ॥
সৈন্য সমে রথেত চড়িল নরপতি ।
শকুন্তলাএ মনেত ভাবএ দিবারাত্রি ॥
রাজা গেল শকুন্তলা মনে ত অসুখী ।
করিয়া রাজার ধ্যান হৃদয় আকুলি ॥
হেনকালে আইল দুর্ব্বাসা মহামুনি ।
কণ্ব কণ্ব বলিয়া ডাকিল পুনি পুনি ॥
উত্তর না দিল কৈন্যা ধৈর্য্য নাহি মন ।
ধ্যানবন্ত হৈয়া মুনি জানিল তখন ॥
কোপে মুনি বোলে মোরে অবজ্ঞা করিয়া ।
উত্তর না দেয় মোরে ঘরেত থাকিয়া ॥
আহ্মারে নিন্দিয়া তুহ্মি ধ্যান কর যারে ।
কায় মনে বাক্যে সেই পাসরোক তোরে ॥
শকুন্তলা শাপ দিয়া দুর্ব্বাসা চলিল ।
পুষ্পবনে থাকি দুই সখীএ শুনিল ॥

CENTRAL LIBRARY

ত্রস্ত হৈয়া দুই সখী পড়িল চরণে।
বিস্তর করিল স্তুতি সে মুনির স্থানে ॥
তুহ্মি মুনি সর্ব্বজ্ঞ সকল তত্ত্ব জান।
পতি শোকে ত্রস্ত রামা বিরহিত জান ॥
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিতে জুয়াএ।
কৃপা করি দেও প্রভু শাপান্ত উপাএ ॥
ধ্যান করি বোলে মুনি আপনার মনে।
অঙ্গুরী পাইয়া রাজা স্মরিব তখনে ॥
এ বলিয়া গেল মুনি আপনার স্থান।
চিন্তা বড় পাইলেক সখী দুই জন ॥
রাজার বিচ্ছেদে কৈন্যা মরণ সমান।
শকুন্তলা মুনি শাপে ত্যজিব পরাণ ॥
এতেক ভাবিয়া তবে কিছু না বলিল।
সঙ্কেত কহিল কিছু সাবধান কৈল ॥
রাজাএ অঙ্গুরী দিছে রাখিয় যতনে।
বড় কষ্ট এড়াইবা ইহার কারণে ॥
তবে তিনজন সেই আশ্রমে রহিল।
শাপের কারণে রাজা সব বিস্মরিল ॥
এহিমতে শোকে দুঃখে ত্যজি অন্নপানি।
চক্ষু জলধারা বহে দিবসরজনী ॥
সখীসবে নানামতে করএ প্রবোধ।
শতগুণে জলে দুঃখ না মানে নিরোধ ॥
রাত্রি দিবা চিন্তি দুই শরীর বিকল।
প্রাণ গেলে প্রীতি বাড়াইয়া কোন ফল ॥
শরীর ফাটএ দেখি তোহ্মার নিঃশ্বাস।
রাজাকে নৈরাশ করি পাছে মরিআস ॥
সংসারের সুখদুঃখ চক্র হেন বলি।
যার যেই কর্ম্মফল আপনেহ মিলি ॥
যে বিধি আনিয়া দিল হরি নিল পুন।
পুন মিলাইবা সেই না কর করুণ ॥
শকুন্তলাএ বোলে সখী শান্ত নহে মন।
শূণ্য দেখম দশদিক শূণ্য তপোবন ॥
শূণ্য হেন বাসম মুঞি আপনা শরীর।
কমলের পত্রে যেন স্থির নহে নীর ॥
যে সকল প্রিয় ছিল হৈল বিপরীত।
হিত চিন্তিল যত হৈল অহিত ॥
অলঙ্ঘ্য সমুদ্রে যেন নিরবধি ভাসো।
আপনা শরীরে প্রাণ নাহি হেন বাসো ॥
আকাশের চন্দ্র যেন সূর্য্য হেন জলে।
শীতল চন্দন যেন অগ্নি হৈয়া পোড়ে ॥
কণ্টক সদৃশ বানান কুসুমশয়ন।
দীপ অন্ধকার দেখম মেলিলে নয়ন ॥
পক্ষীসব ডাকে যে কর্ণেত বৈসে সান।
ভয়ঙ্কর দেখি যেন সর্ব্ব ক্রমপাল ॥
ঘরেত প্রবেশ হৈলে দেখএ মরণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য আপনা জীবন ॥
পতির বিরহে যে নারীর প্রাণ রহে।
সেই সে রাক্ষসী হেন মোর মনে লএ ॥
ইহলোকে পরলোকে পতি গতি নারী।
পতিবিনে প্রাণ ধরে সে সব পামরী ॥
রূপ গুণ যৌবনে পতি সুশোভন।
পতিহীন নারীর যে সর্ব কুলক্ষণ ॥
পতিহীন নারীক জান লোকেত নিন্দিত।
বান্ধব জনেত স্নেহ ধর্ম্মেত বিদিত ॥
পতিবিনে স্ত্রী হএ সকল বর্জ্জিত।
বিনিদোষে ছাড়ে যেই বেদে অবিহিত ॥
এহিমতে ভাবিতে চিন্তিতে পঞ্চমাস।
না পাইয়া রাজার বার্ত্তা যৌবন নৈরাশ ॥
সখীসবে যত বোলে তাহা নাহি শুনে।
নিবারণ দিতে নারে ধাএ শত গুণে ॥
সঞ্জয়ের দিব্যভাষা মধুরস গান।
রচিল ভারত সেই ভাঙিয়া পুরাণ ॥

লাচারী : দীর্ঘ ছন্দ

সখী হে হৃদএ সহিত কত খেদ ॥ ধ্রু ॥
সে রাজার যথ গুণ তুহ্মি কি না জান পুন
কোন বিধি করিল বিচ্ছেদ ॥

CENTRAL LIBRARY

সে হরি গুণের নিধি আনয়ি মিলাইল বিধি
পূর্ব্বজন্মের তপফলে।
যে বিধি করিল এথ মনে আহ্মি ভাবি কথ
জন্ম মোর যাইব বিফলে॥
কান্দি কহে অশ্রুমুখী শুন মোর প্রাণসখী
মুই পাপ কতেক করিলম।
বনেত পাইয়া আনি পালিলেক কণ্বমুনি
বাপমাও এক না জানিলম॥
বিহা কৈল কর্ম্মগতি সেহ ছাড়ি গেল পতি
ফিরি আর না কৈল উদ্দেশ।
গর্ভ বাড়ে দিনেদিনে না জানিল কোনজনে
কেমতে হইব পরকাশ॥
কে বাপ কেবা মাও না দেখিয়া পোড়ে গাও
না চিনিল নয়ন যে আহ্মি।
পাপিষ্ঠ করম মোর কি লিখিছে বিধিবর
যত দুঃখ পাইলম অভাগিনী॥
পুষিলেক যেইজনে ঘৃণা বাসিবেক মনে
কুচরিত্র দেখিয়া আহ্মার।
বাঞ্ছি নিজ মনোরথ না চাহিলাম তান পথ
সেহ মোর হইল অসার॥
উদরেত রাজবংশ সেই মহা তেন অংশ
সেই সে হইল মোর ভএ।
আপনা শরীর ত্যজি তোহ্মাতে যে এহি কহি
এত দুঃখ শরীরে না সহে॥
এ বলিয়া কান্দে বামা মনেত নাহিক ক্ষেমা
সজল নয়নে বহে ধারা।
মনে যথ খেদ উঠে কহিতে শরীর ফাটে
বিরচিত সঞ্জয়কবিতা॥

মহাতাপে তাপিত অসুখ কলেবর।
ব্যাধ শরাঘাতে যেন হরিণ কাতর॥
এথাএ মুনিশাপে রাজা বিস্মরিল মনে।
তীর্থযাত্রা হনে মুনি আইল কতদিনে॥
আগু বাড়ি আনিলেক সখী দুইজন।
না যাইল শকুন্তলা লজ্জার কারণ॥
আশ্রমে প্রবেশ কৈল মুনি মহাশএ।
না দেখিয়া শকুন্তলা বিস্ময় হৃদএ॥
কথাএ গেল শকুন্তলা জিজ্ঞাসি পুনি।
ধীরে ধীরে ঘর হৈতে আইল সুবদনী॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ লজ্জা ভাবি মনে।
দণ্ডবৎ কৈল আসি মুনির চরণে॥
ভালমন্দ না বলিল মুনি গেল ঘর।
দেখিয়া জিজ্ঞাসে মুনি বিস্মিত অন্তর॥
আজি কেনে শকুন্তলা দেখি বিপরীত।
কৈন্যার লৈক্ষণ যথ সব অনুচিত॥
না করে উত্তর মুনি জিজ্ঞাসিলে কথা।
উত্তর না করে কৈন্যা লাজে হেট মাথা॥
আছিল চঞ্চল গতি খঞ্জনের প্রাএ।
গতি গহীন দেখি বিফল লজ্জাএ॥
বাড়িল নিতম্ব গুরু স্তনযুগ ভার।
সিন্দুর তিলক জলে বিচিত্র মণিহার॥
দিব্য মণিহার গলে তাকে কেবা দিল।
সূর্য্যতেজ সম মণি তাকে কথাএ পাইল॥
রাজলক্ষ্মী হেন জনে কান্তি কলেবর।
উর্ব্বশীর প্রভা যেন ইন্দ্রের গোচর॥
কিবা দেবে বিহা কৈল নও রাজকুলে।
আপনে বরিল কিবা লজ্জিলেক বলে॥
অনসূয়া প্রিয়ম্বদাএ তখনে কহিল।
মৃগয়া করিত এথা দুষ্মন্ত আইল॥
চরমুখে বার্ত্তা পাইয়া আইল আশ্রমে।
বঞ্চিলে তিনমাস তোহ্মার কারণে॥
দেখা না পাইয়া রাজা বড় দুঃখী হৈল।
নৈরাশ হইয়া রাজা দেশেত চলিল॥
অগস্ত্যের অনুমতি মুনিগণ লৈয়া।
শুভক্ষণ করি কৈন্যা তাকে দিল বিহা॥
তোহ্মার শঙ্কাএ কৈন্যা না নিল তথাএ।
তবে তুহ্মি তারে তুষ্ট হইতে যুয়াএ॥

CENTRAL LIBRARY

শুনিয়া মুনির মনে হৈল হরষিত।
স্নেহ হৈতে আখির জল স্রবিল কিঞ্চিৎ॥
প্রভাতে আইল সর্ব্ব মুনির সমাজে।
তানা স্থানে সকল কহিল মুনিরাজে॥
সকলের অনুমতি যুক্তি কৈল সার।
পাঠাইয়া দিতে যুক্ত মহিষী রাজার॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী সব শিষ্য সঙ্গে দিয়া।
শকুন্তলা হেতু রথ আনে সাজাইয়া॥
বার্ত্তা পাই আইল তবে ব্রাহ্মণী সকল।
হরিষে রচিল তথা বিবিধ মঙ্গল॥
আশ্বাসিল সকলেরে রাজার যে উচিত।
বিনয় করুণা হইল মুনির বিদিত॥
স্রবএ নয়নজল গদ গদ ভাষে।
মুনির করুণা শোক বাড়িলা বিশেষে॥
রথেত চড়িয়া কৈন্যা কান্দে উচ্চস্বরে।
মুনিহ কান্দিতে পাছে গেল কতদূরে॥
নিবর্ত্তিয়া কণ্ব মুনি আইল নিজ ঘর।
তরুতলে বসি শোকে কান্দিল বিস্তর॥
হা হা শকুন্তলা মোরে ছাড়ি যাও কথা।
আশ্রম করিয়া শূণ্য মনে দিয়া ব্যথা॥
ক্ষুধাকালে যত্ন করি কেবা দিবে ফল।
তৃষ্ণা হৈলে কাহাতে খুজিমু আহ্মি জল॥
ঘরে আইলে শ্লাঘা করি কে পুছিবে আর।
দগ্ধ তরুমূলে জল কে সিঞ্চিবে আর॥
এথ যত্নে তরুগণ পালিবেক কোনে।
গৌরবে পল্লব ছিড়ি না দিবা শ্রবণে॥
আজি হৈতে অনাথ হৈল তরুসব।
কতেক সহিব মনে শোক অনুভব॥
এথ ভাবি মুনিবর কান্দিল বিস্তর।
অপুত্রার পুত্রশোক বড়হি দুষ্কর॥
এথা শকুন্তলারে যে মুনিরে ভাবিয়া।
কান্দিয়া কান্দিয়া যাএ মুনিরে স্মরিয়া॥
আশ্রম এড়িয়া যদি বহুদূরে গেল।
এক সরোবর পাইয়া তাতে স্নান কৈল॥

হরিষবিষাদ মনে ভাবিল বিস্তর।
অঙ্গুরী পড়িল খসি জলের ভিতর॥
না স্মরিয়া রথে চড়ি গেল শীঘ্রগতি।
পূর্ব্ব অনুগ্রহ রাজার ভাবি দিবারাত্রি॥
সপ্তদিন হাটি রথ গেল সেই দেশ।
নাগরিক লোকে দেখি আনন্দ বিশেষ॥
রোগ শোক দুঃখ পীড়া তাতে নাহি তাপ।
ধার্ম্মিক সকল লোক নাহি কোন পাপ॥
ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব নৃত্য গীত।
তাহা দেখি শকুন্তলা আনন্দিত চিত॥
রাজ অন্তঃপুরে গিয়া দেখে কথদূরে।
মুনি শিষ্য সর্ব্ব আনি কহিল সত্বরে॥
এথাতে রাখিয়া রথ তুহ্মি সর্ব্ব যাও।
মোর আগমন বার্ত্তা রাজাতে জানাও॥
প্রণাম কহিয়া মোর মুনির সংবাদ।
শুনিয়া সন্তোষ হই দিবেক প্রসাদ॥
পুরবাসী নারীগণ বান্ধব পাঠাইয়া।
আগুবাড়ি নিব মোরে হরষিত হইয়া॥
তার বাক্য শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ গেল।
পাত্রেমিত্রে বেষ্টিত যে নৃপতি দেখিল॥
জোড়হস্তে সম্ভ্রমে করিল নিবেদন।
কৈন্যার সংবাদ কহে মুনির কথন॥
যত্নে আহ্মে পাঠাইল কণ্ব মহাঋষি।
শকুন্তলা কৈন্যা তার তোহ্মার মহিষী॥
বিহা করি বনে এড়ি আইলা শাপ ভয়ে।
শুনিয়া তোহ্মার মুনি হইল সদয়ে॥
দেবের দুর্লভা কৈন্যা মেনকানন্দিনী।
মুনির মানসকৈন্যা তোহ্মার ঘরিণী॥
পাঠাইয়া দিল কৈন্যা আহ্মা সর্ব্ব দিয়া।
অন্তঃপুরে তাহানে আনুক বাড়িয়া॥
আজ্ঞা কর পুরবাসী নারীগণ লৈয়া।
যত্ন করি আনুক যে সকলে বেড়িয়া॥
শুনিয়া রাজার মনে হইল বিস্ময়।
উন্মত্তজনের মত কিবা কথা কহে॥

ক্ষেণেকে চিন্তিত রাজা জিজ্ঞাসি তাহাকে।
যে কালে মৃগয়া আহ্মি করিল বনেতে॥
কেবা শকুন্তলা সেই মেনকাদুহিতা।
কোথা সে কণ্ব মুনি কোথা আহ্মার বনিতা॥
বিবাহ বনেত করি এড়ি আইলম ভএ।
কেনে আসিয়াছে কৈন্যা কিবা কথা কহে॥
তুহ্মি কোথাএ আছিলা করিতে পরিণএ।
আর কেহ না জানল সে সব দেশএ॥
মধ্যস্থ হইল কেবা জানে কোনজন।
তোহ্মাতে শুনিএ এবে অশকা কথন॥
আহ্মার সঙ্গতি আর দ্বিতীয় না ছিল।
বিবাহ বনেত আহ্মি লুকাই করিল॥
মুনিহ না ছিল ঘরে কৈন্যা একেশ্বরী।
বিবাহ করিছি কথা আহ্মিহ না স্মরি॥
সভামৈধ্যে মিথ্যা কহ না জানিয়া ক্রম।
পথক্রমে তুহ্মি সর্ব্ব হইয়াছ ভ্রম॥
মুনিপুত্র তুহ্মি সর্ব্ব বিনি তত্ত্ব জানি।
এমত কহিতে তোহ্মা যুক্ত নহে পুনি॥
অনাচার নাহি মোক মিথ্যা লোকবাণী।
এক পত্নীব্রত পরে দ্বিতীয় না জানি॥
তবে মুনিপুত্রে বোলে শুন নরপতি।
ভ্রম নহি হই আহ্মি আছে দিব্য মতি॥
মুনি যত্নে আহ্মারে পাঠাইল সঙ্গে তার।
ভাবেহ পাইলা তুহ্মি মহিষী তোহ্মার॥
সাক্ষাতে আনিয়া সেই করহ বিচার।
আপনে কহিব সেই বিবাহ প্রকার॥
যদি সে কপট করি আহ্মারে বঞ্চিল।
তোহ্মারে কি দোষ তারে বিধি বিড়ম্বিল॥
সভাসদে জোড়হস্তে কহিল পশ্চাতে।
বুঝিবারে যুক্ত পুনি আসিয়া সভাতে॥
তোহ্মা আকাঙ্খিয়া কিবা মুনিরে ভাড়িয়া।
এথাতে আইল কিবা মুনিপুত্র লৈয়া॥
যোগ্যাযোগ্য বুঝিবারে করহ বিচার।
জিজ্ঞাসিলে দোষ নাহি নহে অনাচার॥

তবে অনুমতি লৈয়া শিষ্যসব গেল।
শকুন্তলা আগে গিয়া সকল কহিল॥
রাজাএ পরীক্ষা করে হেন হৈল জ্ঞান।
ভালমন্দ কিছু না কহিল কোনস্থান॥
কষ্ট মনে চলি গেল তার কথা শুনি।
অতি দুঃখে প্রবেশ করিল অন্তঃপুরি॥
বসিছে নরপতি বিস্ময় করি মন।
হেনকালে শকুন্তলাএ দিলা দরশন॥
স্বর্গ হৈতে খসে যেন চন্দ্র অকস্মাৎ।
অকলঙ্ক হৈয়া যেন বসিল ধরাত॥
সূর্য্য দরশনে যেন দৃষ্টি নহে স্থির।
তেনমত তেজ জলে সকল শরীর॥
অন্তঃপুরবাসী দেখি যত নারীগণ।
মুখচন্দ্র হেরি রহে সভার নয়ন॥
রাজাএ জানিল এহি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমান।
ব্রাহ্মণের শাপে কিছু স্থির নহে জ্ঞান॥
দাণ্ডাইল সোন্দরী গিয়া করি জোড়হাত।
কমলনয়ন ঘন অশ্রু হএ পাত॥
আপনার সতীত্ব যে ধর্ম্ম নিতি জানি।
লজ্জা ক্রোধ ছাড়িয়া প্রণামি কহে পুনি॥
নমো চন্দ্রবংশপতি ঈলিন তনয়।
নমো রাজরাজেশ্বর কপট হৃদয়॥
আত্মপতি নরপতি গুণের সাগর।
সৈত্যহীন মিথ্যবাদী করমু নমস্কার॥
আত্মকার্য্য কর তুহ্মি পরকার্য্য সীম।
নমস্কার করমু তোহ্মা কপট মহিম॥
হাসিয়া নৃপতি কহে না হএ উচিত।
স্তুতি করি নিন্দা কর ইকি বিপরীত॥
যথ কিছু কহ তুহ্মি আহ্মি ত না স্মরি।
কি কার্য্যে করিতে চাহ কহত বিচারি॥
অতি কোপে শকুন্তলা বোলে নরনাথ।
ছিন্ন জন হেন ভ্রম হইল তোহ্মাত॥
মনে নাই মৃগবধে গিছিলা যখনে।
কাম্য সরোবরে তোহ্মা হৈল দরশনে॥

CENTRAL LIBRARY

নিশাচর হৈয়া রাত্রি আশ্রমেতে গেলা।
সখীসবে নিষেধিতে তাতে সৈত্য কৈলা॥
আর যথ দিবা কৈলা নাহিক স্মরণ।
রাজা হৈয়া অনাচার অসার জীবন॥
আসিবার কালে তুহ্মি কি বাক্য বলিলা।
বৎসর বঞ্চিলা বনে তাক না স্মরিলা॥
রাজা হৈয়া মিথ্যা কহ কি বলিব তোকে।
বেশ্যা হেন আহ্মাকে জানাও সর্ব্বলোকে॥
অগ্নি খাইয়া মরমু মুঞি হেন মন লএ।
উদরেত রাজবংশ এহি মাত্র ভএ॥
ই বলিয়া কান্দে কৈন্যা কাপএ শরীর।
জলধারা বহে যেন পদ্মপত্রে নীর॥
রাজাএ বোলে করুণা করসি কোন লাজে।
মিথ্যা প্রলাপ কেনে কহ সভামাঝে॥
কেবা তুহ্মি কার কৈন্যা আহ্মি ত না জানি।
কেমতে হইলা তুহ্মি আহ্মার ঘরিণী॥
শকুন্তলাএ বোলে রাজা জানি কর পাপ।
মেনকা গর্ভে জন্ম মুঞি বিশ্বামিত্র বাপ॥
কণ্ব মুনি পুষিলেক আহ্মা পাইয়া বনে।
ধর্ম্মপত্নী তোহ্মার আহ্মি দৈবের কারণে॥
জানিয়া কপট কর নিন্দহ আহ্মাক।
কি বলিব তোরে আহ্মি দৈবের বিপাক॥
অএ রাজা আত্মারাম শরীর ভিতর।
সৈত্য মিথ্যা তোহ্মার নাহিক অগোচর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে সৈন্ধ্যা দিবারাত্রি।
তারা সবে জানে আহ্মি সতী কি অসতী॥
ই সবে শরীরে থাকি দেখে সর্ব্বথাএ।
আহ্মাক নিন্দসি তুই নাহি পাপ ভএ॥
আইল আপনা বুদ্ধি অবজ্ঞা করসি।
আহ্মি সতী পতিব্রতা তাক না গনসি॥
ভার্য্যাতে প্রবেশ করি পতিএ উপজে।
এক সে স্ত্রী জায়া বোল সংসারে সে যে॥
ভার্য্যা যার গর্ভে জন্মিবে তনয়।
সে যে ভার্য্যা লাজ চতুর অতিশয়॥

ভার্য্যাতে মৈথুন হৈলে পুত্রের উৎপত্তি।
অর্দ্ধপিণ্ড পুত্রজলে বাড়এ সন্ততি॥
হস্তীকর্ণ কুম্ভীপাক তরাএ পিতারে।
এতেক পুত্রব্রহ্ম বলিএ সংসারে॥
সে যে ভার্য্যা প্রাণের যে সমান আরতি।
সে ভার্য্যাএ পতিরে সেবএ অতি ভক্তি॥
ভার্য্যা সে জানিব পুরুষের অর্দ্ধকাএ।
ভার্য্যা হতে আর কেহ নাহিক সহাএ॥
ভার্য্যা সে অধীন যার সন্ততিকারণ।
ভার্য্যা হতে কাম মোক্ষ জানহ কারণ॥
পুরাএ মনের কাম বলিএ কামিনী।
ক্রীড়া কুতূহলে সখী দয়াএ জননী॥
সজ্জাএ ভগিনী বা সুখে দুঃখকালে।
সেবাএ ধারণে ধাত্রী প্রিয় বাক্য বোলে॥
উপদেশ কালে গুরুজনের সমান।
সেবার ভিতরে নারী প্রত্যয়ের স্থান॥
আপদকালেতে মিত্র হিতাহিত কালে।
অতি সাধ্বী হৈলে সেই সঙ্গে যাএ মৈলে॥
অসতী হইলে জান পরচিত আশ।
পূর্ব্বের অর্জ্জিত পুণ্য সকল বিনাশ॥
ইহলোকে পরলোকে পত্নী সৈত্য মানি।
পুত্রবতী নারী হৈলে গুরু হেন মানি॥
অভেদ দেখএ যেন দর্পণেত মুখ।
পুত্রমুখ দেখিতে বাপের বাড়ে সুখ॥
আত্ম পুত্ররূপ হৈয়া জন্মএ পত্নীত।
আপনার স্থানে পুত্র রহে পৃথিবীত॥
স্ত্রী হতে পুত্র হএ পুত্র হতে স্বর্গ।
পরলোক তরাইতে নারে বন্ধুবর্গ॥
সুরূপ কুরূপ জান স্ত্রী একভিত।
স্ত্রীসঙ্গ না ছাড়িব পুরুষপণ্ডিত॥
তাহার যোগাএ ক্ষেণে বলিএ কামিনী।
স্ত্রীবিনে পুত্র পাইতে শক্তি নাহি মুনি॥
পুত্রধূলি গাএ লাগে গোপদের ধূলি।
যাইতে সম্ভোগ হএ স্বর্গ নিরাকুলি॥

নারীর মৈর্য্যাদা জানে দেব মহেশ্বর ।
পার্ব্বতীরে দিল হরে অর্দ্ধকলেবর ॥
আহ্মি নারী পুত্র তোর গর্ভেত আহ্মার ।
রাজচক্র জিনিবেক ই পুত্রে তোহ্মার ॥
বড় ভাগ্যে পাইছিলে ছাড় কর্ম্মদোষে ।
পরিণামে মহাপাপ হইব নি শেষে ॥
যত জীবজন্তু জান স্ত্রী নাহি ছাড়ে ।
পিপীলিকা সঙ্গে ডিম মুখে করি লড়ে ॥
দ্বিপদে ব্রাহ্মণ জান চতুষ্পদে গরু ।
পর সনে পুত্র নারী মান্য তাএ গুরু ॥
যথ যত্ন করি তুহ্মি আহ্মা কৈলা বশ ।
তাহাকে না স্মরি তুহ্মি আহ্মাকে নিন্দস ॥
শরীর ত্যজিব আহ্মি ই গর্ভ সহিত ।
ই তাপে তাপিত তুহ্মি হইবা নিশ্চিত ॥
রাজাএ বোলে যথ কহ অশক্য কথন ।
ইহাকে প্রত্যয় যে জানিব কোনজন ॥
কথা স্বর্গ মেনকা যে বিশ্বামিত্র মুনি ।
কথাএ সঙ্গে মোর সনে রতিরস জানি ॥
যথ কহ সর্ব্ব আহ্মি স্বপ্নেহ না জানি ।
যথা ইচ্ছা তথা যাও আহ্মিত না জানি ॥
রাজার বাক্যে শকুন্তলা অতি ক্রোধে জ্বলে ।
রাজারে ত্যজিয়া তবে অতি দুঃখে বোলে ॥
অএ রাজ পাপশীল আহ্মাকে ত্যাগিল ।
পুরীসমেত ভস্ম করম সতীত্বের বলে ॥
কি পুনি না দিম শাপ স্মরি নিজকর্ম্ম ।
এহার পাইব ফল যদি থাকে ধর্ম্ম ॥
কান্দিতে কান্দিতে কৈন্যা নিঃসরে বাহিরে ।
বিদ্যুতের ছটা যেন গগনে সঞ্চরে ॥
বিস্মিত দেখিয়া লোকে রাজাক নিন্দিল ।
পাত্র মিত্র সবে তাতে অনেক কহিল ॥
ব্রাহ্মণের শাপ হেতু না ফিরিল মতি ।
কান্দিতে নগরে যাএ শকুন্তলা সতী ॥
অবজ্ঞা করিয়া মুনি শিষ্য সব যাএ ।
কাতর হরিণী যেন পিছে পিছে ধাএ ॥

হাটিতে না পারে দুই রাতুল চরণ ।
ধরণীতে উঝটিয়া পড়ে ঘন ঘন ॥
পুনি উঠি পুনি ধাএ পুনি পড়ে ভূমি ।
চিকুরে আকুল মুখ ব্যস্ত হৈল ঘামি ॥
মুনি পুত্রে এড়ি যাএ ফিরিয়া না চাহে ।
প্রান্তরে পড়িয়া কৈন্যা কান্দে দীর্ঘ রাএ ॥
পুনি গড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপর ।
বজ্রঘাতে পড়ে যেন মহাতরুবর ॥
দীঘল চিকুর ভার ধরণী লোটাএ ।
মণিময় আভরণ দুর্গতি যাএ ॥
নাহিক দ্বিতীয় জন দিতে পাতিয়ান ।
মৃত্যু পরশিলে যেন আইসে যাএ প্রাণ ॥
বাল্য বৃদ্ধ যুবা কেহ ঘরে না রহিল ।
রাজদণ্ড ভএ কিছু বাক্য না বলিল ॥
লজ্জাএ আকুল রাজা উঠিল বসিয়া ।
ফুকরি ফুকরি কান্দে তাপিত হইয়া ॥

দীর্ঘ ছন্দ

উপজিল বড় দুঃখ শুকাইল অধর মুখ
যাএ যেন কাতর হরিণী ।
কান্দে সলিল রবে শুনিতে পাষাণ দ্রবে
সকরুণে বিদরে পরাণি ॥
বদনের শোভনে কান্দে পশুপক্ষিগণে
জীবজন্তু কার প্রাণে সহে ।
দেশের যথেক লোকে ডুবিল গহীন শোকে
ধৈর্য্য যাহাতে নাহি সহে ॥
পথিকের মন পিএ সে রাজা কেমতে জীএ
তার কি শরীরে ধরে প্রাণ ।
বচন পিউষ স্বরে ভুবন মোহিতে পারে
কিবা তনু হানে পঞ্চবান ॥
চারিদিকে লোক দেখি আপনা বিপদ লেখি
সকলে যে করএ বিলাপ ।
* * * * * * * * * নিকটে নাহি বন্ধু
একশত গুণে বাড়ে তাপ ॥

CENTRAL LIBRARY

মুই করিলুম কোন পাপ বিশ্বামিত্র হেন বাপ
মেনকাএ ধরিল উদরে ।
হেন কৈল দৈবগতি বিহা করি ছাড়ে পতি
নৃপতি দুষ্মন্ত দুরাচারে ॥
গর্ভ বাড়ে নিতনিত না দেখম আপনা হিত
লৈক্ষ্য মুই লইমু কাহার ।
জন্মিয়া উত্তমবংশে কেবল আপনা দোষে
কলঙ্ক রাখিল আহ্মি ছাড় ॥
রাজা হৈয়া মিথ্যা কহে তার কিবা ধর্ম্ম হএ
চন্দ্রবংশে হেন অনাচার ।
প্রথম বয়সকালে ত্যাগে পতি দুরাচারে
এবে গতি কি হইব আহ্মার ॥
মোর এত দুর্ব্বিপাক পতিকে না দিম শাপ
পতিব্রতা ধর্ম্ম হেন জানি ।
মোহোর ললাটতলে বিধি হেন লিখিলে
কি বলিব ভিন্ন জনে শুনি ॥
পাপ কৈলে যেন লোকে অন্ধকারময় দেখে
নানাভয় হএ উপস্থিত ।
মনে অনুশোচ পাই অপরাধ কিছু নাই
আহ্মি পাপী তাপী পৃথিবীত ॥
নিকটে নাহিক নাথ[১] এহি দুঃখ কহিম কত
ধরণী বিদার হএ তাত ।
অপমান লজ্জা ভএ প্রাণে কেনে এত সহে
কেনে মোর না হএ নিপাত ॥
কবিবর অদ্ভুত সঞ্জয় যে গুণে যুত
রচিল পুরাণ অনুসারে ।
আদিপর্ব্ব ভারত শুনিলে শ্রবণ পথ
শকুন্তলা হইব উদ্ধারে ॥

অবজ্ঞা করিয়া এড়ি মুনিশিষ্যে গেলা ।
প্রান্তরে একেশ্বরী কান্দে শকুন্তলা ॥
যার রূপ দেখিয়া দেবতা মোহ যাএ ।
সামান্য পথিকে লোকে তারে বেড়ি চাহে ॥
বেড়িয়া চাহন্ত যথ নগরের লোকে ।
মরণ বাঞ্ছয়ে কৈন্যা লজ্জা ভয় শোকে ॥
করুণিক লোকের করুণা উপজিল ।
ধার্ম্মিক লোকের মন মুহর্চ্ছিত হইল ॥
নারীএ আপনা জন্ম মানে অকারণ ।
গৃহবাস লাজ ভয় নাহিক স্মরণ ॥
হেনকালে মিলিল ব্রাহ্মণ বিদূষক ।
অতি হিতকারী রাজার পুরীর রক্ষক ॥
রাজার নিকটে কৈন্যা প্রান্তরে দেখি ।
কান্দে সোন্দরী বামা ত্রিলোকসোন্দরী ॥
কারণ জানি গেল নিকটে তাহার ।
প্রিয়বাক্যে জিজ্ঞাসিল ধর্মঅনুসার ॥
পিতৃতুল্য ব্রাহ্মণ দেখিয়া গুণবতী ।
লজ্জা এড়ি কান্দিয়া কহিল যথ ইতি ॥
কহিতে লোকেত কথা কহিতে বিচিত্র ।
মাও মোর মেনকা যে বাপ বিশ্বামিত্র ॥
পুষিলেক কণ্বমুনি আনিয়া ঘরএ ।
তপোবনে দুষ্মন্ত করিল পরিণএ ॥
নিয়ম করিয়া আইল দেশে আপনার ।
পুনি বার্ত্তা ফিরি সে না লইল আহ্মার ॥
ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া আহ্মি আইল তান স্থান ।
পৃথিবীতে দুঃখী নাহি আহ্মার সমান ॥
দয়া করে হেনজন নাহিক নিকট ।
উদরে ত রাজবংশ এহি সে সঙ্কট ॥
এথ অপমান পাইয়া আহ্মি প্রাণ ধরি ।
বিধাতা সৃজিল মোরে অভাগিনী করি ॥
করুণা হইল দ্বিজ তার বাক্য শুনি ।
কহিতে লাগিল তবে আশ্বাসিয়া পুনি ॥
মোহোর পরমসখা কণ্ব মহামুনি ।
তোহ্মার জন্মের কথা আহ্মি ভালে জানি ॥

১ পুথির পাঠ নাত

অবজ্ঞা করিয়া কেনে রাজাএ ত্যাগে তোক।
অবজ্ঞার জন নহে জানে সর্ব্বলোক ॥
শোক এড় গুণবতী না ভাবিয় তাপ।
আহ্মিহ তোহ্মার জান কণ্বমুনি বাপ ॥
অভিমান এড় তুহ্মি চল মোর ঘরে।
পুত্র কৈন্যা বধূ সমে সেবিব তোহ্মারে ॥
জানিয়া আইসম মুঞি রাজার চরিত।
তবে তোহ্মা লই যাইব আপনা বিদিত ॥
তার বাক্যে শকুন্তলা কিছু শান্তা হৈল।
সাগরে ডুবিতে যেন ঘাটে নৌকা পাইল ॥
সূর্য্য অস্ত গেলে যেন বিদ্যুতের গতি।
বিপন্থের পন্থ যেন অন্ধকার রাত্রি ॥
সান্ত্বাইয়া শকুন্তলা বিপ্রে পন্থ দিল।
যথাতে দুষ্মন্ত আছে তথাএ চলি গেল ॥
রাজাএ বোলে বিদূষক মন্দ মন্দ গতি।
মনেত আবিষ্ট কিবা কহ গাঢ় যুক্তি ॥
বিদূষকে বোলে রাজা কহিবারে চাহি।
তোহ্মার চরিত্র এবে দেখিয়া ডরাই ॥
মুনিকৈন্যা শকুন্তলা তাকে বিহা করি।
বিনি দোষে ত্যাগে তারে বিচার না করি ॥
অকুলীন জন নহে রূপে নহে সীম।
মাও বাপ খ্যাত লোকে অতুল মহিম ॥
হেন জন পাইলে ভাগ্যে হেন বোলে লোকে।
কোন অপরাধ রাজা বিধি বঞ্চে তোকে ॥
তোর বাপ ঈলিন আছিল মহারাজ।
আহ্মি সর্ব্ব পুছিয়া করিল সর্ব্ব কাজ ॥
এবে তুহ্মি আহ্মি সর্ব্ব অনাদর করি।
না বুঝি করহ কর্ম্ম কি করিতে পারি ॥
রাজারে বোলে বিদূষক কৈলা মোর হিত।
সে পুনি সামান্য নহে ভুবন পূজিত ॥
তার সম রূপগুণ না দেখিছি আর।
সকল অশকা কথা না রচে আহ্মার ॥
অনাগত আছিলেক মোহোর বনিতা।
কেবা জন্মাইল গর্ভ আহ্মি স্বামী কোথা ॥
বেশ্যাবৃত্তান্ত দেখি ত্যাগিল তাহাকে।
প্রাণ যাইতে ধর্ম্ম নাহি ছাড়ে সাধুলোকে ॥
বিদূষকে বোলে রাজা ত্যাগিলা তাহারে।
আজ্ঞা কর শকুন্তলা রাখম মোর ঘরে ॥
রাজাএ বোলে লৈয়া যাও নিষেধ না করি।
বৃদ্ধকালে সেই নারী দেখ চক্ষু ভরি ॥
অসন্তোষে গেল দ্বিজ যথাএ শকুন্তলা।
সান্ত্বাইয়া সঙ্গে করি ঘরেত চলিলা ॥
আগে যাএ বিদূষক পাছে শকুন্তলা।
ধরণী সঞ্চরে যেন বিদ্যুতের মালা ॥
হরিষে স্বর্গের পথে অপ্সরা চলি যাএ।
হেটদৃষ্টে শকুন্তলা দেখে মেনকাএ ॥
উর্ব্বশী যে তিলোত্তমা তাকে সম্বোধিয়া।
কোন সখী মৈধ্যে গেল আহ্মা না যাইয়া ॥
ক্ষেণেকে যে মেনকাএ বিস্ময় হইয়া মতি।
এহি মোর কৈন্যা দেখ শকুন্তলা সতী ॥
বিহা করি ত্যাগিল দুষ্মন্ত দুরাচার।
রাখিব আপনা সঙ্গে কৈন্যা আপনার ॥
এথ বলি মেনকা নামিল রথ হৈতে।
কোলে করি ঝি ঝি বলিহ তুলিলেক রথে ॥
করুণা করিয়া কৈন্যা কোলে বৈসাইয়া।
চলিলেক স্বর্গপথে বিমানে চড়িয়া ॥
ফিরি চাহে বিদূষকে কৈন্যা পাছে নাই।
লড় দিয়া গেল বিপ্র রাজাকে জানাই ॥
ত্রাসিত হইয়া কৈন্যা পাছু আচুম্বিত।
অকস্মাৎ সেই কৈন্যা গেল কোনভিত ॥
রাজাএ বোলে ছলিবারে আসিছিল মোরে।
আপনার ধর্ম্মবুদ্ধি রাখে আপনারে ॥
পাত্রসবে বোলে তুহ্মি ধর্ম্মঅবতার।
তুহ্মি পরে ধর্ম্ম রাখে কেবা আছে আর ॥
বিস্মিত সকল লোকে চিন্তিত দেখিয়া।
বিদূষকে এহি কথা রাজাতে কহিয়া ॥
গতি করে মেনকাএ সানন্দিত হৈয়া।
স্বর্গে গেল অপ্সরা যে শকুন্তলা লৈয়া ॥

CENTRAL LIBRARY

সুগন্ধা দক্ষের সুতা কশ্যপব্রাহ্মণী ।
যতেক অপ্সরা সব তাহার নন্দিনী ॥
মেনকা চলিয়া গেল ইন্দ্রের গোচর ।
শকুন্তলা রহিলেক কশ্যপের ঘর ॥
স্বর্গ হৈতে জিনি পুরী দেখে নানামতে ।
দেবকৈন্যাগণে নিত্য সেবএ পীরিতে ॥
শতেক দুষ্মন্তে যারে তপস্যা না পাএ ।
সে সকল শকুন্তলাএ পাইল ইষ্টএ ॥
এথাএ শকুন্তলা এড়ি শিষ্যসব গেল ।
কণ্বমুনি আগে গিয়া সকল কহিল ॥
শুনিয়া কান্দিল মুনি ভাবি বড় তাপ ।
রাক্ষস অধিক হৈলুম মুই তোর বাপ ॥
সামান্য জনের মত দিলম পাঠাইয়া ।
এতেকে ছাড়িল কিবা অবজ্ঞা করিয়া ॥
ব্রহ্মশাপ করিয়া তিলেক নাই ভএ ।
ধর্ম্মেত বিফল হৈল ঈলিনতনয় ॥
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা আনি পুছে মুনি ।
কিরূপ প্রসঙ্গ ছিল তাহা কহ শুনি ॥
আদ্যঅন্ত তাহারা কহিল দুইজন ।
পাসরিল রাজাএ ব্রহ্মশাপের কারণ ॥
রাজাএ অঙ্গুরী এক অভিজ্ঞানে দিল ।
শকুন্তলাএ সে অঙ্গুরী হস্তেত ধরিল ॥
শাপের মোচন তবে দিলেক ব্রাহ্মণ ।
অঙ্গুরী দেখিলে রাজার হইব স্মরণ ॥
মুনি বোলে বৃত্তান্ত যে তুহ্মি জান তার ।
দুই সখী গিয়া তবে প্রতিকার কর ॥
তাহারা মানিল তবে মুনির বচন ।
রাজপন্থে চলিয়া যে গেল তিনজন ॥
আপনার শিষ্যসব সঙ্গে দিল মুনি ।
নগরেত প্রবেশিয়া বঞ্চিল রজনী ॥
প্রভাতেত সে দুই সখী স্ত্রীবেশ ধরি ।
প্রবেশ করিল গিয়া রাজঅন্তঃপুরি ॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার ।
সেই শকুন্তলা কিবা আইল পুনর্ব্বার ॥

পুরীর নিবাসী লোকে রাজাতে কহিল ।
দিব্যকৈন্যা হেন দুই কথা হৈতে আইল ॥
রাজার আজ্ঞা নারী সকলে আনিল ।
সৈরিন্ধ্রী বলিয়া তারা পরিচয় দিল ॥
একদৃষ্টে চাহে রাজা সখী হেন জ্ঞানে ।
লক্ষিতে না পারে দেখিয়াছে কোনস্থানে ॥
স্নেহভাবে পূর্ব্বে রাজার মনে মনে জাপ ।
স্মরণ করিতে নারে ব্রাহ্মণের শাপ ॥
রাজাএ বোলে সৈরিন্ধ্রী থাকহ মোর পুরে ।
ইচ্ছাচারী হৈয়া থাক সেবহ আহ্মারে ॥
এহিমতে পুরীতে রহিল দুইজন ।
বিচারিয়া শকুন্তলা না পাইল দরশন ॥
স্ত্রী স্ত্রী কহি কথা বুঝি অভিপ্রাএ ।
তথাএ নাহি শকুন্তলা ত্যাগিল রাজাএ ॥
অভিজ্ঞানে বঞ্চিলেক কেবা নিল হরি ।
লজ্জাএ বিকল কথা লুকাইল সোন্দরী ॥
পুরবাসী লোকসবে দেখন্ত কতুক ।
স্ত্রী সর্ব্বে জানাইল রাজার অসুখ ॥
তুষ্ট হৈয়া নৃপতি গলার দিল হার ।
বাকপ্রযুত মণি বিচিত্র দেখে তার ॥
শকুন্তলা প্রতি পূর্ব্বে দিল ঐশ্বর্য মুনি ।
অঙ্গুরীর পরিবর্ত্তে আনে নৃপমণি ॥
সেই মণি পাইয়া দুহে হাসিলা কিঞ্চিৎ ।
জোড়হস্তে দাণ্ডাইল রাজার বিদিত ॥
বিনয় বচনে কহে মধুরস বাণী ।
এক নিবেদন করম শুন নৃপমণি ॥
জাতি যে সৈরিন্ধ্রী আহ্মি ইচ্ছাএ বেড়াই ।
কাহার অধীন নহে নাচি গীত গাহি ॥
কতুকিত চিত্তে গেল বরুণের পুরী ।
যত্ন করি আহ্মাকে রাখিল তার নারী ॥
মণি এক দিল সেই বড় যত্ন করি ।
আপনের বর দিল হস্তের অঙ্গুরী ॥
তথাএ থাকি তোহ্মার শুনিল সুচরিত ।
কতুক চাহিতে আইলাম তোহ্মার পুরীত ॥

পথশ্রমে নগরে ত করিলম শয়ন ।
তস্করে হরিল মোর হস্তের রতন ॥
সেই হৈতে বেড়াই আহ্মি ভাবিয়া বিষাদ ।
পাইলাম মণি আহ্মি তোহ্মার প্রসাদ ॥
অঙ্গুরী পাইয়া আহ্মি দেশে চলি যাই ।
যথাতথা থাকিয়া তোহ্মার গুণ গাই ॥
সে অঙ্গুরী রত্ন মোর অন্ধকারে প্রকাশন্ত ।
ভ্রম যার থাকে মনে দেখিলেক রত্ন ॥
একত্রে হারাইলম দুই শুন নরনাথ ।
মণি যেই দিল অঙ্গুরী তাহাত ॥
শুনি রাজা মনেতে যে বিস্ময় উপজিল ।
কথাতে পাইল মণি কেবা আনি দিল ॥
আহ্মাতে অঙ্গুরী আছে জানিল নিশ্চএ ।
না পাইলে অপযশ কৈব দেশ বিদেশয় ॥
মনে চিন্তিলেক রাজা তাকে আশ্বাসিয়া ।
অন্তঃপুর হৈতে মোর অঙ্গুরী হরিয়া ॥
কহিলেন্ত রাজাএ তবে প্রজা সবেরে ডাকিয়া ।
নিলেক কেমত চোরে পুরী প্রবেশিয়া ॥
যত্ন করি ধরি আন দুষ্ট যথা পাও ।
না পুনি সঙ্কট হৈব শীঘ্র চলি যাও ॥
রাজার আদেশ পাইয়া যত পাত্রগণ ।
অনুচর স্থানে স্থানে কৈল নিয়োজন ॥
পৃথক হইল কেহ ভিক্ষুক রূপ ধরি ।
কেহ দ্বিজভট্ট হএ পুথি হাতে করি ॥
দোসাধুর স্ত্রী সর্ব্বে পসারীর বেশে[১] ।
উত্তম অধম লোকের পুরীতে প্রবেশে ॥
এহিমতে চাহিয়া বেড়াএ স্থানেস্থানে ।
বিধিএ ঘটাইতে পারে বিষম সন্ধানে ॥
যতেক ধীবরগণে জলেত প্রবেশে ।
জলমৈধ্যে এক মৎস্য[২] বাধিল বিশেষে ॥
এহিমতে চাহিয়া বেড়া * * * * * ।
কাটিলেক মৎস্য সবে অংশ করিবার ॥
পাইল অঙ্গুরী এক নির্ম্মল সোনার ।
কেহ বোলে হস্তে দিব আহ্মার রমণী ॥
পিত্তলের মৈধ্যে শোভে ভাল রাঙ্গাখানি ॥
কেহ বোলে হার গাথি দিব বাম ভুজে ।
দেখি তুষ্ট হইবেক রমণী সমাজে ॥
কেহ বোলে ভাল শোভা করে শ্রুতিমূলে ।
রমণী তুষিতে পারি আর এক পাইলে ॥
এহিমতে কোন্দল হইল অনিবার ।
জালুয়ামণ্ডলে বোলে করিয়া বিচার ॥
অল্প বস্তু লাগিয়া বিবাদে কার্য্য নাই ।
শুণ্ডীঘরে বেচিয়া সকলে মৈদ্য খাই ॥
এহি যুক্তি সবে করি নগরেত গেল ।
অঙ্গুরী থুইয়া সকলে মৈদ্য খাইল ॥
না নিল অঙ্গুরী আর কৈবর্ত্ত গোয়ার ।
শৌণ্ডীএ নগরে নিল মূল্য দেখিবার ॥
সোনার বণিকে পাইয়া কিছু দিয়া নিল ।
আপনা পত্নীতে নিয়া যত্ন করি দিল ॥
গৃহকর্ম্ম করি সেই বণিকের নারী ।
ক্ষেণে ক্ষেণে ঘরে গিয়া চাহে সে অঙ্গুরী ॥
খেলি হেতু শিশু দেখি কান্দিতে লাগিল ।
শিশুহস্তে রত্ন দিয়া নিবারণ কৈল ॥
* * * * চপল অজ্ঞান সেই তাত ।
খেলাহেতু লড় দিয়া গেল আঙ্গিনাত ॥
পাছে জননী তার ধাইল ত্রস্ত হৈয়া ।
বালকের হস্ত হৈতে লইল কাড়িয়া ॥
দোসাধু ভ্রমিতে তাত দেখি অকস্মাৎ ।
রমণীবালক সখে রাখে আঙ্গিনাথ ॥
রাজআভরণ বস্তু যোগ্য নহে তোর ।
চোর বলি বান্ধিবেক বণিক সকল ॥
বাণিয়ানগরে হৈল মহাকোলাহল ।
বন্দী করি লৈয়া যাএ বণিকসকল ॥

১. পুথির পাঠ ভেসে ।
২. পুথির পাঠ মৈস্ত ।

বিষম সঙ্কট বড় দেখি সেই কাজ।
বণিকে বান্ধিলেক শুণ্ডীর সমাজ॥
বান্ধিলেক কৈবর্ত্তগণ শুণ্ডীর উপদেশে।
কোতোয়াল দণ্ডঘাতে মারিল বিশেষে॥
বন্দী করি লৈয়া যাএ রাজার গোচর।
বসি আছেন নরপতি যেন পুরন্দর॥
হেনকালে দোসাধুএ করে নিবেদন।
আজ্ঞা কর কি শাস্তি করিমু চোরগণ॥
রাজাএ বোলে দক্ষিণ মশানে নিয়া মার।
সৈরিন্ধ্রীকে আনি দেয় অঙ্গুরী তাহার॥
জোড়হস্ত করি বোলে জালুয়ামণ্ডলে।
দোষ নাহি করি কর্ম্মদোষে পাই ফলে॥
ধর্ম্মসঙ্কুচিত দেখি তোহ্মার বিচার।
ধর্ম্মেহ না পারে এহি কর্ম্ম খণ্ডাইবার॥
হাসিয়া রাজাএ বোলে না মারিয় তাক।
কথাতে অঙ্গুরী পাইলা কহ সৈত্যবাক্য॥
কহিলে সকল কথা জালুয়া প্রধান।
সৈরিন্ধ্রীকে অঙ্গুরী দিলেক বিদ্যমান॥
সৈরিন্ধ্রী বোলেন্ত পাইলুম আপনার ধন।
তাহার বিচার আর কেনে প্রভুজন॥
যদি জানিবারে চাহ বিচার নিপুণ।
হস্তে দিলে জানিবা এহার যত গুণ॥
হাসিয়া অঙ্গুরী দিল নৃপতির হাতে।
শকুন্তলাবৃত্তান্ত রাজার স্মরিল মনেতে॥
স্বপ্নঅনুভব যেন মুদিল নয়ন।
সমুদ্রতরঙ্গ যেন উঠে ঘনঘন॥
পাসরিতে যাএ বর্জ্জি সুখ অনুভব।
শকুন্তলাবিচ্ছেদ শোক বাড়ে অনুপম॥
অনুক্রমে যত কথা স্মরিয়া রাজাএ।
একগুণ ভাবিতে শতেক গুণ ধাএ॥
হইয়া বিষয়ী যে বঞ্চিত করে লোকে।
নিয়মকালেত কর্ম্ম করি পাএ শোকে॥
খেলিতে হারিল ধন যেহেন জুয়ার।
স্ত্রীত্যাগ করি যেন কুপত্য আহার॥
হেন অপমান সব মানি মনে খেদ।
খলের মৈধ্যে যেন স্বজনের ভেদ॥
বজ্রাঘাত হেন শোক পাইল নরনাথ।
পুরীতে প্রবেশ কৈল না কহিল কাহাত॥
সুখভোগ রাজাধন বিফল মানিল।
পুরীর একান্ত স্থান নির্জ্জনে রহিল॥
আপনার শোকে ভএ দেহ হএ নাশ।
আপনারে দশে তবে না করে প্রকাশ॥
আশা অগ্নি কাম বায়ু বাড়ে পুনি পুনি।
রবির তাপে শোভে যেন সজল মেদিনী॥
উল্কাপাত হৈল যেন আপনার ঘরে।
জীবননৈরাশ যেন ডুবিলে সাগরে॥
তেনমতে বিভোল বিকল নরপতি।
ভয়শোকে বিকলাইল রাজ্য যথ ইতি॥
বিফল হইল লোক করে হাহাকার।
অনুমতা চরিত্র যে নারে বুঝিবার॥
তবে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা তথাএ গেল।
শান্ত হেতু উপদেশ অনেক কহিল॥
সে দুই জানিল মাত্র বেদনা রাজার।
বন্ধুবান্ধবে কেহ না জানিল আর॥
নিভৃতে একান্ত তাথে রাজাএ জিজ্ঞাসিল।
মোহোর বিচ্ছেদে প্রিয়া কেমতে আছিল॥
কি বলিয়া প্রবোধিল মুনি মহাভাগ।
মোহোর উদ্দেশে আইল তাকে কৈল ত্যাগ॥
মুঞি বা অধমে কেনে তাকে পাসরিলু।
আপনার সৈত্যবাক্য তাক না স্মরিলু॥
তার রূপে কেনে না মোহিল মন মোর।
ই দেশে হইব মোর নরক আধার॥
অনাশ্রয় হইয়া আশ্রয় যাচে জন।
কৃপামনে কেবা তাকে না করে পালন॥
শোকার্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত যেবা করে বিবর্জ্জিত।
স্বর্গেত কুৎসিত হএ ব্যাধিএ পীড়িত॥
তাকে পাইয়া দয়া না করএ যেই জন।
সে নর পাপিষ্ঠ জান ই তিনভুবন॥

লক্ষ্মী মূর্ত্তি পুত্রবতী সতী পতিব্রতা।
সৈত্যবতী রূপবতী কুলীনবণিতা॥
হেন জন ত্যজিয়া শরীরে প্রাণ ধরি।
এ বলি ভূমিতে পড়ে নৃপতিকেশরী॥
হাহা প্রিয়া বলিয়া ছাড়এ দীর্ঘশ্বাস।
সকরুণে দুই সখী হৈল একপাশ॥

লাচাড়ী : পঞ্চমজরী রাগ

বৎসরেক তপোবনে বঞ্চিলুম তোহ্মার সনে
ইন্দ্র যেন বঞ্চে শচী সনে।
অভেদ আছিলুম সঙ্গে ছায়াহেন লাগে অঙ্গে
সেবা মোর কৈলা রাত্রিদিন॥
মুঞি হেন অধম নাহি যে মোহার সম
তাহ্মারে ত্যাগিলু অকারণ।
মুনি ভয়ে ছাড়ি আইলু তাহ্মা আগে সৈত্য কৈলু
দেশে গেলে আনতুম তখন॥
অজ্ঞান পশুর মত সর্ব্ব পাসরিলু পথ
বার্ত্তা না লইলু মুঞি ছার।
পূর্ব্ব স্নেহ মনে ধরি আইলা মোহোর পুরী
মুঞি মূঢ় অধম অগোচর॥
তুহ্মি প্রিয়া গুণবতী মুঞি মূঢ় পাপমতি
পত্নীপুত্র না ছাড়ে রাক্ষসে।
মোহোর যে কর্ম্মদোষ উপজিল তাতে রোষ
ছাড়িয়া যে গেলা মোরে কিসে॥
মরমে হইয়া দুখী অশ্রু একতর মুখী
অনাথিনী কান্দিয়া বিশেষ।
তনু অতি কৃশভার যেন লক্ষ্মীঅবতার
নাগরীকে চাহিল বেড়িয়া।
তুহ্মি মোর অন্বেষণে মুঞি হইলু নরাধম
ফিরি গেলা আহ্মারে ছাড়িয়া॥
মনুষ্য অধম আহ্মি দেবের দুহিতা তুহ্মি
মেনকা সোন্দরী মাও যার।
পূর্ব্ব তপ অল্পভোগ ভোগাইয়া সম্ভোগ
বিধাতাএ হেরিল আরবার॥
মরিব তোহ্মার শোকে অপযশাইব লোকে
উপহাস করিব সর্ব্বজনে।
স্ত্রীপুত্র অপচয় ধর্ম্মেত হইল ভয়
শাপ মোরে বলিব ব্রাহ্মণে॥
তখনে ভূমিতে পড়ে দীঘল নিঃশ্বাস ছাড়ে
চাহিতে যে ধাইল নিপুণ।
জিজ্ঞাসে বান্ধবগণ বাক্য নাহি তার সন
করুণা উপজে শতগুণ॥

রাজকার্য্য ছাড়িয়া রহিল পুরীমাঝ।
সর্ব্বলোকে দেখিয়া বিস্ময়া হৈল কাজ॥
চারিদিকে বার্ত্তা গেল বন্ধু পাইল শোক।
শুনিয়া প্রকাশ পাইল দুষ্ট যত লোক॥
নিরুৎসাহ সর্ব্বলোকে না নির্ব্বাহ ধর্ম্ম।
যার যেই অভিরুচি করে সেই কর্ম্ম॥
নৃপতি রহিতে শোভা না করে মেদিনী।
কর্ণধার বিনে যেন অস্থির তরণী॥
রাজার বিরহ দেখি যত মুনিগণ।
দেখিবারে চলি আইল নৃপতি সদন॥
প্রণাম করিয়া রাজা করে নিবেদন।
বসিবারে দিল রাজা বিস্তর আসন॥
মোর ভাগ্যে আইল সব মোকে দেখিবার।
প্রবোধ করিল সবে অশেষ প্রকার॥
শান্তি হেতু বহু বাক্যে কৈল উপদেশ॥
মহাশোকে বাড়ে কর্ণে না করে প্রবেশ॥
জোড়হস্তে নৃপতি করিল নিবেদন।
তুহ্মি সর্ব্ব জ্ঞানযোগ পরম কারণ॥
সৈত্য ধর্ম্ম পাপ পুণ্য জন্ম মৃত্যু স্থিতি।
শোক দুঃখ রোগ শোক ইসব প্রভৃতি॥
সকল জানি স্ত্রীলোকে জ্ঞান নিরসন্ত।
তথাপি শরীর দহে জ্ঞান বলবন্ত॥
নানা যত্ন করে তবু ধর্ম্ম কিছু নহে।
হইতে কারণ তবে কহ মহাশএ॥

CENTRAL LIBRARY

কাহাতে মার্জ্জনা চিত্ত দুষ্ট লোক নাশে।
কোন বা পীড়িত মন কহিল বিশেষে॥
তবে মুনি বৃহদ্রথে কহিল সকল।
পূর্ব্বকথা কহি এবে শুন মহাবল॥
অজ হেন নিরঞ্জন বলি এ যাহারে।
মনে ইচ্ছা হৈল তান সৃষ্টি করিবারে॥
প্রকৃতি স্বরূপা হৈয়া আশ্রইল গুণ।
সত্ত্বরজতম তিন গুণাইল গুণ॥
সত্ত্ব গুণে দয়া ধর্ম্ম পালয়ে সংসার।
রজ গুণে সৃষ্টি করে বিবিধ প্রকার॥
তম গুণে যোগনিদ্রা দেখিল বিস্তর।
প্রকৃতভাবে সৃষ্টি বাড়ে নিরন্তর॥
ঋষি মুনি দেব দৈত্য দারুণ রাক্ষস।
বাড়িল অনেক তেজ মহাতেজ অংশ॥
জরা মৃত্যু রোগ শোক কিছু নাহি ভয়।
ইচ্ছাসুখে ভ্রমে সব নাহিক সংশয়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু যথ আপনারে দেখে।
স্তবের প্রভাবে সবে কাহারে বা লেখে॥
পদভারে পৃথিবী কাপএ নিতি নিতি।
ব্রহ্মা আগে নিবেদন করে বসুমতী॥
সবে মিলি চলি যাও যথা আছে হর।
তান আগে বসুমতী কান্দিল বিস্তর॥
রহিতে না পারি তবে জগৎঈশ্বর।
নিবেদন করি প্রভু যাম রসাতল॥
কৃপা মনে সদাশিবে নিশাস এড়িল।
তাহা হৈতে মহাতেজ হুতাশ জন্মিল॥
তারমৈধ্যে এক নারী মহাতেজশালী।
তখনে তাহার নাম হৈল মৃত্যু বলি॥
হরে আজ্ঞা কৈল তবে সংহারিতে লোক।
শুনিয়া হরের কথা মনে হৈল শোক॥
হেন দুষ্ট কার্য্যে প্রভু নিয়োজিলা মোকে।
মুঞি পুনি সংহারিতে নারম প্রজালোকে॥
সকরুণে কান্দে মৃত্যুরূপ ভগবতী।
সেই তেজ ভয় হৈতে হৈল উৎপত্তি॥

শ্বাসে ব্যাধি হইল ক্ষোভিতে চরাচর।
চিন্তা হৈতে ভয় হৈল যতেক বিস্তর॥
ছায়া হৈতে জন্ম হৈল করিতে বিচার।
ই সব প্রভৃতি যত হইল তাহার॥
পুনি হর প্রজাপতি মৃত্যুরে আশ্বাসে।
তুহ্মি শোক না করিয় প্রজা মরে দোষে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কৈল নিয়মিত।
শুনিয়া যে সর্ব্বলোক হইল চিন্তিত॥
সেই হৈতে মৃত্যুশোক ভয় উপজিল।
ক্রমে ক্রমে প্রজাসব কালে সংহারিব॥
ছোট বড় ভেদ নাহি হৈল স্বতন্তর।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু যথ চরাচর॥
ই নিমিত্তে জন্ম না বাঞ্ছয়ে জ্ঞানী লোকে।
পূর্ব্বের যতেক কথা কহিল তোহ্মাতে॥
তবে জনমেজয় বোলে জোড় করি হাত।
পরম কতুক আজি শুনিল তোহ্মাত॥
যখনে না ছিল সৃষ্টি কেবা ছিল তাত।
কিরূপে সে নিরঞ্জন আছিল কোথাত॥
কাহাতে হইল সৃষ্টি ইচ্ছা করিবার।
শুনিবার ইচ্ছা কিছু চরণে তোহ্মার॥
বৈশম্পায়ন মুনি কহিল তখন।
অতি গুপ্ত কথা কহি শুন মহাজন॥
জগৎ আছিল পূর্ব্বে অন্ধকারময়।
মহারাত্রি মহামায়া যাহাকে বোলয়॥
নৈরাকার ছিল তা হেরি তুহিন হৈয়া।
নির্ব্বাণ পরম পদ পাইতে ধেয়াইয়া॥
সৃষ্টি করিবারে যদি তথে ইচ্ছা হৈল।
অনয় তনয় দুই মায়া উপজিল॥
শনি হৈতে কালদেব হৈল অনুবন্ধ।
পঞ্চতন্ত্র রসময় শব্দময় পুষ্পগন্ধ॥
পঞ্চভূত আকাশ পবন অগ্নি জল।
পৃথিবী পালিব রসময় ই সকল॥
তালু শ্রবণ চক্ষু রসনা নাসিকা।
পাণি পদ উপস্থ যে গুহ্যাদি সাধিকা॥

CENTRAL LIBRARY

ই সবে আজ্ঞা কৈল সৃষ্টি করিবার ।
আত্ম স্বাতন্ত্র্যে কেহ নহে অধিকার ॥
হেতু ভাব কৈল সৃষ্টি হইবে কেমতে ।
অধিকারী কে হইব কার্য্য যে সাধিতে ॥
তবে অনাদি নিদান সনাতন ।
বলিলেক আত্মরূপে আহ্মি সে সৃজন ॥
আহ্মি সে ব্যাপক সর্ব্ব হইব সমাইর ।
ইহাতে জানিব কাম ক্রোধ অহঙ্কার ॥
একত্রে জন্মিয়া সব বস্তু কৈল কায় ।
চতুর্ভুজ পঞ্চভূত জলে সর্ব্বদাই ॥
ব্রহ্মা হৈতে উপজিল ব্রহ্ম নাম ধরে ।
তেজে রাঙ্গা শরীর অধিক দীপ্তি করে ॥
মানস সরোবরে থাকি নিরক্ষিয়া চাহে ।
পদ্মবিনে আর কিছু না দেখে তথাএ ॥
প্রতিদিন সঞ্চরি ভ্রমএ নিরন্তর ।
একদলে ফিরিলা যে হাজার বৎসর ॥
অধঃ ঊর্দ্ধে দুই সহস্র বৎসর ফিরিল ।
তথাপিহ সেই পদ্মের উদ্দেশ না পাইল ॥
বিস্ময় হইয়া ব্রহ্মা মনেত ভাবিল ।
অবশ্য আছএ কর্ত্তা যে মোরে সৃজিল ॥
মনেত ভাবিয়া স্তব করিল প্রজাপতি ।
লোমাঞ্চিত পুলকে পূর্ণিত হৈল অতি ॥
নমো পরাশর ব্রহ্ম শব্দের অন্তর ।
ধ্যানের অগম্য প্রভু ভক্তির গোচর ॥
নমো দেব অনাদি নিদান সনাতন ।
সর্ব্বভূত আদি রূপ দেব নিরঞ্জন ॥
নমো সব সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্ম নৈরাকার ।
বিশ্বরূপ বিশ্বস্থ নাম তোহ্মার ॥
তুহ্মি বিনে ভাবি চাহি কেহ নাই আর ।
হেনমতে ব্রহ্মাএ স্তুতি করে বারে বার ॥
মোকে সৃজিলা প্রভু তত্ত্ব না জানিলম ।
যে চাহিলম বিচারিয়া অন্ত না পাইলম ॥
বুঝিতে তোহ্মার মায়া শক্তি আছে কার ।
একে অনন্ত তুহ্মি পরে নাই আর ॥

তবে ব্রহ্মস্থানে শব্দ হৈল অকস্মাৎ ।
তপস্যার ফল তুহ্মি পাইবা পশ্চাৎ ॥
তবে পদ্মযোনি স্তব করিল বিস্তর ।
চিরকালে থাকে সেই পদ্মের ভিতর ॥
হৃদয়কমল দেখি বিশ্বরূপময় ।
বন উপবনে দেখে যত ভূতচয় ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু ঋষিসিদ্ধ হরমহেশ্বর ।
দেব দৈত্য দানব যে যথ চরাচর ॥
স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল পর্ব্বত সাগর ।
পশু পক্ষী নাগ যথা রাক্ষস কিন্নর ॥
প্রকৃতিস্বরূপা ভাবে দেব নিরঞ্জন ॥
ক্রীড়ারস হেতু প্রভু অনন্ত শয়ন ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে দেখি যত চরাচর ।
জ্ঞানের গোচরে আছে অজ্ঞানের পর ॥
ঈষিৎ ইঙ্গিত কহে সৃষ্টি কর তুহ্মি ।
হেতুমাত্র গুণ তুহ্মি আশ্রয় হৈব আহ্মি ॥
চৈতন্য পাইয়া শব্দে হেন অনুমাই ।
যথ কিছু দেখিল গোচরে কিছু নাই ॥
অকস্মাৎ কায়া হৈতে হৈল বীর্য্যপাত ।
দেখিলেক ডিম্ব এক উপজিল তাত ॥
শত পর্য্যায়ে বাড়ে ডিম্ব নাহি পরিমাণ ।
বাড়িল কমল ব্রহ্মা রৈতে নাহি স্থান ॥
কে আছে ইহার মৈধ্যে জানিতে অন্তর ।
যোগবলে প্রবেশিল ডিম্বের ভিতর ॥
দেখিল কুসুম তবে ডিম্বেত ভরিল ।
সমভাগ করি ডিম্ব মৈধ্যে ত কাটিল ॥
ঊর্দ্ধভাগ করিয়া কাটিল সাতখান ।
তাহা হৈতে হৈল সপ্তস্বর্গের নির্ম্মাণ ॥
তবে অর্দ্ধখান তবে সপ্তখান কৈল ।
সপ্তপাতাল তবে নির্ম্মাণ করিল ॥
দেখিয়া কতুক তবে হইল ব্রহ্মার ।
ভাবিলেন্ত নানামতে সৃষ্টি করিবার ॥
তামসিক সৃষ্টি তবে প্রথমে করিল ।
চৌদ্দ ভুবন বৃক্ষ শতাএ ভরিল ॥

CENTRAL LIBRARY

সপ্তসাগর যথ সৃজিল বিস্তর।
অতি বড় শোভা করে দেখিতে সোন্দর॥
মনের আরতি যথ না পূরিল তাহে।
বিনি সেবকে সুখ আছএ কোথাএ॥
ভৃগু নামে মহাঋষি জন্মিল তখন।
যথ মুনি ঋষির জন্ম সৃষ্টির পত্তন॥
পূর্বে তোহ্মা স্থানে যথ কহিছি কথন।
জনমেজয় বোলে গোসাঞি করি নিবেদন॥
জনমেজয় বোলে ব্রহ্মা হতে হৈল।
আপনা ইচ্ছাএ তেঞি সৃষ্টি যে সৃজিল॥
শিব বিষ্ণু ভূত যত কাহা হতে হয়।
তবে মুনি কহিলেক শুন জনমেজয়॥
অহঙ্কার উপজিল ব্রহ্মার মনএ।
আর সৃষ্টিকর্ত্তা হেন কেহ নহে আর॥
আহ্মি পরে কেবা পারে সৃষ্টি করিবার॥
সেই মৃত্যুরূপা দেবী সংহারে সকল।
তাহার অবধ্য নাহি সংসার ভিতর॥
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু জানিয় নিশ্চয়।
মৃত্যুঅনুচর জরা শোক মৃত্যুভয়॥
জ্ঞানবন্ত জনে শোকে চিন্তা পরিহরে॥
ক্ষেমা শান্তি যাতে বৈসে পরলোকে তরে॥
ক্ষেমা পরে সৈত্য নাই দয়া পরে ধর্ম্ম।
হিংসা পরে পাপ নাহি শান্তি পরে কর্ম্ম॥
ক্রোধ পরে শত্রু নাই লোভ পরে পাপ।
ভক্তি পরে পূজা নাই মোহ পরে তাপ॥
অনুক্ষণ চিন্তা করে পরকুলহিত।
উত্তম বলিয়া লোকে গণি পৃথিবীত॥
আপনা সামান্য দেখে হিংসা যার।
মধ্যম করিয়া লোকে করি পুরস্কার॥
আপনা বাখানে যেবা পরনিন্দাশীল।
নীচ মৈধ্যে গণি তারে পরম কুটিল॥
শক্তি অনুরূপ ভক্তি বৈভব শক্তিদান।
মধুর সন্তোষ যেন সভা বিদ্যমান॥

অসাধ্য সাধিতে চাহে আশাবদ্ধ হৈয়া।
গতানুশোচএ যে শোকাশ্রু হৈয়া॥
দুষ্টলোক সঙ্গে যেবা করএ গমন।
সেই সব লোকজনে দুঃখিত যে জন॥
তুহ্মি রাজা মহাশএ রাজ্যের পালক।
তপ ধর্ম্ম যেবা করে তাহার রক্ষক॥
কর্ণধার বিনে যেন অস্থির তরণী।
রাজা বিনি তেন জানহ মেদিনী॥
পাখা বিনে পক্ষী যেন না সঞ্চরে গতি।
তেনমত ধনহীন জনের বসতি॥
হিত অহিত ক্রোধী লোকের হিংসক।
হেন রাজা যে রাজ্যেত সেই অরাজক॥
প্রমত্ত শরীর জান আলস্য লৈক্ষণ।
স্ত্রীজিত মদান্ধ যে সদাএ কৃপণ॥
বৈভবে সন্তুষ্ট যেবা প্রতাপে রহিত।
আজ্ঞাহীন রাজকার্য্য থাকে অনুচিত॥
হিত উপদেশ মুই কহিলুম বৃত্তান্ত।
আপনার শীল জানি শোক কর শান্ত॥
দুষ্মন্ত সম্ভাষি শুভ মুনি গেল ঘর।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাজা গেল অন্তাপুর॥
জটাবাকল ধরি তপোবনে যাইমু।
পৃথিবী পর্য্যটন করি ভিক্ষা মাগি খাইমু॥
কার পুত্র পরিবার নিজ তনু লৈয়া।
বেড়াইমু দেশে দেশে সৈন্ন্যাসী হইয়া॥
পাই বা না পাই তারে দুঃখিত না হইমু।
মোকে যেবা হিংসা করে তাকে না হিংসিমু॥
প্রাণী সম পাই দয়া করিমু সমান।
অতিথি সেবিমু যথা পাইমু সন্নিধান॥
পরনিন্দা না করিমু আশা বিবর্জ্জিত।
সৈত্য ছাড়ি মিথ্যা না কহিমু কদাচিৎ॥
তরুমূলে নদীতীরে করমু আশ্রম।
দিকপট্ট ধরিমু বদন মনোরম॥
বনচর সখা মোর ধরা আরোহণ।
গৃহ মোর তরুলতা রাজ্য তপোবন॥

শাকে বা উদরপূর্ত্তি কিবা পঞ্চামৃতে ।
সন্তোষ যে অসন্তোষ কিছু নাই তাহে ॥
চন্দনে লেপএ কিবা বিষ্ঠাএ শোভন ।
পুষ্পমালা দেহে কিবা অস্থি আভরণ ॥
কুঙ্কুমে লেপিএ কিবা ভস্মে বিরাজিত ।
প্রীত অপ্রীত নাই কাহার সহিত ॥
করাতে কাটএ কিবা নিধি করে দান ।
শাপবর নাহি মাত্র একহি সমান ॥
বৃদ্ধ বা যুবক নারী যথেক দেখিমু ।
জননীসমান কামদৃষ্টে না চাহিমু ॥
জলেত থাকিমু মুই শিরীষ সমএ ।
নিদাঘে থাকিম অগ্নি জ্বালিয়া পাশএ ॥
যেনমতে পারি এ ইন্দ্রিয় নিবারিমু ।
এহিমতে চিরকাল গোবিন্দ সেবিমু ॥
ক্ষত্রিয় হৈয়া মুনি হৈল বিশ্বামিত্র ওঝা ।
তপহেতু দেবগণ সবে করে পূজা ॥
চন্দ্রবংশেত আহ্মি করিম সাহস ।
সিদ্ধসমাজে থাকি উপাজিম যশ ॥
উন্মত্তজনের মনে কিবা নাহি লএ ।
কথাতে না যাএ মন কিবা না তুজয় ॥
রাজকার্য্য মনে নাহি দুষ্মন্ত রাজার ।
শকুন্তলা বই চিত্ত না ভাবএ আর ॥
এথা স্বর্গে দেবমেলে থাকি শকুন্তলা ।
মনের যতেক তাপ সব বিস্মরিলা ॥
দেবকৈন্যা সবে মিলি তাহাক সেবিল ।
মনিক্ষ করি তাক কেহ না নিন্দিল ॥
রূপগুণে কুলে শীলে সকলে জানিয়া ।
সকলে গৌরব করে মৈর্যাদা করিয়া ॥
কতদিনে প্রসবিল সোন্দর কুমার ।
জাতকর্ম্ম কৈল তবে ফুলের আচার ॥
দেখিয়া সোন্দর শিশু আদর সমাইর ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্র দ্বিতীয়ার ॥
কশ্যপ [মুনি] আসি নাম থুইল ভরত ।
পাইলেক পুত্র দেবী যেন বিধিদত্ত ॥
দেখিয়া পুত্রের মুখ জুড়াএ হৃদএ ।
চন্দ্রোদয় হৈলে হেন তিমির নাশ হএ ॥
ভুবন প্রকাশ করে যেন দিবামণি ।
বরিষার মেঘে যেন পূরএ ধরণী ॥
মুখ দেখি দেবী সদাএ বাড়ে সুখ ।
সর্ব্ব তাপ দূরে যাএ বাড়এ কতুক ॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দিনে দিনে বাড়ে ।
সর্ব্বজনে দেখিয়া জুড়াএ নয়নে ॥
এহিমতে কতদিন বঞ্চে স্বর্গপুরে ।
একদিন শচী গেল জাহ্নবীর তীরে ॥
ব্রাহ্মণীসমাজ আর দেবকৈন্যাগণ ।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সব প্রসন্ন বদন ॥
মন্দাকিনী জলে স্নান করি কতুকে ।
যার যেই আশ্রমেত চলে মনসুখে ॥
শিবের বলদ লৈয়া চলিল পশ্চাৎ ।
আসিতে পন্থেত ব্যাঘ্র ভালুক তথাত ॥
পন্থে নিদ্রা যাএ সিংহ ছাও লৈয়া কোলে ।
মনিষ্যের কোলাহল শুনিলেক জলে ॥
তর্জ্জিয়া উঠিল সিংহ অতি কোপমনে ।
শিশু এড়ি লড় দিল যথ ব্রাহ্মণে ॥
ছাওয়াল ধরিতে কোপে চলিল কেশরী ।
রাখিল ভরতে তারে গলা চাপি ধরি ॥
গলা চাপি ধরিয়া নির্জীব কৈল বলে ।
কতুকে সিংহের ছাও তুলি লৈল কোলে ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণী সব লাগে চমৎকার ।
চারিদিগে বেড়ি সবে করে হাহাকার ॥
শিশুর বিক্রম দেখি ভয় পাইল সব ।
স্বসঙ্গে ব্যাঘ্রগণ ধাএ করি রব ॥
মৃততুল্য করি সেই সিংহ এড়ি দিল ।
ছাওয়াল লইয়া ঘরে বিপ্রসব আইল ॥
পুত্রশোকে সেই সিংহ হইল বিকল ।
শরতের মেঘে যেন গর্জ্জএ নিষ্ফল ॥
পাপিষ্ঠ পুত্রের স্নেহ নাহিক আহ্মার ।
প্রহারে জর্জ্জর তনু পাছে ধাএ তার ॥

CENTRAL LIBRARY

যথ শিশুগণ তবে ভএ কম্পমান ।
লড়ে জানাইল গিয়া পুরন্দর স্থান ॥
বার্ত্তা শুনি ইন্দ্র মাতালিকে আদেশিল ।
মহাবেগস্তব রথে শিশুকে তুলিল ॥
না মারিল ছাওয়াল যে না ভাঙ্গিল মান ।
ভরতেরে লৈয়া গেল কশ্যপের স্থান ॥
পরাক্রম দেখি মুনি তুষ্ট হৈল মনে ।
আশীর্ব্বাদ করিলেক যথ দেবগণে ॥
সিংহজিৎ করি নাম থুইল তাহার ।
মুনি সর্ব্ব চলি আইল যথ পরিবার ॥
অতি দুঃখে শকুন্তলা কান্দিল বিস্তর ।
সিংহে যদি মারিত কি গতি হৈত মোর ॥
শুনিয়া কতুকে ইন্দ্র আইল দেখিবার ।
তুষ্ট হৈয়া বলিল করিব উপকার ॥
ভরতেরে প্রশংসিয়া দেব পুরন্দর ।
সানন্দিতে চলি গেল অমরানগর ॥
হেনকালে চরে আসি কৈল নিবেদন ।
কুকর্ম্ম করএ যথ দুরন্ত যবন ॥
ইন্দ্রে বোলে আসিয়াছে যবন বিস্তর ।
করএ কুকর্ম্ম যথ মুষলিনগর ॥
ব্রহ্মকুলে জন্মিয়া যে নিন্দা করে বেদ ।
গোব্রাহ্মণ হিংসা করে না মানে নিষেধ ॥
অকালে প্রচার করে করি কুআচার ।
দেবের অবধ্য সে যে দুষ্ট দুরাচার ॥
তা সবার বধ হেতু আনিব দুষ্মন্ত ।
তবে সে প্রবোধ হইব যবন দুরন্ত ॥
মাতলিরে সম্বোধিয়া বোলে দেবরাজ ।
বনপ্রস্থে চলি যাও দুষ্মন্ত সমাজ ॥
দুষ্মন্ত লইয়া ঝাটে মুষলিতে যাও ।
মারিয়া যবন কাটি যমেরে ভেটাও ॥
যুদ্ধে জিনি দুষ্মন্ত আনিয়া মোর পাশে ।
পুত্র নারী সঙ্গে দিয়া পাঠাইম দেশে ॥
ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া চলিল মাতালি ।
দিব্যরথে অস্ত্র ভরি শীঘ্র গেল চলি ॥

পুরী দ্বারেত গিয়া জানাইল তুরিত ।
শীঘ্র গিয়া কহ দ্বারী রাজার বিদিত ॥
মাতলি আমার নাম ইন্দ্র অনুচর ।
সম্বাদ কহিতে আইল তাহান গোচর ॥
দ্বারী বোলে ব্যস্ত রাজা শকুন্তলা শোকে ।
আছোক যাইব আমি না দেখে বন্ধুলোকে ॥
ভালমন্দ কহিবার শক্তি আছে কার ।
নিবেদন কৈল আমি চরণে তোমার ॥
তবে মাতলিএ যুক্তি করি সার ।
যেন মতে ক্রোধ মনে উপজে রাজার ॥
ক্রোধ মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম লোকেত না রহে ।
ক্রোধকালে আত্মপর নাহি পরিচএ ॥
ক্রোধ হৈলে দুঃখ শোক নাহি মৃত্যু ভএ ।
যুদ্ধের কালেত ক্রোধ সাধু লোকে কহে ॥
এতেকে জন্মাইব ক্রোধ প্রবেশিয়া পুরী ।
বন্দী করি যারে পাই সেই শীঘ্র করি ॥
হেন ভাবি মাতলি প্রাচীর লঙ্ঘি গেল ।
বিদূষক লাগ পাই তাহাক বান্ধিল ॥
হাতে পাএ বান্ধি তারে রথেত তুলিল ।
মহাকোলাহল তবে নগরে উঠিল ॥
সকরুণে ডাকএ ব্রাহ্মণ বিদূষক ।
কথাতে দুষ্মন্ত রাজা পৃথিবীপালক ॥
চন্দ্রবংশে মহারাজা সর্ব্বলোকে জানি ।
সর্ব্বজন বলবন্ত সর্ব্ব রাজধানী ॥
পৃথিবী পালএ রাজা নিজ বাহুবলে ।
তুহ্মি রাজা বিখ্যাত যে জন্ম সেই কুলে ॥
নানাদেশ জিনিয়া আনিল রত্নধন ।
তোহ্মা ভএ কম্পমান যথ শত্রুগণ ॥
হেন তোর পুরিতে নিশাচর প্রবেশিয়া ।
তোর বন্ধু ব্রাহ্মণ মোরে লৈ যাএ বান্ধিয়া ॥
নিরস্ত্র হইলে তুহ্মি নারীর যে শোকে ।
কাতর হইল তুহ্মি বলিবেক লোকে ॥
হেন অপমান রাজা তোর প্রাণে সহে ।
ব্রহ্মবধ করি তোর কিছু নাই ভএ ॥

বিদ্যমানে রাক্ষসে মোহোরে সেই ধরি ।
অখ্যাতি করিলে কেনে নৃপতিকেশরী ॥
ব্রাহ্মণের শুনি হেন কাতর বচন ।
নিদ্রা হৈতে সিংহ যেন পাইল চেতন ॥
ধনু হস্তে ধরি ক্রোধে করিল টঙ্কার ।
ইন্দ্র যেন চলিল দানব নাশিবার ॥
রুধিল গগনপথ করিল শরজাল ।
পক্ষী উড়ি যাইতে নারে নাহি শূণ্যস্থল ॥
বিপ্র করিয়া আগে মাতলি আইসএ ।
রাজা সাথে ঈষৎ হাসিয়া কথা কহে ॥
অএ রাজা ঈলিন তনয় সদাচার ।
হের দেখি এহি বিপ্র সংহতি আহ্মার ॥
* * * * * * অস্ত্র হান মোর গাএ ।
অনিবৃত্ত যুদ্ধ তোহ্মার যুক্ত কর্ম্ম নহে ॥
রাজাএ বোলে কেবা তুহ্মি অহঙ্কার করি ।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া নেয় প্রবেশিয়া পুরী ॥
দুষ্মন্ত আহ্মার নাম নাহি জান তথে ।
ইন্দ্রক না মানম মুই কহিলাম তবে ॥
কে তুহ্মি সাহসবন্ত না গনিলা ভএ ।
অপরাধ ক্ষেমিলাম দেহি পরিচএ ॥
মাতলি বোলএ রাজা মৈর্য্যাদাসাগর ।
আহ্মি সামান্য নহে ইন্দ্র অনুচর ॥
যোগ্যাযোগ্য জানবন্ত হিতাহিত জানি ।
পৃথিবীতে শূর হেন তোহ্মারে বাখানি ॥
স্বর্গে রাজা সুরপতি তোহ্মারে আদরে ।
তাহান সম্বাদ কহিম তোহ্মার গোচরে ॥
অ এরে মাতলি তুহ্মি করিলা অন্যাএ ।
পুরীমৈধ্যে প্রবেশিলা মোর অনাজ্ঞাএ ॥
ব্রাহ্মণ ধরিয়া আন বিড়ম্বিয়া তারে ।
দেবদূত হৈল দেখি ক্ষেমিলা তোহ্মারে ॥
মাতলিএ বোলে রাজা নহে অবিহিত ।
মূর্খ নাহি হই আহ্মি জানি শাস্ত্রনিত ॥
যার যেই অনুরূপ পুজিব তেমতে ।
অন্যভাব তোহ্মা আহ্মি কহিলাম তথে ॥

শকুন্তলা শোকে তোহ্মার বিরহিত জ্ঞান ।
বিনি ক্রোধ হতে নাহি আর সমাধান ॥
এতেক জন্মাইল ক্রোধ তোহ্মার শরীরএ ।
অখনে সম্বাদ কহি শুন মহাশএ ॥
তবে সেই মাতলি রাজার স্থানে কহিল ।
রাজাক সম্ভাষ করি ব্রাহ্মণ এড়ি দিল ॥
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের সম্বাদ ।
রাজাহ হরিষ হইল ছাড়ি অবসাদ ।
প্রভাতে চলিল দুই চড়ি একরথে ।
নানা উপদেশ কথা আছিলেক পথে ॥
বৈশম্পায়নের স্থানে জিজ্ঞাসে জনমেজয় ।
বুঝিবারে বিস্তারিয়া সঞ্জয়ে কহএ ॥

লবণ সাগর তীরে যবনগণ বৈসে ।
দানব কুলেত জন্ম ব্রাহ্মণওরসে ॥
কুলাচারহীন সর্ব্ব বৈসে সেই দেশ ।
কথদিনে উত্তরিল মুরলি নামে দেশ ॥
গোব্রাহ্মণে হিংসা করে অভক্ষ্যভক্ষণ ।
গুরু গৌরবেতে করে একত্রে ভোজন ॥
বিপরীত শাস্ত্রসব পাঠকে পঠাএ ।
অপকর্ম্ম করে সর্ব্ব অভুক্ত যে হএ ॥
তার শেষে জিজ্ঞাসিল দুষ্মন্ত নৃপতি ।
কি কারণে অধর্ম্ম যে কর দুষ্টমতি ॥
ব্রহ্মকুলে জন্ম লইআ কর অনাচার ।
তোর পাপে নষ্ট হএ সকল সংসার ॥
তবে যবনসবে উত্তর যে দিল ।
অথর্ব্ব বেদমতে তারা নীতি দেখাইল ॥
কপিলা পৃষ্ঠে সব মাংস উপজিল ।
এতেকে সে পশুপক্ষী সে ধর্ম্ম লইল ॥
বিচারিয়া মুনি সর্ব্বে প্রকাশ না কৈল ।
তুষ্ট হৈয়া দানবসব সে পথে চলিল ॥
মনিষ্যে করিতে পারে নহে ব্যবহার ।
কলিযুগে নষ্ট হইতে হৈব অবিচার ॥

CENTRAL LIBRARY

ভূত ভবিষ্যৎ মত করিব বিচার ।
দেখাইব অনেক মত কলি ব্যবহার ॥
এহিকালে চন্দ্রবংশে দুই অধিকারী ।
অনাচার যেই করে তাহাকে সংহারি ॥
মারিম যবন সর্ব্ব যত দুষ্টমতি ।
এ বলিয়া ক্রোধ করে দুষ্মন্ত নৃপতি ॥
তাহারা হইল ক্রোধ শুনিয়া উত্তর ।
একত্রে যবন সর্ব্ব সাজিল বিস্তর ॥
দুই বলে মহাযুদ্ধ নাহি সমাধান ।
লবণসাগর তীরে হৈল মহারণ ॥
প্রবল যবনকুল সমরে দুর্জ্জয় ।
কটক পড়িল দেখি যবন আগু হএ ॥
নানা অস্ত্র লৈয়া তারা করএ প্রহার ।
দুই বলে মহারণ হৈল অনিবার ॥
হস্তী ঘোড়া মহারথী পড়িল বিস্তর ।
জয় ভঙ্গ নাহি কার বিষম সমর ॥
মাতলি কহিল তবে কহি উপদেশ ।
শীঘ্র করি কর তুম্মি বনেত প্রবেশ ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র না জানে যবন দুরাচার ।
অন্য যুদ্ধে না হইব এহার সংহার ॥
তবে রাজাএ ধনু এড়ি আচমন কৈল ।
ইন্দ্রে দিল ব্রহ্মঅস্ত্র মাতলি হনে লইল ॥
সারথি মাতলি রথী নৃপতি দুষ্মন্ত ।
অসুর যে তেজবন্ত বাপ প্রকাশন্ত ॥
মণ্ডলী করিয়া করে সৈন্যের সংহার ।
প্রাণশক্তি রণ আসি করে পড়িবার ॥
পড়িল অনেক সৈন্য সমরে যুঝার ।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পড়িল বিস্তর ॥
কূট কপট দুই যবন অধিকারী ।
আছিল অনেক যুদ্ধ কত কৈথে পারি ॥
যথঅস্ত্র করি উপমা নাহি তার ।
ব্রহ্মঅস্ত্র না জানে যবন দুরাচার ॥
নানাযুদ্ধে বিশারদ নানা মায়া ধরে ।
করিয়া রাক্ষসী মায়া গগনে সঞ্চরে ॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ ।
প্রহারে কম্পিত হৈল রণে দুইজন ॥
দিগন্তরে রহিলেক যথ সৈন্যগণ ।
ঘোড়ার চিৎকার উঠে মেঘের গর্জ্জন ॥
ক্রোধ হৈয়া নৃপতি ধনুতে দিল গুণ ।
বায়ুবাণ এড়ি মেঘ উড়াইল পুন ॥
পৈশাচিক বাণে সর্ব্ব মায়া দূর কৈল ।
শক্তিখড়্গ করে করে দানব ধাইল ॥
বজ্রবাণ মারি কূট পাড়িল ভূমিত ।
কপটের মায়া কাটি পাড়িল ভূমিত ॥
কূট কপট পড়ে সৈন্য দিল ভঙ্গ ।
বায়ু হতে উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ ॥
অবশিষ্ট যে আছিল সৈন্যে দিল ভঙ্গে ।
পাতাল পর্ব্বত জলে লুকাইল তরঙ্গে ॥
বর্ণ চুরি করি কেহ শ্মশানেতে যাএ ।
হোম জপ করে কেহ হৈয়া নির্ভএ ॥
মাতলি দুষ্মন্ত লৈয়া গেল ইন্দ্রলোক ।
দেখিয়া সমাইর মনে বড় হৈল সুখ ॥
মান্য করি ইন্দ্র তানে রাখিল পাশএ ।
রহিবার স্থলে দিল মেনকাআলএ ॥
গুরু হেন করি মান্য করিল বিস্তর ।
মেনকাএ তেনমত করিল আদর ॥
কথদিন স্বর্গেত থাকিয়া রাজাএ ।
ইন্দ্রের প্রসাদ পাইয়া করিল বিদাএ ॥
দণ্ডবতে প্রণাম করিল মেনকাত ।
শকুন্তলা স্মরি ঘন অশ্রু হএ পাত ॥
মেনকাএ তাহা দেখি করুণা হইল ।
কশ্যপআশ্রমে যাও সাদরে কহিল ॥
লজ্জা পাইয়া রাজাএ আর কিছু না পুছিল ।
ই সব বৃত্তান্ত কথা কিছু না কহিল ॥
দেবরথে চড়ি গেল কশ্যপপুরীত ।
দেবপুরী হৈতে দেখি অতি প্রজ্বলিত ॥
তপোবন শোভা করে নন্দনক জিনি ।
ব্রহ্মা সদৃশ তপোবনে আছে ঋষিমুনি ॥

CENTRAL LIBRARY

নানা যজ্ঞ তপোদান করে সর্ব্বদাএ ।
দেখিয়া কতুক রাজা সন্তোষ যে পাএ ॥
শিশুসঙ্গে তথাএ খেলাএ সিংহজিৎ ।
মৃগেন্দ্র খেলাএ যেন কুরঙ্গ সহিত ॥
করি শক্তি নাই কভু জিনিতে খেলাএ ।
শকুন্তলা হেনমুখ দেখিল রাজাএ ॥
জুড়াক হৃদয় মোর দেহি পরিচয় ।
তোহ্মাক দেখিয়া মোর গোড়এ হৃদয় ॥
উত্তর না দিয়া পুনি খেলারসে ধাইল ।
রাজার ব্যগ্রতা দেখি ধাত্রী জিজ্ঞাসিল ॥
কি পুছসি তাহারে তুহ্মি দুষ্টের ছাওয়াল ।
না জানে আপন পর কিবা মন্দ ভাল ॥
কে তুহ্মি পুরুষসিংহ কি বাঞ্ছসি মনে ।
কোন অভিমত কথা ছাওয়ালের সনে ॥
শিশু দেখি বাৎসল্য দেখিএ তোহ্মার ।
দৈবে কি হারাইছ পুত্র আকৃতি তাহার ॥
রাজাএ বোলে শকুন্তলা নামে পত্নী ছিল ।
বড় সতী পুত্রবতী বিধি হরি নিল ॥
না দেখি তাহার মুখ মনে বড় ক্ষেদ ।
শকুন্তলা মুখ শিশু কিছু নাই ভেদ ॥
এহি শিশু কাহান পুত্র চাহি পরিচএ ।
পুত্রহীনমান আহ্মি দুষ্মন্ত লোকএ ॥
ধাত্রী বোলে সাধুলোকের হেন ব্যবহার ।
পর পুত্র দেখি ক্ষেদ মনে করিবার ॥
পর মুখ দেখি দুঃখ হএ যেই জন ।
সে জন দুষ্কৃতি করি বোলএ ভুবন ॥
হেন বাক্য বোল তুহ্মি হৈয়া মহাজন ।
সবে এহি পুত্র তার মায়ের জীবন ॥
এথ বলি কোলে তুলি মুখে চুম দিয়া ।
পুরীতে প্রবেশ কৈল ভরতেরে লৈয়া ॥
শকুন্তলা আগে গিয়া কহিল সকল ।
কেন শিশু এড়ি দিলা থাএ নানাস্থল ॥
সকলে যে এহি পুত্র প্রাণের ভরত ।
হেন পুত্র কেনে মোর দেখাও অনাগত ॥

রাজা রহিল যদি মুনির বাসরে ।
পুত্রকোলে শকুন্তলা গেল নিজঘরে ॥
রাজাএ দেখি শকুন্তলার অশান্ত লৈক্ষণ ।
স্থির করিবারে নারে ভাবে মনেমন ॥
বেলি অবসানে মুনি তপ সমর্পিয়া ।
আশ্রমে আইল মুনি শিষ্যসব লৈয়া ॥
ভূমিগত হৈয়া রাজা পড়িলেক পাএ ।
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি হস্তদিয়া গাএ ॥
অতিথি করিল মুনি যেন ব্যবহার ।
শকুন্তলা ডাকি মুনি বাক্য কহে সার ॥
আইল দুষ্মন্ত রাজা শুনহ বচন ।
অপমান দূর কর দৈবের ঘটন ॥
হৃদয় আনন্দসিন্ধু বাড়িলেক শুনি ।
স্ত্রীর স্বভাবদোষ না ছাড়ে মানিনী ॥
সকরুণে মুনিতে কহিল জোড়হাত ।
মুই এথাএ আছম হেন না কৈহ রাজাত ॥
তাহার অভীষ্ট দেখি মুনি মহাশএ ।
রজনী বঞ্চিল তথা আপনা আলএ ॥
প্রভাতে বাহির হৈল শিষ্যসমুদিত ।
কতুকে খেলার রসে চলে সিংহজিৎ ॥
সম্ভ্রমে প্রণাম রাজা করে মুনি দেখি ।
মুনিহ সন্তুষ্ট হৈল বিনয়তা দেখি ॥
নানা প্রসঙ্গ মুনি কহিল তাহাত ।
সিংহজিৎ দেখিয়া করিল জোড়হাত ॥
মুনিতে পুছিল তবে রাজার কুমার ।
ঋষিপুত্র নহে গোসাঞি তনয় কাহার ॥
হাসিয়া কহিল মুনি ঋষির তনয় ।
যদি বাঞ্ছা থাকে তবে পাইবা পরিচএ ॥
সজল নয়ন রাজা নম্র করি শির ।
কি করিব কি বলিব বুদ্ধি নহে স্থির ॥
আবেশ দেখিয়া তান মুনি গেল ঘর ।
ডাকিয়া মুনিএ তানে আনিল গোচর ॥
শকুন্তলা ডাকি বোলে মুনি মহাভাগ ।
ভজহ সোন্দরী রাজা ছাড় অনুরাগ ॥

CENTRAL LIBRARY

দৈবে বিঘটিত জান বিচ্ছেদ ইহার ।
পতি বিনে নারীর যে গতি নাই আর ॥
বিপদে সম্পদে পতি সেবএ যে নারী ।
সেই পতিব্রতা জান অতি শুভাচারী ॥
গুণ এড়ি দোষ চর্চ্চা লএ বৈরী সব ।
দোষ এড়ি গুণ লএ যে হএ বান্ধব ॥
এতেকে রাজার দোষ লৈতে না জুয়াএ ।
কি করিব লোকসর্ব্বে দৈবের লিখাএ ॥
সকরুণে বোলে রাজা কৈল অপরাধ ।
পৃথিবীতে কে আছে আহ্মি হেন ব্যাধ ॥
মুঞি জ্ঞানহীন হেন পুরুষ সমান ।
কেনে বা তোহ্মার প্রতি পাসরিল মন ॥
রাক্ষস অধিক মুই হইলম তোর পতি ।
যথ অপরাধ মোর শুন গুণবতী ॥
মুনি বোলে এড় কোপ আহ্মার বচনে ।
ভজহ চঞ্চলাপাঙ্গী রাজার চরণে ॥
তোর পুত্রে পুত্রী হৌক রাজা যে দুষ্মন্ত ।
সুখ ভোগ করহ দুহে দুঃখ কর অন্ত ॥
শুনিয়া মুনির বাক্য মেনকাদুহিতা ।
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে যথ দুঃখের কথা ॥
সঞ্জয় যে কবিবর অতি বিচক্ষণ ।
হেনকালে বোলে কিছু লাচাড়ি যোজন ॥

লাচাড়ি : পটমঞ্জরী রাগ

অএ প্রভু লোকনাথ করম মুই জোড়হাত
হেন আর না বলিয় পুনি ।
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে দুঃখ বাড়ে শতগুণে
দুই চক্ষু ভরি পড়ে পানি ॥
সে যে রাজা অধিকারী আহ্মি হেন বনচারী
উচিত না হএ গৃহবাস ।
বেশ্যাগর্ভে পুত্র জন্ম সে করিব কোন কর্ম্ম
শুনিতে যে লোকউপহাস ॥
মাও মোর নর্ত্তকিনী বাপ ভিক্ষুক মুনি
তান সঙ্গে কোন পরিচয় ।
বেশ্যা বলি বর্জ্জে যোক হাসিবেক সর্ব্বলোক
এবে কি নাহিক ধর্ম্মভয় ॥
মোর যথ অপমান কি কহিমু বিদ্যমান
প্রাণ কঠিন লাগি জি ।
যত কৈল দুষ্টচয় তাহা কি শরীরে সয়
মানম আগুনি মনে পি ॥
বনে মোর বিহা করি এড়ি আইলা একেশ্বরী
পুনি বার্ত্তা না লইলা আর ।
লই মুনির অনুমতি উদ্দেশি আইলু পতি
খেদাইল করি তিরস্কার ॥
প্রান্তরে একাকিনী চাহিলেক রাজধানী
বড় ভাগ্যে রহিলেক জাতি ।
মাএ পাই উদ্ধারিল মুনির নিকটে থুইল
অসতী জনের কিবা পতি ॥
মৃত্যুর শরণ লইলু তভো পতি না মরিলু
এত বলি কান্দে পুনি পুনি ।
কশ্যপে বোলেন সতী করুণা না কর অতি
ই সকল তত্ত্ব জানি আহ্মি ॥
সেই যে দুর্ব্বাসা মুনি অব্যর্থ যাহার বাণী
ইন্দ্র যার হৈতে পাইল ভএ ।
দুর্ব্বাসা শাপিল তোরে তোহ্মি না জানিলা তারে
পাসরিল রাজার মনএ ॥
সুখদুঃখ পৃথিবীত সর্ব্ব দেবনিয়োজিত
জানিয়া ধার্ম্মিক লোকে কহএ ।
তোহ্মি জানি শুদ্ধমতি পতি বিনে নাহি গতি
তাতে কেনে বিপরীত হএ ॥
আহ্মার বচন রাখ রাজাক সেবিয়া থাক
এথাতে থাকিয়া অনুনএ ।
শুনিয়া মুনির বাণী সকরুণে বোলে পুনি
তোমার বাক্য লইলম মাথাএ ॥
সঞ্জয় কবিএ ভাষে শকুন্তলা গৃহবাসে
সিংহজিৎ পুত্র লৈয়া কোলে ।
কশ্যপের আজ্ঞা ধরি বোলে হেট মাথা করি
যাইবারে মুনিসবে বোলে ॥

শকুন্তলাএ বোলে তোহ্মার অলঙ্ঘ বচন ।
বড় তাপের তাপী আহ্মি না সোচএ মন ॥
শিশুপুত্র লৈয়া দেশে চল নরপতি ।
অনুগত স্নেহমনে রাখিবা নৃপতি ॥
রাজাএ বোলে রাজ্যে পুত্রে কোন প্রয়োজন ।
তোহ্মা অদর্শন মোর বিফল জীবন ॥
মুনি বোলে শকুন্তলা না লঙ্ঘ বচন ।
ভজহ চঞ্চলাপাঙ্গী রাজার চরণ ॥
চরণ বন্দিতে পড়ে নয়নের জল ।
পুত্রনারী কোলে লৈল করিয়া মঙ্গল ॥
হাতে স্বর্গ পাইল হেন দুষ্মন্ত নৃপতি ।
চিরদিনে পাইলেক সতী পুত্রবতী ॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সর্ব্ব তুষ্ট হৈল মনে ।
আশীর্ব্বাদ করিলেক প্রতি জনে জনে ॥
কশ্যপে করিল তানে অনেক আদর ।
মনেত হরিষ তবে হৈল নৃপবর ॥
একদিন অবসর পাইল নৃপবর ।
নিভৃতে যে শকুন্তলা একান্ত বাসর ॥
নির্ব্বাইলা নানাসুখ রসভ চাতুরী ।
লীলা করি কহে রাজা লাবণ্যমাধুরী ॥
রাজাএ বোলে অএ প্রিয়া কি বলিতে পারি ।
খল হৈতে অতি বড় তোহ্মার পিরীতি ॥
দৈবে আপনা দোষে পাসরিল আহ্মি ।
তিলমাত্র ছিদ্র প্রিয়া না সহিলা তুহ্মি ॥
আহ্মা ছাড়ি আইলা তুহ্মি অমরানগর ।
দুইর অন্তর হৈল সুমেরু শিখর ॥
যথ দুঃখ দিয়া আইলা তার নাই অন্ত ।
নির্ব্বহিল যথ দুঃখ সমর দুরন্ত ॥
তোহ্মা অন্বেষণে আইলম দেবের আলএ ।
মহামুনি কশ্যপে করিল পরিচএ ॥
বলিল গৌরবহীন বাক্য বহুতর ।
তথাপি না হইল দয়া আহ্মার অন্তর ॥
দাবানলে যাহার পুড়িয়া থাকে কায় ।
গরল মিশ্রিত কটু দিতে না যুয়াএ ॥

শকুন্তলাএ বোলে মোরে বিধি হৈল বাদী ।
আহ্মারে করিলা বিহা দুই সখী সাধি ॥
বিহা করি এড়ি আইলা উদরে গর্ভভার ।
ফিরিয়া উদ্দেশ তুহ্মি না লইলা আহ্মার ॥
লাজ ভয় ছাড়িয়া আইলাম তোহ্মার নগরে ।
বেশ্যা বলি নিন্দা করি ত্যাগিল আহ্মারে ॥
পুত্রনারী করি কিছু ভাব নাহি মনে ।
অপরাধী কেবা কোথা আছে আহ্মা হেনে ॥
অবিচারে যখনে বিবাহ কৈলা বনে ।
তাহাতে রক্ষক মোরে দিলা কোনজনে ॥
যদি জাতি নাশ হৈত দুর্জ্জন হাতএ ।
তবে মোর কি গতি হইত সে সমএ ॥
এবে সে জানিলম মুঞি পুরুষচরিত ।
পানেও লড়িলে চূণ ভাল নহে রীত ॥
তনুদিয়া ভজিলে স্বামীএ ত্যাগি যাএ ।
আপনা বোলএ লোকে ভ্রমিয়া মায়াএ ॥
পতি সে নারীর গতি সৃজিল বিধাতা ।
পতি বিনে নারীর সকল দরিদ্রতা ॥
অএ রাজ যথ দোষ সকল আহ্মার ।
লাজ নাহি নিন্দিয়া বোলহ বারেবার ॥
তুহ্মি যত দুর্জ্জন নহে জানিছি তখন ।
বিষ বা অনল খাইয়া তেজিম জীবন ॥
আছিল রাজার বংশ উদরেত মোর ।
অতএব প্রাণ রাখি সুখ দেখি তোর ॥
নৃপতিএ বোলে তুহ্মি প্রাণের অধিক ।
নয়নআনন্দ মোর রত্ন যে মাণিক্য ॥
তোর প্রতি মোর যত এড়িলম লোকএ ।
অনুরাগ এড়ি মোতে হয়ত সদএ ॥
শকুন্তলাএ বোলে আহ্মি অধীন তোহ্মার ।
পতি বিনে নারীর যে কে আছে সংসার ॥
রাজাএ বোলে সৈত্য করম তোহ্মার বিদিত ।
যেই বাঞ্ছা তোর মনে পুরইম নিশ্চিত ॥
হাসিয়া বলিল পূর্ব্বে তুহ্মি সৈত্য কৈলা ।
পদে পদে তাহার উচিত ফল দিলা ॥

CENTRAL LIBRARY

আর এক বর মাগম তোহ্মার চরণে।
যেমত আছএ আশা আহ্মার যে মনে॥
আসিতে বান্ধবগণে করিছে ক্রন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে আইল সখী দুইজন॥
বাপ মোর কণ্বমুনি কান্দিল বিস্তর।
সেই দুঃখ আছে মোর শরীর ভিতর॥
দেশে যাইতে তাহানে করিমু সম্ভাষণ।
এহি বর মগম প্রভু তোহ্মার চরণ॥
কৃপা মনে রাজাএ দিলেক অনুমতি।
পূর্ব্বমত দুই জনের বাড়িল পীরিতি॥
কথদিন দুষ্মন্ত বিদায় কৈল দেশে।
কশ্যপ প্রভৃতি মুনি বন্দিল বিশেষে॥
শকুন্তলা বন্দিলেক ব্রাহ্মণী সমাজ।
সকরুণে সবার হইল অশ্রুপাত॥
এহিমতে সম্ভাষা করিয়া তিনজন।
রথ আরোহিয়া কৈল দেশেত গমন॥
নাম অলকাপুরী কৈলাসশিখর।
ভগীরথ আনে গঙ্গা সেবিয়া শঙ্কর॥
একে একে সম্ভাষিল যথ মুনিগণ।
বেড়াই দেখিল গিয়া সর্ব্ব তপোবন॥
যেইখানে তপ কৈল রাজা ভগীরথ।
যথা হৈতে নিল গঙ্গা বিখ্যাত জগৎ॥
ত্রিকূটপর্ব্বতে যথাএ বিশ্বামিত্র ছিল।
মালিনী নদীর তীরে নৃপতি চলিল॥
ভক্তি করি মুনিরে বন্দিল তিনজনে।
ঈষিৎ হাসিল মুনি কৈন্যা দরশনে॥
সম্ভাষিয়া আদরে তিন বড় উৎসব হৈল।
মুনির চরণ বন্দি বিদায় হইল॥
আকাশ গমনে রাজা দেবর যে যাএ।
একে একে শকুন্তলা রাজাকে দেখাএ॥
এহি সুমেরু দেখ পৃথিবীর খিল।
সোনার পর্ব্বতখান বিধিএ নির্ম্মিল॥
উত্তরেত দ্রোণ নামে পর্ব্বতশিখর।
তাহার দক্ষিণ দিহি হিমগিরিবর॥

আকাশ গমনে রাজা দেবর যে যাএ।
সাগর পর্ব্বত নদী তরিল লীলাএ॥
ইহার উত্তরে যথ দেবতার বাস।
পুণ্য উপজিল যথ মুনির নিবাস॥
সোনারূপার পর্ব্বত যে হিঙ্গুল হরিতাল।
যথ তীর্থ আছে সর্ব্ব গহীন বিশাল॥
উচ্চ নীচ সকল যে দুর্গম তরিয়া।
স্বর্গেত প্রবেশ কৈলুম তোহ্মার লাগিয়া॥
এহি দেখ তপোবনে মৃগয়ার স্থান।
বদরিকাশ্রম এহি দেখ বিদ্যমান॥
নারায়ণ শ্রমে আইল বদরী নিকট।
মুনির আশ্রম এহি অক্ষয় নাম বট॥
এবে কি করিব প্রিয়া দেয় অনুমতি।
সেই কর্ম্ম করম প্রিয়া যে তোর আরতি॥
হরিষ কুমারী হৈল লোমাঞ্চিত গাএ।
তার মন বুঝি রথ সারথি চালাএ॥
ইন্দ্রে যেন পৃথিবী করিয়া আরোহণ।
সে তিনের তেজে শোভা করে তপোবন॥
শিষ্যসবে গিয়া তবে মুনিরে জানাইল।
দিব্যরথে চড়িয়া যে কোন রাজা আইল॥
ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা না পারি চিনিতে।
শকুন্তলা আইল হেন লএ মোর চিত্তে॥
ই বাক্য শুনিয়া মুনির লোমাঞ্চ শরীর।
শিষ্যসমে কণ্ব মুনি হইল বাহির॥
শকুন্তলা নাম শুনি সখী দুইজন।
অন্তেব্যস্তে নিকলিয়া করে নিরীক্ষণ॥
হেনকালে রথ আসি নিকট যে হইল।
রথ হৈতে তিনজন ভূমিতে নামিল॥
পদব্রজে গিয়া কৈল মুনি সম্ভাষণ।
ভক্তিভাবে বন্দে তিন মুনির চরণ॥
ভরতের সঙ্গে রাজা সভাতে বসিল।
একে একে মুনি সর্ব্ব সম্ভাষা করিল॥
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখী দুইজনে।
শকুন্তলা লই গেল পুরী অভ্যন্তরে॥

নানান প্রলাপ কথা আছিল প্রচুর ।
ইষ্টালাপে বহুবিধ বচন মধুর ॥
মুনিপত্নী সবে আসি তাকে সম্ভাষিল ।
একে একে শকুন্তলা সবাকে তুষিল ॥
অগস্ত্যাদি মুনি সঙ্গে দুষ্মন্ত রাজাএ ।
নানা শাস্ত্র ধর্ম্ম চর্চ্চা করে সর্ব্বদাএ ॥
এহিমতে দিন পঞ্চ থাকিয়া তথাএ ।
দেশে যাইতে মুনি স্থানে করিল বিদাএ ॥
শকুন্তলা সমে রাজা মুনি প্রণমিয়া ।
ভরত সহিতে রথ আরোহিল গিয়া ॥
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখী দুইজন ।
স্নেহভাবে কতদূর করিল গমন ॥
দূরে চলি গেল রথ দৃষ্টি অগোচর ।
অশ্রুপূর্ণমুখী দুই চলি আইল ঘর ॥
মুনি বোলে শুন রাজা সারদানন্দন ।
শকুন্তলা উপাখ্যান অদ্ভুতকথন ॥
আপনার দেশে যদি আইল নৃপতি ।
পাত্রমিত্র সবে দেখি সানন্দিত অতি ॥
হেনকালে আকাশেত হৈল দৈববাণী ।
সাধু সাধু দেবগণে বোলে জয়ধ্বনি ॥
আজ্ঞা সমাইর বাণী শুনিতে বিস্মএ ।
শকুন্তলাএ যথ বোলে এক মিথ্যা নহে ॥
আপনে মনেত ভাবি চাহত বিচারি ।
কি বুদ্ধিএ উপেক্ষিলে হেন পুত্রনারী ॥
সিংহাসনে বসিল নৃপতি দণ্ডধর ।
মিলিল সকল আসি হস্তিনানগর ॥
হস্তিনানগরে রাজা করে মহোৎসব ।
পাত্রমিত্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ বিদূষক ॥
বিদূষকে বোলে রাজা কহিএ তোহ্মারে ।
সিংহাসনে তোল রাজা মহিষীকুমারে ॥
ভরসা করিয়া রাজা লইল কুমার ।
ভরত করিয়া নাম থুইল তাহার ॥
নানা অলঙ্কার তার শরীরে জড়িয়া ।
পুনর্ব্বার শকুন্তলা রাজাএ করে বিহা ॥

শকুন্তলা করিলেক মুখ্য পাটেশ্বরী ।
সকল মহিষী পরে হৈল অধিকারী ॥
এহিমতে কথদিন আছে নরেশ্বর ।
ভরত দেখিয়া রাজা সন্তোষ অন্তর ॥
মহাবলবন্ত ভরত অতুল বিক্রম ।
বসুমতী ভোগ তার সাগরান্ত সম ॥
এহিমতে গণিয়াছে মুনির সমাজে ।
তাহার বিক্রম জানি নিয়োজিল কাজে ॥
আপনার স্ত্রীপুত্র আনিলেক ঘর ।
সানন্দিতে রহে রাজা প্রমোদ নির্ভর ॥
দূত পাঠাইয়া মুনি আনিল সত্বরে ।
সৈংখ্যা নাহি যথ ধন দিলেক তাহারে ॥
শকুন্তলাকৈন্যাকে করিয়া পাটেশ্বরী ।
রত্ন সিংহাসনে রাজা সুখে কার্য্য করি ॥
রাজা হৈল দুষ্মন্ত ভরত যুবরাজ ।
বাপের আদেশ লৈয়া করে রাজকাজ ॥
সাগরান্ত পৃথিবী শাসিল একধনু ।
বিক্রম দুর্জ্জয় হৈয়া তেজবন্ত তনু ॥
যথদূর ভরতে শাসিল বসুমতী ।
তথদূর ভারত ভূমি হইলেক খ্যাতি ॥
সুনন্দারে বিবাহ করিল কথদিনে ।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া রাজা গেল বনে ॥
ভরতের পুত্র হৈল নহুষ নৃপতি ।
তার পুত্র মহামানী যযাতি নৃপতি ॥
তবে যে যযাতি হৈল ভুবনের কর্ত্তা ।
যে রাজাএ বিবাহ কৈল শুক্রের দুহিতা ॥
তার পুত্র হইলেক কুরু মহাশএ ।
কুরু সম রাজা নাহি তোহ্মার বংশএ ॥
কুরুক্ষেত্রে মহাক্ষেত্র যাহাতে সুকৃতি ।
তাহা হনে হস্তিনাপুরের উৎপত্তি ॥
কুরুক্ষেত্রে হইল শান্তনু নৃপবর ।
তার পুত্র ভীষ্ম বীর মহা ধনুর্দ্ধর ॥
সেই শান্তনু বংশে বিচিত্রবীর্য্য ভর্ত্তা ।
সর্ব্ব পক্ষে ভীষ্ম বীর হইলেক কর্ত্তা ॥

CENTRAL LIBRARY

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু হইল তাহান সন্ততি।
পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির হৈল মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র আদি দুর্য্যোধন।
পাণ্ডুপুত্র প্রতাপে অর্জ্জুন মহাজন॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহামতি।
পরীক্ষিৎ মহারাজ তাহান সন্ততি॥
পরীক্ষিৎসুত তুহ্মি নাম জনমেজয়।
চন্দ্রবংশে খ্যাতি তুহ্মি রাজা মহাশএ॥
সেই ত নির্ম্মল বংশে তুহ্মি জন্মিলা।
ব্যাসের বচন লঙ্ঘি এথ দুঃখ পাইলা॥
জনমেজয় বোলে মোর হইল বিস্ময়।
সেই সব ভালমতে কহ মহাশএ॥
যযাতি পরম রাজা ছিল মহাদাতা।
সে কেনে করিল বিহা শুক্রের দুহিতা॥
ব্রাহ্মণী দেখিলে জান কিন্তু টলে মন।
সপ্তজন্ম থাকে সেই নরকভুবন॥
মুনি বোলে কৈন্যা নহে শুক্রের ঔরসে।
সে যে কৈন্যা দেবযানী মুনির মানসে॥
বিস্তারিয়া কহি শুন সে সব কথন।
শুনিলে সন্দেহ তোহ্মার খণ্ডিব অথন॥
যযাতি চরিত্র শুনিতে জনমেজয়।
কতুক করিয়া রাজা মুনিতে পুছএ॥
আদি পর্ব্ব মহাপোতা ভারত সঙ্গীতা।
অতিশয় পুণ্যকথা ব্যাসের কবিতা॥

যযাতিপ্রসঙ্গ

কচ-দেবযানী উপাখ্যান

মুনি বোলে শুন কথা রাজা সাবধানে।
যযাতি চরিত্র কথা কহি তোহ্মা স্থানে॥
আচার্য্য বাড়িতে যান দেব সুরপতি।
পুরোহিত তখনে করিল বৃহস্পতি॥
শুক্র পুরোহিত কৈল সব দৈত্যগণে।
এহি হেতু অসমঞ্জস বৃহস্পতি সনে॥
দেবে আর অসুরের বিবাদ বড় হইল।
প্রতিদিন দেবতা অসুরে যুদ্ধ কৈল॥
এহিমতে দেবতা অসুরে করে রণ।
দেবতার যুদ্ধে পড়ে অসুরের গণ॥
নিতি নিতি যুঝিয়া যথেক অসুর পড়ে।
শুক্রের মন্ত্রের বলে সকল বাহুড়ে॥
শুক্রের মন্ত্রের তেজ কি কহিম কথন।
মৃত সর্ব্ব জিয়া উঠে পুনি করে রণ॥
নিতি নিতি যুঝিয়া যথে * * * * *।
* * * * * * * * * * * * * * *॥
দেখিয়া দেবতা সবে মনে পাইল ভএ।
শুক্র হৈতে ভয় পাইয়া গুণন্ত সংশয়॥
ত্রাস পাইয়া দেবগণ আইল সত্বর।
বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র কচের গোচর॥
কচ সম্বোধিয়া কহে কাতর বচন।
আহ্মি সর্ব্বের কার্য্যে কচ লহ অথন॥
শুক্রের অপূর্ব্ব বিদ্যা মৃতসঞ্জীবনী।
তাহা গিয়া পঠ আহ্মি সবের তরণী॥
যোগ্য ভাগ পাইবা তুহ্মি শুনহ বচন।
বৃষপর্ব্বা পুরে যাও শুক্রের সদন॥
দানবে রাক্ষসে তাহা রাখএ যতনে।
তাহার পুরীতে গিয়া করহ মিলনে॥
দুঃখে সে তুষিতে পারে দারুণ ব্রাহ্মণ।
দেবযানী কৈন্যা তার প্রথম যৌবন॥
দেবযানী কৈন্যা সে যে শুক্রের দুহিতা।
সর্ব্বরূপ গুণে তারে সৃজিল বিধাতা॥
দেবযানী সুখী যদি হএ তোহ্মা প্রতি।
তবে সে পাইবা বিদ্যা দেবঅব্যাহতি॥
শীঘ্র করি কচ তবে করিল গমন।
তুষ্ট হৈয়া দেবে করে চরণবন্দন॥
শুক্র গিয়া দেখে তবে বৃষপর্ব্বা পুরে।
গুপ্ত হৈয়া কচ বিপ্র শুক্র নমস্কারে॥
আশীর্ব্বাদ করি শুক্র পুছিল তখন।
কি কারণে আসিয়াছ কহ বিবরণ॥

CENTRAL LIBRARY

কচে বোলে আইল এথা পঠিতে কারণ।
তাতে অনুমতি দিল ভৃগুর নন্দন ॥
শতেক বৎসর আহ্মি ব্রহ্মচারী মতে।
তোহ্মাতে পঠিব আহ্মি আকাঙ্ক্ষিল চিত্তে ॥
সম্মতি দিলেন তবে শুক্র দ্বিজবরে।
মন্ত্র লৈয়া কচ বিপ্রে ব্রহ্মচর্য করে ॥
শুক্র সুখী দেখি দেবযানীএ কহিল।
ইহাকে বরিব আহ্মি চিত্তে আকাঙ্ক্ষিল ॥
যথেক দেখিছে রূপ ইন্দ্রের সভাত।
গন্ধর্ব্ব যুবতী বরাঙ্গনা বৈসে যথ ॥
সেইমত তান পুরী নৃত্যগীত গাহে।
ততোধিক দেখি দেবযানীর সভাএ ॥
নানা সঙ্গীতশাস্ত্র গাহে নারীগণ।
সে সকল দেখিয়া হরএ মুনি মন ॥
এহিমতে কচে পঠে দেবযানীর সনে।
অনুক্ষণ করে দেবযানীরে সেবনে ॥
এহিমতে দুইজন আছএ পুরীতে।
সম্ভোগ নাহিক কিছু ধর্ম্মক চাহিতে ॥
দেবযানী কহে তানে বরিম কায়াচিত্তে।
তাহাক বরিম আহ্মি ব্রতসাঙ্গ পাইতে ॥
একদিন কচ বিপ্র দেবযানীর বচনে।
ধেনু রাখিবারে গেল গহীন কাননে ॥
বনে তাক লাগ পাইল দৈত্য কথজনে।
বিশেষ দৈত্যের বাদ ইন্দ্রদেব সনে ॥
বেড়িয়া কচেরে দৈত্য ধরিল তখনে।
খণ্ড খণ্ড করি তাকে কাটিলেক বনে ॥
এহি মতে মারি গেল আপনা ভুবনে।
দেবযানী পথ চাহে বেলি অবসানে ॥
বড় শোকে দেবযানী গেল বাপ কাছে।
কচ কেনে না আসিল বাপ স্থানে পুছে ॥
ধেনু আনিবারে কচ বনে চলি গেল।
ধেনু সব ঘরে আইল কচ না আসিল ॥
কেবা তারে মারিলেক গেল কোনস্থানে।
মুই নহি জীব বাপ কচ অদর্শনে ॥

শুক্রে কহন্ত মাও না করিয়া শোক।
এহিক্ষণে জিয়াইব দেখহ কতুক ॥
এত কহি জোড়ে বাণ মৃতসঞ্জীবক।
অস্ত্রবলে জিল কচ বড়হি কতুক ॥
কচ দেখি দেবযানী হরষিত মন।
এথ দুঃখ দিলা তুহ্মি কিসের কারণ ॥
দেবযানী হাসি তবে কহিল কচেরে।
আহ্মি জিতে কচ তুহ্মি কি ভয় সংসারে ॥
তবে দেবযানী বাক্যে কচ মহাবনে।
পুষ্প আনিবারে গেল কচের উদ্যানে ॥
তথাএ তার লাগ পাইয়া দৈত্য কথজনে।
বেড়িয়া কচেরে তারা মারিলেক প্রাণে ॥
আনলে পুড়িয়া তার দেহ চূর্ণ করে।
যুক্তি করি দৈত্যগণে বনের ভিতরে ॥
মধুর সহিতে চূর্ণ পিয়াএ শুক্রেরে।
এহি মতে রহিব কচ শুক্রের উদরে ॥
এথ চিন্তি মধু নিয়া দিলেক শুক্রেরে।
মধুরসংযোগে কচ রহিল উদরে ॥
কচের বিলম্ব দেখি বৈস্যা দেবযানী।
সকরুণে বাপ স্থানে কহে দেবযানী ॥
পুষ্প আনিবারে কচ পাঠাইল বনে।
এতেক বিলম্ব তার কিসের কারণে ॥
শুক্রদেবে বোলে কচ ব্রাহ্মণনন্দন।
একবার জিয়াইলুম করিয়া যতন ॥
পুনি মারিলেক দৈত্যে কি করিতে পারি।
তার হেতু মোকে তুহ্মি না কহ কুমারী ॥
দেবযানী বোলে কচ পাঠাইলম বনে।
আজি কচ মৈল বাপু আহ্মার কারণে ॥
আহ্মাকে সেবএ কচ চন্দ্রসূর্য্যব্রতে।
এতেকে তোহ্মাতে কহি কচ জিয়াইতে ॥
আহ্মাকে আরাধে কচ করিয়া যতন।
কচ না দেখিলে বাপু তেজিম জীবন ॥
তার হেতু শোক আহ্মি সহিতে না পারি।
কচ জিলে আহ্মি জিব কচ মৈলে মরি ॥

CENTRAL LIBRARY

দেবযানীর বাক্য শুনি শুক্রের বিষাদ।
তাক দিয়া বোলে শুক্র দৈত্যের প্রমাদ ॥
মোর শিষ্য মারে দৈত্য না করিল ভয়।
তাহার কারণে হৈব এতেক সংশয় ॥
এ বলিয়া শুক্রদ্বিজ বহু ডাক ছাড়ে।
ক্রোধ করি মৃত্যুসঞ্জীবনী বিদ্যা জোড়ে ॥
শুক্রের বিদ্যার রাজা কি কহিব কাহিনী।
তাহার উদরে কচ জিয়া উঠে পুনি ॥
তবে শুক্রে বোলে কচ আইসহ সত্বর।
কথা কহে কচ শুক্রবিপ্রের উদর ॥
তবে শুক্রে তাহা শুনি ভএ গুরুতর।
কোনমতে গেল তুহ্মি উদর ভিতর ॥
কচে বোলে প্রাণ রহে তোহ্মার কৃপাএ।
সকল জানিএ আহ্মি তোহ্মার প্রভাএ ॥
দৈত্যসবে মারিয়া আনল জ্বালি পুড়ি।
চূর্ণ করি মধু সমে করিলেক গুড়ি ॥
মধুর সংযোগে তোহ্মা খাবাইল কপটে।
হেন হেতু রৈল আহ্মি তোহ্মার যে পেটে ॥
বজ্রাঘাত হইল হেন কচের কথা শুনি।
সকরুণে বাপ স্থানে করিলেক বাণী ॥
তবে শুক্রে বোলে কচের নাহিক মরণ।
আহ্মি মৈলে জিএ কচ শুনহ বচন ॥
দেবযানী বোলে আহ্মি মরিম দুই মতে।
তুহ্মি কচ দুইজন না পারি ছাড়িতে ॥
শুক্রে কহে কচ তুহ্মি বড় ভাগ্যবান।
তোহ্মা লাগি দেবযানী ছাড়এ যে প্রাণ ॥
কপটে আইলা কচ ইন্দ্রতুল্য জানি।
তোহ্মাতে কহিল আহ্মি মৃত্যুসঞ্জীবনী ॥
পুত্র হৈয়া বাহির তুহ্মি হওত সত্বর।
মোকে জিয়াইয়া তুহ্মি চলি যাও ঘর ॥
তবে শুক্রে বিদ্যা তারে দিলেক সত্বর।
তবে সে হরিষ হৈল কচ মহত্তর ॥
কচ যে বাহির হৈল উদর ভেদিয়া।
ভূমিতে পড়িল কচ অধোমুখী হৈয়া ॥
বাহির হইয়া দেখে গুরুর মরণ।
গুরু প্রণমিয়া জোড়ে মৃত্যুসঞ্জীবন ॥
ততক্ষণে শুক্রদেবে পাইল অব্যাহতি।
পুনি কচে করিলেক গুরুতে ভকতি ॥
বড় দুঃখী হৈল শুক্রব্রাহ্মণ ভোজনে।
সুরাপানে বড় মোহ ভাবে মনে মনে ॥
আজি পড়ে মন্ত্র যেবা দ্বিজে পুনি খাএ।
ব্রহ্মবধি সেই দ্বিজ নরকেত যাএ ॥
সর্ব্বলোক শুনাইয়া কহে এহি মর্ম্ম।
আজি হনে শিষ্য না করিব হেন কর্ম্ম ॥
মন্ত্র নিন্দা শুক্রে যে করিল এহি মনে।
দেব ঘটদৈত্য তবে ডাক দিয়া আনে ॥
শুক্রে বোলে ঘটদৈত্য শুন মোর বাণী।
কচেরে দিলাম এহি মৃত্যুসঞ্জীবনী ॥
আহ্মার সমান কচ কহিল তোহ্মারে।
তুহ্মি সকলের মন্ত্র পাইল সত্বরে ॥
সেইমতে দৈত্যসবে মানএ কচেরে।
এহিমতে কচ রহে শতেক বৎসরে ॥
ব্রতসাঙ্গে গুরু বন্দি চলিল যাইতে।
তার পাছে গেল দেবযানী সম্ভাষিতে ॥
কচের গমনচিত্ত দেখি দেবযানী।
কাম রসে হাসি তবে কহিল কাহিনী ॥
ব্রহ্মচারী দেখি তোহ্মা করিলম আশ্বাস।
কামরসে মজি মোর পুর মনের আশ ॥
এবে মোরে কর তুহ্মি পাণি যে গ্রহণ।
তোহ্মার অধীন হৈব জীবনযৌবন ॥
কচে বোলে শুক্রদেব গুরুরউত্তম।
তেহ্মারে দেখিএ আহ্মি সেই সে উপম ॥
অধর্ম্ম না করি আহ্মি জ্যেষ্ঠ যে ভগিনী।
গুরুর সম্বন্ধে আহ্মি তোহ্মা হেন জানি ॥
দেবযানী বোলে তুহ্মি গুরু যে আহ্মার।
তোর গুরু বাপু সৈত্য শ্বশুর তোহ্মার ॥
আজি হৈতে হও তুহ্মি মোর প্রাণনাথ।
মনোরথ পূর্ণ কর কহিলম তোহ্মাত ॥

এতেকে হইলা তুহ্মি প্রাণের ঈশ্বর ।
আহ্মাতে তোহ্মার ভক্তি কোন গুরুতর ॥
বারে বারে দৈত্যগণে মারিল তোহ্মারে ।
তখনে জিয়াই কহি বাপের গোচরে ॥
তাতে মোর যত যত্ন দেখিছ আপনে ।
পতি হেন বাঞ্ছা মুই কৈলম সেই হনে ॥
কচে বোলে বড় তুহ্মি কৈলা উপকার ।
চন্দ্রাদিত্যে করিবেক বাখান তোহ্মার ॥
পালিছ শরণাগত যেই শাস্ত্রমতে ।
চিরকাল শুদ্ধি তুহ্মি হইছ ধর্ম্মেতে ॥
ধর্ম্ম সম্বন্ধে তুহ্মি আহ্মার ভগিনী ।
অতি বড় দারুণ কচের কথা শুনি ॥
মোর তরে অনুগ্রহ না করিয় পুনি ।
নিরাপদে দেশে যাইতে দেয়ত মেলানি ॥
এ বলিয়া কচে তবে প্রণমিল পুনি ।
বড় দুঃখে কচেরে শাপল দেবযানী ॥
মনোরথ ভঙ্গ মোর কৈলা যেনমতে ।
ই বিদ্যা তোহ্মাতে সিদ্ধি না হইব ব্যক্তে ॥
কচে বোলে ধর্ম্ম লঙ্ঘি কামে হৈলা বশ ।
অকারণে শাপিলা করিলা অপযশ ॥
ঋষি মুনি বিহা পুনি না করোক তোহ্মারে ।
কচে বোলে নহে তোহ্মার ভাল ব্যবহারে ॥
গুরুর সম্মতি পাইলম দেশেত যাইতে ।
বিদায় করিতে আইলম তোহ্মার অগ্রেতে ॥
আহ্মাকে শাপিলা তুহ্মি কোন কার্য্য নাই ।
ই বিদ্যা হইব সিদ্ধি যাহাকে পাঠাই ॥
ই বলিয়া কচ গেল ইন্দ্র সম্ভাষিতে ।
কৃতকার্য্য রঙ্গ দেখে দেবের অগ্রেতে ॥
তবে দেব অসুর হইল প্রীতিযোগ ।
ভাগে রাজ্য করে তার নানা উপভোগ ॥
এহিমতে কতকাল আছে সেইমতে ।
নানা খেলা করে তারা কুতূহল চিত্তে ॥
কথদিনে বসন্ত কালেত দেবযানী ।
খেলা হেতু চলি গেল লইয়া সঙ্গিনী ॥

দৈত্যইন্দ্র বৃষপর্ব্বা তাহার দুহিতা ।
শর্ম্মিষ্ঠা সহিতে আছে বহু দৈত্যসুতা ॥
শুক্রকৈন্যা দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা সনে ।
প্রথম যৌবন সব অতি রূপ গুণে ॥
নানা ক্রীড়া করে তারা বস্ত্র এড়ি তটে ।
কতুকে যে দেবরাজ বায়ুবাণ জোড়ে ॥
একত্র হইয়া গেল সবের বসন ।
কতুক করিয়া ইন্দ্র চলিল ভুবন ॥
জল হতে উঠে তবে সকল কুমারী ।
যার যেই বস্ত্র তবে পিন্ধে ত্বরাতরি ॥
কদাচিৎ ভ্রম হৈয়া দৈবের কারণ ।
শর্ম্মিষ্ঠাএ পড়ে দেবযানীর বসন ॥
কোপ করি দেবযানী কহে বস্ত্র ধরি ।
শিষ্য হৈয়া মোর বস্ত্র পড়িলে আসুরী ॥
তোর ব্যবহারে আহ্মি ভাল না হেরিতে ।
আচার বিচার কিছু নাহিক দৈত্যেতে ॥
দেবযানীর বচন শুনিয়া দৈত্যসুতা ।
ক্রোধ করি দৈত্য কৈন্যা কহে কষ্ট কথা ॥
তোর বাপে মোর বাপের গৃহে ভিক্ষা করি খাই ।
হেনজনের কৈন্যা তুহ্মি মুখে লজ্জা নাই ॥
মোর বাপের অন্ন বস্ত্র জিএ তোর বাপ ।
হেন হেতু দিলা মোরে দিলেন্ত সন্তাপ ॥
ভিক্ষুকের কৈন্যা হেন বোলএ আহ্মারে ।
ই বলিতে শর্মিষ্ঠাএ বহু ঠেলা মারে ॥
দেবযানী পড়ে গিয়া কূপের ভিতর ।
মৈল হেন জানিয়া শর্মিষ্ঠা গেল ঘর ॥
জল নাই কূপ মাত্র তৃণ আচ্ছাদন ।
হেন হেতুর দেবযানীর রহিল জীবন ॥
হেনকালে যযাতি মৃগয়া করিতে ।
শ্রান্ত হৈয়া গেল রাজা কূপে জল খাইতে ॥
তথাতে দেখিল কৈন্যা ইন্দ্রানী সমান ।
যযাতি জিজ্ঞাসা করে তান বিদ্যমান ॥
কথার কামিনী তুহ্মি কহত সোন্দরী ।
কোন হেতু কূপে রৈছ কহ দঢ় করি ॥

CENTRAL LIBRARY

কোন বংশে জন্ম তোহ্মার কাহার দুহিতা।
আপনার বিবরণ কহ শুনি কথা॥
কৈন্যাএ বোলে হই আহ্মি শুক্রের দুহিতা।
আপনার বিবরণ কহি শুন কথা॥
কৈন্যাএ বোলে হই আহ্মি শুক্রের নন্দিনী।
কূপে মোরে পালাইছে শর্ম্মিষ্ঠা একাকিনী॥
অসুরবালিকা সনে খেলি খেলাইতে।
বিরোধ করিয়া মোরে পালাইল কূপেতে॥
তাহা শুনি যযাতি মনেত পাইল ভএ।
শুক্রের দুহিতা শুনি না রহে পাশএ॥
তথা হনে আইল রাজা আপনাভুবন।
দেবযানী রহে গিয়া গহন কানন॥
ঘুর্ণিকা কামিনী এক দেবযানী সখী।
বিচারিয়া তাহানে পাইল চন্দ্রমুখী॥
ঘুর্ণিয়া বোলএ চল যাই ঘরে।
দেবযানী কোপ করি বলিল তাহারে॥
ঝাটে গৃহে চলি যাও কহিয় বাপুরে।
আহ্মি আর না যাইব বৃষপর্ব্বা পুরে॥
শর্ম্মিষ্ঠাএ বহু মোরে করিল প্রহার।
তার বাপের গৃহে গিয়া কি কার্য্য আহ্মার॥
ঘুর্ণিকাএ কহে গিয়া শুক্রের গোচর।
বিবরণ শুনি শুক্র জলন্ত প্রখর॥
তবে শুক্র চলি গেল কৈন্যা আনিবারে।
কোলে করি কৈন্যার চরণ মাজে করে॥
দেবযানী তবে কহে দুঃখের কাহিনী।
শুক্রে বোলে কোন হেতু কহ দেখি শুনি॥
দেবযানী বোলে বাপু কহিতে তোহ্মারে।
শর্ম্মিষ্ঠাএ যত মন্দ বলিছে আহ্মারে॥
তোর বাপ মহাদুঃখী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
* * দুঃখে বাপু মুঞি তেজিমু জীবন॥
ই বলিয়া দেবযানী কান্দে সকরুণে।
কোলে করি শুক্রে তানে শান্তাএ আপনে॥
তোহ্মার বাপেরে স্তুতি * * * * * *।
বৃষপর্ব্বা আদি দৈত্য ইন্দ্রে যারে জানে॥
বৎসর অযুত পুনি যেই মোকে সেবে।
মোর যে * * * * * ইতে নারে দেবে॥
অল্পজ্ঞানে তোহ্মার করিল বলাবল।
এতেকে আপনা ক্রোধ আপনা সম্বল॥
দেবযানী কহে তবে ধন ধৈর্য্য করি।
* * * * * সঙ্গে সহিতে না পারি॥
যখনে তোহ্মারে নিন্দে না রহিব এথা।
তথাতে বঞ্চিব যথা শুনি ধর্ম্মকথা॥
এথেকে কহিএ বাপু এথা না যুয়াএ।
শর্ম্মিষ্ঠার বাক্যে বাপু দুঃখ পাএ॥
এহা হতে দুঃখ বাপু আর কিবা আছে।
প্রীতি হৈয়া রহি গিয়া সুজনের কাছে॥
শুক্রে দঢ় জানি দেবযানীর বড়াই।
কোপমনে গেল তবে বৃষপর্ব্বার ঠাই॥
তোহ্মা অধিকার আহ্মি ছাড়ি আজি হতে।
দিনে দিনে মনদুঃখ না পারি সহিতে॥
বৃষপর্ব্বা কহে গুরু কি দোষ আহ্মার।
মোর যত ধনজন সকল তোহ্মার॥
মুই হেন শিষ্য যদি ছাড় গুরুবর।
বিফল জীবন মোর পশিম সাগর॥
শুক্রে বোলে কার্য্য নাহি তোহ্মার ভুবনে।
দেবযানী রাখ গিয়া মধুর বচনে॥
তবে বৃষপর্ব্বাএ পুছে শুক্রের গোচর।
দেবযানী ক্রোধ হইছে কিসের অন্তর॥
শুক্রে বোলে শুন দেবযানী ব্যবহার।
শর্ম্মিষ্ঠাএ মন্দ বলি করিছে প্রহার॥
এথ শুনি বৃষপর্ব্বা চলিল তখন।
শুক্রের সহিতে দেবযানীর সদন॥
বৃষপর্ব্বাএ বোলে মোর যথ রত্নধন।
তোহ্মার সকল হৈল চলহ অখন॥
ক্রোধ ছাড়ি দেবযানী আইস মোর পুরে।
শর্ম্মিষ্ঠার যথ দোষ ক্ষেমহ আহ্মারে॥
দেবযানী বোলে রাজা ক্ষেমহ উত্তর।
আহ্মি এক বাক্য কহি অবধান কর॥

CENTRAL LIBRARY

তবে কহি দঢ় সৈত্য তাতে যদি কর।
এক বাক্য কহি রাজা অবধান কর॥
তবে বৃষপর্ব্বা কহে দেবযানী তার।
যেই চাব সেই দিব কহিল তোহ্মার॥
দেবযানী বোলে রাজা তবে ঘরে আসি।
শর্ম্মিষ্ঠা তোর কৈন্যা হৌক মোর দাসী॥
সহস্র দাসীর সঙ্গে সেবিব আহ্মারে।
মোর সঙ্গে থাকিবে মন কুতূহলে॥
শুক্রক চাহিতে রাজা না চিন্তিল তাকে।
এক সখী পাঠাইয়া শর্ম্মিষ্ঠাক আনে॥
এথা শর্ম্মিষ্ঠা দেবী সখীর সহিতে।
আজ্ঞাঅনুসারে গেল বাপের বিদিতে॥
রাজাএ বোলে বেদযানী হওত অধিনী।
সহস্র দাসীর সঙ্গে থাকহ আপনি॥
তবে কৈন্যা পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
দেবযানীর দাসী হৈল রাজার কুমারী॥
শর্ম্মিষ্ঠাএ বোলে সখী চল যাই পুরী।
আহ্মিত তোহ্মার দাসী তুহ্মিত ঈশ্বরী॥
শর্ম্মিষ্ঠার বচন শুনিয়া দেবযানী।
মধুর বচনে বোলে শুনহ কামিনী॥
দৈত্যরাজ কৈন্যা তুহ্মি পরম রূপসী।
ভিক্ষুকের কৈন্যার কেমনে হৈব দাসী॥
শর্ম্মিষ্ঠাএ বোলে আহ্মি পিতৃ আজ্ঞাকারী।
নিকৃষ্টের দান দিতে কি করিতে পারি॥
তুহ্মি হও যোগ্যবর গুরুনন্দিনী।
হরিবে গৃহত চল শুনহ কামিনী॥
এবে কোন উপহাস্য কহহ আহ্মারে।
তোহ্মার মহিমা এবে ঘুষিব সংসারে॥
তুহ্মি যথা যাও আহ্মি যাইব দাসী হইয়া।
নিজ পুরে যাও সখীগণ লৈয়া॥
তবে দেবযানী যাএ নিজ অন্তঃপুরে।
শুক্রের সহিতে যাএ বৃষপর্ব্বা পুরে॥
দেবযানী তুষ্ট দেখি শুক্র হরষিত।
বৃষপর্ব্বা সনে গেল আপনা পুরীত॥

শর্ম্মিষ্ঠাএ দেবযানীর করএ পূজন।
শর্ম্মিষ্ঠা সেবএ শতেক দাসীগণ॥
এহিমতে চিরকাল আছে সেইস্থানে।
হেনকালে গেল তারে পুষ্পের উদ্যানে॥
পূর্ব্বে যথ বাদ ছিল শর্ম্মিষ্ঠা সঙ্গে।
তথাতে চলিয়া গেল নিজ মনোরঙ্গে॥
ফলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সমএ।
সদাএ সুগন্ধি বায়ু মন্দ মন্দ বহে॥
নানা দিব্য অলঙ্কার কনক ভূষণ।
নানা রঙ্গ করে তথা পুষ্পের উদ্যান॥
কেহ মিষ্ট ফল খাএ কেহ মধু খাএ।
কেহ কেহ পঞ্চস্বরে নানা গীত গাহে॥
কুচে কুচে ঠেলাঠেলি করে কোনজনে।
কেহ কেহ জল মৈধ্যে করএ গমনে॥
দৈবে সেই বনে গেল নৃপতি যযাতি।
মৃগয়া করিতে তথা গেল শীঘ্রগতি॥
শর্ম্মিষ্ঠাকে নৃপতি দেখিয়া তান কাছে।
পরিহার করি রাজা দেবযানীত পুছে॥
সহস্র দাসীর সঙ্গে এহি কোনজন।
কি নাম তাহার কহ কোথার গমন॥
রাজার বচন শুনি কহে দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠা তার নাম রাজার নন্দিনী॥
সহস্র দাসীর সঙ্গে এহি যে রূপসী।
পিতৃআজ্ঞা অনুসারে হৈছে মোর দাসী॥
কহিল সকল কথা নৃপতি গোচরে।
তাহা দেখি রাজা হৈল কাম জরজর॥
শুনি দেবযানী তবে যযাতির নাম।
রাজার যৌবন দেখি জন্মিলেক কাম॥
কহিল সকল কথা রাজার গোচর।
তাহা দেখি রাজা হৈল কামে জরজর॥
পূর্ব্বকথা স্মরি রাজা মনে সমাহিত।
আপনার কথা কহে রাজার বিদিত॥
কৈন্যা বোলে রাজা তুহ্মি হও মোর পতি।
সহস্র দাসীর সঙ্গে শর্ম্মিষ্ঠার সংহতি॥

CENTRAL LIBRARY

এতেকে আহ্মার পতি হও মহাজন ।
তোহ্মার অধীন হৈল জীবন যৌবন ॥
তাহা শুনি নৃপতি করিল যোড় হাতে ।
মোর এ কথা তুহ্মি শুন ভাল মতে ॥
আহ্মিত ক্ষত্রিয় জাতি তুহ্মি গুরুজন ।
এতেকে তোহ্মার মনে না হএ শোভন ॥
যে জন পাপিষ্ঠ দুষ্ট হবে গুরুজন ।
সপ্তজন্ম থাকে সে নরকভুবন ॥
গুরুপত্নী রাজপত্নী সমান ব্রাহ্মণী ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ জান ক্ষত্রিয়জননী ॥
কুলীন ক্ষত্রিয় আহ্মি চন্দ্রবংশপতি ।
আহ্মি না রাখিলে ধর্ম্ম কে রাখিব ক্ষিতি ॥
ক্ষত্রিয় হৈয়া কোনরূপে ব্রাহ্মণ গ্রহিব ।
এমত অধর্ম্ম কৈলে নরকে পড়িব ॥
দেবযানী কহে রাজা শুন তত্ত্বসার ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গুরু স্বজন ব্রহ্মার ॥
ঔরসিক কৈন্যা জান গ্রহিবারে নারে ।
আর তিন কৈন্যা জান গ্রহিবারে পারে ॥
আহ্মিত না হই জান মুনির ঔরসে ।
মোর পুনি জন্ম হৈল মুনির মানসে ॥
এতেকে হইতে যোগ্য তুহ্মি মোর পতি ।
ইহাতে পাতক নাই শুন মহামতি ॥
শকুন্তলা বিবাহ যে করিলা দুষ্মন্ত ।
সেই কৈন্যা পালিলেক মহামুনি কণ্ব ॥
রাজাএ বোলে শুক্র হনে বড় ভয় বাসি ।
করিবেক কর্ম্ম যবে মুনি কহে আসি ॥
তবে কৈন্যা সখী পাঠাইল তুষ্ট মনে ।
কহিয়া সকল কথা শুক্রদেব আনে ॥
শুক্রে শুনিল যদি নৃপতির কথা ।
কতুকে চলিল শুক্র নৃপ আছে যথা ॥
শুক্র দেখি উঠিলেক যথ কৈন্যাগণ ।
সম্ভ্রমে আসিয়া কৈল চরণবন্দন ॥
যযাতিএ প্রণাম করিল জোড় করে ।
নিবেদএ দেবযানী বাপের গোচরে ॥
যযাতি তাহান নাম নহুষনন্দন ।
পতিবাঞ্ছা মুক্তি তানে মানিলম অখন ॥
কৈন্যার বচন শুনি হরিষ অপার ।
যযাতি হইল যোগ্য জামাতা আহ্মার ॥
শুনিয়া নৃপতি কহে অন্তরে হরিষে ।
এমত করিবা যেন পাপে না পরশে ॥
শুক্রে বোলে সর্ব্ব পাপ খণ্ডিবেক আহ্মি ।
পরম হরিষে কৈন্যা বিহা কর তুহ্মি ॥
আর এক বাক্য মোর পালিয় যতনে ।
শর্ম্মিষ্ঠা না করিবা সম্ভোগ গমনে ॥
যযাতি সম্প্রীত হৈয়া কহিল বচন ।
তবে কৈন্যা তান ঠাই কৈল সমর্পণ ॥
সহস্র দাসীর সঙ্গে শর্ম্মিষ্ঠারে দিয়া ।
প্রণমিয়া চলে রাজা দেবযানী লৈয়া ॥
কতুকে চলিল রাজা আপনার পুরী ।
নানা নৃত্যগীত গাহে নগরের নাগরী ॥
মঙ্গল করিয়া গেল পুরীর ভিতর ।
মহাসুখে নানা কেলি করে নৃপবর ॥
শর্ম্মিষ্ঠা যুবতী আছে পুরী অভ্যন্তরে ।
নানা ধনরত্ন রাজা দেয়ন্ত তাহারে ॥
সম্ভোগ করিতে নারে মুনির বচনে ।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখি রাজা দহে কামবাণে ॥
দেবযানী সমে রাজা পুরীতে বসতি ।
নানা ক্রীড়া কামরসে বঞ্চএ নৃপতি ॥
কতদিনে দেবযানী হইল ঋতুবতী ।
যদু নামে তান ঘরে হইল সন্ততি ॥
বিশেষ সুন্দর শিশু দেখিতে সুঠাম ।
এতেকে সে যদু হেন থুইল নাম তান ॥
পুনরপি আর গর্ভ ধরে দেবযানী ।
পরম সোন্দর পুত্র প্রবেশে কামিনী ॥
তুর্ব্বসু হেন তান নাম হইলেক খ্যাতি ।
এহি মতে দুই পুত্র পাইল যযাতি ॥
হেন মতে কতকাল আছে সুখে অতি ।
এথাএ শর্ম্মিষ্ঠা দেবী হইল ঋতুমতী ॥

CENTRAL LIBRARY

স্নান করি শর্ম্মিষ্ঠাএ চিন্তিল মনেতে ।
পতি নাই পুত্র মোর হইব কেমতে ॥
কোন মতে এহি কার্য্য হইব কুশল ।
প্রথম কালের ঋতু হইব বিফল ॥
সখীর যে পতি হৈলে হএ নিজ পতি ।
ঋতুরক্ষা করাই আজি পাইলে যযাতি ॥
যদি মোর ভাগ্য থাকে মিলিব রাজন ।
জন্মিব উত্তম পুত্র নৃপতির মন ॥
ধর্ম্ম কাম রক্ষা যাএ এহি পুত্র হনে ।
পুত্রভাবি শার্ম্মিষ্ঠাএ চিন্তে মনে মনে ॥
ধর্ম্ম কাম মুখ্য হৈলে কি করিব লাজ ।
পুত্র বর আকাঙ্ক্ষিয়া মাগিব মহারাজ ॥
এত বলি দিন শেষ হইল যামিনী ।
নানা রঙ্গ কৈল রাজা সঙ্গে দেবযানী ॥
সেই মতে মহারাজা পুষ্পবনে যাইতে ।
শার্ম্মিষ্ঠাকে দেখিলে মদন বসন্তে ॥
শরতের শশী যেন শর্ম্মিষ্ঠা কামিনী ।
দেখি মোহ হইলেক যযাতি নৃপমণি ॥
শর্ম্মিষ্ঠাএ শুভক্ষণে যযাতিক দেখি ।
হস্তযোড় করিয়া কহন্ত শশীমুখী ॥
যযাতি কহিল জানি তোহ্মা ব্যবহার ।
ত্রিভুবনে রূপ নাহি সমান তোহ্মার ॥
মোহিত হইল আহ্মি তোহ্মা দরশনে ।
বড় ভয় পাই আহ্মি শুক্রের কারণে ॥
শুক্রে কহিতে তোহ্মার শয্যাতে না যাইতে ।
তাহাতে প্রতিজ্ঞা আহ্মি করিছি পিরীতে ॥
হেন হেতু উপেক্ষিএ তোহ্মার মন ।
তোহ্মাকে দেখিয়া চিত্ত না যাএ ধরণ ॥
শর্ম্মিষ্ঠাএ কহিলেক সম্ভ্রম তোহ্মার ।
ধর্ম্মশাস্ত্র কহি শুন বচন আহ্মার ॥
আপনে পণ্ডিত তুহ্মি জান শাস্ত্র শুদ্ধি ।
কি কহিব তোহ্মাস্থানে আমি অল্পবুদ্ধি ॥
স্ত্রী সমে সমাগম সামান্য পরিহাসে ।
উত্তম বিবাহ আর শুন প্রাণ আগে ॥
এহি পঞ্চ কর্ম্মে আর নাহিক পাতক ।
প্রাণ রাখ মহারাজ মুই আশান্বিত ॥
সর্ব্ব কথা যেন তেন শুনহ বচন ।
আহ্মাকে না বঞ্চ রাজা তাহার কারণ ॥
সহজে বিবাহ রাজা করিছ আহ্মারে ।
সখীজন পতি হৈলে পতি কহি তারে ॥
এতেকে তোহ্মার ভয় নাহি মুনি হৈতে ।
হেনকালে যুক্ত নহে মোরে উপেক্ষিতে ॥
ঋতুবতী নারী যদি মাগএ শৃঙ্গার ।
উপেক্ষিলে ব্রহ্মবধ পাপ হএ তার ॥
যযাতি কহন্ত তোহ্মার যেই মন হিত ।
কোন বাঞ্ছা আছে তোহ্মার করিম পিরীত ॥
যে হৌক সে হৌক তোহ্মার দেখিয়া কাকুতি ।
পালিবম প্রিয়া আজি তোহ্মার আরতি ॥
শর্ম্মিষ্ঠাএ হাসি কহে নৃপতির স্থানে ।
আজি মোরে পুত্রদান দেও মহাজনে ॥
তোহ্মার প্রসাদে আজি পুত্র পাই পুনি ।
দেবযানীর দাসী আহ্মি তোহ্মার অধিনী ॥
শর্ম্মিষ্ঠার বচনে রাজা তুষ্ট হৈল মনে ।
পুষ্পবান কেলি করে তাহার যে সনে ॥
সম্ভোগ পাইয়া তবে তুষ্ট হৈয়া মতি ।
শর্ম্মিষ্ঠা আলিঙ্গিয়া চলিল নৃপতি ॥
শর্ম্মিষ্ঠাএ রাজাক বন্দিল জোড়হাতে ।
কতুক করিয়া রাজা গেলেন পুরীতে ॥
তাতে শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল দ্রুহ্যনাম ।
রূপে গুণে দেখি যেন জয়ন্ত সমান ॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল শুনি দেবযানী ।
মহাদুঃখে তখনে ভাবএ পুনি পুনি ॥
শর্ম্মিষ্ঠাএ দেখি কহে অতি বড় রোষে ।
তাম্রবর্ণ মুখ করি উচ্চে ঘরে হাসে ॥
দেবযানীর ক্রোধ দেখি শর্ম্মিষ্ঠা কাতর ।
প্রণতিপূর্ব্বকে তবে কহিল বিস্তর ॥
ঋতুস্নান করি আহ্মি আছিএ চিন্তিতে ।
হেনকালে এক দ্বিজ আসিল এথাতে ॥

পুত্রকার্য্যে তাতে আহ্মি মাগিল শৃঙ্গার ।
ঋতু অপেক্ষিয়া আহ্মি হরিষ অপার ॥
সেই দ্বিজ হৈতে পুত্র হইল আহ্মার ।
কোপ না করিয় দেবী কৈল তত্ত্বসার ॥
এহিসব কথা কহি শর্ম্মিষ্ঠা আছএ ।
হাসি হাসি দেবযানী তাহাকে পুছএ ॥
ভাল কর্ম্ম কৈলা তুহ্মি ধর্ম্মক চাহিতে ।
সেই দ্বিজের নামগোত্র কহিব আহ্মাতে ॥
দেবযানীর বচন শুনিয়া পুনি পুনি ।
মনে মনে ভাবি কহে দৈত্যের নন্দিনী ॥
তপোবলে দেখি আহ্মি সূর্য্যের সমান ।
নাম গোত্র জিজ্ঞাসিতে নাই মোর জ্ঞান ॥
দেবযানী কহে নহে মুনির শৃঙ্গার ।
তোহ্মাতে কহিএ সৈত্য রমণ রাজার ॥
পরিহাস্য পুনি পুনি করে শর্ম্মিষ্ঠারে ।
সৈত্যহানি জানি গেল দেবযানী ঘরে ॥
এহিমতে কতকাল ছিল তার সনে ।
পুনি ঋতুমতী হৈল শর্ম্মিষ্ঠা যে তখনে ॥
দৈবযোগে যযাতিএ জন্মায় তনয় ।
কুরু নামে পুত্র হৈল অতি তেজোময় ॥
হইল আকাশবাণী শর্ম্মিষ্ঠাএ শুনে ।
এহি পুত্র চক্রবর্ত্তী হইব ভুবনে ॥
কুরু নামে পুত্র হইল অতি তেজবল ।
দুইর দীপ্তিএ সর্ব্বে করে ঝলমল ॥
কতদিনে দেবযানী যযাতির সনে ।
কতুকে খেলিতে গেল সেই পুষ্পবনে ॥
আপনার সুখে খেলেএ দুই কুমার ।
রূপ গুণে দুই শিশু যযাতি সমান ॥
তাহা দেখি দেবযানী হইল বিস্ময় ।
কার পুত্র দুই শিশু যযাতিক কহে ॥
যযাতি লজ্জিত হৈয়া কহে আন কথা ।
তাহা দেখি দেবযানী কহে হেটমাথা ॥

রাজা এড়ি দুইটি ছাওয়াল আনে তান কাছে ।
মধুর বচনে দেবযানী তাকি [সব] পুছে ॥
আকৃতি বুঝিল দুই সহোদর ভাই ।
কাহার কুমার দুই কহ মোর ঠাই ॥
অজ্ঞান বালক দুই[১] মধুর বচনে ।
রাজাক দেখাএ দুই অঙ্গুলির সনে ॥
দেবযানী বোলে মাঞা কৈল ব্যক্ত করি ।
সকল জানিয়া দেবী মনে কোপ করি ॥
দেবযানী কহে [রাজাক] হাস্য যে বদনে ।
পুত্র কোলে লও রাজা লজ্জা ভাব কেনে ॥
দেবযানী কষ্ট বোল না বুঝি ছাওয়ালে ।
শুন রাজা পুত্র তোহ্মার তুলি লও কোলে ॥
দুই পুত্র নৃপতির কোলে যাইতে চাহে ।
তা দেখিয়া নরপতি বিকল লজ্জাএ ॥
ছিদ্র নাহি পাএ রাজা পশিতে পাতালে ।
বন জন্তু সব যেন না রহে ভুবনে ॥
নৃপতি না লএ দেখি দুইটি ছাওয়াল ।
পশ্চাতে কান্দিয়া গেল ঘরে আপনার ॥
তবে দেবযানী যাএ নৃপতিক এড়ি ।
শীঘ্রগতি চলি গেল শর্ম্মিষ্ঠার বাড়ী ॥
পুত্র সহিতে দেবী শর্ম্মিষ্ঠা কাতর ।
দেখি দেবযানী তবে হইল ফাফর ॥
শর্ম্মিষ্ঠাএ দেবযানীত কহে জোড়হাতে ।
কোপে দেবযানী কহে কম্পিতে কম্পিতে ॥
মোর দাসী হইয়া বঞ্চসি নানা সুখে ।
এত দুঃখ তুহ্মি কেন দিয়াআছ মোকে ॥
আপনা না জানস মুই ভাড়িয়া কপটে ।
হাতের যে খুর হৈয়া দেহ মোর কাটে ॥
বড় দুষ্টমতি তুই বড় হি অসতী ।
পাগল করিলে কেনে মোর নিজপতি ॥
ঈষৎ হাসিয়া বোলে শর্ম্মিষ্ঠাকামিনী ।
সখীজন পতি হৈলে নিজ পতি জানি ॥

১. ব্যাসকৃত মহাভারতে রহিয়াছে তিনজন

শর্ম্মিষ্ঠার বচনে ভক্তি নাহি শুনি।
যযাতি নিকটে পুনি গেল দেবযানী ॥
কান্দিয়া চলিল দেবী বাপের সদন।
পাছে পাছে যাএ রাজা ডাকি তখন ॥
হস্তজোড়ে নৃপতি কহন্ত প্রিয়বাণী।
তান ঠান অখনে না যাইয় দেবযানী ॥
না মানিয়া সেই বাক্য গেল বাপস্থানে।
কান্দিয়া প্রণাম দেবী কৈল সকক্ষণে ॥
পাছে পাছে গিয়া রাজা শুক্রক বন্দিল।
এক পাশে গিয়া ভয়যুক্ত হৈয়া রৈল ॥
কান্দিয়া বাপের স্থানে কহে দেবযানী।
রাজা প্রতি কহে তবে অযশ কাহিনী ॥
অধর্ম্ম হৈল বাপু শুন শুন কথা।
শর্ম্মিষ্ঠা সনে রাজার রমণ সর্ব্বথা ॥
দুই পুত্র জন্মাইল বাক্য লঙ্ঘি তোর।
শর্ম্মিষ্ঠা ভাগ্যবতী মন্দ ভাগ্য মোর ॥
দুই পুত্র হৈল তার চন্দ্র হেন মণি।
মুই সে হইল বাপু দুর্ভাগা কামিনী ॥
দেবযানীর বচনে শুক্রের হৈল রোষ।
শাপ দিল নৃপতিরে না ক্ষেমিল দোষ ॥
যৌবনের গর্ব্বে তুই মোরে দিলে তাপ।
আজি বৃদ্ধ হও তুমি এহি দিল শাপ ॥
শাপ পাইয়া মহারাজা আকুল হৃদয়ে।
দুই হস্ত জোড় করি শুক্র স্থানে কহে ॥
তত্ত্ব জান মহাশয় কহম এহি মর্ম্ম।
বিচারিয়া চাহ তাতে নাহিক অধর্ম্ম ॥
ঋতুকালে নারী যদি মাগএ শৃঙ্গার।
উপেক্ষিলে ব্রহ্মবধ গতি হএ তার ॥
ভালমতে করিবেক শরীর পীরিতি।
উপেক্ষিলে মহাপাপ নরকের গতি ॥
নারীর আকাঙ্ক্ষা যদি না পূরে মানসে।
ব্রহ্মবধ গতি হএ নাহি খণ্ডে ক্লেশে ॥
শুক্রে বোলে সৈত্য পূর্ব্বে করিছি পীরিতে।
অজ্ঞান হইয়া তোর ভয় নাহি চিত্তে ॥
লঙ্ঘিল আমার বাক্য শুন পাপমতি।
তাহার উচিত ফল পাইলে দুর্ম্মতি ॥
ততক্ষণে শুক্রের বচন নহে আন।
তখনে হইল রাজা বৃদ্ধের সমান ॥
বলহীন শক্তিহীন হইল যযাতি।
শুক্র স্থানে কহে তবে করিয়া ভকতি ॥
অকালে ত দিলা শাপ না পূরিল আশ।
দেবযানী কামিনীরে করিলা নৈরাশ ॥
আজি বৃদ্ধ হৈল আহ্মি জানিলম নিশ্চএ।
দেবযানীর কোন গতি হৌক মহাশএ ॥
তুষ্ট হৈয়া যৌবন করহ অঙ্গীকার।
তাহা শুনি শুক্রদেবে কহিলেক সার ॥
আহ্মার বচন ব্যর্থ না হইবে আন।
যাহাতে সঞ্চার তুহ্মি যাইব সেই স্থান ॥
যেইজনে বার্দ্ধক্য লইব শ্লাঘামনে।
যাইব তাহাতে বৃদ্ধ কহিল তোহ্মা স্থানে ॥
রাজাএ বোলে যদি তুষ্ট হইলা আহ্মারে।
ই কর্ম্ম করিলে তবে দিম কোন বরে ॥
মুনি বোলে যে পুত্রে যৌবন করে দান।
রাজা হৈবা সেই পুত্র মহাভাগ্যবান ॥
এতেক শুনিয়া তুষ্ট হৈল নৃপবর।
এবে চলি যাও গৃহে বোলে মুনিবর ॥
শুক্রক বন্দিয়া রাজা পড়িল চরণে।
হরিষ বিষাদে চলে দেবযানী সনে ॥
সিংহাসনে বৈসে রাজা দুঃখ ভাবি মনে।
জ্যেষ্ঠপুত্র যদুরে যে ডাক দিয়া আনে ॥
যযাতি কহিল তারে করিয়া পীরিতি।
এক বাক্য ধর বাপু হইবা নৃপতি ॥
অকালে অশুভ শাপে বৃদ্ধ হৈল আহ্মি।
তুষ্ট হৈয়া আহ্মার বার্দ্ধক্য লও তুহ্মি ॥
তোহ্মার যৌবনে আহ্মি করি নানা সুখ।
সহস্র বৎসর অন্তে পুনি দিয়া মোক ॥
যদু বোলে বৃদ্ধ হৈলে পাকে দাড়ি চুল।
দশন গলিত হএ শুন মোর বোল।

চর্ম্ম দড়ি হইবেক কৃশাঙ্গ দুর্ব্বল।
লগুড় হস্তেত হএ কাশে অবিরল॥
সংসারের যুবতীর উপহাস্যস্থান।
যুবতী সকলে মিলি দিব অপমান॥
বৃদ্ধ হৈতে নারি বাপু আপনার চিত্তে।
তারপরে আর ভার দেয়ত বিদিতে॥
কুপিয়া যযাতি যদু পুত্র স্থানে বোলে।
আহ্মার ঘরেত তুই কুপুত্র জন্মিলে॥
মোর বাক্য লঙ্ঘিলা হইয়া দুষ্ট রীত।
তোর বংশে রাজা না হৈব পৃথিবীত॥
যদুকে শাপিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
যদু বংশে রাজা নাই এহি সে কারণে॥

যযাতি প্রসঙ্গান্তর্গত কুরু প্রসঙ্গ ও কৌরব বংশ

কুরু নামে আর পুত্র ডাক দিয়া আনে।
যযাতি কহন্ত তবে মধুর বচনে॥
শুক্র শাপে অকালে বার্দ্ধক্য হৈল আহ্মি॥
নৃপতি হইবা আহ্মার বার্দ্ধক্য লও তুহ্মি॥
তোহ্মার যৌবনে আহ্মি করি নানা সুখ।
সহস্র বৎসর অন্তে পুনি দিয় মোক॥
কুরু বোলে মহারাজা সাধিব অঙ্গীকার।
প্রতিজ্ঞা করিল বৃদ্ধ লইব তোহ্মার॥
তাহা পরে আর মোর নাহিক সুকৃতি।
যতকাল ইচ্ছা বাপু পূরহ আরতি॥
তবে কুরু বৃদ্ধ হৈল যযাতি তরুণ।
হেনমতে যযাতির যৌবন হৈল পুন॥
কুরু আশীর্ব্বাদ করি তবে মহারাজা।
তিন পুত্রে আহ্মার করিব তোহ্মা পূজা॥
বর পাইল বৃদ্ধে তবে কুরু মহাবীরে।
যযাতি পরম সুখে রাজকার্য্য করে॥
তবে রাজা প্রতিদিন রমণীসঙ্গতি।
নানারূপে রতিক্রীড়া করএ যুবতী॥
সপ্তদ্বীপে সপ্তযজ্ঞ করিলা রাজন।
ব্রাহ্মণ তুষিলা রাজা দিয়া বহুধন॥

আর যথ কর্ম্ম কৈল বেদের বিহিত।
যেইমত আছে ধর্ম্ম কৈল অতুলিত॥
সহস্র বৎসর তবে গেল নানামতে।
তথাচ না টুটে কাম রাজার যে চিত্তেতে॥
যত কর্ম্ম করে রাজা নানারস ক্রীড়ে।
ধনযৌবন আইসে জীব না বাহুড়ে॥
পুনি পুনি রাজার না টুটে অভিলাষ।
পুনি পুনি বাড়ে যেন ঘৃতের হুতাশ॥
ভূমি রত্ন সম্পদ যৌবন আদি কামা।
অনর্থের মূল এহি মনে নাহি ক্ষেমা॥
কায়মনচিত্তে পাপ যদি নাহি করে।
সংসারসমুদ্র সেই হৈলাএ নিস্তরে॥
এতেক চিন্তিয়া তবে রাজা মহাশএ।
কুরুপুত্র স্থানে গিয়া করিল বিনয়॥
নানা ভোগ কৈলুম বাপু তোহ্মার কারণে।
বড় সুখী হৈল আহ্মি তোহ্মার যৌবনে॥
পুনি বৃদ্ধ হইলেক যযাতি নৃপতি।
কুরুরে দিবারে রাজা চাহে সর্ব্বক্ষিতি॥
নারদ প্রভৃতি মুনি আইল সেইকালে।
পৃথিবীর যথ রাজা আইল সকলে॥
হেনকালে কহিল নারদ মুনিবরে।
ধর্মশাস্ত্র দেখি তবে কহে যযাতিরে॥
দেবযানীর পুত্র যদু শুক্র দেবের নাতি।
সেই সে পৃথিবী যোগ্য হইতে নৃপতি॥
কনিষ্ঠ না হএ রাজা জ্যেষ্ঠ যে থাকিতে।
কেনে হেন কর্ম্ম তুহ্মি কর বিপরীতে॥
যযাতি কহেন আহ্মি না করি অধর্ম্ম।
পুত্রব্যবহার তারা না করিল কর্ম্ম॥
বাপ মাও প্রীতি করে যেই পুত্রগণ।
তারে বলিএ পুত্র কুলের নন্দন॥
যদু আদি তিনপুত্রে না ধরিল বোল।
কুরু মাত্র হইল আহ্মার প্রতিকূল॥
শুক্রের আদেশ তাতে মুই রাজ্য দিতে।
মোর যার যেই পুত্রে লএ পুণ্যচিত্তে॥

এতেকে পাইল রাজা কুরু মহাশএ ।
প্রীত হৈয়া সর্ব্বজন করে সমাহিতে ॥
যোগ্য বুঝি তাহারে দিলাম বসুমতী ।
কুরু অভিষেক করে যযাতি নৃপতি ॥
তপোবনে গেল রাজা মুনির সহিতে ।
কুরুবংশে রাজা জান হৈল এহিমতে ॥
বনে গিয়া নরপতি নানা তপ করে ।
দিব্যমূর্ত্তি হৈয়া গেল ইন্দ্রের নগরে ॥
ইন্দ্রের কপট হেতু না গেল স্বর্গেতে ।
অন্তরীক্ষে রহে রাজা ইন্দ্রের কপটে ॥
অষ্টবসু বিপ্র আদি নাম প্রত্যর্পণ ।
পুনি স্বর্গে চলি গেল এহি চারিজন ॥
পয়ার প্রবন্ধে এহি আদিপর্ব্ব পোথা ।
সঞ্জয়ে কহিল মহাভারতের কথা ॥

জনমেজয়ে কহে মুনি কহ ভালমতে ।
জয় মুনি কহন্ত রাজাএ শুনে একচিত্তে ॥
বনে গিয়া সেই রাজা কৈল কুশাসন ।
অক্রোধে করিল রাজাএ হোম যে তর্পণ ॥
অতিথি পূজিয়া আছে রাজা চিরকাল ।
কীর্ত্তিএ পৃথিবী পুরে আকাশপাতাল ॥
দেবপিতৃঅতিথি পদে করিয়া ভকতি ।
সেই পুণ্যে ভোগ করে নৃপতি যযাতি ॥
এহিমতে আছে রাজা সহস্র বৎসর ।
বৎসরের অনাহারে আছিল বিস্তর ॥
একপদ অনাহারে বৎসর বঞ্চিল ।
আকাশ ভরিয়া সর্ব্ব কীর্ত্তি স্বর্গে গেল ॥
দেবপুরে বৈসে বিশ্বকর্ম্মার সহিত ।
সদাএ বৈসএ রাজা কাঞ্চনপুরীত ॥
দেবপুর হৈতে ব্রহ্মপুরেত সঞ্চরে ।
এহিমতে আছে রাজা অযুত হাজারে ॥
দৈবযোগে গেল রাজা ইন্দ্র সম্ভাষিতে ।
যযাতি দেখিয়া ইন্দ্র মনে মনে চিন্তে ॥

কোন পুণ্যে আইলা রাজা এহি স্বর্গপুরে ।
অকপটে কহ রাজা শুনিএ তাহারে ॥
যযাতি কহন্ত তবে শুন দেবরাজ ।
কুরুকে দিলাম রাজ্য করিয়া সাহায্য ॥
তাহার সহিতে দিলা পুত্রকলেবর ।
রাজনীতি শিখাইল শাস্ত্রঅনুসার ॥
তার পাছে তপস্যা যে করিলম বনে ।
নানাবিধ করিলম অতিথিপূজনে ॥
অনাহার ফলাহার করিলম উপবাস ।
তাহা শুনি ইন্দ্রদেব হইল উল্লাস ॥
যযাতির স্থানে ইন্দ্র করিল বচন ।
ক্ষীণ পুণ্য হইল তোহ্মার নহুষনন্দন ॥
বহুল করিলা পাপ নহুষতনয় ।
সাম্বকের মৈধ্যে হৈল তোহ্মার নিলয় ॥
ইন্দ্রে বোলে চল তুহ্মি সাম্বক ভিতর ।
পুনি হেন না কহিয় হেন দুরাক্ষর ॥
যযাতি বোলেন্ত যদি পুণ্য হৈল নাশ ।
ক্ষীণ পুণ্য থাকিতে আহ্মি যাইব তোহ্মা পাশ ॥
অষ্টক রাজন আর প্রত্যর্পণ ঋষি ।
এহি চারিপাশে গেল যেন দেখি শশী ॥
অষ্টক রাজাএ বোলে যযাতি দেখিয়া ।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভক্তিযুক্ত হৈয়া ॥
কেবা তুহ্মি ইন্দ্র সম কহত অখন ।
কথা হনে আইলা তুহ্মি এথাএ কি কারণ ॥
কোন জন আইলা কহ তত্ত্বসার ।
কোন ভয় নাই এথা সাম্বক ভিতর ॥
যযাতি নৃপতি কহে শুনহ অষ্টক ।
যযাতি আহ্মার নাম রাজার জনক ॥
সর্ব্বপুণ্য কহিয়া তপস্যা কৈলম ক্ষয় ।
এহিহেতু এথা আইলম কহিলম নিশ্চএ ॥
অষ্টকে কহেন আহ্মি করি নমস্কার ।
তোহ্মা হৈতে মোর লাজ হইছে সংসার ॥
যযাতি কহন্ত মোর নাহিক সন্তাপ ।
দৈব নির্বন্ধিত জান পুণ্য আর পাপ ॥

CENTRAL LIBRARY

অষ্টকে কহিলা ভোগিলাম স্বর্গলোক ।
তাহাতে যদিক হএ শুনিতে কতুক ॥
যযাতি কহন্ত পুনি শুন মোর কথা ।
যেই মতে পাপ পুণ্য নাশ হএ তথা ॥
সকল প্রাণীর অন্তে শরীর এড়িয়া ।
পাপ পুণ্য যাএ মাত্র সংহতি চলিয়া ॥
অষ্টকে বোলএ ব্রহ্মচারী আর জাতি ।
কোন ধর্ম্মপথ এহি কহ মহামতি ॥
যযাতি কহেন তবে শুন কহি সার ।
ধর্ম্ম বিনে আর কিছু নাহিক সংসার ॥
অষ্টকে কহিল রাজা কহিতাছ ভাল ।
তোহ্মার গমনে মন হইল বিশাল ॥
যযাতি কহেন আহ্মি দৈবের বিপাকে ।
ক্ষীণ পুণ্য করিয়া পড়িলম অন্তরীক্ষে ॥
অষ্টক রাজাএ তবে যযাতিতে কহে ।
আহ্মার নি আছে স্থান সেই স্বর্গালয়ে ॥
যযাতি কহেন তুহ্মি অতি পুণ্যবলে ।
অতি মহাপুণ্যস্থান তোহ্মার নির্ম্মলে ॥
রাজাএ বোলে সেই স্থান দিলাম তোহ্মারে ।
বিলম্ব না কর তুহ্মি চল স্বর্গপুরে ॥
যযাতি বলেন তবে গ্রহণে বিধর্ম্ম ।
ক্ষত্রিয়কুলেত করে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ॥
নহুষতনয় আহ্মি ক্ষত্রিয় যযাতি ।
অধর্ম্ম করিব কেনে হইতে দুর্গতি ॥
পরদুঃখে দুঃখিত পরম শিষ্ট জন ।
যযাতির সম্বোধিয়া কহে প্রত্যর্পণ ॥
প্রত্যর্পণ নাম মোর শুন মহাজন ।
আহ্মার নি আছে স্থান স্বর্গএ ভুবন ॥
যযাতি কহেন তুহ্মি পুণ্যের সাগর ।
অতি বড় দিব্যস্থান তোহ্মার সোন্দর ॥
নানাসুখ ভোগে আছে আসন সহিতে ।
মনোহর পুরীখান কনকনির্ম্মিতে ॥
প্রত্যর্পণে কহিল সকল দিলম তোহ্মা ।
সেই স্থানে গিয়া রাজা প্রীতি কর আহ্মা ॥
যযাতি বোলেন্ত তবে এমত করিব ।
দুঃখিত হইয়া কেনে তোহ্মা পুণ্য লইব ॥
এহিকথা কহি তবে যযাতি নৃপতি ।
বসু নামে কহে রাজা মোকে কর প্রীতি ॥
বসু বোলে মোর কথা কহ মহাশএ ।
আহ্মার নি আছে স্থান স্বর্গ ভুবনএ ॥
যযাতি কহেন আহ্মার আছে দিব্যজ্ঞান ।
সূর্য্যতেজ সম জিনি উজ্জ্বল সমান ॥
বসু বোলে মহারাজা করহ পীরিতি ।
সেইস্থানে গিয়া তুহ্মি রহ মহামতি ॥
যযাতি কহন্ত রাজা না বোল অখন ।
পরদ্রব্যেত কভো নাহি মোর মন ॥
যযাতি কহন্ত রাজা কহিতে না পারি ।
পাতক দেখিয়া আহ্মি বড় ভয় করি ॥
যযাতি চরিত্র দেখি মনে লাগে ভএ ।
তার পাছে শিবি কহে করিয়া বিনয় ॥
শিবি নাম হই আহ্মি উশীর নন্দন ।
মোর নি আছএ স্থান স্বর্গএ ভুবন ॥
যযাতি কহেন্ত তোহ্মার আছে দিব্যস্থান ।
নানা ধাতু শোভিয়াছে কনকনির্ম্মাণ ॥
শিবি বোলে তোহ্মারে দিলাম সেইস্থান ।
আপনে চলিয়া যাও কুতূহল মন ॥
আহ্মার বচন ধর আহ্মাকে দেখিতে ।
সেই স্বর্গে তুহ্মি পরম পীরিতে ॥
যযাতি বোলএ তুহ্মি ইন্দ্রের সমান ।
হেন বাক্য তুহ্মি কেনে কহ মোর স্থান ॥
ঐ সকল কৈল যদি যযাতি নৃপতি ।
অষ্টকে কহন্ত তার সভার সম্মতি ॥
চারি জন্মের যজ্ঞ তোহ্মারে দিলাম নিশ্চএ ।
কুতূহলে তথাএ পুনি চল মহাশএ ॥
চারি জনের স্বর্গভোগ দিলাম তোহ্মার ।
বহুদিন সুখে পুনি থাক স্বর্গপুর ॥
সদয় হৃদয় তুহ্মি কহত বচন ।
তখনে কহিতে লাগে যযাতি রাজন ॥

আপনে না কৈল পুণ্য পরের সুকৃতি।
এহিমতে স্বর্গে যাইতে না লএ মোর মতি ॥
মনে মনে চিন্তে তবে সেই চারি জন।
ক্ষেমা দিল যযাতিএ স্বর্গএ ভুবন ॥
দেখিয়া দেবের হৈল পরম বিস্ময়।
স্বর্গ হৈতে পঞ্চরথ নামে মর্ত্তাময় ॥
পঞ্চসূর্য্য হেন রথ আসিয়া যে মিলে।
তাহা দেখি যযাতিরে চারিজনে বোলে ॥
ওঠ ওঠ রথে রাজা চলহ আকাশে।
তুহ্মি আগে চল রাজা যাইব সন্তোষে ॥
দিব্যরথে চড়িয়া যে যযাতি নৃপতি।
পুনি রথে চড়িলেক সেই চারি ব্যক্তি ॥
সংসারের শুন সব এহি উপদেশ।
সৈত্য ধর্ম্ম পরে আর নাহিক বিশেষ ॥
যযাতিসম্বাদ এহি পঠে আর শুনে।
নিবেদিয়া শুনে যেই ব্রাহ্মণের স্থানে ॥
নানা সুখে থাকে সেই পৃথিবীমণ্ডলে।
সেইমত স্থান পুনি পাএ অন্তকালে ॥
এহিমতে রাজা সব যযাতির সনে।
তিনলোকে কীর্ত্তি রাখি গেল স্বর্গস্থানে ॥
যযাতি চরিত্র এ যে বিচিত্র পয়ার।
সঞ্জএ রচিল ভব ভয় তরিবার ॥
যযাতি চরিত্র কথা অতি পুণ্যময়।
পদে পদে ধর্ম্মকথা কহিল সঞ্জয় ॥

মহাভিষ গঙ্গা : অষ্টবসু প্রসঙ্গ

যযাতি চরিত্রকথা শুনি জনমেজয়।
কুরুর চরিত্রকথা মুনিতে পুছএ ॥
কোনমতে সেই রাজা কেমত আছিল।
কোনমতে সেই রাজাএ পৃথিবী পালিল ॥
মুনি বোলে কুরু রাজা ইন্দ্রের সমান।
যাহা হৈতে কুরুক্ষেত্র হস্তিনা বাখান ॥
সপ্তদ্বীপ রাজসূয় অশ্বমেধ কৈল।
পৃথিবীমণ্ডল বেড়ি একচ্ছত্র হৈল ॥
চারি পত্নী সঙ্গে রাজা পুত্র অভিলাষে।
নানামতে যজ্ঞ রাজা করিল বিশেষে ॥
এথা কুরুবংশ রাজা পূর্ব্বে মহাভিষ[১] নাম।
সৈত্যবন্ত মহারাজা গুণে অনুপাম ॥
অশ্বমেধ দশ যে শতেক রাজসূহি।
দক্ষিণা সহিতে রাজা সাঙ্গ করি লহ ॥
স্বর্গদেশ মহারাজা ইন্দ্রাসন খাটে।
হেনকালে মহারাজা ব্রহ্মার নিকটে ॥
মন্দাকিনী নদী বৈসে নদীর প্রধান।
চন্দ্রসম জলে যে ধবল পুরীধান ॥
পাছে ছিল বায়ু তথা গেল শীঘ্র করি।
গঙ্গার বসন তথা উড়ায়ে স্বরাস্বরি ॥
মাথা হেট করি রহে সর্ব্ব দেবগণ।
আস্তেব্যস্তে গঙ্গাদেবী সম্বরে বসন ॥
কামে মহাভিষ রাজা হইল অস্থির।
লোভ হৈতে কামভাব হইল শরীর ॥
মাথা হেট দেবগণে কেহ না দেখিল।
জ্ঞানচক্ষু ব্রহ্মাএ তাহা মনেত ভাবিল ॥
ব্রহ্মাও বোলে ভিষ বীর করিলা অধর্ম্ম।
স্বর্গ হৈতে নামিয়া মনিষ্য হৈয়া জন্ম ॥
আগে বানর জন্ম লভিবা নিশ্চএ।
পুনরপি নর হৈবা শুন মহাশএ ॥
এতেক শুনিয়া তবে ভিষ নরপতি।
করজোড় করিয়া ব্রহ্মারে করে স্তুতি ॥
অকারণে হেন শাপ দিলা প্রজাপতি।
অব্যর্থ শাপের ভোগ ভোগিবম কথি ॥
ব্রহ্মাএ বোলে শুন রাজা আহ্মার বচন।
পাইবা বানর যোনি মর্ত্তাএভুবন ॥
সদয় হৃদয় হৈয়া দেব পশুপতি।
গঙ্গারে তোহ্মারে দিব দেখিয়া ভকতি ॥

১ পুথির পাঠ মহাভীষ

CENTRAL LIBRARY

কপট করিয়া গঙ্গা মারিব পরাণে ।
অব্যাহতি পাইবা তুহ্মি আহ্মার কারণে ॥
শান্তনু হইব নাম কুরুর নন্দন ।
মুনি সর্ব্বের আশীর্ব্বাদে জানিবা তখন ॥
জাহ্নবীর সঙ্গে ক্রীড়া করি কতকাল ।
এথ বলি অন্তর্দ্ধান হৈল লোকপাল ॥
শাপ পাইয়া মহাভিষ স্বর্গভ্রষ্ট হৈল ।
তাহা দেখি গঙ্গাদেবী কহিতে লাগিল ॥
অকারণে মহাশাপ দিলা প্রজাপতি ।
কতুক করিতে গিয়া মনিষ্য সঙ্গতি ॥
এতেক চিন্তিয়া গঙ্গা মনেত দুঃখিত ।
হেনকালে অষ্টবসু আইল আচম্বিত ॥
জিজ্ঞাসিল গঙ্গাদেবী মনেত করুণ ।
বিবর্ণে চিন্তিত কেনে তুহ্মি সর্ব্ব জন ॥
বসু কহে শুন মাও আহ্মার বচন ।
আহ্মার যত কথা শুন দিয়া মন ॥
সুমেরু নিকটে গেলম মন্ত্রীর সহিতে ।
বশিষ্ঠআশ্রমে গেলম ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥
বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনী তার নাম ।
সকল অপূর্ব্ব দেখি গুণে অনুপাম ॥
কামধেনু দেখিয়া জানাএ ইন্দ্রস্থানে ।
আনন্দিত হৈল তবে ধেনু দরশনে ॥
দৈবে পুনি ভাবিলেক স্ত্রীর কারণে ।
রূপ যৌবন বাড়ে তার দুগ্ধ করি পানে ॥
ধেনু না দেখিয়া মুনি দেখে যোগধ্যানে ।
যোগাসনে বসি মুনি দেখে ততক্ষণে ॥
ধ্যানে জানিয়া মুনি শাপে বড় রোষে ।
যে মোর হরিবে ধেনু হইব মানুষে ॥
শাপ পাইয়া গেল বসু মুনি বিদ্যমান ।
ধেনু দিয়া নিবেদন করে মুনিস্থান ॥
বশিষ্ঠে বলিল পাশ ফলিব নিশ্চএ ।
বৎসরেক গেলে মাও কি হৌক উপায়ে ॥
তুহ্মি যদি হৈলা মাও আহ্মার জননী ।
কেবা মোর পিতা হৈব কহ চাহি শুনি ॥
গঙ্গাএ বোলে মনদুঃখ কর কি কারণ ।
উপাএ হইব তার না চিন্তিয় মন ॥
সঞ্জয়ে কহন্ত রাজা ভারতের সার ।
পয়ার প্রবন্ধ কথা লোকে বুঝিবার ॥

বানর-গঙ্গা : শান্তনু-গঙ্গা
ভীষ্মের জন্ম

জনমেজয় কহে মুনি কহ মোতে সার ।
কোনমতে শান্তনু হইল অবতার ॥
সে কথা অমৃতময় কহ তপোধন ।
কিরূপে বানর হৈতে হইল মোচন ॥
মুনি বোলে কহি শুন রাজা জনমেজয় ।
মহাভারতের কথা অতি পুণ্যময় ॥
কপিকুলে জন্ম হৈল সেই নরপতি ।
একমনে করে সে যে শঙ্কর ভকতি ॥
সেবক বৎসল হয় ত্রিদশ ঈশ্বর ।
তুষ্ট হৈয়া হরে কহে মাগ তুহ্মি বর ॥
বড় তুষ্ট হৈল আহ্মি তোহ্মা ভক্তি লাগি ।
মনের অভীষ্ট[১] বর মাগি লও তুহ্মি ॥
আগুঅন্ত কহি আহ্মি নাহিক সংশয় ।
যেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চয় ॥
শুনিয়া শিবের বাক্য কপি নামে হরি ।
অতি ভয়ে কহিলেক পুটাঞ্জলি করি ॥
আপনে সন্তুষ্ট হৈয়া দিতে চাহ বর ।
মনের অভীষ্ট মোর কহিতে বাসি ডর ॥
অত্যন্ত অশক্য মোর মনের বাঞ্ছিত ।
কহিতে অশক্য কথা শুনিতে কুৎসিত ॥
শঙ্করে কহেন তুহ্মি ভয় পরিহর ।
মনের বাঞ্ছিত তোর কহত বানর ॥
পাইয়া অভয় বর কহে কপিপতি ।
সুরেশ্বরী গঙ্গাতে অভীষ্ট মোর মতি ॥

১. পুথির পাঠ অবিষ্ট

মহাদেবে বোলে কপি চলি যাও ঘর ।
প্রভাতে আসিয় তুহ্মি এই গঙ্গাতীর ॥
আনন্দিত হৈয়া কপি গেল আশ্রমেতে ।
মিলিলেক ভাগীরথী কূলেত প্রভাতে ॥
বৃষেত চড়িয়া দেব পঞ্চশিব ।
গঙ্গাগৌরী সঙ্গে করি আইল জগজীব ॥
জলেত নামিল শিব দুই ভার্য্যা লৈয়া ।
পাশেত রহিল কপি সম্ভ্রম হইয়া ॥
পবন স্মরিয়া তবে আজ্ঞা দিল হর ।
জাহ্নবীর উরু হতে বস্ত্র দূর কর ॥
হরের আজ্ঞাএ বায়ু কুন্তল আকরে ।
গঙ্গার শরীর হৈতে বস্ত্র দূর করে ॥
বিবসন হৈল গঙ্গা বড় পাইল লাজ ।
পৃষ্ঠে থাকি তাহারে দেখিল কপিরাজ ॥
কষ্টমনে গঙ্গারে শাপিল পঞ্চশিব ।
বানরে দেখিল তোহ্মার গুপ্ত যে শরীর ॥
আহ্মার পাশেত থাকি কোন কার্য্য নাই ।
আজ্ঞা কৈল তুহ্মি যাও বানরের ঠাঁই ॥
পুনি পুনি আজ্ঞা কৈল দেব ত্রিনয়ন ।
করজোড়ে কহে গঙ্গা বিনয় বচন ॥
এহি অপরাধে গোসাঞি মোরে শাপ দিলে ।
শাপের শাপান্ত মোর খণ্ডিবে কত কালে ॥
কৃপা মনে পশ্চাতে শাপান্ত দিল হর ।
বানর সেবিয়া থাক দ্বাদশ বৎসর ॥
শাপান্ত যে দূর হৈব দ্বাদশ বরিষে ।
দুঃখ না ভাবিয়া গঙ্গা চলহ হরিষে ॥
অমোঘ তোহ্মার নাম হইব মর্ত্ত্যেতে ।
পাইবা শাপের ফল না দুষিবা তাতে ॥
আর এক বাক্য গঙ্গা পালিবা যতনে ।
অষ্টবসু শাপিয়াছে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে ॥
বশিষ্ঠের ধেনু হরি উর্ব্বশীরে দিল ।
অষ্ট গর্ভপাত হৈতে বশিষ্ঠে শাপিল ॥
অষ্টবসু হইলেক ঋষির শাপান্ত ।
কৃপামনে মহামুনি দিলেক শাপান্ত ॥
হরশাপে গঙ্গাদেবী যাই ভুবনেত ।
সেই গর্ভপাত হৈয়া আসিবা স্বর্গেত ॥
এহি কহি গঙ্গাদেবী হরে বিসর্জ্জিলা ।
গঙ্গা নেয় করিয়া বানরে আদেশিলা ॥
আগে যাএ গঙ্গাদেবী পাছে কপীশ্বর ।
কথদূর গিয়া গঙ্গা দিলেক উত্তর ॥
কপটে বানর যদি করিতে পারি নাশ ।
তবে সে যাইতে পারি হরের সম পাশ ॥
আদি পর্ব্ব মহাকথা সুধারসময় ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয় ॥

এথ ভাবি কহে গঙ্গা শুন কপিনাথ ।
মনের অভীষ্ট কেনে না কহ আহ্মাত ॥
কোন হেতু তুহ্মি মোরে লৈ যাও মাগিয়া ।
আপনা মনের কথা কহ হৃষ্ট হৈয়া ॥
হাসিয়া বানরে কহে শুন সুরেশ্বরী ।
শঙ্কর সেবিয়া পাইলুম তুহ্মি হেন নারী ।
এথ শুনি কহে গঙ্গা পরিহরি লাজ ।
হিত উপদেশ কথা কহি কপিরাজ ॥
আহ্মিত নির্লোভ রূপ তুহ্মিত লোমশ ।
কি রূপে আহ্মার সঙ্গে করিবা প্রবেশ ॥
সর্ব্ব লোম দাহ কর আনল জ্বালিয়া ।
আহ্মা সঙ্গে ক্রীড়া কর বচন পালিয়া ॥
কামার্ত্ত হৈয়া তবে কহে কপিহরি ।
তোহ্মার অভীষ্ট যেই সেই কর্ম্ম করি ॥
গঙ্গাএ বোলেন আহ্মি আনল জ্বালিয়া ।
আহ্মা সঙ্গে ক্রীড়া কর বচন পালিয়া ॥
গঙ্গাএ বোলে আহ্মি বর দিলাম তোহ্মারে ।
আনলের তেজে তোহ্মা কি করিতে পারে ॥
প্রথম পরীক্ষা দেখ অঙ্গুলি দহিয়া ।
পশ্চাতে নির্লোম হও সমূলে পুড়িয়া ॥
তবে অল্প অগ্নি করি পরশিল কায়া ।
অঙ্গুলি নির্লোম হৈল গঙ্গা কৈল মায়া ॥

CENTRAL LIBRARY

গঙ্গাএ করিল মায়া প্রত্যয় বানর ।
গঙ্গাএ বোলে কুণ্ড এবে অগ্নি কর ॥
খনিল গহীন কুণ্ড আনল জ্বালিল ।
গঙ্গার বচনে কপি বেগে ঝম্প দিল ॥
গঙ্গারে আকাঙ্খি কপি কাম্য করি মরি ।
আনলে পুড়িয়া মৈল কপিরাজ হরি ॥
মৃত্যু হৈল কপিরাজ গঙ্গা স্বতন্তর ।
চলি আইল সুরেশ্বরী শঙ্কর গোচর ॥
এথাএ দৈব ঘটনে ফলিল তাতে কাজ ।
যেই কুণ্ডে মরিল বানর কপিরাজ ॥
আনল সহিতে তথা উথলিল জল ।
মহাকুণ্ড উথলিয়া করে টলমল ॥
সেই কুণ্ড উথলিয়া ডুবাইল পার ।
আনল সহিতে বৈসে তপ্ত জলধার ॥
সেই ত দক্ষিণভাগে বৈতরণী নাম ।
তাহার দক্ষিণভাগে যমের আশ্রম ॥
তবে মৃত বানর আসিয়া সেই জলে ।
অতি বড় শরীর লাগিল দুই কূলে ॥
আষ্টআশী সহস্র মুনি যাএ তপ হতে ।
দেখিলেক অগ্নিময় জল বহে স্রোতে ॥
পরশিতে না পারএ অত্যন্ত তপ্ত জল ।
কি হইল কি হইল করি ঘোষন্ত সকল ॥
প্রভাতে দেখিএ এথা না আছিল জল ।
অগ্নিময় হৈল তাতে কি হেতু যে জল ॥
হেনকালে দেখিলেক মড়া এক কপি ।
বান্ধিলেক জল সেই দুই কূল চাপি ॥
সেই কুরু নৃপতি হস্তিনাপুরবাসী ।
পুত্র অভিলাষে রাজা হৈল রাজঋষি ॥
পাত্রেত সমর্পি রাজ্য সেই নরেশ্বরে ।
মুনি সঙ্গে নৃপতি বহুল তপ করে ॥
একে একে পার হৈয়া রাজাএ কুতূহলে ।
হইল আকাশবাণী শুনিল সকলে ॥
বড় উপকারী বানর না যাও ছাড়িয়া ।
বেদমন্ত্রে জিয়াইল সকলে বেড়িয়া ॥

পরম সোন্দর হৈল সেই নরেশ্বর ।
অপুত্রা কুরুএ তবে পাইল পুত্রবর ॥
শান্তনু হইল নাম তাহার নিশ্চএ ।
তপের প্রভাবে রাজা পাইল তনয় ॥
মুনি সর্ব্বে আশীর্ব্বাদ দেবতার বরে ।
হেনমতে শান্তনু আছএ রাজঘরে ॥
এথাএ গঙ্গা চলি গেল শঙ্করের পাশ ।
জানাইল বানর যে হইল বিনাশ ॥
মহাদেবে বোলে গঙ্গা বানর মারিয়া ।
আহ্মারে ভাড়হ তুহ্মি কপট করিয়া ॥
দেবতার কার্য্য হেতু পাঠাইলুম তোক ।
কপটে বানর মারি আজি ভাড় মোক ॥
চলহ গঙ্গা তুহ্মি শান্তনুর ঘরে ।
রাজপুত্র হইয়াছে বধিছ যাহারে ॥
লজ্জা পাইয়া জাহ্নবী যে চলে আরবার ।
হস্তিনাপুরেত গেল নৃপতির দ্বার ॥
সভা করি বসি আছে কুরু নরপতি ।
একবস্ত্রে দাণ্ডাইল জাহ্নবী রূপবতী ॥
ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা আছে নিঃশব্দে ।
কোথা হনে আসিয়াছ পুছে সভাসদে ॥
প্রত্যুত্তর দিল কৈন্যা সভার বিদিত ।
পূর্ব্বজন্মকথা কহি শুন একচিত্ত ॥
অমোঘা আহ্মার নাম শান্তনুর নারী ।
তাহাকে বরিল আহ্মি মনে কাম্য করি ॥
তাহা শুনি সভাসদ হৈল আনন্দিত ।
পরম হরিষ হৈল নৃপতির চিত্ত ॥
আদেশিল নৃপতি আনিয়া যুবরাজ ।
দেবকৈন্যা বিহা কর পরিহরি লাজ ॥
ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা রূপেত অমূল্য ।
বিশেষ পিতৃর আজ্ঞা দেব সমতুল্য ॥
বিবাহ করিল কৈন্যা দেব অনুমতি ।
লগ্ন করি বিবাহ করিল শীঘ্রগতি ॥
দেবের দুর্লভা কৈন্যা শঙ্করের নারী ।
হেনমতে আছন্ত মনিষ্যরূপ ধরি ॥

হরের বনিতা গঙ্গা শান্তনুর ঘরে।
অমোঘা লইয়া রাজা নানা সুখ করে॥
অমোঘা এহার নাম কহে সর্ব্বলোকে।
একবসু গঙ্গাএ প্রথম ধরে গর্ভে॥
কালে দিনে পুত্র প্রসবিল সুরেশ্বরী।
গর্ভ হৈতে নিঃসরিতে গ্রীবা চাপি মারি॥
মরাপুত্র দিল নিয়া শান্তনুর কোলে।
রজনীতে পুত্র নিয়া বিসর্জ্জিল জলে॥
অনুক্রমে সপ্তগর্ভ ধরে সুরেশ্বরী।
গর্ভ হতে নিঃসরিতে গ্রীবা চাপি মারি॥
হইল দ্বাদশ অব্দ মনের হরিষে।
আর পুত্র জন্মিলেক অতি দুর্ব্বরিষে॥
কালে দিনে পুত্র প্রসবিল সুরেশ্বরী।
মনে ভাবে গঙ্গাদেবী বুদ্ধি স্থির করি॥
এহি পুত্র শান্তনুর দিবারে উচিত।
বহু কীর্ত্তি করিয়া থাকিব পৃথিবীত॥
দুষ্ট জন বিনাশিয়া শিষ্টক পালিব।
এহি পুত্র হৈতে এহি কুল রৈক্ষা পাইব॥
চন্দ্রবংশ উদিত করিব মহাবীরে।
জিতেন্দ্রিয় সৈত্যবাদী হইব সংসারে॥
এতেক ভাবিয়া গঙ্গা রাখিল তনয়।
কালে দিনে প্রসবিল ভীষ্ম মহাশয়॥
সজীব ছাওয়াল থুইল মৃত্যুকায় প্রাএ।
বসনে ঢাকিয়া দিল শান্তনু হাতএ॥
পুত্র লৈয়া শান্তনু আপনা মনে চলে।
অবিচারে পুত্র নিয়া বিসর্জ্জিল জলে॥
পুত্র বিসর্জ্জিয়া তবে আইল যুবরাজ।
এথাএ গঙ্গাএ মনে চিন্তিলেক কাজ॥
থাকহ কুশলে পুত্র জলের ভিতর।
যতনে আমার পুত্র রাখিয় সাগর॥
বরুণে পঠাএ তারে নানা অস্ত্রগণ।
নিরাতঙ্কে জলে রৈল শান্তনুনন্দন॥
তবে জল ভরিলেক ভীষ্মের সন্ধানে।
জল মৈধ্যে মহাবীর কেহ নাহি জানে॥

হেনমতে ভীষ্মবীর আছে সেই স্থানে।
নানা মায়া অস্ত্র সব জানে দিনে দিনে॥
ভীষ্ম মহাবীর আছে বরুণ গৃহেত।
কপটে আছএ গঙ্গা হস্তিনা পুরীত॥
শান্তনুরে নিবৃত্তে আনিয়া কহে * *।
আমার বচনে এবে শুন তুমি রাজা॥
আমি সে জাহ্নবী দেবী শঙ্কর ঘরনী।
শাপ হেতু ভ্রষ্ট হৈয়া তোমা সেবা করি॥
হইল শাপের অন্ত আমি যাই স্বর্গ।
তুমি এথাএ রাজ্য কর লই বন্ধুবর্গ॥
ত্রস্ত হৈল শান্তনু যেহেন বজ্রাঘাত।
কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহিল পশ্চাৎ॥
তোমা ভয় হেতু আর না করিল নারী।
অষ্ট পুত্র হৈল মোর কেবা নিল হরি॥
পৃথিবীতে না রহিল আমার সন্ততি।
অপুত্র করিয়া মোর হইলেক খ্যাতি॥
এহিশোকে অন্তরে দগধে মহাদেবী।
আর পুত্র জন্মাইব যাইবা সুরেশ্বরী॥
তবে কৃপা হইয়া কহিল ভগবতী।
পাইবা উত্তম পুত্র চলহ সংহতি॥
আগে যাএ সুরেশ্বরী অন্তরীক্ষপথে।
পাছে যাএ শান্তনু চড়িয়া দিব্যরথে॥
গঙ্গার কুলেত গিয়া হৈল উপস্থিত।
শান্তনুর স্থানে গঙ্গা কহেন ত্বরিত॥
জলমৈধ্যে প্রবেশ করহ মহাবীর।
ধরিয়া তোলহ পুত্র দুর্জ্জয় শরীর॥
গঙ্গার বচনে শান্তনু যুবরাজ।
পুত্র প্রতি নামিলেক সমুদ্রের মাঝ॥
বিচারিয়া চাহিলেক ডুব দিয়া দূর।
অস্ত্রে সব ভরিয়াছে সমুদ্রের ঘর॥
ভয় পাইয়া যুবরাজ উঠে ততক্ষণ।
গঙ্গারে বোলন্ত মোরে ভাড় কি কারণ॥
নানা অস্ত্রে ভরিয়াছে সমুদ্রের ঘর।
কোন বীর রহিয়াছে অতি ভয়ঙ্কর॥

CENTRAL LIBRARY

হাসিয়া কহেন গঙ্গা না করিয় ভয় ।
আহ্মি জলে প্রবেশিয়া আনিব তনয় ॥
ই বলিয়া জলেতে প্রবেশে গঙ্গা মাও ।
ভীষ্মক ধরিয়া তোলে যেন সিংহছাও ॥
পুত্র দিল শান্তনুরে করি পরিচএ ।
পুত্রের যথেক গুণ সুরেশ্বরী কহে ॥
এহি পুত্র দিলাম তোহ্মা লই যাও ঘরে ।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিয়া দিব তোরে ॥
দেবদ্বিজ গুরুতে যে ভকতবৎসল ।
জিতেন্দ্রিয় সৈত্যবাদী করুণা কোমল ॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিয়া দিব তোক ।
চক্রবর্ত্তী মহারাজা করিবেক তোক ॥
এহি পুত্র হৈতে হৈব বংশের উদ্ধার ।
ভুজদর্পে শাসিবেক সকল সংসার ॥
এহি পুত্র মহাবলী আছিলেক জলে ।
মহাপরাক্রম হৈব মানিব ভূতলে ॥
জরাতুর না হইব জীব চিরকাল ।
ভীষ্ম নামে মহাবীর হইব বিশাল ॥
পুত্র সমর্পিয়া দেবী আশীর্ব্বাদ করি ।
শান্তনুরে দিল পুত্র হাতে হাতে ধরি ॥
পুনি শান্তনু কহে মধুর বচনে ।
একপুত্র অপুত্রা যে জানহ আপনে ॥
কারে বিহা করিব যে কেবা হৈব নারী ।
কেমতে বঞ্চিব আহ্মি শুন সুরেশ্বরী ॥
এথ শুনি অমোঘা কৃপাএ হরষিত ।
এক বাহি শঙ্খ দিল নৃপতি বিদিত ॥
এহি শঙ্খ যার হাতে লাগে পৃথিবীত ।
সেই সে তোহ্মার নারী কহিল নিশ্চিত ॥
ই বলিয়া জাহ্নবী যে হৈল অন্তর্দ্ধান ।
পুত্র লৈয়া শান্তনু আইল নিজ স্থান ॥
বলবন্ত হএ পুত্র ভীষ্ম মহাশএ ।
দেখিয়া আনন্দ বড় শান্তনু হৃদয় ॥
নানা অস্ত্র পঠিয়া হইছে গুণবন্ত ।
অতিশয় বলবন্ত দেখিতে অত্যন্ত ॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ হইল প্রধান ।
সবে দেখি তুষ্ট হএ ভীষ্ম গুণবান ॥
তার সম বীর নাহি ক্ষত্রিয় ভিতরে ।
অতিশয় তেজ শিশু পরম সোন্দরে ॥
তার পাছে গেল ভীষ্ম শান্তনুর স্থানে ।
আজ্ঞা লৈয়া চলে ভৃগুরামের সদনে ॥
পঠিয়া শতেক বর্ষ পারগ মহাশএ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র অস্ত্র শিখি সমুচ্চএ ॥
সর্ব্ব অস্ত্র অভ্যাসিল ভীষ্ম মহামতি ।
চলিলেক দেশে গুরু করিয়া প্রণতি ॥
দেশে আসি বন্দিলেক বাপের চরণ ।
তাহাকে দেখিয়া সর্ব্বে তুষ্ট হৈল মন ॥
শান্তনু নিলেক পুত্র বাপের গোচর ।
দেখিয়া কতুক হৈল বৃদ্ধ নৃপবর ॥
শান্তনুরে রাজা দিতে মনে যুক্তি করি ।
কেমতে হইব রাজা নাহি পাটেশ্বরী ॥
তবে শান্তনু ভীষ্ম সংহতি করিয়া ।
বসুমতী ভ্রমে রাজা সেই শঙ্খ লৈয়া ॥
কৈন্যা না পাইল রাজা ভ্রমিয়া সংসার ।
বাপে পুত্রে চলি আইল দেশে আপনার ॥
হেনকালে নারদ আইল সভা বিদ্যমান ।
প্রণমিয়া রাজাএ তানে দিল দিব্যস্থান ॥
নারদে কহন্ত কথা রহস্য যত অতি ।
আহ্মার বচন শুন রাজা মহামতি ॥
সত্যবতী[১] নামে কৈন্যা ধীবরের ঘরে ।
হইছে যোজনগন্ধা মহামুনির বরে ॥
সেই কৈন্যা বিবাহ যে তুহ্মি কর রাজা ।
তাহাতে লাগিব শঙ্খ শুন মহাতেজা ॥
নারদ মুনির বাক্য শুনি এহিমতে ।
দাস রাজার আশ্রমে গেল বাপে পুত্রে ॥

১. পুথির পাঠ সৈত্যবতী

CENTRAL LIBRARY

জয় মুনি কহন্ত কথা জনমেজয় শুনে ।
সেই সত্যবতী কৈন্যা ধীবরের ঘরে ॥
নাম যোজনগন্ধা ব্যাসের জননী ।
কৈন্যাকালে জন্ম হৈছে পরাশর মুনি ॥
তবে রাজা এহি জিজ্ঞাসিল মুনির পাশএ ।
ব্যাসের সম্ভব কথা কহ মহাশএ ॥

ব্যাসের জন্ম

পূর্ব্বে প্রতীপ[১] রাজা আছিল নৃপতি ।
ভুজবলে শাসিলেন্ত সসাগর ক্ষিতি ॥
দিগ্বিজয়ী রাজা ভ্রমেন্ত অস্ত্র ধরি ।
এথা ঋতুবতী হৈল মুখ্য পাটেশ্বরী ॥
মহাদেবী পাঠাইল এক চক্রবাক ।
ঋতুবতী হৈল দেবী জানাও রাজাক ॥
চক্রবাকে রাজাতে কহিল সর্ব্ব বাত ।
আসিবার শক্তি নাই প্রতীপের রাজ ॥
বীর্য্য ঢালি দিল রাজা পক্ষী বিদ্যমান ।
দেয় নিয়া মহাদেবী করিবারে পান ॥
বীর্য্য লৈয়া পক্ষীবর যাএ বায়ুপথে ।
নৃপতির মহাবীর্য্য পড়ে ঠোট হৈতে ॥
বৃদ্ধ বোয়ালে খাএ ভক্ষ্য জ্ঞান হেতু ।
সেই বীর্য্য উদরেত রক্ষা পাএ ঋতু ॥
মৎস্যের উদরে বাড়ি হৈল মৎস্যা দেবী ।
দৈবে মৎস্য ধীবরে আনিল বান্ধি করি ॥
বড় মৎস্য দেখিয়া রাজার ভেট দিল ।
মৎস্য কাটিতে পেটে সে কৈন্যা পাইল ॥
গাএর আমিষ গন্ধে যোজনেক যাএ ।
সর্ব্বলোকে দেখি তারে আকুল ঘৃণাএ ॥
পুত্রহীন দাসরাজা সেই কৈন্যা পাইয়া ।
মহাদেবী স্থানেত দিলেক সমর্পিয়া ॥
গাত্রেত আমিষগন্ধ সত্যবতী নাম ।
রূপে গুণে সেই কৈন্যার নাহিক উপাম ॥

সেইমতে কৈন্যার যে বাড়িল যৌবন ।
তার রূপ দেখিয়া মোহএ দেবগণ ॥
একদিন পরাশর গেল দৈবগতি ।
নদী পার হৈতে ডাক ছাড়ে দাসপ্রতি ॥
ঘাটে মোরে পার কর যাই তপোবনে ।
নহেত প্রচণ্ড শাপ দিবম অখনে ॥
ভয় পাইয়া উত্তর না দেয় দাসরাজ ।
সত্যবতী দেখি রাজা কহিলেক কাজ ॥
তুহ্মি গিয়া পার কর মহাচণ্ড ঋষি ।
ঘন ঘন ডাকে মোরে বড় ভয় বাসি ॥
বাপের আদেশে কৈন্যা হাতে বৈঠা লইয়া ।
ঋষির পাশেত গেল লজ্জাবতী হৈয়া ॥
নৌকাতে চড়িল মুনি কৈন্যাএ বাহি যাএ ।
সর্ব্বলোকে দেখি তারে আকুল ঘৃণাএ ॥
তুষ্ট হৈয়া মহামুনি দিল বরদান ।
শরীরেত হৌক তোর পদ্মগন্ধ ঘ্রাণ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সব মুনি বাক্য ব্যর্থ নহে ।
আমোদ কেতকী গন্ধ সর্ব্ব গাএ হএ ॥
ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা পরিমল বাস ।
কামভাবে মুনিএ করিল পরিহাস ॥
চারুমতি শশিমুখী দেও আলিঙ্গন ।
তোহ্মাতে মজিল চিত্ত আন নাহি মন ॥
সত্যবতী কহে দেব অকুমারী আহ্মি ।
যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা সেই কর তুহ্মি ॥
কৈন্যার বচনে মুনি মন কুতূহল ।
সমুদ্রেত মাগিলেক কিছু দেয় স্থল ॥
জল মৈধ্যে স্থল পাইয়া করিল শৃঙ্গার ।
প্রথম সঙ্গমে গর্ভ হৈল কৈন্যার ॥
ততক্ষণে গর্ভচিহ্ন হৈল অনুবন্ধ ।
সেইক্ষণে জন্মিলেক ব্যাস মহাস্কন্ধ ॥
সত্যবতী উদরে জন্মিল মহামুনি ।
দেবগণে আকাশে করিল জয়ধ্বনি ॥

১. পুথির পাঠ প্রদীপ

সুগন্ধি কুসুম বায়ু পুষ্প বরিষণ।
জয় জয় করি নাচে যথ দেবগণ ॥
বেদ উদ্ধারিতে বিষ্ণু হইল উৎপত্তি।
আকাশে থাকি সর্ব্ব দেবে করে স্তুতি ॥
গর্ভ হৈতে উপজিতে কান্দে যত্ন ভার।
বিষ্ণুর সমান দেখিল তুল কুমার ॥
তবে মুনি কৈন্যারে পশ্চাতে দিল বর।
পুনি অকুমারী হৈয়া চল বাপঘর ॥
হইল অক্ষতযোনি মুনির বচনে।
বাপে পুত্রে তখনে চলিল তপোবনে ॥
নৌকা হৈতে নামি কৈন্যা পাছে ধাএ।
পুত্রস্নেহ অনেক বিলাপ করে মাএ ॥
সঞ্জএ রচিল পোথা ভারতের সার।
কৈন্যাএ কান্দেএ গিয়া পুত্র আগুসার ॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ

ব্যাসপুত্র বলি মাত্র কান্দএ যে দীর্ঘ রাএ
শোকাকুল কান্দএ জননী।
হইয়া ব্যাকুল মন কান্দে কৈন্যা ঘন ঘন
যেন ঘাএ কাতর হরিণী ॥
বস্ত্র ফালাএ হার ছিড়ে সঘন ভূমিতে পড়ে
দুই হাতে ঘাও হানে বুকে।
পড়িয়া ধরণীতলে কান্দে কৈন্যা বিকলে
পুত্র পুত্র বলি মহাশোকে ॥
যতেক পাইল দুঃখ পাসরিলম দেখি মুখ
চন্দ্রবদন মুখ তোর।
বাপের সহিতে যাও ত্যজিয়া আপন মাও
এহি শোকে প্রাণী দিব পার ॥
যথাএ চলি যাও তুহ্মি তথাতে যাইব আহ্মি
যুগিনী হইয়া পাছু লাগি।
তুহ্মি বিনে কেহ নাই কহিলম তোহ্মার ঠাই
পশ্চাতে না হইবা বধভাগী ॥
এ বলিয়া সত্যবতী কান্দএ আকুল অতি
তাহা দেখি চিন্তে ব্যাসমুনি।
মাএর চরণে ধরি কহন্ত বিনয় করি
প্রবোধন্ত আপনা জননী ॥
না হএ এমত স্নেহ মোর তরে অনুগ্রহ
এ পুনি না হএ ব্যবহার।
অখনে বাপের ঘরে চল সেই নিজপুরে
ভাল নহে হইলে প্রচার ॥
তুহ্মি হৈবা পাটেশ্বরী যাইবা হস্তিনাপুরী
পুনি হৈব তোহ্মার তনয়।
শান্তনু যে নরপতি হইব তোহ্মার পতি
শুন মাও কহিলম তোহ্মাএ ॥
অনেক না কর শোক হাসিবেক সর্ব্বলোক
আহ্মি তোহ্মার গুপ্ত যে কুমার।
স্মরিয় আপদকাল আসিব তোহ্মার ঘরে
সধিব তোহ্মার অঙ্গীকারে।
কহিল তোহ্মারে আহ্মি কায়মনে চল তুহ্মি
গৃহে গেলে পাসরিয় মোরে ॥
ই বলিয়া ব্যাসদেব জননী করিয়া সেব
পিতৃসঙ্গে গেল মুনিবর।
সঞ্জয়ে রচিল পোথা বিচিত্র ভারতকথা
যাহারে শুনিলে ভব তরি ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম সেব যাতে হএ অনুভব
কৃষ্ণকথা অমৃত লহরী ॥

শান্তনু-সত্যবতী : ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা

ই বলিয়া প্রবোধিল আপনা জননী।
বাপের সহিতে গেল ব্যাস মহামুনি ॥
এথাএ সত্যবতী তবে প্রবোধ পাইয়া।
গৃহে গিয়া পাসরিল ব্যাস বিস্মরিয়া ॥
তবে সত্যবতী গেল বাপের সাক্ষাত।
যোজনেক ঘ্রাণ বহে পথ গন্ধ বাত ॥
জয় মুনি কহন্ত কথা জনমেজয় পাশ।
পশ্চাতে শান্তনু কৈন্যা বিহা কৈল শেষ ॥
চতুরঙ্গ দলে রাজা নারদের সনে।
হাতে শঙ্খ লৈয়া গেল দাসের ভুবনে ॥

কহিল সকল কথা দাসের গোচরে ।
তোহ্মার ঘরেত কৈন্যা আছে মনোহরে ॥
সেই কৈন্যা দেয় মোরে দেখি ধর্ম্মপথে ।
অমোঘাএ দিছে শঙ্খ লাগে তান হাতে ॥
এন শুনি দাসরাজা কহিল কথন ।
আহ্মার বচন শুন নৃপতিনন্দন ॥
আহ্মি বংশহীন পুত্র নাহিক আহ্মার ।
যা হএ নৃপতি হৈতে কহ এহি সার ॥
আহ্মার কৈন্যার ঘরে জন্মিব সন্ততি ।
সৈত্য কর তাহারে যে করিবা নৃপতি ॥
না করিব বিহা আহ্মি চলি যাইব দেশে ।
ভীষ্ম পুত্র হৈতে মোর খণ্ডিবেক ক্লেশে ॥
নিঃশব্দে রহিল তবে সেই নৃপবর ।
শুনিয়া কহিল ভীষ্মে মৈর্য্যাদাসাগর ॥
আহ্মি বিহা না করিব না হইব নৃপতি ।
সত্বলা করিল আহ্মি শুন দাসপতি ॥
আপনা ইচ্ছাএ কৈন্যা বিহা দেয় তুহ্মি ।
নপুংসক শিলাতে বসিল দেখ আহ্মি ॥
ভীষ্মের বচনে হৈল সাধু সাধু বাদ ।
শান্তনুর মনে হৈল বহুল বিষাদ ॥
তুষ্ট হৈয়া নৃপতি ভীষ্মেরে দিল বর ।
ইচ্ছামৃত্যু হোক তোর পৃথিবী ভিতর ॥
তবে রাজা বিবাহ করিল সত্যবতী ।
আপনা দেশেত গেল ভীষ্মের সংহতি ॥
তবে বৃদ্ধ নৃপতি পুত্রেরে রাজ্য দিল ।
শান্তনু হইল রাজা * * বনে গেল ॥
যুবরাজ ভীষ্মক করিল সেই কালে ।
পরলোক হইলেক বৃদ্ধ নৃপবরে ॥
এহিমতে শান্তনু হইল নরপতি ।
ভীষ্মের প্রসাদে তবে শাসে বসুমতী ॥
একরথে ভীষ্ম বীরে জিনে সপ্তদ্বীপ ।
কেহ দাণ্ডাইতে নারে ভীষ্মের সমীপ ॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী যে শাসিল সর্ব্বত্র ।
পৃথিবীর নৃপতি সবে ধরিলেক ছত্র ॥

ইন্দ্রের সমান রাজা হইল শান্তনু ।
ভীষ্মেত পৃথিবী জিনে ধরি এক ধনু ॥
বিশ্বাসবিগ্রহ আর সার্ব্বভৌম রাজা ।
ইন্দ্র হৈতে সেই রাজা কিছু হএ তেজা ॥

চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্য
অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকা

হেনমতে শান্তনু হইল নরপতি ।
কতকালে সত্যবতী হৈল গর্ভবতী ॥
পুত্র প্রসবিল চিত্রাঙ্গদ হইল নাম ।
সর্ব্বগুণে বিশারদ জয়ন্ত সমান ॥
অভিনব কাম যেন অতি বুদ্ধিবন্ত ।
কুলবতী সত্যবতী হইল অত্যন্ত ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অভিনব কাম ।
মহাদেবী আর গর্ভ ধরে অনুপাম ॥
জন্মিল বিচিত্রবীর্য্য দেবঅবতার ।
রূপে গুণে অদ্ভুত দ্বিতীয় কুমার ॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বহুল পয়ান ।
রাজভোগে দুই পুত্র হৈল বর্দ্ধমান ॥
অস্ত্রেশস্ত্রে ধনুর্বিদ্যা ভীষ্মে শিখাইল ।
মহাভাল নরপতি দুই পুত্র পাইল ॥
বৃদ্ধ হৈল নরপতি পাইল পরলোক ।
ভীষ্ম সমে সত্যবতী পাইল বড় শোক ॥
করিলেক ক্ষত্রিকর্ম্ম পিণ্ড প্রয়োজন ।
রাজা হৈল চিত্রাঙ্গদ শান্তনু নন্দন ॥
অভিনব যৌবনে যক্ষ্মারোগ হৈল ।
সেইমতে চিত্রাঙ্গদ তখনে মরিল ॥
তবে ভীষ্মে রাজা কৈল বিচিত্রবীর্য্যক ।
আপনে ঐ ভীষ্ম বীর পৃথিবীপালক ॥
নৃপতি বিচিত্রবীর্য্য বিহা নাহি করে ।
অনাথ দেখি রাজ্য করে ভীষ্ম মহাবীরে ॥
হেনকালে কাশীরাজার আইলেক দূত ।
রাজার সম্বাদ কৈল ভীষ্মের অগ্রেত ॥
তিন কৈন্যা কাশী রাজার হৈব স্বয়ম্বর ।
নিবেদন কৈল আহ্মি তোহ্মার গোচর ॥

CENTRAL LIBRARY

ততক্ষণে রথে চড়ে পবিত্র শরীর ।
কাশীপুর বলিয়া চলিল ভীষ্ম বীর ॥
পৃথিবীর যথ রাজা আইল কাশীপুরী ।
তিন কৈন্যা স্বয়ম্বরে বৈছে সারি সারি ॥
অম্বা অম্বালিকা অম্বিকা তিন কৈন্যা ।
ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা রূপে গুণে ধৈন্যা ॥
নানা অলঙ্কার পরি পুষ্পমালা হাতে ।
দাণ্ডাইছে তিন কৈন্যা নৃপতি সাক্ষাতে ॥
তবে কৈন্যা দেখি ভীষ্ম মনে চিন্তে কাজ ।
তিন কৈন্যা ধরি তোলে না ভাবিয়া লাজ ॥
ভ্রাতার বিবাহ হেতু চিন্তে মনে মনে ।
তিন কৈন্যা তুলিয়া হাসএ ততক্ষণে ॥
না করে সম্ভ্রম ভীষ্মে রাজগণ দেখি ।
সাচান উড়িল যেন লৈয়া ক্ষুদ্র পাখী ॥
ইন্দ্র যম বরুণ আছিল লোকপাল ।
আর যথ দেবগণ আছিল বিশাল ॥
তিন কৈন্যা নিবারে আছিল পুরন্দর ।
তাহা দেখি ক্রোধ হৈল দেবতাসকল ॥
তবে সর্ব্ব দেবগণে বরিষন্ত শর ।
মহাবলী ভীষ্ম বীর মহা ভয়ঙ্কর ॥
পৃথিবী জুড়িয়া কৈল মহাঅস্ত্রচয় ।
ভঙ্গ দিল দেবগণ দেখি অগ্নিময় ॥
তবে ইন্দ্রে বজ্র ধরি করিল ক্ষেপণ ।
ভৃগুঅস্ত্রে নিবারিল অমোঘানন্দন ॥
বিষ্ণুঅস্ত্র দিয়া বজ্র করিল বিমুখ ।
বজ্র নিবারিয়া ভীষ্ম করএ কতুক ॥
বজ্র ব্যর্থ গেল দেখি যুদ্ধে দিল ভঙ্গ ।
দেবগণ জিনি ভীষ্ম করএ আতঙ্ক ॥
তুলাপুঞ্জ দেখি যেন অগ্নির কতুক ।
সর্প যেন রৈথে নারে গড়ুর সম্মুখ ॥
বলদর্প ভীষ্মের যে ধনুর টঙ্কার ।
দেখি সব ক্ষত্রিয়ের লাগে চমৎকার ॥
দেবগণ জিনি ভীষ্ম করে জয়ধ্বনি ।
সংসার জিনিয়া কীর্ত্তি রহিলেক পুনি ॥

রথে রহি ভীষ্ম বীর হাসে খলখলি ।
অতি বড় কতুকে মারএ বাহুতালি ॥
ক্ষত্রিধর্ম্ম থাকে যাতে যাতে বীর্য্য বৈসে ।
সে আসিয়া যুদ্ধ দেয় আপন হরিষে ॥
পুনি পুনি কহন্ত কেহ না দেয় রণ ।
তিন কৈন্যা লৈয়া চলে নৃপতিনন্দন ॥
তবে কাশীরাজা কহে নৃপতিমণ্ডলে ।
নপুংসকে কৈন্যা মোর নিলেক বিকলে ॥
মহা মহা রাজা সব আছে সমুদ্রএ ।
একা ভীষ্ম [সকল] জিনিল অবজ্ঞাএ ॥
তখনে উত্তর দিল রাজচক্রে মিলি ।
না জান সে কাশীরাজা ভীষ্ম মহাবলী ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ জিনে যেই রণে ।
তার সনে কেবা পারে ই তিন ভুবনে ॥
এতেকে কাহার মৃত্যু হৈব উপস্থিত ।
কোনজনে যুঝিবে ভীষ্মের সহিত ॥
রাজাসবের বাক্য শুনি নৃপতি প্রবোধ ।
আপনা দেশেত গেল ভীষ্ম মহাযোধ ॥
আদি পর্ব্ব মহাপোথা সুধারসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

ভীষ্মের প্রতি অম্বার আসক্তি : রাম ভীষ্ম : প্রতিহিংসা গ্রহণার্থে অম্বার জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি

নানা বাদ্য বাজে তাতে দোষ বিমোহরি ।
বিবিধ বদিএ বাজে হস্তিনানগরী ॥
পাত্রমিত্র আদি করি সকল বান্ধব ।
আনএ বিচিত্রবীর্য্য করি মহোৎসব ॥
মঙ্গল করিয়া কৈল গন্ধ অধিবাস ।
ভীষ্মে বিহা না করি যুবতী নৈরাশ ॥
অম্বা নাম কৈন্যাএ না বরে কদাচিৎ ।
তাহাতে ত্যাগিল ভীষ্ম শাস্ত্রেত পণ্ডিত ॥
অম্বিকা অম্বালিকা সূত্রধরের কুমারী ।
দুই কৈন্যা রাজার হইল পাটেশ্বরী ॥

CENTRAL LIBRARY

দাসী রূপে সেবে সূত্রধরের নন্দিনী ।
নৃপতির পাটেশ্বরী সে দুই কামিনী ॥
অম্বা নামে কুমারীএ কহিল ভীমেরে ।
আহ্মি তোহ্মা বরিলাম বিহা কর মোরে ॥
ভীমে বোলে বিহা না করিব কদাচিৎ ।
রাজা ছার দুই মত না হএ বিদিত ॥
সৈত্য করিল আহ্মি বাপের অগ্রেতে ।
নপুংসক হৈল আহ্মি না হএ যুকতে ॥
বাক্য না মানিয়া কৈন্যা কহে উপরোধ ।
নিষ্ঠুর হইয়া ভীমে করিল প্রবোধ ॥
তবে কৈন্যা লাজ পাই হইল বাহির ।
মনে মনে ভাবি কৈন্যা বুদ্ধি কৈল স্থির ॥
বিড়ম্বিয়া ভীমে মোরে দিল বহু লাজ ।
শুনি কি বলিব মোরে বাপ কাশীরাজ ॥
ভৃগুপতি হএ গুরু ভীমের প্রধান ।
দুঃখ নিবেদিমু গিয়া তান বিদ্যমান ॥
সেই ভৃগুপতি তান বাপের সমান ।
কদাচিৎ তান বাক্য না করিব আন ॥
এথ ভাবি কৈন্যা গেল রামের অগ্রেতে ।
জোড়হস্তে কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে ॥
মুখ্যশিষ্য তোহ্মার যে ভীষ্ম দুরাচার ।
ধর্ম্মপথে হএ সেই স্বামী যে আহ্মার ॥
কাশীরাজ কৈন্যা আহ্মি অম্বা নাম ধরি ।
রাজচক্র জিনিয়া আহ্মারে আনে হরি ॥
তোহ্মার চরণে আহ্মি নিবেদন করি ।
বিনি দোষে ত্যজে আহ্মা বিবাহ না করি ॥
নিবেদিয়া তোহ্মার চরণে মাগি বর ।
স্বামী করি দেয় মোরে ভীষ্ম ধনুর্দ্ধর ॥
নিবেদিয়া সোন্দরী কান্দিয়া পুনি পুনি ।
মিষ্ট বাক্যে রামে তবে শান্তাএ কামিনী ॥
রামে কহে সোন্দরী না কান্দ আর তুহ্মি ।
তোর দুঃখে দুঃখিত যে হইলাম আহ্মি ॥
এথ কহি রথে চড়ে জামদগ্ন্যসুত ।
কৈন্যা লইয়া চলি গেল ভীষ্মের পুরীত ॥

গুরু দেখি প্রণমিল শান্তনুনন্দন ।
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া দিল রত্নসিংহাসন ॥
স্তুতি করি নিবেদিল জাহ্নবীতনয় ।
কোন হেতু আগমন কহ মহাশয় ॥
রামে কহে ভীষ্মবীর মোর বাক্য ধর ।
কাশীশ্বর নৃপতির কৈন্যা বিহা কর ॥
তবে ভীষ্ম কহন্ত জুড়িয়া দুই হাত ।
করিতে না পারি বিহা কহিল তোহ্মাত ॥
পূর্ব্বে করিছি সৈত্য বিহা না করিতে ।
এতেকে না কর যত্ন কহিল তোহ্মাতে ॥
তবে মহারামে কহে শুন ভীষ্মবীর ।
পিতৃর বিবাহ বাক্য কৈলা স্থির ॥
আহ্মি তোর পিতৃতুল্য গুরুর অধিক ।
আহ্মি যে কহিল বাক্য তাহা কর ধিক ॥
পুনি পুনি ভৃগুপতি চাহন্ত সাধিয়া ।
ভীষ্মে তাহা পরিহার করএ বন্দিয়া ॥
কুপিলেন্ত ভৃগুপতি যেন কালরুদ্র ।
আজি তোকে মারিবাম যেন শিশু ক্ষুদ্র ॥
সাগর পৃথিবী শাসিল একেশ্বরে ।
পৃথিবী কর্দ্দম হৈল ক্ষত্রিয় রুধিরে ॥
শিষ্যজ্ঞানে তোর আহ্মি না করিছি বধ ।
তার প্রতিফল মোরে দিলা মুগধ ॥
ক্ষত্রিয় জাতিতে আহ্মি হই কাল যম ।
জানিয়া না জান তুহ্মি আহ্মার বিক্রম ॥
ভৃগুপতির বচন শুনিয়া ভীষ্ম বীর ।
রথে চড়ি ধর্ম্মবুদ্ধি হইল বাহির ॥
আহুতিলে ক্ষেত্রিএর দিতে চাহি রণ ।
কিবা ইষ্ট কিবা মিত্র কিবা বন্ধুজন ॥
দুই বীরে ধনু ধরি দিলেক টঙ্কার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেত লাগে চমৎকার ॥
দুই বীর [যুদ্ধে] যেন সুমেরু সমান ।
টলমল বসুমতী হএ কম্পমান ॥
প্রমত্ত কুঞ্জর যেন ভিড়ে দন্তে দন্তে ।
বাণে বাণে ঠোকাঠেকি লাগিল একান্তে ॥

ভৃগুরামের বাণে যথ পূরিল ধরণী ।
গগনে রুধীরময় না দেখি তরণী ॥
লৈক্ষে লৈক্ষে বাণ আসি শরীরেত বাঞ্চে ।
জয়ভঙ্গ নাহি কিছু সমরের মাঝে ॥
চক্রবাক হেন ভ্রমে দুইজন রথে ।
শিষ্যগুরু দুই জন না হএ যে বাক্তে ॥
সংসার প্রলয় হেন কহে সর্ব্বলোকে ।
অন্তে অন্তে দুই বীরে শরবৃষ্টি করে ॥
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব যে পলাএ দেখি তারে ।
ভীষ্মের বিক্রম ভৃগুপতিএ সংহারে ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র রুদ্রঅস্ত্র বৈষ্ণব আলোকে ।
অস্ত্রের যে শিক্ষা দেখি ভয় তিন লোকে ॥
ক্ষুরপট্টিকা গদা কুন্দ যে কুঠার ।
অর্দ্ধচন্দ্র আদি করি আর ভিন্দিপাল ॥
ভৃগুপতির শরজালে ভরিল আকাশ ।
চতর্দ্দিগে অন্ধকার নাহিক প্রকাশ ॥
অন্তে অন্তে শরবৃষ্টি দুই বীরে করে ।
ভীষ্মের বিক্রম ভৃগুপতি সংহারে ॥
মুষল প্রমাণ পড়ে যেন ঘন বৃষ্টি ।
অন্ধকার চতুর্দ্দিগে নাহি দেখি দৃষ্টি ॥
সংসার ভরিয়া বৃষ্টি করে দুই বীরে ।
খণ্ড খণ্ড করি অঙ্গ ব্যাপিত রুধিরে ॥
দুই শরীর হৈতে রক্ত বহে স্রোতে ।
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে ॥
দুই বীরের রুধির পৃথিবী স্নান করে ।
দুই বীরের রুধিরে শরীরে ধারা ঝরে ॥
জয় ভঙ্গ নাহিক সমান দুই বীর ।
ত্রিলোক বিখ্যাত দুই নির্ভয় শরীর ॥
ত্রয়োদশ দিবস যুঝিল এহি মতে ।
ত্রয়োদশ দিবস * * * * * * * ॥
বিষ্ণুঅংশ ভৃগুপতি ত্রিলোকের সার ।
তান দর্প ভাঙ্গিল শ্রীরামঅবতার ॥
সীতাকে আনিতে রামে করিল বিরোধ ।
সমরে দিলেক রামে তাহারে প্রবোধ ॥
স্বর্গপথ বিরোধিল রামচন্দ্র বীরে ।
তান তেজ গেল তবে শ্রীরাম শরীরে ॥
এহি হেতু তেজ হানি বলমাত্র সার ।
এতেকে না পারে রামে ভীষ্ম জিনিবার ॥
বিশেষ অমোঘ অস্ত্র দিলেক তাহাক ।
হেন হেতু নারে রাম ভীষ্ম জিনিবাক ॥
আহ্মাকে তুষিলে তুই ত্রিলোক জিনিলে ।
ইন্দ্রতুল্য হইতে পার তোর বাহুবলে ॥
ধনুক এড়িয়া হাসিয়া কহেন্ত রাম ।
সমর তেজহ ভীষ্ম এড়িলাম সংগ্রাম ॥
উপেক্ষিলে রাজপুত্রী আপনার সৈন্যে ।
এহিহেতু মরিবা যে তাহার যে হাতে ॥
তবে রাম ঘরে যাএ ত্যজিয়া সংগ্রাম ।
ভীষ্ম বীরে গিয়া তানে করিল প্রণাম ॥
ভৃগুপতি চলি গেল সঙ্কোচিত চিত্তে ।
সঙ্কল্প করিল কৈন্যা লোকের বিদিতে ॥
শরীর দহিয়া প্রাণ ত্যজিমু নিশ্চএ ।
আর জন্ম লভিয়া তোহ্মারে করি ক্ষয় ॥
এতেক কহিয়া কৈন্যা অগ্নিকুণ্ড কৈল ।
ভীষ্মবধ হেতু কৈন্যা অগ্নি খাইয়া মৈল ॥
সঙ্কল্প করিয়া মরে পুড়িয়া অনলে ।
ভীষ্মবধ হেতু জন্ম হৈল ভূতলে ॥
সাধু সাধু বোলে দেব জয় জয় বাদ ।
বিশেষ যে ভীষ্ম বীর হইল বিষাদ ॥
জয় মুনি কহন্ত কথা শুনে জনমেজয় ।
এহি সে শিখণ্ডী নাম দ্রুপদতনয় ॥
আদিপর্ব্ব মহাপোথা ভারতসঙ্গিতা ।
কৃষ্ণের চরিত্র বেদব্যাসের কবিতা ॥

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু

তবে জনমেজয় পুছে জয়মুনি অগ্রেতে ।
কহ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু জন্ম কোনমতে ॥
মুনি বোলে বিচিত্রবীর্য্য তবে হৈল রাজা ।
সর্ব্ব পক্ষে পালিলে ভীষ্ম মহাতেজা ॥

হেন কালে ভীষ্ম বীর চলিল তীর্থেতে।
যথ তীর্থ সংসারে আছএ ভূমিতে॥
ভীষ্মের প্রসাদে বৈরী নাহিক ভূতলে।
বিচিত্রবীর্য্যকে কহে ভীষ্ম মহাবলে॥
তিনদিগে ভাই তুহ্মি করিবা ভ্রমণ।
কদাচিৎ না করিবা দক্ষিণে গমন॥
বেণুপুরী নামা সেই না যাইবা তথা।
তথাএ গেলে মনদুঃখ পাইবা সর্ব্বথা॥
ই বলিয়া ভীষ্ম বীর চলিল তীর্থেতে।
পিতৃস্বর্গ হেতু গেল গয়াতে তুরিতে॥
এথা যে বিচিত্রবীর্য্য রাজা মহাজন।
তিন পত্নী সঙ্গে রাজা কুতূহল মন॥
ভীষ্মের প্রসাদে শত্রু নাহিক কথাতে।
যক্ষ গন্ধর্ব্বে কর দিল বিধিমতে॥
আর দিন গেল রাজা দক্ষিণে দিগয়।
বেণুপুরে প্রবেশিল রাজা মহাশএ॥
দেখিল বিচিত্রপুরী ভুবনমোহন।
রাজাএ বোলে এথাতে ভীষ্মের নারীগণ॥
দেখিব কেমত নারী প্রবেশিয়া পুরী।
তবে কেনে কহে তেঞি না করিছে নারী॥
এ বলিয়া চলে রাজা পুরী প্রবেশিতে।
নানা ধাতু সুরম্য দেখএ পথে পথে॥
স্থানে স্থানে নানা পুষ্প রম্য সরোবর।
চারিপাশে মলয়জ মধ্যেত কমল॥
কোকিল করএ শব্দ ভ্রমরের রোল।
নানা পক্ষী ক্রীড়া করে বসন্তের ভোল॥
সারস গোমদ হংস ময়ূর কপোতে।
এহিমতে নানা পক্ষী আছে শতে শতে॥
দ্বারে দ্বারে নানামতে আছে শিল্পীকার।
নানা পুষ্পগন্ধ তথা ভ্রমরঝঙ্কার॥
নানা রূপ দেখিয়া কতুক মহারাজ।
এড়াইল সহস্র পুরী গেল পুরীমাঝ॥
জনরব নাহি তথা পুরীর ভিতরে।
নানা পক্ষী রব করে কোকিলে কুহরে॥

দেখিল সোবর্ণ গৃহ অপূর্ব্বরচন।
তার মৈধ্যে এক গৃহ অপূর্ব্বগঠন॥
সোবর্ণের চাল বেড়া সোবর্ণের ঝরা।
চন্দ্রের নিকটে যেন দীপ্তি করে তারা॥
তাতে এক পালঙ্ক যে শুদ্ধ যে সোনার।
পঞ্চশত পাশে দির্ঘ্যে দুই যে হাজার॥
তাহার মৈধ্যেত যে সোবর্ণ উপাদান।
দুই দুই শত হাত দেখি যে প্রমাণ॥
বিচিত্র কনকঘণ্টা শয্যার উপরে।
মধুমাসে ভীষ্ম বীর থাকে সেই পুরে॥
সেই খাটে ভীষ্ম বীর করএ শয়ন।
যেন দেবরাজ গৃহ নন্দন যে বন॥
সহস্রাক্ষ এক হস্তী আছে সেই পুরে।
দশ সহস্র হস্তীবল ধরে করীবরে॥
তারপরে নিদ্রা যাএ ভীষ্ম মহাবীর।
সেই গৃহে ভীষ্মে যদি করএ শয়ন।
সেই গজে ভীষ্মেরে যে করএ তাড়ন॥
দশ দণ্ড ভীষ্মের তাড়এ করীবরে।
তারপরে নিদ্রা যাএ ভীষ্ম মহাবীরে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সে যে গজের সহিতে।
পুনি ঘণ্টা নাড়িলে যায়ন্ত তথা হোতে॥
সেই রত্নখাটে বীর করিল শয়ন।
কুতূহলে সেই ঘণ্টা নাড়িল তখন॥
নৃপতির নিদ্রা আইল বসন্তের বাএ।
ভীষ্মজ্ঞানে সেই হস্তী আসিল তথাএ॥
ভীষ্মজ্ঞানে কৈল তানে বহুল তাড়ণ।
চূর্ণবৎ হৈয়া রাজা রহিল তখন॥
ভীষ্মপরে আভার কে সহিতে পারে।
হেন জন নাহি জান এ তিন সংসারে॥
তাহাকে মারিয়া হস্তী গেল অন্তান্তরে।
এহিমতে বিচিত্রবীর্য্য রাজা গেল মইরে॥
মহাশোকে সত্যবতী কান্দন্ত অপার।
উদ্দেশ না পাএ পুত্র গেল কথাকার॥

মারিলেক মহারাজা না হইল সন্তুতি ।
প্রবল যৌবন হৈল সে তিন যুবতী ॥
পাত্রমিত্র পুরোহিতে উদ্দেশ না পাইল ।
কথা গেল সেই রাজা কে তারে মারিল ॥
গন্ধর্ব্বে মারিল হেন করিল প্রচার ।
পুত্রশোকে সত্যবতী কান্দন্ত অপার ॥
তিনবন্ধু সঙ্গে করি কান্দে সত্যবতী ।
পাত্রমিত্র পুরোহিত কান্দে শোকে যতি ॥
হেনকালে ভীষ্মবীর আইল তীর্থ হৈতে ।
সত্যবতী কান্দে শোকে ভীষ্মের অগ্রতে ॥
কথাএ গেল মোর পুত্র কে তারে মারিল ।
কোনমতে পাইল মৃত্যু উদ্দেশ না পাইল ॥
ভীষ্মে পাইল শোক তাহার কারণে ।
ত্রিভুবনে ভীষ্মবীরে চাহিল তখনে ॥
তারপরে গেল ভীষ্ম দক্ষিণভুবনে ।
দেখিলেক চর্ম্ম দড়ি পালঙ্কের সনে ॥
হস্তীএ মারিল তারে জানি ভীষ্মবীরে ।
সত্যবতী স্থানে আসি কহিল সত্বরে ॥
শাস্ত্রমত কৈল তান পিণ্ডপ্রয়োজন ।
সত্যবতী কান্দে তবে মহাশোক মন ॥
রাজা হৈল অনায়ক নাহিক নৃপতি ।
ভীষ্মের অগ্রেত কহে সত্যবতী সতী ॥
রাজা হৈয়া পাল বাপু রাজ্য আপনার ।
রাজা না থাকিলে দেশে হৈব অনাচার ॥
তবে ভীষ্মে কহিলেক জুড়ি দুই হাত ।
আপনে জানিয়া কেনে বোলহ আঙ্গাত ॥
কণ্ঠদেশে প্রাণ মোর যদবধি থাকে ।
না হইব রাজা আহ্মি কহিল তোহ্মাকে ॥

ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্ম

ভীষ্মের বচনে দেবী পাইল প্রবোধ ।
হেনকালে স্বর্গ হৈতে আইল নারদ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি দিল হেমাসন ।
জানাইল নারদ স্থানে যথ বিবরণ ॥
যেইমতে চিত্রাঙ্গদ রাজা হৈল আগে ।
যেইমতে বিচিত্রবীর্য্য মৈল অনুরাগে ॥
যেই হেতু ভীষ্ম বীর নহে দণ্ডধর ।
কান্দিয়া কহিল দেবী নারদ গোচর ॥
মুনি এক কহন্ত শুন রাজার দুহিতা ।
ভীষ্ম না হইব রাজা জানি পূর্ব্বকথা ॥
কদাচিৎ ভীষ্ম বীর না হইব রাজা ।
সেইকালে সৈত্য কৈল জানে সর্ব্বপ্রজা ॥
বিধবা জন্মায় যদি ক্ষেত্রজ তনয় ।
সর্ব্ব শাস্ত্র অনুমানি সেই রাজ হএ ॥
কৈন্যাকালে তোহ্মাতে জন্মিছে ব্যাসমুনি ।
কহিছে আপদকালে স্মরিতে জননী ॥
ইহা হোতে তোহ্মার আপদ নাই আর ।
আহুতি আন ব্যাস হৌক প্রতিকার ॥
রাজকার্য্য ধর্ম্মরক্ষা পাইব সম্প্রতি ।
পূরিব অভীষ্ট তোহ্মার ব্যাস মহামতি ॥
নারদের বচন শুনিয়া সত্যবতী ।
মনে মনে চিন্তিলেক ব্যাস মহামতি ॥
পূর্ব্বকথা স্মরি ব্যাস আইল সেইকালে ।
প্রণমিয়া কহে মাও চিন্তিলা কিফলে ॥
ব্যাসের বচন শুনি কান্দে সত্যবতী ।
অত্যন্ত করুণে দেবী ব্যাসক কহন্তি ॥
দুই পুত্র জন্মিল যে তোহ্মার কনিষ্ঠ ।
পুত্রশোকে তনু দহে মুই ত পাপিষ্ঠ ॥
যক্ষারোগে মহারাজা চিত্রাঙ্গদ মৈল ।
তার পাছে বিচিত্রবীর্য্যের অন্ত হৈল ॥
বিবাহ না করে ভীষ্ম নাহি হএ রাজা ।
অরাজক যেই দেশ নাশ হএ প্রজা ॥
তোহ্মাতে না হএ যদি রাজ্যের শোভন ।
অগ্নিতে প্রবেশি আহ্মি ত্যজিমু জীবন ॥
নারদে কহিল মোতে সকল সন্দর্ভ ।
বিধবাতে জন্মে যদি বান্ধবেত গর্ভ ॥
সেই পুত্র ক্ষেত্রজ জানিএ ধর্ম্মপথে ।
কুলধর্ম্ম রক্ষা পাএ সেই পুত্র হোতে ॥

নতুবা আপনে রাজা হও হস্তিনাতে।
তুহ্মি পুত্র হোতে আর নিবেদিমু কাতে॥
মাএর বচন শুনি কহে ব্যাস মুনি।
মনে মনে বুদ্ধি স্থির করিলেক পুনি॥
তিন কর্ম্ম মাএর যে অশঙ্ক অভীষ্ট।
রাজা হৈয়া রাজ্য চেষ্টা ই কোন গরিষ্ট॥
বিধবা তে জন্মায় যদি নাহিক সন্তান।
আহ্মার ভিতরে অশক্য হৈল হেন কর্ম্ম।
কদাচিৎ না রহিব রাজনীতি ধর্ম্ম॥
মোর বিদ্যমানে যদি মরে সত্যবতী।
বিফল ধরিল গর্ভ মুই হেন সন্ততি॥
আহ্মা হোতে নহে যদি গোলকতনয়।
নাশ হৈব কুরুবংশ কুল হৈব ক্ষয়॥
ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারি নহে অনুচিত।
লোকেত শুনিতে মাএ বড়ই কুৎসিত॥
যথ তথ হউক ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি।
বিধবাতে গিয়া আহ্মি জন্মাইব সন্ততি॥
তবে ব্যাসে কহিলেক জননীবিদিত।
তিন বধূ রাখ নিয়া বিচিত্র ভূষিত॥
শঙ্খ সিন্দুর দেয় নানা আভরণ।
তিন বধূ কর নিয়া বিবাহ লৈক্ষণ॥
যার যে মন্দিরে রাখ পুষ্পশয্যা করি।
তিন বধূ রাখ নিয়া শয্যার উপরি॥
অম্বিকা অম্বালিকা আর সূতের কুমারী।
যার যে মন্দিরে রাখ পুষ্পশয্যা করি॥
প্রথমে প্রবেশ করে অম্বিকার ঘরে।
শুভক্ষণে ব্যাসে ঋতু আক্ষেপণ করে॥
লজ্জাএ সোন্দরী দেবী মুদিল নয়ান।
অন্ধ হৈল ধৃতরাষ্ট্র সেই সে কারণ॥
অম্বালিকার গৃহেত পশ্চাতে গেল মুনি।
শরীর লেপিল পঙ্কে ব্যাস আইল শুনি॥
ভাই শ্বশুরে দেখি অঙ্গ এহি যে শঙ্ক।
এহি হেতু শরীরেত দিল দেবী পঙ্ক॥

অম্বিকার গর্ভে পাণ্ডু মহাবীর।
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ নির্ভয় শরীর॥
তাহার অন্তরে গেল সূত কৈন্যার ঘরে।
নিঃশঙ্কে শৃঙ্গার করিল মুনিবরে॥
তাহাতে বিদুর জন্ম অতি শুদ্ধমতি।
মহা সৈত্যবন্ত সেই জন্মিব সন্ততি॥
তবে ব্যাস আইলেক মাএর গোচর।
যেইমতে জন্মে তিন কহিল সত্বর॥
অম্বিকার পুত্র হৈল ধৃতরাষ্ট্র নাম।
অন্ধ হৈব মহাবীর ইন্দ্রের উপাম॥
পাণ্ডু নাম হৈব অম্বালিকার উদরে।
বিদুর হৈব জন্ম সূত কৈন্যার ঘরে॥
ভীষ্ম স্থানে কহে মুনি যথ বিবরণ।
যেইমতে তিন পুত্র হৈল উৎপন॥
মাওকে প্রণাম করি যাএ ব্যাস মুনি।
এথাএ তিন কৈন্যাএ প্রসবিলা পুনি॥
প্রথমে জন্মিল ধৃতরাষ্ট্র মহাশএ।
জন্মিলেক অন্ধপুত্র অতি তেজমএ॥
তার পাছে জন্মিলেক পাণ্ডু মহামতি।
মহা পরাক্রম শিশু পাণ্ডুর আকৃতি॥
তারপরে হইল বিদুর মহাজন।
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মউপাসন॥
এহিমতে তিন পুত্র হৈল নির্ম্মলে।
মহাবীর ভীষ্মে তবে পালে বাহুবলে॥
এহিমতে তিন পুত্র হৈল গোলক।
মহাবীর ভীষ্ম তবে সর্ব্বএ পালক॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দিনে দিনে বলে।
তিন জন মহাবীর হইল নির্ম্মলে॥
ক্ষত্রিয় ব্যবহারে কৈল যথ নীতিকর্ম্ম।
শিখাইল নানামত বহুবিধ ধর্ম্ম॥

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী ও পাণ্ডু-কুন্তীর বিবাহ

ব্যাসেরে আনিয়া ভীষ্মে যুক্তি কৈল সার।
যুক্তি করে ভীষ্মবীরে বিহা করাইবার॥

CENTRAL LIBRARY

কার গৃহে কৈন্যা আছে অতি গুণবতী
তাহাতে উপজিতে অনেক সন্ততি ॥
বিদ্যমানে দেয় মোরে আদেশ করিয়া।
মোর বাহুবলে কৈন্যা আনিমু হরিয়া ॥
তবে ব্যাসে কহিলেক ভীষ্মের পাসএ।
কৈন্যা আছে রাজা গান্ধার ঘরএ ॥
গান্ধারী নামে কৈন্যা দুর্ব্বাসার বরে।
শত পুত্র উপজিব তাহার উদরে ॥
সেই কৈন্যা ধৃতরাষ্ট্রত বিবাহ করাও।
বংশ বিবর্দ্ধন হৈব ঝাটে চলি যাও ॥
পৃথু নামে মহারাজা কৈন্যা মহাসতী।
দুর্ব্বাসার বরে হইল পঞ্চ পুত্রবতী ॥
পাণ্ডুকে করাও বিহা কুন্তীভোজ কৈন্যা।
অতি সতী পতিব্রতা রূপে গুণে ধৈন্যা ॥
আজ্ঞা দিয়া তপোবনে গেল মুনি ব্যাস।
এক রথে গেল ভীষ্ম সুবলের পাশ ॥
জিনিয়া গান্ধার রাজা আনিল গান্ধারী।
ধৃতরাষ্ট্রে কৈল বিহা সেই সোন্দরী ॥
তাহার অন্তরে ভীষ্মে ধনু লৈয়া হাতে।
একরথে গেল ভীষ্ম পৃথুর অগ্রেতে ॥
ভীষ্মেরে দেখিয়া রাজা সম্ভ্রম অপার।
কহ ভীষ্ম কোন হেতু গমন তোহ্মার ॥
হাসিয়া কহিল তবে অম্বোধার সুত।
শুন শুন মহারাজা বচন অদ্ভুত ॥
কুন্তী নামে কৈন্যা আছে তোহ্মার আলয়ে।
ধর্ম্ম ভাবি পাণ্ডুস্থানে দেও মহাশএ ॥
পৃথুর অভীষ্ট আছে পাণ্ডু হৈতে বর।
বিশেষ আইল তাতে ভীষ্ম ধনুর্দ্ধর ॥
কৈন্যা আনি দিল রাজা সব অলঙ্কারে।
কৈন্যা লই আইল ভীষ্ম হস্তিনানগরে ॥
করিল মঙ্গলকর্ম্ম লগ্ন অনুমতি।
কুন্তীকে করিল বিহা পাণ্ডুনরপতি ॥
কর্ণাটের কৈন্যা বিহা করিল বিদুরে।
এহিমতে নি কর্ম্ম কৈল অনুসারে ॥

তবে ব্যাসে মন্ত্রণাএ নানা যুক্তি করি।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা কৈল ব্যাসবাক্য ধরি ॥
পাণ্ডু হৈল যুবরাজ ব্যাসঅনুমতি।
বিদুর অমাত্য হৈল মন্ত্রণাএ অতি ॥
তবে জনমেজয় পুছে জয়মুনির আগে।
শুনিয়া তোহ্মার কথা বড় ধন্ধ লাগে ॥
যুধিষ্ঠির আগে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
কোনমতে হৈল কর্ণ কহ বিবরণ ॥

দুর্ব্বাসা-কুন্তী প্রসঙ্গ

জয়মুনি কহন্ত রাজা শুন সেই ধর্ম্ম।
যেইমতে হইলেক কর্ণ বীরের জন্ম ॥
অকুমারী কুন্তী যবে আছে বাপঘরে।
হেনকালে আইল দুর্ব্বাসা মুনিবরে ॥
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া রাজা কৈল জোড়হাত।
কোন হেতু আগমন কহত আহ্মাত ॥
মুনি কহে বরিষা বঞ্চিমু চারি মাস।
ফলমূল অভীষ্ট বিশেষ উপবাস ॥
যখনে যে দ্রৈব্য চাহি দিবা বিদ্যমানে।
অবশেষে বর পাইবা হরিব উত্থানে ॥
না হইলে প্রচণ্ড শাপ দিমু অচিরাৎ।
হেন হেতু আগমন শুন নরনাথ ॥
মুনির বচনে রাজার মাথে পড়ে বাজ।
সজল নয়নে রাজা গেল পুরী মাজ ॥
বিরস বদন বাপ দেখিএ কুন্তীএ।
বাপস্থানে জিজ্ঞাসিয়া কুন্তী দেবী কহে ॥
আজি কেনে তোহ্মারে বিরস দেখি বাপ।
কোন দৈবকারণে পাইছ মনস্তাপ ॥
রাজাএ বোলে মাও তুহ্মি কি কর জিজ্ঞাসা।
চতুর্ম্মাস্য করিবারে আইল দুর্ব্বাসা ॥
কুন্তী কহে বাপু তুহ্মি না করিয় ভএ।
আহ্মারে ভেটায় নিয়া মুনির পাশএ ॥
সহজে দুর্ব্বাসা মুনি প্রচণ্ড দুর্ব্বার।
শাপিয়া করিব ভস্ম সব পরিবার ॥

CENTRAL LIBRARY

আহ্মি তাকে ভক্তিএ করিব প্রতিকার।
শাপবর দুইজনে কিছু নাই আর ॥
কিন্তু আহ্মাকে মাত্র দিবা বহুধন।
যখনে যে চাহে তাহা দিবারে ব্রাহ্মণ ॥
কৈন্যার বচনে রাজার খণ্ডিলেক ভএ।
কুন্তীরে লইয়া গেল মুনির পাশএ ॥
কুন্তীএ সেবিব তোহ্মা সকল বরিষা।
করিব তোহ্মার সেবা অনেক ভরসা ॥
কিবা শাপ কিবা বর মোর দায় নাই।
অবলা কুমারী সে দিলুম তোহ্মা ঠাই ॥
তবে মুনি রহিলেক রাজার আশ্রমে।
চতুর্ম্মাস্য করে মুনি বেদনীতি ধর্ম্মে ॥
কায় মনে চিত্তে দেবী সেবএ ব্রাহ্মণ।
শাপিবার হেতু মুনি চাহে ঘন ঘন ॥
ক্ষেণে তপ্ত বস্তু চাহে ক্ষেণেকে শীতল।
আর বহু দ্রব্য যথ আছএ সকল ॥
বহু পরিবার আছে কুন্তীর পাশেত।
বাক্যঅনুরূপ সেবা করেন পদেত ॥
হেনমতে সেবে কুন্তী রজনী দিবসে।
হরির উত্থান হৈল কার্ত্তিকের মাসে ॥
তপ্ত পরমান্ন জান পারণার কালে।
ততক্ষণে কুন্তী দিল সোবর্ণের থালে ॥
মুনি বোলে কৈন্যা তুহ্মি কথ কর ব্যাজ।
উষ্ণ পরমান্ন নহে স্বর্ণ থাল মাঝ ॥
কদাচিৎ শীতল যে হইবার নহে।
উপবাস ক্ষুধাএ শরীর মোর দহে ॥
পদ্মপত্র আনি দেয় পরমান্ন ঢালি।
নহে ভস্ম করিবম তুই দুরাচারী ॥
কুন্তী বোলে পদ্মপত্র দিবম অখনে।
মুহূর্ত্তেক ক্ষেমা কর মোরে তপোধনে ॥
মুনি বোলে ক্ষুধাএ পীড়িত করে মোক।
পরমান্ন খাইমু ঢালি পৃষ্ঠ দেয় তোক ॥
তবে কুন্তী পৃষ্ঠ পাতি দিল ততক্ষণ।
তপ্ত পরমান্ন মুনি করিল ভোজন ॥
তপ্ত অন্ন হৈল তথা পঙ্কজ সমান।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে দিল ততক্ষণ ॥
মহামুনি কুন্তী তবে তুষিল বরদানে।
নিত্য ষোড়শী থাক আহ্মার বচনে ॥
আর এক বর তোহ্মা দিলাম অখনে।
মিলিবেক সর্ব্ব দেব তোহ্মার স্মরণে ॥
পঞ্চপুত্র হৈব তোর দেব সমতুল।
সর্ব্ব শত্রু তাহারা করিব নির্ম্মূল ॥
বর দিয়া মুনি গেল আপনা ভুবন।
এবে কর্ণ জন্ম কথা শুনহ রাজন ॥

কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত

অকুমারী কুন্তী সেইমত বাপপাশে।
মাঘ স্নানে সূর্য্য সেবে স্বামীর উদ্দেশে।
একদিন প্রভাতে সমএ কুন্তী সতী।
নীতিব্রতে স্নান করে জলে ভাগীরথী ॥
কুন্তী বোলে পূর্ব্বে মোরে মুনি দিছে বর।
সেই মন্ত্র আরাধিল দেব দিবাকর ॥
প্রত্যক্ষ মুনির বাক্য ব্যর্থ না হইল।
অলক্ষিত গতি সূর্য্য আসিয়া মিলিল ॥
তামসিক বিদ্যা দিয়া অন্ধকার করি।
কামভাবে তখনে কুন্তীর হাতে ধরি ॥
অকুমারী কুন্তী যে না জানে কাম ভাও।
দেখিয়া সূর্য্যের তেজ কাপে সর্ব্ব গাও ॥
তবে কৈন্যা ভয় পাইয়া কহিতে লাগিল।
দেবের আকৃতি কেবা হেন কর্ম্ম কৈল ॥
অকুমারী নারী আহ্মি না জানি শৃঙ্গার।
স্ত্রীবধ পাতক ভয় নাহিক তোহ্মার ॥
সূর্য্যে বোলে আহ্মার অমূল্য দরশনে।
দরশন দিল তোহ্মা যেহেতু স্মরণে ॥
আহ্মা সন্তোষিত কর তবে হৈবে লাভ।
ভয় না করিয় হেন আহ্মার স্বভাব ॥
এত বলি অল্প তেজ হইল দিবস।
কতুক করিয়া সূর্য্য করে কামরস ॥

CENTRAL LIBRARY

মনসুখে দিনমণি করি ঋতুপাত।
ততক্ষণে [উপজে] উদরে গর্ভ সহসাত ॥
কুন্তী বোলে অনুভাব লাগে মোর ডর।
নিশ্চয় জানিয়া মোকে ত্যজহ দিবাকর ॥
আজ্ঞা দিল দিনমণি ভুবনকর্ত্তার।
কর্ণপথে নিঃসরিল সূর্য্যের কুমার ॥
পুত্র দেখি আপনে কোলেত লৈল শূর।
মন্ত্রপাঠি কবচ যে দিলেক প্রচুর ॥
আপনা কবচ কাটি দিল সূর্য্যদেবে।
কর্ণের উপরে দিল মন্ত্র পঠি তবে ॥
তবে সূর্য্য পুত্র দিল কুমারীর কোলে।
মধুর বচনে তবে প্রিয়বাক্য বোলে ॥
পূর্ব্বে অঙ্গেত যে নিআছিল যেমত।
বর দিল দিনমণি হইল তেমত ॥
এহি পুত্র দিল তোরে ভুবনবিখ্যাত।
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় কর্ণ নাম জাত ॥
পরম সোন্দর পুত্র সমরে দুর্ব্বার।
ত্রিভুবনে দাতা নাহি সমান তাহার ॥
জিতেন্দ্রিয় সৈত্যবাদী করুণা কোমল।
দেবগুরু দ্বিজ ভক্ত ভকত বৎসল ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া কর্ণের হৈব জয়।
অতি মহাবলবন্ত সমরে দুর্জ্জয় ॥
সর্ব্ব গুণে বিশারদ দানেত মহিমা।
হেন মহাবীর হৈব ইন্দ্রের উপমা ॥
কুন্তীর কোলেত পুত্র করি সমর্পণ।
অন্তর্দ্ধান হৈল তবে সহস্র কিরণ ॥
এথাএ পুত্র কোলেত করিয়া কুন্তী মাএ।
একদৃষ্টে চাহে পুত্র বিকল লজ্জাএ ॥
ই পুত্র গৃহেত নিতে না হএ উচিত।
জলে সমর্পিল পুত্র রাখোক আদিত্য ॥
অল্প জল এড়ি চাহে তাতে পুত্র ভাসে।
কিছু দুঃখ নাহি তার খলখল হাসে ॥
কুন্তী বোলে যদবধি থাকে দিনমণি।
ইহার আপদ নাই ত্রিভুবনে জানি ॥
মোর আশীর্ব্বাদে পুত্র তরিয় আপদ।
সূর্য্যের প্রসাদে তোহ্মার হউক সম্পদ ॥
হেনমতে কর্ণবীর জলে ভাসি যাএ।
আকাশে থাকিয়া দেবগণে তাক চাহে ॥
হেনমতে কর্ণবীর জলে ভাসি হাসে।
সূতরাধাএ সূর্য্য সেবে পুত্রঅভিলাষে ॥
রাধা নামে নারী লৈয়া সূত নৃপবর।
পুত্র হেতু তপ করে শতেক বৎসর ॥
সেই রাত্রি স্বপ্ন দেখএ দেব সনাতন।
সূত রাধা দুই পাশে দেখএ স্বপন ॥
কর্ণ নামে একপুত্র দেখিবা ভাসিতে।
মিলিব তোহ্মার ঠাই রজনীপ্রভাতে ॥
সেই পুত্রে পুত্রী তুহ্মি আহ্মি দিল বর।
আর না করিয় তপ জলের ভিতর ॥
স্বপ্ন কহি গেল সূর্য্য আপনা নিলএ।
প্রভাতে চলিল সূর্য্য গঙ্গার কূলএ ॥
জলেত ভাসিতে দেখে সোন্দর কুমার।
প্রভাত সূর্য্যের যেন দেখি দীপ্তি কার ॥
হাতে পায়ে পদ্ম তার কোমল শরীরে।
সূতপুত্র হেন তারে ঘোষএ সংসারে ॥
হেন হেতু কহে তার সূতের তনয়।
পৃথিবীতে অবতার কর্ণ মহাশয় ॥
নানা অস্ত্র পঠিয়া হইল বিচক্ষণ।
ত্রিলোকে হইল নাম রাধার নন্দন ॥
মহাবীর হইলেক কর্ণ অবতার।
মহাকুলে জন্ম তার উত্তম আচার ॥
অস্ত্র হেতু গেল কর্ণ ভৃগুপতির স্থানে।
বর্ণচুরি করি গেল তাহার সদনে ॥
হইয়া ব্রাহ্মণ রূপ হৈল তান শিষ্য।
নানা অস্ত্র জানিয়া হইল দুর্দ্ধরিষ ॥
দৈবযোগে [একদিন] মৃগয়া করিতে।
সর্ব্ব শিষ্য লৈয়া রাম গেলেন বনেতে ॥
মারিয়া বহুল মৃগ হৈল শ্রমযুত।
শালবনে ভৃগুপতি নিদ্রাএ পীড়িত ॥

CENTRAL LIBRARY

কর্ণউরু শির দিয়া নিদ্রা যাএ গুরু।
উরু ভেদি তাহার উঠিল শালতরু ॥
গুরুনিদ্রা ভঙ্গ হেতু না করিল নাম।
শুনিতে তিতিল অঙ্গ বহু পাএ শ্রম ॥
উঠিয়া দেখিল গুরু ঘাও গুরুতর।
রামে বোলে মোরে তুহ্মি ভাড়সি বর্ব্বর ॥
না হয় ব্রাহ্মণ তুহ্মি জানিলাম রহস্য।
সৈত্য সৈত্য এহি কর্ম্ম ক্ষত্রিয় অবশ্য ॥
তবে কর্ণ কহিলেন্ত না হই ব্রাহ্মণ।
সূত পুত্র হই আহ্মি রাধার নন্দন ॥
তবে শাপিল তারে ভৃগুপতি রাম।
মোর ঠাই পঠি হৈলা ইন্দ্রের উপাম ॥
মহা অস্ত্র পাসরিয় মরণ সমএ।
চলহ আপনা পুরে না করিয় ভএ ॥
হেনমতে ভৃগুশাপ হৈল কর্ণ বীর।
পাইয়া রামের শাপ হইল অস্থির ॥
রামেত বিদায় হই কর্ণ গেল ঘর।
হেনমতে উপজিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
এথাএ কুন্তী কৈন্যাকালে আছে বাপঘরে।
সেই কুন্তী পাছে পাণ্ডু রাজাএ বিহা করে ॥
তবে পাণ্ডু মদ্র রাজা তথনে জিনিয়া।
মাদ্রীরে করিল বিহা যৌবন দেখিয়া ॥
দুই পত্নী পাণ্ডুর হইল গুণবতী।
অতিশয় দুই নারী হএ গুণবতী ॥
হেনমতে ভীষ্মবীর সকলে পালন্ত।
মহাবল পাণ্ডু রাজা হইল অত্যন্ত ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজা হৈল গান্ধারীর সনে।
পাণ্ডু হৈল যুবরাজ প্রথমযৌবনে ॥
ভীষ্ম সমে পাণ্ডু রাজা ভ্রমে বসুমতী।
মহাবলী মহাবীর্য্য অসীম শকতি ॥
প্রতিদিন সকল ধরণী কৈল বশ।
মহামত্ত পাণ্ডু রাজা অসম সাহস ॥
প্রথমযৌবন পাণ্ডু হএ নরপতি।
না ছাড়ন্ত প্রতিদিন কামিনীসংহতি ॥

কুন্তী মাদ্রী দুই ভার্য্যা অতি শুদ্ধমতি।
রাজাক সেবন্ত দুই শাস্ত্রমত নিতি ॥
হেনমত সমএ আইল মধুমাস।
না রহে জীবন এথা তরুণীর আশ ॥
নারীসঙ্গে গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
প্রবেশিল মহাবনে পরম পীরিতে ॥
চৈত্র বসন্ত ঋতু পুষ্প বিকশিত।
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমে রাজা মহিষী সহিত ॥
অনেক দিবস হৈল বনের ভিতর।
নানা বন ভ্রমে রাজা হরিষ অন্তর ॥
এক ঋষি পুত্র তাতে ভার্য্যা অনুসারি।
কতুকে রমণ করে মৃগরূপ ধরি ॥
মৃগ দেখি পাণ্ডু রাজা মারে পঞ্চশর।
মৃগরূপ ঋষির ভেদিল কলেবর ॥
এক শরে সম্প্রতি ভেদিল কলেবর।
ঋষিপুত্র ব্রাহ্মণ ঘাএ হইল বিকল ॥
সেই শর তুলিয়া লৈল হাতে।
রাজাকে শাপিল মুনি অতি কোপ চিত্তে ॥
মোর রসভঙ্গ কৈলে তীক্ষ্ণ শর মারি।
রমণেত তুহ্মিহ মরিবা সঙ্গে নারী ॥
এহিসব কথা হৈল বনচর মিলে।
শৃঙ্গারে মরিয় তুহ্মি মন কুতূহলে ॥
মৃগরূপ এড়িয়া হইল দিব্যবেশ।
চিন্তাএ বিকল রাজা তনু হৈল শেষ ॥
তবে রাজা মুনিতে দিলেক পরিচয়।
চন্দ্রবংশে জন্ম মোর পাণ্ডু পাপাশয় ॥
অজ্ঞাত শরীরে মুই কৈলুম অপরাধ।
খণ্ডায় বিষম শাপ তোহ্মার প্রসাদ ॥
তবে মুনি কহে শাপ না খণ্ডিব আর।
শরীর রহিব যদি ত্যজহ শৃঙ্গার ॥
ই বলিয়া গেল মুনি নিজ তপোবনে।
এথাএ পাণ্ডু বনে রহে কুন্তীমাদ্রী সনে ॥
অপতা না হইতে রাজা হৈল ব্রহ্ম শাপ।
প্রাণে কত সহিব অপুত্রা হেন তাপ ॥

CENTRAL LIBRARY

হেনমতে দুঃখ পাএ পাণ্ডুনরপতি।
অপমান মুনি মেলে করএ বসতি ॥
এক মুনি পাঠাইয়া দিল হস্তিনাত।
জানাইল সঙ্কেত যত কুশল আদি বাত ॥
তবে ঋষি গেল ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র স্থানে।
সকল কহিল কথা সেই তপোধনে ॥
ভীষ্ম বিদুর স্থানে কহে যথ ইতি।
অম্বালিকা মাও আর দেবী সত্যবতী ॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরেত কহিল বৃত্তান্ত।
যেইমতে ব্রহ্মশাপে পাণ্ডু হৈল অন্ত ॥
রাজাস্পদ নাহি তার ত্যজিব জীবন।
সঙ্গে সেই বিবরণ কহে তপোধন ॥
সকলে শুনিয়া হৈল বিষাদিত মন।
অকস্মাৎ বজ্র যেন হইল পাতন ॥
সেইকালে সর্ব্ব জন কান্দিল প্রস্তুতে।
পাণ্ডব আনিতে তবে পাঠাইল দূত ॥
জানাইল সকলেরে যতেক কথন।
তখনে কহিতে লাগে পাণ্ডু মহাজন ॥
পাণ্ডুএ কহন্ত মোর হইল বৈরাগ।
নানা তীর্থ করি দেহ করিবম ত্যাগ ॥
ই বলিয়া মহাঋষিগণের সঙ্গতি।
চলিল উত্তর পথে মুনির সঙ্গতি ॥
হেনমতে এড়াইল যত তপোবন।
গিরি গন্ধমাদনে চলিল মহাজন ॥
আপনা দুঃখের কথা মুনিতে কহিল।
অপুত্রা করিয়া মোর সংসারেত রৈল ॥
হেন হেতু যাই আমি প্রাণ উপেক্ষিয়া।
যুক্তি কহ মুনি সব শাস্ত্রবিচারিয়া ॥
কুন্তীমাদ্রী দুই সনে যুক্তি অনুক্ষণ।
কহিল মুনির পাশে সেই তিনজন ॥
তবে মুনিএ কথা কহিল পাণ্ডুত।
এক উপদেশ কহি জন্মিবেক সুত ॥
ঋতু স্বামী কোলে করি রহিব সতত।
স্বামীর আদেশ মাত্র করিব যুকত ॥
এক হি কহিএ শুন রাজা মহাশএ।
এহি পুত্র হৈতে জান কুলরক্ষা হএ ॥
এথ শুনি কহে কুন্তী শুন নরনাথ।
দুর্ব্বাসার মন্ত্র প্রভু আছএ আম্নাত ॥
সেই মন্ত্র আছে প্রভু আমার হৃদয়।
স্মরিলে উত্তম দেব জন্মিব তনয় ॥

পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম : পাণ্ডু-মাদ্রীর মৃত্যু

পাণ্ডুর আজ্ঞাএ কুন্তী ধর্ম্ম আরাধিল।
সেইমতে ধর্ম্মরাজা আসিয়া মিলিল ॥
ধর্ম্মের ঔরসে জন্ম হৈল যুধিষ্ঠির।
দশ দণ্ড ভিতরে জন্মিল মহাবীর ॥
সুগন্ধ শীতল বায়ু পুষ্প বরিষণ।
জয় জয় শব্দ হৈল যথ বিবরণ ॥
সাক্ষাতে জন্মিল ধর্ম্ম পালিব ধরণী।
এহি জন্ম হইব অবনী শিরোমণি ॥
এহি পুত্রে ধর্ম্ম রক্ষা করিব পৃথিবী।
জিতেন্দ্রিয় সৈত্যবাদী হৈব ধরাজীবী ॥
দিনে দিনে বর্দ্ধমান কুন্তীর নন্দন।
পবিত্র শরীর যুধিষ্ঠির মহাজন ॥
এহিমতে যুধিষ্ঠির সৈত্যবন্ত বীর।
আর বার ঋতুমতী হইল শরীর ॥
নিয়ম শরীর ছিল একাদশ দিনে।
পবন স্মরণ কৈল পাণ্ডুর বচনে ॥
বায়ু হৈতে উপজিল ভীম মহাবীর।
মহামত্ত সিংহবীর দুর্জ্জয় শরীর ॥
আরবার কুন্তীসুতা হৈল ঋতুমতী।
পাণ্ডু কহে স্মরি আন দেব সুরপতি ॥
স্বামীর আদেশে কুন্তী স্মরিল দেবেশ।
কতুক হইল ইন্দ্রর মনেত প্রবেশ ॥
ঋতু আপেক্ষিয়া ইন্দ্র গেল নিজালয়।
পঞ্চমাসে জন্মিল অর্জ্জুন মহাশয় ॥
হইলেক দিব্যমূর্ত্তি প্রজ্জলিত অতি।
তেজ দেখি অর্জ্জুনের কর এহি পতি ॥

CENTRAL LIBRARY

হইল আকাশবাণী শুনে সর্ব্বলোকে।
বড় ভাগ্য রাজা এহি পুত্র দিলম তোকে॥
রূপবন্ত তেজবন্ত পরাক্রম তনু।
দানবন্ত জ্ঞানবন্ত লম্বিত আজানু॥
ক্ষেমাবন্ত সীমাবন্ত বলবন্ত বীর।
শ্রীমন্ত মহন্ত অতি দুর্জ্জয় শরীর॥
পৃথিবীতে এক বীর মহা ধনুর্দ্ধর।
সাগরান্ত পৃথিবী শাসিবে একেশ্বর॥
সর্ব্ব শত্রু সংহারিব এহি মহাবীর।
অকণ্টকে পৃথিবী ভোগিব যুধিষ্ঠির॥
তিন পুত্র কুন্তীর উদরে হৈল জাত।
মাদ্রীর নিমিত্তে পাণ্ডু বলিল পশ্চাৎ॥
তিন পুত্রে পুত্রী হৈলা মহাদেবী সতী।
আজ্ঞা কর মাদ্রীএ যে পাইবে সন্ততি॥
কুন্তী বোলে এক দেব স্মরিয়া আনিব।
আজ্ঞা কর প্রভু কোন দেব আকর্ষিব॥
মনে কৈল পাণ্ডু রাজা ভাবি যুক্তি সার।
একনামে ভাল দুই অশ্বিনীকুমার॥
অশ্বিনীকুমার হএ গুণের নিধান।
পাণ্ডু বোলে অশ্বিনীকুমার ডাকি আন॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র যদি কৈল আবাহন।
অশ্বিনীকুমার ডাকি আনিল তখন॥
অনুক্রমে মাদ্রীএ প্রসবে দুই ভাই।
ততক্ষণে দুই পুত্র গেলেক জন্মাই॥
প্রথমে জন্মিল নকুল মহাশয়।
তার পাছে সহদেব জন্মিল দুর্জ্জয়॥
পঞ্চপুত্রে কুন্তী মাদ্রী হৈল পুত্রবতী।
দেখিয়া সানন্দ হৈল পাণ্ডু মহামতি॥
হেনমতে পাণ্ডুরাজা পাইল সন্ততি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে আছন্ত মহামতি॥
বাড়িলেক পঞ্চভাই পর্ব্বতের মাঝে।
পরম সন্তোষ হইল মুনির সমাজে॥
যুধিষ্ঠির চরিত্রে যে সব আনন্দিত।
অনুক্ষণ পুণ্যচিত্ত ব্রাহ্মণে বেষ্টিত॥

ভীমসেন বলবন্ত অর্জ্জুন মহাজন।
সহদেব নকুলের কি কহম বাখান॥
ভীমে দুই হস্তে হস্তী ধরিয়া যে খেলে।
অর্জ্জুন ধরএ সিংহ মুনি সব মেলে॥
হেনমতে পাণ্ডুরাজা আছেন পর্ব্বতে।
পরম পিরীত আছে ভার্য্যার সহিতে॥
বিস্মরিল রাজসুখ উত্তম আলাপে।
নারীসঙ্গে রমণ নাহি ব্রাহ্মণের শাপে॥
কথকালে আসি হৈল বসন্ত সমএ।
কামে বিমোহিত হৈল পাণ্ডু মহাশএ॥
নির্জ্জনে মাদ্রীর সঙ্গে করএ শৃঙ্গার।
ব্রহ্মশাপে সেইক্ষণে হইল সংহার॥
পর্ব্বতে নিবাসী যথ মুনির সমাজ।
দেখিয়া পাণ্ডুর মৃত্যু সবে চিন্তে কাজ॥
পাণ্ডুর সহিত গেল মাদ্রী গুণবতী।
পঞ্চপুত্র পাইলেক কুন্তী মহাসতী॥
পিণ্ড প্রয়োজন কৈল শাস্ত্রমত ধর্ম্ম।
আর যথ আছিলেক ক্ষণিকের কর্ম্ম॥
যুক্তি করিল তবে যথ মুনিগণে।
পুত্রসমে কুন্তী লৈয়া চলে ততক্ষণে॥
হস্তিনাতে গেল ভীষ্মধৃতরাষ্ট্র স্থানে।
অনুক্রমে কহিলেক সকল প্রমাণে॥
সিদ্ধা সবের বচনে প্রমাণ আদরিল।
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি কুন্তী সম্ভাষিল॥
উত্তম নিবাস দিল বহু রত্ন ধন।
ভ্রাতৃ পুত্র পাইয়া যেন করিল সম্মান॥

দুর্যোধনাদির জন্ম

জয় মুনি কহন্ত রাজা শুন জনমেজয়।
গান্ধারীতে জন্ম হৈল শতেক তনয়॥
একশত পুত্র যে গান্ধারীঅভিলাষ।
তুষ্ট হৈয়া বর দিল মহামুনি ব্যাস॥
উদরে রহিল গর্ভ দ্বাদশ বৎসর।
তার পাছে গান্ধারীর চিরিল উদর॥

CENTRAL LIBRARY

নিঃসরিল গর্ভ তবে বৈদ্যে চিকিৎসিল ।
সিঞ্চিয়া শীতল জল মাংসপিণ্ড কৈল ॥
শত পুত্র পাইবা দেবী না করিয় রোষ ।
সিদ্ধি হৈব কাম তুমি হয়ত সন্তোষ ॥
এক শত দ্রোণী করি ঝাটে ঘৃত ভর ।
সিঞ্চিয়া শীতল জল মাংসপিণ্ড কর ॥
মাংসপিণ্ড সিঞ্চিল ব্যাসের বাক্য শুনি ।
শতখণ্ড করিলেক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণি ॥
এক এক ঘৃতকুম্ভ করিল সকল ।
একমাসে জন্মিল সকল মহাবল ॥
যার হৈতে হইলেক বংশের নির্ম্মূল ।
* * * * * * * * * * * * * * * ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আর বিংশতি ।
চিত্রসেন দুর্ম্মুখ যে নন্দক প্রভৃতি ॥
একশত সহোদর দুঃশলা ভগিনী ।
কুম্ভগর্ভে জন্মিলেক যুযুৎসু মানী ॥

দুর্যোধনের ক্রূরতা :
ভীমের নাগলোক দর্শন

তবে দুর্য্যোধন রাজা যৌবন দেখিয়া ।
বলভদ্রে সুদক্ষিণা কৈন্যা বিহা দিলা ॥
অনুক্রমে বিবাহ করিল শত ভাই ।
* * * কে খেলা সর্ব্ব কিছু ভয় নাই ॥
সেইমতে দুর্য্যোধন হৈল যুবরাজ ।
যুবরাজ হইলেক যুবতীসমাজ ॥
একশত পঞ্চভাই একত্রে বেড়ান্ত ।
নানামতে একত্রে যে সকলে খেলান্ত ॥
অতিবল ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয় ।
মহাসত্ত্ব ধনঞ্জয় কাকে না গণয় ॥
দুর্য্যোধন শত ভাই একা বৃকোদর ।
খেলাতে হারিয়া যায় নহে সমোসর ॥
দুই হাতে দশ ভাই ধরে একবারে ।
জলে ডুবাইয়া তাহা অর্দ্ধমরা করে ॥

গাছের উপরে চড়ে শত সহোদর ।
তলে থাকি বৃক্ষ নাড়ে বীর বৃকোদর ॥
ফল যেন ফালাএ বায়ুএ চারি ভিত ।
ভূমিতে পড়িয়া সব হএ মূর্চ্ছিত ॥
তবে দুর্যোধন রাজা চিন্তিল উপাএ ।
ভীমেরে দেখিয়া রাজা বড় ভয় পাএ ॥
মহাবলী বৃকোদর দেখিএ সতত ।
তাহার জীবনে মোর নাহিক মহত্ত্ব ॥
প্রসাদ কুটিয়া নিল সন্দেশের ছলে ।
বিষনাড়ু দিয়া ভীম ফালাইল জলে ॥
পাতালেত গেল ভীম হইয়া অচেতন ।
মহাকোপে আসিয়া দংশিল নাগগণ ॥
বিষে বিষ হরিল চৈতন্য পাইল ভীম ।
বন্ধন ছোড়াইয়া মারে ভুজঙ্গ অসীম ॥
বাসুকি আসিয়া তারে বহু আশ্বাসিল ।
দিব্য আভরণ সব নানারত্ন দিল ॥
বাসুকি দিলেক মধু ভীমে সে লেপিল ।
সহস্র হস্তীর বল ভীমসেনে হৈল ॥
এথাতে কান্দন্ত লোক ভীম না দেখিয়া ।
হেনকালে ভীম আইল সেই রত্ন লৈয়া ॥
বাসুকির মহারত্ন মাও পাশে দিল ।
দুর্য্যোধন চরিত্র যে সবাতে জানাইল ॥
তবে যুধিষ্ঠিরে কহে যুক্তি যে বচন ।
আজি হৈতে শঙ্কিয়া থাকিবা দুর্যোধন ॥
পঞ্চভাই সাবহিতে একত্রে থাকিবা ।
সাবহিতে জান পুনি আপনা রাখিবা ॥

রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা : অস্ত্রপরীক্ষা

হেনভাবি কথকাল আছে সেইমতে ।
এথাএ ভীম মহাবীর মনে মনে চিন্তে ॥
কেহ অস্ত্র নাহি জানে রাজার কুমার ।
এতেক ভাবিয়া ভীমে করিল প্রকার ॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণাচার্য্য নাম ।
দিব্যঅস্ত্র পারগ সংগ্রামে অনুপাম ॥

তাহাকে আনিল ভীষ্মে করিয়া যতন ।
ছত্রশালা করি দিল নৃপতিভুবন ॥
আর যথ ক্ষত্রিয় আছে ভুবন ভিতর ।
সর্ব্বজনে পঠে আসি দ্রোণের গোচর ॥
পুত্রসমে দ্রোণ আসি পঠাএ সকল ।
ক্রমে ক্রমে পঠে আসি কৌরবসকল ॥
একশতপঞ্চ ভাই কর্ণবীর সনে ।
দ্রোণাচার্য্যে ধনুর্ব্বেদ জানাএ তখনে ॥
ভীম দুর্য্যোধনে কৈল গদার অভ্যাস ।
যার যেই মত গদা করিল প্রকাশ ॥
পুত্রবৎ করি দ্রোণে অর্জ্জুন পঠাএ ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনে পঠাএ সর্ব্বদাএ ॥
এহিমতে পঠিলেক শতেক বৎসর ।
অস্ত্রে শস্ত্রে ভাল হৈল শতেক কোঞর ॥
পরীক্ষা চাহিতে আইল ভীষ্ম আদি যত ।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত বসিল সভাত ॥
উত্তম চতুরা কৈল বিবিধ বিধান ।
বসিলেক সর্ব্বজন দেবের সমান ॥
মন্ত্রীপাত্রগণ যত বসিল চতুর্ভিতে ।
ধৃতরাষ্ট্র বসিলেক পরম পীরিতে ॥
সোমদত্ত বসিল বাহ্লিক নরপতি ।
ভীষ্ম দ্রোণ বসিলেক বিদুর সুমতি ॥
* * গদা লই যুঝিলেক ভীম দুর্য্যোধন ।
মহাবলী ভীমসেন ঘোষে সর্ব্বজন ॥
আকাশে থাকিয়া চাহে সর্ব্ব দেবগণ ।
অন্তরীক্ষে আইলেক দেখিবার মন ॥
তবে অর্জ্জুনে অস্ত্র করিল সন্ধান ।
ধৈন্য ধৈন্য করি তাকে করিল বাখান ॥
অগ্নিঅস্ত্র সান্ধি তবে জ্বালিল অনল ।
সান্ধিবরুণ অস্ত্র দেখাইল জল ॥
বায়ুঅস্ত্র সান্ধিলেক লোকেত বিস্ময় ।
পশ্চাতে কাটিল অস্ত্র দেখি অস্ত্রচয় ॥
সান্ধিয়া যে ভৌমঅস্ত্র দেখাএ ভূতলে ।
সান্ধিয়া পর্ব্বতঅস্ত্র করিল নিশ্চলে ॥
অন্তর্দ্ধানঅস্ত্র সাধিয়া কৈল মহাবলে ।
ধূলিময় করিলেক আকাশমণ্ডলে ॥
লোহার বরাহ করি যন্ত্র ভ্রমাইল ।
একবারে পঞ্চবাণ সান্ধিয়া পাড়িল ॥
মুক্তকেশ করিল অঙ্গুলি মধ্যদেশ ।
হানিল বিংশতি বাণে অর্জ্জুন বিশেষ ॥
হেনমত অর্জ্জুনের দেখিয়া পরাক্রম ।
লোকে কহে ভুবনেত নাহি তার সম ॥
সর্ব্বলোকে কোলাহল জয়বাদ্যধ্বনি ।
সেই সবের পদধূলি ছাইল মেদিনী ॥
হেনকালে হাতে ধনু করি কর্ণবীরে ।
বীরদর্প করি কহে সভার ভিতরে ॥
মুই আজি অস্ত্র করম দেখ সভাচয় ।
সকলে কহন্ত মহাবীর ধনঞ্জয় ॥
ই বলিয়া কর্ণবীরে সান্ধে অস্ত্রগণ ।
বিস্ময় হইয়া চাহে সর্ব্ব সভাগণ ॥
উল্লসিত দুর্য্যোধন শত সহোদর ।
আলিঙ্গিয়া কর্ণেরে কহিল বহুতর ॥
আজি হৈতে মিত্র তোহ্মি নাহি সংশয় ।
অঙ্গরাজ্য তোহ্মারে যে দিলাম নিশ্চয় ॥
কর্ণে কহিল তোহ্মার রহস্য পালিব ।
পৃথিবীতে একবন্ধু তোহ্মারে মানিব ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে আহ্মি করিব সংগ্রাম ।
মোর হস্তে পড়ি আজি লুকাইব নাম ॥
কর্ণে বোলে কতুক দেখএ সর্ব্বলোকে ।
মাথা কাটিয়া তবে সংহারিব তোকে ॥
দ্রোণাচার্য্য আদেশিল করিবারে রণ ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে সাজিল দুইজন ॥
শত ভাই সনে দুর্য্যোধন মহাবীর ।
কর্ণের স্বপক্ষ হৈয়া কথা কহে ধীর ॥
পুত্রস্নেহে রণে আইলা দেবরাজ ।
তাহান সহিতে আইল দেবের সমাজ ॥
সূর্য্যে মেঘ খণ্ডাইল কর্ণ পুত্র চাহি ।
অর্জ্জুন উপরে তবে মেঘবৃন্দ রহি ॥

CENTRAL LIBRARY

যথা আছে কর্ণবীর রবির নন্দন ।
তথাএ রৌদ্র করিলেক সহস্রকিরণ ॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে সাজিল দুইজন ।
ধর্ম্মবুদ্ধি কৃপাচার্য্য কহিল কথন ॥
পৃথুর তনয় জান পাণ্ডবতনয় ।
মহাবংশে সম্ভব অর্জ্জুন মহাশয় ॥
কাহার তনয় তুমি হও কোন বীর ।
আপনা পাসর কেন রাধার কোঞর ॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধ নহে পুনি তোমার সহিত ।
অর্জ্জুনের সনে যুদ্ধ হএ অনুচিত ॥
ই সব শুনিয়া কর্ণ বড় পাইল লাজ ।
বিবর্ণ হইল মুখ দেখএ সমাজ ॥
দুর্য্যোধনে কহন্ত বিবিধ জাতি জানি ।
কুলাকুল কেবা জানি তেজমাত্র গণি ॥
রাজবংশে হৈলে জানি যুঝে রাজা সনে ।
অঙ্গদেশের রাজা হৈল মহাবীর কর্ণে ॥
অর্দ্ধেক পাইয়া রাজ্য পাইল সমাজ ।
তাহা দেখি আনন্দিত দুর্য্যোধন রাজ ॥
মান্যজন দেখি কর্ণে নমস্কার কৈল ।
শতভাই দুর্য্যোধন বড় প্রীত হৈল ॥
ভীমসেনে কহে কর্ণ শুনরে বর্ব্বর ।
তোর সম নহে এ অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
সূতপুত্র হৈয়া কেনে আসিছ রণেতে ।
কোন মুখে আসিয়াছ অস্ত্র লৈয়া হাতে ॥
অঙ্গরাজ্য দিল তোকে নহে উপভোগ ।
কোথাএ যজ্ঞের চরু কুক্কুরের ভোগ ॥
ভীমের বচন শুনি কাপাএ অধর ।
নিঃশ্বসিয়া চাহে কর্ণ বাপ দিবাকর ॥
ক্রোধ করি দুর্য্যোধন উঠে ফাল দিয়া ।
মহামত্ত গজ যেন উঠিল তর্জ্জিয়া ॥
বলে সে প্রধান জান ক্ষত্রিয়ের জাতি ।
কুম্ভ হতে উপজিল অগস্ত্য মহামতি ॥
কৃত্তিকা হইল কেনে কার্ত্তিকজননী ।
সারতন্ত্রে জন্মিছে গৌতমমহামুনি ॥
কবচকুণ্ডল দেয় সূর্য্যের সমান ।
ঘটেত জন্মিছে দেখ দ্রোণ বলবান ॥
সকল পৃথিবী কর্ণের কেনে নহে যোগ ।
অঙ্গরাজ্য কেনে নহে তার উপভোগ ॥
আক্ষি আজি কহিলাম কর্ণ নহে ঊণ ।
রথে চড়ি ধনুকে দিবেক আজি গুণ ॥
ই বলিয়া সভামাঝে হইল হাহাকার ।
প্রলয়কালেত যেন জগৎসংহার ॥
তবে সূর্য্য অস্ত গেল ভাঙ্গিয়া সমাজ ।
পাত্রমিত্র সহিতে চলিল কুরুরাজ ॥

ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের ঈর্ষা ও অনুগ্রহলাভ প্রসঙ্গ

কৌরব পাণ্ডব গেল যার যে ভুবন ।
অর্জ্জুন কর্ণেরে বাখানএ সর্ব্বজন ॥
হেনমতে যুধিষ্ঠির আছে কথকাল ।
করিল অনেক কর্ম্ম পৌরুষ বিশাল ॥
এথাএ দুর্য্যোধন রাজা হৈল নৃপবর ।
যুবরাজ দুঃশাসন নৃপ সহোদর ॥
অমাত্য শকুনি তার কর্ণ সেনাপতি ।
এহিমতে দুর্য্যোধন হৈল চক্রবর্ত্তী ॥
দুঃশীলা ভগিনী তার রূপে অমোহত ।
বিবাহ দিলেক রাজা আনি জয়দ্রথ ॥
এথা যে পাণ্ডবেরে ঘোষে নগর চাতরে ।
আপনা পৈতৃক রাজ্য পাইব যুধিষ্ঠিরে ॥
এথাএ কর্ণ অঙ্গদেশের হইল নৃপতি ।
ভুবন ভরিয়া তান দানের সুকৃতি ॥
হেনমতে অঙ্গরাজ্য পালে মহাবীর ।
অষ্টপুত্র হইলেক দুর্জ্জয় শরীর ॥
বৃষসেন দৈত্যসেন ই দুই প্রধান ।
জয়সেন দৈত্যকেতু বাপের সমান ॥
সুষেণ বিক্রমকেতু বিক্রমে গরিষ্ঠ ।
কঞ্চসেন বৃষকেতু সবার কনিষ্ঠ ॥
সেইমত কর্ণবীর পুত্র পরিবার ।
দানধর্ম্ম নীতিক্রিয়া শাস্ত্রব্যবহার ॥

CENTRAL LIBRARY

দুর্য্যোধনগত চিত্ত নিত্য তথাএ যাএ।
দুর্য্যোধন অপেক্ষিয়া থাকে সর্ব্বদাএ॥
এথা দ্বিজ গুরুসেবা থাকে যুধিষ্ঠির।
পুণ্যবাদী সৈত্যচিত্ত পবিত্র শরীর॥
তাহা দেখি সন্তোষিত ভীষ্ম মহামতি।
সোমদত্ত বাহ্লিক যে বিদুর প্রভৃতি॥
বিদুর সহিতে যুক্তি করে যুধিষ্ঠিরে।
রাজ্যের ভাজন নহি পঞ্চ সহোদরে॥
দুর্য্যোধন শকুনি যে কর্ণ দুঃশাসন।
পাণ্ডব মারিতে যুক্তি করে সর্ব্বক্ষণ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজাতে কহিল দুর্য্যোধন।
আহ্মি সব না হইব রাজ্যের ভাজন॥
পাণ্ডবে পাইব রাজ্য আহ্মি উদাসীন।
যুধিষ্ঠির পাইবা রাজ্য আহ্মি রাজাহীন॥
সর্ব্বরাজা তারা পাইব আহ্মি ভাগ্যহীন॥
দ্রোণ গুরু পিতামহ আর কৃপাচার্য্য।
বিদুরের পুনি কহে তাহার সাহায্য॥
বড় অনুরাগ তারা আহ্মি সর্ব্বে শুনি।
সবে মাত্র আহ্মি তার মর্ম্ম নাহি জানি॥
যাবৎ না হএ সেই লোকে অনুরাগ।
তাবৎ চিন্তহ বাপু লৈয়া মন্ত্রীভাগ॥
শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবপৌরুষে।
ক্ষুধাএ না খাএ অন্ন চক্ষুতে নিদ্রা না আইসে॥
মহামন্ত্রী শকুনি আনিল ডাক দিয়া।
মন্ত্রণা করএ রাজা বিরলে বসিয়া॥
বলবন্ত সর্ব্ব হএ পাণ্ডুর ঔরসে।
পুত্র সর্ব্ব নির্ব্বলী আহ্মার কর্ম্মদোষে॥
কহিতে না পারি আহ্মি পোড়এ হৃদএ।
কি করিতে যুক্ত এবে কহ মহাশএ॥
ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনি মন্ত্রীএ কহিল।
পূর্ব্বে ভীষ্মরাজে যে তোহ্মারে রাজ্য দিল॥
রাজাস্পদ নাহি ধরে তাহারা সবের।
তাতে মাত্র আছিল পাণ্ডু যুবরাজ বীর॥
শাস্ত্রমত কহিলে যে সেই রাজ্য পাএ।
সেই উপদেশ আহ্মি কহিল তোহ্মাএ॥
সমূলে উপারি বৃক্ষ না রাখিব হেনে।
অর্দ্ধেক কণ্টক যেন ভাঙ্গিলে প্রজাগণে॥
নিপাত যে করিবে শত্রুর অবশ্য।
মহাজন ইতিহাসে কহিছে ভবিষ্য॥
বিচার স্থানেত ভাল করিব বিচার।
বিক্রম কালেত যুদ্ধ করিব অপার॥
সমোসর হএ যদি তবে করি রণ।
পলাইতে পলাইব শুভ পলায়ন॥
ছোট শত্রু বলি তারে না করিব হেলা।
মহাবন দহে যেন হৈয়া অগ্নিকণা॥
দেখিলে না দেখি শুনিলে না শুনিব।
সামদণ্ড ভেদাভেদ বিচার করিব॥
যেইমতে পারি শত্রু করি হস্ততল।
শাখাগুলা ভাঙ্গি যেন তোলএ যে ফুল॥
বুদ্ধি তুহ্মি পুছিলা কহিল তত্ত্বসার।
পাণ্ডু পুত্র হৈতে প্রাণ রাখ আপনার॥
এহি কহি শকুনি চলিল নিজ স্থানে।
চিন্তাকুল ধৃতরাষ্ট্র হরিলেক জ্ঞানে॥
শিষ্টজন পুছিলে পাই যে সদুত্তর।
অশিষ্ট পুছিলে হএ বড়হি দুষ্কর॥
শকুনি সহিতে রাজা যুক্তি কৈল সার।
জতুগৃহ করিয়া পাণ্ডব দহিবার॥
ডাক দিয়া আনিল কুপাত্র পুরোচন।
নির্জ্জনেত নিয়া তারে কহিল বচন॥
নগর বারণাবতী গৃহ পুরস্কার।
কুন্তী সনে পঞ্চ ভাই তথাএ থাকিবার॥
নিভৃতে নিদ্রাএ পীড়িত হএ যবে।
বহু রাত্রি জতুগৃহে অগ্নি দিবা তবে॥
গৃহদাহে মৈল হেন করিবা প্রচার।
হেনমতে হৈব পঞ্চপাণ্ডব সংহার॥
রাজার আদেশে তবে গেল পুরোচন।
সেইমত কৈল তবে গৃহের রচন॥

CENTRAL LIBRARY

ত্রিকালজ্ঞ মহাসত্ত্ব বিদুর সুমতি ।
পাণ্ডবেত কহিলেক সঙ্কেত যুকতি ॥
এথাএ ধৃতরাষ্ট্র কহে যুধিষ্ঠির ঠাই ।
নগর বারণাবত চল সেই ঠাই ॥
কুন্তী সনে পঞ্চ ভাই তথাএ করে বাস ।
অতি রম্য নগর যে বিচিত্র আওআস ॥
প্রণমিয়া রাজাক চলিল পঞ্চজন ।
আগে গেল পুরোচন সেই ত ভুবন ॥
তথাতে চলিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
মহা উল্লসিত হৈল নাগরিকগণ ॥
শুভক্ষণে জতুগৃহে করিল প্রবেশ ।
নৃত্যগীত বাদ্যভাণ্ড হরিষ বিশেষ ॥
বিদুরবচনে এ করিব গুপ্তজন ।
যুধিষ্ঠির তরে যুক্তি কহে ততক্ষণ ॥
অনুচরে কহিলেক যুধিষ্ঠির স্থান ।
আজি রাত্রি বনেত যাইবা ছয়জন ॥
জতুগৃহে অগ্নি দিব দুষ্ট পুরোচন ।
সেই পন্থে নিকলিয়া যাইবা পঞ্চজন ॥
তবে কুন্তী করিল অন্নের সমাধান ।
ব্রাহ্মণ তুষিয়া দিল বহুবিধ দান ॥
ব্যক্ত করিলে হএ বড় অথান্তর ।
হেন হেতু ক্ষেমা দিল পঞ্চ সহোদর ॥
পঞ্চপুত্র সমে তথা চণ্ডালযুবতী ।
অন্ন খাই তথাতে রহিল সেই রাত্রি ॥
গৌরব করিয়া কুন্তী সে সবেরে বোলে ।
সতী চণ্ডালনারী পুত্র লৈয়া কোলে ॥
গৃহপাশে রহিল পুরোচন দুরাচার ।
নিশা রজনী হৈল ঘোর অন্ধকার ॥
তাতে অগ্নি দিল ভীম পাণ্ডুর নন্দন ।
যেই গৃহে শুইছে পাপিষ্ঠ পুরোচন ॥
জতুগৃহে অগ্নি দিয়া বনপথে ধাইল ।[১]
কুন্তী সমে পঞ্চভাই বনে প্রবেশিল ॥

নৌকা নিয়া নদী পার করিল তখন ।
বিদুরের অমাত্য ধীবর একজন ॥
নদী পার হৈয়া তবে অরণ্য পাইল ।
জতুগৃহে অনলে যে গগনে ব্যাপিল ॥
শোকাকুল হইয়া নগরে কোলাহল ।
ভূমিতে পড়িয়া লোক কান্দিয়া বিকল ॥
হা হা ধর্ম্ম বৃকোদর অর্জ্জুনকুমার ।
হা হা কুন্তী জননী যে লক্ষ্মীঅবতার ॥
হা হা মাদ্রীতনয় কি কৈল পুরোচন ।
তোহ্মারে পুড়িল দুষ্টে পুড়িল আপন ॥
পঞ্চপুত্র সমে মৈল চণ্ডালযুবতী ।
তাহা দেখি কান্দে লোক পাইয়া প্রতীতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজাত কহিল গিয়া চরে ।
হাহাকার ক্রন্দন উঠিল অন্তঃপুরে ॥
বিস্তর কান্দিল ধৃতরাষ্ট্র পাপমতি ।
জ্ঞাতি সর্ব্ব কান্দে তবে করিয়া কাণ্ডতি ॥
সংকার করিতে আজ্ঞা কৈল কুরুরাজ ।
বহুল করিল দান ব্রাহ্মণসমাজ ॥
চণ্ডালের অস্থি যে গঙ্গাতে বিসর্জ্জন ।
এহিমতে বহু দান কৈল ধনজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ হৈল শোকে মৃতবৎ ।
গুপ্তভাবে কহিল বিদুর মহাসত্ত্ব ॥
পঞ্চপুত্র সমে এথা কুন্তী মহামতি ।
মহারণ্যে প্রবেশিল অতি শীঘ্রগতি ॥
হাটিতে না পারে কেহ ক্ষুধাএ বিকল ।
মায়েরে লইল কান্ধে ভীম মহাবল ॥
সহদেব নকুলক কোলে করিলেন ।
যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনক হাতেত ধরিলেন ॥

হিড়িম্ব-হিড়িম্বা : ঘটোৎকচ জন্ম

মহাকায় বৃকোদর যম অবতার ।
চরণের ঘাএ যাএ পৃথিবী বিদার ॥

১. সুরঙ্গপথের উল্লেখ নাই

CENTRAL LIBRARY

বড় বায়ু বৃক্ষ যেন ভাঙ্গি পড়ে ঝড়ে।
হেনমতে মহাবৃক্ষ শতে শতে পড়ে॥
সৈন্ধ্যাকালে হৈল সব নিদ্রাএ পীড়িত।
ক্ষুধাএ পীড়িত সব তৃষ্ণাএ মোহিত॥
রাজার মহিষী কুন্তী নাহি পাইছে দুঃখ।
তৃষ্ণাএ বিকল হৈয়া শুকাইছে মুখ॥
বটবৃক্ষ তলে নিয়া থুইল বৃকোদর।
জলহেতু গেল দুই পুনি বনান্তর॥
এক কূপ পাইল গিয়া বনের ভিতর।
স্নান করি জল লৈয়া চলে বৃকোদর॥
আসিয়া দেখিল ভীমসেন মহাবল।
নিদ্রা যাএ জননী পড়িয়া ভূমিতল॥
নিদ্রা যাএ চারি ভাই হৈয়া অচেতন।
অচল হৈয়া নিদ্রা যাএ ভ্রাতৃগণ॥
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাতে কৈল অপকর্ম্ম।
মহাবংশে জন্মি সেই করিল অধর্ম্ম॥
দুর্য্যোধন সহোদর ভ্রাতৃর সহিত।
কর্ণসঙ্গে মারিয়া পাড়িব পৃথিবীত॥
এহিমতে বিলাপ করএ ভীমসেনে।
রাক্ষসে পাইল গন্ধ মনিষ্য আইল বনে॥
উঠিলেক হিড়িম্ব রাক্ষস মহাবল।
মনিষ্যের গন্ধ পাইয়া হইল বিকল॥
মহা উচ্চ বৃক্ষ তথা থাকে সর্ব্বক্ষণ।
তথাএ থাকি মনিষ্য দেখিল ছয়জন॥
পাঠাইল হিড়িম্বা নামে ভগিনী তাহার।
ছয়জন মনিষ্য ধরিয়া আনিবার॥
কামভাবে হিড়িম্বা চাহিল বৃকোদর।
পরিচয় দিলেক রাক্ষস ভয়ঙ্কর॥
ছয়জন মনিষ্য ধরিয়া নিতে তোকে।
পাঠাইল ভ্রাতৃএ বহুল করিয়া মোকে॥
তোর রূপ দেখিয়া মজিল মোর মন।
পরিচয় দেও মোরে হও কোন জন॥
মহাসত্ত্ব পক্ষ দেখি দেবের লক্ষণ।
দিব্যনারী এহি দেখি পঙ্কজলোচন॥

কিবা হেতু তুহ্মি সর্ব্ব পর্ব্বতকাননে।
সৈত্যকথা কহ মোতে অএ মহাজনে॥
তোহ্মাকে করিলম পতি শুনহ নিশ্চয়।
আজি মোকে তরাইবা হিড়িম্বের ভয়॥
হিড়িম্বার বচন শুনিয়া বৃকোদর।
ইষিত হাসিয়া তাকে দিলেক উত্তর॥
যাও ভাই নিদ্রা যাএ জাগি একেশ্বর।
কি করিতে পারএ রাক্ষস ভয়ঙ্কর॥
যক্ষ রাক্ষসে মোর নাহি ধরে টান।
কি করিতে পারে মোরে রাক্ষসের প্রাণ॥
যাও বা থাক বা তুহ্মি নাহিক সংশয়।
আন গিয়া হিড়িম্বেরে করি পরাজয়॥
ভগিনীর বিলম্ব দেখিয়া নিশাচর।
ক্রোধ করি আসিলেক ভীমের গোচর॥
দেখিলেক ভগিনী মনিষ্যরূপ ধরি।
কামভাবে দাড়াইছে ভীম অনুসারি॥
জ্বলন্ত আনলে যেন ঘৃত দিল ধার।
ক্রোধ হইয়া যাএ যে ভগিনী মারিবার॥
মো হইব আহার বিঘ্ন কৈলে পাপমতি।
আজি তোকে পাঠাইব যমের বসতি॥
ই বলিয়া ভগিনীকে মারিবারে যাএ।
হাতে ধরি ভীমসেনে তাহারে রহাএ॥
সহজে রাক্ষস জাতি নাহি জানে ধর্ম্ম।
স্ত্রীবধ পাতকের নাহি জানে মর্ম্ম॥
মোর কামপত্নী হৈল ভগিনী তোহ্মার।
তাহাকে মারিতে আইস গোচরে আহ্মার॥
যত শক্তি তোহ্মার কর পরাক্রম।
আজি তোকে প্রত্যক্ষ দেখাইব কালযম॥
এথ শুনি হিড়িম্বে বোলএ থাক থাক।
বাহু প্রসারিয়া আসে ভীম মারিবাক॥
হাতে ধরি ঠেলিয়া ফালাএ বৃকোদর।
রাক্ষস পড়িল দশ ধনুর অন্তর॥
তবে সে রাক্ষস হিড়িম্ব মহাবলী।
মহাশব্দ করি যাএ ভীমক আকলি॥

CENTRAL LIBRARY

বাহুছাটে ভীমে তাকে পালাইল দূরে ।
মহাবৃক্ষ উপাড়ে রাক্ষস মহাশূরে ॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ আছিল অনেক ।
যেন দুই হস্তীএ পর্ব্বত মর্দ্দিলেক ॥
দুই মহাবলবন্ত দুই মহাশূর ।
পৃথিবী যে কম্পমান হইল প্রচুর ॥
কুন্তীসমে চারিজনের নিদ্রা হইল ভঙ্গ ।
সাক্ষাতে দেখিল যেন আকুল তরঙ্গ ॥
কুন্তীদেবী জিজ্ঞাসে বিস্ময় ভাবি মনে ।
কে তুহ্মি কাহার কৈন্যা কহত আপনে ॥
কিবা দেবকৈন্যা তুহ্মি নওবা অপ্সরী ।
নাগকৈন্যা নহে কিবা অথবা বিদ্যাধরী ॥
প্রণমিয়া হিড়িম্বা কুন্তীতে কহে কাজ ।
জাতিএ রাক্ষস আহ্মি রাক্ষসসমাজ ॥
ভাই মোর হিড়িম্বে পাঠাইছে যত্ন করি ।
পুত্রসমে তোহ্মাকে লইয়া যাইতে ধরি ॥
তোহ্মার কুমার দেখি রূপে গুণে অতি ।
মুই তানে তখনে মানিলম কামপতি ॥
বিলম্ব দেখিয়া মোর হিড়িম্ব দুর্ব্বার ।
কালান্তক যম যেন আইসে মারিবার ॥
তোহ্মার তনয় সনে হৈল মহারণ ।
লতাবৃক্ষ ভাঙ্গি সবে করিল উৎসন্ন ॥
এথ জানি চারি ভাই উঠিল সত্বর ।
যুধ্যমান দেখিল রাক্ষসবৃকোদর ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত ভাই না করিয় ভয় ।
নহে বেলায় মুই মারম রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
এত যদি শুনিলেক বীর বৃকোদর ।
সিংহে যেন মৃগে ধরে অরণ্য ভিতর ॥
হিড়িম্ব ক্ষেপিয়া পালাইল বহুদূরে ।
সেই ঘাএ মারিলেক পাপনিশাচরে ॥
হিড়িম্বারাক্ষসী তবে কুন্তীরে সাধিল ।
ভীম মোর পতি হেন মনেত থরিল ॥
আজ্ঞা দিল কুন্তীদেবী আর যুধিষ্ঠিরে ।
হিড়িম্বাকে পরিণয় কৈল বৃকোদরে ॥
মায়ামূর্ত্তি রাক্ষসী বহুল মায়া জানে ।
বহুল রমণ করে বিবিধ বিধানে ॥
অল্পদিনে গর্ভ হয়ে প্রসবে তনয় ।
অতি বড় পরাক্রম সমরে নির্ভয় ॥
জন্মিলেক ঘটোৎকচ সমরে দুর্জ্জয় ।
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে নির্ভয় ॥
ঘটোৎকচ বীরে বিহা করিল পশ্চাৎ ।
মেঘবর্ণ নাম শিশু উপজিল তাত ॥
এথ ভীম হিড়িম্বা যে গগনে বেড়াএ ।
কুতূহলে হিমগিরি নিকুঞ্জে খেলাএ ॥
মনিরত্ন ভূষিত বিচিত্র কলেবর ।
উলটিয়া দুইজন পুনি আইসে ঘর ॥
হিড়িম্বার পুত্র সে যে ঘটোৎকচ নাম ।
অস্ত্রশস্ত্রে কুশল মায়াতে অনুপাম ॥
ত্রিভুবন বিজয়ী দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
কবচকুণ্ডলধারী মহা ধনুর্দ্ধর ॥
হিড়িম্বারাক্ষসী তবে করিল সময় ।
স্মরিলে আসিমু তোহ্মি শুন মহাশয় ॥
আপনার দোষে যাইতে পুত্রের সংহতি ।
স্মরিলে আসিমু এথা করিম পীরিতি ॥
আজ্ঞা দিল কুন্তী দেবী ভীমের আদেশে ।
প্রণমিয়া পুত্রে পৌত্রে চলে নিজ দেশে ॥
প্রণমিয়া কহে ঘটোৎকচ মহাবীর ।
ত্রিভুবনে দুর্দ্ধরিষ দুর্জ্জয় শরীর ॥
যখনে সঙ্কট পড়ে শুন মহাজন ।
স্মরিতে আসিয়া কর্ম্ম সাধিমু তখন ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেক পাণ্ডুর সন্ততি ।
ঘটোৎকচ চলিলেক মাএর সংহতি ॥
আদিপর্ব্ব মহাকথা সুধারসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

তবে পঞ্চ সহোদর তপস্বীর বেশে।
জননী সহিতে তারা ভ্রমে দেশে দেশে॥
মৈৎস্যদেশ এড়াইয়া পাঞ্চালে যায়ন্ত।[১]
বীর প্রভৃতি দেশ কতুকে বেড়ান্ত॥
কথদিনে ব্যাসমুনি হৈল দরশন।
কুন্তী গিয়া পুত্রসমে পড়িল চরণ॥
পুত্রবধূ দেখি ব্যাস হৈল সকরুণ।
কুন্তীতে জানাএ পুত্র সকলের গুণ॥
সার্ব্বভৌম রাজা হৈব তোহ্মার তনয়।
অচিরেত শত্রুগণ হইবেক ক্ষয়॥

একচক্রা : বকরাক্ষসবধ প্রসঙ্গ

একচক্রা নামে আছে উত্তম নগরী।
পুত্রসমে যাও তথা আপদ নিস্তারি॥
ব্যাসেরে প্রণাম করি চলিল সত্বর।
একচক্রা পাইল কুন্তী পঞ্চ সহোদর॥
একত্রে রহিল সব ব্রাহ্মণের ঘরে।
ভিক্ষা মাগে পঞ্চ ভাই নগরে নগরে॥
ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ ভাই মাগে সেই ঠাঁই।
বাসাতে আনিয়া দেন জননীর ঠাঁই॥
মাএ ভাগ করন্ত অর্দ্ধেক বৃকোদর।
মাও সবে অর্দ্ধ খাএ চারি সহোদর॥
হেনমতে দুঃখে সুখে দিন নির্ব্বাহিল।
পুত্রসমে কুন্তীদেবী তথাতে বঞ্চিল॥
এথা দুর্যোধন হৈল ইন্দ্রসম রাজা।
শাস্ত্রঅনুমতি সব পালে নিজ প্রজা॥
ভীষ্মক স্তবন রাজা করে নিতি নিতি।
দ্রোণ অশ্বত্থামা প্রতি করেন ভকতি॥
কর্ণসমে নিতি নিতি করে সম্ভাষণ।
এহিমতে পালে রাজা রাজা দুর্যোধন॥
পুরন্দর রাজা যেন অমরাভুবন।
প্রতিদিন ভক্তি করে ভীষ্ম আর দ্রোণ॥

এথাএ পাণ্ডব চারি ভাই ভিক্ষাতে চলিল।
জননীর কাছে ভীম বাসাতে রহিল॥
ব্রাহ্মণের ঘরে শুনি ক্রন্দনের রোল।
আর্ত্তনাদ তাহাতে শুনিল কোলাহল॥
সহিতে না পারে কুন্তী কৃপালুহৃদয়।
কাছেত আছন্ত ভীমসেন মহাশয়॥
ভীমেত কহিল কুন্তী শুন পুত্রবর।
এথকাল আছিলাম ব্রাহ্মণের ঘর॥
দৈবে তার আপদ পড়িল হেন দেখি।
কেমতে রহিব আহ্মি তাহাকে উপেক্ষি॥
ব্রাহ্মণের করবা পুত্র আপদনিস্তার।
মাএর বচনে ভীম বলিল উত্তর॥
মাএর বচনে ভীম হইল উৎসাহ।
কেমতে আপদ মাও জিজ্ঞাসিয়া চাহ॥
বৎস বান্ধিলে যেন ধেনু যাএ ধাইয়া।
ব্রাহ্মণের গৃহে কুন্তি মিলিলেক গিয়া॥
দেখিল ব্রাহ্মণ কান্দে ব্রাহ্মণী সহিত।
পুত্রকৈন্যা কান্দে তবে বধূর সমুদিত॥
জিজ্ঞাসিল কুন্তী দেবী দয়ালুহৃদয়।
কি কারণে ক্রন্দন করহ মহাশয়॥
কেমতে আপদ হৈল কহ সাবধানে।
ই আপদ তরাএ হেন আছে কোনজনে॥
কুন্তীর বচন শুনি কহন্ত ব্রাহ্মণ।
বক নামে অসুর দুর্জ্জয় মহাজন॥
গৃহপ্রতি দ্বাদশ বরিষে একবার।
আহ্মি শক্ত না হই মনিষ্য কিনিবার॥
একপুত্র সবে মোর বধূ গুণবতী।
এককৈন্যা এহি মোর আর ধর্ম্মপত্নী॥
কাহারে দিবম বলি সবে যদি যাই।
শমনে খাইব বকে শমনে ডরাই॥
পলাইতে স্থান নাহি পৃথিবী ভিতর।
সর্ব্বনাশ করিব রাক্ষস ভয়ঙ্কর॥

১. মূলে আছে—মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল ও কীচক দেশ।

ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি কুন্তীএ কহিল।
দগ্ধ তরুমূলে যেন অমৃতসিঞ্চিল ॥
এক পুত্র তোহ্মার দুহিতা তপস্বিনী।
প্রধান শরীর তোহ্মার ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী ॥
পরিত্রাণ করে হেন নাহি কোনজন।
দুঃখ পরিহরি হও প্রসন্নবদন ॥
পঞ্চপুত্র আছে মোর তোহ্মার বিদ্যমান।
একপুত্রে করিব আপদ পরিত্রাণ ॥
ব্রহ্মবধ হৈব করি না করিও ভয়।
মোর পুত্র মহাবলী সমরে দুর্জ্জয় ॥
সাক্ষাতে দেখিছি আহ্মি মারিছে রাক্ষস।
অনেক সংগ্রাম করি অর্জ্জিয়াছে যশ ॥
কুন্তীর বচনে বিপ্র হরষিত হৈল।
বকরাক্ষসের বলি সুসজ্জ করিল ॥
কুন্তী গিয়া ভীমেত কহিল অনুষ্ঠান।
সজ্জা হৈল ভীমসেন কালান্ত সমান ॥
নানান প্রবন্ধে বিপ্র আনি দিল অন্ন।
অন্ন লৈয়া ভীমসেন চলিল তখন ॥
রজনীতে অন্ন লৈয়া ভীম মহাবীর।
রাক্ষসক ডাক পাড়ে দুর্জ্জয় শরীর ॥
অএ বক রাক্ষস আসিয়া লও বলি।
ই বলিয়া অন্ন খাএ ভীম মহাবলী ॥
ডাক দিয়া অন্ন খাএ হাসে খলখলি।
ক্রোধ করি বক আইসে মারি বাহুতালি ॥
ধীরে ধীরে অন্ন খাএ নাহিক তরাস।
রাক্ষস দেখিয়া ভীমে করে উপহাস ॥
দুই হাত উর্দ্ধে করি আইসে বকবীর।
তথাপিহ অন্ন খাএ নির্ভয় শরীর ॥
ক্রোধ করি বকে তারে পৃষ্ঠে চাপড় মারে।
নিরাতঙ্কে অন্ন খাএ বীর বৃকোদরে ॥
বৃক্ষ উপাড়িয়া বকে মারে ভীম মাথে।
আচমন করিয়া ধরিল বাম হাতে ॥
পুনি বৃক্ষ উপাড়িয়া মারে মহাবীর।
বৃক্ষে বৃক্ষ নিবারিল ভীম মহবীর ॥
লইয়া অনেক বৃক্ষ হৈল মহারণ।
অন্তে অন্তে বাহুযুদ্ধ হইল তখন ॥
* * * * * * * * * * * * * * * * ।
অন্তে অন্তে মহাযুদ্ধ হইল তখন ॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল তড়বড়ি।
বৃক্ষ সব ভাঙ্গএ করএ কড়মড়ি ॥
পৃষ্ঠে জানু দিয়া ভীম গ্রীবাতে ধরিল।
কটিদেশ ভাঙ্গি তার প্রাণ সংহারিল ॥
বদনে রুধির ছাড়ি পড়িল রাক্ষস।
জয় পাইল ভীমসেনে কুন্তী পাইল যশ ॥
বক মারি ভীমসেন মাওক বন্দিল।
মাও ভাই মিলি তাক আলিঙ্গন দিল ॥
ব্রাহ্মণে মারিল হেন বক নিশাচর।
এহিমতে শব্দ হৈল সকল নগর ॥
সকল সভাএ তাকে কৈল সাধুবাদ।
রাজপাত্র হৈল বিপ্র ভীমের প্রসাদ ॥

দুষ্টদ্যুম্ন-দ্রৌপদীর জন্ম

এহিমতে বিপ্রাশ্রমে আছন্ত সাদরে।
মহামুনি ব্যাস তথা আইল দেখিবারে ॥
কুন্তীদেবী পুত্রসমে করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কৈল পুরুক মনস্কাম ॥
ব্যাসে[1] কহেন্ত কথা শুন পঞ্চভাই।
ব্রাহ্মণের কৈন্যা পূর্ব্বে আছে এক ঠাই ॥
মহাতপস্বিনী কৈন্যা আরাধে শঙ্কর।
ভুবনবিজয়ী গুণবন্ত হৈছে বর ॥
তুষ্ট হৈয়া বর দিল ভুবনকর্ত্তার।
মহাবলবন্ত পতি হইতে তাহার ॥
দুইবর হবে তোরে দিল ততক্ষণ।
আর বার কৈন্যা বর করে প্রার্থন ॥

১ মূলে ব্যাসের উল্লেখ নাই, জনৈক ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে।

ধর্ম্মশীল আহ্মার ভাল হউক পতি।
সেই বর হাসিয়া দিলেক পশুপতি॥
তবে কৈন্যাএ বোলে বর হউক সোন্দর।
সেই বর দিল তানে দেব গঙ্গাধর॥
কৈন্যা কহে সর্ব্বজ্ঞ হউক মোর পতি।
সেইবর হাসিয়া দিলেক ফণিপতি॥
মহাদেবে কহে তোর হৈব পঞ্চপতি।
পঞ্চবার স্বামীবর মাগিলা গুণবতী॥
পঞ্চগুণে পঞ্চপতি হইব তোহ্মার।
তথাপিহ সতী তুহ্মি হইবা সংসার॥
সে কৈন্যা জন্মিছে গিয়া দ্রুপদের ঘরে।
বিধিএ সৃজিছে কৈন্যা কৌরবনাশেরে॥
দ্রুপদের দুই পুত্র জন্মিয়াছে আর।
ভীম দ্রোণ দুইজন করিতে সংহার॥
বর হৈতে শাপ পাইয়া সে কৈন্যা দুঃখিনী।
শিবের পাশেত কান্দি কহে যশস্বিনী॥
উন্মত্ত ভাঙ্গর তুহ্মি হও দিগম্বর।
কোন দেবে নারী রাখে নিজের উপর॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খাও দেব পঞ্চানন।
ক্ষেণে নারী ভাব কর ক্ষেণে খায় স্তন॥
শ্মশানভূমিতে থাক প্রেতগণসনে।
কুচরিত্র কর তুহ্মি দেবে নাহি গণে॥
কতবার তোহ্মারে ছাড়িয়া গেছে গৌরী।
নারীরে পালিতে নারে জনমভিখারী॥
এহিমতে কৈন্যা কহে সকরুণ ভাবে।
শুনিয়া সে সব কথা হাসে কৃত্তিবাসে॥
ভালকথা কহিয়াছ শুনহ কামিনী।
বড় তুষ্ট হৈল তোরে ই সকল শুনি॥
তোহ্মার মুখেত আজি শুনিলাম রহস্য।
অভিলাষ পতি তোর হইবে অবশ্য॥
ই বলিয়া শিব গেল আপনার স্থানে।
পুরীতে আইল কৈন্যা হইয়া মৌনমনে॥
আর দিন গেল কৈন্যা ভাগিরথীতীরে।
পঞ্চবর দেখিয়া হাসিল কপিলারে॥
তাহা জানি হাসিল কপিলাদেবী মাতা।
পৃথিবীতে তোহ্মার হউক পঞ্চভর্ত্তা॥
তাহা শুনি কৈন্যার হইল বড় ক্ষেদ।
পাইল বিষম শাপ হৈল মর্ম্মভেদ॥
পঞ্চপতি হৈব মোর কুলের ধিক্কার।
এতেকে আপনা দেহ করিব সংহার॥
দুই শাপ হএ মোর না যাএ খণ্ডন।
এতেকে আপনা মুই ত্যজিমু জীবন॥
ভদ্রতনু মুনিকৈন্যা সেই ত কাহিনী।
তপস্যা করিতে কৈন্যা চলিল আপনি॥
সুমেরু শিখরে গেল গঙ্গার সমীপে।
শাপ দূর করিবারে মহামন্ত্র জপে॥
একশত বৎসর অবধি কৈল ধ্যান।
তপোবলে হৈল কন্যা ইন্দ্রাণী সমান॥
হেনকালে ব্রহ্মযজ্ঞ সাঙ্গ করি যাইতে।
নিজ পুরে যাএ ইন্দ্র চড়ি দিব্যরথে॥
সেই কৈন্যার নয়নে সদাএ রহে জল।
জলেত পড়িলে হএ সোনার কমল॥
সোবর্ণ কমল দেখি গঙ্গাতে ভাসিতে।
তাহা দেখি ইন্দ্রের বিস্ময় হৈল চিত্তে॥
কোথা নাহি দেখি জলে সোবর্ণকমল।
কোনমতে চাহিবারে চলে পুরন্দর॥
উত্তরে চলিল ইন্দ্র ভাগীরথীতীরে।
সেই কৈন্যার লাগ পাইল সুমেরুশিখরে॥
ভুবনমোহিনী কৈন্যা আছে যোগধ্যানে।
দরশনে ইন্দ্রের হানিল কামবাণে॥
ইন্দ্রে কহে কিবা বাঞ্ছা কর গুণবতী।
চক্ষু মেলি চাহি মোরে বরহ সোন্দরী॥
আহ্মাকে ভজিয়া হও ত্রিলোকঈশ্বরী।
আহ্মি ইন্দ্র দেব এহি পরিহার করি॥
তবে কৈন্যা চক্ষু মেলি চাহে ক্রোধমনে।
ইন্দ্রক কহিতে লাগে বহুল গর্জ্জনে॥
দেবরাজ হৈয়া তোহ্মার হৈছে ছাড়মতি।
গুরুপত্নী লঙ্ঘি তোর হইছে কুখ্যাতি॥

CENTRAL LIBRARY

যেইমত শাপ মোরে দিছে পঞ্চানন।
বর হেতু শাপ পাইয়া তাজিব জীবন ॥
তবে ইন্দ্রে পূর্ব্বকথা মনেত স্মরিয়া।
কৈন্যাতে কহিল কথা সমর্ম্ম জানিয়া ॥
এক ইন্দ্র পঞ্চগুণে পাইবা মর্ত্তোতে।
পরিণয় তোহ্মারে করিব মোর পুত্রে ॥
পুত্রবধূ দেখি ইন্দ্রে তাক উপেক্ষিল।
সেইখানে সেই কৈন্যা কাম্য করি মৈল ॥
ইন্দ্রদেব আইল তবে আপনার পুরে।
সেই কৈন্যা জন্মিয়াছে দ্রুপদের ঘরে ॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে হৈব নৃপচয়।
পঞ্চভাই সেই কৈন্যা করিবা পরিণয় ॥
এথ বলি ব্যাসমুনি চলিল সত্বর।
তবে পঞ্চ ভাই গেল পাঞ্চালনগর ॥
কুন্তী সমে পঞ্চভাই মিলিল তখন।
তপস্বীর বেশ ধরি করএ ভ্রমণ ॥
নানামত কানন তরিয়া দুর্গম পথ।
দক্ষিণ পাঞ্চালে গেল পঞ্চ মহাসত্ব ॥
কুম্ভকারের বাড়ীতে বসতি সেই দেশে।
ভিক্ষা মাগে পঞ্চভাই তপস্বীর বেশে।
তবে দ্রুপদে রাজাএ যজ্ঞ আরম্ভিল।
পুত্র কামনাএ তবে ধনক্ষয় কৈল ॥
নীল অনিল জান দুই পুরোহিত।
করিলেক মহাযজ্ঞ হেন শাস্ত্র নীত ॥
অগ্নি হৈতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল মহামতি ॥
বেদী হতে জন্মিল দ্রৌপদী গুণবতী ॥
অযোনিসম্ভবা কৈন্যা জন্মিল তখন।
হইল আকাশবাণী শুনে ততক্ষণ ॥
এহি কৈন্যা হৈতে হৈব কৌরববিনাশ।
এহি পুত্রে দ্রোণক পাঠাইব যমপাশ ॥
তখনে দ্রুপদ রাজা মনে কৈল সার।
এহি কৈন্যার বর হৈব অর্জ্জুনকুমার ॥[১]
জতুগৃহে মরে হেন না করি প্রত্যয়।
দেব হৈতে সম্ভব অগ্নিতে কিবা ভয় ॥
পাণ্ডবের নাশ নাই জানিয় অবশ্য।
সময় পালএ রাই জানিয়া রহস্য ॥
আর হৈতে না হইব তোর পরিচয়।
স্বয়ম্বর নৃপতিএ করিব পরিচয় ॥
হেনবুদ্ধি চিন্তিয়া কহিল পরস্পর।
অকস্মাৎ পুত্র জন্মে যজ্ঞের ভিতর ॥
শিখণ্ডিনী স্ত্রী হৈয়া জন্মিল প্রথমে।
পুরুষাঙ্গ পাইল তবে দেবঅনুক্রমে ॥
অম্বা নামে কৈন্যা হৈল ভীষ্মবধ হেতু।
কুরুনাশে জন্মিল যেন কালকেতু ॥
ধৃষ্টকেতু জন্মিলেক আর ছয়জন।
দ্রৌপদীকুমারী জন্মে অষ্টম নন্দন ॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

তবে রাজা চিন্তিলেক কৈন্যা স্বয়ম্বর।
নানা রাজ্যে দূত গেল দেশ দেশান্তর ॥
বাসুকী সমান ধনু কৈল নৃপবরে।
আশী সহস্র মল্লে যারে তুলিতে না পারে ॥
হেন ধনু নির্ম্মিলেক পাঞ্চাল ঈশ্বর।
* * * * * * * * * * * * * * * ॥
আকাশেত যন্ত্র লৈক্ষ্য করিয়া স্থাপিব।
করিয়া বিভূতি তবে সে অস্ত্র বিন্ধিব ॥
এহি ধনুতে ধরি যেই দিব গুণে।
এহি লক্ষ্য গগনে হানিব পঞ্চবানে ॥
পাইব দ্রৌপদী কৈন্যা সেই ধনুর্দ্ধর।
দ্রুপদে ঘোষণা দিল সভার ভিতর ॥
পৃথিবীমণ্ডলে আছে যথ নরপতি।
নানা দেশ হৈতে আইল যতেক নৃপতি ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আদি যথ কুরুবংশ।
সর্ব্ব রাজগণ আইল পৃথিবীর অংশ ॥

১. বিশেষভাবে অর্জ্জুনের কথা বলিবার পিছনে, মনে হয়, তাঁহার লক্ষ্যভেদের প্রসঙ্গে সক্রিয়।

CENTRAL LIBRARY

মুনি সব আইলেক কতুক দেখিতে।
লৈক্ষ লৈক্ষ নৃপতি আইল সেইমতে॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব আইল কুতূহলে।
ধরিয়া ব্রাহ্মণ বেশ মুনি সব মেলে॥
সকল বসিল তবে রাজ রাজেশ্বর।
ব্রাহ্মণ সভাতে বৈসে পঞ্চ সহোদর॥
পঞ্চ লৈক্ষ নৃপতি বসিল সমুদয়ে।
নানামত নৃত্যগীত নানা বাদ্য বাএ॥
বস্ত্র অলঙ্কার পরি বিবিধ বিধানে।
দ্রৌপদী মিলিল আসি স্বয়ম্বরস্থানে॥
দুই সখী সঙ্গে করি পুষ্পমালা হাতে।
দাণ্ডাইল কৈন্যা আনি সভার অগ্রেতে॥
হাতেত বিচিত্র মালা কাঞ্চনভূষিত।
শাস্ত্রমত যজ্ঞ তবে করে পুরোহিত॥
হেনকালে দৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদতনয়।
নিবারিয়া বাদ্যভাণ্ড কহে মহাশয়॥
শুন শুন রাজা সব কর অবধান।
আমার বাপের এহি কৈন্যা রত্ন দান॥
এহি ধনু সাজিয়া মারিব পঞ্চবাণ।
এহি লৈক্ষ্য গগনে ভ্রমাইব বিদ্যমান॥
এহি হেতু জন্মিয়াছে অপূর্ব্ব কুমারী।
এহি লৈক্ষ্য হানিবা গগনে ধনু ধরি॥
ই বলিয়া ভগিনীকে চিহ্নাএ কুমার।
চিহ্ন চিহ্ন রাজা সব পৃথিবীর সার॥
অগ্রগণ্য দুর্য্যোধন কৌরবপূজিত।
এহি তান যথ সহোদর সমুদিত॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দুর্ম্মসেন বীর।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর দুর্জ্জয় শরীর॥
শাস্ত্র ধর্ম্ম যদুবংশ দেখহ দুর্ব্বার।
দুর্দ্ধরিষ শূর সর্ব্ব বিজয়কুমার॥
দুর্ব্বল বিকর্ণ আর বিন্ধক প্রভৃতি।
সম বীভৎস আর বীর বিবিংশতি॥
চিত্র বিচিত্র আর চিত্রপদ্মনাভ।
চিত্রাক্ষ বিকট আর চিত্রঅনুভাব॥
চিত্রবাহ বীরব্রহ্মা আর বীর আহ।
দণ্ডভেদী সহোদর আর যে সুবাহ॥
ভীমভোম রাজা আর অভয়কুমার।
অজবাহ ভীমবাহ আর সহোদর॥
মহাবাহু দীর্ঘবাহু আর কুন্তীভোজ।
সেনাপতি কুন্তীভোজ আর হংসধ্বজ॥
চিত্ররথ চিত্রায়ুধ আর সুলোচন।
শরভেদী দণ্ডভেদী আর বিরোচন॥
সরোবর শোভাকর আর জরাসন্ধ।
সিতাক্ষেত্র মহাসত্ত্ব আর বাহুস্কন্ধ॥
সুদণ্ড সহস্রাক্ষ বীর সুধন্বা বিচারি।
ক্ষেমাধৃতি ক্ষেমাকর আর দীর্ঘধারী॥
অগ্রশূর ভয়ঙ্কর আর যে উগ্রাক্ষ।
বিরোচন অবিনাক্ষ আর বিড়ালাক্ষ॥
প্রহস্ত অপরাজিত আর বীরধন।
শৃঙ্গভঙ্গ সুধাচিত্ত আর পঞ্চানন॥
রুদ্রকর্ম্মা ক্রোধকর্ম্মা দৃঢ়কর্ম্মা আর।
কুন্তীভোজ দণ্ডভেদী শতেক কুমার॥
এহি দেখ কর্ণবীর কৌরব পূজিত।
বসিয়া আছএ বীর ক্ষত্রিয় বেষ্টিত॥
শকুনি সুবল আর রাজা বৃহন্নল।
গান্ধার রাজার দেখ পুত্র হর্ষকল॥
মৎস্য কাশী মহারাজা বৃদ্ধ নরপতি।
মণিমন্ত কুন্তধর বৃহন্ন মহামতি॥
জপশূর বেদনাম মেঘসন্ধি নাম।
মগধ মথুরা রাজা কি দিব উপাম॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যে মহেন্দ্রনন্দন।
শ্রুতায়ুধ কাশীরাজা বড় সুশোভন॥
চিত্র বিচিত্র আর রাজা শিশুপাল।
জরাসন্ধ মহারাজা বিক্রমে বিশাল॥
সোমদত্ত বাহ্লিক যে আর ভূরিশ্রবা।
শাল্ব মহারাজার উপমা আছে কিবা॥
সবে মাত্র নাহি আইল ভীম মহাবীর।
কথ কৈব রাজা সব আইল পৃথিবীর॥

CENTRAL LIBRARY

এহিমতে তিনলৈক্ষ আসিয়াছে রাজা।
সমরে গভীর সব মহা মহা তেজা ॥
কৃষ্ণ বলভদ্র আর যথ যদুচয়।
প্রদ্যুম্ন সহিতে চাহে থাকি আকাশএ ॥
যদুবংশ পাণ্ডুবংশ কুরুবংশ বীর।
মদ্রপতি মহারাজা দুর্জ্জয় শরীর ॥
এহিমতে যথ ছিল পৃথিবীর পতি।
ভগিনীকে সকল চিহ্নাএ মহামতি ॥
তবেত সঙ্কল্প করি যথ মহীপাল।
অহঙ্কার করিয়া যে উঠিল তৎকাল ॥
বিমানে চড়িয়া চাহে যথ দেবগণ।
সিদ্ধ বিদ্যাধর বলভদ্র জনার্দ্দন ॥
কতুকে কহেন্ত ইন্দ্র বিদ্যাধরী সনে।
পৃথিবীতে হৈল সব দেবের বিমানে ॥
দিব্যগন্ধ পরিমল দিব্য বহে বাত।
গগনে দুন্দুভি বাজে শুনিতে সুনাদ ॥
অন্তরীক্ষে নিরন্তর দেবের প্রয়াণ।
যক্ষ গন্ধর্ব্ব তাতে যত অধিষ্ঠান ॥
হেনকালে ধনু * * আনিল সত্বর।
আশীসহস্র জনে আনে সভার ভিতর ॥
বাসুকি সমান ধনু দেখি লাগে ভয়।
তাহা দেখি অধোমুখ হৈল সভাচয় ॥
জনমেজয় রাজাএ বোলে কহ তপোধন।
সেই ধনু অগ্রেত ধরিল কোন জন ॥
মুনি বোলে চন্দ্রবংশে তুহ্মি শিরোমণি।
আগে রাজা দুর্য্যোধনে ধনু ধরে পুনি ॥
চক্রবর্ত্তী রাজা সেই পৃথিবী পূজিত।
অগ্রেত ধরিতে ধনু সেই সে উচিত ॥
কটিতে খাটিয়া ধড়া রাজা দুর্য্যোধন।
বীরদর্পে ধনুখান ধরিল তখন ॥
প্রাণশক্তি তোলে রাজা কটির উপর।
তার উর্দ্ধে না পারিল ঘর্ম্মে কলেবর ॥
পুনি অধোমুখ হৈয়া বৈসে সভামাঝ।
কি কহিমু দুর্য্যোধনে পাইল বড় লাজ ॥
তারপরে ধনু ধরি বীর দুঃশাসন।
একহস্ত সম ধনু তুলিল তখন ॥
দুঃশাসন বসিলেক হইয়া হতাশ।
বলহীন হৈয়া তার বুদ্ধি হৈল নাশ ॥
তার পাছে একে একে চাহে শত জনে।
কেহ ত নাড়িতে না পারএ জনে জনে ॥
তবে হাহাকার উঠে নৃপতি সমাজ।
লজ্জাএ বিকল হৈল কৌরবের রাজ ॥
তবে বীর কর্ণ উঠে বহু আস্ফালিয়া।
ধড়াকাছি মহাবীরে ধনু ধরে গিয়া ॥
ধরিয়া ধনুক তবে করিল টঙ্কার।
কণ্ঠসম তোলে ধনু সূর্য্যের কুমার ॥
তার উর্দ্ধে তুলিতে না পারে কর্ণবীর।
অধোমুখে বৈসে তবে সূর্য্যের কোয়র ॥
তার পাছে উঠে জরাসন্ধ নরপতি।
নাভিসম ধনুখান তুলিল শকতি ॥
পুনি এড়িয়া ধনু বৈসে মহীপাল।
তার পাছে শিশুপাল উঠে যেন কাল ॥
শিশুপালে তোলে তবে উরুর সমান।
পুনি তুলিতে ধনু নাহিক সন্ধান ॥
তার পাছে ভগদত্ত বিক্রমে বিশাল।
ধনু ধরি বৃদ্ধ রাজা মারি বাহুতাল ॥
কটির সমান ধনু তোলে নৃপবর।
তার উর্দ্ধে না পারিল লাউড়ঈশ্বর[১] ॥
তার পাছে ধনু ধরে বীর জয়দ্রথ।
উরুর সমান ধনু তোলে মহাসত্ব ॥
তার পাছে ধনুখান তুলিল শকুনি।
জানু সম তুলি ধনু করে টানাটানি ॥
ধনু এড়িতে তার খসিল বসন।
মুক্ত কেশ হৈল মুকুট ভূষণ ॥

১. শ্রীহট্টস্থ লাউড় (মহাভারতে উল্লেখহীন একটি সাধারণ জনপদ)

তার পাশে চাহিল সুশর্ম্মা নরপতি ।
কোন রাজা না পারিল চাহিল শকতি ॥
তার পাছে সোমদত্ত বিরাটে চাহিল ।
প্রাণশক্তি ধনুখান তুলিতে নারিল ॥
ভূরিশ্রবা আদি করি যথ মহাতেজা ।
আর আর পৃথিবীর যথ মহারাজা ॥
কেহ পুনি না পারিল প্রতিজ্ঞা পালিতে ।
মহা কোলাহল শব্দ উঠিল সভাতে ॥
আগে উঠিল সর্ব্ব করিয়া আস্ফাল ।
পাছে অধোমুখ হেন যথ মহীপাল ॥
একে একে ধনুতে দিবারে চাহিল গুণ ।
সমর্থ না হইল কার বলে হৈল উন ॥
প্রতিজ্ঞা বিফল দেখি হইল অসুখী ।
তা দেখিয়া বিষাদিত হৈল চন্দ্রমুখী ॥
লোমে লোমে ঘর্ম্ম সব খসে অলঙ্কার ।
লজ্জাএ বিকল সব রাজার কুমার ॥
অলঙ্কার ছাড়ি সব হইলেক উন ।
মহাবংশে জন্ম সব ইন্দ্রসম গুণ ॥
ক্ষত্রিয় সব দেখি তবে বিক্রমেত উন ।
ব্রাহ্মণসমাজ হৈতে উঠিল অর্জ্জুন ॥
হরিষে ব্রাহ্মণ সবে করে বিমরিষ ।
যদি গুণ দিতে পার হইব হরিষ ॥
বড় বড় নৃপ সব মহাপরাক্রম ।
কেহ না পারিল তাতে সে ধনু দুর্গম ॥
তাহাকে দেখিয়া যাএ ব্রাহ্মণকুমার ।
ই বলিয়া হাসন্ত সকল পরিবার ॥
কেহ বলে গুণ দিতে যাএ মহোৎসবে ।
গুণ দিলে জানিব ব্রাহ্মণ নহে তবে ॥
রাজা সবে তাহারে করএ উপহাস ।
অসম্ভব কর্ম্মেত বিপ্রের অভিলাষ[১] ॥
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া তবে কহে বলরামে ।
অসম্ভব কর্ম্মেত অর্জ্জুন পরাক্রমে ॥
জনার্দ্দন সম্ভ্রমে যাহাতে না দেয় হাত ।
অসম্মতে ধনঞ্জয়ে প্রবোধ তাহাত ॥
বলভদ্র সম্বোধিয়া কহে জনার্দ্দন ।
দেখিবা অর্জ্জুনে চক্রে ভেদিব অখন ॥
তুহ্মি আহ্মি পারি মাত্র আর ধনঞ্জয় ।
আর কোন না পারিব এ তিন ভুবনয় ॥
পাণ্ডবের পত্নী হৈব দ্রুপদকুমারী ।
হেন হেতু বিক্রম না করি অনুসারি ॥
অবশ্য অর্জ্জুনে আজি এহি ধনু তুলি ।
রাজগণ জিনি নিব নি দ্রুপদের বালি ॥
হেন সব কহিতে ব্রাহ্মণ গেল ধাইয়া ।
হাসন্ত সকল ক্ষত্রিয় তাহাক চাহিয়া ॥
হেনকালে অর্জ্জুনে ধনুতে দিল গুণ ।
অলক্ষিতে পঞ্চবাণ ভেদিল অর্জ্জুন ॥
জলধর পথে দিয়া যন্ত্র ভ্রমাইল ।
একবারে পঞ্চ লৈক্ষ্য ভেদিয়া পাড়িল ॥
যন্ত্রপথে জন্মিলেক সে দুই নন্দন ।
যুধামন্ত্র ভর্ত্তৃতেজা বীর দুই জন ॥
হেনকালে পুষ্পবৃষ্টি কৈল পুরন্দর ।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাজে অতি ঘোরতর ॥
হাতে পুষ্পমালা করি দ্রুপদকুমারী ।
অর্জ্জুনের গলে দিল দণ্ডবৎ করি ॥

কৃষ্ণ রাজন্যবর্গের যুদ্ধ

প্রণাম করিয়া কৈন্যা রহে একদিগে ।
দুই যে রূপিল কাম মন অনুরাগে ॥
মৃগচর্ম্ম ধরিয়া যে যত বিপ্রগণে ।
জয় জয় করি বেদ করে উচ্চারণে ॥
রাজা সবে সহিতে না পারে অপমান ।
একচিত্ত হইয়া যে করএ সন্ধান ॥
ক্ষত্রিয়ের নিন্দা হৈল ব্রাহ্মণের জয় ।
অহঙ্কারে দ্রুপদ যে না করিল ভয় ॥

১. পুথির পাঠ অবিলাষ

CENTRAL LIBRARY

আগে তাকে সপুত্রে পাঠাইব যম ঘরে।
কৈন্তা ফালাইব নিয়া সাগর ভিতরে ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কি করিব তাক।
ব্রহ্মতেজে লৈক্ষ্যভেদে দৈবের বিপাক ॥
ই বলিয়া রাজাসব দ্রুপদ বলি ধাইল।
ব্রাহ্মণমেল গিয়া রাজা প্রবেশিল ॥
আর ধনু হাতে লৈল অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
আগু হৈয়া যুদ্ধ দিল না করিল ভয় ॥
তখনে রুষিল কর্ণ হাতে ধনু করি।
দুর্য্যোধন প্রভৃতি চলিল ধনু ধরি ॥
কর্ণ সমে অর্জ্জুনের সংগ্রাম হইল।
যেন দুই মত্ত সিংহ একত্রে মেলিল ॥
ব্রাহ্মণ উপরে কর্ণ কৈল বাণচয়।
সংসার বেড়িয়া তবে হৈল ধূলিময় ॥
দশবাণ হানিলেক পূরিয়া সন্ধান।
অর্জ্জুনে ধরিল ধনু নিবারিল বাণ ॥
শরব্যর্থ কুপিলেন্ত সূর্য্যের কুমার।
ধনুক লইয়া যাএ যমঅবতার ॥
দশবাণ হানিলেক পূরিয়া সন্ধান।
অর্জ্জুনের ধনুখান কৈল খান খান ॥
আর ধনু হাতে লৈল বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণের উপরে কৈল অতি শরচয় ॥
বাণে বাণ নিবারিল সূর্য্যের পুত্রক।
চক্র হেন বাণ হানে চাহি অর্জ্জুনক ॥
সেই বাণে সব্যসাচী করে থর থর।
কম্পিতে কম্পিতে জোড়ে তিন রুদ্রশর ॥
নির্ঘাতে হানিল বাণ কর্ণের হৃদয়।
মোহ পাইয়া কর্ণে দেখে অন্ধকারময় ॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া সূর্য্যের নন্দন।
ভঙ্গ দিয়া গেল তবে সঙ্গে দুর্য্যোধন ॥
না হএ সমর ভাল তপস্বী সহিতে।
চাহিলেই পারে সেই ভস্ম যে করিতে ॥
তপোবলে করে যুদ্ধ নহে ক্ষত্রিয় জন।
ক্ষত্রিয় হইলে পারি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥
ই বলিয়া যাএ কর্ণ দুর্য্যোধন সনে।
কর্ণ ভঙ্গে সিংহনাদ করএ অর্জ্জুনে ॥
ভগদত্ত আদি করি যথ নৃপগণ।
সর্ব্ব রাজা ভঙ্গ দিল ত্যজিয়া যে রণ ॥
হেনকালে ধনু লইয়া শাল্ব নরপতি।
বৃক্ষ উপাড়িয়া ধাএ ভীম মহামতি ॥
ভূমিতে পাড়িল তাকে প্রাণে না মারিল।
ই কি ই কি করি তারে ব্রাহ্মণ নিষেধিল ॥
সুশর্ম্মা নৃপতি চলে সঙ্কল্প করিয়া।
আহ্মি সে আনিব কৈন্তা ব্রাহ্মণ জিনিয়া ॥
গতমাত্র ভীমসেনে তাক বিড়ম্বিল।
রথ সুশর্ম্মাএ রণে ভঙ্গ দিল ॥
তবে জয়দ্রথ রাজা দৃঢ় কৈল পণ।
আহ্মি সে আনিব কৈন্তা জিনিয়া ব্রাহ্মণ ॥
ই বলিয়া জয়দ্রথ যাএ শীঘ্র রথে।
ভীমে তাক লাগ পাইল [রুধে] অর্দ্ধপথে ॥
বৃক্ষের বাড়িএ রথ কৈল খণ্ড খণ্ড।
মহাবলী ভীমসেন সমরে প্রচণ্ড ॥
গোপ দাড়ি উপাড়িয়া চরণে প্রহারে।
মৃতের সমান করি বৃকোদরে এড়ে ॥
হাহাকার করি অবশিষ্ট নরপতি।
ভঙ্গ দিয়া রাজা সব গেল শীঘ্রগতি ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে পাছে পাছে ধাএ।
যেন হস্তীযুথ সিংহে খেদিল লীলাএ ॥

পঞ্চপাণ্ডব-দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা

এথ মুনি মেলে আইল সে সব যে ব্যক্তি।
পঞ্চজন চলিল যে দ্রৌপদী সংহতি ॥
ব্রাহ্মণে বেষ্টি সব পাণ্ডুর নন্দন।
নিজালয়ে সৈন্ধ্যাকালে করিল গমন ॥
দুই সখী সঙ্গে করি পাঞ্চাল দুহিতা।
স্বামী সঙ্গে চলিলেক মানি সফলতা ॥
চরণে নূপুরধ্বনি খঞ্জনের গতি।
নীলমণি জিনি দেখি চন্দ্রমুখ কান্তি ॥

CENTRAL LIBRARY

এথাএ দেব সঙ্গে করি গেল পুরন্দর।
পুত্রে বিজয় দেখি হরিষ অন্তর॥
আগে পাছে পঞ্চভাই পদব্রজে গতি।
মধ্যেত দ্রৌপদী দুই সখীর সংহতি॥
মুনিগণ প্রণমিয়া পঞ্চভাই চলে।
কুম্ভকারের বাড়ীতে গেলেক সৈন্ধাকালে॥
দিনশেষে গেল তবে কুম্ভকারের ঘরে।
ধনঞ্জয়ে নিবেদিল মাএর গোচরে॥
আজি রত্ন পাইল মাও বেলিঅবসারি।
মাএ বোলে পঞ্চজনে খাও ভাগ করি॥
পাছে কৈন্যা দেখিয়া লজ্জিত হৈল কুন্তী।
কদাচিৎ মিথ্যা নহে কুন্তী মহাসতী॥
চিন্তিয়া কহিল দেবী বিধির নির্ম্মাণ।
মোর বাক্য ব্যর্থ নহে বেদ পরমাণ॥
আজ্ঞা দিল পঞ্চভাই কর উপভোগ।
না হইব সৈত্যভঙ্গ ধর্ম্মেত দুর্য্যোগ॥
ই বলিয়া কুন্তী পুত্রবধূ লৈল কোলে।
হেন হেতু দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী মিলে॥
দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি।
নিশাচর রূপে সেই চলিল সংহতি॥
কুন্তীর সহিতে যত সম্বাদ আছিল।
অগোচর হইয়া যে সকল জানিল॥
হেনকালে তথাতে আইল জনার্দ্দন।
বলভদ্র সঙ্গে করি যত যদুগণ॥
সর্ব্ব দুঃখ নিবেদিল রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রবোধন্ত জনার্দ্দন নিষ্পাপ শরীর॥
হেনকালে আইল নারদ তপোধন।
ব্যাস সঙ্গে করি রহে কৃষ্ণের সদন॥
নারদ সহিতে কথা আছিল বিস্তর।
শুনিলেক ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈয়া নিশাচর॥
সকলর রহস্য তবে সমানে জানিল।
পঞ্চপুত্র কুন্তী হেন মাএ ভাবিল॥
তবে দ্রুপদে আসি কহিল বৃত্তান্ত।
শুনিয়া হরিষ হৈল পাঞ্চাল একান্ত॥

অন্তঃপুরে রাজার চক্ষুর পড়ে পানি।
নৃত্যগীতে মহারাজ পসাইল রজনী॥
প্রভাতে আইল রাজা সঙ্গে পুরোহিত।
চতুরঙ্গ দলে রাজা কুম্ভকারের পুরীত॥
কুন্তী সমে পঞ্চভাই দ্রৌপদী সঙ্গতি।
নিজপুত্রে আনিলেক সঙ্গে যদুপতি॥
নারদ সহিতে ব্যাস আসিল পুরীতে।
নানাবিধি পূজা কৈল যেন শাস্ত্রমতে॥
পঞ্চভাই তবে পাইল নানা রত্নধন।
দ্রুপদে অর্চ্চিল নিয়া পাণ্ডুর নন্দন॥
বধূসমে কুন্তীদেবী গেল অন্তঃপুরে।
পূজিত দেবতা যেন দ্রুপদের ঘরে॥
আপনে জিজ্ঞাসে তবে দ্রুপদনৃপতি।
পরিচয় দিল যুধিষ্ঠির মহামতি॥
তবে পরিহার করি কহন্ত রাজন।
দ্রৌপদীরে বিবাহ করিবা কোনজন॥
তুহ্মি জ্যেষ্ঠ সহোদর ধর্ম্ম অনু লএ।
কিবা ভীমসেন কিবা অর্জ্জুন দুর্জ্জয়॥
যুধিষ্ঠিরে কহন্ত ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি।
মাএর বচন ব্যর্থ নহে নরপতি॥
অনুক্রমে পঞ্চভাই বরিব সোন্দরী।
মায়ের বচন আহ্মি লঙ্ঘিতে না পারি॥
তবে পুনি দ্রুপদে কহন্ত পুনর্ব্বার।
কথা নাহি শুনি যে এমন ব্যবহার॥
একের অনেক নারী সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
অনেকের এক নারী কভো নাহি শুনি॥
আপনে পণ্ডিত তুহ্মি হও শাস্ত্ররীত।
কোন হেতু কথা তুহ্মি কহ অযুকত॥
হেনকালে ব্যাসে কহে নৃপতি গোচর।
দ্রৌপদীরে বর পূর্ব্বে দিয়াআছে হর॥
যেইমতে পঞ্চবর মাগে পঞ্চজণে।
যেইরূপে বর তানে দিছে পঞ্চাননে॥
যেইমতে কপিলা শাপিল সেইকালে।
হেন হেতু দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী মিলে॥

CENTRAL LIBRARY

ব্রাহ্মণের কুমারী আছিল জন্মান্তরি ।
যে যে মতে তপস্যা করিল সেই নারী ॥
এতেকে সে কুন্তীদেবী সে আজ্ঞা করিল ।
পূর্ব্বশাপে কৈন্যাএ এবে পঞ্চস্বামী পাইল ॥
হরবর হইছে কপিলাদেবী মাতা ।
কভো মিথ্যা নাহি কহে কুন্তী পতিব্রতা ॥
বাক্য না মানিয়া রাজা করে উপরোধ ।
পূর্ব্বকথা কহি ব্যাস করিল প্রবোধ ॥
কহিল নারদ মুনি গোবিন্দের সনে ।
বহুল প্রকারে রাজা শান্তাইল মনে ॥
তথাপিহ দ্রৌপদী সংসারে এক সতী ।
পূর্ব্বের শিবের বর ধর্ম্মঅনুমতি ॥
তবে ইষ্টদেব পূজি পঞ্চভাই সজ্জা হৈল ।
নিজপুরে কুমারীকে তথাএ সজ্জা কৈল ॥
ভারত মধুর কথা অতি পুণ্যময় ।
ভব তরিবার কথা কহিল সঞ্জয় ॥

দ্রৌপদীর বিবাহ
লাচাড়ি : ধানশী রাগ

অন্তঃপুর যথ নারী দ্রৌপদীক সজ্জা করি
কপালে সিন্দুর অতি রেখা ।
কাজল উজ্জল আখি যেহেন খঞ্জন পাখী
ললাটে যে হেন সূর্য্য দেখা ॥
মৃগমদ কস্তুরী দিলেক শরীরে ভরি
কঞ্চুকে ঢাকিয়া কাঞ্চুলী ।
একে ত সোন্দরী রামা ত্রিভুবনে মনোরমা
সজ্জা হৈল দ্রুপদের বালি ॥
অন্তঃপট করি অতি আনিলেক গুণবতী
সোবর্ণ বেদিকা অভ্যন্তরে ।
স্বর্গে যেন দেবনারী বেড়ি চাহে বিদ্যাধরী
গোবিন্দ সহিতে মুনি সবে ॥
নানা পুষ্প লৈয়া করে আনন্দে উল্লাস করে
পঞ্চকে প্রণমে একবারে ।
ধাতুর দর্পণ আনি বদল করিল পুনি
হস্তলেপ দিলেক পঞ্চেরে ॥
সেই পাণ্ডু পঞ্চজন যেন পঞ্চ পঞ্চানন
দ্রৌপদী যেহেন ভারতী ।
যেন পদ্মালয়ে রসে আইল বিষ্ণুর পাশে
গৌরী যেন পাইল পশুপতি ॥
প্রদক্ষিণ পঞ্চবার ছিড়িল গলার হার
সুমেরু যে করএ ভ্রমণ ।
নানা পুষ্প জাতি যুথী মেলে সব গুণবতী
স্বর্গে যেন উড়ে তারাগণ ॥
নানা যন্ত্র বীণাধ্বনি শুনিতে আমোদ পুনি
যুবতী মঙ্গল করে জয় ।
কুন্দ পুষ্প নাগেশ্বর চম্পক তুলসীদল
লবঙ্গ বকুল অতিশয় ॥
বিমল উত্তরী গাএ উড়িয়াছে মন্দ বাএ
সে রূপে ধৈরয নাহি মনে ।
যথেক যুবতী নারী চাহি রৈল মুখ হেরি
যুবক হানিল পঞ্চশরে ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শুনিতে আমোদ পুনি
বাহে কৃষ্ণ বদনকমলে ।
জিনিল অমরাবতী হেন সব লএ মতি
পুনি নিল বেদিকারতনে ॥
ভারত অমৃতধার ভবভয় তরিবার
কেবল গোবিন্দসুধাময় ।
সর্ব্বলোকে বুঝিবার পয়ার রচিল সার
বিবেচিয়া কহিল সঞ্জয় ॥

তবে রাজা শুভক্ষণে শাস্ত্র অনুষ্ঠান ।
বেদবিধি মতে কৈল কৈন্যা দান ॥
রথ ধ্বজা পতাকাদি দিলেক অতিশয় ।
রামকৃষ্ণ পূজিলেক বহুল বিনয় ॥
যজ্ঞ হোম করিলেক যথ মুনিগণ ।
এহি মতে বিবাহ হইল সমাপন ॥

CENTRAL LIBRARY

এক লৈক্ষ ঘোড়া দিল বায়ুসম গতি।
দশ সহস্র দিল তবে মদমত্ত হাতী॥
তিন শত দাসী দিল বিবিধ প্রকার।
পরম সোন্দরী সব পরি অলঙ্কার॥
দুই লৈক্ষ দিল তবে কনকবাসন।
বিশদ চামর দিল রত্নসিংহাসন॥
রথ ধ্বজপতাকা দিলেক অতিশয়।
দিলেক যথেক ধন কহিতে বিস্ময়॥
পাণ্ডবেরে দিল রাজা অর্দ্ধরাজ্য দেশ।
এহিমতে কুতূহলে রজনীপ্রবেশ॥
পঞ্চভাই রহিলেক দ্রুপদের দেশ।
দ্বারকাতে তখনে চলিল হৃষীকেশ॥

ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের ক্ষোভ ও বিদুরকে প্রেরণ

এথাএ চরমুখে বার্ত্তা শুনি দুর্যোধন।
আনিলেক শকুনি কৃপ এ দুষ্টজন॥
মন্ত্রণা করএ সেই কর্ণবীর সনে।
ধৃতরাষ্ট্রে গোচরে চলিল ততক্ষণে॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনিলেক ই সব বচন।
পুত্রসঙ্গে যুক্তি করে বিষণ্ণ বদন॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে কথা নিভৃতে বসিয়া।
কর্ণসমে দুর্যোধন পুত্রকে লইয়া॥
বাড়িতে আছএ শত্রু বড় হৈল দোষ।
হেন হেতু আমার মনেত অসন্তোষ॥
বিদুরে না জানে যেন ইঙ্গিত আকার।
হেনমতে মন্ত্রণা করহ আরবার॥
দুর্যোধনে কহে তবে মন্ত্রণ নিশ্চএ।
দ্রুপদ সহায় হৈল কিছু পাই ভয়॥
দ্রুপদরাজারে তবে কিছু দিব ধন।
রাজ্য হৈতে দূর যে করুক পঞ্চজন॥
নহে উপহাস্য করি পাঠাউক সোন্দরী।
পঞ্চভাই পাণ্ডবক উপহাস্য করি॥
যেই মতে দ্রৌপদীরে করে মন্দাদর।
তবে না বাসিব ভাল পাঞ্চালঈশ্বর॥
গুপ্তরূপে তথাএ গিয়া থাউক একজন।
প্রকারে মারিতে ভীম পাণ্ডুর নন্দন॥
তবে কর্ণে কহিলেক শুন দুর্যোধন।
কোন জনে মারিবেক ভীমমহাজন॥
অসাক্ষাতে মারিবেক কাহার শকতি।
কোন ধনে লুব্ধ হে দ্রুপদনৃপতি॥
ইহা হৈতে বর্দ্ধমান অধিক না হএ।
যাবৎ তোহ্মা আহ্মা পৃথিবীতে রহে॥
চতুর্দ্দিগে বল মার * * পঞ্চজন।
পৃথিবী হারাইবা নহে শুন দুর্যোধন॥
শুনিয়া কহিল ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়।
ভাল বাক্য কহিলেক রাধার তনয়॥
ভীষ্ম বিদুর সঙ্গে করহ যুকতি।
ভালমতে যেই দেখ যার যেই উক্তি॥
তবে যে একত্র হৈল সকল সমাজ।
অনুক্রমে সকল কহিল বৃদ্ধরাজ॥
শুনিয়া কহিল ভীষ্মে কুরুবংশপতি।
আহ্মার বচন শুন বৃদ্ধ নরপতি॥
সর্ব্বথাএ তুহ্মি তাকে না করিয় ভেদ।
যথ কথা কহি আহ্মি শুন তত্ত্ববেদ॥
যেন তুহ্মি ধৃতরাষ্ট্র তেন পাণ্ডুসুত।
এই ভাই জনে তুহ্মি এক সমযুত॥
গান্ধারী যেমত হএ তেন কুন্তীসতী।
যেন দুর্যোধন তেন ধর্ম্ম মহামতি॥
আপনা তনয় যেন পাণ্ডুর তনয়।
হেনমত ব্যবহার জানহ নিশ্চয়॥
অর্দ্ধরাজ্য ছাড়ি দেয় পাণ্ডুর নন্দনে।
লোকধর্ম্ম রৈক্ষা কর কার্য্য নাই রণে॥
আপনা পৈতৃক রাজ্য পাইতে যুধিষ্ঠির।
অর্দ্ধরাজ্য ছাড়ি দেয় না হইয় অস্থির॥
তুহ্মি রাজ্য পাইলা হেন কর অহঙ্কার।
পূর্ব্বে কুরু পাণ্ডবে পাইছে অর্দ্ধ রাজ্যভার॥
বচন মধুরে যদি না দেয় অনুমতি।
না দিলে পাইব রাজ্য পাণ্ডুর সন্ততি॥

লোকেত অকীর্ত্তি পাইব জন্মিব বিশাল।
কীর্ত্তিনাশ পুরুষের জীবন কি ভাল॥
প্রিয়কর্ম্ম আমার গোষ্ঠীর পরিত্রাণ।
লোকধর্ম্ম রাখিব দেয় অর্দ্ধ রাজ্যখান॥
ভীষ্মের বচন শুনি দ্রোণেহ কহিল।
শ্লাঘা করিয়া তবে বিদুরে বলিল॥
উপরোধে ধৃতরাষ্ট্রে করিল আদেশ।
আপনে বিদুর যাও দ্রুপদের দেশ॥
বধূসমে আন গিয়া পাণ্ডবনন্দন।
যুধিষ্ঠির যেন তেন হএ দুর্য্যোধন॥
রাজার আদেশ পাইয়া বিদুর সুমতি।
দ্রুপদ রাজ্যেত গেল সেই শীঘ্রগতি॥
আগু বাড়ি নিল আসি দ্রুপদ রাজন।
দ্রুপদেত সকল কহিল মহাজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি চারির সম্মতি।
উপরোধে কহিলেক বৃদ্ধ নরপতি॥
দ্রুপদে কহিল যোগ্য সম্বন্ধ আমার।
কুরুবংশ মহামানী বিদিত সংসার॥
তবে পুত্র সমে আইল কুন্তী মহামতি।
দেখিয়া প্রণাম কৈল বিদুর সুমতি॥
পঞ্চ সহোদর গিয়া বন্দে খুল্লতাত।
আনন্দে হরিষ হইয়া বসিল সভাত॥
তবে সবে মিলিয়া যে যুক্তি বহুতর।
কৃষ্ণ আনিতে দূত পাঠাইল সত্বর॥
বার্ত্তা শুনি সেইক্ষণে আইল শ্রীহরি।
পাঞ্চালনগরে কৃষ্ণ আইল রঙ্গ করি॥
সর্ব্বজন মিলিয়া কৃষ্ণেরে নমস্করে।
বসিলেন গদাধর সভার ভিতরে॥
বিদুরে কহিল রাজা ভীষ্মের সম্বাদ।
তাহা শুনি কৃষ্ণদেব হইল সাহ্লাদ॥
আজ্ঞা দিল যদুনাথ যাইতে ত্বরিত।
দ্রুপদেহ মন্ত্রণ দিলেক যথোচিত॥
কৃষ্ণ সনে পঞ্চভাই দ্রৌপদী সহিতে।
দ্রুপদের আজ্ঞা লইয়া চলিল ত্বরিতে॥

বধূসমে কুন্তী দেবী চড়িল রথত্র।
চলি আইল পঞ্চ ভাই আপনা দেশত্র॥
দ্রোণ কর্ণ কৃপ আদি বিকর্ণ প্রভৃতি।
বাড়িয়া আনিতে আজ্ঞা দিল নরপতি॥
সর্ব্বজনে গিয়া তবে বাড়িয়া আনিল।
বধূসমে কুন্তী দেবী রাজাকে বন্দিল॥
ভীমবীর প্রভৃতি বন্দিল পঞ্চজন।
কৃষ্ণেরে করিল সেই বহু সম্ভাষণ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজাত্র কহিল বচন।
খাণ্ডবপ্রস্থেত রাজা করহ আপন॥
শুন শুন কৃষ্ণ আর পাণ্ডুর নন্দন।
দিলাম রাজ্যের ভাগ শুনহ বচন॥
পৃথিবী করউক বশ ধনঞ্জয় বীরে।
শতপঞ্চ ভাই থাক কুতূহল মনে॥
খাণ্ডবপ্রস্থেত গিয়া কর রাজধানী।
গজ বাজী ধ্বজছত্র বাদ্যভাণ্ড শুনি॥
ধৃতরাষ্ট্রের বচন শুনিয়া ধর্ম্মরাজ।
অনুক্রমে বন্দিলেক গুরুর সমাজ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপক বন্দিল পঞ্চবীর।
খাণ্ডবেত কৃষ্ণ সনে পাণ্ডব চলিল॥
খাণ্ডবপ্রস্থেত গিয়া করিলেক স্থান।
রাজধানী কৈল ইন্দ্রপুরীর সমান॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল অতি শুভক্ষণে।
পৃথিবীর রাজা সব আইল ত্বরমানে॥
হস্তিনার অর্দ্ধরাজ্য পাঞ্চাল অর্দ্ধেক।
তাহা লৈয়া ধর্ম্মরাজাত্র কৈল অভিষেক॥
পাটেশ্বরী রাজকৈন্যা যুবরাজ ভীম।
কৃষ্ণের প্রসাদে তারা মহেন্দ্রপ্রতিম॥
নকুল অমাত্য সহদেব দ্বারপাল।
সেনাপতি ধনঞ্জয় বিক্রমে বিশাল॥
পুরোহিত ধৌম্যাচার্য্য দ্রোণের কনিষ্ঠ।
সর্ব্ব রাজা সাধিবারে অর্জ্জুন বলিষ্ঠ॥
সার্ব্বভৌম হেন রাজা হৈল যুধিষ্ঠির।
ইন্দ্রসম মহারাজা পবিত্র শরীর॥

যুধিষ্ঠির রাজা করি কৃষ্ণ গেল দেশ।
খাণ্ডবপ্রস্থেত বাড়ী আছেন বিশেষ॥
হেনকালে আইল নারদ মহাশয়।
কুন্তী সমে পঞ্চ ভাই করিল বিনয়॥
দ্রৌপদী প্রণাম কৈল নারদ-চরণে।
নানামত কহন্ত নারদ তপোধনে॥
পূর্ব্বে সুন্দ উপসুন্দ নামে দুইজন।
একপত্নী হৈল * * ধর্ম্মের কারণ॥
সময় নিবন্ধে কেহ না করিল রতি।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিল সেই নারী প্রতি॥
এক পত্নী হেতু দুই হারাইছে প্রাণী।
হেন হেতু তুহ্মি সবের ঠাই কহি আহ্মি॥
এক পত্নী স্থানে তুহ্মি পঞ্চ সহোদর।
বিরোধ না হএ যেন চিন্তহ সত্বর॥
অনুক্রমে দ্রৌপদীর করিবা পালন।
আহ্মি সময় করি না কর লঙ্ঘন॥
এত বলি নারদে সময় করি দিল।
সেই মতে নিতি নিতি কেলি নির্ব্বহিল॥
একের দিবসে যদি কেলি কর আনে।
তবে সেই দ্বাদশ বৎসর পুনি বনে॥
হেনমতে সুখে রাজ্য করে পঞ্চজন।
সদাএ ভকতি ভীম দ্রোণের চরণে॥
বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত আর গান্ধারীচরণ।
দুর্য্যোধন শতভাই নিত্য সম্ভাষণে॥
নানামতে পুণ্যকথা কহে মুনিবরে।
পৃথিবীতে সুকৃত যে ধর্ম্মের চক্করে॥
রাজঋষি দেবঋষি আর ব্রহ্মঋষি।
প্রতিদিন যুধিষ্ঠির সম্ভাষএ আসি॥
ব্যাস আদি মুনি সব গৌতম বশিষ্ঠ।
জয় মুনি আদি করি যথ তপনিষ্ঠ॥
অনুক্ষণ ধর্ম্ম সনে উত্তম আলাপে।
সদাএ আনন্দ চিত্ত কিছু নাহি পাপে॥

হেনমতে রাজ্য করে ধর্ম্ম নরপতি।
কতদিনে দ্রৌপদী হইল গর্ভবতী॥
যুধিষ্ঠিরঔরসে প্রতিরথ[১] নাম।
বাপের সমান হৈল অতি অনুপাম॥
ভীমের ঔরসে হৈল সুতসোম বীর।
সোবর্ণময় বীর হৈল দুর্জ্জয় শরীর॥
অর্জ্জুনঔরসে হৈল শ্রুতকীর্ত্তি[২] নাম।
মহাবলী মহাশূর জয়ন্ত সমান॥
শতানিক প্রসবিল নকুলঔরসে।
মহাবুদ্ধিমন্ত বীর সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
সহদেব হৈতে হৈল শ্রুতসেন নাম।
তেজে বীর্য্যে তার সম নাহিক উপাম॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন অতি বিলক্ষণ।
এহিমতে পঞ্চজনের হইল যৌবন॥

অর্জুনের বনবাস প্রসঙ্গ

হেনমতে যুধিষ্ঠির রাজা মহাশয়।
অর্জ্জুনে পৃথিবী সব করিল বিজয়॥
দৈবযোগে একদিন অস্ত্রের মন্দিরে।
দ্রৌপদী সহিতে কেলি করে যুধিষ্ঠিরে॥
চর্ম্মের পাদুকা রাজা রাখি সেই দ্বারে।
সঙ্কেত রাখিয়া কেলি করে নৃপবরে॥
দন্তে করি পাদুকা কুকুরে কৈল দূর।
হেনকালে নগরেত তস্কর প্রচুর॥
নগরেত কোলাহল বহুল করিল।
হেনমতে মহাশব্দ নগরে উঠিল॥
রজনী প্রহর দুই সেই সে নগরে।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি সবে ডাক ছাড়ে॥
নিদ্রা হৈতে ধনঞ্জয় উঠিল সত্বরে।
অস্ত্রের ঘরেত গেল অস্ত্র আনিবারে॥
তথাএ দেখে রমণ করন্ত নৃপবরে।
অস্ত্র লৈয়া বাহির হইল অর্জ্জুন সত্বরে॥

১. মূলে প্রতিবিন্ধ্য
২. মূলে শ্রুতকর্মা

CENTRAL LIBRARY

ধনঞ্জয় নগরেত আইল সেইকালে।
হাতে অস্ত্র লৈয়া যাএ ঘোর অন্ধকারে॥
সেইমত গিয়া বীরে তস্কর ধরিল।
তস্কর মারিয়া ধন ব্রাহ্মণ তুষিল॥
আপনা গৃহেত গেল মনেত বিষাদ।
অকস্মাৎ পাপ মুঞি করিল প্রমাদ॥
প্রভাতে চলিয়া গেল ধৌম্যাচার্য্য ঠাঞি।
পুরোহিত সহিতে বসিল তথাই॥
পুরোহিত বিস্মমানে কহে ধনঞ্জয়।
বড় পাপ কৈল আহ্মি জন্মিল বিস্ময়॥
যেইমত সঙ্কল্প করিল পঞ্চজন।
নির্ব্বন্ধ পাদুকা দ্বারে নাহি কি কারণ॥
অস্ত্রের গৃহেত গেলম অস্ত্র আনিবারে।
তথাএ দেখি রমণ করএ যুধিষ্ঠিরে॥
* * * * * * * * * * * * * * * *।
করিল অধর্ম্ম আহ্মি ত্যজিব জীবন॥
তবে সে রাজার স্থানে পুরোহিতে কহে।
নির্ব্বন্ধ পাদুকা কেনে দ্বারেত না রহে॥
দেখিলেক কুকুরে পাদুকা দন্তে করি।
কুকুরেরে শাপিলেক ধর্ম্মঅধিকারী॥
কনিষ্ঠ ভাইরে মোর দেখাইলে শৃঙ্গার।
সর্ব্বলোকে দেখুক তোর শৃঙ্গার ধিক্কার॥
কুকুর শাপিয়া রাজা অর্জ্জুনক তোরে।
শরীর ছাড়িবা ভাই কেনে অল্প দোষে॥
সহজে দ্রৌপদী নহে তোহ্মা গৌরবিত।
ইহার কারণে ভাই পাতক কিঞ্চিৎ॥
এহি ত পাপের ভাই যে হএ উচিত।
জানিয়া করুক আজ্ঞা ধৌম্য পুরোহিত॥
তবে ধৌম্যাচার্য্য বোলে শুন ধনঞ্জয়।
ব্রহ্মচর্য্য করিবারে চলহ তীর্থয়॥
তপস্বীর বেশ ধরি দ্বাদশ বৎসর।
নানা তীর্থ কর গিয়া পাণ্ডব ধনুর্দ্ধর॥
গঙ্গা যমুনা তীর্থ যত নানা দেশ।
বৎসরেক ভ্রম গিয়া পাতালের দেশ॥

তবে পার্থে প্রণমিয়া যত গুরুজন।
ব্রহ্মচর্য্য করিতে চলে পাতালভুবন॥

অর্জুনের পরিণয়
উলুপী : চিত্রাঙ্গদা : সুভদ্রা

অর্জ্জুনক দেখি বোলে মণিমন্ত নাগে।
বিস্তর বিনয় করি কহিবারে লাগে॥
আহ্মি পুত্রহীন ভাল বংশ নাহি আর।
সৈত্য কর বাক্য তুহ্মি রাখিবা আহ্মার॥
কৃপাএ করিল সৈত্য বীর ধনঞ্জয়।
কান্দিয়া আপনা কথা কহে মহাশয়॥
এক পুত্র হৈল মোর নামে মণিকর্ণ।
দৈবে মোর পুত্র সেই খাইল সুপর্ণ॥
বিবাহ করিল পুত্রে না হৈল সন্ততি।
যৌবন প্রবল হৈল বধূ গুণবতী॥
উলুপী নামে কৈন্যা মোর পরম সোন্দরী।
তাকে ভোগ কর তুহ্মি মোর বাক্য ধরি॥
তোহ্মার ঔরসে যদি জন্মিল সন্ততি।
তবে সে নরক হৈতে মোর অব্যাহতি॥
হরিষ হইয়া পার্থ আইল নিকটে।
সৈত্যপূর্ব্ব দৃঢ় কৈল লজ্জিতে সঙ্কটে॥
সম্মতি পাইয়া বীরে কৈল পরিণয়।
কথদিনে বঞ্চিলেক নাগিনী ঘরয়॥
নাগকৈন্যা গুণ কি মোর যাহাতে অনন্ত।
শৃঙ্গার কতুক রস বহল জানন্ত॥
অর্জ্জুনক তুষিলেক বহু রত্ন দানে।
ইরাবন্ত পুত্র যে জন্মিল কথদিনে॥
অভিনব ধনঞ্জয় বিক্রমে সাগর।
পুত্র দেখি সানন্দিত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
তবে তীর্থ করিতে চলিল ধনঞ্জয়।
মণিমন্ত নাগেতে যে কহিল নিশ্চয়॥
পালিব তোহ্মার বাক্য জন্ম হৈল সন্ততি।
আহ্মি তীর্থ করিতে চলিল শীঘ্রগতি॥
এতেকে সাধুর দুঃখ নহে চিরকাল।
কহিল তোহ্মাতে আহ্মি শুন মহীপাল॥

CENTRAL LIBRARY

অলক্ষিতে ধরি কৈন্যা তুলি লৈল রথে ।
কোলে করি লইয়া চলিল শূন্যপথে ॥
সুভদ্রাকে তুলি রথে অর্জ্জুনে হরিল ।
গগনে দুন্দুভি বাদ্য জলদে করিল ॥
অর্জ্জুনে হরিল যদি রামের ভগিনী ।
শুনি ক্রোধে সাজে রাম লইয়া অক্ষৌহিণী ॥
বৃষ্ণি বংশ নরপতি উঠে আস্ফালিয়া ।
রথেত উঠিল সব তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥
সর্ব্ব সেনাপতিগণ সাজে ততক্ষণ ।
পৃথিবী কম্পিত হএ বহল রাজন ॥
পর্ব্বত সমান ক্রোধে বলভদ্র বীর ।
কান্ধেত লাঙ্গল লৈয়া নির্ভয় শরীর ॥
বেগে লড় দিলেক অর্জ্জুন ধরিবার ।
চরণে ধরি কৃষ্ণে হৈল আগুসার ॥
উজ্জ্বল প্রদীপ যেন হাতে নিবাইল ।
সেই মতে গোবিন্দে তাহাকে শান্তাইল ॥
অজ্ঞাত যেভাবে দোষ করিছে অর্জ্জুনে ।
তুহ্মি আহ্মি না ক্ষেমিলে ক্ষেমিবেক কোনে ॥
সুভদ্রার যোগ্য পতি এহি ধনঞ্জয় ।
তোহ্মার আদেশ পাইলে হএ পরিণয় ॥
বলভদ্রে জানিলেক কৃষ্ণের প্রকার ।
হাসিয়া আদেশ কৈল বিহা করিবার ॥
তবে কৃষ্ণার্জ্জুনে রথ [আর] না উঠাইল ।
পুরে আসি সেইক্ষণে মঙ্গল করিল ॥
মঙ্গল বিনোদ বাদ্য নানামত করি ।
বিবিধ বিনোদ বাদ্য রচিল শ্রীহরি ॥
নানামত নৃত্যগীত নানান সঙ্গীত ।
নানামত করিয়া নগরী গাহে গীত ॥
সোবর্ণ বেদিকার মেকলা আরোপণ ।
সোবর্ণ ঘটে জল আনে যথ নারীগণ ॥
রুক্মিণী সত্যভামা যথেক রমণী ।
গঙ্গার জল ভরিবারে যথেক কামিনী ॥
অর্জ্জুনক করিল লৌকিক ব্যবহার ।
করিল যথেক কর্ম্ম নারীর আচার ॥
সুভদ্রাকে বেশ এথা করে অন্তঃপুরে ।
বিশেষ সোন্দরী রামা বিদ্যাধরী তুল্যে ॥
নানা অলঙ্কার শোভে কাঞ্চন ভূষিত ।
মৃগমদ চন্দনে যে অঙ্গ বিলোপিত ॥
অন্তঃপট করি কৈন্যা আনিল তখন ।
সপ্তবার অর্জ্জুনে করিল বেষ্টন ॥
বিমানে থাকিয়া চাহে যথ দেবগণ ।
মণিময় খাটেত তুলিল দুই জন ॥
চৌদিগে বিনোদ বাদ্য করে জয়ধ্বনি ।
আপনে বাহন্ত শঙ্খ দেবচূড়ামণি ॥
গৌরী পিনাক বাহে কাংস্য করতাল ।
বরাক্রুদ্র আদি বাদ্য বাজএ বিশাল ॥
নানা পুষ্প সুভদ্রাএ লইয়া তখন ।
বর কৈন্যা করিলেক শুভ দরশন ॥
পুণ্যকথা ভারতে শুনিতে মধুময় ।
সুভদ্রাবিবাহ কথা কহিল সঞ্জয় ॥

শ্রীরাগ

তবে কৈন্যা গুণবতী প্রণমএ নিজ পতি
যুগল করিয়া দুই কর ।
প্রদক্ষিণ সপ্তবার ছিড়িল গলার হার
নানা রঙ্গ করএ বিস্তর ॥
চাহিলেক দৃষ্টে দৃষ্টে হস্তলেপ দিল বক্ষে
পুষ্পসজ্জা করিয়া বসিল ।
ধুতুরা দর্পণ আনি বদন করিল পুনি
কটাক্ষে যে কিঞ্চিৎ চাহিল ॥
লৈয়া নানা পুষ্পদল সুবাসিত কমল
অশোক চম্পক জাতি যুথী ।
আর পুষ্প নাগেশ্বর বিষ্ণুপদী মনোহর
ভুরু যুগ নয়ন চঞ্চল ॥
বহু পুষ্প রাশি রাশি মেলিয়া ঈষৎ হাসি
স্থলপদ্ম তুলসী বকুল ।
এহিমতে নানা খেলা করিল কুমার বালা
তার পাছে নিল যজ্ঞস্থান ॥

CENTRAL LIBRARY

ভারতের সঙ্গীত গোবিন্দের চরিত্র
কহিলেক সঞ্জএ পয়ার ।

অন্তর্বত্নী সুভদ্রা : অর্জুন সকাশে বিপ্ররূপী ব্রহ্মা

এথা বসুদেব কৈল শাস্ত্রঅনুষ্ঠান ।
বেদবিধিমতে করিলেক কৈন্যা দান ॥
কতুক করিয়া দিল যৌতুক বিধানে ।
দুই সহস্র দাসী দিল তুষিয়া বেতনে ॥
দশ সহস্র হয় দিল অতি বেগবন্ত ।
দুই সহস্র হস্তী দিল অতি বেগবন্ত ॥
সহস্রেক রথ দিল সারথি সহিতে ।
বিশদ চামর দিল নানাবিধি মতে ॥
কনক ভুঙ্গার দিল সুপাত্র রতন ।
হার মণিসমে দিল রত্ন সিংহাসন ॥
এহিমতে বসুদেবে কৈন্যা দিল দান ।
তবে কৈন্যা বর সনে করিল শয়ন ॥
প্রথম যৌবন কৈন্যা করিল বিকাশ ।
অহর্নিশি রতি করে না পূরএ আশ ॥
এহিমতে কতদিন বঞ্চিলেক বাস ।
দিনে দিনে অতি রস হইল বিকাশ ॥
কথ দিনে সুভদ্রা হইল ঋতুবতী ।
দেখিল নির্ম্মল রাত্রি শরতের রাত্রি ॥
আকাঙ্খিয়া পতিব্রতা করিল শয়ন ।
এহিমত এক মোর হউক নন্দন ॥
এহি ঋতু হতে মুঞি হম পুত্রবতী ।
তবে সে ত্রিলোকে মুঞি পতিব্রতা সতী ॥
আকাশে থাকিয়া চিন্তা পাএ নিশাপতি ।
প্রজাপতি স্থানে গিয়া কহে যথ ইতি ॥
আজ্ঞা কৈল পিতামহ চলহ সত্বরে ।
এক কলা থাক গিয়া সংসার ভিতরে ॥
পঞ্চদশ কলা যাও সুভদ্রাউদরে ।
এহিমতে প্রজাপতি কহিলা তাহারে ॥
পঞ্চদশ অব্দ থাকিয়া তথাতে ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে পড়ি আসিয় স্বর্গেতে ॥
হেনমতে পাইয়া ব্রহ্মার আদেশ ।
পঞ্চদশ কলা গেল সুভদ্রা গর্ভবাস ॥
শুভক্ষণে ঋতুরক্ষা কৈল ধনঞ্জয় ।
দিনে দিনে সুভদ্রার গর্ভ তবে হএ ॥
অষ্টম যে মাস গর্ভ ধরিল সোন্দরী ।
হেনকালে অগ্নি আইল বিপ্ররূপ ধরি ॥
ব্রহ্মা দিল উপদেশ ধরিল হৃদয় ।
কৃষ্ণের অগ্রেত গেল অগ্নি মহাশয় ॥
আপনার কার্য্য হেতু গোবিন্দেত কহে ।
যে কার্য্যে আসিছি আহ্মি শুন মহাশএ ॥
পূর্ব্বে শ্বেতকী রাজাএ মহাযজ্ঞ কৈল ।
মুষল ধারাএ অগ্নি ঘৃতেত হনিল ॥
দ্বাদশ বৎসর অগ্নি হৈল সমাপত ।
সেই হতে মন্দানল মোর শরীরেত ॥
ব্রহ্মাএ মোরে পাঠাইল তোহ্মার বিদিত ।
ইন্দ্রের খাণ্ডব বন পুড়ি কর হিত ॥
মহাবন খাণ্ডব রাখএ পুরন্দরে ।
নানা বস্তু নানা জন্তু তাহার ভিতরে ॥
তাহারে দহিলে মোর মন্দানল খণ্ডে ।
তোহ্মার প্রসাদে সুস্থ পাই একদণ্ডে ॥
অর্জ্জুন সহিতে কৃষ্ণ দৃঢ় কৈল পণ ।
দহিব খাণ্ডব বন দেখিবা অখন ॥

খাণ্ডবদাহ

ই বলিয়া দিব্যরথে আরোহণ করি ।
অর্জ্জুন চলিল তবে আর যে শ্রীহরি ॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ দিল অর্জ্জুনের হাতে ।
আচুম্বিত অগ্নি দিল দেব জগন্নাথে ॥
তবে অর্জ্জুনের ঠাই কহিল শ্রীহরি ।
বন বেড়ি কর তুহ্মি শরের পঞ্জরি ॥
তবে শর পঞ্জর করিল ধনঞ্জয় ।
মৃগ পক্ষী যত ছিল সব হৈল ক্ষয় ॥
হেনমতে বন দহে পার্থ জনার্দ্দন ।
বায়ুএ কহিল গিয়া ইন্দ্রের ভুবন ॥

তুহ্মি দেব পুরন্দর ত্রিদশ ঈশ্বর ।
উচিত যে অগ্নি হৈল কৃষ্ণের খর্পর ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন মিলিয়া তোহ্মার বন পোড়ে ।
কর লইতে কৃষ্ণে তোহ্মাকে বাহরে ॥
তবে ক্রোধে প্রত্যুত্তর দিল দেবরাজ ।
দেখ আজি কৃষ্ণক দিবম বহু লাজ ॥
পারিজাত হরি সেই অহঙ্কার করে ।
ঘৃণাএ না মারি তারে সংসার ভিতরে ॥
অর্জ্জুনের দোষ নাহি বনে কুচরিত্র ।
যত কর্ম্ম করে কৃষ্ণ বড় বিপরীত ॥
অপমান পাইবেক গোবিন্দ অনিষ্ঠ ।
জল দিয়া নিবাইব আনল গরিষ্ঠ ॥
অর্জ্জুনক বান্ধিয়া আনিব মোর পাশ ।
দুষ্টজন সঙ্গে থাকি বুদ্ধি হৈল নাশ ॥
তবে ইন্দ্রে আজ্ঞা দিল মেঘগণ আনি ।
খাণ্ডবেক গিয়া সব নিবায় আগুনি ॥
তবে চৌষট্টী মেঘ ইন্দ্রের বচনে ।
মুষল ধারাএ গিয়া বরিষে আপনে ॥
নিবায়ে আনল সব চতুর্মেঘ নাম ।
ধনঞ্জয়ে পঞ্জর করিল অনুপাম ॥
চারিদিকে পিছলিয়া পড়ে সব পানি ।
কুম্ভ নাম মহাবল দহন্ত আগুনি ॥
সিংহ শার্দ্দূল আর মহিষ সকল ।
শশক গয়াল গণ্ডার ভালুক বানর ॥
পক্ষী বহল তাতে পুষ্প নানা মত ।
নানা স্থান মধুবন পুষ্প বৃক্ষ যথ ॥
সকল ইন্দ্রের বন করিল উজ্জ্বল ।
দেবতার উপকার খাণ্ডব দাহন ॥
শরের পঞ্জর হেতু নাহি যাএ জল ।
পুড়িয়া খাণ্ডব বন সব ভস্ম কৈল ॥
তবে ঐরাবতে চড়ি আইল দেবরাজ ।
কোপে বজ্র মেলি হানে না করিল ব্যাজ ॥
শরের পঞ্জর ভাঙে বজ্রের প্রহারে ।
ভগ্নপথ ধনঞ্জয় রুন্ধএ সত্বরে ॥

শতে শতে বজ্র মেলি হানএ সত্বরে ।
অর্জ্জুনে নিবারে তার শরের প্রহারে ॥
শীঘ্রহস্ত অর্জ্জুন দেখিয়া পুরন্দর ।
* * * * * * * * * * * * * * ॥
ধন্য পুত্র হৈলা তুহ্মি কুলের নন্দন ।
পুত্র হৈয়া নষ্ট কৈলা বাপের শাসন ॥
ধর্ম্ম নারায়ণ তুহ্মি কপট চণ্ডাল ।
বাপ পুত্র মৈধ্যে তুহ্মি করাও জঞ্জাল ॥
আহ্মার সকল অস্ত্র তুহ্মি সংহারিলে ।
আহ্মাকে জিনিলা তুহ্মি সময় পাইলে ॥
পারিজাত হরি কৃষ্ণে কৈল ছারখার ।
মহাবন খাণ্ডব পুড়িল আরবার ॥
আহ্মার বচন পুত্র শুন ধনঞ্জয় ।
ধনু শর এড়ি আইস আহ্মার আলয় ॥
এথ শুনি ধনঞ্জয়ে জুড়ি দুই হাত ।
না জানিয়া দোষ কেনে বোল দেবনাথ ॥
বিপ্ররূপে অগ্নি আইল কহিতে উচিত ।
কৃষ্ণের আহ্মার দোষ নাহি কদাচিৎ ॥
দহিব খাণ্ডব বন জিনিব বাসব ।
আহ্মি বিমুখ হৈলে কৃষ্ণ পরাভব ॥
দেবরাজ হৈয়া কেনে কহ অনুচিত ।
শিষ্য সনে যুদ্ধ কর ভাল নহে রীত ॥
তুহ্মি যদি যুদ্ধে হার হৈব অপযশ ।
আহ্মি হারিলে লজ্জা নাহিক বিশেষ ॥
অর্জ্জুনের যেহেন শুনিয়া নি বাক্য ।
মুখেত বসন দিয়া হাসে সহস্রাক্ষ ॥
কৃষ্ণে হাসন্ত বসি রথের উপর ।
অর্জ্জুনক সম্বোধিয়া বলে পুরন্দর ॥
রাখহ খাণ্ডব বন আহ্মি যাই ঘর ।
আপনা পিতৃর বস্তু ভাঙ্গিয়া আপনে ।
পরিণাম হিত কিছু না চিন্ত আপনে ॥
শিষ্য সনে গুরু বাদ কার্য্য নাহি রণে ।
তিনের কারণে তোহ্মা কহিএ তখনে ॥
দেবমাতা সুরভি লোমশ লহামুনি ।
দানবেন্দ্র বিশ্বকর্ম্মা মহাময় গুণী ॥

CENTRAL LIBRARY

এহি চারিজন মাত্র রাখিয় যতনে ।
আর যথ জন্তু সব মারহ পরাণে ॥
ই বলিয়া চলি গেল সহস্রলোচন ।
অর্জ্জুনেহ রক্ষা কৈল এহি চারিজন ॥
ততক্ষণে অর্জ্জুনে মনেত কৈল সার ।
ধনু দিয়া এহি চারি করিলেক পার ॥
একে একে চারিজন কৈল পরিত্রাণ ।
তুষ্ট হৈয়া চারিজন দিল বরদান ॥
সুরভি কহন্ত তোহ্মার শত্রু হৌক ক্ষয় ।
লোমশে কহেন তোহ্মার হউক বিজয় ॥
দানবেন্দ্র কহে তবে বহু আশ্বাসিয়া ।
সম্ভাষিম তোহ্মাকে যে হস্তিনাতে গিয়া ॥
তিনজন প্রণমিয়া করিল বিদায় ।
হেনকালে নাগিনী যে মিলিল তথায় ॥
শীঘ্র আহ্মা পরিত্রাণ কর মহাশয় ।
উপকার তোহ্মার যে করিম নিশ্চয় ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত আহ্মি না পারি রাখিতে ।
নাহি জানি অগ্নি আইল কি বস্তু খাইতে ॥
ই বলিয়া ধনঞ্জয়ে না দিল উত্তর ।
ভাঙ্গিল নাগিনী তবে শরের পঞ্জরে ॥
শরের পঞ্জর ভাঙ্গি বায়ুপথে যাএ ।
অর্জ্জুনে ছেদিল তারে তিন বাণ খাএ ॥
দুই খণ্ড হৈয়া সর্প পড়িল অগ্নিত ।
তার গর্ভ হোতে পুত্র হৈল আচুম্বিত ॥
অর্জ্জুনক ডাক দিয়া কহে উচ্চৈঃস্বরে ।
মোর মাও মারিলা দারুণ ক্ষুরধারে ॥
তখনে সময় নহে যুঝিবার ধার ।
সময় পাইয়া তোকে করিব সংহার ॥
ই বলিয়া জলে ডুব দিল সেই নাগ ।
অর্জ্জুন মনেত হৈল বহু অনুরাগ ॥
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অগ্নি করে স্তুতি ।
নানামত করিলেক বহুল ভকতি ॥
অর্জ্জুনেরে দিল রথ ঘোটক সহিতে ।
সেই রথ ক্ষয় পুনি না হএ রণেতে ॥

অক্ষয় যে দুই টোন দিল হুতাশন ।
গাণ্ডীব ধনুক তানে দিল ততক্ষণ ॥
সহস্র ধনুর বল টানিতে কোমল ।
যাহার টঙ্কারে মহী করে টলমল ॥
ক্রমাগতে দৈত্যে যারে লইয়া যুঝিল ।
সেই ধনু লৈয়া দৈত্যে ইন্দ্রক জিনিল ॥
ইন্দ্রহাতে ছিল ধনু শতেক বৎসর ।
সেই ধনু দিল অগ্নি অর্জ্জুনের তর ॥
দেবদত্ত শঙ্খ দিল পাঞ্চজন্য সমে ।
যার নাদে ভঙ্গ দিল যুদ্ধ ছাড়ি যমে ॥
মন্ত্র সমে কবচ দিলেক আপনার ।
যাহাক ভেদিতে নারে অস্ত্রের প্রহার ॥
অন্তর্ধান কৈলে তবে অন্তর হইব ।
স্মরণে করিলে মাত্র নিকটে আসিব ॥
ই বলিয়া হুতাশন করিল মেলানি ।
রথ ধনু পাইয়া পার্থ আনন্দিত পুনি ॥
অগ্নিক প্রণাম করি করিল বিদাএ ।
কতক্ষণ কৃষ্ণার্জ্জুন আছিল তথাএ ॥
তবে কৃষ্ণ রথে চড়ি অর্জ্জুন সঙ্গতি ।
চলিলেক নিজ পুরে হরষিত মতি ॥
অর্জ্জুন সহিতে কৃষ্ণ যুক্ত যে কহিতে ।
কতুকে চলিয়া আইল আপনা পুরীতে ॥
অর্জ্জুন চলিয়া গেল সুভদ্রাপুরীত ।
গোবিন্দ চলিয়া গেল জ্ঞাতি সমোদিত ॥
এথাতে সুভদ্রা দেবী অর্জ্জুন দেখিয়া ।
নানান মঙ্গল করি নিলেক বাচিয়া ॥
যুদ্ধের বৃত্তান্ত যত সকল কহিল ।
প্রভুর বিজয় শুনি কতুক হইল ॥
এথা কৃষ্ণ কহিল জ্ঞাতি সব স্থানে ।
অর্জ্জুন সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
ই বলিয়া কৃষ্ণদেব গেলেক পুরীতে ।
নানা ক্রীড়া করে প্রভু রুক্মিণী সহিতে ॥
এথাতে অর্জ্জুন বীর বিবিধ বিধানে ।
পরিতোষ করিলেক কামিনীর মনে ॥

অবসরে সুভদ্রাএ কহে অর্জ্জুনেতে ।
চক্রব্যূহ ভেদকথা কহত আমাতে ॥
তবে আদ্যন্ত কথা অর্জ্জুনে কহিল ।
কুতূহল চিত্তে তাহা সুভদ্রাএ শুনিল ॥
দিব্যজ্ঞানে অভিমন্যু সকল শুনিল ।
যেইমতে ব্যূহের ভিতরে প্রবেশিল ॥
আলস্যে পীড়িত দেবী নিদ্রাএ চাপিল ।
নিদ্রার কারণে যে নির্গম না শুনিল ॥
তে কারণে অভিমন্যু নির্গম না জানে ।
জননীর নিদ্রাএ যে নিদ্রার কারণে ॥
তারপরে কথদিন আছে সেই মতে ।
দশ মাস পূর্ণ যে হইল গর্ভজাতে ॥
অর্জ্জুন সভাতে আছে গোবিন্দের সনে ।
আর যথ বন্ধুগণ আছেন তথানে ॥
হেনকালে সুভদ্রাএ প্রসবে কুমার ।
অন্তঃপুরে যত নারী আইল চাহিবার ॥
দেখিল সোন্দর বড় পুরুষ সুরতি ।
শরতের চন্দ্র যেন বিমল কান্তি ॥
চন্দ্রসম কান্তি ধরে পার্থসম মুখ ।
সুভদ্রা দেখিয়া পুনি হইল কতুক ॥
চপল চঞ্চল দেহ পরম নির্ম্মল ।
ভুবনবিজয়ী মূর্ত্তি মহাতেজ বল ॥
জাতকর্ম্ম করিলেক পঞ্চদশ দিনে ।
অভিমন্যু হৈল নাম থুইল নারায়ণে ॥
দিন কথ অর্জ্জুন আছএ রঙ্গ মনে ।
দ্বাদশ বৎসর দূর হইল সেই হনে ॥
কৃষ্ণের আদেশ সেই চলিলেক দেশ ।
হস্তিনাপুরীতে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
যুধিষ্ঠিরে চিন্তা পাএ অর্জ্জুন কারণে ।
হেনকালে দেখা গিয়া করিল অর্জ্জুনে ॥
পুরোহিত প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির বন্দে ।
ভীমক প্রণাম বীর করিল সানন্দে ॥
সহদেব নকুলকে কৈল আলিঙ্গন ।
মাও সমে বন্দে আর যথ গুরুজন ॥
কর জোড়ে দাড়াইল নৃপতির আগে ।
যথেক রহস্যকথা কহিবারে লাগে ॥
যেই মতে কাননে করিল ভ্রমণ ।
যেই মতে একপুত্র হৈল উৎপন্ন ॥
যেই মতে চিত্রাঙ্গদা বিবাহ করিল ।
যেই মতে তার ঘরে বভ্রুবাহন হৈল ॥
যেই মতে দ্বারকাতে কৃষ্ণ সম্ভাষিল ।
যেই মতে সুভদ্রাকে বিবাহ করিল ॥
যেই মতে করিলেক ইন্দ্র সনে রণ ।
যেই মতে রথ ধনু দিল হুতাশন ॥
যেই মতে লোমশ সুরভি অব্যাহতি ।
যেই মতে জন্মে অভিমন্যু মহামতি ॥
যেই মতে দেশে পুনি তথনে আইল ।
ক্রমে ক্রমে অর্জ্জুনে সকল নিবেদিল ॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির অমৃত সিঞ্চিল ।
অর্জ্জুনক নিয়া রাজা কোলে বৈসাইল ॥
দিনান্তরে সুভদ্রা লইয়া চক্রপাণি ।
ভগিনীকে সমর্পণ করি দিল আনি ॥
কৃষ্ণপূজা সম্ভাষণ আছিল বহুতর ।
সর্ব্বজন কুতূহল দেখিয়া কোঞর ॥
সুভদ্রাদ্রৌপদী কৈল প্রেম সম্ভাষণ ।
আর যথ মনে ছিল বন্দিল চরণ ॥
অভিমন্যু সভাত আনিল হেনকালে ।
বহুধন দিয়া বৈসাইল কোলে ॥
পুনি কৃষ্ণ চলি গেল আপনা পুরীতে ।
এহিমতে রাজা করে পঞ্চ মহাসত্বে ॥
তার পরে ভীমসেন রাজা দুর্যোধন ।
বলদেব স্থানে গদা কৈল অভ্যাসন ॥
বল হৈতে গদা শিক্ষা করিল বিস্তর ।
ভালমতে গদা শিক্ষা করে নিরন্তর ॥
এহিমতে যুধিষ্ঠির রাজা মহামানী ।
পরম সুকৃতি রাজা পুরিল ধরণী ॥
পুণ্যকথা ভারতের আদি পর্ব্ব পোথা ।
গোবিন্দ বিজয়ী বেদব্যাসের কবিতা ॥

CENTRAL LIBRARY

সভা পর্ব

CENTRAL LIBRARY

সভা পর্ব

যুধিষ্ঠির সকাশে নারদ কর্তৃক ইন্দ্রসভায় পাণ্ডুর অবমাননার বিবরণ

জনমেজয় রাজাএ বোলে কহ তপোধন ।
কেমতে করিল যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন ॥
মুনি বোলে শুন রাজা কহি সেই বাণী ।
যেমতপ্রমাদ তাতে আছিলেক পুনি ॥
হস্তিনাতে নৃপতি হইল দুর্য্যোধন ।
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ সমে যথ বীরগণ ॥
খাণ্ডবপ্রস্থে হৈল রাজা যুধিষ্ঠির ।
পুত্রসম প্রজা পালে নিষ্পাপ শরীর ॥
নানান কতুকে আছে সব মহাশএ ।
সর্ব্ব পুণ্য চিত্ত তরে আনন্দ হৃদয় ॥
প্রতিদিন আসিয়া সম্ভাষে নারীগণ ।
দিনে দিনে শুনে রাজা পুরাণকথন ॥
নানান কতুকে সে আছে পঞ্চভাই ।
দানধর্ম পুণ্যকথা দিবস গোয়াঞি ॥
নারদ আদি দেবঋষি সম্ভাষে মুনিগণ ।
নিতি নিতি যজ্ঞ হোম দেবসন্তর্পণ ॥
নানামত কথা কহে নারদ তপোধন ।
যেই যেই মতে ছিল পূর্ব্বে রাজাগণ ॥
নিতি নিতি যজ্ঞ হোম দ্বিজসন্তর্পণ ।
রাশি রাশি দান করে রজত কাঞ্চন ॥
অর্জ্জুনের প্রতাপে কাপএ বসুমতী ।
মনিষ্যের কিবা শক্তি কাপএ সুরপতি ॥
একদিন নারদ চলিল স্বর্গপুরে ।
বেণী বাজাইয়া গেল অমরানগরে ॥
হেনকালে দেখে তানে পাণ্ডু নরপতি ।
প্রণাম করিয়া তানে করিল ভকতি ॥
আপনা যথেক দুঃখ করে নিবেদন ।
কান্দিয়া কহিল রাজা আপনা কথন ॥
সংসারে জন্মিয়া না কৈলুম কোন কর্ম্ম ।
যজ্ঞ হোম না করিলুম রাজনীতিধর্ম্ম ॥
ব্রহ্মশাপে মৃত্যু হৈল অকালে মরণ ।
এতেকে বসিতে নারি ইন্দ্রের আসন ॥
মান্যজন দেখি মাত্র না কহে গোচরে ।
নিতি নিতি অপমান পাই গুরুতরে ॥
যেই খানে বসি থাকি ইন্দ্রের সভাতে ।
সেই ভূমি খনিয়া যে পেলাএ জলেতে ॥
একপুত্রে আমার জিনএ বসুমতী ।
এথাতে আমার হৈল পরম বিপত্তি ॥
দিনে দিনে যথ দুঃখ সহিতে না পারি ।
তোমার চরণে আমি নিবেদন করি ॥
আর কথ কহিব দুঃখ বড় অতি ।
কহিবা সংবাদ মোর ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
যদি এক রাজসূয় করে ধর্ম্মরাজ ।
তবে সে বসিতে পারি ইন্দ্রের সমাজ ॥
এতেক বচনে রাজা কহিল করুণে ।
তথা হোতে চলিল নারদ তপোধনে ॥
খাণ্ডবপ্রস্থে আইল ধর্ম্মের সভাএ ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডবে প্রণমে তান পাএ ॥
নারদে কহন্ত কথা শুনে পঞ্চজন ।
সুরপুরী গিয়াছিল ইন্দ্রের ভুবন ॥
তথাতে দেখিল আমি পাণ্ডু নরপতি ।
কান্দিয়া কহিল আমা স্থানে যথ ইতি ॥
ইন্দ্র সনে বসিতে না পারি একাসনে ।
দিনে দিনে দুঃখ রাজা পাএ অপমানে ॥

মাত্রজন দেখি কিছু না কহে গোচরে।
যে ভূমিতে বৈসে তাহা বিসর্জ্জয় জলে ॥
পুনি আর মৃত্তিকা আনিয়া দেন তথা।
এহিমতে ইন্দ্রে যে করএ লগবতা ॥
রাজনীতি ধর্ম্ম যে না কৈল পৃথিবীত।
এতেকে বসিতে নারে ইন্দ্রের সহিত ॥
কান্দিয়া কহিল তবে পাণ্ডু নরপতি।
কহিবা সংবাদ মোর ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
যদি এক রাজসুহি করে ধর্ম্মরাজ।
তবে সে বসিতে পারি ইন্দ্রের সমাজ ॥
ই বলিয়া চলি গেল নারদ তপোধন।
শুনিয়া দুঃখিত হইল ধর্ম্ম পঞ্চজন ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া রাজা ধর্ম্ম নরপতি।
ভূমিতে বসিল রাজা চিন্তাকুল অতি ॥
পিতৃঋণে বদ্ধ হৈলুম না দেখম উপাএ।
কেমতে করিব যজ্ঞ নাহিক সহাএ ॥
যদি বা ই কার্য্য মুই না পারি করিতে।
অরণ্যেতে গিয়া প্রাণ ত্যজিব নিশ্চিতে ॥
হেনমতে সুখে দুঃখে দিন নির্ব্বাহিল।
প্রভাতে যে পঞ্চভাই একত্রে বসিল ॥
হেনকালে তথাএ আইল ব্যাস তপোধন।
কান্দিয়া কহিল রাজা ব্যাসের চরণ।
যেই যেই মতে কথা নারদে কহিল।
ব্যাসের গোচরে তাহা সব নিবেদিল ॥
পিতৃঋণে বন্দী হৈলুম নাহি দেখি শুদ্ধি।
কেমতে করিব যজ্ঞ কহ মুনি বুদ্ধি ॥
সহায় সম্পদ নাস্তি নাহি ধনজন।
কোনমতে হএ যজ্ঞ কহ তপোধন ॥
কান্দিয়া কহিল রাজা ব্যাসের বিদিত।
ব্যাস বোলে শুন কহি করিবা যে হিত ॥
যজ্ঞের সামগ্রী যত তোহ্মা স্থানে কহি।
বিনি রাজা না হইলে নহে রাজসুহি ॥
যজ্ঞ বেদি উপস্কার দণ্ড * * ঘর।
করিব যজ্ঞর কর্ম্ম যত নৃপবর ॥
অতিথি বিপ্রের সেবা করিব রাজাএ।
কাটিয়া আনিব কাষ্ঠ রাজা সর্ব্বদাএ ॥
কাক চিল আদি পক্ষী রাজাএ রাখিব।
হীনজন মত কর্ম্ম রাজাএ করিব ॥
যেই যত চাহে ধন তুষিবেক গিয়া।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রৈভ সম্বরিয়া ॥
বিংশতি সহস্র রাজা যজ্ঞ অধিষ্ঠাতা।
যার যেই যোগ্য কর্ম্ম করিবেক তথা ॥
চারিদিগে বিজয় করিতে যে পারে।
সেই সে করিব যজ্ঞ শুন নৃপবরে ॥
অএ রাজা রাজসুহি বড় দুঃখে হএ।
অনেক সংকট আছে প্রজার সংশয় ॥
পূর্ব্বে রাজসুহি যজ্ঞ কৈল পুরন্দর।
দেবতা অসুরে যুদ্ধ করিল বিস্তর ॥
রাজসুহি যজ্ঞ পূর্ব্বে কৈল পৃথিবীতে।
রাহু রাজার পীড়া হইল তাহাতে ॥
এথ বলি তথা হোতে গেল মুনিব্যাস।
ভূমিতে বসিয়া রাজা ছাড়ন্ত নিশ্বাস ॥
কৃষ্ণদেব এথাএ নাহি সহায় সম্পদ।
সেই সে খণ্ডাইতে পারে আমার আপদ ॥
এতেক চাহিলম কর্ম্মের নাহিক উপাএ।
ই বলিয়া বহুল কান্দিল ধর্ম্মরাএ ॥
এহিমতে দুঃখে সুখে রজনী বঞ্চিল।
সভাপর্ব্ব মহাপোতা সঞ্জয়ে রচিল ॥

জরাসন্ধ প্রসঙ্গ

কতদিনে জরাসন্ধ নৃপতি দুর্ব্বার।
পৃথিবী জিনিয়া হৈল প্রতাপে অপার ॥
বন্দী করি আনে সহস্র বিংশতি নৃপতি।
নরমেধ যজ্ঞ রাজা করিতে আরতি ॥
একত্র করিয়া রাজা বন্দীশালা ঘরে।
রাখিল নিয়ম করি বন্দীর অন্তরে ॥
নিরামিষ হবিষ্য করাইয়া রাখিল।
মরণ দেখিয়া সব হতাশ হইল ॥

CENTRAL LIBRARY

ইহাতে উদ্ধারে হেন নাহিক সংসারে।
বান্ধব নাহিক মোর কৃষ্ণদেব পরে ॥
কৃষ্ণ হোতে যদি নহে সবের মোচন।
নহে রাজা সকলের হইব মরণ ॥
এক যুক্তি হৈয়া সব দূত পাঠাইল।
কৃষ্ণের অগ্রেতে দূত তখনে চলিল ॥
জ্ঞাতিপুত্রে লইয়া খেলা করে জনার্দ্দন।
হেনকালে দূতে বন্দে কৃষ্ণের চরণ ॥
প্রণাম করিয়া দূতে কহে জোড়হাতে।
রাজা সবে নিবেদন শুন জগন্নাথে ॥
পাপিষ্ঠ যে জরাসন্ধ পৃথিবী জিনিয়া।
রাজা সব বন্দী রাখে একত্র করিয়া ॥
একত্রে দিবারে বলি করিছে আরতি।
তুহ্মি পরে সে সবের আর নাহি গতি ॥
মরণ দেখিয়া সবে পাঠাইল মোরে।
তুহ্মি পরে বন্ধু নাই এ তিন সংসারে ॥
হাসিয়া কহিল তবে দেব ভগবান।
চল চল দূত তুহ্মি যাও নিজ স্থান ॥
উপায় করিয়া আহ্মি সব উদ্ধারিব।
তাহার পুরীতে গিয়া তাহাকে জিনিব ॥
বলভদ্র সম্বোধিয়া কহে জনার্দ্দন।
জরাসন্ধে বান্ধি রাখে যত রাজাগণ ॥
এতেকে করিতে চাহি সকল উদ্ধার।
মারিব উপাএ জরাসন্ধ দুরাচার ॥
যদু বংশ সমে তুহ্মি থাক দ্বারকাতে।
খাণ্ডবেত যাই আহ্মি ধর্ম্ম সম্ভাষিতে ॥
দারুক সারথি রথ আনি গদাধর।
খাণ্ডবেত যাইতে চলিল দামোদর ॥
রাজদূত বিদায় করিয়া জনার্দ্দন।
খাণ্ডবে চলিল কৃষ্ণ সানন্দিত মন ॥
কৃষ্ণ আগমন বার্ত্তা শুনি যুধিষ্ঠির।
অশ্রুপাত পুলকিত লোমাঞ্চ শরীর ॥
আগুবারি নিল আসি ভাই পঞ্চজন।
প্রণাম করিয়া তানে দিল সিংহাসন ॥

আপনা দুঃখের কথা কহে যুধিষ্ঠির।
কান্দিয়া কহিল তবে কৃষ্ণের গোচর ॥
যেই কথা কহিল নারদ তপোধন।
যে যে কথা কহিলেক ব্যাস মহাজন ॥
পিতৃঋণে বন্দ হইয়া প্রাণ দিব আহ্মি।
ই ঘোর সংকটে প্রভু নাহি পরে তুহ্মি ॥
যদি বা ই কার্য্য আহ্মি সাধিতে না পারি।
অরণ্যেত কাম্য করি মরিবম হরি ॥
তাহাও নি হাসিয়া কহেন জনার্দ্দন।
কোন কার্য্যের লাগি রাজা চিন্তা পাও মন ॥
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই সহায় যাহার।
পৃথিবীতে কোন কার্য্য অসাধ্য তাহার ॥
আহ্মি যে কার্য্যেতে বলি তাতে দেও মন।
জরাসন্ধে বান্ধিয়া রাখিছে রাজাগণ ॥
ভীমার্জ্জুন সমে আহ্মি তথাতে যাইব।
জরাসন্ধ জিনি রাজা সকল আনিব ॥
হইব যজ্ঞের কর্ম্ম যথ রাজাগণ ॥
এহিমতে আলাপিতে নিশি অন্ত হইল।
নানাবিধি মিষ্ট অন্নে গোবিন্দ তুষিল ॥
প্রভাতে সুসজ্জ তবে হৈল তিনজন।
যুধিষ্ঠির প্রণমিয়া চলিল তখনে ॥
সৈন্যাসীর বেশ ধরি সেই তিন ব্যক্তি।
চলিল মগধ রাজ্য পদব্রজ গতি ॥
আগে কৃষ্ণ মধ্যে ভীম পাছে ধনঞ্জয়।
চলিলেক তিনজন আনন্দ হৃদয় ॥
দিন চারি যায়ন্ত হাটিয়া খরতর।
কথ দিনে পাইল গিয়া মগধ নগর ॥
অর্জ্জুনে কৃষ্ণের ঠাই পুছিল তখন।
জরাসন্ধ নাম মোতে কহ জনার্দ্দন ॥
কৃষ্ণে বোলে জন্ম তার শুন যেই মতে।
জরাসন্ধ হেন নাম হৈল ত্রিজগতে ॥
অপুত্র যে বৃহদ্রথ মগধঈশ্বর।
পুত্রহেতু ধনক্ষয় কৈল নৃপবর ॥

কোনমতে তান ঘরে না হৈল সন্ততি।
হেন মতে নরপতি দুঃখে আছে অতি॥
একদিন দুর্ব্বাসা যে আইল তথাতে।
পুত্রহীন দুঃখী রাজা কহিল মুনিতে॥
এতেক কহিল যদি মগধঈশ্বর।
যজ্ঞ করিবারে আজ্ঞা দিল মুনিবর॥
তবে রাজা পুত্রইষ্ট যজ্ঞ আরম্ভিল।
দুর্ব্বাসা এইসে সেই যজ্ঞে হোম সমর্পিল॥
যজ্ঞ হেতু চরু রাজা অন্তঃপুরে নিল।
সমভাগ করি দুই মহিষীরে দিল॥
এক কলা দুই গর্ভে হইল উপাদান।
দুই জনে প্রসবিল অর্দ্ধ দুই খান॥
মনে দুঃখে পাই রাজা বনে বিসর্জ্জিল।
মৃতাগন্ধে জরা নামে রাক্ষসী আইল॥
একখানে দেখিলেক দুই দুই খান।
তাহা দেখি রাক্ষসীর ভীত হইল মন॥
এক পদ এক হস্ত এক চক্ষু কর্ণ।
খণ্ডে যেন ভাগ করি কাটিছে তখন॥
তাহা দেখি রাক্ষসী যে বিস্ময় হইল।
দুই খান আনি তবে একত্র করিল॥
দুই অর্দ্ধ কায়া যদি একত্রে লাগিল।
বিধাতা কারণে তার জীব সঞ্চারিল॥
ওয়া ওয়া করি শিশু কান্দিল তখন।
কোলে করি রাক্ষসীএ রাখানে তখন॥
হেনকালে দৈববাণী হইল তখন।
জরাসন্ধ নাম তার হৈব বিচক্ষণ॥
মহারাজা হইবেক রাজচক্রবর্ত্তী।
এক ধনু সকল শাসিব বসুমতী॥
ইন্দ্রবজ্র ভয় তার নাহি কদাচিত।
উড়তে চিরিলে সেই মরিব নিশ্চিত॥
জরানাম রাক্ষসী যে সন্ধান করিল।
হেন হেতু নাম তার জরাসন্ধ হৈল॥
তবে রাক্ষসীএ তারে লইয়া সত্বরে।
পুত্র লৈয়া গেল বৃহদ্রথের গোচর॥

কহিল সকল কথা রাজার গোচর।
হের নেহা মহারাজা তোহ্মার কোঞার॥
ইন্দ্রবজ্র ভয় তার নাহিক সংসারে।
মরিব তোহ্মার পুত্র উড়তে চিরিলে॥
পুত্র পাইয়া মহারাজা হর্ষ যে হইল।
বহুবিধ রাক্ষসীরে ভক্ষ্য ভোজ্য দিল॥
এহি তার বিবরণ কহিল তোহ্মারে।
নিশ্চয় মরণ তার উড়তে চিরিলে॥
মহারাজ হই সেই জিনিল সংসার।
হেন হেতু জরাসন্ধ নাম হইল তার॥
কথা অবসানে তিন চলিল সত্বরে।
কতক্ষণে চলি গেল পুরীর ভিতরে॥
ব্রাহ্মণের বেশে গেল জরাসন্ধ দ্বারে।
দ্বার এড়ি তিনজন প্রবেশিল পুরে॥
একাদশী উপবাস করে নৃপবরে।
নানা দান করে রাজা পারণার কালে॥
হেনকালে গেল তিন হরিষ বিষাদ।
হস্তজোড়ে কৃষ্ণে তাকে করে আশীর্ব্বাদ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল ভকতি।
কোন দান অভীষ্ট কহত মহামতি॥
কৃষ্ণে বোলে দান মোরে দিবা মহাজন।
যেই চাহি সেই দিবা কহত বচন॥
জরাসন্ধে কহিব কথা না হইব আন।
দিবম তোহ্মারে আহ্মি যেই চাহ দান॥
দ্বিজ অর্থে মিত্র অর্থে গোধন কারণ।
ধন চাহ প্রাণ চাহ দিবম অখন॥
তবে কৃষ্ণে হাসিয়া কহেন তার স্থানে।
যেই দান চাহি রাজা কর অবধানে॥
কৃষ্ণে বোলে এহি দুই শিশুকে পাঠাই।
ধনুর্ব্বেদ মৈধ্যেত নিপুণ দুই তাই॥
বল পরীক্ষিতে আইলুম তোহ্মার সদন।
অস্ত্রে অস্ত্রে যুদ্ধ দিয়া তোর দুইজন॥
তাহা শুনি জরাসন্ধে চাহিলে হাসিয়া।
অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড দুই শরীর দেখিয়া॥

CENTRAL LIBRARY

রাজাএ বোলে সৈত্য তুহ্মি নাহসি ব্রাহ্মণ।
অস্ত্রে ক্ষেত দেখি দেহ ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
দেখিছি দেখিছি হেন মনে কিছু লএ।
সমর করিছি হেন যুদ্ধের সমএ॥
পরিচয় দিয়া যে কপট কর দূর।
যুদ্ধে সাধ হৈছে আজি যাইবে যমঘর॥
তবে কৃষ্ণে হাসিয়া কহে তার স্থান।
এহি ভীমার্জ্জুন আহ্মি দেব নারায়ণ॥
কতবার সমর করিছ মোর সনে।
সে সকল বিপক্ষ পাশর কোন মনে॥
তাহা শুনি জরাসন্ধ রাজা মহীপাল।
কতবার যুদ্ধে হারি পলাইছে গোয়াল॥
এবে দুই শিশু সঙ্গে আসিছ যুঝিতে।
মরণ নিকটে পাপ আসিছ মরিতে॥
যাবত আসিয়ে আহ্মি করিয়া পারণা।
এথাএ সজ্জ হৈয়া থাক তুহ্মি তিনজনা॥
কৃষ্ণে কহেন তুহ্মি যুদ্ধে হৈলা ভীত।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে নহে ক্ষত্রিয় উচিত॥
তবে রাজা জরাসন্ধে ক্ষেপিয়া দ্বিগুণ।
তুহ্মি গোপ ছাড় নীতি শিশুত অর্জ্জুন॥
ভীমের সহিতে যুদ্ধ কৈলম অগ্রবন্ধ।
ই বলিয়া গদাহস্তে উঠে জরাসন্ধ॥
আর এক গদা আনি দিলেক ভীমেরে।
এহিমতে দুই বীরে যুদ্ধ আগুসারে॥
চতুর্দ্দিগে গজ বাজি বেড়ি রঙ্গ চাহে।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হইল গদাএ॥
দুই জনে করিলেক গদার নির্ঘাত।
একবারে কোটি কোটি বজ্র হএ পাত॥
কেহ কেহ ভয় পাইয়া তথাএ না রহিল।
দেবগণ সঙ্গে ইন্দ্র বিমানে আইল॥
মুটকামুটকি করে পদে পদে ছান্দি।
আছাড়ে পাছাড়ে বুকে বুকে বান্দি॥
সেই যে গদার ঘাএ শুনি ঠনঠনি।
গগনেত অগ্নিময় কম্পএ ধরণী॥
দেখিয়া দেবতাগণে মনে পাইল ভএ।
সকল পৃথিবী ভরি হৈল অগ্নিময়॥
একাক্রমে দিবস দুই করিলেক রণ।
কতক্ষণ শ্রান্ত হৈয়া বৈসে দুইজন॥
ক্ষেণেকে বিলম্বে রণ হৈল পূর্ব্বমতে।
শতে শতে গদা পড়ে দুইর মাথাতে॥
চারি প্রহর দিবস রজনী কথ গেল।
দুই বীর বিষম সমর উপজিল॥
গদাঘাতে হস্তী সব পড়ে স্তব্ধ হৈয়া।
কত হস্তী পড়িল ভূমিতে দন্ত দিয়া॥
কত হস্তী পড়িলেক সারসের বাএ।
পৃথিবী কম্পিত হৈল সে গদার ঘাএ॥
জরাসন্ধ মহাবলী ভীম নহে ঊন।
কৃষ্ণে কহে তত্ত্বকথা শুনহ অর্জ্জুন॥
আহ্মি যে কহিল কথা ভীমে পাশরিল।
জরাসন্ধ বধ আজি সঙ্কট হইল॥
তবে অর্জ্জুনে তাকে করিয়া সন্ধানে।
তৃণ এক নখে চিড়ে ভীম বিদ্যমানে॥
তবে ভীমে পূর্ব্বকথা মনেত ধরিল।
কথা প্রলাপিতে ভীমসেনে আছিল॥
প্রকাশ পাইয়া তবে ভীম মহাজন।
গদা এড়ি ধরে জরাসন্ধের চরণ॥
সর্ব্ব বলে ধরিয়া উড়াতে মারে টান।
জরাসন্ধ চিড়িয়া করিল দুইখান॥
পড়িলেক জরাসন্ধ ত্রিভুবনবৈরী।
স্বর্গেত দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী॥
তবে ভীমে গদা হানে সিংহনাদ ছাড়ি।
সর্ব্ব সৈন্যে তখনে ভীমেরে মারে বেড়ি॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনাএ বেড়ে তিনজন।
পৃথিবী বেড়িয়া হইল শর বরিষণ॥
তা দেখিয়া অর্জ্জুনে যে শরএ ধনুক।
আগু হৈয়া যুদ্ধ দিল বিপক্ষ সমুখ॥
নর গজ অশ্ব কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
যেন বন দহে অগ্নি হইয়া প্রচণ্ড॥

CENTRAL LIBRARY

বহু সৈন্য মারিল হাতের তরবড়ি।
ভঙ্গ দিল হস্তীযুথ করি লড়ালড়ি ॥
দন্ত মুণ্ড কাটি হস্তী ভূমিতে লোটাএ।
অস্থিএ ভরিল মহী রক্তে স্রোত বহে ॥
যেন হস্তী খণ্ড খণ্ড করিল কেশরী।
অবশিষ্ট ভঙ্গ দিল আপনা পাসরি ॥
রণ জিনি তিনজনে শঙ্খনাদ কৈল।
বন্দী ছিল যথ রাজা কতুক হইল ॥
জরাসন্ধ বধ সাঙ্গ হইল এথদূরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥

তবে কৃষ্ণার্জ্জুন ভীম বন্দীশালা আইল।
বন্দী ছিল যথ রাজা মোচন করিল ॥
একত্রে সকল রাজাএ করএ প্রণতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া সকলে করে স্তুতি ॥
তুহ্মি ব্রহ্মা তুহ্মি বিষ্ণু তুহ্মি সে কারণ।
তুহ্মি সে সংসার তুহ্মি সে জীবন ॥
ভাল হৈল জরাসন্ধে বান্ধে আহ্মাসব।
তাহার প্রসাদে মোরা দেখিল কেশব ॥
রাজালোভে আহ্মি সব তোহ্মা না ভজিল।
দয়ার ঠাকুর হরি দয়া উপজিল ॥
তাহা শুনি হাসিয়া কহিল গদাধর।
রাজা করি যাইব সব ইন্দ্রের নগর ॥
এহিসব আলাপিতে দিবস হইল।
রাজাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ তখনে চলিল ॥
জরাসন্ধ পুত্র সহদেবেরে আনিয়া।
পিতৃরাজ্য তার স্থানে দিল সমর্পিয়া ॥
সহদেবেরে রাজা করি জনার্দ্দন।
জরাসন্ধের রথে চড়ি গেল ততক্ষণ ॥
কহিয়া আহিল কৃষ্ণ সহদেবের স্থানে।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞের কালে যাইস আপনে ॥
তবে রাজা গেল সঙ্গে সেই তিন ব্যক্তি।
পাণ্ডবপ্রহস্তে গিয়া মিলে শীঘ্রগতি ॥

চরমুখে শুনিয়া নৃপতি যুধিষ্ঠির।
আগুবাড়ি আনিবারে হইল বাহির ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ভীমে কৈল চরণ বন্দন।
একত্রে প্রণাম কৈল যথ রাজাগণ ॥
তিনজন রাখিলেক হৃদয় উপর।
রাজাগণ আশ্বাসিয়া কহে নৃপবর ॥
যজ্ঞকালে আসিয় সব এথাএ লইয়া ধন।
অথনে আপনা দেশে করহ গমন ॥
তবে সব রাজাগণ প্রণাম করিয়া।
আপনা দেশেতে গেল সাফল মানিয়া ॥
এথাএ কৃষ্ণ সনে রহে ধর্ম্ম নরপতি।
গেলেক কতেক দিন পরম পীরিতি ॥
সভাপর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
ভবভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়

তবে যুধিষ্ঠিরে কহে শুন জনার্দ্দন।
কেমতে করিব যজ্ঞ নাহি ধনজন ॥
কৃষ্ণে কহে চারিদিগে যাও চারিজন।
রাজা সব জিনিয়া আনহ ধনজন ॥
উত্তরে চলিয়া যাও আপনে বৃকোদর।
আনহ বহুল ধন জিনিয়া রাজেশ্বর ॥
পূর্ব্বে নকুল চল আন যত ইতি।
পশ্চিমে সহদেব চলহ মহামতি ॥
দক্ষিণে অর্জ্জুন চল লঙ্কার দিগয়ে।
লঙ্কা হনে আন গিয়া ধন সমশ্চএ ॥
তখনে চলিল ভীম উত্তরে শিঘির।
গদা হাতে চলি গেল যথাএ ধনেশ্বর ॥
তবে যে কুবেরে ধন দিল অতিশয়।
চৌদ্দ কোটী ধন দিল অতি রত্নময় ॥
যক্ষগণ লৈয়া ভীমে আনে সেই ধন।
খাণ্ডবেত আনি তুষ্ট কৈলা সে রাজন ॥
তার পাছে নকুল পূর্ব্ব দিগ জিনিল।
খাণ্ডবেত ধন আনি নৃপতি তুষিল ॥

CENTRAL LIBRARY

সহদেবে পশ্চিমে জিনিয়া রাজাগণ।
যুধিষ্ঠিরে তুষ্ট কৈল দিয়া সেই ধন ॥
তার পাছে অর্জ্জুনে চলিল দক্ষিণেতে।
দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া সহিতে ॥
লঙ্কা উদ্দেশিয়া যাএ পার্থ মহাতেজা।
একত্রে বান্ধিয়া লইল দুইশত রাজা ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর যতেক অপ্সর।
ই সব জিনিয়া ধন আনিল বিস্তর ॥
তার পাছে চলিল পর্ব্বত মহীধরে।
মহাগিরি সিন্ধু আছএ মন্দারে ॥
সে বনে আছএ বীর পবনকুমার।
সোবর্ণ কদলী বন চন্দ্রা নদী পার ॥
সে সৈন্যের সিংহনাদ হনুমন্ত শুনি।
হনুমন্তে শব্দে কিছু করিলেক পুনি ॥
সে শব্দে কম্পিত হৈল পর্ব্বতমহীধর।
সর্ব্বজনে শব্দ শুনি কৈল অনুভর ॥
তাহা শুনি ধনঞ্জয় হৈল সচকিত।
এথা কোন বীর আছে নাহি পরিমিত ॥
আপনার সৈন্য পার্থ রাখিয়া তথাতে।
শব্দ শুনি যাএ বীর চিন্তা করি চিত্তে ॥
পৃষ্টেত অক্ষয় টোন মহাধনু হাতে।
কর্ণেত কুণ্ডল যে কিরীটমণি মাথে ॥
আজানুলম্বিত বাহু বিশাল শরীর।
মত্ত সিংহ হেন গতি নাভী যে গভীর ॥
অর্জ্জুনের তেজে ভঙ্গ দিল বনচর।
নিঃশঙ্কহৃদয় বীর যাএ একেশ্বর ॥
দূরে থাকি হনুমন্ত দেখিতে আছএ।
শরতের চন্দ্র যেন আইসে তেজোময় ॥
মনে মনে ভাবে বীর পবননন্দন।
মহা উগ্র তেজ দেখি আইসে কোন জন ॥
এমত দুর্গমে আইসে না করিয়া ভয়।
হেনজন কেবা আছে মানে নিঃসংশয় ॥
শুনিছি অর্জ্জুন আইছে নরনারায়ণ।
এহি সে অর্জ্জুন হএ লএ মোর মন ॥

বেদেত শুনিছি হেন তেন মনে লএ।
কিরীট কুণ্ডলমালী দেখিতে দুর্জ্জএ ॥
কপালেত অর্দ্ধচন্দ্র শ্রীবৎস উজ্জ্বলা।
অতি নিরমল দেখি গলে বনমালা ॥
তবে হনুমন্তে কিছু রূপ প্রকাশিল।
পঞ্চ যোজন তার শরীর বাড়াইল ॥
অতিশয় জ্বলে দেহ যেন অগ্নিখণ্ড।
সূর্য্যের কিরণ ধরে দেখিতে প্রচণ্ড ॥
হনুমন্ত হেন জ্ঞান করিল অর্জ্জুনে।
পদগতি তথাতে মিলিল ততক্ষণে ॥
দেখিলেক কপিরূপ পিঙ্গল লোচন।
সমুখেতে গিয়া জিজ্ঞাসে তখন ॥
কোন মহাশয় তুহ্মি কপিরূপ ধরি।
অতুলিত বলবীর্য্য কহিতে না পারি ॥
হনুমন্তে বোলে আহ্মি পবনকোঞর।
কেশরীক্ষেত্রে জন্ম জাতিএ বানর ॥
রামকার্য্যে পৃথিবীতে হৈনু অবতার।
রাম সঙ্গে করিলাম রাবণ সংহার ॥
আপনা বিক্রমে মুঞি লঙ্ঘিলু সাগর।
লঙ্কা পুড়িয়া যে মারিলু নিশাচর ॥
রামসনে সীতাদেবী করিলম উদ্ধার।
চিরজীবী হৈয়া আহ্মি বেড়াই সংসার ॥
এথাতে বসতি মোর রামের আজ্ঞায়।
আপনার কথা আহ্মি কহিল তোহ্মাএ ॥
কোন বংশে জন্ম তোহ্মার কহ রে কুমার।
অকপটে পরিচয় দেয়ত তোহ্মার ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত আহ্মি ইন্দ্রের নন্দন।
কুন্তীগর্ভে জন্ম পাণ্ডুবংশে উৎপন্ন ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মঅবতার।
কৃষ্ণের সেবক আহ্মি জানএ সংসার ॥
তবে হনুমন্তে কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
সম্ভ্রমিত হইয়ে তবে প্রণমে অর্জ্জুন ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত তুহ্মি জ্যেষ্ঠভাই সম।
তোহ্মারে দেখিএ আহ্মি যুধিষ্ঠির সম ॥

হনুমন্তে বোলে তুহ্মি নররূপী বীর।
তোহ্মা পরশনে হৈল পবিত্র শরীর॥
বেদেত শুনিয়া আছি যেমত আকার।
সাক্ষাতে জন্মিছ তুহ্মি বিষ্ণুঅবতার॥
কোনহেতু তোহ্মার এথাত আগমন।
সেই কথা মোহাতে কহত মহাজন॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত রাজা রাজসুহি করে।
ধনহেতু যাই আহ্মি লঙ্কার নগরে॥
তাহা শুনি হনুমন্তে কহিল কথন।
কেমতে যাইবা তুহ্মি লঙ্কার ভুবন॥
অপার সমুদ্র জান নাহি পরিমাণ।
যাহাকে দেখিলে সুরাসুর কম্পমান॥
আহ্মি আদি পঞ্চাশ অক্ষৌহিণী বীরগণে।
যাহাকে বান্ধিয়া ছিল পর্ব্বত পাষাণে॥
মন্দার সমুখে গিরি নীলধ্বজ সম।
ই সকলে বান্ধিলাম সুমেরু উপম॥
দুই মাসে নল নীল সহিতে বান্ধিল।
কহিতে না পারি তাতে যত দুঃখ পাইল॥
রাবণ মারিয়া রামে বন্ধ খসাইল।
মধ্যের বন্ধন যে লক্ষণে ভাঙ্গিল॥
তাতে তুহ্মি কেমনে যাইবা সৈন্য সমে।
হেন কথা কহ ভাই না জানিয়া মর্ম্মে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তুহ্মি কহিছ উচিত।
সমুদ্র বান্ধিয়া মুই যাইমু লঙ্কাত॥
শরজালে মোহোদধি করিমু বন্ধন।
তবে স্বর্ণ আনিবম জিনি বিভীষণ॥
হনুমন্তে কহে মোর কিছু না লএ চিত্ত।
কেনে হেন কহ ভাই উন্মত্তের মত॥
পদ্মপত্রে বজ্র রাখে হেন অনুবন্ধে।
মর্কটের সূত্র যেন মত্ত গজ বান্ধে॥
সেই মত কহ তোহ্মি এ সব কথন।
উন্মত্ত হইছে ভাই ভ্রমিয়া কানন॥
অর্জ্জুনে কহন্ত ভাই প্রসাদে তোহ্মার।
বান্ধিব সমুদ্রে আহ্মি কথ বড় ভার॥
গোবিন্দ প্রসাদে ইহা কোন বস্তু হএ।
গোষ্পদের জল যেন মোর মনে লএ॥
আপনে আইসএ যদি আহ্মার সহিত।
যদি তিন শরে নারিমু সমুদ্রবান্ধিত॥
তবে গাণ্ডীব শর না লইব হাতেত।
তাহা শুনি হনুমন্ত রহিল স্থকিতে॥
তবে সৈন্য সহিতে চলিল ধনঞ্জয়।
হনুর সহিতে গেল সমুদ্রকূলয়॥
অপার সমুদ্র দেখি তরঙ্গ অগাধ।
গতিপথ বিরোধিয়া রহে ঝঞ্ঝাবাত॥
অর্জ্জুনে কহন্ত লঙ্কা হএ কোন স্থানে।
হনুমন্তে দেখাইল অঙ্গুলির সনে॥
তবেত অর্জ্জুনে শর লইলেক হাতে।
বিষ্ণুমন্ত্র আমন্ত্রিয়া জুড়িল ধনুতে॥
জয় কৃষ্ণ বলিয়া করিল শরশ্চয়।
দুই কূল চাপিয়া করিল বনে ছয়॥
ব্রহ্মঅস্ত্র রূপঅস্ত্র বাণ পশুপাত।
ক্রমে ক্রমে ধনঞ্জএ করিল সমস্ত॥
দণ্ড দুই বিস্তারিল শরের পাতক।
তিনদণ্ড পাশ কৈল বিস্তার বন্ধন॥
আকাশে থাকিয়া চাহে যক্ষ দেবগণ।
শরে শর আবরিয়া করিল বন্ধন॥
কতক্ষণে অর্জ্জুনে করিল শরজাল॥
সুমেরু সমান বন্ধ হইল বিশাল॥
কতক্ষণে ধনঞ্জয়ে সমুদ্র বান্ধিল।
অর্জ্জুনের উপরে দেবে পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥
হনুমন্ত স্থানে তবে কহে জোড়হাতে।
এবে চল মহাবীর লঙ্কার ভুবনে॥
হনুমন্তে কহে ভর সৈব নি তোহ্মা সবে।
না সহে আহ্মার ভর পর্ব্বত পাথরে॥
অর্জ্জুনে কহেন্ত তবে চাহ সবে উঠি।
না যাইব তোহ্মার ভারে একশর টুটি॥
তবে হনুমন্তে তার দর্প যে ভাঙ্গিতে।
সুমেরু সমান হৈল হাসিতে হাসিতে॥

CENTRAL LIBRARY

পৃথিবী কম্পিত হৈল ত্বরাএ গিয়া চড়ে।
ক্ষুদ্র পক্ষী হৈয়া যেন মহাবৃক্ষ পড়ে॥
দ্বিগুণ কোপিয়া বীরে চাহিল লাড়িয়া।
প্রাণশক্তি না পারে লাড়িতে ভার দিয়া॥
তবে বীর হনুমন্ত লজ্জাকুল মন।
কোনমতে হেতু বীর ভাবে মনে মন॥
তবে জল মৈধ্যে বীর নামিল তখন।
ডুব দিয়া চাহিলেক পবননন্দন॥
শতে শতে দেখে বীর শঙ্খচক্রধর।
চতুর্ভুজে ধরিয়া আছে এক এক শর॥
তাহা দেখি হনুমন্ত উঠিল সত্বর।
পুনি ডুব দিয়া চাহে জলের ভিতর॥
পুনিহ দেখিল শঙ্খচক্র চারি পাহি।
কতুক হইয়া বীর উঠিলেক পুনি॥
অর্জ্জুনেক হাসিয়া করিল আলিঙ্গন।
সফল জনম তোহ্মার হইল ভুবন॥
সফল তোহ্মার নাম হইল অর্জ্জুনক।
সৈত্য সৈত্য তুহ্মি হও সে কৃষ্ণের সেবক॥
সফল তোহ্মার জন্ম হইল ভুবনে।
যার হেতু অস্ত্র ধরে প্রভু নারায়ণে॥
জানিনু সাক্ষাত জন্ম নারায়ণ তুহ্মি।
তোহ্মার কারণে যে পবিত্র হৈল আহ্মি॥
ধ্যানযুক্ত ব্রহ্মাএ দেখিতে নারে যাক।
তোহ্মার প্রসাদে আহ্মি দেখিলাম তাক॥
এক বিষ্ণু দেখিতে যে না পারে প্রার্থনে।
হেন হরি নারায়ণে দেখিনু নয়ানে॥
তোহ্মারে জিনএ শক্তি আছএ কাহার।
হেন প্রভু সর্ব্বক্ষণ নিকটে যাহার॥
আহ্মি সর্ব্ব হতভাগ্য প্রভু যে বঞ্চিত।
ভাগ্যবন্ত বীর তোহ্মি হৈলা পৃথিবীত॥
হেনমতে হনুমন্তে পার্থ লইয়া কোলে।
আনন্দে বহএ ধারা নয়নের জলে॥
তবে হনুমন্ত বীর চলে লঙ্কার নিলয়ে।
সর্ব্বক্ষণ লৈয়া পাছে চলে ধনঞ্জয়॥

সৈন্য সনে গেল বীর লঙ্কার ভিতর।
দেখিয়া লঙ্কার গড় মহাবীরবর॥
সোবর্ণের গৃহ সব মণিএ নির্ম্মিত।
স্থানে স্থানে পুষ্পবন দেখে বিরচিত॥
অতি রম্য সরোবর কমল উৎপল।
ভ্রমরে ঝঙ্কার করে কুহরে কোকিল॥
দেখিয়া বিচিত্র লঙ্কা মোহ ধনঞ্জয়।
ধৈন্য ধৈন্য করিয়া বাখানে অতিশয়॥
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করে সিংহনাদ।
তাহা শুনি বিভীষণ হইল বিবাদ॥
হনুমন্তে কহে আইল বীর ধনঞ্জয়।
তাকে তুষ্ট হইয়া তুহ্মি দেয় ধনচয়॥
যাহাকে ভাবহ তুহ্মি কায়মনচিত্তে।
সেই মহাপ্রভু রাম আসিছে বিদিতে॥
শরজালে কৈল সেই সমুদ্র বন্ধন।
কোটী বিষ্ণু যার সনে দেখিলম নয়নে॥
হেন জন সনে যুদ্ধ করিবা কেমতে।
তার সঙ্গে যুঝিবারে নারে পৃথিবীতে॥
তাকে ধন দিলে রাজা তুষ্ট হৈব মন।
ধন দিয়া পাঠায় অর্জ্জুন মহাজন॥
তাহার সহিতে গিয়া কর প্রীতিযোগ।
তারে ধন দিলে হএ গোবিন্দের ভোগ॥
তাহা শুনি বিভীষণ আইলা সেই স্থানে।
অর্জ্জুন সহিতে কৈল প্রেম সম্ভাষণে॥
চারিদণ্ড পথ জুড়ি এড়ি দিল ধন।
শুনিয়া লইল তাহা পার্থ মহাজন॥
তিন অক্ষৌহিণী সনে ধন লৈয়া চলে।
রথে গজে ধন লৈয়া চলে সেই কালে॥
তথোধিক ধন লৈল পবননন্দন।
বিভীষণ সম্ভাষিয়া চলিল তখন॥
সেই শরবন্ধ দিয়া সিন্ধু হইল পার।
পুনি অর্জ্জুনে মুক্ত কৈল সেই শর॥
তবে বীর কপীশ্বর বীর হনুমান।
আপনার ধ্বজ দিল পার্থ বিদ্যমান॥

হনুমন্তে ধ্বজ দিল অতি ভয়ঙ্কর ।
যার শব্দে বৈরী সব যাএ রসাতল ॥
হনুমন্তে কহে ধ্বজ দিলাম তোহ্মারে ।
মহাযুদ্ধে হৈব তথা মোর অবতারে ॥
ধ্বজ দিয়া হনুমন্তে তাকে আলিঙ্গিল ।
প্রণাম করিয়া তবে অর্জ্জুন চলিল ॥
ধনরত্ন লইয়া বীর চলে কুতূহলে ।
কতদিনে আপনার রাজ্য গিয়া মিলে ॥
ধর্ম্মাচার্য্যে বন্দি রত্নে নৃপতির চরণ ।
তারপাছে বন্দিলেক দেব জনার্দ্দন ॥
ভীমক প্রণামি বীর রহে জোড়হাতে ।
আদ্য অন্ত কথা কহে নৃপতির সাক্ষাতে ॥
যেই মতে জিনিল গন্ধর্ব্ব যক্ষগণ ।
যেই মতে দেখাইল পবননন্দন ॥
যেই মতে শরজালে বান্ধিল সাগর ।
যেই মতে পার হৈল পবনকোঞর ॥
যেই মতে ধনরত্ন দিল বিভীষণ ।
যেই মতে ধ্বজ দিল পবননন্দন ॥
যেই মতে অর্জ্জুন আইল পুনি দেশ ।
সর্ব্বকথা ধনঞ্জয় কহিল বিশেষ ॥
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির অমৃত সিঞ্চিল ।
অর্জ্জুনক স্নেহভাবে আলিঙ্গন কৈল ॥
সভাপর্ব্ব মহাপোতা অতি রসময় ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয় ॥

যজ্ঞের প্রস্তুতি ও ময়দানবের সভাগৃহ নির্মাণ

কৃষ্ণে কহে এবে আহ্মি যাই দ্বারকাত ।
দূত গেলে আসিবাম শুন নরনাথ ॥
ই বলিয়া কৃষ্ণে গেল দ্বারকাভুবন ।
যুধিষ্ঠির তুষ্ট হৈল পাইয়া ধন জন ॥
তবে পঞ্চভাই মিলি করিল যুকতি ।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে ধর্ম্ম মহামতি ॥
মধুমাস পূর্ণমাসী বসন্ত সমএ ।
ব্যাস[১] সনে যজ্ঞ আরম্ভিলা মহাশয় ॥
পৃথিবীর যত রাজা কৈল আমন্ত্রণ ।
আহিল সকল রাজা সঙ্গে ধনজন ॥
রাজঋষি মহর্ষি যত মুনিগণ ।
নারদ প্রভৃতি রাম আদি মহাজন ॥
যজ্ঞস্থান কৈল রাজা ভাগীরথী তীরে ।
নানামত নৃত্যগীত হরিষ অন্তরে ॥
নানামত কৈল রাজা বিচিত্র বচন ।
যাহাকে দেখিতে মোহ পাএ দেবগণ ॥
দ্রৌপদী সহিতে রাজা সঙ্কল্প করিয়া ।
ব্রতস্থ হইল রাজা যজ্ঞাসনে গিয়া ॥
তখনে আইল ময় খাণ্ডবনিলয় ।
উপকার যুঝিতে আহিল মহাশএ ॥
অর্জ্জুনে রাখিছে তাথে খাণ্ডবকাননে ।
সেই হেতু আহিলেক খাণ্ডবস্তবনে ॥
ময় দেখি বিনয় করিল পঞ্চভাই ।
সভা নির্ম্মাইতে ময় মাগে এক ঠাই ॥
তুষ্ট হৈয়া যুধিষ্ঠির স্থান দেখাইল ।
সৈন্য লইয়া ময় তবে কৈলাসেতে গেল ॥
বিশ্বকর্ম্ম নৃপতি আছিল পূর্ব্বকালে ।
তার সভা সব আছে বিচিত্র বিশাল ॥
কিঙ্করে সহস্রে গিয়া বাহিয়া আনিল ।
খাণ্ডবপ্রস্থেত গিয়া সভা বিরচিল ॥
নানা ধনে করিল সভার বিরচন ।
স্থানে স্থানে লাগিলেক কাঞ্চন রতন ॥
বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ কিবা শিবের কৈলাস ।
হেনমতে দিব্যপুরী কৈল আওয়াস ॥
সভাপর্ব্ব মহাপোতা ভারতসঙ্গিতা ।
গোবিন্দ চরিত্র বেদব্যাসের কবিতা ॥

১. ব্যাস-মহাভারতে আছে—ব্যাস রক্ষা অর্থাৎ ঋত্বিক, সুসামা উদ্গাতা, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্য, ধৌম্য ও পৈল হোতা।

CENTRAL LIBRARY

লাচাড়ি

বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি কনক রাতুল মণি
করিলেক সভার নির্ম্মাণ ।
যেন ই পুরী দেখি কুবের বরুণ লিখি
দিব্যমণি শোভে স্থানে স্থানে ॥
হেন সভা কৈল ময় শত্রু মিত্র পরিচয়
মিত্রসবে দেখে দিব্যস্থানে ।
স্থল দেখি জলময় জলময় স্থল হএ
হেন সমএর অনুষ্ঠান ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির পাঠাইল নকুল বীর
নিমন্ত্রিল জ্ঞাতি সমুদিত ।
দ্বারকাতে বাসুদেব নিমন্ত্রিল সহদেব
কৃষ্ণরাম আদি যথোচিত ॥
আইল কৃষ্ণ মহাশএ লৈয়া যত যদুচএ
সাত্যকি প্রভৃতি বলরাম ।
জয়দ্রথ শিশুপাল মৎস্যরাজা পাঞ্চাল
আর যত কত কৈব নাম ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ যুযুৎসু দুঃশাসন
দুর্য্যোধন সমে শতভাই ।
সোমদত্ত বাহ্লিক ভূরিশ্রবা শতানিক
অশ্বত্থামা নিলে ঠাই ॥
আর যত নৃপচয় পুরিতে যত হএ
মিলিল আসিয়া যজ্ঞস্থানে ।
বসিলেক সর্ব্বজন আদি করি জনার্দ্দন
সারি সারি কনকআসনে ॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন সদাএ অস্থির মন
পথ এড়ি বিপথে সে যাএ ।
দ্বারেত অন্ধারে গতি অন্ধারে দ্বারে গতি
স্থল এড়ি জলেত সামাএ ॥
পড়িয়া জলের মাঝ লজ্জা পাইল পুরুরাজ
তিতিলেক সকল বসন ।
কানাকানি করি তবে হাসএ নৃপতি সবে
দুর্য্যোধন ইচ্ছিল মরণ ॥

তবেত কিঙ্করগণ যোগাইল বসন
দুর্য্যোধন বসিল সভাত ।
আর যত রাজাগণ বসিলেক আসন
দুর্য্যোধন বেড়ি চতুর্ভিত ॥
এহিমতে সমুচএ বসিল নৃপতি চএ
যার যেই আছএ বিহিত ।
সভাপর্ব্ব রসময় কহিলেক সঞ্জয়
পুণ্যকথা ভারতসঙ্গীত ॥

এহিমতে সভাতে বসিল নৃপগণ ।
বহুল পাইল লজ্জা নৃপ দুর্য্যোধন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বসিলেক আর অশ্বত্থামা ।
বসিল সকল সভা ইন্দ্রের উপমা ॥
দুঃশাসন শকুনি বসিল দুই ভিত ।
এহিমতে রাজচক্র বসিল সভাতে ॥
বসিল সকল মুনি নারদ প্রভৃতি ।
যজ্ঞ অধিষ্ঠান হৈল ধর্ম্ম নরপতি ॥
ব্যাস সমে ধৌমাচার্য্য আর মুনিবর ।
ই সকলে বেড়ি করে যজ্ঞ অনুভব ॥
যার যেই কর্ম্ম করে নৃপতিমণ্ডলে ।
বেদ পাঠ করিলেক মুনি যে সকলে ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির গোবিন্দের সনে ।
বিনয় করিয়া রাজা কহন্ত আপনে ॥

লাচাড়ি : দীর্ঘছন্দ

তবে ধর্ম্ম নরনাথে জুড়িয়াছে দুই হাতে
সকলে কার্য্যেতে দেয় মন ।
দান দিবা তুহ্মি কর্ম্ম অধিকারী দুর্য্যোধন
অতিথি তুষিবা দুঃশাসন ॥
আবরিয়া যজ্ঞালয় থাকিবা যে পিতামহে
দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা সনে ।
যার যেই যোগ্য হয় করিবা নৃপতিচয়
ই বলিয়া করে পরিহার ॥

সবে আজ্ঞা করে যবে যজ্ঞ পূর্ণ দিল তবে
সকলের লৈয়া অনুমতি ।
এমত বিনয় করি কহে ধর্ম্ম আগুসারি
পুনি যজ্ঞ গেল নরপতি ॥

কৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান : শিশুপালের
কৃষ্ণনিন্দা : শিশুপাল বধ

এহিমতে যুধিষ্ঠিরে সকল কহিল ।
যার যেই মত কর্ম্ম সকলে করিল ॥
চৌদ্দ কোটী অগণিত স্বর্ণ কৈল দান ।
রাশি রাশি দান কৈল যজ্ঞ অধিষ্ঠান ॥
খণ্ডে খণ্ডে নেও নেও এহি মাত্র শুনি ।
পরিতোষ হৈয়া সর্ব্বে ধর্ম্মেক বাখানি ॥
বহুবিধ ধন দিয়া ব্রাহ্মণ তোষিল ।
কনক রতন পাত্র বহুবিধ দিল ॥
তবে সভা সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির কহে ।
আগে বরিবাম কাকে কহ পিতামহে ॥
ভীষ্মে বোলে কৃষ্ণদেব আছেন সভাতে ।
কৃষ্ণ পরে আর কারে বরিবা অগ্রেতে ॥
তাহা শুনি কহে কোপি রাজা শিশুপাল ।
কোন রাজবংশ কৃষ্ণ জাতিএ গোয়াল ॥
চণ্ডাল ধীবর প্রায় সমুদ্রে বৈসয় ।
কিবা গোপ জাতি কিবা ক্ষত্রিয় নাহিক নির্ণয় ॥
ধেনু রাখি কথকাল ছিল বৃন্দাবন ।
বনমৈধ্যে জাতি নাশ কৈল গোপীগণ ॥
দস্যুবৃত্তি করিয়া হরএ পরনারী ।
মোর নারী লইয়া গেল বনে চুরি করি ॥
ইন্দ্র মাঞ্চাজাল করি কংসেরে মারিল ।
না বুঝিয়া মুচসবে তোকে বড়াই দিল ॥
ক্ষেত্রিমেলে বসিতে না পারে হেন জন ।
অবোধ বর্ব্বরে কহে কৃষ্ণ নারায়ণ ॥
মারিছে নরক রাজা গিয়া তার স্থানে ।
শঙ্খচূড় মারিয়া যে পাঞ্চজন্য আনে ॥
আর কোন কর্ম্ম করে ক্ষেত্রিয় মাঝারে ।
থান দুই কর্ম্ম দেখি পুছয় সংসারে ॥
যতেক বলিল কৃষ্ণ না দিল উত্তর ।
ক্রোধ করি মারিতে চাহএ হলধর ॥
হাতে ধরি তাহারে নিবারে জনার্দ্দন ।
যদবধি হএ গালি শতেক পূরণ ॥
পূর্ব্বে তার মাতৃ সঙ্গে করিআছি পণ ।
শত গালি সহিতে যে আছিএ আপন ॥
যথ গালি পাড়ে সেই সভার ভিতর ।
সরা মৈধ্যে আঙ্গুল দিয়া রাখে গদাধর ॥
তবে শিশুপাল উঠে ক্রোধ করি মন ।
না রহিব যজ্ঞে আহ্মি শুনহ বচন ॥
আহ্মি সব মহারাজা জানএ সংসারে ।
আহ্মি সব এড়ি বর গোপ যে কুমারে ॥
সেই মতে শতগালি তখনে পূরিল ।
সেই সরা মহাপ্রভু হাতে তুলি লইল ॥
চক্র হেন সেই সরা যাএ মারিবার ।
শিশুপালের মাথা কাটে পুণ্যির সঞ্চার ॥
শিশুপাল বধ হৈল সভা যে পর্ব্বয় ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয় ॥

যজ্ঞ সমাপ্তি

ডরাইল রাজা সবে কৃষ্ণ অনুভবে ।
অন্তরে হরিষ হৈল সকলে পাণ্ডবে ॥
তাহা দেখি কম্পে দুর্য্যোধন নৃপবর ।
যত দুষ্ট রাজা সব কাপিল অন্তর ॥
জয় মুনি কহন্ত কথা শুনে জনমেজয় ।
তিন জন্ম মুক্তি পাইল সে যথ বিজয় ॥
তবে স্বর্গে পুষ্প বিষ্টি কৈলা দেবগণ ।
তবেত হইল সব আনন্দিত মন ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা গোবিন্দ বরিল ।
কৃষ্ণ হাতে সমর্পিয়া সার্থক মানিল ॥
পদধৌত জল রাজা করিল গ্রহণ ।
তবে শেষে যজ্ঞ পূর্ণ দিল মুনিগণ ॥
সোবর্ণের পাত্রে দ্বিজ করাইল ভোজন ।
আর যত বিধিমত করিল তোষণ ॥

CENTRAL LIBRARY

যদুবংশ সনে কৃষ্ণ সুভদ্রার সনে ।
যুধিষ্ঠিরে সম্ভাষিয়া চলিল তখনে ॥
এহিমতে সর্ব্বরাজা করিল বিদাএ ।
মেলানি দিলেক রাজা ধর্ম্ম মহাশএ ॥
ভ্রাতৃসনে দুর্য্যোধন গেল হস্তিনাত ।
শত্রুর সম্পদ দেখি তনু হএ পাত ॥

দুর্যোধনের ঈর্ষা : শকুনির মন্ত্রণা : গান্ধারীর উপদেশ

দীর্ঘ ছন্দ

তবে রাজা দুর্য্যোধন সদাএ অস্থির মন
মরণ ইচ্ছএ দুষ্টাচার ।
দুঃখ ভাবি মনে বড় মাতুলেত কহে দঢ়
নাশএ শরীরে দুঃখভার ॥
শত্রুর সম্পদ দেখি উফরি পড়এ আখি
নিশ্বাস পড়এ ঘন ঘন ।
শকুনি কহেন বুদ্ধি জন্ম তার কিবা শুদ্ধি
শুন রাজা আহ্মার বচন ॥
দেবঅবতার বীর সংগ্রামেত বড় স্থির
পঞ্চভাই দেবঅবতার ।
জিনিতে না পারি রণে যুদ্ধ করি তার সনে
এক যুক্তি আছএ সংসারে ॥
শকুনি কহন্ত তবে শুন যুক্তি অনুভবে
মোর সম নাই পাশা আর ।
খেলিমু কপট সারি সে যাইব সর্ব্বস্ব হারি
সর্ব্বরাজ্যে হৈবা মহীপাল ॥
আনাও ধর্ম্মরাজ বিলম্বে নাইক কাজ
এই আছে যুক্তির প্রধান ।
বৃদ্ধ রাজা কাছে যাও কান্দিয়া ধরিয়া পাও
পুনি লও তান অনুষ্ঠান ॥
তবে দুর্য্যোধন গেল কান্দিয়া বাপেত কৈল
গদ গদ কান্দিয়া বিস্তর ।
যত অপমান পাইল শতগুণে সুখী ধাইল
দুঃখিত হইল নৃপবর ॥
জানিলেক বৃদ্ধ রাজ ফলিল বিষম কাজ
ডাক দিয়া গান্ধারীক আনে ।
গান্ধারীতে কহে যত যত যুক্তি অনুগত
যতেক কহিল দুর্য্যোধন ॥
গান্ধারী কহে দুর্য্যোধন সেই ধর্ম্ম পঞ্চজন
সেবা মন্দ কি করিছে তোর ।
তাহারে করিলে নষ্ট গোবিন্দ হইব কষ্ট
হিতবাক্য শুন তুহ্মি মোর ॥
অতি শুদ্ধ বুদ্ধি বড় শাস্ত্রেত পণ্ডিত দঢ়
ভীষ্ম দ্রোণ সবে অনুক্ষণ ।
জিনিতে না পার বলে রাজ্য নিতে চাহ ছলে
কেন হেন চাহ দুর্য্যোধন ॥
তোহ্মা হৈতে অধিক জান পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজন
আহ্মাতে ভকতি করে অতি ।
পাপবুদ্ধি পরিহরি আহ্মার বচন ধরি
না শুনিয়া শকুনি কুমতি ॥
ই কর্ম্মের শুদ্ধি নাই ঠেকিয়া ধর্ম্মের ঠাই
ভীমে কারে না রাখিব দেশে ।
পাইবা বহুল তাপ হেন না করিবা বাপ
শকুনি কর্ণে কি করিব শেষে ॥
পৃথিবী হইব বশ দিনে দিনে পাইবা যশ
সুখে থাকে শতপঞ্চ ভাই ।
না করিয় পাপকর্ম্ম নাহএ যুকত ধর্ম্ম
দুর্য্যোধন তোহ্মাকে সুজাই[১] ॥

ধৃতরাষ্ট্র-শকুনি-দুর্যোধন সংবাদ

এহিমতে গান্ধারীএ কহিল বচন ।
সে সকল কথা না শুনএ দুর্য্যোধন ।
এত করি গান্ধারী চলিল অন্তঃপুরে ।
দুর্য্যোধন প্রবোধন্ত বৃদ্ধ নৃপবরে ॥
কুকর্ম্ম করিবা তুহ্মি কুবুদ্ধি সহিত ।
কহিব ই সব যত বৃদ্ধ সমুদিত ॥

১. বুঝাই

CENTRAL LIBRARY

মোর অপযশ হৈব ই তিন ভুবনে ।
বৃদ্ধে শিখাইছে হেন কইব ভীষ্মদ্রোণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম কথা লও দ্রোণ অনুমতি ।
সেই মত কর্ম্ম কর যেই হএ যুকতি ॥
তথা হৈতে চলিল নৃপতি দুর্য্যোধন ।
যেমত কুমন্ত্র করে কর্ণ দুঃশাসন ॥
শকুনি সহিতে তারা এহি চারি জনে ।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে দুর্য্যোধনে ॥
যেমত কুমন্ত্রণা করে কর্ণ দুঃশাসনে ।
এথা বৃদ্ধ নরপতি চিন্তিয়া যে মনে ॥
কহিল যে সব যুক্তি করে দুর্য্যোধন ।
যেমতে কুমন্ত্রণা করে কর্ণ দুঃশাসন ॥
ভীষ্মে বোলে বৃদ্ধ রাজা শুন তোহ্মা কহি ।
সেসব কালের মত অধিকারী নহি ॥
আপনার ভাল রাজা চিন্তহ অখন ।
কদাচিত বাপুপুত্রে নহে ভিন্নজন ॥
যেই মতে ভালা দেখ চিন্ত সেই কাজ ।
আহ্মা সব কেনে পুছ বৃদ্ধ মহারাজ ॥
আপনা কৈল্যাণ চিন্ত শুন নৃপবর ।
আহ্মি সব ভালো মন না দিব উত্তর ॥
দুর্য্যোধন হৈতে হৈব কুরুকুল ক্ষয় ।
রাজ্য পুনি ভোগিব পাণ্ডুর তনয় ॥
আহ্মি সব নষ্ট হৈব কহিল অখনে ।
ই বলিয়া দ্রোণ ভীষ্ম উঠে সভা হনে ॥
এথ কর্ণে কহে শুন রাজা দুর্য্যোধন ।
ধৃতরাষ্ট্রে গান্ধারীতে পুছ কি কারণ ॥
বৃদ্ধ বাপমাও তার কৈল্যাণ চাহে ।
হেন কথা কহিতে কহে হাতে না ছুয়াএ ॥
ভাই ভাই কথা জান একত্র বসতি ।
সর্ব্ব নষ্ট হৈতে চাহ বৃদ্ধের কুমতি ॥
ইন্দ্র অসুর দুই ভাতৃ মহাবলী ।
অসুর মারিয়া ইন্দ্র করে ঠাকুরালি ॥
সর্প আর গরুড় আছিল দুই ভাই ।
সর্প মারি গরুড় যে পাইল বড়াই ॥
বালী সুগ্রীব দুই ছিল সহোদর ।
বালী মারি রাজা হৈল সুগ্রীব বানর ॥
কুবের জিনিয়া ধন আনিল বরুণে ।
জ্যেষ্ঠ ভাই জিনি রাজা হৈল বিভীষণে ॥
এতেক কহিএ আহ্মি শুনহ বচন ।
যেই মতে ভাল হএ চিন্তহ অখন ॥
তবে বৃদ্ধ নরপতি দুর্য্যোধনের আনে ।
কর্ণ লইয়া মন্ত্রণা করএ ততক্ষণে ॥
বহুল বিনয় করি কহে দুর্য্যোধনে ।
এহি কথা শুনিয়া ফিরিল বৃদ্ধ মনে ॥
তবে রাজা কহিলেক দুর্য্যোধনের তরে ।
মন্ত্রণা করহ ভালো বসিয়া বিরলে ॥
বুকে টুকি দিয়া কহে শকুনি দুর্ম্মতি ।
অহঙ্কার করি কহে জিনিব বসুমতী ॥
কর্ণে কহে শুন রাজা আহ্মার বচন ।
কি করিতে পারে সেই পাণ্ডুর নন্দন ॥
যেবা কহ কৃষ্ণ দেব তাহার সহাএ ।
একরথে যদু বংশ জিনিব লীলাএ ॥

যুধিষ্ঠিরাদির দ্যূতসভায় আগমন : দ্যূত-ক্রীড়া

তবে রাজা দুর্য্যোধন কুতূহল মনে ।
দিব্য এক সভা রচিলেক বিরচনে ॥
সহস্র স্তম্ভের ঘরে সহস্রের দ্বার ।
মণি মাণিক্য বহু লাগিছে প্রচুর ॥
কপট রচনা গৃহ করিল নির্ম্মাণ ।
বৃদ্ধ রাজা বসিলেক তাহাতে প্রধান ॥
বসিলেক দুর্য্যোধন কপটভাজন ।
ভীষ্ম দ্রোণ আনাইল অমাত্যসমাজ ॥
তবে সভা মৈধ্যেত বসিল কুরুরাজ ॥
যুধিষ্ঠির আনিতে বিদুর পাঠাইল ।
রাজার আদেশ কথা বিদুর কহিল ॥
জ্যেষ্ঠতাত আদেশ শুনিয়া নরপতি ।
পঞ্চভাই চলিলেক দ্রৌপদী সংহতি ॥

CENTRAL LIBRARY

বিদুর সহিতে আইল হস্তিনানগর ।
পঞ্চভাই বসিলেক সভার গোচর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপক বন্দিল পঞ্চজন ।
আর যথ মান্য বন্দো জ্যেষ্ঠতাতচরণ ॥
দুর্য্যোধন শত ভাই প্রেম সম্ভাষণ ।
অন্তঃপুরে বন্দিলেক গান্ধারীচরণ ॥
দ্রৌপদী রহিল পুরে দেবীর সদন ।
এথাএ সভা মৈধ্যেত বসিল পঞ্চজন ॥
একস্থানে সকল বসিল বন্ধুবর্গ ।
সভাখান হৈল যেন ইন্দ্রপুরী স্বর্গ ॥
তবেত শকুনি কহে ধর্ম্মের সদন ।
তুহ্মি আহ্মি পাশা খেলি ধন করি পণ ॥
তাহা শুনি কহিলেক বীর বৃকোদর ।
তোহ্মার খেলার যোগ্য নহে যুধিষ্ঠির ॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন কহিলেক পুনি ।
মোর পরিবর্ত্তে এহি খেলিবেক শকুনি ॥
শকুনির যথ পণ শত ভাই আহ্মি ।
যুধিষ্ঠিরের যথ পণ পঞ্চভাই তুহ্মি ॥
এমত নিয়ম করি আরম্ভিল সারি ।
অকস্মাৎ কম্পিলেক হস্তিনানগরী ॥
ধূলিময় অন্ধকার ছাইল অবনী ।
নানা অমঙ্গল বহু দেখিএ ধরণী ॥
শিষ্টজনে জানিলেক সকল সমুচয় ।
অচিরেত কুরুবংশ হইবেক ক্ষয় ॥

দ্রৌপদীর নিগ্রহ

দীর্ঘ ছন্দ

হেনকালে উল্কাপাত গগনেত নির্ঘাত
বিনি মেঘে অন্ধকার মূলি ।
চতুর্দ্দিগে শিবা রব হইলেক অনুভব
রাহুএ গ্রাসিল পূর্ণ বেলী ॥
আকাশেত ঝঞ্ঝাবাত বরিষে শোণিত পাত
দেখিএ সকল অমঙ্গল ।
বিদুর অন্ধক বুঝাইল কুরুবংশ নাশ হৈল
দুরন্ত যে দুর্য্যোধন সনে ॥
প্রথমে কাঞ্চন ধন যুধিষ্ঠিরে কৈল পণ
যথ যথ আছে ধন জন ।
পদ্ম শঙ্খ আদি করি সাগরে সাগর ধরি
সকল হারিল মহাজন ॥
লৈক্ষ লৈক্ষ দাসদাসী হারিলেক রাশি রাশি
আর যথ গঠিত কাঞ্চন ।
অগণিত যথ নিধি নাহি আর অবধি
বিশদ চামর সিংহাসন ॥
চন্দন যে মলয়জ নানাবিধি বহু সজ্জ
আর যথ আছিল ভাণ্ডারে ।
মেষ অশ্ব ধেনু যথ হারিলেক বিধিমত
আর যথ কি কহিব নাম ॥
সহদেব কৈল পণ হারিল নৃপনন্দন
নকুল অর্জ্জুন তার পাছে ।
ভীমক হারিল যবে মহালজ্জা পাইল তবে
আর চাহে কেহ নাহি কাছে ॥
পণ কৈল আপনার সর্ব্ব লোকে হাহাকার
পাশাপতি জিনিল শকুনি ।
আর কিছু নাহি ধন দ্রৌপদী করিল পণ
হারিলেক ধর্ম্মশিরোমণি ॥
শকুনি উঠিল ফালে জিনিলাম জিনিলাম বোলে
লজ্জা পাইল ধর্ম্মের নন্দন ।
তবে রাজা দুর্য্যোধন হৈল কৌতুক মন
শকুনি সহিতে দুঃশাসন ॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধে কহে ঘন ঘন
প্রতিগামী যার নাম শুনি ।
দ্রৌপদী সভাতে আন পরিহরি লজ্জা মান
দাসিত্ব করৌক মনে গণি ॥
ধাই প্রতিগামী গেল যেহেন হানিল ছিল
কহিলেক সেসব কথন ।

CENTRAL LIBRARY

দ্রৌপদী কহিল তবে কি বলিল সভাসবে
তাতে কিনা ছিল বৃদ্ধজন ॥
আপনে হারিল পতি স্ত্রী হারে কোন মতি
কহিবা যে ধর্ম্মের নন্দন ।
আপনে হারিল যবে পত্নীকে হারিল তবে
কহিব আমার নিবেদন ॥
পুনি প্রতিগামী আইল সভাতে সকল কৈল
দুর্য্যোধনে বোলে আন গিয়া ।
আগুপাছু পণ শুদ্ধি বিচারএ স্ত্রীবুদ্ধি
ন্যায় করউক সভাতে আসিয়া ॥
ক্রোধ করি দুর্য্যোধন আদেশিল দুঃশাসন
দ্রৌপদীক আন চুলে ধরি ।
রাজার বচন ধরি দুঃশাসনে কেশে ধরি
সভাতে আনিল একেশ্বরী ॥
একবস্ত্র রজঃস্বলা দ্রুপদকুমারী বালা
রাহু যেন গ্রাসে চন্দ্রকলা ।
কান্দএ কুমারী বামা রূপে গুণে অনুপমা
নয়নে বহএ বহু জল ॥
গালি পাড়ে সভাসদ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ
উচিত না বুঝে কেনে সবে ।
আপনে হারিলে পতি স্ত্রী যাব কোন গতি
প্রত্যুত্তর[১] না দেয় এবে কোন ॥
তবে ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য চিন্তিয়া বহুল কার্য্য
প্রত্যুত্তর করিতে না পারি ।
ধর্ম্মরাজ সূক্ষ্ম[২] গতি কতেক কহিব নিতি
যুধিষ্ঠিরে কহিব বিচারি ॥
প্রমোদিত দুর্য্যোধন শকুনি সুতনন্দন
সকলে করউক উপহাস ।
কহে কর্ণ দুরাচার পাণ্ডবের অলঙ্কার
খসাইয়া লও সবের বেশ ॥
শুনিয়া পাণ্ডব সব অনুচিত পরাভব
খসাইয়া দিল ততক্ষণে ।

দ্রৌপদীর বস্ত্রধরি সভা মৈধ্যে অগ্রসরি
পরিহাস করে দুঃশাসন ॥
তবে পতিব্রতা দেবী মনে মনে ধর্ম্ম সেবি
হরি হরি স্মরে ঘন ঘন ।
হা হা দেবী লক্ষ্মীপতি কর মোরে অভ্যাগতি
লজ্জা যদি রাখ জনার্দ্দন ॥
তবে দেব লক্ষ্মীপতি বস্ত্ররূপ শীঘ্রগতি
দ্রৌপদীতে করিল আরতি ।
পুঞ্জে পুঞ্জে স্থানে স্থানে পট্টবস্ত্রে পরিধানে
রজঃস্বলা নাহি পরিণতি ॥
তাহা দেখি বহুলোক হইলেক কতুকিত
অপমানে হইলেক ত্রাস ।
দুঃশাসন* * * * ঘর্ম্মিলেক কলেবর
দুঃশাসন হইল হতাশ ॥
তবে বহুলিত ধুনি সভাতে উঠিল পুনি
দ্রৌপদীরে প্রশংসায় সবে ।
পতিব্রতা মহাসতী পাণ্ডবের ধর্ম্মপত্নী
পরাভব পাইব কৌরবে ॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন মদনে মোহিত মন
দ্রৌপদীক চাহে ঘন ঘন ।
গজ শুণ্ড সমগুরু যেহেন কদলী উরু
দেখায়ন্ত তুলিয়া বসন ॥
ফুটিয়াছে কামবাণ নাহি হিতাহিত জ্ঞান
দ্রৌপদীক বসাএ উরুতে ।
তাহা দেখি গুরুজন সকল হইল মৌন
ক্রোধে কম্পে ভীম মহাশয়ে ॥
ভীমে কহে সভালোক দোষ না দিয় মোক
প্রতিজ্ঞা যে করিলুম এথাই ।
সংগ্রামেত আওসারি বজ্রসম গদা মারি
উরু ভাঙ্গি ভাঙ্গিমু বড়াই ॥
করিব রুধির পান বক্ষ করি দুইখান
দুঃশাসন মারিব পরাণে ।

১. পুথির পাঠ পত্যুত্তর
২. পুথির পাঠ সূক্ষ্ম

CENTRAL LIBRARY

ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি দুঃশাসন হাসে পুনি
উপহাস করে কুরুগণ ॥
যুধিষ্ঠিরে কহে ভীম অভিযোগ নাহি সীম
গর্জ্জিতে লাগিল বৃকোদর ।
চারি সহোদর হারি নিজ তনু পরিহরি
নারী হরে কিসের অন্তরে ॥
রভসে খেলিলা সারি হারিলা ঘরের নারী
হেন ছাড় বুদ্ধি দিলা কেনে ।
রাজা হৈয়া খেল দ্যূত পরাভব অদভুত
এমত করএ কোনজন ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই নহে যবে দুই হস্ত উপাড়ম তবে
তবে সে মনের দুঃখ যাএ ।
এ বলিয়া ভীমসেন নিশিতে কমল যেন
নিঃশব্দে হইল অধোমুখ ॥
তবে দুষ্ট কুরু যতে বেড়িয়া চতুর্ভিতে
দ্রৌপদীক হাসে সর্ব্বজনে ।
কর্ণে বোলে উপহাসি দুর্য্যোধনে বোলে দাসী
রাধুনী বোলএ দুঃশাসনে ॥
তাহা দেখি বৃকোদর ওষ্ঠ কাপে থর থর
যুধিষ্ঠির রাজার গোচর ।
আজ্ঞা কর নরবর আজি পাঠামু যমঘর
কর্ণ দুর্য্যোধন কুরুগণ ॥
ই বলিয়া ভীমসেন অগ্নি মধ্যে ঘৃত যেন
ক্রোধে গদা লইলেক হাতে ।
অর্জ্জুনে বিচন্ত গাও সহদেবে ধরে পাও
হাতে নিবারন্ত নরনাথে ॥
এহিমতে ভাই সবে কিছু সাস্থাইল তবে
কুরু বলে যেন দেখে যম ।
তবে মহাবলী ভীম পরাক্রম নাই সীম
কিছুমাত্র পাইলা উপসম ॥
ভারত সঙ্গীতা কথা বিচিত্র ব্যাসের পোতা
বাখানিল পয়ার সুসারে ।
পরলোকে হিত আশ শুনিলে পাতক নাশ
বাখানিল সঞ্জয় পয়ার ॥

ধৃতরাষ্ট্রের দ্রৌপদীকে বরদান পুনর্বারদ্যূতক্রীড়া

এহিমতে সর্ব্ব সভা করে হাহাকার ।
ধৃতরাষ্ট্র গৃহেতে হইল অপহার ॥
শিবারব উচ্চস্বর পক্ষীধ্বনি নাদ ।
তবে কহে ধৃতরাষ্ট্রে হইল প্রমাদ ॥
তবে অন্ধ নরপতি আনি দুর্য্যোধন ।
নানামত করিলেক বহুল গঞ্জন ॥
বিবুদ্ধি হইল তোর মরণের তরে ।
পাণ্ডবের পত্নী আন সভার ভিতরে ॥
ততোধিক কহরে পাপিষ্ঠ ছারমতি ।
অচিরে হইতে চাহ যমের বসতি ॥
তবে রাজা দ্রৌপদীরে সাস্থাএ আপনে ।
দুই হস্ত ধরি রাজা বিবিধ বিধানে ॥
বধূর শ্রেষ্ঠ বধূ তুহ্মি সবের প্রধান ।
দুঃখ পরিহর তুহ্মি নাহি অপমান ॥
যেই বর মাগ তুহ্মি পাইবা সেই বর ।
সেই বর দিব মাও তোহ্মার গোচর ॥
তবে দ্রৌপদীএ কহে গুরুর চরণ ।
এহি বর দেয় মোরে শুন মহাজন ॥
অস্ত্র সমে স্বামীসব করহ মোচন ।
সেই বর ধৃতরাষ্ট্রে দিল ততক্ষণ ॥
বর পাইয়া পঞ্চভাই হইল সমাহিত ।
রথ ধনু লইলেক হইয়া হরষিত ॥
তাহা উপহাস্য করে সর্ব্ব কুরুগণ ।
নারীএ রাখএ কাপুরুষ সেই জন ॥
তাহার জীবন ব্যর্থ সে নর অধম ।
তাহা শুনি ক্রোধে কহে * * উপসম ॥
ধর্ম্ম শাস্ত্রে নারী হএ অর্দ্ধ কলেবর ।
বিপদ বিনাশ করে শুন রে বর্ব্বর ॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন করএ যুকতি ।
সকল ভাঙ্গিল তাহা বৃদ্ধ নরপতি ॥
বন্দী হোতে সিংহ যেন এড়ি দিল রাজ ।
বৃদ্ধ রাজে সকল যে করিল অকাজ ॥

CENTRAL LIBRARY

আর বার পাশা খেলি যুধিষ্ঠির সনে।
পুনি পাশা খেলাইয়া পাঠাইমু বনে॥
তবে রাজা দুর্যোধনে পাঠাইল দূত।
কহিলেক দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রসুত॥
পুনি পাশা খেলিবারে কহে দুর্যোধন।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জানি আইসএ রাজন॥
আহতিলে ক্ষত্রিধর্ম্মে আছে অনুসারে।
বিনি খেলা না খেলাইলে যাইতে না পারে॥
পুনি গিয়া শকুনি লইল সারিচএ।
খেড়ি হেতু বসিল সকল সভাচএ॥
দুর্যোধন কহিলেক সভার গোচর।
যেই হারে বনে যাএ দ্বাদশবৎসর॥
অজ্ঞাত বরিষ এক গোয়াঞিব বাস।
জ্ঞাত হইলে তখনে হইব সেই দাস॥
আরম্ভিল সারি সেই করি সেই পণ।
সেই মত হারিলেক ধর্ম্মের নন্দন॥
দ্রৌপদী সমে পঞ্চভাই বনেত চলিল।
মান্যগুরু যথ ছিল সকল বন্দিল॥
দ্রোণ কৃপ নমস্কারি বিদুর গান্ধারী।
আর যথ মান্য ধৃতরাষ্ট্র আদি করি॥
বন্ধুর মনেত দুঃখ বিপক্ষের সুখ।
পঞ্চভাই চলিলেক মনে ভাবি দুখ॥
জনমেজয় বোলে রাজাএ শুন তপোধন।
একবার না জিনিল ধর্ম্মের নন্দন॥
কোনমতে জানে তবে শকুনি পাপিষ্ঠ।
অসম সাহস কর্ম্ম করিল অনিষ্ট॥
মুনি বোলে শুন রাজা সেসব কথন।
যেই মতে খেলিম শকুনি পাপীজন॥
দধীচির অস্থি জান পাইল শকুনি।
তাহার অস্থিএ পাশা রচিলেক পুনি॥
সেই অস্থিএ জান হৈল মায়াসারি।
সেই পাশা হেতু তাহা জিনিতে নাপারি॥
যার পাশা তার দায় নাহি পাএ আনে।
এহি হেতু শকুনিএ ধর্ম্মরাজ জিনে॥

তারপরে পঞ্চভাই দ্রৌপদী সংহতি।
মায়ের চরণে পঞ্চ করিল প্রণতি॥
তাহা দেখি কুন্তী দেবী কান্দিয়া বিকল।
সঘন বরিষে তান নয়নের জল॥
কোনমতে হাটিবেক কোমল বধূখানি।
এথ দুঃখ পাই মুই দিমু অভাগিনী॥
কেমতে থাকিব বনে ধর্ম্ম মহাশএ।
কেমতে সহিব দুঃখ অর্জ্জুন হৃদয়॥
ক্ষুধাএ বিকল মোর বীর বৃকোদর।
কি খাইয়া বনবাসে ভরিব উদর॥
কেমতে সহিব দুঃখ মাদ্রীর নন্দন।
ই বলিয়া কুন্তী দেবী করএ ক্রন্দন॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে মাও কর আশীর্ব্বাদ।
তরিবম বনবাস তোহ্মার প্রসাদ॥
কৌরবের ক্ষয় তুহ্মি চিন্ত মাও সতী।
তেমত তখনে কৈল কুন্তী গুণবতী॥
তবে যথ প্রজা কান্দে অতি দীর্ঘ রাএ।
কান্দিয়া বিকল সব নগরে গড়াএ॥
আহ্মি সব ভাগ্যহীন যথ প্রজাগণ।
কোন জনে আহ্মি সব করিব পালন॥
দুর্যোধন দুরন্ত শকুনি দুরাচার।
তুহ্মি সব পাঠাইল বনের মাঝার॥
প্রজাগণ আশ্বাসিয়া ধর্ম্মের নন্দন।
তবে বনগামী হৈয়া চলে পঞ্চজন॥
পঞ্চ পৌত্র সমে কুন্তী রহিল তথাত।
পঞ্চ ভাই চলিলেক ধর্ম্ম করি সাত॥
এথাএ ধৃতরাষ্ট্র ঘরে অমঙ্গল হৈল।
কুরুবল নাশ হেন সকলে জানিল॥
এথাএ দুর্যোধন হৈল সর্ব্ব রাজাপাল।
ইন্দ্রসম রাজা হৈল বিক্রমে বিশাল॥
তারপরে পঞ্চভাই দ্রৌপদী সহিতে।
উত্তর শিখরে যাএ গন্ধ মাদনেতে॥

CENTRAL LIBRARY

ভীষ্মের শপথগ্রহণ
দীর্ঘ ছন্দ

বহু আস্ফালয়ে ভীম বিক্রমেত অসীম
কুরুবল করিমু সংহার ।
ধূলি ছিটে ধনঞ্জয় এহিমতে শরচএ
গগনে করিল অন্ধকার ॥
যদি সঙ্গে দেবগণ তার সহায় হএ রণ
তথাপি নাহিক এড়ন ।
দুর্য্যোধন আদি করি যথেক কৌরব বৈরী
পরাজিত কভু নহে আন ॥
যুধিষ্ঠির নরনাথে বসন ঢাকিয়া মাথে
ক্রোধ দৃষ্টি নহি পড়ে চিত্তে ।
দুর্য্যোধন কুলাধমে বিনাশিল কুলসমে
কান্দিবেক রিপু বন্ধু যথে ॥
দ্রৌপদী মুকাইল কেশ পণ কৈল বিশেষ
তবে সে বান্ধিব কেশপাশ ।
শরীরে যথ খেদ সব করি পরিচ্ছেদ
দুঃশাসন করিলে বিনাশ ॥
সহদেব নকুল চলে পথে পথে যথ বোলে
কৌরব সকল হইব নাশ ।
কৌরবের যথ কর্ম্ম করিবেক শ্রাদ্ধ ধর্ম্ম
কহন্ত যে ধৌম্য মহাশএ ॥
ভাগীরথী তীর পাই চলিলেক পঞ্চভাই
চলিলেক কাম্যক কাননে ।
ভারত অমৃতধার শুনি হএ ভব পার
পুণ্যকথা সঞ্জয়ে বাখানে ॥

পাণ্ডবদের বনযাত্রা

এহিমতে পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সংহতি ।
ধৌম্য সমে কাম্যকে চলিল মহামতি ॥
নানা বন গহীন যে অতি ভয়ঙ্কর ।
তথাতে পাইল গিয়া এক সরোবর ॥
তথাতে করিল স্নান সরোবর তীরে ।
ভালো স্থান কৈল তবে বীর বৃকোদরে ॥
নিকটে বহুল পক্ষী আছে নানা ফল ।
সরোবরে শোভা করে নির্ম্মল কমল ॥
স্নান দান কৈল গৃহে শয়ন ভোজন ।
ঘাট উপঘাট কৈল পরম শোভন ॥
বহু মৃগ জন্তু আছে শশক গয়াল ।
নানা পক্ষী বিহঙ্গমে আছএ বিশাল ॥
নানা মত শব্দ করে বনচরগণ ।
কোকিল[১] কূজিত শব্দ বহুল শোভন ॥
কঠোরে বহুল সর্পে করএ ফুৎকার ।
কোন কোন স্থান দেখি বহু অন্ধকার ॥
নাহিক সূর্য্যের গতি ঘোর অন্ধকার ।
নানা রূপে জন্তুগণে করএ বিহার ॥
যক্ষ রাক্ষস বহু বড়হি প্রবল ।
নানা বিধি বহু জাতি আছএ প্রবল ।
নানা বিধি বহু জাতি আছএ সকল ॥
আম্র খর্জ্জুর যথ আছএ বদরি ।
কণ্টকী শ্রীফল যে বহেরা হরিতকী ॥
ধৃতরসা নারিকেল তেন্তুলি যে তাল ।
নানা রসাল ফল ধরে সর্ব্বকাল ॥
মরীচি পিপলী পান আছএ তথাত ।
শুষ্কে কাষ্ঠ বিধিমতে কি কহিমু তাত ॥
সিংহ শার্দ্দূল তথা গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
বড়হি শিখর তথা অতি উচ্চতর ॥
হেন বন কাম্যকে পাইয়া সে সবএ ।
তথাতে রহিল রাজা ভ্রাতি সমুচএ ॥
সেই মতে মহারাজা রজনী বঞ্চিল ।
মারিয়া যে মৃগ সব ভোজন করিল ॥
ধৌম্যাচার্য্য সমে হএ উত্তম আলাপী ।
এহিমতে রহিলেক কাম্যক সমীপী ॥
বিজয়পাণ্ডব কথা সুধারসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥
সভাপর্ব্ব সাঙ্গ তবে হৈল এথ দূরে ।
সজ্জএ কহিল ভবসিন্ধু তরিবারে ॥

১. পুথির পাঠ কুকিল

CENTRAL LIBRARY

বন পর্ব

CENTRAL LIBRARY

বন পর্ব

কির্ম্মীরবধ প্রসঙ্গ

জনমেজয় নৃপতিয়ে জিজ্ঞাসিল পুনি ।
তারপরে কি হইল কহ মহামুনি ॥
কেমতে আছিল বনে ধর্ম্মনৃপবর ।
শুনিয়া সে সব দুঃখ প্রাণ পোড়ে মোর ॥
কেমতে দ্রৌপদী সহে বনবাস ক্লেশ ।
তাহান যে দুঃখ শুনি প্রাণ হএ শেষ ॥
মুনি বোলে শুন রাজা সারদানন্দন ।
যেইমতে সেই সবে বঞ্চিলেক বন ॥
সেই বনের যথ শুন কি কহিব বাখান ।
সিংহ ব্যঘ্র মহিষ বরাহ সন্নিধান ॥
যক্ষ গন্ধর্ব্ব তাতে বৈসএ কিন্নর ।
শশক যে মৃগ হস্তী ভালুক শূকর ॥
যথ যথ মুনি গেল রাক্ষসের ভএ ।
মুনিয়ে না করে তপ সেই দুষ্টবনয় ॥
রাক্ষস কির্ম্মীর নাম বৈসএ তথাএ ।
রাক্ষসে পাইয়া গন্ধ আসিল তথাএ ॥
কির্ম্মীর রাক্ষসে বলে তুহ্মি কোন জন ।
এথাতে আসিছ কেনে গহন কানন ॥
বড়হি সুধীর দেখি তুহ্মি পঞ্চজন ।
বড় সহে সঙ্গে দেখি বিশাল লৈক্ষণ ॥
তাহা শুনি তখনে কহিল ধর্ম্মরাজ ।
আপনে আপনা কথা কৈথে বাসি লাজ ॥
পাণ্ডবতনয় জান আহ্মি পঞ্চজন ।
অবশ্য শুনিছ কুরুবংশের কথন ॥
আহ্মি যুধিষ্ঠির রাজা কনিষ্ঠ ভীমার্জ্জুন ।
সহদেব নকুল আহ্মারা পঞ্চজন ॥
হাসিয়া রাক্ষসে বোলে বিধি মিলাইল ।
মনিষ্যের মাংসে আজি বড় পুণ্য পাইল ॥
বক নামে ভাই মোর মারিছে দুরন্ত ।
সখা মোর হিড়িম্ব তার কৈল অন্ত ॥
বল করি হিড়িম্বা করিল পরিণয় ।
আজি ভীম মারিমু যে শুনহ নিশ্চয় ॥
ভীমের রুধিরে বকের করিমু তর্পণ ।
রাক্ষস কির্ম্মীর নাম জানএ ভুবন ॥
কির্ম্মীর আহ্মার নাম কহিল তোহ্মাতে ।
তপস্বী ছাড়এ তপ মোর ভয় হৈতে ॥
এতেকে সাফল্য মানি পাইয়া ভীমেরে ।
তার ভাল মাংসে আজি ভরিমু উদরে ॥
ই বলিয়া নিজরূপ ধরিল রাক্ষসে ।
তাহা দেখি ভীমসেনে বৃক্ষ লৈয়া আইসে ॥
দুই জনের সমর হইল ঘোরতর ।
ভএ ভঙ্গ দিয়া যায় যথ বনচর ॥
মহাবৃক্ষ উপাড়িল কির্ম্মীর দুর্ম্মতি ।
ভীমসেন উপরে ক্ষেপিলা শীঘ্রগতি ॥
বৃক্ষে বৃক্ষ দিয়া ভীমে নিবারে তাহারে ।
কম্পমান পৃথিবী কাপএ থরে থরে ॥
মহাশিলা উপাড়িলা দুষ্ট নিশাচর ।
দুই হাতে ক্ষেপিলেক ভীমের উপর ॥
পুনি বৃক্ষ উপাড়িয়া ভীমে মারে বাড়ি ।
খণ্ড খণ্ড হৈয়া বৃক্ষ যাএ গড়াগড়ি ॥
এহিমতে দুই বীরে হৈল মহাযুদ্ধ ।
পৃথিবী আকুল হৈল দুইর বিরোধ ॥
ক্ষেণেক হইল ক্রোধ ভীম মহাশূর ।
কির্ম্মীরের মধ্যদেশে ধরিল প্রচুর ॥

CENTRAL LIBRARY

কটিদেশ ধরিয়া বহল দেয় ভর ।
বদনে রুধির ছাড়ি পড়ে নিশাচর ॥
কির্ম্মীর মারিয়া ভীমে রাজাকে বন্দিল ।
আলিঙ্গিয়া নৃপতিএ আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
এহিমতে দিন চারি আছএ তথাতে ।
ভয় খণ্ডাইল মুনির থাকিয়া তথাতে ॥

উপবাসী মুনিদের পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ করিয়া
দুর্যোধনের ব্রহ্মশাপ-অভিসন্ধির প্রয়াস

এহিমতে পঞ্চভাই কাম্যকে আছন্ত ।
সদাএ আনন্দ চিত্ত পুণ্য তীর্থমন্ত ॥
মহামুনি ধৌম্যাচার্য্য সহিতে রাজন ।
নানামতে পুণ্যকথা শুনে পঞ্চজন ॥
দৈবযোগে একদিন রাজা দুর্যোধন ।
মৃগয়া করিতে গেল গহন কানন ॥
হেনকালে দুর্ব্বাসা সহিতে যথ ঋষি ।
আসিয়া মিলিল বিংশসহস্র সৈন্ন্যাসী ॥
দুর্যোধন পাশে আসি আশীর্ব্বাদ কৈল ।
মুনিগণ দেখি রাজা প্রণাম করিল ॥
মুনি সবে কহে রাজা শুন কহি কথা ।
তিন দিন উপবাসী আহ্মি আছি এথা ॥
পারণা করাও রাজা হৈছি ক্ষুধাতুর ।
তবে আশীর্ব্বাদ করি চলি যাই পুর ॥
তাহা শুনি দুর্যোধন মনেতে ভাবিল ।
মহাউগ্র তেজশালী সৈন্ন্যাসী দেখিল ॥
পাঠাইব মুনি যুধিষ্ঠিরের গোচরে ।
সন্তুষ্ট না হইলে মুনি শাপিবে তাহারে ॥
এতেকে আহ্মার শত্রু হইবেক ক্ষয় ।
তবে রাজ্য ভোগীবম কিছু নাহি ভয় ॥
রাজাএ বোলে মুনিগণ শুনহ বচন ।
বিলম্বেতে পারি আহ্মি করাইতে ভোজন ॥
এথাতে সামগ্রী নাই বনের ভিতর ।
পুরীতে যাইতে হৈব বিলম্ব বিস্তর ॥
সন্নিকটে আছে এথা রাজা যুধিষ্ঠির ।
পিতৃশ্রাদ্ধ করে আজি পবিত্র শরীর ॥
নানা ভোগ রচিয়াছে বিচিত্র সম্ভার ।
মিষ্ট অন্ন পান আদি বিবিধ প্রকার ॥
তথাতে গেলে শীঘ্র সব হৈব পরিতোষ ।
পাইবা সকল দ্রব্য হইবা সন্তোষ ॥
ই বলিয়া প্রণাম করিল দুর্যোধন ।
ক্ষেণেকে চলিয়া যাও যুধিষ্ঠিরের স্থান ॥
এত শুনি মুনিসব চলিল সত্বরে ।
কতক্ষণে আইল গিয়া ধর্ম্মের বাসরে ॥
কাহার হস্তেত দণ্ড কেহ জটা ধরে ।
তাম্রের কর্পটী করে পিন্ধন বল্কলে ॥
কেহ কেহ ব্রহ্মচারী কেহ দণ্ডধর ।
কোন জন নখোদর কেহ জটাধর ॥
এহিমতে বিংশতি যে সহস্র সৈন্ন্যাসী ।
আশীর্ব্বাদ করিলেক তথাতে যে আসি ॥
মুনিগণে দেখি রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
প্রণাম করিল আসি ভাই পঞ্চজন ॥
তিনদিন উপবাসী আহ্মি মুনিসব ।
পারণা করাহ শীঘ্র শুনহ পাণ্ডব ॥
বিপ্রক তোষএ যদি ক্ষুধাতুরকালে ।
যেন তপ্ত ধূলি তুষ্ট করে মহাজলে ॥
ক্ষুধাতে করএ যদি দ্বিজসন্তর্পণ ।
দেহ ছাড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
তুহ্মি পরে এহি কর্ম্ম কে করিবে আর ।
বনেতে শুনিয়া আইলাম কীর্ত্তি যে তোহ্মার ॥
বিলম্বে নাহিক কার্য্য করাও পারণা ।
ক্ষুধাএ আকুল হৈছি আহ্মি সর্ব্বজনা ॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠিরের মাথে পড়ে বাজ ।
মুহুচ্ছিত হৈয়া বৈসে ধর্ম্মমহারাজ ॥
একজন তুষিবারে নাহিক সম্ভার ।
কেমতে তুষিব মুনি অসংখ্য অপার ॥
বিশেষ দুর্ব্বাসা মুনি বড়হি প্রচণ্ড ।
আর যত মুনি সব বড় উগ্রচণ্ড ॥
ব্রহ্মশাপে কার্য্য নাহি তেজিব জীবন ।
শাপিয়া করিব ভস্ম যত মুনিগণ ॥

CENTRAL LIBRARY

কোনমুখে কহিব যাইতে মুনিসব ।
বড়হি দারুণ কথা নাহএ সম্ভব ॥
তথাচ কহিল রাজা মুনি সম্বোধিয়া ।
স্নান দেবার্চ্চন কর জলে সব গিয়া ॥
এত কহি পঞ্চভাই চলিল বাসরে ।
দ্রৌপদী সহিতে যায় মরিবার তরে ॥
স্নান পূজা করিয়া আসিব মুনিগণ ।
দিবেক প্রচণ্ড শাপ না কৈলে তোষণ ॥
ব্রহ্মশাপে মৃত্যু হৈলে নরকে বসতি ।
এতেকে মরিব সব কহিলাম নিতি ॥
ই ঘোর আপদে নাইক রে পরিত্রাণ ।
আপদকালেত এত নাহি ভগবান ॥
ই বলিয়া সরোবরে চলে ছয়জন ।
কাম্যকে মরিতে সব বাঞ্ছা করি মন ॥
নামিলেক সর্ব্বজন সরোবরের জলে ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চক্ষুর জল পড়ে ॥
অন্তঃরীক্ষে নারদে দেখিয়া সেই মত ।
শীঘ্র করি জানাইল গোবিন্দ অগ্রেত ॥
কিবা হেতু প্রাণ দেহি পাণ্ডবসকলে ।
দ্রৌপদী সহিতে ছয় নামিআছে জলে ॥
সেই অন্তর্য্যামী প্রভু দেব ভগবান ।
অন্তঃরীক্ষে মহা প্রভু করি প্রয়াণ ॥
যুধিষ্ঠির পৃষ্ঠে আসি কহে জনার্দ্দন ।
কোন কার্য্য হেতু রাজা তেজহ জীবন ॥
আহ্মি হেন বন্ধুজন থাকিতে সম্পদ ।
কি করিতে পারে তোহ্মা সহস্র আপদ ॥
পশ্চাতে দেখএ রাজা আসিল শ্রীহরি ।
পুনর্জন্ম হৈল হেন মনে কাম্য করি ॥
কহিল সকল কথা গোবিন্দচরণে ।
যেনমতে আইল সকল মুনিগণে ॥
কৃষ্ণে বোলে দ্রৌপদী আইল শীঘ্রকরি ।
রন্ধনশালাতে গিয়া দেখহ সোন্দরী ॥
একগোটা অন্ন যদি পাও সেই পাত্রে ।
তাহারে আনিয়া দাও আহ্মার হস্তেতে ॥

তবে দ্রৌপদী আসি সে পাত্র চাহিল ।
তাম্রের পাত্রেত পুনি এক অন্ন পাইল ॥
দ্রৌপদী আনিয়া দিল গোবিন্দ হাতএ ।
অতি সুখে তাহা ভুঞ্জিল দয়ামএ ॥
কৃষ্ণ সুখী হইলে জগৎ তুষ্ট হইল ।
রাশি রাশি মিষ্ট অন্ন তাহাতে জন্মিল ॥
ঘৃত মধু পায়স পিষ্টক নানামত ।
আর যত মিষ্ট দ্রব্য নানা ফল যত ॥
কনক ভৃঙ্গার পাত্র কনক আসন ।
স্বর্ণথালে নানাবিধ যত মিষ্ট অন্ন ॥
কৃষ্ণে বোলে তথা যাও ধর্ম্মের নন্দন ।
অর্চ্চিয়া আন গিয়া যত মুনিগণ ॥
প্রথমে আনিয়া দিল যত ইতি ফল ।
মহাসুখে মুনিগণে খাইল সকল ॥
তারপরে আনি দিল মিষ্ট অন্নরস ।
তারপরে আনি দিল বিমল পায়স ॥
মুনিগণে পাই তবে পাইল বড় প্রীতি ।
তোহ্মার সমান রাজা নাহি লোক ক্ষিতি ॥
বনেত আসিয়া কৈলা মুনিসন্তর্পণ ।
অক্ষয় বৈকুণ্ঠে হৈব তোহ্মার গমন ॥
গঞ্জিল তোহ্মার দুঃখ শুন নরপতি ।
পৃথিবীতে হৈবা তুহ্মি রাজচক্রবর্ত্তী ॥
আহ্মি সব যেমতে করিলা সত্যকার ।
তোহ্মার সকল শত্রু হউক সংহার ॥
দিনকত বিলম্বে হইব কুরুক্ষয় ।
ভোগিবা সকল রাজ্য ধর্ম্ম মহাশএ ॥
ই বলিয়া মুনিগণ করিলা গমন ।
প্রণমিল মুনিগণ ভাই পঞ্চজন ॥
মুনিগণ বিদায় করিয়া নরপতি ।
কৃষ্ণের অগ্রেতে আসি করে মহাস্তুতি ॥
তুহ্মি সে পাণ্ডবনাথ অনাথের বন্ধু ।
তোহ্মার কারণে তরি এহি ঘোর সিন্ধু ॥
অল্প বুদ্ধি মুঞি তোহ্মা কি কহিব বিস্তর ।
আজি মোরে বিষম সাগর কৈলা পার ॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণে কহন্ত তবে হাসিয়া তখনে।
ই কাল আপদে রাজা শান্ত কর মনে॥
ধনপ্রাণ তোহ্মা হেতু দিতে পারি আহ্মি।
আহ্মি থাকিতে কিবা চিন্তা পায় তুহ্মি॥
নৃপতি কহন্ত কৃপা কৈলা চক্রপাণি।
ভবসিন্ধু পার কৈলা হইয়া তরণী॥
তবে কৃষ্ণে বহুল শান্তাই নরনাথ।
পুনরপি মহাপ্রভু গেল দ্বারকাত॥
এহিমতে পঞ্চভাই আছএ কামাকে।
দ্রৌপদী সহিতে তারা আছএ কতুকে॥
তার পাছে যুক্তি করে পঞ্চসহোদর।
সূর্য্যক সেবিয়া রাজা মাগে অন্নবর॥
ধনজন নাহি মোর বনের ভিতর।
অন্নবর দেয় মোরে দেব দিবাকর॥
স্তবনে সন্তুষ্ট হইয়া সহস্র কিরণ।
অন্নবর দিল তবে পাইয়া প্রসন্ন॥
অক্ষয় হইব অন্ন তোহ্মার রন্ধনে।
না ছাড়িব অন্ন তোহ্মার আজি দিবা হনে॥
ই বলিয়া অন্তর্দ্ধান হৈল দিনমণি।
অন্নবর পাইয়া রাজা তুষ্ট হৈল পুনি॥
এহিমতে বনেতে আছএ পঞ্চভাই।
অতিথি সেবএ তারা সূর্য্যবর পাই॥
চর মুখে ই সব শুনিয়া দুর্য্যোধন।
শোকে সন্তপিত হৈয়া ইচ্ছিল মরণ॥
পর নষ্ট করিতে চাহএ যেই জন।
ধর্ম্ম লঙ্ঘি বহু দুঃখ পাএ সেইজন॥
বনপর্ব্ব মহাপোথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

যুধিষ্ঠিরের সহিত ভীম-দ্রৌপদীর বাদানুবাদ

একদিন পঞ্চভাই আছএ নির্জ্জনে।
দ্রৌপদী কহিতে লাগে নৃপতির স্থানে॥
দুর্য্যোধন দুরন্তে দিলেক তোহ্মা তাপ।
লোহাএ গঠিল তার হৃদয়কলাপ॥
মিথ্যা করি তোহ্মারে যে পাঠাইল বনে।
কি বলিল বৃদ্ধ রাজা গুরু মহাজনে॥
সোবর্ণের পাত্রে করি ব্রাহ্মণ ভুঞ্জাইলা।
সাগরান্ত পৃথিবীর তুহ্মি বর লইলা॥
রাজসূহি প্রভৃতি করিলা যজ্ঞবিধি।
ব্রাহ্মণক দিলা ধন যথ নানাবিধি॥
আহ্মি সমে তোহ্মাকে পাঠাইয়া দিল বনে।
তথাপি বিবেক তার না জন্মিল মনে॥
দুষ্টের সহিতে কর্ম্ম করে দুষ্ট রীত।
সুজনের মতে নহে তাহার চরিত॥
নানামতে কৈল সে যে বহুল ধিক্কার।
মোর অপমানে দুঃখ না জন্মে তোহ্মার॥
সংসার জিনিতে পারে ভীম ধনঞ্জয়।
হেন জনে বহু লজ্জা পাইল সভাএ॥
কুরুবল মারিয়া আপনা রাজ্য লই।
যথাবিধি গুরুজন পুজিব সবাই॥
রাজা হৈয়া ক্ষেমা করে না হএ উচিত।
এক ধর্ম্মে রাজ্য পায় কোন মহাসত্ত॥
চারিধর্ম্মে নৃপতিএ পৃথিবী পালিব।
সুজন পালিয়া দুষ্ট সংহার করিব॥
ক্ষেমা কালে ক্ষেমা দিব বিবাদে বিবাদ।
হেন নীতি শাস্ত্রে আছে বেদের সংবাদ॥
এতেকে করহ আজ্ঞা রাজা মহাশয়।
কুরুগণ মারিবারে ভীম ধনঞ্জয়॥
তবে রাজাএ কহিলেক দ্রৌপদী সম্ভাষি।
শুনহ বচন মোর দ্রৌপদী রূপসী॥
অনুক্ষণ চিন্ত দেবী দেব সনাতন।
সেই সে আপদজলে করিবে খণ্ডন॥
ক্ষেমা সে পরম ধর্ম্ম ক্ষেমা চিরকাল।
ক্ষেমা দিলে চিরকাল হএ মহীপাল॥
ক্ষেমা সৈত্য দুই পুনি যার থাকে মনে।
সেই সে পরম তত্ত্ব কহে সাধুজনে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্ব্বে খেলিলম উচিত।
এবে বোল রাজ্য লইব এ কোন বিহিত॥

CENTRAL LIBRARY

ত্রয়োদশ বর্ষ গেলে রাজ্যঅধিকারী ।
আরবার সোন্দরী হইবা পাটেশ্বরী ॥
তাহা শুনি কোপিয়া কহিল বৃকোদর ।
এক ধর্ম্মে রাজ্য তুহ্মি পাইবা নৃপবর ॥
কোন ধর্ম্মে রাজ্য পাইল রাজা দুর্য্যোধন ।
আহ্মি সব মিথ্যা করি পাঠাইল বন ॥
পূর্ব্বে যদি আজ্ঞা দিতা মারিতে কৌরব ।
তবে কেনে হইত যে এতেক রৌরব ॥
যেহেন কেশরী দিল শৃগালে খেদাইয়া ।
হেনমতে আহ্মি সব দিল পাঠাইয়া ॥
আহ্মার গদার বেগ না সহে শমনে ।
মনিষ্যের কিবা কাজ পর্ব্বতে না ধরে ॥
পৃথিবীতে কেবা আছে অর্জ্জুন সমান ।
যার বাণে স্বর্গ মর্ত্ত্য হএ কম্পমান ॥
আজ্ঞাকর সমূলে পাঠাইব যমস্থানে ।
কর্ণ সমে শকুনি কুপাত্র দুঃশাসনে ॥
হাতে ধরি তাহাকে শান্তাএ যুধিষ্ঠির ।
ধর্ম্ম সব করিবেক শান্ত হও বীর ॥
আপনে সংকল্প করি আপনে লঙ্ঘিব ।
হেন অপযশ করি সংসারে ঘুষিব ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে লইয়া ধরণী ।
তবে ভাই রাজ্য দিয় কুরুবল জিনি ॥
এতেকে সকল ভাই সহ অপমান ।
আহ্মার বচন পাল ধর্ম্মঅনুষ্ঠান ॥
এথ বলি ভীমসেন প্রবোধ করিল ।
স্নেহভাবে আলিঙ্গন তাহাকে যে দিল ॥
হেন কালে আইল কৃষ্ণ যদুগণ সনে ।
বৃষ্ণি বংশ ভোজ বংশ অন্ধক বংশ সনে ॥
ব্যাস নারদ আদি প্রভৃতি মুনিগণ ।
যুধিষ্ঠির তথাএ আসি কৈল সম্ভাষণ ॥
নানাবিধি কৈল কথা গোবিন্দের সনে ।
বহুকথা কহিল নারদ তপোধনে ॥
বহু দুঃখ নিবেদিল রাজা যুধিষ্ঠিরে ।
প্রবোধ কহন্ত তবে দেব গদাধরে ॥

এহিমতে সম্ভাষিয়া আছিল জনে জনে ।
অবসরে গেল রাজা যার যে ভুবনে ॥
এহিমতে চারিবর্ষ পাণ্ডব যে রহিল ।
দ্রৌপদী সহিতে রাজা তথাতে বঞ্চিল ॥
যথেক করিল ধর্ম্ম তার নাই অন্ত ।
মৃগয়া করিয়া নিতি ব্রাহ্মণ তোষন্ত ॥

কিরাতার্জুন প্রসঙ্গ

হেনকালে তথাএ আইল ব্যাস তপোধন ।
পঞ্চভাই ভার্য্যাসমে বন্দিল চরণ ॥
ব্যাস বোলে কহি শুন ধর্ম্ম মহাশএ ।
শিব আরাধিতে বনে যাউক ধনঞ্জয়ে ॥
স্তুতিএ হইব বশ দেব ভূতেশ্বর ।
অর্জ্জুন বিজই হৈতে তবে দিব বর ॥
মহাদেব সহিতে হইব দরশন ।
সর্ব্ব অস্ত্র জানিব জিনিব ত্রিভুবন ॥
তারপরে ভূস্বর্গেত নিবেক পুরন্দরে ।
তথাতে জানিব অস্ত্র অমরানগরে ॥
উপস্থিতিলাম বিদ্যা কহিএ তোহ্মারে ।
এতেকে চলহ বীর কৈলাশ শিখরে ॥
এথ বলি গেল মুনি আপনা ভুবনে ।
ধর্ম্ম আজ্ঞা লইয়া পার্থ চলিল তখনে ॥
নৃপতিকে প্রণমিয়া ভীম নমস্কারে ।
সহদেব নকুলক আলিঙ্গন করে ॥
দ্রৌপদীক আলিঙ্গিয়া চলিল তখনে ।
কহিয়া চলিল পার্থ ধর্ম্মের সদনে ॥
পঞ্চ বরিষ গেলে উদ্দেশিয় আহ্মা ।
এহি সব বিবরণ কহিলাম তোহ্মা ॥
ধবল পর্ব্বতে মোর হৈব দরশন ।
ই বলিয়া ধনঞ্জয় করিল গমন ॥
কৈলাস পর্ব্বতে তবে গেল কতকালে ।
নানামত বিধান করিল মহাবলে ॥
গঙ্গাসমীপে রম্য মহা তপোবন ।
তাহাতে অর্জ্জুন গিয়া কৈল যোগাসন ॥

ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভিল ব্রত সঙ্কল্পিয়া ।
পূজিলেক মহাদেব উপহার দিয়া ॥
ফলাহার পত্রাহার নানা উপবাস ।
পূজিলেক মহাদেব পরম সাহস ॥
একপদে অনাহারে ছিল বহুতর ।
অনেক কঠোর তপে পূজিল শঙ্কর ॥
তবে মহাদেব প্রভু ভকতবৎসল ।
ভুবনঈশ্বর প্রভু প্রত্যক্ষ হইল ॥
বর দিল অর্জ্জুনেরে হইতে বিজয় ।
তোর সঙ্গে না জিনিব তিন ভুবনময় ॥
একধনু ধরিয়া জিনিবা ত্রিভুবন ।
অচিরে হইব তোর শত্রুর নিধন ॥
ই বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল মহেশ্বর ।
অর্জ্জুন আছয়ে তপোবনের ভিতর ॥
তবে কিরাতের বেশ ধরে পঞ্চানন ।
ধনুখণ্ড হাতে লৈয়া আইল তখন ॥
অর্জ্জুন নিকটে সেই আইল শীঘ্রকরি ।
বিভূতিভূষণ অঙ্গ বিশ্বরূপ ধরি ॥
শূকরের মূর্ত্তি এক আসিয়া সত্বর ।
অর্জ্জুন নিকটে আসি গর্জ্জে ভয়ঙ্কর ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনে মারিল দুই শর ।
সেই শর ঘাএ মৈল শূকর সত্বর ॥
তাহার যে মৃত্যু দেখি কিরাত ক্রোধ হৈল ।
অর্জ্জুনেরে বহুবিধি ভর্ৎসিতে লাগিল ॥
আমার অধীন বন শুন পাপমতি ।
আমার বিদিতে কেনে মারিলা দুর্ম্মতি ॥
এহি অপরাধে তোরে নিব যমঘর ।
যথ শক্তি আছে তোর করহ সমর ॥
তাহা শুনি অর্জ্জুন হইল ক্রোধমন ।
থাক থাক বলিয়া করএ বাণগণ ॥
কিরাতক আচ্ছাদিয়া বাণ বৃষ্টি করে ।
যথ অস্ত্র মারে সেই কিরাত সংহারে ॥
তবে অর্জ্জুনে মারে মহা তীক্ষ্ণ বাণ ।
কিরাতের গাএ পড়ি হইল দুইখান ॥

তাহা দেখি অর্জ্জুনে কম্পএ থর থর ।
মহাগদা হানিলেক কিরাত উপর ॥
মহাবৃক্ষ হানিলেক কিরাত মাথাত ।
খণ্ড খণ্ড হৈল বৃক্ষ হাসে ভূতনাথ ॥
ধনুর কুটীএ পুনি করএ প্রহার ।
ঠন ঠনি শব্দ শুনি কিছু নহে আর ॥
অক্ষয় টোনের বাণ সব শূণ্য হইল ।
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিস্ময় হইল ॥
তবে প্রভু লীলাএ কিরাতমহেশ্বর ।
অল্প কিছু চাপিল অর্জ্জুন কলেবর ॥
তখনে অর্জ্জুন বীর মুহচ্ছিত চিত্ত ।
কতক্ষণে ধৈর্য্য হৈয়া উঠে ক্রোধচিত্ত ॥
থাক থাক করিয়া কহিল ধনঞ্জয় ।
এথ বলি শিব পূজা করে মহাশএ ॥
মৃত্তিকার শিব যে গঠিয়া সহসাত ।
এক পুষ্প মালা দিল শিবের গলাত ॥
সেই পুষ্প মালা দেখে কিরাতের মাথে ।
শিব হেন জানিয়া চরণ ধরে হাতে ॥
বহু অপরাধ কৈলম প্রভুর চরণে ।
চরণে ভজিলম মুঞি ক্ষেমহ আপনে ॥
হাসিয়া শঙ্করে তারে অঙ্গ দেখাইল ।
যত যত অস্ত্র তান শরীরে ফুটিল ॥
শিবে বোলে তোর সম নাই ধনুর্দ্ধর ।
নর নারায়ণ তুহ্মি হৈছ অবতার ॥
তোহ্মা সনে সমর করিব কোনজনে ।
হেন বীর নাহি দেখি এ তিন ভুবনে ॥
ক্ষত্রিয়ের অমঙ্গল না সহে বসুমতী ।
হেন হেতু জন্ম তোহ্মার হৈল বসুমতী ॥
আহ্মাকে করিলা তুষ্ট ই ঘোর সমরে ।
আর কোন জন হৈব তোহ্মার গোচরে ॥
ই বলিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধান হৈল ।
তাহা শুনি ধনঞ্জয়ে সাফল্য মানিল ॥
জন্ম সার্থক মোর হইল ধরণী ।
দেখিলাম নয়নে পরশিল শূলপাণি ॥

CENTRAL LIBRARY

ইন্দ্র আদি দেব ধ্যানে দেখিতে না পারে।
হেন প্রভু দেখিলাম নয়ন গোচরে ॥

অর্জুনের দিব্যাস্ত্র সংগ্রাহার্থে স্বর্গে গমন

হেনমতে তপোধন দেখে ধনঞ্জয়।
দেবগণ সনে ইন্দ্র আইল তথাএ ॥
দেখিয়া যে অর্জ্জুন প্রণমে জনে জন।
বহুল সাধিয়া বর দিল জনে জন ॥
ইন্দ্রে মহাঅস্ত্র তানে দিল ততক্ষণে।
রণে রিপু ভঙ্গ হএ যাহার স্মরণে ॥
কুবেরে দিলেক গদা যম দণ্ডবাণ।
পাশ অস্ত্র বরুণে দিলেক অনুষ্ঠান ॥
অগ্নিয়ে দিলেক অস্ত্র বহুবিধ তর।
তাহা দেখি পশ্চাতে কহিল পুরন্দর ॥
মাতলি পাঠাইয়া আহ্মি স্বর্গে তোহ্মা নিব।
আর যথ মহা অস্ত্র সব তোহ্মা দিব ॥
ই বলিয়া ইন্দ্র আদি গেল ততক্ষণ।
অর্জ্জুন রহিল তবে সেই তপোবন ॥
মাতলি সহিতে ইন্দ্র পাঠাইল রথ।
স্বর্গেত নিলেক ধনঞ্জয় মহাশয় ॥
স্বর্গে গিয়া ধনঞ্জয় ইন্দ্রের নন্দন।
পঠিল ইন্দ্রের ঠাই যত অস্ত্রগণ ॥
এহিমতে অর্জ্জুন রহিল স্বর্গপুরে।
এথাএ বহু কর্ম্ম করে রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥

যুধিষ্ঠির কর্তৃক বৃহদশ্বের নিকট মন্দভাগ্য রাজাদের কাহিনী শ্রবণ

এথাএ যুধিষ্ঠির রাজা তিন ভাই সনে।
দ্রৌপদী সহিতে রাজা সেই কাম্য বনে ॥
হেন কালে আইল বহুল মুনিগণ।
কাম্যকেত যুধিষ্ঠির কৈল সম্ভাষণ ॥
অগস্ত্য কাশ্যপ ব্যাস সাবর্ণ গৌতম।
বশিষ্ঠ্য পৌলস্ত্য আদি মুনির উত্তম ॥
সারতঙ্ক রামদেব বৃহদশ্ব[১] মুনি।
যুধিষ্ঠির সম্ভাষিতে আইলেক পুনি ॥
মুনিগণ দেখিয়া রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া রাজা জোড় কৈল হাত।
কহিতে লাগিল তবে পাণ্ডবের নাথ ॥
বড় ভাগ্য সাফল্য মানিল আজি হৈতে।
সশরীরে আজি মুঞি গেলম স্বর্গেতে ॥
হরিহর বিধাতাএ প্রার্থএ যাহাকে।
নয়ন আনন্দ মুঞি দেখিলম সাক্ষাতে ॥
সর্ব্ব দুঃখ গেল মোর হৈলম আনন্দিত।
তথাচ কহিএ দুঃখ যে হএ উচিত ॥
দুর্যোধনে আহ্মাকে করিল লাঘবতা।
ছলে পাশা খেলি মোরে পাঠাইল এথা ॥
আর যত নানাবিধি করিল ধিক্কার।
সভাতে আনিল ভার্য্যা দ্রৌপদী আহ্মার ॥
রজঃস্বলা আছিল দ্রৌপদী পাটেশ্বরী।
একবস্ত্রে আনিলেক দুঃশাসন ধরি ॥
নানামতে বিড়ম্বিল পাপ দুঃশাসন।
খসাইতে চাহিল যে দ্রৌপদীবসন ॥
অবস্থা করিয়া মোরে পাঠাইল বনে।
কথঞ্চিত সেই দুঃখ শরীরে না সহে ॥
সদাএ নিশিতে দেহ পোড়এ শীতল।
দিনে দিনে শুখাইল বদনকমল ॥
মুঞি হেন অতি ভাগ্যহীন নরপতি।
কথঞ্চিত বসুমতী নাহি দুঃখ অতি ॥
তাহা শুনি হাসি কহে বৃহদশ্ব মুনি।
কেনে হেন মহাদুঃখ কহিলা আপনি ॥
সুরথ সগর আদি রাজা শতে শতে।
মহাদুঃখে বঞ্চিয়াছে সে সবে বনেতে ॥
গেল যে তোহ্মার দুঃখ আছএ কিঞ্চিত।
সদাএ থাকএ তোহ্মার দ্রৌপদী সহিত ॥

১. মূলে—বৃহদশ্ব

CENTRAL LIBRARY

ভার্য্যা ভ্রাতৃ সমে তুহ্মি আছ এক স্থানে।
এতেকে তোহ্মার দুঃখ হইল অবসানে॥
তবে রাজায়ে কহিলেক মুনির চরণে।
দুঃখিতের কথা গোসাঞি কহ মোর স্থানে॥
নিবেদি তোহ্মাতে মুঞি আপনে দুঃখিত।
দুঃখিতের কথা মুই শুনিতে উচিত॥
কোন কোন নৃপতি কেমত দুঃখ পাইল।
কোন রাজা নারী সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিল॥

রামচন্দ্রের বনবাস উপাখ্যান

বৃহদশ্বে কহে শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
শুনহ সে সব কথা কহিএ গোচর॥
সূর্য্যবংশে বিষ্ণুরূপে শ্রীরাম গোসাঞী।
তাহান যথেক কথা কহিতে অন্ত নাই॥
পিতৃ সৈত্য পালিবারে সেই গেল বনে।
বনিতা হরিয়া তান নিলেক রাবণে॥
অশোক বনেতে সীতা রৈল একেশ্বরী।
তাহানে বহুল তর্জ্জে যথা নিশাচরী॥
চতুর্দ্দশ বৎসর বনেতে হৈল তার।
সেই যে জানসি তান লক্ষ্মী অবতার॥
হেনজন আছিলেক অশোকের বনে।
যথ যথ করিলেক রাক্ষসে তাড়নে॥
এথাএ রামচন্দ্র গোসাঞী লক্ষ্মণ সহিতে।
কান্দিয়া বিকল রাজা ভ্রমিল বনেতে॥
তার পাছে বানর কটক লইয়া সনে।
তবে সে সমুদ্রবন্ধ করিল যতনে॥
সবংশে রাবণ রাজা করিয়া সংহার।
তবে রাম করিলেক সীতার উদ্ধার॥
দশ মাস অন্ন জল না করিলা পান।
এথ দুঃখ কেবা পাএ সীতার সমান॥
বিষ্ণু অবতার রাম সীতা লক্ষ্মীদেবী।
লৈক্ষ লৈক্ষ দাসীগণে যার পদ সেবি॥
দুঃখ অবসানে রাম পুনি আইল দেশে।
হেন দুঃখ পাএ গোসাঞী তোহ্মা দুঃখ কিসে॥
দ্রৌপদী সহিতে তুহ্মি আছ এক স্থান।
তাহা হৈতে দ্রৌপদীর কিবা অপমান॥

নলদময়ন্তী উপাখ্যান

তারপরে মহারাজা নৈষধনৃপতি[১]।
সূর্য্য বংশে জন্ম রাজা অতি শুদ্ধ মতি॥
সেই রাজাএ রাজ্য হারি পাশার[২] অন্তর।
পত্নী সঙ্গে প্রবেশিল বনের ভিতর॥
সে যে কৈন্যা দময়ন্তী অতি নিরুপম।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা নাহে তার সম॥
নৃপতি কহন্ত কথা কহ ভালমতে।
দুঃখিতের কথা মুনি মোরে বড় প্রীতে॥
কেমত চরিত্র রাজা কেমত আছিল।
কোন অপরাধে বিধি তাকে বিড়ম্বিল॥
ভালমতে সেই কথা কহ মহাজন।
করিলম অনেক বাঞ্ছা তোহ্মার চরণ॥
মুনি বোলে শুন রাজা ধর্ম্মরাজসুত।
কহিতে সে সব কথা বড়হি অদ্ভুত॥
সূর্য্যবংশে জান রাজা রাম রঘুপতি।
কুশ লব জন্মিলেক তাহার সন্ততি॥
কুশের তনয় হৈল অতিথি নরপতি।
অতিথির পুত্র[৩] জান নৈষধনৃপতি॥
নল নামে জন্মিলেক নৈষধনৃপতি।
পুণ্যশ্লোক সুকৃতি যে অতি শুদ্ধমতি।
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরম পবিত্র।
সর্ব্ব গুণে যুত রাজা ধার্ম্মিক চরিত্র॥

১. মূলে—নিষধ
২. নল-পুষ্করের দ্যূতক্রীড়ার সঙ্কেত
৩. মূলে—বীরসেনের পুত্র

CENTRAL LIBRARY

ঐশ্বর্য্যের নাহি সীমা যেন পুরন্দর ।
কামিনী মোহনরূপ যেন পঞ্চশর ॥
ইন্দ্র সম সম্পদ কুবের সম ধনী ।
প্রতাপে ভাস্কর সম কীর্ত্তি চন্দ্র জিনি ॥
মাহেন্দ্র সম রাজা হইল ভুবনে ।
রণে রিপু ভঙ্গ হএ যাহার স্মরণে ॥
যজ্ঞ দান পরায়ণ শ্রীমন্ত মহন্ত ।
প্রথম বয়স রাজা সোন্দর অত্যন্ত ॥
হেন মহানৃপতি নৈষধদণ্ডধর ।
অকণ্টকে রাজ্য করে মেদিনীমণ্ডল ॥
একদিন মহারাজা পরম কতুকে ।
সর্ব্ব সৈন্য সহিতে চলিল আরণ্যকে ॥
অসংখ্য অশ্ব হস্তী করিল সাজন ।
যাহার সাজন দেখি কম্পে রিপুগণ ॥
নানা অস্ত্র লৈয়া সৈন্য চলে বায়ুবেগে ।
আনল লাগিল যেন পবন সংযোগে ॥
দিব্যরথে মহারাজা পরম শোভিত ।
শরতের চন্দ্র যেন নক্ষত্র বেষ্টিত ॥
মাথাতে ধবলছত্র দেখিতে উজ্জলা ।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন পূর্ণ শশিকলা ॥
মণিমুকুট শিরে অতি শুদ্ধ তনু ।
সুবিমল কুসুম হাতেত দিব্যধনু ॥
হেনমতে মহারাজা করএ বেহার ।
নানামৃগ বান্ধিয়া লইল অপার ॥
শ্রান্ত হৈল নরপতি মহা রৌদ্র জলে ।
স্নান করিবারে গেল সরোবর জলে ॥
নির্ম্মল পবিত্র জল স্ফটিকের কান্তি ।
হংস চক্রবাক পক্ষী তথাতে চড়ন্তী ॥
সেইজলে মহারাজায় করিলেক স্নান ।
শীতল মন্দিরে গিয়া করিল পয়াণ ॥
অতি রম্য সরোবর নানান প্রবন্ধ ।
দক্ষিণে মলয় বায়ু বহে মন্দ মন্দ ॥
সেই সরোবরে নামি হংসে করে কেলি ।
কুতূহলে ভক্ষএ মৃণাল দণ্ড তুলি ॥
চঞ্চু জুড়িয়া সবে পাশরে ভিতরে ।
সারি সারি নিদ্রা যাএ সরোবর তীরে ॥
তাহা দেখি নৃপতি চঞ্চল হৈল মন ।
ধৈন্য ধৈন্য করি রাজা করএ বাখান ॥
এমত অপূর্ব্ব হংস বিধির ঘটন ।
হংস দেখে নৃপতিএ কনক ভূষণ ॥
যে হেন অপূর্ব্ব হংস কভো নাহি দেখি ।
কনক নির্ম্মাণ দেখি সব হংস পাখী ॥
ই বলিয়া নৃপতি চলএ মন্দগতি ।
ধীরে গেল রাজা পক্ষীর আরতি ॥
শব্দ শুনি উড়িলেক যত পক্ষিগণ ।
এক গোটা হংস রাজা ধরিল তখন ॥
হংস গোটা পাইয়া রাজা হরিষ অন্তর ।
হেন মহা নৃপতি নৈষধ দণ্ডধর ॥
তখনে চলিল রাজা সসৈন্যে সহিত ।
নৃপতির হাতে হংস পাইল সম্বিত ॥
চতুর্দ্দিগে দেখন্ত যে রাজসৈন্যগণ ।
সঙ্গের যথেক হংস নাহি একজন ॥
আচুম্বিতে বন্দী হৈলম নৃপতির হাতে ।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত পড়িল মাথাতে ॥
চতুর্দ্দিগে দেখি পক্ষী হইল হতাশ ।
কহিতে লাগিল পক্ষী নৃপতির পাশ ॥

লাচাড়ি : ভাটিয়াল রাগ

রাজা কৃপা করি দেও প্রাণদান ॥
আহ্মি পক্ষী অল্পজাতি কি জানি তোহ্মাতে স্তুতি
তুহ্মি পুণ্য যশের বাখান ।
আইলম বহুল সঙ্গে মৃণাল খাইতে রঙ্গে
নিতি নিতি এই সরোবরে ॥
তাহাতে অশুভ ক্ষণে আইলম কমল বনে
সব গেল ত্যাগিয়া আহ্মারে ।
মাও মোর জীর্ণ দেহা সতত আহ্মাত স্নেহা
মুঞি বিনে আন নাহি গতি ॥

রজনী প্রভাত কালে দারুণ ক্ষুধার জ্বালে
আহার যোগাইব কেবা নিতি।
হংসী মোর মহাসতী আক্ষি বিনে নাই গতি
পতিব্রতা সেই গুণবতী॥
বৃদ্ধ মাও পিতৃ দার নিতি পুষ্টি ব্যবহার
একজনে পুষি পঞ্চজন।
আক্ষার বিচ্ছেদে তারা হইল জিয়তে মরা
আজি কালি ত্যজিব জীবন॥
বিপুল বিপক্ষগণ তার সঙ্গে কর রণ
সেই হএ বিক্রমে উচিত॥
এমত অনাথ জন দুঃখ দেয় অকারণ
ধিক তোর বিক্রম কুৎসিত॥
সোবর্ণ শরীর মোর দেখি লোভ হৈছে তোর
সিন্ধু নহে শিশিরে পূর্ণিত।
হীন জাতি পক্ষী সনে তোক্ষার বিবাদ কেনে
হেন নহে রাজার চরিত॥

এহি মতে কহে হংস নৃপতির স্থানে।
বহুল বিনয় করি কোমল ভাষণে॥
মহাবংশে জন্ম তোক্ষার পতিতের বন্ধু।
শরণাগত পালক যে তুক্ষি কৃপাসিন্ধু॥
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় তুক্ষি শুদ্ধমতি।
পরম বৈষ্ণব তুক্ষি অনাথের গতি॥
হংস মুখে শুনি রাজা অপূর্ব্বকথন।
পক্ষী জাতি জন্ম হৈয়া মনিষ্যভাষণ॥
ভূত ভবিষ্যত জান অতি শুদ্ধ জ্ঞান।
ভয় ছাড় পক্ষী তোক্ষার দিব প্রাণদান॥
তোক্ষার মধুর কথা শুনিতে কোমল।
তোক্ষা কথা শুনি মুই হইলম বিকল॥
হংসে বোলে তোক্ষার বংশের এহি ধর্ম্ম।
সদাএ ধর্ম্মেত মন কর সাধু কর্ম্ম॥
তোক্ষার যে পূর্ব্ব বংশে যথ রাজগণ।
পরদুঃখে দুঃখিত ঘোষএ ভুবন॥
তোক্ষার বংশের কথা ব্রহ্মা মুখে শুনি।
বহুল সুকীর্ত্তি ফলে পূরিল ধরণী॥
মহারাজা ত্রিশঙ্কু যে আছিল ভুবন।
আজিহ সঞ্চরে তার যশের বাখান॥
গন্ধর্ব্বের ভয় হেতু যথ দেবগণ।
ভক্তিভাবে লইলেক রাজার শরণ॥
পর দুঃখে দুঃখিত যে হইয়া নরপতি।
মারিল গন্ধর্ব্বগণ অনেক শকতি॥
পুনরায় ইন্দ্র পদ পাইলেক পুরন্দর।
তুষ্ট হৈয়া নৃপতি আইল নিজঘর॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা তাহান সন্ততি।
এহার মহিমা শুন কি কহিব যতি॥
বিশ্বামিত্র মুনিতে মেদিনী কৈল দান।
যেই মত ছিল নিতি শাস্ত্রের বিধান॥
পুত্র মহাদেবী বেচি বিকাএ আপনা।
তথাচ দিলেক রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা॥
ভগীরথ মহারাজা ছিল ধর্ম্মবন্ত।
সে রাজার যথ গুণ কৈথে নাহি অন্ত॥
তপফলে গঙ্গা দেবী আসিল মর্ত্তোত।
ষষ্টি সহস্র পুরুষ মিলেক বৈকুণ্ঠেতে॥
সংসার পবিত্র কৈল আপনার গুণে।
অদ্যাপি তাহার গুণ ঘোষএ ভুবনে॥
মহারাজা দশরথ অজের নন্দন।
শনৈশ্চর জিনে রাজা প্রজার কারণ॥
দুর্ভিক্ষ বিগ্রহ পীড়া নাই তার দেশে।
সেই মত প্রজা সব পালিল বিশেষ॥
তোক্ষার প্রপিতামহ রাম রঘুবীর।
পিতৃসৈত্য হেতু গেল কানন ভিতর॥
সুজন পালনকর্ত্তা অনাথের গতি।
পালিল শরণাগত রামরঘুপতি॥
বালী মারি সুগ্রীবেরে করিল রাজন।
রাবণ মারিয়া রাজা কৈল বিভীষণ॥
পরদুঃখে দুঃখিত আছিল রাজা রাম।
ভব ভয় দূর হএ লৈলে যার নাম॥

CENTRAL LIBRARY

তোহ্মার বংশের ধর্ম্ম সেই সে উচিত।
দুষ্ট জন দণ্ড কর শিষ্ট জন হিত॥
না করিয় প্রাণীবধ অপরাধ বিনে।
তোহ্মার বংশের গুণ জানে ত্রিভুবনে॥
হেন বংশে জন্ম তোহ্মার অতি শুদ্ধ যশ।
প্রাণ দিয়া কর রাজা প্রাণ কর বশ॥
রাজা বোলে জানিলাম তুহ্মি মহাজন।
তোহ্মা হেতু শুনিলাম বংশের কথন॥
কোনমতে হৈল হংস তোর দিব্য জ্ঞান।
সে সকল কহ দেখি মোর বিদ্যমান॥
হংস বোলে থাকি আহ্মি ব্রহ্মার সভাত।
অবিদিত আহ্মার নাহিক কিছু বাত॥
যে কর্ম্ম না করে তোহ্মার পাত্রমিত্রগণ।
সেই কর্ম্ম সাধিয়া দিবম এহিক্ষণ॥
এথ শুনি তখনে কহিল মহারাজ।
তুহ্মি কোন সামর্থ্যে করিবা কোন কাজ॥
হংস বোলে মহারাজা হেন বোল কেনে।
বন হোতে রাজ্য হএ রাখিলে যতনে॥
রাজাএ বোলে ই কার্য্যেত নাহিক বিস্ময়।
সাধিতে পারিবা কার্য্য নাহিক সংশয়॥
কোন কার্য্য মোর তুহ্মি করিবা সম্প্রতি।
তাহাকে শুনিতে ইচ্ছা লএ মোর মতি॥
হংস বোলে শুন কহি নৃপতি শেখর।
কৈন্যারত্ন মিলাইব তোহ্মার গোচর॥
কামরূপী ভ্রমি আহ্মি দেশ দেশান্তরী।
দেখিছি সংসার মধ্যে দিব্য এক নারী॥
বিদর্ভ রাজ্যের রাজা ভীম মহামতি।
সর্ব্ব গুণবন্ত রাজা কহিবম কথি॥
দময়ন্তী নাম কৈন্যা তাহান দুহিতা।
সর্ব্ব গুণেযুতা কৈন্যা সৃজিছে বিধাতা॥
তাহান বদন সম হইবার কাজে।
বহুল কঠোর তপ কৈল দ্বিজরাজে॥
তাহান দেখিয়া অতি দীর্ঘ কেশপাশ।
চামরী বনেত গেল হইয়া হতাশ॥
অমিয়া ভাষণ তান মধু উপসর্গ।
বনে গেল কোকিল হইয়া কৃষ্ণবর্ণ॥
নয়ন কাজল তান দেখিয়া শোভন।
দূরে থাকি দেখি মেঘ নারিল সঘন॥
স্থলপদ্ম হইতে নারে মুখপদ্ম সম।
বান্ধুলি কুসুম তান নাহিক উপম॥
মৃণালে করিল পতি পঙ্কে অনুষ্ঠান।
হইতে না পারি তান বাহুর সমান॥
লজ্জাএ শ্রীফল হৈয়া বৃক্ষে উপজিল।
কুচের সমান হৈতে বহুতপ কৈল॥
ত্রিভঙ্গ দেখিয়া কটি কাম অনুসারী।
বনেতে প্রবেশ কৈল তবে সে কেশরী॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব তান ভুরুর সন্ধান।
কামদেবে তেজিল হাতের ধনুখান॥
হাতের কুসুম শর ধরি অকারণ।
বৈদর্ভীর ভ্রুরু চাপে জিনে ত্রিভুবন॥
এক চিত্তে সেইরূপ দেখএ সমস্ত।
আছোক অন্যের কার্য্য সূর্য্য না যাএ অস্ত॥
ইন্দ্রাণী রোহিণী[১] কিবা অহল্যা অদিতি।
কদাচিত নহে রতি সম রূপবতী॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
যাহার বিবাহে সবের আকিঞ্চন॥
একত্রে দেখিতে রূপ দেখিতে হরিষে।
হেন হেতু বিধাতাএ সৃজিছে বিশেষে॥
এ হেন সোন্দরী জান বিদর্ভীর সুতা।
কার পুণ্যফলে যেন সৃজিছে বিধাতা॥
মনে মনে ভাবি চাহিলম ভুবনে বিচারি।
তুহ্মি তান যোগ্যবর সেই তোহ্মা নারী॥
সত্বরে আহ্মারে এড়ি শুন নরনাথে।
ঘটাইব কার্য্য যদি করে জগন্নাথে॥

১. পুথির পাঠ রুহিণী

CENTRAL LIBRARY

হংস মুখে শুনি বাক্য কৈন্যা অনুষ্ঠান।
কামে হত হৈল রাজা হারাইল জ্ঞান॥
রাজা বোলে কার্য্য যদি না পার ঘটাইতে।
তোহ্মার উপরে বধ দিবম নিশ্চিতে॥
প্রাণদান দেও পক্ষী ভজিলম শরণ।
দময়ন্তী সনে মোর করাও দর্শন॥
হাসিয়া কহন্ত তবে শুনহ বচন।
সর্ব্বথা করিব যদি করে নারায়ণ॥
বহু পুরস্কার করি পক্ষী দিল এড়ি।
বিদর্ভ নগরে পক্ষী চলিলেক উড়ি॥
এথাএ রাজাএ ত্যজিলেক শয়ন ভোজন।
দময়ন্তীগত চিত্ত চিন্তে সর্ব্বক্ষণ॥
রাজাএ বোলে শুনিয়া হইল বিমরিষ।
দময়ন্তী বিনে মোর শূন্য দশদিশ॥
রাজকার্য্য তেজি রাজা তেজি দিব্যনারী।
সদাএ আকুল চিত্ত নৃপতিকেশরী॥
এথা হংস চলি গেল বিদর্ভ নগরে।
পড়িলেক গিয়া অন্তঃপুর সরোবরে॥
তথাতে বিদর্ভসুতা নামে দময়ন্তী।
অতি রম্য পুরী তানে দিয়াছে নৃপতি॥
নিকটে কুসুম বন অতি মনোহর।
কোকিল কূজিত শব্দ ঝঙ্কারে ভ্রমর॥
খেলি খেলাইতে কৈন্যা দৈবে সেইদিনে।
সরোবরে আইল কৈন্যা সখিগণ সঙ্গে॥
কার হস্তে পুষ্পমালা কার হস্তে ঝারি।
পার্ব্বতী আইল যেন লইয়া কিন্নরী॥
খেলা খেলাইতে কৈন্যা বসন্তের কালে।
নানা ক্রীড়া করে সখিগণ সঙ্গে জলে॥
ইন্দ্র আদি দেবে চাহে কতুক বিমানে।
ধ্যান মুখে চাহে সব ফুটি কাম বাণে॥
হেনকালে সেই হংস নিকটেত যাএ।
তুলিয়া মৃণালদণ্ড কুতূহলে খাএ॥
হংস দেখি সেই কৈন্যা হইল কতুকী।
সখিগণ এড়ি কৈন্যা গেলেক একাকী॥
সন্নিকটে যাএ কৈন্যা না যাএ ধরণ।
অধিক চঞ্চল হৈল কৈন্যার মন॥
হংসে বোলে শ্রম কেনে পাও লো সোন্দরী।
পুনি ফিরি ঘরে যাও লোভ পরিহরি॥
অনুরূপ পতি যদি হএ সংঘটন।
তবে সে বাখানি তোর সাফল জীবন॥
অনুরূপ বর যদি না হএ ঘটন।
ই রূপ যৌবন তোর সব অকারণ॥
আপনার জন্ম ব্যর্থ লোকে উপহাস।
মাণিকের শোভা নাহি দরিদ্রের পাশ॥
মুকুটের শোভা যার না করে চরণে।
মাথেত না করে জান নপুর শোভনে॥
কাঞ্চনের শোভা নাহি কাচের মিশালে।
চরণে না ধরে মালা শোভা করে গলে॥
কাব্যশাস্ত্র ব্যর্থ যেন করএ বর্ব্বরে।
পণ্ডিতের মুখে যে শুনএ সর্ব্বনরে॥
চন্দ্র বিনে শোভা যেন না করে শর্ব্বরী।
বিদগ্ধ স্বামী বিনে ব্যর্থ জন্ম নারী॥
একহি সে দেখিআছি তোর যোগ্যপতি।
নল নামে মহারাজা নৈষধনৃপতি॥
প্রথম যৌবন রাজা দ্বিতীয় মদন।
ঈষৎ লীলাএ হরে বিদ্যাধরী মন॥
ইন্দ্র সম সম্পদ কুবের সম ধনী।
অতুল মহিমা যার স্বর্গমর্ত্ত্য জিনি॥
পরম ধার্ম্মিক রাজা শাস্ত্রে অনুপাম।
বনে স্মর ভঙ্গ হএ মাহেন্দ্র উপাম॥
সূর্য্যবংশে জন্ম রাজা জগতে প্রকার।
যে বংশে জন্মিছে রাম বিষ্ণুঅবতার॥
অপর যথেক গুণ ধরে নলরাজ।
অল্পবুদ্ধি পক্ষী জাতি কি কহিব কাজ॥
ব্রহ্মার বাহন হংস অবাধিত গতি।
আকারে ধরিতে পারে কাহার শকতি॥
হংস মুখে শুনি কৈন্যা মধুর ভাষিত।
অধিক চঞ্চল হৈল কুমারীর চিত॥

CENTRAL LIBRARY

নৈষধ রাজার গুণ শুনি অতিশয়।
দুর্দ্ধরিষ কামবাণে হানিল হৃদয়॥
পড়িল ধরণীতলে হইয়া মোহিত।
সখিগণ আসিয়া ধরিল চারিভিত॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া বিদর্ভনন্দিনী।
সখিগণ সম্বোধিয়া কহিল কাহিনী॥

লাচাড়ি : বড়ারি রাগ

আজি কেনে সখিগণ প্রাণ পোড়ে ঘনঘন
উন্মত্ত সদৃশ হৈল মতি।
শীতল পঙ্কজ জল সেই নহে সুশীতল
বোলহ বুঝিতে নারি রীতি॥
কি মুঞি শুনিলম কানে হানিল মদন বাণে
পরাপর ভেদ নাহি জ্ঞান।
মদন ভুজঙ্গে দহে শরীরে কেমতে সহে
সহজে তোজিব আহ্মি প্রাণ॥
শুনিয়া নৈষধ নাম হইল দ্বিগুণ কাম
কামে জড়িল কলেবর।
হের শুন পক্ষীবর চরণে ধরম তোর
আনি দেয় নৈষধ সত্বরে॥
ই কাম সাগর মাঝ পার কর পক্ষীরাজ
রহুক তোহ্মার যশ কীর্ত্তি।
নহেত তেজিব তনু নিয়োজিত কামধনু
বধ রৈভ তোহ্মাতে নিশ্চএ॥
হংসে বোলে শুন বামা মনেত করহ ক্ষেমা
নৈষধ ভাবহ একমনে।
যদি তোর ভাগ্য থাকে কহিব রাজার আগে
আসিয়া মিলিব সেইজন॥
তোর রূপ গুণ যতে কহিবম রাজার ভিতে
যদি সে করএ জগন্নাথে।
হের যাই তথাএ আহ্মি শান্ত হৈয়া রহ তুহ্মি
বিরচিত সঞ্জয়েতে তাত॥

পুনরপি বোলে বালা শুন পক্ষীবর।
শরণে ভজিলুম তোর প্রাণ রক্ষা কর॥
আপনে যে পক্ষী তুহ্মি বিমল চরিত।
সৈত্যধর্ম্মজ্ঞানবন্ত দয়া অতুলিত॥
অনাথের প্রাণদান পুণ্য রাশি রাশি।
রাখহ জীবন মোর হৈলম তোর দাসী॥
হংসে বোলে কুমারী যে চিত্ত কর শান্ত।
মন দিয়া শুন কহি যতেক বৃত্তান্ত॥
সে যেন নৃপতি পরম গুণবান।
মহারাজ রাজেশ্বর মহেন্দ্র সমান॥
নাহএ সামান্য জন ভ্রমাইতে চিত্তে।
হস্তগত দৈব্য নহে আনিতে ত্বরিতে॥
আকাশের চন্দ্র যেন বাঞ্ছিলে না পাই।
ইন্দ্রের সম্পদ যেন দেখিলে সে চাহি॥
কহিব তোহ্মার গুণ অশেষ প্রকারে।
তোহ্মা ভাগ্যবশে যদি মনে লএ তার॥
আবেশ না হও তুহ্মি শান্তহ হৃদয়।
তোহ্মা দুঃখ দেখি আহ্মার দুঃখ অতিশএ॥
আনিমু নৈষধ যদি ভবানী করএ।
ই পুনি তোহ্মাতে আহ্মি কহি তত্ত্বকথা।
তোহ্মা ভাগ্যবশে যদি ঘটাএ বিধাতা॥
নল বিনে কথঞ্চিত না বরিয় আন।
ত্রিভুবনে রহিবেক তোহ্মার বাখান॥
কৈন্যাএ বোলে পক্ষীরাজ শুন মহাশএ।
রহে বা না রহে প্রাণ সমর্পিমু তাহে॥
যাবত শরীরে মোর থাকএ জীবন।
নল বিনে পতি না বরিমু কদাচন॥
এহি মোর সৈত্য পক্ষী শুন সৈত্য কথা।
নৈষধ আনিয়া প্রাণ রাখহ সর্ব্বথা॥
হংসে বোলে সোন্দরী না কহ পুনি পুনি।
তোহ্মা কার্য্যে যাইব নৈষধ রাজধানী॥
কহিলেক গিয়া যথ সম্বাদ তাহার।
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দ অপার॥

বহুভাবে পুরস্কার করি পক্ষীরাজ।
বিদর্ভে যাইতে রাজা করিলেক সাজ॥
মুনি বোলে শুনহ নৃপতি ধর্ম্মরাজ।
পুনরপি বিদর্ভীর ফলে যেই কাজ॥
শুনিয়া হংসের বাক্য বিদর্ভ কুমারী।
কথঞ্চিত দুঃখ ভাবি গেল নিজ পুরী॥
শয়ন ভোজন নাহি সতত ধেয়ান।
বিরত বিফল চিত্ত নাহিক যে জ্ঞান॥
রাত্রিদিন নল রাজা ভাবে অনুক্ষণ।
নিরঞ্জন ভাবে যেন মহা মুনিগণ॥
তেজিলেক অন্নজল চঞ্চল চরিত।
খাটপাট পরিহারি শয়ন ভূমিত॥
সজল পঙ্কজ দলে করিল শয়ন।
তথাপি শীতল নহে দাহ অনুক্ষণ॥
চন্দ্রের শীতল রশ্মি সূর্য্যতাপময়।
দারুণ মদনবাণে পশিল হৃদয়॥
উফরি উঠিল শুনি কোকিলের ধ্বনি।
ভ্রমরের ঘন রোলে দগধে পরাণী॥
চমকি উঠএ ফিরি চাহে চারিভিত।
মদনে বিরহস্বর সঘন কম্পিত॥
নানা যন্ত্রধ্বনি শুনি গীত সুললিত।
অধিক উন্মথ চিত্ত দ্বিগুণ দুঃখিত॥
হেন সব বিপরীত দেখি সখিগণ।
ত্বরিতে জানাএ গিয়া মহাদেবীর চরণ॥
শুনিয়া বিস্মিত দেবী চলিল পুরীত।
রাজারে জানাএ দেবী বিষাদিত চিত্ত॥
যৌবন প্রবেশ হৈল বিরহ লৈক্ষণ।
না জানি প্রমাদ হেন হৈল উপসর্গ॥
হেন শুনী মোহাদেবী বিস্মিত যে অতি।
পুরে আসি যত বার্ত্তা কহিল নৃপতি॥
কি সুখে নিশ্চিন্ত আছ শুন নৃপমণি।
যৌবন প্রবেশ কৈন্যা পরম দুঃখিনী॥
লাজ ভয় নাই তার কামে [যেন] হত।
চল ঝাটে করহ কৈন্যার স্বয়ম্বর॥
না পাইল পতিবর না দেয় পরিণয়।
এহি কৈন্যা হোতে বংশে কলঙ্ক নিশ্চয়॥
মহাদেবী সুশীলার শুনিয়া বচন।
সভাতে আসিয়া রাজা কহিল কথন॥
যত পাত্র মিত্র পুরোহিত সেনাপতি।
চারিভিতে দাড়াইল করিয়া ভকতি॥
দময়ন্তী কুমারীর হৈতে স্বয়ম্বর।
দূত সব নিয়োজহ দেশ দেশান্তর॥
যত রাজা রাজসুত পৃথিবী ভিতর।
শুনিয়া কতুক দময়ন্তীর স্বয়ম্বর॥
তবে যথ রূপ গুণ লোক মুখে শুনি।
মহিমা অতুল বালা বিদর্ভনন্দিনী॥
পরম হরিষে সব রাজার যে সুত।
সসৈন্যে চলি আইল দেখিতে অদ্ভুত॥
এথাতে নৃপতি ভীম মহা বলবান।
স্বয়ম্বর স্থান কৈল বিবিধ নির্ম্মাণ॥
অতি দিব্য মঞ্চ কৈল রম্য সারি সারি
বিচিত্র পাষাণে সব মানিক্য আবরি॥
কনক রজত মুক্তার যত মনোহর।
বিচিত্র যে গৃহ সব উত্তর চত্বর॥
বিচিত্র চত্বরা সর্ব্ব বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানা পুষ্প নানা পাত্র দেখি স্থানে স্থান॥
রক্ত বস্ত্রে আভরণ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
রত্ন দ্রৈব্যে উপহার থুইল স্থানে স্থান॥
বিচিত্র নগর শোভা কৈল নানাবেশে।
বিচিত্র পতাকাধ্বজ সোনার কলসে॥
স্থানে স্থানে নৃত্যগীত নানা বাদ্যধ্বনি।
অতি রম্য নগর অমরাবতী জিনি॥
হেনমতে দিব্যপুরী করিয়া নির্ম্মিত।
তখনে মিলিল রাজাগণ সমুদিত॥
চতুরঙ্গ বলে সাজি নানান কতুকে।
মিলিলেক রাজা সব নাচএ নৃত্যকে॥
মালব দেশের রাজা শল্য সেনাপতি।
সৌরীর সৌরাষ্ট্র রাজা সিন্ধু মহামতি॥

CENTRAL LIBRARY

কেকয় কোশল কুন্ত তিন মহীপাল ।
মগধ গান্ধার চেদি নৃপতি বিশাল ॥
ইক্ষুক মথুরা মৎস্য অবন্তী নৃপতি ।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে মিলে শীঘ্রগতি ॥
অট্ট পট্ট বধূ কুন্ত দেশ নৃপবর ।
কামরূপ নিবাসী যে আসিল সত্বর ॥
পাঞ্চাল মিথিলা আর কাশীর নৃপতি ।
উৎসকট সৌরাষ্ট্র আর অযোধ্যার পতি ॥
কাম্পিল্য কেদার গুরু দেশের নৃপতি ।
বিদর্ভে মিলিল আসি ই সব প্রভৃতি ॥
অপর যথেক রাজা পৃথিবীতে বৈসে ।
সব আসি মিলিলেক পরম হরিষে ॥
সব মহাতেজবন্ত বলে অনুপাম ।
দুর্জ্জয় শরীর সব বিপুল সংগ্রাম ॥
কুলে শীলে রূপে গুণে সব মহাশএ ।
দেখিয়া অসংখ্য সব লাগে মহাভএ ॥
পদভরে বসুমতী অচিরে কম্পিল ।
পৃথিবীর রাজা সর্ব্ব আসিয়া মিলিল ॥
বৃহদশ্বে বোলেন শুনহ পাণ্ডুসুত ।
নৈষধ নগরে গেল বিদর্ভর দূত ॥
নৈষধের আগে কহে জুড়ি দুই হাত ।
বিদর্ভের নিবেদন শুন নরনাথ ॥
দময়ন্তী নামে বালা বিদর্ভনন্দিনী ।
অতিশয় চারুমূর্ত্তি ত্রিভুবন জিনি ॥
স্বয়ম্বর তাহার করিছে নরেশ্বর ।
পৃথিবীর রাজা সব মিলিল সত্বর ॥
দেখিতে কতুক দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ॥
শুনিয়া হইল রাজা কুতূহল মন ।
মনের অভীষ্ট মোর করিল ঘটন ॥
হেন বলি মহারাজ চলিল সত্বর ।
সৈন্যে চলি যাএ বিদর্ভ নগর ॥
ততক্ষণে কুতূহলে নল রাজা চলে ।
নানা রঙ্গ যন্ত্রধ্বনি চতুরঙ্গ বলে ॥
বায়ুগতি রথ সব পতাকা শোভন ।
বিদ্যুৎ সঞ্চরে গতি দিব্য অশ্বগণ ॥
পর্ব্বত প্রমাণ যত মত্ত হস্তীগণ ।
লৈক্ষ লৈক্ষ ধাএ সর্ব্ব মেঘের গর্জ্জন ॥
অসংখ্যাত সৈন্য সেনা পূরিল ধরণী ।
বিচিত্র রথেত রাজা নল শিরোমণি ॥
নানাবাদ্য সিংহনাদ শুনি ভয়ঙ্কর ।
দেখিয়া বিপক্ষ সব কম্পে থরে থর ॥
অভিনব মদন যেন সোন্দর শরীর ।
ইন্দ্রতুল্য সম্পদ সমরে মহাবীর ॥
সসৈন্য সাজনে সব কাপে রিপুগণ ।
ইন্দ্র আদি দেবে দেখি চমকিত মন ॥
হেনমতে কতুকে চলিল নলেশ্বর ।
অশ্বগজ রথ সর্ব্ব ধ্বজ বহুতর ॥
কতুকে চলিল সব হরষিত মন ।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা অমৃত শ্রবণ ॥

সিন্ধুরা রাগ

দময়ন্তী স্বয়ম্বর দেখিতে দেবগণ ।
কতুকে চলিল সর্ব্ব হরসিত মন ॥
দময়ন্তী রূপগুণ দেখি যেই জন ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি ভএ অচেতন ॥
দময়ন্তী রূপেগুণে হরে লোকচিত ।
বিদর্ভী উদ্দেশে হইল সবার বাঞ্ছিত ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ।
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু কাম কুবের গণেশ ।
অশ্বিনীকুমার আদি চলিল বিশেষ ॥
সিদ্ধাসাধ্য বসুরুদ্র মরুত আদিত্য ।
ঋষিমুনি দিবা রাত্রি নক্ষত্র সহিত ॥
সমুদ্র পর্ব্বত গ্রহ কাল দণ্ডপাল ।
বৃদ্ধ বাল্য যুবক যে চলিল তৎকাল ॥
হেন হি সমএ তবে ইন্দ্র লোকপাল ।
দেখিলেন্ত নৈষধ যে চলিছে তৎকাল ॥

CENTRAL LIBRARY

অনুপত্যে প্রকাশ করিল দশদিশ ।
দেখিয়া দেবতাগণে করে বিমরিষ ॥
এহেন অপূর্ব্ব রূপ না দেখি সংসারে ।
ইহা বিনে দময়ন্তী না বরিবে কারে ॥
করিল যথেক আশা মিথ্যা হৈল কাজ ।
দময়ন্তী সর্ব্বথা বরিব নলরাজ ॥
যেনমতে বিদর্ভী নলক নাহি বরে ।
তাহার উপাএ ভাল চিন্তহ সত্বরে ॥
নৈষধ বিমুখে হএ মোর কার্য্যসিদ্ধি ।
নাহএ লজ্জার আর নাহিক অবধি ॥
ইন্দ্রযম কুবের বরুণ দেব চারি ।
নলকে বরিব সবে অনুসার করি ॥
আকাশে থাকিয়া দেবে বলিল বচন ।
শুন নল রাজা তুহ্মি আহ্মার বচন ॥
তুহ্মি মহারাজ মহাকুলে উৎপত্তি ।
অতুল মহিমা তোহ্মার পূরিলেক ক্ষিতি ॥
কথঞ্চিত নাহিক তোহ্মার পরাভব ।
তোহ্মার যজ্ঞেত জ্ঞান নিত্য আহ্মি সব ॥
হেন বংশে জন্ম তোহ্মার নল নরপতি ।
* * * * * * * * * * * * * * * ।
সাফল তোহ্মার জন্ম হৈল পৃথিবীত ।
এক কার্য্য সাধি মোরে করহ পীরিত ॥
শুনিয়া দেবের বাক্য নৈষধনৃপতি ।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করিল প্রণতি ॥
সাফল আহ্মার আজি জীবনযৌবন ।
দেব সবে করে যার প্রশংসা রচন ॥
ইহাপরে ভাগ্য আর নাহিক সংসারে ।
সাধিব দেবতাকার্য্য মনিষ্ঠ শরীরে ॥
আপনে জানিয়া আজ্ঞা কর দেবরাজ ।
প্রাণপণ করিয়া সাধিব তোহ্মা কাজ ॥
ইন্দ্রে বোলে শুন নল রাজা মহাশএ ।
পারিবা সাধিতে কার্য্য নাহিক সংশয় ॥
তোহ্মা পূর্ব্ব বংশে ছিল যথ রাজা সব ।
অসুর মারিয়া রৈক্ষা কৈল আহ্মি সব ॥
হেন বংশে জন্ম তোহ্মার নল নরপতি ।
সাধিবা যে এক কার্য্য আহ্মার পীরিতি ॥
বিদর্ভ রাজার সুতা দময়ন্তী পাশে ।
দূত হৈয়া যাও তুহ্মি আহ্মার নির্দেশে ॥
আহ্মার সম্বাদ তাতে কহিবা বিশেষে ।
যেনমতে কৈন্যাএ আহ্মা ভজএ হরিষে ॥
এহি কার্য্য তোহ্মা সাধিবারে নরনাথ ।
আহ্মি সর্ব্বে এহি ভার দিলাম তোহ্মাত ॥
যুগে যুগে তোহ্মা কীর্ত্তি রহিবেক ক্ষিতি ।
সর্ব্বত্র কুশল হৈব আহ্মি হৈলে প্রীতি ॥
দেবতাগণের বাক্য শুনি সহসাত ।
আচুম্বিত মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত ॥
* * * * * * * * * * * * * * * ।
হরি হরি মুঞি পাপ কর্ম্ম যে করিলম ॥
বিধাতা বিমুখে হৈলে কার্য্য নহে সিদ্ধি ।
হাত হোতে হারাইল পাই শুন নিধি ॥
কোন পাপযোগে আহ্মি করিলম গমন ।
বৈরী হৈয়া লাগিল দারুণ দেবগণ ॥
যে হৌক সে হৌক চিন্তি কার্য্য নাহি আর ।
করিতে দেবের কার্য কৈল অঙ্গিকার ॥
জীবন যৌবন ধন সব অকারণ ।
পরহিত কার্য্যফল সংসারে ঘোষণ ॥
এথ ভাবি নৃপতিএ বলিল হরিষে ।
দূত হৈয়া যাইব আহ্মি দেবের আদেশে ॥
তোহ্মার সম্বাদ মুই কহিমু সর্ব্বথা ।
মোর ভাগ্যবলে যদি ঘটাএ বিধাতা ॥
প্রবন্ধ বিশেষ করি কহিমু নিশ্চএ ।
পশ্চাতে বিদিত হৈব যদি কার্য্য হএ ॥
হেন বলি প্রশংসিল দেবগণে মিলি ।
ধৈন্য ধৈন্য মহারাজা বড় পুণ্যশালী ॥
আপনার কার্য্য তেজি চিন্ত পরহিত ।
হেন কহি পবনেরে দিলেক সহিত ॥
হেন জানি পবন করিল নিয়োজিত ।
চলি গেল দেবগণ কুতূহল চিত ॥

CENTRAL LIBRARY

স্বয়ম্বর স্থানে [সবে] মিলিলেন্ত পুনি ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব যে মিলিলেক পুনি ॥
হেন হি সমএ তথা চতুরঙ্গ বলে ।
মহারাজা নৈষধ মিলিল কুতূহলে ॥
দিব্যরথ আরোহিল পরম সোন্দর ।
প্রবেশ হইব রাজা বিদর্ভনগর ॥
চতুর্ভিত বেষ্টিত অমাত্য পুরোহিত ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন নক্ষত্রে বেষ্টিত ॥
অপরূপ মহিমা যে অপূর্ব্ব কাহিনী ।
একদৃষ্টে নিরীক্ষন্ত নগরে রমণী ॥
কুলবধূগণ চাহে গবাক্ষের জালে ।
দেখিয়া অপূর্ব্ব রূপ পড়ি গেল ডোলে ॥
তেজিয়া যাবন্ত কর্ম্ম সব অপরূপ ।
একদৃষ্টে পান করে নৃপতির রূপ ॥
জন্মে জন্মে যেই হরগৌরী আরাধিল ।
তাহার কারণে হেন স্বামীবর পাইল ॥
সাফল তাহার জন্ম হৈল মহীতলে ।
হেন মুখকমল দেখিব অনুক্ষণে ॥
আহ্মি সব নারীগণ ভাগ্য বিরহিতে ।
নিমেষেক না দেখিল গেল অলক্ষিতে ॥
ধৈন্য ধৈন্য দময়ন্তী সাফল জীবন ।
যার লাগি হেন রূপবন্ত আগমন ॥
হেনমতে গেল রাজা পরম হরিষে ।
রাজপুরে গিয়া রাজা করে বিমরিষে ॥
অপর যথেক রাজা বৈসে পৃথিবীত ।
স্বয়ম্বর স্থানে আসি হৈল উপস্থিত ॥
নানা ভক্ষ্য উপহার পাদ্যঅর্ঘ্যদানে ।
পূজিল বিদর্ভরাজা প্রতি জনে জনে ॥
যার যেই অনুরূপ দিল দিব্যপুরী ।
বহুল বিনয় ভাবে বহু পুরস্করি ॥
হেনহি সমএ নল রাজা মহাশএ ।
পর উপকারী সদা আনন্দ হৃদয় ॥
রাজনীতি দণ্ডছত্র সব পরিহরি ।
দেবদূত হৈয়া গেল দময়ন্তীপুরী ॥
গুপ্ত রূপে বাউ গেল রাজার সহিত ।
বিদর্ভীর দ্বারে গেল হৈল উপস্থিত ॥
দ্বারীত কহিল রাজা সব বিবরণ ।
আহ্মারে পাঠাইল ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥
রাজসুতা বিদর্ভীর করহ গোচর ।
দেবের সম্বাদ তাতে কহিমু সত্বর ॥
শুনিয়া যে দ্বারী গেল পুরীর ভিতর ।
কহিলেন্ত সব কথা কুমারীর গোচর ॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য কথা বিদর্ভ কুমারী ।
দেবদূত জানে [দ্বারী] নিল নিত্যপুরী ॥
পাদ্যঅর্ঘ্য সিংহাসন দিলেক নিশ্চয় ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিল মহাশএ ॥
কুমারীর রূপ দেখি ত্রিলক্ষের সার ।
হরিষবিষাদ রাজা হইল অপার ॥
যতেক কহিল হংস কিছু নহে আন ।
বৈরী হৈয়া লাগিল দারুণ দেবগণ ॥
ভবিতব্য নাহিক চিন্তিয়া নাহি কাজ ।
নিশ্চয় সাধিব কার্য্য ইন্দ্র দেবরাজ ॥
হেন ভাবি বলিলেক নৃপতি কেশরী ।
দেবতা সম্বাদ যে শুনহ কুমারী ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ ধনেশ্বর ।
এহি চারি সম্বাদ যে করিব গোচর ॥
চারি মৈধ্যে তোহ্মারে যাহারে মনে ভাসে ।
তাহাকে ভজহ তুহ্মি পরম হরিষে ॥
ইহা পরে ভাগ্য নাহি এহিত সংসারে ।
দেবগণ পাইবা তুহ্মি হরিষ অন্তরে ॥
অল্প জীব রাজা সব জরাএ পতিত ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক সদাএ পীড়িত ॥
তাহাকে বরিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন ।
অচিরে বিনাশ হৈব জীবনযৌবন ॥
সাফল তোহ্মার জন্ম হৈল মহীতলে ।
যার লাগি দেবগণ হইছে বিকলে ॥
যুগে যুগে চিরজীবী নাহি তার রোগ ।
দিব্য বস্ত্র ভূষণ অতুল সুখ ভোগ ॥

ইন্দ্রের সম্পদ যত শুনহ সোন্দরী ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বে যাহার সেবা করি ॥
অপ্সরা কিন্নর নাগ সমুদ্র পর্ব্বত ।
কাল ঋতু বরিষা বসন্ত নানামত ॥
ত্রিভুবনে যতেক দেখিত চরাচর ।
সবার পালক ইন্দ্র ত্রিদেশ ঈশ্বর ॥
নগর অমরাবতী শুনিছ আপনে ।
কল্পতরু বৈসে তথা নন্দনকাননে ॥
মন্দাকিনী গঙ্গা যথা বৈসে সুরেশ্বরী ।
সুধর্ম্ম সভার কত কহিবার পারি ॥
উর্ব্বশী মেনকা তিলোত্তমা আদি করি ।
নিত্য যেথা নৃত্য যথা স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
পরম সোন্দর ইন্দ্র সহস্রলোচন ।
হস্তেত অমোঘ অস্ত্র অসুরনিধন ॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যার হস্তী ঐরাবত ।
ইন্দ্রের সম্বাদ বালা কৈতে পারি কথ ॥
তাহারে ভজিলে হএ শচীর সমান ।
ত্রিভুবন জিনি হৈব অতুল সম্মান ॥
জন্ম জন্ম তপ করি সেবি হরগৌরী ।
তারফলে হেন স্বামী পাইবা সোন্দরী ॥
যমের সম্বাদ কহি শুনহ বচন ।
মহাপুণ্য সমর্থ যে সূর্য্যের নন্দন ॥
ত্রিভুবন যতেক দেখহ চরাচর ।
সুরাসুর নর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
বিদ্যাধর যতেক অপ্সরা পশুগণ ।
কীট পতঙ্গ আদি যত জীবগণ ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনে যতেক জীব বৈসে ।
একেশ্বর যমে তারে সকল বিনাশে ॥
হেনজন নাহি জান মর্ত্ত্যেত নিশ্চয় ।
হেন নাহি যাএ হেন যমের আলয় ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিয়া করহ নিয়ম ।
ত্রিলক্ষ সংহারে ধর্ম্ম হেন রাজা যম ॥
হাতে ঘোর দণ্ড যার মহিষবাহন ।
অনুচর ভয়ঙ্কর যার দূতগণ ॥

অনুদিন সম্পদ দক্ষিণ লোকপাল ।
যুগে যুগে অক্ষয় যাহার ঠাকুরাল ॥
হেন জন ভজিলে কার নাহি ভয় ।
যুগে যুগে চিরজীবী সম্পদ নিশ্চয় ॥
না কর বিলম্ব বালা নৃপতিদুহিতা ।
বড় পুণ্যে হেন স্বামী ঘটাএ বিধাতা ॥
বরুণ সম্পদ যত শুনহ কুমারী ।
জলস্থল অনেক জনের অধিকারী ॥
যাহার নির্ম্মাণ পুরী ত্রিভুবন জিনি ।
রত্ন বীরোচিত পূর্ব্ব অপূর্ব্ব বাখানি ॥
অমূল্য মাণিক্য হীরা প্রবাল সহিত ।
সূর্য্য স্ফটিকের গৃহ সোবর্ণনির্ম্মিত ॥
তাহারে ভজিলে বালা পাইবা নানা সুখ ।
যুগে যুগে চিরজীবী নাহি ব্যাধি দুখ ॥
কত পুণ্যফলে পাই হেন স্বামীবর ।
তেজিয়া অপর ভজ বনের ঈশ্বর ॥
এত সর্ব্ব রাজার অপূর্ব্ব বাক্য শুনি ।
হাসিয়া বোলেন্ত তবে বিদর্ভনন্দিনী ॥
শুনহ দেবের দূত বচন আমার ।
যতেক কহিলা তুমি সর্ব্ব ভস্মসার ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের লোকপাল ।
যুগে যুগে যাহার অক্ষয় ঠাকুরাল ॥
ই পুনি সুহৃদ বাক্য না হএ অন্যথা ।
পুণ্যবন্ত যশের বিপুল ভোগ যথা ॥
আমি সব অল্পমতি অল্পরূপগুণ ।
সে পদ সামর্থ্য আমার না হএ নিপুণ ॥
সুরনারী বিদিতে আমারে নহে শোভা ।
সূর্য্যের বিদিতে যেন খদ্যোতের প্রভা ॥
উর্ব্বশী মেনকা যার রূপের নাহি সীমা ।
যাহাতে ইন্দ্রাণী শচী রতি তিলোত্তমা ॥
চন্দ্রের বিদিতে যেন নক্ষত্রের শোভা ।
অরাজক রাজ্যে যেন নানা জন লোভা ॥
কোকিল বিদিতে যেন কাকে করে রব ।
সিংহের বিদিতে যেন মৃগ পরাভব ॥

CENTRAL LIBRARY

সোবর্ণ বিদিতে যেন পিতলের আভা।
সুরনারী বিদিতে আমার তেন শোভা॥
তাহার সাক্ষাতে আমি কোন রূপবতী।
দেবের চরণে মোর রহুক প্রণতি॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা মুই কহিমু তোহ্মাত।
নল বিনে ত্রিভুবনে নাহি প্রাণনাথ॥
চলহ দেবের দূত আপনার স্থান।
যত দেবগণ মোর পিতৃর সমান॥
কুমারী নৃপতি করিয়া আশীর্ব্বাদ।
চলিলেক নৃপতি যে হরিষে বিষাদ॥
ধৈন্য ধৈন্য মানিলেক আপনা জীবন।
কিঞ্চিৎ দুঃখিত দেবকার্য্য বিঘটন॥
মুনি বোলে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
পুনরপি হৈল যত তাতে বিবরণ॥
শীঘ্রগতি গেল বাউ যত দেবগণ।
কহিলেন্ত আদি অন্ত যত বিবরণ॥
শুনিয়া দেবতাগণ সবিস্ময় মন।
তখনে নৈষধ রাজা হৈল উপসন্ন॥
ধীরে ধীরে কহে কথা মনে বিমরিষ।
বিধাতা বিমুখ আজি না পাইলু যশ॥
না হৈল তোহ্মার প্রীতি আমার উদ্যোগে।
তথাপি বঞ্চেএ মোকে পাপ কর্ম্মভোগে॥
কিবা তোহ্মা কার্য্য কৈলম কিবা অপকর্ম্ম।
তোহ্মা অবিদিত নাহি সাক্ষী তার ধর্ম্ম॥
দেবগণে বোলে রাজা জানিল সকল।
পুণ্যবন্ত রাজা তোহ্মি জনম সফল॥
আপনার কার্য্য তেজি চিন্ত পরহিত।
অতুল মহিমা তোহ্মার রহিল পৃথিবীত॥
নাহিক তোহ্মার দোষ শুন নরেশ্বর।
অবিলম্বে চলি যাও যথা স্বয়ম্বর॥
দেবগণ প্রণমিয়া চলিল নৃপতি।
আপনার সৈন্য সমে চলে শীঘ্রগতি॥
হেনহি সময়ে রাত্রি উপসন্ন হৈল।
চলিল নৃপতিগণ স্বয়ম্বরস্থল॥

হাস্য উপহাস্য কেহ মৃদুমন্দ স্বরে।
দময়ন্তীগত চিত্ত শরীর জর্জর॥
নানাভাগ দেবগণ বসিল সভাত।
পূজিলেক সভাজন বিদর্ভেরনাথ॥
মুনি বোলে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্ত অপূর্ব্ব কথা শুনিতে শ্রবণ॥
দূতক মেলানি দিয়া বিদর্ভনন্দিনী।
পরম বিস্ময় মনে ভাবিলেক পুনি॥
দেবতা সদৃশ নহি শুনি কোন কালে।
আমি অল্পমতি কেবা বাঞ্ছএ লোকপালে॥
স্ত্রী হৈয়া হৈল মোর দেব সনে বাদ।
না জানম বিধি মোরে কি করে প্রমাদ॥
পক্ষীর বচনে মুই নলকে সুসার।
কিবা রূপগুণ মুই না কৈলম বিচার॥
সহচরী বিজয়া প্রধান তার সখী।
হাতে ধরি বলিলেক শুন শশিমুখী॥
চল সখি ঝাটে যাও স্বয়ম্বরস্থল।
একে একে চাহি রাজ নৃপতিসকল॥
যার যেই রূপ গুণ জানিয়া বিশেষ।
পুনরপি আসি মোরে কহিবা বিশেষ॥
বিদর্ভীর বাক্য শুনি চলে শশিমুখী।
একে একে রাজা সর্ব্ব চাহিলাম নিরক্ষি॥
সবার অধিক তথা নল নরপতি।
দেখিয়া হরিষ হৈল বিজয়ার মতি॥
চারিভিতে পাত্রগণ মধ্যে নরেশ্বর।
দেবগণ মধ্যে যেন বৈসে পুরন্দর॥
তার যত রূপগুণ দেখি অতুলিত।
দময়ন্তীর স্থানে কহে হই হরসিত॥
শুনহে বিদর্ভী গেলম তোহ্মা বাক্য শুনি।
একে একে চাহিলম সকল নৃপমণি॥
কাহার কতেক গুণ কহিমু তোহ্মাত।
সভাত অধিক গুণ নল নরনাথ॥
জন্মে জন্মে কত তপ কৈলে রাজসুতা।
তার ফলে হেন স্বামী ঘটাএ বিধাতা॥

শুনিয়া সখীর বাক্য বিদর্ভকুমারী।
আলিঙ্গিল সখীরে আদরে গলে ধরি॥
আজি সে খণ্ডিল মোর মনের বিস্ময়॥
প্রতিজ্ঞা সাফল হৈল শুনহ নিশ্চয়॥
হেন বলি কুতূহলে বিদর্ভনন্দিনী।
স্নান করি ভক্তিভাবে পূজিল ভবানী॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য যে বহু উপহার।
পুণ্যি স্তুতি করে দেবী হৈয়া নমস্কার॥
প্রণমহ পরম প্রকৃতি ভগবতী।
প্রধান পুরুষ সব যা হৈতে উৎপত্তি॥
বিষ্ণু শক্তি অনন্তের তুহ্মি মহামায়া।
ত্রিগুণ অশেষ গুণ বিবর্জ্জিত কায়া॥
নিত্যস্বরূপ নির্ম্মাতা সর্ব্ব ভূতস্থিতা।
মাহেশ্বরী রূপিনী যে ত্রিজগত মাতা॥
সুরমুনি হিত হেতু যার অবতার।
অশেষ স্বরূপা তুহ্মি ঘোষএ সংসার॥
যোগ নিদ্রা মহানিদ্রা সুমতিচারিনী।
দুঃখসুখপ্রদা দুর্গা বিপদনাশিনী॥
সৃষ্টিস্থিতিকারিনী যে নমো নারায়ণী।
চৈতন্য স্বরূপ তোহ্মি জগতজননী॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা বুদ্ধি লজ্জা তোহ্মি মহা সুধা।
দয়াময়ী ছায়া শান্তি সতী বিদ্যামেধা॥
* * শান্তি মহেশ্বরী লক্ষ্মী হৈমবতী।
স্মৃতি শ্রুতি জয়া বিদ্যা অবিদ্যা যে ধৃতি॥
কালাষ্টক মেষ মাহেন্দ্র দণ্ডপাণি।
তোহ্মার উৎপত্তি স্থিতি সর্ব্ব বিনাশিনী॥
তুহ্মি বিনে ত্রিভুবনে নাহি কথঞ্চিত।
সর্ব্বশক্তি রূপ যে অখিল পূর্ণিত॥
হেন ভক্তিভাবে কৈন্যা পূজিয়া ভবানী।
হরসিত ঘরে গেল বিদর্ভনন্দিনী॥
তখনে সোন্দরী দেবী নৃপতি মহিষী।
কুমারীর বেশ হেতু মিলিলেক আসি॥
পরম সোন্দরী বামা জিনি ত্রিভুবন।
সুর মুনি সিদ্ধার কটাক্ষে হরে মন॥

মত্তা মাতঙ্গ জিনি অতুলিত গতি।
চারিভিতে বেষ্টিত যে সহস্র যুবতী॥
শুভক্ষণে আরোহিল চতুর্দ্দোল পরে।
গুরুগণ প্রণমিয়া চলে কুতূহলে॥
ত্রিলোক্য মোহিনী কৈন্যা অপরূপ ঠান।
দেখিয়া নৃপতিগণ হইল হতজ্ঞান॥
মুনি বোলে শুন রাজা ধর্ম্মরাজসুত।
অত্যন্ত কতুক কথা পরম অদ্ভুত॥
নৈষধে অনুরাগ জানিয়া কুমারী।
মনেতে ভাবিয়া চলে ইন্দ্র দেবচারি॥
নৈষধ বরিব দৃঢ় বিদর্ভের সুতা।
স্বয়ম্বর স্থানে আজি যাইব সর্ব্বথা॥
যেন মতে বিদর্ভী নৈষধে নাহি বরে।
এহার উপাএ কাটে চিন্তহ সত্বরে॥
ইন্দ্র যম বরুণ যে আর ধনেশ্বর।
ই বলিয়া চারি দেব চলিল সত্বর॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করি পরিধান।
শীঘ্রগতি চলি গেল স্বয়ম্বর স্থান॥
সভামৈধ্যে বসিলেক স্বয়ম্বর স্থল।
অপরূপ দেখিয়া যে বিস্মিত সকল॥
নলরূপ পঞ্চজন হৈল অলক্ষিতে।
সমতুল্য কেহ কারে না পারে চিনিতে॥
হেনহি সময়ে তথা শুন ধর্ম্মরাজ।
দময়ন্তী মিলিলেক স্বয়ম্বর মাঝ॥
চতুর্দ্দোল হোতে নামি সখি হাতে ধরি।
চলিলেক দময়ন্তী বিদর্ভকুমারী॥
শোভিল শরীর তেজ স্বয়ম্বরস্থলে।
উদিত হইল ভূমি চন্দ্রের মণ্ডলে॥
ত্রিলোক্য মোহিনী কৈন্যা অপরূপ ঠান।
যেই অঙ্গে যার দৃষ্টি হৈল হতজ্ঞান॥
দেখিয়া নৃপতিগণ হৈল সহসাত।
বিচলিত নহে দৃষ্টি রহিল তথাত॥
বিচিত্র পট্টেত যেন পুত্তলিনির্ম্মিত।
অনিমেষ দৃষ্টি হৈয়া রহে সম্মোহিত॥

CENTRAL LIBRARY

সহচরী বিজয়া শুনিয়া লোকমুখে ।
একে একে রাজাসব চিনাএ প্রত্যক্ষে ॥
যার যেই রূপ গুণ কুল শীল সীমা ।
বল বীর্য্য পরাক্রম মর্য্যাদা মহিমা ॥
যার যেই পরাক্রম যার যেই দেশ ।
একে একে কুমারীএ জানাএ বিশেষ ॥
শুনিয়া সকল কথা বিদর্ভকুমারী ।
মন্দ মন্দ গতি চলে সখি হস্তে ধরি ॥
প্রদীপের শিখা যেন রাত্রির সমএ ।
যারে এড়ি যাএ কৈন্যা মৃত্যুবৎ হএ ॥
হেনমতে দময়ন্তী যারে এড়ি যাএ ।
বিষণ্ণ বদনে সব মৃত্যুদেহ পাএ ॥
ধীরে ধীরে গেল কৈন্যা নল সন্নিহিত ।
একরূপ পঞ্চ দেখি হৈল বিস্মিত ॥
স্থির হই রহিলেন পুষ্প মালা হাতে ।
কাহারে বরিব কৈন্যা না পারে চিনিতে ॥
ত্রস্ত হৈল সোন্দরী যে দেবমায়া দেখি ।
পরম বিষাদ ভাবি কান্দে শশিমুখী ॥

লাচাড়ি

হংসমুখে শুনি বাণী মিলাইল ভবানী
নলকে বরিমু সে অবধি ।
একমনে ভাবিলম মনেত যে বাঞ্ছিলম
পাষণ্ড হইল মোরে বিধি ॥
বিষাদ ভাবিয়া মনে হাহা বিধি হেন কেনে
কি মোর যে লিখিল কপাল ।
যখনে দেবের দূত মোর তরে উপস্থিত
তখনেই পড়িলম সঙ্কটে ॥
দৈবে মুই অভাগিনী পৃথিবী মণ্ডলে জানি
কার হএ এথ অথান্তর ।
কেবা পাএ এথ দুঃখ বিধি মোরে বিমুখ
হেন কার হএ স্বয়ম্বরে ॥
হাহা নল গুণনিধি আজ্ঞারে বঞ্চিল বিধি
দৈবে সে মরিব অভাগিনী ।
দৈবে আত্মবধী হৈমু আনলেতে ঝম্প দিমু
তবে দৈব হৈবা বধভাগী ॥
কৃপা কর দেবগণ প্রণমহ জনে জন
আহ্মি অল্পমতি অল্পজ্ঞান ।
তুহ্মি সব দেবগণ লোকপাল মহাজন
দেয় মোরে প্রাণপতি দান ॥
হওত করুণা মন শুন শুন দেবগণ
আহ্মি নারী জনম দুঃখিনী ।
নল বিনে ত্রিভুবন না ভজিমু অন্যজন
তোহ্মা ঠাই বলি পুনি পুনি ॥
ই বলিয়া সোন্দরী বিদর্ভের কুমারী
জোড় করিয়া দুই হাত ।
বিশেষ ভক্তির ভাবে মায়া ছাড়ে দেব সবে
ভক্তিভরে রচিল সঞ্জয়ে ॥

তখনে বিজয়া নামে বিদর্ভীর সখী ।
বিদর্ভীক বোলন্ত শুনহ চন্দ্রমুখী ॥
গুরু মুখে পুরাণে শুনিছি বেদকথা ।
দেবের নিমেষ ছায়া নাহিক সর্ব্বথা ॥
আজি কেনে বিস্মর সে সব কথা সখি ।
ভজহ নিমেষ ছায়া নৈষধ নিরক্ষি ॥
হেন শুনি সখীর বচন অদ্ভুত ।
দেবগণ হইল নিমেষ ছায়াযুত ॥
বিদর্ভী চাহন্ত মনে ভাবিয়া অত্যন্ত ।
সর্ব্বজন দেখন্ত নিমেষ ছায়াবন্ত ॥
দেবের কপট মায়া বুঝিবেক কোনে ।
ত্রস্ত হৈল সোন্দরী বিষাদ ভাবি মনে ॥
পুনরপি বোলে বালা বিনয় বচন ।
কৃপা কর দেবগণ পড়হু চরণ ॥
তুহ্মি সব দেবগণ অনাথের গতি ।
সদয় হইয়া হর নিজ মায়ামূর্ত্তি ॥
নল বিনে পুরুষ যথ ত্রিভুবনে ।
পুত্র তুল্য হএ সর্ব্ব বিদর্ভী সমানে ॥

CENTRAL LIBRARY

বিদর্ভীর নিষ্ঠুর যে শুনিয়া বচন।
অন্যে অন্য মুখ চাহি হাসে দেবগণ॥
সদয় হইয়া দেব সংহারিল মায়া।
দূর কৈল দেবগণ নিমেষ যে ছায়া॥
নলরূপ পঞ্চজন চাহি শশিমুখী।
চারির নিমেষ ছায়া শরীর নিরক্ষি॥
হেন শুনি সখির বচন অদ্ভুত।
হরিষ অন্তরে গেল নৃপতি বিদিত॥
নলক চিনিয়া বামা হরিষ অপার।
পুষ্পমালা গলে দিল করি নমস্কার॥
নৃত্যগীত কুতূহল হরিষ বিশেষ।
নৃপতিমণ্ডলে যথ মৃত্যুকল্প বেশ॥
বিদর্ভী বরিল নল দেখি ততক্ষণ।
নিজমূর্ত্তি ধরিলেক যত রাজগণ॥
বিদর্ভী প্রশংসে দেবগণ কুতূহলে।
ধৈন্য ধৈন্য পতিব্রতা তুহ্মি মহীতলে॥
ধৈন্য ধৈন্য নল রাজা তুহ্মি মহাশএ।
তোহ্মার সদৃশ রাজা নাহি ত্রিভুবনএ॥
আপনার কার্য্য তেজি চাহ পরহিত।
অতুল মহিমা তোহ্মার রৈল পৃথিবীত॥
যার যেই নিযোজিত বিধির ঘটন।
কুশলে থাকহ দুই আহ্মার বচন॥
ই বলিয়া দেবগণ পরম কতুকে।
অপূর্ব্বে যে মন্ত্র তানে দিল একে একে॥
নৈষধকে আশ্বাসিয়া সব দেবগণ।
যার যেই নিজ স্থানে করিল গমন॥
নৃপতিমণ্ডল যথ লজ্জা অপমানে।
অন্যে অন্যে অসন্তোষ গেল নিজস্থানে॥
কেহ কেহ বলবন্ত সংগ্রামে দুর্ব্বার।
নৈষধ সহিতে যুদ্ধ হইল অপার॥
বিপুল সংগ্রামে রাজা সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
বিশেষ দেবের বরে হইল অতিশয়॥
সকল বিমুখ কৈল নৈষধনৃপতি।
সমরে জিনিতে পারে কাহার শকতি॥
শরবৃষ্টি বরিষণে করিল জর্জ্জর।
অনুক্রমে ভঙ্গ দিল নৃপতিমণ্ডল॥
সানন্দিতে নৃপতি বিদর্ভ মহাশএ।
নৈষধেরে সাদরে করিল সবিনয়॥
নানা বাদ্য মহোৎসব করিয়া মঙ্গল।
জয় জয় ধ্বনি হৈল বিদর্ভনগর॥
বহুবিধ বাদ্যগীত করিয়া বিশেষ।
কতুকে করিয়া রাজা পুরীতে প্রবেশ॥
করিলেক যথ কর্ম্ম শাস্ত্রের বিধানে।
শুভক্ষণে নৃপতি দুহিতা কৈল দান॥
বহুবিধ রত্ন দিল বস্ত্র রাশি রাশি।
দিব্য অলঙ্কার দিল শত সহস্র দাসী॥
বহুবিধ হস্তীগণ দিলেক সাক্ষাত।
বায়ুগতি অশ্ব দিল সিন্ধুদেশ জাত॥
বিচিত্র চামর দিল রত্ন সিংহাসন।
শুদ্ধ হেমজড়িত যে মাণিক্য ভূষণ॥
পাত্র মিত্র পুরোহিত সৈন্য সেনাপতি।
দিব্য রত্ন ভূষণে তুষিল নরপতি॥
মুনি বোলে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
দৈবদোষে তাহার প্রমাদ উপসন্ন॥
দ্বাপর সহিতে কলি অতি হরষিতে।
দময়ন্তী স্বয়ম্বরে চলিল ত্বরিতে॥
পথেত দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সুরপতি।
কথাএ যাও কলি দ্বাপর সংহতি॥
সম্ভ্রমে বোলেন কলি শুন সুরেশ্বর।
চলিয়াছি দময়ন্তী দেখিতে স্বয়ম্বর॥
ইন্দ্রে বোলে আহ্মি সব চলি যাই ঘর।
দময়ন্তী বরিয়াছে নৈষধদণ্ডধর॥
সর্ব্বজন ত্যাগিয়া যে বিদর্ভকুমারী।
নৈষধ বরিয়াছে সেই যে সোন্দরী॥
হেন শুনি জ্বলিলেক কলি দুরাচারী।
জ্বলদগ্নি কুণ্ডে যেন ঘৃত দিল ঢালি॥
ক্রোধে ওষ্ঠ কাপে তার লোহিত লোচন।
হস্তে হস্ত কচালন্ত করিয়া গর্জ্জন॥

CENTRAL LIBRARY

হেন কার শক্তি আছে ই তিন ভুবনে।
তুহ্মি যারে বাঞ্ছা কর ভজ আন জনে॥
করিলম প্রতিজ্ঞা মুই কুবের সম্মুখে।
দুহান বিচ্ছেদ করি দিমু নানা দুঃখে॥
তবে সে সামর্থ্য পুনি কলি নাম ধরি।
বিড়ম্বনা করিমু যে রাজ্য পরিহরি॥
ই বলিয়া কহিলেক দ্বাপরের আগে।
নৈষধের পুরীতে চলহ মহাভাগে॥
অসদৃশ কার্য্যে তবে সবে অনুমানী।
আহ্মার সহাএ তবে হয়ত আপনি॥

দ্রৌপদীর দুঃখপ্রসঙ্গে
শকুন্তলার দুঃখের কাহিনী

দ্বাপরে বোলএ কলি নাহএ উচিত।
আর যত দুঃখ পাইল শকুন্তলা সতী॥
তাহান যথেক দুঃখ কহিবাম কথি।
তোহ্মার যে পূর্ব্ব বংশে নৃপতি দুষ্মন্ত।
মহারাজা রাজেশ্বর নৃপতি অনন্ত॥
একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
শকুন্তলা কৈন্যা তবে দেখিল বনেতে॥
সৈন্য সব বিদায় করিয়া নৃপবর।
একেশ্বর রৈল তবে বনের ভিতর॥
দুই সখি সঙ্গে করি শকুন্তলা সতী।
কাম্য সরোবরে স্নান করে গুণবতী॥
নৃপতি বসিয়াছে সেই বৃক্ষতলে।
অন্যে অন্যে দরশনে ভেদে কামানলে॥
তবে কৈন্যা লজ্জিত হইয়া পুরে যাএ।
ফুটিল মদন বাণ আকুল হৃদয়॥
তবে রাজা আইলেক সেই তপোবনে।
কৈন্যা সঙ্গে মিলিলেক সেই দুই পণে॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ তবে কৈল সেই কালে।
শকুন্তলা সনে ক্রীড়া করে কুতূহলে॥
পাশরিল রাজাসুখ সেই কৈন্যা পাইয়া।
এথাএ মতি দিল রাজা প্রলাপ করিয়া॥
দিন পক্ষ বিলম্বে নিবারে কৈল মতি।
এথা ব্রহ্মশাপে তাক পাশরে নৃপতি॥
তীর্থ হৈতে আসিবেক কণ্ব মহামতি।
কৈন্যা চালাইয়া দিল অগ্রেত নৃপতি॥
পঞ্চমাস গর্ভ ধরে সেই গুণবতী।
রাজার অগ্রেতে গেল শকুন্তলা সতী॥
অনেক কাকুতি নারী করিল বিস্তর।
তথাপিহ না নিলেক নৃপতিএ ঘর॥
তবে কৈন্যা স্থকিতে যে কান্দএ একাকী।
নাহিক দোসর সঙ্গে হইয়া বিবেকী॥
প্রান্তরে পড়িয়া কৈন্যা কান্দে গুণবতী।
যার রূপে অন্ধকারে করএ দীপতি॥
এক বস্ত্রে কান্দে কৈন্যা ব্যাকুলিত মন।
ব্যাধ শরাঘাতে যেন কাতর হরিণ॥
এহিমতে সেই কৈন্যা কান্দে অতিশএ।
দৈব যোগে মেনকাএ নিলেক স্বর্গয়॥
তথা গিয়া পুত্র প্রসবিল দিব্যমান।
যার হোতে কহন্ত ভারথ ভূমিথান॥
পুনরপি কৈন্যা আনে সেই নৃপবর।
হেন দুঃখ কুলবধূ সহে কলেবর।
হেনমতে দুঃখ পাইল শকুন্তলা সতী।
তাহান যথেক দুঃখ কহিবাম কতি॥
কিবা দুঃখ দ্রৌপদীর কহ মহামুনি।
সুখে রৈছ মহারাজা ভ্রাতার সংহতি॥
গেলেক তোহ্মার দুঃখ আছএ কিঞ্চিত।
তার লাগি কেন রাজা মনেত দুঃখিত॥
এথ যদি কহিলেক সেই মহামুনি।
যুধিষ্ঠিরে হৃদয় জাগিল কথা শুনি॥

যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা

নৃপতিরে শান্তাইয়া গেল মুনিগণ।
তথাতে রহিল রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
অর্জ্জুন না দেখি রাজা পাএ মহাশোক।
পঞ্চবর্ষ গেলে কৈছে উদ্দেশিয় মোক॥

CENTRAL LIBRARY

হেন হেতু গেল সব ধবল পর্ব্বতে।
তথাতে আছএ রাজা দ্রৌপদী সহিতে॥
হেন কালে আইল লোমশ তপোধন।
লোমশে কহন্ত রাজা শুনহ বচন॥
স্বর্গ দেখিবারে আহ্মি গেলাম কতুকে।
অর্জ্জুনক দেখিলাম সেই সুরলোকে॥
তুহ্মি এথা চিন্তা পাও তাকে না দেখিয়া।
এতেকে পাঠাইলা মোরে কুশল দেখিয়া॥
অর্জ্জুনের কুশল শুনিয়া নরপতি।
হাতে স্বর্গ পাইলেক মনেত আরতি॥
নানান যে তীর্থ কথা কহে তপোধন।
তীর্থ করিবারে রাজা হইলেক মন॥
লোমশ সহিতে তীর্থ করিল বিস্তর।
যথ যথ মহাতীর্থ আছে গুরুতর॥
পুনি তীর্থ করিয়া আইল তপোবনে।
তথাতে বসতি রাজা কুতূহল মনে॥
কাম্যক বনেত আছে কাম্যক সরোবর।
নানা পুষ্প লতা তাতে বহুল কমল॥
বসন্ত সময় তথা নানা মধু বাত।
পবনে সুগন্ধী পুষ্প আনিল তথাত॥
শতেক পাখরি পুষ্প সুগন্ধি যে রাজ।
পুষ্প হাতে করিয়া দ্রৌপদী মাগে কাজ॥
ই পুষ্প সুগন্ধি দেখিতে মনোহর।
হেন পুষ্প আনি মোকে দেয় বৃকোদর॥
মোকে যদি অনুগ্রহ থাকএ তোহ্মার।
এক শত পুষ্প দেয় কাম্য করিবার॥
মহাবলী বৃকোদর হাতে গদা ধরি।
চলিল যে পথে আইসে গন্ধ অনুসারি॥

দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীমের পুষ্পাহরণে গমন ও
হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

পূর্ব্বোত্তর দিগে ভীমসেন চলি যাএ।
মৃগ মারিতে যেন মৃগরাজে ধাএ॥
গিরি গন্ধমাদন শিখর পুণ্য তাত।
নানা পুষ্প বিকশিত আছএ তথাত॥
নানা পক্ষী নাদ করে কোকিলে কুহরে।
সদাএ বসন্ত কাল ভ্রমরে ঝঙ্কারে॥
তর্জে তর্জে ভীমসেন নাহি অবসাদ।
সে বনের পক্ষীগণে গুণন্ত প্রমাদ॥
হস্তীএ যে হস্তী মারে মাতঙ্গে মাতঙ্গ।
পশু সব ভঙ্গ দেখি ভীমের হৈল রঙ্গ॥
নানা পক্ষী উড়এ দেখিএ ঝাকে ঝাকে।
দিব্য সরোবরে রাজ বিহঙ্গম লাখে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর যথেক অপ্সর।
বন ছাড়ি ভঙ্গ দিল পাইয়া মহা ডর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে ভীমসেন নাহি অপমান।
সেই বনে আছএ দুর্জ্জয় হনুমান॥
সোবর্ণ কদলী বনে হনুমান বীর।
দীপ্তিমান সূর্য্য যেন জ্বলএ শরীর॥
সেই শব্দে লেঙ্গুড় আছাড়ে হনুমান।
লাঙ্গুড়ের শব্দে গিরি হএ দুই খান॥
সেই শব্দে বৃকোদর হৈল সঙ্কুচিত।
শব্দ অনুসারি বীর চলিল ত্বরিত॥
গদাহাতে করি বীর চলিল সত্বর।
দেখিলেক কপিরূপ অতি ভয়ঙ্কর॥
দেখিয়া জিজ্ঞাসে বীর পিঙ্গললোচন।
অতুলিত বল বীর্য্য তুহ্মি কোনজন॥
শাস্ত্রেত নিপুণ নহে নাহি জ্ঞান ধর্ম্ম।
কোন মৃগ বধ কর ছাওয়ালের কর্ম্ম॥
আর এক কর্ম্ম দেখি তোহ্মারে বাখানি।
পশুপক্ষী উপরে তোহ্মার বীরধ্বনি॥
এহি বনে অধিষ্ঠান দেবতাসকল।
বাহুড়িয়া ঘরে যাও বালক চঞ্চল॥
এহার ভিতরে তোর কোন প্রয়োজন।
এথাতে আসিয়া শিশু মর কি কারণ॥
কার পুত্র হও তুহ্মি কোথাত বসতি।
কহ দেখি কোন বংশে তোহ্মার উৎপত্তি॥

CENTRAL LIBRARY

তবে ভীমে কহিলেক আপনার মর্ম্ম ।
কুন্তীর উদরে মোর বায়ু হৈতে জন্ম ॥
কুরুবংশে জন্ম মোর পাণ্ডুর সন্ততি ।
জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনরপতি ॥
কনিষ্ঠ অর্জ্জুন ভাই বিষম সাহস ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বনে করিছি প্রবেশ ॥
দ্রৌপদীর কাম্য হেতু সুগন্ধি নিবারে ।
হেন হেতু যাই আহ্মি রম্য সরোবরে ॥
হনুমন্তে জানিল সকল মনোরথ ।
যাইতে না পার তুহ্মি বিরোধিল পথ ॥
স্বর্গ রুধি যেহেন রহিল হিমালএ ।
তেনমতে পথ চাপি রহে মহাশএ ॥
ভীমে কহে বিষম সুগম হএ গিরি ।
সে হেতু না পুছি আহ্মি পথ দেয় ছাড়ি ॥
হনুমন্তে বোলে আহ্মি বৃদ্ধ কলেবর ।
লড়িবারে শক্তি নাই হইছি অচল ॥
যদি তথা যাইতে তোহ্মার মনে বাসে ।
আহ্মাকে ডেহিয়া তুহ্মি যাও অনায়াসে ॥
ভীমে বোলে নির্গুণ পুরুষ নিরঞ্জন ।
দেহ আবরিয়া থাকে প্রভু নারায়ণ ॥
হনুমন্তে বোলে যদি যাইবা অখন ।
একভিত করি মোরে যাও মহাজন ॥
তবে ভীমসেনে তারে অবজ্ঞা করিল ।
বাম হস্ত দিয়া তার লাঙ্গুড়ে ধরিল ॥
বাম হস্তে চাহে তাক লড়িতে না পারি ।
দুই হাতে টান দিল পরাক্রম করি ॥
কোন মহাশয় তুহ্মি কপিরূপ ধরি ।
মায়ায় মোহিত হৈয়া চিনিতে না পারি ॥
তবে হনুমন্তে তাক দিল পরিচয় ।
হনুমন্ত নাম মোর পবনতনয় ॥
হনুমন্ত হেন নাম সংসার মাঝারে ।
রামকার্য্যে পৃথিবীতে জনম আহ্মার ॥
আপনা প্রতাপে আহ্মি লঙ্ঘিল সাগর ।
লঙ্কাপুরী পুড়িয়া মারিল নিশাচর ॥
রাবণ মারিলম মুঞি রামের সহিতে ।
চিরজীবী হই আহ্মি রহিছি এথাতে ॥
ভীমে কহে তবে সে প্রত্যয় মোর মন ।
যদি তোহ্মার পূর্ব্বরূপ দেখিএ নয়ন ॥
তবে হনুমন্ত বীরে রূপ প্রকাশিল ।
সুমেরু সমান তান শরীর বাড়াইল ॥
কোটি সূর্য্য সম তেজ অতি কান্তিময় ।
সহিতে না পারে ভীম চক্ষু খাটি রহে ॥
ভীমে বোলে নিজ রূপ কর সম্বরণ ।
সহিতে না পারি তেজ শুন মহাজন ॥
তবে পূর্ব্ববৎ হইল পবননন্দন ।
ভীমে গিয়া বন্দিলেক তাহার চরণ ॥
তবে হনুমন্তে কহে ভীম কোলে করি ।
তোর সিংহনাদে হৈব মোর অবতরি ॥
অর্জ্জুনের যে হৈছে মোর অবতার ।
মুই সিংহনাদে বৈরী হইব সংহার ॥
মুক্তি দেখাইয়া বীরে তাকে আলিঙ্গিল ।
হনুমন্ত বন্দি বীর পর্ব্বতে চলিল ॥
তথাএ গিয়া দেখে বীর রম্য সরোবর ।
দিব্য মাল্য গন্ধ পুষ্প বহুল কমল ॥
তাহার উত্তরে দেখে কুবেরের পুরী ।
নিশাচরে সরোবর রাখে ধনু ধরি ॥
যক্ষগণে কহে এহি কুবেরের বন ।
তান আজ্ঞা লৈয়া পুষ্প নেয় মহাজন ॥
নহে রক্ষক হস্তে হারাইবা প্রাণ ।
তাহা শুনি ভীমসেন ক্রোধ হৈল মন ॥
গদা হাতে করিয়া নামিল সরোবরে ।
মারিয়া করিল দূর যথ নিশাচরে ॥
ধাই গিয়া কহে সবে কুবের গোচরে ।
পুষ্পবন ভাঙ্গিল মনিষ্য একজন ॥
হাসিয়া কুবের কহে বিরোধ না কর ।
তনয় সদৃশ মোর বীর বৃকোদর ॥
দ্রৌপদীর প্রিয় হেতু সুগন্ধি নিবারে ।
এথাতে আসিয়াছে ধর্ম্মসহোদরে ॥

হেনমতে ভীমে লৈল কমল বহুল ।
শতেক সুগন্ধি পুষ্প দেখি সুকোমল ॥
এথাতে চিন্তএ রাজা ধর্ম্ম নৃপবর ।
কোনদিগে গেল ভাই বীর বৃকোদর ॥
তাহা ভাবি মহারাজা হইল মন্তর ।
ভীমপুত্র ঘটোৎকচ স্মরিল সত্বর ॥
গণ সমে আইল ঘটোৎকচ মহাবল ।
নৃপতিকে প্রণমিয়া কহিল সকল ॥
কোন হেতু মোহোরে স্মরিলা মহারাজ ।
আজ্ঞা কর এহিক্ষণে সাধি দেম কাজ ॥
নৃপতি কহেন শুন অএ মহাবল ।
তোর বাপ বৃকোদর কোনদিগে গেল ॥
আহ্মাকে লইয়া যাও সেইত পর্ব্বতে ।
এহি বাক্য মহাশয় কহিলাম তোহ্মাতে ॥
প্রণমিয়া ঘটোৎকচ দিলেক উত্তর ।
এহি ক্ষণে নিব প্রভু আরোহণ কর ॥
তবে তার পৃষ্ঠে চড়ে সেই চারি জন ।
বায়ু পথে ঘটোৎকচ চলে যাএ তখন ॥
নানান গহীন কানন [পর্ব্বত] ভয়ঙ্কর ।
লৈয়া যাএ ঘটোৎকচ বিক্রমে সাগর ॥
উত্তরিল গিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে ।
হেনকালে ভীমসেন আইল গদাহাতে ॥
নৃপতিরে দেখি ভীম হৈল সঙ্কুচিত ।
পুষ্প দিয়া করিলেক দ্রৌপদী পীরিত ॥
নৃপতিরে প্রণমিল হস্ত জোড় করি ।
ঘটোৎকচে বাপকে বন্দিল আগুসারি ॥
যুধিষ্ঠিরে কহে ভাই না কর এমন ।
বারান্তরে না করিয় এমত কারণ ॥
পুনি ঘটোৎকচ লৈল সেই পঞ্চজন ।
পুনরুপি নিল সেই কাম্যকের বন ॥
বনপর্ব্ব মহাপোথা নানারসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

১. পুথির পাঠ জয়া
২. পুথির পাঠ উচ্চস্বরে

জটাসুর বধ

এহিমতে পঞ্চভাই আছএ কাম্যকে ।
ধৌম্য লোমশের সনে আছএ কতুকে ॥
মৃগয়া করিতে গেল বীর বৃকোদর ।
স্নান করিবারে গেল দুই দ্বিজবর ॥
হেনকালে জটা[১] নামে দুষ্ট নিশাচর ।
ছিদ্র পাইয়া হরি নিল ধর্ম্ম নৃপবর ॥
সহদেব নকুল যে দ্রৌপদী সহিতে ।
পৃষ্ঠে করি লৈয়া যায় শঙ্কা নাই চিত্তে ॥
তাহা দেখি সহদেবে পৃষ্ঠে করি চলে ।
রাক্ষসের পৃষ্ঠ হৈতে দিয়া পড়ে ফাল ॥
যুধিষ্ঠিরে কহন্ত রাক্ষস পাপাশয় ।
পরিণাম না চিন্তিল নরকের ভয় ॥
চারি জাতি জন্মিলেক মনিষ্য যোনিত ।
সকলের এক ধর্ম্ম যার যেই উচিত ॥
এতেকে করহ কেনে অধর্ম্ম আচার ।
ধর্ম্মপথ ছাড়িলে যে নাশ আপনার ॥
ধর্ম্মকথা কহে ধর্ম্ম শান্তাইয়া পুনি ।
শুনিয়া হাসিতে লাগে ধর্ম্মের কাহিনী ॥
তাহা দেখি দ্রৌপদী পাইল মহাভয় ।
সাবুটিয়া ধরে তবে ধর্ম্ম শরীরয় ॥
ভীম বলি সহদেব ডাকে উচ্চস্বরে[২] ।
যুধিষ্ঠির লৈয়া যায় দুষ্ট নিশাচরে ॥
কোলাহল শুনি ভীম আইল রুষিয়া ।
দেখে সর্ব্ব লৈয়া যায় রাক্ষসে ধরিয়া ॥
তাহা দেখি ডাকিয়া কহন্ত বৃকোদর ।
মরিবারে পরশিলে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
এহি তোরে মারিয়া পাঠাম যমলোকে ।
ই বলিয়া গদা হানে রাক্ষসের বুকে ॥

CENTRAL LIBRARY

তা দেখিয়া জটাসুর মহাক্রোধ হৈল ।
যুধিষ্ঠির এড়িয়া ভীমের প্রতি ধাইল ॥
বৃক্ষ উপারিয়া হানে ভীমসেন মাথে ।
সেই বৃক্ষ ভীমসেন ধরে বাম হাতে ॥
পুনি বৃক্ষ উপারিয়া বীর বৃকোদর ।
দুই হাতে বাড়ি মারে রাক্ষস উপর ॥
পূর্ণ কুম্ভ যেহেন শিলাতে আছাড়িল ।
এহিমতে জটাসুরের অস্থি চূর্ণ কৈল ॥
রাক্ষস মারিয়া ভীমে রাজা প্রণমিল ।
সাদরে ধরিয়া রাজা আনি কুল দিল ॥
দুই মুনি আশীর্ব্বাদ করিল তাহারে ।
এহিমতে সেই বরে রহে কতকালে ॥
পুনি গেল সর্ব্বজন ধবল পর্ব্বতে ।
লোমশ সহিতে যাএ পার্থ অন্বেষিতে ॥

অর্জুনের প্রত্যাবর্তন

এথাএ বীর ধনঞ্জয় ইন্দ্রের নন্দন ।
পঠিল ইন্দ্রের ঠাই যত অস্ত্রগণ ॥
নানামত নানা গীত শিখিল সঙ্গীত ।
বিবিধ প্রকারে কর্ম্ম অভ্যাসিল নৃত্য ॥
কালকেতু মহা দৈত্য মারে ধনঞ্জয় ।
ইন্দ্রের মুকুট দিল দিব্য মুনিসম ॥
দেবের অবধ্য যত সকল মারিল ।
মর্ত্তোতে আসিতে বীর শুভক্ষণ কৈল ॥
পাণ্ডু সমে ইন্দ্রদেব প্রণাম করিল ।
আর যত মান্যজন সকল বন্দিল ॥
সম্মোহন আদি অস্ত্র দিল পুরন্দরে ।
মাতলি সহিতে রথ দিল অর্জ্জুনেরে ॥
মাতলি সহিতে অর্জ্জুন আইল সেই স্থানে ।
ধবল পর্ব্বতে আসি লাগ পাইল তানে ॥
দুই মুনি প্রণমিয়া নৃপতিরে বন্দে ।
ভীমসেন বন্দিলেক পরম সানন্দে ॥
সহদেব নকুলক কৈল আলিঙ্গন ।
কহিতে লাগিল তবে সকল কথন ॥
যেই মতে বর দিল দেব পঞ্চানন ।
যেই মতে কিরাতশঙ্কর সনে রণ ॥
যেই মতে স্বর্গে আসি নিল পুরন্দর ।
যেই মতে পাইল যথেক মহাশয় ॥
একে একে ধনঞ্জয়ে সকল কহিল ।
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির হাতে স্বর্গ পাইল ॥
যেই মতে দুই পুত্র বারাহি উদর ।
যেই মতে মুকুট দিলেন পুরেন্দর ॥
অর্জ্জুনক কোলে করি দিল আলিঙ্গন ।
বহুল দয়ায় রাজা হইল করুণ ॥
তবে মাতলি গেল ইন্দ্রের ভুবনে ।
তথাতে রহিল রাজা কুতূহল মনে ॥
আর দিন ইন্দ্র আইল ধর্ম্ম সম্ভাষিতে ।
দেবগণ সঙ্গে আইল ধবল পর্ব্বতে ॥
পঞ্চভাই ইন্দ্র দেখি করিল প্রণতি ।
যুধিষ্ঠির সম্ভাষিয়া গেল সুরপতি ॥
এহিমতে পঞ্চভাই দ্রৌপদীর সংহতি ।
যুধিষ্ঠির বনে আছে পরম পীরিতি ॥

দুর্যোধন কর্তৃক দ্রোণের সাহায্যে পাণ্ডবদের অভিশাপ প্রদানের অভিসন্ধি প্রসঙ্গ

চর মুখে ই সকল শুনি দুর্যোধন ।
চারিজনে যুক্তি করে বিষণ্ণ বদন ॥
দুর্যোধনে বোলে মোর আছএ যুকতি ।
তথাতে পাঠাইয়া দেয় দ্রোণ মহামতি ॥
ভুবনে না ধরে ফল না পাকে নীহারে ।
হেনফল দ্রোণক দিবারে যুধিষ্ঠিরে ॥
ফল না পাইলে গুরু শাপিব তখন ।
তবে ব্রহ্মশাপে ভস্ম হৈব পঞ্চজন ॥
এহিমতে যুক্তি করি দ্রোণগুরু আনে ।
বিনয় করিয়া রাজা ধরিয়া চরণে ॥

CENTRAL LIBRARY

বৃক্ষে নাহি ধরে ফল মাগ যুধিষ্ঠিরে ।
যদি ফল দিতে নারি শাপিবা তাহারে ॥
এহি ভার তোহ্মাতে দিলাম গুরু আহ্মি ।
এহি কর্ম্ম সাধি গুরু মোরে কিন তুহ্মি ॥
তাহা শুনি হাসি বোলে দ্রোণ মহাজন ।
পারিব দিবারে ফল ধর্ম্মের নন্দন ॥
রথে চড়ি গেল দ্রোণ যুধিষ্ঠির স্থান ।
গুরু দেখি প্রণাম করিল পঞ্চজন ॥
দুই হাত জুড়ি কহে রাজা যুধিষ্ঠির ।
কোন হেতু আগমন কহ মহাবীর ॥
দ্রোণে কহে যেই ফল বৃক্ষে নাহি ধরে ।
হেন এক ফল তুহ্মি দেয়ত আহ্মারে ॥
তাহা শুনি পঞ্চ ভাই হৈল মৌনমান ।
গুরুশাপে আজি দেখি নাহি পরিত্রাণ ॥
তবে কর প্রসারিয়া কহে নরপতি ।
সৈত্য যদি আহ্মি হই ধর্ম্মের সন্ততি ॥
তবে এক বৃক্ষ মোর হউক করেতে ।
ই কথা কহিতে বৃক্ষ হইল অকস্মাতে ॥
ভীমে কহে যদি হই পবননন্দন ।
কুন্তী মাও হএ যদি সতী উপসন্ন ॥
তবে বৃক্ষে ডালপত্র হইব অখন ।
ই বলিয়া ভীমে চিন্তে দেবনারায়ণ ॥
ডালপত্র হইলেক ভীমসেন বোলে ।
তারপরে অর্জ্জুনে কহন্ত সেই কালে ॥
যদি সৈত্য হই আহ্মি ইন্দ্রের নন্দন ।
যদি সৈত্য চিত্তে থাকে কৃষ্ণের চরণ ॥
তবে এহি বৃক্ষগোটা হউক পুষ্পিত ।
ই কথা কহিতে পুষ্প হইল আচুম্বিত ॥
তার পাছে নকুলে কহন্ত সকরুণে ।
সৈত্য যদি সেবি আহ্মি ধর্ম্মের চরণে ॥
তবে বৃক্ষে ফল গোটা হউক আনন্দে ।
এমত কহিতে ফল হৈল অনুবন্দে ॥
তারপরে সহদেবে করে নিবেদন ।
যদি ভক্তি থাকে মোর কৃষ্ণের চরণ ॥
যদি আহ্মি চারি ভাই সেবা করি তুষ্টি ।
তবে এহি ফুলেতে হউক সুবৃষ্টি ॥
এমত কহিতে ফল হৈল সুফলিতা ।
হস্ত জোড় করিয়া দ্রৌপদী কহে কথা ॥
যদি মুই সতী হই ধর্ম্ম পঞ্চপতি ।
কৃষ্ণপদে চিত্ত মোর যদি থাকে মতি ॥
তবে ফল পক্কতা হউক এহিক্ষণ ।
ই কথা কহিতে ফল পক্কতা শোভন ॥
তবে যুধিষ্ঠিরে ফল দিল দ্রোণ হাতে ।
আশীর্ব্বাদ কৈল দ্রোণে অতি হরষিতে ॥
মূঢ় সবে তোহ্মার যে না জানে অন্তর ।
তোহ্মার সকল শত্রু হউক সংহার ॥
ই বলিয়া দ্রোণ গুরু চলে ফল সনে ।
ফল নিয়া দিল দুর্য্যোধনের সদনে ॥
ফল দেখি দুর্য্যোধন হইল হতাশ ।
শুনিয়া দ্রোণের কথা বুদ্ধি হৈল নাশ ॥
কত দিন অন্তরে নৃপতি দুর্য্যোধন ।
কর্ণ শকুনি সনে করে কুমন্ত্রণ ॥
চল যাই কাম্যকেতে মৃগয়ার ছলে ।
দেখিব আহ্মার সুখ বিপক্ষ সকলে ॥
দ্রৌপদীএ দেখিবেক সম্পদ আহ্মার ।
অপমানে শোকে দুঃখে হইব সংহার ॥

চিত্ররথ কর্তৃক দুর্যোধনবন্ধন : যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন কর্তৃক মোচন

তবে চতুরঙ্গ সমে চলে চারিজন ।
কাম্যকেত চলিল নৃপতি দুর্য্যোধন ॥
কর্ণ শকুনি সনে বিধির সন্ধান ।
দুর্য্যোধন দুরন্তে পাইল অপমান ॥
কাম্যক বনেতে আছে কাম্যক সরোবর ।
তাতে মিলি ক্রীড়া করে গন্ধর্ব্বসকল ॥
চিত্ররথ নামে তথা গন্ধর্ব্বর পতি ।
জল ক্রীড়া করে সব লইয়া যুবতী ॥

CENTRAL LIBRARY

সেই সরোবরে আসি মিলে দুর্য্যোধন ।
তাহা দেখি ক্রোধ হইল গন্ধর্ব্বের গণ ॥
যুবতী সকল তথা পাঠাইল পুরে ।
আইল গন্ধর্ব্ব সর্ব্ব হাতে ধনুশরে ॥
কুপি গন্ধর্ব্ব সব কৈল শর চয় ।
গগন ভরিয়া হৈল অন্ধকারময় ॥
গন্ধর্ব্বে মনুষ্যে রণ নহে সমোসর ।
দুর্য্যোধন সৈন্য যথ করে জরজর ॥
নারচে সাঙ্কিয়া দুর্য্যোধনের মাথে ।
দুঃশাসন ভঙ্গ দিল পড়িয়া রথেতে ॥
শকুনি হৃদয়ে হানে তীক্ষ্ণ খুর শর ।
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া ক্রোধে কর্ণ বীর ॥
দেবাসুর সংগ্রামেত নির্ভয়শরীর ।
কর্ণ সম করি ধনু করিয়া সন্ধান ।
গন্ধর্ব্ব উপরে হানে লৈক্ষে লৈক্ষে বাণ ॥
শরতের মেঘ যেন পবনে উড়াএ ।
ভঙ্গ দিয়া গন্ধর্ব্ব সকল সৈন্য ধাএ ॥
চঞ্চল সমুদ্রে যেন উঠিল তরঙ্গ ।
ত্রস্ত হৈয়া সকল গন্ধর্ব্বে দিলে ভঙ্গ ॥
হস্তী ঘোড়া রথ সব করে চুরমার ।
গন্ধর্ব্বের সৈন্য যথ পড়িল অপার ॥
রক্তে রঞ্জিল পৃথি গন্ধর্ব্ববাহিনী ।
চতুর্দ্দিগে ছাই উঠে গন্ধর্ব্ববাহিনী ॥
অশ্বরথ সুরথ চিত্ররথ ভাই ।
অবশিষ্ট গন্ধর্ব্ব যেন রহে তথাই ॥
দুই ভাই পড়িল দেখিয়া চিত্ররথে ।
সমরে আইল রাজা কান্দিতে কান্দিতে ॥
কর্ণের সহিতে রণ হইল প্রাণপণ ।
দশবাণ হানিলেক সূর্য্যের নন্দন ॥
চিত্ররথ উপরে হানিলেক তিন খুর ।
ভঙ্গ দিল চিত্ররথ দর্প হৈল চূড় ॥
রুধিরে তিতিল তনু অরুণ সমান ।
ভয় কম্পিত হৈল গন্ধর্ব্বের প্রাণ ॥

কতক্ষণে অপমানে গন্ধর্ব্বের রাজা ।
মায়া করি কর্ণেরে বেড়িলেক মহাতেজা ॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্বে বেড়িল কর্ণবীর ।
বহুল যুঝিয়া কর্ণ হৈল অস্থির ॥
রথ কাটা গেল যদি কর্ণে ভঙ্গ দিল ।
পর্য্যাকুল বায়ু যেন তরঙ্গ উঠিল ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন এড়ি ।
একেশ্বর রাজারে গন্ধর্ব্বে লই যাএ বেড়ি ॥
দুর্য্যোধন বান্ধিয়া গন্ধর্ব্বে লইয়া যাএ ।
এথাতে থাকিয়া যুধিষ্ঠির বার্ত্তা পাএ ॥
অর্জ্জুন আনিয়া তবে কহিল তখন ।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া লৈ যাএ রাজা দুর্য্যোধন ॥
জাতিভেদ কলহ করিএ এক ঠাই ।
পঞ্চোত্তর আহ্মি সব একশত ভাই ॥
ভিন্ন জন হৈতে যদি পরাভব পাই ।
আহ্মি পঞ্চ সহোদর তারা শত ভাই ॥
চলহ অর্জ্জুন বিলম্বে না যুয়াএ ।
বড় দুঃখ পাএ রাজা গন্ধর্ব্বের থয় ॥
রাজার বচন শুনি চলে ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব ধনুক হস্তে অগ্নির রথয় ॥
অর্জ্জুন দেখিয়া তবে গন্ধর্ব্বের পতি ।
রথে চড়ি গগনেতে পলাএ শীঘ্রগতি ॥
বাণে বিন্ধি অর্জ্জুনে করিল শর চয় ।
শর [প্র]পঞ্চ করি রাখে আকাশ পথয় ॥
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া আনিল দুর্য্যোধন ।
সত্বরে আনিয়া দিল ধর্ম্মের নন্দন ॥
দুর্য্যোধন দেখি কহে ধর্ম্মনরপতি ।
কে তোরে শিখাইছে ভাই এমত কুমতি ॥
আহ্মার বচন ভাই পালিয় মনেতে ।
বারান্তরে না করিয় হেন অযুকতে ॥
বন হৈতে বাহির করিয়া দিল যবে ।
দুর্য্যোধনের মরণ যেই ছিলেক তবে ॥
কর্ণে তাক সান্ত্বাইল প্রবোধ বচনে ।
হস্তিনাতে গেল রাজা পাইয়া অপমানে ॥

CENTRAL LIBRARY

জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণের প্রচেষ্টা :
ভীমার্জুন হস্তে নিগ্রহ

এহিমতে কতকাল আছে হস্তিনাত।
ইন্দ্রতুল্য রাজা হইল ভুবনবিখ্যাত ॥
কতদিন দুর্য্যোধন রাজার সম্মতি।
সেই বনে গেল জয়দ্রথ পাপমতি ॥
দৈবে চারি ভাই গিয়াছে মৃগয়া করিতে।
দ্রৌপদী সহিতে রাজা আছএ নিশ্চিতে ॥
যুধিষ্ঠির লঙ্ঘিয়া দ্রৌপদী হরি নিল।
দ্রৌপদীরে রথে তুলি সত্বরে চলিল ॥
উচ্চস্বরে নৃপতিএ করএ ক্রন্দন।
তাহা শুনি ভীমার্জ্জুন চলিল তখন ॥
তবে ভীমসেনে তারে সজীবে ধরিল।
কেশ দাড়ি উপারিয়া চরণে তাড়িল ॥
দ্রৌপদীর পদে তার পরশাইল শির।
ধনুরঙ্গটাএ তারে বান্ধে বৃকোদর ॥
রুধিরে জড়িত তনু নাহিক বসন।
মোহ পাইল না মরিল আয়ুর কারণ ॥
এহিমতে দিল নিয়া ধর্ম্মের সদন।
দেখিয়া করুণা হইল ধর্ম্মের নন্দন ॥
যুধিষ্ঠিরে কহে যেই করে মহাপাপ।
তাহা হৈতে শত গুণ পাএ মনস্তাপ ॥
যথ পাপ কৈল জয়দ্রথ নরপতি।
ভুগিল তাহার ফল সেই পাপমতি ॥
এতেকে উচিত ভাই এড়ি দেও তারে।
ভগিনী অনাথ হৈব যাউক নিজঘরে ॥
এত কহি ধর্ম্মরাজ তাক এড়ি দিল।
মৃত্যুকল্প হইয়া রাজা জয়দ্রথ গেল ॥
সেই অপমানে তপ করিল বিস্তর।
একদিন জিনিবারে পাণ্ডব সকল ॥
বিনি ধনঞ্জয় চারি জিনিবার তরে।
সেই মত বর তাকে দিল গঙ্গাধরে ॥
এথাথ বনে বসতি করএ নরপতি।
দ্বাদশ বৎসর তাতে হৈল অব্যাহতি ॥
বিপক্ষের উপদ্রব নানা উৎপাত।
সেই মতে দ্বাদশ বরিষ গঞ্জি তাত ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা পঞ্চ ভাই সনে।
অজ্ঞাত বাসেরে রাজা চিন্তে মনে মনে ॥
কোন দেশে বঞ্চিবম অজ্ঞাত বসতি।
চর দিয়া চাহিব দুর্য্যোধন পাপমতি ॥
তবে পুনি দ্বাদশ বরিষ হৈব বন।
ই বলিয়া মহারাজা করএ ক্রন্দন ॥
বহুল সান্ত্বাইল তানে ধৌম্য তপোবন।
বিপদে হতাশ কেনে হও মহাজন ॥
প্রকার প্রবন্ধে কর্ম্ম করিবা নিশ্চএ।
প্রকারে দেবতা বৈরী মারন্ত দুর্জ্জএ ॥
প্রকারে পাঠাইব নি দেবে রসাতলে।
সেই মত কর্ম্ম তুহ্মি করিবা সকলে ॥
পঞ্চ ভাই ভার্য্যা সমে করহ যুকতি।
যায় যেই মনে আছে যুকতিসঙ্কেত ॥
বনপর্ব্ব মহাপোথা সাঙ্গ এতদূরে।
সঞ্জএ কহিল ভবসিন্ধু তরিবারে ॥

CENTRAL LIBRARY

বিরাট পর্ব

CENTRAL LIBRARY

বিরাট পর্ব

অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা

জনমেজয় রাজাএ বোলে কহ তপোধন ।
তারপরে কি করিল সেই পঞ্চজন ॥
কোনমতে অজ্ঞাত করিল ধর্ম্মদেব ।
শুনিয়া সেসব কথা দুঃখ অনুভব ॥
কোনমতে দ্রৌপদী সহিল সেই দুঃখ ।
শুনিতে সে সব কথা মনেতে অসুখ ॥
মুনি বোলে শুন রাজা কহি তোহ্মা পাশ ।
যেই মতে ছিল রাজা অজ্ঞাতের বাস ॥
তবে পঞ্চজন গেল ক্রোশের অন্তর ।
তথাতে করিল বহুল মন্ত্রণা বিস্তর ॥
মন্ত্রণা করিয়া পুনি আইল তথাতে ।
অজ্ঞাতের হেতু রাজা চিন্তিল মনেতে ॥
কোন স্থানে করিবম অজ্ঞাত বসতি ।
চর দিয়া চাহিব তথাতে দুষ্টমতি ॥
ভীমে কহে মহারাজা কর অবধান ।
কহম দেশের নাম[১] যত অনুষ্ঠান ॥
এহি সব দেশ আছে গুপ্ত গুপ্তান্তর ।
সেই সব কথা মোতে শুন নৃপবর ॥
দক্ষিণে এক দেশ আছে নামেতে চেদি ।
তিন দিবসে যাই তথা হাটি মোরা যদি ॥
মণিমন্ত নামে রাজা তাতে দণ্ডধর ।
অতিশয় দিব্য চিত্রবিচিত্র নগর ॥
তাতে মাত্র একদোষ আছএ প্রখর ।
মুখ্য সেনাপতি তার আছএ ধীবর ॥
নৃপতি কহেন ভাই তাতে কার্য্য নাই ।
আর কোন দেশ আছে কহ মোর ঠাঁই ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত দেশ আছএ দক্ষিণে ।
স্বর্ণকুম্ভ নামে দেশ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণে ॥
মহারাজা সৌবল যে তাতে অধিকার ।
নানাবিধ নগর যে দেখিতে সুন্দর ॥
নানাদ্রব্য আছে তথা নানা অনুষ্ঠান ।
সবে মাত্র নাহি তথা রম্য গুয়াপান ॥
রাজাএ বোলে নাহি মোর তাহাতে বসতি ।
আর কোন দেশ আছে কহ মহামতি ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত দেশ আছএ উত্তরে ।
চারিদিবস হাটি গেলে লাগ পাই তারে ॥
সুবাহু নৃপতিজনে তাহাতে বসতি ।
অতি রম্য দিব্য দেশ রহে নানা জাতি ॥
একখানি দোষ মাত্র আছে সে রাজ্যের ।
ব্রাহ্মণে করএ দান ভিক্ষা ক্ষত্রিয়ের ॥
রাজা বোলে সে দেশের মোর কার্য্য নাই ।
আর কোন দেশ আছে কহ মোর ঠাঁই ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত দেশ আছএ পশ্চিমে ।
দিন পঞ্চ হাটিলে যে পাই অনুক্রমে ॥
শস্তিপণ নামে রাজা তথাতে বসতি ।
অতিশয় রম্য পুরী দেখি দিব্যভাতি ॥
নগরী নাগরী তথা আছে নানা বেশে ।
বরিষের অধিক পুনি না জিএ পুরুষে ॥
এক এক পুরুষের নারী শতজনে ।
দিনে দিনে ক্ষয় হএ তাহার জীবন ॥
রাজাএ বোলে সে কথা না কহ মোর স্থানে ।
আর কোন দেশ আছে কহত আপনে ॥
শুনিয়া কহন্ত দেশ সৌরাষ্ট্র মনোহর ।
নীল নামে রাজা আছে তাতে দণ্ডধর ॥

১. মূলে—পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তীর নাম আছে।

নানা দ্রব্য সেই দেশ আছে বিধিমতে।
একখানি দোষ বড় আছএ তথাতে॥
গুরুদ্বিজ দেখি তথা ভক্তি নাহি করে।
বাপে পুত্রে চলি যায় বেশ্যার বাসরে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে করে একত্রে ভোজন।
সে দেশের দোষ এহি শুন মহাজন॥
রাজাএ বোলে তথাতে মোর কার্য্য নাই।
তাহা হোন্তে ভালো দেশ কহ মোর ঠাঁই॥
অর্জ্জুনে কহন্ত রাজা শুনহ উত্তর।
আছএ পশ্চিমে দেশ মৎস্য নগর॥
বৃদ্ধ রাজা বিরাট যে তাতে অধিকারী।
অতিশয় দিব্যপুরী সুন্দর নগরী॥
দধি ক্ষীর ঘৃত মধু আছএ বিস্তর।
সর্ব্ব দ্রব্য আছে তাতে সুবাসিত জল॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি।
নগরে নাগরী তাতে সদাএ বসতি॥
সাতদিন হাটিয়া যাইতে পারি তথা।
তোহ্মাতে নিশ্চয় সব কহিলাম কথা॥
সবেমাত্র এক দোষ আছে নিবসতি।
রাক্ষস কীচক নামে তাতে সেনাপতি॥
নৃপতি বোলেন ভাই শুনহ উত্তর।
অজ্ঞাতে বঞ্চিব গিয়া বিরাটনগর॥
সেই যে বিরাট রাজা বৃদ্ধ মহাধনী।
আহ্মি সব পালিব যে কুলশীল জানি॥
তাহাকে সেবিয়া সবে করিব বসতি।
কুলেশীলে রাজা সেই বৃদ্ধ মহামতি॥
অর্জ্জুনে বোলএ তোহ্মার কোমল শরীর।
কোনমত কর্ম্ম তুহ্মি করিবা সুধীর॥
হীনজন কর্ম্ম তুহ্মি না পার করিতে।
কেমন উপাএ তুহ্মি বঞ্চিবা কেমতে॥
রাজা হৈয়া না জান পরের সেবা তাপ।
কোনমতে করিবা কহ মহারাজ॥
যুধিষ্ঠির কহে কর্ম্ম করিব উচিত।
পাশা খেলি থাকিবম নৃপতি বিদিত।
কঙ্ক ব্রাহ্মণ আহ্মি কহিবম নাম।
যুধিষ্ঠিরসখা আহ্মি ছিল অনুপাম॥
যুধিষ্ঠির সহিতে খেলিলম সারিচয়।
এহি কর্ম্ম করি রৈব বিরাট পাশএ॥
তবে রাজা কহিলেন ভীমসেন প্রতি।
তুহ্মি কোন কর্ম্ম ভাই করিবা সম্প্রতি॥
বলে বলাধিক তুহ্মি কুবের সমান।
কেমতে রহিবা তুহ্মি কোন অনুষ্ঠান॥
ভীম বোলে কেনে চিন্তা পাও মোর তরে।
যে কর্ম্ম করিব আহ্মি শুন নৃপবরে॥
রন্ধন করিতে আহ্মি জানি অতি ভাল।
সেই কর্ম্মে আহ্মারে রাখিবে মহীপাল॥
এতেকে থাকিব আহ্মি রন্ধনের ঘরে।
যুধিষ্ঠির রাজার আছিলম সুপকারে॥
বল্লভ আহ্মার নাম জাতিএ ব্রাহ্মণ।
এতেকে বিরাটে মোরে রাখিব আপন॥
মত্ত গজ আছাড়িব নৃপতি গোচরে।
সে সব দেখিয়া রাজা রাখিবে আহ্মারে॥
ভীমের বচনে রাজা হইল পীরিতি।
বহুল চিন্তিত হইল অর্জ্জুনের প্রতি॥
কিরাতকবচ জিনে শিব সনে রণ।
খাণ্ডবদাহনে জিনে সর্ব্বদেব গণ॥
শরজালে মোহদধি করিল বন্ধন।
আনিল অজয় খণ্ড জিনি বিভীষণ॥
দীপ্তিমান শোভে যার মাথার মুকুটে।
গাণ্ডীবধনু যার হাতেতে না আটে॥
যার যেই যোগ্য মত সেই কর্ম্ম করে।
আর মত কর্ম্ম সেই করিতে না পারে॥
এহেন অর্জ্জুন ভাই কি কর্ম্ম করিব।
অজ্ঞাতবাসেতে ভাই কিমতে রহিব॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তবে প্রবোধিয়া ধর্ম্ম।
অবধান কর আহ্মি করিব যে কর্ম্ম॥
উর্ব্বশী শাপিছে মোরে ইন্দ্রের ভুবনে।
পূরিতে আছএ মোর সেই কথা স্মরণে॥

CENTRAL LIBRARY

নপুংসক বেশে আহ্মি হইব নাটুয়া।
করদ্বয় ঢাকিব হাতেতে শঙ্খ দিয়া॥
বাদ্যগীত জানি আহ্মি নানান সঙ্গীত।
প্রবেশ করিব আহ্মি বিরাটপুরীত॥
কুমারী কুমার যত আছে অন্তঃপুরে।
নৃত্যগীত শিখাইব নানা যন্ত্র স্বরে॥
নারীসব মেলে আহ্মি করিব মিলন।
এতেকে থাকিব আহ্মি নির্জ্জন ভুবন॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নকুলের স্থানে।
তুহ্মি কোনরূপে রৈবা বিরাট ভুবনে॥
নকুলে কহএ দেব কহিএ তোহ্মাতে।
যেরূপে থাকিব আহ্মি বিরাটপুরীতে॥
অশ্বের প্রযত্ন জানি অশ্ব সাধাইতে।
এহি কর্ম্ম করি আহ্মি থাকিব তথাতে॥
যুধিষ্ঠির রাজার আছিল অশ্বপাল।
অশ্ববৈদ্য হই আহ্মি নাম গ্রন্থিপাল॥
এহি কর্ম্ম করিয়া থাকিব সেই পুরী।
কহিল তোহ্মাতে আহ্মি শুন অধিকারী॥
তবে রাজাএ জিজ্ঞাসিল সহদেব স্থানে।
বিরাটভুবনে কিবা করিবা আপনে॥
সহদেবে কহে রাজা শুনহ বচন।
যে কর্ম্ম করিব আহ্মি বিরাটভুবন॥
গোধন পালিতে আহ্মি শিখিয়াছি নিতি।
গাভীর চরিত্র জানি গরুর প্রকৃতি॥
গাভীর চরিত্র জানি দুহিতে বান্ধিতে।
তন্তিপাল নাম মোর কহিব রাজাতে॥
এহিমতে থাকিবম বিরাট সেবিয়া।
যুধিষ্ঠিরের আছিলাম ধেনুক পালিয়া॥
এহিমতে রহিব সব বিরাটের পুরে।
তবে রাজা চিন্তিলেক দ্রৌপদীর তরে॥
যেন শাল ফুটিলেক ভীমার্জ্জুন কর্ণে।
যুধিষ্ঠির কহিলেক সজল নয়নে॥
কোন কর্ম্ম করিতে জানে পতিব্রতা।
অতি সুকোমল তনু রাজার দুহিতা॥
সদাএ সেবিল যাকে সহস্রেক দাসী।
কোন কর্ম্ম করিবেক দ্রৌপদী রূপসী॥
আর স্ত্রীমত কার্য্য না পারে করিতে।
হেন জনে কিবা কর্ম্ম করিব তাহাতে॥
দিব্যমাল্য অলঙ্কার গন্ধ [বাস] পরিধান।
এহি সে জানএ রোজ কর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
কেমতে করিব কর্ম্ম এহি বরাঙ্গনা।
বৎসরেক অজ্ঞাতে যে রাখিয়া আপনা॥
তবে নৃপতি স্থানে দ্রৌপদী কহন্ত।
যে কর্ম্ম করিব আহ্মি শুন মহামন্ত॥
ভাল মতে সেবিব সুদেষ্ণা গুণবতী।
বিরাট রাজার নারী পতিব্রতা সতী॥
সেই মোরে রাখিবেক পালিব সাদরে।
তাহাকে সেবিয়া মুই থাকি অন্তঃপুরে॥
সৈরিন্ধ্রীর বেশ তবে হইব মালিনী।
জিজ্ঞাসিলে কহিব আহ্মি দাসীর কাহিনী॥
দ্রৌপদীক সেবিছিল যুধিষ্ঠিরপুরে।
তার শেষে সেবিলাম রুক্মিণী দেবীরে॥
নানা পুষ্প মাল্য আহ্মি করিএ গ্রন্থন।
নানামতে করিব সুদেষ্ণাসেবন॥
এহিমতে ছয়জনে করিয়া যুকতি।
তবে রাজা কহিলেক ধৌম্যমুনি প্রতি॥
দ্রৌপদীর দাসী যত ইন্দ্রসেন সমে।
দ্রুপদ রাজ্যেত তবে পাঠাএ অনুক্রমে॥
যদি লোকে জিজ্ঞাসএ কহিবা বিবরণ।
নির্ণয় না জানি কোথা গেল ছয়জন॥
রথ লৈয়া ইন্দ্রসেন গেল দ্বারকাত।
আর সব ভৃত্য গেল দ্রুপদ দেশেত॥

ধৌম্যের উপদেশ

তবে ধৌম্যপুরোহিতে উপদেশ দিল।
নানামতে সেবাবিধি বহুল কহিল॥
অগোচরে দ্রৌপদীরে রাখিবা সকলে।
যেন কোন প্রমাদ যে তাতে নাহি ফলে॥

যেনমতে শত্রুসবে নাহি পাএ আশ ।
অগোচরে রহিবা যে না হএ প্রকাশ ॥
যেই কর্ম্ম রাজাএ বোলে সেই কর্ম্ম করিবা ।
রাজার অপ্রিয় জানি কভু না করিবা ॥
যেই কর্ম্ম করিলে রাজার হএ রোষ ।
সেই কর্ম্ম না করিবা অসম সাহস ॥
যেই স্থানে বসিলে রাজাএ ভয় করে ।
সেই স্থানে না রহিবা রাজার গোচরে ॥
যদিবা রাজাএ দেন সর্ব্ব অধিকার ।
তথাচ করিবা কর্ম্ম আজ্ঞাএ রাজার ॥
রাজার আসন স্থানে তথাএ না চড়িবা ।
জিজ্ঞাসিলে নৃপতিএ তবে সে কহিবা ॥
চপলতা না করিবা রাজার গোচর ।
রাজার সাক্ষাতে কথা না কহিবা বিস্তর ॥
ই বলিয়া পুরোহিতে বহুবিধ কহে ।
তাহা শুনি কহিলেক ধর্ম্ম মহাশএ ॥
পিতৃতুল্য কথা তুমি কহিলা অনেক ।
যেমত করিব আমি কহিলা যতেক ॥
শুভকর্ম্ম কর যজ্ঞ মঙ্গলাচরণ ।
ঘৃতাহুতি অগ্নির এবে করহ তোষণ ॥
তবে ধৌম্য পুরোহিতে যজ্ঞ আরম্ভিল ।
আহুতি শুনিতে তাতে শুভ যোগ পাইল ॥
সেই অগ্নি ছয় জনে কৈল প্রদক্ষিণ ।
প্রদক্ষিণ করিতে পাইল শুভচিহ্ন ॥
পুরোহিতচরণ বন্দিল ছয় জন ।
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি যে হএ লক্ষণ ॥
পঞ্চভাই বিদায় করিয়া এহিমতে ।
ধৌম্যাচার্য্য গেল তীর্থে লোমশ সহিতে ॥
দক্ষিণেতে পাঞ্চাল রাখি বামে পাটোৎসব ।
তার মধ্যে দিয়া তবে চলিল পাণ্ডব ॥
গোফ দাড়ি বাড়িয়াছে মলিন বসন ।
যমুনার তীরে তীরে যাএ ছয় জন ॥
গহন কানন সেইমত যাএ তরি ।
ভোজ করন্ত রোজ শূকর মৃগ মারি ॥

এহিমতে হাটি যাএ সাত দিন হনে ।
দ্রৌপদী হাটিতে না পারএ সেই বনে ॥
যুধিষ্ঠির কহে তবে অর্জ্জুনসদনে ।
দ্রৌপদীরে কোলে করি লও ত অখনে ॥
হাটিতে না পারে দেবী চরণকমলে ।
এতেকে না পারে হাটিবার রাত্রিকালে ॥
তবে দ্রৌপদীরে কোলে লৈল ধনঞ্জয় ।
এহিমতে হাটি যায় যমুনাকূলয় ॥
নগর নিকটে তবে গেল পঞ্চজন ।
দ্রৌপদীরে অর্জ্জুন এড়িল ততক্ষণ ॥
তাতে এক শমীবৃক্ষ গহন কাননে ।
তাতে অস্ত্র এড়িবারে চাহে সর্ব্বজনে ॥
নিকটে শ্মশানভূমি যত দুষ্টাচারে ।
সেইখানে লোক সব নাহি যাএ ডরে ॥
অতিশয় শমীবৃক্ষ বড় উচ্চতর ।
নকুলক সম্বোধিয়া কহে নৃপবর ॥
অস্ত্রসমে পঞ্চতূণ রাখহ বৃক্ষেতে ।
লোকে চাহিতে যেন না পারে দৃষ্টিতে ॥
তখনে নকুল কৈল বৃক্ষ আরোহণ ।
ধনুসমে পঞ্চতূণ রাখিল তখন ॥
এক ডাল দৃষ্টি করি রাখিলেক আড়ে ।
তেরছে চাহিতে যেন দৃষ্টি নাহি পড়ে ॥
মৃত এক মনিষ্য বান্ধিয়া তার ডালে ।
ভএ যেন মনিষ্য না ছোএ তারে ডরে ।
শমী প্রদক্ষিণ করি নকুল নামিল ।
তার পাছে পঞ্চ ভাই নদী পার হৈল ॥

বিরাটনগরে পঞ্চপাণ্ডব-দ্রৌপদী

বিরাটনগর পুনি দেখিয়া সমুখে ।
দ্রৌপদীএ কৈল তবে পরম কৌতুকে ॥
হৃষ্টপুষ্ট লোকসব দেখিএ সুঠাম ।
দেবগণ দেখি সব ধবল প্রমাণ ॥
বিচিত্র নগর সব দেখি সারি সারি ।
অনুমান করি এহি বিরাটনগরী ॥

CENTRAL LIBRARY

ভাল ভাল করিয়া কহিল ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধি বিদ্যা বিশারদ দ্রৌপদীকে কহে ॥
তবে এক পুষ্প বনে রহি পঞ্চজন ।
একে একে করএ নৃপতি দরশন ॥
প্রথমে চলিল তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
সোবর্ণের সারিচয় লইয়া স্থস্থির ॥
রত্নের বিচিত্র সারি লৈয়া কক্ষস্থলে ।
গজগতি অনুসারী যুধিষ্ঠির চলে ॥
মলিন উত্তরী গাএ মাথে উভা ঝোটা ।
গলাএ রুদ্রাক্ষ মালা কপালেতে ফোটা ॥
চঞ্চল নয়নে রাজা যাএ গজগতি ।
সভাতে থাকিয়া দেখে বিরাটনৃপতি ॥
রাজাএ বোলে এহি দেখ আইসে কোনজন ।
বেশ নাই তবু দেখি নৃপতিলক্ষণ ॥
নৃপতিলক্ষণ দেখি সকল শরীরে ।
নিঃশঙ্কায় আইসে এথা ভয় নাহি করে ॥
নাভী গভীর দেখি হংসের গমন ।
কোনমতে জানিবম আসিলে অখন ॥
হেনমতে নানাকথা বিরাট কহিতে ।
যুধিষ্ঠির মিলে আসি রাজার অগ্রেতে ॥
দুই হস্ত জোড় করি আশীর্ব্বাদ কৈল ।
সম্ভ্রমে বিরাট তারে প্রণাম করিল ॥
বিরাটে কহন্ত তুহ্মি হও কোন জন ।
শরীরে তেজ দেখি নৃপতিলক্ষণ ॥
শরীরের চিহ্ন দেখি রাজচক্রবর্তী ।
পৃথিবী শাসিছ হেন লএ মোর মতি ॥
সর্ব্ব কথা কহ মোরে না কর বঞ্চন ।
কোথা হতে আসিয়াছ হও কোনজন ॥
শরতের সূর্য্য যেন দেখি তোহ্মা শোভা ।
তোহ্মার উচিত দেখি লৈয়া বৈস সভা ॥
যুধিষ্ঠির কহে তবে সর্ব সৈত্য হএ ।
একগুণ শ্রেষ্ঠ জন্ম ব্রাহ্মণকুলয় ॥
জাতিএ ব্রাহ্মণ আহ্মি নাম মোর কঙ্ক ।
বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র কহিমু নিঃশঙ্ক ॥
যুধিষ্ঠির মিত্র আহ্মি ছিল পাশোয়াল ।
মোর সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ খেলে মহীপাল ॥
জন্মাবধি মোর সঙ্গে খেলাইল সারি ।
খেলা হেতু আছিলাম সর্ব্ব অধিকারী ॥
দৈবে রাজা পাশাহেতু হারি সর্ব্বদেশ ।
কোন ঠাই গেল তেঞি নাহিক উদ্দেশ ॥
এতেকে তোহ্মার সঙ্গে চাহি খেলিবার ।
তুহ্মি পরে কীর্ত্তিবন্ত নাহিক দেখি আর ॥
দিগান্তর ভ্রমিতে তোহ্মার কীর্ত্তি শুনি ।
এতেকে তোহ্মার স্থানে কহিলাম পুনি ॥
তাহা শুনি কহিল বিরাটনৃপবর ।
পাশা খেলিয়াল পাইলে বড় প্রীতি মোর ॥
খেলাও আহ্মার সনে মনে অভিলাস ।
নিতি নিতি তোহ্মার যে পূরিবম আশ ॥
পুরীর ভিতরে তোহ্মা নিবম নিঃশঙ্কে ।
দ্বারীএ নিষেধ পুনি না করিব তোকে ॥
করিব সকল কর্ম্ম তোহ্মার অনুমতি ।
তোহ্মার আজ্ঞা পালিবেক পাত্রমিত্র যতি ॥
তোহ্মার অপ্রিয় কার্য্য কর যেই জন ।
তবে তারে সবংশে লইব জীবন ॥
ব্রাহ্মণ হইলে খেদাইমু দেশ হৈতে ।
মোর সঙ্গে আজি তুহ্মি খেল মহাপ্রীতে ॥
সেই মতে আবরিয়া তাহাকে রাখিল ।
যুধিষ্ঠির প্রবেশ যে সঞ্জয় কহিল ॥

তার শেষে ভীমসেন হাতে বেড়ি লৈয়া ।
দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা কৃষ্ণবস্ত্র যে পরিয়া ॥
কপালেত দীর্ঘ ফোটা কালাবস্ত্র গাএ ।
মেঘমৈধ্যে চন্দ্র যেন ভীমসেন যাএ ॥
বিরাটসভার মৈধ্যে মেঘ যেন চলে ।
ধীরে ধীরে চলে বীর ভূমিখান লড়ে ॥
দূরে থাকি দেখএ বিরাট নরপতি ।
কোনজন আইসে দেখ সিংহসম গতি ॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা নাহি পরিমিত।
কোন কার্য্যে আইসে দেখ আহ্মার বিদিত॥
বিরাটে কহন্ত দূত যাও অনুসারে।
যেই চাহে সেই আহ্মি দিবাম তাহারে॥
দূরেতে রহিল দূত লাগ না পাইল।
হেনকালে ভীমসেন তথাতে আইল॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া দাণ্ডাইল মহাজন।
প্রণাম করিয়া রাজা পুছে ততক্ষণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা মত্ত নরপতি।
অকপটে কথা মোতে কহ মহামতি॥
ভীম বোলে সে কেহ না হই কোনজন।
রন্ধনে পারগ মুঞি জাতিতে ব্রাহ্মণ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিল সুপকার।
নৃপতিরে তুষিলাম বিবিধ প্রকার॥
এক লৈক্ষ জন ছিল রন্ধনে রাজার।
সেই সব আছিল আহ্মার অধিকার॥
মত্ত সম হস্তী আহ্মি পারি যে মারিতে।
আহ্মারে পুষিল রাজা কতুক দেখিতে॥
আহ্মার রাজার আর নাহি দরশন।
অধনে করিতে চাহি তোহ্মারে সেবন॥
রাজাএ বোলে সে সব তোহ্মার যোগ্য নহে।
পৃথিবীর অধিকারী হেন শোভা হএ॥
নহে তুহ্মি আহ্মার যে হও সারথি।
মোর রাজ্যে ভর্ত্তা তুহ্মি হও মহামতি॥
ভীমে বোলে রন্ধনে বল্লভ আহ্মার নাম।
রন্ধন করিতে আহ্মি পারি অনুপাম॥
আপনা স্বকীয় কর্ম্ম সেই সে করিব।
যে কর্ম্ম করিতে নারি সে কেনে কহিব॥
রাজাএ বোলে যেই কর্ম্ম তোহ্মার ইচ্ছিত।
সেই কর্ম্ম করহ যে হএ উচিত॥
দুই সহস্র জন মোর রন্ধনের ঘরে।
আজি হনে হইল সব তোহ্মার অধিকারে॥
এহিমতে ভীমসেন রন্ধনে রহিল।
বিরাট পর্ব্বের কথা সঞ্জএ কহিল॥

তারপরে চলিলেক দ্রৌপদী ভামিনী।
অধিক মলিন বেশ ধরিল কামিনী॥
চাচর চিকুর কেশ করি আলো কেশ।
কতগুলা পুষ্পহাতে সৈরিন্ধ্রী লক্ষণ॥
মলিন বসন গাএ মলিন বদন।
চঞ্চল নয়নে যাএ মহিষীসদন॥
চলিল দ্রৌপদী দেবী পুরী অনুসারী।
স্ত্রীসব পাছে ধাএ পুছিতে কাহিনী॥
বালাবৃদ্ধ প্রভৃতি যতেক যুবা নারী।
শত সহস্র ধাবন্ত যে লজ্জা পরিহরি॥
এহিমতে জিজ্ঞাসিতে কেহ না পারিল।
সুদেষ্ণা গোচরে সৈরিন্ধ্রী ধাইয়া গেল॥
তাকে দেখি সুদেষ্ণা উঠএ আস্তেব্যস্তে॥
পুছিতে লাগিল তানে জুড়ি দুই হাতে॥
সিদ্ধা বিদ্যাধরী কিবা অপসরী কিন্নরী।
ইন্দ্রাণী রোহিণী কিবা বরুণের নারী॥
নাগকৈন্যা হও কিবা কামের বনিতা।
কোন দেশ হৈতে আইল কহ শুনি কথা॥
নাভী গভীর তোহ্মার সুললিত অঙ্গ।
ত্রিবলিত মাজা খানি সহজে তরঙ্গ॥
ভুরুযুগ সুগঠিত যেন কামধনু।
সোবর্ণ সদৃশ তোহ্মার অতি দিব্য তনু॥
বিষ্ণু তুষ্ট চারুনেত্র নাভী যে গভীর।
ডমরুর সম কটি দেখিএ সুধীর॥
অমিয়া বদন মুখ নয়ন চঞ্চল।
হস্তপদ নখ তোহ্মার দেখিএ কোমল॥
অঙ্গরাগ ললিত ত্রিভঙ্গ বিরাজিত।
কুতূহলে চাহ দেখি সংসারের রীত॥
নৃপতি মহিষী যেন পদ্মিনী লক্ষণ।
অতিশয় চারু মুর্ত্তি সিজন গমন॥
কোনহেতু আসিয়াছ আহ্মার পুরীত।
কাহার নিমিত্ত আইলা কি কার্য্য সাধিত॥
সৈরিন্ধ্রী কহন্ত তুহ্মি যত কিছু নহে।
সৈত্য সৈরিন্ধ্রী আহ্মি কহিল নিশ্চএ॥

CENTRAL LIBRARY

বিবেচিয়া ফল কিবা সে কথা কহিয়া।
দাসী কর্ম্ম করি আহ্মি যেই করে দয়া॥
সুদেষ্ণা কহন্ত নহে দাসীর আচারী।
অনুমানে বুঝি তুহ্মি অনেকের ঈশ্বরী॥
দ্রৌপদী কহন্ত মোর সৈরিন্ধ্রী আচার।
কেশবাস করাইতে আহ্মি জানি ভাল॥
চিরকাল সেবিলম কৃষ্ণের মহিষী।
পঞ্চপতি সেবিলাম দ্রৌপদী রূপসী॥
সৈরিন্ধ্রী আহ্মার নাম দ্রৌপদী ধরিল।
স্বামী সঙ্গে দ্রৌপদী বনেত প্রবেশিল॥
অধনে করিতে চাহি তোহ্মার সেবন।
হেন হেতু আসিয়াছি তোহ্মার ভুবন॥
সুদেষ্ণাএ বোলে যদি কর অনুগ্রহ।
মাথে করি রাখি তবে নাহিক সন্দেহ॥
কিন্তু এক বাক্য মোর শুন বরনারী।
তোহ্মারে রাখিলে আহ্মি আপনে ভিখারী॥
আহ্মাকে এড়িয়া তবে বিরাটরাজন।
সদাএ তোহ্মার দিগে মজিবেক মন॥
কদলীর গর্ভ যেন মরিতে কারণ।
আপনে আপনা শাল করিব রোপণ॥
আড়মুখী করি তুহ্মি চাহ যার দিগে।
দন্তহীন বৃদ্ধজন সেহ তোহ্মাতে জাগে॥
হেন কোন পুরুষ আছএ ত্রিজগতে।
তোহ্মা দরশনে চিত্ত পারএ ধরাইতে॥
দ্রৌপদী কহন্ত তবে শুন বরাননে।
রাজাএ না চাহিব মোয়ে তুলিয়া নয়ানে॥
গন্ধর্ব্ব রাজার পুত্র মোর পঞ্চপতি।
দুঃখে সুখে আহ্মি তারে করিএ ভকতি॥
জয় বিজয় আর অজয় মহাবল।
জয়ধর্ম্ম জয়কর্ম্ম এহি পঞ্চজন॥
যে জনের পুত্র মোরে করে বলাৎকার।
সে রাত্রিতে করে তারে গন্ধর্ব্বে সংহার॥
অন্তরালে থাকিয়া মোরে রাখে পঞ্চজনে।
সদাএ ভকতি মোর তাহার চরণে॥
হাসিয়া সম্মতি মোকে দেও মহাদেবী।
ভালমতে কতকাল তোহ্মারে যে সেবি॥
না দিও অন্ন মোরে উচ্ছিষ্টপাত্রেতে।
আর না দিও মোরে চরণসেবিতে॥
তবে যে সুদেষ্ণা দেবী কতুক হইয়া।
সেই মতে রাখিলেক তানে আবরিয়া॥
দ্রৌপদী প্রবেশ কৈল বিরাট পর্ব্বএ।
অতিশয় পুণ্যকথা কহিল সঞ্জএ॥

তারপরে অর্জ্জুন যে হইল নাটুয়া।
সোন্দর নাটুয়া হৈল বৃহন্নলা হৈয়া॥
কর সব ঢাকিল যে পড়িয়া শঙ্খ।
মেঘে আচ্ছাদিয়া যেন চন্দ্রের কলঙ্ক॥
মাথাতে বান্ধিয়া বেণী গাএতে কাঞ্চুলী।
কতগুলা রত্নহার গলাতে পরিলি॥
পবনের গতি আইসে নিঃশঙ্ক হৃদয়।
বেশ বনাইছে হেন মোর মনে লএ॥
তখনে অর্জ্জুন আইল সভার বিদিত।
অঙ্গভঙ্গ করিয়া গাহে নানা গীত॥
রাজার সভাতে যদি অর্জ্জুন আইল।
বৃন্দে হেন বনিতাকে কেহ না বলিল॥
রাজাএ বোলে কহ দেখি তুহ্মি কোন জন।
হেনরূপ বেশ তোহ্মার না হএ শোভন॥
পৃথিবী শাসিতে যোগ্য তোহ্মার উচিত।
মোর রাজ্য পাল তুহ্মি আহ্মার সহিত॥
কোন কর্ম্ম করিবারে লএ তোহ্মার চিত।
কেনে হেন বেশ ধর কহ কোন রীত॥
অর্জ্জুনে কহন্ত মোর নাম বৃহন্নলা।
নানান সঙ্গীত আহ্মি জানি রসকলা॥
যে কথা পুছিলা তুহ্মি আহ্মার গোচর।
সে সকল জিজ্ঞাসিয়া নাহি কোন ফল॥
সঙ্গীতশাস্ত্রেতে আহ্মি বড়হি চতুর।
কতকাল ছিল আহ্মি কৃষ্ণঅন্তঃপুর॥

CENTRAL LIBRARY

রুক্মিণী প্রভৃতি তান যত ছিল নারী ।
শিখাইল সঙ্গীতবাদ্য আহ্মা অনুসারী ॥
তারপরে ছিল আহ্মি যুধিষ্ঠিরপুরে ।
শিখাইল নানা শাস্ত্র দ্রৌপদীদেবীরে ॥
যত নারীলোক আছে তোহ্মাঅন্তঃপুরী ।
শিখাইব সঙ্গীত আহ্মি আজ্ঞাঅনুসারী ॥
শিশুকাল হৈতে আহ্মি নপুংসক হৈল ।
বিবেচিয়া তোহ্মা স্থানে সকল কহিল ॥
রাজাএ বোলে যেই কর্ম্ম করিবারে মন ।
সেই কর্ম্ম কর ভাই আহ্মার ভুবন ॥
কুমারকুমারী যত আছে অন্তঃপুরে ।
সাধাইতে আজ্ঞা তবে দিল অর্জ্জুনেরে ॥
নপুংসক হএ হেন করিল বিচার ।
প্রবেশ করাইল তারে পুরীর মাঝার ॥
অন্তঃপুরে অর্জ্জুন রহিল নানারঙ্গে ।
পরম পীরিতে রহে সখীগণ সঙ্গে ॥
এহিমতে ধনঞ্জয় তথাতে রহিল ।
মধুর পয়ারে কথা সজ্জা কহিল ॥

তারপরে নকুল যে বৈদ্যের আকৃতি ।
কালাবস্ত্র গোফ দাড়ি হৈছে লম্বা অতি ॥
লোহার সঞ্জোগ যত হস্তে করি লৈয়া ।
নৃপতির সভাতে চলিল সজ্জা হৈয়া ॥
অশ্বশালা ঘরে গেল অশ্বক চাহিতে ।
একে একে ঘোড়া সব নেহারিল যথে ॥
সভাতে থাকিয়া রাজা কৈল অনুভব ।
দেখ দেখি কোনজনে চাহে অশ্ব সব ॥
ঘোড়া চিনে হেন সব লএ মোর মনে ।
এহি কথা কহিতে আইল সেইখানে ॥
মহারাজা বিরাটের হউক কুশল ।
একেশ্বর হৈলম মুঞি হারাইয়া সকল ॥
নৃপতি কহন্ত বাপু কেবা তুহ্মি কহ ।
কোন কর্ম্ম জান তুহ্মি পরিচয় দেহ ॥

নকুলে কহন্ত মোর নাম গ্রন্থিপাল ।
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিল অশ্বপাল ॥
দশ লৈক্ষ ঘোড়া ছিল যুধিষ্ঠিরপুরে ।
তাহাকে দিলেক রাজা মোর অধিকারে ॥
অশ্বের জানিএ আহ্মি ব্যাধি খণ্ডাইতে ।
অল্প দিনে পুষ্ট হএ আহ্মার দৃষ্টিতে ॥
মোর যত গুণ রাজা চাহে দিনে দিনে ।
আহ্মারে পুষিল রাজা ঘোড়ার কারণে ॥
অখনে আহ্মার রাজা নাহি পরিমিত ।
ভ্রমিতে চাহিল রাজা সব পৃথিবীত ॥
এতেকে আইল আহ্মি তোহ্মার অনুসারী ।
বিনি উপাএ আহ্মি জীবিতে না পারি ॥
বিরাটে বোলএ নহে বৈদ্যের আকৃতি ।
মোর সঙ্গে হও তুহ্মি রথের সারথি ॥
নকুলে কহিল কর্ম্ম যেই যারে পারে ।
বলে বুদ্ধি সেই কর্ম্ম করে সেই নরে ॥
রাজাএ বোলএ যদি কর্ম্ম করিবারে চাহ ।
তবে মোর ঘোড়ার ঘরেতে চলি যাহ ॥
পঞ্চ লৈক্ষ ঘোড়া আছে অশ্বশালা ঘরে ।
আজি হৈতে হৈলা তুহ্মি তার অধিকারী ॥
নকুল রহিল তবে বিরাটভুবনে ।
সজ্জএ কহিল কথা মধুর পরাণে ॥

তারপাছে সহদেব গোপালের মতে ।
লড়িদড়ি আকুড়াডাল লইয়া চলে হাতে ॥
চর্ম্মের পাদুকা পাএ কালা বস্ত্র গাএ ।
এহি বেশে সহদেব চলিল তথাএ ॥
গোঠেত আসিয়া সেই ধেনুক নিরক্ষে ।
সভাতে থাকিয়া তাহা নৃপতিএ দেখে ॥
রাজাএ বোলে ধেনুবৎস চাহে কোনজন ।
গোধন বিজ্ঞ এহি সেই বুদ্ধিতে লক্ষণ ॥
রাজাএ বোলে অনুচর চলহ সত্বর ।
আন দেখি সেই জন আহ্মার গোচর ॥

CENTRAL LIBRARY

হেনকালে আইল কুমার সহদেব ।
কুশল মঙ্গল করি করিল প্রবেশ ॥
বিরাটে বোলেন ভাই আইলা কথা হৈতে ।
চিত্তে নি আছএ আহ্মার এথাএ রহিতে ॥
কোনদেশ হৈতে আইলা কি নাম তোহ্মার ।
ভালমতে সর্ব্ব কথা কহ আপনার ॥
সহদেবে বোলে রাজা শুন বিবরণ ।
বড় দুঃখে আইলম রাজা তোহ্মার সদন ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির আছিলম গোপাল ।
গরুর ব্যাধিতে বৈদ্য আহ্মি সে বিশাল ॥
যুধিষ্ঠির রাজার ধেনু দশ লৈক্ষ ছিল ।
তাহার উপরে মোরে অধিকার দিল ॥
রাখিতে দুহিতে ধেনু জানিএ বাহ্মিতে ।
বড়হি চতুর আহ্মি গরুর ব্যাধিতে ॥
চিরকালের বন্ধ্যা যেই হএ প্রসূতা ।
মুত্র গন্ধে ব্যাধি চিনি কহিলম সর্ব্বথা ॥
দিনে দিনে রাজাএ চাহিল পুন পুন ।
যুধিষ্ঠির বিদিত হইল যত গুণ ॥
তন্তিপাল মোহোর নাম নৃপতি ধরিল ।
নির্ণয় না জানি রাজা এবে কোথা গেল ॥
এতেকে তোহ্মার দেশে করিলম গমন ।
বিনি লৈক্ষ্য না পারি জিবারে সর্ব্বক্ষণ ॥
নৃপতি কহন্ত নহে গোপালের বেশ ।
তোহ্মার উচিত হএ পাল মোর দেশ ॥
তবে যদি ই কর্ম্ম করিতে মনে লএ ।
গোঠে মৈধ্য আপনে চলহ মহাশএ ॥
পঞ্চলৈক্ষ ধেনু আছে আহ্মার গোঠেতে ।
সে সবের অধিকারী হৈলা আজি হোতে ॥
এহিমতে রহে সেই বিরাটের পুরে ।
সজএ কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥

বিরাট হইল তুষ্ট শেষ যে দেখিয়া ।
আপনার ভাগ্য রাজা কহে প্রশংসিয়া ॥
যুধিষ্ঠিরের পঞ্চকর্ম্মা আইল মোর পুরে ।
এতেকে আহ্মার যশ হইল সংসারে ॥
হেন কোন শুভ দয়া করিবেক দেবে ।
যুধিষ্ঠির লাগ পাইলে করি তান সেবে ॥
এথাএ খেলি জিনে রাজা বিরাটের সনে ।
পাশার অভ্যাস রাজা করিছে যতনে ॥
এহিমতে কুতূহলে রহে পঞ্চজন ।
দিনে দিনে গুণরাজা দেখে সর্ব্বক্ষণ ॥
দিনে দিনে দেখে সর্ব্ব কর্ম্মেত চতুর ।
তুষ্ট হৈয়া ধন রাজাএ দেয়ন্ত প্রচুর ॥
পাশা খেলি যুধিষ্ঠির পাএ যেই ধন ।
বিরলেত পঞ্চজন খাএ ততক্ষণ ॥
রন্ধনশালাতে আছে বীর বৃকোদরে ।
বিরলে দেয়ন্ত অন্ন ভাই সকলেরে ॥
অর্জ্জুনে পায়ন্ত সর্ব্ব জীর্ণএ বসন ।
আর নারীগণে তানে দিল যত ধন ॥
বিরলেত পঞ্চভাই বিবর্ত্তিয়া খাএ ।
সহদেব নকুলে যে অনেক ধন পাএ ॥
দ্রৌপদী যতেক পাএ নিজ অন্তঃপুরে ।
তাহাক আনিয়া দেন স্বামীসকলেরে ॥

ভীমের বিক্রম

যত যত মল্ল আইসে রাজার গোচর ।
সে সকল ভীমে মারি পাঠাএ যমঘর ॥
হস্তী সিংহ সমে ভীমে বাজাএ বাজন ।
লীলাএ মারএ তারে ভীম মহাজন ॥
তুষ্ট হৈয়া ধন রাজা দেয়ন্ত কতুকে ।
দেখিয়া কতুক] হএ যত সভালোকে ॥
তবে রাজাএ ভীমক নেয়ন্ত অন্তঃপুরে ।
কতুকে দেখাএ রাজা নারীসকলেরে ॥
দুই মত্ত হস্তী ভীমে দুই হাতে লএ ।
নারীগণ সম্মুখেতে কতুকে খেলাএ ॥
তাহা দেখি কুতূহলে চাহে সব নারী ।
নানা ধন দেয়ন্ত কতুকঅনুসারী ॥

CENTRAL LIBRARY

এহিমতে খেলে ভীম নারীগণ পাশ।
বিবর্ণ দ্রৌপদী দেবী মুখে নাই হাস॥
এহিমতে দশমাস গঞ্জিল এথাতে।
মাস দুই আছে মাত্র বৎসর পূরিতে॥
হেনকালে মহোৎসব হৈল রাজপুরী।
নগরে নাগরী সঙ্গে নানা রঙ্গ করি॥
হেনকালে এক মল্ল আইল রাজদ্বারে।
জিমিক তাহার নাম অতি ঘোরতরে॥
নৃপতি সভাতে আসি মালে বাহুছাটে।
দর্প করি কহে মোরে শত্রু দেয় ঝাটে॥
তাহা শুনি নৃপতিএ দূত পাঠাইল।
বহুল প্রকার করি ভীমক আনিল॥
নিঃশব্দে রহিল ভীম পর্ব্বতের প্রায়।
ভীমকে দেখিয়া কম্পে জিমিকের গায়॥
তবে ভীমে ধরিলেক জিমিকের হাতে।
জিমিকেরে সম্বোধিয়া কহিল পশ্চাতে॥
তুহ্মি বড় মল্ল হও নাহিক হতাশ।
আহ্মি মাত্র নাহি জানি মল্লের অভ্যাস॥
এতেকে তোহ্মার সনে মোর অনুচিত।
তোহ্মা সবে যুঝিতে রাজার হৈছে প্রীত॥
জানিলাম মোকে আজি মারিবা যে তাই।
আজি তোহ্মার হাতেত যে মোর রৈক্ষা নাই॥
তাহা শুনি জিমিক কহেন্ত অহঙ্কার।
ভীমে মাত্র বহুবিধ না করে আস্ফাল॥
তবে দুই জনের হইল জড়াজড়ি।
ঠেলাঠেলি জড়াজড়ি বড় ডাক ছাড়ি॥
ক্ষেণেক আছাড় ভীম তাহার সহিয়া।
জিমিকে ভীমকে ধরে প্রকাশ পাইয়া॥
সর্ব্ব বলে জিমিকে ভীমেরে মারে ঠেলা।
প্রাণ শক্তি চাহিল লাড়িতে নারিলা॥
তবে ভীমে তাহাকে ধরিল দুই হাতে।
হাতে ধরি ভ্রমাইয়া পাছাড়ে ভূমিতে॥
প্রাণ লৈল ভীমে তারে মুটুকির ঘাতে।
জিমিক যে নাম মল্ল মারিল ত্বরিতে॥
এহিমতে মহা মহা মল্ল যত আইসে।
সে সকল ক্ষয় ভীম করে অনায়াসে॥
এহিমতে দশমাস বঞ্চিল নির্ণয়।
বিরাট পর্ব্বের কথা কহিল সঞ্জয়॥

কীচক-সৈরিন্ধ্রী-দ্রৌপদী

জয়মুনি কহন্ত রাজা শুন ভালমতে।
তাতে এক প্রমাদ ফলিল আচম্বিতে॥
সৈরিন্ধ্রীক কীচক দেখিল অকস্মাতে।
সভা হৈতে যাইতে সেই আপনা পুরীতে॥
কামে হত হইয়া হইল হতজ্ঞান।
সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া তার বাহির হইল প্রাণ॥
কামে গদ গদ চিত্ত কহিবারে লাগে।
দুই হস্ত জুড়িয়া কহিল তার আগে॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা কিবা চতুরা মালিনী।
মৃগরাজ জিনি কটি কুরঙ্গনয়নী॥
তোহ্মা রূপ দেখিয়া মজিল মোর মন।
দাসী হইয়া বিড়ম্বিলা এ রূপযৌবন॥
ত্রিলোকা জিনিয়া তুহ্মি সুরঙ্গসুঠাম।
কটাক্ষে বান্ধিতে পার সুরমুনির প্রাণ॥
আহ্মাতে ভজিয়া হও প্রাণ হৈতে বড়ি।
মোর যত নারী সব হৈব তোহ্মা চেড়ি॥
নানা দেশী বস্ত্র পরি আসি মোর ঘরে।
আহ্মার সঙ্গে ক্রীড়া কর পালঙ্ক উপরে॥
নানা রত্নে শোভন করহ কলেবর।
নানা পুষ্প পরি হও প্রাণের দোসর॥
বীর মৈধ্যে বীর আহ্মি সোন্দরে সোন্দর।
মোর সম পৃথিবীতে নাই ধনুর্দ্ধর॥
এতেকে আহ্মারে তুহ্মি ভজ বরনারী।
আহ্মাকে তুষিয়া হও প্রাণের ঈশ্বরী॥
সদাএ আহ্মার সঙ্গে কর মধু পান।
তোহ্মাতে ভজিলে চিত্ত নহি যাএ আন॥
মোর ঘরে আসি হও বিদ্যাধরী তুলা।
বিশেষ তোহ্মার রূপ দেখিএ অমূল্য॥

CENTRAL LIBRARY

আহ্মাতে ভজিয়া হৈবা রাজ্যের প্রধান।
আহ্মাতে ভজিলে জান সুদেষ্ণা সমান॥
কীচকের বচন হেন শুনিয়া সহসাত।
সৈরিন্ধ্রী উত্তর দিল যেন ঝঞ্ঝাবাত॥
পরনারী না হয়ে না কহে মিথ্যা বাণী।
প্রধান পুরুষ তারে শাস্ত্রেত বাখানি॥
বিশেষ বীভৎস আহ্মি তাতে পরনারী।
দাসী হৈয়া দেখ আহ্মি ক্লেশ কর্ম্ম করি॥
প্রাণসম বনিতা আছএ তোর ঘর।
ধর্ম্ম অনুসারী চিন্তনে উঠায় সত্বর॥
মোর পঞ্চপতি আছে বিশেষ গন্ধর্ব্ব।
আপনারে না করিও বীর হেন গর্ব্ব॥
মায়ের কোলেত থাকি চাহন্ত ছাওয়ালে।
চন্দ্র ধরিবারে যেন চাহে কুতূহলে।
পাছে মাত্র দোষ নাহি পাইবা বড় শোক।
শুনিলে গন্ধর্ব্বপতি মারিবেক তোক॥
তাহা শুনি কীচক কহেন পুনর্ব্বার।
হাসিয়া সোন্দরী বাক্য শুনহ আহ্মার॥
যত ভয় দেখাইলা আহ্মার গোচরে।
তুহ্মি মোতে ভজ মাত্র ভয় নাই তারে॥
নানা রত্নে ভূষিয়া তোহ্মারে দিমু ধন।
সিন্ধুদেশ জাত তোহ্মা দিবম বসন॥
দ্রৌপদী কহন্ত তুহ্মি কথা কহ ছার।
জানিলাম শমনে তোরে ধরিয়াছে সার॥
হেন হেতু কথা তুহ্মি কহ বিপরীতে।
মূঢ় সবে জানে কাল ফলিলে বিদিতে॥
যত কার্য্য করিয়াছ প্রতিষ্ঠা বিশাল।
তিলেকে গন্ধর্ব্ব হাতে হৈবা ছারখার॥
এত বলি সৈরিন্ধ্রী চলিলা তথা হৈতে।
কীচক চলিয়া গেল সুদেষ্ণা অগ্রেতে॥
দুই হস্ত জুড়ি কহে সুদেষ্ণা বিদিত।
কহিতে লাগিল কথা বড় নির্লজ্জিত॥
এথাতে সৈরিন্ধ্রী আহ্মি অনুক্ষণ দেখি।
গন্ধে মোহিত করে এহি মধুমুখী॥
যদি সে না পাই আহ্মি সৈরিন্ধ্রী গুণবতী।
ত্যজিব শরীর আহ্মি কি আর বসতি॥
এহিমতে কথা দুষ্টে কহিবারে লাগে।
আত্মঘাতী বধ দিমু তোহ্মার আগে॥
লজ্জাএ সুদেষ্ণাএ কহে যাও তুহ্মি পুরে।
পাঠাইব তোহ্মা ঘরে মধু আনিবারে॥
তথাতে সৈরিন্ধ্রী তুহ্মি পাইবা একেশ্বরী।
মন সুখে নির্ভএ করিয় তুহ্মি কেলি॥
তাহা শুনি কীচক চলিল নিজ পুরে।
আপনা গৃহেত গেল হরিষ নির্ভরে॥
ঘরে গিয়া মদ্য মাংস করিয়া ভোজন।
পালঙ্কে বসিয়া পন্থ করে নিরীক্ষণ॥
সৈরিন্ধ্রী আইল তথা সুদেষ্ণা গোচরে।
কহিতে লাগিল দেবী তান অনুসারে॥
সুদেষ্ণাএ কহে চল হৈতে পাত্র লৈয়া।
কীচকের ঘর হৈতে মধু আন গিয়া॥
তাহা শুনি সৈরিন্ধ্রী হইল চমকিত।
কহিতে লাগিল তবে মনে পাইয়া ভীত॥
সৈরিন্ধ্রীএ কহে দেবী না কহিও আর।
সহজে জানহ দেবী কীচক গোয়ার॥
আর জন পাঠাও দেবী না পাঠাইয়া মোক।
পাছে মোর দুঃখে হারাই বা ধর্ম্মলোক॥
সুদেষ্ণাএ কহে আহ্মি পাঠাইএ তোকে।
কি করিতে পারে পুনি কীচকে তোহ্মাকে॥
ই বলিয়া মধুপাত্র দিল তান হাতে।
চলিল দ্রৌপদীদেবী কান্দিতে কান্দিতে॥
দেবধর্ম্ম চরণে হৃদয় দড় করি।
কীচকের পুরে প্রবেশিল একেশ্বরী॥
সূর্য্যউপাসনা করি মাগিলেক বর।
মোহোতে সামর্থ নাই কীচক বর্ব্বর॥
যদি মুঞি সতী হম ধর্ম্ম মোর পতি।
লঙ্ঘিতে না পারে যেন কীচক দুর্ম্মতি॥
প্রসন্ন হইয়া তবে দেব দিবাকর।
ক্ষেত্রপাল নিজোজিল দ্রৌপদী গোচর॥

CENTRAL LIBRARY

পাএ লৈয়া দ্রৌপদী কীচক আগে হৈল ।
সাগর তরিতে যেন ঘাটে নৌকা পাইল ॥
হাসিয়া কীচকে কহে শুনহ কামিনী ।
সুপ্রভাত হৈল মোর আজুকা রজনী ॥
সোবর্ণের মালা পৈহ্ন নানা অলঙ্কারে ।
নানা বস্ত্র পৈহ্নি হও প্রেয়সী আমার ॥
আমার সহিতে বসি কর মধুপান ।
রত্নের খাটেত বৈস প্রাণের সমান ॥
দ্রৌপদী কহন্ত তুহ্মি ছাড় প্রতিকূল ।
ছাটে মধু দেও দেবী সুদেষ্ণাএ আকুল ॥
কীচকে বোলেন্ত মধু নিব আনজনে ।
ই বলিয়া কীচক উঠিল শয্যা হনে ॥
কামাতুর হইয়া কীচক মহাপাপী ।
সৈরিন্ধ্রীরে ধরিল দক্ষিণ হস্তে চাপি ॥
তাহা দেখি দ্রৌপদী কম্পিত থরে থর ।
চতুর্দ্দিগে চাহে দেবী হইয়া কাতর ॥
হৃদে জপে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে নাই বাণী ।
ভয়াতুর হৈল যেন কাতর হরিণী ॥
হস্ত খসাইয়া দেবী ধাইল তখন ।
কীচকে ধরিল গিয়া গায়ের বসন ॥
বসন খসাইয়া দেবী ধাএ সেই কালে ।
কীচকে ধরিল গিয়া ধাইয়া আগুসারে ॥
পুনি গিয়া হাতে ধরে হৈয়া আগুসারী ।
রাক্ষসের বলে দেবী পালাইল পাছাড়ি ॥
আর বার ধরে গিয়া কীচক বর্ব্বরে ।
পুনি পড়িলেক বীর ধূলিএ দোসর ॥
আর বার ধরিল উঠিয়া গিয়া লড়ে ।
রাক্ষসের বলে দেবী পুনিহ পাছাড়ে ॥
পাছাড় খাইয়া [যবে] অবসাদ পাইল ।
নৃপতির বিদিতে দ্রৌপদী ধাই গেল ॥
সভাতে আছএ যুধিষ্ঠির বিরাট নৃপবর ।
কীচকে ধরিল গিয়া সভার ভিতর ॥
রাজার সভাতে ধরি ক্রোধে মারে লাথি ।
ক্রোধে কষ্টকায় ভীম ধায় মহামতি ॥
সলিলের মৎস্য যেন সাচানে ধরিল ।
হেনমতে কীচক রাক্ষসে পরাজিল ॥
ধনুর টঙ্কার যেন বজ্র হেন শুনি ।
যাহার ধনুর নামে কম্পএ মেদিনী ॥
যাহার প্রতাপে দেব সহিতে না পারে ।
তাহার নারী কীচকে যে প্রহারে ॥

লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর বিলাপ

কীচকের ঠাই দেবী পরাভব পাইয়া ।
স্বামীমুখ চাহে দেবী বহু বিলাপিয়া ॥
তবেত দ্রৌপদী দেবী স্বামী সবের বলে ।
নৃপতিরে বহুল গঞ্জএ নানা ছলে ॥
তুহ্মি রাজা নাহসি কীচক অধিকার ।
জানিলাম দস্যুবৃত্তি আছএ তোহ্মার ॥
কোন অপরাধে মোরে কীচকে প্রহারে ।
রাজা হৈয়া না বুঝসি নিবেদিনু কারে ॥
তুহ্মি রাজা না ঋষি কীচক অধিকারী ।
অধার্ম্মিক সভাসদ আছে সভা ভরি ॥
ই বলিয়া সৈরিন্ধ্রী যে কান্দিল বিস্তর ।
নয়নে বহএ ধারা যেন জলধর ॥
তাহা দেখি ভীমসেন অতি বড় রোষে ।
মেঘের শব্দে যেন দন্তে দন্ত ঘসে ॥
অরুণ বরণ ভীম কুপিলেক অতি ।
কীচক মারিতে চাহে দিয়া এক লাথি ॥
হস্তে ধরি যুধিষ্ঠির টিপয়ে তাহারে ।
নিকাশিয়া ভীমসেনে আসে ক্রোধ ভরে ॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের ললাটে বহে ঘর্ম্ম ।
সৈরিন্ধ্রীকে বুঝায়ন্ত প্রবোধিয়া ধর্ম্ম ॥
কেনে সৈরিন্ধ্রী তুহ্মি না বুঝ সমএ ।
যেই তোহ্মা পঞ্চপতি সে সবে দেখএ ॥
তারা সবে দেখিতে আছএ পরাভব ।
কাল পাইয়া উদ্ধারিব যত দুঃখ সব ॥

CENTRAL LIBRARY

কেনে তুহ্মি বহ গঞ্জ নৃপতি সভাতে।
ব্যাজ কেনে কর রাজা পাশা খেলাইতে॥
লজ্জাএ নৃপতি তবে দিলা প্রত্যুত্তর।
প্রথম কলহ নহে আহ্মার গোচর॥
বিনি বুঝি কোনমতে করিব নিয়ম।
অবসরে বুঝিবম যার যেই ধর্ম্ম॥
সৈরিন্ধ্রী কহিল তবে প্রতিজ্ঞা আরতী।
যমঘরে কীচক যাইব আজি রাত্রি॥
তবে সে জানিবা রাজা আহ্মার নির্ণয়।
আজি কালি হইব কীচকবংশ ক্ষয়॥
ই বলিয়া সৈরিন্ধ্রী কান্দিয়া বলে পুনি।
নয়নে গলয়ে জল যেন কুরঙ্গিনী॥
দ্রৌপদীক বাখানে সকল সভাজনে।
কীচক দুরন্ত হেন কহন্ত তখনে॥
সৈরিন্ধ্রী কহিল যে কীচক দুষ্টাচার।
আজি কালি মৈধ্যে সেই হইব সংহার॥
তোষানলে অনুক্ষণ শরীর যে দহে।
হীনজনের পরাভব শরীর না সহে॥
বস্ত্র পাখালিয়া দেবী পুনি স্নান কৈল।
উঠি বসি এহি মতে দিবস গোঞাইল॥
দিবস বহিয়া গেল সন্ধ্যা উপস্থিত।
হেনকালে হইলেক রজনী মিলিত॥
সেইমতে ভোগে শোকে দ্রুপদনন্দিনী।
কান্দিয়া ভূমিতে বৈসে পরম দুঃখিনী॥
এহিমতে রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
অন্তঃপুর ব্যাপী নিদ্রা হইল সকল॥
তবে দ্রৌপদী দেবী চিন্তে মনে মনে।
মোর দুঃখ বিনাশিতে পারে ভীমসেনে॥
এথ বলি দ্রৌপদী চলিল সেই কালে।
ত্বরিত গমনে গেল রন্ধনের শালে॥
রন্ধনশালাতে গিয়া চিন্তে পরস্পরে।
নিদ্রাশব্দ শুনি ভীমের গেল সেই ঘরে॥
গাএ লাগি বসিলেক দ্রৌপদী কামিনী।
উঠ উঠ করি বোলে হাতে ধরি টানি॥
মৃগরাজের বধূ যেন মৃগেন্দ্র জাগাএ।
হেনমতে ভীমসেনে ডাকএ অতিশএ॥
তবেত দ্রৌপদী কহে শোকাকুল মনে।
মরা হেন নিদ্রা যাও কিসের কারণে॥
ক্ষেণেকে উঠিয়া দেখে দ্রৌপদী সোন্দরী।
আইস আইস প্রিয়া বলি ভীমে কোলে করি॥
কি হেতু আসিছ প্রিয়া বড় অসম্ভব।
লোকে জানিলে পাছে হইব রৌরব॥
কি কর্ম্মে আসিছ এথা যাও এথা হৈতে।
যাবত না জানে কেহ যাও ত ত্বরিতে॥
ভীমের বচনে দেবী কান্দিয়া বিকল।
অশ্রুপূর্ণ হৈয়া কান্দিল নয়নকমল॥
কীচকে করিল যত আহ্মারে ধিক্কার।
সকল দেখিলা তুহ্মি সভার মাঝার॥
মোর কেশে ধরিয়া কীচকে জীএ প্রাণে।
হেন অপমান তুহ্মি সহএ আপনে॥
হেন অপমান মোর প্রাণে কত সহে।
স্বামী যার আছে তার শরীরে না সহে॥
দাসী হেন জানিয়া সকলে মোরে খেদে।
এমত দারুণ দুঃখ নাহি সহে হৃদে॥
পূর্ব্বে দাসী বলিয়া আনিল প্রতিগামী।
এত অপমান পাইয়া তবু জিছি আহ্মি॥
দুঃশাসনে যত কৈল আনিয়া সভাতে।
বিড়ম্বিল যত মোরে অনাথের মতে॥
রাজার মহিষী হৈলে থাকে অন্তঃপুরী।
মোর কর্ম্মফলে দেখ হৈল বনচারী॥
তথাপি সাফল মোর আছিলেক বনে।
দুঃখ তথা নাহিক বসতি স্বামী সনে॥
তাহাও অধিক দুঃখ হইল অপার।
নির্বিহিত দুঃখদশা না খণ্ডে আহ্মার॥
নিতি নিতি সুদেষ্ণাএ আহ্মা ছিদ্র চাহে।
মোর সঙ্গে থাকে নিজে বিরাটরাজাএ॥
কেশবেশ করাইতে না পারিব অনুক্ষণ।
নখ সব গেল মোর ঘষিতে চন্দন॥

পুষ্পসব গাথিতে চক্ষুর গেল জ্যোতি।
আর যত দুঃখ পাই কহিবম কতি॥
ইন্দ্রসম তুহ্মি সব সম্ভাষিলা মোকে।
তুহ্মি সব দেখি মুঞি বিশেষ অসুখে॥
সে সকল দুঃখে মোর তনু হএ পাত।
প্রাণে না সহে মোর অপজনে তাত॥
সকল সংসারে যেই ছিল অধিপতি।
যার পদ সেবিল সকল বসুমতী॥
অজ্ঞাতবাসে সেই এথাতে আসিয়া।
সেই যুধিষ্ঠির জীএ পাশা খেলাইয়া॥
তাতে তুহ্মি ধনুর্দ্ধর বিক্রমে অসীম।
বজ্রমহিমা তোহ্মার ইন্দ্রের প্রতীক॥
তাতে হেন কর্ম্ম তুহ্মি কর মহাজন।
তুহ্মি জীয় বিরাটের করিয়া রন্ধন॥
অক্ষয় গাণ্ডীব যার সদা থাকে হাতে।
একধনু পৃথিবী জিনিল একরথে॥
ইন্দ্র সনে বাদ করে খাণ্ডবদাহনে।
মোহদধি বান্ধি যেই লঙ্কাপুরী জিনে॥
এহেন অর্জ্জুন দেখ বিধির ঘটন।
গীতবাদ্য তালে সেই বঞ্চে নারীগণ॥
অতিশয় সুবুদ্ধি নকুল কুমার।
সেহ দেখ অশ্বশালে বিরাট রাজার॥
সহদেব মহাবীর বড়হি প্রবল।
সোন্দরে সোন্দরে বড় মূরতি নির্ম্মল॥
হীনজন মত কর্ম্ম করে সেই জন।
গোধন রাখিয়া জিএ বিরাটভুবন॥
বিশেষ আহ্মার দুঃখ কহিব কতেক।
বিধাতালিখনে দুঃখ আহ্মার যতেক॥
তথাপিহ শেষ ফল না চিন্তিল মনে।
কীচকে দুঃখে মোরে না সহে পরাণে॥
ই বলিয়া কান্দয়ে দ্রৌপদী পতিব্রতা।
তাহা শুনি ভীমসেনে পাইল বড় ব্যথা॥
নিঃশব্দে কান্দয়ে ভীম দ্রৌপদীর সনে।
ক্ষেণেক কান্দিয়া বীর ক্রোধ হৈল মনে॥
হাতে হাত কচলান্ত দন্তে দন্ত ঘষে।
ঘরখান উড়ে দেখি নাসিকার শ্বাসে॥
যখনে সভাতে আইলা কীচক দুর্ম্মতি।
তখনে ভাঙ্গিতম মুণ্ড দিয়া এক লাথি॥
যুধিষ্ঠিরে মোরে যদি না টিপিত হস্তে।
তবে তার মুণ্ড মুঞি ছিড়িতাম তথাতে॥
বিরাট সহিতে চাহিলম করিতে প্রণয়।
সকল কীচকবংশ করিতম যে ক্ষয়॥
নিষেধ মানিতে ভাই জ্যেষ্ঠের আরতি।
হেনহেতু তোহ্মার সহিত দুঃখ যতি॥
অল্পের কারণে আর না কর এতেকে।
দিন চারি পাচ আর থাকিও যে দুঃখে॥
হেন জানি প্রিয়া তুহ্মি ক্ষেমা কর মনে।
নহে বোল রাজ্য সমে করম বিহনে॥
যতেক দেখাইলা মোরে হস্তের লোহিত।
দেখিয়া আহ্মার চিত্ত হইল ব্যাকুলিত॥
ই সব না কহিয় প্রিয়া রাজার বিদিত।
হেন শুনি মহারাজা হইব দুঃখিত॥
ধিক ধিক বল মোর ধিক বীরদর্পে।
ধিক ধিক অর্জ্জুনের যতেক প্রতাপে॥
বীর হৈয়া এক নারী রাখিতে না পারি।
কাল পরিপাকে মুঞি এতেকে বিস্মরি॥
শুনিছ নি রামচন্দ্র সীতা দুঃখ অতি।
শেষে উদ্ধারিয়া সীতা পাইল বড়প্রীতি॥
যুধিষ্ঠির কারণে এতেক দুঃখ সহি।
নহে নাকি এতেক তোহ্মার ঠাই কহি॥

ভীমের কীচকবধ

তথাপি তোহ্মার মন করিমু তোষণ।
অবিদিতে করি দিমু কীচক নিধন॥
কালি তার সঙ্গে কর কপট বচন।
আসিবারে কহ তারে নৃত্যের ভুবন॥
দিবসে তথাতে পঠএ শিশুগণ।
ছাত্রশালা রাত্রিতে যে থাকএ নির্জ্জন॥

CENTRAL LIBRARY

কহিল তোহ্মার ঠাই সঙ্কেত যুকতি।
আসিয়া মিলিব তথা কীচক দুর্ম্মতি॥
রাত্রি হৈতে আগে তুহ্মি কহিবা আহ্মারে।
তবে কালি তাহারে পাঠাইম যমঘরে॥
সম্প্রতি তোহ্মারে আহ্মি তুষ্ট করি মন।
পাছে তুষ্ট করিমু মারিয়া দুর্য্যোধন॥
অখনে চলহ প্রিয়া আপনা নির্দ্দেশ।
সুদেষ্ণা গোচরে যাও রাত্রি হৈল শেষ॥
তবে দেবী চলি গেল নিজ অন্তঃপুরে।
এথাতে রহিল বীর রন্ধন বাসরে॥
এহিমতে হইলেক রজনী প্রভাত।
সঞ্জয় কহিল কথা মধুর ভাষিত॥

সেইদিন তখনে কীচক পাপমতি।
নৃপতির পুরীতে যাইতে শীঘ্রগতি॥
পথেত হইল দেখা সৈরিন্ধ্রীর সনে।
সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া কহে কীচকে তখনে॥
কালি কেনে হেন কর্ম্ম না কৈলা আরতি।
সভা মৈধ্যে করিলে যে এহেন কুকীর্ত্তি॥
মোর বাহুবলে রাজ্য করে নরপতি।
বিপক্ষ মারিয়া দেম মুই তার গতি॥
রাজার সভাতে পরাভব কৈলুম তোকে।
নিবেদন কৈলে রাজা কি করিল মোক॥
এতেকে আহ্মার সনে করহ পীরিতি।
তবে সুখে থাক এথা যেই ইচ্ছা গতি॥
সৈরিন্ধ্রী কহিল তবে মায়াবী বচন।
কতেক তোহ্মার বাক্য করিলম লক্ষণ॥
কিন্তু এক ভয় মোর শুন মহাশয়।
গন্ধর্ব্বের শুনিলে তোরে মারিবে নিশ্চয়॥
আর যদি কোনজনে শুনয়ে কখন।
তবে গন্ধর্ব্ব হাতে তোহ্মার মরণ॥
কীচকে বোলন্ত মোর কিছু নাই ভয়।
কৃপা করি কহ তুহ্মি হইয়া সদয়॥

সৈরিন্ধ্রী কহেন শূণ্য থাকে ছাত্রশালা।
রাত্রিকালে তথাতে বঞ্চিব রতি কলা॥
দিবসেত তথাএ পঠএ শিশুগণ।
রজনীতে তথাএ শূণ্য থাকএ নির্জ্জন॥
তাতে শয্যা আছএ বিচিত্র মনোহর।
তথাতে আসিও রাত্রি হৈলে বহুতর॥
তাহা শুনি কামে হত কীচক দুর্ম্মতি।
আপনা মন্দিরে গেল কামে হত মতি॥
মদ্য মাংস খাএ সে যে পৈন্ধ্রে অলঙ্কার।
নানাগন্ধ মাল্য পৈন্ধ্রে বিবিধ প্রকার॥
দিবস গঞ্জিয়া গেল নিশি প্রবেশিল।
ভীমক জানাইতে দেবী তখনে চলিল॥
কোপিয়া দ্রৌপদী দেবী যেন কাল যম।
নৃত্যশালা ঘরে ভীম আইল সেই ক্রম॥
শয্যার একান্তে ভীম আছএ শয়নে।
হেনকালে কীচক আইল কামবাণে॥
নৃত্যশালা গৃহেত আইল দুষ্টমতি।
হাসিয়া হাসিয়া কহে পরম পীরিতি॥
ভীমের নিকটে গিয়া কীচক বসিয়া।
বহু ধন রাখিয়াছি তোহ্মার লাগিয়া॥
বীর মৈধ্যে বীর আহ্মি সোন্দরে সোন্দর।
পুরুষ সোন্দর নাই মোর সমোসর॥
গাএ হস্ত দিয়া কহে কীচক বর্ব্বর।
তথাপিহ না বুঝে পুরুষকলেবর॥
অন্ধকারে উত্তর দিলেক ভীমসেনে।
ভাগ্যে সোন্দর তুহ্মি হইছ আপনে॥
বলে বলাধিক তুহ্মি এহি রাজ্যপাল।
ভুবনে পুরুষ নাই তুহ্মি তো বিশাল॥
মোর অঙ্গ পরশিয়া সুখ পাইছ ভালে।
এহিমত সুখ নাহি পাইছ কোনকালে॥
ই বলিয়া ভীমসেন উঠে আস্তেব্যস্তে।
হাসিয়া বোলে তুহ্মি যাইবা কোন পথে॥
ই বলিয়া ভীমসেন কোপে অগ্নি জ্বলে।
মালার সহিতে ধরে কীচকের চুলে॥

ছটফট করিয়া কীচক মহাপাপী ।
কেশ পাকাইয়া ধরে ভীম হাতে চাপি ॥
দুই জনে ধরাধরি হইল সমর ।
ভূমিকম্প হইলেক সেই নৃত্যঘর ॥
বুকে বুকে ঠেলাঠেলি সেই দুই ব্যক্তি ।
যেই যারে পারে মারে কিল শতাশতি ॥
ঠনঠনি শব্দ শুনি নৃত্যকশালাত ।
ছটছটী শব্দ হৈল যেন বজ্রাঘাত ॥
এহিমতে বহু যুদ্ধ হইল দুই জন ।
যেই দুই হস্তীএ আকুল কৈল বন ॥
বালী ইন্দ্র যুদ্ধ যেন কুবের রাবণে ।
যেহেন বালীর যুদ্ধ সুগ্রীবের সনে ॥
তার পাছে দুই বীরে করে পদাঘাত ।
দুই জনে যোজাযুক্তি করে দুই হাত ॥
ক্ষেণেকে প্রকাশ পাইয়া বিরাটের শালা ।
দুই পাএ ধরিয়া ভীমেরে মারে ঠেলা ॥
পাও অচল ভীম পড়িল ভূমিত ।
ভূমিতে পড়িয়া মাত্র উঠিল ত্বরিত ॥
পুনি ফোকাইয়া উঠে ভীম মহাবলে ।
পুনরপি ধরিলেক কীচকের চুলে ॥
ছটফট করিয়া কীচক জ্বলে কোপে ।
কাকলিতে ভীমের ধরিল বীর দাপে ॥
নাড়িতে না পারে ভীম সুমেরু সমান ।
নানামতে চাহিলেক করিয়া সন্ধান ॥
কোনমতে না পারে ভীমেরে ছাড়াইতে ।
তবে জড়াজড়ি দুই পড়িল ভূমিতে ॥
এহিমতে কতক্ষণ গড়াগড়ি বাহে ।
কত পাষাণের ঘর চূর্ণ হইয়া যাএ ॥
পুনি উঠিয়া দুই করে মহারণ ।
কেশেতে ধরিয়া আছে ভীম মহাজন ॥
পুনি ভীমে ধরিলেক চুলে কীচকেরে ।
বজ্র মুটকি তবে কীচকেরে মারে ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যুদ্ধে এহিমতে ।
কতেক সহিব আর ভীমের সহিতে ॥

তবে কীচকেরে ভীমে ভূমিতে পাছাড়ে ।
দশন ভাঙ্গিল তার বজ্র যে চাপড়ে ॥
বুকে পাও দিয়া ভীমে গলা তার চাপে ।
ভাঙ্গা ভেরী হেন শব্দ করএ কীচকে ॥
ভীমে কহে সৈরিন্ধ্রীক কর পরিহাস ।
তখনে না জান মূঢ় হইবে বিনাশ ॥
অতি সোন্দর তুহ্মি হও মহাবলে ।
সৈরিন্ধ্রীক আপনে কহিলা সেই কালে ॥
আজি হৈতে সৈরিন্ধ্রী যে বেড়াউক নির্ভয়
আর যত তোর বংশ করিবেক ক্ষয় ॥
ই বলিয়া বজ্র লাথি মারিলেন্ত বুকে ।
চক্ষু পাকাইয়া প্রাণ দিলেক ক্ষেণেকে ॥
কীচক মারিয়া ভীমে বহু আস্ফালিল ।
তথাতে বসিয়া বীর ক্ষেণেক সান্ত্বিল ॥
তবে ভীমে তাহারে ধরিল আরবারে ।
গন্ধর্ব্বে মারিল তবে যেমত প্রকার ॥
হস্তপদ সমস্ত শরীরে প্রবেশাইল ।
মরা কচ্ছপ হেন তাহারে করিল ॥
মাংসপিণ্ড করি ভীমে ডাক দিল যবে ।
উল্কা জ্বালি সৈরিন্ধ্রীরে দেখাইল তবে ॥
দেখহ সৈরিন্ধ্রী কীচকের হেন গতি ।
তোহ্মারে চাহিল দুষ্টে মরিতে আরতি ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন বধ হএ যবে ।
দ্রৌপদীর ঋণ হৈতে ভীম শুদ্ধি তবে ॥
দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী তবে কুতূহল মন ।
পাসরিল সর্ব্ব শোক দেখিয়া তখন ॥
শত্রু মারি গেল বীর রন্ধনের ঘরে ।
দ্রৌপদী রহিলা মাত্র সেই নৃত্যশালে ॥
কুতূহলে সৈরিন্ধ্রী ডাকএ ঘন ঘন ।
তথাতে দেখিল গিয়া অনুচরগণ ॥
গন্ধর্ব্বে মারিল যে কীচক সেনাপতি ।
নৃত্যশালা ঘরেত পড়ি আছএ দুর্ম্মতি ॥
তাহা শুনি ধাইলেক রক্ষক সকল ।
শত সহস্র আইলেক জ্বালিয়া মুশল ॥

CENTRAL LIBRARY

কীচকের ভাই সবে জানিয়া তাহারে।
মহারোল করিয়া আইল তথাকারে ॥
কোলাহল করিয়া আইল নৃত্যঘরে।
নানামতে চাহে সব না দেখে তাহারে ॥
বিচারিয়া চাহে সবে না পাএ কোথাতে।
সৈরিন্ধ্রীর লাগ পাইল নৃত্য যে শালাতে ॥
মরা কচ্ছপ হেন দেখিয়া বিস্ময়।
কানাকানি করে তবে হাত পাও কএ ॥
মাংসপিণ্ড হেন দেখি তিতিছে শুণিতে।
কীচকের ভাই সব লাগিল কান্দিতে ॥
তবে কহিল গিয়া রাজ অন্তঃপুরে।
তাহা শুনি অন্তঃপুরে কান্দে উচ্চস্বরে ॥
সুদেষ্ণা সোন্দরী কান্দে ভাই ভাই করি।
এহিমতে মহারোলে কান্দে অন্তঃপুরী ॥
কোথা হৈতে কাল নারী আইল মোর ঘরে।
তাহার কারণে আজি মোর ভাই মরে ॥
আজি কাল রাত্রি ভাই হৈল উপসন্ন।
গন্ধর্ব্বের হাতে হৈল তোহ্মার মরণ ॥
সৈরিন্ধ্রী গন্ধর্ব্বনারী কহিল তখনে।
তথাতে তাহার ভাই দিলা অপমানে ॥
মহাশোকে কান্দএ বিরাট নরপতি।
ই বলিয়া কান্দয়ে সুদেষ্ণা গুণবতী ॥
অন্তঃপুরে কান্দএ কীচকনারীগণ।
স্তম্ভের আড়েত রহি সৈরিন্ধ্রী তুষ্ট মন ॥
তোহ্মার ঘরেত প্রভু সহস্র সোন্দরী।
তথাপি ত্যাগিলা প্রভু সেই সব নারী ॥
এহিমতে সকল নগরে পাইল শোক।
গন্ধর্ব্বের ভয় তবে পাইল সর্ব্বলোক ॥
কীচকের ভাই সবে সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া।
শোকাকুল হৈয়া সবে কহিল কান্দিয়া ॥
মরিল কীচক বীর এহার কারণ।
তথাপিহ কীচকেরে করিব তোষণ ॥
সবে মিলি নৃপতির লও অনুমতি।
সৈরিন্ধ্রীক দহিবম কীচক সংহতি ॥
এথাতে সৈরিন্ধ্রী কীচকের জ্ঞাতিগণে।
সৈরিন্ধ্রীরে ধরিয়া আনিল সেইখানে ॥
হাতে পাএ আনিয়া বান্ধিল ততক্ষণ।
কীচক সহিতে নিতে শ্মশানভুবন ॥
মরা কীচকের সঙ্গে পালঙ্কে বান্ধে।
সৈরিন্ধ্রী কীচক সমে লৈয়া চলে কান্ধে ॥
তখনে সৈরিন্ধ্রী কান্দে অতি উচ্চস্বরে।
দুঃখের উপরে বিধি দুঃখ দিল মোরে ॥
জয় বিজয় জয়ন্ত অজয় মহামতি।[১]
মোর হেতু পঞ্চপতি আইস শীঘ্রগতি ॥
কীচক সহিতে মোরে লৈয়া যায় দহিতে।
সত্বরে জানাও ধর্ম্ম জয় দেও পথে ॥
এহিমতে দ্রৌপদীএ কান্দে সকরুণে।
রন্ধনশালাতে থাকি ভীমসেনে শুনে ॥
প্রাচীর লঙ্ঘিয়া বীর হইল বাহির।
মহাবৃক্ষ লৈয়া ভীম হইলেক স্থির ॥
ভস্মে ভূষিত গাত্র বেশ দিগম্বর।
মহাবৃক্ষ কান্ধে করি ধাএ ভয়ঙ্কর ॥
ডাক দিল সৈরিন্ধ্রীক ভয় নাই আর।
হের আহ্মি আসিয়াছি গোচরে তোহ্মার ॥
অন্ধকারে ভীমসেন আইসে মহাক্রোধে।
তাহা দেখি দূত সবের ভএ প্রাণ কাপে ॥
আইসএ গন্ধর্ব্ব সব কান্ধে বৃক্ষ করি।
দ্রৌপদী এড়িয়া সব ধাএ তরাতরি ॥
ধাই গিয়া ভীমসেনে মারে কতজন।
আস্ফালিয়া খসাইল দ্রৌপদীবন্ধন ॥

১. অজ্ঞাতবাসে পঞ্চপাণ্ডবের গুপ্তনাম জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন ও জয়বল। যুধিষ্ঠির এই নাম ঠিক করিয়া দেন।

CENTRAL LIBRARY

দ্রৌপদী কহন্ত সব দুষ্ট মূঢ় সব।
পরিণাম না চিন্তিল দুঃখ অনুভব॥
তবে দ্রৌপদী দেবী করিলেক স্নান।
জল মৈধ্যে পাখলিল সেই বস্ত্রখান॥
কতদূরে নিয়া ভীমে দিলেক নগরে।
তখনে চলিল দেবী রাজঅন্তঃপুরে॥
দ্রৌপদী দেখিয়া সব লোকে ভয় পাএ।
কেহ কেহ চক্ষু মেলি চতুর্দ্দিগে ধাএ॥
এহিমতে গেল সব রাজার গোচরে।
কহিবারে লাগিল যতেক ভয়ঙ্করে॥
আর বার সৈরিন্ধ্রী আইসএ তোহ্মার পুরে।
তোহ্মার সকল দেশ নাশের অন্তরে॥
সৈরিন্ধ্রী সোন্দরী হএ গন্ধর্ব্বের নারী।
তাহাকে দেখিলে লোকে ধরাইতে না পারি॥
এতেকে সৈরিন্ধ্রী এথা রৈথে যোগ্য নহে।
সৈরিন্ধ্রীক না রাখিও তোহ্মার আলয়ে॥
হেনকালে সৈরিন্ধ্রী আইল সেই পুরে।
মহাদেবীগণে তাক সম্ভাষে আদরে॥
তবে রাজা কহিলেন্ত সুদেষ্ণার স্থানে।
সৈরিন্ধ্রীর স্থানে তুহ্মি কহত আপনে॥
স্ত্রীব্যবহার তুহ্মি কহ তান পাশ।
অকারণে মোর রাজ্য করে কেনে নাশ॥
এতেকে এথাতে নহে তাহান বসতি।
কহিবা তাহান স্থানে আহ্মার প্রণতি॥
তখনে সুদেষ্ণা কহে দ্রৌপদী গোচরে।
তোহ্মাকে দেখিয়া রাজা বড় ভয় করে॥
সৈরিন্ধ্রী কহেন্ত ভয় নাহিক তোহ্মার।
কোনমত চিন্তা নাহি কর নৃপবর॥
যেই মোকে গালি দেহি চাহ কামমতি।
তারে ত্রাসে মারয়ে গন্ধর্ব্ব নরপতি॥
তুহ্মি মোরে নিতি নিতি করিছ পালন।
এতেকে গন্ধর্ব্ব হৈছে তোহ্মার তোষণ॥
তবে সুদেষ্ণায় তাকে কৈল পুরস্কার।
সেবা করি রাখে তারে পুরীর ভিতর॥

বিরাট পর্ব্বের কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

এহিমতে দ্রৌপদী রহিল অন্তঃপুরে।
এথাএ ভএ দহিতে না পারে কীচকেরে॥
নগরবাহির লোক নাহি যাএ দূরে।
হেন বিবরণ কহে নৃপতি গোচরে॥
কীচক দহিতে নারি শ্মশানের কাছে।
আইসএ গন্ধর্ব্ব পতি হাতে লৈয়া গাছে॥
তবে রাজা শোকে দুঃখে ক্ষেণেক আছএ।
কীচক দহিতে রাজা মনেত চিন্তয়ে॥
বল্লভ ব্রাহ্মণ পরে কেহ নাহি পারে।
সেই সে পারএ তবে কীচক দহিবারে॥
মত্তগজ আছাড়িতে নাই তার ভএ।
বলে মহাবলী সে যে নিঃশঙ্ক হৃদএ॥
রাজাএ বোলে বল্লভেরে আনহ সত্বর।
সেই যদি পারএ কীচক দহিবার॥
তবে অনুচর গেল বল্লভের স্থানে।
কহিয়া রাজার কথা বল্লভেরে আনে॥
ততক্ষণে মিলে ভীম নৃপতি বিদিত।
অন্তঃপুরে গেল ভীম রাজার পুরীত॥
ভীমে বোলে কোন হেতু হৈছে অঙ্গীকার।
কোন কর্ম্ম করিবারে ইচ্ছিত তোহ্মার॥
রাজাএ বোলে প্রমাদ হইছে আজি রাত্রি।
মারিল কীচক বীর গন্ধর্ব্বের পতি॥
কীচকে সৈরিন্ধ্রী কালি দিছে অপমান।
হেন হেতু তাহার গন্ধর্ব্বে লৈল প্রাণ॥
কীচকের প্রসাদে আছিলম রাজাপাল।
আজি হৈতে আর বন্ধু নাহিক আহ্মার॥
আর কেবা রাক্ষস মারিয়া দিব মোরে।
আজি হৈতে বীর নাই বিরাট এ নগরে॥
আজি হৈতে আহ্মার নগর হৈল শেষ।
কীচক বীর পড়িলেক শূন্য হইল দেশ॥

CENTRAL LIBRARY

এবে যদি রাজা করি তোহ্মার ভরসে।
শত্রু মারিবারে নারি আহ্মার সাহসে॥
যদি বা সৈরিন্ধ্রী দেয় না চাহিব তারে।
হেন হেতু ভাই আহ্মি কহিএ তোহ্মারে॥
ভীম কহে জানি সেই গন্ধর্ব্বের নারী।
এহি হেতু নির্ভএ যে বেড়ায় সোন্দরী॥
তাকে আহ্মি কোনদিন না চাহিব মনে।
তাকে যেই মন্দ বোলে মারএ তখনে॥
কীচকে করিল কালি বড় বিপরীত।
দিলেক গন্ধর্ব্বপতি যে হএ উচিত॥
রাজাএ বোলে কীচক দহিতে কেহ নারে।
শ্মশানে যাইতে নারে গন্ধর্ব্বের ডরে॥
তুহ্মি পরে ই কর্ম্ম করিতে নারে আরে।
কীচক দহিতে ভাই বুদ্ধি বোল মোরে॥

কীচকের ভ্রাতৃবর্গ নিধন

ভীমে বোলে শুন রাজা আহ্মার বচন।
কীচক দহিতে যুক্তি কহিএ অখন॥
বহু লোক একেবারে যদি চলি যাই।
কোলাহল শব্দ শুনি গন্ধর্ব্বে আইসে ধাই॥
একে একে মোর ঠাই দিব কাষ্ঠ নিয়া।
থাকিবেক সেই সব অগোচর হইয়া॥
কহিল তোহ্মার ঠাই সর্ব্ব সমাচার।
কীচক দহিতে যে সন্দেহ নাই আর॥
রাজাএ ভণে কৈছ তুহ্মি মন্ত্রীর উচিত।
সেই মত কর তুহ্মি যেই হয় প্রীত॥
তবে কীচকের ভাই আইল সকল।
ঘৃত তৈল বহুবিধ সকল আনিল॥
রাশি রাশি [অগুরু] চন্দন কাষ্ঠ দিল।
প্রলয়ে অগ্নি যেন অখনে হইল॥
এথাতে কীচক ভাই যত সমুদএ।
ধীরে ধীরে নিয়া কাষ্ঠ ভীমেরে যোগাএ॥
এক এক জন করি যায় ধীরে ধীরে।
জনে জনে পালাএ ভীম অগ্নির ভিতরে॥
এহিমতে উনশত কীচকের ভাই।
ভস্মময় করিলেক ভীমে সেই ঠাই॥
তারপরে সেই জল পালাএ অগ্নিতে।
অর্দ্ধ পোড়া করিয়া তুলিল অগ্নি হৈতে॥
শব্দ করিতে নারে কিছু প্রাণ জাগে।
হেন কালে যায় ভীম নৃপতির আগে॥
তারশেষে হইলেক রজনী প্রভাত।
হেনকালে গেল ভীম রাজার সাক্ষাত॥
ভীমে বোলে কীচক দহিতে দিলা মোক।
এক শত ভাই মরে পাইয়া মহাশোক॥
হেন আহ্মি নাহি দেখি সংসারে ভিতরে।
একজন শোকে মরে শত সহোদরে॥
একে একে কাষ্ঠ ভার মোর ঠাই দিয়া।
লম্ফে লম্ফে পড়ে সব অনলেতে গিয়া॥
এহিমতে পড়ে সব কীচকের জ্ঞাতি।
জনেক রাখিলম মুঞি করিয়া শকতি॥
সৈত্য মিথ্যা কহি কিবা দেখ আসি তারে।
শুনিয়া বিরাটের শোক হইল বিস্তারে॥
বিরাট বোলন্ত শুন বল্লভ ব্রাহ্মণ।
কীচকের ভাই সবে তাজিল জীবন॥
ভীমে বোলে আসি দেখ আপনা বিদিত।
তবে মোর কথা সৈত্য জানিবা নিশ্চিত॥
তবে রাজা সৈন্য সমে চলিল ত্বরিত।
ক্ষেণেক মিলিল গিয়া শ্মশান ভূমিত॥
নৃপতি তাহানে গিয়া চাহে সকরুণে।
ভীমেরে দেখাএ সেই অঙ্গুলীর সানে॥
ভীমে বোলে আহ্মি তারে রাখিল কারণ।
অঙ্গুলী তুলিয়া মোরে দেখাএ অখনে॥
রাজাএ বোলে তারে রাখি নাহি প্রয়োজন।
কূপেত পালাও নিয়া বল্লভ ব্রাহ্মণ॥
তবে ভীমে তাহারে কূপে পালাইল।
এতিমতে প্রকারে কীচক সব মৈল॥
এতেকে কীচক বধ বিরাট পর্ব্বএ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়এ॥

CENTRAL LIBRARY

পরনারী হরিতে চাহএ যেই জনে ।
অধর্ম্ম করিলে হএ দুঃখের ভাজন ॥
একজন হয় যদি অধর্ম্ম দুরন্ত ।
সংসর্গের দোষ হএ সকলের অন্ত ॥
তবে রাজা পুরে আইল অতি শোক মনে ।
শুনিয়া সুদেষ্ণা দেবী কান্দিল তখনে ॥
বিরাট পর্ব্বেত হৈল কীচকের নাশ ।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সুকোমল ভাষ ॥

পাণ্ডবঅন্বেষণে দুর্যোধনের চর প্রেরণ ও মন্ত্রণা

জয়মুনি কহন্ত কথা শুনে জনমেজয় ।
তারপরে যে হইল শুন মহাশএ ॥
হস্তিনাতে রাজ্য করে নৃপতি দুর্যোধন ।
পৃথিবী বিচার করে অনুচরগণ ॥
নানা রাজ্যে বেড়াইল গহন কানন ॥
নদনদী আদি করি ভ্রমিল তখন ॥
সরিৎ সাগর মহী সকল চাহিল ।
কোনস্থলে পাণ্ডবের উদ্দেশ না পাইল ॥
মৎস্য পাঞ্চাল দেশ বিরাটনগরে ।
ই সকল দেশ পুনি চাহে ঘরে ঘরে ॥
কোন দেশে না পাইয়া তাহার উদ্দেশ ।
এহিমতে চাহিতে বরিষ হৈল শেষ ॥
সভা করি বসিছে নৃপতি দুর্যোধন ।
হেনকালে আইল যতেক চরগণ ॥
নৃপতি গোচরে কহে জুড়ি দুই হাত ।
শুনহ নৃপতি সব অন্বেষণ বাত ॥
সরিৎ সাগর চাহিলম আর নানা দেশ ।
কোনস্থানে না পাইলম পাণ্ডবউদ্দেশ ॥
মৎস্য পাঞ্চাল দেশ নানা উপবন ।
কোনস্থানে না পাইল তার দরশন ॥
বিরাটের নগরে চাহিলম ঘরে ঘর ।
কোনস্থানে না পাইলম পাণ্ডব কোয়র ॥
শোক বড় পায়ন্ত বিরাট নরপতি ।
মারিলেক গন্ধর্ব্বে কীচক সেনাপতি ॥

অনুদ্দেশ পাণ্ডব শুনিয়া দুর্যোধন ।
কার কথা না শুনে ব্যাকুল হৈল মন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সমে বিদুর সুমতি ।
হেনকালে কহিলেক সুশর্ম্মানৃপতি ॥
যথোচিত বচনে শান্তাইল নরপতি ।
কহিতে লাগিল তবে করিয়া ভকতি ॥
বিরাট নৃপতি ছিল বহু অপকারী ।
রাজা মোর ভাঙ্গিল কীচক সাথে করি ॥
অথনে কীচক বীর পড়িল বিশেষে ।
আর এমত বীর নাই তার দেশে ॥
নানাবিধ ধন আছে বহুল গোধন ।
নানামত নেতধরা বহুল বসন ॥
আর যত বীর আছে কি কহিব কথা ।
নানা মত হস্তী ঘোড়া আছএ যে তথা ॥
বিরাট রাজ্যেত যাই কর অনুমতি ।
ছিদ্র পাইলে শত্রু মারি আছএ যে নিতি ॥
তুহ্মি যদি মহারাজ কর অঙ্গীকার ।
তবে রাজা ভাঙ্গিয়া আনিতে পারি তার ॥

দক্ষিণ গোগ্রহ : সুশর্মার পরাজয়

সুশর্ম্মার বচন শুনিয়া দুর্যোধন ।
কর্ণ বীর চাহি রাজা কহিল তখন ॥
চল যাই বিরাট রাজারে আনিবারে ।
ধেনু বৎস দেশ গ্রাম আনিব তাহারে ॥
হস্তী অশ্বশালা বিধি বিচিত্র বসন ।
বিরাট রাজ্যেত যাইব চল সর্ব্বজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ হনে পর হইল অনুমতি ।
কহিল তথাতে যাইতে কষ্ট মহারথী ॥
তবে দুর্যোধন কহে সুশর্ম্মা অগ্রেতে ।
কত সৈন্য লৈয়া চল তুহ্মি সে রাজ্যেতে ॥
দক্ষিণ দিকেতে গিয়া তুহ্মি কর রণ ।
হরিয়া আনিব তার যতেক গোধন ॥
আহ্মি সর্ব্বে দিবান্তরে উত্তরেত গিয়া ।
রাজ্যদেশ সমে তারে আনিব বেড়িয়া ॥

CENTRAL LIBRARY

তোহ্মার সকল সৈন্য লৈয়া চল তুহ্মি ।
দুই লৈক্ষ সৈন্য হের তোহ্মা দিল আহ্মি ॥
তখনে সুশর্ম্মা রাজা সাজে সর্ব্ববলে ।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য নাদে ভূমিখান লড়ে ॥
বিরাশি সহস্র রথ চলে বাউগতি ।
তিন লৈক্ষ ঘোড়া চলে অতি বেগ গতি ॥
ষষ্টিসহস্র গজ চলে ঐরাবত সম ।
পঞ্চভাই সুশর্ম্মা যে ইন্দ্রের উপম ॥
চারি লক্ষ ভূমি পদা বহুল বাহিনী ।
ধ্বজ ছত্র পতাকাএ ঢাকিল মেদিনী ॥
নানা বাদ্য শঙ্খনাদ বড়হি গভীর ।
মৎস্য দেশ উদ্দেশিয়া চলে সর্ব্ব বীর ॥
দুর্য্যোধন প্রণমিয়া সুশর্ম্মা চলিল ।
বহুল বিবিধ বাদ্য অনন্ত হইল ॥
সপ্তমীতে চলিল সুশর্ম্মা নরপতি ।
অষ্টমীতে দুর্য্যোধন যাইতে আরতি ॥
হেনমতে সুশর্ম্মা সাজিল সর্ব্ববলে ।
দিনান্তরে বিরাটনগরে গিয়া মিলে ॥
মারিয়া গোপালগণ হরিল গোধন ।
আর যত গ্রাম দেশ ভাঙ্গিল তখন ॥
ধাই গিয়া বিরাটেত গোপসবে কহে ।
হরিণ ধাইল যেন অনলের ভএ ॥
সভা করি বসিছে বিরাট নরপতি ।
হেনকালে গোপসব কহে যথ ইতি ॥
ত্রিগর্ত্তের নরপতি সুশর্ম্মা দুরন্ত ।
ভাঙ্গিল সকল গ্রাম গোপ কৈল অন্ত ॥
ঝাটে চল নরপতি বিলম্ব না সহে ।
কহিল সকল কথা যত সমুচএ ॥
তবে রাজা যুদ্ধে সাজে করিয়া আরতি ।
আজ্ঞা অনুসারে সাজে যত রথারথী ॥
মদিরাক্ষ শতালিক নৃপতির ভাই ।
ভাই সবে বলে রাজা চল যুদ্ধে যাই ॥
সোনার মুকুট মাথে কবচ লোহার ।
নানামত খাড়া সব দেখি চমৎকার ॥

দশ সেনাপতির রাজা চলিল তখন ।
চতুরঙ্গ দলে সাজে গজ বাজীগণ ॥
ষষ্টী সহস্র রথ সাজে মহা মহা রথী ।
একলৈক্ষ হস্তী সাজে মদে মত্ত অতি ।
আপনে সাজিল রাজা সোবর্ণের রথে ।
সোনার মুকুট মাথে দিব্য ধনু হাতে ॥
নানা বাদ্যে হইলেক ঘোর সিংহনাদ ।
তাহা দেখি রিপুগণে গুনন্ত প্রমাদ ॥
ধ্বজছত্র পতাকাএ ঢাকিছে মেদিনী ।
বাউমুখে ধাইলেক সকল বাহিনী ॥
হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া সব দেখিতে সোন্দর ।
নানা বাদ্য সিংহনাদ শুনি ভয়ঙ্কর ॥
তবে রাজাএ কহিলেক শতালিক স্থানে ।
কহিতে লাগিল চারিজনের কারণে ॥
কঙ্কবল্লভ আর গোপ অশ্বপাল ।
মোর মনে লএ তারা যুঝিবেক ভাল ॥
জনে জনে রথ দেও করিয়া সাজন ।
এ চারি সামান্য নহে লএ মোর মন ॥
বিশেষ বল্লভ দ্বিজ অতিশয় বলে ।
যার সঙ্গে হস্তী সিংহ নাহি পারে মল্লে ॥
রাজার বচন শুনি শতালিক বীরে ।
চারিজন আনাইল দূত অনুসারে ॥
লোহার কবচ দিল মুকুট সোনার ।
দিব্য ধনু খাড়া দিল দেখি চমৎকার ॥
আনিয়া দিলেক রথ পরম সোন্দর ।
চারি ভাই রথে চড়ে দেবঅবতার ॥
দৈবে সেই দিবসে অজ্ঞাত দূর কৈল ।
কুতূহলে চারি ভাই তখনে চলিল ॥
তবে সে যুবতী কৈল মঙ্গলাচরণ ।
ব্রাহ্মণ সকলে কৈল স্বস্তিএ বাচন ॥
চলিল নৃপতি তবে সমর করিতে ।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া চলিল বীর যথে ॥
নানা বেশে নানা বীর ধাএ মহাবেগে ।
অনল লাগিল যেন পবন সংযোগে ॥

CENTRAL LIBRARY

কতক্ষণে পাইল গিয়া সেই যুদ্ধস্থান।
তথাতে সুশর্ম্মা বীর আছয়ে আপন॥
দুই সৈন্যের সমাগমে বড় লাগে ডর।
গজের গর্জ্জনে হএ অতি ভয়ঙ্কর॥
দুই সমুদ্রে যেন কোলাহল ধ্বনি।
ধূলি অন্ধকার হৈল ছাইয়া মেদিনী॥
বীরের আটোপে আর ধনুর টঙ্কার।
পৃথিবী বেড়িয়া হৈল সব চমৎকার॥
দুই বলে মিশামিশি হৈল মহারণ।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি ধনুর নিঃস্বন॥
চারি প্রহর দিবা যে রাত্রি কত গেল।
দুই বলে সংগ্রাম বিষম সংগ্রাম উপজিল॥
মদিরাক্ষ শতানিক নৃপসহোদর।
আর চারি ভাই সনে পশিল সমর॥
হস্তী অশ্ব বীর মারি কৈল খণ্ড খণ্ড।
সুশর্ম্মার সৈন্য যত কৈল লণ্ড ভণ্ড॥
তিন শত বীর মারে মদিরাক্ষ বীর।
শতানিকে শতজন করিল সংহার॥
বীরব্রহ্ম বীরকেতু আর চারিজন।
সে সবে বহুল সৈন্য করিল নিধন॥
সুশর্ম্মার যত সৈন্য চতুর্ভিতে ধাএ।
শরতের মেঘ যেন বাতাএ উড়াএ॥
নর গজ হস্তী অশ্ব পৃথিবী ছাইয়া।
স্রোতাকুল নদী যেন লৈ যাএ ভাসাইয়া॥
রুধির বহয়ে নদী মাংসে হৈল পঙ্ক।
লৈক্ষে লৈক্ষে চরে তথা শিবা গৃধ্র কঙ্ক॥
রক্তের নদীর মধ্যে ভাসে সর্ব্বজন।
যমের নগর যেন দেখিএ তখন॥
তাহা দেখি সুশর্ম্মা হইল ক্রোধ মন।
ভালমতে আশ্বাসিয়া রাখে সৈন্যগণ॥
গদাযুদ্ধে বিশারদ সুশর্ম্মানৃপতি।
গদা লৈয়া সমর করয়ে ঘোর অতি॥
বিরাটের ধ্বজ রথ কৈল খণ্ড খণ্ড।
আজি ব্যাঘ্রে ধরিলেক বিরাট প্রচণ্ড॥
কেশে ধরি বিরাটেরে তোলে নিজরথে।
বন্দী করি লইয়া যায় ত্রিগর্ত্তের নাথে॥
নৃপতি হইল বন্দী সৈন্যে ভঙ্গ দিল।
পর্য্যাকুল বায়ু যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥
চতুর্দ্দিগে ধাএ সৈন্য হইয়া হতাশ।
হেন নাহি তথা কেহ করিতে প্রকাশ॥
তবে যুধিষ্ঠির কহে ভীমসেন স্থানে।
বৎসরেক আছিলাম বিরাটভুবনে॥
গর্ভবাস হেন ছিল অজ্ঞাত বসতি।
জিব দিয়া পুষিল বিরাট নরপতি॥
বহুল উপাএ ভোগ দিল নরপতি।
উপকার না স্মরিলে সেই ব্রহ্মবধী॥
এতেকে কহিএ ভাই করহ সাহস।
ত্রিগর্ত্ত মারিয়া ভাই বিরাট দেও যশ॥
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া বৃকোদর।
সৈন্য আশ্বাসিয়া ভীম চলিল সত্বর॥
চারি ভাই চলিলেক যুধিষ্ঠির সনে।
পাছু সৈন্য হৈল যুঝিতে কারণে॥
বিরাটের সৈন্য সর্ব্ব গহন গভীর।
অগ্রেত করিয়া চলে চারি মহাবীর॥
সুশর্ম্মার সৈন্য বেড়ি কৈল বাণময়।
সর্ব্ব সৈন্য বেড়িয়া হইল ধূলিময়॥
চারিশত বীর মারে রাজা যুধিষ্ঠির।
পঞ্চশত বীর মারে নকুল মহাবীর॥
মহাবীর সহদেবে মারে ছয় শত।
দুই সহস্র মারে ভীমসেন মহাশয়॥
এহিমতে চারিবীর বরিষন্ত শর।
খেদিয়া মারন্ত যে ত্রিগর্ত্ত মহারণ॥
সুশর্ম্মারে ভীমে তবে করে শরজাল।
হানয়ে বহুল অস্ত্র যেন যম কাল॥
তাহাকে খেদিয়া যাএ ভীম মহাবীর।
উপলক্ষ করে সেই আগে হৈয়া স্থির॥
ক্ষত্রিপুত্র হৈয়া তুহ্মি পলায়সি রণে।
ক্ষত্রিয় হইয়া পালাও কিসের কারণে॥

CENTRAL LIBRARY

ক্ষত্রিয়ুদ্ধে তুহ্মি হইলা কাতর।
নরক জানহ তুহ্মি শুনহ বর্ব্বর॥
এহি মুখে নিতে আইলা গোধন হরিয়া।
মরিবারে আইলা মূর্খ বিরাট ধরিয়া॥
ভীমের বচন শুনি ত্রিগর্ত্তের পতি।
থাক থাক করিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥
তখনে ভীমের সনে হইলেক রণ।
যেন দুই সিংহে বাদ ছিল ঘোর বন॥
তবে ভীমে গদা হাতে করিয়া ধাইল।
কালান্তক যম যেন তখনে চলিল॥
রথ সমে সুশর্ম্মারে ধরিল তখন।
চুলে ধরি আনি দিল ধর্ম্মের সদন॥
ত্রিগর্ত্তের সৈন্য সব চতুর্দ্দিগে ধাএ।
অনলের ত্রাসে যেন হরিণ পলায়॥
তবে সকরুণ হইল ধর্ম্মের নন্দন।
সুশর্ম্মারে এড়িয়া দিলেক ততক্ষণ॥
তবে সেই ভঙ্গ দিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমে।
কতদূরে গিয়া সব রহিল তখনে॥
ভীমের কারণে সব পাইলেক ভয়।
কোথা হনে আইল বীর তাহার দেশয়॥
কীচক রাক্ষস হৈতে অধিক বল দেখি।
হেন ভাবি সেই রাজা মনেতে অসুখী॥
রাত্রিতে সমর করি জিনিতে তাহাকে।
এহিমতে দূরে রহে সহিতে কটকে॥
এথাতে বিরাট রাজা মনে পাইল প্রীতি।
চারিজন স্থানে আসি করে বহু স্তুতি॥
তুহ্মি সর্ব্ব মহাশয় গুণের নিধান।
একমুখে কি কহিমু গুণের বাখান॥
দুর্য্যোধন হৈতে রৈক্ষ্যা করিলা আহ্মার।
সংসার ভরিয়া হৈল প্রতিষ্ঠা তোহ্মার॥
মৎস্যরাজ্য এড়ি দিমু হও নরপতি।
পাত্র হৈয়া থাকি আহ্মি তোহ্মার সংহতি॥
তুহ্মি রাজ্যের যোগ্য তুহ্মি সুশোভন।
তুহ্মি বিনে হেন রাজ্য কে করিবে পালন॥
আজ্ঞা কর দূত যাউক নিজ অন্তঃপুরী।
মঙ্গল করিতে আইউক নগরের নারী॥
কুলবধূ সবে আসি করিতে মঙ্গল।
গজস্কন্ধে চড়ি আইউক কুমারী সকল॥
কোন মহাজন তুহ্মি চিনিতে না পারি।
মোর ভাগ্যে তুহ্মি সব আইলা নিজপুরী॥
এতেকে আপনে হও এহি রাজ্যে রাজা।
আহ্মরা সকলে মিলি করি তোহ্মা পূজা॥
পালিতে পারহ রাজ্য তোহ্মার শকতি।
এত কহি মৎস্যরাজ করে মহাস্তুতি॥
যুধিষ্ঠির কহে তুহ্মি না কর বিনয়।
আহ্মি এক কথা কহি শুন মহাশয়॥
বৎসরেক আহ্মি সর্ব্ব করিছ পালন।
উপকার না শুধিলে সেবা কোনজন॥
উপকার না শুধিলে ধর্ম্মেত বিরোধী।
ইহলোকে পরলোকে সেই ব্রহ্মবধী॥
আহ্মি সব যদবধি থাকি তোহ্মা দেশ।
তবেত তোহ্মার ভয় নাহক বিশেষ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি পুষিল আহ্মি সব।
দিনে দিনে গুণ সব জানি অনুভব॥
আহ্মি সবের উপকার করিয়াছ তুহ্মি।
এতেকে তোহ্মার কার্য্য সবে চাহি আহ্মি॥
যেই কর্ম্ম করে সেই করিব তাহারে।
যেন ইন্দ্রে ভার পূর্ব্বে দিল দানবেরে॥
এতেকে কহিল যদি সেই চারিজন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল বিরাটের মন॥
তবে রাজা ধনরত্ন দিল বহুবিধি।
কনক রজত মণি দিল বহু নিধি॥
বিরাটে যুদ্ধ হৈল বিরাট পর্ব্বয়।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়॥

উত্তর গোগ্রহ : উত্তর-বৃহন্নল

সুশর্ম্মা সহিতে যুদ্ধ দক্ষিণ গোগ্রহে।
পঞ্চ ভাই রহিলেক বিদিত না হএ॥

CENTRAL LIBRARY

এহিমতে যুদ্ধ হৈল নাহি সমাধান ।
এথা রাজা দুর্যোধনে করিল প্রয়াণ ॥
দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ কর্ণ দ্রৌণির সংহতি ।
করিয়া বহুল সজ্জা চলিল নৃপতি ॥
দশ লৈক্ষ ঘোড়া সাজে উচ্চৈঃশ্রবা সম ।
ছয় লৈক্ষ হস্তী ঐরাবতের উপম ॥
দুই লৈক্ষ রথ সাজে অতি বেগবন্ত ।
এক কোটী ভূমি পদা যুদ্ধার অনন্ত ॥
তিন কোটী রথ ধ্বজা পতাকা সহিত ।
যুদ্ধ সজ্জে চলে বীর হৈয়া অবহিত ॥
বড়হি গভীর বাদ্য ক্ষিতি থর থর ।
বীণা বাশি শঙ্খ ঘন্টা বাজে ভয়ঙ্কর ॥
হরিতাল বর্ণ ঘোড়া ভীষ্ম বীর রথে ।
সোবর্ণে রথ ধ্বজ দেখিএ একান্তে ॥
কাঞ্চনের রথখানা হীরাএ মণ্ডিত ।
হেন রথে চড়ে ভীষ্ম ভূষণপূজিত ॥
দ্রোণের রথের ঘোড়া রক্তজবা বর্ণ ।
মহাবলবন্ত ঘোড়া সোবর্ণের বর্ণ ॥
সোবর্ণের কমণ্ডলু ঘোড়ার উপরে ।
কৃষ্ণসার পতাকা দেখিএ ভয়ঙ্করে ॥
কৃপের রথ ঘোড়া শ্বেতপদ্ম দেখি ।
বড়হি গভীর ঘোড়া উর্দ্ধমুখী দেখি ॥
সোবর্ণ লাঙ্গল ধ্বজ রথের উপরে ।
তাহা দেখি রিপু দল কম্পে থর থর ॥
স্থলপদ্ম জবা ঘোড়া বীর কর্ণ রথে ।
সোবর্ণের রথ ধ্বজ দেখি শতে শতে ॥
কুন্দবর্ণ চারি ঘোড়া দেখি অশ্বত্থামা ।
মৃগধ্বজ রথে দেখি শুভ্র যে উপমা ॥
দুর্যোধন রথ ঘোড়া মন্দারের মত ।
হীরাএ জড়িত রথ দেখিএ সমস্ত ॥
হংসধ্বজ রাজা রথ দেখিতে শোভন ।
শকুনির রথ ঘোড়া সোলাপুষ্প বর্ণ ॥
জয়দ্রথ রাজার ঘোড়া বহুল আকৃতি ।
সোমদত্ত বাহ্লিকের ঘোড়া নানাভাতি ॥

নানা বর্ণ ঘোড়া দুর্যোধন শতজন ।
রথ খানা দেখি যেন শুভ্রএ কাঞ্চন ॥
হেন মতে চলিল সকল বীরগণ ।
উত্তর গোগ্রহে রাজা চলিল তখন ॥
অষ্টমীতে যাত্রা কৈল রাজা দুর্যোধন ।
সংহতি যে চলিলেক যত সৈন্যগণ ॥
আগে চলে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা ।
তার পাছে কর্ণ বীর ইন্দ্রের উপমা ॥
তার পাছে দুর্যোধন মন্ত্রীর সহিত ।
দুঃশাসন শকুনি রাজার দুই ভিত ॥
তার পাছে জয়দ্রথ সোমদত্ত সমে ।
তারপাছে বাহ্লিক যে জ্ঞাতিগণ সমে ॥
এহিমতে চলিলেক রাজা মহামতি ।
সৈন্যভরে কম্পিত হইল বসুমতী ॥
শঙ্খ ঘন্টা বীণা বাশি কাংস্য করতাল ।
ঝাঝারি মোহরি বাদ্য বাজএ বিশাল ॥
বররেন্দ্র মহাবাদ্য পিণাকের ধ্বনি ।
স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যাপী যে সেই সব শুনি ॥
স্বর্ণ ছত্র মাথে শোভে রাজা দুর্যোধন ।
নীলবর্ণ ধনুখান হাতেত শোভন ॥
দুই পাশে বিশদ চামরে বাও করে ।
সমুখে করএ নৃত্য নর্ত্তকী সকলে ॥
সোবর্ণের ঘন্টা রথে বাজে শতে শতে ।
আকাশে থাকিয়া চাহে দেবগণ যতে ॥
দুর্যোধন মহারাজ করিলেক সাজ ।
স্বর্গ হৈতে চলি আইল যেন দেবরাজ ॥
পবনের গতি আগে ভীষ্মদেব চলে ।
দুর্যোধন গর্ব্ব করে যার বাহুবলে ॥
দেবগণে ভয় করে যাহার সাজনে ।
যাহাকে দেখিয়া বৈরী পাশরে আপনে ॥
এহিমতে দুর্যোধন যায় পথে পথে ।
তাহা দেখি ভঙ্গ দিল রাজা শতে শতে ॥
কোন রাজা ভঙ্গ দিল ভয় পাইয়া মনে ।
কত কত রাজা আসি পশিল শরণে ॥

CENTRAL LIBRARY

সোবর্ণের কুঠার গলে বান্ধি রাজাগণ।
প্রণাম করিল আসি তাহান চরণ॥
লাগিল মুকুট যাব তাহান চরণে।
কোমল চরণে আর যত রাজাগণে॥
কাহাক চাহএ রাজা কাহাক না চাহে।
কত কত রাজদূতে মারিয়া খেদাএ॥
কত কত জন চলে নৃপতির সনে।
কতুক চাহিতে আইল ইন্দ্রেহ আপনে॥
কতদিনে পাইল গিয়া মৎস্যনগর।
অতিশয় রম্য দেশ দেখিএ সোন্দর॥
দিন দুই অবধি বেড়িল সৈন্য গিয়া।
প্রথমে আনিল সব ধেনুক হরিয়া॥
সকল উত্তরে গিয়া বীর দুঃশাসন।
বেড়িয়া বিজয়ে নগরের নারীগণ॥
পর্ব্বত ব্যাপিয়া যেন লাগিল অনল।
বনচর ভঙ্গ যেন দিলেক সকল॥
তার পাছে ধাইলেক সকল মালিনী।
গন্ধে আমোদিত হৈল সকল ধরণী॥
দেশ গ্রাম বেড়িয়া ধাইল সর্ব্বজন।
পৃথিবী জুড়িয়া ধাএ যত নারীগণ॥
তাহা দেখি দুঃশাসন শকুনি দুর্ম্মতি।
নানামতে বিড়ম্বয়ে যতেক যোবতী॥
কত কত আনিয়া ধরিয়া রথে তোলে।
এহিমতে শতে শতে নারীগণে নিলে॥
নানাবিধি অলঙ্কার বহুল রতন।
আপনে পালাইয়া দেয় যত নারীগণ॥
এথাএ দুর্য্যোধন রাজা যত সৈন্য সমে।
নানামতে দেশ গ্রাম ভাঙ্গয়ে তখনে॥
পঞ্চ লক্ষ গাভী হরে বৎসরে সহিতে।
আর যত নিল লোক গোয়াল শতে শতে॥
গজ বাজি তুরঙ্গ নেতের বসন।
এহিমতে রাশি রাশি হরে দুর্য্যোধন॥
বিরাট পর্ব্বের কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

জয়মুনি কহন্ত কথা শুনে জনমেজয়।
তার শেষে যে হইল শুন মহাশয়॥
মারিয়া গোপালগণ দিল খেদাইয়া।
রাজা সমে লৈয়া যায় সসৈন্যে বেড়িয়া॥
কাছিয়া নেতের ধ্বজা যত গোপগণ।
রথে মহিষে আরোহিয়া করিল গমন॥
যেন অগ্নি ভএ বনচর ধাএ।
তরাতরি করিয়া সকল গোপ যাএ॥
ঊর্দ্ধমুখে আইল সকল গোপ চলি।
দ্বারীসবে রাখিতে চলিল হুড়াহুড়ি॥
উরত্তকুমার দেখে আছএ সভাত।
প্রণমিয়া গোপ সবে জোড় কৈল হাত॥
মুখেত না আইসে রাও ঘন বহে শ্বাস।
ক্ষেণে বিলম্বে কহে সর্ব্ব কৈল নাশ॥
শুন শুন রাজসুত করি নিবেদন।
দেশ গ্রাম সকল ভাঙ্গিল দুর্য্যোধন॥
পঞ্চ লক্ষ ধেনু নিল বৎসর সহিতে।
আর যত গজবাজি কহিবম কথে॥
দুঃশাসনে বিড়ম্বয়ে যত নারীগণ।
সে সব কহিতে রাজা অশক্য কথন॥
দিন দুই জুড়িয়া ভাঙ্গিল দেশগ্রাম।
নগরে নাগরী যত না থুইল নাম॥
যুবরাজ হও তুহ্মি সর্ব্ব রাজা পাল।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুহ্মি নৃপতির কুমার॥
অনেক প্রশংসা তোহ্মা করে মহীপাল।
রাখহ সংসার তুহ্মি হও রাজাপাল॥
পিতৃরাজ্য তোহ্মার ভাঙ্গএ কুরুগণে।
সাহস করিয়া তাহা রাখহ আপনে॥
তবে সে বাখানি তোহ্মা যত হএ নিঃশঙ্ক।
আপনা পৌরুষ ধরি চল মহাশয়॥
বিলম্বের কার্য্য নাহি নষ্ট হৈল দেশ।
ভয় ত্যজি মহারাজা চলহ বিশেষ॥
নহে তোর সর্ব্বদেশ হৈল ছারখার।
সর্ব্ব দেশ নষ্ট হৈল বিদিত তোহ্মার॥

যদি দেশ রাখিতে পারহ মহামতি।
তোহ্মা তবে প্রীতি আসি হইব নৃপতি॥
ক্ষত্রি হৈয়া যুদ্ধ দেখি যদি কর ভয়।
সে পুনি পুরুষাধম না যায় স্বর্গএ॥
তাহা শুনি কুমার হৈল মৌনমান।
কোনমতে ভাল হএ নাহি সমাধান॥
ত্রিগর্ত্ত বলিয়া মোর বাপ গেল রণে।
একজন না রহিল মোর সন্নিধানে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীর অশ্বত্থামা।
দুর্য্যোধন মহারাজ ইন্দ্রের উপমা॥
একজন নাই হৈতে রথের সারথি।
কোনমতে যুঝিবম ইসব সঙ্গতি॥
নষ্ট হএ নিজ রাজা করি কোন কাজ।
আসিয়া বলিব মন্দ বাপ মহারাজ॥
যদি বা সারথি আহ্মি পাই একজন।
তবে পারি জিনিতে সকল কুরুগণ॥
একরথে জিনিতে পারএ সর্ব্ব কুরু।
কহিয়া আনিতে পারি আপনার গুরু॥
ই বলিয়া দর্প করে উত্তরকুমার।
ক্ষত্রিধর্ম্মে দুই বাহু করএ আস্ফাল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন আদি যথে।
সকল জিনিতে পারি গিয়া এক রথে॥
বিরাটের উপকার করিতে কারণ।
সৈরিন্ধ্রী কহিতে লাগে যত বিবরণ॥
যদি কহ যুদ্ধে যাইতে পাইবা সারথি।
পারিবা করিবা যুদ্ধ কৌরব সংহতি॥
এহি দেখ বৃহন্নলা তোহ্মার ভুবনে।
অর্জ্জুন সহিতে ছিল খাণ্ডবদাহনে॥
ইন্দ্রসনে যুদ্ধ ছিল অর্জ্জুন সংহতি।
তথাএ বৃহন্নলা ছিল অর্জ্জুনসারথি॥
তাহাকে সারথি করি অর্জ্জুনে জিনিল।
পুরে আসি ধনঞ্জয় তাকে রাখানিল॥
সেকালে আছিল আহ্মি যুধিষ্ঠির পুরে।
ই সকল রাখানিতে শুনিছি তাহারে॥

তুহ্মি সেই বৃহন্নলা করহ সারথি।
তার সনে গিয়া যুদ্ধ শুন মহামতি॥
তোহ্মার ভগিনী এহি উত্তরাকুমারী।
তাহাকে পাঠাইয়া আন তোহ্মা অনুসারী॥
তবেত উত্তর বীর কুতূহলে শুনি।
বৃহন্নলা আনিবারে পাঠাএ ভগিনী॥
গজগতি চলিলেক সেই তরঙ্গিনী।
বৃহন্নলা সম্বোধিয়া বলিএ বচন।
ভাই মোর রণে যায় আইস মহাজন॥
আপনে হইবা তুহ্মি রথের সারথি।
জিনিব তোহ্মার সনে কুরুগণ যতি॥
বৃহন্নলাএ কহে আহ্মি কথাএ নাহি যুঝি।
গীতবাদ্য তাল আহ্মি সে সকল বুঝি॥
পঠাইতে পারি আহ্মি নানা গীত তাল।
কাহার সহিতে নাহি যুঝি কোন কাল॥
কুমার কহন্ত তুহ্মি হইবা সারথি।
জিনিব তোহ্মার সঙ্গে কুরুগণ যতি॥
নাচবা গাইবা তুহ্মি যেই মনে লএ।
তথাপি তোহ্মার আহ্মি বরিল নিশ্চএ॥
তবে উত্তর বীরে রথখান আনে।
নানামতে রথখান করএ সাজনে॥
শুভ্রবর্ণ চারি ঘোড়া জুড়িলেক রথে।
বিচিত্র ময়ূরধ্বজ তুলিল তাহাতে॥
ভাল ভাল অস্ত্র নিয়া তুলিলেক রথে।
আর যত মহাঅস্ত্র কহিবম কথে॥
সোবর্ণের ছত্র নিয়া রাখিল তখনে।
বিশদ চামর তোলে দেখিতে শোভনে॥
দিব্য ধনু তুলিলেক অতি শোভাকার।
এহিমতে রথ সজ্জা করিল সত্বর॥
বৃহন্নলা আনিয়া করিল যুদ্ধ সজ্জ।
পৈত্রাইল গাএ নিয়া সোনার কবচ॥
একভিত করি বেণী মুকুট বান্ধিল।
কঙ্কণ ঢাকিয়া স্বর্ণ বলয় যে দিল॥

CENTRAL LIBRARY

বীর ধরা পৈত্রাইল শুদ্ধ যে নেতের ।
কপালে চন্দন [ফোটা] যেন চন্দ্র শরতের ॥
তার পাছে সোবর্ণবলয় দিল হাতে ।
দেখিয়া কুমারী সবে হাসে উচ্চভিতে ॥
ইসব দেখিয়া হৈল পুরুষ আকৃতি ।
কটাক্ষে চাহিতে হানে যতেক যুবতী ॥
তবেত কুমার হৈল যুদ্ধের সাজন ।
সোবর্ণ মুকুট মাথে দিলেক শোভন ॥
কর্ণেত কুণ্ডল মণি সূর্য্যের আকার ।
সর্ব্ব গাএ তুলি দিল কবচ সোনার ॥
দুই হাতে সোবর্ণবলয় শোভা করে ।
এহিমতে মহাবীর সাজে কুতূহলে ॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ ।
ধান্য দুর্ব্বা দিয়া কৈল মঙ্গল রচন ॥
ব্রাহ্মণে পঠন্ত বেদ করি জয় জয় ।
জয় জয় মঙ্গল কৈল যত নারীচয় ॥
হেনকালে কুমারী যে উত্তরা বিশেষ ।
কুতূহলে মাগিলেক খেলির সন্দেশ ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন কর্ণ যে শকুনি ।
আনিবার বসন সবের খেলাইতে পুনি ॥
ই সকল শির হোতে বিচিত্র বসন ।
খেলিতে পুতুলা খেলি কতুক কারণ ॥
তাহা দেখি হাসি কহে বৃহন্নলা তবে ।
আনিব তোহ্মার ভাই যুদ্ধ জিনি যবে ॥
তবেত কুমার চড়ে আপনার রথে ।
অতিশয় মহাশঙ্খ বাজে দুইহাতে ॥
রথে চড়ি উত্তরে করিল সিংহনাদ ।
উত্তর গোগ্রহে রথ চালাএ সহসাত ॥
কুমার বোলেন শীঘ্র বৃহন্নলা যাও ।
যেই মতে গিয়া কুরুবল লাগ পাও ॥
শীঘ্র করি যাও তুহ্মি জিনি সর্ব্ব কুরু ।
বাহুবলে জিনিয়া আনিব সর্ব্বগরু ॥
তাহা শুনি অর্জ্জুনে হাসিয়া চালাএ রথ ।
দেখিবম তোহ্মার যথেক পৌরুষ ॥

পবনের গতি জিনি রথের গমন ।
বিশেষ পাণ্ডবপতি রথেত শোভন ॥
আকাশ পরশে রথ না ছোয় মেদিনী ।
রথ মৈধ্যে সারথি পাণ্ডবশিরোমণি ॥
কুমারে বোলন্ত মোরে দেখাও কুরুসেনা ।
একরথে আজি সে জিনিব সর্ব্ব জনা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ রাজা মহাসত্ত্ব ।
দুঃশাসন শকুনি আর বীর জয়দ্রথ ॥
ই সকল আজি আহ্মি জিনিব প্রচুর ।
ঝাটে চল যদবধি নাহি যায় দূর ॥
বৃহন্নলাএ কহে তুহ্মি পারিবা জিনিতে ।
যাহাকে না জিনে ইন্দ্র কহিল তোহ্মাতে ॥
এতেক মনেত তুহ্মি কর বহু আশ ।
বামন হইয়া চাহ ধরিতে আকাশ ॥
ই বলিয়া রথখান চালাএ অর্জ্জুনে ।
উত্তর সহিতে যায় পবনগমনে ॥
সেই যে কুমারে শঙ্খ বাজায়ন্ত পুনি ।
চলিল উত্তর পথে প্রমাদ না গণি ॥
এহিমতে দণ্ড দুই গেল অথান্তরে ।
ততক্ষণে গেল কুরু সৈন্যের গোচরে ॥
দশ ধনু অন্তরে আছএ কুরুগণ ।
আকাশে পাতালে দেখি বড়হি উজ্জ্বল ॥
সুমেরু সমান সর্ব্ব দিব্যধনু হাতে ।
বাসুকি সমান ধনু দেখি শতে শতে ॥
বিকট শমন যেন দেখি ভয়ঙ্কর ।
সেই স্থান দেখি যেন যমের নগর ॥
চক্ষুএ না দেখি যেন সূর্য্যের কিরণ ।
বড়হি বিশাল তনু দেখিতে শোভন ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকাএ ঢাকিছে মেদিনী ।
সে সৈন্যের পদভরে কম্পিত মেদিনী ॥
খাণ্ডা হস্তে করি সব পাইক প্রহরী ।
এহিমতে বীর সর্ব্বে দেখি সারি সারি ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত শুন বিরাটনন্দন ।
মাথা তুলি দেখ এহি কুরু সৈন্যগণ ॥

আপনে চাহিতে তুহ্মি করিছ আরতি।
এবে তাহা দেখহ কৌরবগণ যতি॥
তাহা শুনি মাথা তুলি চাহিল কুমার।
দূরে থাকি দেখে যেন জলধি অপার॥
কাল কপি বীর সব যেহেন শমন।
দূরে থাকি দেখি তার হরিল জীবন॥
কুরুবল দেখিয়া কুমার কম্প হৈল।
দেখিতে দেখিতে যেন যমঘর গেল॥
লোমাঞ্চিত হইল গাও কম্পে সর্ব্ব তনু।
হস্ত হৈতে খসিয়া পড়িল দিব্যধনু॥
মুখেতে না আইসে রাও চাহে ঘন ঘন।
ভয়তে ভরিল তনু ডাসিলেক মন॥
ক্ষেণেকে স্থির হৈয়া কহিবার লাগে।
কম্পিতে কম্পিতে কহে বৃহন্নলা আগে॥
শুন শুন বৃহন্নলা কহি তোহ্মা বাণী।
এত উগ্র কুরুবল আহ্মি ত না জানি॥
আজিকে যুঝিব আহ্মি কৌরব সাগরে।
প্রাণ কম্পএ হিয়া করে দুরে দুরে॥
পতঙ্গ সমান আহ্মি ই সবের সনে।
কেমতে যুঝিব আহ্মি এহি ধনুবাণে॥
ই ঘোর সমুদ্রে মোর নাহিক তরণী।
বিশেষ একক আহ্মি বহুল বাহিনী॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীর মহাসত্ব।
সংসার জিনিয়া সবে পাইছে মহত্ব॥
দুর্য্যোধন মহারাজা ইন্দ্র সমোসর।
পৃথিবীর রাজা সব যাহার কিঙ্কর॥
ভালমতে নাহি জানি ধরিবারে ধনু।
বিশেষ নাহিক বল কেবল কৃশতনু॥
আপনার যত শক্তি জানিএ আপনে।
কিসের কারণে গিয়া মরিবম প্রাণে॥
তাহা শুনি অর্জ্জুনে কহন্ত তত্ত্বসার।
তবে কেন কৈলে মূঢ় পূর্ব্বে অহঙ্কার॥
না যুঝিয়া কেনে আহ্মি ব্যর্থ পুরে যাইব।
হাসিব সৈরিন্ধ্রী আহ্মি কি বলি বুঝাইব।

আর যত হাসিবেক পুরনারীগণ।
কি হেতু করিব আহ্মি রণে পলায়ন॥
কুমারে কহন্ত মোর নেউক গোধন।
হাসিবেক নরনারী হাসউক সর্ব্বজন॥
প্রাণ হৈতে বস্তু নাই সংসারে ভিতরে।
ব্যর্থ আহ্মি মরিবম কিসের অন্তরে॥
এতেকে বা হএ মোর রণেত শোভন।
রথ বাহ যথ মোর প্রাণ বড় ধন॥
বৃহন্নলা কহে শুনে বিরাটনন্দন।
ক্ষত্রিয়ের যুক্ত নহে রণে পলায়ন॥
ক্ষত্রিয় হইয়া যেবা রণেতে পলাএ।
ইহলোকে কীর্ত্তি নাই নরকে পড়এ॥
শত্রুর বিক্রম দেখি কেনে পাও ত্রাশ।
রণেতে কাতর হৈলে শত্রু পাএ আশ॥
রণ করিলে হএ বহুল সুকৃতি।
জিনিলে সর্ব্বত্র যশ মরিলে স্বর্গগতি॥
উত্তরে বোলেন্ত মুঞি নাহি চাহম কীর্ত্তি।
অন্তকালে হৌক মোর নরকে বসতি॥
তথাচ না যাইব আহ্মি সমর করিতে।
তুহ্মি রথ রাখ মোর না পারি যুঝিতে॥
ই বলিয়া রথ হৈতে দিল এক ফাল।
ধনু সব এড়ি যাএ উত্তরকুমার॥
রহ রহ করিয়া অর্জ্জুনে কহে তারে।
লড় দিয়া হৈল দঢ় ধনুর অন্তরে॥
তবে অর্জ্জুন বীর ধাইল সত্বর।
ধরিবারে চলিলেক উত্তরকুমার॥
লড়এ মাথার বেণী নপুংসক বেশে।
দশ ধনু অন্তরে ধরিল তার কেশে॥
হাসে সর্ব্ব কুরুবল করে অনুমান।
দৈবে সে অর্জ্জুন নহে সাহসে প্রধান॥
মহারথী পলাইতে রাখএ সারথি।
অর্জ্জুন বিহনে করে এতেক শকতি॥

সাহসে প্রধান দেখি পূর্ব্ব চিহ্ন নাই ।
শরীর ঢাকিছে যেন দিয়া ভস্মছাই ॥
যদি সে অর্জ্জুন সৈত্য জানিএ স্বরূপে ।
বেশ বিবর্জ্জিয়া সেই আসিছে বিরূপে ॥
সৈত্য যদি এহি হএ বীর ধনঞ্জয় ।
তবে আজি মহারণ হইব নিশ্চয় ॥
তের বৎসরের ক্রোধ সব আছে মনে ।
আজি সর্ব্ব জর্জ্জর হইব তার বাণে ॥
নর গজ অশ্ব সর্ব্ব পড়িব বিস্তর ।
আজি সর্ব্ব অর্জ্জুনে মর্দ্দিব এক শর ॥
তাহাকে শুনাইয়া কহে কর্ণ মহামতি ।
অর্জ্জুনক গুরু তুহ্মি প্রশংসয়ে অতি ॥
কোন কর্ম্ম আহ্মা হৈতে করিয়াছে ধিক[১] ।
হেন হেতু গুরু তোহ্মা কহিবাম কিক ॥
ত্রয়োদশ বৎসর সে নাহি লএ ধনু ।
ফল মূল খাইয়া কৃশাঙ্গ হৈছে তনু ॥
গাণ্ডীব ধরিতে তার গাএ নাহি বল ।
তান্তে কহ অর্জ্জুনে যে জিনিব সকল ॥
সৈত্য যদি অর্জ্জুন আইলা এ রণে ।
তবে সৈত্য তাহারে মারিমু তিনবাণে ॥
দুর্য্যোধন আসিয়া কহে যদি আইসে অর্জ্জুন ।
তবে আজি বনে সেই যাইবেক পুন ॥
ত্রয়োদশ বৎসর যে তার নহি পুরে ।
ভাল হৈল যদি আইসে আহ্মার গোচরে ॥
দ্রোণে বোলে সৌরমাসে নিতি নিতি গণি ।
চন্দ্রমাসে পঞ্চদিন ধিক[২] হৈছে জানি ॥
এতেকে আসিছে রণে কেনে যাইব বনে ।
এতেকে অর্জ্জুন বীর আসিয়াছে রণে ॥
তাহা শুনি ক্রোধ হইল রাজা দুর্য্যোধন ।
দ্রোণ কর্ণ গঞ্জিয়া কহে গর্হিত বচন ॥
জানিলম ব্রাহ্মণ তুহ্মি যেমত উচিত ।
আহ্মার অপ্রিয় জন তুহ্মি কর প্রীত ॥
নানা ভয় দেখাইয়া বুদ্ধি কর নাশ ।
অনুমানে বুঝিলম তোহ্মার যত আশ ॥
আহ্মার বিনাশ চাহ পাণ্ডবের হিত ।
এতেকে তোহ্মার বুদ্ধি বড়হি কুৎসিত ॥
আহ্মার বেতন খাও আহ্মারে নিগ্রহ ।
মোর দলে থাকি তুহ্মি তার হিত চাহ ॥
তাহা শুনি দ্রোণ বীর অগ্নি হেন জ্বলে ।
দুই চক্ষু পাকাইয়া রাজাক নেহানে ॥
উচিত কহিতে আহ্মি নাহি বাসি ভয় ।
নানামত কুবুদ্ধি তোহ্মার চিরকাল ॥
তোর হেতু ত্যাগিল আপনা কুলবৃত্তি ।
ক্ষত্রি ধর্ম্ম আচরিলম শুন পাপমতি ॥
তোর মনে লৈল যদি এমত আচার ।
তবে সৈত্য সৈত্য তুই হইবে সংহার ॥
এতেকে বনেতে গিয়া করি তপধর্ম্ম ।
মুনিবৃত্তি করি গিয়া আপনার কর্ম্ম ॥
ই বলিয়া রথ হৈতে নামিয়া তখন ।
বন উদ্দেশিয়া যাএ দ্রোণ মহাজন ॥
বাপে পুত্রে তখনে চলিল তপোবনে ।
ব্রহ্মচর্য্য করিবারে মুনিগণ মেলে ॥
তাহা দেখি ভীষ্মে কহে শুন দুর্য্যোধন ।
দ্রোণক গরিহ করি পাঠাইলা বন ॥
সৈত্য যদি অর্জ্জুনে আসিয়াছে রণে ।
তবে আজি কে যুঝিব অর্জ্জুনের সনে ॥
তোর লাগি প্রাণপণ করে দ্রোণাচার্য্য ।
তাহারে গরিহ কহ করিয়া অনার্য্য ॥
আপনার হিত যদি চাহ দুর্য্যোধন ।
তবে গিয়া দ্রোণ রাখ করিয়া যতন ॥
দুর্য্যোধন কহে পিতামহ যাও তুহ্মি ।
কর্ণ সমে পশ্চাতে আসিতেছি আহ্মি ॥

১-২. অধিক

তবে ভীষ্ম চলি গেল দ্রোণাচার্য্য আগে।
রথ হৈতে নামি বীর কহিবারে লাগে॥
বালকের কথাএ আপনে কর রোষ।
আহ্মাকে চাহিতে গুরু ক্ষেমা কর দোষ॥
বিষম সঙ্কটে তুহ্মি যায় পেলাইয়া।
তুহ্মি গেলে রাজা আজি কে নিব জিনিয়া॥
অর্জ্জুন আসিছে রণে বুঝিএ লৈক্ষণ।
হেন কালে রাজা এড়ি তুহ্মি যাও বন॥
তার পাছে দুর্য্যোধন গেল কর্ণ সনে।
প্রণাম করিল গিয়া দ্রোণের চরণে॥
কৃপা করি গুরুদেব করম পরিহার।
যতেক কহিল তোহ্মা ক্ষেমহ আহ্মার॥
চিরকাল দয়াএ মোহিল দ্রোণমন।
তখনে চলিল দ্রোণ যুদ্ধের ভুবন॥
পুনি আসি চড়িলেক আপনার রথে।
কতুক হইল দ্রোণ পুত্রের সহিতে॥
বিরাট পর্ব্বের কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

কৌরবদের পরাজয়

এথাতে অর্জ্জুন বীর উত্তরের সনে।
বহুল বিনয় করে বিরাটনন্দনে॥
শুন হের বৃহন্নলা আহ্মার বচন।
না কর না কর মোর প্রাণের নিধন॥
বহু ভয়ে মোর রথ যাই নিজ পুরে।
কুরুরণ সমে আহ্মি না যাইব সমরে॥
একশত হস্তী দিমু সোনাএ মণ্ডিত।
চৌদ্দখান গ্রাম দিব পরম শোভিত॥
একশত ঘোড়া দিব সোনাএ মণ্ডিত।
দুইশত গাভী দিমু বৎসের সহিত॥
আর বহু বিধ দিমু নেতের বসন।
দুই কোটি শুদ্ধ দিমু রজতকাঞ্চন॥
পঞ্চখান বাড়ী দিমু শাসনের সনে।
দুইখান পুরী দিমু পুষ্পের উদ্যান॥
তথাচ না কর মোর প্রাণের নিধন।
ধেনুবৎস আহ্মার যে নেউক গোধন॥
বৃহন্নলাএ কহে শুন রাজার কোঞ্জর।
কেনে বা হইছ তুহ্মি প্রাণের কাতর॥
ক্ষত্রি হৈয়া যেই জনে ভঙ্গ দেহি রণে।
সেই সবে চলি যাএ নরকভুবনে॥
এতেক সমর কর রাখ তুহ্মি যশ।
কুরুসৈন্য যুদ্ধ কর রাখহ সাহস॥
ভাগ্যে ক্ষত্রিয়বংশে হএ নরপতি।
জিনিলে সর্ব্বত্র যশ মৈলে স্বর্গগতি॥
উত্তরে কহন্ত তোহ্মা কহি শুন আহ্মি।
আহ্মি নির্বল দেখ নপুংসক তুহ্মি॥
একজন নাহি মোতে পুরুষআকার।
মহা মহা রথীগণ কি হৌক আহ্মার॥
না পারি যুঝিতে আহ্মি কুরুবল সনে।
এতেকে ফিরাও রথ ধরিএ চরণে॥
আশ্বাসিয়া কহে তবে অর্জ্জুন তখন।
স্থির হও মহাশয় নৃপতিনন্দন॥
যদি তুহ্মি যুঝিবারে না হএ শকতি।
আহ্মি যুঝিব তুহ্মি হও তো সারথি॥
এহি তুহ্মি দেখহ যথেক কুরুগণ।
সিংহ মাঝে হস্তী যেন লএ মোর মন॥
সকল জিনিব আহ্মি দেখহ সমরে।
রথ চালাও তুহ্মি ভয় এড় দূরে॥
কুরুসৈন্য জিনিয়া তোহ্মার দিমু জয়।
ঘুষিব তোহ্মার যশ অসম সাহস॥
ই বলিয়া বৃহন্নলা তাকে সান্ত্বাইল।
মধুর পয়ার কথা সঞ্জএ কহিল॥

তখনে উত্তর স্থানে কহে ধনঞ্জয়।
মোর এক বাক্য শুন বিরাটতনয়॥

CENTRAL LIBRARY

চল যাই উত্তর চালাও শীঘ্ররথ ।
ভাল ভাল অস্ত্র সব আনিএ সমস্ত ॥
বালক খেলার ধনু দেখি তোহ্মা হাতে ।
এহি ধনু কুরুবল না পারি জিনিতে ॥
এহি রথে চড়িয়া নারি করিতে সমর ।
মোর টান না সহে তোহ্মার অল্প শর ॥
ই অস্ত্রে না ভেদে যেন কৌরব শরীর ।
সুমেরু সমান দেখি এক এক বীর ॥
বড় বড় হস্তী সব মারিতে না পারি ।
তোহ্মার এমত ধনু আহ্মি ত না ধরি ॥
এতেকে কহিএ শীঘ্র চালাও রথ খান ।
বাছিয়া বাছিয়া যত আনি গিয়া বাণ ॥
শুনিয়া উত্তর বীর কুতূহল মনে ।
রথখান চালাইল পবনগমনে ॥
শমীবৃক্ষ স্থানে দুই যদি গেল পুনি ।
উত্তরক সম্বোধিয়া কহিলেক বাণী ॥
বৃক্ষের উপরে দেখ এহি পঞ্চটোন ।
ভিন্ন ভিন্ন দেখ এহি বড়হি শোভন ॥
দক্ষিণের টোন এহি সিংহছাল বেড়া ।
তাহার সহিতে দেখ মণিমুষ্ট খাড়া ॥
এহি অস্ত্রে ধনঞ্জএ সকল জিনিল ।
দেবাসুর যুদ্ধে তাহা ভাল পরীক্ষিল ॥
শীঘ্র গিয়া এহি টোন আনহ সত্বর ।
তবে সে যাইতে পারি সমর ভিতর ॥
তখনে উত্তর উঠে শমীবৃক্ষ পরে ।
সেই টোন খাড়া সব আনিল সত্বরে ॥
আর চারি টোন দেখে বৃক্ষের উপরে ।
তাহা দেখি জিজ্ঞাসিল উত্তরকুমারে ॥
ভিন্ন ভিন্ন টোন দেখি বৃক্ষের উপরে ।
কার কার টোন এহি কহত সত্বরে ॥
বৃহন্নলাএ কহে এহি পঞ্চপাণ্ডবের ।
যত্ন করি রাখিয়াছে বৃক্ষের উপর ॥
কুমারে কহন্ত কথা সেই পঞ্চজন ।
কোন দেশে আছে তারা কহত অখন ॥

অর্জ্জুনে কহন্ত আহ্মি সর্ব্ব জানি তত্ত্বে ।
আহ্মি সারথি ছিল অর্জ্জুনের রথে ॥
কুমারে বোলন্ত তুহ্মি হও কোনজন ।
নপুংসক বেশ তুহ্মি হৈলা কি কারণ ॥
সর্ব্ব কথা কহ মোতে কপট করি দূর ।
তবে সে আহ্মার মনে কতুক প্রচুর ॥
তবে অর্জ্জুন তাকে দিল পরিচয় ।
চিনহ উত্তর বীর আহ্মি ধনঞ্জয় ॥
কুমারে কহন্ত তুহ্মি হয়ত অর্জ্জুন ।
আর চারিজন কথা কহত নিপুণ ॥
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির কোথাএ বৃকোদর ।
কোথাএ আছেন্ত সহদেব নকুল কোয়র ॥
কোথাএ দ্রৌপদী দেবী পাঞ্চালদুহিতা ।
শুনিতে আনন্দ মোর কহ শুনি কথা ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তুহ্মি লও পরিচয় ।
কঙ্ক নামে যুধিষ্ঠিরে পাশা যে খেলএ ॥
রন্ধনশালাতে দেখ বীর বৃকোদর ।
অগোচরে মারন্ত কীচক নিশাচর ॥
সহদেব নকুল গোপাল অশ্বপাল ।
সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী কীচকবংশ কাল ॥
তাহা শুনি কুমার হইল অনুভব ।
দুই হাত জোড় করি জিজ্ঞাসএ সব ॥
সৈত্য যদি তুহ্মি হও অর্জ্জুন নিশ্চয়ে ।
তবে তোহ্মার দশ নাম কহিবা নিশ্চয় ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত শুন বিরাটনন্দন ।
পরিচয় লও মোর নামের অখন ॥
যখনে হৈল মোর জন্ম হিমালয় ।
তখনে আহ্মার নাম হইল ধনঞ্জয় ॥
যখনে হইল জন্ম মোর পঞ্চমাসে ।
অর্জ্জুন হেন মোর নাম হইল বিশেষে ॥
তেজে বীর্য্যে দেখি মোর আজানুলম্বিত ।
সব্যসাচী নাম মোর হইল নিশ্চিত ॥
খাণ্ডবদাহনে নাম হইল কিরীটী ।
দেবতার সনে যুদ্ধে হইল পরিপাটী ॥

CENTRAL LIBRARY

মোহোদধি বান্ধি যদি করিলম বন্ধন ।
সব্যসাচি নাম মোর হইল তখন ॥
বিষ্ণুসখা হেন করি জিষ্ণু নাম ধরি ।
কালকেতু মারি নাম হইল ফাল্গুনী ॥
বীভৎস আদি করি ক্রমে দশ নাম ।
এহি মোর দশনাম শুন অনুপাম ॥
শুনিয়া কুমার হইল কুতূহল মতি ।
অর্জ্জুনের পাএ পড়ি করএ প্রণতি ॥
এবে সে খণ্ডিল মোর মনের বিস্ময় ।
চতুর্গুণ বল মোর হইল হৃদয় ॥
তবে অর্জ্জুনের ধ্বজ কৈল আবাহন ।
কপিধ্বজ মায়ারথ আইল তখন ॥
দেবদত্ত নাম শঙ্খ স্বর্গ মর্ত্ত্যে জানি ।
আইল গাণ্ডীব ধনু মায়ার নিধানী ॥
তখনে অর্জ্জুনে ধনু লইলেক হাতে ।
প্রদক্ষিণ করিয়া চড়িল দিব্যরথে ॥
অগ্নি পরম দেব মনেত ধরিল ।
আপনার যত অস্ত্র সত্বরে আইল ॥
আপনার অক্ষয় কবচ দিল গাএ ।
আপনা মুকুট তুলি দিলেক মাথাএ ॥
উত্তর সহিতে বীর চড়িলেক রথে ।
সুবর্ণ লাকড়ি দিল উত্তরের হাতে ॥
উত্তর গোগ্রহে বীর চলিল তখন ।
সঞ্জয় কহিল কথা মধুর ভাষণ ॥
অর্জ্জুন উত্তর কথা বিরাট পর্ব্বএ ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

আপনা গাণ্ডীব ধনু লইয়া অর্জ্জুনে ।
দুই হাতে ধনু ধরি ঝাকএ তখনে ॥
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করিলেক পুনি ।
বজ্রের নির্ঘাত যেন চতুর্ভিতে শুনি ॥
দুইহাতে ধরি করে ধনুর টঙ্কার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥

বীরদর্পে শঙ্খনাদ অর্জ্জুনে করিল ।
তাহা শুনি কুরুবল ভএ মোহ হইল ॥
অর্জ্জুনের শঙ্খের শব্দ অতি ভয়ঙ্কর ।
পাক পাড়ে কুরুবল যেন সিন্ধু নীর ॥
উত্তরে চালাএ রথ পবনের গতি ।
সে রথের গর্জ্জনে কম্পএ বসুমতী ॥
ভয় পাইয়া কুরগণ হইল হতাশ ।
ভয় পাইয়া দুর্য্যোধনের ঘন বহে শ্বাস ॥
অর্জ্জুনের ধ্বজে দেখি নির্ম্মল পতাকা ।
লেজ কান নাড়ি কপি শব্দ করে চোখা ॥
তাহার শবদে কাপে সরিৎ সাগর ।
কতুক চাহিতে আইল দেব পুরন্দর ॥
অর্জ্জুনের ধ্বজা দেখি পরশে আকাশ ।
তাহা দেখি কুরুগণের লাগিল তরাস ॥
মন পবন গতি রথের গমন ।
ঘন ঘন শুনি তবে ধনুর নিঃস্বন ॥
হেনকালে অর্জ্জুনে সপিল এক শর ।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন কহে সভার গোচর ॥
দ্রোণে কহে সকল কহিল আহ্মি পূর্ব্বে ।
তাহা শুনি হাসিয়া কহিলা তুহ্মি সবে ॥
এহি দেখ রথ গতি আইসএ অর্জ্জুন ।
গাণ্ডীবের শব্দে এবে কর্ণ পাতি শুন ॥
তাহা দেখি কুরু সৈন্য ভয়াকুল হৈল ।
রাজার হরিষ হেতু কর্ণে তাহা কৈল ॥
কর্ণে বোলে যদি এথা আইসএ অর্জ্জুন ।
তার মোর যুদ্ধ আজি দেখিবা দারুণ ॥
শরীরেত বল নাই ধরিবারে ধনু ।
ফলমূল খাই তার শুখাইছে তনু ॥
বজ্র হেন মোর বাণ ফুটিয়া হৃদয় ।
দুই বাণ ফুটিয়া মরিব ধনঞ্জয় ॥
এতেকে আহ্মার সনে যুদ্ধ হইল তার ।
এহিমতে কহে রঙ্গ হইতে রাজার ॥
তবে সব কুরুবল করিয়া যুকতি ।
চারিভাগ হইলেক যত মহারথী ॥

CENTRAL LIBRARY

দুর্য্যোধন দুঃশাসন শকুনি সহিতে।
ধেনু বৎস লৈয়া রাজা যায় দক্ষিণেতে॥
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ বীর আর অশ্বত্থামা।
ই সকল মহাবীর ইন্দ্রের উপমা॥
তবে অর্জ্জুনে কহে উত্তরের স্থানে।
ধেনু বৎস লৈয়া যাএ দেখ দুর্য্যোধনে॥
আগে চালাও রথ দুর্য্যোধন ভিতে।
ধেনু বৎস আগে গিয়া আনিএ এথাতে॥
দ্রোণ কর্ণ পাছু করি চলহ সত্বরে।
ততক্ষণে রথখান চালায় উত্তরে॥
সমুখেত গিয়া পার্থ শঙ্খনাদ কৈল।
শঙ্খনাদে ধেনু বৎস সকল ফিরিল॥
বিরাটপুরীর দিগে চলে ধেনুগণ।
তাহা দেখি ভয়াতুর হৈল দুর্য্যোধন॥
আগু হৈয়া অর্জ্জুনে তাহার পথ রুন্ধে।
পাক পাড়ে দুর্য্যোধন দেখি নানা ছান্দে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত শুন রাজা দুর্য্যোধন।
চোর হেন ধেনু লৈয়া ধাও কি কারণ॥
যুধিষ্ঠির রাজার নির্দেশ পালি আহ্মি।
পৃথিবীতে রাজচক্রবর্ত্তী বোল তুহ্মি॥
এক বাণ না খাইয়া বিমুখে পলাইছ।
ভীমের গদার বাড়ি এড না খাইছ॥
আগে পাছে কেহ নাই চোরের লৈক্ষণ।
কথাএ তোর শকুনি দুরন্ত দুঃশাসন॥
আহ্মি তোরে মারিতে রাখিব কোন জন।
চোর হেন ধাও তুহ্মি কিসের কারণ॥
তবে অর্জ্জুন বীর উত্তর সহিতে।
পুনরপি আইলেক সৈন্যের অগ্রেতে॥
পুনরপি দুই বান অর্জ্জুনে এড়িল।
পুষ্প মালা হৈয়া বান তখনে চলিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ পাএ পড়িল তখন।
তাহা দেখি মোহ পায় যত কুরুগণ॥
দ্রোণ পাএ অর্জ্জুনে করিল নমস্কার।
দুই হস্ত জুড়িয়া করন্ত পরিহার॥
অর্জ্জুনে কহন্ত গুরু মোকে দেয় বর।
একেশ্বর জিনিতে সকল কুরুগণ॥
দ্রোণে বোলে হোক তোর সর্ব্বত্র বিজয়।
সেই মত হৌক তোহ্মার শুন মহাশয়॥
তোহ্মার দেখিয়া মোর কুতূহল মন।
কথাতে আছিলা বাপু কহত অখনে॥
কুশলে কি আছে রাজা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
কেমতে আছএ বাপু ভীম মহাবীর॥
সহদেব নকুল নি আছএ কুশলে।
কেমতে দ্রৌপদী আছে কহত সকলে॥
কোনখানে আছিলা হৈয়া অগোচর।
সে সকল কথা মোতে কহ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনে কহন্ত গুরু শুনহ বচন।
অজ্ঞাতে আছিল সব বিরাটভুবন॥
কঙ্করূপে পাশা খেলে রাজা যুধিষ্ঠির।
রন্ধনশালাতে আছে ভীম মহাবীর॥
সহদেব নকুল গোপাল অশ্বপাল।
দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী কীচকবংশ কাল॥
দ্রৌপদীকে কীচক করিল পরিহাস।
আগোচরে ভীমে তারে করিল বিনাশ॥
যেই মতে শিব সনে দেখা হৈল বনে।
যেই মতে যুদ্ধ হৈল কিরাতের সনে॥
যেই মতে মহাদেব দিলেক বিজয়।
যেইমতে কালকে মারিল স্বর্গয়॥
যেইমতে দিল ইন্দ্রে মুকুট মণিময়।
একাক্রমে সকল কহিল ধনঞ্জয়॥
তাহা শুনি দ্রোণাচার্য্য কুতূহল মন।
আশীর্ব্বাদ কৈল তবে দ্রোণ মহাজন॥
অখনে শুনিলম আইলা বিরাটনগরে।
ধেনু বৎস লৈয়া যাও আপনার ঘরে॥
বৎসরেক আছিলাম বিরাটভুবনে।
গর্ভবাস হেন সব করিল পালনে॥
এতেকে তাহার কর্ম্ম চাহি করিবারে।
ধেনুবৎস নিব জিনি তুহ্মি সকলেরে॥

CENTRAL LIBRARY

পুনি ভীষ্ম রূপ পাএ করিল বন্দন।
কহিল ভীষ্মের ঠাই যত বিবরণ॥
তাহা শুনি ভীষ্ম বীর কুতূহল হৈল।
তাহা শুনি ক্রোধ হৈল কর্ণ মহাবল॥
কর্ণে বোলে ধনঞ্জয় শুনহ বচন।
মোর হাতে আজি তোর হইব নিধন॥
পরোক্ষে শুনিছি তোহ্মার প্রতিষ্ঠা বিস্তর।
সে সব দেখাও আজি আহ্মার গোচর॥
আজি তোহ্মা কাল পূর্ণ হইল অখনে।
পলাইয়া যাও তুহ্মি ভয় থাকে মনে॥
তাহা শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধ হইল মতি।
এক কথা কহি শুন কর্ণ অল্প জাতি॥
দুর্য্যোধন কাছে কর বহু অহঙ্কার।
সে সকল দর্প আজি ভাঙ্গিমু তোহ্মার॥
কর্ম্ম নাহি করিতে পৌরুষ যেই করে।
সে সব পাপিষ্ঠ নর জানএ সংসারে॥
যত দুঃখ পাইলাম ত্রয়োদশ বৎসর।
যত দুঃখ দিয়াআছ শুনরে বর্ব্বর॥
তার ফল তোহ্মারে দিবেক আজি রণে।
যদি ভঙ্গ নাহি দেয় কাতর পরাণে॥
সম্মুখে থাকিয়া যদি তুহ্মি কর রণ।
তবে মোর হাতে তোর যাইব জীবন॥
ই বলিয়া দুই বীর ক্রোধে অগ্নি জলে।
দুই চক্ষু পাকাইয়া কর্ণে ধনু তোলে॥
কর্ণ সম করিয়া ধনুক টানে কর্ণ।
ক্রোধ হইল কর্ণ বীর অরুণের বর্ণ॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় হইল দ্বিগুণ।
মহাতেজ দেখি যেন আকাশে অরুণ॥
তাহা দেখি ভয় পাইল উত্তরকুমার।
অর্জ্জুনের স্থানে তবে লাগে কহিবার॥
কোন কোন বীর এহি চিনাও আহ্মারে।
সুমেরু সমান দেখি এক এক বীরে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত এহি ভীষ্ম মহাবীর।
সর্ব্ব আগে ভীষ্ম নির্ভয় শরীর॥
ইন্দ্র জিনি তিন কৈন্যা হরে যেই জনে।
ত্রয়োদশ দিনে যেই ভৃগুরাম জিনে॥
আর যত কর্ম্ম তার সংসারে প্রতিষ্ঠাতা।
ক্রমাগতে কুরুবংশ সেই সে রক্ষিতা॥
তাহার দক্ষিণে দেখ দ্রোণ মহাজন।
কৌরব পাণ্ডব গুরু রণে বিচক্ষণ॥
এহি সে সমুখে দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
যাহাকে সেবয়ে নিতি কৌরবঈশ্বর॥
তাহার দক্ষিণে অশ্বত্থামা যে ধানুকী।
অবিরত তার সনে মোর ঠেকাঠেকি॥
তার পাছে দেখ এহি জয়দ্রথ বীর।
তার পাশে সোমদত্ত নির্ভয় শরীর॥
সকলের মৈধ্যে এহি রাজা দুর্য্যোধন।
সোবর্ণের ছত্র দেখ মাথাতে শোভন॥
দুই পাশে বিশদ চামরে বাও করে।
যার পাদপদ্ম বন্দে পৃথিবীমণ্ডলে॥
সোবর্ণের মুকুট চিকু যাহার চরণে।
এহি দুর্য্যোধন রাজা দেখহ নয়নে॥
দক্ষিণেত দুঃশাসন বামেত শকুনি।
এহি মোর জ্ঞাতিগণ ত্রিভুবন জিনি॥
ই সব সহিতে রণ ইন্দ্রে নাহি পারে।
এক হি সে ভঙ্গ হএ মোহোর সমরে॥
ভয় দূর করি তুহ্মি ধৈর্য্য ধর মনে।
ভালমতে খেদ রথ কর্ণ বীর সনে॥
ধ্বজ যষ্টি ধরি তবে বিরাটকুমার।
রথ চালাইয়া দিল কর্ণ আগুসার॥
কর্ণে অর্জ্জুনে কৈল ধনুর টঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥
দুই বীরে ধনু ধরি পূরিল সন্ধান।
তাহা দেখি উত্তর হইল কম্পমান॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তুহ্মি থাক ধ্বজ আড়ে।
তোহ্মার উপরে যেন অস্ত্র নাহি পড়ে॥
তবে কর্ণ তিন বাণ লইলেক হাতে।
মন্ত্র পড়িয়া বাণ জোড়ে ধনুকেতে।

অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র পড়ে ঝাকে ঝাকে ।
আকাশ ভরিয়া যেন বক পড়ে চাকে ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনে জুড়িলেক বাণ ।
সে সকল কাটিয়া করিল খান খান ॥
তবে কর্ণে এড়িলেক বান নাগপাশ ।
কোটি কোটি সর্প আইসে ভরিয়া আকাশ ॥
অর্জ্জুন উপরে সব বিষ বৃষ্টি করে ।
তাহা দেখি অর্জ্জুনে গরুড় অস্ত্র ধরে ॥
ধনুক এড়িয়া বাণ ছুটিলেক প্রচণ্ড ।
সর্প সব গরুড়ে করিল খণ্ড খণ্ড ॥
তবে কর্ণে শক্তি এড়ে বহুল কুপিয়া ।
বৃক্ষের উপরে যেন ঝাকে উড়ে টিয়া ॥
কোটি কোটি বাণ পড়ে অর্জ্জুন উপরে ।
পশুপাত অস্ত্র এড়ি অর্জ্জুনে সংহারে ॥
অগ্নিবাণ এড়ি কর্ণে কৈল অগ্নিময় ।
তাহা দেখি দেবতা সকল পাইল ভয় ॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বরুণ সান্ধিল ।
মহাবৃষ্টি ধারা হৈয়া অগ্নি নিবাইল ॥
তবে কর্ণে তখনে সান্ধিল বায়ু বাণ ।
আকাশেত মেঘ সব কৈল খান খান ॥
এহিমতে দুই যুদ্ধ করিল নির্ভয়ে ।
ভএ রথে পড়িলেক উত্তরকুমারে ॥
আপনে সারথি পার্থ আপনেই রথী ।
এতেক করিতে পারে এতেক শকতি ॥
তবে কর্ণে দৃঢ় মুষ্টি পূরিয়া সন্ধান ।
মারিল অর্জ্জুন বলি হানে দশ বাণ ॥
অর্জ্জুন উপরে গিয়া পড়ে দশ শর ।
সেই বাণে অর্জ্জুনে কম্পএ থর থর ॥
থর থর কাপে ধনু না রহে মুষ্টিত ।
পড়িতে লাগিল ধনু না ধরে আচুম্বিত ॥
হাহাকার করএ সকল দেবগণ ।
নানাবাদ্য তথাতে করএ দুর্যোধন ॥
সে সকল বাদ্যে রাজা কম্পএ ধরণী ।
সিংহনাদ করে কর্ণ পুনর্বাণ হানি ॥

লজ্জাএ অর্জ্জুন বীর কুপিল দ্বিগুণ ।
দশ গোটা শর হানে বড়হি দারুণ ॥
কর্ণ মৈল বলি বাণ এড়ে মহা চোটে ।
বজ্র হেন লাগে বাণ কর্ণের ললাটে ॥
ললাটে ফাটিয়া তার গলএ রুধির ।
তথাপিহ না কম্পিল কর্ণ মহাবীর ॥
রক্তে তিতা কর্ণ বীর অরুণ সমান ।
অর্জ্জুন উপরে হানে মহা খুরবাণ ॥
সেই তীক্ষ্ণ শরে তার গাও বিদারিল ।
রক্তে রাঙ্গা রুদ্র যেন অর্জ্জুন হইল ॥
দুইর শরীর মৈধ্যে ঝাকে অস্ত্র পড়ে ।
গগনেত গৃধিনী মাংস লৈয়া উড়ে ॥
কর্ণ শরে ধনঞ্জয় হইল অস্থির ।
লাজে ক্রোধে স্থির হইল পার্থ মহাবীর ॥
রুদ্র বাণ সান্ধি বীরে করিল সন্ধান ।
খণ্ড খণ্ড করিল কর্ণের রথখান ॥
ধনুখান কাটিলেক সারথি সহিতে ।
কর্ণের উপরে বাণ হানে শতে শতে ॥
রথ ধনু নাহি দেখি কর্ণে দিল ভঙ্গ ।
প্রলয় বাতাসে যেন সমুদ্র তরঙ্গ ॥
কর্ণ ভঙ্গে অর্জ্জুনে করিল শঙ্খধ্বনি ।
তাহা দেখি ভয় পাইল কৌরববাহিনী ॥
অবসরে অর্জ্জুনে মারএ বহু সেনা ॥
একধনু ধরিয়া করিল বীরপনা ॥
নর গজ অশ্ব সব পড়ে যুতে যুতে ।
যতেক ভাসিল বীর রক্তনদীতে ॥
এহিমতে আকুল করিল কুরুবল ।
পুষ্প বৃষ্টি করিলেক দেবতাসকল ॥
তাহা দেখি দুর্য্যোধন ভয় পাইল মনে ।
এক রথে গেল রাজা দ্রোণের শরণে ॥
দেখ গুরু সমরেত কর্ণ দিল ভঙ্গ ।
সর্ব্ব সৈন্য মারে দেখ অর্জ্জুন তরঙ্গ ॥
তুহ্মি পরে কেবা সহে অর্জ্জুনসন্ধান ।
অর্জ্জুনে এতেক করে তোহ্মা বিদ্যমান ॥

পরিহার করি গুরু এতেকে তোহ্মারে।
অর্জ্জুন মারিয়া জয় দেয়ত আহ্মারে॥
তখনে চলিল দ্রোণ রাজার বচনে।
সারথিকে কহে যাও অর্জ্জুনসদনে॥
তখনে সারথি রথ চালাএ সত্বর।
বেগবন্ত চলি গেল অর্জ্জুনগোচর॥
এথাতে অর্জ্জুনে কহে উত্তর সম্বোধি।
আহ্মা হেতু দ্রোণ বীর আইসএ বিরোধী॥
সাবহিতে রথখান চালাও সত্বরে।
তাহাকে জিনিলে জিনি যত কুরুগণে॥
উত্তরে কহন্ত মোর নাহিক শকতি।
রথ চালাইতে নারি শুন মহামতি॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তুহ্মি না করিয় ভএ।
ধ্বজ আড়ে থাক তুহ্মি শুন মহাশএ॥
তখনে আইল দ্রোণ বহুল রুষিয়া।
অর্জ্জুনেরে কহিলেক বহুল দর্পিয়া॥
দ্রোণে বোলে অর্জ্জুন যে বড়হি চঞ্চল।
মোর সঙ্গে যুদ্ধ আজি বড়হি জঞ্জাল॥
ধেনু বৎস লৈয়া যাও বিরাটনগরে।
মোর সনে যুদ্ধ করি পারে কোন জন॥
অর্জ্জুন বিক্রম দ্রোণ জানে ভালোমতে।
তথাপি কহএ দ্রোণ লোকের বিদিতে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত গুরু প্রসাদে তোহ্মার।
যথেক প্রতিষ্ঠা গুরু দেখিছ আহ্মার॥
যত অস্ত্র পাইআছি দেখহ আপনে।
সকল দেখাইব আহ্মি তোহ্মা বিদ্যমানে॥
আগে গুরু প্রহার করহ তুহ্মি যবে।
ক্ষত্রি ধর্ম্ম অনুসারে প্রহারিব তবে॥
তবে দ্রোণে হাসিয়া হানএ পঞ্চবাণ।
পুনি দ্রোণে হানিলেক চৌদ্দ খরসান॥
তবে অর্জ্জুনে হানে দ্রোণাচার্য্য পাএ।
পুনি দশ বাণ হানিলেক তান গাএ॥
ক্ষণেকে সমর হৈল অতি ঘোরতর।
দুই বীরের সমর হইল ভয়ঙ্কর॥

সমান ধনুর শিক্ষা সমান ঘোটক।
সমান দুইর শিক্ষা সমান সাধক॥
দুই জনে বাণ ছাএ ভরিয়া গগন।
ভয় পাইয়া দুই দলে খাটিল নয়ন॥
আকাশে থাকিয়া দেবে পাইলক ডর।
ক্ষণেক আছিল তাতে দুইর সমর॥
তবে অর্জ্জুনে পুনি পূরিয়া সন্ধান।
দ্রোণের উপরে হানে কোটি কোটি বাণ॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন কাল বিকাল।
বহু বাণ হানি তবে করিল বেহাল॥
অর্জ্জুনের বাণ সব বজ্র সমোশর।
তাহা দেখি ক্রোধ হইল দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
কর্ণ সম করিয়া টানএ ধনুখান।
অর্জ্জুন উপরে হানে বৎসদন্ত বাণ॥
আর দশ বাণ হানে অর্জ্জুন হৃদয়।
কবচ ভেদিয়া বাণ শরীরে পৈশয়॥
সেই বাণে বিকল হইল পার্থবীর।
ঝলকে ঝলকে পড়ে গাএর রুধির॥
আর তিন ব্রহ্মাস্ত্র-দ্রোণাচার্য্য এড়ে।
বজ্র হেন গিয়া বাণ পার্থ গাএ পড়ে॥
সেই বাণে ধনঞ্জয় ক্ষণেক মোহিত।
ধ্বজ যষ্টি ধরি রহে নাহি সমাহিত॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাইয়া উঠিল অর্জ্জুন।
ক্রোধে কম্পএ গাও বিক্রমে দ্বিগুণ॥
গাণ্ডীবধনুতে জুড়ি বাণ পাশুপাত।
দ্রোণ কলেবরে বাণ হানে শতে শত॥
শীঘ্রহস্তে আচার্য্যে করএ নিবারণ।
চক্র হেন দুই রথ করএ ভ্রমণ॥
কেহ করে অগ্নিময় কেহ করে জল।
ক্ষণেক অন্তরে দুই হইল বিকল॥
ধনু হাতে দ্রোণ কেহ না পারে জিনিতে।
দ্রোণক জিনিতে পার্থ মনে মনে চিন্তে॥
ভএ কাতর হৈয়া উত্তরকুমার।
অচৈতন্য হৈয়া রৈল রথের মাঝার॥

আপনে সারথি পার্থ আপনেই রথী ।
দ্রোণ সনে যুদ্ধ করে প্রাণের শকতি ॥
তবে দ্রোণে ধ্বজ হানে অতি খুরশর ।
থর থর করি কম্পে ধ্বজের বানর ॥
চারি ঘোড়া হানিয়া করিল জর্জ্জরিত ।
থর থর কম্পে ঘোড়া বাথাএ পীড়িত ॥
তবে নারাচ বাণ দ্রোণাচার্য্য এড়ে ।
পঞ্চবাণে তাহাকে অর্জ্জুনে কাটি পাড়ে ॥
তবে দ্রোণে হানিলেক বাণ বাছের বাছ ।
শানেত ঘসিয়া হানে দিগল নারাচ ॥
সে সকল বাণে গিয়া গাও বিদারিল ।
পুষ্পিত কিংশুক যেন অর্জ্জুন হইল ॥
তবে পার্থ কুপিয়া এড়িল রুদ্রবাণ ।
সর্ব্ব বলে ধনুখান করিল সন্ধান ॥
সারথি সহিতে রথ কাটে সেই বাণে ।
তিন লোকে ভয় পাইল অর্জ্জুনসন্ধানে ॥
ধনু রথ নাই দ্রোণ পড়িল সঙ্কটে ।
মহাক্রোধে অর্জ্জুনের রথেত না আটে ॥
বিরথী হইল দ্রোণ নাহিক সারথি ।
পাছু পাও হৈলা দ্রোণ হইয়া বিরথী ॥
সঞ্জএ কহিল দ্রোণ রণে হৈল ভঙ্গ ।
শঙ্খনাদ করি করে অর্জ্জুনে আতঙ্ক ॥

দুই হাতে ধরি শঙ্খ অর্জ্জুনে ফুৎকারে ।
কর্ণতালি লাগি তবে কুরুসৈন্য মরে ॥
কুপিয়া অর্জ্জুনে তবে পূরিয়া সন্ধান ।
অশ্ব গজ কাটিয়া করিল খান খান ॥
ঘোটক সারথি সনে পড়ে ঝাকে ঝাকে ।
নিকটে আইল যম কুরুসৈন্যে দেখে ॥
তাহা দেখি ক্রোধ হইল বীর দুঃশাসন ।
পঞ্চলৈক্ষ হস্তী সঙ্গে পিঙ্গললোচন ॥
শকুনি সহিতে সেই কুবুদ্ধি বর্ব্বর ।
গজ সব টুটাইল অর্জ্জুন উপর ॥

পঞ্চলৈক্ষ হস্তীসমে বেড়ে অর্জ্জুনক ।
যেন মেঘে আচ্ছাদিল সম্পূর্ণ সূর্য্যক ॥
অর্জ্জুন পূরিয়া বাণ করিল সন্ধান ।
হস্তী সব উপরে হানএ বহুবাণ ॥
নারাচ বরাহ আদি কুন্ত যে কুঠার ।
এহি সব বাণ হানে দেখি চমৎকার ॥
শূণ্যদণ্ডে হস্তীর মস্তক কাটি পাড়ে ।
যেহেন কদলী বন উড়াইল ঝড়ে ॥
হস্তীমুখ হানিয়া অর্জ্জুনে কৈল ধাড়ি ।
ভঙ্গ দিল হস্তীসব করি দড়মড়ি ॥
মাহুত সহিতে হস্তী ধাএ শতে শতে ।
কত কত পড়িলেক ভূমি দিয়া দন্তে ॥
অর্জ্জুনের বাণে হস্তী নানাদিগে ধাএ ।
যেন মেঘ বিনাশিল শরতের বাএ ॥
শকুনি সহিতে ভঙ্গ দিল দুঃশাসন ।
অশ্ব গজ কাটিয়া করিল খান খান ॥
এক রথে অর্জ্জুনে সকল সেনা মারে ।
স্বর্গেত নর্ত্তকী যেন নানা নৃত্য করে ॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে উড়াইল কুরুগণ ।
যেন মেঘে খণ্ড খণ্ড করএ পবন ॥
তাহা দেখি ভয়ে যে কাতর দুর্যোধন ।
অর্জ্জুনেক দেখে যেন দারুণ শমন ॥
অর্জ্জুনে বিমুখ যদি করিল দ্রোণক ।
পুষ্পবৃষ্টি করি দেব চাহন্ত কতুক ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম বীর ।
মহারণ পরাক্রম বিক্রমে গভীর ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনে তোলএ উত্তরেরে ।
স্থির হও এহি দেখ আইসে ভীষ্মবীরে ॥
তাহান সহিতে চাহি করিবারে রণ ।
তাহাকে জিনিলে জিনি ই তিন ভুবন ॥
রথখান অখনে চালাও ভালমতে ।
হইব বিষম রণ ভীষ্মের সহিতে ॥
উত্তরে কহন্ত মোর না রহে জীবন ।
দারুণ অস্ত্রের তেজ না যায় সহন ॥

অর্জ্জুনে কহন্ত তুহ্মি থাকহ বসিয়া।
যষ্টির আড়ে রহ মোর আড় হৈয়া॥
হেন কালে আইল ভীষ্ম যুঝিবারে মনে।
অর্জ্জুনে কহিলেক হাসিয়া তখনে॥
চলহ অর্জ্জুন যাও আপনা সরিয়া।
যে করিলা এহি ভাল সমর জিনিয়া॥
মোর বাণ সহে হেন নাহিক ভুবনে।
এতেকে উপেক্ষি আহ্মি বালককারণে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তুহ্মি কহিছ উচিত।
পিতামহ দেখি আহ্মি মনে বাসি ভীত॥
জানিয়া শুনিয়া কেন মোরে কর হেলা।
অর্জ্জুনের বাণে সব গরলের জ্বালা॥
আজি আহ্মি দেখাইমু যত কিছু শিক্ষা।
গোচর করিব আজ অস্ত্রের পরীক্ষা॥
ব্যথা পাও করিয়া মনেতে মোর শঙ্কা।
তোহ্মার প্রসাদে মোর কিছু নাই শঙ্কা॥
অর্জ্জুনপ্রতাপ ভীষ্ম জানএ সকল।
হাসিয়া লইল ধনু ভীষ্ম মহাবল॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তুহ্মি আগে হান বাণ।
তবে সে তোহ্মাতে আহ্মি করিব সন্ধান॥
অল্প টানিয়া ধনু ভীষ্ম মহাশয়।
কিছু কিছু করিয়া হানএ ধনঞ্জয়॥
অর্জ্জুনে হানে তবে কিছু কিছু করি।
ক্ষণেক অন্তরে হৈল যম অবতরি॥
পৃথিবী ভরিয়া হৈল যত শরচয়।
সূর্য্যপথ বিরোধিল অন্ধকারময়॥
বাণের আতঙ্কে ভঙ্গ দিল দেবগণ।
কে কারে জিনিব হেন না যাএ কহন॥
তবে ভীষ্মে কোপে তবে অর্দ্ধচন্দ্র ঘেড়ে।
তীক্ষ্ণ ধুরে অর্জ্জুনে আকাশে কাটি পাড়ে॥
তাহা দেখি দ্বিগুণ রুষিল ভীষ্মবীর।
অর্জ্জুনেক হানে বাণ নির্ভয় শরীর॥
পরিঘ মুষল আর হানে কুন্ত জাঠি।
নানামত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ পরিপাটী॥

তবে ভীষ্মে সাত বাণ হানে ধনুগুণে।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ ধার দিয়া শানে॥
সন্ধান পূরিয়া হানে অর্জ্জুন হৃদয়।
ব্যথাএ বিকল পার্থ দেখে অগ্নিময়॥
শোণিতে তিতিয়া বীর অসির সমান।
ভীষ্মের বাণের বিষে কম্পে সর্ব্ব প্রাণ॥
অর্জ্জুন কম্পিতে কম্পে সকল ধরণী।
জর্জ্জর হইল বীর মুখে না আইসে বাণী॥
ঘোটক সহিতে ধ্বজ হইল থর থর।
কালান্তক হেন দেখি ভীষ্ম বীরবর॥
এহিমতে দুই জনে বাণে ঠেকাঠেকি।
ভএ সকল বীর মুদিলেক আখি॥
পুষ্পবৃষ্টি ইন্দ্রে করে দুইর উপরে।
কেবা গুরু কেবা শিষ্য চিনিতে না পারে॥
দুইর ধনুর শব্দ শুনি ভয়ঙ্কর।
ধনুর টঙ্কার দুই উথলে সাগর॥
কুরুবাণ সিংহনাদ বহল রাজন।
অর্জ্জুনে করএ পুনি শঙ্খের নিঃস্বন॥
তবে অর্জ্জুনে পাশুপাত অস্ত্র লএ।
মন্ত্রপাঠি বাণ হানে ভীষ্মের হৃদয়॥
বজ্রহেন সেই বাণ ফুটি ভীষ্ম বুকে।
ব্যথাএ বিকল ভীষ্ম পড়িল সঙ্কটে॥
ধ্বজ যষ্টি ধরি ধরে ভীষ্ম বীর বৈসে।
সারথি নামাএ রথ মনে ভয় বাসে॥
বিরাট পর্ব্বের কথা ভারত প্রসঙ্গ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভীষ্মে দিল ভঙ্গ॥

ভীষ্ম ভঙ্গে অর্জ্জুনে করএ সিংহনাদ।
কৌরব সকলে তবে পাইল অবসাদ॥
অর্জ্জুনে মারএ সৈন্য খেদিয়া বিশাল।
শতে শতে পড়ে বীর যেন পাকা তাল॥
হস্তপদ কন্ধ লৈয়া উড়এ গৃধিনী।
মাংসে কর্দ্দম হৈল ব্যাপিয়া মেদিনী॥

CENTRAL LIBRARY

তাহা দেখি ভয় পাইল রাজা দুর্যোধন ।
ভয় পাইয়া গেল রাজা কর্ণের সদন ।
ভীষ্ম দ্রোণ দুইজনে রণ উপেক্ষিল ।
দেখহ অর্জ্জুনে সৈন্য সব বিনাশিল ॥
শরতের মেঘ যেন তোহ্মার গর্জ্জন ।
সেইমত কর্ণ তোহ্মা লএ মোর মন ॥
হেনকালে নাহি পার অর্জ্জুন মারিতে ।
বিশেষ হইছে জীর্ণ বল নাই তাতে ॥
তাহা শুনি কর্ণে কহে হরিষ কারণ ।
কিসের কারণে রাজা দুঃখ পাও মন ॥
রথ নিবারে আহ্মি আইল এথাতে ।
তাহাতে দেখিল রণ দ্রোণের সহিতে ॥
অর্জ্জুন মারিতে মোর কত বড় ভার ।
রণেত যাইব চিন্তা না করিবা আর ॥
ই বলিয়া কর্ণ বীর চলিল তখন ।
ধনু বাণ হাতে গেল অর্জ্জুনসদন ॥
কর্ণে কহে অর্জ্জুন করহ অহঙ্কার ।
আজি মুঞি বল দর্প ভাঙ্গিমু তোহ্মার ॥
রথ আনিতে মুঞি গেলম নিজ সৈন্যে ।
তথাএ থাকি দেখি রণ কর দ্রোণ সনে ॥
ব্রাহ্মণ জিনিয়া রণে কর বীর দাপ ।
বৃদ্ধ ভীষ্ম জিনিয়া কর এতেক প্রতাপ ॥
অর্জ্জুন বোলন্ত শুন হীনজাতি কর্ণ ।
একবার পলাইয়া রাখিছ পরাণ ॥
দুর্যোধন পীরিতে আসিছ আর বার ।
যদি ভঙ্গ নাহি দেও নাহিক নিস্তার ॥
তাহাকে শুনিয়া কর্ণ রুষিল দ্বিগুণ ।
অর্জ্জুনক বাণে হানে বড়হি দারুণ ॥
বাণে বাণ অর্জ্জুনে করয়ে খান খান ।
পুনি বাণ হানে পার্থ বজ্রের সমান ॥
তাহাকে নিবারে কর্ণ সুদৃঢ় প্রহারে ।
সন্ধান পূরিয়া ধনু অর্জ্জুনক হানে ॥
চতুর্দ্দশ শরে হানে কর্ণ মহাবীর ।
অর্জ্জুনে নিবারে তাহা হইয়া সুস্থির ॥

পুনি যে হানিল কর্ণ শক্তি যে কুঠার ।
আর দশ বাণ হানে শিলে দিয়া ধার ॥
সেই বাণ চলে যেন বজ্র হএ পাত ।
কর্ণতালি লাগে তাহা শুনি ঝঞ্ঝাবাত ॥
কর্ণতালি লাগি পড়ে উত্তরকুমার ।
শুনিল মাথার কেশ কম্পে থর থর ॥
মুক্ত কেশ দেখি কর্ণ তাক নাহি মারে ।
ধর্ম্মযুদ্ধ কর্ণবীর জানএ সংসারে ॥
তবেত অর্জ্জুন জুড়ে খরসান বাণ ।
দশ রুদ্রবাণ হানে শমন সমান ॥
রুদ্রবাণে কবচ ভেদিয়া চলে রোষে ।
মুষিকের গর্ত্তে যেন সর্প গিয়া পৈশে ॥
শ্রান্ত হৈল কর্ণবীর রক্তে ধারা ধরে ।
থর থর কম্পে অঙ্গ ব্যাপিত রুধিরে ॥
ক্ষেণেকে সুস্থির হৈয়া সূর্য্যের নন্দন ।
বিষধর বাণ যত করে বরিষণ ॥
দুই রথ শূণ্য মৈধ্যে চক্র হেন ফিরে ।
স্বর্গ হৈতে ভঙ্গ দিল গন্ধর্ব্ব অপ্সরে ॥
অর্জ্জুন বধের কর্ণ করে নানা আশ ।
বজ্র হেন বাণ হানে হইয়া হতাশ ॥
যেই বাণে পূর্ব্বে রামে জিনিছে ধরণী ।
সেই বাণ ক্রোধে কর্ণ এড়িলেক টানি ॥
সর্ব্ব বলে টানি ধনু অর্জ্জুনে নেহানে ।
বজ্র হেন পড়ে বাণ অর্জ্জুন কপালে ॥
কবচ ভেদিয়া বাণ পশিল পাতাল ।
পৃথিবী কম্পএ যেন কর্ণ বাহুতাল ॥
দারুণ প্রহারে পার্থ হইল কোপিত ।
কুরু সেনা বাদ্য করে হইয়া উল্লসিত ॥
এহি অবসরে কর্ণে ধ্বজে হানে বাণ ।
হানিয়া বানর ধ্বজ কৈল কম্পমান ॥
চারি ঘোড়া হানিয়া করিল জর্জ্জরিত ।
ভয় পাইয়া কপি শব্দ করে বিপরীত ॥
তখনে অর্জ্জুন উঠে বহুল কুপিয়া ।
কর্ণক হানিল বাণ ধনুক টানিয়া ॥

তিন বাণে কর্ণের ধনুক কাটি পাড়ে।
আর দশ বাণ হানি সিংহনাদ করে॥
আর ধনু লইয়া কর্ণ ছাইল গগন।
এহিমতে দুই বীরে কৈল প্রাণপণ॥
খণ্ড খণ্ড করিয়া গাএর মাংস পড়ে।
শতে শতে গৃধিনী তাকে লৈয়া উড়ে॥
রণভূমি নাহি দেখি বাণে অন্ধকার।
পৃথিবী পূরিল দুই ধনুর টঙ্কার॥
ইন্দ্র অস্ত্র অর্জ্জুন এড়এ ঝাকে ঝাকে।
কর্ণের উপরে পড়ে দিয়া ঘন পাকে॥
অর্জ্জুন প্রহারে কর্ণ হইল ফাফর।
যুদ্ধ এড়ি ভঙ্গ দিল হইয়া কাতর॥
কর্ণে ভঙ্গে অর্জ্জুনের হইলেক রঙ্গ।
সঞ্জএ কহিল কথা পুনি কর্ণ ভঙ্গ॥

কর্ণ ভঙ্গে অর্জ্জুনে মারএ কুরুগণ।
যেন বন দহন্ত জানিয়া হুতাশন॥
পুনি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ মহারথী।
জয়দ্রথ দুঃশাসন শকুনি সংহতি॥
একত্র হইয়া সব অর্জ্জুনক হানে।
যেন মেঘে আচ্ছাদিল ছাইয়া গগনে॥
একরথে অর্জ্জুনে জিনএ কুরুগণ।
সর্ব্বদলে দুর্য্যোধন পার্থ একেশ্বর॥
যেন সর্প গরুড়ে করিল খণ্ড খণ্ড।
সেই মত কুরু বল কৈল লণ্ড ভণ্ড॥
পুনি ভঙ্গ পড়িলেক অর্জ্জুনের বাণে।
অর্জ্জুনের শরে সব ঢাকিল গগনে॥
পাকাতাল হেন মুণ্ড পড়ে সারি সারি।
ফরিঙ্গ পতঙ্গ যেন পৃথিবীতে ভরি॥
তাহা দেখি অশ্বত্থামা ক্রোধ হইল মন।
যুঝিবারে আইল সেই অর্জ্জুনের সন॥
অশ্বত্থামা কহে পার্থ জিনিলা সকল।
আজি করিলা তুহ্মি প্রতিষ্ঠা বিস্তর॥
এতেকে আহ্মার সনে এবে কর রণ।
নহে পলাইয়া যাও আপনা ভুবন॥
অর্জ্জুনে কহন্ত মোর নাহিক সন্দেহে।
শত্রু ভএ কাতর অর্জ্জুন বীর নহে॥
কিন্তু ভয় পাই আহ্মি ব্রাহ্মণক দেখি।
তুহ্মি দুঃখ পাইলে আহ্মি বড়হি অসুখী॥
ই সকল তোহ্মা স্থানে কহিলাম ভাই।
পরিণাম দুঃখ পাইবা মোর দোষ নাই॥
এহিমতে দুই বীরে হইল সমর।
দুই বীর হএ এ যে যমের দোসর॥
নানা অস্ত্র প্রয়োগ যে করে দুই জনে।
যার যত অস্ত্র সব না রাখিল টোনে॥
প্রাণ শক্তি চাহে কেহ জিনিতে না পারে।
এহিমতে হইলেক বেলি অবসরে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তাহা জিনিতে না পারি।
সম্মোহন অস্ত্র দিয়া সব মোহ করি॥
তবে সেই মায়া অস্ত্র সাক্ষে ধনঞ্জয়।
ইন্দ্র মন্ত্র পঠিয়া এড়িয়া শরচয়॥
রথে গজে বীর পড়ে সব ঘুমাইয়া।
কত কত পড়িলেক বিবস্ত্র হইয়া॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা চারিজন।
এহি চারিজন মাত্র না হইল মোহন॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আদি কুরুগণ যতে।
বিবসন হৈয়া সব পড়িল ভূমিতে॥
তবে পুনি অর্জ্জুনে চিন্তিল মনে মন।
পুনি রণ হইব জাগিলে কুরুগণ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত শুন বিরাটকুমার।
যাত্রাকালে মাগিছিল ভগিনী তোহ্মার॥
সেই কাল ঘটিয়াছে লওত বসন।
দুর্য্যোধন শকুনি কর্ণ দুঃশাসন॥
এ চারির বসন লও ভীষ্ম দ্রোণ এড়ি।
বিবসনে সকলে বাহএ গড়াগড়ি॥
এ চারির বসন আন শিরে বিচক্ষণ।
আন গিয়া যদবধি না পাএ চেতন॥

CENTRAL LIBRARY

তবে উত্তর গেল কতুক হইয়া।
চারির বসন আনে কতুক করিয়া॥
বিচিত্র নেতের পাগ নানা মধুমএ।
পৃথিবী ছাইয়া গন্ধে আমোদিত হএ॥
তখনে আসিয়া চড়ে আপনার রথে।
ততক্ষণে অর্জ্জুন চলিল শূণ্যপথে॥
দণ্ড দুই অন্তরে থাকিয়া এড়ে বাণ।
মধু বৃষ্টি বাণ এড়ে অমৃত সমান॥
মধুপানে উঠিলেক কৌরব সৈন্য যথে।
কথাতে অর্জ্জুন আছে চাহে চতুর্ভিতে॥
কেহ বোলে পলাইয়া গেল ধনঞ্জয়।
কেহ বোলে নহে কিবা পড়িল রণয়॥
এথাএ মাথে হাত দিয়া চাহে দুর্য্যোধন।
চারিজনে চাহে তারা নাহিক বসন॥
দ্রোণে বোলে ভাল ভাল পলাএ অর্জ্জুনে।
ধৈন্য ধৈন্য অর্জ্জুনে রাখিল সব প্রাণে॥
বিবস্ত্র হইয়া সব পড়িলা রণয়।
মহাঘোর নিদ্রা গেলা পড়িয়া রণয়॥
বিরাটের পুত্রে নিল মাথার বসন।
কথাতে গিছিলা কর্ণ কহ দুর্য্যোধন॥
চৈতন্য করাএ পাছে কৃপাএ অর্জ্জুন।
অখনে উঠিয়া চাহ বুঝিবারে মন॥
তাহা শুনি দুর্য্যোধন হইলা লজ্জিত।
মৃত্যুবৎ হৈয়া রাজা চলিল পুরীত॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দ্রোণ মহারথী।
সকল চলিল সঙ্গে করিয়া নৃপতি॥
এক রথে কুরুসৈন্য অর্জ্জুনে জিনিল।
বিরাটের ধেনু বৎস সব উদ্ধারিল॥
দুর্য্যোধন পরাভব বিরাট পর্ব্বএ।
মধুর প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জএ॥

উত্তর গোগ্রহ কথা সাঙ্গ এথ দূরে।
সঞ্জএ কহিল কথা ভব তরিবারে॥

—২৮

অর্জুন-উত্তরের প্রত্যাবর্তন : বিরাটের পুত্রগৌরব

এথাতে অর্জ্জুন বীর উত্তরসংহতি।
চলিল আপন পুরে মন্দ মন্দ গতি॥
সমুখে দেখিয়া এক রম্য সরোবর।
তথাতে বিশ্রাম কৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ঘোটক মার্জ্জন করে সরোবর জলে।
যত অস্ত্র ফুটিছিল খসাএ সকলে॥
আপনার গাত্র হৈতে খসাইল শর।
তথাএ গিয়া স্নান কৈল বিরাট কোয়র॥
ক্ষেণেকে জিরাই দুই চলিল তখন।
শমীবৃক্ষ তলে গেল পার্থ মহাজন॥
মায়ারথ মায়াধ্বজ হইল অন্তর।
উত্তরের রথে উঠে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সেই মতে শর টোন গাণ্ডীব সহিতে।
শমীবৃক্ষে এড়ি চলে তথাএ যাইতে॥
উত্তর হইল রথী অর্জ্জুন সারথি।
সেই মত বেশ হৈল পূর্ব্বের আকৃতি॥
অর্জ্জুনে কহন্ত শুন উত্তরকুমার।
এক বাক্য কহি তোহ্মা পালিবা আহ্মার॥
যুদ্ধবার্ত্তা কহিবা তোহ্মার বাপের বিদিত।
তবে রাজাএ তোহ্মারে হইব বড় প্রীত॥
বৃহন্নলা ছিল মোর রথের সারথি।
একেশ্বর জিনিলম কুরুগণ যতি॥
লোকেত প্রতিষ্ঠা হইব বাপেত গৌরব।
হোট শক্তি না হএ কৌরবপরাভব॥
সংসার জিনিয়া যেই একছত্র ধর।
যার সনে বিবাদে না পারে পুরন্দর॥
হেন জন জিন তুহ্মি শিশু একেশ্বর।
হইব তোহ্মার কীর্ত্তি পৃথিবী ভিতর॥
উত্তরে কহন্ত কথা বড় অশোভন।
তুহ্মি জিনিছ রণ আহ্মার ঘোষণ॥
একজন কীর্ত্তি যদি হীন করি আনে।
সেইজন যাএ জান নরকভুবনে॥

CENTRAL LIBRARY

আজ্ঞা কর দূত যাউক পুরীর ভিতরে ।
যুবতী আসিয়া তোহ্মা বরিয়া নিবারে ॥
ভীমসেন হইব রাজা দ্রৌপদী মহীতে ।
ভীমসেন সমে রাজ্য পালিব সহিতে ॥
তুহ্মি সে রাজ্যের রাজা হও অধিকারী ।
আজি হৈতে তোহ্মার অধীন মৎস্যপুরী ॥
আহ্মি সব পাত্র হৈয়া করিমু সেবন ।
এহি সে উচিত কর্ম্ম শুন মহাজন ॥
একেশ্বর কুরুসৈন্য জিনিছ রণয় ।
মুঞি কহিলে কোন জন না হইব প্রত্যয় ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত শুন আহ্মার বচন ।
আহ্মি সকলের কথা না কহিয় অখন ॥
এহি সব কথা কহিবা শুন মহামতি ।
তুহ্মি জিনিলা রণ দেবের সংহতি ॥
একদেব আসিয়া তোহ্মারে দিল জয় ।
এহিমতে কহিবা তোহ্মার বাপের পাশয় ॥
দিন চারি ব্যাজে সেই এথাতে আসিব ।
এথাতে আসিয়া সেই পরিচয় দিব ॥
এরপরে আর যদি অন্য কথা কহ ।
শিষ্য হৈয়া তবে তুহ্মি মোর মাথা খাহ ॥
এ বলিয়া দুই জন চলিল সত্বরে ।
এথাতে কুমারে দূত পাঠাইল পুরীতে ॥
দক্ষিণ গোগ্রহ যিনি বিরাটনৃপতি ।
এথাএ পুরে পাশা খেলে কঙ্কের সংহতি ॥
পুত্রের কারণে রাজা মনেত আশ্বাসে ।
একেশ্বর পুত্র গেছে কুরুসৈন্য পাশে ॥
সুশর্ম্মা সংহতি আহ্মি না পারিলাম রণে ।
তাতে মোর পুত্র গেছে কুরুসৈন্য রণে ॥
হেনকালে আইলেক কুমারের দূত ।
কহিল যুদ্ধের কথা রাজার অগ্রেত ॥
পুত্র যশ শুনি রাজা মনেত আহ্লাদ ।
দূতেরে দিলেক রাজা বহুল প্রসাদ ॥
নানামতে মঙ্গল করিল নারীগণ ।
নৃত্য গীত করিলেক মঙ্গল রচন ॥
নানা যন্ত্র শঙ্খধ্বনি করিল বিশাল ।
বাড়িয়া আনিতে আজ্ঞা কহিল মহীপাল ॥
রাজাএ বোলে ধৈন্য আজি জীবনযৌবন ।
একেশ্বর পুত্রে মোর জিনে কুরুগণ ॥
সংসার ভরিয়া যেই রাজা চক্রবর্ত্তী ।
একদণ্ডে শাসে সেই সর্ব্ব বসুমতী ॥
হেনজন জিনে মোর পুত্র ধনুর্দ্ধর ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মহাবীরবর ॥
হেন পুত্রে পুত্রী আহ্মি সংসার ভিতর ।
দুর্য্যোধন জিনে মোর পুত্র একেশ্বর ॥
তাহা শুনি কঙ্কে তবে দিলেক উত্তর ।
বৃহন্নলা আছে যার রথের উপর ॥
মহাবলী বৃহন্নলা আছে যার সঙ্গ ।
জিনিবেক কুরুবল যেহেন পতঙ্গ ॥
এহিমতে কহি কথা খেলায়ন্ত সারি ।
এতশুনি কোপিল বিরাটঅধিকারী ॥
পুনি বিরাটে তান পুত্রক বাখানে ।
বৃহন্নলা প্রশংসিয়া কহন্ত ব্রাহ্মণে ॥
তাহা শুনি বিরাট রাজা হইল কোপিত ।
কঙ্কেরে চাহিয়া কহে লোচন লোহিত ॥
মোর পুত্রে রণ জিনে তাহাক না তুষি ।
নপুংসক বৃহন্নলা তাহাক প্রশংসি ॥
ব্রাহ্মণ না হইত যদি লইতম পরাণ ।
ই বলিয়া পাশা মারে কঙ্ক বিদ্যমান ॥
উফরিয়া পড়ে পাশা কঙ্কের ললাটে ।
ললাট ফাটিয়া তার রক্ত পড়ে ধারে ॥
দুই হাতে চাপি ধরে রাজা যুধিষ্ঠিরে ।
বিরাটের হিত চাহি রাখিল রুধিরে ॥
বুঝিয়া সৈরিন্ধ্রী তবে কঙ্কের আশএ ।
সোবর্ণের বাটা আনি দিলেক পাশএ ॥
তাতে যুধিষ্ঠির রাজা এড়িল শোণিত ।
দেখিয়া বিরাট রাজা মনে বাসে ভীত ॥
হেনকালে কুমার আইল অন্তঃপুরে ।
বৃহন্নলা চলি গেল নারীগণ মেলে ॥

সুদেষ্ণা সোন্দরী গেল লৈয়া নারীগণ।
কুমারেরে অর্ঘ্য দিতে মঙ্গল রচন॥
কঙ্কেরে প্রণাম আসি করিল কুমারে।
তার পাছে প্রণাম করিল নৃপতিরে॥
মাওকে প্রণাম করি রহে জোড়হাতে।
সুদেষ্ণাএ অর্ঘ্য দিল বিরাটের মাথে॥
প্রথমে কঙ্কেরে নিয়া দিলেক কুমারে।
তবে রাজার স্থানে কহিল উত্তরে॥
কঙ্কের লালাটে কেনে দেখিএ শোণিত।
হেন কর্ম্ম করে কেবা তোহ্মার বিদিত॥
সৈত্য কহি শুন রাজা আহ্মার বচন।
সামান্য নাহএ জান এহি যে ব্রাহ্মণ॥
বারে বারে কহে সেই ক্রোধ মোর মন।
ক্রোধ করি পাশা মুই খেপিলম তখন॥
তাহা দেখি কুমারে যে কহন্ত করুণ।
ভালমতে রাজা তুহ্মি শান্তায় আপন॥
তবে রাজা কঙ্ক স্থানে কহন্ত বিনয়।
যুধিষ্ঠিরে কহে তোহ্মা খেলিলম সময়॥
আহ্মার শোণিতবিন্দু যে ভূমিতে পড়ে।
সর্ব্ব রাজা সে ভূমির অনুক্ষণ পীড়ে॥
তোহ্মা হিত চাহিল সৈরিন্ধ্রী গুণবতী।
পাত্র আনি দিল তথা সমর্পিলম তথি॥
এতেকে তোহ্মার ক্রোধ নাই মোর মন।
তাহা দেখি কুতূহল বিরাটনন্দন॥
তবে রাজাএ পুছিলেন্ত যুদ্ধ বিবরণ।
ক্রমাগতে কহিলেন্ত বিরাটনন্দন॥
বৃহন্নলা হৈল মোর রথের সারথি।
তাহাতে গেলাম আহ্মি অনেক শকতি॥
কুরুবল দেখি মোর হইলেক ভয়।
তাতে এক বীর আসি দিলেক বিজয়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ রাজা দুর্য্যোধন।
ক্রমে ক্রমে ই সকল জিনিল একজন॥
মোকে জয় দিয়া সেই গেল স্বর্গপুরে।
এথাতে আসিব দিন চারি ভিতরে॥

দেবের প্রসাদ শুনি মৎস্যনরপতি।
সবান্ধব মহোৎসব করে শীঘ্রগতি॥
এহিমতে নৃত্যগীতে দিন হৈল শেষ।
রজনীতে গেল সব যার যেই দেশ॥

পঞ্চপাণ্ডব-দ্রৌপদীর আত্মপ্রকাশ

এহিমতে দিন পঞ্চ হৈল অবসান।
হেন কালে একদিন হৈল শুভক্ষণ॥
ভাল দিন শুভক্ষণ দেখি পঞ্চভাই।
পঞ্চভাই পাণ্ডব হইল এক ঠাই॥
দ্রৌপদী সহিতে সব বৈসে একস্থানে।
স্নান করি বসিলেক উত্তম আসনে॥
দিব্যগন্ধ মালা পৈন্ধে নানা অলঙ্কার।
রূপে বেশে সেই পঞ্চ দেবের সমান॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি বসিল সিংহাসনে।
দ্রৌপদী বসিল গিয়া তার বামস্থানে॥
মাথেত ধরিছে ছত্র বীর বৃকোদর।
সহদেব বীরে লাড়ে বিশদ চামর॥
নকুল অমাত্য হৈয়া দাড়াএ সম্মুখে।
ধনুহস্তে ধনঞ্জয় আছএ কতুকে॥
বীরবেশে দাড়ায়ে অর্জ্জুন মহারথী।
যেহেন কার্ত্তিক ছিল দেবসেনাপতি॥
বিরাটেত কহে গিয়া অনুচরগণে।
সিংহাসন লৈল দেশান্তরী ছয়জনে॥
কঙ্ক ব্রাহ্মণে সেই হইছে দণ্ডধারী।
সৈরিন্ধ্রী হইছে তার মুখ্যপাটেশ্বরী॥
যুবরাজ হইয়াছে বল্লভব্রাহ্মণ।
সমুখে গোপাল অশ্বপাল দুইজন॥
বৃহন্নলা বীরবেশে ধনুখান হাতে।
ছয় দেশান্তরী তারা আছে এহিমতে॥
তাহা শুনি আইল বিরাট মহাজন।
তাহা দেখি নৃপতি হইল ক্রোধ মন॥
রাজাএ বোলে কেনে কর সব অনুচিত।
আহ্মার আসনে বৈস ই কোন উচিত॥

পাত্র হৈয়া লঙ্ঘে যেই রাজার আসন।
অন্তঃকালে হএ তার নরকে গমন॥
অস্ত্রশাস্ত্রে তুহ্মি সর্ব্ব হও মহাশয়।
তবে কেন হেন কর্ম্ম কর অযুকত॥
তাহা শুনি কহিলেক অর্জ্জুনে হাসিয়া।
ইন্দ্রের আসন পারি লইতে শাসিয়া॥
এক দণ্ডধর রাজা সব পৃথিবীত।
যার ভএ কুরু রাজা সদাএ কম্পিত॥
বিংশতি সহস্র মুনি ভুঞ্জাএ বনেতে।
পুত্রসম প্রজা পালে যেই পৃথিবীতে॥
দরিদ্র দুঃখিত খোড়া অন্ধ যেই পোষে।
এহেন নৃপতিক তুহ্মি হেন বোল কিসে॥
যুধিষ্ঠির আরোহিল তোর সিংহাসন।
পৃথিবী লইতে পারি তুহ্মি কোন জন॥
তাহা শুনি বিরাটে করন্ত বহু স্তুতি।
সৈত্য যদি হও যুধিষ্ঠির নরপতি॥
আদি অন্ত কথা কহ অএ মহামতি।
অর্জ্জুনে কহিল তবে বিবেচিয়া যতি॥
তবে রাজপুত্র সমে করিল ভকতি।
দুই হস্ত জুড়ি রাজা করন্ত কাকুতি॥
তোহ্মার চরণে মুঞি মাগম পরিহার।
যত অপরাধ কৈলু মুখে নহে আহ্মার॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির হৈল সকরুণ।
হস্তেত ধরিয়া বৈসাএ অর্দ্ধ সিংহাসনে॥
যুধিষ্ঠিরে কহে তুহ্মি করিছ পালন।
হিতকারী তুহ্মি যে পরম বন্ধুজন॥
এতেকে তোহ্মার গুণ কহিতে না পারি।
বিশেষ অজ্ঞাত আছিলাম তোহ্মা পুরী॥
তবে রাজাএ করিলেক বহুল মঙ্গল।
নানা নৃত্যগীত বাদ্য নগরে নগর॥
সুদেষ্ণা আসিয়া নিল দ্রৌপদী সোন্দরী।
অন্তঃপুরে নিল তারে বহু ভক্তি করি॥
তবে রাজাএ পঞ্চপুরী দিল মনোহর।
তথাতে বঞ্চএ সুখে পঞ্চ সহোদর॥

পুত্র সমে চিন্তে এথা বিরাট রাজন।
কোন দ্রব্য দিলে হএ অর্জ্জুন তোষণ॥
উত্তরাকুমারী মোর সর্ব্ব রূপে গুণে।
তাহাকে দিবম আহ্মি অর্জ্জুনের স্থানে॥
তবে রাজা পুত্র সমে রজনী প্রভাতে।
সভা করি বসিলেক ধর্ম্মের সহিতে॥
ক্ষেণেক বিলম্বে রাজা নামি তথা হৈতে।
দুই হস্ত জুড়ি কহে ধর্ম্মের সাক্ষাতে॥
স্বরূপে আহ্মার যদি হৈলা তুষ্ট মন।
তবে চিত্ত দিয়া শুন আহ্মার বচন॥
উত্তরাকুমারী মোর আছে রূপে গুণে।
আজ্ঞা কর তাকে বিহা করৌক অর্জ্জুনে॥
তবে যুধিষ্ঠিরে কহে অর্জ্জুনের প্রতি।
বিরাটকুমারী বিহা কর মহামতি॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত বাক্য শুন মহামতি।
পাঠাইল শিষ্যা পুত্রী ধর্ম্মের আরতি॥
এতেকে করিতে নারি তাহারে গ্রহণ।
মোর হেতু হেন বাক্য না হএ শোভন॥
অভিমন্যু পুত্র মোর আছে রূপে গুণে।
উত্তরা করিব বিহা সেই মহাজনে॥

উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ

তাহা শুনি যুধিষ্ঠির কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া হইল তুষ্ট বিরাটরাজার॥
তবে রাজাএ বিবাহের করিল রচন।
নৃত্যগীত করে সর্ব্ব হৈয়া রঙ্গ মন॥
যুধিষ্ঠিরে কহে তবে সহদেব স্থানে।
গোবিন্দ আনিতে তুহ্মি চলহ আপনে॥
আহ্মার প্রণতি তানে কহিয় বিস্তর।
যদুবংশ সমে যেন আইসে গদাধর॥
সুভদ্রা আনিবা তুহ্মি অভিমন্যু সমে।
গোবিন্দ আসিলে বিহা হইব তখনে॥
তবে সহদেব গিয়া রথেত চড়িল।
নৃপতিরে প্রণমিয়া রথ চালাইল॥

পবনের গতি রথ চলিল সুসার।
দিনশেষে পাইল গিয়া দ্বারকানগর ॥
জ্ঞাতি গোত্র লৈয়া কৃষ্ণ আছে কুতূহলে।
পদগতি সহদেব গেল হেনকালে ॥
রামকৃষ্ণ বন্দি বন্দে যত গুরুজন।
তাহা দেখি কৃষ্ণ হৈল সানন্দিত মন ॥
সহদেব বৈসাইল আপনা আসনে।
কহ কহ করি কৃষ্ণে জিজ্ঞাসে আপনে ॥
কোন দেশ আছিল অজ্ঞাত তুহ্মি সব।
ভালমতে মোর ঠাই কহত পাণ্ডব ॥
সহদেবে কহে শুন দেব দামোদর।
অজ্ঞাতে আছিল সব বিরাটনগর ॥
কঙ্করূপে যুধিষ্ঠির ভীম রন্ধনেতে।
বৃহন্নলা অর্জ্জুন যে আছিল পুরীতে ॥
গোপাল অশ্বপাল আহ্মি দুইজন।
সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী ছিল সুদেষ্ণাভবন ॥
দ্রৌপদীক কীচক করিল পরিহাস।
অগোচরে ভীমে তারে করিল বিনাশ ॥
তার পাছে দক্ষিণ গোগ্রহে হৈল রণ।
বিরাটক জিনাইল ভীম মহাজন ॥
উত্তর গোগ্রহ পার্থ জিনিল সকল।
ভএ ভঙ্গ দিয়া গেল যত কুরুবল ॥
দিন চারি বিলম্বে দিলেক দরশন।
দেখিয়া বিরাটরাজা করিল স্তবন ॥
অভিমন্যু বিবাহ হেতু উত্তরাকুমারী।
এতেকে তোহ্মারে নিতে আইল শ্রীহরি ॥
অভিমন্যু নিতে আর সুভদ্রা সহিতে।
রাজাএ তোহ্মার স্থানে কৈছে জোড়হাতে ॥
তাহা শুনি কতুক হইল যদুপতি।
নিমন্ত্রিয়া আনে যত বন্ধুগণ যতি ॥
এথাতে সুভদ্রা আইল অভিমন্যু সনে।
সহদেব শীঘ্র গিয়া প্রণমে চরণে ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী বহুল সাদরে।
অভিমন্যু প্রণাম করিল খুল্লতারে ॥

তবে দেবী জিজ্ঞাসিল সকল কথনে।
একে একে কহিলেক সব বিবরণে ॥
অভিমন্যু বিবাহ প্রসঙ্গ কথা শুনি।
হরিষ হইল যে সুভদ্রা সুবদনী ॥
এহিমতে কুতূহলে বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে চলিল তবে দেব চক্রপাণি ॥
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন কুমারগণ যতে।
অভিমন্যু সুভদ্রা যে সাত্যকি সহিতে ॥
নানা বাদ্যে নৃত্যগীতে চলে দামোদর।
হেনকালে আইলেক নারদ মুনিবর ॥
নারদ দেখিয়া তবে দেব জনার্দ্দন।
আপনার রথে নিয়া বৈসাএ তখন ॥
নারদে গাহন্ত গীত শুনে জনার্দ্দন।
এহিমতে যাএ কৃষ্ণ কুতূহল মন ॥
কৃষ্ণ আগমন বার্ত্তা শুনি যুধিষ্ঠির।
আগুবাড়ি নিতে আইল বিরাট সকল ॥
নারদ দেখিয়া তবে বন্দে সর্ব্বজনে।
যেই মত ছিল ভক্তি প্রেম সম্ভাষণে ॥
ভক্তি করি নিল তানে পুরীর ভিতরে।
সভা করি তখনে বসিল গদাধরে ॥
যত দুঃখ * * * রাজা মহাশয়।
বহুল সান্ত্বিল তবে দেব দয়ামএ ॥
এহিমতে বসিল সকল বন্ধুবর্গ।
বিরাটনগর যেন হইলেক স্বর্গ ॥
অভিমন্যু বসিলেক অর্জ্জুনের কোলে।
সুভদ্রাকে লৈয়া গেল নিজ অন্তঃপুরে ॥
সুদেষ্ণা সহিতে ছিল বহু সম্ভাষণ।
দ্রৌপদীক সুভদ্রাএ করিল বন্দন ॥
যুধিষ্ঠির সম্বোধিয়া কহে জনার্দ্দন।
যোগ্য সম্বন্ধ তোহ্মার শুন মহাজন ॥
কুলীনপ্রধান হএ বিরাটনৃপতি।
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মচিত্ত অতি ॥
তবে রাজা করিলেক বিবাহ রচন।
লৌকিক মঙ্গল কৈল যত নারীগণ ॥

অভিমন্যু দেখিয়া সকল বরাঙ্গনা।
কামে হতচিত্ত সব পাশরে আপনা॥
বরকৈন্যা শাস্ত্র মত করিল নিয়ম।
বিশেষ করিল কৈন্যা বিদ্যাধরী সম॥
নানা বাদ্য শঙ্খরব ভেরী যন্ত্রধ্বনি।
নানামত সঙ্গীত যে গায়ন্ত কামিনী॥
হেনকালে বরকৈন্যা আনিল তখন।
অন্তপট করিয়া করাইল ততক্ষণ॥
সোবর্ণ খাটেত দুই করি আরোহণ।
অন্যে অন্যে দুইজন করএ দর্শন॥
তবে কৈন্যা কতুকে দেখিয়া নিজনাথ।
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করি জোড় হাত॥
নানা পুষ্প সিঞ্চে কৈন্যা কুতূহল মন।
বিমানে চড়িয়া চাহে যত দেবগণ॥
অশোক জয়ন্তী যূথী চম্পক মালতী।
স্থলপদ্ম আদি পুষ্প নাগেশ্বর জাতি॥
কুন্দ বিষ্ণুপদী আর তুলসীর দল।
চাপা গন্ধরাজ আদি মেলে যে সকল॥
এহিমতে শাস্ত্রমত কুমারী বরিল।
সোবর্ণ বেদিকা মৈধ্যে বর কৈন্যা নিল॥
তবে রাজা করিলেক শাস্ত্রঅনুষ্ঠান।
শুভক্ষণে নৃপতি করিল কৈন্যাদান॥
দুই সহস্র হস্তী দিল বস্ত্র রাশি রাশি।
পঞ্চ সহস্র ঘোড়া দিল একসহস্র দাসী॥
এক লৈক্ষ ধেনু দিল বৎসের সহিত।
বিষদ চামর দিল সোবর্ণ রচিত॥
কৃষ্ণসনে যদুগণ করিল তোষণ।
নানাবিধ বস্ত্র দিল সোবর্ণ রতন॥
যজ্ঞ সাঙ্গে বরকৈন্যা নিল অন্তঃপুরী।
আর যত লৌকিক করিল যত নারী॥
এহিমতে কুতূহলে রজনী বঞ্চিল।
স্নানপূজা করি কৃষ্ণ সভাতে বসিল॥
আর যত যদুবংশ বলভদ্র আদি।
দৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী যে দ্রুপদ প্রভৃতি॥
পঞ্চভাই সহিতে পাঞ্চাল মৎস্য রাজা।
গোবিন্দ বেড়িয়া বৈসে যত সব প্রজা॥
হেনকালে আইলেক পাণ্ডুবন্ধুগণ।
ই সকল বন্ধুগণ আইল তখন॥
সভাতে বসিল যথ রাজরাজেশ্বর।
রাজচক্রবর্ত্তী হেন বৈসে গদাধর॥
স্বর্গ হেন বিরাটনগর হৈল তবে।
করিল পবিত্র তাহা আসিয়া পাণ্ডবে॥
কৃষ্ণপদ দরশনে পবিত্র হইল।
এহিমতে মৎস্য রাজা সার্থক মানিল॥
এহিমতে একত্রে বসিল বন্ধুগণ।
সভা সম্বোধিয়া কহে দেব জনার্দ্দন॥
যুধিষ্ঠির বনবাস দুঃখের বিহিত।
দুর্য্যোধনে এত দুঃখ দিল বিপরীত॥
যথেক পাইল রাজা বনবাস ক্লেশ।
সেইমত দুঃখ পাইল বিরাটের দেশ॥
দুর্য্যোধন তাহারে করিল অনাদর।
এতেকে চিন্তহ কার্য্য নৃপতি সকল॥
যেইমতে দুই জনের হএ প্রীতি যোগ।
সেইমত কর্ম্ম সবে করহ উদ্যোগ॥
দ্রুপদক সম্বোধিয়া কহে জনার্দ্দন।
তুহ্মি বৃদ্ধ মহারাজা করহ মনন॥
বিরাট সহিতে যত কুটুম্ব বিস্তর।
যেইমতে কার্য্য হএ চিন্তহ সত্বর॥
আহ্মি সর্ব্বে না চিন্তি তাহার অনুপকার।
দুইজন প্রীতি করি এহি ব্যবহার॥
এতেকে কহিল যদি দেব যদুমণি।
ভাল ভাল করি বোলে রাজা সবে শুনি॥
বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
অভিমন্যু বিবাহ হইল এহিমতে।
সভা করি বসিল নৃপতিগণ যতে॥
কৃষ্ণের চরিত্র কথা ভারত সংহিতা।
ব্যাসদেবে কহিলেক অতি দিব্য কথা॥
বিরাট পর্ব্বের কথা সাঙ্গ এতদূরে।
সঞ্জয় কহিল কথা ভব তরিবারে॥

CENTRAL LIBRARY

উদ্যোগ পর্ব

CENTRAL LIBRARY

উদ্যোগ পর্ব

রাজ্যোদ্ধারের মন্ত্রণা

উদ্যোগ পর্ব্বের কথা শুন যেই জনে ।
সর্ব্বভাবে তুষ্ট তাতে হএ নারায়ণে ॥
বিরাট পর্ব্বের কথা হৈল সমাধান ।
জনমেজয় জিজ্ঞাসিল জয়মুনির স্থান ॥
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা আনন্দ লহরি ।
অমৃত সিঞ্চিতপ্রায় পরলোকে তরি ॥
অজ্ঞাতের বাস যদি গঞ্জিল নিশ্চএ ।
কি করিলে ধর্ম্ম পাছে কহ মহাশয় ॥
কৃষ্ণভদ্র আদি যথ * * পাণ্ডুগণ ।
সবে মিলি কি করিল কহ মহাজন ॥
দ্রুপদ বিরাট আদি কুটুম্ব বিশেষ ।
সর্ব্ব জন মিলিয়া যে করিল আশ্বাস ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ যথ দুঃখ পাইল বড় ।
কুরুবলে সর্ব্বনাশ করিলে দড় ॥
সর্ব্ব সমাচার মোতে কহ মহাশয়ে ।
তবে সে মনের মোর দুঃখ দূর হএ ॥
রাজার আদেশে কহে মুনি মহাশয় ।
কহিতে লাগিল মুনি অমৃতের মতে ॥
অভিমন্যু বিবাহ যদি হৈল কুতূহলে ।
রজনী বঞ্চিয়া তবে নৃপতিমণ্ডলে ॥
প্রভাতে উঠিয়া সব সানন্দিত চিত্তে ।
আনন্দে বসিল সব বিরাটসভাতে ॥
বসিল কৃষ্ণের সনে রাজাগণ যতি ।
বিরাট দ্রুপদ আদি অমাত্য প্রভৃতি ॥
সকল শুনাইয়া কহে দেব জনার্দ্দন ।
পাণ্ডবের জয়কথা কহিল তখন ॥
সৈন্য পালি যুধিষ্ঠিরে পাএ এথ দুঃখ ।
মিথ্যা করি দুর্য্যোধনে করে রাজ্যসুখ ॥
কোন মতে যুধিষ্ঠিরে করিব উপাএ ।
কোন মতে রাজ্য পাএ কেমত সহাএ ॥
তুহ্মি সব মহারাজা কর অবধান ।
দ্রুপদ বিরাট আদি করহ সন্ধান ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে কহে হলধর ।
কতক্ষণ থাকি তবে দিলেক উত্তর ॥
যুধিষ্ঠির রাজার সকলে চাহ হিত ।
দুর্য্যোধনের হিত তবে চিন্তিতে উচিত ॥
সেই অভিপ্রাএ কৃষ্ণে কহিল বচন ।
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে রাজা দুর্য্যোধন ॥
পাঠাইয়া দেয় দূত হস্তিনানগর ।
দুর্য্যোধন রাজার সম্মতি বুঝিবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বিদুর শকুনি ।
কর্ণ দুঃশাসনে তাহা কিবা কহে শুনি ॥
সভাতে কহিয় যুধিষ্ঠির অভিমত ।
তবে সে বুঝিতে পারি কার কোন মত ॥
আছিলেক সহস্র অসংখ্য পাশোয়াল ।
তার মৈধ্যে শুদ্ধ মতি না দেখিছি ভাল ॥
শকুনিক আদেশিয়া খেলিলেক সারি ।
শকুনির দোষ হেন বলিতে না পারি ॥
মিথ্যা করি দুর্য্যোধনে নিল রাজ্য হরি ।
মনে লএ সেই জন বড় অপকারী ॥
দুর্য্যোধন সন্ধি করে যেই মনে লএ ।
ধৃতরাষ্ট্র রাজাতে কহিতে সমুচয় ॥
হেনবাক্য শুনিয়া সাত্যকি মহাশয় ।
সভা মৈধ্যে বহুল কহন্ত কোলাহল ॥

CENTRAL LIBRARY

তোহ্মার মনেত যেন তেহেন সিদ্ধান্ত।
পাণ্ডবের দোষ কহ না বুঝিয়া অন্ত ॥
ধর্ম্মবন্ত যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অনুসারি।
আহুতিয়া খেলে পাশা ধর্ম্ম না বিচারি ॥
সকল সম্পদএ জীবন কৈল পণ।
কোন ধর্ম্ম বুদ্ধি এহি শুন মহাজন ॥
মিথ্যা করি কাড়ি নিল সর্ব্ব রাজ্যভার।
তবে সে কহিতে পারি মিথ্যাহ তাহার ॥
মিথ্যাতে করিব মিথ্যা ধর্ম্মে ধর্ম্মালয়।
উগ্র সনে উগ্র করি শুন মহাশয় ॥
দ্রোণ ভীষ্ম বোলে যদি না দে সম্মতি।
যদি রাজা না দে পাপ কুরু দুষ্ট মতি ॥
আহ্মি তাক বাণ মারি আপনে মারিব।
যুধিষ্ঠির রাজার কাছেত আনি দিব ॥
আপনার অহঙ্কার না ছাড়য় যবে।
সবান্ধবে মুঞি তাকে মারিব যে তবে ॥
ধনঞ্জয় মহাবীরে যদি করে রণ।
তান যুদ্ধ সহে হেন আছে কোন জন ॥
কোন বীরে সহিবেক অর্জ্জুনের বাণ।
হাতে চক্র যুঝিবেক নাহি সমাধান ॥
মোর অস্ত্র সহেন্ত আছে কোন বীর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত নির্ভয় শরীর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের অগ্রেত হৈব কোন।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রে যুদ্ধেত নিপুণ ॥
মহাবীর অভিমন্যু দেবের দুর্জ্জয়।
পবন জিনিতে পারে ভীম মহাশয় ॥
ভীমসেন মহাবীর যদি করে কোপ।
কোন জনে সহিবেক তাহার আটোপ ॥
গদাযুদ্ধে বিশারদ কালান্তক যম।
ঘটোৎকচ মহাবীর ইন্দ্রের উপম ॥
আহ্মি সবে বেড়িয়া মারিব দুর্য্যোধন।
অভিষেক করি দিব পাণ্ডুর নন্দন ॥
তাহাতে অধর্ম্ম নাই শত্রু সব হারিতে।
বহুল অধর্ম্ম হএ শত্রুর রাখিতে ॥

সাত্যকির এমত যে শুনিয়া বচন।
মাঘিয়া দ্রুপদ রাজা কহিল কথন ॥
ভাল ভাল কহিল সাত্যকি মতিমন্ত।
মধুরে না দিব রাজ্য কৌরব দুরন্ত ॥
পুত্রপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের সম্মতি।
কি করিতে পারে ভীষ্ম দ্রোণ মহামতি ॥
কর্ণ দুষ্ট মহাবীর শকুনি দুর্ব্বার।
নাহি দিব রাজ্য পুনি কুরু নৃপবর ॥
কিন্তু এক কর্ম্ম হএ প্রথমে উচিত।
সংগ্রাম করিতে সৈন্য করহ সঞ্চিত ॥
ধৃষ্টকেতু জয়সেন কেকয় নৃপতি।
দূত পাঠাইয়া আন সুহৃদগণ যতি ॥
ইষ্ট মিত্র আন সব সৈন্য সমোদিত।
ই কর্ম্ম করিতে জান প্রথমে উচিত ॥
দুর্য্যোধন রাজাএ যাবত নহি বরে।
রাজা সব আন পুনি বিরাটনগরে ॥
এক পুরোহিত আন হস্তিনাতে যাইতে।
সাম পূর্ব্বক কথা কহিতে রাজার অগ্রেতে ॥
দূত হৈয়া যাইবারে হস্তিনাপুরীত।
সকল বৃত্তান্ত কহিতে রাজার বিদিত ॥
এথ শুনি বাসুদেবে কহিল উত্তর।
ভাল যুক্তি দিলেক দ্রুপদ নৃপবর ॥
কিন্তু এক কর্ম্ম হএ নীতি সমাধান।
বিবাহেত আইল প্রসঙ্গ হৈল আন ॥
সমান সম্বন্ধ মোর কৌরব পাণ্ডব।
বিরোধ চিন্তিতে না জুয়াএ আহ্মি সব ॥
তবে যদি যুদ্ধে আগে যে বরে আহ্মাকে
সৈন্য ধর্ম্মে নিয়মে সহাএ হৈমু তাকে ॥
অনাহুতে যুদ্ধে আইলে অধর্ম্ম নিশ্চয়।
যে যারে আহুতে পক্ষ হৈতে যুক্ত হএ ॥
তুহ্মি বৃদ্ধ নরপতি পরম পূজিত।
দ্রোণ ভীষ্মে সম তুহ্মি পাণ্ডবের হিত ॥
আপনে উদ্যোগে করি আন নরপতি।
দেশে দেশে দূত তুহ্মি পাঠাও শীঘ্রগতি ॥

CENTRAL LIBRARY

দ্বারকাতে যাই আহ্মি কর সন্নিধান।
দূত গেল আসিবাম তোহ্মার বিদ্যমান॥
বহুল বিনয় করি বিরাটনৃপতি।
দ্বারকাতে পাঠাএ গোবিন্দ মহামতি॥
বিরাট দ্রুপদ আদি ধর্ম্ম পঞ্চজন।
যুদ্ধসজ্জা করন্ত বহুল সুমরণ॥
দেশে দেশে রাজাস্থানে পাঠাইল দূত।
রাজা সব চলি আইল সসৈন্যে আদৃত॥
দুর্য্যোধনে সকল জানিল সন্নিধান।
তত্ত্ব জানি আনে রাজা প্রধানে প্রধান॥

কৃষ্ণসকাশে দুর্যোধন-অর্জুন

দ্বারকাতে গেল যদি জগতের পতি।
যুক্তি এথা করন্ত দ্রুপদ মহামতি॥
পৃথিবী আকুল হৈল কুরু পাণ্ডু দলে।
সমুদ্র সঞ্চরে যেন ভূমি টলমলে॥
যুধিষ্ঠির দ্রুপদ বিরাট মহাবল।
দ্রুপদর পুরোহিত শীঘ্র যে আনিল॥
দূত করি পাঠাইল হস্তিনানগরে।
অনুপূর্ব্ব সকল কহিল নৃপতিরে॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজাতে কহিয় বহুতর।
ভীষ্ম দ্রোণ স্থানে কহিয় প্রণতি বিস্তর॥
কৃপ কর্ণ দুঃশাসন শকুনির স্থানে।
কহিয় সকল কথা যুক্তি অনুমানে॥
আদি অন্ত কহিয় কথা বৃদ্ধের সদনে।
তথাপিহ রাজা যদি না দে দুর্য্যোধনে॥
পুত্রের অধীন রাজা পুত্রের সম্মতি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের না শুনে যুকতি॥
দ্রুপদের পুরোহিত অতি ধর্ম্মময়।
হস্তিনাপুরীতে যাএ কৌরব নিলএ॥
হস্তিনাপুরীতে যাএ কুরু উপসম।
দেখি সব কুরুগণে করিল প্রণাম॥
হেনকালে দুর্য্যোধনেত কহিলেক চরে।
সবান্ধবে আইল কৃষ্ণ দ্বারকানগরে॥
দ্বারকাতে আইল কৃষ্ণ শুনি দুর্য্যোধন।
সম্ভাষিতে সসৈন্যে আইল ততক্ষণ॥
কৃষ্ণক বরিব হেন শুনি কুরুপতি।
দ্বারকাতে তখনে চলিল শীঘ্রগতি॥
যেই দিন দুর্য্যোধন গেল দ্বারকাতে।
সেই দিন ধনঞ্জয় গেলেন তথাতে॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে আগে গেল দুর্য্যোধন।
দেখে কৃষ্ণ শয়ান আছএ অচেতন॥
মহামানী কুরু রাজা যোগ্যতার বলে।
শিয়রে বসিল গিয়া কনক আসনে॥
তার পাছে অর্জ্জুন গেলেন ভক্তি করি।
কৃষ্ণ পদতলে রহে করি পুটাঞ্জলি॥
সেই অন্তর্যামী হএ কৃষ্ণ ভগবান।
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন হেন অভিমান॥
চৈতন্য পাইয়া চাহে দেব জনার্দ্দন।
জোড় হস্তে বসিছে অর্জ্জুন মহাজন॥
সহজে প্রথম দৃষ্টি পদতলে হএ।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আসিছ ধনঞ্জয়॥
তার পাছে দেখিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
জিজ্ঞাসিল দুহান কিসের আগমন॥
দুর্য্যোধনে বোলে গোসাঞি আহ্মি আইল আগে।
কহিতে সকল কথা যবে নিদ্রা ভাঙ্গে॥
দুর্য্যোধনে বোলে গোসাঞি বরিলাম আহ্মি।
মহাযুদ্ধে আহ্মার সারথি হৈবা তুহ্মি॥
সমান সম্বন্ধ তুহ্মি কৌরব পাণ্ডব।
প্রথমেত তোহ্মারে বরিল আহ্মি সব॥
কৃষ্ণে কহন্ত তুহ্মি পূর্ব্বে আইলা তুহ্মি।
প্রথমে অর্জ্জুন মুখ দেখিয়াছি আহ্মি॥
দুইর সাহায্য আহ্মি করিব অখন।
অবশ্য পূরিব আহ্মি দুইজন মন॥
পূর্ব্বমত হএ এহি বরণ রহস্য।
দুইর সাহায্য আহ্মি করিব অবশ্য॥
নারায়ণী সেনা মোর সমরে দুর্ব্বার।
এক এক মহারথী পৃথিবীর সার॥

হেন দশকোটী সেনা রবির কিরণ।
সেই সব যোদ্ধা[1] মান আহ্মি একজন॥
কাহাকে বরিবা তুহ্মি কহ ধনঞ্জয়।
প্রথম বরণ তোহ্মার উচিত যে হএ॥
অর্জ্জুনেহ যুদ্ধমান গোবিন্দ বরিল।
দুর্য্যোধনে নারায়ণী সেনা আদরিল॥
সৈন্যসমে আনন্দে চলিল দুর্য্যোধন।
অর্জ্জুনে হাসিয়া কহিল জনার্দ্দন॥
আহ্মিহ যুদ্ধমান সঙ্কল্প করিলা।
কোন হেতু ধনঞ্জয় আহ্মাকে বরিলা॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তুহ্মি হইবা সারথি।
জীবন তোহ্মার সনে আহ্মি একা রথী॥
হাসিয়া কহন্ত কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
আহ্মি সারথি হৈলে সর্ব্বত্রে বিজয়॥
কার শক্তি আছে পুনি করিতে সংগ্রাম।
বুঝিল[2] তোহ্মার আহ্মি ভাব মনস্কাম॥
অর্জ্জুন সহিতে কৃষ্ণ প্রমোদিত মন।
মন্ত্রণা করিতে যাএ বিরাটভুবন॥

রাজন্যবর্গের এক এক পক্ষাবলম্বন

যুধিষ্ঠির মাতুল যে শল্য মহাজন।
শল্য নামে নরপতি মদ্রের নন্দন॥
যুধিষ্ঠির দেখিবারে সসৈন্যে চলিল।
পথে আসি দুর্য্যোধন তাহাকে বরিল॥
দুর্য্যোধন সম্ভাষিয়া শল্য গেল ঘরে।
যুধিষ্ঠির দেখিবারে চলিলেক তবে॥
শল্যআগমন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
আগুবাড়ি নিতে আইল ধর্ম্ম পঞ্চজন॥
যুধিষ্ঠির রাজাত কহিল মদ্রপতি।
পথে আসি বরিলেক কৌরব দুর্ম্মতি॥
কহিলেক ধর্ম্মরাজ শুনিয়া রহস্য।
অকর্ত্তব্য কর্ম্ম তুহ্মি করিবা অবশ্য॥

মহাবলে হৈবা তুহ্মি কর্ণের সারথি।
তাহাতে আহ্মার পক্ষ হইবা মহামতি
যেন মতে হএ তবে সর্ব্বকুল ক্ষয়।
যেন মতে হএ মামা পার্থের বিজয়॥
আহ্মার সহাএ হৈবা রথে থাকি তার।
বাসুদেব সম তুহ্মি ভরসা আহ্মার॥
এহি সৈত্য মামা তুহ্মি কহিবা আহ্মাতে।
কর্ণপরাভব মামা হএ যেন মতে॥
প্রতিজ্ঞা করিল শল্য মদ্রঅধিপতি।
সৈত্য সৈত্য পালিবম তোহ্মার আরতি॥
এহিমতে সৈত্য করি শল্য নরপতি।
সৈন্য সমে গেল যথা কুরু অধিপতি॥
নানা দেশী রাজাগণ আইল নানাবেশে।
ধর্ম্মের সহায় হেতু বিরাটের দেশে॥
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে আইল যুধামন্যু বীর।
ধৃষ্টকেতু রাজা আইল নির্ভয় শরীর॥
সহদেব আইল জরাসন্ধের তনয়।
ঔর্ব্ব রাজা আইলেক লৈয়া সৈন্যচয়॥
মগধ কুণ্ডল রাজা মথুরার যথে।
পর্ব্বতীয়া রাজাগণ আইল শতে শতে॥
মৎস্য রাজা বিরাট আইল সমুচিত।
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডব নিমিত্ত॥
চতুরঙ্গ দলে আইল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
ঘটোৎকচ বীর আইল নির্ভয় শরীর॥
দুর্য্যোধন দলে গেল ভগদত্ত বীর।
ভুরিশ্রবা শল্য রাজা নির্ভয় শরীর॥
কৃতবর্ম্মা সুদক্ষিণ জয়দ্রথ রাজা।
নীল অনিল রাজা বলে মহাতেজা॥
অবন্তী নগরের আইল নৃপবর।
পঞ্চভাই সুশর্ম্মা যে মহা ধনুর্দ্ধর॥
শৃঙ্গদণ্ড আদি যথ সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
পর্ব্বতীয়া রাজাগণ আর যথ ইতি॥

১. পুথির পাঠ যুদ্ধা
২. পুথির পাঠ বুঝিল

CENTRAL LIBRARY

অলম্বুষ অনাবৃধ দুই নিশাচর ।
একাদশ অক্ষৌহিণী হৈল একত্তর ॥
হেন কালে আইল দ্রুপদপুরোহিত ।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর পণ্ডিত ॥
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল বিধানে ।
হরষিত হৈয়া বিপ্র কহে রাজা স্থানে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই সমোসর ভাই ।
উচিত পৈতৃক রাজ্য দুই ভাই পাই ॥
ধৃতরাষ্ট্র যেন তেন পাণ্ডু মহাশয় ।
যেন দুর্য্যোধন তেন ধর্ম্ম মহাশয় ॥
দুর্য্যোধনে ভোগ করে পৈতৃক যে ধন ।
উদাসীন হৈল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
অনেক বিপত্তি তার উপাএ বিশেষ ।
মহাদুঃখে অরণ্যে বঞ্চিয়া পাইল ক্লেশ ॥
যে কিছু সঞ্চয় তারা কৈল বাহুবলে ।
দুর্য্যোধন আদি সবে হরি নিল ছলে ॥
তবে বহুল প্রকার করি পাঠাইলা বনে ।
তরিল আপদ বহু পাণ্ডুর নন্দনে ॥
তথাপিহ পূর্ব্ব দুঃখ না ধরন্ত মনে ।
কৌরব সখ্যতা তভো করএ সন্ধানে ॥
আহ্মাকে পাঠাইয়া দিল তোহ্মার নিলএ ।
কুরুপাণ্ডু মিলি ভুঞ্জ এহি মনে লএ ॥
কুলক্ষয় হৈব দেখি উপেক্ষন্ত রণ ।
আহ্মাকে পাঠাইয়া দিল সন্ধান কারণ ॥
অশক্ত না হএ কেহ পঞ্চ সহোদর ।
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা হৈল একত্তর ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী আছএ তোহ্মাতে ।
একা ধনঞ্জয়ে পারে সকল জিনিতে ॥
শত ভাই কুরুগণ আর যত বীর ।
একা ভীমসেনে কেহ না হইব স্থির ॥
এতেকে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ না যুয়াএ ।
তারা যুদ্ধ নাহি করে অংশ যদি পাএ ॥
তাহার পৈতৃক রাজ্য দিবারে যুয়াএ ।
মৃত্যুকামা কর কেনে যুদ্ধের সহাএ ॥
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির আদি যত রাজাগণে ।
কহিলেক ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র স্থানে ॥
পুরোহিত বচন শুনিয়া সাবধানে ।
ভীষ্ম বীরে উত্তর দিলেক ততক্ষণে ॥
ভাগ্যবন্ত পাণ্ডব তরিল বনবাস ।
তথাচ না করে তারা যুদ্ধ অভিলাষ[১] ॥
সৈন্য যদি ধনঞ্জয়ে করিব সংগ্রাম ।
পৃথিবীতে বীর নাই তার অনুপাম ॥
তিন লোক জিনিতে পারে অর্জ্জুনের শরে ।
তার সঙ্গে জিনিতে না পারে পুরন্দরে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে শ্লাঘিলেক ভীষ্মের বচন ।
ভর্ৎসিলেক বহুতর কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
মহাভারতের কথা শুনিলে পাপক্ষয় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

সঞ্জয়ের দৌত্য

সঞ্জএ কহন্ত তবে বৃদ্ধ নৃপবর ।
পাণ্ডু পুত্রে স্থানে যাও আহ্মার অন্তর ॥
পাণ্ডবের স্থানে কৈহ আহ্মার সম্বাদ ।
একে একে কহিয় আহ্মার আশীর্ব্বাদ ॥
বনবাস দুষ্কর দুঃখ যথেক করিল ।
একে একে সকল আহ্মার সজ্ঞাত হৈল ॥
মৎস্য রাজা সহাএ করিল বহু সৈন্য ।
কৃষ্ণ যার সহায় তারা সব ধন্য ॥
ইন্দ্র তুল্য পাণ্ডুপুত্র এবে যোগ্য হৈলা ।
মহাশক্ত হৈয়া কেনে যুদ্ধ আকাঙ্খিলা ॥
ধর্ম্মেত ভূষিত তুহ্মি ধর্ম্মে লোকে জানি ।
সংগ্রাম বিরোধ * * * * পুনি ॥
যেইমতে কুরু পাণ্ডু দল রৈক্ষা পাএ ।
সর্ব্বথাএ সেই বাক্য করিবা নিশ্চয় ॥

১. পুথির পাঠ অবিলাস

রাজা দিব হেন করি না কহে বচন ।
প্রশংসিয়া কহে কথা কপট বচন ॥
পুত্র স্নেহে কহে রাজা কপট হৃদয় ।
যেই মতে ভাল হএ কহিবা নিশ্চয় ॥
এতেক কহিয়া রাজা পাঠাইল সঞ্জয় ।
যথা আছে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ॥
পাঞ্চালের পুরোহিত[১] সংহতি চলিল ।
বিরাটনগরে গিয়া দিনান্তে মিলিল ॥
শতপুত্র সঞ্জয়ে যে করিল প্রণাম ।
দেখিলেক পঞ্চভাই দেবের উপাম ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজার কহিল আশীর্ব্বাদ ।
সঞ্জএ কহিল সর্ব্ব যথেক সম্বাদ ॥
জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে সবের কুশল ।
একে একে শতপুত্রে কহিল সকল ॥
বাসুদেব দ্রুপদ বিরাট নরপতি ।
সম্বোধিয়া কহন্ত সঞ্জয়ে যথ ইতি ॥
সম্বাদ কহিছে ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ ।
যুধিষ্ঠির আদি শুন নৃপতিসমাজ ॥
ধর্ম্মশীল পাণ্ডব যোষন্ত সর্ব্বজন ।
তাহাতে অধর্ম্ম বুদ্ধি কিসের কারণ ॥
জ্ঞাতি বধ করিয়া রাজ্যের অভিলাষ ।
আপনে চিন্তিয়া কর বংশের বিনাশ ॥
সকল বন্দিয়া কহি শুন বনমালী ।
দ্রুপদের স্থানে মুঞি করি পুটাঞ্জলি ॥
সবে নিবারণ কর কৌরব পাণ্ডব ।
লোকক্ষয় কার্য্য নাশ না কর কৌরব ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজার ভীষ্মের অনুমতি ।
কহিল সম্বাদ শুন রাজা মহাকীর্ত্তি ॥
তবে ধর্ম্ম মহারাজা সঞ্জএতে কৈল ।
দুর্য্যোধন হৈতে দুঃখ যত নির্ব্বহিল ॥
যত কিছু পূর্ব্ব দুঃখ সকল যে স্মরি ।
জ্ঞাতি বধ ভএ আহ্মি সকল পাশরি ॥
করিতে বিবাদ আহ্মি মনে নাই সাধ ।
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গারে নিত্য করে বাদ ॥
ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রেত কহিয় আহ্মার সম্বাদ ।
পাণ্ডব জীবন্ত সুখে তোহ্মার প্রসাদ ॥
প্রণাম কহিয় তোহ্মি সে সব চরণে ।
একে একে প্রণাম কহিয় গুরুজনে ॥
যুধিষ্ঠির রাজাএ যদি এমত কহিল ।
শুনিয়া সঞ্জয়ে তবে কহিতে লাগিল ॥
যুধিষ্ঠির বচন যে শুনিলেক যবে ।
হিত তত্ত্ববচন কহিল বাসুদেবে ॥
বিবাদে বিনাশে কুল বিবাদে অনর্থ ।
বিবাদে বিনাশে ধর্ম্ম মোক্ষ[২] কাম অর্থ ॥
যে জন পণ্ডিত হএ ত্যজএ বিবাদ ।
পরমার্থ বিচারিয়া কহিব সম্বাদ ॥
মহাভারথের কথা অমৃতের নয় ।
ব্যাসভক্তিকাম্য কথা কহিল সঞ্জয় ॥

পুনি সঞ্জয়েতে কহে ধর্ম্ম নরপতি ।
জ্যেষ্ঠতাতে কহিয় তুহ্মি আহ্মার প্রণতি ॥
উত্তম অধম বৃদ্ধ বাল্য বলাবল ।
বিধাতার সৃষ্টি যত জগত সকল ॥
যার যেই অনুক্রমে আছে পৃথিবীত ।
নিজ ধর্ম্মে কুলক্রম যে হএ উচিত ॥
যেই ধর্ম্ম না রাখে নষ্ট করএ নিয়ম ।
তাকে কুলাঙ্গার কহি কুলের অধম ॥
আপনে ভাবিয়া চাহ বৃদ্ধ নরপতি ।
যথ মিথ্যা করিল দুর্য্যোধন কুমতি ॥
আহ্মা এথ করিলেক যোগ্য নহে তার ।
বলাধিক কেবা হএ ভ্রাতৃত্ব আহ্মার ॥
বলাবল করি রাজ্য লইবারে চাহে ।
যদি পণ করে চাহি তারে কেবা পাএ ॥

১ মূলে উল্লেখ নাই
২. পুথির পাঠ—মুখা

আপনে জানহ তুহ্মি বৃদ্ধ নরপতি।
বলে বলাধিক তুহ্মি জানহ সম্প্রতি॥
কুলে বলে ন্যায়ে আহ্মি সকলের অধিক।
সকল জানহ তুহ্মি কি কহিব অধিক॥
তুহ্মি প্রসন্ন হৈলা আহ্মি রাজ্য পাইল।
তোহ্মার নিদয়া হেতু রাজ্য হারাইল॥
বাপের সমান তুহ্মি করিছ পালন।
তোহ্মাকে প্রণাম করি থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
অনেক সহ[illegible] আইল আহ্মি।
একত্রে বঞ্চিএ আহ্মি আজ্ঞা কর তুহ্মি॥
কুরুপাণ্ডুগণ মৈধ্যে তুহ্মি সে প্রধান।
সকল আপনা করি রাখ বিদ্যমান॥
রণ করি যুদ্ধেত সকল হৈব ক্ষয়।
তুহ্মি বিদ্যমানে হেন উচিত না হএ॥
যুধিষ্ঠির রাজাএ যদি এমত কহিল।
শুনিয়া সঞ্জয় তাহা বড় উৎসাহ হৈল॥
অবসানে সঞ্জয়েতে কহেন নৃপতি।
জ্যেষ্ঠতাতে কহিয় যে আহ্মার প্রণতি॥
বৃদ্ধ নৃপতির স্থানে কহিয় সঞ্জয়।
পাণ্ডব জীবন্ত সুখে তোহ্মার প্রণয়॥
উপেক্ষিতে না যুয়াএ নষ্ট হৈল আহ্মি।
তবে রাজ্য পাই আহ্মি তুষ্ট হৈলে তুহ্মি॥
ভীষ্মেত প্রণাম মোর কহিয় সঞ্জয়।
ভারতের পিতামহ তুহ্মি মহাশয়॥
মজ্জিছিল কৌরব কুল করিছ উদ্ধার।
তুহ্মি বিদ্যমানে কেনে বংশের সংহার॥
যেন মতে পাএ সব হএ প্রীতিবন্ত।
সেই মত কর তুহ্মি ধার্ম্মিক অত্যন্ত॥
বিদুরক প্রণমিয়া কহিয় বুঝাই।
মন্ত্রণা করএ যেন মতে রাজ্য পাই॥
দুর্য্যোধন স্থানে কৈহ আহ্মার বিনয়।
হেন কর্ম্ম করে কেন কুল নষ্ট হএ॥
তুহ্মি যত বিড়ম্বন করিছ আহ্মারে।
সেই দুঃখ উপেক্ষিয়া কহিএ তোহ্মারে॥

এক বস্ত্রে দ্রৌপদীরে সভাতে আনিল।
সেই দুঃখ আহ্মি তাহা মনেত ধরিল॥
রজঃস্বলা আছিল দ্রৌপদী মহাদেবী।
সভাসদে হাসিলেক বহুল বিড়ম্বি॥
সকল কাড়িয়া লৈল পৈত্রাইল চর্ম্ম।
মনেত না রাখি আহ্মি সেহ অপকর্ম্ম॥
আর যত কুকর্ম্ম করিল দুঃশাসনে।
রজঃস্বলা দ্রৌপদীরে চুলে ধরি আনে॥
সেহ দুঃখ উপেক্ষিয়া আহ্মি হৈল মন্দ।
বনে বনে ভ্রমি আহ্মি তোহ্মার আনন্দ॥
সর্ব্ব দুঃখ তেজি আহ্মি নাহি ধরি মনে।
সকল অধর্ম্ম আহ্মি ক্ষেমি জ্ঞাতি হনে॥
যথোচিত নিজ ভাগ আকাঙ্ক্ষিএ আহ্মি।
পরদ্রব্য লোভ চিত্ত নেউঠায় তুহ্মি॥
হেন কর্ম্ম কর তুহ্মি প্রাণ রক্ষা পাএ।
বিবাদ প্রবন্ধ কথা মনে নহি ভাএ॥
অর্দ্ধরাজ্য উপভোগ কর আপনার।
একভাগ রাজ্য দিয়া মোরে শান্তি কর॥
নহে পঞ্চভাইকে দেও পঞ্চখান গ্রাম।
সব উপক্ষিল আহ্মি কি ফল সংগ্রাম॥
কুশস্থল বৃকস্থল দুইহ প্রধান।
বরুণা বারনাবতী নগর একস্থান॥
পঞ্চমে হস্তিনাপুরী ছাড়ি দে মোকে।
রক্ষা যাউক সর্ব্ব লোক কি ফল বিপাকে॥
এহি বাক্য সঞ্জয়েতে কহি পুনি পুনি।
যেই মতে ভাল হএ তাহা চিন্ত শুনি॥
এহিমতে সঞ্জয়েতে কহিল নৃপতি।
আদি অন্ত কহিবা যে শুন মহামতি॥
এতেক শুনিয়া যে সঞ্জয় বিচক্ষণ।
একে একে বন্দিলেক সভার চরণ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল তবে ধর্ম্ম নরপতি।
সঞ্জএ হস্তিনাপুরী গেল শীঘ্রগতি॥

কৌরব সভায় বাদানুবাদ

রজনীতে গিয়া ধৃতরাষ্ট্রেত কহিল।
পাণ্ডব সহিতে যথ কথা নির্ব্বহিল ॥
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরে যথ আছিল সম্বাদ।
শুনিয়া চিন্তএ রাজা মনেত বিষাদ ॥
চিন্তাএ বিকল রাজা নিদ্রা না আইসে আখি।
বিদুরক জানাইল সময় উপেক্ষি ॥
নীতি ধর্ম্ম প্রয়োগেত বিদুর প্রখর।
ধর্ম্মপথে চতুর প্রয়োগে বহুতর ॥
বহুতর সুমন্ত্রণা দিলেক বিদুর।
সভা করিবারে যুক্তি করিল প্রচুর ॥
দ্রোণ ভীষ্ম আর অমাত্য বিস্তর।
সব আসি সমবায় হৈল একত্তর ॥
কৃপ শল্য জয়দ্রথ বাহ্লিক বিকর্ণ।
অশ্বত্থামা সোমদত্ত আর বীর কর্ণ ॥
অলম্বুষ বিবিংশতি কেকয় নৃপতি।
দুঃশাসন জয়সেন শকুনি প্রভৃতি ॥
সভা করি অমাত্যে বসিল বৃদ্ধরাজ।
সর্ব্ব রাজা বসিলেক অমাত্যসমাজ ॥
আর যত রাজা সব বসিল অপার।
আজ্ঞা কৈল মহারাজা সঞ্জয়ে আনিবার ॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া দূত আনিল সঞ্জয়।
শীঘ্র করি আসিলেক যথা নৃপচয় ॥
সভা মৈধ্যে সঞ্জয় যে আসিলেক যবে।
বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রে জিজ্ঞাসিল তবে ॥
কহ কহ সঞ্জয় কি কৈল যুধিষ্ঠির।
কি বলিল ভীমসেন নির্ভয় শরীর ॥
দুর্যোধন অর্জ্জুন মোকে কি বলিল তবে।
আজ্ঞঅন্ত কহ কথা শুনউক সভাসবে ॥
সহদেবে কি বলিল কহরে সঞ্জয়।
কি বলিল দুর্জ্জয় কুল মহাশয় ॥
সর্ব্ব কথা কহত শুনউক দুর্যোধন।
কহিবারে লাগিল সঞ্জয় বিচক্ষণ ॥

রাজ্য এড়ি না দে যদি রাজা দুর্য্যোধন।
অবশ্য আমার হাতে তাহার মরণ ॥
মধুর বচনে যদি না দেয় সম্মতি।
না দিলেহ রাজ্য পাইব ধর্ম্ম মহামতি ॥
তুমি রাজ্য পাইছ হেন কর অহঙ্কার।
পূর্ব্বে পাণ্ডবে পাইছে অর্দ্ধরাজ্য ভার ॥
গদাহাতে ভীমসেন যমের সমান।
পরিণামে অবশ্য জানিবা বিদ্যমান ॥
যার সখা বাসুদেব পুরুষপ্রধান।
মনিষ্যে সহিতে নারে অর্জ্জুনের বাণ ॥
ভুবন জিনিতে পারে সাত্যকির বাণে।
নকুলের দুরন্ত শেল কে সহিব প্রাণে ॥
দেখিবা যে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে প্রতাপ।
শিখণ্ডীর বাণে যে পাইবা মনস্তাপ ॥
ইন্দ্রকলা যুধিষ্ঠির দহিবেক বাণে।
পাছে পাইবা অপমান পাপের কারণে ॥
নিদাঘে দহএ যেন অতি শুষ্ক বন।
হেন মতে দহিবেক পাণ্ডুর নন্দন ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র মহাতেজ অর্জ্জুনের টোনে।
তাকে দিব্য অস্ত্র ইন্দ্র দিয়াছে আপনে ॥
এক বাণে সর্ব্ব সৈন্য গ্রাসিবারে পারে ॥
কেমত পতঙ্গ হএ অর্জ্জুনের শরে ॥
সঞ্জয়ের বাক্য যেন বজ্রের সমান।
এক মনে শুনে ভীষ্ম কৌরবপ্রধান ॥
দুর্য্যোধন রাজাত কহন্ত ভীষ্ম বীর।
নররূপে নারায়ণ পার্থ মহাবীর ॥
পূর্ব্ব কথা কহি তবে শুনহ সকলে।
যেই মতে জন্ম তার হইল ভূতলে ॥
শুক্র বৃহস্পতি দুই ব্রহ্মার সভাতে।
দেবঋষিগণ যত মিলিল তথাতে ॥
হেন কালে দুই মহাতপস্বী বেড়ান্ত।
মহা তেজবন্ত দুই আকাশে খেলন্ত ॥
বৃহস্পতি ব্রহ্মাত পুছন্ত পুটাঞ্জলি।
কোন দুই দেব যাএ দেখিএ বিজুলি ॥

CENTRAL LIBRARY

অহঙ্কারে তোহ্মারে না করে সম্ভাষণ।
কহ সৈত্য পিতামহ এহি কোন জন॥
ব্রহ্মাএ কহন্ত এহি মহা যে তপস্বী।
নর নারায়ণ দুই নাম দুই ঋষি॥
তাহাকে সেবিয়া বর পাইছে পুরন্দর।
দেবাসুর সংগ্রামে মাহাত্ম্য করিবার॥
মারিল তা সব যত কালান্তকগণ।
কাটিয়া জম্ভর মাথা জিনিলেক রণ॥
সেই নর নামে ঋষি জন্মিছে অর্জ্জুন।
ত্রিভুবন বিদিত তাহার যত গুণ॥
নররূপে হইছে অর্জ্জুন অবতার।
কৃষ্ণরূপে নারায়ণ সংসারের সার॥
দুই এক বিষ্ণু রূপে পরম নির্ম্মল।
এহি দুই ব্রহ্মরূপে পূর্ণ কলেবর॥
নর নারায়ণ দুই একরথে হৈব।
ত্রিভুবনে কেবা পুনি তাহাকে জিনিব॥
তার আগে কেমত যে পতঙ্গ কৌরব।
অহঙ্কার ছাড়ি যাইবা দেখিবা রৌরব॥
ব্রহ্মাএ কহিছে যেন তেন অবতার।
কৃষ্ণরূপে নারায়ণ সংসারের সার॥
জাতিধর্ম্ম ছাড়ি তোর বুদ্ধি হৈল আন।
কুরুবংশ নাশ হেতু ওই অনুষ্ঠান॥
প্রকৃতি ছাড়িয়া বুদ্ধি না কর বিপর্য্যয়।
যুধিষ্ঠিরে রাজ্য দেয় কর ধর্ম্মচয়॥
তবে অর্দ্ধ রাজ্য তুহ্মি ছাড়ি দেও তাক।
লোকধর্ম্ম রক্ষা কর না কর বিপাক॥
হীন জাতি কর্ণ সূতপুত্রে কহে ধীর।
তার প্রাণে অর্জ্জুনের রণে নাহি স্থির॥
দুষ্ট বুদ্ধি শকুনি কৌরব দুঃশাসন।
ই সবের হেতু চাহ হইতে নিধন॥
পাণ্ডব সহিতে তুহ্মি না করিয় রণ।
এথ যদি কহিলেন্ত ভীষ্ম মহাজন॥
ভীষ্মের বচনে দ্রোণে কৈল পরিজ্ঞান।
এহি কর্ম্ম কর রাজা না করিয় আন॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে পুত্র শুন দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ গুরুবাক্য না কর লঙ্ঘন॥
যেই কথা কহিলেক ভীষ্ম মহাযোধ।
পাণ্ডুর সহিতে পুত্র না কর বিরোধ॥
পৈতৃক রাজ্যের অংশ তার সমুচিত।
শান্ত কর সর্ব্বলোক যুধিষ্ঠির হিত॥
যুধিষ্ঠিরে যত কথা কহিছেন শেষে।
সঞ্জএ কহিল কথা অশেষ বিশেষে॥
ক্রোধ করি দুর্য্যোধনে কহে বীর দাপ।
কিসের কারণে তুহ্মি চিন্তা পাও বাপ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল রাজা যেন কাল সাপ।
মোর সম বীর নাহি না কর সন্তাপ॥
মোর সম বীর নাই সংসার ভিতর।
গদাযুদ্ধে বিশারদ মুই ধনুর্দ্ধর॥
সৈন্য ভঙ্গ হএ দেখি মোর পদাঘাতে।
কোন বীর আগু হৈব মোর দৃষ্টিপথে॥
সলিল স্তম্ভিয়া মুঞি পারি যে রহিতে।
হেন বীর নাই আর ই কর্ম্ম করিতে॥
পবন স্তম্ভিতে পারি করি বাণ বৃষ্টি।
একে একে সংহারিব পাণ্ডবের গুষ্টি॥
বাসুদেব অর্জ্জুন জিনিতে পারি হেলে।
পরাক্রম আহ্মার জানিবা যুদ্ধকালে॥
পরিহর চিন্তা বাপু না করিয় ভয়।
সবান্ধবে পাণ্ডবক করিবম ক্ষয়॥
মোর বল দর্প জানে রাজা যুধিষ্ঠির।
মোর ভএ অত্যন্ত যে কম্পএ শরীর॥
হেন হেতু সম্ভ্রমে রাজ্যের না লএ নাম।
মাগিয়া পাঠাইছে মোতে পঞ্চখান গ্রাম॥
হেন অপৌরুষ কর্ম্ম আহ্মি না করিব।
যুদ্ধ করি সকল পাণ্ডব সংহারিব॥
যথ দুঃখ পাও তুহ্মি হাসে সর্ব্বজন।
উন্মত্তের মত যে কিসের চিন্তা মন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীর অশ্বত্থামা।
ভূরিশ্রবা বাহ্লিক বিকর্ণ কৃতবর্ম্মা॥

CENTRAL LIBRARY

জয়দ্রথ দুঃশাসন যে আর বিবিংশতি।
মহাযুদ্ধা বীর সব আমার সংহতি॥
একে মারিতে পারে পাণ্ডব সকল।
মোর পরাক্রম যত কোন লোক হীন॥
অশ্বত্থামা কৃপ যে অবধ্য দুই বীর।
এথ জানি বাপু তুমি চিত্ত কর স্থির॥
এতেকে আমার জয় জানিয় নিশ্চয়।
সবান্ধবে পাণ্ডবেরে করিবেক ক্ষয়॥
তিন যব কুশস্থল বারণা আদি গ্রাম।
বিক্রম থাকিতে মাগে পঞ্চখানা গ্রাম॥
তথাপিহ প্রীতি না করিব তান সনে।
ব্রহ্মাস্ত্র আসিয়া যদি কহন্ত আপনে॥
সূচাগ্রে যত ভূমি ভেদে পৃথিবীত।
তত ভূমি তারে যে না দিব কদাচিত॥
বিনি যুদ্ধে অংশ আর না পাএ পাণ্ডবে।
অর্দ্ধ রাজ্য দিতে কেনে কহ তুমি সবে॥
এথ যদি কৈল দুর্য্যোধন নরপতি।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত হৈল মৌনবৃত্তি॥
তার পাছে কহিল বিদুর বিচক্ষণ।
না কর আক্ষেপ তুমি শুন দুর্য্যোধন॥
পুনি পুনি কহে ধৃতরাষ্ট্র নৃপবর।
না শুনে কাহার বাক্য ক্রোধের অন্তর॥
কার বাক্য দুর্য্যোধনে না লভিল জ্ঞান।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র হৈল মৌনমান॥
না শুনে কাহার বাক্য রাজা দুর্য্যোধন।
সভা ভাঙ্গি তখনে উঠিল সর্ব্বজন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতের ধার।
পদে পদে কৃষ্ণকথা ধর্ম্মের প্রচার॥
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়ার।
জনমেজয় জিজ্ঞাসিল পুনি সমাচার॥

কৃষ্ণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের আলোচনা : হস্তিনাপুরে কৃষ্ণ

মুনি বোলে তার পাছে পাণ্ডুর সন্ততি।
গোবিন্দের স্থানে রাজা করএ ভকতি॥
আপদ কালেত প্রভু কর পরিত্রাণ।
তুমি বহি পাণ্ডবের গতি নাহি আন॥
যদি বৃদ্ধ মহারাজাএ বুঝএ নীতি।
বিভাগ না দিয়া চাহে করিতে পীরিতি॥
মাগিয়া পাঠাইল মোতে পঞ্চখান গ্রাম।
সূচাগ্রে পৃথিবী মোরে দিতে না লএ নাম॥
আপনে নির্ধন আমি না নির্ব্বহে ধর্ম্ম।
ধনহীন জীবনে করিব কোন কর্ম্ম॥
ফলহীন বৃক্ষ যেন এড়ে পক্ষিগণ।
ধনহীন পুরুষেরে ছাড়ে জ্ঞাতিগণ॥
জ্ঞাতিবধ বিশেষ বহুল গুরুজন।
এমত দারুণ কর্ম্ম কেমত শোভন॥
জয় পরাজয় নাই জ্ঞাতি সনে রণ।
হেন অপৌরুষ কর্ম্ম করে যেই জন॥
বৃদ্ধ রাজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পূজিত।
পুত্রস্নেহ এড়িতে না পারে কদাচিত॥
পুত্রের অধীন রাজা না হএ স্বতন্ত্র।
দুর্য্যোধন কৃপাএ শকুনির তন্ত্র॥
পুনি প্রীতি না হইব তার সমাধান।
কি করিতে উপাএ বোলএ ভগবান॥
ধর্ম্মপথ হৈতে যেন না হই বিচ্যুত।
উপাএ বোলএ মধুসূদন অচ্যুত॥
জ্ঞাতি বধ করিলে রাজ্যের লাভ হএ
হেন অভিলাষ মোর মনে না লএ॥
দুর্য্যোধন দুরাচার দুষ্ট হৈল বৈরী।
একজন পাতকে সকল নাশ করি॥
পুণ্যবন্ত গুণবন্ত তাহার সহিত।
কোন মতে তা সভার চিন্তিবু অহিত॥
জ্ঞাতি সব নাশ হৈব আর গুরুজন।
রাজালোভে তাহার যে কেমত শোভন॥

CENTRAL LIBRARY

বৃদ্ধ পিতামহ ভাম পরম পূজিত।
পৌত্রস্নেহে তেঞি যুদ্ধে হৈব উপস্থিত॥
পাত্রগণ তাহার না হএ বুদ্ধিমন্ত।
অসন্তুষ্ট দুর্য্যোধন বড়হি দুরন্ত॥
তাহা কি করিতে পারি কহ সমাধান।
কহ তার কি উপাএ করি ভগবান॥
সুধর্ম্মকুলেত যেন না হএ বিঘাত।
হেন যুক্তি মহাপ্রভু কহত আম্মাত॥
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া জনার্দ্দন।
হৃদএ ভাবিয়া কহে দেব নারায়ণ॥
আপনে যাইব আম্মি কৌরবসমাজে।
নানামত কহিয়া বুঝাইব কুরুরাজে॥
যে মতে সুহৃদ হএ করিমু সন্ধান।
স্থির হও মহারাজা না চিন্তিয় আন॥
যুধিষ্ঠিরে কহন্ত না হএ হেনমত।
একাকী যাইতে তুম্মি না হএ যুকত॥
সকল ক্ষত্রিয় মৈধ্যে দুর্য্যোধন বৈসে।
শত্রু মৈধ্যে যাইতে তুম্মি মনেত না আইসে॥
কৃষ্ণে তবে হাসিয়া দিলেন্ত প্রত্যুত্তর।
সর্ব্ব কুরু মিলি যদি করএ সমর॥
সর্ব্ব রাজা পূজ্য আম্মি কার নহে বাধ্য।
কার সাধ্য নহি আম্মি কার নহি বৈধ্য॥
পৃথিবীর রাজা যদি হএ এক ঠাই।
আম্মাতে সামর্থ নহে তোম্মাতে জানাই॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী আম্মার হস্ততল।
আম্মার অন্তর তুম্মি না জান সকল॥
অজ্ঞান হইয়া যদি করে বিপরীত।
তৃণ হেন কুরুবল দহিব নিশ্চিত॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা কহিলেন্ত পুনি।
সাবধানে থাকিবা আপনা মনে গুণি॥
তবে রাজাএ কহিলেক গোবিন্দ প্রণমি।
হেন মত কর প্রভু রক্ষা পাই আম্মি॥
ভীমসেন অর্জ্জুন নকুল সহদেবে।
যার যেই মনে লএ কহিলেন্ত তবে॥
সঞ্জএতে কহিয়াছি যে সব বচন।
সেইমত করে যেন রাজা দুর্য্যোধন॥
শান্তপূর্ব্ব [ক] ভয়াতুর কহিয় বচন।
উচ্চ বাক্য না কহিয় মানী দুর্য্যোধন॥
তবে যদি রাজ্য মোরে না দে দুর্য্যোধন।
না কহিবা কোন কথা আসিবা আপন॥
এতেক বিনয় কথা কহি ধর্ম্মরাজ।
গোবিন্দঅগ্রেতে দিল রথ করি সাজ॥
হেন কালে দ্রৌপদীএ পাইল অবকাশ।
বাম হাতে ধরিল সুগন্ধি কেশপাশ॥
অশ্রুপূর্ণমুখী হইয়া কৃষ্ণের অগ্রেতে।
গদ গদ কহে কথা কৃষ্ণের পদেতে॥
সন্ধি করিবারে প্রভু চলিছ আপনে।
এহি কেশে আম্মার ধরিছে দুঃশাসনে॥
এহি দুঃখভার গোসাঞি রহিব আম্মার।
ভএ সন্ধি করে ভীমার্জ্জুন দুর্ব্বার॥
বাপে মোর যুঝিবেক বৃদ্ধ নরপতি।
যুঝিবেক ভাই দৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি॥
মোর পঞ্চপুত্র আসি করিবেক রণ।
অভিমন্যু করিবেক কৌরবনিধন॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা দুঃশাসনের রক্তপান।
ধূলাএ ধূসর যদি পড়িল ভুবন॥
তবে সে সানন্দ হএ আম্মার হৃদয়।
কহিল সম্বাদ বাসুদেব দয়াময়॥
এথ যদি কান্দিয়া কহিল যশস্বিনী।
সান্ত্বিয়া তাহানে তবে কহে চক্রপাণি॥
অচিরে দেখিবা তুম্মি দ্রুপদকুমারী।
এহিমতে কান্দিবেক কৌরবের নারী॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরে পাইল কাল পরি [পাকে]।
শকুনে শৃগালে মাংস খাইবে ঝাকে ঝাকে॥
যদি খণ্ড খণ্ড হএ পৃথিবী মণ্ডল।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যদি পড়ে ধরাতল॥
অগ্নি সুশীতল হএ শুখাএ সাগর।
তথাপিহ ব্যর্থ নহে আম্মার উত্তর॥

দুর্যোধন আদি করি কুরুর নির্ম্মূল।
সর্ব্ব দুঃখ উদ্ধারি পাণ্ডবে পাইব কুল ॥
কৃষ্ণের বচনে শান্তি হইল যশস্বিনী।
আগু হইয়া ধনঞ্জয় কহিলেক বাণী ॥
শান্তি নিমিত্তে আহ্মি তোহ্মাকে পাঠাই।
তোহ্মার বচন যদি না রাখে গোসাঞি ॥
প্রীতি হেতু আপনে চলিছে দামোদর।
তোহ্মার বচন যদি না করে আদর ॥
তার ফল পাইবেক কৌরব দুর্ম্মতি।
তোহ্মার প্রসাদে তারে করিমু দুর্গতি ॥
সাত্যকিতে বাসুদেব কহিল নিভৃতে।
সুসজ্জ করহ রথ হস্তিনাতে যাইতে ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম অস্ত্র বহুতর।
ধনুঃশর তোলিয়া রথের উপর ॥
দুর্জ্জয় শকুনি কর্ণ রাজা দুর্যোধন।
শক্তিবারে যুয়াএ ই সব শত্রুগণ ॥
আপনে নিঃশঙ্ক হৈয়া চল সাবধানে।
হাতে অস্ত্র থাকিয়া যে মোর বিদ্যমানে ॥
সংহতি চলিল বীর না করিল আন।
সারথি সাত্যকি রথে কৈল ভগবান ॥
কৃষ্ণের বচনে যে সাত্যকি সজ্জ হৈল।
নানা অস্ত্র রথে তুলি কৃষ্ণ আগে হৈল ॥
বায়ুবেগ তুরঙ্গ বিচিত্র মণিময়।
হেন রথে আরোহিল কৃষ্ণ মহাশয় ॥
সেই রথে সাত্যকিরে তুলিল আপনে।
শুভক্ষণে চলিলেক বিচিত্র বিমানে ॥
পাণ্ডব সহিতে রথ রাজরাজেশ্বর।
বাড়াইয়া দিতে নিল বাহির নগর ॥
তবে যুধিষ্ঠিরে করিয়া বিনয়।
কহিতে চক্ষুর জল ভূমিতে পড়এ ॥
দেবগুরু অতিথি পূজন্ত নিতি নিতি।
গুরুতে বৎসলা মোর মাও কুন্তী সতী ॥
শতসঙ্খ অতিথি ভুঞ্জাএ নিতি যার।
আর যত সঙ্গতি কহিব কথ তার ॥

যেই দিন রাজ্য এড়ি বনেত প্রবেশ।
সেই হৈতে মাএ মোর পাএ বড় ক্লেশ ॥
শিশুকালে হৈল মোর বাপের বিয়োগ।
ক্লেশ পাইয়া জননীএ দিল নানা ভোগ ॥
পুত্র বৎসলা মাও পাএ নানা দুঃখ।
তা দেখিয়া কৌরবেরা পাএ নানা সুখ ॥
আহ্মি সর্ব্ব বনে যাইতে পঞ্চ সহোদর।
পাছে পাছে ধাইয়া মাএ কান্দিল বিস্তর ॥
তথাপিহ মুঞি তানে এড়ি গেলাম বনে।
দেখিয়া আসিবা তানে দেব নারায়ণে ॥
সাত্যকিএ রথখান চালাএ তখন।
পবন গমন রথ দেখিয়ে শোভন ॥
দশ মহারথী গেল কৃষ্ণের সংহতি।
সিংহ করী বিক্রম তুল্য সহস্র পদাতি ॥
দশ সহস্র রথ চলে সমরে দুর্ব্বার।
বহুবিধ গজ বাজি বিংশতি হাজার ॥
দিন অবশেষ হৈল সৈন্ধ্যার সমএ।
বৃক্ষস্থল পাইল গিয়া দেব দয়াময় ॥
যুধিষ্ঠির কার্য্য হেতু যাএ কুরুস্থানে।
সম্মানিতে মুনিগণ আইল আপনে ॥
নানা উপ [হা] র দিয়া পূজিল বিশেষে।
রজনীতে গোবিন্দ আছিল সেই রসে ॥
দূত মুখে ধৃতরাষ্ট্রে শুনিল বচন।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সন্তোষ হইল মন ॥
সঞ্জয়রে পাঠাইয়া নিল দুর্যোধন।
সকল অমাত্য আসি মিলিল তখন ॥
প্রসন্ন বদনে রাজা হর্ষে জিজ্ঞাসিল।
রোমাঞ্চিত কলেবর পুত্রেত কহিল ॥
বড় ভাগ্য তোহ্মার হইল আচুম্বিত।
আপনে গোবিন্দ আইল তোহ্মার বিদিত ॥
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ জানাও সত্বরে।
ধূপ দীপ মঙ্গল করোউক ঘরে ঘরে ॥
সর্ব্বভূত ঈশ্বর বিভূতি নারায়ণ।
সে দেব পূজিলে হএ সফল জীবন ॥

CENTRAL LIBRARY

বিচিত্র আসন কর দিবা ঘরদ্বার ।
নানাবস্ত্র উপহার বিবিধ প্রকার ॥
বৃদ্ধ রাজার বচন শুনিয়া দুর্য্যোধন ।
অপূর্ব্ব সম্ভার কৈল সঙ্গে রাজাগণ ॥
নানাবস্ত্র উপহার বিবিধ প্রকার ।
বিচিত্র বিবিধ রত্ন সিংহাসন আর ॥
তবে বৃদ্ধ নরপতি কহিল হরিষে ।
পূর্ণিমার চন্দ্রে যেন অমৃত বরিষে ॥
পুত্র পৌত্র আমার বংশেত যত জন ।
সর্ব্বসঙ্গে আগু বাড়ি আন দুর্য্যোধন ॥
নট নর্ত্তকী আর যত বেশ্যাগণ ।
মহোৎসব করি আন দেব জনার্দ্দন ॥
পথে পথে ধ্বজ পূর্ণ কুম্ভ সারি সারি ।
স্বচ্ছন্দে মঙ্গল করৌক নগরে নাগরী ॥
পথ সব করাও বিচিত্র পরিষ্কার ।
দুঃশাসন করিবেক মন্দিরসম্ভার ॥
মহাসত্ত্ব মহাবীর্য্য কৃষ্ণ গুণনিধি ।
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ বিধাতার বিধি ॥
যত ব্যবহার তানে দিবা দুর্য্যোধন ।
মদে মত্ত হস্তী দিবা দিবা অশ্বগণ ॥
দশ সহস্র হস্তী দিবা মদেমত্ত সার ।
একশত দাসী দিবা দিবা অলঙ্কার ॥
অতি তেজময় যান দিবস রজনী ।
ভক্তি করি দিবা তানে মোর মাথার মণি ॥
চতুর্ব্বিধ লোক জিনি বিচিত্র বসন ।
কৃষ্ণক অর্পিয়া দিবা বিচিত্র বাহন ॥
আর এক বাক্য কহি কর অবধান ।
আমার বচন শুন না করিয় আন ॥
কেশব সহিতে যাও না কর বিমুখ ।
আন গিয়া যুধিষ্ঠির ভুঞ্জউক রাজ্যসুখ ॥
দ্রোণ ভীষ্ম মিলিয়া কহিল দুর্য্যোধন ।
ভাগে রাজা ভুঞ্জ সর্ব্ব জিয়ৌক সর্ব্বজন ॥
তার শেষে বিদুরে যে কহিল বহুল ।
মহাসত্ত্ব রাজা তুমি পৃথিবী পূরিল ॥
পূজিবা যে কৃষ্ণদেব কপটে কার্য্য নাই ।
তুমি আমি বসি গিয়া বৃদ্ধ রাজার ঠাই ॥
ধনে জনে পরিতোষ না হএ জনার্দ্দন ।
তবে তুষ্ট যদি পাল আমার বচন ॥
পাণ্ডবের কার্য্য হেতু রাজা অভিলাষে ।
না শুনিলে কৌরবের হৈব সর্ব্বনাশে ॥
সর্ব্ব সামঞ্জস্য হেতু আইসে নারায়ণ ।
পুত্রস্নেহ রাখ যদি রুষ্ট হৈব মন ॥
ক্রোধ দৃষ্টি করি তবে বোলে দুর্য্যোধন ।
পাণ্ডবের পৈক্ষে যদি আইসে নারায়ণ ॥
এথ বস্তু তবে কেনে কল্পিব তাহারে ।
আমা হৈয়া না আইসে যদি কি কার্য্য ব্যবহারে ॥
হিত পক্ষ বিদুরে কহিতে রুষ্ট হৈল ।
ক্রোধ করি দুর্য্যোধনে কহিতে লাগিল ॥
অভ্যাগত হই আইলে পূজি বহুতর ।
কার্য্যগত বাসুদেব পূজি কোন ফল ॥
অধিক অর্চ্চিব তানে কিসের কারণে ।
দূতের অধিক পূজা না হএ শোভনে ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর বিষম সন্ধানে ।
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া কহিল বচনে ॥
পূজা কর না কর কৃষ্ণে নাই ক্রোধ ।
ত্রিভুবননাথ সনে না কর বিরোধ ॥
অন্যে বিসম্বাদ করে সহজে তাহাতে ।
তোমার বিরোধযোগ্য নহে জগন্নাথে ॥
আগু বাড়ি আন গিয়া দেব চক্রপাণি ।
ধর্ম্মব্যবহারে পূজা করিবা যে জানি ॥
তানে শান্ত বাক্য বলি করহ পীরিতি ।
তবে সে হইব তুষ্ট ত্রিজগতের পতি ॥
তাহা শুনি ক্রোধ করি উঠে দুর্য্যোধন ।
ক্রোধ মুখে কহন্ত দুর্ম্মুখ দুঃশাসন ॥
কৃষ্ণে সহাএ পাণ্ডবের অহঙ্কার ।
তান বাক্য শুনিলে যে কি ভাল আমার ॥
তাহারে বান্ধিয়া থুইলে পৃথিবী আমার ।
গুষ্টি সমে অনাথ পাণ্ডব পরিবার ॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণ বিনে পাণ্ডবে আর নাই গতি।
শুন মোর বাক্য বাপু বৃদ্ধ নরপতি ॥
দুর্য্যোধনে জিজ্ঞাসা করএ জোড় হাতে।
এহি আজ্ঞা কর বাপু যদি লএ চিত্তে ॥
প্রভাতে আসিব কৃষ্ণ শুন নৃপবরে।
আজ্ঞা কর বন্দী করি রাখিব প্রকারে ॥
ই কথা শুনিয়া তবে বৃদ্ধ নরপতি।
জিহ্বাতে কামড় মারি কহে শীঘ্রগতি ॥
অএ দুষ্ট দুর্য্যোধন অধম পাপিষ্ঠ।
লোকধর্ম্ম বহির্ভূত বড়হি অনিষ্ট ॥
হেন কথা কহ তোর চিতে হেন সাধ।
ত্রিভুবন নাথ সনে ইচ্ছসি বিবাদ ॥
এতেক শুনিয়া তবে ভীষ্ম মহামানী।
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া কহিলেন্ত বাণী ॥
দুর্য্যোধন পুত্র তোহ্মার অনর্থের মূল।
না শুনে কাহার কথা সংহার হৈতে কুল ॥
বিপথের সার দুষ্ট কলিঅবতার।
বিপথ না ছাড়ে দুষ্ট হইতে সংহার ॥
কৃষ্ণেরে বিপাক করিবারে লএ মন।
অমাত্য সহিতে ক্ষয় হইতে কারণ ॥
হেন পাপ কথা মোর না রচএ চিতে।
ই বলিয়া ভীষ্ম বীর উঠে সভা হৈতে ॥
যার যেই মতে গেল সর্ব্ব রাজাগণ।
দুর্য্যোধন দুরাচার কহে সর্ব্বজন ॥
তবে পুনি ধৃতরাষ্ট্রে কহিল বচন।
আগু বাড়ি আন কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধন ॥
সসৈন্যে সাজিয়া যাও যথাএ নারায়ণ।
মান্য করি আন কৃষ্ণ আহ্মার ভুবন ॥
এথাএ স্থলস্থল এড়ি দেব নারায়ণ।
যাইতে হস্তিনাপুরী করিল গমন ॥
চরে গিয়া জানাইল সভার ভিতর।
রাজ্যে আসি উপস্থিত দেব গদাধর ॥
প্রভাতে আইল কৃষ্ণ হস্তিনানগরে।
সব কুরুগণ গেল আগু বাড়ি তারে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সব কুরু আইল।
প্রণমিয়া সভা মৈধ্যে সম্ভাষি আনিল ॥
প্রভাতে গেলেন্ত তবে দেব দামোদর।
ভাবে রোমাঞ্চিত হইল বৃদ্ধ নৃপবর ॥
পাদ্যঅর্ঘ আচমনি দিল হেমাসন।
ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষিয়া বৈসে জনার্দ্দন ॥
রাজাগণে প্রণমিল শাস্ত্রঅনুক্রমে।
কৃষ্ণ গেলেন্ত তবে বিদুরআশ্রমে ॥
বিদুরক সম্বোধিয়া কহিল সকল।
কুন্তীকে চাহিতে গেল কৃষ্ণ মহাবল ॥

কুন্তী সকাশে কৃষ্ণ

কুন্তীভোজ কুমারী কৃষ্ণের পিতৃস্বসা।
পাণ্ডুর যে মহিষী ভুঞ্জএ দুঃখদশা ॥
দূরে থাকি দেখে দেবী দেব দামোদর।
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ আইল গোচর ॥
পুরীর ভিতরে যদি আইল গদাধর।
কৃষ্ণের গলাতে ধরি কান্দিল বিস্তর ॥
কৃষ্ণেরে আসন দিয়া মন তুষ্ট করি।
পুনি পুনি কান্দে দেবী হা হা পুত্র স্মরি ॥
হা হা পুত্র করি দেবী কান্দে সকরুণে।
গদ গদ করি কান্দে কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
সঞ্জএ রচিল পোথা ভারথকলাপ।
পুত্র শোকতাপ দেবী কুন্তীর বিলাপ ॥

করুণা ভাটিয়াল

সে সব কালেত বনে দ্রৌপদী বধূর সনে
পুত্র সব পরম দুঃখিত।
বিপ্রগুরু সন্তর্পণ ভক্তিভাবে দেবার্চ্চন
পুরাণ শুনএ নিত্য নিত্য।
সতত যে সৈত্য ধর্ম্ম নিত্য করে নীতিকর্ম্ম
পুত্র সবে কৈল রাত্রি দিনে।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বিড়ম্বএ অনুক্ষণ
হিংসা ভাবে করিল ভিন্ন ॥

CENTRAL LIBRARY

কৌরবগণের সনে শিশু কাল হৈতে বনে
জিনিলেন্ত শত সহোদর।
সেইত দিবস হনে পাপিষ্ঠ যে দুর্য্যোধনে
মিথ্যা তাহা কৈল বহুতর॥
রাজ্য হরি নিল ছলে দুর্য্যোধন দুরাচারে
মুই গেলম কান্দিতে কান্দিতে।
চরণে পড়িয়া মোর কান্দে পঞ্চসহোদর
কহিয়া চাহিল বনপথে॥
সিংহ ব্যাঘ্র পশুগণ বনে চরে অনুক্ষণ
কতদিনে হৈব দরশন।
নানামতে দুঃখ করি দ্বাদশ বৎসর ধরি
কেমতে গেল বিরাটভুবন॥
বিবিধ বাদ্য সবে বিনা বাশির রবে
চৈতন্য যে করাএ যাহাকে।
কানন যে ভূমিতে আছিলেক কেমতে
জাগিলেক জম্বুকীর ডাকে॥
নারীগণে সবে মিলি জাগাইল নৃত্য করি
সহিতে যে গীতবাদ্য রসে।
বেদধ্বনি দ্বিজে করে কাংস্য মৃদঙ্গ রবে
তবে ধর্ম্ম জাগএ বিশেষ॥
হেন মোর পুত্রবর কাননেত ভয়ঙ্কর
কর্ণে তাত কোলাহল শুনি।
নানামতে দুঃখ পাইল কাননেত ভ্রমিল
কোনমতে কহ চক্রপাণি॥
রজনীতে হিমকর রচি জিনি কলেবর
আজানুলম্বিত ভুজ বীর।
ত্রিজগত পূজিত হএ অভিশুদ্ধ চিত
কেমতে আছিল যুধিষ্ঠির॥
জতুগৃহদাহনে পলাই যাইতে বনে
একা ভীমে সর্ব্বজন বহে।
হিড়িম্ব রাক্ষস মারি সঙ্কট উদ্ধার করি
কোনমতে বনবাস সহে॥
কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন পণ্ডিত যে পরাক্রম
ক্ষেমাএ যে পৃথিবী সমান।
হেন পুত্র অর্জ্জুনে দুঃখ সহে কত বনে
কি খাইয়া রাখিয়াছে প্রাণ।
সর্ব্বগুণে গুণবন্ত সর্ব্বশাস্ত্রে অত্যন্ত
ভূত ভবিষ্যৎ যে পণ্ডিত।
শিরীষ পুষ্পের দল শরীর যে কোমল
সহদেবে করে কোন রীত॥
ভাই সবের প্রাণ সঙ্কটেত যুদ্ধমান
কুম্ভধর সেই মহাবীর।
মাদ্রীর যে নন্দন নকুল যে বিচক্ষণ
ই দুঃখে নি আছএ শরীর॥
সে যে মুখ অধর পুত্র সকলের মোর
আর মুখ না দেখি নয়নে।
কহ কহ দামোদর ত্রিজগত প্রাণেশ্বর
সে কথা শুনিতে ইচ্ছা মনে॥
সৈত্যবাদী শালিনী ধর্ম্ম মুখ্য যশস্বিনী
পাঞ্চাল যে রাজার কুমারী।
সে যে বধূ দ্রৌপদী সঙ্গে করি বিপদি
জীয়ন্ত যে বনবাস করি॥
পঞ্চপুত্র ছাড়ি নারী স্বামীদুঃখ মনে ধরি
অনাহারে সঙ্গে ভ্রমে বনে।
পাপমতি দুঃশাসনে কেশেত ধরিয়া আনে
সে সকল দুঃখ উঠে মনে॥
ই সকল দুঃখে মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর
না দেখিয়া পুত্রবধূ মুখ।
নানা দুঃখ মনে পাইয়া সেই দুঃখ না ভাবিয়া
তোহ্মা দরশনে উঠে দুঃখ॥
অর্জ্জুনের জন্মকালে আকাশ যে মণ্ডলে
দৈববাণী শব্দ যে হইল।
অর্জ্জুনে যে কুরু জিনি লইবেক মেদিনী
সে সকল সব ব্যর্থ হৈল॥
আহ্মার যে কর্ম্মদোষে দুর্য্যোধনে এবে পোষে
আশা মোর হইলেক ভঙ্গ।
পূর্ব্বকথা মনে স্মরি কান্দে পাণ্ডুপাটেশ্বরী
সঞ্জয়ের রহস্য প্রসঙ্গ॥

সান্ত্বিয়া গোবিন্দ কহে শুন মহাদেবী ।
পঞ্চভাই কুশলে আছে বিরাটক সেবি ॥
রাজভোগে রাজ্যসুখে আছে ধর্ম্মরাজ ।
দ্রুপদ বিরাট আদি নৃপতি সমাজ ॥
সর্ব্ব দুঃখ গেল তান হৈল ভাল ভাল ।
কুরুগণ নাশ করি হৈব ঠাকুরাল ॥
তোহ্মাকে দেখিতে ধর্ম্মে পাঠাইল মোকে ।
কুশল কহিয়া শান্তি করাইতে তোহ্মাকে ॥
পাঞ্চালী সহিতে পঞ্চভাইর কুশল ।
অল্প দিন লাগি তুহ্মি না হইয় বিকল ॥
দূত হৈয়া আইল আহ্মি কৌরবসমাজে ।
দুর্য্যোধনে ছাড়ি দিতে পাণ্ডু অর্দ্ধরাজ্যে ॥
এহি কথা নিষ্ঠা জানি যাইতে কারণ ।
নহেত পাণ্ডব হাতে নাশ দুর্য্যোধন ॥
পুনি কহে কুন্তীদেবী শুন জনার্দ্দন ।
যুধিষ্ঠিরেত কহিয় আহ্মার বিবরণ ॥
কদাচিত আপনার ধর্ম্ম না ছাড়িব ।
ধর্ম্মেত থাকিলে শত্রুচরণে সেবিব ॥
অতিশয় বিঘ্ন হৈলে স্মরিবেক ধর্ম্ম ।
ধর্ম্মবলে সকল সাধিবে সেই কর্ম্ম ॥
সাধুজন লঘুজন কহিএ তোহ্মারে ।
আপনে করিব তারে ধর্ম্মঅনুসারে ॥
অর্জ্জুনেত কহিবা আহ্মার উপদেশ ।
উত্তমঅধম মত পুরুষ বিশেষ ॥
যে নিমিত্তে প্রসবএ ক্ষত্রিয়ের নারী ।
কাপুরুষ মত তভো কর্ম্ম নাহি করি ॥
কদাপি উত্তম জান না ছাড়িব ধর্ম্ম ।
কদাচিত না করিব কোন হীন কর্ম্ম ॥
কাল পাইয়া মহাজনে করিব সাহস ।
প্রাণপণ করিয়া যে অর্জ্জিবেক যশ ॥
ধর্ম্মেত থাকিলে হএ উচ্চে অভিলাষ ।
যাইবেক ধনপ্রাণ হইব বিনাশ ॥
কৃষ্ণআস্থা করিলে কৃষ্ণেত পরিত্রাএ ।
ধর্ম্মে সেবি উচ্চ পদ ধর্ম্মে ঐ জোগায় ॥
সময় পাইলে শত্রু না রাখে সর্ব্বথা ।
সময় পাইলে পুনি কহে সর্ব্বকথা ॥
সহদেব নকুলক কহিয় বুঝাই ।
বিক্রমঅর্জ্জিত ধন বড় পুণ্যে পাই ॥
ভীম স্থানে কহিয় দ্রৌপদীবাক্য স্মরে ।
দূত কানে কি বলিল বীর বৃকোদরে ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা স্মরি তাহা ধরে মনে ।
যত অপমান দিল রাজা দুর্য্যোধনে ॥
রাজ্য হারি শত্রুপাকে গেল বনবাস ।
সেই দুঃখ নির্ব্বহিল মনে নাহি ভাস ॥
সর্ব্ব দুঃখ জন্তে মোর মনেত বিশাল ।
তুষের আনলে যেন জলে সর্ব্বকাল ॥
তবে কৃষ্ণে সান্ত্বি কহে শুন দেবী সতী ।
সংসারেত লিখি মাত্র কুন্তী পুত্রবতী ॥
পুত্রবতী সতী তুহ্মি রাজার ঘরিনী ।
সর্ব্বগুণে যুতা তুহ্মি ধর্ম্মআচরণী ॥
সংসারেত দুঃখ সুখ পাএ সর্ব্বজন ।
অচিরে দেখিবা তুহ্মি শত্রুর নিধন ॥
অচিরে দেখিবা তুহ্মি পাণ্ডু ধর্ম্মমতি ।
অকণ্টকে শাসিবেক সর্ব্ব বসুমতী ॥
অর্জ্জুনের হাতে হৈব কুরুকুল ক্ষয় ।
দিন পঞ্চদশ মৈধ্যে দেখিবা নিশ্চয় ॥
নিবর্ত্তিয়া গোবিন্দে কহিল পুনর্ব্বার ।
সব তত্ত্ব কহে যেন কুলিশের ধার ॥
ত্রিভুবনে কেবা আছে তুহ্মি হেন সতী ।
সংসারে সার তুহ্মি হৈলা পুত্রবতী ॥
পুত্রবতী নারী তুহ্মি রাজার মহিষী ।
সর্ব্বগুণে যুতা তুহ্মি ধর্ম্মের বিদুষী ॥
পুনি কুন্তী দেবী কহে শুন মহাশয়
পুত্রবধূ দুঃখে মোর দহন্ত হৃদয় ॥
একবস্ত্রে বধূ মোর সভাতে আনিল
রজঃস্বলা হেন গুরু সকলে জানিল ॥
বন্দিল কৌরবগণে সভা বিদ্যমান
সজল নয়ন বধূ শুনিল শ্রবণে ॥

CENTRAL LIBRARY

হেন না দেখিলম মুঞি উদ্ধার কারণ।
তুহ্মি হেন সহাএ থাকিতে জনার্দ্দন ॥
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন থাকিতে বিদ্যমান।
মুই হেন দুঃখ পামু কি বলিব আন ॥
এহিমতে উত্তর আছিল দুইজনে।
তবে কৃষ্ণে কহিলেন্ত কুন্তীদেবী স্থানে ॥
বিদাএ করহ দেবী যাই কুরু পাশে।
কোন মত কহে দুর্য্যোধন মন ভাসে ॥
প্রণমিয়া কুন্তী স্থানে কহে চক্রপাণি।
দেশেত যাইতে তোহ্মা সম্ভাষিমু পুনি ॥

দুর্যোধন সকাশে কৃষ্ণ

ই বলিয়া যাএ কৃষ্ণ যথাএ দুর্য্যোধন।
জানিয়া রহিল কুন্তী আপনা ভুবন ॥
দুর্য্যোধন গৃহে গেল প্রাসাদ উপরে।
বসিয়াছে দুর্য্যোধন মন কুতূহলে ॥
দক্ষিণেত কর্ণ বীর বামেত শকুনি।
সম্মুখেত দুঃশাসন দাড়াইছে পুনি ॥
বাসুদেব দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন।
অমাত্য সহিতে উঠি দিল সিংহাসন ॥
কৃষ্ণ পূজা সম্ভাষা আছিল বহুতর।
দুর্য্যোধনে উপহার দিলেক বিস্তর ॥
কোন বস্তু না লইল দেব জনার্দ্দন।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
কি কারণে না লয় আহ্মার উপহার।
দুই কুল হিত তুহ্মি সংসারের সার ॥
কৃষ্ণে কহে দূত নহে পূজার ভাজন।
কৃতার্থ করিবা তাহা পূজে সর্ব্বজন ॥
আজি গিয়া রহি আহ্মি বিদুর নির্দ্দেশ।
কৃতার্থ করিয়া কালি পূজিয় বিশেষ ॥
আজি নিশি হৈল কিছু না কহিব কথা।
কৌরবপাণ্ডব বংশ প্রীতি হএ যথা ॥

বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ

তখনে গোবিন্দ গেল বিদুরের ঘর।
ইন্দ্রের ভুবন যেন পরম সুন্দর ॥
ভক্তিএ গোবিন্দ কৈল বহুল সৎকার।
নানা বিধি মতে দিল বহু উপহার ॥
গুড় রস মিষ্ট অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
নানাবিধ উপহারে করএ ভোজন ॥
পুষ্পশয্যা দিল তানে করিতে শয়ন।
হরষিতে শয়ন করিল নারায়ণ ॥
ভক্তি করি পূজিল গোবিন্দ মহামতি।
কি কারণে আসিয়াছ ত্রিজগতপতি ॥
দুষ্টজন দুর্য্যোধন অধম গোয়ার।
কদাচিত না রাখিব বচন তোহ্মার ॥
অমাত্য শকুনি কর্ণ আর দুঃশাসন।
মূর্ত্তিমন্ত অহঙ্কার এহি তিনজন ॥
চতুর্থেত দুর্য্যোধন কলিঅবতার।
কার কথা না শুনে কুবুদ্ধি আপনার ॥
চারিজনে মন্ত্রণা করএ নিরন্তর।
কার কথা না শুনে অবোধ বর্ব্বর ॥
ধৃতরাষ্ট্রে দুরন্ত পুত্রের স্নেহ করি।
দুর্য্যোধন দুরন্ত যে অতি অপকারী ॥
তার মৈধ্যে বঞ্চি আহ্মি কলঙ্ক কারণ।
পারিতে না বঞ্চি শুন জনার্দ্দন ॥
কৌরবগণেত আর কেহ নহে নিষ্ঠ।
না জানিয়া লোকে কহে আহ্মি সে অশিষ্ট ॥
সকল শত্রুর মৈধ্যে আহ্মি একেশ্বর।
পারিতে না বঞ্চি আহ্মি শুন দামোদর ॥
মোর নিবেদন প্রভু কর অবধান।
কিসেরে আপনে আইলা দেবভগবান ॥
কার কথা না রাখে দুরন্ত দুর্য্যোধন।
মোর মনে না রচএ তোহ্মা আগমন ॥
বিদুরবচন শুনিয়া দামোদর।
ঈষৎ হাসিয়া তবে দিলেক উত্তর ॥

CENTRAL LIBRARY

ধৃতরাষ্ট্র দুরাচার ক্ষত্রিয়ের বৈরী ।
দুর্যোধন দুরাচার আহ্মি তাকে স্মরি ॥
লোকে মোকে বলিলেক কলঙ্ক বচন ।
পারিতে গোবিন্দে না কৈল নিবারণ ॥
কৌরব পাণ্ডব মোর দুই কুল ইষ্ট ।
নিষেধ না কৈলে লোকে কহিব গরিষ্ঠ ॥
যেবা বোল শত্রু মৈধ্যে আহ্মি একেশ্বর ।
পৃথিবী সামর্থ নহে মোর সমোসর ॥
দুই জনের ইষ্টালাপে প্রভাত রজনী ।
ধার্ম্মিক বিদুর আর দেব চক্রপাণি ॥
প্রভাতে করিল স্নান দেব জনার্দ্দন ।
দিনকৃত্য নির্ব্বাহিল স্নানতর্পণ ॥

কৌরবসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ

অমাত্য সহিতে এথা রাজা দুর্যোধন ।
কৃষ্ণ আনিবারে আদেশিল দুঃশাসন ॥
কর্ণ শকুনি আর যত ইতি গণ ।
ই সকল পাঠাইল যথা নারায়ণ ॥
রাজসভাএ বসি আছে বৃদ্ধ নরপতি ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ কৃতবর্ম্মা মহামতি ॥
কৃপ শল্য ভূরিশ্রবা আদি যথজন ।
যার যেই ক্রমে সব বসিল আসন ॥
ভেরী শঙ্খ যন্ত্রধ্বনি শুনিলু খর ।
সভা সাজাইয়া কহে আন দামোদর ॥
এথা কর্ণ দুঃশাসন যাইয়া সত্বরে ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া কহিল বিস্তরে ॥
রাজসভাএ বসিয়া বৃদ্ধ নরপতি ।
প্রতীক্ষন্তি তোহ্মারে শুনহ মহামতি ॥
ইন্দ্রক আরাধন্ত যেন সর্ব্ব দেবগণ ।
একদৃষ্টে আছে সভা তোহ্মার কারণ ॥
কৃষ্ণে হাসিয়া তবে তাহা আদরিল ।
বস্ত্র অলঙ্কার পৈন্ধি রথেত চড়িল ॥
বিদুর সহিতে কৃষ্ণ রথ আরোহন্ত ।
আইস আইস করি কৃষ্ণে সাদরে কহন্ত ॥
কৃতবর্ম্মা শকুনি সকল সৈন্য সমে ।
কৃষ্ণক আদরি আনে যার যেই ক্রমে ॥
বেণী শঙ্খ বাদ্যরব শুনিতে সুস্বর ।
সভা মৈধ্যে প্রবেশিল দেব দামোদর ॥
সর্ব্বজন সম্ভাষা আছিল যথাবিধি ।
সোবর্ণের আসনে বসিল গুণনিধি ॥
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া দেব জনার্দ্দন ।
আর যত সম্ভাষা আছিল জনে জন ॥
আইল পরশুরাম মুনি মহাশয় ।
নারদ প্রভৃতি আইল সমুচ্চয় ॥
অন্তরীক্ষে সভা মৈধ্যে আইল মুনিগণ ।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ভীষ্মে দিলেক আসন ॥
রাজা সব বসিল বসিল মুনিগণ ।
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া কহে জনার্দ্দন ॥
আহ্মার বচন রাজা কর অবধান ।
কুরুবংশ মহামানী করএ বাখান ॥
ক্ষেমাসৈত্য দয়াশীল কুরুবংশে জাত ।
তুহ্মি তাতে মহারাজা ভুবনবিখ্যাত ॥
দুর্যোধন আদি করি তোহ্মা পুত্র সব ।
মৈর্য্যাদা ছাড়িয়া হৈল লোভে উপগত ॥
বংশের নিধন এহি জানিয় নিশ্চয় ।
পৃথিবী ভুগিব এহি পাণ্ডবতনয় ॥
ধর্ম্মপথে থাকে যেই অবশ্য বিজয় ।
সৈত্য মিথ্যা ভাবি চাহ রাজা মহাশয় ॥
উপশম এহি এহার চিন্তহ নরপতি ।
আহ্মার বচন যদি রাখহ সম্মতি ॥
পুত্র সব ঠেকায় তুহ্মি করিয়া প্রবোধ ।
পাণ্ডব ঠেকাইব আহ্মি করিয়া নিরোধ ॥
কৌরব পাণ্ডব সমোদিতে ভোগ রাজা ।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন করহ সাহায্য ॥
দেবাসুর দুর্জ্জয় পাণ্ডব মহাবীর ।
শতপুত্র তোহ্মার যে বিখ্যাত শরীর ॥
আর যত রাজা সব সমরে দুর্জ্জয় ।
সর্ব্ব সঙ্গে রাজা কর প্রীতি সমুদয় ॥

CENTRAL LIBRARY

একযুক্ত হৈয়া সবে কর রাজ্য সুখ ।
হিত উপদেশ কহি না হইয়া বিমুখ ॥
শিশুকালে হৈল তার বাপের বিয়োগ ।
আপনে পালন কৈলা দিয়া নানাভোগ ॥
শিশুকাল হৈতে তুহ্মি পালিছ পাণ্ডব ।
সুখে রাজ্য করউক তোহ্মার পুত্রসব ॥
যুধিষ্ঠিরে কহিয়াছে বহুল পীরিতি ।
পিতা হৈয়া পালিয়াছ কেনে হেন নীতি ॥
তোহ্মাতে বিনয় করি কহিছে পঞ্চভাই ।
তুহ্মি বিদ্যমানে কেনে এত দুঃখ পাই ॥
যুধিষ্ঠিরে কহিছেন শুন নরপতি ।
সে সকল কহি শুন বৃদ্ধ মহামতি ॥
তোহ্মার আদেশ আহ্মি মাথে করি বহি ।
তোহ্মার কারণে আহ্মি এত দুঃখ সহি ॥
দ্বাদশ বৎসর দুঃখ অরণ্য ভিতর ।
বৎসরেক ছিল আহ্মি বিরাটনগর ॥
যে সময় করি তুহ্মি পাঠাইলা বনে ।
সময় লঙ্ঘিতে চাহ কিসের কারণে ॥
আপনা উচিত ভাগ লাগএ পাণ্ডব ।
বিগ্রহ না কর রাজা রাখ তারা সব ॥
অগ্নিএ দহিতে চাহি নিস্তারিল দৈবে ।
তথাপিহ তোহ্মারে সে আশ্রএ পাণ্ডবে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বাসা দিলা পুত্রের সম্মতি ।
জতুগৃহ করিয়া পুড়িতে কৈলা মতি ॥
শকুনিক সাজাইয়া নিলা রাজ্য কাহ্নি ।
সভামৈধ্যে বিড়ম্বিলা দ্রৌপদী সুন্দরী ॥
এতেক অবস্থা তুহ্মি কৈলা যুধিষ্ঠিরে ।
তথাচ নাহিক কৃপা তোহ্মার শরীরে ॥
আহ্মি সর্ব্বে চিন্তিহে তোহ্মার হিতকর্ম্ম ।
* * * * * * * * * * * * * * * ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বৈগুণ্য না হয় কদাচিৎ ।
নিঃসন্দেহে ভুঞ্জ রাজ্য তাহার সহিত ॥
আহ্মিহ কহিএ তোহ্মার কুশল উপাএ ।
অকীর্ত্তির রথে রাজা যাইতে না যুয়াএ ॥
ক্ষত্রিধর্ম্ম বহির্ভূত তোহ্মার তনয় ।
নিগ্রহ করিয়া রাখ শুন মহাশয় ॥
সেবাতে সামর্থ হএ পাণ্ডুর নন্দন ।
যুদ্ধেত সামর্থ হএ শুনহ বচন ॥
সর্ব্ব কথা কহিল আহ্মি মনে ভাবি চাহ ।
যেই পন্থে ভাল হএ সেই পন্থে যাও ॥
হেন যদি কহিলেক দৈবকীনন্দন ।
সকল নৃপতি প্রশংসিল জনে জন ॥
নিঃশব্দে আছিল তবে সর্ব্ব সভাজন ।
চিত্রপটেত যেন লিখিল লিখন ॥
নিরন্তর শুনিয়া আছিল সভাজন ।
অন্যে অন্যে কহিলেক যত মুনিগণ ॥
কহিল পরশুরামে হিত উপদেশ ।
তার পাছে স্কন্দমুনি কহিল বিশেষ ॥
কহিলেক নারদে দেখাই নিদর্শন ।
অশথ গাছেত যেন কহিল শব্দন ॥
কুরু নাশ হইব যে দেখিয়া কারণ ।
আপনে হৈল দূত দৈবকীনন্দন ॥
দুর্য্যোধনে না রাখিল কৃষ্ণের বচন ।
এতেক সংহার দেখি কৌরবের গণ ॥
মুনিগণে অন্যে অন্যে কহে এহি কথা ।
ধৃতরাষ্ট্রে শুনিয়া যে হেট কৈল মাথা ॥
কার বাক্য দুর্য্যোধনে না মানিল যবে ।
ধৃতরাষ্ট্র গোবিন্দেত কহিলেক তবে ॥
যত কিছু বাসুদেব কহিলা বচন ।
হিত উপদেশ হেন লএ মোর মন ॥
না শুনে আহ্মার কথা রাজা দুর্য্যোধন ।
স্বতন্ত্র না হই আহ্মি শুন জনার্দ্দন ॥
গোবিন্দে কহিল কথা না শুনিল কানে ।
কহিল বিদুর ভীষ্মে না ধরিল মনে ॥
এহি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বিদুর বিদ্যমান ।
মুই কথা কহিতে না করে অবধান ॥
হেন পাপ দুরাচার মূর্খ অচেতন ।
তুহ্মি তাকে বুঝাইয়া বোল নারায়ণ ॥

তোহ্মার বচন যদি না রাখে দুর্য্যোধন।
পরিণামে স্মরিবেক অর্জ্জুনের বাণ॥
কৃষ্ণে তবে দুর্য্যোধন রাজাক বোলন্ত।
সর্ব্বগুণে যুক্ত তুহ্মি কুলশীলবন্ত॥
মহাবংশে জন্ম তোহ্মার কর সাধুকর্ম্ম।
দুর্জ্জনতা পরিহর রাখ কুলধর্ম্ম॥
কুলশীলবন্তে জান অধর্ম্ম না করে।
হিতবাক্য কহি শুন যে কহি তোহ্মারে॥
বন্ধুবান্ধবের তুহ্মি না লইয় প্রাণ।
আহ্মি কহি উপদেশ কর অবধান॥
কুলে শীলে মান্যে তুহ্মি এতেকে পাই।
পাণ্ডবেরে অর্দ্ধরাজ্য দেও তুহ্মি সেই॥
যুধিষ্ঠিরে তোহ্মারে করিএ প্রীতিযোগ।
অবিরোধে চিরকাল রাজ্য কর ভোগ॥
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
সহাএ আদরিয়া আছ পৃথিবীর পতি॥
ই সবের কুকথা না শুন নরপতি।
কুমন্ত্র না তোহ্মাকে দেয়ন্ত দুষ্টমতি॥
তুহ্মি যে ভরসা কর এহি তিনজন।
দুরন্তের সঙ্গ হইলে অবশ্য মরণ॥
ই সকল সহিতে যদি বা কর রণ।
একেশ্বর ভীমসেনে লইব জীবন॥
এহি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ জয়দ্রথ।
অশ্বত্থামা সোমদত্ত সব মহাসত্ত॥
সবে মিলি একত্রে করন্তি যদি রণ।
অর্জ্জুনেত সামর্থ না হএ কোন জন॥
তবে যদি একত্রে করএ তারা রণ।
অর্জ্জুন সকল পুনি করিব নিধন॥
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষগণ।
দুর্জ্জয় অর্জ্জুন জান এ তিন ভুবন॥
কুলক্ষয় করি জন্ম না কর বিফল।
শান্ত হও দুর্য্যোধন না হইয়া তরল॥
উচিত পাণ্ডব রাজা অর্দ্ধ দেয় ছাড়ি।
ই পুনি ক্ষীয় ধর্ম্ম নহে পাশা খেড়ি॥

আহ্মার বচন রাখ কর অঙ্গীকার।
উচিত পৈতৃক দেশ এড়ি দেয় তার॥
ভীষ্ম পিতামহে তবে কহিলেন্ত পুনি।
শান্ত হও দুর্য্যোধন কৃষ্ণবাক্য শুনি॥
কহিলেক গোবিন্দ সাক্ষাতে নারায়ণ।
তান বাক্য না লঙ্ঘিয় রাজা দুর্য্যোধন॥
বাপের বচন শুন বিদুরের বোল।
না হও কুলঘ্ন তুহ্মি অধর্ম্মে লোভ॥
মাএর বচন রাখা রাজা দুর্য্যোধন।
শান্ত হও কৃষ্ণকথা না কর লঙ্ঘন॥
রাজ্যলক্ষ্মী রাখ বাপু পাল বন্ধুগণ।
বৃদ্ধকালে বাপ মাও চাহ দুর্য্যোধন॥
প্রজাবধ না কর না কর জ্ঞাতিবধ।
তোহ্মারে দিলেক বুদ্ধি কেমন মুগধ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি মান্য এড় বাপ।
না হইলে পাছে পুনি পাইবা মনস্তাপ॥
বিদুরে কহিল তবে মনে দুঃখ ভাবি।
না কর অধর্ম্ম তুহ্মি নরকেত ডুবি॥
পুনরপি কহি আহ্মি তোহ্মাকে না শুচি।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে ডাকে আহ্মি শুচি॥
বৃদ্ধ বাপ মাও তোর শোকাকুলি হৈব।
অনাথ ভিক্ষুক হৈয়া পৃথিবী বেড়াইব॥
হেন পুত্র কুলঘ্ন পাপিষ্ঠ দুরাচার।
পুরুষ হইয়া তুহ্মি হাসাইবা সংসার॥
হিতাহিত তোহ্মারে কহন্ত নারায়ণ।
পুনি পুনি ধৃতরাষ্ট্র কহিল বচন॥
ধৃতিবন্ত পাণ্ডব যাবৎ নহে ক্রোধ।
যাবৎ না করে ভীমে সংগ্রাম বিরোধ॥
তবে ত করহ শান্তি শুন দুর্য্যোধন।
ভাগে রাজ্যভোগ কর জিয়ৌক সর্ব্বজন॥
ক্রুর সর্প যেহেন উঠিল দুর্য্যোধন।
কৃষ্ণক আক্ষেপি কহে গর্ব্বিত বচন॥
ভক্তি যোগে পাণ্ডবের করহ সাহায্য।
আহ্মাকে নিন্দিয়া চাহ দিতে তারে রাজ্য॥

CENTRAL LIBRARY

রাজাএ বোলন্ত মোকে বিদুরে ভর্ৎসন্ত ।
পিতামহ দ্রোণ গুরু আহ্মাকে তর্জ্জন্ত ॥
না বুঝিয়া আহ্মারে বোলহ কি কারণ ।
তুহ্মি সবে জান কিবা কহত অখন ॥
শকুনি জিনিল রাজ্য হারিল পাণ্ডবে ।
মোর কোন অপরাধ কহ তুহ্মি সবে ॥
যে কিছু হারিল তারা সব দিল এড়ি ।
কথাএ মুঞি অপরাধী কথাএ পাশা খেড়ি ॥
পাশাএ হারিল রাজ্য গেল বনবাস ।
শকুনি জিনিল রাজ্য মোর কোন দোষ ॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি সব তাতে কি করিল ।
সকল জানিয়া কেনে আহ্মাকে দুষিল ॥
উগ্রকর্ম্ম করম হেন দোষ সর্ব্বদাএ ।
সর্ব্বকাল কৃষ্ণ জানি পাণ্ডব সহাএ ॥
উগ্র হেন জানিয়া বচনে ত্রাশ পাই ।
হেন জন নহি আহ্মি ইন্দ্রক ডরাই ॥
শুন কৃষ্ণ হেন জন নাই পৃথিবীত ।
যে জন পারএ মোরে সংগ্রামে জিনিত ॥
কি করিতে পার তুহ্মি দেব জনার্দ্দন ।
সকল পাণ্ডব সনে হৈয়া একমন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দেবের দুর্জ্জয় ।
কেমত পতঙ্গ হএ পাণ্ডব নিশ্চয় ॥
সংগ্রাম করিব আহ্মি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ।
শুন জনার্দ্দন নহে যুদ্ধ অপকর্ম্ম ॥
অস্ত্রেত নিধন হৈলে পাই দিব্যলোক ।
এহি সনাতন ধর্ম্ম কেনে পাইবা শোক ॥
সংগ্রামেত শরশয্যা বীরের মরণ ।
মহাসত্ত্ব ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নারায়ণ ॥
হেন কোনজন আছে কাপু [রু] ষ নাম ।
শত্রুক ভজিয়া ভএ করিব প্রণাম ॥
শিশু মুঞি আছিলুম নহে রাজ্য যোগ ।
অর্দ্ধরাজ্য বাপে দিল ঘোষে তার ভোগ ॥
পৃথিবী পালিএ আহ্মি নিজ বাহুবলে ।
তবে তাক নাহি পাএ পাণ্ডবসকলে ॥

শুন কৃষ্ণ তোহ্মাতে কহিএ সৈত্যবাণী ।
সূচাগ্র প্রমাণ তারে না দিব মেদিনী ॥
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া জনার্দ্দন ।
হাসিয়া কহন্ত তবে মূঢ় দুর্য্যোধন ॥
অ [পা] রাধ নাহি হেন কহসি দুর্ম্মতি ।
রাজা সবে জানে তোর যতেক প্রকৃতি ॥
শিশু কাল হৈতে তুই চিন্তসি বিরোধ ।
দ্রোণ ভীষ্ম বিদুরেত পাইবা প্রবোধ ॥
মাগিতে না দিবে রাজ্য হাসিতে হারাইবে ।
রণেত পড়িয়া তুহ্মি সর্ব্বরাজ্য দিবে ॥
বাপের মাএর তুহ্মি না ধরিলা বোল ।
নিশ্চএ জানিল তোরে মৃত্যু দিল কোল ॥
কৃষ্ণে হেন বলিতে কহিল দুঃশাসন ।
দুর্য্যোধন সম্বোধিয়া কটু যে বচন ॥
না বুঝিয়া রাজা তুহ্মি কার্য্যের সংহতি ।
উচ্চ বাক্য কহন্ত গোবিন্দ মহামতি ॥
আপনা ইচ্ছাএ যদি না কর সন্ধান ।
বান্ধিয়া দিবেক গিয়া পাণ্ডবের স্থান ॥
তুহ্মি আহ্মি কর্ণ আর শকুনি সহিত ।
যুক্তি করে দুর্য্যোধন কপট পণ্ডিত ॥
কর্ণ দুঃশাসন আর শকুনি সহিত ।
* * * * * * * * * * * * * * * ॥
দুঃশাসন বচন শুনিয়া দুর্য্যোধন ।
অমাত্য সহিতে গেল আপন ভুবন ॥
বহুল কহিল তারে জননী গান্ধারী ।
হিত উপদেশ যত শাস্ত্রে অনুসারি ॥
না শুনিল দুর্য্যোধন কালে কৈল বশ ।
গুরুর বচন লঙ্ঘি পাএ অপযশ ॥
কর্ণ দুঃশাসন আর শকুনি সহিত ।
নানা যুক্তি করন্ত বড়হি কুৎসিত ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বৃদ্ধ রাজা এহি তিন জন ।
সবে এক বাক্য তারা নারায়ণ সম ॥
রাজাএ বান্ধিয়া দিব আহ্মি চারিজন ।
পাণ্ডবের ঠাই নিয়া দিব জনার্দ্দন ॥

হেন কর্ম্ম যাবৎ মন্ত্রণা নাহি ফলে।
হৃষীকেশ বান্ধিয়া রাখিব সর্ব্ববলে॥
কৃষ্ণ বন্দী হৈলে বল নাই পাণ্ডবের।
অধিকারী হৈব আজি সকল দেশের॥
বলীকে বান্ধিয়া যেন ইন্দ্র করে রাজ্য।
হেন নীতিশাস্ত্র আছে মন্দ নহে কার্য্য॥
কৃষ্ণক বান্ধিয়া থুইলে পাণ্ডব উদাস।
দন্ত পড়িলে যেন ভুজঙ্গে নিরাশ॥
পাণ্ডবের সহাএ সকল জনার্দ্দন।
তানে বান্ধি পাণ্ডবেরে করিমু নিধন॥
হেন অভিপ্রায় যদি সাত্যকি শুনিল।
সভাতে আসিয়া কথা কৃষ্ণেত কহিল॥
কৃষ্ণে জানাইল গিয়া সভার ভিতর।
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া কহে দামোদর॥
দুর্য্যোধন বুদ্ধি যে পুত্র হৈল তোর।
আমাকে বান্ধিতে চাহে কিসের অন্তর॥
সৈন্য লৈয়া সাজিয়া আইসএ দুর্য্যোধন।
আমাকে বান্ধিয়া থুইতে তোমার ভুবন॥
বামনে বাড়াএ হাত আকাশ ছুইবার।
আজি করিব আমি কৌরব সংহার॥
যুধিষ্ঠিরেত সমর্পিমু সর্ব্ব অধিকার।
তবে সে মনের দুঃখ যাইব আমার॥
তবে কৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সুমতি।
সবে মিলি কহে শুন বৃদ্ধ নরপতি॥
পুনি অধর্ম্ম হএ নহে সমোচিত।
বাসুদেবে করে কর্ম্ম না লড়ে পৃথিবীত॥
সৈতা যদি পাণ্ডবেরে দিবা তুমি রাজা।
আমি সনে কহি রাজা করহ সে কার্য্য॥
তাহা হৈতে জানিয় যে বংশের নির্ম্মূল।
আপনা পাগল বান্ধি রক্ষা কর কুল॥
দুর্য্যোধন শকুনি দুরন্ত দুঃশাসন।
ধর্ম্ম রৈক্ষা কর রাজা বান্ধি তিনজন॥
পাণ্ডবেরে রাজ্য দেয় খণ্ডায় কলঙ্ক।
চরমুখে ই সকল শুনি দুর্য্যোধন।
যুক্তি কৈল মুঞি আগে বান্ধি জনার্দ্দন॥
দুঃশাসন শকুনি না বান্ধে আগে যবে।
পাছে বল বুদ্ধি মোর না সহএ তবে॥
এথ বলি শুনি দুঃশাসন শকুনি সহিত।
কৃষ্ণ বান্ধি রাখিবারে আপনা পুরীত॥
সকল কৌরবগণ মোর এক ঠাই।
সকল পৃথিবী পতি হইব দুই ভাই॥

দুর্য্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্রের ভর্ৎসনা
কৃষ্ণের বিদায় গ্রহণ

হেন শুনি ধৃতরাষ্ট্রে কহিল বচন।
বিদুরক পাঠাইয়া আনে দুর্য্যোধন॥
ভর্ৎসিতে লাগএ রাজা বহুল গঞ্জনে।
পাপবুদ্ধি তোমার বাড়এ দিনে দিনে॥
সংসারে অশকা কর্ম্ম লোকেত ঘোষণ।
কোন ছারে দিল তোরে হেন কুমন্ত্রণ॥
মহামূঢ় দুর্য্যোধন কুলের আঙ্গার।
তুমি মূলে হইব মোর বংশের সংহার॥
অনাদি নিদান প্রভু পুরুষপ্রধান।
না চিনসি বাসুদেব বিভূতি বিধান॥
বিপাকে মরিতে চাহ অজ্ঞান দুর্ব্বোধ।
কৃষ্ণের সহিতে কর সংগ্রাম বিরোধ॥
অচিরে সংহার হৈতে চাহ কি কারণ।
কোন ছারে দিল তোরে হেন কুমন্ত্রণ॥
পাপবুদ্ধি তোমার বাড়এ দিনে দিনে।
পাপকর্ম্ম তোমার পাপিষ্ঠ পাপসনে॥
ভর্ৎসিলেক বিদুরে অনেক কহি অতি।
পুনি পুনি ভর্ৎসিলেক বৃদ্ধ নরপতি॥
দুর্য্যোধন চাহি কৃষ্ণ কহন্ত আপনে।
আমি একেশ্বর হেন লএ তোর মনে॥
অএ মূঢ় দুর্য্যোধন কি তোর সাহস।
আমাত নিকলি চাহ করিবারে যশ॥

CENTRAL LIBRARY

সকল কৌরবগণ সৈন্য সমুদিত।
সমুদ্রে ডুবাম কহ সকল নিশ্চিত॥
মুঞি একেশ্বর হেন তোর মনে ভাবে।
ত্রিভুবন সকল আছএ মোর পাশে॥
পাণ্ডব অর্দ্ধেক বংশ বৃষ্ণি মহাবল।
রুদ্র আদি দেবগণ দেখহ সকল॥
এথাতে আমার আছে যত দেবগণ।
ই বলিয়া উচ্চ স্বরে হাসে জনার্দ্দন॥
হাসিতে বিজুলি ছটা হইল প্রকাশ।
নয়ন মুদিয়া সবে পাইল মহাত্রাস॥
দুর্য্যোধন সভাগণে দেখে অস্ত্রবাণ।
হাতে অস্ত্র শূর দেখে কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
হৃদে বিষ্ণুনাভি ব্রহ্মা কণ্ঠে ত্রিলোচন।
দেবাসুর নরে সেবে রাতুল চরণ॥
ভুজে লোকপাল সব দশনে আনল।
চারিদিগে স্তুতি করে দেবতা সকল॥
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি বিশ্ব দেবগণ।
কৃষ্ণপাশে যত ইতি দেখে সর্ব্বজন॥
মহেন্দ্র বরুণ মৈধ্যে সিদ্ধি দেবগণ।
বিশ্বরূপ দেখন্ত প্রত্যক্ষ নারায়ণ॥
জ্যোতির্ম্ময় দিব্যমণি বক্ষের উপর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীটী কুণ্ডল॥
কৃষ্ণের পৃষ্ঠেত দেখে পঞ্চ যে পাণ্ডব।
হাতে অস্ত্র দুর্য্যোধন বেড়িয়াছে সব॥
দেখিয়া নৃপতি সবে মুদিলেক আখি।
দ্রোণ ভীষ্ম বিদুরে আছিল রূপ দেখি॥
ঋষি সর্ব্বে চাহন্ত সঞ্জয় নৃপবর॥
তা সবেরে দিব্য চক্ষু দিল দামোদর॥
বিশ্বরূপ বিভূতি ভূষিত নারায়ণ।
গগনে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ॥
সকল পৃথিবী কম্পে সরিৎ সাগর।
পরম বিস্মিত হইল নৃপতি মণ্ডল॥
সম্বরিয়া বিশ্বরূপ দেব দামোদর।
সাত্যকির হাতে ধরি চলিল সত্বর॥
সভা সম্বোধিয়া ধরে সাত্যকির হাতে।
ক্রোধ করি তখনে চলিল গোপীনাথে॥

কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ

কর্ণক লইয়া রথে দেব ভগবান।
কুন্তী সমে আছিল বহুর সন্নিধান॥
হেনকালে কুন্তী ঘরে কেল কর্ণবীর।
মাওকে বন্দিয়া বৈসে পবিত্র শরীর॥
কুন্তী সমে কর্ণক বলিল জনার্দ্দন।
আমার বচন শুন শুন কর্ণ মহাজন॥
কুন্তীগর্ভে কৈন্যাকালে তোমার উৎপত্তি।
আপনে জানহ কর্ণ পাণ্ডব সন্ততি॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আপনে জানিয়া তুমি না হইয় বর্ব্বর॥
দ্রৌপদী সেবিব তোমা পঞ্চপুত্র সমে।
পঞ্চ ভাই সেবক হইব অনুক্রমে॥
যত সব নৃপতি পাণ্ডব দলে আইল।
সেবা করিবেক সবে তোমা যদি পাইল॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিলা বহুল কৈলা দান।
ব্রাহ্মণ সভাতে করি তোমার বাখান॥
তোর পাও ধরিব পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
তুমি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ যে তারা পঞ্চভাই॥
ইহাকে জানিয়া কর্ণ না হইয় বর্ব্বর।
তুমি হও সহাএ অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
দ্রৌপদীর পুত্র সমে অভিমন্যু সমে।
প্রতিদিন তোমারে সেবিব অনুক্রমে॥
যথ রাজা রাজ্যে পাণ্ডব দলে আইল।
তোর পাও ধরিবেক তারা যদি পাইল॥
সোবর্ণের জলকুম্ভে তোর অভিষেক।
রাজধানী করিব দেখিবা প্রত্যেক॥
সবে মিলি করিবেক তোমার সেবন।
শান্তিবেক বেদবিধি যত মুনিগণ॥
আজি তোমা সিঞ্চিব ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদী।
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশল সম্বাদি॥

CENTRAL LIBRARY

যুবরাজ হইবেক রাজা যুধিষ্ঠির ।
শ্বেত চামরে তোর বিচিব শরীর ॥
মাথেত ধরিব ছত্র বীর বৃকোদর ।
রথের সারথি হৈব পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অভিমন্যু সহদেব নকুল কুমার ।
ই সকলে পরিচর্য্যা করিব তোহ্মার ॥
মহারথী শিখণ্ডী তোহ্মার পরিবার ।
সকলেতে তোহ্মার হইব অধিকার ॥
বৃষ্ণিবংশ সমে তোহ্মা পাশে যাইব আহ্মি ।
ভ্রাতৃসমে নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর তুহ্মি ॥
হেন যদি আপনে কহিল জনার্দ্দন ।
শুনিয়া উত্তর কর্ণ দিল ততক্ষণ ॥
সূর্য্যবীর্য্যে জন্ম মোর কুন্তীর উদরে ।
সর্ব্বলোকে জানে মোরে রাধার কোয়রে ॥
সূতে মোরে পাইয়া নিল নিজ ঘরে ।
রাধাএ পুষিল মোরে যত্ন অনুক্রমে ॥
স্তন দিয়া পুষিল সহিল মলমূত্র ।
সর্ব্বলোকে জানে মোরে রাধার যে পুত্র ॥
ধর্ম্মেত পাণ্ডুর পুত্র কুন্তীর উদরে ।
লোকসবে জানে মাত্র রাধার কোঞরে ॥
তুহ্মি নারায়ণ দেব রাজরাজেশ্বর ।
স্বভাবেত ধর্ম্মরাজা মোর সহোদর ॥
সকল জানিএ আহ্মি পূর্ব্ব সমাচার ।
কিন্তু এক প্রতিজ্ঞা যে আছয়ে আহ্মার ॥
মুঞি পুনি সর্ব্বথা না যাইব দামোদর ।
অকারণে বাক্য ব্যর্থ না কর ঈশ্বর ॥
দুর্য্যোধন সঙ্গে মুঞি পূর্ব্বে কৈলুম পণ ।
যাবৎ কণ্ঠেত মোর রহএ জীবন ॥
তদবধি তার মোর না হইব বিচ্ছেদ ।
এহেন প্রতিজ্ঞা আহ্মি করিছি অভেদ ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি করএ লঙ্ঘন ।
ইহলোকে পরলোকে নরকে গমন ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেই জনে ব্যর্থ করে ।
তার সম পাপী নাই সংসার ভিতরে ॥
সকল পৃথিবী পাইব পাণ্ডবের সনে ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিব মনে ॥
দুর্য্যোধন পূর্ব্বে মোরে করাইছে পণ ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে আহ্মি করিবারে রণ ॥
মুঞি রাজা পাইলে পাইব দুর্য্যোধন ।
কদাচিত সৈত্যভঙ্গ না করিব মন ॥
দুর্য্যোধনে করিল বহুল সম্ভাষণ ।
নানাবিধি দিল মোরে রজত কাঞ্চন ॥
শিশুকাল হৈতে মুঞি করিলু রাজ্যসুখ ।
তাহার কারণে না পাইলম কোন দুঃখ ॥
করিবম মল্লযুদ্ধ অর্জ্জুন সংহতি ।
প্রতিজ্ঞা করিছি আহ্মি শুন মহামতি ॥
তথাচ জানিএ আহ্মি অর্জ্জুনের জয় ।
কিছু রৈক্ষা না পাইব কৌরব দুর্জ্জয় ॥
অর্জ্জুনের হাতে হৈব আহ্মার নিধন ।
কদাচিত সৈত্যভঙ্গ না করিব মন ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা আহ্মি না করি লঙ্ঘন ।
সৈত্য সৈত্য কহি আহ্মি শুন জনার্দ্দন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ মারিবেক দ্রুপদনন্দন ।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব শত সহোদর ॥
একেশ্বর ভীমে পাঠাইব যমঘর ।
তথাপিহ না ছাড়িব দুর্য্যোধন সঙ্গ ।
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা তথাপি নহে ভঙ্গ ॥
আপনে জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য ।
কৌরবের বংশ নাশ হইব অবশ্য ॥
তাহার নিমিত্তে হৈল এহি তিনজন ।
দুঃশাসন শকুনি নৃপতি দুর্য্যোধন ॥
কৌরবের রক্তে মাংস হইব কর্দ্দম ।
পাণ্ডবে মারিব সব কৌরব অধম ॥
যুধিষ্ঠির বিজয় কৌরব পরাজয় ।
অবিলম্বে জনার্দ্দন দেখিবা নিশ্চয় ॥
অনিষ্ট দেখিএ সব কৌরব সমাজ ।
উল্কাপাত ভূমিকম্প কৌরবের মাজ ॥

CENTRAL LIBRARY

গগনে উল্কাপাত নির্ঘাৎ সহিতে শোণিত।
পৃথিবী কম্পিত যেন দেখি বিপরীত॥
মাংসশোণিত বৃষ্টি তপ্ত বহে বাত।
কৌরবের নিধন দেখিএ সহসাত॥
তৃণজল এড়িয়া কান্দএ অশ্বগজ।
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে বড় বড় ধ্বজ॥
গৃধ্র কঙ্ক কাক চিল মক্ষি সাচান।
নিতি নিতি কৌরবেক দেখি পাছুয়ান॥
স্বপ্ন মুঞি দেখিলম শুন জগন্নাথ।
সঘৃত পায়স খাএ পাণ্ডবের নাথ॥
পৃথিবী গ্রাসএ ধর্ম্ম দেখিলম স্বপন।
পর্ব্বত উপরে ভীমে করে আরোহণ॥
ধবল হস্তীতে চড়ি বীর ধনঞ্জয়।
তোহ্মা সনে ক্রীড়া করে অতি তেজোময়॥
আর স্বপ্ন দেখিলম সাত্যকি মহাবল।
মাদ্রীপুত্র সনে চড়ে রথের উপর॥
ধবল কবচ গাএ ধবল বসন।
মাথাএ ধবল ছত্র পতাকা শোভন॥
মাথাএ ধবল ছত্র পতকা ধবল।
স্বপ্নে মুই দেখিলম শুন মহাবল॥
জয় পাইব পাণ্ডবে কৌরব পরাজয়।
অবিলম্বে জনার্দ্দন জানিবা নিশ্চয়॥
প্রতিজ্ঞা কারণে আহ্মি তথাএ না যাইব।
তথাপি কৌরব দলে আহ্মি যে থাকিব॥
ই সব না কহিব না কৈহ যুধিষ্ঠিরের সদন।
শুনিলে না হইব রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
ই বলিয়া কর্ণ বীর প্রণমিল যবে।
মাধবেহ আলিঙ্গিয়া বাহরিল তবে॥

কুন্তী-কর্ণ সংবাদ

তথাএ চিন্তএ কুন্তী দেখি বলবান।
কর্ণ বীর দেখে সব কৌরবপ্রধান॥
মোর পুত্র কর্ণ বীর ধরিলম উদরে।
কবচকুণ্ডলধারী দিব্য কলেবরে॥
রজনীতে কুন্তী দেবী যুক্তি কৈল সার।
প্রভাতে গঙ্গার তীরে গেল সেই কাল॥
স্নান করি কর্ণ বীর আছএ সন্ধানে।
পূর্ব্বমুখে আছে সেই সূর্য্যউপাসনে॥
যাবৎ করএ কর্ণ সূর্য্যমন্ত্র জপ।
পাছে থাকি কুন্তী দেবী পাএ রৌদ্রতাপ॥
সূর্য্যমন্ত্র সাঙ্গ করি কর্ণ মহাবীর।
মাওকে প্রণাম করে নম্র করি শির॥
অর্দ্ধরথী পুত্র মুঞি রাধার নন্দন।
অবধান কর মাও করি নিবেদন॥
কুন্তীএ কহন্ত পুত্র না জান আপন।
নহে সূতপুত্র তুহ্মি রাধার নন্দন॥
সূর্য্যে জন্ম দিল মুঞি ধরিলু উদরে।
কবচ কুণ্ডলধারী দিব্য কলেবরে॥
ধর্ম্মপথে হও তুহ্মি আহ্মার তনয়।
সকল বৃত্তান্ত জান তুহ্মি মহাশয়॥
মোর পঞ্চপুত্র তোর ভাই সহোদর।
তাহার ভরসা মাত্র দেব দামোদর॥
তুহ্মিহ সহাএ হও না লঙ্ঘ বচন।
সবে মিলি করিবে তোহ্মারে সেবন॥
অর্জ্জুনে জিনিল রাজ্য লোভে নিল আনে।
আপনে কাড়িয়া রাজ্য লও বিদ্যমানে॥
রাজ্যসুখ কর বাপু না কর সম্ভ্রম।
কৌরবে দেখউক কর্ণ অর্জ্জুন বিক্রম॥
তুহ্মি ছয় ভাই যদি হৈলা এক ঠাই।
ভুবনেত তোহ্মার সমান কেহ নাই॥
সূতপুত্র হেন নাম খণ্ডোক তোহ্মার।
হিত উপদেশ পুত্র শুনহ আহ্মার॥
কুন্তীর বচনে কর্ণ দিলেক উত্তর।
যথেক কহিলা মাও নহে অগোচর॥
প্রথমেঐ আহ্মারে করিহ পরিত্যাগ।
হেন হেতু না হইলাম ক্ষত্রিয়ের ভাগ॥
ক্ষত্রিয়কুলেত জন্ম যদি জানে লোক।
ক্ষত্রিয়সভাতে তবে পুজিবেক মোক॥

CENTRAL LIBRARY

সুতপুত্র হৈলম মুঞি সংসার বিদিত।
কেমতে হইব আহ্মি ক্ষত্রিয়পূজিত॥
কার্য্যকালে না যাইলা গঞ্জিল সমএ।
না কৈলা মাএর কর্ম্ম অপরাধ ভয়॥
কেবল আপনা হিত করিতে কারণ।
আহ্মারে নিবারে আইলা বুঝিএ লৈক্ষণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ভএতে ত্রাসিত সর্ব্বলোক।
হেনকালে জননী নিবারে আইলা মোক॥
কহিব ক্ষত্রিয়সবে কর্ণে ভয় পাইল।
ভাই বলি পাণ্ডবেত কর্ণ মিশাইল॥
বসুগণে যর্গে যেন ইন্দ্র আরাধন্ত।
কৌরব সকলে মিলি আহ্মাকে পূজন্ত॥
দুর্য্যোধন লাগি মুই তেজিমু জীবন।
এহি সৈত্য মাও মোর প্রতিজ্ঞা বচন॥
অর্জ্জুনে মারিয়া কিবা রণে জয় পাই।
নতুবা অর্জ্জুন হাতে স্বর্গপুরে যাই॥
পঞ্চপুত্র তোহ্মার রহিব পৃথিবীত।
মুঞি সহিতে কিবা অর্জ্জুন সহিত॥
কুন্তী বোলে সৈত্য কর আহ্মার বিদিত।
আর চারিপুত্র যে না মারিবা কদাচিত॥
প্রতিজ্ঞা করিল কর্ণ কুন্তী গেল ঘর।
আপনার মন্দিরে গেল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥

কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন

এথা হৈতে গেল যদি দেব দামোদর।
যুধিষ্ঠির স্থানে গেল রথে করি ভর॥
হস্তিনা ছাড়িয়া যদি গেল জনার্দ্দন।
বায়ুবেগে চলি গেল বিরাটভুবন॥
আগুবারি নিলেক পাণ্ডব পঞ্চভাই।
স্তুতি করি হেমাসন দিলেক তথাই।
কৃষ্ণক পাঠাই দিল যত রাজাগণ।
সবে মিলি প্রণমিল গোবিন্দচরণ॥
তবে যুধিষ্ঠিরে কহে শুন জগন্নাথ।
হস্তিনার সমাচার কহত আহ্মাত॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম্ম নরপতি।
কহিবারে লাগিল গোবিন্দ মহামতি॥
শুন শুন মহারাজা কহি বিবরণ।
যতেক অনর্থ কৈল রাজা দুর্য্যোধন॥
এথা হৈতে গেলাম যদি হস্তিনানগর।
প্রথমে গেলাম আহ্মি কুন্তীদেবীর ঘর॥
দূরেত দেখিয়া মোরে কুন্তীদেবী সতী।
কান্দিয়া বিকল হৈয়া ধায় শীঘ্রগতি॥
গলেত ধরিয়া দেবী কান্দিল বিস্তর।
বড় দুঃখ পাএ দেবী তোহ্মার অন্তর॥
বহুল কান্দিল দেবী পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি।
নীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম মোতে সকুল নির্ব্বহি॥
কুন্তী স্থানে কহিলেক সকল সমাচার।
সে রাত্রি বিদুরগৃহে আছিলম সুসার॥
প্রভাতে করিল আহ্মি স্নানতর্পণ।
পাঠাইয়া দিল রাজা কর্ণ দুঃশাসন॥
বিদুর সহিতে কথা বহুল আছিল।
দূত দেখি আহ্মি তথা সুসজ্জ হইল॥
তবে গেলাম যথা রাজা দুর্য্যোধন।
সকলে মিলিয়া মোরে কৈল অভ্যর্থন॥
অঙ্গরাজা বসিলেক ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ।
বিদুর বসিলে তবে যত রাজাগণ॥
নারদ প্রভৃতি বৈসে যত মুনিগণ।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন শকুনি বিকর্ণ।
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য বসিলেক যবে।
হিত তত্ত্ব সকল কহিল আহ্মি তবে॥
সাম দণ্ড ভেদাভেদ ইষ্ট বাক্য সব।
অঙ্গরাজা স্থানে কৈলাম শুনাইয়া কৌরব॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন জনার্দ্দন।
আপনে বুঝাও তুহ্মি রাজা দুর্য্যোধন॥
তবে দুর্য্যোধন স্থানে কহিল বিস্তর।
শুনিয়া অলএ ক্রোধে দেখি ভয়ঙ্কর॥
দ্রোণ ভীষ্ম বিদুরে কহিল গুরুতর।
তার শেষে কহিলেক যথ মুনিবর॥

CENTRAL LIBRARY

পুনি পুনি ধৃতরাষ্ট্রে কহিল বিস্তর।
কহিল সকল রাজা অমাত্য বহুতর॥
তবে আহ্মি নিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল আরবার।
কহিলেক দুর্য্যোধনে চিন্তে যে তাহার॥
সূচ্যগ্র যথেক ভূমি পৃথিবীতে ভেদে।
তীক্ষ্ণ খড়্গাধারে যথেক পৃথিবী ছেদে॥
বিনিযুদ্ধে ভূমি যেন না পাএ পাণ্ডব।
সৈত্য সৈত্য তোহ্মাস্থানে কহিল কেশব॥
এথ বলি উঠিলেক রাজা দুর্য্যোধন।
মন্ত্রণা করিতে গেল কর্ণ দুঃশাসন॥
জয়দ্রথ শকুনি সহিতে যুক্তি করে।
আহ্মাকে বান্ধিতে সেই হস্তিনানগরে॥
সে সকল মোতে কথা সাত্যকি কহিল।
তাহারে শুনিয়া মোর বড় ক্রোধ হৈল॥
তবে বিশ্বরূপে মুঞি দেখাই তরাস।
তা দেখিয়া দুর্য্যোধনের বুদ্ধি হৈল নাশ॥
তবে পুনি গেল আহ্মি কুন্তীর আলএ।
কর্ণক কহিল কথা উচিত যে হএ॥
সৈত্যভঙ্গ পাপ হেতু কর্ণ না মিলিল।
জয় পরাজয় কথা সেই মোতে কৈল॥

পাণ্ডবদের যুদ্ধসজ্জা

কি করি যুক্ত হএ চিন্তহ উপাএ।
যুদ্ধ সজ্জ করিবারে এবেত যুয়াএ॥
সর্ব্বকথা কহিল নিশ্চয় হইব রণ।
যুধিষ্ঠির কহিল শুনহ ভ্রাতৃগণ॥
যত কথা কহিলেক দৈবকীনন্দন।
অহঙ্কারে না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন॥
নিশ্চএ হইল রণ না হইল সম্মান।
এবে তুহ্মি সৈন্য সব কর সন্নিধান॥
সেনাসব ভাগ করৌউক সেনাপতি।
সৈন্যসব সাজায় যে কৃষ্ণঅনুমতি॥
কৃষ্ণে কহন্ত তবে শুন নৃপবর।
আছে সব সেনাগণ ইন্দ্র সমোসর॥

ভীমসেন সহদেব মাদ্রীর তনয়।
দুষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী যুধামন্যু মহাশয়॥
অভিমন্যু বিরাট দ্রুপদ নৃপবর।
আছে সব সেনাগণ বড়ই প্রখর॥
হেন বাক্য কহিতে হইল সিংহনাদ।
সর্ব্ব সৈন্য কোলাহল জয় জয় বাদ॥
নানাবাদ্য বাজন্ত যে শুনিতে অথুল।
গজবাজী রথ ধ্বজ পতকা বহুল॥
আর দিন প্রভাতে করিয়া শুভক্ষণ।
যুদ্ধ সজ্জা করে রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
সেনা সন্নিধান কৈল বহুল শিবির।
পরিখা কাটিতে আজ্ঞা কৈল যুধিষ্ঠির॥
দশ কোটি গৃহ কৈল সমরের স্থান।
ভক্ষ্য বস্তু আদি করি বিবিধ বিধান॥
রথ আদি ধনু শর আন রণস্থান।
নানাবিধি স্বর্ণ খাট করিল প্রয়াণ॥
ততোধিক কৈল দুর্য্যোধন নৃপবর।
পঞ্চদশ কোটি গৃহ করিল বিস্তর॥
সেই মতে নানা ভাগে রথ ধনু সমে।
অতিশয় করিলেক রাজা দুর্য্যোধন॥

কৌরবদের যুদ্ধসজ্জা : উলূকের দৌত্য

হেনমতে যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রে আইল।
চরে গিয়া দুর্য্যোধন রাজাতে কহিল॥
কর্ণ দুঃশাসন আর শকুনি সহিত।
যুক্তি করে দুর্য্যোধন কপটপণ্ডিত॥
ক্রোধ করি গেল কৃষ্ণ না হইল সন্ধান।
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরে এবে পাণ্ডবপ্রধান॥
বিরাট দ্রুপদ দুই আহ্মার বিপক্ষ।
আর যত ক্ষত্রি সব আহ্মার স্বপক্ষ॥
সাবধানে কর সব সৈন্যসন্নিধান।
সেনাপতি কর সব প্রধানে প্রধান॥
রাজার আদেশ পাইয়া সাজে সর্ব্ব বীর।
দুর্জ্জয় ধনুক হস্তে নির্ভয় শরীর॥

শঙ্খ ভেরী বীণা বাশি বাজে হলাহলি ।
নানা বাদ্য বাজায় সৈন্যের হুলুস্থুলি ॥
টলমল পৃথিবীত শুনে জলরাশি ।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি হস্তিনার বাসী ॥
গজ বাজী রথ ধ্বজ পতাকা বহুল ।
সাজিল কৌরব সেনা সমুদ্রের তুল ॥
স্তুতি করি ভীষ্মেত কহিল দুর্য্যোধন ।
মহাবীর রামজয়ী কহে সর্ব্বজন ॥
অগ্রযুদ্ধে তুহ্মি মোর হও সেনাপতি ।
তুহ্মি বিনে কৌরবের আর নাই গতি ॥
ভীমবীর কহন্ত করিব আহ্মি রণ ।
পূর্ব্বে সূতধর সনে আছে মোর পণ ॥
কর্ণেহ বলিল আহ্মি না করিব রণ ।
যদবধি পিতামহ থাকএ জীবন ॥
হেনকালে দুর্য্যোধনে করি অহঙ্কার ।
পাণ্ডবেত পাঠাএ যে উলূক রাএবার ॥
চলহ উলূকবীর পাণ্ডবেত বোল ।
দেখহ আহ্মার সৈন্য সমুদ্রকল্লোল ॥
সঞ্জয়ের স্থানে তুহ্মি পাঠাইলা বলিয়া ।
বসুদেবসুত কৃষ্ণ সহায় করিয়া ॥
সংগ্রামের স্থল এহি হৈল উপস্থিত ।
যথ কিছু আছে বীর সৈন্য সমুদিত ॥
যুধিষ্ঠিরেত কহিয় করউক ক্ষত্রিকার্য্য ।
পরিহরি সকল বিড়াল ব্রহ্মচর্য্য ॥
কথাএ ধর্ম্ম কথাএ কর্ম্ম কথাএ জ্ঞাতিবধ ।
ধার্ম্মিক বোলএ তারে কেমন মুগধ ॥
পঞ্চগ্রাম মাগিল না দিল আহ্মি তাক ।
আহ্মি সবের হাতে তার বড় পরিপাক ॥
পাণ্ডবের সাক্ষাতে কৃষ্ণের বীরদাপ ।
পাণ্ডবে বাখানে তারা কৃষ্ণের প্রতাপ ॥
সভা মৈধ্যে মাঞা কৈল যেইরূপ ধরি ।
অর্জ্জুন সহিতে আইসউক মায়া করি ॥
ইন্দ্রজাল মায়া কৈল বহুল বিশেষ ।
বিভীষিকা দেখাই মোহিল সর্ব্ব দেশ ॥
মুঞিহ পারম বহু কৌতুক করিতে ।
আকাশ পাতাল পারি একত্র করিতে ॥
ভীমক কহিয় কর্ম্ম স্মরে আপনার ।
বিরাটরাজার সেই ছিল সূপকার ॥
দুঃশাসনরুধির পিবারে কৈল সৈত্য ।
আপনার প্রতিজ্ঞা কেনে করহ অনিত্য ॥
অর্জ্জুনক কহিয় করিল অহঙ্কার ।
দ্রৌপদীর পরাভব যত ব্যবহার ॥
রাজ্য হৈতে খেদাই পাঠাইলম বনবাস ।
স্মরহ সে সব দুঃখ করহ সাহস ॥
যুদ্ধ করিহ লহ এবে পৈতৃক যে দেশ ।
আহ্মাকে জিনিয়া বসুমতী কর বশ ॥
সহদেব নকুলক কহিয় বুঝাই ।
মোর সঙ্গে সংগ্রাম করৌউক দুই ভাই ॥
বনবাস দ্রৌপদীর নান দুঃখ ক্লেশ ।
যুদ্ধ করি লৌক এবে পৈতৃক যে দেশ ॥
বিরাট দ্রুপদ আদি যথ মহারথ ।
মোর দর্প কহিয় সকল কর্ণপথ ॥
যথ শক্তি আছে তার করউক সংগ্রাম ।
পৃথিবীতে লুকাইব পাণ্ডবের নাম ॥
দুর্য্যোধন বচনে উলূক গেল দূত ।
বসি আছে যুধিষ্ঠির পরম অদ্ভুত ॥
সর্ব্বকথা উলূকে যে কহিলে যবে ।
ক্রোধমুখে উঠি ভীমে কহিলেক তবে ॥
কহ গিয়া উলূক পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন ।
কালি সংহার হৈব যদি করে রণ ॥
চাহন্ত কুলের হিত ধর্ম্মনরপতি ।
হেন হেতু কৃষ্ণ পাঠাইল মহামতি ॥
কালে পাইল তোহ্মাকে না শুন কার বোল ।
নিশ্চএ জানিল তারে মৃত্যু দিল কোল ॥
কালি যুদ্ধ করিয়া পাঠাইব যমঘর ।
আহ্মার প্রতিজ্ঞা তার বধের অন্তর ॥
যদি ইন্দ্র যম হএ তাহার সহাএ ।
তথাপিহ মোর হাতে তাহার অপাএ ॥

CENTRAL LIBRARY

দুঃশাসন উপরে করিম যুদ্ধধারী ।
অবশ্য রুধির পিব হৃদয় বিদারি ॥
যথেক প্রতিজ্ঞা মোর দেখিব আপনে ।
ভীমেহ না পারে ভাবে রাখিবারে রণে ॥
যথ কিছু কহিয়া পাঠাইল অপমান ।
কালি যুদ্ধ করি তুহ্মি দেখ বিদ্যমান ॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলেক উলুকের ঠাই ।
আহ্মার বচন তাকে কহিয় বুঝাই ॥
আপনার শীল জানি আহ্মাকে বোলসি ।
হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম তাকে না গণসি ॥
কীট পিপীলিকা বধ আহ্মার দুষ্কর ।
আছোক তাহার বধ জ্ঞাতি সহোদর ॥
ই কারণে চাহিল আহ্মি করিবারে সাম ।
মাগিয়া পাঠাইল আহ্মি পঞ্চখান গ্রাম ॥
আপনে কহিল আহ্মি পঞ্চগ্রাম দিতে ।
কোন কার্য্যে কোন গুণে কহ মোতে তত্ত্বে ॥
নারায়ণে যেই কহে পূর্ণ হএ কাজ ।
ত্যজি অন্য জন্ম যথ ক্ষত্রিয় সমাজ ॥
তিন প্রস্থ পুরী সেই ব্রহ্মার আলএ ।
অভিনব স্বর্গ পুরী চারি বেদময় ॥
বারণাবাসীর পুরী সাক্ষাতে যে ধর্ম্ম ।
তাতে বঞ্চি বন্ধুবর্গে করে নানা কর্ম্ম ॥
যেবা রঙ্গে ভুগী রাজ্য ভোগের বিধান ।
ঘৃত মধু আছে রম্য গুয়া পান ॥
হস্তিনা যে রাজ্য আহ্মার পৈতৃক ভূমি ।
এহি পঞ্চগ্রাম পাইলে অধিকারী আহ্মি ॥
তুহ্মি মুটে না শুনিলে কৃষ্ণের বচন ।
কুলঘ্ন জন্মিলা তুহ্মি জ্ঞাতির নিধন ॥
কালি তার ফল তুহ্মি দেখিবা নয়নে ।
ভীমেহ রাখিতে তোহ্মা না পারিব রণে ॥
নকুলেহ অস্থির গঞ্জিল পুনি পুনি ।
পঞ্চভাই গঞ্জিলেক বহু তাহা শুনি ॥

কর্ণের কবচকুণ্ডল দান

কহিল উলুকে তবে সব বিবরণ ।
সৈন্যসব সাজায়ন্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥
অক্ষয় কবচ যদি থাকে কর্ণ গায় ।
ত্রিভুবনে নহি হএ তাহার উপাএ ॥
এতেকে কবচ তার আনিমু কেমতে ।
তবে অর্জ্জুন রৈক্ষা পাএ তার হাতে ॥
রাক্ষসের ভয় হেতু দেখি লাগে ডর ।
এতেকে আইল আহ্মি তোহ্মার গোচরে ॥
যদি মোরে দেয় তোহ্মার কবচ অক্ষয় ।
তবে বনে রৈথে পারি হইয়া নির্ভয় ॥
ব্রহ্মপুরে হোতে আইল তোহ্মা নাম শুনি ।
তোহ্মাকে প্রশংসা করে যত সব মুনি ॥
হাসিয়া কহিল কর্ণে শুন তপোধন ।
প্রাণ দিতে পারি আহ্মি দ্বিজের কারণ ॥
ই বলিয়া গাও হৈতে কবচ কাটিয়া ।
দ্বিজের হস্তেত দিল সঙ্কল্প করিয়া ॥
তাহা দেখি হৈল ইন্দ্র পরম বিস্ময় ।
কর্ণের সমান দাতা নাই ভুবনএ ॥
ইন্দ্রে কহে দান লৈলুম ব্রাহ্মণের মতে ।
অধর্ম্ম করিল আহ্মি অর্জ্জুন চাহিতে ॥
কবচের যোগ্য আহ্মি হেন তারে দিব ।
অবশ্যই শক্তি কৃষ্ণে সংহার করিব ॥
ক্ষেণেক বিলম্বে তবে কহিল বচন ।
মোর এক বাক্য শুন কর্ণ মহাজন ॥
তুহ্মি মোর করিয়াছ বহু উপকার ।
এতেকে করিব আমি সাহায্য তোহ্মার ॥
এক অস্ত্র দিব তোহ্মা অজয় ভুবন ।
যাহাকে মারহ তার যাইব জীবন ॥
যদি হএ ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব মহেশ্বর ।
ই সবে ফিরাইতে না পারে এ শর ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ।
কি করিতে পারে তারা করি ঘোর রণ ॥

CENTRAL LIBRARY

যার দিগে এড় অস্ত্র নাহিক নিস্তার ।
এহি অস্ত্র দিলাম তোহ্মা শুন তত্ত্বসার ॥
মন্ত্র সমে যেই অস্ত্র কর্ণ হস্তে দিল ।
অস্ত্র পাইয়া কর্ণ বীর কতুক হইল ॥
অর্জ্জুন বধিতে কর্ণ করিল আরতি ।
অর্জ্জুন বধিতে অস্ত্র পূজে নিতি নিতি ॥
তবে ইন্দ্র চলি গেল আপনা ভুবন ।
সেই অস্ত্র পাইয়া কর্ণ হরষিত মন ॥
কবচ হরণ কথা উদ্যোগ পর্ব্বএ ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয় ॥

ভারতের পুণ্য কথা অমৃতলহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥
আয়ু যশ বাড়ে দুঃখ দারিদ্র্য পলাএ ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয় ॥

কাকলীলাস্থর প্রসঙ্গ

কৃষ্ণ সঙ্গে ধর্ম্মে যুক্তি করিল সুসার ।
পাঠাইল দূত এক হস্তিনা মাঝার ॥
নিশ্চয়ে করিলা যদি করিবারে রণ ।
কুরুক্ষেত্র কোন স্থান রৈবা কোন জন ॥
এথ বলি সমবায় করিলেক পুনি ।
ভীমসেন কুরুক্ষেত্র চলিল আপনি ॥
দৈবে নিশাভাগে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত ।
বৃক্ষতলে রহে দুই হইয়া সাবহিত ॥
দৈবযোগে সেই বৃক্ষে কাকলীলাস্থর ।
শিশুএ জিজ্ঞাসা করে তাহার গোচর ॥
বহুকাল হৈল মোর বৃক্ষেত নিবাস ।
মনিষ্যের মাংস খাইতে মোর করে আশ ॥
তবে পক্ষী শিশুস্থানে কহিল বচন ।
পাইবা উত্তম মাংস হৈল উপসন্ন ॥
কৌরব পাণ্ডব দুই হইব মহারণ ।
পাইবা উত্তম মাংস করিতে ভোজন ॥

তবে শিশু জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ।
কহ দেখি এহি যুদ্ধে কাহার বিজয় ॥
লীলাস্থরে বোলে শুন বচন আহ্মার ।
জয় পরাজয় সব দৈব অধিকার ॥
পূর্ব্বভাগ যেই পাএ পশ্চিমমুখী হৈয়া ।
বিজয় হৈব তার শত্রু পরাজিয়া ॥
ই কথা কহিতে পক্ষী শিশুর স্থানএ ।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
কেনে হেন কহিলা শুনিলাম বিপরীত ।
লীলাস্থরে কহে জানি শাস্ত্রের বিহিত ॥
বিধাতা নির্বন্ধ জান না যাএ খণ্ডন ।
দশবার দেখিয়াছি রামএ রাবণে ॥
কতবার দেখিয়াছি মৈষাস্থর যুদ্ধ ।
কতবার দেখি কুরু পাণ্ডব বিরোধ ॥
যখনে বধিল দেবী মৈষাস্থর বীর ।
উর্দ্ধচঞ্চু হৈয়া আহ্মি পিলাম রুধির ॥
রাক্ষস বধিল যবে রামনারায়ণ ।
অধঃচঞ্চু হৈয়া রক্ত করিলাম ভোজন ॥
এবে কুরু পাণ্ডব হইব মহামার ।
দশহস্ত লামি আহ্মি করিব আহার ॥
এহিরূপে আহার করিছি বারেবার ।
এতেকে জানিএ আহ্মি যোগ অনুসার ॥
উনচল্লিশ লৈক্ষ বর্ষ এথাতে বসতি ।
এতেকে জানিএ আহ্মি সব ধর্ম্মনীতি ॥
যখনে সীতাকে হরি নিলেক রাবণে ।
এহিখানে আসি আহ্মি আছিল তখনে ॥
মোর কাছে আসিয়া লক্ষণে ততক্ষণ ।
রামের আদেশে আসি জিজ্ঞাসে কারণ ॥
তবে আহ্মি পরিহাসে কহিল তাহাতে ।
কোন জন্মের কথা তুহ্মি পুছিলা আহ্মাতে ॥
দশবার রাবণে হরিয়া নিছে সীতা ।
বোল চাহি কোন জন্মের কহিবাম কথা ॥
কালিমাত্র এক সীতা হরিছে রাবণে ।
কহিল তোহ্মাতে আহ্মি দেখিছি নয়নে ॥

CENTRAL LIBRARY

লবণ সিন্ধুর মৈধ্যে তাহার নিলএ ।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ লঙ্কা অতি স্বর্ণময় ॥
তাহাকে জিনিতে হৈব বড়হি কর্কশ ।
তোহ্মার যে পূর্ব্ববংশের শুনিয়াছি যশ ॥
এত কহি লক্ষণক করিলম বিদাএ ।
এহিমতে জানি আহ্মি শুনহ তনয় ॥
এই সব বৃত্তান্ত কহিল পক্ষীবর ।
নিদ্রাতে থাকিয়া তাহা শুনে বৃকোদর ॥

প্রভাত সমএ উঠি দুই মহাবলী ।
পাণ্ডুপুত্রে ইছিলেক পূর্ব্বভাগথলি ॥
চলিল আপনা সুখে গদা আরোপিয়া ।
কৌরবকুমার গেল পশ্চিমভাগ লৈয়া ॥
আর দিন প্রভাতে করিয়া শুভক্ষণ ।
কুরুক্ষেত্রে চলি গেল করিবারে রণ ॥
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা সাঙ্গ এথদূরে ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভবতরিবারে ॥

CENTRAL LIBRARY

ভীষ্ম পর্ব

CENTRAL LIBRARY

ভীষ্ম পর্ব

ব্যাস-ধৃতরাষ্ট্র : সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্তি

উদ্যোগ পর্ব্বের কথা হইল সমাধান ।
ভীষ্ম পর্ব্বের কথা কহি শুন মতিমান ॥
জনমেজয় মহারাজা ব্রহ্মশাপ হৈল ।
ব্যাসদেবের প্রসাদে ভারথ প্রচারিল ॥
লৈক্ষ শ্লোক হইলেক ভারথ সংহিতা ।
কৃষ্ণচরিত্র কথা বেদব্যাসের কবিতা ॥
প্রথম অধ্যায়ে শুনে আদিপর্ব্ব কথা ।
তারপাছে শুনিলেক সভাপর্ব্ব পোতা ॥
বন বিরাট এহি দুই পর্ব্বে হএ প্রীতি ।
শুনিলেক জনমেজয় ক্রমাগত পুথি ॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা শুনি সমাধান ।
শুনিবারে চাহে ভীষ্মপর্ব্বের বাখান ॥
সে কথা শুনিল রাজা ব্রত উপদেশে ।
তথাচ না ছাড়ে রোগ রাজাএ শোক বাসে ॥
পুনি জনমেজয় রাজা জয়মুনিতে মুছে ।
নিমন্ত্রিত রাজা সবে কি করিল পাছে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কোন যুক্তি করিল তখন ।
তারপাছে কোন যুক্তি কৈল দুর্য্যোধন ॥
ত্রিলোকবিজয়ী ভীষ্ম মহাবীর ছিল ।
কেমতে শিখণ্ডী তারে রণেতে মারিল ॥
দ্বৈপায়নে বোলে কহি শুন মহাজন ।
বিবেচিয়া কহি শুন ভীষ্মের মরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা হৈল যুদ্ধ দেখিবার ।
কেমতে দেখিব চক্ষু নাহিক রাজার ॥
হেনকালে ব্যাস আইল রাজার যে দ্বারে ॥
দ্বারী গিয়া জানাইল নৃপতিগোচরে ॥
রাজ আজ্ঞাএ মুনি নিল অন্তঃপুরে ।
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া রাজা বন্দিল মুনিরে ॥
চরণে পড়িয়া স্তুতি করিল বিস্তর ।
প্রণতি করিয়া কথা পুছে নৃপবর ॥
দুর্য্যোধন দুরন্তে না রাখে কারো বোল ।
হেন হেতু ক্ষয় হৈব আমার যে কুল ॥
দেখিবারে ইচ্ছা মোর নাহিক নয়ন ।
জ্ঞাতিসব পড়িব পড়িব বন্ধুগণ ॥
ব্যাসে বোলে চক্ষু দিতে পারিএ তোমারে ।
দেখিবারে ইচ্ছা যদি থাকে আপনারে ॥
অন্ধে বোলে দুই কুল নাশ মোর হৈব ।
দেখিবারে শক্য নহে কেমতে দেখিব ॥
হেন জন প্রতি মোর আজ্ঞা কর বাপ ।
প্রতিদিন কহে যদি যুদ্ধের সন্তাপ ॥
ব্যাসে বোলে দেখিবা যে গৃহের অবস্থা ।
সঞ্জয়ে কহিব তোমা যথ ইতিকথা ॥
ই বলিয়া দিব্য চক্ষু সঞ্জয়েরে দিল ।
সঞ্জএ সেসব কথা বিবেচিয়া কৈল ॥
ক্ষেণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন ।
সঞ্জয়েরে দিল তবে দিব্য এ নয়ন ॥

চতুর্দিকে অমঙ্গল চিহ্ন

নৃপতির স্থানে কহে মুনি বৈশম্পায়ন ।
দিব্যচক্ষু সঞ্জএ দেখিব সর্ব্ব রণ ॥
জয় পরাজয় যত কহিব তোমাত ।
শ্রবণে শুনিবা তুমি দূতমুখে বাত ॥

পুনি ব্যাসে করিলেক ভবিষ্যবিচার ।
এহি যুদ্ধে হইবেক ক্ষত্রিয় সংহার ॥
কুরুপাণ্ডু যুদ্ধে এহি নৃপচয় ।
অচিরে ই সকল হইবেক ক্ষয় ॥
প্রতিদিন পক্ষী সবে কুমঙ্গল কহে ।
গৃধ্র কঙ্ক কাক চিল হইয়া একচয় ॥
উদয়কালেত সূর্য্য কবন্ধে বেষ্টিত ।
বিনি মেঘে গগনে বিদ্যুৎ হএ পাত ॥
দিবসে নক্ষত্র দেখি জলে নিরন্তর ।
প্রহর রাত্রি সম দেখি গগনে মণ্ডল ॥
অগ্নিবর্ণ চন্দ্র দেখি আকাশ মণ্ডলে ।
দিবসেত ধূম্রকেতু উদয় গগনে ॥
অনুক্ষণ গগনেত মেঘের গর্জ্জন ।
এহি যুদ্ধে হৈব জান কৌরবনিধন ॥
গর্দ্দভে প্রসবে ছাগ কুক্কুরে বিড়াল ।
অশ্বে প্রসবে গরু বিড়ালে শৃকাল ॥
মউরে প্রসবে কাক সব বিপরীত ।
প্রতিদিন অমঙ্গল দেখি পৃথিবীত ॥
ত্রিবিশাল পঞ্চ নেত্র পঞ্চ পঞ্চ পদ ।
কেহ তিন মস্তকে ছাড়এ সিংহনাদ ॥
দণ্ডপাণি শিশুসবে যুদ্ধে পরস্পরে ।
অন্তে অন্তে যুদ্ধ করে নগরে নগরে ॥
জন্মেমাত্র শিশু সবে হাসে আর গাহে ।
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য রাহুএ গরাসে ॥
বৃক্ষেত ফুটএ দেখি কমল উৎপল ।
দিবসে কুমুদ দেখি করে ঝলমল ॥
অনুক্ষণ পৃথিবী কম্পএ নিতি নিতি ।
অমঙ্গল পৃথিবী নিতি নিতি ক্ষিতি ॥
রজনীতে তপ্ত মেঘে বরিষে শুণিত ।
নাশ পাইল কুরু জানিয় নিশ্চিত ॥
পর্ব্বতশিখর প্রায় সাগর উথলে ।
বড় বড় বৃক্ষ পড়ে চাতরে চাতরে ॥
গজ বাজি সকল কান্দএ সারি সারি ।
অস্ত্র সব দেখি যেন অগ্নি অবতরি ॥

ই বলিয়া মুনিবরে গেল নিজ স্থান ।
চিন্তা পাইল ধৃতরাষ্ট্র কৌরবপ্রধান ॥
সঞ্জয়ে সহিতে সব কহিল কথন ।
কৌরব পাণ্ডব তবে প্রবেশিল রণ ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুন দিয়া মন ।
যেই মতে মৈল জান যত বন্ধুগণ ॥

ভীষ্মকে সেনাপতিত্বে বরণ

দুঃশাসন স্থানে কহে রাজা দুর্য্যোধন ।
রথ সজ্জ কর এবে প্রবেশিতে রণ ॥
সাজায়ে সকল সৈন্য বিলম্বে না সহে ।
বিদ্যমানে বিপক্ষ অপক্ষ যুক্ত নহে ॥
এথকালে পাইল পাণ্ডুর সমাগম ।
এহি যুদ্ধে দেখিব বীরের পরাক্রম ॥
দুঃশাসনেত রাজা কহে এহি মতে ।
সজ্জ হৈতে সর্ব্ব সৈন্য চলহ ত্বরিতে ॥
কৌরব পাণ্ডব সেনা হইলেক সাজ ।
বিচিত্র যে ব্যূহ কৈল দুর্য্যোধন রাজ ॥
দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ মহাসত্ত্ব ।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত আর ভগদত্ত ॥
এহি সব রথী স্থানে কহে দুর্য্যোধন ।
জোড়হস্তে ভীষ্মেত করয়ে নিবেদন ॥
তোমার প্রসাদে পাই অখিল মেদিনী ।
তুহ্মি হারাইলে হারি জিনাইলে জিনি ॥
সেনাপতি হও তুহ্মি মোর কটকের ।
সেনাপতি ছিল দেবের কার্ত্তিক কোয়র ॥
এহি বলি সেনাপতি করে অভিষেক ।
সোনার কলসে শিরে জল ঢালিলেক ॥
ব্রাহ্মণসকলে করে স্বস্তি যে বাচন ।
রাশি রাশি দান করে রজতকাঞ্চন ॥
বরাকুদ্র বিলাস পিনাকের ধ্বনি ।
চারিদিগে শব্দ করে কাপএ মেদিনী ॥
আপনে ঢালন্ত জল রাজা দুর্য্যোধন ।
সমুখে কুলটা নারী করএ নাচন ॥

CENTRAL LIBRARY

সোনার মুকুট শিরে দিল ভীষ্মবীরে।
সোবর্ণ কবচ গাএ অতি শোভা করে॥
হীরার কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল।
কপালে চন্দন ফোটা যেন শশধর॥
গলাএ কুসুম মালা চন্দনে ভূষিত।
নেতধ্বজা পরিধান অতি সুরচিত॥
ভুবনবিজই ধনু তুলি লইল হাতে।
চতুর্দ্দিগে স্তুতি করে বীরগণ যতে॥
হেনকালে রথ সজ্জ করএ সারথি।
হরিতাল বর্ণ ঘোড়া শোভা করে যতি॥
কনকের রথখান হীরাএ মণ্ডিত।
তালধ্বজ বীণা রথে দেখিত শোভিত॥
সোবর্ণ ঘাঘর রথে বাজে শতে শতে।
বিশদ চামর দোলে সে দুই পাশেতে॥
রথখান দেখি ভীষ্মে প্রদক্ষিণ কৈল।
দ্বিজক প্রণাম করি বীর রথেত উঠিল॥
ইন্দ্র হেন দেখি ভীষ্ম রথের উপর।
কতবার ভঙ্গ যাতে দিছে পুরন্দর॥
কুরুক্ষেত্র বলি সেনা গেল শীঘ্রগতি।
দুর্য্যোধন স্থানে কহে ভীষ্ম মহামতি॥
দিন প্রতি মারিমু অযুত সৈন্যগণ।
এহি এক বাক্য মুঞি কহিলম রাজন॥
দুর্য্যোধনে কহে ভীষ্ম রাখিবা সকলে।
শিখণ্ডী ভীষ্মের বধ জন্মিছে পাঞ্চালে॥
নারী হৈয়া পুরুষ জন্মিছে যে কারণ।
তাকে অস্ত্র না করিব ভীষ্মে কদাচন॥
সর্ব্ব শত্রু মারিবেক ভীষ্ম মহাবলী।
শিখণ্ডী রাখিয় মাত্র তুহ্মি সবে মিলি॥
ই বলিয়া দুই সৈন্য হৈল একস্থান।
দুই দলে বাদ্য বাজে নাহি সমাধান॥
রথ সাজাও সাজাও এহি মাত্র শুনি।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে এহিমাত্র ধ্বনি॥
অশ্বের শব্দ শুনি গভীর গর্জ্জন।
পদাতিক সিংহনাদ ঘোর দরশন॥

উঠিল সৈন্যের ধূলি গগনমণ্ডলে।
পশুপক্ষী চমকিত অতি ঘোরতরে॥
রণমুখে সুসজ্জ হইল দুই দল।
গজ বাজী রথধ্বজ পতাকা সোন্দর॥
সারি সারি দেখি যত নাহিক উপাম।
নানা অস্ত্র দেখি যুদ্ধ শোভে নানা ধাম॥
বিচিত্র কাঞ্চণ মণি দেখিএ শোভিত।
অশ্ব গজ রথ সব দেখি সুচরিত॥
নানা অলঙ্কার পত্তি কটক প্রবেশ।
পৃথিবীতে দেখি যেন দেবতানিদেশ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সিংহের বিক্রম।
ভীষ্মবীর সেনাপতি বিপক্ষের যম॥
দুর্য্যোধন মহারাজা সাজাইয়া বল।
চন্দ্রের উদয় যেন গগনমণ্ডল॥
যাত্রা কৈল দুর্য্যোধন সংগ্রামে যাইতে।
মঘা নক্ষত্র নামে গ্রহ সঞ্চরিতে॥
অগ্নিসম হৈম সূর্য্য উদয় আকাশে।
দীপ্তিমান গ্রহসব দিবাতে প্রবেশে॥
শিবিরেত রব করে শকুন শৃকালে।
দুর্য্যোধন রাজাএ যাত্রা করে যেই কালে॥
তবে দুর্য্যোধন গেল গান্ধারীর স্থানে।
বিদায় করিতে গেল তাহার চরণে॥
দুর্য্যোধনে কহে মাও সমরেত যাই।
জয় বাঞ্ছা তোহ্মাতে মাগম দেবী আই॥
গান্ধারীএ বোলে পুত্র জানিবা নিশ্চএ।
যথাতে আছএ ধর্ম্ম তথাতে বিজএ॥
মাও প্রণমিয়া বীর চলিল তখন।
রথগতি গেল রাজা যুদ্ধের ভুবন॥
এথাএ ডাক দিয়া বোলে ভীষ্ম মহাবল।
হিত কথা শুন সব নৃপতিমণ্ডল॥
প্রাণের আদর ছাড়ি করিবা সংগ্রাম।
রণেতে কাতর হৈলে নাই যশ নাম॥
সংগ্রামেত মৃত্যু হৈলে পাএ ব্রহ্মলোক।
অনিত্য সংসার জানি পরিহর শোক॥

তাহা শুনি সিংহনাদ করে সর্ব্বজন।
ধ্বজ ছত্র পতাকাএ ঢাকিল গগন॥

ব্রহ্মচণ্ডাল প্রসঙ্গ

হেন কালে এক লতা[১] আকাশ উপরে।
রথ চড়ি যুদ্ধ করে সৈন্যের ভিতরে॥
মহা ঘোর দুই দল হৈল সমর।
চিনিতে না পারি কারে কিবা অন্তপর॥
ব্রহ্মচণ্ডালে পাড়ে দুই সৈন্য কাটি।
কুরু পাণ্ডু সৈন্য যথ পড়ে কোটি কোটি॥
ভীষ্ম পর্ব্ব মহাপোতা প্রথম দিন রণ।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সব বিবরণ॥

তার ভএ সূর্য্য চলে মন্থর আকাশে।
পবনে না বহে বাও তাহার তরাসে॥
দশদিশ অন্ধকার বাণ বৃষ্টি করে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সর্ব্ব ভঙ্গ দিল ডরে॥
ত্রিভুবনে বীর নাই তাহার সমান।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ হৈতে অধিক যাক বাণ॥
অর্জ্জুন সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন অভিমন্যু।
তার ভএ রথখান না রাখে কোন জন॥
গোবিন্দে জানএ তার মরণের কথা।
সুদর্শন চক্র মেলি কাটে তার মাথা॥
ব্রহ্মচণ্ডালে কহে শুন নারায়ণ।
মোর বড় ইচ্ছা ছিল দেখিবারে রণ॥
দয়ার ঠাকুর হরি দয়া তাকে কৈল।
অর্দ্ধ ছেদ হৈয়া মুণ্ড তথাতে রহিল॥
আঠার দিবস রহি দেখিবারে রণ।
তার পাছে যাইব সেই বৈকুণ্ঠভুবন॥
ব্রহ্মচণ্ডাল বধ ভীষ্ম যে পর্ব্বএ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

ধৃতরাষ্ট্রে পুছিলেক শুন সূতমণি।
কভো নাহি শুনি হেন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এহার জনক কেবা হএ কার বেটা।
বিষ্ণুচক্রে কেনে তার মুণ্ড গেল কাটা॥
কিবা দান করিলেক কিবা ধর্ম্ম ফল।
এমত সদ্গতি হৈল কিবা তার ফল॥
সঞ্জএ কহন্ত শুন বৃদ্ধ নরপতি।
পূর্ব্বে কৌশল্যা নামে কৈন্যা এক সতী॥
পিতৃআজ্ঞাএ সেই কৈন্যা গিয়া তপোবন।
নানা তপ করে কৈন্যা শাস্ত্রঅনুষ্ঠান॥
তথাএ গেল হিমরাজ ক্ষত্রিয়বংশে জাত।
অরণ্যে কৈন্যার লাগ পাইল অকস্মাৎ॥
জিজ্ঞাসাএ কৈল তারে পাণি যে গ্রহণ।
তাহাতে জন্মিল এহি পুত্র যে দুর্জ্জন॥
বাপ ক্ষত্রিয় তার মাও যে ব্রাহ্মণী।
এতেকে সে ব্রহ্মচণ্ডাল হৈল গণি॥
পঠিবারে আইল সেই দ্রোণাচার্য্য ঠাই।
হীন জাতি দেখি দ্রোণে তাকে না পঠাই॥
বনে গিয়া গঠিলেক মৃত্তিকার দ্রোণ।
সঙ্গে ধনুর্ব্বেদ পঠে শাস্ত্রেত নিপুণ॥
একদিন দ্রোণাচার্য্য গেল মৃগয়াতে।
ব্রহ্মচণ্ডাল সনে দেখা অকস্মাতে॥
দেখিল মৃত্তিকাদ্রোণ গঠিয়াছে বনে।
কেবা গঠিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসিল দ্রোণে॥
তবে সেই জনে কহে শুন গুরুদেব।
ধনুর্ব্বেদ পঠি আমি তারে করি সেব॥
স্নান করিবারে দ্রোণ তখনি চলিল।
সেই লতাএ তৈল বাটি হাতে করি লৈল॥
আগে যাএ দ্রোণ বীর পাছে যাএ লতা।
সরোবরে যাইতে পুনি বৃক্ষ আছে তথা॥
তার ডাল পড়িলেক সেই বীরের দৃষ্টি।
শূন্যেত রাখিল সেই তৈলের বাটী॥

১. মূলের ব্রহ্মচণ্ডাল, একলব্যের অনুসরণে ঘটনা রূপান্তরিত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

ধনুকে অস্ত্র সান্ধি করিল সন্ধান।
আচুম্বিত সেই ডাল কৈল দুই খান॥
তাহা দেখি দ্রোণ বীর হৈল চমকিত।
কে কাটিল বৃক্ষ ডাল চাহে চারিভিত॥
দেখে সেই লতা আছে হাতে ধনুবাণ।
তৈল বাটী শূন্যে রাখি করিছে সন্ধান॥
তবে দ্রোণাচার্য্যে তাতে ভিক্ষা অনুসারি।
কপটে মাগিল তার বৃদ্ধ যে অঙ্গুলি॥
দ্রোণবাক্য সেই লতা শুনি ততক্ষণ।
দক্ষিণ অঙ্গুলি কাটি দিল ততক্ষণ॥
সেই বীর আইল যদি যুধিষ্ঠির ঠাই।
হীন জাতি দেখি তারে না রাখে তথাই॥
দুর্য্যোধন কাছে গেল হইয়া হরষিত।
না রাখিল তাকে তোহ্মার পুত্রে কদাচিত॥
ক্রোধ হৈয়া যুঝিবারে আইলেক তথা।
জিজ্ঞাসিলা কহিলাম তার যথ কথা॥

অশ্বের বর্ণনা

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে শুনরে সঞ্জএ।
দুই সেনার ঘোড়ার বর্ণ কহত নিশ্চএ॥
সঞ্জএ কহন্ত ঘোড়া রথে নানাবর্ণ।
কহিএ তোহ্মার ঠাই শুন দিয়া মন॥
অগ্নি হৈতে উঠিছে সাজন রথখান।
বিশ্বকর্ম্মাএ করিয়াছে গাণ্ডীব নির্ম্মাণ॥
সহস্র ধনুর বল টানিতে কোমল।
অজয় যে দুই টোণ পার্থ মহাবল॥
কাঞ্চন আকৃতি ঘোড়া বায়ু হেন চলে।
তিনলোকে ভয় পাএ যার বাহুবলে॥
যুধিষ্ঠির রাজার ঘোটক রক্তবর্ণ।
বিশাল তরুণ ঘোড়া উর্দ্ধ দুই কর্ণ॥
অনলের মত ঘোড়া ভীমসেন রথে।
মনপবন ঘোড়া দেখি সহসাতে॥
কাচ বর্ণ ঘোড়া যে অস্ত্রের নাই ভএ।
হেন চারি ঘোটকে নকুল রথ বহে॥
শনপুষ্প বর্ণ ঘোড়া সহ যে দেবের।
আকাশে উড়এ যেন গতি পবনের॥
চাপা পুষ্প বর্ণ ঘোড়া রণে নাহি ভএ।
এহিমত ঘোড়া হএ সাত্যকি রথয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোটকে দেখিএ শ্বেত বর্ণ।
যুদ্ধেত কাতর নহে রাঙ্গা দুই কর্ণ॥
মন্তমধুর ঘোড়া রাজা দ্রুপদের।
যার পাও না পরশে জল সাগরের॥
অভিমন্যু ঘোটক নির্ম্মল চন্দ্রজ্যোতি।
বাসবের উচ্চৈঃশ্রবা সম হএ কান্তি॥
ঘটোৎকচের ঘোড়া দেখি মেঘের আকৃতি।
সাতশত হস্তীরথ বহে শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠিরে গর্ব্ব করে যার বাহুবলে।
পবনের গতি রথ দেখে সর্ব্ব দলে॥
তাহা দেখি ভয় লাগে তোহ্মা কটকের।
এহিমতে নানা বর্ণ ঘোড়া পাণ্ডবের॥
কৃষ্ণবর্ণ চারি ঘোড়া বিরাটের রথে।
উত্তম যে শিখণ্ডীর ঘোড়া নানামতে॥
কত শুভ্র কত নীল কত রক্ত বর্ণ।
এহিমতে পাণ্ডবের ঘোড়া নানা বর্ণ॥
এবে কহি শুন যত কৌরবের গণে॥
বিস্তারিয়া কহি শুন প্রতি জনে জনে॥
ভীষ্মের রথের ঘোড়া হরিতাল বর্ণ।
হরিতাল বর্ণ ঘোড়া সোনার বর্ণ কর্ণ॥
বিনি সারথি চলে পবনের গতি।
হেন রথে চলিয়াছে ভীষ্ম মহামতি॥
পৃথিবীর ভার সহে রণে পরাক্রম।
পুষ্প রথ চলে যেন রণে নাই শ্রম॥
রক্তপুষ্প বর্ণ ঘোড়া দ্রোণ যে দ্বিজের।
লোকে দেখে সেই রথ হেন যে সূর্য্যের॥
কুঙ্কুমের বর্ণ ঘোড়া কর্ণ যে ধানুকী।
মউরের বর্ণ ঘোড়া সর্ব্বলোকে দেখি॥
নির্ম্মল রজত ঘোড়া রাজা দুর্য্যোধন।
নীল বর্ণ চারি ঘোড়া বীর দুঃশাসন॥

কুন্দপুষ্প বর্ণ ঘোড়া অশ্বত্থামা বীর ।
মহাদেবের বৃষ যেন অতি মনোহর ॥
জয়দ্রথ রথ ঘোড়া নটী সম দেখি ।
আকাশমণ্ডলে যেন উড়ে দেখি পাখী ॥
জাম্বুকী আকৃতি ঘোড়া শকুনি দুর্ব্বার ।
মহা মহা রথী কাটে প্রকৃতি তাহার ॥
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লিক রাজার ।
ব্যাঘ্র ভালুক যেন ঘোটক তাহার ॥
শুভ্রবর্ণ ঘোড়া দুর্যোধন সহোদর ।
পর্ব্বতিয়া রাজার সম ঘোড়া ভয়ঙ্কর ॥
পদ্মবর্ণে চারি ঘোড়া রাজা ভগদত্তে ।
রম্ভার আকৃতি ঘোড়া শল্যবীর রথে ॥
অলম্বুষ অনায়ুধ ঘোড়া শ্যাম বর্ণ ।
কালা লেজ বর্ণ ঘোড়া শুভ্র দুই কর্ণ ॥
এহিমতে ছয় কোটি ঘোড়া নানা মত ।
দশ কোটি ঘোড়া দুই কুলেত মহৎ ॥

পাণ্ডবদের সেনাপতিবরণ

ধৃতরাষ্ট্রে কহে সূত তুহ্মি মহাজ্ঞানী ।
না শুনিছি হেন কথা তোহ্মার মুখে শুনি ॥
পাণ্ডবের সেনাপতি হএ কোন বীর ।
কোনমত যুক্তি কৈল রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সঞ্জএ কহন্ত কথা পাণ্ডবনন্দন ।
পুণ্যবন্ত মহারাজা অতি শিষ্ট জন ॥
মহাপ্রভু সম্বোধিয়া কহে মহামতি ।
মোর দলে কোন জন হৈবা সেনাপতি ॥
কৃষ্ণে বোলে তোহ্মা দলে দুর্জ্জয় দুর্ব্বার ।
একেশ্বর পারে তিন লোক জিনিবার ॥
তার সমোশর বীর কথাএ আছে আর ।
হের দুর্যোধন দলে কত বড় ভার ॥
গোটা বীর মাত্র সমরে দুর্জ্জয় ।
তাহার কারণে মাত্র কত কর ভয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীর কৃতবর্ম্মা ।
দুর্যোধন দুঃশাসন আর অশ্বত্থামা ॥
জয়দ্রথ সোমদত্ত দুই মহাসত্ত্ব ।
শল্য বাহ্লিক আর বীর ভগদত্ত ॥
তোহ্মার যে মুখ্য দেখ অর্জ্জুন সাত্যকি ।
ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদ ধানুকী ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ দুই মহাবীর ।
নকুল সহদেব দেখ দুর্জ্জয় শরীর ॥
এহি সবের বীরে রাজা কিছু নাই ভএ ।
কুরুবল রৈক্ষা করে ভীষ্ম মহাশয় ॥
তিন লোক জিনিয়াছে যার বাহুবলে ।
তেমত যে সেনাপতি কর তোহ্মা দলে ॥
দ্রোণ মারিতে হৈছে ধৃষ্টদ্যুম্ন জন্ম ।
খড়্গ হস্তে উঠিয়াছে দুর্জ্জয় বিক্রম ॥
তোহ্মা দলে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রধান ধানুকী ।
তারে সেনাপতি কর মোর মনে দেখি ॥
সেই বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির নরপতি ।
অর্জ্জুন সাত্যকি ভীম করিয়া সংহতি ॥
কৃষ্ণেরে করিয়া আগে এহি পঞ্চজন ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে তবে গেলেন রাজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্বোধিয়া কহিল রাজন ।
মোর দলে সেনাপতি হও মহাজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানেত কহেন যুধিষ্ঠির ।
পাণ্ডবের প্রধান যে তুহ্মি দুই বীর ॥
এতেকে আহ্মার সৈন্যে হও সেনাপতি ।
মিত্রজন হিত কর আপনার কীর্ত্তি ॥
দুষ্টমতী পাঞ্চালী আহ্মার বণিতা ।
দ্রৌপদীর দুঃখ দূর করিবা সর্ব্বথা ॥
ই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন করে অভিষেক ।
যতেক মঙ্গল দ্রৈব্য সব আনিলেক ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু রজত কাঞ্চন ।
চূতপল্লব আর ঘটের বেষ্টন ॥
সোবর্ণের কলসে জল ঢালে শীঘ্রগতি ।
স্নান করি দিব্য খাটে বৈসে মহামতি ॥
ভাটে বেতালে স্তুতি করে প্রশংসন ।
ব্রাহ্মণে করন্ত তাতে বেদ উচ্চারণ ॥

CENTRAL LIBRARY

পৃথিবী টলিল যেন মহাশব্দ শুনি।
ঝাঞ্ঝরি মোহরি বাদ্য মৃদঙ্গের ধ্বনি॥
সে শব্দ আকাশে উঠে টলমল ক্ষিতি।
এহিমতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল সেনাপতি॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা অর্জ্জুনের সনে।
কহিতে লাগিল রাজা ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ কৌরবের পতি।
তেমত আমার সৈন্যে তুহ্মি ঐ সে গতি॥
ভীষ্মক রাখিব রণে অর্জ্জুন যুঝার।
দ্রোণ নিবারিতে আহ্মি দিল তোহ্মা ভার॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বোলে মোর শঙ্কা নাই চিত্তে।
অগ্নি হৈতে জন্ম মোর দ্রোণক মারিতে॥
আহ্মাক মারিতে শক্তি নাহিক দ্রোণের।
জয়ভঙ্গ দৈবাধীন আছে সকলের॥
তাহাকে শুনিয়া ধ্বনি পাণ্ডবের দলে।
সিংহনাদ নানাবাদ্য করে কুতূহলে॥
ভীষ্ম পর্ব্ব মহাপোতা রঙ্গ অতিশয়।
পাঞ্চালি প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়॥

যুদ্ধের নিয়ম বচন

ধৃতরাষ্ট্রে কহন্ত সঞ্জয় সূতমণি।
সর্ব্বজ্ঞ যে হও তুহ্মি কহ শুনি পুনি॥
দুই সেনা উপস্থিত যুদ্ধ অভিলাষে।
জিনিব পাণ্ডবসেনা মোর মনে বাসে॥
কেমতে হইল যুদ্ধ অর্জ্জুন সংহতি।
কোন মতে যুদ্ধ কৈল ভীষ্ম সেনাপতি॥
কোন মতে রণ কৈল সেই ব্যূহদ্বারে।
কোন বীর আগু হৈল রাখিল কাহারে॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা পাশার বিপাকে।
ঘোর দারুণ রণ এহি হেতু ঠেকে॥
সেই দুই কটকের হৈল দেখাদেখি।
ব্যূহের দ্বারেত গিয়া হৈল ঠেকাঠেকি॥
শ্রুতায়ুধ চিত্রসেন শল্য নরপতি।
জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা আর বিবিংশতি॥

অশ্বত্থামা বিকর্ণ ভীষ্মের আগুয়ান।
অষ্ট মহারথী চলে সমরে প্রধান॥
সমবায় করিয়া সাজিল দুই বল।
নানাবাদ্য হইলেক ক্ষিতি টলমল॥
নিয়ম করিল তবে ধর্ম্মের নন্দন।
যেইমতে যুঝিবাম শুন দুর্য্যোধন॥
রথে রথে যুঝিবেক পদাতি পদাতি।
বোলাবুলি যুঝিবেক দুই মহারথী॥
যে যে জনে অস্ত্র জোগাএ তাকে না মারিব।
বাদ্যভাণ্ড যেই বাহে তাকে না তাড়িব॥
যেই যেই রঙ্গ চাহে না মারিব তারে।
নিয়ম করিল আর না মারি দূতেরে॥
যে জনে শরণ ভজে না মারিব তাক।
বসনরহিত মুক্তকেশ হএ যবে॥
না মারিব ধনুক নাহি যার হাতে।
না মারিব যুদ্ধ হৈতে পলাইয়া যাইতে॥
একের সহিত যুদ্ধ না মারিব আন।
করিবেক ধর্ম্মযুদ্ধ শাস্ত্রের বিধান॥
এহিমতে নিয়ম করিল দুই বীর।
তবে রণ করিবারে দুই হৈল স্থির॥
দেখাদেখি দুই দলে যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষিয়া।
কুরুবলে নাদ করে পাণ্ডব খেদাইয়া॥
যুধিষ্ঠির রাজাএ কহে শুন ধনঞ্জয়।
সাবধানে কর গিয়া ব্যূহের নির্ণয়॥
সাবধানে করিবা যে ব্যূহঅনুষ্ঠান।
কোন কোন বীর রৈব ব্যূহসন্নিধান॥
সূচিমুখ ব্যূহ কৈল বীর ধনঞ্জয়।
ব্যূহমুখে নিয়োজিল বীর মহাশয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহদেব নকুল দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টকেতু বিরাট নৃপতি মহাশয়॥
তার পাছে যুধিষ্ঠির নৃপতি আপনে।
চন্দ্র হেন বেষ্টিত গগনে তারাগণে॥
যথাএ আছে ভীষ্মবীর যুদ্ধসেনাপতি।
তথাতে শিখণ্ডী দিল অর্জ্জুনসংহতি॥

CENTRAL LIBRARY

গদা লৈয়া ভীমসেন পাছে আওয়ান ।
সমরে প্রচণ্ড বীর কুবের সমান ॥
রথে চড়ি অর্জ্জুন কৌরব পাছে লাগে ।
মৃগ ধরিবারে যেন মৃগরাজ জাগে ॥
হেন মতে দুই বীরে আরম্ভিল রণ ।
বিপরীত হৈল সব অনিষ্ট লৈক্ষণ ॥
বিনি মেঘে বিদ্যুৎ চলে যে সহসাত ।
দুর্য্যোধন সৈন্যত পড়এ উল্কাপাত ॥
মেদিনী কম্পিত হৈল প্রভা ছাড়ে ভানু ।
গগনে নির্ঘাত শুনি জ্বলএ কৃশানু ॥
অমঙ্গল সকল দেখিএ দুর্য্যোধন ।
ভীমসেন দেখি ভয় পাইল কুরুগণ ॥
যুধিষ্ঠির কহে শুন বীর সমোদিত ।
মহাযুদ্ধে ভীম বীর ভুবনপূজিত ॥
দেবাসুরে তেজ পুনি না সহে যাহাক ।
রণমৈধ্যে কোন বীরে নিবারিব তাক ॥
একেত বহুল সৈন্য ভীম সেনাপতি ।
বিমুখ করিতে কার নাহিক শকতি ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত বহু সৈন্যে নাহি গুণ ।
পূর্ব্বে যেই মত কথা শুনহ নিপুণ ॥
তারকাক্ষ সমে তথা বহু সৈন্য ছিল ।
অল্প সৈন্য লৈয়া তবে দেবতাএ জিনিল ॥
এতেকে সে তেজ গণি শুন মহাশয় ।
সৈত্য ধর্ম যথাএ থাকে তথাএ বিজয় ॥
অনাদি নিদান সোনাতন নারায়ণ ।
আহ্মার সারথি দেখ দেব জনার্দ্দন ॥
প্রবোধিয়া অর্জ্জুনে তুষিল নরনাথে ।
তুষ্ট হৈয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে সাক্ষাতে ॥
যুঝিবার তরে তবে কৈল নরপতি ।
সৈন্যগণ চলিলেক কৃষ্ণে অনুমতি ॥
তর্জ্জন্ত গর্জ্জন্ত তবে পাণ্ডবাহিনী ।
ফিরিলেক ভীম বীর সিংহনাদ শুনি ॥
যত বাদ্য বাজে তার কহিতে না পারি ।
একরথে হৈল তবে ধনঞ্জয় হরি ॥
কৃষ্ণ আর ধনঞ্জয় একহি শরীর ।
নাহি ভিন্ন তনুভেদ সংগ্রামে সুস্থির ॥
এক মুক্তি এক তেজ একহি ভাবনা ।
তাকে পরাজিব হেন আছে কোন জনা ॥
পাঞ্চজন্য নাম শঙ্খ ত্রিভুবনে জিনি ।
দুই হাতে ধরি শঙ্খ বাহে চক্রপাণি ॥
পৃথিবী বিদার হয়ে পাঞ্চজন্য নাদে ।
হরিষ পাণ্ডব সৈন্য জয় জয় নাদে ॥
দেবদত্ত নামে শঙ্খ বাহে ধনঞ্জয় ।
যার নাদে পর্ব্বতের শিখর খসএ ॥
শঙ্খচূর নামে শঙ্খ বাহে ভীমসেনে ।
যার নাদে হইলেক ভূমিকম্প মানে ॥
মুনিপুর নামে শঙ্খ বাহে সহদেবে ।
মুনির সমাধি ভঙ্গ হএ যার রবে ॥
বাজাএ মধুর শঙ্খ নকুল কুমার ।
যার নাদে স্বর্গ মর্ত্ত্য কাপাএ পাতাল ॥
কৌরবদলেত শঙ্খ বাজায়ন্ত সব ।
প্রলয় সমুদ্রে যেন হইলেক রব ॥
ইন্দ্রনীল শঙ্খ বাহে ভীম মহাবীর ।
যার নাদে স্বর্গে থাকি কাপে পুরন্দর ॥
সূর্য্যাসুর নামে শঙ্খ বাহে কর্ণবীর ।
সপ্ত দ্বীপে শুনি তাহা বড়হি গভীর ॥
এহিমতে শঙ্খ বাহে কৌরবের গণে ।
পৃথিবী ব্যাপিয়া শব্দ হৈল তখনে ॥
দুই বলে নানা শিঙা বাজিল বিস্তর ।
দশ দিগ শব্দময় হৈল নিরন্তর ॥

ভগবদ্গীতা

ধনু আস্ফালিয়া তবে বীর ধনঞ্জয় ।
কিছু নিবেদন শুন কৃষ্ণ মহাশয় ॥
দুই দল মৈধ্যে রথ খানিক রাখিব ।
বিচার করিয়া মুঞি সকল চাহিব ॥
সকল চাহিব আহ্মি যত পর দল ।
কাহাতে হানিব মুই চাহিমু সকল ॥

বিপক্ষ হেন জান আহ্মি করিব কাহারে।
ভালমতে চাহিবম শুন গদাধরে ॥
কার সমে সমাগম করিব সংগ্রাম।
মৈধ্যে রথখান রাখ সকল চাহম ॥
গোবিন্দে জানএ সর্ব্ব অর্জ্জুনের মন।
দুই জন মৈধ্যে রথ রাখিল তখন ॥
একে একে ধনঞ্জয় সকল নেহানে।
অন্যে অন্যে দেখ সব মন কুতূহলে ॥
পিতামহ বৃদ্ধ দেখ বংশের প্রধান।
যার সনে যুঝিবারে হেন কৈল জ্ঞান ॥
তার পাছে দ্রোণগুরু কৃপগুরু সনে।
আর যত দেখিল সুহৃদ বন্ধুগণে ॥
ভ্রাতৃজ্ঞাতি হৃদএ যদি হএ মর্ম্মভেদ।
সেই দুঃখে আপনার কন্ধ হএ ছেদ ॥
এথ ভাবি কৃষ্ণ স্থানে পার্থে নিবেদন্ত।
না করিব যুদ্ধ আহ্মি শুন মতিমন্ত ॥
এত বলি বিরস বদন হইল ধনঞ্জয়।
অধোমুখ হৈয়া বীর বসিল রথয় ॥
হৃদয় আকুল প্রভু পোড়ে মোর হিয়া।
চক্ষু হতে জল পড়ে ইসব দেখিয়া ॥
হস্ত হতে খসিয়া পড়এ শর বাণ।
মুই পুনি হানিতে রাখএ কোন জন ॥
বিপরীত দেখি আহ্মি হইল আকুল।
বহুল অধর্ম্ম হএ নষ্ট কৈল কুল ॥
ভোগ মোর কার্য্য নাই জীবন অসার।
কি হেতু বান্ধবগণ করিব সংহার ॥
বহুল পাতক হএ জ্ঞাতিকুল ক্ষয়।
কুলধর্ম্ম না রাখিলে কুলাঙ্গার হএ ॥
এত কহি অর্জ্জুনে এড়িল ধনুশর।
রহিল বিমুখ হৈয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুনের অন্তর জানএ জনার্দ্দন।
অর্জ্জুনক প্রবোধন্ত মধুর বচন ॥
কিবা চিন্তা পাতকের জ্ঞাতি বধ ভএ।
কাহাতে পাতক যাএ কেবা করে ক্ষয় ॥
কে কারে মারিতে পারে কাহার শকতি।
কর্ম্ম অনুসারে এহি সংসারে বসতি ॥
কাহারে যে কোন জনে করে সমাধান।
সকল আত্মার ক্রিয়া দেখ বিদ্যমান ॥
জীর্ণ বস্ত্র এড়ি যেন নবীন বস্ত্র ধরে।
তেন মতে আত্মা জান আত্মাতে সঞ্চরে ॥
আত্মা হেন নাম যার শুন ধনঞ্জয়।
তাহার বিনাশ নাই শুন মহাশয় ॥
শরীর ছাড়িলে জান নাহিক বিনাশ।
তাহা কহি ধনঞ্জয় পুরুষ প্রকাশ ॥
তাহারে জানহ তুহ্মি কেহ না মারিব।
হেন জানি ধনঞ্জয় কহিল সে সব ॥
কাহাকে মারিবা তুহ্মি কি তোহ্মা শকতি।
কর্ম্ম অনুসারে আহ্মি মারি যত ইতি ॥
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ হেতু সব মারি আহ্মি।
ভ্রম ছাড় ধনঞ্জয় হেতু মাত্র তুহ্মি ॥
ফিরি চাহ দেখহ সকল কুরু বল।
আর যত আসিয়াছে নৃপতি মণ্ডল ॥
তাহা শুনি অর্জ্জুনে সকল ফিরি চাইল।
দুই বলে দুই সৈন্যের কন্ধ না দেখিল ॥
দশ জন রহে দেখে কন্ধ বিবর্জ্জিত।
তাহা দেখি অর্জ্জুন হইল সমাহিত ॥
গোবিন্দে বোলেন তোহ্মার প্রতিষ্ঠা কারণ।
এতেকে তোহ্মারে জয় দিলাম তখন ॥
ধনঞ্জয় প্রবোধ করিল দামোদর।
নিবৃত্ত হইল তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
প্রবোধ পাইয়া তবে হাসন্ত অর্জ্জুন।
হস্তেতে গাণ্ডীব করি কুপিল দ্বিগুণ ॥
করেত গাণ্ডীব লৈয়া যুঝিবার মন।
ধনু টঙ্কার বীরে করএ সঘন ॥
অর্জ্জুনের গাণ্ডীব টঙ্কার শব্দ শুনি।
কৌরবের সেনাএ চাহন্ত তাহা পুনি ॥

CENTRAL LIBRARY

যুধিষ্ঠিরাদির শিষ্টাচার
যুদ্ধারম্ভ : উত্তরের মৃত্যু

হেন কালে যুধিষ্ঠির রাজা মহামতি।
রথ হৈতে নামিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥
পঞ্চজন চলি যাএ বিপক্ষ ভিতর।
গোবিন্দ সহিতে যাএ পঞ্চ সহোদর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দেখি নৃপবর।
চরণকমল বন্দি মাগিলেক বর॥
সমর বিজই বর দেয় গুরুজনে।
এহি বর মাগম গুরু তোহ্মার চরণে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সমে আছিল সম্বাদ।
তুষ্ট হৈয়া বর দিলা বিজইপ্রসাদ॥
মনে মনে যত বন্ধু আছে আপনার।
সম্ভাষিল পঞ্চ ভাই করি পরিহার॥
শল্য রাজা প্রণমিল মাতুল আপনার।
কহিলেক কর্ণের সারথি হইবার॥
কর্ণক দেখিয়া কৃষ্ণে কহিল সাদরে।
দুর্য্যোধন রাজা হৈয়া না বরে তোহ্মারে॥
ভীষ্মক যতনে রাজা কৈল সেনাপতি।
তখনে সভাতে তুহ্মি না ছিলা সংহতি॥
অথবা সভাতে ছিলা উপেক্ষা নি কৈল।
যতেক সহাএ ছিল সকল বরিল॥
হেন অপমানে তুহ্মি নহে অপমানী।
তোহ্মা অপমান দিল ভীষ্ম বীর গণি॥
এত অপমান তোহ্মার শরীরেত সহে।
কার্য্যকালে না গনিল ক্ষত্রিধর্ম্ম নহে॥
পাণ্ডবে পুজিবে তোহ্মা শুন কহি হিত।
পাণ্ডবের পক্ষ হও আহ্মার সহিত॥
কৃষ্ণের বচনে তবে হাসি কহে কর্ণ।
দুর্য্যোধন না ছাড়িব যাবত জীবনে॥
দুর্য্যোধন লাগি আহ্মি প্রাণ কৈলুম পণ।
না বোল না বোল মোরে দেব জনার্দ্দন॥
কর্ণের ইঙ্গিতে তবে ত্রিজগতনাথ।
না কহিল কিছু আর কর্ণের সাক্ষাৎ॥
হাসিয়া গোবিন্দ তবে গেল নিজদলে।
সাবধানে ধনু লএ নৃপতিমণ্ডলে॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে সূত কহ সাবধানে।
কোন কোন বীরে যুদ্ধ করে কার সনে॥
দিব্য চক্ষু আপনে দেখহ সর্ব্বক্ষণে।
মোর স্থানে বিবেচিয়া কহ মহাজনে॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুন কহিব ভাল।
নানা দেশী রাজা সব আইল রণস্থল॥
দুই দলে গড়ি পশি ভিন্নে ভিন্নে রৈল।
যেই স্থানে যেই রহিব তাহা নিয়োজিল॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সাজে দুর্য্যোধন।
সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য পাণ্ডুর নন্দন॥
তবে মহারণ করে বড় বড় শূর।
পূর্ব্বে পশ্চিম মুখ রহে সেনা দূর॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাদ্য বাজএ বিশাল।
রথের ঘোটক দেখি যেন যমকাল॥
দুই দলে বাদ্য বাজে জয় জয় বাদ।
জয় ঘণ্টা বাজাএ বীরে সিংহনাদ॥
দুঃশাসন স্থানে কহে রাজা দুর্য্যোধন।
সজ্জ হৈয়া বীর সব ঝাটে কর রণ॥
ভীষ্ম দ্রোণ রণে যত পাঞ্চালের গণ।
তাহাক মারিতে সবে করিবা যতন॥
পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা পাই না এড়িবা।
সর্ব্বজনে বেড়ি জালে ভীষ্মক রাখিবা॥
যেই রূপে যুধিষ্ঠির পুনি যাএ রণ।
সেই মত কার্য্য তুহ্মি কর দুঃশাসন॥
ই কথা কহিয়া সে যে সেনা জানাইল।
এহি কথা দুর্য্যোধন ভাইতে কহিল॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুন সাবহিতে।
যেই মতে ভীষ্ম বীর চলিল যুঝিতে॥
হেনকালে ভীষ্ম বীরে বোলে সারথিকে।
রথ চালাইয়া যাও পাণ্ডবকটকে॥
তবে দুর্য্যোধনে কহে সৈন্য সম্বোধিয়া।
শুন শুন বীর সব একত্র হইয়া॥

CENTRAL LIBRARY

ত্রিলোকবিখ্যাত ভীষ্ম অক্ষয় কবচ।
ইন্দ্র আদি দেবে যারে করএ সঙ্কোচ॥
সোবর্ণের তালধ্বজার রথখান।
কিরীটী কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ॥
মহাবলী মহাবাহু পৌরুষ অতিশয়।
আছোক মনিষ্যকার্য্য দেবে পাএ ভয়॥
অম্বা অম্বালিকা আর কুমারী অম্বিকা।
ইন্দ্র জিনি আনিলেক কাশীর বালিকা॥
জিতেন্দ্রিয় সৈত্যবাদী অমোঘানন্দন।
বাপের আজ্ঞাএ যার ইচ্ছাএ মরণ॥
পিতৃপিতামহকুল বংশের রক্ষিতা।
ক্রমাগতে সেই মোর বংশের পালাইতা॥
অর্জ্জুনের হাতে ভীষ্ম খানিক নাহি টুটে।
মোর ভাগ্যে সেই যদি না যুঝে কপটে॥
এক লৈক্ষ কৃষ্ণ আর কোটী ধনঞ্জয়।
ইহারা যুঝিতে মোর কিছু নাই ভএ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের সম নহে কোন কালে।
ভীষ্ম অর্জ্জুন যে প্রধান দুই দলে॥
ভীষ্ম পর্ব্ব মহাপোতা প্রথম দিন রণ।
সঞ্জএ কহিল কথা অমৃতসিঞ্চন॥

বড়হি এই রণ ঘোর যে বিশাল।
দুই দলে হানাহানি বীর ভাল ভাল॥
যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন দুই রাজা রণ।
যেন দুই পুরন্দর দেখএ সে ভাল॥
ভীমে আর দুঃশাসনে হইল মহামার।
কতক্ষণে দুঃশাসন সঙ্গে রণে তার॥
তোহ্মা পুত্র পালাইল দেখি ভীমসেনে।
মহাসিংহনাদ করি পূরিল গগনে॥
সাত্যকি সহিতে কৃতবর্ম্মাএ করে রণ।
কতক্ষণে ভঙ্গ দিল পাঞ্চাল নন্দন॥
নকুলের বিকর্ণের রণ অতিশয়।
বিকর্ণের রথ ধ্বজা নকুলে কাটএ॥

সহদেব দুর্ম্মুখের রণ বড় হৈল।
গগনে ভরিয়া দুই বাণ বৃষ্টি কৈল॥
সহদেব দুর্ম্মুখের কাটিল সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া পালাএ তোহ্মার সন্ততি॥
শিখণ্ডী সহিতে রণ বীর অশ্বত্থামা।
দুই জনে যুদ্ধে যেন ইন্দ্রের উপমা॥
শল্য আর বিরাটে হইল মহারণ।
সোমদত্ত সমে যুঝে দ্রুপদ রাজন॥
ভূরিশ্রবা সমে হৈল উত্তম যে রণ।
যুধামন্ত সমে যুঝে শকুনি দুর্জ্জন॥
কৃপ সমে যুঝে জরাসন্ধের নন্দন।
কাশীরাজা সমে যুঝে সুশর্ম্মা রাজন॥
ধৃষ্টকেতু মহারাজা চেদির নৃপতি।
তার সনে যুঝএ কম্বোজনরপতি॥
চেকিতান সনে রণ করে জয়দ্রথে।
বীরবর্ম্মা বীরকেতু যুঝে নানামতে॥
পর্ব্বতীয়া রাজা সনে অনাযুধ বীর।
পর্ব্বত পাথর হানে বড়হি গভীর॥
দ্রৌপদীর পুত্র সনে তোহ্মা পৌত্রগণ।
সমর বহুল করে প্রকৃতি লৈক্ষণ॥
আর যথ পুত্র তোহ্মার সমরে যুঝার।
পাণ্ডব কটক সনে যুঝএ অপার॥
হেনকালে আগু হৈল ভীষ্ম সেনাপতি।
ভীষ্ম ভএ পলাএ পাণ্ডব যত রথী॥
অগ্নিভয় পাইয়া যেন বনজন্তু ধাএ।
হেনমত পাণ্ডু সৈন্য ভঙ্গ দিয়া যাএ॥
গোবিন্দ কহন্ত কিবা চাহ ধনঞ্জয়।
ভঙ্গ দিল সৈন্যে তোহ্মার ভীষ্ম বীর ভএ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত গোসাঞি রথ দেয় এড়ি।
ভীষ্ম বীর উপরে যুদ্ধের আশা করি॥
তখনে বুঝিয়া কৃষ্ণে অর্জ্জুনের মন।
বায়ুবেগে খেদাইল রথ ততক্ষণ॥
ভয়ঙ্কর নাদ করে রথের বানর।
তাহা শুনি তোহ্মার সেনার লাগে ডর॥

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA

ভীষ্ম অর্জ্জুনে যদি হইল দেখাদেখি।
আকাশেত দুই বীরে বাণে ঠেকাঠেকি ॥
তবে ভীষ্ম অর্জ্জুনের দশ বাণে হানে।
আর পঞ্চবাণে তারে হানিল সন্ধানে ॥
ছোলঙ্গ এড়িয়া যেন কালসর্প ধাএ।
হেন ষষ্ঠি বাণ হানে বাসুদেব গাএ ॥
কৃষ্ণের ব্যথা দেখি পাণ্ডবনন্দন।
ভীষ্ম আগু হৈয়া বাণ খেপএ তখন ॥
অভিমন্যু দেখি ভীষ্ম বড় রঙ্গ মনে।
অল্প কিছু টানি ধনু হানিল তখনে ॥
ভীষ্মের ঈষিদ কোপে জলে অভিমন্যু।
চাহিতে কাটিয়া পড়ে ভীষ্ম বীর ধনু ॥
কাটিয়া ভীষ্মের ধনু করে সিংহনাদ।
মহাবীর অভিমন্যু নাহি অবসাদ ॥
বালকের শীঘ্র হস্ত দেখিয়া তখন।
প্রশংসএ ভীষ্ম বীর বড় রঙ্গ মন ॥
দ্বিতীয় অর্জ্জুন হেন করে সর্ব্বলোকে।
আকাশে দেবতাগণে বাখানে তাহাকে ॥
অভিমন্যু এহিমতে ভ্রমে স্থানে স্থানে।
তরুণ কেশরী যেন ভ্রমে বনে বনে ॥
দুর্জ্জয় যে ভীষ্ম বীর নাই মনে জ্ঞান।
যুদ্ধ করিবারে ক্রমে চক্রে অনুষ্ঠান ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর বড় ক্রোধ মনে।
যুদ্ধ করিবারে সেই অর্জ্জুনের সনে ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কৃষ্ণ পিতামহ ভীষ্মে।
আমাকে সন্ধানে দেখ যুদ্ধ অভিলাষে ॥
রথ চালাইয়া দেও ভীষ্ম বীর আগে।
ই সৈন্যের ভাল মন্দ তোমাকে না লাগে ॥
তাহা শুনি গোবিন্দ যে ক্ষেপে দিব্য রথ।
ত্বরিতে গেলেক রথ ভীষ্মের অগ্রেত ॥
ভীষ্মের অগ্রেতে রথ নিল শীঘ্রগতি।
তবে মহাযুদ্ধ হৈল দুই মহামতি ॥
ভীষ্মক অর্জ্জুনে হানে অতি শীঘ্র করি।
দুই বীরে যুদ্ধ করে সংসার আবরি ॥

তবে ভীষ্ম হেতু ধনু টানে ধনঞ্জয়।
বাণের বাণ করি কিছু মনেক ভএ ॥
অর্জ্জুনের কোপে তবে ভীষ্ম যে কুপিত।
নাগপাশ মহাঅস্ত্র জোড়ে আচুম্বিত ॥
গরুড়ের অস্ত্রে তাকে অর্জ্জুনে সংহারে।
তবে কোপে অগ্নিবাণ জোড়ে ভীষ্মবীরে ॥
অস্ত্র কাটি অর্জ্জুনে করএ সিংহনাদ।
তখনে কুপিলা ভীষ্ম বড়হি প্রমাদ ॥
তাহা দেখি অভিমন্যু ভ্রমে চক্রমতে।
ভীষ্মবীর সমুখে শ্যেনধনু করি হাতে ॥
তিন বাণ হানিলেক ভীষ্মের শরীরে।
ঘোর চারি বাণ আর হানিল সত্বরে ॥
তবে ভীষ্ম বাণ হানে নাহিক প্রকাশ।
আছোক পৃথিবী কাজ পূরিল আকাশ ॥
অভিমন্যে সে সকল বাণ সম্বরিয়া।
ত্রিসত্বরি বাণে হানে ভীষ্মক চাহিয়া ॥
আর দশ বাণে তান কাটিলেক ধনু।
হানিয়া জর্জ্জর কৈল ভীষ্ম বীর তনু ॥
রথ সারথি ঘোড়া কাটে একে একে।
বিরথী ছাওয়াল সেই করিল ভীষ্মকে ॥
বিরথী ভীষ্মক যদি করিল ছাওয়ালে।
গণ্ডগোল করিয়া পলাএ তোহ্মা দলে ॥
আর রথে চড়ি ভীষ্ম ধনু লৈয়া হাতে।
চক্ষু পাকাইয়া চাহে অভিমন্যু ভিতে ॥
তা দেখিয়া অভিমন্যু পাইল কিছু ভয়।
ভীষ্মক এড়িয়া গেলা সৈন্যের মৈধ্যএ ॥
হেনকালে উত্তর সৈন্যের সনে রণ।
তিন বাণ জুড়ি হানে মদ্রের নন্দন ॥
খুরশান দিয়া হানে অতি তীক্ষ্ণ শর।
রথ হৈতে পড়িলেক উত্তর কোয়র ॥
তাহা দেখি ভঙ্গ দিলা মৎস্য ও পাঞ্চাল।
বিরাটের সৈন্য তবে হইল বেহাল ॥
ভীষ্ম পর্ব্বে হইলেক উত্তরের বধ।
সঞ্জএ কহিল কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধ ॥

CENTRAL LIBRARY

প্রতিজ্ঞার কাজে ভীমে করিল অদ্ভুত ।
নিমেষেকে সৈন্য মারে এক যে অযুত ॥
হাহাকার করি ভঙ্গ দিলেক পাঞ্চাল ।
হেনকালে বেলি অস্ত হৈল সৈন্ধ্যাকাল ॥
রজনী দেখিয়া তবে দুই সৈন্যচএ ।
যার যেই মতে গেল আপনা গড়এ ॥
প্রথমে দিনের যুদ্ধ সাঙ্গ এথ দূরে ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভব তরিবারে ॥

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিবস : ভীষ্ম-অর্জুনের
কৌরব সেনাদলন

সঞ্জএ কহন্ত রাজা তোহ্মা কুমন্ত্রণে ।
এতেক প্রমাদ হয়ে পাশার কারণে ॥
সেইদিন পুত্র যদি রাখিতা বান্ধিয়া ।
তবে কেনে আজি শোকে ভাবিতা বসিয়া ॥
প্রভাতে সমএ তোহ্মার পুত্র যে দুর্ম্মতি ।
যুদ্ধ সজ্জে চলিল লইয়া সর্ব্বরথী ॥
ভীষ্মের সহিতে গেল যুদ্ধের কারণে ।
কৃষ্ণার্জ্জুন আইলেক নিজ সৈন্য সনে ॥
হানাহানি দুই বীরে পরম সঙ্কটে ।
দূরেত রাখিল রথ কৃষ্ণের কপটে ॥
ভীষ্মে অর্জ্জুনে রণ হইল অথান্তর ।
দূরে থাকি দুই বীরে করএ সমর ॥
হেনকালে তোহ্মার যে অষ্টম কুমার ।
ভীমক হানএ তারা হৈয়া একতর ॥
চিত্রবর্ম্মা চিত্রকর্ম্মা জয় যে বিজয় ।
জয়সেন দুর্ম্মুখ যে দুর্ব্বল অতিশয় ॥
এহি অষ্ট পুত্র তোহ্মার বিশেষ ধানুকী ।
অতি কোপে আগু হৈল ভীমসেন দেখি ॥
একে একে ভীমে তাহা হানএ কুপিয়া ।
ক্ষেণেকে কুপিল ভীম বাণ যে খাইয়া ॥
অষ্টবাণ কোপ করি শিলে ঘষি এড়ে ।
টোপর কুণ্ডল সমে অষ্ট মুণ্ড চিড়ে ॥
ভ্রাতৃবধে বিকল হইল দুর্য্যোধন ।
ভীমক মারিতে পাঠাএ যত বীরগণ ॥
ভীষ্ম আগে গিয়া রাজা করএ বিলাপ ।
সহিতে না পারি আহ্মি এহি শোক তাপ ॥
তুহ্মি হেন মহাবীর ভুবনপূজিত ।
পাণ্ডবের দয়াএ মোরে না কভুপীড়িত ॥
তিনলোক জিনিতে পার তোহ্মার বাহুবলে ।
যুধিষ্ঠির দয়াএ আহ্মারে ভাড় ছলে ॥
অষ্ট ভাই মারে ভীম তোহ্মা বিদ্যমান ।
ই বলিয়া দুর্য্যোধন করএ রোদন ॥
ভীষ্মে কহে দুর্য্যোধন কি কহ আহ্মারে ।
পূর্ব্বে তোহ্মা বুঝাইল গোবিন্দ বিদুরে ॥
তাকে তুহ্মি না রাখিলা আত্মঅহঙ্কারে ।
দারুণ পাশার ফল এতদিনে ধরে ॥
জতুগৃহ দাহ কৈলা তোহ্মার বিপাকে ।
বিষ লাড়ু দিয়া জলে পালাইলা ভীমকে ॥
বনবাসে যত দুঃখ পাইল পাণ্ডব ।
সে সকল দুঃখ এবে স্মরে তারা সব ॥
ঋতুকালে ধরি আন দ্রৌপদীর কেশে ।
সেই দুঃখে পাণ্ডবেরা সে বাণ বরিষে ॥
আহ্মি যত কহিলাম তোর বাপের ঠাই ।
সে সকল কথা তোর কিছু মনে নাই ॥
এবে কোন দুঃখ ভাব শুনহ রাজন ।
বিপদে কাতর জান নহে মহাজন ॥
তের সহস্র বরিষ যে আহ্মার বয়স ।
তাতে কি যুঝিব যুক্তি কিবা মোর জয় ॥
তথাপি করিমু যুদ্ধ প্রাণ নিক্ষেপিয়া ।
দৈব কার্য্যে সিদ্ধি নহে বিফল চিন্তিয়া ॥
অর্জ্জুনের যত গুণ শুনহ রাজন ।
তুহ্মিহ না জান তারে জান ত্রিভুবন ॥
শিশুকালে অর্জ্জুনে পঠিতে দ্রোণ ঠাই ।
বালক সকল দ্রোণ বেহানে পঠাই ॥
শিষ্যসমেতে দ্রোণ নামিলেক জলে ।
কুম্ভীরে ধরিল আসি দ্রোণাচার্য্য চুলে ॥
তুহ্মি কর্ণ ভয় পাইয়া পলাইলা বনে ।
কুম্ভীর মারিয়া দ্রোণ রাখিল অর্জ্জুনে ॥

CENTRAL LIBRARY

দ্রোণে লজ্জা পাইয়া আইল দ্রুপদের স্থানে।
সেই দ্রুপদ বান্ধিয়া আনিল অর্জ্জুনে॥
রাজসভা জিনি সেই দ্রৌপদীক পাএ।
খাণ্ডব জিনিল ইন্দ্র থাকিতে সহাএ॥
কিরাত কবচ মারে দেবে যারে নারে।
রাজসূহি করিয়া পৃথিবী বশ করে॥
ময় জিনি কৈল সেই সভার নির্ম্মাণ।
ব্রহ্মা আদি দেবে যারে করএ বাখনে॥
চিত্ররথ জিনিয়া তোহ্মারে সেই রাখে।
কর্ণে আগে ভঙ্গ দিল তোহ্মার সম্মুখে॥
গোধন হরিতে গেলা বিরাটনগর।
তাতে যত বিড়ম্বিল তোহ্মার গোচর॥
উত্তর গোগ্রহে তাহা পাইছ প্রত্যয়।
অর্জ্জুন সমান বীর নাই ভুবনয়॥
কুঞ্জরের নাদ আর ধ্বজের বানর।
পৃথিবী বিদার পাএ শুনি ভয়ঙ্কর॥
প্রথম বয়স যুদ্ধ সহজে অর্জ্জুন।
তুহ্মি কিনা জান রাজা তার যত গুণ॥
অগ্নি হৈতে উঠিতে সাজন রথখান।
নানারত্নে দেবে তারে করিছে নির্ম্মাণ॥
নানা গতি চলে রথ বিচিত্র বহে।
নানা অস্ত্র ফুটিলে কাতর নাহি হএ॥
গাণ্ডীবের যত গুণ শুনিছ আপনে।
তার সম ধনু নাই এ তিন ভুবনে॥
সহস্র ধনুর বল টানিতে কোমল।
সে বাণ সহিতে নারে দেবতা সকল॥
অক্ষয় যে দুই টোন অগ্নি উপাদান।
মেলিতে না পারে সেই বাণ খরসান॥
সম্মুখেত বাণ মারে অর্জ্জুনে দুই হাতে।
সেই বাণ পড়ে গিয়া প্রহরেক পথে॥
বাণ মারিয়া রথ পাছে যে চালাএ।
আর দণ্ড দুই পথ রথ আগু আগে॥
মুষ্টি কেমল নহে বর্ম্ম নাই তাতে।
যার তেজ নাহি সহে পর্ব্বত সমুদ্রতে॥
যুদ্ধে কাতর নহে কভো রণ স্থলে॥
তিন লোক জিনিয়াছে যার বাহুবলে॥
অখিল ভুবনগতি সারথি যাহার।
তার সনে যুঝিবারে শক্তি আছে কার॥
বৃদ্ধ তরুণ যুদ্ধ বড়হি বিস্ময়।
হেন সব ঘটিল তোহ্মার দুর্বিনয়॥
উপস্থিত যুদ্ধকালে না করিও শোক।
সাধু বুদ্ধি নহে তাহে হাসে হেন লোক॥
অর্জ্জুন সহিতে মুঞি করিমু সমর।
জয়ভঙ্গ দৈবাধীন শুন নৃপবর॥
তোহ্মার পুত্রেরে ভীষ্মে কহি এইমতে।
অর্জ্জুনের আগে যাএ চড়ি দিব্য রথে॥
তবে তারা দুই বীরে করে হানাহানি।
বজ্রপাত হেন শব্দ শুনি ঠনঠনি॥
সে যে অজয় পার্থ হানিলেক ভীষ্মে।
চারি বাণে কৃষ্ণক হানিল অতি রোষে॥
কৃষ্ণের ব্যথা দেখি অর্জ্জুন কুপিত।
বাণ হানি ভীষ্ম বীর করিল মোহিত॥
দারুণ অর্জ্জুন বাণ পর্ব্বতে নাশএ।
থর থর কম্পে ভীষ্ম বড় হৈল মোহে॥
তখনে ভীষ্মের দুঃখ দেখি মহাশয়।
রথেত এড়িয়া ধনু কৃষ্ণ করে লএ॥
দেখ কৃষ্ণ মর্ম্মঘাএ ভীষ্ম যে মোহিত।
আজি মুঞি করিলম চণ্ডালচরিত॥
তিন লোক পাই যদি না মারি তাহারে।
পৃথিবী যে কোন বস্তু কহত আহ্মারে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত প্রভু রথ যে ফিরাও।
ভীষ্মক এড়িয়া রথ ক্ষেণেক রহাও॥
অর্জ্জুন বচনে চালাএ নারায়ণ।
যুধিষ্ঠির পাশে তবে গেল দুইজন॥
এথাতে চৈতন্য পাইয়া শান্তনুতনয়।
না দেখিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন ক্রোধ অতিশয়॥
না দেখিয়া বানরধ্বজা মনে জ্বলে কোপে।
থর থর করি কম্পে হৃদয়কলাপে॥

CENTRAL LIBRARY

হেন কালে হইলেক সৈন্ধ্যাএ সমএ ।
ভীষ্ম পর্ব্বের কথা কহিল সঞ্জয় ॥

যুদ্ধের তৃতীয় দিবস : ভীমসেন-ভগদত্তের যুদ্ধ

তৃতীয় দিবস কথা শুন সাবধানে ।
যেই মতে রণ হৈল কহি তোহ্মা স্থানে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে কহত সঞ্জয় ।
শুনিয়া তোহ্মার মুখে বড় পাইলম ভয় ॥
সঞ্জএ কহন্ত তবে বড়হি বেহানে ।
সভা মৈধ্যে আসিয়া কহিল দুর্যোধনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা আর দুঃশাসন ।
কৃতবর্ম্মা ভগদত্ত শল্য মহাজন ॥
ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ আর বৃন্দাবক ।
কেকয়ের পঞ্চভাই মগধ কটক ॥
ই সব শুনাই তোহ্মার পুত্র নৃপমণি ।
কাতরে মত্ত রাজা কহিলেক বাণী ॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডব বল বড়হি সাহস ।
তুহ্মি সকলের ঠাই মোর নাম যশ ॥
তিনলোক নহে যার রথের সম্মুখে ।
অর্জ্জুনে জিনএ তাকে একহি ধনুকে ॥
অর্জ্জুনের বাণে ভীষ্ম না হইল কুপিত ।
ভাবিয়া চাহিলম মুঞি বিধির লিখিত ॥
এমত ভাগ্য মোর ভীষ্ম পরাজয় ।
অষ্ট ভাই মারে ভীষ্ম করিয়া বিজয় ॥
তাহাকে শুনিয়া কোপে কহে ভগদত্তে ।
পাণ্ডবের ভয় না করিও আজি হৈতে ॥
ভীমার্জ্জুন আদি যত পাণ্ডবের গণ ।
সকল জিনিব আজি শুনহ বচন ॥
ই বলিয়া খাট হৈতে উঠে শীঘ্রগতি ।
ক্রোধে ভগদত্ত রাজা যমের আকৃতি ॥
মত্তমান সারথিরে আনে ডাক দিয়া ।
শীঘ্র চল হস্তী ঠাট আগে চালাইয়া ॥
তখনে চলিল মত্ত ভগদত্তের বোলে ।
ষষ্টি সহস্র গজ আনে মন কুতূহলে ॥
ষাটি সহস্র হস্তী আনে তার লেখা ।
স্থানে স্থানে বান্ধিয়া তার করিলে সৈংখ্যা ॥
সুপ্রস্তিক নামে হস্তী সবের প্রধান ।
হিমালএ জন্ম ঐরাবতের সমান ॥
দশ সহস্র হস্তীর বল আছে তার গাএ ।
পবনের গতি চলে ভূমি না ছোএ পাএ ॥
যোজন নাম তার সোবর্ণ কণিকা ।
যার বলে ভগদত্ত ইন্দ্র সনে সখা ॥
উভে বারদন্ত হস্তী সুমেরু সমান ।
চারি গোটা দন্ত দেখি অতি বলবান ॥
দশ দণ্ড মুণ্ড তার বাসুকি আকৃতি ।
দুই পর্ব্বত হেন কুম্ভস্থল দেখি ॥
পর্ব্বত উপরে যেন বড় বড় শাল ।
সেই মত লোম সব কালবিকাল ॥
সেই হস্তী লৈয়া চলে ভগদত্ত আগে ।
আছৌক মনিষ্যের কাজ দেবের ভয় লাগে ॥
দশ দণ্ডের পথ সেই যাএ এক লম্ফে ।
যার পদভরে রাজার বসুমতী কম্পে ॥
তাহা দেখি পাণ্ডব কটকে লাগে ভয় ।
সিংহ যেন প্রবেশিল হরিণ মেলয় ॥
পাণ্ডব পাঞ্চাল ভাঙ্গে দেখিয়া কুঞ্জর ।
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির বড় পাইল ডর ॥
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে কহে ।
পাণ্ডব পাঞ্চাল ভাঙ্গে ভগদত্তের ভএ ॥
তুহ্মি বহি আন গতি নাহিক আহ্মার ।
তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা রক্ষিতা সমাইর ॥
পাণ্ডব ভাঙ্গএ দেখ একা ভগদত্তে ।
মোর কোন বীর আছে তার আগে হৈতে ॥
যম যেন হস্তী সব দিল রোখাইয়া ।
পাণ্ডব পাঞ্চাল সৈন্য নিল খেদাইয়া ॥
পালএ আহ্মার সেনা কিছু নাহি চাহে ।
কি করি কি হইব আহ্মা নাহিক সুহাএ ॥
কৃষ্ণ কহে ভীমসেন করহ সাহস ।
পৃথিবী ভরিয়া তুহ্মি রাখ মহাযশ ॥

ষষ্টি সহস্র হস্তী ভগদত্ত যে যুঝায়।
রণকীর্ত্তি রাখ ভীম হস্তী যাউক মার॥
মহা হস্তী সুপ্রসস্তিক ঐরাবত সম।
হস্তী সমে মার ভগদত্ত কাল যম॥
ই বোল শুনিয়া ভীমে সারথিকে বোলে।
রথ জুড়ি শীঘ্র ঘোড়া আন এহি কালে॥
সারথি বিশোক তান মাতলি সমান।
রথ সাজাইয়া আনে ভীম বিদ্যমান॥
বিশোকে জানিয়া রথে দিবা ঘোড়া জোড়ে।
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির বন্দি ভীমসেন লড়ে॥
তখনে করিল ভীমসেনে সিংহনাদ।
দেখিয়া তোহ্মার কাল গুণন্ত প্রমাদ॥
বিশোকে কহন্ত ভীম যুঝিবা সাবধানে।
হস্তীসাধন ভাল ভগদত্তে জানে॥
ইন্দ্রের সমান তাক কহে ই কারণে।
আপনেহ মহাবীর নানা অস্ত্র জানে॥
এথেক বলিয়া রথ দিল চালাইয়া।
দুই বীরে রণস্থল যুঝে মিশাইয়া॥
সুপ্রস্তিক হস্তীতে চড়িয়া ভগদত্তে।
রোষাইয়া দিল হস্তী ভীমসেন ভিতে॥
ভীমেহ অসংখ্য বাণ বরিষে অপার।
তাহা দেখি বড় ভয় তোহ্মার সেনার॥
বৎসদন্ত বাণ ভীমে এড়ে বড় রোষে।
মুণ্ড দিয়া এড়ে বাণ পুছে দিয়া ঘষে॥
আর দশ বাণ হানে ভগদত্তবুকে।
সে বাণ ফুটিয়া তার রাও না আইসে মুখে॥
ক্ষেণেকে সুস্থির হৈল নরকের বেটা।
ভীমসেন প্রতি হানে বাণ দশগোটা॥
ভীমবীরে দশ বাণে হানে ভগকত্ত।
স্থির হইয়া রহে ভগদত্ত মহাসত্ত্ব॥
দুই বীরে হানাহানি হৈল অন্ধকার।
আকাশে না চলে রথ গতি দেবতার॥
দুই বীরে বাণ বৃষ্টি দেখি লৈক্ষে লৈক্ষে।
কুশে যেন যজ্ঞ ভূমি ঢাকিল যাজ্ঞিকে॥
ভগদত্তের বিক্রম যমের সমান।
বরিষার মেঘে যেন বরিষএ বাণ॥
ভগদত্তে বাণ হানে পুরিয়া সন্ধান।
চারি বাণে ভীমসেনে করে খান খান॥
কোপে ভগদত্ত দিল গজ টুটাইয়া।
রোষাইয়া দিল হস্তী ভীমক চাহিয়া॥
গজদন্তে ভিড়িয়া ধরিল ভীম রথ।
সারথি বিশোকে এড়াইল মহাসত্ত্ব॥
হস্তীপাও তুলিয়া রথেত দিল পাড়া।
পাড়িয়া ভীমের রথ করিলেক গুড়া॥
অষ্ট ঘোটক মারে দিয়া দুই দন্ত।
ততক্ষণে প্রাণ দিল নিকলিয়া অন্ত॥
ছত্র চামর রথ ভাঙ্গে এহিমতে।
ভীম অন্তর হৈল গদা লইয়া হাতে॥
হাহাকার শব্দ হৈল পাণ্ডবের দলে।
সুমেরু সমান বীর ক্ষেণেক না টলে॥
তাহা দেখি ভীমক বাখানে দেবলোকে।
স্বর্গে থাকি পুষ্প বৃষ্টি করে ঝাকে ঝাকে॥
ভীষ্ম পর্ব্ব মহাপোতা ভগদত্ত যুদ্ধে।
সঞ্জএ কহিল কথা পাঞ্চালী প্রবন্ধে॥

ভীমের জয়

ধৃতরাষ্ট্রে কহে সূত কহ সাবধানে।
পুনরপি যেমতে যুঝিল ভীমসেনে॥
তাতে বড় সাহস করিল ভীমসেনে।
বিরথী হইয়া সেই যুঝএ তখনে॥
তবে ভগদত্ত রাজা হৈয়া স্তব্ধবত।
ঐরাবত সম হস্তী চালাএ অগ্রেত॥
ষাইট সহস্র হস্তী একেবারে রোষে।
বেড়িয়া ভীমেরে তারা মারিবারে আইসে॥
ষষ্টি সহস্র হস্তী আসি ভীমসেনে বেড়ে।
পাড়িয়া মারিতে আইসে করি দীর্ঘ শুণ্ডে॥
চারিদিগে গজে বেড়ি আছএ ভীমক।
মেঘে আছাদিছে যেন সম্পূর্ণ সূর্য্য॥

CENTRAL LIBRARY

তবে ভীমে কোপ করি গদা হাতে তোলে।
শিবে যেন গদা তোলে প্রলয়ের কালে॥
তবে ভীমে গদা পাক দিলেক ত্বরিতে।
তোহ্মার সেনার মনে বড় লাগে ভীতে॥
ক্রোধ করি ভীমে তবে সে গদা পাকাএ।
পবনের পুত্র ভীম পবন সহাএ॥
প্রলয় কালেতে যেন হৈল মহাবাত।
ষষ্টি সহস্র হস্তী উড়ে আকাশে অকস্মাৎ॥
ভীমের যে বাহুবলে পবনের বেগে।
মাহুত সহিতে হস্তী উড়ে দশ দিগে॥
তবে গদা মারিলেক সুপ্রস্তিক মাথে।
ভগদত্ত লৈয়া হস্তী পালাএ অস্তেবেস্তে॥
রণ জিনি ভীমসেনে করে সিংহনাদ।
স্বর্গে থাকি দেবে করে জয় জয় বাদ॥
ভীম পর্ব্ব মহাপোতা ভগদত্ত যুদ্ধে।
সঞ্জএ কহিল কথা পাঞ্চালী প্রবন্ধে॥

ভগদত্ত ভঙ্গ দেখি পাণ্ডবের রঙ্গ।
কৃষ্ণ ভাবি কৌরব সকলে দিল ভঙ্গ॥
তখনে হৈল রাজা সৈন্ধার সমএ।
তোহ্মার কটক তবে গজে প্রবেশএ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যে কৌতুকসম্বাদ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচে করে সিংহনাদ॥
সহদেব নকুল যে নানা রঙ্গে নাচে।
হেনকালে ভীমসেন গেল রাজার কাছে॥
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ভীম কৈল নমস্কার।
মস্তক চুম্বিয়া রাজা গলে ধরে তান॥
কায়োমনে আশীর্ব্বাদ কৈল ধর্ম্মরাজ।
ভগদত্ত জিনিয়া ভাই রাখিলা যে লাজ॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির পশিল গড়য়।
গড়ে গেলা পাণ্ডু সেনা করিয়া বিজয়॥
তৃতীয় দিবস যুদ্ধ ভীষ্মপর্ব্বনি।
সঞ্জএ কহিল প্রতিদিনের কাহিনী॥

চতুর্থ দিবসের যুদ্ধ :
ইরাবান-সত্যবানের মৃত্যু

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে সঞ্জয় পণ্ডিত।
শুনিয়া তোহ্মার কথা মনে লাগে ভীত॥
বিদুর ভীষ্মের কথা না রাখে দুর্যোধন।
রণ করি রাজা পাইবা আছিলেক মন॥
তিনলোক জিনি ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
এক রথে তাহারে জিনিল ধনঞ্জয়॥
ততোধিক দেখি আহ্মি ভীমের সাহস।
পশুপতি হেন ভীমে করিলেক জয়॥
ষষ্টি সহস্র হস্তী গদাএ উড়াএ।
ইন্দ্রতুল্য ভগদত্ত জিনিল হেলাএ॥
ঐরাবত সম হস্তী সাধনের বলে।
কুম্ভস্থানে হানে বাণ পুচ্ছে দি নিকলে॥
মোর অষ্টপুত্র মারে দুর্যোধন আগে।
হরিণের ছাও যেন মারে বড় ব্যাঘ্রে॥
ব্যাসের যথেক কথা পাইলম প্রত্যয়।
নিশ্চয় মারিব ভীমে অন্যথা না হএ॥
দুর্ব্বাসার বরে কুন্তী দেব আরাধিল।
পঞ্চদেবে পঞ্চপুত্র তাহাকে জন্মাইল॥
সৈত্যবাদী যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক পণ্ডিত।
তার পরাজয় নাই কহিলম নিশ্চিত॥
একে একে জানিলু পুত্রের নাই জয়।
তার পরে কি হইল কহরে সঞ্জএ॥
সঞ্জএ কহিল রাজা তোহ্মার দোষে।
এখনে বা কিবা চিন্তা চিন্তা আছে শেষে॥
কোন কালে না শুনি তোহ্মার বুদ্ধি ভাল।
অন্তরে অঙ্গার যেন ফলে মহাকাল॥
কুলক্ষয় অনর্থের তুহ্মি ঐ সে মূল।
তোহ্মার বিনা না হৈল আরক্ষ ত্রিকুল॥
পাণ্ডবেরে দিতা যদি পৈতৃক যে দেশ।
পাণ্ডবের পৃথিবী তবে জিনিত বিশেষ॥
যুদ্ধ শুনিতে চাহ শুন মন দিয়া।
দেবাসুর হেন যুদ্ধ কহম বিবেচিয়া॥

CENTRAL LIBRARY

এহিমতে হৈল রাজা নিশি অবসান।
দুই দল চলি গেল সমরের স্থান॥
সেনা কুতূহলে গেল বীর ভাগে ভাগে।
দুর্যোধন সব পাছে ভীষ্মেরে আগে॥
নাচিতে গাহিতে সব রণেত সামাএ।
পাণ্ডব কটক সব নাচে উভা পাএ॥
তখনে হৈল রণ মহা ভয়ঙ্কর।
দুই দলে হানাহানি সমর বিস্তর॥
ভীষ্ম অর্জ্জুন দুই চলে দিব্যরথে।
হানাহানি দুই বীরে করে শীঘ্র হস্তে॥
দুইর সমান রথ সমান ঘোটক।
সমান ধনুর শিক্ষা সমান সাধক॥
দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষস চরাচর।
না হইছে না হইব এমত সমর॥
বাণ ক্ষেপএ কেহ কাটএ আকাশে।
না চলে রথের গতি বাণের তরাসে॥
প্রথম বয়স তান সর্ব্বক্ষণ গতি।
তিন লোক নাথ কৃষ্ণ যাহার সারথি॥
দুই পর্ব্বত হেন দুই বীর দেখি।
ভীষ্ম বীর হৈতে কিছু অর্জ্জুন ধানুকী॥
তবে ভীষ্ম অর্জ্জুনক হানিল কুপিয়া।
আর দশ বাণ হানে মর্ম্মক চাহিয়া॥
সহস্র সহস্র বাণে অর্জ্জুনক হানে।
চারি বাণে কৃষ্ণক হানএ কোপমনে॥
দেখিয়া কৃষ্ণের পাও অর্জ্জুন কুপিত।
বাণে হানি ভীষ্ম বীর করিল মোহিত॥
বড় ব্যথা পাইয়া ভীষ্ম বীর বসিল রথয়।
অর্জ্জুনের স্থানে তবে গোবিন্দ বোলএ॥
আজি ভীষ্মের সনে তোর নাই রণ।
প্রমাদ হইব পাছে পাইলে চেতন॥
ই বলিয়া নারায়ণে রথ যে চালাএ।
চৈতন্য পাইয়া ভীষ্মে দশ দিগে চাহে॥

অর্জ্জুনক না দেখিয়া ভীষ্ম জ্বলে কোপে।
ফোফাইয়া রোষে যেন অজগর সাপে॥
তাহা দেখি পাণ্ডব কটকে লাগে ভএ।
বড় ব্যাঘ্র দেখি যেন হরিণ না রহে॥
হেনকালে ইরাবন্ত[১] আর সৈত্যবন্ত[২]।
সিদ্ধবিদ্যা হই আইল সে দুই দুরন্ত॥
গন্ধর্ব্বের চিত্ররথে দুই আরোহিয়া।
দুই বীরে ভীষ্ম হানে কৌতুক করিয়া॥
ইরাবন্তে ভীষ্মক হানএ চারিবাণে।
সৈত্যবন্তে সাত বাণে ভীষ্মবীর হানে॥
আর দুই বাণ তবে হানে ভীষ্মবুকে।
বুকে ঠেকি রক্ত পড়ে ঝলকে ঝলকে॥
চারি বাণে চারি ঘোড়া বাহ তুলি হানে।
দশ দিশ অন্ধকার করে সৈত্যবন্তে॥
দারুণ প্রহার পাইয়া ভীষ্ম জ্বলে কোপে।
আছাড়িয়া বাম হাতে ধনুখান কাপে॥
অঞ্জলিক বাণ মারে দীপ্তি করি চলে।
সৈত্যবন্তে মাথা কাটে টোপর কুণ্ডলে॥
পড়িলেন্ত সৈত্যবন্ত ধূলাএ লোটাএ।
তোঙ্গার সেনাএ রঙ্গ নানা বাদ্য বাহে॥
ভাইর মরণ দেখি আইল ইরাবন্ত।
মত্ত কেশরী যেন দেখিএ অত্যন্ত॥
দুই দলে রঙ্গ চাহে ছাওয়ালের রণ।
তাহার যে গর্জ্জনে কম্পএ ত্রিভুবন॥
আহতিয়া ভীষ্ম হানে দশ দশ বাণে।
আর কুড়ি বাণে বীর হানিল তখনে॥
শীঘ্র হাতে বাণে মেলে চলে নানা গতি।
তখনে চলিল ভীষ্ম যম সম গতি॥
ধনুকে জুড়িয়া বাণে এড়িল সত্বরে।
ইরাবন্তের বুকে বাণ হানিল নির্ভরে॥
ভীষ্মের মর্ম্মর ঘাএ বালক কুপিত।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটিল ত্বরিত॥

১. মূলে—ঈরাবান
২. মূলে—সত্যবান

CENTRAL LIBRARY

এহি ছিদ্রে হানিলেক ভীষ্মের ললাটে।
আর ধনু লৈল ভীষ্ম সেই ধনু কাটে॥
তাহা দেখি সর্ব্ব লোক হইল বিস্মিত।
এথ দেখি তোহ্মা পুত্র হইল চিন্তিত॥
বালকে কাটিল ধনু ক্রোধ হৈলা ভীষ্মে।
গদা হাতে করি যাএ অতি বড় রোষে॥
পাক দিয়া এড়ে গদা ইরাবন্ত ভীতে।
আকাশে আসিতে গদা কাটে ইরাবন্তে॥
তবে ভীষ্মে আর ধনু গ্রহে অন্তেবেন্তে।
দশ বাণে ইরাবন্ত হানে কোপ চিত্তে॥
আর চারি বাণে তার ঠাই ঘোড়া কাটে।
কাঞ্চনের রথখান পড়িল সঙ্কটে॥
রথ খণ্ড খণ্ড কৈল ভীষ্ম সেনাপতি।
ইরাবন্ত মারিবারে কোপে বাড়ে অতি॥
তাহা দেখি ইরাবন্ত কোপ অতি বাড়ে।
গদা হাতে করিয়া পদাতি হৈয়া লড়ে॥
পাক দিয়া এড়ে গদা ভীষ্ম বীর ভীতে।
মহাবেগে যাএ গদা ভীষ্মের অগ্রেতে॥
তাহা দেখি ভীষ্মবীরে দিব্য বাণ জোড়ে।
আসিতে তাহার গদা তিন খানে ছিড়ে॥
খাড়া হাতে ইরাবন্ত বড় কোপ চিত্তে।
লড় দিয়া আগু বাড়ে ভীষ্মক মারিতে॥
তাহা দেখি ভীষ্মবীরে দিব্য বাণ জোড়ে।
কুণ্ডল সহিতে ইরাবন্ত মুণ্ড ছিড়ে॥
শুণিতে তিতিয়া বীর পড়িল ভূমিত।
এক ভিতে মাথা পড়ে কন্ধ আর ভিত॥
ইরাবন্ত সৈত্যবন্ত দুই ভাই বধে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধে॥

চতুর্থ দিবসের রণে দুই ভাই পড়ে।
সৈন্ধ্যাকালে পাণ্ডব কটক গেল গড়ে॥

যুদ্ধের পঞ্চম দিবস : ভীষ্মের বিক্রম

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তব শুনরে সঞ্জয়।
শুনিয়া তোহ্মার কথা মনে লাগে ভয়॥
অক্ষয় কবচ কাটে ভীষ্ম মহাবীর।
মহাবাহু মহাবীর বিক্রমে গভীর॥
ক্রোধে ভীষ্মে যুদ্ধে যদি ধনু লৈয়া হাতে।
তিনলোকে কে যুঝিব তাহার সহিতে॥
হেন ভীষ্ম দুই শিশুএ জিনে রণে।
তিন বাণে ধনু কাটে সৈন্য বিদ্যমানে॥
অদ্ভুত বিক্রম রণ করে দুইজন।
কোন বংশে জন্ম দুই কাহার নন্দন॥
তরুণ কেশরী হেন শুনি এ বিক্রম।
বিবেচিয়া কহ সুত পুরুষ উত্তম॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা এহি দুই জন।
পাণ্ডু বংশে জন্ম জান অর্জ্জুননন্দন॥
পুত্র পৌত্র কুবুদ্ধিএ খেলাইলা সারি।
যুধিষ্ঠির পাঠাইলা বনে যুক্তি করি॥
দৈত্যরণে ভাই সব এড়িয়া অর্জ্জুন।
অস্ত্র অভ্যাসিতে গেল ইন্দ্রের ভুবন॥
বারাহি নামে কৈন্যা জান গন্ধর্ব্ব অপ্সরী।
ইন্দ্রের ভুবন হতে যাএ নৃত্য করি॥
ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা রূপে আর গুণে॥
পুত্রের কারণে দেবী অর্জ্জুন সন্ধানে॥
বারাহি বচনে বীর না দিল উত্তরে।
হেন কালে সেইখানে ব্যাসমুনি বরে॥
তান আজ্ঞা পাইয়া অর্জ্জুন হরষিত।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল মনের বাঞ্ছিত॥
মুনির আজ্ঞাএ কৈলা পাণি যে গ্রহণ।
তাহাতে জন্মিল এহি বীর দুইজন॥
বিক্রমে অর্জ্জুন সমে সে দুই দুরন্ত।
প্রধান পুত্রের নাম হৈল ইরাবন্ত॥
কনিষ্ঠ যে সৈত্যবন্ত সে দুই মহত্ত।
দুই ভাই মহাবীর বিক্রমে মহাসত্ত॥

দুই পুত্রে দেখিয়া অর্জ্জুন হরষিত।
নানান শাস্ত্র পঠাইল নানান সঙ্গীত॥
পুত্র রাখি তথাতে অর্জ্জুন আইল বনে।
তখনে কহিয়া আইল পুত্র বিদ্যমানে॥
দুর্য্যোধন সঙ্গতি হইব মহারণ।
তথাতে যাইবা তুহ্মি সহাএ কারণ॥
এহি কথা কহিয়া আইল ধনঞ্জয়।
দুই জনে রাখি আইল স্বর্গ ভুবনয়॥
ভীষ্ম সহিতে আজি যুদ্ধ অর্জ্জুনের।
রঙ্গ চাহিতে দুইজন আইল যুদ্ধের॥
দেখিয়া বাপের ভঙ্গ হইয়া ক্রোধিত।
নানামতে যুদ্ধ কৈল ভীষ্মের সহিত॥
দারুণ ভীষ্মের বাণে কাটিলেক মাথা।
জিজ্ঞাসিল তাহার কহিল সর্ব্বকথা॥
প্রভাতে গোবিন্দ প্রভু পার্থ সনে যাএ।
কৌতুক করিয়া রথ কৃষ্ণ যে চালাএ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জন গেল রণস্থলে।
দুই দলে যথ সৈন্য আইল হেনকালে॥
তখনে করিল রণ কিছু কিছু করি।
ক্ষেপেকে এমত হৈল কহিতে না পারি॥
মিশামিশি দুইদলে হইল মহারণ।
অন্তে অন্তে হানা করে দুই জন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ হৈল বিষম সমর।
দুই বীরে রণ হৈল বিষম ভয়ঙ্কর॥
যুধিষ্ঠির সনে যুদ্ধ মদ্রনরপতি।
দুইবীরে মহাযুদ্ধ পরম শকতি॥
দ্রুপদ সহিতে যুদ্ধ করে ভগদত্তে।
ইন্দ্রজিৎ রণ যেন লক্ষ্মণ সহিতে॥
বিরাট বাহ্লিক দুই বৃদ্ধের সমর।
দুই বীর রণ হইল অতি ভয়ঙ্কর॥
শিখণ্ডীর সোমদত্তের হইল সমরে।
দশদিগ অন্ধকার হইল নির্ভয়ে॥

নকুলের সনে যুদ্ধ হইল দুঃশাসনে।
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরিয়া নকুলে তারে হানে॥
ভুরিশ্রবা সহদেবের রণ অতিশয়ে।
দারুণ সমর তবে হইল নির্ভয়ে॥
উত্তমৌজা[১] সহিতে শকুনি বীর ধাএ।
উত্তমৌজা শর হানে শকুনির গাএ॥
এহিমতে দুই বীরে করে হানাহানি।
উত্তমৌজার বাণ খাইয়া পলায় শকুনি॥
যুধামন্যু সমে যুঝে বীর জয়দ্রথে।
দুই সিংহে যুঝে হেন গভীর পর্ব্বতে॥
তোহ্মা দুই পুত্র বিকর্ণ বিবিংশতি।
জয় বিজয় সনে যুঝে করি নানাভাতি॥
প্রতিদ্বন্দ্বী সনে যুদ্ধ করএ উলুকে।
পদাতি হইয়া লড় দিল লৈক্ষে লৈক্ষে॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষে সমর প্রচণ্ড।
দুই বীরে করিলেক শিলা খণ্ড খণ্ড॥
পুরোজিৎ দুর্য্যোধন দুই রাজাএ রণ।
বহুল যুঝিয়া দুই শ্রম বিচক্ষণ॥
এহি মতে নানা যুদ্ধ গতি বিগতি।
কৃতবর্ম্মার রণ পুনি কৌরব সংহতি॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনে দুই সমর সংশয়।
সূর্য্যঅগ্নি জ্বলে যেন হইল প্রলয়॥
কিবা দুই পর্ব্বতে কিবা গরুড়ে পবনে।
তারকাক্ষ কার্ত্তিকে কিবা ইন্দ্র বালী সনে॥
ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ কিবা লক্ষ্মণের সনে।
নানা অস্ত্রে হানাহানি করএ জনে জনে॥
এহিমতে বাণ বৃষ্টি সে দুই করএ।
প্রলয়ের কালে যেন শিলাবৃষ্টি হএ॥
তবে ভীষ্ম দশবাণে হানে অর্জ্জুনকে।
আর চারি বাণ হানে দিব্য যে ধনুকে॥
আর ত্রিসত্তরি বাণ হানে বাহুবলে।
অর্জ্জুন বিন্ধিয়া বাণ পশিল পাতালে॥

১. পুথির পাঠ উত্তমওজা

CENTRAL LIBRARY

এতিমতে ভীষ্মে হানে নাহি লেখাজোখা।
তখনে দেখাইল ভীষ্মে বাণের পরীক্ষা॥
আর দশ বাণ হানে বাসুদেব গাএ।
মহাকোপে করি শঙ্খ ভীষ্ম যে বাজাএ॥
তাহাকে দেখিয়া তবে অর্জ্জুন সন্ধানী।
ধনুকেত দিব্য অস্ত্র যুড়িলেক পুনি॥
মন্ত্র পাঠি এড়ে বাণ অর্জ্জুনের গুণে।
লৈক্ষে লৈক্ষে বাণ এড়ে নাহি পরিমাণে॥
সে বাণ পড়িয়া ভীষ্মের রাও না আইসে মুখে।
ক্ষেণেকে সুস্থির হৈয়া উঠিল ক্ষেণেকে॥
যমদত্ত ঘোরবাণ এড়ে সেনাপতি।
সে বাণ কাটিয়া পাড়ে পার্থ মহামতি॥
কিছু কিছু কোপ তারে করে ধনঞ্জয়।
তোহ্মার পুত্রের বুকে লাগে মহাভএ॥
বনবাসের যত দুঃখ স্মরিয়া পাণ্ডব।
ভীষ্মে দুঃখ পাএ তোহ্মার কুবুদ্ধির স্বভাব॥
লঘুজনে করে কর্ম্ম ঠেকে সাধুজন।
রাবণের দোষে যেন সমুদ্রবন্ধন॥
বৃদ্ধ বয়স ভীষ্ম অর্জ্জুনের বাণে।
মোহ পাইয়া রথে বৈসে ভীষ্ম বিদ্যমানে॥
ধার্ম্মিক অর্জ্জুন বীর খানিক রহিল।
ব্যথা সম্বরিয়া ভীষ্ম তখনে উঠিল॥
দেখিয়া বানরধ্বজ কুপিল দ্বিগুণ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মারিল ভেদিল অর্জ্জুন॥
প্রলয় করিতে যেন কাল অগ্নি জ্বলে।
অর্জ্জুন মারিতে যাএ গগন মণ্ডলে॥
তাহা দেখি সব্যসাচী পূরিয়া সন্ধান।
তিন বাণ মেলিয়া করিল খান খান॥
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটিয়া মুষ্টিত।
রথ ধ্বজ ঘোড়া কাটে মানে নাই ভিত॥
ছত্র চামর যে কাটিল নানা ভাতি।
হাসিয়া হাসিয়া তাহা কাটে মহামতি॥
মারিবারে ইচ্ছা বড় ক্ষেমা করে চিত্তে।
হেন কালে অশ্বত্থামা আইসে সন্নিহিতে॥
অশ্বত্থামা দেখিয়া আইল ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া তবে অর্জ্জুনে বোলয়॥
দেখ কৃষ্ণ গুরুপুত্রে আইসে সন্নিহিতে।
তান আগে রথখান নেও সম্বরিত॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রথ চালাএ শ্রীহরি।
অশ্বত্থামা আগে রথ নিল শীঘ্র করি॥
শুভ্র ঘোড়ে রক্ত ঘোড়ে একত্রে মিশাএ।
তাহা দেখি দুই দলে রহে রঙ্গ চাহি॥
তদন্তরে হানাহানি সে দুই ধানুকী।
দুইজনে কোপ করে পাকাইয়া আখি॥
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনক হানে দিব্য বাণে।
অর্জ্জুনে করিয়া কোপ অশ্বত্থামা হানে॥
এহি ছিদ্রে ভীষ্মে পাইল চেতন।
কৃষ্ণার্জ্জুন দেখি ভীষ্ম আতঙ্কিত মন॥
হেনকালে হৈল রাজা সৈন্ধার সমএ।
পয়ার সুগম করি রচিল সঞ্জয়॥

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিবস: ঘটোৎকচের বিক্রম:
শাল্ব-জয়দ্রথের পরাজয়

পঞ্চদিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান।
তারপরে যে হইল শুন মতিমান॥
প্রভাত সমএ হৈল সূর্য্যের উদয়এ।
দুই সৈন্যের সিংহনাদে পৃথিবী কম্পএ॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাজে পিনাক ঝাঝর।
শঙ্খ ঘণ্টা ভৈরী বাদ্য শুনি ভয়ঙ্কর॥
হস্তী ঘোড়ার নাদে সব ভূমিখান লড়ে।
চতুর্দ্দিগে মহানাদ বাদ্য গড়ে গড়ে॥
গড় হৈতে বাহের হৈয়া সৈন্য সব চলে।
সাগর তরঙ্গে যেন শব্দ করে জলে॥
তবে বাধিল রণ ঘোর ভয়ঙ্কর।
দুই দলে হানাহানি বিষম সমর॥

তোহ্মার পুত্রের রোষে পাণ্ডবের দলে ।
রথ খেদাইয়া তারা চলে এক কালে ॥
দ্রোণে আর ধৃষ্টদ্যুম্নে হৈল মহারণ ।
শিষ্যগুরু আচার না রাখে কোনজন ॥
যমদর সনে যেন কাপে পাপীগণ ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আগে দেখি তেমত ব্রাহ্মণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণক হানিল পঞ্চবাণে ।
দ্রোণে ধৃষ্টদ্যুম্নক হানিল মর্মস্থানে ॥
দুর্জ্জয় ধানুকী দ্রোণ ধনু আছাড়িয়া ।
হানিলেক পঞ্চবাণ সন্ধান পূরিয়া ॥
বাহুবলে হানিলেক ধৃষ্টদ্যুম্ন বুকে ।
মর্ম্মেত ফুটিয়া বাণ রাও না আইসে মুখে ॥
শীঘ্র হস্তে সপ্তবাণ এড়ে অস্থেবেস্থে ।
রথ অশ্ব কাটি পাড়ে সারথি সহিতে ॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে বড় পাইল ব্যথা ।
সাচানের মত গেল দ্রোণ আছে যথা ॥
গদা মেলি হানে তবে দ্রোণাচার্য্য ভিতে ।
সে গদা আসিতে দ্রোণে কাটে লঘু হাতে ॥
আর গদা মেলি হানে দ্রোণের উদ্দেশে ।
সেই গদা দ্রোণাচার্য্য কাটএ আকাশে ॥
গদা ব্যর্থ দেখি হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন ভঙ্গ ।
তোহ্মার কটক নাচে করি নানা রঙ্গ ॥
তাহা দেখি দুর্য্যোধন তোহ্মার কুমার ।
রথ আগে করি কহে হান কাট মার ॥
রাজার বচন সেনা করিয়া বন্ধন ।
তবে হানাহানি করে প্রতি জনে জন ॥
হানাহানি কাটাকাটি বাণ বরিষণ ।
সঞ্জয় কহিল ভীষ্ম পর্ব্বের কথন ॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে শুন অএ সূতমণি ।
কেবা কার সনে যুদ্ধ কহ চাহি শুনি ॥
সঞ্জয়ে কহন্ত রাজা তোহ্মা পুত্র বোলে ।
মিশামিশি রণ তবে করে দুই দলে ॥
ঘটোৎকচে অলম্বুষে সে দুই রাক্ষসে ।
নানামতে যুদ্ধ করে অশেষে বিশেষে ॥
অশ্বত্থামা সাত্যকি যে দুই ধনুর্দ্ধরে ।
কভো নহি দেখি রাজা এমত সমর ॥
দুই সিংহে যুদ্ধ কিবা দুই মত্ত হস্তী ।
কিবা দুই রবে রণ গতি যে বিগতি ॥
শল্য রাজা সহিতে যে সহদেবে রণ ।
মামা ভাগিনেয় যুদ্ধ বড়হি শোভন ॥
নকুলের সনে তবে যুঝে দুঃশাসন ।
দুই কুল মজিল যাহার কুমন্ত্রণ ॥
দুর্য্যোধন সমে ভীমে করএ সমর ।
পূর্ব্বকথা স্মরিতে ভীমে হানএ বিস্তর ॥
প্রাণে মারিতে কোপ করে বৃকোদরে ।
তোহ্মার পুত্রের গাএ সুদৃঢ় প্রহারে ॥
স্মরিয়া দ্রৌপদীদুঃখ চাহে ভীমসেনে ।
দুর্য্যোধনে তাহাক বুঝি অনুমানে ॥
সারথিএ বুঝিএ মনের যথ কথা ।
ত্বরিতে নিলেক রথ দ্রোণ আছে যথা ॥
তোহ্মার পুত্রের ভঙ্গ ভীমের কতুক ।
সিংহনাদ করিয়া পূরিল তিনলোক ॥
বিরাট রাজাএ আর বাহ্লিকের দেখা ।
দুই বন্ধে রণ করে বাণের পরীক্ষা ॥
ভগদত্ত সনে যুঝে দ্রুপদনৃপতি ।
দুই বীরে বাণ হানি করিলেক ক্ষিতি ॥
পাক্কা গোপ পাক্কা দাড়ি পাক্কা মাথার কেশ ।
দুইর সমান রথ দুই সম বেশ ॥
সম বল সম বীর্য্য সমান যুঝার ।
নানামতে রণ করে যত শক্তি যার ॥
দুই জনের রণ দেখি সর্ব্বজন তুষ্টি ।
দুইর উপরে পুষ্প মেলে মুষ্টি মুষ্টি ॥
কৃতবর্ম্মা সনে যুঝে পুরোজিৎ ক্রমে ।
দুই বীরে হানাহানি নাহিক পরিশ্রমে ॥
যুধামন্যু আস্ফালিয়া রাখিলেক রূপে ।
দশ বাণ মর্ম্ম চাহি হানিলেক কোপে ॥

CENTRAL LIBRARY

যুধামন্যে বাণ বৃষ্টি ত্বরিতে করিয়া।
কৃপের হাতে ধনু পালাইল ছেদিয়া॥
এহি ছিদ্রে দশবাণ হানে কৃপের বুকে।
মর্ম্ম ব্যথা পাইয়া কৃপের রাও নাই সে মুখে॥
শাল্ব রাজা আসিতে রাখএ শ্রুতিসেনে।
তোহ্মার সেনাএ মোহ পাএ সেই ক্ষণে॥
শাল্বরাজে কোপে শ্রুতিসেন ধনুর্দ্ধর।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে নির্ভয়॥
সাত বাণ হানিলেক ভীমের পুত্রক।
চারি বাণে হানিলেক ই চারি ঘোটক॥
সারথি কাটিয়া তার ধ্বজদণ্ড কাটে।
কুড়ি বাণ হানে শ্রুতিসেনের ললাটে॥
এহিমতে যত হানে তার নাই সৈংখ্যা।
সর্ব্ব সৈন্যে দেখে তার অস্ত্রের পরীক্ষা॥
তবে শাল্ব মহারাজা ভয় পাইয়া চিতে।
নৃত্য করে হেন দেখি বাণ বরিষিতে॥
তখনে ভীমের পুত্র অতি মহাবলী।
সাত বাণ হানিলেক বাহু বক্ষস্থলী॥
আর চারি বাণ হানি চারি ঘোড়া কাটে।
সারথি কাটিয়া তার কুটিল ললাটে॥
কোটি কোটি শর হানি ছাইল গগন।
দেখএ ভীমের পুত্র যেহেন শমন॥
প্রাণে মারিতে তারে বহু কোপ করে।
রথ গতি হই সেই ভঙ্গ দিল ডরে॥
ভীমের পুত্রের রণ কি কহিব কথা।
পাছু পাছু খেদিয়া যায়এ যথাতথা॥
কাটিতে শাল্বের মাথা জুড়িলেক বাণ।
পাছে থাকি জয়দ্রথে করিল সন্ধান॥
এহি ছিদ্রে শাল্ব রাজা যাএ পলাইয়া।
শকুনির রথে রাজা উঠে ফাল দিয়া॥
ফিরিয়া ভীমের পুত্র জয়দ্রথে দেখে।
বাহু প্রসারিয়া হানে জয়দ্রথবুকে॥
হাহাকার করএ যে সেনাএ তোহ্মার।
শ্রুতিসেন হাতে জয়দ্রথ যাইব মার॥
পিতৃবৈরী দেখি তারে হানে কোপচিতে।
কাটএ শুক্লধ্বজ পতাকা সহিতে॥
নিবারিতে নারে কেহ রণ নহি সয়।
শাল্ব জয়দ্রথ দুই রাজা পরাজয়॥
মহাপোতা ভীষ্ম পর্ব্ব কহিল সঞ্জয়।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ হএ ক্ষয়॥

অর্জুন-ভীষ্মের যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্রে কহে সৈন্যে অন্যে অন্যে রণ।
তাতে কথাএ গিয়াছিল পার্থ মহাজন॥
ই বড়ি বিস্ময় হৈল দেখি মোর মনে।
বিবেচিয়া কহ সূত সঞ্জয় অখনে॥
অর্জ্জুন প্রতাপ শুনি মনেত বিস্ময়।
কোন মত রণ হৈল কহত সঞ্জয়॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা বেলি অবসানে।
পাঞ্চালে জিনিল [বলি] ভীষ্ম কোপে জ্বলে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্ম তবে দুই সেনাপতি।
একত্রে মিশাই রণ করে নানা ভাতি॥
চারি বাণে ভীষ্ম হানএ ধৃষ্টদ্যুম্নক।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দশবাণে হানএ ভীষ্মক॥
পঞ্চ বাণ হানিলেক নিজ বাহু টানি।
তাহা দেখি ভীষ্ম বীরে টানে ধনু খানি॥
সন্ধান পূরিয়া হানে বাণ ত্রিসত্বরি।
আর চারি বাণে হানে ঘোড়া দৃঢ় করি॥
দুই বাণে কাটিয়া পাড়ে রত্নময় রথ।
মাথার মুকুট কাটি পাড়িল ভূমিত॥
দ্রোণপুত্রের বধ্য বলি না মারিল প্রাণে।
আজ্ঞা দিল যাও তুহ্মি কৃষ্ণার্জ্জুন স্থানে॥
তাহা দেখি কৃষ্ণক অর্জ্জুনে বলে রোষে।
এহি দেখ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিড়ম্বিল ভীষ্মে॥
আহ্মার সেনার লাজ দেখ তোহ্মা আগে।
এহাতে যে ভাল মন্দ তোহ্মার ঠাই লাগে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কৃষ্ণে ফিরায়ে যে রথ।
শীঘ্র চালাও রথ ভীষ্মের অগ্রেত॥

CENTRAL LIBRARY

অর্জ্জুনের বাক্যে রথ চালাএ শ্রীহরি।
ভীষ্মের অগ্রেত গেল অতি শীঘ্র করি॥
অর্জ্জুন দেখিয়া ভীষ্মে মহাধনু টানি।
ত্রিসত্তরি বাণে হানে ভীষ্মক যে সন্ধানী॥
আর দশ বাণ হানে বাসুদেব গাএ।
সে বাণ ফুটিয়া বাণ ধারে রক্ত বহে॥
রক্তে রাঙ্গা নারায়ণ বড় শোভা করে।
গৌরীধারা বহে যেন নীলগিরিবরে॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ঘাও পার্থ জ্বলে কোপে।
চারি বাণ হানিলেক ভীষ্মের কপালে॥
গুরুগৌরবে হানে কিছু কিছু করি।
শরীরেত হানিলেক বান ত্রিসত্তরি॥
দিব্য রথ দিব্য ঘোড়া হানে দিব্য বাণে।
দেখিতে না পারি তাহা বাণ বরিষণে॥
বাণে অন্ধকার কৈল অর্জ্জুন ধানুকী।
না চলে রথের গতি বাণে ঠেকাঠেকি॥
নানামত বাণ হানে নাহি তার সৈংখ্যা।
সব্যসাচী নাম তার করিল পরীক্ষা॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন কালবিকাল।
লৈক্ষে লৈক্ষে বাণ হানি করিল জঞ্জাল॥
সোবর্ণের তালধ্বজ কাটিল তখনে।
সারথির মুণ্ড কাটে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে॥
বিরথী ভীষ্মক যদি কৈল ধনঞ্জয়।
গুরুবুদ্ধি নাহি হানে সদয় হৃদয়॥
কৃষ্ণে বোলে এহি কালে কাট তার মাথা।
তবে রথ নিয়া দিল ভীষ্ম আছে যথা॥
অর্জ্জুনে কহন্ত শুন দেব চক্রপাণি।
তোহ্মার বচন নাথ বেদ হেন জানি॥
বিরথী যে পিতামহ ধনু নাই হাতে।
কেমনে কাটি মুণ্ড চণ্ডালের মতে॥
শিশুকালে বাপ মোর হইল পরলোক।
পিতামহ পালিলেক দিয়া নানা ভোগ॥
নানামতে দিয়া যে পাঠাইল নিতি নিতি।
চিরকাল পালাইতা ভীষ্ম মহামতি।
থাকিয়া কৌরব দলে মোর হিত চাহে।
হেনজন মারিতে নি মোর মন যাএ॥
তিন লোক পাইলে আহ্মি না মারি ভীষ্মক।
পৃথিবী বা কোন বস্তু নাই মোর সুখ॥
ই কথা কহিতে ভীষ্ম পাইল চেতন।
ক্রোধে রাঙ্গা চক্ষু করি চাহে ঘনঘন॥
বুঝিয়া যে কৃষ্ণে তবে ভীষ্মের আশএ।
কতদূর নিল রথ দীন দয়াময়॥
ঘোটক প্রহারি তবে দূরে নিল রথ।
আপনার দলে গেল কৃষ্ণ মহাসত্ত॥
হেন কালে ভীষ্ম যে সাজন রথে চড়ি।
পাণ্ডবের দলে রথ দিলেক যে এড়ি॥
দেখিয়া পাণ্ডব সেনা কাপে তার ভএ।
সিংহে যেন কোপ করি হরিণ মেলএ॥
ভৃগুরাম জিনিয়া যাহার পরাক্রম।
পাণ্ডব পাঞ্চাল জিনে সেই মনোরম॥
যেই যেই আগে যাএ ভীষ্ম বীর যথা।
দিব্য অস্ত্রে ভীষ্মবীরে কাটে তার মাথা॥
সমুদ্রে ডুবিলে যেন ডিঙ্গা না বাহে।
তেমত পাণ্ডব সেনা মারে গড়ে গড়ে॥
কিছু ধিক এক লৈক্ষ মারে মহারথী।
দুই লৈক্ষ হস্তী মারে কোটি যে পদাতি॥
দশ দিশ অন্ধকার কৈল তার বাণে।
বাণের তরাসে পক্ষী না উড়ে গগনে॥
মৃগ মারি যেন হএ কেশরীর রঙ্গ।
রণ এড়ি পাণ্ডব পাঞ্চালে দিল ভঙ্গ॥
তবে ভীষ্মে রথ চালাএ পবনের বেগে।
হরিণ খেদাইয়া যেন লৈয়া যাএ ব্যাঘ্রে॥
ষষ্ঠ দিবস যুদ্ধ ভীষ্ম যে পর্ব্বএ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

যুদ্ধের সপ্তম দিবস:
দুর্যোধনের বিংশতি ভ্রাতা নিহত

এহিমতে চলে সৈন্য সৈন্ধ্যার সমএ।
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জনে সৈন্ধ্যা যে করএ॥

CENTRAL LIBRARY

চড়িয়া বিচিত্র রথ মন্দ মন্দ গতি।
আপনার গড়ে যাএ যত যুদ্ধপতি॥
হেন কালে ধর্ম্মরাজে দিব্য রথে চড়ি।
মহারথী সব যাএ রাজাক যে বেড়ি॥
এথা তোহ্মার পুত্র হরিষ বিশেষ।
নৃত্য বাদ্য গীতে গড়েত প্রবেশে॥
তোহ্মার সকল সেনা রাজার সহিতে।
ভীষ্মক বেড়িয়া যাএ হস্তী ঘোড়া রথে॥
তার পরে হৈল রজনী অবসান।
দুই সৈন্যে চলিলেক পুনি রণস্থান॥
পূর্ব্বমতে দুই দলে হৈল সমর।
হানিয়া জর্জ্জর কৈল সর্ব্ব বীরবর॥
দ্রোণে আর ধৃষ্টদ্যুম্নে হইলেক রণ।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সমর দুই জন॥
ভীষ্মে অর্জ্জুনে যুদ্ধ হৈল পূর্ব্বমতে।
পর্ব্বতেত পড়ে যেন বজ্র শতে শতে॥
এহিমতে গজে গজে রথে রথে রণ।
দুই দলে দেখি যেন দারুণ শমন॥
এহিমতে বেলা হৈল তৃতীয় প্রহর।
তথাতে হৈল রণ মহা ভয়ঙ্কর॥
হেনকালে ভীমসেন যাএ গদা হাতে।
হস্তী ঘোড়া বীর সব মারে শতে শতে॥
হেনকালে আইল তোহ্মার একই সুকুমার।
ভীষ্মক দেখিয়া তবে সমর মাঝার॥
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ।
ভীমেরে ঢাকিয়া বাণে আবরে গগন॥
সর্ব্বজনে বেড়িয়া মার একবারে।
পুষ্পিত কিংশুক যেন ভীমের শরীরে॥
ভীমভৌম ভয়ানক বীর বৃন্দারক।
শ্রুতিসেন উগ্রসেন এহি ভয়ানক॥
শান্তিধর্ম্ম বীরকর্ম্মা নন্দক প্রভৃতি।
এহি কুড়ি পুত্রে তোহ্মার ভীম হানে অতি॥
যেন হস্তী বেড়িয়া আছএ মৃগগণে।
সেই মতে চারিদিগে ভীমে বেড়ি হানে॥

ক্ষেণেকে কুপিলা বীর যমের সমান।
ধনুখান হাতে করি করিল সন্ধান॥
কুড়িবাণ ধনুকে জুড়িল মহাকোপে।
কুড়ি জনে হানিয়া ধনুখান টিপে॥
কর্ণ সম টানি ধনু সেই বাণ এড়ে।
সোবর্ণ কুণ্ডল সমে সেই মুণ্ডে ছিড়ে॥
চিকিচিকি শব্দ করে বীর শেষকালে।
গড়াগড়ি করি পড়ে যেহেন কমলে॥
সে সবের অলঙ্কারে জ্বলে ভূমিখান।
বসুমতী জ্বলে অতি কাঞ্চন সমান॥
তোহ্মার বুদ্ধির দোষে এহি সব মরে।
তাহা শুনি ধৃতরাষ্ট্রে কান্দে উচ্চস্বরে॥
সঞ্জএ কহএ রাজা কান্দ কি কারণ।
তারপরে যে হইল শুনহ অখন॥

দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ভীষ্মকে তিরস্কার

তাহা দেখি দুর্য্যোধন কুলের আঙ্গার।
ভ্রাতিবধ দেখি রাজা কান্দএ অপার॥
কান্দিয়া কহিল গিয়া ভীষ্ম বিদ্যমানে।
ভীষ্ম পাশে গিয়া রাজা কান্দে সকরুণে॥
তুহ্মি হেন মহাবীর এথাতে থাকিতে।
মোর কুড়ি ভাই ভীমে মারন্ত পরাণে॥
পাণ্ডবের দয়া রাখ মোর চাহ নাশ।
বুজিলুম তোহ্মার মনেত যত আশ॥
তাহা শুনি ভীষ্ম বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
ভীষ্মক দেখিয়া ভীষ্মে বহু বাণ এড়ে॥
যেন মহাবনেত লাগিল হুতাশন।
সেইমত সৈন্য মারে শান্তনুনন্দন॥
বাণে অন্ধকার হৈয়া হৈল ধূলময়।
নানামতে মারে সব রুধিরে ভাসএ॥
রক্তে নদী বহুতর মাংসে হৈল পঙ্ক।
তথা রক্ত পান করে শিবা গৃধ্র কঙ্ক॥
হংস হেন পাগ রক্তে ভাসি যাএ।
মহাঘোর স্রোত বহে বৈতরণী প্রাএ॥

হেনকালে সৈন্য ভঙ্গ দিলেক সকল ।
বীর সবে ভঙ্গ দিল প্রহারে জর্জ্জর ॥
বেলি অবশেষ হৈল প্রবেশ রজনী ।
শিবিরেত গেল তবে সে দুই বাহিনী ॥
ব্যথাএ বিকল বীর শান্তনুনন্দন ।
সোবর্ণ খাটেত গিয়া করিল শয়ন ॥
ভ্রাতি সঙ্গে দুর্য্যোধন কর্ণের সংহতি ।
দুর্য্যোধন যুক্তি করে শকুনি প্রভৃতি ॥
কর্ণে কহে পার্থ আহ্মি মারিব নিশ্চয় ।
আজি গিয়া কহ তুহ্মি ভীষ্মের পাশএ ॥
যেইমতে রোষে ভীষ্মে তাহারে রোষায় ।
নানামতে কহিয়া যে তাহাকে বুঝায় ॥
কর্ণের বচনে রাজা হিত হেন জানি ।
ভীষ্মের মন্দিরে রাজা চলিল আপুনি ॥
ভীষ্মের গোচরে রাজা দাণ্ডাইয়া আপুনি ।
কান্দিয়া সকল কথা কহে নৃপমণি ॥
যযাতি কুলেত জন্ম কুরু মহাশয় ।
শান্তনু যে মহারাজা তাহান তনয় ॥
তান পুত্র শান্তনু যে পাইলেক ক্ষিতি ।
তান পুত্র হৈলা তুহ্মি অতি শুদ্ধ মতি ॥
সংসার বিজই তুহ্মি ধৃতরাষ্ট্র পিতা ।
ক্রমাগতে কুরুবংশ তুহ্মি রক্ষিতা ॥
বেদশাস্ত্র পঠিয়া জান শাস্ত্রনীতি ।
ভূগুপতি জিনিয়া তুহ্মি রাখিয়াছ কীর্ত্তি ॥
ইন্দ্রজিনি কৈন্যা আনি নিজ বাহুবলে ।
কাশীরাজা যার কৈন্যা হর নৃপতিমণ্ডলে ॥
দশদিগ জিনিয়াছ তুহ্মি একেশ্বর ।
মহাবীর হেন তুহ্মি জানএ সংসার ॥
কাল অগ্নি কাল সাপ কিবা কাল যম ।
ত্রিভুবনে কোন আছে বীর তোহ্মা সম ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের প্রজাপতি ।
রঘুরাম বলরাম সম তেজ অতি ॥
বালী সম দাতা তুহ্মি কীর্ত্তিবীর্য্য যেন ।
ই সকল হতে তুহ্মি গুণে নহ ঊন ॥
দাতা ধার্ম্মিক তুহ্মি হও সাধুজন ।
পিতৃর আজ্ঞাএ তোহ্মার ইচ্ছাএ মরণ ॥
সোবর্ণের সম শর দেখি তোহ্মা দেহা ।
করীবর শুণ্ড জিনি তোহ্মার গরুয়া ॥
অক্ষয় কবচ গাএ কিরীটী কুণ্ডল ।
জিতেন্দ্রিয় সৈত্যবাদী পরম নির্ম্মল ॥
দিব্য ধনু দিব্য বাণ দিব্য ঘোড়ে বহে ।
নানা অস্ত্র সহে ঘোড়া শ্রম নাহি হএ ॥
তেজবলে পার তিনলোক জিনিবার ।
দেখহ পাণ্ডব সৈন্য কত বড় ভার ॥
তোহ্মারে দেখিয়া তিনলোকে পাইল ভয় ।
তাতে কহ তোহ্মারে জিনিব ধনঞ্জয় ॥
কটিয়া বিচিত্র রথ তোহ্মারেহ জিনে ।
ই সকল ফলে আজি আহ্মার কুদিলে ॥
নীতিবুদ্ধি করিয়া যে ক্ষেমহ পাণ্ডব ।
তোহ্মার নাহিক দোষ দৈবে করে বশ ॥
পাণ্ডবের হিত চাহ মোর পরাজয়ে ।
শরণাগত পরিহর তোহ্মা যুক্ত নহে ॥
আহ্মার সুহৃদ তুহ্মি বিপক্ষের হিত ।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম নহে চণ্ডালচরিত ॥
পূর্ব্বে যদি মোরে তুহ্মি না করিতা অঙ্গীকার ।
তবে আর উপাএ আহ্মি চিন্তিত আপনার ॥
মুখে কহ মিষ্ট কথা ব্যবস্থহৃদয় ।
কপট ধার্ম্মিক তুহ্মি জানিলম নিশ্চয় ॥
সবের ঠাকুর তুহ্মি রক্ষিতা কৌরব ।
তিনলোক জিনিয়াছ না জিন পাণ্ডব ॥
শতেক বাসুদেব আর সহস্র অর্জ্জুন ।
ই সব জিনিতে পার যথ আছে গুণ ॥
যতেক কহিলম মুঞি না করিয় রোষ ।
তোহ্মা প্রতি কি বলি মোর কর্ম্মদোষ ॥
অমাতা না না করিতা * * তুহ্মি যবে ।
তবে কি আহ্মার ভাই মারএ পাণ্ডবে ॥
মুঞি কর্ণ দুশাসন শকুনি প্রভৃতি ।
কর্ণবীরে সকল জিনিতে পারে ক্ষিতি ॥

CENTRAL LIBRARY

বিশেষ যে বৃদ্ধ তুহ্মি বল নাই তাতে।
কেমতে যুঝিবা তুহ্মি অর্জ্জুন সহিতে ॥
এতেকে আপনে তুহ্মি কর অঙ্গীকার।
কর্ণ হৌক সেনাপতি তাকে দেয় ভার ॥
এহিমতে পুত্রে তোহ্মার ভীষ্মের রোষাএ।
নানামতে কহে রাজা মনে যেই লএ ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বোলে মোর হইল সঙ্কট।
না বুঝিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বিকট ॥
শুনিয়া লজ্জিত হৈলাম বড় পাইলম ভয়।
ভীষ্মে তবে কি বলিল কহত সঞ্জয় ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা কর্ণ নাম শুনি।
ক্রোধ হৈয়া খাট হৈতে ভীষ্ম উঠে পুনি ॥
তোহ্মার পুত্রের মুখ চাহিয়া কোপিত।
ভ্রূকুটি করিয়া কহে লোচন লোহিত ॥
ওষ্ঠাধর কাপে যেন হাতে হাত ঘষে।
গভীর মেঘের নাদে পুনি কহে ভীষ্মে ॥
কুলের আঙ্গার তুহ্মি বড় দুরাচার।
তোর দোষে ক্ষত্রিকুল হইল সংহার ॥
কুবুদ্ধির মূল তুহ্মি বড় কাপুরুষ।
লঘু সঙ্গে সঙ্গ হইলে আপনার দোষ ॥
তুহ্মি কর্ণ শকুনি চতুর্থে দুঃশাসন।
নানামতে পাণ্ডবেরে করিলা হিংসন ॥
বিষ দিলা শিশুকালে ভীমক মারিতে।
জতুগৃহ করি তাতে চাহিলা দহিতে ॥
কপট পাশার ছলে রাজ্য নিলা হরি।
রজঃস্বলা দ্রৌপদীরে আন চুল ধরি ॥
বিবস্ত্র করিতে চাহিলা তুহ্মি চারিজনে।
গাছের বাকল দিয়া পাঠাইলা বনে ॥
গন্ধর্ব্বে ধরিয়া নিল খেদাইয়া রণে।
তোহ্মারে এড়িয়া কর্ণে পালাইল রণে ॥
উত্তর গোগ্রহে গেলা বিরাটনগর।
তাতে যত বিড়ম্বিল তোহ্মার গোচর ॥
তাহাতে দেখিছ তুহ্মি তার যথ বল।
রথে পড়ি নিদ্রা যাও তোহ্মরা সকল ॥
বিরাটের পুত্রে কাটে ধ্বজের পতকা।
তাতে কথা ছিল সেই কর্ণ তোর সখা ॥
তোর কোন বীর আছে অর্জ্জুনের সম।
তোর কোন বীর করে এথ পরাক্রম ॥
কিরাতকবচ মারে দেবে যারে নারে।
ভাগ্নব্রহ্মা বীর মারে বিদিত সংসারে ॥
যদুকুল জিনি সে যে সুভদ্রারে হরে।
খাণ্ডব দহিল সে যে জিনি পুরন্দরে ॥
সর দিয়া মোহদবি করিল বন্ধন।
বিভীষণ রাজা জিনে পবননন্দন ॥
দিব্য চারি ঘোড়া অগ্নি উপাদান।
নানাবিধিমতে তাকে করিছে নির্ম্মাণ ॥
সেই যে গাণ্ডীব ধনু নাই তিনলোকে।
অক্ষয় যে দুই টোন অস্ত্র তথা থাকে ॥
প্রথম বয়স বীর বিষ্ণুর সমান।
কোন হাতে মারে বাণ নাহি পরিমাণ ॥
এহিমতে অস্ত্র সব অর্জ্জুন যোদ্ধার।
তিনলোকনাথ কৃষ্ণ সারথি যাহার ॥
পরম বৈষ্ণব বীর যুদ্ধে নাই ভয়।
তার সম বীর নাই এ তিন লোকএ ॥
তরুণ কেশরী যেন মহা পরাক্রম।
দিবারাত্রি যুদ্ধে যদি নাহি পরিশ্রম ॥
সব্যসাচী নাম হেন কহে ত্রিজগতে।
সঙ্কটে পড়িলে বাণ সান্ধে দুই হাতে ॥
বৃদ্ধ দুর্ব্বল আহ্মি বল নাই তাতে।
কেমতে যুঝিব আহ্মি অর্জ্জুন সহিতে ॥
দ্রোণ বীরে আহ্মি কহিল তোহ্মাকে।
যুধিষ্ঠিরে রাজ্য দিয়া থাকহ কতুকে ॥
নানামতে বলিলাম না শুনিলা বোল।
দারুণ পাশার পাপে হইল নির্ম্মূল ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা সৈত্যবাদী জ্ঞান।
যাতে আছে ভীমার্জ্জুন সিংহের সমান ॥
মাদ্রীরাজ দুই পুত্র প্রমত্ত কেশারী।
দুর্জ্জয় সাত্যকি আর মন্ত্রী যে শ্রীহরি ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কাল।
মোর বধে শিখণ্ডী যে জন্মিছে বিশাল॥
মহাবলবন্ত তার যত মহারথী।
তাতে কি করিত পারি আমার শকতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজন এক রথে হএ।
হেন জন জিনে হেন কে পুণ্যি আছএ॥
তথাপি কহিল আমি যাইব রণেতে।
অর্জ্জুন সহিতে কালি যুঝিব ভালমতে॥
পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা মারিব সকল।
শান্ত হও দুর্য্যোধন না হইয় তরল॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি সে সকল মারিতে।
পরিহরি শিখণ্ডীক কহিলম তোমাতে॥
শক্তি নিক্ষেপিয়া তবে করিব সমর।
জয়ভঙ্গ দৈবাধীন শুন নৃপবর॥
প্রতিজ্ঞা করিল এহি শুন দুর্য্যোধন।
রাত্রি শেষ হইল গিয়া করহ শয়ন॥
ভীষ্মের বচনে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন।
সৈন্য হেন জানি রাজা চলিল তখন॥
ভীষ্ম পর্ব্বে রাত্রি কালে সেসব কথন।
সঞ্জয়ে কহিল সপ্ত দিন বিবরণ॥

যুদ্ধের অষ্টম দিবস:
ভীষ্মার্জ্জুনের প্রচণ্ড সংগ্রাম

তবেত প্রভাত হৈল সূর্য্যের উদএ।
প্রভাতে উঠিয়া সবে নিতি নির্ব্বহএ॥
স্নানদান করি রাজা তোমার কুমার।
সোবর্ণ খাটেত বৈসে দেবঅবতার॥
তদন্তরে বিরস হইল ভাগে ভাগে।
তাহা দেখি দুর্য্যোধন কহিবারে লাগে॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনে হৈব বিষম সঙ্কট।
ভাল ভাল মহারথী থাকিবা নিকট॥
দ্রোণ কৃপ শল্য আদি বীর অশ্বত্থামা।
ভগদত্ত জয়দ্রথ কেকয় সুশর্ম্মা॥
ভীষ্মক রাখিও সবে করিয়া যতন।
এহিমতে কহি উঠে রাজা দুর্য্যোধন॥
সকল বেড়িয়া চলে বীর ভাগ সঙ্গে।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাদ্য শঙ্খ বাহে রঙ্গে॥
আজ্ঞা অনুসারে গেল সংগ্রামের স্থলে।
তবে ভীষ্ম মহাবীরে অতি কুতূহলে॥
তথাএ ধর্ম্মরাজা কৈল স্নানতর্পণ।
ব্রাহ্মণ সকলে করে স্বস্তি যে বচন॥
হেনকালে দ্বারেত আইল কৃষ্ণার্জ্জুন।
দ্বারী গিয়া জানাইল রাজাতে নিপুণ॥
করজোড়ে দ্বারী কহে কর অবধান।
দ্বারেত আসিছে হের পার্থভগবান॥
আজ্ঞা দিল নরপতি আন শীঘ্রগতি।
আজ্ঞা অনুসারে আইসে দুই মহামতি॥
রাজার আজ্ঞাএ দুই বৈসে একাসনে।
আর যত বীরগণ বৈসে জনে জনে॥
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া কহে রাজা যুধিষ্ঠির।
দুর্জ্জয় ধানুকী গোসাঞি ভীষ্ম মহাবীর॥
প্রতিজ্ঞা করিল দুর্য্যোধন বিদ্যমানে।
আজি তান মহারণ অর্জ্জুনের সনে॥
তিন লোকে বীর নাই ভীষ্মের সমান।
অপর কটক যাউক পার্থ বিদ্যমান॥
আজ্ঞাএ রাজার কৃষ্ণে নিয়োজিল সব।
অর্জ্জুনের হিত চাহি কহিল মাধব॥
দ্রুপদ বিরাট আদি অমাত্য সকল।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি মহাবল॥
সহদেব নকুল আর পুরোহিত রাজা।
যুধামন্যু উত্তমৌজা রণজয় তেজা॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ আর ভীমসেন।
সাত্যকি প্রভৃতি আর বীর আছে যেন॥
কৃষ্ণ যারে যেই থানে আজ্ঞা করিলেক।
সেইমত বীর সব তথাএ রহিলেক॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কৃষ্ণ জানহ আপনে।
সুসজ্জ করিয়া রথ আন মোর স্থানে॥

CENTRAL LIBRARY

তখনে শ্রীহরি কহে দারুকের ঠাই ।
ভীষ্মের সমান যুদ্ধ তিনলোকে নাই ॥
মধু পিয়াইয়া ঘোড়া জোড় নিয়া রথে ।
নানা অস্ত্র নিয়া তবে তোলহ তাহাতে ॥
বড় বড় গদা তোল মুষল মুদ্গর ।
শক্তিদণ্ড আদি করি পরিঘ বিস্তর ॥
কৃষ্ণের আদেশে রথ দারুকে সাজাইয়া ।
পুষ্পের সমান রথ দিলেক আনিয়া ॥
অর্জ্জুন উঠিতে রথে হৈল জয়ধ্বনি ।
পৃথিবীতে জয়ধ্বনি কর্ণে নাহি শুনি ॥
যুধিষ্ঠির আদি করি চলিল পাণ্ডব ।
ইন্দ্র চলিল যেন মারিতে দানব ॥
বাদ্যভাণ্ড করি এথা ভীষ্ম সেনাপতি ।
চলিলেক যুদ্ধসাজে বীর মহামতি ॥
মিশাইয়া দুই দলে পুনি হৈল রণ ।
দুই দলে বাণ বৃষ্টি পূরিয়া গগন ॥
পাণ্ডব সকলে বেড়ি মারএ ভীষ্মক ।
কৌরব সকলে মিলি মারে অর্জ্জুনক ॥
প্রথমে দ্রোণেরে মারে বীর ধৃষ্টদ্যুম্নে ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ বাণে হানিলেক দ্রোণে ॥
দুর্য্যোধন ভীমসেনে হৈল মহারণ ।
মহা পৌরুষ সম সেই দুই জন ॥
শল্য বীরে হানিলেক যুধিষ্ঠির রাজা ।
দাতা ধার্ম্মিক দুই বলে মহাতেজা ॥
সাত্যকির রণ হৈল সঙ্গে কৃতবর্ম্মা ।
ভাই বলি দুইর মনেত নাই ক্ষেমা ॥
দুঃশাসন সহিতে যুঝএ উত্তমৌজা ।
জয়দ্রথ যম সমে যুঝে পুরোজিত রাজা ॥
শিখণ্ডী সহিতে যুদ্ধ করে সোমদত্তে ।
ভূরিশ্রবার ধনু কাটে অর্জ্জুন মহাসত্বে ॥
জনমেজয়ে সুশর্ম্মাকে হানে পঞ্চবাণে ।
ভগদত্তে বিরাট হানে মর্ম্মস্থানে ॥
দ্রুপদে বাহ্লিকে রণ নাহি পরিমাণ ।
দুই জন মহাসত্ব ক্ষত্রিয়প্রধান ॥

এহিমতে রণভূমি ঢাকিলেক বাণে ।
ভয় পাইয়া দুই সেনা চিন্তে মনে মনে ॥
হেনকালে অর্জ্জুনের ধ্বজের বানর ।
লেজ কান তুলি কপি ডাকে ভয়ঙ্কর ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাহে পার্থ মহাবীর ।
সে শব্দে তোহ্মার সেনা বুক যাএ চির ॥
মলমূত্র ছাড়ি তবে হস্তী ঘোড়া পড়ে ।
ক্রোধে অর্জ্জুনে ধনু গুণ যে আছাড়ে ॥
পাঞ্চজন্য নাদ করে দেবনারায়ণ ।
সে সকল শব্দে রাজা কম্পে ত্রিভুবন ॥
জিনিল অর্জ্জুনে হেন দেখে তোহ্মা দলে ।
ভীষ্ম অর্জ্জুনের রণ হইল হেন কালে ॥
অর্জ্জুন দেখিয়া কোপে শান্তনুনন্দন ।
আকর্ণ পূরিয়া করে বাণ বরিষণ ॥
ত্রিসত্তরি বাণ হানে অর্জ্জুনের বুকে ।
আর পঞ্চ বান তবে হানিল কৃষ্ণকে ॥
চারি বাণে হানিলেক ধ্বজের বানর ।
চৌষট্টি বাণে ঘোটক করিল জর্জ্জর ॥
এহিমতে বাণে ভীষ্ম হানিল অপার ।
হানিয়া হানিয়া কৈল বাণে অন্ধকার ॥
ভীষ্মে যত বাণে হানে না করিয়া ভএ ।
ত্রিংশ বাণে ভীষ্মক হানিল ধনঞ্জয় ॥
রথ ঘোড়া সারথি হানিল মহা কোপে ।
তিনলোকে ভয় পাইল অর্জ্জুন সন্ধানে ।
শাণিত যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র জোড়ে ধনু গুণে ॥
বাহুবলে হানিলেক ভীষ্ম মর্ম্মস্থানে ॥
একত্রিশ বাণে হানে ভীষ্ম মর্ম্মস্থলী ।
তরুণ কেশরী সম পার্থ মহাবলী ॥
শীঘ্র হানে শীঘ্র মেলে তাহা নহি দেখি ।
অর্জ্জুনপ্রতাপে সব কৌরব অসুখী ॥
অর্জ্জুনপ্রতাপ দেখি ভীষ্ম যে কুপিত ।
টানিল অদ্ভুত ধনু লোচন লোহিত ॥
ঘোর সিংহনাদ করি অর্জ্জুনক হানে ।
দুই জনের হইলেক অতি ঘোর রণে ॥

দশ দিগ ঢাকিল করিয়া বাণ বৃষ্টি ।
গগনে ছাইল বাণ মেলে মুষ্টি মুষ্টি ॥
সেই দুই বীরে রণ চাহে সর্ব্ব দেবে ।
স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করিল কতুকে ॥
কেহ কারে জিনিতে না পারে রণস্থানে ।
একবারে মহারথী রোষে দুইজনে ॥
অর্জ্জুন নিকটে যবে গেল পাণ্ডবগণ ।
ভীষ্মপাশে চলিলেক কৌরব যতজন ॥
দুই রথ সুহাএ হইয়া দুই দলে হানে ।
পৃথিবী ঢাকিল রাজা সেই সৈন্য বাণে ॥
ভীষ্ম পর্ব্ব মহাপোতা অষ্টম দিন রণ ।
হানা হানি কাটা কাটি করে দুই জন ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে কহরে সঞ্জয় ।
অর্জ্জুনের রণ শুনি মনে লাগে ভয় ॥
কোন বীর মোর রহে ভীষ্মবীর পাশে ।
পাণ্ডবের কোন বীর অর্জ্জুনের কাছে ॥
কেবা তাতে আগু হৈয়া সহিল সমর ।
কোন কোন বীর রহে অর্জ্জুন গোচর ॥
সঞ্জএ কহিল রাজা তোহ্মার কটকে ।
দারুণ পাশার পাপ এথদিনে ঘটে ॥
যুদ্ধ শুনিতে চাহ শুন মন দিয়া ।
দেবাসুর যেন যুদ্ধ কহি বিবেচিয়া ॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখি লাগে ভয় ।
দুর্য্যোধন গেল তবে দ্রোণ নিকটয় ॥
কহিতে লাগিল রাজা দেখিয়া প্রমাদ ।
অর্জ্জুনবিক্রম দেখি মনেত বিষাদ ॥
দেখি গুরু ভীষ্মবীরে করে মহারণ ।
অর্জ্জুনে জিনিব হেন লএ মোর মন ॥
প্রধান যথেক রথী আছে তোহ্মা দলে ।
ভীষ্মক যতনে রাখ তোহ্মরা সকলে ॥
রাজার বচনে দ্রোণ বীর অশ্বত্থামা ।
ভগদত্ত জয়দ্রথ আর কৃতবর্ম্মা ॥
তথাতে পাণ্ডব দলে যত বীর ভাগে ।
অর্জ্জুন নিকটে তারা গেল বায়ুবেগে ॥

তার শেষে হৈল রণ ঘোর যে বিশাল ।
অন্তে অন্তে রণ করে যেন যম কাল ॥
ভীষ্ম রাখি রহে রাজা তোহ্মা যত সেনা ।
অর্জ্জুন উপরে তারা সবে দিল হানা ॥
দশ বাণে দ্রোণাচার্য হানে অর্জ্জুনকে ।
কুড়ি বাণে অশ্বত্থামা হানে একে একে ॥
পঞ্চ বাণে কৃপে হানে আর কৃতবর্ম্মা ।
দশ বাণে শল্য হানে আর যে সুশর্ম্মা ॥
দুর্য্যোধনে দুঃশাসনে হানে একবারে ।
এহিমতে শর হানে অর্জ্জুন উপরে ॥
পুনি অর্জ্জুনে হানে সভার শরীর ।
অর্জ্জুনের বাণ খাইয়া কেহ নহে স্থির ॥
ভঙ্গ দিল সেনা তোহ্মার বড় বড় বীর ।
পালাইয়া গেল সব হইয়া অস্থির ॥
প্রাণ যেন দূরে যাএ অগ্নির আতপে ।
পলাএ তোহ্মার সেনা অর্জ্জুনের কোপে ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ আপনি সারথি ।
সেই কোপে সেনা তোহ্মার ধাএ নানাভাতি ॥
তখনে অর্জ্জুনে শঙ্খ বাজাএ গম্ভীর ।
সে শব্দে তোহ্মার সেনা বুকে যাএ চির ॥
দেখিয়া সৈন্যের ভঙ্গ ভীষ্ম যে কুপিত ।
টানিয়া বিচিত্র ধনু লোচন লোহিত ॥
প্রলয়ের কালে যেন দেখি বিপরীত ।
মহাঘোর শব্দ যেন উঠে আচম্বিত ॥
ধর্ম্মরাজা ভীম তবে দেখি অকস্মাৎ ।
চারি বাণে যুধিষ্ঠির তাড়িল নির্ঘাত ॥
আর দশ বাণ হানে ভীমসেন গাএ ।
সে বাণ ফুটিয়া তার গাএর রক্ত যাএ ॥
সাত্যকি উপরি হানে বাণ ত্রিসত্তরি ।
দ্রুপদ বিরাট হানে অতি শীঘ্র করি ॥
অভিমন্যু দেখিয়া যে কিছু কিছু হানে ।
তাহা দেখি অভিমন্যু কোপিল তখনে ॥
ভীষ্মের ইঙ্গিতে অভিমন্যু অলে কোপে ।
নানা দিব্য অস্ত্র তাকে শিখাই যে বাপে ॥

CENTRAL LIBRARY

মৈধ্যে হাত দিলে জান নাগের গর্জ্জন ।
কোপে বাণে বরিষএ লোহিত লোচন ॥
চারি বাণে কাটিলেক ভীষ্মের রথধ্বজ ।
আর যত বাণ মারে নাহিক যুকত ॥
তাহাকে সহিতে নারে শান্তনুনন্দন ।
আর রথে চড়ি করে বাণ বরিষণ ॥
চারিবাণে অভিমন্যুর[১] চারি ঘোড়া বিন্ধি ।
অভিমন্যু হানিলেক দশ বাণে সান্ধি ॥
প্রথম বয়স বীর কৃষ্ণ সম বলী ।
ভীষ্মেক হানিল বীর বাহু বক্ষস্থলী ॥
আর দুই বাণ হানে ভীষ্মের হৃদএ ।
মধ্যেত হানিল বাণ মর্ম্ম যে স্থানএ ॥
ঘাএ জর্জ্জর হৈল শান্তনুতনয় ।
তাহা দেখি দুই বল হইল বিস্ময় ॥
নূতন ছাওয়ালে হানে বজ্র সম বাণ ।
ভীষ্মে ধনু কাটি কৈল খান খান ॥
কালান্তক যম সম বাণ এড়ে রোষে ।
শোণিতে তিতিয়া বাণ পাতালেত পৈশে ॥
অভিমন্যু সিংহনাদে পাক পাড়ে ভীষ্মে ।
তোহ্মার সেনার তবে রক্ত মাংস শোষে ॥
দুর্য্যোধনে কহে তবে আপনার দলে ।
ভীষ্মক জিনিল দেখ এক হি ছাওয়ালে ॥
অভিমন্যু দেখহ ভীষ্মের রথ কাটে ।
অর্জ্জুন সমান শিশু খানিক না টুটে ॥
ভীষ্মক সকল রাথ মারহ ছাওয়াল ।
বিক্রমকেশরী বীর রণেত বিশাল ॥
ইন্দ্র আদি দেব যাকে মনে করে ভীত ।
অভিমন্যু তাকে জিনে বড় বিপরীত ॥
ত্রিলোকবিজয়ী বীর অভিমন্যু জিনে ।
ই সব বিপাক ঠেকে আহ্মার কুদিনে ॥
এথ বলি দুর্য্যোধন গেল ভীষ্ম কাছে ।
কহিতে লাগিল রাজা মনে যত আইসে ॥

জোড়হস্ত করি কহে রাজা মহাশয়ে ।
লাজে ক্রোধে অপমানে ভীষ্ম স্থানে কহে ॥
ভৃগুপতি মহাবীর জিনএ একরথে ।
মহাভীষ্ম হেন তুহ্মি কহে ত্রিজগতে ॥
তাতে তোহ্মা এক শিশু করিল বিরথী ।
এতেকে জানিলম বৈ বলবন্ত অতি ॥
ভীষ্মে কহে দুর্য্যোধন জানি তোর রীতি ।
অভিমন্যু যুবা সিংহ আহ্মি বৃদ্ধ হাতী ॥
সিংহের ছাওয়াল সে যে সিংহপরাক্রম ।
সহিতে না পারি আহ্মি তাহার বিক্রম ॥
তোর বাক্যে তার হাতে ত্যজিব জীবন ।
অভিমন্যু বাণ সব ঘোরএ শমন ॥
অর্জ্জুন সহিতে রণ চাহি করিবার ।
মহাবলবন্ত বীর যম অবতার ॥
হেনকালে আইল পার্থ রথেত চড়িয়া ।
সিংহনাদ করি কহে কৃষ্ণ সম্বোধিয়া ॥
দেখ কৃষ্ণ মোর পুত্র পড়িছে সঙ্কটে ।
সহাএ সারথি তার নাহিক নিকটে ॥
অভিমন্যু সমে যথা ভীষ্মে করে রণ ।
মোর রথ তথাএ নেয় দেব জনার্দ্দন ॥
তখনে চালাএ রথ দৈবকীনন্দন ।
শীঘ্রগতি গেল রথ পবনগমন ॥
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিল নারায়ণ ।
সময় দেখিয়া কৃষ্ণে কহিল তখন ॥
মহাবীর ভীষ্ম দেখ দুর্জ্জয় শরীর ।
সাবধানে যুদ্ধ কর রণে হৈয়া স্থির ॥
এহিমতে তখনে হৈল মহারণ ।
দুইবীরে সিংহনাদে পুরিল গগন ॥
দুই সিংহে যুদ্ধ করে যেহেন পর্ব্বতে ।
ইন্দ্রবালী যুদ্ধ যেন বজ্র লৈয়া হাতে ॥
কুবের সহিতে কিবা যুঝিল রাবণ ।
তারকাক্ষ রণ কিবা কার্ত্তিকের সন ॥

১. পুথির পাঠ অভিমন্য

অর্জ্জুনে মারএ বাণ যমদণ্ড সম ।
ততোধিক ভীষ্ম বীর বাণ যে বিষম ॥
প্রলয় কালেত যেন বরিষএ মেঘে ।
অর্জ্জুনের বুকে ঠেকে পবনের বেগে ॥
সেই বাণে অর্জ্জুনের রক্ত বহে স্রোতে ।
রথত কাপএ পার্থ হানিল রথেতে ॥
তবে সব সৈন্য মারে পূরিয়া সন্ধান ।
হস্তী ঘোড়া বীর কাটি কৈল খান খান ॥
ভাসিল সকল বীর রক্তের সাগরে ।
অবশিষ্ট যত ছিল ভঙ্গ দিল ডরে ॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া পার্থ মহাবীর ।
পুনি রণ করে ভীষ্ম শরীর অস্থির ॥
অগ্নি অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম অর্জ্জুন মারিতে ।
সান্ধিয়া বরুণ বাণ নিবারিল পার্থে ॥
ঘোর কাল সর্প বাণ ভীষ্মে এড়ে রোষে ।
অর্জ্জুনে গরুড় মারি নিবারে আকাশে ॥
দশদিগ ভুবন আকাশ চরাচর ।
অগ্নিময় করিলেক শান্তনুকোয়র ॥
জুড়িতে মেলিতে বাণ এড়ে অবকাশে ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেত লাগিল তরাসে ॥
তবে ভীষ্ম বাণ যে হানএ বহু ছাটে ।
তিন বৎসদন্ত হানে ভীষ্মের ললাটে ॥
ললাট ফুটিয়া বাণ পাশে দিয়া খসে ।
নানাবিধি শর হানে বড় হি রোষে ॥
দূরেত থাকিয়া ভএ দুই সৈন্য চাহে ।
এক রথে ভীষ্ম বীরে সকল খেদাএ ॥
আজি সে দেখিল বৃদ্ধ ভীষ্ম বীর রণ ।
পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা করিল নিধন ॥
যাএ জর্জ্জর হৈল কুন্তীর নন্দন ।
নিক্ষেপিল যত শক্তি আছে প্রাণপণ ॥
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনরপতি ।
সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া ভঙ্গ দিল শীঘ্রগতি ॥
তবে সৈন্য বাণ হানে ভীষ্মের উপর ।
সাত অক্ষৌহিণী সেনাএ হানএ সত্বর ॥
ছিদ্র কিছু তখনে পাইল বীর পার্থে ।
ঘামিয়া অর্জ্জুনের তবে ধনু না রহে হাতে ॥
কপালের ঘর্ম্ম তবে মুছি বাম হাতে ।
অর্জ্জুন হতাশ হইয়া বসিল রথেতে ॥
এহি ছিদ্রে ভীষ্মে বীরে ধনুতে জোড়ে বাণ ।
দুই লৈক্ষ মহারথীর লইল পরাণ ॥
তিন লৈক্ষ ঘোড়া মারে হস্তী চারি লৈক্ষ ।
এক কোটি ভূমি পদাতিক তার পক্ষ ॥
যেন বজ্রে পর্ব্বত করিল খণ্ড খণ্ড ।
সেইমতে পাণ্ডু সৈন্য কৈল লণ্ড ভণ্ড ॥
তাহা দেখি পার্থ বীরে লজ্জা পাইল মনে ।
দুঃখিত হইয়া কহে গোবিন্দের স্থানে ॥
দেখ কৃষ্ণ পিতামহে করিল সাহস ।
ভুবন ভরিয়া তান রহিলেক যশ ॥
আহ্মি আর না যুঝিব ধনু লৈয়া হাতে ।
ই বলিয়া পার্থ বীর লাগিল চিন্তিতে ॥
তবে ভঙ্গ দিল মৎস্য পাঞ্চাল পাণ্ডব ।
পাছু পাও হৈয়া যাএ যত বীর সব ॥
ভীষ্ম দেখি না রহে পাণ্ডব দুঃখ মনে ।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পরাণে ॥

যুদ্ধের নবম দিবস:
শিখণ্ডীর উপস্থিতি দ্বারা অর্জুনের ভীষ্মভঙ্গ

অষ্টম দিবস যুদ্ধ ভীষ্ম যে পর্ব্বনি ।
সঞ্জএ কহিল প্রতিদিনের কাহিনী ॥
তোহ্মার সেনাএ নানামতে বাদ্য করে ।
নাচিতে গাহিতে লোক যাএ কুতূহলে ॥
এহিমতে করএ তোহ্মার সেনা রঙ্গ ।
দুঃখ ভাবি পাণ্ডবসকলে দিল ভঙ্গ ॥
হেনকালে সৈন্ধ্যা হএ সূর্য্য অস্ত যাএ ।
কৃষ্ণার্জ্জুন যুধিষ্ঠির শিবিরে সামাএ ॥
যুধিষ্ঠির সঙ্গে যাএ যত সেনাপতি ।
একত্রে বসিয়া সবে করএ যুকতি ॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণ স্থানে কহিলেক ধর্ম্মের কুমার।
কহিতে লাগিল রাজা দুঃখ আপনার॥
তোহ্মার আজ্ঞাএ গোসাঞি প্রবেশিলু মরণ।
তুহ্মি আজ্ঞা কর গোসাঞি পুনি যাই বন॥
কুরুবল সহাএ যে ভীষ্ম সেনাপতি।
আর দ্রোণ অশ্বত্থামা আদি মহারথী॥
ই সকল বীর সনে নারে পুরন্দর।
তাতে কি করিব বোল পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সাক্ষাতে দেখিলা তুহ্মি ভীষ্মের সাহস।
তুহ্মি হেন সারথি অর্জ্জুনে না পাএ যশ॥
সাত অক্ষৌহিণী জিনে কোটি সেনা মারে।
আর যথ বিড়ম্বিল তোহ্মার গোচরে॥
শিষ্যে গুরুক কভো নারে জিনিবার।
এতেকে জানিলম যশ নাহিক আহ্মার॥
তোহ্মার ভরসা বশে করিলম সাহস।
তোহ্মারে নাহিক দোষ মোর কর্ম্মদোষ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বোলে রাজা হইল কাতর।
কোন যুক্তি দিল কৃষ্ণ কহ সূতবর॥
সর্ব্বজ্ঞ যে হও তুহ্মি জানিলম নিশ্চয়।
শুনিতে কৌতুক বড় কহত সঞ্জয়॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা দেব চক্রপাণি।
যুধিষ্ঠির সম্বোধিয়া কহিলেক বাণী॥
অভরসা না হইয় হীন জন মতে।
ভীষ্মে না পারিব জান অর্জ্জুন জিনিতে॥
পিতৃর আজ্ঞাএ তার ইচ্ছাএ মরণ।
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম সাধু জন॥
নির্ব্বাণ প্রদীপ যেন উথলিছে জ্বলি।
তেমত বিক্রম কৈল ভীষ্ম মহাবলী॥
তাহান মরণ সান্ধিতা আপনে যে জান।
তুহ্মি আহ্মি অর্জ্জুন চলহ তান স্থান॥
কহিব সকল কথা তোহ্মার দয়াএ।
তবে সে হইব জানি ভীষ্মের অপাএ॥
রথ হৈতে নামি কৃষ্ণ সৈন্ধ্যা ফিরি চলে।
অর্জ্জুনেহ সৈন্ধ্যা যে করিল সেই কালে॥

ধর্ম্মরাজা সঙ্গে করি অর্জ্জুন সহিতে।
ভীষ্মের মন্দিরে তিন গেল অলক্ষিতে॥
ভীষ্মের অগ্রেত গিয়া দ্বারী কহে কথা।
কৃষ্ণার্জ্জুন যুধিষ্ঠির আসিলেক এথা॥
শুনিয়া আনিতে আজ্ঞা কৈল সেনাপতি।
দ্বারী গিয়া তাহানে আনিল শীঘ্রগতি॥
আনিয়া আসন দিয়া পূজিল বিধানে।
গোবিন্দের পূজা তবে করে এক মনে॥
ধর্ম্মরাজা বসিতে দিলেক সিংহাসন।
যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন বসিল দুই জন॥
ক্ষেণেক বিলম্বে পুছে এথাএ কি কারণ।
জোড়হস্তে কহে তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
নিবেদি তোহ্মার পাএ পুনি যাই বন।
এহি নিবেদিতে আইল তোহ্মার চরণ॥
শিশুকালে বাপ মৈল তোহ্মার প্রসাদে।
অকণ্টকে পৃথিবী ভুঞ্জিল নানামতে॥
শিশুকালে বাপ মৈল পালিলা আপনে।
পঠাইলা নানামতে কাল বিদ্যমানে॥
সর্ব্ব কার্য্য করাইলা না পাইলম তাপ।
বংশের ঠাকুর তুহ্মি কুরুবংশ বাপ॥
দুর্য্যোধনে যত কৈলা তোহ্মা বিদিতে।
নানা দেশ ভ্রমিলাম অনাথের মতে॥
তোহ্মার প্রসাদে পাইলাম অখিল মেদিনী।
ভুঞ্জিলাম রাজধানী নানা সুখ জানি॥
রাজসূহি করিলাম তোহ্মার প্রসাদে।
মহা মহা বীর সব হারিল বিবাদে॥
তোহ্মাকে জিনিতে শক্তি নাহিক আহ্মার।
তুহ্মি আজ্ঞা কর বলে যাই পুনর্ব্বার॥
ই বলিয়া খাট হৈতে উঠিল নৃপতি।
হাতে ধরি বৈসাইল ভীষ্ম মহামতি॥
ভীষ্মে বোলে কহি শুন ধর্ম্মের কুমার।
তিনলোক নাথ কৃষ্ণ সহাএ তোহ্মার॥
যথাএ কৃষ্ণ তথাএ জয় জানিয় নিশ্চএ।
নিশ্চএ পাইবা রাজা শুন মহাশয়॥

CENTRAL LIBRARY

গোবিন্দ বলেন তোমার বাক্য ব্যর্থ নহে।
তুমি দিলে রাজ্য পুনি পাইবা নিশ্চএ ॥
ভীমে বোলে শুন কৃষ্ণ দেব নারায়ণ।
প্রতিদিন দুর্য্যোধনের খাইএ বেতন ॥
সগোত্র সহিতে সেবে যুঝিবা কারণ।
শরণাগত না পালিলে পাপের ভাজন ॥
তাতে উপেক্ষিতে নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
উপেক্ষিতে নহে তাহা কহিলাম মর্ম্ম ॥
তথাপি তোমাতে কহি মরণ উপাএ।
শিখণ্ডীরে আগু করি যুদ্ধ সর্ব্বদাএ ॥
জয় হেতু শিখণ্ডীরে বরিয়াছ ভাল।
আমাকে মারিতে সৈত্য কৈল পূর্ব্বকাল ॥
পূর্ব্বে অম্বা নামে কৈন্যা কাশীরাজসুতা।
তাহাতে হরিয়া আমি আনিলাম এথা ॥
মুই বিহা না করিলম কুমারী দুঃখিত।
নানাবিধিমতে কৈল কহিয়া বিদিত ॥
ভৃগুপতি গুরু মোর আনিল সাধিয়া।
তাহাকে বিমুখ কৈলুম বহুল যুঝিয়া ॥
অপমান পাইয়া কৈন্যা অগ্নিকুণ্ড করে।
মোর বধ হেতু কৈন্যা কাম্য করি মরে ॥
স্ত্রীর উপরে আমি অস্ত্র না করিব।
যদবধি আমা দেহে শরীর থাকিব ॥
অর্জ্জুন সমুখে যেন থাকে ধনু হাতে।
অর্জ্জুনে আমারে যেন হানে দৃঢ়মতে ॥
শিখণ্ডী দেখিয়া আমি না এড়িব শর।
এতেকে পাইলা রাজা শুন নৃপবর ॥
সৈত্য মোকে জিনিতে না পারে ত্রিভুবনে।
বিশেষ ইছিলাম মৃত্যু গোবিন্দ কারণে ॥
যাহাতে আসিছে কৃষ্ণ ত্রিজগতনাথ।
হেন হেতু ইছিলাম মরণ সহসাত।
কৃষ্ণক প্রণমি কহি অমোঘার সুতে ॥
চরণ বন্দিয়া কহে জোড় করি হাতে।
তুমি যার সহাএ যে কিবা ভয় তার।
পাণ্ডবে পাইল রাজ্য প্রসাদে তোমার ॥

তাহা শুনি কতুক হইল জনার্দ্দন।
ভীষ্মেরে ধরিয়া দিল গাঢ় আলিঙ্গন ॥
তোর মোর এক তনু পুণ্য কলেবর।
থাকিবা আমার সঙ্গে জন্ম নাই আর ॥
তাহা শুনি ভীষ্ম বীরে প্রণমিল পুনি।
গোবিন্দ প্রণমি বীরে দিলেক মেলানি ॥
ভীষ্মের চরণে বন্দে ধর্ম্মের নন্দনে।
মস্তক চুম্বিয়া ভীষ্মে করিল শয়নে ॥
এথাএ তিনজন আইল আপনা মন্দিরে।
রাজা গিয়া শুঞ্জিলেক আপনা বাসরে ॥
পুষ্পের সজ্জাতে কৃষ্ণ করিল শয়ন।
কুশাসনে শুইলেক পার্থ মহাজন ॥
কিছুমাত্র নিদ্রা গেল প্রভাত রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া অবে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
রাত্রিবাস এড়ি রাজা পাও দিল ক্ষিতি।
প্রভাতের কৃত্য যত করে শাস্ত্র নীতি ॥
সুরমুনিগণে করে স্তুতি ঘোষণ।
ব্রাহ্মণ সকলে করে স্বস্তি যে বাচন ॥
বিবিধ প্রকারে হৈল মঙ্গল রচন।
ক্রমাগতে আইলেক মহারথীগণ ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন আসিয়া বসিল একাসনে।
যার যেই ব্যবহারে বসিল আপনে ॥
শিখণ্ডী যে ধৃষ্টদ্যুম্ন দুই বীর আসি।
রাজার আজ্ঞাএ তানা একাসনে বসি ॥
যুধিষ্ঠির কহে তুমি দুর্জ্জয় দুই ভাই।
ভীষ্ম দ্রোণ বধ হেতু সৃজিল গোসাঞি ॥
অশক্য দারুণ রনে করিছি সাহস।
সংসার ঘুষিব কীর্ত্তি তুমি দুই যশ ॥
শিখণ্ডী চড়হ আজি অর্জ্জুনের রথে।
অগ্নি হন্তে জন্ম তোর ভীষ্মক মারিতে ॥
হেন কর্ম্ম করিয়া যে কীর্ত্তি রাখ লোকে।
বিলম্ব না কর যদি দয়া থাকে মোকে ॥
শিখণ্ডী কহিল রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
ভীষ্মক মারিব আমি কত বড় ভার ॥

CENTRAL LIBRARY

আজ্ঞা করিল রাজা ভীষ্মক মারিতে।
অর্জ্জুনে জিনিব রাজা শঙ্কা নাই চিত্তে॥
তাহা শুনি হৈল পাণ্ডব সিংহনাদ।
নানা বাদ্য বাজে তথা জয় জয় নাদ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কৃষ্ণ জানহ আপনে।
আজি মোর মহারণ ভীষ্ম বীর সনে॥
রথ সজ্জা করাও আজি দ্বিগুণ যে করি।
নানা দিব্য অস্ত্র তোল রথের উপরি॥
বড় বড় ধনু টোন দিব্য দিব্য বাণ।
ছেন জাঠি শেল নিয়া ক্ষুর যে প্রধান॥
ভাল ভাল দিব্য অস্ত্র দারুকের স্থানে।
বাছিয়া বাছিয়া তোল বাণ শরাসনে॥
দারুক সমান রথী নাই তিনলোকে।
সাজাইয়া দিব্য রথ আনিল ঘোটকে॥
পুষ্পের সমান রথ সিংহ জাল বেড়া।
সোবর্ণের তারা তাতে মুক্তা ছড়া ছড়া॥
অগ্নি হেন জলে রথ সূর্য্য হেন জলে।
অক্ষয় যে দুই টোন তাতে নিয়া তোলে॥
খাড়া মুষল ভাঙ্গি গদা শতে শতে।
ব্রহ্মশিরা পশুপাত আদি বাণ যতে॥
ভাল আরঙ্গি তোলে বিষদ চামর।
উপরে যে রত্নচয় দেখিতে সোন্দর॥
সেই দিব্য রথখান আনিলেক বেগে।
সারথি সাজাইয়া দিল কৃষ্ণার্জ্জুন আগে॥
সোনার নাকড়ি লৈয়া উঠিল শ্রীহরি।
অর্জ্জুন উঠিতে হৈল জয় জয় করি॥
সেই রথে শিখণ্ডী উঠিল ধনু হাতে।
মহাদেব সাজেন কৈলাস পর্ব্বতে॥
তবে সিংহনাদ করে অর্জ্জুনে কতুকে।
ভীষ্মক জিনিব হেন দেখে সব লোকে॥
যুধিষ্ঠির রাজা চলে রথীএ বেষ্টিত।
দেবরাজ চলে যেন দেবের সহিত॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে শুনরে সঞ্জয়।
মোর সেনাএ কি করিল জানিয়া নিশ্চয়॥

শিখণ্ডীরে আগে করি অর্জ্জুন চলিল।
কি করিল পুত্র মোর তবে মোর দলে॥
তাহা দেখি চিন্তিল পুত্র দুর্য্যোধন।
পাণ্ডব জিনিব হেন মোর লএ মন॥
সঞ্জএ কহিল রাজা তোহ্মার কপটে।
দুই কুল নাশ হৈব দেখিবা নিকটে॥
তোহ্মার পুত্র জান কুলের অন্তকে।
প্রভাতে উঠিয়া তবে কহিল ভীষ্মকে॥
আজি অর্জ্জুন নহে আর দিন মতে।
শিখণ্ডীরে তুলিয়াছে আপনার রথে॥
রঙ্গ রোল করিয়া পাণ্ডব সেনা চলে।
সিংহ রুষিল যেন হরিণের মেলে॥
ভাগে ভাগে চলিছে প্রধান সেনাপতি।
আপনার কটক যাউক তোহ্মার সংহতি॥
মলিন বদনে তবে কহে সেনাপতি।
শিখণ্ডী জন্মিছে মোর বধের আকৃতি॥
দ্রুপদের ঘরে পুত্র অগ্নি উপাদান।
তার অঙ্গে কভো মুঞি না এড়িব বাণ॥
তথাপি সমরে যাইতে না করিও ভয়।
জয়ভঙ্গ দৈবাধীন জানিয় নিশ্চএ॥
ই বলিয়া খাট হৈতে উঠিল ত্বরিত।
কাঞ্চনের রথে চড়ে মনে কিছু ভীত॥
চারিদিগে বেড়ি যাএ মহা মহা রথী।
এতেকে কহিএ রাজা তোহ্মার কুমতি॥
লাজে ভএ দুর্য্যোধন যাএ পিছে পিছে।
দ্রোণ আদি বীর যাএ অর্জ্জুনের কাছে॥
তবে মিশাইয়া রণ করে দুই দলে।
রথ হস্তী ঘোড়া নাদে ক্ষিতিখান টলে॥
অর্জ্জুন শিখণ্ডী দেখি ভীষ্ম যে মোহিত।
ক্ষেণেকে নি বিলম্বে ভীষ্ম হইল কুপিত॥
অর্জ্জুনে ভীষ্ম হানে মারি পঞ্চবাণে।
শিখণ্ডী দেখিয়া ভীষ্মে বাণ নাহি হানে॥
ভীষ্মের বিলম্ব দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
মনেত নাহিক স্বস্তি চিন্তাকুল মন॥

কষিয়া তোহ্মার সেনা মিশাইয়া যুঝে।
ভীষ্মে নাহি হানে বাণ শিখণ্ডীর কাজে ॥
কুপিয়া অর্জ্জুনে হানে বৎসদন্ত বাণ।
ভীষ্মের কাটিল ধনু সৈন্য বিদ্যমান ॥
রথ ঘোড়া সারথি করিল খণ্ড খণ্ড।
মাথার মুকুট কাটে আর ধ্বজদণ্ড ॥
বিরথী ভীষ্মক হানে ত্রিসপ্তরি বাণে।
আর রথ শীঘ্র আনি দিল দুর্য্যোধনে ॥
ভীষ্মের মুকুট গোটা পড়ে ভূমিতলে।
দেখি তোহ্মার পুত্রের শরীর বিদরে ॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন কহে ডাক দিয়া।
ভয় না করিয় সবে যুঝ মন দিয়া ॥
রাজার বচনে সব চলে বাহুড়িয়া।
দ্রোণ অশ্বত্থামা যাএ রাজারে বেড়িয়া ॥
হেনকালে পার্থে কহে গোবিন্দের স্থানে।
দ্রোণ অশ্বত্থামা আইসে শিখণ্ডী বিদ্যমানে ॥
ভীষ্মক বেড়িয়া রাখে এহি দুইজনে।
আগে সমর করি ই দুইর সনে ॥
অর্জ্জুন বচনে কৃষ্ণ চালাইল রথ।
বায়ু বেগে চলি গেল দ্রোণের অগ্রেত ॥
গুরু দেখি অর্জ্জুনে হানিল দ্রোণ পাএ।
আর চৌদ্দ বাণ হানে দ্রোণের যে গাএ ॥
অশ্বত্থামা দশবাণে হানিল * * * * ।
বাণ ফটি অশ্বত্থামা কোপে বড় রোষে ॥
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ।
অর্জ্জুন ঢাকিয়া পুনি ঢাকিল গগন ॥
এহিমতে বাউগতি হানে বাণগণ।
অর্জ্জুনক বিন্ধিয়া করিল খান খান ॥
পুনি অর্জ্জুনে হানে অশ্বত্থামার বুকে।
* * * * * * * * * * * * * * * ॥
অর্জ্জুনে বাণ সব যেন কালদণ্ড।
দুইর ধনুক কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
দশবাণে দুই রথ কাটিয়া কৌতুকে।
দুই বীর পাছপাও করিল নিমেখে ॥
পাছুপাও করাইল দুই মহারথী।
সংসার ভরিয়া রৈল অর্জ্জুনের কীর্ত্তি ॥
ভীষ্মপর্ব্বে দ্রোণঅশ্বত্থামা পরাজয়।
পাঞ্চালি সুগম করি কহিল সঞ্জয় ॥

ধৃতরাষ্ট্রে বোলে মোর হইলেক ভয়।
অর্জ্জুনে করিল দুই বীর পরাজয় ॥
বেদশাস্ত্র পঠিয়াছে দ্রোণ মহারথী।
অশ্বত্থামা মহাবীর বড়হি সুকৃতি ॥
তিনলোক জিনিয়াছে শান্তনুর সুতে।
অর্জ্জুনে তাহারে জিনে বিধাতা লিখিতে ॥
দৈব বলবন্ত বড় আর কিছু নহে।
সিংহ সম ধনঞ্জয়ে তিন পরাজয়ে ॥
এতেকে জানিলম মুঞি পুত্রের বিনাশ।
ই বলিয়া বৃদ্ধ রাজা হইল হতাশ ॥
সঞ্জএ কহিল রাজা বেলি অবশেষে।
ভীষ্মে অর্জ্জুনে রণ হইল আকাশে ॥
ধনুতে জোড়এ বাণ ভীষ্ম সেনাপতি।
শিখণ্ডী দেখিয়া বাণ না হানিল তথী ॥
কীর্ত্তিবন্ত দাতা সে যে মহা ধনুর্দ্ধর।
প্রাণ গেলে প্রতিজ্ঞা যে না করে বিফল ॥
স্ত্রীবধ পাতক তরে পরলোক ভএ।
না এড়িল সেই অস্ত্র শিখণ্ডী উপরে ॥
শিখণ্ডীরে হানিলে যে অর্জ্জুনেরে হানে।
ভীষ্মে না হানিল বাণ ভাবি মনে ॥
সারথিকে ডাকে ভীষ্ম ভয় পাইয়া মনে।
সারথি চালাইয়া রথ নিল অন্যস্থানে ॥
ভীষ্ম পলাইল দেখি পাণ্ডব পাঞ্চাল।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ বাজাএ বিশাল ॥
দুর্য্যোধন রাজা তবে লজ্জা দুঃখ মনে।
বিবর্ণ মলিন মুখ গেল দ্রোণ স্থানে ॥
দেখ গুরু ভীষ্মেরে অর্জ্জুনে জিনে রণে।
তাহার নাহিক দোষ আমার কুদিনে ॥

CENTRAL LIBRARY

ভএ কাতর ভীষ্ম অর্জ্জুনের বাণে।
আপনার মৃত্যুপথ ইছিল আপনে॥
একরথে জিনিয়াছে পূর্ব্বের দেব সব।
ভৃগুরাম জিনিয়াছে না জিনে পাণ্ডব॥
নীতিবুদ্ধি ক্ষেমা করে না জিনে তাহারে।
যুধিষ্ঠির দয়া করে মোরে বঞ্চে ছলে॥
শিষ্যবুদ্ধি তুহ্মি সবে ক্ষেম পাণ্ডবেরে।
কপট পাশার ছলে ভাড়হ আহ্মারে॥
বুদ্ধিমন্ত জন কভো ব্যক্ত নাহি হএ।
মুখে মাত্র মিষ্ট কহ কপট হৃদয়॥
সুহৃদক কপট ভাবি করহ রচনা।
হেনমতে হএ তুহ্মি সবের মন্ত্রণা॥
পূর্ব্বে যদি তোহ্মার জানিতম ব্যবহার।
তবে আর উপাএ চিন্তিতম আপনার॥
এহিমতে দুর্য্যোধন কহে নানা ছলে।
সহিতে না পারে দ্রোণে অগ্নি হেন জলে॥
তোহ্মার পুত্রেরে বোলে পাকাইয়া আখি।
তিরস্কার করি বোলে মনেত অসুখী॥
দ্রোণ কহে দুর্য্যোধন তুহ্মি কহ ভাল।
ভাল মন্দ নাহি জান অবোধ ছাওয়াল॥
তুহ্মি কর্ণ দুঃশাসন অপর শকুনি।
তুহ্মি সমে আর যত সোদর সন্ধানী॥
পাণ্ডবের হিংসা যে করিলা কুমন্ত্রণে।
কপট পাশার ছলে পাঠাইলা বনে॥
ধর্ম্মশীলা পাঞ্চালিনী যে আন সভামাঝে।
নানামতে বিড়ম্বিলা কপট যে কাজে॥
একবস্ত্রে রজঃস্বলা আনিলা সভাতে।
হাস্য পরিহাস্য পুনি করিলা তাহাতে॥
সেই ফল ভুঞ্জিবা যে সপুত্র বান্ধবে।
সেই অগ্নিবাণ আজি পোড়এ পাণ্ডবে॥
পূর্ব্বে তোহ্মা হিতবাক্য কহিলেক ভীষ্মে।
এখনে কি ফল চিন্তা আছে শেষে॥
যবে ভীমে মারে তোহ্মার ভাই শতজন।
তবে সে জানিবা বাপ পাণ্ডুর নন্দন॥

তুহ্মি কর্ণ দুঃশাসন শকুনি সংহতি।
পাণ্ডব মারিয়া এবে সুখে ভুঞ্জ ক্ষিতি॥
পাশা খেলি না হএ শকুনি যারে জিনে।
অখনে খেলয়ে সারি অর্জ্জুনের সনে॥
এহিমতে দ্রোণে পুনি কহিল বিস্তর।
তাহা শুনি দুর্য্যোধন না দিল উত্তর॥
পুনি দ্রোণ পরিহার করে নরপতি।
সকলে বেড়িয়া রাখ ভীষ্ম সেনাপতি॥
রাখহ ভীষ্মের রথ তোহ্মার যুদ্ধার।
তাহা শুনি বাণে তারা কৈল অন্ধকার॥
যার যেই শক্তি আছে সেই মতে হানে।
তা সবের বাণ কাটে অর্জ্জুনের বাণে॥
একরথে ধনঞ্জয় সকল খেদাএ।
মেঘখণ্ড উড়াএ যেন বৈশাখের বাএ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাহে সর্ব্ব সৈন্য জিনি।
ধ্বজের বানরে করে ভয়ঙ্কর ধ্বনি॥
হেনকালে পাঞ্চজন্য বাহএ শ্রীহরি।
সেই শঙ্খ নাদে রাজা ত্রিভুবন ডরি॥
সকল জিনিয়া পার্থ ভীষ্ম আগে গিয়া।
চৌষট্টি বাণ হানে আকর্ণ পূরিয়া॥
সে বাণ ফুটিয়া তবে রাও না আইসে মুখে।
আর দশ বাণে হানে ভীষ্মবীর বুকে॥
শক্তি হানিয়া যে করিল বিমোহিত।
ভয় পাইয়া ভঙ্গ দিল মনে পাইয়া ভীত॥
দেখিয়া ভীষ্মের ভঙ্গ বীর ধনঞ্জয়।
রহ রহ পিতামহ না করিয় ভয়॥
ভঙ্গ দিয়া যাএ বীর রাও নাই সে মুখে।
কৃষ্ণার্জ্জুন শঙ্খরব করহি কৌতুকে॥
রণভূমি হৈতে ভীষ্ম পালাইল ডরে।
চাহিয়া পিছের দিগে নামাইল গড়ে॥
অস্তগিরি হেনকালে সূর্য্য যে লুকাএ।
রাত্র করি পাণ্ডব পাঞ্চাল গড়ে যাএ॥
নবম দিবসে রণ ভীষ্ম দিল ভঙ্গ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভারতপ্রসঙ্গ॥

যুদ্ধের দশম দিবস :
ভীষ্মের পতন ও শরশয্যা গ্রহণ

তোহ্মার যতেক সেনা বিরস বদনে ।
গড়ে গেল সর্ব্বজন যার যেই স্থানে ॥
ধবল ছত্রের ছায়াএ রাজা দুর্য্যোধন ।
গড়েত সামাইল রাজা বিরস বদন ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে বিধির ঘটনে ।
মোর পুত্র পরাজয় দেখে সর্ব্বলোকে ॥
ভীষ্মবীর পরাজয় মরণ নিকট ।
কি ভাবিল পুত্রে মোর দেখিয়া সঙ্কট ॥
কেমতে প্রভাত হৈল কাল রাত্রি সম ।
শুনিয়া পাইলাম ভয় অর্জ্জুনবিক্রম ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী মোর পুত্র পতি ।
পৃথিবী বেড়িয়া যে হৈল চক্রবর্ত্তী ॥
বিশেষ যে বীরসব যেন বিষ্ণু সম ।
রণে প্রবেশিল বীর কালান্তক যম ॥
দিব্য ধনু দিব্য রথ দিব্য ঘোটক ।
নানা বিদ্যা বিশারদ সমাই সাধক ॥
একজনে পারে সব করিতে সংহার ।
ভয় নাহি করে মন সকল যুদ্ধার ॥
প্রসিদ্ধ যে ছয় রথী আছএ শোভন ।
মোর দলে মহারথী সব বিচক্ষণ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর বীর অশ্বত্থামা ।
বিপক্ষের নাদে ভঙ্গ রণে নাই সীমা ॥
দ্রোণ অশ্বত্থামা যে প্রসিদ্ধ দুই রথী ।
তেজে বলে বিক্রমে যেহেন পশুপতি ॥
সে দুই বীরের রথ কাটে ধনঞ্জয় ।
ই কথা শুনিয়া মোর মনে লাগে ভয় ॥
অতোধিক মহা লাজ ভীষ্মক জিনিল ।
অনাথের মতে মোরে বিধি বিড়ম্বিল ॥
এতেকে জানিলম মুক্তি মৈল দুর্য্যোধন ।
নিশ্চয় পাণ্ডবে মোরে করিবা পোষণ ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা ধর্ম্ম তপোবনে ।
অর্জ্জুন সমান বীর নাহি তোর দলে ॥

দুর্য্যোধন না মানিয়া বাড়াইয়া বিরোধ ।
কুল নাশে জন্মিয়াছে কেবল নির্ব্বোধ ॥
এবে কেনে মহারাজা কেনে ভাব দুঃখ ।
তখনে ভীষ্মের বোলে হইল বিমুখ ॥
গড়ে গিয়া ভীষ্মে তবে করিল শয়ন ।
যার যেই স্থানে গেল যথ বীর গণ ॥
শোকে দুঃখে পুত্র তোহ্মার প্রভাত রজনী ।
প্রভাতে উঠিয়া কৈল গীতবাদ্য ধ্বনি ॥
নটে ভটে স্তুতি করে জাগে সর্ব্বজন ।
নানা মতে সজ্জ হৈল যথ রথীগণ ॥
এথাতে পাণ্ডব সাজে করি হুলাহলি ।
সারথি সাজাইয়া রথ আনে শীঘ্র করি ॥
ধর্মরাজা স্নান করি খাটেত বসিল ।
রথী মহারথী সব দ্বারেত আইল ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন আসি তবে রহিলেক দ্বারে ।
দ্বারী গিয়া জানাইল রাজার গোচরে ॥
রাজার আজ্ঞাএ আসি বসিল একাসনে ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল শ্রীহরি স্থানে ॥
আজি হৈব মহাযুদ্ধ ভীষ্ম অর্জ্জুনে ॥
অন্য ভরসা আর নাহি তোহ্মি বিনে ।
দুর্জ্জয় ধানুকী বীর ভীষ্ম সেনাপতি ।
একেশ্বর পার্থ মাত্র তুহ্মি ঐ সে গতি ॥
দুর্য্যোধন আদি করি যথেক কৌরব ।
মহাভএ পরিত্রাণে করহ মাধব ॥
ই বলিয়া মহারাজা উঠে খাট হৈতে ।
সারথি আনিয়া রথ জোগাএ নানামতে ॥
সেই রথ চড়ি রাজা করিল গমন ।
চৌদিগে বেড়িয়া চলে মহারথীগণ ॥
নকুল সাত্যকি চলে যত পাণ্ডবের রথী ।
তোহ্মার কটক লড়ে যোদ্ধা সেনাপতি ॥
দুর্য্যোধন রাজা তবে গেল ভীষ্ম কাছে ।
কহিতে লাগিল রাজা মনে যত আছে ॥
তোহ্মার ভরসাএ পাণ্ডব না গণিলম ।
আগু পাছু না গণিয়া সমর করিলম ॥

CENTRAL LIBRARY

কর্ণক ত্যাগিল আহ্মি তোহ্মার ভরসে ।
তুহ্মি পাছু পাও হও মোর কর্ম্মদোষে ॥
রথী মহারথী আছে দুই দলে যত ।
অর্জ্জুনে দেখহে তোহ্মা জিনএ মহত্ত ॥
এতেকে তোহ্মারে কহি করহ সাহস ।
সংসার ভরিয়া তুহ্মি রাখ মহাযশ ॥
তোহ্মা পুত্রে এহিমতে ভীষ্মে প্রতি বোলে ।
তাহা শুনি ভীষ্মবীরে কোপে অগ্নি জ্বলে ॥
ভীষ্মে কহে দুর্য্যোধন জানি তোর রীতি ।
শিশুকাল হৈতে জানি তোহ্মার কুমতি ॥
পাণ্ডবক হিংসা তুহ্মি কৈলা নানামতে ।
যেইমতে বিড়ম্বিল চণ্ডালচরিত্রে ॥
কৃষ্ণের আহ্মার বাক্যে না হইলা সাম ।
সেইকালে আপনে না চিন্ত পরিণাম ॥
দশম দিবস জান প্রতিজ্ঞা আহ্মার ।
তথাপি মারিব সৈন্য অযুত হাজার ॥
পাণ্ডব মারিয়া কিবা আজি জয় পাই ।
নতুবা পাণ্ডব হাতে স্বর্গপুরে যাই ॥
ই বলিয়া দিব্যরথে করি আরোহণ ।
ভীষ্মক বেড়িয়া চলে মহারথীগণ ॥
চারিদিগে মহারথী মৈধ্যে সেনাগণ ।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাদ্য বাজে শতাশতি ॥
সেই শব্দে কম্পে রাজা পৃথিবী আকাশ ।
গগন ব্যাপিয়া ধ্বনি নাহিক প্রকাশ ॥
এহিমতে রণেত মিশাএ দুই সেনা ।
দুই জনে মিশে যেন গঙ্গা যে যমুনা ॥
হানাহানি কাটাকাটি নাহি ওরপার ।
দুইদলে হইলেক সংগ্রাম অপার ॥
নাম গোত্র জিজ্ঞাসিয়া হানএ চাহিয়া ।
পাঠকে পুরাণ যেন লইছে বাছিয়া ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধন ।
কৃতবর্ম্মা শকুনি যে আর দুঃশাসন ॥
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ।
পৃথিবী ঢাকিয়া বাণ ছাইল গগন ॥
তোহ্মার সেনাএ এহিমতে বাণ হানে ।
তা সবার বাণ কাটে অর্জ্জুনে তখনে ॥
সে সকল বাণ যত কাটিল আকাশে ।
ভীষ্মের উপরে বাণ এড়ে বড় রোষে ॥
অর্জ্জুনের বাণ তেজ যেন যমদণ্ড ।
ভীষ্মের হাতের ধনু কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
চারিবাণে চারি ঘোড়া বিন্ধিলেক কোপে ।
দেবগণে ভয় পাইল অর্জ্জুনপ্রতাপে ॥
আর ধনু হাতে লৈয়া পূরিয়া সন্ধান ।
শিখণ্ডীকে দেখি ভীষ্মে নাহি হানে বাণ ॥
এহি ছিদ্রে অর্জ্জুনে কাটিল ভীষ্ম রথ ।
ভয় পাইয়া ডাকে ভীষ্ম উন্মত্তের মত ॥
শোকে দুঃখে দুর্য্যোধন কহিবারে লাগে ।
সারথিকে কহে রথ নেয় ভীষ্ম আগে ॥
সারথি জোগাএ রথ দেখিতে সুসার ।
সেই রথে চড়ে ভীষ্ম রণ করিবার ॥
সারথি চালাইয়া ঘোড়া দিলেক ত্বরিতে ।
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জন আছে যেইমতে ॥
নিকটে আসিয়া সেই মহাবাণ জোড়ে ।
আসিতে ভীষ্মের বাণ কাটে অর্দ্ধপথে ।
আর দশ বাণ জোড়ে শান্তনুর সুতে ॥
সেই বাণ শিখণ্ডীএ কাটে অলক্ষিতে ॥
বাছি জুড়িল বাণ না করিল ভএ ।
অর্জ্জুন উপরে ভীষ্মবীরে বাণ মেলএ ॥
সেই বাণ কাটিলেক দ্রুপদের পুত্রে ।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ কেবা পারে খণ্ডাইতে ॥
ভীষ্মে পর্ব্বে ভীষ্ম রণ শিখণ্ডীর রণ নয় ।
মহাভারতের কথা কহিল সঞ্জয় ॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে বিধির বিপাকে ।
ভীষ্মে না জিনিব হেন মোর মনে দেখে ॥
ত্রিভুবন জিনিয়াছে যেই এক রথে ।
শিখণ্ডী বিরথী করে বিধাতা লিখিতে ॥

CENTRAL LIBRARY

ই কথা শুনিতে মোর রক্তমাংস শোষে।
কোন মতে রণ কহত বিশেষে ॥
বিধাতা বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন।
লাজে অপমানে পুত্রে তেজিব জীবন ॥
ভীমে অর্জ্জুনে যুদ্ধ শিখণ্ডী করি আগে।
কাপুরুষে তাহা দেখি ভয় লাগে চিত্তে ॥
ভাবিতে চিন্তিতে মন যায় আনভিতে।
রণ শুনিতে চাই শুনাহ ভালমতে ॥
তবে কোন মত হৈল কহত সঞ্জয়।
শুনিয়া সে সব কথা মনে লাগে ভএ ॥
তবে পুনি রণ হৈল যেন পূর্ব্বমতে।
তদন্তরে মহারণ হৈল অযুকতে ॥
অর্জ্জুনে হানিল বাণ ভীমের উপর।
সে রণ দেখিতে লাগে মনে ভয়ঙ্কর ॥
চতুর্দ্দশ বাণ জোড়ে অতি বাছের বাহু।
শাণেত ঘসিয়া জোড়ে দীঘল নারাচ ॥
পর্ব্বত প্রমাণ ধনু দুই হাতে টানিয়া।
বিবিধ পূর্ব্বকে যত মন্ত্র যে পঠিয়া ॥
বাহুবলে সব্যসাচী এড়ে বড় রোষে।
ভীমের বক্ষেত ফুটি পৃষ্ঠে দিয়া শোষে ॥
সে বাণ কম্পএ তবে শান্তনুনন্দন।
ধনু এড়ি রথে বৈসে হৈয়া ভীত মন ॥
সারথি বুঝিয়া তান মনের আশএ।
পাছু পদে পালাইল অর্জ্জুনের ভএ ॥
দেখিয়া ভীমের ভঙ্গ শ্বেত যে বাহন।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করে ঘন ঘন ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজে দেব জনার্দ্দন।
সে শব্দে আকাশ পুরে শুনে ঘন ঘন ॥
দেখিয়া পাণ্ডবসেনা নাচে উভা পাএ।
সারথি ভীমের আর রথ যে জোগাএ ॥
স্থির হৈয়া পুনি বীর আইল যুঝিবার।
ভীমেরে দেখিয়া তবে অর্জ্জুনকুমার ॥
তবে দুই দল যত কুরু পাণ্ডু সেনা।
আগু হৈয়া পাণ্ডবদলেত দিল হানা ॥

হান কাট বীর সব কি চাহ রহিয়া।
ভয় না করিয় সবে যুঝ আগু হৈয়া ॥
দুই দলে দুই রাজা যত মহারথী।
আগু হৈয়া রাখে সব যার যে শকতি ॥
দুর্য্যোধন বোলে রোষে যত কুরু সেনা।
আগু হৈয়া যুঝে সব বীর যত জনা ॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে যথ পাণ্ডবের রথী।
বাণে অন্ধকার কৈল তোহ্মা দশ প্রতি ॥
লৈক্ষ লৈক্ষ বাণ পড়ে শুনি ঠন ঠনি।
পাকা বাশবনে যেন লাগিল আগুনি ॥
ভয়ঙ্কর ঘোর রণ হৈল এহিমতে।
দুই দলে সেনাগণ পড়ে শতে শতে ॥
সেনাপতি সেনাপতি বিষম বিবাদ।
ক্ষেণেক বিলম্বে হইল [ঘোর] প্রমাদ ॥
ভীমের রাজচক্র রথে চারি সেনাপতি।
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শল্য মহারথী ॥
অর্জ্জুনের চক্ররথে এহি চারিজন।
ভীম সাত্যকি ঘটোৎকচ মহাজন ॥
সর্ব্বদলে ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সর্ব্ব আগে।
বেড়িয়া তোহ্মার সেনা হানে বীর ভাগে ॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন রণ হৈল ভয়ঙ্কর।
দুইকে দুইএ হানি করিল জর্জ্জর ॥
ভীমের উপরে অশ্বত্থামাএ হানে বাণ।
অশ্বত্থামাএ ভীম হানে করিয়া সন্ধান ॥
হানিয়া জর্জ্জর কৈল দুইর শরীর।
শরীরে ফুটিয়া বাণ গলএ রুধির ॥
দুইর যে রথ কাটে দুই মহারথী।
সমান ধনুর শিক্ষা গতি যে বিগতি ॥
সাত্যকি সহিতে কৃপের হৈল হানাহানি।
দুই বীরে বাণ বৃষ্টি ঢাকিল মেদিনী ॥
বুড়া তরুণে যুদ্ধ হৈল প্রচুর।
সঞ্জএ কহিল কথা শুনিতে মধুর ॥

CENTRAL LIBRARY

ধৃতরাষ্ট্রে কহে রণ ভীষ্মে যে অর্জ্জুনে।
কেমতে হইল রণ সেই দুই জনে॥
অর্জ্জুন সমুখে দেখি ভীষ্ম সেনাপতি।
কেমত ভাবিল তাহা কহ মহামতি॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা দিব্য যে ঘোটক।
উত্তম নাসিকা বাহু সুন্দর মস্তক॥
অর্জ্জুন সমান বীর নাই তোহ্মা দলে।
যুধিষ্ঠিরে গর্ব্ব করে যার বাহুবলে॥
স্মরিয়া পাশার দুঃখ শোক বাড়ে চিত্তে।
সুমেরু সমান ধনু টানে দুই হাতে॥
কোপ বাড়াইতে শঙ্খ বাহে দামোদর।
ধ্বজের বানরে ডাকে মহা ভয়ঙ্কর॥
লেজ কান গলা তুলি কপি বিপরীত ডাকে।
কুম্ভ ফাটিয়া হস্তী মরে দারুণ বিপাকে॥
হরিষে চালাই রথ কহে নারায়ণ।
সময় দেখিয়া কহে টনক বচন॥
দেখ অর্জ্জুন আজি ভীষ্ম যে কাতর।
গাএত নাহিক বল অতি ভয়ঙ্কর॥
এহিকালে তাক মার না কর বিচার।
শত্রু সময় পাইলে করিব সংহার॥
যুধিষ্ঠির হিত চাহ আপনা কৈল্যাণ।
তবে তার মাথা কাট হানি তীক্ষ্ণ বাণ॥
শিখণ্ডী দেখিয়া তার রক্ত মাংস টুটে।
যম দরশনে যেন পরমায়ু ঘাটে॥
এথ শুনি তখনে অর্জ্জুন জ্বলে কোপে।
ষষ্টিবাণ হানিলেক ভীষ্মবীর বুকে॥
আর পঞ্চবাণ হানি চারি ঘোড়া কাটে।
সারথি কাটিয়া রথ পড়িল সঙ্কটে॥
বিরথী হইল ভীষ্ম নাহি ধনু বাণ।
তখনে অর্জ্জুনে হানে করিয়া সন্ধান॥
হেনকালে দুর্য্যোধন রাজা মহামানী।
সাজাইয়া দিল রথ শীঘ্র আনে পুনি।
ভীষ্মের আগে গিয়া রথ জোগাএ সারথি।
রথ পাইয়া শীঘ্র উঠে ভীষ্ম সেনাপতি॥

রথে চড়ি ধনুকে জুড়িল তিন বাণ।
অর্জ্জুন উপরে এড়ে পূরিয়া সন্ধান॥
পাশে থাকি সাত্যকি সে বাণ কাটি পাড়ে।
তাহা দেখি কোপে ভীষ্মে আর বাণ জোড়ে॥
সেই বাণ কাটি পাড়ে সিতির যে বেটা।
ভীষ্ম কোপিল দেখি বাণ গেল কাটা॥
সাত্যকি উপরে বাণ বরিষে অপার।
কাটএ সকল বাণ সাত্যকি যুদ্ধার॥
ভীষ্মের হাতের ধনু পালাইল কাটিয়া।
আর দশ বাণ হানে সন্ধান পূরিয়া॥
যত বাণ ভীষ্মে হানে সাত্যকিএ কাটে।
এতেকে বিপাক ঠেকে পাশার কপটে॥
তিনলোক জিনিয়াছে ভীষ্ম যে ধানুকী।
আজু তার ধনু বাণ কাটএ সাত্যকি॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মবলে হএ হেন রীতি।
ভীষ্মবীর পরাজয় তোহ্মার কুমতি॥
তাহা দেখি ভীষ্ম বীর জ্বলে ক্রোধ মনে।
বহুল কুপিয়া বাণ সাত্যকিরে হানে॥
সাত্যকির রথ ঘোড়া কাটে অতি কোপে।
তিন গোটা রুদ্র বাণ ধনুকেত লোকে॥
মাথার মুকুট কাটে আর শিরস্ত্রাণ।
বীর সাত্যকি হৈল ভএ কম্পমান॥
হেনকালে ভীষ্ম বীর হৈল আগুসার।
এহি ছিদ্রে সাত্যকি পলাইয়া যাএ দূর॥
ক্ষেণেকে আছিল বীর সে রণ সহিয়া।
তার পরে ভঙ্গ দিল হতাশ হইয়া॥
তবে ভীষ্মে মারে সেনা অযুতে অযুতে।
ধুম্র বর্ণ হইলেক দেখি চতুর্ভিতে॥
লৈক্ষ দুই রথী মারে আখির নিমেষে।
তাহা দেখি দেবগণ বিস্মিত আকাশে॥
হেনকালে দেবগণে কহিলা ভীষ্মেরে।
কেনে ভীষ্ম ক্রোধ কর পাণ্ডবের তরে॥
সত্বর আপনা ক্রোধ না উঠাও মনে।
এতেকে হইব তুষ্ট আহ্মি দেবগণে॥

ই বলিয়া দেবসবে পুষ্প বৃষ্টি করে।
তাহা শুনি নিবৃত্ত হইল ভীমবীরে ॥
পাণ্ডবের ক্রোধ হনে না উঠায় মনে।
তাহাকে জানিল তবে দেব জনার্দ্দনে ॥
তবে ভীষ্মে ধনুর্বাণ এড়িলেক রথে।
গোবিন্দে কহিল কথা পুনি অর্জ্জুনেতে ॥
এহিকালে ভীষ্ম মার না করিয় ভয়।
শিখণ্ডী সহিতে হান মহা অস্ত্রচয় ॥
ভীষ্ম পর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
পয়ার সুগম কথা কহিল সঞ্জএ ॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে সঞ্জয়ের ঠাই।
মোর পুত্র অনাথ যে করিল গোসাঞি ॥
কহ দেখি কোন মত হৈল তার শেষে।
পূর্ব্বমত হিতকথা কহিলেক ব্যাসে ॥
সঞ্জএ কহন্ত তুহ্মি পুত্র কথা ধরি।
কপট সৈন্যাসী তুহ্মি কপট ব্রহ্মচারী ॥
অনর্থের মূল তুহ্মি কপটের ঘর।
তোহ্মার কারণে হৈল এথ অথন্তর ॥
পাণ্ডবেরে হিংসা করিলা নানামতে।
কপট ধার্ম্মিক তুহ্মি জানি তোহ্মার রীতে ॥
সেই দুঃখে সকল জিনিবা ধনঞ্জয়।
সে সব জানিবা তুহ্মি যত শোক হএ ॥
যুদ্ধ শুনিতে চাহ শুন কহি কথা।
কৃষ্ণ নিয়া দিল রথ ভীষ্ম আছে যথা ॥
ভীষ্মে অর্জ্জুনে যদি হৈল দেখাদেখি।
কুপিয়া অর্জ্জুনে হানে ভীষ্মক ধানুকী ॥
দিব্যবাণ হানি তাকে করিল জর্জ্জর।
যমের দোসর জান অর্জ্জুনের শর ॥
সহিতে না পারে ঘাও শান্তনুকুমার।
থর থর কম্পে অঙ্গ নারে সহিবার ॥
অর্জ্জুনে কহিতে লাগে শিখণ্ডীর তরে।
মহা মহা শর তুহ্মি আনয়ে সত্বরে ॥

তোহ্মার শরীরে ভীষ্ম না হানিব বাণ।
হানিতে না পারে সেই বিধির নির্ম্মাণ ॥
ভয় ত্যজ ভীষ্ম মার রাখ তোহ্মা যশ।
সংসার বেড়িয়া রৈভ তোহ্মার সাহস ॥
তাহা শুনি বাণ হানে দ্রুপদনন্দন।
কথাতে মৃগের হস্তে মৃগেন্দ্রনিধন ॥
তিল হেন লাগে বাণ ভীষ্ম বীর গাএ।
শৃকালের হাতে কথা গজের অপাএ ॥
তাহা দেখি হাসিয়া অর্জ্জুনে লৈলএ বাণ।
ভীষ্মেরে হানিতে লাগে পূরিয়া সন্ধান ॥
অর্জ্জুনের বাণসব যেন যমকাল।
গরুড় সমান বাণে করিল বেহাল ॥
কৃষ্ণ কহে এহি কালে মার ভীষ্ম বীর।
মরণ নিকটে জানি হইল অস্থির ॥
ধনুবাণ কুপি যদি ভীষ্মে লএ হাতে।
তবে তারে জিনিতে না পারে ত্রিজগতে ॥
এহি কালে ভীষ্ম মার নাহি লএ ধনু।
হানিয়া জর্জ্জর পায় করি তার তনু ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য বীর ধনঞ্জয়।
পারিতে পারিতে নাহি হানে সদয় হৃদয় ॥
বৎসদন্ত বাণ হানে ভীষ্মের যে বুকে।
মহাব্যথা পাইয়া ভীষ্মে চাহে উর্দ্ধমুখে ॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিতে শিখণ্ডী লএ বাণ।
ভীষ্মের বুকেত হানে পূরিয়া সন্ধান ॥
ভীষ্মের উপরে বাণ হানে শতে শতে।
শিখণ্ডী দেখিয়া ভীষ্ম ধনু না লএ হাতে ॥
ভীষ্মে কহে শিখণ্ডী পাপিষ্ঠ ছাড়মতি।
না হানিব মুঞি তোকে স্ত্রী ছার জাতি ॥
শরীর কাটিয়া যদি কর খান খান।
তথাপিহ তোহ্মারে আহ্মি না হানিব বাণ ॥
পাপিষ্ঠ শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের কারণে তোরে পাণ্ডবে বরিল ॥
তাহা শুনি শিখণ্ডী হানএ ক্রোধ মনে।
শতে শতে বাণ হানে ভীষ্মের যে হৃদে ॥

তবে অর্জ্জুনে হানে বাণ শতে শতে।
ফড়িঙ্গ পতঙ্গ হেন উড়ে আকাশেতে ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর পাইল মর্ম্মব্যথা।
লড় দিয়া যাএ ভীষ্ম দ্রোণ আছে যথা ॥
পড়িয়া পড়িয়া মোহে যাএ বারেবার।
এমত বিপাক ঠেকে দারুণ পাশার ॥
এহিমতে ভীষ্মবীরে মোহে বারে বার।
দেবের নির্ব্বন্ধ রাজা চাহে ফলিবার ॥
সম্মুখে শিখণ্ডী দেখি বাণ নাহি হানে।
মরণ নিকটে দেখে ভীষ্মমহাজনে ॥
কুপিয়া শ্রীহরি কহে শুন ধনঞ্জয়।
বল বুদ্ধি বিদ্যা তোহ্মার নাহিক নিশ্চএ ॥
হেন জন ছিদ্র পাইতে কাপুরুষে সহে।
তিনলোক জিনিয়াছে জানিয় নিশ্চয় ॥
হেন জন দুর্ব্বল দেখিয়া ক্ষেম রণে।
যাকে জিনি রাজ্য পাও না যাও অখনে ॥
আপনার ধর্ম্ম রাখ এহি কর্ম্ম করি।
অর্জ্জুনের তরে তবে কহিল শ্রীহরি ॥
গুরু বিপ্র হৈলে তভো প্রতিজ্ঞা পালিব।
জিনিলে ভুগিব রাজ্য মৈলে স্বর্গ হৈব ॥
পণ্ডিত হৈয়া তুহ্মি কহ মূর্খকথা।
দিব্য অস্ত্র জুড়িয়া কাটহ ভীষ্ম মাথা ॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ হৈল ধনঞ্জয়।
ধনুতে জুড়িয়া বাণ বহুল হানএ ॥
চারিবাণ হানিল ভীষ্মে মর্ম্মস্থানে।
আর ত্রিসত্তরি বাণ হানে ক্রোধ মনে ॥
সে বাণে বরিষে তনু করে ছট ফট।
লড়িতে না পারে ভীষ্ম পড়িল সঙ্কট ॥
ভীষ্মপর্ব্ব মহাপোতা সুধারসমএ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয় ॥

জনমেজয় কহে তবে সবিস্ময় মনে।
ত্রিলোক্যবিজই ভীষ্ম জিনএ অর্জ্জুনে ॥
ভএ কাতর ভীষ্ম চাহে চারিদিগে।
সেনাপতি কাতর দেখিয়া সৈন্য ভঙ্গে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহিলেক শুনিয়া তখনে।
দুর্য্যোধনে কি করিল দেখি ভয় মনে ॥
অর্জ্জুনে বা কি করিল শ্রীহরির স্থানে।
ই কথা শুনিয়া মোর রঙ্গ লাগে মনে ॥
মুনি বোলে সর্ব্বকথা শুনহ রাজন।
তাহা দেখি বিকল হইল দুর্য্যোধন ॥
শোকে দুঃখে পুত্র তোহ্মার বড়হি দুঃখিত।
মলিন বদন করি হইল চিন্তিত ॥
হেনকালে সঞ্জএ যে রণভূমি হৈতে।
সৈন্ধ্যাকালে আইলেক রাজার অগ্রেতে ॥
দ্বারী গিয়া জানাইল রাজার গোচর।
ক্রমাগত কহিল যুদ্ধের পরাপর ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে সূত কহ বিস্তারিয়া।
অর্জ্জুনে যে কি করিল ভীষ্মক জিনিয়া ॥
মোর পুত্রে কি করি পাই তাপ ভএ।
প্রসিদ্ধ আহ্মার রথী আহ্মার দলএ ॥
বিবেচিয়া কহ কথা শুন মহাশয়।
পয়ার সুগম কথা কহিল সঞ্জয় ॥

সঞ্জএ কহিল কথা ভীষ্মের হৈল ভঙ্গ।
পাণ্ডব কটকে করে গীত নানারঙ্গ ॥
তোহ্মা পুত্র দুর্য্যোধন মলিন বদনে।
শোকে দুঃখে অপমানে কহে দ্রোণস্থানে ॥
অশ্বত্থামা আদি করি যথ মহারথী।
ইসবেরে কহিলেক রাজা মহামতি ॥
অর্জ্জুনের হাতে ভীষ্ম হৈল পরাজয়।
দেখ দেখ গুরুপুত্র ই বড় বিস্ময় ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
পশুপতি প্রজাপতি আদি দেবগণ ॥
দৈত্য দানব আদি যত চরাচর।
রণে প্রবেশিলে হএ তাহার সমোসর ॥

এক অর্জ্জুনে দেখ সর্ব্ব সৈন্য জিনে ।
ভীষ্মে উপেক্ষিল রণ জানিলাম তখনে ॥
মোর বাপ ভাই কেহ দ্বারা নাহি হএ ।
তুহ্মি সর্ব্বের ভরসাএ পশিলুম রণয় ॥
যেই যার পক্ষবাদী তার চাহে যশ ।
প্রাণপণ করি সর্ব্বে করএ পৌরুষ ॥
তুহ্মি সর্ব্ব সৈত্যবাদী জানে সর্ব্বলোকে ।
ভীষ্মক যতনে রাখ দয়া কর মোকে ॥
আজি ভীষ্ম রাখহ জিনিয়া অর্জ্জুনক ।
পূর্ব্বে যেন দেবগণে মারিল তারক ॥
তোহ্মার পুত্রের হেন শুনিয়া কাকুতি ।
দ্রোণ আগু করিয়া চলিল সর্ব্বরথী ॥
দ্রোণে কহে দুর্য্যোধন তোহ্মাকে বুঝাই ।
পূর্ব্বে ভীষ্ম যথ কৈল তোর বাপের ঠাই ॥
অর্জ্জুন সমান বীর নাহিক ভুবনে ।
তোহ্মার দলে কেবা যুদ্ধা সম তার সনে ॥
পূর্ব্বে ভীষ্মের কথা না কৈলা প্রত্যয় ।
যথাএ কৃষ্ণ তথাএ জয় জানিও নিশ্চয় ॥
রণে যাইতে গান্ধারীকে কৈলা নমস্কার ।
আজ্ঞা কর মাও মোরে পাণ্ডব জিনিবার ॥
গান্ধারীএ তোহ্মাকে বলিল তুষ্ট মনে ।
যথাএ ধর্ম্ম তথাএ জয় জানিও নিশ্চএ ॥
তখনে মায়ের কথা না কৈলা প্রত্যয় ।
অর্জ্জুন সমান বীর নাই ভুবনয় ॥
প্রাণপণ করি যুদ্ধ করি আহ্মি সব ।
তথাপিহ দৈব হেতু জিনএ পাণ্ডব ॥
আহ্মি সবে নিত্য হারি তারা সবে জিনে ।
এতেকে বিপাক ঠেকে পাশার বিপাকে ॥
তথাচ তোহ্মারে দেখি করিবা মরণ ।
জয়ভঙ্গ দৈবাধীন শুনহ রাজন ॥
এহিমতে তোহ্মার পুত্রে করিয়া ভকতি ।
দ্রোণ অশ্বত্থামা চলে যথ মহারথী ॥
আর সব মহাবীর চলিল তখনে ।
চলিল তোহ্মার পুত্র বিষণ্ণ বদনে ॥

দ্রোণ অশ্বত্থামা চলে আর কৃতবর্ম্মা ।
ভগদত্ত ভূরিশ্রবা আর বীরব্রহ্মা ॥
সুশর্ম্মা যে সোমদত্ত বহ্লীক রাজা চলে ।
শকুনি সুবল রথী চলে কুতূহলে ॥
কৃপ জয়দ্রথ চলে করি নানাবন্ধে ।
জয়সেন বজ্রদন্ত ইসব প্রবন্ধে ॥
মণিমন্ত দিব্যবাহু দীর্ঘ যে লোচন ।
দশ লৈক্ষ হস্তী সঙ্গে চলে দুঃশাসন ॥
আর যত রাজা চলে সোদর শকুনি ।
শল্য মদ্রপতি চলে রাজা মহামুনি ॥
অলম্বুষ অনায়ুধ কেকয় প্রভৃতি ।
এহিমতে কোটি কোটি চলে মহারথী ॥
এহিমতে চলিল তোহ্মার যথ বীর ।
সে শব্দে আকাশ পূরি ভ্রমি যাএ চির ॥
সর্ব্ব আগে ভীষ্ম বীর পাছে দুর্য্যোধন ।
এহিমতে চলিল যথেক বীরগণ ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মের কুমার ।
আপনা কটকে রাজা লাগে কহিবার ॥
আজি ভীষ্ম অর্জ্জুনে হইব মহারণ ।
সমাই মিলিয়া যাও অর্জ্জুনসদন ॥
রাজার বচনে সব চলে রণস্থলে ।
যুধিষ্ঠির আগু করি চলিল সকলে ॥
ভীম সাত্যকি চলে প্রধান দুই রথী ।
দ্রুপদ বিরাট রাজা করিয়া সংহতি ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ দুই সিংহ সম ।
সুবল সুবাহু চলে বিষম বিক্রম ॥
নকুল যে সহদেব দুই মহারথী ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আগে চলে সৈন্য সেনাপতি ॥
যুধামন্যু উত্তমৌজা বীর জনে জনে ।
পুরোজিৎ রাজা চলে বড়হি দুর্জ্জয় ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বোলে দুই সৈন্য সমুচয় ।
কেবা কারে আগু গিয়া রাখিল রণয় ॥
এথ সব অথান্তর জিনে যাহা হনে ।
হেন যুধিষ্ঠির রাজা বুঝে কার সনে ॥

CENTRAL LIBRARY

শুনিয়া বিস্ময় হৈলুম অর্জ্জুনপৌরুষ।
মোর কোন বীর তাতে করিল সাহস॥
তবে রাজা দুই দল একত্রে মিশাএ।
প্রয়াগেত আছে যেন গঙ্গাযমুনাএ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা সেনা ভাগে ভাগে।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন হৈল পূর্ব্ব যুগে॥
যুধিষ্ঠির বোলে রোষে পাণ্ডবের সেনা।
আগু বাড়ি তোহ্মার কটকে দিল হানা॥
দ্রোণ দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন জুড়িলেক বাণ।
দ্রোণক হানিল বীর বজ্রের সমান॥
তখনে দ্রোণের রথ পাইয়া নিকট।
দ্রোণক হানিল তবে করিয়া প্রকট॥
অশ্বত্থামা সাত্যকি যে প্রধান ধানুকী।
আকাশেত দুই বীরে বাণে ঠেকাঠেকি॥
দ্রুপদে বাহ্লীক রণ দেখি লাগে ভএ।
দুই সমবায় যে দুই যে নির্ভয়॥
বিরাট রাজা আগু বাড়ি বান্ধিলেক ঘাটা।
ভগদত্ত হানে তাকে নালীক একগোটা॥
অশ্বত্থামা সমে যুদ্ধে বীর বৃকোদর।
না হইছে না হইব কভু এমত সমর॥
উলূক শকুনি বাপে পুত্রে যে যাইতে।
দুর্জ্জয় নকুলে তাকে রাখিলেক পথে॥
জয়দ্রথ দেখি অভিমন্যু যে কুপিত।
হানিয়া হানিয়া বাণে করিল মোহিত॥
ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়।
রাবণ সমান বীর রণে নাই ভএ॥
অলম্বুষ আদি করি যথেক রাক্ষস।
একা ঘটোৎকচে রাখে করিয়া সাহস॥
এহিমতে তোহ্মা সৈন্য পাণ্ডবেরা রাখে।
তবে দুই জনে রণ করএ কতুকে॥
দুর্যোধন দেখি তবে ধর্ম্মনরপতি।
চারিবারে চারি ঘোড়া কাটে শীঘ্রগতি॥
দুর্যোধন যুধিষ্ঠির হানে দশবাণে।
চারিবাণে চারি ঘোড়া কাটিল সন্ধানে॥
দুই পুরন্দর যেন রণভূমি মাজে।
রণভূমি দীপ্তি করে দুই জনের তেজে॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি যুদ্ধের আদি মূল।
মর্ম্ম ঘাএ দুর্যোধন হইল ব্যাকুল॥
বাণে ঘাএ দুর্যোধনে নাহি দেখে পথ।
তিন বাণে কাটিয়া পাড়ে দুর্যোধনের রথ॥
বিরথী রাজারে দেখি দ্রোণে আস্তেবেস্তে।
হাত ধরিয়া দুর্যোধন তুলিলেক রথে॥
তা দেখি পাণ্ডব সেনা করে সিংহনাদ।
সুখে দুঃখে তোহ্মার পুত্রে ভাবএ প্রমাদ॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় মনের কৌতুকে।
ঘোর সিংহনাদ করি কহে শ্রীহরিকে॥
দেখ দুর্যোধন জিনে ধর্ম্মনরপতি।
একেশ্বর কুরুপতি করিল বিরথী॥
বিষম সঙ্কট দেখি অতি ঘোর রণে।
নিজ রথে তুলি তাকে রাখিলেক দ্রোণে॥
এহি দেখ দ্রোণ রথ করিয়া সাজনে।
রাজাকে ধরিতে চাহে দুরন্ত ব্রাহ্মণে॥
শীঘ্র চালাও রথ নৃপতিসমাজ।
আহ্মি থাকিতে রাজা যুদ্ধে কোন কাজ॥
অর্জ্জুন বচনে রথ চালাএ নারায়ণ।
বায়ুগতি চলিলেক রাজার সদন॥
অর্জ্জুন দেখিয়া তোহ্মার সেনা কোপে জ্বলে।
দ্রোণ আদি বীর সব হৈয়া একমেলে॥
দুর্যোধন রাখ সব করিয়া যতন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
দশবাণে দ্রোণ হানে অর্জ্জুনের বুকে।
অশ্বত্থামা এ পঞ্চবাণে হানএ কৌতুকে॥
সোনাএ বান্ধিছে অষ্ট সুশাণিত বাণে।
হেন বাণে কৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনক হানে॥
সুশর্ম্মাএ দশবাণে কৃতবর্ম্মাএ সাতে।
ভূরিশ্রবা দশ বাণে হানএ নির্ঘাতে॥
ভগদত্ত সোমদত্ত আদি বীর যথে।
অর্জ্জুন উপরে বাণ হানে শতে শতে॥

CENTRAL LIBRARY

তখনে দেখিল সর্ব্ব পার্থ পরাক্রম ।
মহারথী হানে সর্ব্ব নাহি পরিশ্রম ॥
জিষ্ণু নামে বাণ হানে বোলে সর্ব্বলোকে ।
একে একে ধনঞ্জয় হানএ সমাইকে ॥
মেলিতে জুড়িতে বাণ নাহি লেখা জোখা ।
সব্যসাচী নাম তার করিল পরীক্ষা ॥
এক এক বীর গাএ বাণ কোটি কোটি ।
পৃথিবী ঢাকিল সেই না দেখিএ দৃষ্টি ॥
নির্ধূম অগ্নিএ যেন অর্জ্জুন কুপিত ।
দ্রোণের হাতের ধনু কাটিল মুষ্টিত ॥
তাহা দেখি অশ্বত্থামা হইল কোপিত ।
দ্বিরথ ধনু বাণ জোড়ে আচম্বিত ॥
মন্ত্র পঢ়িয়া বাণ ধনুকেত জোড়ে ।
সেই ধনু অর্জ্জুনে যে তিন বাণে ছিড়ে ॥
কৃপক যে চারিবাণে জয়দ্রথ সাতে ।
ভূরিশ্রবা দশবাণে হানিল নির্ঘাতে ॥
অর্জ্জুনের বিক্রমে পৃথিবী যাএ চির ।
আগু বাড়ি রহিল তোহ্মার অষ্ট বীর ॥
দ্রোণ অশ্বত্থামা আর কৃপ কৃতবর্ম্মা ।
দুর্য্যোধন আদি যে তোহ্মার বীর সমা ॥
অর্জ্জুন উপরে কৈল বাণ বরিষণ ।
একে একে অর্জ্জুনে হান জনে জন ॥
আর দুই বাণে জুড়ি ধনুক পাকাএ ।
একে একে সর্ব্ব রথী অর্জ্জুনে উড়াএ ॥
একে একে কৈল সর্ব্ব অর্জ্জুনে জর্জ্জর ।
মনিষ্যে সহিতে নারে অর্জ্জুনের শর ॥
কতক্ষণে অর্জ্জুনে ধনুতে জোড়ে বাণ ।
কাটিয়া সবের ধনু করে খান খান ॥
ধ্বজ পতাকা কাটে করের কোদণ্ড ।
অশ্বরথ কাটিয়া কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
ভীষ্মের সমুখে এথ করিল দুর্গতি ।
সেনাপতি এড়িয়া পলাএ অষ্ট রথী ॥
ইন্দ্র বিষ্ণু জিনে হেন বীর যে সকল ।
তা সভারে জিনিল অর্জ্জুন মহাবল ॥

স্বর্গে থাকি দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করে ।
তোহ্মার সকল সেনা পালাইল ডরে ॥
সকল জিনিয়া গেল ভীষ্মের অগ্রেতে ।
ভীষ্মেহ তাহার আগে না পারে রহিতে ॥
হানিয়া হানিয়া ভীষ্ম করিল জর্জ্জর ।
পলাইয়া যাইতে চাহে ত্যাজিয়া সমর ॥
অর্জ্জুন বাণের বিষে আর মনোদুঃখে ।
মোরে রাখ আগু বাঢ় এহি মাত্র ডাকে ॥
কাপিয়া কাপিয়া কহে রাও নাই যে মুখে ।
সিংহনাদ বায় বাজে পাণ্ডব কটকে ॥
স্থির হৈয়া ক্ষেণেক যে শান্তনুনন্দন ।
অর্জ্জুন নিকটে গেল করিবারে রণ ॥
তবে মহারণ হৈল পূর্ব্বের যে মতে ।
অর্জ্জুন প্রতাপ ভীষ্ম না পারে সহিতে ॥
দেবদত্ত মহাশঙ্খ বাহন্ত অর্জ্জুন ।
তাহা শুনি পাঞ্চজন্য বাহে নারায়ণ ॥
ধ্বজের বানরে ডাকে মহা ভয়ঙ্কর ।
তাহা শুনি তোহ্মার সেনার লাগে ডর ॥
হেনকালে অর্জ্জুনে যে ধ্বজ আছাড়িয়া ।
কোপে দশ বাণ জোড়ে আকর্ণ পূরিয়া ॥
অর্জ্জুনের মহা অস্ত্র তারা হেন ছোটে ।
বায়ু বেগে ভীষ্মের ললাটে গিয়া ফুটে ॥
আর চতুর্দ্দশ বাণ এড়ে ভাগে ভাগে ।
রথ ঘোড়া সারথি কাটিল বায়ুবেগে ॥
কুড়ি বাণে চারি ঘোড়া কাটিলেক বেগে ।
ষোল বাণে রথ কাটে ভীষ্ম বীর আগে ॥
হাসিয়া হাসিয়া ভীষ্ম করিল বিরথী ।
সঙ্কটে পড়িল তবে ভীষ্ম সেনাপতি ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন তোহ্মার কুমার ।
আর রথ নিয়া দিল ভীষ্ম আগুসার ॥
তবে দুর্য্যোধন কহে দ্রোণের গোচরে ।
ভীষ্ম বীর পরাভব দেখ বারে বারে ॥
পৃথিবী জিনএ ভীষ্ম এক ধনু শরে ।
হেন ভীষ্ম অর্জ্জুনে যে জিনএ সমরে ॥

তুহ্মি সব থাকিতে তান এথেক দুর্গতি।
ধর্ম্ম চাহিতে রাখ ভীষ্ম সেনাপতি ॥
সকল মিলিয়া রাখ আজি যে ভীষ্মকে।
শিখণ্ডী সহিতে আজি মার অর্জ্জুনক ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বেড়ি মার পাণ্ডব যাউক বনে।
ঝাটে চল গুরুদেব ভজিলাম চরণে ॥
এথাএ দ্রোণাচার্য্য কহে অশ্বত্থামা ভিতে।
ভীষ্মের মরণ আজি দেখিএ বিদিতে ॥
আজি হৈছে ভীষ্মের যে প্রতিজ্ঞাদিবস।
ভীষ্ম মারি অর্জ্জুনে পাইব মহাযশ ॥
নানামতে দেখি আজি বহু অমঙ্গল।
হস্তী ঘোড়া কান্দএ যে পৃথিবী সকল ॥
অকস্মাৎ বড় বড় ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে।
পশুপক্ষী অমঙ্গল নানা ডাক ছাড়ে ॥
আপনা রাখিয়া আজি করহ সমর।
ই বলিয়া যুঝিবারে চলে মহাবীর ॥
অর্জ্জুন বেড়িয়া হানে যথ মহারথী।
চতুর্দ্দিগে থাকি বাণ হানে শতাশতি ॥
দশ বাণে দ্রোণ হানে অশ্বত্থামা সাতে।
কৃপে দশবাণে তবে হানিল নির্ঘাতে ॥
পঞ্চবাণে জয়দ্রথে কৃতবর্ম্মা দশে।
ভুরিশ্রবাএ দশবাণে হানে চতুর্ভিতে ॥
ভগদত্তে তেরবাণ শল্য বীর সাতে।
অলম্বুষে দশ বাণ হানিল নির্ঘাতে ॥
অনায়ুধে পঞ্চবাণে হানে একে একে।
দুর্য্যোধন বাণ হানে গোবিন্দের বুকে ॥
পর্ব্বতেত পড়ে যেন বজ্র লাখে লাখে ॥
সর্ব্বজন অর্জ্জুনে যে নিবারে নিমেখে ॥
তাহার সাহস সব দেখে অর্জ্জুনের।
খণ্ড খণ্ড কৈল রথ সকল বীরের ॥
প্রলয়ের কালে যেন অর্জ্জুন কুপিত।
জনে জনে হানি তবে করিল মোহিত ॥
ধ্বজ ঘোড়া সারথি যে কাটিল সমাইর।
হাতের ধনু কাটে মুকুট মাথার ॥

এহিমতে তোহ্মার সেনার করএ দুর্গতি।
ভীষ্মের নিকটে রথ নিল শীঘ্রগতি ॥
গোবিন্দ কহন্ত তবে অর্জ্জুনের স্থানে।
ভালমতে ভীষ্মবীর মারহ যতনে ॥
শিখণ্ডী দেখিয়া ভীষ্মে মনে হৈল ভয়।
কি করিতে পার তুহ্মি সে বড় দুর্জ্জয় ॥
রথ কাটিয়া ভীষ্মের করহ পদাতি।
তবে সে মরিব সেই করহ শকতি ॥
গোবিন্দের বচনে অর্জ্জুনে কোপ করি।
ভীষ্মের উপরে বাণ হানে তরাতরি ॥
ভীষ্মে না হানএ বাণ শিখণ্ডী দেখিতে।
অর্জ্জুনে হানিল বাণ তাড়িয়া নির্ঘাতে ॥
আপনা মরণ চিনি রহে সেনাপতি।
প্রাণের কাতর হৈলে নাহিক শকতি ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণে কহে শুন ধনঞ্জয়।
শীঘ্র করি ভীষ্ম মার না করিয় ভয় ॥
সময় পাইলে তারে উপক্ষিএ কেনে।
না জানি কি হএ ভীষ্ম কোপিলে তখনে ॥
তোহ্মার কারণে ভীষ্ম ইছিল মরণ।
আপনে না মৈলে তারে মারে কোন জন ॥
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম মহাবীর।
দেবদ্বিজগুরুভক্ত নির্ভয় শরীর ॥
তাহারে মারি আহ্মার নাহিক শকতি।
দেবতা ব্রাহ্মণ তরে যে করে ভকতি ॥
এতেকে মারহ তারে স্নেহ পরিহরি।
ভীষ্মবীর মৈলে হৈসে হও অধিকারী ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ শক্তি নিক্ষেপিয়া।
নিকটে ভীষ্মক হানএ কুপিয়া ॥
পাশুপত শর সব করিয়া সন্ধান।
দশ বাণে দিব্য রথ কৈল খান খান ॥
দিব্য সুশাণিত বাণে কাটে দিব্য ধনু।
দশবাণে পুনি হানি কাটে শ্বেত তনু ॥
সেজার সমান ভীষ্ম বাণ ফুটিয়াছে।
সেকালে তোহ্মার সেনা কেহ নাই কাছে ॥

অন্ধকার করিয়া অর্জ্জুনে বাণ মেলে।
নাকে মুখে রক্ত পড়ে ঘর্ম্মএ কপালে॥
প্রলয়কালেতে যেন বরিষে মহাবেগে।
হেনমতে অর্জ্জুনেক বাণ চলে বেগে॥
সেজার শরীর যেন কণ্টকে বেষ্টিত।
হেনমতে হৈছে ভীষ্ম বাণে পূর্ণিত॥
ধারে রক্ত বহে গাএ শান্তনুকুমার।
থর থর কম্পে অঙ্গ নারে সহিবার॥
মাথা কাটিবার অস্ত্র জোড়ে ধনঞ্জয়।
বুঝিয়া গোবিন্দ কহে তার নিকটএ॥
কৃষ্ণে কহে পূর্ব্বকথা শুনহ অখন।
পিতৃর আজ্ঞাএ তবে ইছাএ মরণ॥
মস্তক কাটিলে না মরএ কদাচিত।
হানিয়া হানিয়া তাকে করহ মোহিত॥
শরজালে করিয়া রাখহ শরমাঝে।
তবে সে মরিব জান কাট কোন কাজে॥
কৃষ্ণের বচনে তবে চিত্ত করি স্থির।
চাক্ষুসিক অস্ত্র এড়ে পার্থ মহাবীর॥
এক অস্ত্র হাতে লৈতে শতেক জুড়িতে।
মেলিতে সহস্র হএ অযুত পড়িতে॥
এহিমতে ধনঞ্জয় জোড়ে মহাবাণ।
শ্রীরাম সমান বীরে করিল সন্ধান॥
অর্জ্জুন সমান বীর নহি ত্রিভুবনে।
একত্রে ফুটিল অঙ্গে কোটি কোটি বাণে॥
দেবগণে ভয় পাইল দেখি বাণবৃষ্টি।
শান্ত হৈয়া চাহে বীর স্তব্ধ হৈয়া দৃষ্টি॥
অর্জ্জুনের বাণ ফুটি রাও নাই সে মুখে।
কম্পিতে কম্পিতে বীর পড়িল ক্ষেণেকে॥
মর্ম্মে ফুটিয়া বাণ অর্জ্জুনের বেগে।
অস্ত্রাঘাতে সেই অঙ্গ রহিল আলপে॥
মুখেত না আইসে রাও ব্যথায়ে মোহিত।
বজ্রাঘাত হৈয়া যেন পড়িল ভূমিত॥
পৃথিবী টলিয়া যেন সুমেরু শুষিল।
দেবগণ মৈধ্যে যেন তারক পড়িল॥

দেখিয়া ভীষ্মের দুঃখ নামি রথ হৈতে।
ভীষ্মের নিকটে গেল কান্দিতে কান্দিতে॥
দারুণ ক্ষত্রিয় জাতি বড় নিদারুণ।
তোহ্মাকে মারিলম মুঞি পাপিষ্ঠ অর্জ্জুন॥
পাপিষ্ঠের কর্ম্ম কৈলুম ক্ষত্রিয় পাপ করি।
আপনে মরিব আহ্মি তোষানল করি॥
এহিমতে পার্থে কান্দে ভীষ্ম পাএ পড়ি।
যুধিষ্ঠির রাজা তবে আইলা শীঘ্রকরি॥
দুর্য্যোধন আইলেক কটক সঙ্গতি।
তার পাছে আইলেক পাণ্ডবের রথী॥
ভীষ্মের মরণে দ্রোণে পাইল বড় শোক।
ভীষ্ম শোকে দুই দলের কান্দে সর্ব্বলোক॥
ভীষ্মক বেড়িয়া কান্দে রথী দুই দলে।
মহাশব্দ উঠে যেন প্রলয়ের কালে॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রাজা যুধিষ্ঠির।
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পবিত্র শরীর॥
ধরিয়া ভীষ্মের পায়ে ধর্ম্মনরপতি।
চরণে ধরিয়া তান করিলেক স্তুতি॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা রহে জোড়হাতে।
যুধিষ্ঠির কহি ভীষ্ম লাগিল কহিতে॥
মনে কেনে ভাব শোক শুনহ বচন।
বাপ বরে হৈছে মোর ইছাএ মরণ॥
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু মৈলে জন্ম পুনি।
এতেকে সে মৃত্যু তরে না কান্দএ জ্ঞানী॥
তুহ্মিত ধার্ম্মিক রাজা না ভাবিও শোক।
জিনিলে বিপুল ভোগ মৈলে সর্ব্বলোক॥
দৈবে আহ্মারে মারে অর্জ্জুনের যশ।
তখনে পৃথিবীখান হৈল তোহ্মা বশ॥
এহি কথা কহে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির ঠাই।
হেনকালে তোহ্মার সেনা মিলে সেই ঠাই॥
দুর্য্যোধন আদি করি তোহ্মার কুমার।
ভীষ্মের নিকটে আসি লাগে কহিবার॥
বিলাপ করিয়া কান্দে তোহ্মার কটকে।
ভীষ্মে কহিল তবে দুর্য্যোধন রাজাকে॥

CENTRAL LIBRARY

আহ্মার বচন পূর্ব্বে না শুনিলা বাপ।
অখনে কান্দিয়া কেনে পাও মনস্তাপ॥
দৈবে নিয়োজিত মোর হইছে মরণ।
যাবত করিবা রণ রহিব জীবন॥
উত্তরায়ণে মৃত্যু শুনহ আহ্মার।
এহিমতে শরসজ্জা হইব অনাহার॥
আর এক কথা কহি কর অবধান।
যুধিষ্ঠির সনে প্রীতি করহ সন্ধান॥
তখনেই ভাল আছে শুনহ বচন।
মোর বাক্য না লঙ্ঘিব সেই পঞ্চজন॥
তার সঙ্গে তোহ্মারে করিএ প্রীতিযোগ।
একত্র হৈয়া তুহ্মি কর রাজ্য সুখ॥
তাহা শুনি পুত্রে তোহ্মার না দিল উত্তর।
জানিয়া কহিল তবে ভীষ্মধনুর্দ্ধর॥
মস্তক পড়িছে ভূমি শিয়র দেয় আনি।
বড় তৃষ্ণা লাগিয়াছে খাইতে দেয় পানি॥
দুর্য্যোধন শুনি তবে ভীষ্মের কথন।
সোবর্ণ ভৃঙ্গারে জল আনিল তখন॥
দিব্য উপাধান দিল শিয়র দিবার।
তা দেখি ভীষ্ম বীরে লাগে কহিবার॥
তৃষ্ণা সময়ে নহে ভৃঙ্গারের জলে।
সুখের সময় নহে উপাধান শিরে॥
অর্জ্জুন দেখিয়া ভীষ্ম কহিবারে লাগে।
একখানি কথা তুহ্মি শুন আসি আগে॥
তৃষ্ণা যাএ হেন জল তুহ্মি দেয় মোকে।
শিয়র আনিয়া দেয় মাথা রাখিবাকে॥
অর্জ্জুনে বুঝিয়া তান মনে যথ কথা।
পঞ্চবাণ হানিয়া তেরছে রাখে মাথা॥
জুড়িয়া বরুণ অস্ত্র পৃথি হানি মুখে।
ভোগবতী জল আসি পড়ে ভীষ্ম মুখে॥
তুষ্ট হৈয়া বর দিল শান্তনুকুমার।
ভৃগুপতি অস্ত্র দিল তারে আপনার॥
তিনলোকে বীর নাই সমান তোহ্মার।
পৃথিবীতে বিষ্ণুরূপ তুহ্মি অবতার॥
তোহ্মার সহিতে বাদ করে দুর্য্যোধন।
একত্রে হইব নাশ যথ বন্ধুগণ॥
তুহ্মি হেন বীর যাতে গোবিন্দ সারথি।
ইবা কোন জিনিতে পারহ পশুপতি॥
অর্জ্জুন সাহস রাজা দেখি ততক্ষণ।
কম্পমান হইল তোহ্মার সেনাগণ॥
অস্ত্র পাইয়া ধনঞ্জয় অতিশয় জ্বলে।
শরতের চন্দ্র যেন গগনমণ্ডলে॥
তবে পঞ্চভাই তানা প্রণাম করিয়া।
জোড়হস্তে কহে তবে ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥
নানামতে ভক্তি করি বন্দিল চরণে।
প্রদক্ষিণ জোড়হাতে রহে পঞ্চজনে॥
রক্ষক থুইয়া স্তুতি করিলা বিস্তর।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল নৃপবর॥
তোহ্মার পুত্রে বিলাপ করএ জোড়হাতে।
প্রণাম করিয়া চলে অনাথের মতে॥
তবে দুই সেনা চলে আপনা গড়এ।
তোহ্মার সকল সেনা গেল পাই ভএ॥
ভীষ্ম পর্ব্ব নানা রস ভীষ্মবধ হএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়ে॥

এথা রাত্রিকালে যথ স্বর্গ বিদ্যাধরী।
ভীষ্মর উপরে আসি পুষ্প বৃষ্টি করি॥
নানা সুগন্ধি যে কুঙ্কুম চন্দন।
নানামতে করিলেক পুষ্প বরিষণ॥
এথাএ ধৃতরাষ্ট্র শুনি ভীষ্মের মরণ।
সিংহাসন হৈতে রাজা নামিল তখন॥
মূর্চ্ছিত হৈয়া রাও না আইসে মুখে।
জিজ্ঞাসিতে শক্তি নাই কান্দে মনোদুঃখে॥
কান্দিতে কান্দিতে শক্তি নাই কহিবার।
বজ্রাঘাত হৈল যেন সে অন্ধ রাজার॥
সঞ্জয়ে বিদুরে জল ঢালিল শিরএ।
খাটে নিয়া দুইজনে ধরিয়া তোলএ॥

চামরে বিচিয়া রাজা বৈসাইল খাটে।
কহিতে লাগিল দুই জানিয়া সঙ্কটে॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র রাজা ভীষ্মের মরণ।
শিখণ্ডীক আগু করি জিনিল তখন॥
তিন লোক জিনিয়াছে শান্তনুকুমার।
পাশার কারণে হেন জন যাএ মার॥
পাণ্ডবে হিংসা যে করিলা নানা ছলে।
সেই সব পাপ রাজা এথ দিনে ফলে॥
অর্জ্জুনের প্রতাপে কাপএ বসুমতী।
ভীম সাত্যকি যে প্রধান দুই রথী॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ দুই কাল সম।
নকুল সহদেব দুই ইন্দ্রের উপম॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ভীষ্ম দ্রোণের অন্তক।
পাঞ্চাল পাণ্ডব মৎস্য দুর্জ্জয় কটক॥
প্রসিদ্ধ যে মহারথী পাণ্ডবের গণ।
পৃথিবী জিনিতে পারে এক এক জন॥
বলেবীর্য্যে সে সকল অতি ধর্ম্ম বলে।
ভীষ্ম মারি অর্জ্জুনে কৃষ্ণের ঠাই বলে॥

যুধিষ্ঠির-অর্জুনের শোক :
ভীষ্মের উপদেশ

দেখ কৃষ্ণ পিতামহের এতেক দুর্গতি।
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় অতি শুদ্ধ মতি॥
শিশুকালে আহ্মি সব বাপের সংহতি।
পঞ্চভাই বাপ মাও এহি অষ্ট ব্যক্তি॥
দৈবযোগে বাপ মোর পরলোক হৈল।
বার্ত্তা পাইয়া পিতামহে আহ্মি সব নিল॥
পিতৃকার্য্য করাইল নানাবিধিধর্ম্ম।
প্রতিপালন কৈল যত ইতিকর্ম্ম॥
নানাশাস্ত্র পঠাইল পালিল যতনে।
সর্ব্বকালে দয়া কৈল শাস্ত্রের বিধানে॥
প্রতিদিন রণকালে মোর জয় চাহে।
মর্ম্মস্থানে না হানিল বিশেষ দয়াএ॥
সংসার জিনিয়া যার অতুল যে কীর্ত্তি।
শিখণ্ডী তাহারে মারে অতি দৈবগতি॥
ভীষ্মের মরণে মোর শরীর দগধে।
চণ্ডালের কর্ম্ম মুঞি করিলম মুগধে॥
এথ কহি ধনঞ্জয়ে মন দুঃখে কান্দে।
কোল দিয়া পুনি তাকে সান্ত্বাএ গোবিন্দে॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
রথ গতি গেল যথা পার্থ জনার্দ্দন॥
ভীম সাত্যকি আদি এহি পঞ্চজন।
ভীষ্মের নিকটে গেল মলিন বদন॥
রথ হতে নামিয়া যে সেই পঞ্চ ব্যক্তি।
ভীষ্মের চরণে ধরি করে বহু স্তুতি॥
ধরিয়া ভীষ্মের পাএ সদয় হৃদয়।
জোড়হস্ত করি কহে করিয়া বিনয়॥
মুঞি অভাগ্যের দোষে তোহ্মার মরণ।
না করিব রাজ্য আহ্মি পুনি যাইব বন॥
ই বলিয়া যুধিষ্ঠির বনে যাইতে চাহে।
তা দেখি ভীষ্ম বীর ডাকিয়া রহাএ॥
ভীষ্মে কহে যুধিষ্ঠির না করিয় শোক।
রণ জিনি রাজ্য কর পাল সর্ব্বলোক॥
ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধমাত্র ধর্ম্ম।
দান যজ্ঞ তপস্যাতে আদি যত কর্ম্ম॥
জন্মিলে সকল প্রাণী অবশ্য মরণ।
মরণের ভয় কেবা করে সাধুজন॥
তুহ্মি ধার্ম্মিক রাজা পুণ্যের শরীর।
মাঞাএ মোহিত কেন হও যুধিষ্ঠির॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
চারি জাতি হৈল যে ব্রহ্মাতে উৎপত্তি॥
যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন।
দান প্রতিগ্রহ আদি কর্ম্ম নিয়োজন॥
ব্রাহ্মণ যে এহি ছয় কর্ম্ম অধিকারে।
সকল প্রাণীরে দয়া করিবার তরে॥
বাহুবলে ক্ষত্রিয় সবে সংসার পালিব।
যতে দুরন্ত বৈরী তাহাকে মারিব॥

CENTRAL LIBRARY

বৈশ্য ধর্ম্ম বহুবিধ সংযোগ করিয়া ।
করিব ব্রাহ্মণ সেবা এক চিত্ত হৈয়া ॥
শূদ্রে ধর্ম্ম করিব ব্রাহ্মণ সেবা করি ।
করিব ব্রাহ্মণ সেবা শাস্ত্র অনুসারি ॥
তোহ্মাকে কহিল আহ্মি চারি জাতি ধর্ম্ম ।
যুদ্ধ জিনি রাজ্য কর এহি সে সুকর্ম্ম ॥
এথ কহি ভীষ্মে সব করিল প্রবোধ ।
যার যেই মতে গেল কুরু পাণ্ডু যোধ ॥
তবে গেল দুই দল আপনা গড়এ ।
ভীষ্মবধ সাঙ্গ এহি শুন মহাশয় ॥

এথাএ শরসজ্জা করি আছে বীর ।
সৈত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পবিত্র শরীর ॥
ধ্যানমন হৈয়া ভীষ্মে আছে যোগধ্যানে ।
তাহানে বাখান করে সর্ব্ব দেবগণে ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃত লহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি ॥
ভীষ্ম পর্বে ভীষ্মবধ সাঙ্গ এথ দূরে ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভবতরিবারে ॥
যে কথা শুনিলে হএ মোক্ষদাতা ।
অতিশয় পুন্তি কথা ব্যাসের কবিতা ॥

CENTRAL LIBRARY

দ্রোণ পর্ব

CENTRAL LIBRARY

দ্রোণ পর্ব

ভীষ্মের পতনে শোকের ছায়া

ভীষ্ম পর্ব্ব কথা যদি হৈল সমাধান ।
দ্রোণ পর্ব্ব কথা কহে নৃপতির স্থান ॥
ভীষ্ম পর্ব্ব কথা শুনি রাজা জনমেজয় ।
কতুকে পুছএ রাজা মুনির পাশএ ॥
কোনমতে ধৃষ্টদ্যুম্নে দ্রোণক মারিল ।
তাহা শুনি ধৃতরাষ্ট্রে কোন কর্ম্ম কৈল ॥
দুর্য্যোধনে কি করিল কহ দ্বিজোত্তম ।
পাণ্ডব মারিয়া রাজ্য চাহিল অধম ॥
পুনরপি মুনি কহে রাজার গোচরে ।
আরম্ভিল তবে দ্রোণ পর্ব্ব কহিবারে ॥
সঞ্জয়ের মুখে রাজা শুনি ভীষ্মবধ ।
তাহা শুনি ধৃতরাষ্ট্রে হৈল স্তব্ধবৎ ॥
তা দেখিয়া কি করিল পুত্র দুর্য্যোধন ।
কহত সঞ্জয় মোতে যত বিবরণ ॥
সঞ্জএ আহ্মার পুত্র হয় মহামানী ।
ভীষ্ম পড়িল যদি কি করিল পুনি ॥
হেন পুত্র হৈল মোর অনাথের মতে ।
সর্ব্ব কর্ত্তা ভীষ্ম বীর পড়িল রণেতে ॥
শুন কহি সঞ্জএ কহিএ মহারাজ ।
তোহ্মার কুবুদ্ধি হৈতে ফলে এথ কাজ ॥
আগে এহি অমঙ্গল হইল প্রথমে ।
ভীষ্মবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে পড়ে সংগ্রামে ॥
কুরুসৈন্য প্রতি কাল উপস্থিত হৈল ।
শুন কহি তারপরে যে কর্ম্ম করিল ॥
ক্ষত্রিধর্ম্মে বীর সব নিন্দে নানামতে ।
মৃত্যুকলা পুত্র তোহ্মার কান্দিতে কান্দিতে ॥
রাহুপীড়া সূর্য্য যেন দিবসের শশী ।
যেন মেঘে আচ্ছাদিছে বসন্তের নিশি ॥
কমলের জল যেন করে টলমল ।
ভয় শোকে পুত্র তোহ্মার হইল পাগল ॥
পুনি পুনি কান্দে রাজা ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ।
ই ভীষ্ম পড়িল যদি হইল হতাশ ॥
কি করিলে কি হইব কিছু নাই জ্ঞান ।
হইল তোহ্মার পুত্র উন্মত্ত সমান ॥
পঞ্চদিন যুদ্ধ করি দ্রোণের মরণ ।
এহিমতে জিনিল পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে সূত কহ ভালমতে ।
বিবেচিয়া কহ সূত মুঞি অভাগ্যতে ॥
সঞ্জএ কহত রাজা শুনহ কথন ।
শুন কহি যেইমতে হৈল পুনি রণ ॥
কৌরবসেনাতে যদি ভীষ্ম যে পড়িল ।
অসুরকটকে যেন বালী বন্দী কৈল ॥
ভীষ্ম পড়িল যদি পাণ্ডবের জয় ।
হাহাকার করি সবে চিৎকার ছাড়এ ॥

ভীষ্ম সকাশে কর্ণ

পূর্ব্বে কর্ণক ভীষ্মে অর্দ্ধ রথী গণে ।
সেই কোপে দশ দিন কর্ণ না গেল রণে ॥
ভীষ্ম পড়িল এথা কৌরব কাতর ।
পুনি কর্ণ মহাবীর আইল সমর ॥
শল্যে কহে কর্ণ রাখ সকল তোহ্মার ।
ই বলিয়া ডাক ছাড়ে সকল যোহ্মার ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে কর্ণ যে আসিয়া ।
কেমত ভরসা দিল কহ বিস্তারিয়া ॥

মহা ভয় পাইয়া পুত্রে কর্ণক ডাকএ ।
কর্ণে কি বলিল আসি সৈন্যের মৈধ্যএ ॥
আহ্মার পুত্রের কিবা জয় হৈল রণে ।
কহত সঞ্জএ এবে শুনিএ শ্রবণে ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা ভীষ্ম মৈল শুনি ।
কৌরবদলেত কর্ণ আইল আপনি ॥
আজি সহিব আহ্মি সংগ্রামের ভার ।
ভীষ্ম মৈল কেবা আছে আহ্মি বিনে আর ॥
নানাবিধি অস্ত্র আহ্মা দিছে ভৃগুরামে ।
অর্জ্জুনের গর্ব্ব আহ্মি ভাঙ্গিমু সংগ্রামে ॥
তার সনে যুঝে হেন কেবা আছে আর ।
ই বলিয়া কর্ণ বীর লাগে কান্দিবার ॥
দিব্যঅস্ত্র শাস্ত্রেত পণ্ডিত উপকারী ।
হেন ভীষ্ম মৈল দেখি সসৈন্য ভিখারী ॥
আজি মজিব সেনা কৌরব পাণ্ডব ।
ভীষ্ম বীর রণে পড়ে ধিক ক্ষেত্রী সব ॥
কর্ণের ক্রন্দনে রাজা তোহ্মা পুত্রগণ ।
শত ভাই সমে কান্দে রাজা দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণ কর্ণ কৃতবর্ম্মা বীর আদি যথি ।
অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা বিকর্ণ মহামতি ॥
এহি সব বীর কান্দে কৌরবের গণ ।
ভীষ্মবীর করি সবে করএ ক্রন্দন ॥
গলাগলি করে তবে কান্দে রাজধানী ।
তখনে পাণ্ডব সেনা করে জয়ধ্বনি ॥
পুনি রণ করিতে পাণ্ডবে পাএ যশ ।
তোহ্মার সৈন্যের কর্ণে দিলেক ভরস ॥
তুহ্মি সব জিতে দেখ ভীষ্মের মরণ ।
এতেকে সংসারে জানি অনিত্য জীবন ॥
অর্জ্জুন প্রতাপ কেহ সহিতে না পারে ।
আহ্মি আজি নিবারিব সে বীর সমরে ॥
অনিত্য সংসার দেখি মুঞি কৈলুম ভার ।
ভীষ্ম মৈলে মুঞি পরে কেবা আছে আর ॥
পাণ্ডব মারিয়া আহ্মি রাখিএ সুকীর্ত্তি ।
নতুবা পাণ্ডব হাতে যমের বসতি ॥

ধর্ম্মপুত্র জানিএ নৃপতি যুধিষ্ঠির ।
ভীমে বল ধরে দশ সহস্র হস্তীর ॥
ইন্দ্রের কুমার হএ অর্জ্জুন পাণ্ডবে ।
মহাবলবন্ত যেন নকুল সহদেবে ॥
সাত্যকি যে দৃষ্টদ্যুম্ন আপনে শ্রীহরি ।
ত্রৈলোক্য একত্র হৈলে জিনিতে না পারি ॥
কাপুরুষে তাহা দেখি বাহুড়িয়া আইসে ।
যমের সাক্ষাতে কিবা মরণ তরাসে ॥
মিত্রের কারণে কুরু রক্ষার অন্তর ।
পাণ্ডবের কটক জিনিমু একেশ্বর ॥
স্ত্রী বৃদ্ধাদি যত ক্রন্দনের রবে ।
দুর্য্যোধন শোক দেখি মোর প্রাণ দ্রবে ॥
মিত্রেরে দিবাম কার্য্য মারিয়া পাণ্ডব ।
সারথি সহিতে রথ কাটে আন সব ॥
মণি রত্ন কবচ যুদ্ধের পরিবার ।
রথ সজ্জ আন এহি টোপর সোনার ॥
অগ্নিসম ধনু আন সর্পসম শর ।
হেন জাঠি তোল নিয়া রথের উপর ॥
ভাল ভাল ধনু শর তোল নিয়া রথে ।
খাড়া জাঠি তোল নিয়া বাণ শতে শতে ॥
সোবর্ণ জড়িত শঙ্খ তোলহ যতনে ।
নানাবর্ণে রথ সাজাও লোহিত লোচনে ॥
শানেত ঘষিয়া বাণ করিয়া চিকণ ।
পুষ্প মালা আদি তোল যথ আভরণ ॥
জোড়হ কুসুম ঘোড়া নানা রত্ন সাজে ।
মণিরত্ন কুণ্ডল সোনার কবচে ॥
নানারত্নে শোভা করে অতি দীপ্তি করি ।
সেই রথে তোল নিয়া সকল সম্ভার ॥
যাত্রাকালে সম্ভার কর আন দ্বিজগণ ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আন রজত কাঞ্চন ॥
সেই মতে রথ আন সাজাএ সারথি ।
নানারত্নে রথখান আনে শীঘ্রগতি ॥
নাগধ্বজ বাণ দিল রথের উপর ।
প্রবর্ণ চম্পকধ্বজ দেখিতে সোন্দর ॥

CENTRAL LIBRARY

সাজিলেক কর্ণ বীর যুদ্ধ সজ্জ হইয়া।
রথেত চড়িল বীর ধনু হাতে লৈয়া॥
রথে চড়ি কর্ণবীর মহাদর্প করে।
মহাদেব সাজে যেন কৈলাসশিখরে॥
সারথি চালাএ রথ অতি শীঘ্রগতি।
রথে চড়ি কর্ণ বীর চলে সত্বরি॥
ভীষ্মের সহিতে কিবা যাই যমালয়।
নতুবা পাণ্ডবসেনা মারিএ নিশ্চএ॥
জয় শব্দে আনন্দে চলিল দিব্যরথে।
রণে চলে শরশয্যা ভীষ্মক দেখিতে॥
সম্ভ্রমে নামিয়া কর্ণে ভীষ্ম পাএ পড়ি।
কহিতে লাগিল কর্ণে হই হাতজুড়ি॥
অয়ে ভীষ্ম মুঞি কর্ণ চাহ ভালমতে।
পুণ্য শুভ কথা কহ আহ্মার অগ্রেতে॥
ব্যূহে আর বীর নাই আহ্মি না থাকিতে।
কৌরব রক্ষিতা আর নাই আজি হৈতে॥
আজি হৈতে পাণ্ডবের বৈরীকুল ক্ষএ।
অর্জ্জুনের কোপ আজি কেহ নাহি সহে॥
আজি পাণ্ডবের শব্দ ভাঙ্গিব কৌরব।
অর্জ্জুন সাক্ষাতে আজি নাহি বীর সব॥
অর্জ্জুন আনন্দ কৃষ্ণ আপনে সারথি।
কৌরবের সকল আজি কাটিবেক রথী॥
তুহ্মি পরে অর্জ্জুনের আর নাহি সহে।
তাহারে জিনিতে নারে ই তিনলোকএ॥
তুহ্মি তাক না জিনিলা কে জিনিব আর।
দৈবকীর পুত্রে তারে রাখে বারে বার॥
ভৃগুপতি জিনিয়া অর্জ্জুন হৈছে শূর।
মোর হাতে আজি তার দর্প হৈব চুর॥
পুনি পুনি এথ শুনি কর্ণের বচন।
তবে ভীষ্ম বীরে তারে কহিল কথন॥
কর্ণ তুহ্মি হৈলা আজি কৌরবের পতি।
এতেকে সাহায্য কর তুহ্মি মহামতি॥
শত্রুগণ ক্ষয় করি বাড়ায় বান্ধব।
বাহুবলে আজি তুহ্মি জিনহ পাণ্ডব॥
পূর্ব্বে তুহ্মি বহুদেশ জিনিছ সমরে।
দুর্য্যোধন তুষ্টি তুহ্মি দেও মহাবীরে॥
যেনমতে বান্ধবের তুষ্ট হএ মনে।
পাণ্ডব জিনিয়া রাজা দেও তান স্থানে॥
সবান্ধবে কৈল্যাণে আসিয়া কর রণ।
কুরুসেনা সঙ্গে করি রাখ দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন মহারাজা তুহ্মি তার সখা।
ধর্ম্ম সম্বন্ধ মৈধ্যে তুহ্মি নাতি লেখা॥
দুর্য্যোধন যেন তুহ্মি তেহেন আহ্মার।
সকল সমান হেন সকল আহ্মার॥
আজি সৈন্য পাল তুহ্মি রাখ কুরুগণ।
আপনা শরীর হেন রাখ দুর্য্যোধন॥
এতেকে শুনিয়া কর্ণ ভীষ্ম নমস্কারে।
রথে চড়ি আইল কুরুসৈন্যের গোচরে॥
দুর্য্যোধনে কহে তবে হরিশ হইয়া।
আজি পাণ্ডবের সৈন্য মার তুহ্মি গিয়া॥
সম্প্রতি উচিত কর্ম্ম ভার কর আগে।
তাহা শুনি কর্ণ বীরে কহিবারে লাগে॥
তুহ্মি সে পণ্ডিত রাজা তোহ্মার বলে যুঝি।
তুহ্মি যাতে কহ রাজা তাতে আহ্মি বুঝি॥

দ্রোণের সেনাপতিত্বে অভিষেকের মন্ত্রণা

দুর্য্যোধনে কহে ভীষ্ম ছিল সর্ব্বগুণে।
দশ দিন কটক পালিল নিজরণে॥
বহুল যুঝিয়া তান হৈল হেন গতি।
কেবা আজি মোর দলে হৈব সেনাপতি॥
কাণ্ডারী বিহিনে যেন নৌকা নাহি সুখ।
পথ হারাইয়া যেন পথিকের দুঃখ॥
হইব সকলে দুঃখ বিনে সেনাপতি।
এতেকে সাহায্য কর তুহ্মি মহামতি॥
এবে কহ ভীষ্মশেষে যোগ্য কোনজন।
তাকে সেনাপতি করি কহ তুহ্মি কর্ণ॥

কর্ণে বোলে সেনাপতি যোগ্য কোনজন।
কুলে শীলে ধনুর্দ্ধর সেই মহাজন॥
এতেকে কহিএ রাজা কর অবধান।
সেনাপতি করিতে করহ অনুষ্ঠান॥
সর্ব্বসৈন্যের বল পুনি যেই বীরে ধরে।
সেই সেনাপতি জান হইব সমরে॥
কুলে শীলে শ্রেষ্ঠজন যেই মহাজন।
সেই সেনাপতি যোগ্য শুনহ বচন॥
চারি ধর্ম্ম জাতে বৈসে কুলধর্ম্ম অতি।
সর্ব্বসৈন্য চালএ যে যে মহামতি॥
বেদেত পারগ চারি শাস্ত্রেত পণ্ডিত।
সেনাপতি হইবারে সেই সে উচিত॥
সেনাপতি যোগ্য এক আছে তোহ্মা দলে।
কুলে শীলে আছে সেই সর্ব্বশাস্ত্র বলে॥
সভা হৈতে বীর্য্যবন্ত দ্রোণ মহাসুর।
মহাবলী দ্রোণাচার্য্য সমরে প্রচুর॥
দ্রোণের সাক্ষাতে কেবা হৈব সেনাপতি।
দ্রোণে যুঝিতে সর্ব্ব যুঝিব সংহতি॥
তাকে আনি সেনাপতি কর দুর্য্যোধন।
সকল কটক মিলি কহত অখন॥
জাতিকুলে বড় শ্রেষ্ঠ বলবন্ত বলে।
উপাএ জানন্ত বহু দ্বিজ বড় বলে॥
কোপে চাহিলে পারে ভস্ম যে করিতে।
দ্রোণ সনে কে যুঝিব দাড়াইয়া অগ্রেতে॥
দৃষ্টি সংহারিতে পারে কহি যে পাণ্ডব।
পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা মারিবেক সব॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সব তোহ্মা বশ।
তাহা লৈয়া শত্রু জিন দ্রোণের ভরস॥
অর্জ্জুন জিনিয়া রাজা দিবাম তোহ্মারে।
সম্প্রতি উচিত কর্ম্ম কর নৃপবরে॥
আগে চল তুহ্মি যেন কার্ত্তিক কোয়র।
পাছে আহ্মি সব যাইব তোহ্মা অনুবল॥
তুহ্মি আহ্মি হৈলে ভয় নাই অর্জ্জুনের।
সবান্ধবে জিনিব মারিব সকলের॥

এহিকথা কহিতে যথেক বীরগণ।
সিংহনাদ তখনে হইল ঘন ঘন॥
সকল কটক দ্রোণে প্রশংসিয়া বোলে।
দুর্য্যোধন মহারাজ যুঝিবারে চলে॥
দ্রোণে কহে রাজা যথ পাণ্ডব পাঞ্চাল।
একপথে পরে সব গ্রাসিবেক কাল॥
দ্রোণের সম্মতি পাইয়া রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণ সেনাপতি করি চলিলেক রণ॥
পঞ্চ দিন যুঝি তবে দ্রোণের হৈল ক্ষয়।
দ্রোণক মারিল ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
পাণ্ডব পাঞ্চাল চারি অক্ষৌহিণী মারি।
তার পাছে দ্রোণ বীর গেল ব্রহ্মপুরী॥
তাহা শুনি বৃদ্ধরাজ কহিতে লাগিল।
হেন দ্রোণ রণে পড়ে জীবন বিকল॥
এথ সর্ব্ব বীর ছিল দুর্য্যোধন সৈন্যে।
তথাপিহ দ্রোণে মারে পাপ ধৃষ্টদ্যুম্নে॥
দ্রোণক মারিতে কেবা ধাএ আগু হৈয়া।
কেবা পৃষ্ঠে দক্ষিণে কেবা আছিল বেড়িয়া॥
কেবা তাতে ভঙ্গ দিল হইয়া কাতর।
কেবা তাতে আগু হৈয়া করিল সমর॥
সকল পড়িয়া দ্রোণে পড়িল সমরে।
তাতে ভঙ্গ না করিল কোন শিষ্টাচারে॥
দ্রোণ যাইতে প্রাণ যায় শুনরে সঞ্জএ।
কি করিল তাহা দেখি পুত্র পাপাশএ॥
দুঃখিত কার্য্য দ্রোণে দিতে চাহে প্রাণ।
বড় ভাগ্যে পুত্রের কারণে হৈল আন॥
দ্রোণ বৃহস্পতি সম শাস্ত্রেত নিপুণ।
দিব্য শাস্ত্র জানে দ্রোণ বলে নহে উন॥
সঞ্জএ কেমতে হৈল তাহার মরণ।
বিবেচিয়া কহ শুনি তাহার কথন॥
সে যে মহা তুরঙ্গম বিক্রমে বিশাল।
যথেক ঘোটক মৈধ্যে দ্রোণক ঘোড়া ভাল॥
সোনার কবচ গাএ দিব্য অস্ত্র সহে।
সংগ্রামেত কদাপি তাহার নাহি ভএ॥

ব্যথা নাহিক তার শ্রান্ত নাহি হএ।
বায়ুগতি ধাএ সর্ব্ব অতি শব্দময় ॥
সিংহসম সেই ঘোড়া দেখিএ জুড়িতে।
কে মারিল হেন ঘোড়া পড়িল কেমতে ॥
কেমতে যুঝিল ভরদ্বাজের নন্দন।
তান সনে কোন জনে করিলেক রণ ॥
কেবা রহিল তাতে সমর দেখিয়া।
ভয় পাইয়া কোন জন গেল পালাইয়া ॥
বিবেচিয়া কহ আগে মুঞি অভাগোরে।
ভাগ্যবন্ত যুধিষ্ঠির দুর্জ্জয় শরীরে ॥
কোপে চাহিলে পারে ভস্ম করিবারে।
দ্রোণক ধাইয়া যায়ে হাতে ধনুশরে ॥
মোর কোন বীর আছে ধাইল সমরে।
কোন বীর রহিলেক দ্রোণ আগুসারে ॥
বাণ বরিষণ যদি করিল অর্জ্জুনে।
স্থির হৈয়া কোন বীর সহিল সমরে ॥
আকাশ ভাঙিল যদি বাণে ধনঞ্জয়।
তাতে কোন বীর রহে না করিয়া ভয়ে ॥
ধনুকের শব্দে যদি ভাঙ্গিল কটক।
কেবা তাতে পলাইল এড়িয়া দ্রোণক ॥
প্রবিষ্ট গাণ্ডীব হাতে ধানুকী অর্জ্জুন।
তাহাতে শ্রীহরি রথে আছএ দ্বিগুণ ॥
সোন্দর শরীর যদি রণেতে প্রমাদ।
নকুল ধাইল রণে ছাড়ি সিংহনাদ ॥
মোর কোন বীর তাকে রাখিল সমরে।
সহদেব কোন বীরে রাখিল সমরে ॥
সাত্যকি সহিতে শিখণ্ডি ধাইল বেগে।
তাহাকে নিবারে গিয়া কোন বীরে আগে ॥
ভীম ধাইল যদি গদা লৈয়া হাতে।
তাকে কেবা নিবারিল ধাইতে দ্রোণপতি ॥
তাহা দেখি লড় দিয়া কেবা কৈল রণ।
কেবা নিবারিল তাতে দ্রুপদনন্দন ॥
দ্রৌপদীর পুত্র সবে রাজা পরিহরি।
দ্বাদশ বরিষ ছিল ব্রহ্মচর্য্য করি ॥

অতি মহাবলবন্ত সেই পঞ্চজনা।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পাঞ্চাল ভাগিনা ॥
দ্রোণ ধাইতে কোন বীরে সৈন্য নিবারিল।
কাশী রাজার পুত্র সনে কেবা রণ কৈল ॥
সে যে মহাযোধ দ্রোণ রণেতে আসিতে।
কেমতে যুঝি আইল পাঞ্চালের পুত্রে ॥
সঞ্জয়ে কহিল কথা যার যেই কাজে।
সর্ব্বকথা কহি শুন বৃদ্ধ মহারাজে ॥
যার মিত্র নারায়ণ আপনে আছএ।
তার কোনদিন রাজা নাই পরাজয় ॥
তাহার যে ধর্ম্মবুদ্ধি সদাএ সঞ্চরে।
তার কি অসাধ্য রাজা এতিন সংসারে ॥
যেজন জিনিছে জরাসন্ধ নৃপবর।
বজ্রনাভ সুনাভ যে মাধব একেশ্বর ॥
আর যত মহাবীর সব কৈল খণ্ড।
উপাএ মারিল কাল যবন প্রচণ্ড ॥
শিশুপাল কংস মারি জিনিল ধরণী।
দণ্ড মারি শিশুকালে পাঞ্চজন্য আনি ॥
খাণ্ডবদাহন কৈল মন্ত্রণা উপাএ।
পারিজাত হরে ইন্দ্র থাকিতে সহাএ ॥
ভবভবে কারণে জন্মিছে নারায়ণ।
এক কৃষ্ণ পঞ্চ অংশ পাণ্ডুর নন্দন ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি রুদ্র যথ বীরগণ।
ই সকল যদি আইসে করিবারে রণ ॥
তথাপি যুঝিব কৃষ্ণ পাণ্ডব কারণে।
কৃষ্ণ সনে কেবা পারে এ তিন ভুবনে ॥
অবোধ বর্ব্বর তুহ্মি না জান অথনে।
তান সনে যুঝে হেন আছে কোন জনে ॥
যদি বা পাণ্ডব সৈন্য মারে কুরুবলে।
তথাপি তোহ্মার সৈন্য মারিব গোপালে ॥
সেই কোপে কৃষ্ণে জানি কৌরব মারিয়া।
কৌন্তেয় করিব রাজা পাটে বৈসাইয়া ॥
যাহার সারথি কৃষ্ণ যোদ্ধার অর্জ্জুন।
তার ভঙ্গ কভো নাই মৈল দুর্য্যোধন ॥

নর নারায়ণ দুই পুরুষ উত্তম।
ধর্ম্ম ইষ্ট জন রাখে দুষ্টজন যম॥
ইচ্ছাগতি হৈতে পারে সব নাশিবার।
প্রতীতি কারণে করে মনিষ্ঠ আচার॥
বিনাশ হইতে না শুনএ দুর্য্যোধন।
দৈবের নিয়মকালে পাসরে বন্ধন॥
যুগ যেন যে উঠিল শুষিল সাগর।
দ্রোণ বধ হৈল পুনি সেই সমোশর॥
ব্রহ্মচর্য্য বেদপাঠ যত ধর্ম্ম ক্রিয়া।
তাহারে সংহার জনে করে বহুমায়া॥
দ্রোণ ভীষ্ম মৈল তভো রহিছে জীবন।
যুধিষ্ঠির হৈব যে কার্য্যের ভাজন॥
তোহ্মার কারণে দেখ কুরুকুল ক্ষয়।
পুত্রস্নেহ হেতু আহ্মি কৈল দুর্বিনয়॥
সকল ক্ষত্রিয় রাজা হৈল যুধিষ্ঠির।
যার কোপে মৈল যার দ্রোণ ভীষ্ম বীর॥
কুলক্ষয় হৈল হেন বুঝি অনুমানে।
এক ভাবিতে বিধি নিল আন স্থানে॥
নিশ্চয় জানিলম দুর্য্যোধন হৈল ক্ষয়।
তারপরে কি হইল কহরে সঞ্জএ॥
দ্রোণপর্ব্ব মহাপোতা শ্লোকপদবন্ধে।
সঞ্জএ কহিল কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধে॥

দুর্যোধনকে দ্রোণের বরদান

পুনি রাজাতে তবে কহিল সঞ্জয়।
কহি শুন সে সকল রাজা মহাশয়॥
যেন মতে নাশ দ্রোণ ব্রাহ্মণ নন্দন।
প্রত্যক্ষে দেখিল আহ্মি শুন বিবরণ॥
কর্ণ দুঃশাসন সনে তোহ্মার নন্দন।
পরিহার করে রাজা দ্রোণের বচন॥
কৃপা কর গুরুদেব ভজিলম পরাণে।
পাণ্ডববিনাশ গুরু নাহি তুহ্মি বিনে॥
আজি হৈতে হও তুহ্মি বাহিনীর পতি।
পাণ্ডব মারিয়া মোরে দেও বসুমতী॥
তুহ্মি বিনে হেন কর্ম্ম কে করিব আর।
পাণ্ডব পাঞ্চাল সৈন্য করহ সংহার॥
আর এক কর্ম্ম গুরু সাধিবা আপনে।
যুধিষ্ঠির ধরি দিবা মোর বিদ্যমানে॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধনে।
ইষৎ হাসিয়া তবে কহিল দ্রোণে॥
ধৈন্য ধৈন্য কুন্তীপুত্র হইল ভুবনে।
তোহ্মার হইল কৃপা লইতে জীবনে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যদি হয় একত্তর।
তথাচ ধরিতে নারে ধর্ম্মনৃপবর॥
যুধিষ্ঠির রাজা জান হএ কোনজন।
প্রধান পুরুষ সে যে মুক্তি নিব নূতন॥
উদার চরিত্র সে যে অতি ধর্ম্মময়।
হেন জন কেবা পুনি করে পরাজয়॥
তাহা শুনি কপটে কহিল দুর্য্যোধন।
যুধিষ্ঠির জিনে হেন নাহি ত্রিভুবন॥
যুধিষ্ঠির যেই জন জিনএ সমরে।
তাকে আসি পরাজিব ধনঞ্জয় বীরে॥
আহ্মাকে জিনিতে যুধিষ্ঠিরে কৈল পণ।
হেন কথা আহ্মাতে কহিল চরণ॥
তাহা শুনি হাসি কহে দ্রোণ মহাজন।
কপট কপট কহে জানিয়া তখন॥
কাছে যদি না থাকে অর্জ্জুন মহাবীর।
তবে আহ্মি ধরি দিব রাজা যুধিষ্ঠির॥
এমত প্রতিজ্ঞা যদি কহিলেক দ্রোণে।
জয় জয় রোল হৈল যত কুরু সৈন্যে॥
ভেরি পটুক কাংস্যরব আর কম্বুরোল।
অন্তরে হরিষ নাহি শুনে কার রোল॥

দ্রোণকে সেনাপতিত্বে বরণ

তবে দ্রোণ সেনাপতি করিল তখন।
নানাবিধি করিলেক মঙ্গল রচন॥
সোবর্ণের কলসে আনিয়া গঙ্গাজল।
দ্রোণের মাথাতে ঢালে নৃপতিসকল॥

CENTRAL LIBRARY

ব্রাহ্মণ সকলে করে স্বস্তিএ বাচন।
বহুদান কৈল দ্রোণ রজতকাঞ্চন॥
দিব্য নেতের ধ্বজা করি পরিধান।
মণির কুণ্ডল কর্ণে দেখিতে শোভন॥
গলাএ রুদ্রাক্ষ মালা মাথে ভার জটা।
ব্রহ্মচারী বেশ যে কপালে দীর্ঘ ফোটা॥
শরতের সূর্য্য হেন দ্রোণ বীর জ্বলে।
দিব্য পারিজাত মালা শোভে তান গলে॥
হেন কালে সারথিএ আনে রথখান।
হীরাএ মণ্ডিত রথ কণকনির্ম্মাণ॥
রথখান চালাএ যে রক্তবর্ণ ঘোড়ে।
সোবর্ণের রথ যষ্টি থর থর লড়ে॥
কৃষ্ণসার পতাকা যে শোভে চারিভিতে।
সত্যজিত সারথি আছেএ সেইরথে॥
সূর্য্যসম ধনুখান লইলেক দ্রোণে।
প্রদক্ষিণ করিয়া সাজন রথ আনে॥
ইষ্টদেব বন্দি বীর রথেত চড়িল।
চতুর্দ্দিগে মহাশব্দে কুরুসৈন্যে কৈল॥
চতুর্দ্দিগে নৃপতি মণ্ডলে করে স্তুতি।
এহিমতে কৈল রাজা দ্রোণ সেনাপতি॥
এহি সব বিবরণ পাণ্ডবের চরে।
যুধিষ্ঠির স্থানে গিয়া কহিল সত্বরে॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির হইল চিন্তিত।
অর্জ্জুনক ডাকি রাজা আনে সন্নিহিত॥
কহিতে লাগিল রাজা শুনহ অর্জ্জুন।
কিছু ছিদ্র রাখিয়া প্রতিজ্ঞা কৈল দ্রোণ॥
তুমি না থাকিলে মোর নাই পরিত্রাণ।
আর কেবা যুঝিবেক দ্রোণ বিদ্যমান॥
যেইমতে দুর্যোধনের নাহি পূরে আশ।
তেন যদি কর ভাই তেন পূরে আশ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কথা শুন অধিকারী।
তোহ্মা পরিবর্ত্তে আহ্মি প্রাণ দিতে পারি॥
আহ্মি জিতে তোহ্মারে লঙ্ঘিতে নারে দ্রোণে।
আছোক আনের কার্য্য ইন্দ্র দেবগণে॥
ইহলোকে দুর্যোধনের নাহি পূরে আশ।
পক্ষএ সহিতে যদি পড়এ আকাশ॥
যদি খণ্ড খণ্ড হৈয়া খসএ ধরণী।
তথাপিহ দুর্যোধনে না জিনিব পুনি॥
যদি ইন্দ্র যম আইসে কুরু সৈন্য রণে।
তথাপিহ পতঙ্গ হেন অর্জ্জুনের মনে॥
আহ্মি থাকিতে তোহ্মার কিছু নাই ভএ।
পরম আনন্দে থাক ধর্ম্ম মহাশএ॥
অর্জ্জুনের বচনে নৃপতি তুষ্ট মন।
অর্জ্জুন ধরিয়া রাজা দিল আলিঙ্গন॥
পাণ্ডবদলেত হৈল সিংহনাদ ধ্বনি।
মহাশব্দে সেইকালে কম্পিল ধরণী॥
হাহাকার শুনি রাজা কটকে তোহ্মার।
সিংহনাদ শঙ্খরব হইল অপার॥
তবে অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ করিল ব্রাহ্মণ।
যার যেই স্থান জানি যোঝে বীরগণ॥
দক্ষিণ শৃঙ্গেত কর্ণ আর যথ বামে।
রহিলেক কুরুসৈন্য সেই অনুক্রমে॥
এথাএ যুধিষ্ঠিরে ব্যূহ কৈল বিচক্ষণ।
তবে দুই দলে রণ হইল তখন॥
প্রতিব্যূহ করিয়া সকল সৈন্য ধাএ।
কিছু কিছু করি তবে গড়ে সামাএ॥
তখনে হইল রণ অতি ভয়ঙ্কর।
তাহা দেখি রোমাঞ্চিত সর্ব্ব বীরবর॥

যুদ্ধের একাদশ দিবস

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে কহত সঞ্জএ।
কত সৈন্য অধিপতি দ্রোণ মহাশয়॥
কত বীর পড়িলেক ভীম বীর রণে।
ভালমতে সে সকল কহত আপনে॥
সঞ্জএ কহন্ত তবে বৃদ্ধ নৃপবর।
দ্রোণ হৈল নব অক্ষৌহিণীর ঈশ্বর॥
পাণ্ডব দলেত আছে ছয় অক্ষৌহিণী।
তাহা যুঝিলেক ধর্ম্ম শিরোমণি॥

CENTRAL LIBRARY

দ্রোণে আর ধৃষ্টদ্যুম্নে দুই যে কটকে।
দুইর উপরে বাণ পড়ে ঝাকে ঝাকে ॥
তোহ্মার যে দলে মিশি পাণ্ডবের দলে।
দ্রোণক রাখিতে নারে নিজ বাহুবলে ॥
তোহ্মা সৈন্য হৈল সব পাণ্ডব কটকে।
আয় পরে দুই দলে না জিন ক্ষেণেকে ॥
নিশ্চলে ক্ষেণেক সব রহে দুই সৈন্যে।
বসন্তকালেত যেন পুষ্পিত অরণ্যে ॥
ক্রোধ হৈল দ্রোণ বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
রথ প্রবেশাএ নিয়া পাণ্ডবের দলে ॥
দ্রোণে ধরিয়া বাণ জোড়এ ধনুকে।
পাণ্ডব পাঞ্চালে হেন যমপ্রায় দেখে ॥
কুপিয়া যে দ্রোণে হয় যম অবতার।
দ্বিতীয় প্রহরে যেন সূর্য্যের আকার ॥
দশ সহস্র বরিষ যে তান হৈছে অন্ত।
তথাপি রণেত দেখি তরুণ অত্যন্ত ॥
চতুর্দ্দিগে কটকে যে স্তব্ধ কৈল দ্রোণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতি বাণ করে বরিষণে ॥
দশ দিশ শরজালে কৈল অন্ধকার।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্য যত করএ সংহার ॥
যেন পক্ক তাল পড়ে পাণ্ডব কটকে।
বিষ্ণু আকৃতি যেন ভূমিতে ছটকে ॥
হস্তী ঘোড়া রথী সব পড়ে স্থানে স্থানে।
যুগান্তের যম যেন দেখে সর্ব্বলোকে ॥
শুণিতের নদী হৈল পাণ্ডব কটকে।
রথ ঘোড়া হস্তীসব পড়ে যে প্রকটে ॥
মধুর পয়ার কথা দ্রোণ পর্ব্বএ।
ভবভয় তরিবারে কহিল সঞ্জএ ॥

ভঙ্গ দিল কটক দেখিয়া যুধিষ্ঠির।
দ্রোণ প্রতি ধাইলেক লৈয়া সর্ব্ববীর ॥
বাহড়িয়া পাণ্ডব সৈন্য অতি বড় চুকে।
লাগ নাহি পাএ তাহা তোহ্মার কটকে ॥

সহদেব সহিতে শকুনি করে রণ।
ধ্বজ সারথি তার কাটিল তখন ॥
সহদেবে বহু তবে আস্ফালি করিয়া।
শকুনির রথ তবে ফালাইল কাটিয়া ॥
শকুনি যে লাফ দিয়া গদা হাতে করি।
সহদেবের মাথে মারে দোহাতিয়া বাড়ি ॥
নিশ্চল হৈল দেখি সহদেবের রথে।
গদা হাতে করি তবে চলে মহাশব্দে ॥
দুইবীরে গদা লইয়া করে নানাগতি।
দুই মহাগিরি যেন ভূভার সংহতি ॥
গদাহাতে সহদেবে যেন নৃত্য করি।
শকুনির মাথে মারে দোহাতিয়া বাড়ি ॥
গদাঘাতে শকুনি যে কুপিয়া নির্ভরে।
গদা হানে সহদেব বীরের উপরে ॥
সেই ঘাএ সহদেব কুপিয়া তখন।
সৈন্যের ভিত চাহে লোহিত লোচন ॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে শকুনির শিরে।
গদাঘাতে শকুনির রক্ত পড়ে ঘাড়ে ॥
থর থর করি তবে কম্পএ শকুনি।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল কুমন্ত্রী শকুনি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ধাএ দ্রোণের উদ্দেশে।
দশ বাণ দ্রোণ প্রতি হানিলেক রোষে ॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতি বাণ হানে দ্রোণে।
ততোধিক করি তাহা হানে দশ বাণে ॥
পুনি ধৃষ্টদ্যুম্নে হানে বহুল কুপিয়া।
তাহা দেখি দ্রোণে হানে বহু আস্ফালিয়া ॥
পুনি দ্রোণে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিল জর্জ্জর।
ভয় পাইয়া ভঙ্গ দিল পাঞ্চাল কোয়র ॥
তোহ্মা পুত্র বিবিংশতি ভীমক দেখিয়া।
সান দিয়া বাণ হানে আখি পাকাইয়া ॥
এহি মোর অদ্ভুত হইলেক মতি।
ভীমসেন বাণে যে না কম্পে বিবিংশতি ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে হানএ ভীমক।
কাটিল ভীমের ধনু ধ্বজ যে ঘোটক ॥

CENTRAL LIBRARY

তোহ্মার কটক উঠে হরষিত হৈয়া।
সহিতে না পারে ভীম উঠে গদা লৈয়া॥
রথ ঘোটক মারে দিয়া গদার বাড়ি।
বিবিংশতি রথ হৈতে ফাল দিয়া পড়ি॥
দুই মহাহস্তী যেন হৈল মহারণ।
বিবিংশতি ভীম রণ সহে কতক্ষণ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল তোহ্মার কুমারে।
এই ছিদ্রে ভীমে বহু সৈন্য ক্ষয় করে॥
তবে দুই দলে রণ হৈল ভয়ঙ্কর।
ঝাকে ঝাকে মহা অস্ত্র পড়ে নিরন্তর॥
কৃতবর্ম্মাএ হানে ত্রিসত্তরি বাণ।
সাত্যকি কাটিয়া তারে কৈল খান খান॥
শতানিক যে সুশর্ম্মারে হানে মর্ম্মস্থানে।
বিরাট আইল তবে কটকের সনে॥
ভগদত্তে দ্রুপদে যুঝএ দুই জনে।
বহুল যুঝিয়া তবে হৈল নিবারণে॥
গজে চড়ি ভগদত্তে বরিষন্তি বাণ।
সারথি দ্রুপদ ধনু করে খান খান॥
কুপিয়া দ্রুপদে হানে বাণ ত্রিসত্তরি।
ভগদত্ত বুকে বাণ হানে দৃঢ় করি॥
ভূরিশ্রবা শিখণ্ডীর হৈল মহারণ।
ত্রিভুবন কম্পে দুই বাণ বরিষণ॥
ভূরিশ্রবা শিখণ্ডীরে হানে তীক্ষ্ণ শরে।
কুপিয়া শিখণ্ডী তারে হানএ নির্ভরে॥
বাণ ঘাএ শিখণ্ডী যে কুপিলেক অতি।
ভূমিকম্প হইলেক শুন মহামতি॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ সে দুই রাক্ষসে।
মায়াবী সংগ্রাম করে অশেষ বিশেষে॥
অনুবিন্দ অবন্তী দেশের নরপতি।
চেকিতান রণ হৈল তাহান সঙ্গতি॥
হেনকালে পৌরব চড়িয়া দিব্যরথে।
সিংহনাদ করি কহে অভিমন্যুভিতে॥
শরজালে অভিমন্যু পৌরব বেড়এ।
কোপে অভিমন্যু তবে ধনুক পাকাএ॥
আর দুই বাণে তার ধ্বজধনু কাটে।
শতবাণে পৌরবের হানএ ললাটে॥
চারিবাণে কাটএ রথের চারি ঘোড়া।
সারথির প্রতি এড়ে জাঠিএ ঝগড়া॥
সিংহনাদ করে বীর পৌরব মারিতে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মারে অতি কোপ চিত্তে॥
পাশে থাকি কৃতবর্ম্মা খুর ছয়বাণে।
ধনুর্ব্বাণ কাটে অভিমন্যুবিদ্যমানে॥
কাটা ধনু ফালাইয়া খড়্গ হাতে ধরে।
পাকাইয়া খাড়া তবে নানা গতি করে॥
সম্মুখেত অভিমন্যু সাচানির মতে।
ত্বরিতে চড়িল গিয়া পৌরবের রথে॥
নানা গতি করি তবে দুই দিকে বেড়ে।
সেই কোপে পৌরবের ধ্বজ কাটি পাড়ে॥
লাথিএ মারিল তার রথের সারথি।
পৌরবের কেশে তবে ধরে শীঘ্রগতি॥
চুলে ধরি পৌরবেরে বেড়ে অভিমন্যু।
রাজা সবে কতুকে দেখএ দুই সৈন্য॥
গরুড়ে যে সর্প গিলে সাগরে পড়িয়া।
মত্ত হস্তী মারে যেন কেশরী ঝুঝিয়া॥
অভিমন্যুর বশ হৈল কৌরবের পতি।
অনাথের মতে তারে করএ দুর্গতি॥
তাহা দেখি সহিতে না পারে জয়দ্রথে।
অভিমন্যু দিকে যাএ খাড়া লইয়া হাতে॥
সোনাএ খণ্ডিত খাড়া অতি শোভা করে।
হেন খাড়া শতে শতে রথের উপরে॥
সেই খাড়া লইয়া যাএ সিংহনাদ ছাড়ে।
তাহা দেখি অভিমন্যু পৌরবেরে এড়ে॥
রথ হৈতে নামে যেন বিদ্যুৎসাচান।
দুই বীরে যুদ্ধ করে সিংহের সমান॥
একেশ্বর অভিমন্যু পৌরব কটকে।
হেন জাঠি ঝগড়া মারএ লাখে লাখে॥
অভিমন্যু মহাবীর তাহা নাহি লেখে।
খাড়ার বাউর দিয়া সব অস্ত্র রাখে॥

আপনার যত তেজ দেখাএ সৈন্যেরে।
খাড়া লইয়া যাএ জয়দ্রথ মারিবারে॥
দুই বীরে সংগ্রামে নানা গতি করে।
কেহ হানে কেহ রাখে ভিতরে বাহিরে॥
যার যেই অস্ত্র পড়ে দুই বীরে রাখে।
হেন কার চিহ্ন পুনি কভো নাহি দেখে॥
বাহিরে ভিতরে তবে দুই বীর পড়ে।
খাড়া ভাঙ্গি পড়ে দেখি জয়দ্রথ ডাকে॥
ত্রাস পাইয়া জয়দ্রথ শিবমন্ত্র জপে।
[* * * * * * * * * * * * * * ॥]
তার শেষে সেই বীর নিজ রথে যাএ।
তা দেখিয়া জয়দ্রথ মহাভয় পাএ॥
তা দেখিয়া অভিমন্যু খানিক নাহি রাখে।
জয়দ্রথ পরাজিয়া সিংহনাদ ছাড়ে॥
চারিদিকে তোহ্মার কটকে লড় পাড়ে।
খাড়া লইয়া জয়দ্রথ যাএ মারিবারে॥
তাহা দেখি জয়দ্রথে লাগে চমৎকার।
তাহা দেখি ভঙ্গ দিল জয়দ্রথ বীর॥
তার ভঙ্গে শল্যরাজ রণে হৈল স্থির।
তার গতি নাহি সহে তোহ্মার যে সৈন্যে।
শল্যের উপরে বাণ হানে অভিমন্যে॥
তাহা দেখি দ্রুপদ বিরাট যুধিষ্ঠির।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যে ভীমসেন বীর॥
সহদেব নকুল যে শিখণ্ডী কেকয়।
এহিমতে আইল সব কুমার পাশএ॥
শল্য জয়দ্রথ দুই রাজা হৈল ভঙ্গ।
নানামত করিয়া পাণ্ডবে করে রঙ্গ॥
নানাবাদ্য সিংহনাদ করে পাণ্ডুদলে।
তাহা দেখি পুত্র তোহ্মার অগ্নিহেন জলে॥
তোহ্মার সকল পুত্রে তাহাকে না সহে।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি অভিমন্যুক হানএ॥
হেনকালে শল্য বীর মহাক্রোধ হৈল।
গদা লৈয়া অভিমন্যু মারিতে আইল॥

দ্রোণপর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে রণ ভাল দুই বীরে।
নয়ন নাহিক মোর দেখিতে তাহারে॥
আচার্য্য সহিতে এথা যুঝে কোন জন।
পূর্ব্বে যেন সংগ্রামে আছিল দেবগণ॥
তাহাকে শুনিতে মোর ইচ্ছা অতিশয়।
শল্য অভিমন্যু রণ কহত সঞ্জয়॥
সঞ্জএ কহন্ত সৈন্যের সারথি পড়িল।
রথ হৈতে গদা লৈয়া ভূমিতে নামিল॥
বজ্র তুল্য গদা লৈয়া শল্য মহাবীরে।
হেনকালে আগু হৈল বীর বৃকোদরে॥
সূর্য্যের কিরণ যেন দেখি জ্যৈষ্ঠ মাসে।
পাণ্ডবের সৈন্যভঙ্গ পায় তার ত্রাসে॥
রথ হৈতে পড়ে কেহ হস্তী ঘোড়া হৈতে।
সহিস সহিতে ঘোড়া পড়ে শতে শতে॥
পাণ্ডবের সেনা তবে চতুর্দ্দিগে ধাএ।
একেশ্বর সিংহে যেন মৃগেন্দ্র খেদাএ॥
নকুলের বেটা শতানিক আগুসারে।
দশ গোটা বাণ তবে হানিল শল্যেরে॥
দ্রৌপদীর পুত্র সব শতানিক ভাই।
ভাই ভাই করি তারা রণেত সামাই॥
তবে অশ্বত্থামা আদি যত মহারথী।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বেড়ে শীঘ্রগতি॥
পর্ব্বত উপরে যেন বরিষন্ত জল।
পঞ্চভাই শরজালে করিল সকল॥
তবে আগু হইলেক সকল কটকে।
মহাযুদ্ধ হৈল রাজা সকল সমুখে॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য আর বীর কর্ণ।
জয়দ্রথ বৃষসেন আর যত জন॥
হেনমতে বীর সর্ব্ব রুষিল নির্ভয়।
তাহা দেখি দ্রোণ বীর হাতে ধনু লএ॥

CENTRAL LIBRARY

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সে যে সিংহের শকতি।
কটক এড়িয়া গেল যুধিষ্ঠির প্রতি॥
কঙ্কপত্রে নৃপ হানে দ্রোণ মহাবীর।
ভঙ্গ দিল নৃপতিএ হইয়া অস্থির॥
পাছে পাছে ধাএ কর্ণ রাজাক খেদিয়া।
আগু না হইল কেহ মহাভয় পাইয়া॥
কলিঙ্গ রাজার পুত্রে সহিলেক রণ।
আগু বাড়ি দ্রোণ রণ সহে কতক্ষণ॥
কোপ করি দ্রোণে তাকে হানিলেক বুকে।
সিংহনাদ করি তবে পাণ্ডবকটকে॥
কুমারের পক্ষ হৈয়া কাটে সেই দলে।
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য অগ্নি হেন জলে॥
তিনবাণে মারি তাকে করিল সংহার।
কুমার মারিয়া গেল কটক মাঝার॥
শিখণ্ডী সৌভদ্র হানে মহা মহা শরে।
সেই বাণে রক্ত সবের পড়এ শরীরে॥
ক্ষেণেক দ্রোণের রণ আছিল সহিয়া।
ভঙ্গ দিল সর্ব্ব সৈন্য দ্রোণক এড়িয়া॥
পুনরপি সর্ব্ব সৈন্য হৈল আগুসার।
হানিয়া ত্রাসিয়া কৈল দ্রোণ যে যুঝার॥
আজি রণে যুধিষ্ঠির ধরিবেক দ্রোণে।
সুরবৃন্দ আদি বীর আইলেক রণে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মারি তার মুণ্ড ছিড়ে।
রথ হৈতে সেই বীর রণভূমি পড়ে॥
দ্রুপদ বিরাট আদি মগধ কটক।
ব্যাঘ্রদন্ত সিংহসম পাঞ্চাল পালক॥
রাজা ধরিতে দ্রোণ আবরিল পথে।
দ্রোণেরে বেড়ি হানে সেই সব সঙ্গে॥
ব্যাঘ্রদন্তে দ্রোণক হানএ পঞ্চবাণে।
দ্রোণক হানএ সেই সর্ব্ব সৈন্য সনে॥
কুন্তল সহিতে কাটে ব্যাঘ্রদন্ত মাথা।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে হানে মনে নাই ব্যথা॥
সেই বাণে গিয়া ব্যাঘ্রদন্ত মাথা কাটে।
যম হেন গেল যুধিষ্ঠিরের নিকটে॥
দ্রুপদের দুই পুত্র পড়িল যুঝার।
বায়ু যেন ভাঙ্গিল পুষ্পিত কর্ণিকার॥
পাণ্ডব কটকে তবে করে মহারোল।
নিল নিল যুধিষ্ঠির শুনি এহি বোল॥
হরিষে যে বাস্ত করে তোহ্মার যত সৈন্যে।
যুধিষ্ঠির ধরিয়া নিবেক আজি দ্রোণে॥
হেনকালে সৈন্যনাদ উত্তরে শুনিয়া।
আইল অর্জ্জুন কুরুসৈন্য পরাজিয়া॥
দ্রোণের নিকটে গিয়া সে বাণ বরিষে।
দশ দিশ অন্ধকার করিল বিশেষে॥
হস্তী অশ্ব বীর পড়ে কেহ নাহি রহে।
কুরুসৈন্য যত ছিল ভঙ্গ দিল ভয়ে॥
দ্রোণে ধনঞ্জয়ে রণ হৈল প্রাণপণ।
এহিমতে দুইজনে হৈল মহারণ॥
অস্তাচল সূর্য্য তবে গেলেন আপনে।
শত্রু মিত্র যত ছিল নাহি চিনে রণে॥
দ্রোণ দুর্য্যোধন যাএ সমর করিয়া।
বাহুড়িয়া চলিলেক দুই সৈন্য লৈয়া॥
সুমেরু ঢাকিল কিবা চলিল কৌরব।
পুনি অর্জ্জুনের সৈন্য বাহুড়াএ সব॥
সর্ব্ব পাছে অর্জ্জুন কটক যাএ আগে।
অর্জ্জুন বাখান করি সর্ব্ব বীর ভাগে॥
প্রথম দিবস রণ দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
পাঞ্চালি প্রবন্ধে কথা কহিল সজএ॥

যুদ্ধের দ্বাদশ দিবস :
অর্জ্জুন-সংশপ্তক যুদ্ধ

দুই গড়ে দুই সৈন্য যার যেই স্থানে।
এহিমতে রহে গিয়া মিষ্টঅন্নপানে॥
দুর্য্যোধন সম্বোধিয়া দ্রোণাচার্য্য বোলে।
আমি তত্ত্ব জানিয়া কহিছি পূর্ব্বকালে॥
অর্জ্জুন না থাকে যদি সে সব সময়।
যুধিষ্ঠির ধরি দিব নাহিক সংশয়॥

হেন হি সময়ে তবে আসিল অর্জ্জুন।
শঙ্কা না করিয় আর শুন দুর্য্যোধন॥
কোনজনে অর্জ্জুনক করিব সন্ধান।
এথা হনে তাহাকে নেউক অন্যস্থানে॥
সে অর্জ্জুন বাহিবে যুধিষ্ঠির সৈন্য তরে।
তবে সে ধরিব রাজা কহিল তোহ্মারে॥
তবে সে ধরিব তারে শঙ্কা নাই চিতে।
অহঙ্কারে অর্জ্জুনক নেউক আনভিতে॥
যদি রণ এড়িয়া না যাএ পলাইয়া।
অবশ্য তাহাকে আহ্মি আনিব ধরিয়া॥
দ্রোণের বচনে তবে প্রত্যয় নৃপতি।
সুশর্ম্মা কহিল পঞ্চভাইর সংহতি॥
বিরাট পুরীতে পুনি ছিল পাণ্ডুসুত।
অপকার আহ্মি সবের করিল বহুত॥
রাত্রিতে না আইসে নিদ্রা শোকে অগ্নিজলে।
ভাগ্যে যদি পাই তাহা মারি নিজবলে॥
তুহ্মি সর্ব্বের প্রিয় আহ্মি এহি সৈত্য পণ।
এথা হোতে নিয়া মারিব অর্জ্জুন॥
আহ্মি সবের মৃত্যু নাই তার দৈব শরে।
সৈত্য কহি শুন রাজা তোহ্মার গোচরে॥
শীঘ্র করি অগ্নি আনি তোহ্মার সাক্ষাৎ।
সৈত্য করিব আহ্মি তোহ্মার সভাত॥
নানা অস্ত্র নানা বস্ত্র নানা অলঙ্কার।
বীর সবে সাজে যেন অরুণ আকার॥
ইষ্টমিত্র যত সব সম্ভাষা করিয়া।
ব্রাহ্মণ সবেরে নানারত্ন বিলাইয়া॥
এহিমতে ব্রাহ্মণেকে নানা দান দিয়া।
সেই অগ্নিখণ্ডে তবে আহুতি হানিয়া॥
সংশপ্তক সনে কহে শুন সর্ব্বজনে।
অর্জ্জুন মারিব আজি কহে বীরগণে॥
গোব্রাহ্মণবধ মিত্রবধ সুরাপান।
ব্রহ্মস্ব রাজস্ব হরে যে সব অজ্ঞান॥
শরণাগতের মারে যে জন অজ্ঞান।
গৃহদাহ মিত্রহিংসা করে যেইজন॥
বিপ্রহিংসা করে যেই করে পরদার।
কপটে যে ধন হরে আপনা ভার্য্যার॥
বেদনিন্দা অহংকার করে যেইজন।
বাক্য লঙ্ঘি পিতামাতা মারে যেইজন॥
আর যথ নানা পাপ করে পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন না মারি মৈলে নরক নিশ্চিতে॥
এহি সত্য কহি তবে সংশপ্তকগণে।
অর্জ্জুন ডাক দিয়া চলিল দক্ষিণে॥
শুনিয়া অর্জ্জুনে কহে যুধিষ্ঠির ঠাই।
সংশপ্তকসমরে দক্ষিণে আহ্মি যাই॥
আহ্মাকে যতন করে সংশপ্তকগণে।
সুশর্ম্মা আহ্মার ডাকে ভ্রাতৃগণ সনে॥
আহ্মাকে রহ আজ্ঞা এহি শত্রু মারি।
বৈরীর বিকট বাক্য সহিতে না পারি॥
যুধিষ্ঠিরে কহে ভাই কি কহ আহ্মারে।
দ্রোণের প্রতিজ্ঞা যত জানহ তাহারে॥
যুদ্ধেত বিচক্ষণ হে সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
তার মনে হৈছে মোর প্রতিজ্ঞা পালন॥
অর্জ্জুনে কহেন এথা আছে ধৃষ্টদ্যুম্ন।
সেই তোহ্মার রাখিবেন হইয়া নিপুণ॥
তবে যদি দ্রোণে জিনে শুন তার কথা।
তবে তুহ্মি সমরেত না রহিবা সর্ব্বথা॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির তাহা কোপ দিল।
মেলানি যে দিয়া তারে বিস্তর বলিল॥
পাণ্ডবকটক যেন হৈল আগুয়ান।
সমুদ্রের স্রোত যেন নাহি সমাধান॥
সংশপ্তকগণ তবে একত্র হইয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ করি রহিছে সাজিয়া॥
শ্রীহরিঅর্জ্জুন তবে আসিল নির্ভয়ে।
মহাশব্দ করি তবে সিংহনাদ ছাড়ে॥
অর্জ্জুন হাসিয়া কহে দৈবকীনন্দন।
কান্দিবার কালে হাসে সংশপ্তকগণ॥
অখনে দেখহ তুহ্মি হইব সহসাত।
সত্বরে লইব খড়্গ হইলে নিপাত॥

CENTRAL LIBRARY

এহিমতে কথা কৈতে সংশপ্তক গণে।
কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজন বেড়িল তখনে॥
দেবদত্ত নামা শঙ্খ বাহন্ত অর্জ্জুনে।
শঙ্খশব্দে পাক পাড়ে যথ কুরুগণে॥
মহাশব্দে পড়এ যথেক হস্তীঘোড়া।
আখির নিমেষে সব করিলেক গুড়া॥
হস্তী সব পড়ে রক্ত বহন্ত যে স্রোত।
কতক্ষণে বীর সব পাইল সম্বিত॥
হস্তী ঘোড়া বীর সব মিশাইয়া যুঝে।
ধনঞ্জয়ে বাণ সব অগ্নি হেন সিঞ্চে॥
সে সকল বাণ কাটি সংশপ্তকগণে।
অর্জ্জুনক হানে তবে পুরিয়া সন্ধানে॥
অর্জ্জুনেহ সেই সৈন্য মারে একেবারে।
কাটিয়া সকল সৈন্য খণ্ড খণ্ড করে॥
সংশপ্তকগণে তবে কুপিয়া নির্ভরে।
অর্জ্জুন উপরে বাণ হানে একাবারে॥
দশ লৈক্ষ রথীএ বেড়িল অর্জ্জুনক।
অর্জ্জুন সহিতে তারা হানএ কৃষ্ণক॥
অর্জ্জুনের ঘোড়া মহারথী হানিলেক।
এহিমতে রণ পুনি করএ ক্ষেণেক॥
সুরথ সারথি কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
টোপর সহিতে কাটে সুবাহুর মুণ্ড॥
সুবাহু পড়িল ভঙ্গ দিলেক কটকে।
কেহ নাহি রহে যুদ্ধে দেখিয়া সঙ্কটে॥
ভঙ্গ দিল সর্ব্বসৈন্য ভয় পাইয়া চিত্তে।
ধাইয়া আইসে সুশর্ম্মা যে কটক সহিতে॥
কুপিয়া সুশর্ম্মাএ কহে সিংহনাদ ছাড়ি।
না পালাও সৈন্য লও কৃষ্ণার্জ্জুন ধরি॥
এহি সব শব্দ করে সৈন্যের ভিতরে।
ভঙ্গ দিয়া যাও কেনে অপযশ সংসারে॥
তাহা দেখি তুহ্মি সর্ব্ব পলাও কি কারণে।
যেই মৈল স্বর্গে গেল চিন্তা পাও কেনে॥
সুশর্ম্মার বাক্যে সৈন্যে রহে যুঝিবারে।
শঙ্খ ভেরী বাজে শুনি হাহাকার॥

বাহরিয়া যুঝে পুনি সংসপ্তকগণে।
ক্রোধ করি যুদ্ধ করে অর্জ্জুনের সনে॥
অর্জ্জুনে কহেন তবে শুনহ শ্রীহরি।
সত্বরে চালাও রথ সংশপ্তক মারি॥
প্রাণ থাকিতে কেহ না এড়ে সমর।
বাহুবল অস্ত্রবল দেখ আজি মোর॥
রুদ্রে যেন পক্ষিগণ হানে একবারে।
তেন সংশপ্তক হানি দেখহ সমরে॥
হাসিয়া কহন্ত কৃষ্ণ জানিয়া সকল।
এমত করিবা যেন সকল কুশল॥
এথ শুনি অর্জ্জুনের যথাতথা মন।
তথাতে চালাএ রথ দেব জনার্দ্দন॥
ক্ষেণেকে উত্তরে রথ ক্ষেণেকে দক্ষিণে।
পূর্ব্বে পশ্চিমে ভ্রমে পবনগমনে॥
রক্তে নদী হইলেক সেই রণস্থলে।
হা হা করি সকল লোটএ ভূমিতলে॥
ধনু টানি পার্থে হানে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রাএ সর্ব্ব দেখে স্থানে স্থান॥
এহি কৃষ্ণার্জ্জুন হেন কহে সর্ব্বজনে।
বসন্ত কালেত যেন কিংশুকের বনে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন করে শত শর বরিষণে।
[* * * * * * * * * * * * * * * ॥]
তা সবেরে অর্জ্জুন পাঠাএ যমঘরে।
হাসিয়া হাসিয়া রণ করে মহাবীরে॥
প্রাণে ব্যাকুল হৈল বাণ বরিষণে।
তথাএ গিয়া দরশন দিল দুইজনে॥
দুইজনে হানে তবে সৈন্য পরস্পরে।
তখনে কুপিয়া সৈন্য হানএ সত্বরে॥
কথাএ কৃষ্ণার্জ্জুন হের না দেখি তোহ্মারে।
দেখাদেখি হইয়া যুদ্ধ দেয়ত আহ্মারে॥
ই কথা শুনিয়া কৃষ্ণের উপজিল হাস।
তবে সৈন্য কুপিয়া অর্জ্জুনে করে নাশ॥
বায়ু অস্ত্রে ধনঞ্জয়ে এড়িল সান্ধিয়া।
উড়াই সংশপ্তক সেনা মারে পাছাড়িয়া॥

রথ হৈতে ঘোড়া পাইক পড়ে শতে শতে।
তেন তারা খণ্ড খণ্ড পড়িল ভূমিতে॥
এহিমতে উড়াইল সংশপ্তকগণ।
সহস্র সহস্র রথী পড়ে ততক্ষণ॥
টোপর কুণ্ডল পাগ সমে পড়ে মুণ্ড।
হস্তসব পড়ে যেন দেখি গজশুণ্ড॥
অর্দ্ধ কন্ধ কাটা কার কাহার দশন।
কার কন্ধ কার নাসা নাহিক শোভন॥
পেট পৃষ্ঠ কাটা কার পড়ে সর্ব্বক্ষণ।
মৈধ্য কাটা কত সব বিকৃতি লৈক্ষণ॥
গন্ধর্ব্ব সমান বীর দেখিএ সকল।
খণ্ড খণ্ড করি সব পড়ে ভূমিতল॥
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে ঘোটক পদাতি।
কেহ কেহ পড়িয়াছে অস্ত্রের সংহতি॥
খণ্ড খণ্ড করিলেক টোপর সোনার।
যথেক পড়িল সৈন্য কত কৈমু আর॥
যত বার ধাইয়া আইসে অর্জ্জুন সমুখে।
সেই সব বীর জান যাএ যমলোকে॥
ভূমিক্ষণ নাহি দেখি তিতিছে শোণিতে।
কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধ আহ্মি কহিল তোহ্মাতে॥
অর্জ্জুন সমর ঘোর দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

সত্যজিৎ, বৃক প্রভৃতি
যোদ্ধার পতন

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে অর্জ্জুন সেই রণে।
এথাএ কি করিল তবে সেনাপতি দ্রোণে॥
সঞ্জএ কহিল পার্থ চলিছে দক্ষিণে।
বড়হি দারুণ রণ করিলেক দ্রোণে॥
ভ্রাতৃগণ সমে এথা রাজা দুর্য্যোধন।
কৃতবর্ম্মা আদি করি যত বীরগণ॥
ক্ষেমাবন্ত শাস্ত্রবন্ত বীর তারকাক্ষ।
কলিঙ্গ নিদাগ আদি বীর লৈক্ষ লৈক্ষ॥
এহিমতে চলিলেক কুরুসৈন্যগণ।
সমুদ্র কেকয় আদি যত বীরজন॥
হেমবস্ত্র অলঙ্কার ই সব পড়িয়া।
ই সকল বীর আইল গজেত নামিয়া॥
সুধর্ম্ম বাহ্লিক ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
এহিমতে বীর সব রহে ব্যূহপথ॥
কর্ণ অশ্বত্থামা আর কৃপ যে শকুনি।
দুঃশাসন প্রভৃতি যে যথেক বাহিনী॥
পূর্ব্বে রহে কর্ণপুত্র জ্ঞাতিএ বেষ্টিত।
পর্ব্বতিয়া যত বীর সমরে পণ্ডিত॥
বহুল কটক মধ্যে বহু সৈন্য রহে।
উত্তরঙ্গ বলে দ্রোণ আছএ নির্ভয়॥
সেই ব্যূহখান তবে সাগরেত ভাসে।
যার হোতে নির্ভয় সকল বীর রোষে॥
তার পাছে চড়ি হস্তীতে ভগদত্তে।
মাথাএ ধবল ছত্র দেখিতে শোভিতে॥
নীলগিরি সম যেন স্রোত বহে ধারে।
মহামেঘে যেহেন পর্ব্বতে বৃষ্টি করে॥
পর্ব্বতিয়া রাজা সব সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
সেই সৈন্যে আছে ভগদত্তেরে বেড়িয়া॥
সেই মহাব্যূহ দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ কৈল দ্রোণ মহাবীর॥
দুর্জ্জয় দ্রোণের ব্যূহ দেখিয়া চিন্তিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে রাজা কহিএ পীড়িত॥
যেন মতে না হই আহ্মি ব্রাহ্মণের বশ।
তেমত করিবা তুহ্মি পরম সাহস॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে কহে ভয় নাহিক তোহ্মার।
এমত করিব দ্রোণে নারে ধরিবার॥
কৌরব সহিতে দ্রোণ নিবারিব আহ্মি।
আহ্মি জিতে শঙ্কা না করিও তুহ্মি॥
দ্রোণে তোহ্মা সর্ব্বথা না পারে ধরিবার।
এহিমতে ধৃষ্টদ্যুম্নে কহে বারে বার॥
দ্রোণ পুনি ধৃষ্টদ্যুম্নে দেখিয়া সমুখে।
যুঝিতে লাগিল দ্রোণ হইয়া অসুখে॥

CENTRAL LIBRARY

নির্ব্বন্ধ শমন যদি হএ দরশন।
সর্প মাথে ধূলি যেন তেমত ব্রাহ্মণ॥
দ্রোণ চিন্তাকুল দেখি দুর্ম্মুখকুমার।
ধৃষ্টদ্যুম্নে মারিতে যে হইল আগুসার॥
শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নে ছাএ দুর্ম্মুখেরে।
দ্রোণক বিন্ধএ যেন চোখা চোখা শরে॥
তাহা দেখি কোপ করি তোহ্মার তনয়।
বায়ু যেন উড়াইল তৃণ গগনয়॥
তবে রথে রথে যুঝে হস্তীএ ঘোটকে।
শুণ্ডে শুণ্ডে যুঝে হস্তী দেখিএ কতুকে॥
শুণ্ডে যুঝএ হস্তী আর হস্তী টানে।
দন্তের ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলে স্থানে স্থানে॥
দন্তাঘাতে হস্তী সবের সৈন্যে ডাক ছাড়ে।
প্রলয়কালেত যেন মহাশব্দ বাড়ে॥
দশন উপাড়ি করে বাণ বরিষণ।
অস্ত্র অঙ্কুশ সব হানএ সঘন॥
উপরে মাহুত নাই শূণ্যে হস্তী যুঝে।
এমত দারুণ রণ তোহ্মার যে কাজে॥
কাটা হস্তী ঘোড়া পৃথিবীখান জোড়ে।
এতিমতে হস্তী সব পড়ে যুতে যুতে॥
রথী অর্দ্ধচন্দ্র বাণ হৃদএ ফুটিয়া।
হস্তীসব পড়ে তথা ভূমি দন্ত দিয়া॥
সারসের শব্দ করি হস্তীসব ধাএ।
দন্তঅস্ত্রে ঘোড়া লৈয়া কোন হস্তী যাএ॥
বাপেরে মারএ পুত্রে পুত্রেরে মারে বাপ।
কাটা হস্তীঘোড়াএ পৃথিবী হৈল কাপ॥
নাহিক হস্তী অশ্ব রথ গতাগতি।
আছোক মনিষ্য কাজ না সহে বসুমতী॥
খানিক থাকিলে পদ রহেত উড়িয়া।
একস্থানে নাহি থাকে শোণিতে তিতিয়া॥
কাটা হস্তী কাটা ঘোড়া রথ উপচারে।
পর্ব্বতের সম হস্তী ভাসে নিরন্তরে॥
পতাকা চামর রত্ন বসন কবচ।
রক্তে রাঙা সূর্য্য যেন ভাসএ মস্তক॥

এহিমতে রণ করে সকলে মিলিয়া।
যুধিষ্ঠির ধরিবারে দ্রোণ যাএ ধাইয়া॥
নিকটে দ্রোণক দেখি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
নির্ভএ দ্রোণেরে হানে চোখা চোখ শরে॥
তখনে সংগ্রাম হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণে।
বলী ইন্দ্র যুদ্ধ যেন দেখে সর্ব্বজনে॥
শমন সমান দেখি দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন হানি তবে করিল জর্জ্জর॥
দ্রোণ যাএ পড়ে তার গাএর শোণিত।
দ্রুপদের পুত্র আগু হৈল সত্রাজিৎ॥
সত্রাজিৎ দ্রোণক হানএ চোখা শরে।
পঞ্চবাণে সারথিরে হানএ নির্ভরে॥
দ্রোণের সারথি তবে হইল মোহিত।
দ্রোণের রথের ঘোড়া হানে আচুম্বিত॥
দ্বিতীয় সারথি যে দ্রোণের দুই পাশে।
সত্রাজিতে দশবাণে হানএ নিশ্বাসে॥
পাক দিয়া কমণ্ডলু ধ্বজ কাটে শরে।
চিন্তিত হইল দ্রোণ তাহার সমরে॥
তার শেষে দ্রোণবীর বহুল কুপিয়া।
মুকুট সহিতে মুণ্ড ফালাইল কাটিয়া॥
তাহা দেখি আগু হৈল দ্রোণ মহাবীর।
দ্রোণের হৃদএ বাণ হানএ গভীর॥
দ্রুপদতনয় সে যে বৃক মহারথী।
দ্রোণের উপরে বাণ হানে শতাশতি॥
একশত বাণ দ্রোণ বুকেত হানিল।
শতে শতে বাণে দ্রোণ বৃক যে জুড়িল॥
তা দেখি কুরুসৈন্য হৈল হরষিত।
নানাবাদ্য সিংহনাদ করে অতুলিত॥
পুনি কুপিয়া দ্রোণে অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে।
মুকুট সহিত বৃকের মুণ্ড গোটা ছিড়ে॥
দ্রুপদের দুই পুত্র পড়িল ভূমিত।
দ্রোণ কুপিয়া গেল যুধিষ্ঠির ভিত॥
দুই সেনা পড়িলেক দুই মহারথী।
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির স্থির নহে মতি॥

পলাইল বায়ুপথে ঘোড়া চালাইয়া।
কটক রহিল দ্রোণের পথ আগুলিয়া॥
যুধিষ্ঠির ধরিতে না পারি ততক্ষণ।
তখনে হইল রাজা রণে পলায়ন॥
দ্রোণের বিক্রমে যদি কটক না সহে।
বিরাটের ভাই শতানিক আগু হএ॥
সূর্য্যসম বাণ দ্রোণে এড়িল মাজিয়া।
লৈক্ষ লৈক্ষ মুণ্ড পড়ে পৃথিবী ছাইয়া॥
ঘোড়া সারথি বিন্ধে করে হাহাকার।
দ্রোণ মারিতে বাণ এড়ায় অপার॥
কুপিয়া ব্রাহ্মণে হানে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
হস্তীঘোড়া রথ কাটি কৈল খান খান॥
পাণ্ডব কটকে রক্তস্রোত নদী বহে।
নানা মতে অস্ত্র সমে চামর ভাসএ॥
কুণ্ডলিয়া পাগ ভাসে মুণ্ড সারি সারি।
সোনার টোপর ভাসে শঙ্খপাটা ভরি॥
শকুন শৃগাল কাক কুকুর গৃধিনী।
নানা জন্তু রক্তমাংস খাএ তথাএ টানি॥
যম হেন দ্রোণ বীরে মারএ কটক।
[পুনি] যুধিষ্ঠির শনৈঃ শনৈঃ বেড়িল দ্রোণক।
শিখণ্ডী দ্রোণক মারে উর্দ্ধপক্ষ বাণে।
দশ বাণ হানিলেক বীর ধৃষ্টদ্যুম্নে॥
দশবাণে ভীমসেন সাত্যকি শতেকে।
অভিমন্যু ঘটোৎকচে হানিল দ্রোণকে॥
ঘাড়ে রক্ত পড়ে দ্রোণের সে বাণ খাইয়া।
মত্ত হস্তী রোষে যেন সে বাণ খাইয়া॥
অন্তকালে যম যেন দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
পাণ্ডব খেদাইয়া যায় হাতে ধনুঃশর॥
কৃতসেন পড়িল প্রথম রণ রোষে।
শীঘ্র ধাইল যেন যুধিষ্ঠির পাশে॥
মুখ্য মুখ্য যত বীর পড়ে ভূমিতলে।
নির্ভয় রাজা যুধিষ্ঠির তবে বাণ মেলে॥
চারিভিতে চাহে দ্রোণ কাপএ শরীর।
দ্রোণ ভয়ে আগু নহে বড় বড় বীর॥
নববাণে ভীম হানে আকর্ণ পূরিয়া।
রথ হৈতে ভীমসেন পড়ে মোহ হইয়া॥
শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নকে করিল মূর্চ্ছমান।
সাত্যকির রথ ধনু কৈল খান খান॥
কুড়ি বাণে উত্তমৌজা হানিল নির্ভরে।
সুদামের মুণ্ড ছিড়ে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে॥
রথ হৈতে পড়ে তবে বীর যে সুদাম।
ভূমিতে পড়িল বীর ইন্দ্রের উপাম॥
রথ হৈতে ক্ষেত্রদেব পড়ে রথ ঘোড়ে।
সারথি সহিতে তার মুণ্ড গোটা ছিড়ে॥
এহিমতে মুখ্য বীর সকল পড়িয়া।
যুধিষ্ঠির আগে গেল মহাক্রোধ হৈয়া॥
শীঘ্রগতি নরপতি পলাএ ঘোড়াএ।
দ্রুপদের দুই পুত্রে দ্রোণক রহাএ॥
তাহার রথের ধ্বজ সারথি কাটিয়া।
দ্রুপদ তনয় হানে বাণ বরিষিয়া॥
মিশাইয়া যুঝে দ্রোণে ধূলি অন্ধকার।
কেবা জিয়ে কেবা মরে নাহিক বিচার॥
আকাশের চন্দ্র যেন পড়এ কুমার।
দ্রোণ রণে পড়ে যেন অদ্ভুত আকার॥
অতি চোখা বাণ সেই দ্বিজে বরিষএ।
পাণ্ডব কটক তবে ভঙ্গ দিল ভএ॥
সাত্যকি শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি।
দ্রোণ ভএ ভঙ্গ দিয়া কাপে থরথরি॥
যথাতে পাণ্ডব সেনা যাএ পলাইয়া।
রণ জিনি কুরু সৈন্যে যাএ খেদাইয়া॥
পরম প্রমাদ কথা দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

দ্রোণের বিক্রমে পাণ্ডব সৈন্য ভঙ্গ

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে দ্রোণের বিক্রমে।
পাণ্ডব কটকে ভঙ্গ দিলেক সংগ্রামে॥
কোন জন দ্রোণ যুদ্ধে হইলেক স্থির।
ভঙ্গ দিল কটকে দেখিয়া দ্রোণ বীর॥

CENTRAL LIBRARY

মত্ত হস্তী যেমে যেন মহাক্রোধ করি।
হেন দ্রোণ দেখি কেবা হৈল আগুসারি॥
দুর্য্যোধন উল্লসিত দ্রোণক দেখিয়া।
সঞ্জএ কহেন তাতে কথা বিবেচিয়া॥
সঞ্জএ কহিল বাণ্ড হৈল তোহ্মা দলে।
কটকে থাকিয়া দ্রোণে চাহে কুতূহলে॥
হস্তী ঘোড়া রথ পড়ে পাণ্ডবের গণ।
হরিষ হইয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন॥
শৃগাল পলাএ যেন কেশরীর ভএ।
ভঙ্গ দিল দ্রোণ দেখি কেহ নাহি রহে॥
দ্রোণে করিল আজি সৈন্যের দুর্গতি।
আর না যুঝিব হেন লএ মোর মতি॥
নানাদিকে যাএ সৈন্য পড়ি শতে শতে।
নানাস্থানে সকল পড়এ চতুর্ভিতে॥
দেখ ভীম মূর্চ্ছিত হৈছে মোর দল।
এত জয় দেখি কর্ণ করে কুতূহল॥
এতেক দেখিএ আজি ভীমের মরণ।
যুধিষ্ঠির কহে মুঞি তেজিব জীবন॥
কর্ণে বোলে মোর মনে না লয় ইসব।
জিতে পুনি ভঙ্গ জান না দিব পাণ্ডব॥
পাণ্ডবগণ সকল দুর্জ্জয় বিদগধ।
মহাবলী শাস্ত্রেত পণ্ডিত বিশারদ॥
বিষ দিয়া চাহিলা পুড়িতে হুতাশন।
সভামৈধ্যে বিড়ম্বিলা পাঠাইলা বন॥
যত দুঃখ পাইল পাণ্ডব বনবাসে।
সেই দুঃখ নির্বহিল অসম সাহসে॥
বৈরীসম সিংহনাদ নাহি সহে ভীম।
অখনে চৈতন্য পাইয়া আসিব সংগ্রাম॥
ঘোড়ে ঘোড়া মারিবেক হস্তী দিয়া হস্তী।
বাহুড়িয়া মারিবেক মহা মহা রথী॥
খাড়াএ ধনুকে ছেল লোহাএ লগুড়ে।
বহু সৈন্য পশিয়া মারিব গড়ে গড়ে॥
এহি দেখ লড় দিয়া আইসে কোপ করি।
বেড়িয়া দ্রোণক মারিবেক আগুসারি॥
সাত্যকি ধাইয়া আইসে দেখে আগুসারে।
মারিবারে আইসে দেখ হাহাকার করে॥
বিস্তর পতঙ্গ হৈলে নিবাএ আনল।
দ্রোণক মারিতে আইসে সৈন্য সে সকল॥
অখনে সকল চল গুরুক রাখিতে।
শীঘ্র চল সব বীর দ্রোণক রাখিতে॥
কর্ণের বচনে নৃপে চলএ সত্বরে।
ভ্রাতৃগণ সমে রাজা চলিল সমরে॥
নানাবর্ণ ঘোড়া সব পাণ্ডবের দলে।
অদ্ভুত সংগ্রাম রাজা হৈল দুইদলে॥
জগতমোহন কথা আছে ভারতয়।
সুমধুর যত কথা কহিল সঞ্জয়॥

বিভিন্ন ঘোড়ার অঙ্গের বর্ণনা
ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা

ধৃতরাষ্ট্রে কহন্ত ঘোড়ার কিবা বর্ণ।
সেই সব বিবরণ কহত অখন॥
সঞ্জএ কহন্ত [নৃপ] মৃগবর্ণ ঘোড়াএ।
ভীম বাহুড়িল দেখি কটক পলাএ॥
সাত্যকি ধাইল শ্বেতবর্ণ ঘোটকে।
যুধামন্যু বীর ধাএ মারিতে দ্রোণকে॥
সারসের বর্ণ ঘোড়া খেদাএ আপনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চড়িল যে ঘোড়া শুভ্রবর্ণে॥
তার পুত্রে মহাবীর আইল যুঝার।
রক্তোৎপল বর্ণ হএ ঘোড়া যে তাহার॥
পদ্মপত্র বর্ণ ঘোড়া মাণিক্যশোভন।
মেঘঘোড়ে ক্ষেত্রদেব আইল তখন॥
রণস্থলে আইলেক দ্রোণ মারিবার।
তার ঘোড়া দেখি যে নলীনের আকার॥
লেজ কালা বর্ণ ঘোড়ার যুধিষ্ঠির রাজার।
* * * * * * * * * * * * * * * *॥
তান চাইর পাশে ঘোড়া কণকভূষিত॥
সোবর্ণ বিচিত্র ঘোড়া অতি সুললিত॥
তার পাছে দ্রুপদ উত্তম ঘোড়ে বহে।
সংগ্রামে পশিলে যেন নানা অস্ত্র সহে॥

পাছে রহে ধর্ম্মরাজা সৈন্যের সহিতে ।
পবনআকৃতি ঘোড়া দেখি তার রথে ॥
বিরাট রাজার ঘোড়া বর্ণ হলুদিয়া ।
তার পক্ষ সেনা আছে তাহারে বেড়িয়া ॥
ইন্দ্রনীল বর্ণ ঘোড়া সে পঞ্চজনের ।
কালাধ্বজ মালা সব দেখি সোবর্ণের ॥
জম্বুকিয়া বর্ণ ঘোড়া কাঞ্চনের বর্ণ ।
মহাবীর শিখণ্ডী আইল ততক্ষণ ॥
আর যে পাঞ্চাল আছে সকল আসিছে ।
তাহার যথেক সেনা আছে তার কাছে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন কাশীরাজা শিশুপাল সুত ।
ভ্রমএ তাহার ঘোড়া অতি অদ্ভুত ॥
কেকয় দেশের রহক্ষেত্র যে কুমার ।
ধূম্রবর্ণ চারি ঘোড়া রথে দেখি তার ॥
মদ্রক দেশের ঘোড়া রজতের বর্ণ ।
সে যে মহাবন্দ্য বীর আইল ততক্ষণ ॥
কাশীরাজ পুত্র সে যে নানা অস্ত্র সহে ।
সারসের বর্ণ ঘোড়া তার রথে বহে ॥
কালা বর্ণ ঘোড়া সব মাথে উভা ঝুটা ।
হেন রথে প্রতিষ্ঠিত যুধিষ্ঠিরবেটা ॥
শন পুষ্প বর্ণ ঘোড়া কাঞ্চন বরণ ।
তাহাতে বাহুড়ে সোম ভীমের নন্দন ॥
শ্রুতকীর্ত্তি সহদেব নকুলকুমার ।
অরুণের বর্ণ যে ঘোটক তাহার ॥
শ্রুতিবীর্য্য অর্জ্জুনের পুত্রের ঘোটক ।
কাঞ্চনে শোভিত দেখি যেন মৎস্যরঙ্ক ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন সম তেজ অতি গুণবান ।
অভিমন্যুর পিঙ্গল দেখিএ ঘোড়াখান ॥
কালা পদ রাঙ্গা দেহ বিচিত্র রতন ।
শুভ্ররজত ঘোড়া কাশীর বাহন ॥
অরুণের বর্ণ ঘোড়া ক্ষেমাদ্রতি বহে ।
রাজরাজপুত্র সে যে মহারণ সহে ॥
কম্বোজিয়া ঘোড়া সোনার মালা ধরে ।
তাতে চড়ি রণ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে ॥

পাঞ্চালের প্রধান যে ছয় লৈক্ষ রথী ।
নানাবর্ণ রথ ঘোড়া তাহার সংহতি ॥
ঊর্দ্ধমুখে অস্ত্র এড়ে নানা বর্ণ বাণ ।
কপিল ঘোড়াতে চড়ি আইল চেকিতান ॥
দ্রুপদের শালা সে যে রণেত পণ্ডিত ।
নীলবর্ণ ঘোড়ে চড়ি আইল ত্বরিত ॥
নানাবর্ণ ঘোটক দেখিএ সেই ঠাই ।
সেই সব ঘোড়া চলে কুন্ত পঞ্চভাই ॥
বিচিত্র ঘোটক চতুষ্পদ শুভ্র অতি ।
ঘোড়া বাহুড়াএ জরাসন্ধের সন্ততি ॥
সোবর্ণ ঘোটকে বাহুড়ে জনমেজয় ।
কালাবর্ণ ঘোটকে সুবাহু আগু হএ ॥
শণ পুষ্প দধীচির চন্দ্রের বদন ।
সেই ঘোড়ে সুদাম যে মহেন্দ্রনন্দন ॥
মল্লিকা পুষ্পের বর্ণে ঘোড়ার আকৃতি ।
সেই ঘোড়ে আইলেক বলের সন্ততি ॥
চকোয়ার প্রায় দেখি সারঙ্গের ঘোড়ে ।
কৌশলনৃপতি দেখ তাহাতে বাহুড়ে ॥
রক্তপীত বর্ণ অশ্বে ধ্বজে ধনুকে ।
আকৃতি রাজার পুত্র আইল কৌতুকে ॥
সমুদ্রসেনের পুত্র চিত্রসেন রথী ।
তাহার ঘোটক দেখি জ্যোতির আরতি ॥
চিত্ররথ মহাবীর সাত্যকিনন্দন ।
নীল উৎপল দেখি সেই ঘোড়া বর্ণ ॥
বকুলের মত ঘোড়া ক্ষেণেক তার রথে ।
নীলরাজ বাহুড়িল আইল রণস্থলে ॥
বিচিত্র ধনুক রথ নানান পতাকে ।
কবচ টোপর তাহা দেখিএ তাহাকে ॥
পদ্মবর্ণ ঘোড়ে তবে নানাঅস্ত্র সহে ।
সোমদত্ত মহাবীর নানাবর্ণ হএ ॥
শ্রুতিবর্ণ ঘোড়া সব কুণ্ডলশোভন ।
দন্তকেতু বাহুড়িল রণে বিচক্ষণ ॥
দ্বারকা জিনিতে আইল পৃথিবী শাসিতে ।
পণ্ডিতে শুনিলে কাব্য করে নানামতে ॥

CENTRAL LIBRARY

শ্রীকাল বাসুদেব নানাবর্ণে চলে।
কৃষ্ণসনে যুদ্ধ সেহ কৈল বাহুবলে ॥
ললাটে শোভিত চন্দ্ররশ্মি বর্ণ ঘোড়ে।
সেই সে সাগরধ্বজ রণে বাহুড়ে ॥
তার পাছে বাসুকের বর্ণ যে ঘোটকে।
চৌরাশী সহস্র রথ আইল ঝাকে ঝাকে ॥
নানাবর্ণ ঘোড়া সব নানান আকৃতি।
প্রাণপণ করে সবে যুধিষ্ঠির প্রতি ॥
ভীম আদি করি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর যত।
দ্রোণক রুষিয়া বীর আইল শতে শতে ॥
বড় শোভা করে রক্ত বর্ণ মহাঘোড়ে।
এতেক কটক দেখি দ্রোণ নাহি লড়ে ॥
সোবর্ণের কমণ্ডলু ধ্বজের উপর।
কৃষ্ণসার পতাকা কম্পএ থরথর ॥
ভীমসেন ধ্বজ মণিরত্নে যে শোভন।
যুধিষ্ঠির শোভে যেন ধ্বজে তারাগণ ॥
সৈন্যরা যে কোলাহল বাজাএ মৃদঙ্গ।
নানাযন্ত্র বাদ্য বাজে শুনিতে সুরঙ্গ ॥
শন পুষ্প শোভএ নকুল ধ্বজগোটা।
সহদেবের ধ্বজে শোভে রজতের ছটা ॥
প্রসিদ্ধ বানরধ্বজ রথ অর্জ্জুনের।
নানাবর্ণে ধ্বজ দেখি সেই যে পঙ্কের ॥
এহিমতে নানামূর্ত্তি রথধ্বজ সাজে।
সোনার চাতক পক্ষী অভিমন্যু ধ্বজে ॥
পট্টসমতুল্য সে যে নানাবর্ণ শোভা করে।
নাম গোত্র প্রশংসা করএ যুধিষ্ঠিরে ॥
ধ্বজঘোটক কথা দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয় ॥

ভগদত্ত বধ

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে কহরে সঞ্জয়।
এহি রণ দেখিয়া দেবের লাগে ভয় ॥
তাহার এতেক সৈন্য কি বলিব আর।
জানিলম পুত্রের ভাগ্য নাহিক আমার ॥
যত বাঞ্ছা কৈল পুত্র প্রকাশিয়া চিত্তে।
ভাগ্য থাকিলে সেই ফলে আচম্বিতে ॥
যথ দর্প করিল দুর্জ্জয় দুর্যোধন।
আমা সম পৃথিবীতে আছে কোন জন ॥
এথ সৈন্য পাইল দ্রোণে ধৃষ্টদ্যুম্নে কাটে।
বিদুরে কহিল কথা এথ দিনে ঘটে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কিবা জিবা জীবনের আশ।
অনুমানে বুঝি দুর্যোধন হৈব নাশ ॥
নৈরাশা হইল রাজা বুঝিলাম নিশ্চয়।
কহ মোতে কোনমতে হইল প্রলয় ॥
পাণ্ডুসৈন্য বাহুড়িয়া কিবা কৈল রণ।
অর্জ্জুনে বা কি করিল সংশপ্তকগণ ॥
অর্জ্জুনের নামে মোর বড় লাগে ভয়।
সেই সে মারিব সব জানিলম নিশ্চয় ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা কটক বাহুড়ে।
দ্রোণক দেখিয়া সবের মুখে ধূলা উঠে ॥
ত্রিশ লৈক্ষ সৈন্যে বেড়ে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
তথাপিহ দ্রোণ বুড়া রণে নাই ডর ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র লৈয়া দ্রোণে ধনুখান লোকে।
তাহা দেখি পাণ্ডব সেনার প্রাণ কাপে ॥
সূর্য্যহেন রথখান দেখিএ আকাশে।
সে রথ দেখিয়া তার সৈন্য তরাসে ॥
আস্তেবাস্তে দুর্যোধন উঠিয়া বোলএ।
দ্রোণক রাখিতে সৈন্য তখনে পাঠাএ ॥
বীর সব লৈয়া রাজা তখনে চলিল।
তারশেষে দুইদলে সমর হইল ॥
দুর্যোধন আগে চলে যত সহোদর।
দুর্ম্মৎসেন ধাইলেক ভীমের অন্তর ॥
সে দুই বীরের যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর।
বীর সর্ব্ব আগু হৈল করিতে সমর ॥
কৃতবর্ম্মাএ যুঝে তবে সাত্যকির সনে।
মত্ত হস্তী যুদ্ধ যেন হৈল দুই জনে ॥
জয়দ্রথ ক্ষেত্রব্রহ্মা রথ আগুসারি।
রুষিলেক ক্ষেত্রব্রহ্মা সমরে কেশরী ॥

ধ্বজ ধনু কাটে তবে অতি তীক্ষ্ণ বাণে।
দশ বাণে জয়দ্রথ হানে মর্ম্মস্থানে ॥
তবে পুনি ধনু লৈয়া জয়দ্রথ যোধে।
মহাক্রোধ করি তবে ক্ষেত্রব্রহ্মা বিন্ধে ॥
সুবাহু যে মহাবীর সন্ধানে পুরিয়া।
সব মহাবীর তবে চলিল ধাইয়া ॥
যুযুৎসুকে হানে বাণ অতি খরশানে।
শতে শতে বাণ তবে হানিল সন্ধানে ॥
লোহার মুষল হেন দুই করে লড়ে।
পড়িল সুবাহু বীর পৃথীখান লড়ে ॥
দুইপাশ দিয়া তার রক্তপড়ে ধারে।
সর্ব্ব সৈন্য ধাএ যুধিষ্ঠির রাখিবারে ॥
কোপে যুধিষ্ঠিরে বাণ বরিষে সত্বর।
মাতুল ভাগিনে হইবে বিষম সমর ॥
চৌষট্টি বাণে তবে রাজাকে হানিয়া।
সিংহনাদ ছাড়ে বীর হরষিত হৈয়া ॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠিরে হানে খুরবাণে।
সৈন্যের কার্ম্মুক ধনু কাটএ সন্ধানে ॥
সিংহনাদ করে তবে পাণ্ডব কটকে।
দ্রুপদের সৈন্য তবে রাখএ বাহ্লীকে ॥
সে দুই স্কন্ধেরে রণ হইল কৌতুকে।
ক্ষেণেকে বিলম্বে দুই হইল বিমুখে ॥
বৃন্দ অনুবৃন্দ দুই কটক রহাএ।
কটকে কটকে যুদ্ধ রাজাএ রাজাএ ॥
শতনীকে হানে শতধন্বা নরপতি।
কোপে জ্বলে শতনীক শতধন্বা পতি ॥
অতি বড় কোপে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে।
দুই বাহু শির কাটি শতধন্বা পড়ে ॥
শতধন্বা পড়িলেক শূন্য হৈল রথ।
রথ লৈয়া সারথি পলাএ পাছুপথ ॥
শতধন্বা প্রতি ধাএ বীর বিবিংশতি।
খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রের রণ করে নানাভাতি ॥
উজ্জ্বল বিংশতি বাণে হানে শীঘ্রতরে।
লণ্ডভণ্ড করিলেক ভীমের কুমারে ॥

শল্য নরপতি তাহা দেখিয়া নিয়রে।
সারথি সহিতে তবে শতধন্বা বেড়ে ॥
শ্রুতিকীর্ত্তি সহদেব নকুল কুমার।
চিত্রসেন পুত্র গেল তারে রাখিবার ॥
পাণ্ডুপুত্রে তোহ্মা পুত্রে হৈল মহারণ।
এহিমতে সমর হইল জনে জন ॥
তাহাতে যে তখনে লক্ষ্মণ বীর রোষে।
লক্ষ্মণের ধ্বজধনু কাটিল নিমেষে ॥
এহিমতে সমর হইল শতে শতে।
হস্তী ঘোড়া পড়ে যথ কহিবম কথে ॥
পাঞ্চাল ধাইতে তবে সৈন্য নানাবর্ণে।
ই সকল রাখিলেক একেশ্বর কর্ণে ॥
কর্ণক বেড়িয়া হানে দুই লৈক্ষ ঘোড়ে।
কর্ণের বিক্রমে সেনা কেহ না বাহুড়ে ॥
তোহ্মা পুত্র মোহ গেল রাখিতে না পারে।
দুই দলে যুদ্ধ তবে হইল নির্ভরে ॥
আর পুত্র আসি তোহ্মার কাশীরাজা রাখে।
ব্যাঘ্র হরিণ রণ সর্ব্বলোকে দেখে ॥
বিজয় তোহ্মার পুত্র জয়সেন রণে।
চোখা চোখা বাণ হানে বিষম সন্ধানে ॥
দুই বীর সহিতে যুঝএ চেকিতান।
সিংহ সনে মত্ত হস্তী যে হেন পয়ান ॥
শতায়ুধে রাখএ সুকেতু নরপতি।
রুষিল সুকেতু বীর যেন মত্ত হাতী ॥
শরীরত মহাতীক্ষ্ণ ভেদিলেক বাণ ॥
শিশুপালসুত বীর মহা ধনুর্দ্ধর।
প্রথম বয়স বীর গেল যমঘর ॥
বৃহক্ষেত্রপুত্র আর বিকর্ণে হৈল রণ।
ভূরিশ্রবা ধাইলেক তাহার কারণ ॥
ধ্বজপতাকা তার খান খান কাটে।
ভূরিশ্রবা বাধাএ তবে পরম সঙ্কটে ॥
খাড়া বায়ুর সঙ্গে যুদ্ধে নানারঙ্গ।
মণিমন্ত রথে চড়ে যেহেন পতঙ্গ ॥

CENTRAL LIBRARY

সারথি সহিতে তার কাটিলেক ঘোড়া।
ধ্বজ ধনু কাটিয়া তার করিল গুড়া গুড়া॥
শীঘ্র হস্তে মণিমন্তে বায়ুর লইতে।
ক্রোড় দিল ভূরিশ্রবা এ বায়ুর আঘাতে॥
বায়ুর সহিতে বীর হইল দুইখান।
ভূমিতে পড়িল যেন চন্দ্রের সমান॥
তাহা পাণ্ডব সহিতে মোহ পাএ।
ভূরিশ্রবা দেখি সব সংগ্রামে পলাএ॥
আপনার রথে বীর উঠে ফাল দিয়া।
যুদ্ধ কৈল আপনার ঘোড়া চালাইয়া॥
তবে ভূরিশ্রবারে বাখানে দুই দলে।
রক্তে রাঙ্গা ভূরিশ্রবা অগ্নি হেন জলে॥
তাহা দেখি ঘটোৎকচ অগ্নির সমান।
দ্রোণ প্রতি ক্রোধ করি হানে তীক্ষ্ণবাণ॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ধনুখান চাপে।
দশগোটা ভিন্দিপাল হানে বড় কোপে॥
ঘটোৎকচ চাহিলেক পর্ব্বতের চূড়া।
দ্রোণের বুকেত ঠেকি হইলেক গুড়া॥
ধনুক টানিয়া দ্রোণে হানে তীক্ষ্ণ শর।
ভঙ্গ দিল ঘটোৎকচ হইয়া জর্জ্জর॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহন্ত কেমত হইল রণ।
তথাএ কিবা করিলে সংশপ্তকগণ॥
সঞ্জএ কহন্ত তবে সৈন্যে ভঙ্গ দিল।
হস্তী রথে দুর্য্যোধন ভীম প্রতি ধাইল॥
দুর্য্যোধনে দেখি ভীমে বাণ আগুসারে।
হস্তীসব হানে তার নানাবর্ণ শরে॥
কুম্ভস্থলে হানে বাণ পুচ্ছে দিয়া ঘসে।
ভীমের বাণের বেগে হস্তী পলাএ ত্রাসে॥
হস্তীঠাট ধাএ যেন ঘোড়া যে পবন।
ভূমিমৈধ্যে দন্ত দিয়া ত্যজএ জীবন॥
শুণ্ডকাটা গেল যদি অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
তাহা দেখি দুর্য্যোধন রুষিল আপনে॥

ভীমক হানিতে গেল নানা চোখা বাণে।
পুনি খরসাণ বাণ জোড়ে ধনুর্গুণে॥
হস্তীতে চড়িয়া গেল ভীমসেন প্রতি।
তাহা দেখি ভঙ্গ দিল যত যুদ্ধপতি॥
আকর্ণ পূরিয়া ভীমে চোখাচোখা বাণ।
মহাবেগে হস্তীর হানএ কুম্ভস্থান॥
হস্তীক ভেদিয়া ভূমি পশিলেক শর।
ভূমিমৈধ্যে দন্ত দিয়া পড়ে করীবর॥
ত্রস্ত হৈল ভূমিতে মাহুত সব পড়ে।
তিনবাণে ভীম তার কোপে মুণ্ড ছিড়ে॥
অঙ্গবীর পড়িল সকলে দিল ভঙ্গ।
ত্বরিত গমন সব ভীমের আতঙ্ক॥
তাহা দেখি ভগদত্ত লাউড়ঈশ্বর[১]।
ছড়ি সুপ্রস্তিক হস্তী ধাইল সত্বর॥
ঐরাবত সম হস্তী দিল ছুটাইয়া।
ভীমক ধরিল হস্তী চৌদন্ত ভিড়িয়া॥
তবে পাণ্ডবের সৈন্য করে হাহাকার।
মারিবেক ভীম আজি নাহিক নিস্তার॥
এতেক কহিয়া তবে পাণ্ডবের নিকটে।
ধাইয়া ভীমের পাশে আইল লৈক্ষে লৈক্ষো॥
ভীম পড়িল হেন কহে যুধিষ্ঠিরে।
সহিতে সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে॥
তবে ভগদত্ত প্রতি ধাএ তিন বীরে।
গগন আবরি বাণ বরিষণ করে॥
অস্ত্রে হানি ভগদত্তে সকল নিবারে।
হস্তী টুটাইয়া বীরে সকল সংহারে॥
আজি সে দেখিল বৃদ্ধ ভগদত্ত রণ।
একেশ্বর পরাজিল পাণ্ডবের গণ॥
জয়ন্ত রাজার যে যুযুৎসুক হস্তী।
সেই হস্তী টুটাইল ভগদত্ত প্রতি॥
দুই হস্তী যুদ্ধ যেন দেখিএ সুন্দর।
পর্ব্বত সমান দেখি দুই করীবর॥

১. শ্রীহট্টস্থ লাউড় (মহাভারতে অনুল্লেখিত)

দুই করীবর যুদ্ধ হৈল হেনমতে।
হস্তীএ হস্তীএ যুদ্ধ দেখিএ কতুকে॥
মহাগজ সুপ্রস্তিক হানে গজ ভাও।
উলটিয়া যুযুৎসুর দন্তে দিল পাও॥
ক্রোধ করি জয়ন্তের হস্তী কৈল তল।
বিপরীত শব্দ হৈল পাণ্ডবের দল॥
ঢলিয়া পড়িল তার কাঞ্চন আসন।
সাত বাণে ভগদত্ত লইল জীবন॥
জয়ন্তের নৃপতি পড়িল ভূমিতল।
ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাহে পাণ্ডব সকল॥
পুনি রুষিল তবে লাউড়ঈশ্বর।
হস্তী টুটাইয়া দিল ভীমের উপর॥
মহাগজে আসি শুণ্ডে ভীমক ধরিল।
সেই ঘাএ ভীমসেন মুর্চ্ছিত হইল॥
মোহ ছাড়ি ভীমসেনে দন্ত চাহি ধরে।
দন্ত উপাড়িয়া চাহে হস্তী মারিবারে॥
হস্তী চাহন্ত পুনি ভীম মারিবার।
জিনিতে না পারে কেহ হৈয়া আগুসার॥
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির সর্ব্ব সৈন্য ধাএ।
হা হা ভীম করি রাজা সংগ্রামেত যাএ॥
তবে মহারথীগণ হানিয়া নির্ভরে।
বাণ ঘাএ রোষে তবে লাউড়ঈশ্বরে॥
সোবর্ণ অঙ্কুশে তার গজ টুটাইয়া।
সাত্যকির ভিতে দিল মহাক্রোধ হৈয়া॥
ধাই গিয়া করীবরে সাত্যকিরে ধরে।
শুণ্ডে ধরিয়া পালাএ অনেক অন্তরে॥
লম্ফ দিয়া সাত্যকি যে হইল অন্তর।
পদ চাপি ভূমিতল কৈল অশ্ববর॥
সিন্ধুদেশী অশ্ব সব বিশাল তরুণ।
জানে যুদ্ধ সারথি সকলে তার গুণ॥
সেইমত বিলক্ষণ ঘোটক দেখিয়া।
রথী দেখি সাত্যকি উঠিল ফাল দিয়া॥
পুনি দিল সাত্যকির রথ খেদাইয়া।
বাহির হইল বীর এহি ছিদ্র পাইয়া॥

শুণ্ড দিয়া রথ সব তুলিয়া পালাএ।
যার লাগ পাএ তার সদ্য প্রাণ যাএ॥
ইন্দ্রে দৈত্য মারে ঐরাবত চড়ি।
হেনমতে ভগদত্তে বীর দর্প করি॥
হস্তী ঘোড়া মনিষ্যের শব্দ বিপরীত।
ভঙ্গ দিয়া কটক হৈল চতুর্ভিত॥
সহিতে না পারে ভীম হৈল আগুয়ান।
রথে চড়ি গেল সুপ্রস্তিক বিদ্যমান॥
এহিমতে ভ্রমে সব গজ মহামত্ত।
পাএ চাপি চূর্ণ করে চৌদ্দশত রথ॥
শুণ্ডের বাড়িএ ফিরে যতেক ঘোটক।
সারথি লইয়া ভঙ্গ দিলেক ভীমক॥
তবে ভঙ্গ দিল সর্ব্ব সৈন্যে ততক্ষণ।
রুচিপর্ব্ব রোষে যেন আকৃতি নন্দন॥
প্রথম বয়স বীর মহা ধনুর্দ্ধর।
বাণ বরিষয়ে ভগদত্তের উপর॥
কুণ্ডল আকার পাগ চন্দ্রের সমান।
অর্দ্ধচন্দ্র ভগদত্তে মাথা কাটে তান॥
রুচিপর্ব্ব পড়িলেক কেহ নাহি রহে।
ছয় বীর আগু হৈল সংগ্রামে নির্ভয়॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ ই দুই প্রধান।
শিখণ্ডী সহিত আর যথ বলবান॥
একত্র হইয়া যথ চলে মহারথী।
বেড়িয়া হানএ ভগদত্ত মহামতি॥
ক্রোধ করি ভগদত্তে রোষাইল হস্তী।
শুণ্ড হেট করি যাএ অষ্টজন প্রতি॥
নাকের নিঃশ্বাস বহে যেহেন পবন।
শুণ্ডের পানিএ তিতে সেই অষ্ট জন॥
ভয় পাইয়া ভঙ্গ দিল সেই অষ্ট রথী।
এহিমতে সব মারে সুপ্রস্তিক হস্তী॥
যথেক রথীর অশ্ব সব লৈল প্রাণ।
দণ্ডাঘাতে সারথিরে করিল খানখান॥
তবে পাণ্ডবের সেনা বেড়ি হানে বাণে।
শুণ্ডে ধরিয়া হস্তী করে খানখানে॥

CENTRAL LIBRARY

একবারে বেড়িয়া হানএ সর্ব্বজনে ।
মেঘধারা বহে যেন বরিষাগগনে ॥
দণ্ডাগ্রে গোয়ালে যেন গোধন খেদাএ ।
তেনমতে ভগদত্তে সৈন্য লৈয়া যাএ ॥
সাচানে ধরিলে যেন ডাক ছাড়ে কাকে ।
সেইমত শব্দ হৈল সকল কটকে ॥
চঞ্চল সমুদ্র যেন হইল অচল ।
সেইমত পড়িলেক পাণ্ডব সকল ॥
হস্তী ঘোড়া সৈন্য ডাক ছাড়এ কাতরে ।
দুই সৈন্যের কোলাহল দশদিশ পূরে ॥
হেন বীর নাহি সহে তেজ গজেন্দ্রের ।
মহোদধি বহে যেন পর্ব্বত মন্দার ॥
দুই লৈক্ষ সেনা মারে সেই যে কুঞ্জরে ।
শরীরে না সহে ভঙ্গ দিল যুধিষ্ঠিরে ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব পাইয়া অবসাদ ।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি সৈন্য করে নাদ ॥
পবিত্র পাঞ্চালী কথা দ্রোণ যে পর্ব্বএ ।
মধুর প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয় ॥

অর্জ্জুনের বিক্রম যে পুছিলা আমারে ।
সে সব অদ্ভুত কথা কহিএ তোমারে ॥
অর্জ্জুনে শুনিল যদি সৈন্য কোলাহল ।
ভগদত্ত হস্তীনাদ গভীর প্রবল ॥
অর্জ্জুন কহন্ত প্রভু শুনহ কেশব ।
ভগদত্ত দেখ হের বিনাশে পাণ্ডব ॥
হস্তী দারুণ ভগদত্ত বিশারদ ।
সহিতে না পারে সৈন্য অলে স্তব্ধবত ॥
আমার কটকে প্রভু যত যত বীর ।
সে হস্তী সমুখে প্রভু কেহ নহে স্থির ॥
যুদ্ধেত হতাশ নহে নানা অস্ত্র সহে ।
তুহ্মি আহ্মি পরে গোসাই আর কেহ নহে ॥
সেই হস্তীএ সব সৈন্য যে সংহারে ।
তাহার সহিতে যুদ্ধ কেহ নাহি পারে ॥
ইন্দ্রগজ সথা সে যে বৃদ্ধ সুপ্রস্তিক ।
তাহারে পাঠাই আগে নেয় যমলোক ॥
অর্জ্জুন বচনে কৃষ্ণ রথ চালাইয়া ।
ভগদত্ত প্রতি রথ দিল রোষাইয়া ॥
তিন লৈক্ষ রথী তাতে সংশপ্তকগণ ।
রহ রহ করি শব্দ করে সর্ব্বজন ॥
ত্রিশ সহস্র রথী আছে ত্রিগর্ত্তের ।
চৌদ্দ সহস্র রথী নারায়ণী কটকের ॥
এত সব মহারথী সবে ডাক ছাড়ে ।
এথা ভগদত্তে পাণ্ডবের সৈন্য মারে ॥
দুই পাশে দুই সৈন্য ভাবিয়া হৃদয়ে ।
মনে মনে চিন্তে তবে পার্থ মহাশএ ॥
অর্জ্জুনে চিন্তিয়া কহে নারায়ণস্থানে ।
রথ নিয়া দেখ পুনি সংশপ্তকগণে ॥
তখনে নিলেক রথ দেব চক্রপাণি ।
কার্ম্মুকে উড়ায়ে তাহা অর্জ্জুন সন্ধানী ॥
সংশপ্তক ত্রিগর্ত্তক নারায়ণী সেনা ।
কৃষ্ণার্জ্জুন সনে আসি রণে দিল হানা ॥
রথধ্বজ ঘোটক অর্জ্জুন জনার্দ্দন ।
বাণ বরিষণ করে নাহি দরশন ॥
ঘোড়া হস্তী রথী পড়ে সারথি গজে ।
মোহ পাইল কৃষ্ণার্জ্জুন সেই অস্ত্রাঘাতে ॥
অঙ্গঘর্ম্ম বহি কৃষ্ণ হইল মোহিত ।
দেখিয়া অর্জ্জুন হৈল পরম চিন্তিত ॥
মন্ত্র পঠিয়া বীরে রুদ্র অস্ত্র এড়ে ।
রুদ্রপাত হেন হৈল সংশপ্তক গড়ে ॥
শতে শতে হস্তী পড়ে মাহুত সহিত ।
দেখিয়া অর্জ্জুন হৈল পরম চিন্তিত ॥
ধ্বজবন্ধু পড়ে যেন পুষ্পিতের বন ।
চন্দ্রমণ্ডলে যেন দেখি তারাগণ ॥
টোপর কুণ্ডল পাগ চন্দন ভূষিত ।
হেনমতে বীর সবে পড়এ ভূমিত ॥
খাড়া বায়ুর খড়্গ হেন যুদ্ধর ঝড়া ।
মাহুত সহিতে পড়ে হস্তী বড়া বড়া ॥

একভিতে পড়ে হস্তী আর ভিতে মুণ্ড।
হস্তী ঘোড়া রথ পড়ে কটক প্রচণ্ড॥
পদ্মবন ভাঙ্গএ যেহেন মত্ত হস্তী।
তেমতে সৈন্যের কৈল বহুল দুর্গতি॥
অর্জ্জুনক সাধু সাধু বোলে দেবগণ।
এথ সব হানএ অন্যায় নাই রণ॥
হাসিয়া অর্জ্জুনে কহে চালায় ঘোটক।
ভগদত্ত রাজাএ যথা ভাঙ্গএ কটক॥
অর্জ্জুন বচনে রথ চালাএ শ্রীহরি।
দ্রোণ সৈন্য বলি ধাএ অতি শীঘ্র করি॥
পাছে পাছে সুশর্ম্মা আইসএ ভ্রাতৃসমে।
রহ রহ অর্জ্জুনকে বোলে এতক্ষণে॥
অর্জ্জুন বোলেন্ত কৃষ্ণ রহিতে উচিত।
সুশর্ম্মা নৃপতি আইসে ভ্রাতার সহিত॥
উত্তর কটক ভাঙ্গি লাউড়ঈশ্বর।
এই ঠাই চাহিতে নারি শুন দামোদর॥
আগে সুশর্ম্মাকে হান ধর্ম্মক চাহিতে।
তবে রথ আনয় ভগদত্ত বীর ভিতে॥
রথ ফিরাইয়া ঘোড়া চালাএ মাধব।
যথাতে সুশর্ম্মা আছে নিলেক পাণ্ডব॥
এত শুনি নারায়ণ রথ ফিরাইয়া।
যথাতে সুশর্ম্মা আছে দিল রোবাইয়া॥
সুশর্ম্মাকে সাত বাণ হানিল অর্জ্জুনে।
ধনুধ্বজ কাটে তার দুই খুরবাণে॥
মহাঅস্ত্র লৈয়া কাটে সারথি ঘোড়াএ।
সুশর্ম্মার ভ্রাতি কাটি ভূমিতে ফেলাএ॥
সুবাহু সুধন্বা পড়ে দুই মহাবল।
চন্দ্র হেন পড়ে তার দুই সহোদর॥
কুপিলেক সুশর্ম্মা ভ্রাতির শোকানলে।
মহা মহা তীক্ষ্ণ অস্ত্র অর্জ্জুনক হানে॥
কৃষ্ণ প্রতি বাণ হানে অতি তীক্ষ্ণধারে।
সে বাণ অর্জ্জুন তবে কাটিল সমরে॥
শরজালে সুশর্ম্মাকে মুহিত করিয়া।
চলিলেক কৃষ্ণার্জ্জুন ঘোড়া চালাইয়া॥

ভগদত্ত প্রতি রথ দিল জনার্দ্দনে।
না রহে তোহ্মার সেনা তার দরশনে॥
প্রাণ যেন যাএ জান অগ্নির আতঙ্কে।
অর্জ্জুনে সমরে তেন তোহ্মা সৈন্য ভাঙ্গে॥
পাথর ঠেকিয়া যেন নৌকা হএ চির।
তিনভাগ হইল তোহ্মার যথ বীর॥
দশ সহস্র রথী সাহসে ভর করি।
অর্জ্জুন রাখিতে তারা হৈল আগুসারি॥
রুষিয়া অর্জ্জুনে তবে ইন্দ্রঅস্ত্র এড়ে।
দশ সহস্র ধানুকী যে রণভূমি পড়ে॥
দেবাসুরে সার যুদ্ধ আছিল পূর্ব্বকালে।
তেমত সংগ্রাম যে হৈল দুই দলে॥
ভগদত্তে অর্জ্জুনেক বিশিক বরিষে।
আসিতে অর্জ্জুন তাহা কাটিল আকাশে॥
পুনি ভগদত্তে কৃষ্ণ অর্জ্জুন দেখিয়া।
মারিবার তরে হস্তী দিল রোবাইয়া॥
যম হেন আইল হস্তী মহাকোপ করি।
হস্তীর উপরে রথ তুলিল শ্রীহরি॥
পার্থ রথ এড়াইল গোবিন্দের গুণে।
আর যত রথ চূর্ণ করিল তখনে॥
অর্জ্জুনেহ সেই হস্তী পাইয়া সন্নিহিতে।
হস্তীর উপরে বাণ হানে শতে শতে॥
সুপ্রতিকে রুষি তবে মারে হস্তী ঘোড়া।
দণ্ডাগ্রে তুলিয়া সব করে গুড়া গুড়া॥
তাহা দেখি অর্জ্জুন কুপিল অতিশয়।
ধৃতরাষ্ট্র রাজাস্থানে কহিল সঞ্জয়॥
কোপ করি ভগদত্তে কি হৈল অর্জ্জুন।
ভালমতে কহ সূত শুনিএ নিপুণ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা অতিশয় কোপে।
রথ নিয়া দিল ভগদত্তের সমীপে॥
তখনে সকল সৈন্য করিলেক মন।
যমদণ্ড সদৃশ কুপিল দুইজন॥
ভগদত্তে কোপ করি আকর্ণ পূরিয়া।
সকল শরীরে হানে কৃষ্ণক দেখিয়া॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণক বিন্ধিল ভগদত্তে সেই ছেলে।
অলন্ত দিয়টাপ্রায় দেখি সেইকালে ॥
হৃদয়েত বহে তান রুধিরের ধার।
দারুণ মেঘেতে যেন বিজুলী সঞ্চার ॥
ধনুক কাটিল তবে কুপিয়া অর্জ্জুন।
তিন তিন করিয়া কাটিল সব বাণ ॥
খণ্ড খণ্ড করি কাটে হস্তীবল যতে।
অতি শোভা করে গজমণ্ডিত যে রক্তে ॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন শোভিত কুঞ্জর।
ভগদত্ত রাজা তবে কুপিল নির্ভর ॥
লোহার সৌবল ছেল সোবর্ণের যষ্টি।
কৃষ্ণক হানিল তবে করিয়া ভ্রূকুটি ॥
আসিতে অর্জ্জুনে কাটে তাকে তিনবাণে।
ভগদত্তের ছয়বাণ কাটে ততক্ষণে ॥
ভগদত্তে কৃষ্ণপাএ হানে সেই বাণ।
পুনি হানে ভগদত্তে বড় ক্রোধ মন ॥
অস্ত্র বরিষণ বাণ অর্জ্জুন মস্তকে।
মাথার মুকুট তান কাটে বামপাকে ॥
পাকদিয়া অর্জ্জুন মুকুট কৈল স্থির।
ভগদত্ত হানএ অর্জ্জুন মহাবীর ॥
অর্জ্জুনক হানিয়া হানিল জনার্দ্দন।
ধনুগুণে অর্জ্জুন হানএ ততক্ষণ ॥
আকর্ণ পূরিয়া পার্থ সম্বরিয়া বাণে।
ভগদত্ত রাজার হানিল মর্ম্মস্থানে ॥
অস্ত্রাঘাতে ভগদত্ত বহুল কুপিয়া।
এড়এ বৈষ্ণব বাণ বহুল কুপিয়া ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুন গোবিন্দ পাছ দিয়া।
বুক পাতি অস্ত্র প্রভু লইলেক গিয়া ॥
জয়ন্তীর মালা যেন হৈল তান বুকে।
কুপিয়া অর্জ্জুনে তবে বলিল হরিকে ॥
না বুঝিয়া রহিলাম ঘোড়া চালাইয়া।
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলা কৃষ্ণ তত্ত্ব না জানিয়া ॥
এক ধনু ত্রিভুবন জিনিবারে পারি।
আপনে জানিয়া মোকে নিন্দিলা শ্রীহরি ॥

কৃষ্ণে বোলে কহি শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
চারি মূর্ত্তি করি আহ্মি লোকেতে পালন ॥
এক মূর্ত্তি করি আহ্মি পৃথিবী মাঝার।
আর মূর্ত্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম করিএ বিচার ॥
আর মূর্ত্তি মনিষ্যের উপকার তরে।
আর মূর্ত্তি করি আহ্মি নিদ্রা সহস্র বৎসরে ॥
সেই মুঞি উঠি যদি যোগনিদ্রা হৈতে।
যখনে যে বর চাহে পাএ সুনিশ্চিতে ॥
তাকে জানি পৃথিবী মোতে পাএ বর।
নরক অবধ্য বর দেয় দামোদর ॥
বৈষ্ণব অস্ত্রে আহ্মি তাকে দিল বর।
সেই অস্ত্রে নরক আছিল ভয়ঙ্কর ॥
সেই অস্ত্র তাহাতে পাইল ভগদত্তে।
ইন্দ্রেহ তাহার অস্ত্র না পারে সহিতে ॥
তোহ্মার চাহিতে তাত করি নমস্কার।
এবে মরে ভগদত্ত মহা দুর্নিবার ॥
পূর্ব্বে যে মারিল আহ্মি নরক অসুর।
তেনমত মরে ভগদত্ত যে প্রচুর ॥
তবে তো অর্জ্জুন হানে পূরিয়া সন্ধান।
সুপ্রস্তিকের কুম্ভস্থলে হানে তীক্ষ্ণবাণ ॥
চৌদ্দ নারাচ হানে সুপ্রস্তিক হৃদে।
কুম্ভস্থল বিদারিয়া শরীরেত ভেদে ॥
চতুষ্পদ সঙ্কোচিয়া বীরগজ বর।
ভূমিদন্ত দিয়া নাদ করে ভয়ঙ্কর ॥
পড়িল রাজার হস্তী খসিল আসন।
অর্দ্ধচন্দ্র মাথা কাটি পড়িল সেইক্ষণ ॥
হস্ত হৈতে ধনুর্বাণ পড়িল ভূমিত।
কাঞ্চনের মালা পড়ে মস্তক সহিত ॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল চতুর্ভিতে।
শোভা হেন হৈয়া তবে পড়িল ভূমিতে ॥
ইন্দ্রের সদৃশ ভগদত্তগণ মরে।
পবনে ভাঙ্গিল যেন পুষ্প কর্ণিকারে ॥
তখনে অর্জ্জুনে করএ দড়বড়ি।
বায়ু বৃক্ষ ভাঙ্গে হেন শুনি দড়মড়ি ॥

ভগদত্তবধ কথা দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

অর্জুনহস্তে চন্দ্রসেন, চন্দ্রকেতু প্রভৃতি বীরের মৃত্যু : অর্জুনের সংশপ্তক-যুদ্ধ অব্যাহত

ভগদত্ত মারি পার্থ চলিল দক্ষিণে।
আগু হইয়া কহে তবে কৌরবের গণে॥
বৃক্ষ বিরোচন দেখ সে দুই দুষ্কার।
দুই বীরে সমরে হইল আগুসার॥
সারথি মস্তক আর ছত্রসান ঘোড়া।
বৃক্ষেরে অর্জ্জুন কাটে করি গুড়া গুড়া॥
গান্ধারের কটক হইল বেয়াকুল।
পঞ্চশত ধানুকীএ তানেক হানিল॥
বৃক্ষে উঠিল তবে বিরোচননাথে।
পুনি যে অর্জ্জুনে তাহা মারে আস্তেব্যস্তে॥
চন্দ্রসেন চন্দ্রকেতু অর্জ্জুনেক হানে।
দুই মুণ্ড অর্জ্জুনে কাটিল দুইবাণে॥
শকুনির দুই ভাই কুবুদ্ধি নায়ক।
দুইজন পড়ে রাজা তোহ্মার শ্যালক॥
পড়িল মাতুল দুই প্রাণ সমোশর।
তোহ্মার তনয় শরে কাটিলা বিস্তর॥
শকুনি দেখিল যদি ভাইর মরণ।
মাঞা রণে মোহে তাকে নরনারায়ণ॥
লোহার বরাহ আর জাঠি যে মুষল।
শতঘী পট্টিস গদা আর যে ত্রিশূল॥
তাহা আদি করি যত অস্ত্রে রাজগণ।
ভিন্দিপাল আদি করি না সএ ভুবন॥
নানা অস্ত্র আসি পড়ে অর্জ্জুন উপরে।
খণ্ড খণ্ড করি সব অর্জ্জুন সংহারে॥
উট গাধা আদি সর্প মহিষ শূকর।
শৃগাল কুক্কুর আদি ভাল্লুক বানর॥
বায়স মাচান চিল শকুনি গৃধিনী।
ভক্ষএ কুপিত হইয়া রাক্ষস পক্ষিণী॥

অর্জ্জুন মারিতে আইসে দশদিশ হৈতে।
অর্জ্জুনেহ নানা অস্ত্র এড়ে শতে শতে॥
বিপরীত শব্দ করি সব গেল দূর।
দূরে গেল অন্ধকার মাঞার প্রচুর॥
অস্ত্র জুড়ি অন্ধকার নিবারে পাণ্ডবে।
অন্ধকারে ডাক ছাড়ে শুনিএ কৌরবে॥
ত্রাসে শকুনি তবে ঘোড়া খেদাইয়া।
পুরুষঅধম হেন গেল পলাইয়া॥
বাণ বরিষণ করি চলিল অর্জ্জুনে।
সংহারিতে যাএ পুনি সংশপ্তকগণে॥
দুই ভাগ হৈল যে কটক তোহ্মার।
পাথরে ঠুকিয়া যেন নদী দুই ধার॥
দুর্য্যোধন গেল তবে দ্রোণের নিকট।
ধূলি অন্ধকার হৈল পরম সঙ্কট॥
শঙ্খ দুন্দুভি ভেরী নানা বাদ্য শুনি।
দক্ষিণে গাণ্ডীবশব্দ সর্ব্ব বীর জিনি॥
দক্ষিণে অর্জ্জুন আর সংশপ্তকগণ।
এথাতে পাণ্ডব পাছে দ্রোণের সদন॥
কোন বীরে তাহারে যে না পারে রাখিতে।
হস্তী ঘোড়া পাইক পড়িল শতে শতে॥
লৈক্ষ লৈক্ষ হস্তী ঘোড়া বহুল পড়িল।
বাপু এড়িয়া তবে পুত্র ধাইল॥
কথ বীর পড়িলেক হস্তী ঘোড়া এড়ি।
শকুনি শৃগালে মাংস খাএ ডাক ছাড়ি॥
সংশপ্তক সৈন্য সব সংহারে অর্জ্জুনে।
পাণ্ডবক এথা পুনি জিনে বীর দ্রোণে॥
দ্রোণ পর্ব্ব হইল নরনারায়ণ কেলি।
সঞ্জএ কহিল কথা বিচিত্র পাঞ্চালী॥

কর্ণের বিক্রম

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে অর্জ্জুনের রণে।
ভঙ্গ দিল পুনি কিবা কৈল দুর্য্যোধনে॥
ভগদত্ত রণেত পড়িল সহসাত।
কোন বীর আগু হৈয়া রহিল তথাত॥

কেবা রণে পলাইল রণে পাইয়া ভয় ।
ভালমতে কহ কথা শুনহ সঞ্জয় ॥
সঞ্জএ কহন্ত কথা দুর্য্যোধন প্রতি ।
রাজা সব চলি গেল দ্রোণের সংহতি ॥
দ্রোণ দ্রোণ বলি তোহ্মার পুত্র দুর্য্যোধন ।
পাণ্ডু সৈন্য প্রতি ধাএ মারিতে কারণ ॥
তোহ্মার তনএ সবে দ্রোণক রাখিয়া ।
কটক তোলাই দিল রথ রোধাইয়া ॥
দ্রোণ কথা দ্রোণ কথা ডাকএ পাণ্ডবে ।
দ্রোণক বেড়িয়া মৈধ্যে রহিছে কৌরবে ॥
দ্রোণ কথাএ গেল বলি ডাকএ কটকে ।
দুই দলে দেখে এক যেহেন কানাকে ॥
দ্রোণে চক্ষু পাক দিল সৈন্য পাণ্ডবের ।
না দেখিছি চক্ষু পাক এমত বৃদ্ধের ॥
আগু বাড়ি ধৃষ্টদ্যুম্নে সহিল সমর ।
সে দুই বীরের রণ হৈল ভয়ঙ্কর ॥
নীল সেনাপতি এ পাণ্ডব সেনা রাখে ।
অশ্বত্থামা মহাবীরে তাহা পুনি দেখে ॥
কোপে নীলে বাণ হানে বজ্র সমোশর ।
অশ্বত্থামা হানি বাণ কুপিল বিস্তর ॥
দ্রোণপুত্রে কোপে তবে অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে ।
তিন বাণে নীলের মস্তক কাটি পড়ে ॥
নীল বীর পড়িল পাণ্ডবসেনা ভাঙ্গে ।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র তরঙ্গে ॥
পাণ্ডবের ভঙ্গ দেখি রোষে বৃকোদর ।
আগু হৈয়া মহাবীরে সইল সমর ॥
অশ্বত্থামা ভীমক জানএ তীক্ষ্ণ শরে ।
অস্ত্রাঘাতে ভীমসেনের জর্জ্জর শরীরে ॥
পুনি ভীমে হানে বাণ অশ্বত্থামাবুকে ।
পুনি অশ্বত্থামা তারে হানে উর্দ্ধমুখে ॥
এহিমতে দুইজনে হানে ধনু টানি ।
পরম কতুক চাহে সে দুই বাহিনী ॥
দুই বীরে রণ করে অতি ভয়ঙ্কর ।
দুই দিকে সেনাগণ পড়িল বিস্তর ॥

এহিমতে দুই বীরে পুনি হৈল শ্রম ।
দুই বীরে শ্রম পাইল করিয়া বিশ্রাম ॥
পুনরপি পাণ্ডুসৈন্য দ্রোণ প্রতি ধাএ ।
সেই বৃদ্ধে সংগ্রাম করিতে আগুয়াএ ॥
সঞ্জয় কহন্ত সবে সকলি তেজিয়া ।
তোহ্মার কটকে তবে যুঝে আগু হৈয়া ॥
রথী রথী হস্তী হস্তী ঘোটকে ঘোটকে ।
বাণ হানে রণ করে কটকে কটকে ॥
হস্তী ঘোড়া রথ হোতে বীর সব পড়ে ।
হেট মুণ্ড করি পড়ে দশন কামড়ে ॥
মুণ্ড কাটা হস্তীএ রণেত লড় পাড়ে ।
ভূমিদন্ত দিয়া পড়ে ক্ষিতিখান লড়ে ॥
লোহার কবচ সব রথ ঘোড়া হস্তী ।
সমরভূমিতে পড়ি আছএ পদাতি ॥
ঘাএ জর্জ্জর হস্তী চতুর্দ্দিগে ধাএ ।
হস্তীসবে ভঙ্গ দিল সাবাসের বাএ ॥
কুণ্ডল টোপর পাগ অস্ত্র সারি সারি ।
সর্পসব ভাসে যেন রুধির উপরি ॥
রথ চূর্ণ করে হস্তী পালাএ উড়াইয়া ।
রথ হৈতে হস্তী পড়ে ভূমিদন্ত দিয়া ॥
মৈল মিত্র বাপ পুত্র কথাএ আছে ভাই ।
ভাগিনাতে কহে কেহ মনে দুঃখ পাই ॥
কেহ হানে কেহ কাটে হাহাকার করে ।
এহিমতে হানাহানি করএ নির্ভরে ॥
কেহ তথা মরে কেহ পলাএ ত্রাস মনে ।
একজন হানিতে নেহালে আর জনে ॥
বোলাবুলি ভিড়াভিড়ি মুটকামুটকি ।
আপ্ত পর ভেদ নাহি যুঝএ ধানুকী ॥
কেহ শব্দ শুনি ধাএ কেহ বা পলাএ ।
রক্তের নদী কেহ সঞ্চরিয়া যাএ ॥
কিছু নাহি দেখে রাজা রথ অশ্ব কার ।
আপ্তপর যুদ্ধ তাহা কিছু নাহি যার ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে কহে সৈন্য এহি সে সময়ে ।
বেড়িয়া দ্রোণক হানে কিছু নাহি ভএ ॥

দ্রোণবীর উদ্দেশিয়া চলিল পাণ্ডব।
সমরে দেখএ দ্রোণ আইসে বীর সব॥
যাও যাও মার মার শব্দ ভয়ঙ্কর।
ছয় বীর আগু হৈয়া সহিল সমর॥
দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা যথ যথ বীরে।
বৃন্দ আর অনুবৃন্দ তাড়াণ্ডিএ শরে॥
তবে যে কটকে করে বাণ বরিষণ।
কোনমতে পাণ্ডবেরা নাহি এড়ে রণ॥
তবে দ্রোণে শতে শতে মহাঅস্ত্র এড়ে।
চতুর্দ্দিগে সকলে পাঞ্চালে লড় পাড়ে॥
হেনকালে অর্জ্জুনে জিনিয়া সংশপ্তক।
বাণ বরিষিতে শীঘ্রে ধাএ অর্জ্জুনক॥
অর্জ্জুনের বাণেত তবে পড়এ কটক।
অস্ত্র এড়ি পাড়ে তবে হস্তী যে ঘোটক॥
হাহাকার করে শব্দ শুনি বিপরীত।
কেহ কেহ ফালে যাএ দেখি চতুর্ভিত॥
কর্ণ কর্ণ করি সেনা করে হাহাকার।
ভএ নাহি করে কর্ণ হইয়া আগুসার॥
কোপ করি ধনঞ্জয় অগ্নিবাণ এড়ে।
কর্ণের বরুণ বাণে সেই কাটি পাড়ে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি নন্দন তিন বীরে।
বেড়িয়া কর্ণক হানে নানা বর্ণ শরে॥
তবে কর্ণে কোপে সেই বাণ বরিষিয়া।
তিনের হাতের ধনু ফালাইল ছেদিয়া॥
তিন বীরে তিন ধনু উর্দ্ধ করিয়া তোলে।
সিংহনাদ করি তবে কর্ণ প্রতি মেলে॥
আসিতে যে কর্ণ বীরে তিন বাণ ছিড়ে।
তিনখান হইয়া অস্ত্র ভূমিতলে পড়ে॥
সিংহনাদ করি কর্ণে অর্জ্জুনক হানে।
কর্ণেরে হানএ তবে সুদৃঢ় সন্ধানে॥
শত্রু সহ কর্ণের কনিষ্ঠ সহোদর।
শরে বিন্ধি পার্থে তারে করিল জর্জ্জর॥
ছয়ে বাণে শত্রু সহ মারিলেক প্রাণে।
সুবাহুর মুণ্ড কাটে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে॥
তোক্ষাপুত্র সব গেল কর্ণ বিদ্যমানে।
কর্ণের দ্বিতীয় ভ্রাতি মারিল অর্জ্জুনে॥
কর্ণ অর্জ্জুন রণ দেখি লাগে ভএ।
ধূলি অন্ধকার হৈল দেখি সৈন্যচএ॥
সমরে যুঝিতে হইল সৈন্ধ্যাকাল।
দুই সৈন্য গড়ে যাএ দেখি অন্ধকার॥
দ্বিতীয় দিবসে যুদ্ধ দ্রোণ যে পর্ব্বয়।
সঞ্জএ কহন্ত কথা অতি রসময়॥

যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবস:
দক্ষিণদিকে সংশপ্তক-যুদ্ধে
অর্জুনকে ব্যাপৃত রাখিয়া দ্রোণের ব্যূহরচনা

আর দিন প্রভাতে নৃপতি দুর্য্যোধন।
আচার্য্যের স্থানে কহে গঞ্জনা বচন॥
জানিলাম গুরু তুহ্মি যথ কৈলা হিত।
যুধিষ্ঠির এড়াইয়াছিলা পাইয়া সন্নিহিত॥
তুহ্মি ধরিলে কেবা রাখিবারে পারে।
কপট দয়ায় তুহ্মি না ধর তাহারে॥
আপনে দুই কর্ম্ম করিছ অঙ্গীকার।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে গুরু নরকঅপার॥
দ্রোণে কহে আহ্মি নিষ্কপটে রণ করি।
অর্জ্জুনে আসিয়া রোখে কি করিতে পারি॥
কৃষ্ণ যার সারথি অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
তাহাকে জিনিতে নারে ভুবন ভিতর॥
সৈত্য করি কহি আহ্মি না হইব আন।
এক মহারথী আজি মারিব প্রধান॥
এক ব্যূহ করিমু দেবের দুর্ঘটন।
কোনছলে এথা হোতে ঘোচাও অর্জ্জুন॥
এক রথী মারিতে প্রতিজ্ঞা কৈল আহ্মি।
সমর কতুক রাজা আজি দেখ তুহ্মি॥
দ্রোণের বচন শুনি সংশপ্তকগণে।
আজ্ঞা পাইয়া অর্জ্জুনক নিলেক দক্ষিণে॥
এথা অভিমন্যু স্থানে কহে যুধিষ্ঠিরে।
দুর্লঙ্ঘ দ্রোণের ব্যূহ ভেদহ সত্বরে॥

CENTRAL LIBRARY

সহস্র সহস্র বীর সংহার করিয়া।
ছয় রথী সভে তবে দুর্ব্বল হইয়া॥
ব্রজের প্রহারে তবে তেজিল জীবন।
আক্ষি সবের রঙ্গ হইল পাণ্ডবের বাণ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে সেই পুরুষসিংহসুত।
যৌবন না হইতে যুদ্ধ করিল প্রস্তুত॥
রণেত পড়িল সেই পোড়ে মোর মন।
দারুণ ক্ষত্রিয় জাতি বড় নিরূপণ॥
বালক সকলে যম নির্ভয়ে বেড়াএ।
রাজ্যলোভে তাকে নিতে হানি চিত্ত যাএ॥
কোনমতে অভিমন্যু তেজিল জীবন।
বিবেচিয়া কহ সুত শুনি বিবরণ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা কি পুছ আক্ষারে।
সাবধানে শুন রাজা কহিএ তোক্ষারে॥
অভিমন্যু পশিল যদি সৈন্যের মধ্যয়।
অগ্নি নাশিল যেন শুখনা বনয়॥
যত গুণ আছে বাণ পাণ্ডু পঞ্চজন।
সর্ব্বগুণ বীর সেই সুভদ্রানন্দন॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে সুত কহ মোতে সবে।
কোনমতে অভিমন্যু পুত্র গেল মরে॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা যত হৈল শোক।
সাবধানে শুন যত মৈল বন্ধুলোক॥
চক্রব্যূহ কৈল তবে দ্রোণব্রাহ্মণে।
ইন্দ্রসম বীর গণ থুইল স্থানে স্থানে॥
দক্ষিণেত রহে কর্ণবীর ধনুর্দ্ধর।
ছয়লৈক্ষ সৈন্য রহে তাহার অন্তর॥
তার পাছে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
পঞ্চলৈক্ষ সেনা রহে তাহার সদন॥
তার পাছে কৃতবর্ম্মা সর্ব্ব সৈন্য সমে।
চারি লৈক্ষ মহারথী তার সন্নিধানে॥
তার পাছে শল্য রাজা মদ্রাধিপতি।
তিন লৈক্ষ রথগজ তাহার সংহতি॥

তার পাছে জয়দ্রথ তোক্ষার জামাই।
দুই লৈক্ষ সৈন্য সনে তথা কৈল ঠাই॥
তার পাছে দুঃশাসন তোক্ষার নন্দন।
চৌদ্দ সহস্র হস্তী সংগেপিল লোচন॥
তার পাছে শকুনি যে ভূরিশ্রবা সনে।
সোমদত্তে বহ্লীক যে পর্ব্বতিয়া গণে॥
তার পাছে অনায়ুধ অলম্বুষ শূর।
সাত লৈক্ষ নিশাচর আছএ প্রচুর॥
এহিমতে দশখণ্ডে সেনা রহে যথা।
আর যত বীর কহিবাম কথা॥
এহিমতে রহে পুনি যথেক যুঝার।
সর্ব্বআগে রহে যথ রাজার কুমার॥
সকল রাজার পুত্র নানাবর্ণে সাজে।
বস্ত্র অলঙ্কারে শোভে সোবর্ণের ধ্বজে॥
রক্ত পতাকা শোভে কাঞ্চনের মালা।
দিবাপাশ মাথে শোভে যেন চন্দ্রকলা॥
অগুরু[১] চন্দন সবের শরীরে লেপিত।
পুষ্পমালা স্থানে স্থানে দেখিএ শোভিত॥
এহিমতে পঞ্চ লৈক্ষ নৃপতিকুমার।
সম্মুখে রহিছে সব দেবঅবতার॥
মইলেহ কাহাকে কেহ ছাড়িয়া না যাএ।
একজন কুষিলে সকল বীর ধাএ॥
তোক্ষা পুত্র লক্ষণেরে করিয়া সমুখে।
তরুণ কুমার তাতে আছে লাখে লাখে॥
তরুণ বয়স সব সুন্দরে সুন্দর।
ত্রয়োদশ বয়সের কুমার সকল॥
ব্যূহ মৈধ্যে আছে তোক্ষার পুত্র দুর্যোধন।
বিশদ চামড়ে বাও করে সর্ব্বক্ষণ॥
নানা যন্ত্র বাজে তবে রথের উপর।
বিরাশী সহস্র রথ রাজার সদন॥
যার যার রথ পড়ে দিবার কারণ॥

১. পুথির পাঠ—অগুর

নৃপতির উপরে শুভিছে স্বর্ণ ছাতি।
কৃপ কর্ণ দুঃশাসন তাহার সংহতি॥
ব্যূহমুখে আছে জান দ্রোণ যে যুঝার।
চৌদ্দখণ্ড ব্যূহখান একমাত্র দ্বার॥
সর্ব্বখানে ভ্রমে দ্রোণ ধনু ধরি হাতে।
সে ব্যূহ দেখিয়া দেবে ভয় লাগে চিত্তে॥
আছোক যুদ্ধের তাতে ভয় বাসে প্রাণে।
এহিমতে চক্রব্যূহ কৈলা সেই স্থানে॥
এহিমতে চক্রব্যূহ আচার্য্যে করিল।
সংগ্রামেত দুই বাণ মুখামুখি হৈল॥
যুধিষ্ঠির আদি যথ মহা মহারথী।
সকল সাজিয়া আইল রাজার সংহতি॥
নারায়ণী সেনাতে চলিল ধনঞ্জয়।
তথাতে করএ রণ দেবের দুর্জ্জয়॥
এথা ভীম সাত্যকি দ্রুপদ চেকিতান।
কুন্তীভোজ ধৃষ্টকেতু পাঞ্চালপ্রধান॥
ভীমভৌম ধৃষ্টদ্যুম্ন মাহেন্দ্রনন্দন।
অভিমন্যু মহাবীর রণে বিচক্ষণ॥
যুধামন্যু উত্তমৌজা দুই মহাবীর।
মহাবীর ঘটোৎকচ নির্ভয় শরীর॥
সুধন্বা শিখণ্ডী আর বিরাটনৃপতি।
সকল পাণ্ডব দল সৌবীর প্রভৃতি॥
দেখিয়া দ্রোণের ব্যূহ রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাভএ কম্পমান কাপএ শরীর॥
দ্রোণক হানএ সবে করিয়া বিক্রম।
এক এক মহারথী পুরন্দর সম॥
ব্যূহভঙ্গ করিতে না পারে কোন বীর।
চিন্তাএ বিকল হৈল রাজা যুধিষ্ঠির॥
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির মনেতে চিন্তিত।
মোর দলে কেবা আছে ই ব্যূহ ভেদিতে॥
অভিমন্যু নারে আর নাহি হেন জন।
এ বলিয়া মহারাজ চিন্তাকুল মন॥
কহিতে মুখেত না আইসে না কহিলে নহে।
অভিমন্যু স্থানে কহে ধর্ম্ম মহাশএ॥

অভিমন্যুর ব্যূহভেদ, যুদ্ধ ও পতন

অভিমন্যু কুমারক কহিল বিস্তর।
তুহ্মি বাছা দেব ধনঞ্জয় সমোশর॥
ব্যূহভঙ্গ কর বাপু না করিও ভএ।
আসিয়া হাসিব তোহ্মা কৃষ্ণধনঞ্জয়॥
প্রণমিয়া অভিমন্যু রাজাতে কহিল।
ব্যূহভঙ্গ উপদেশ বাপু হোতে পাইল॥
নাহি জানি নির্গম না জানি নিঃস্বরিতে।
এহি বাক্যে মহারাজ কহিলাম তোহ্মাতে॥
তবে রাজাএ কহিলেক শুন মহাবল।
ব্যূহভঙ্গ কর বাপু না হইও বিকল॥
তোহ্মা পাছে প্রবেশিব যথ মহাবীর।
শর বৃষ্টি আবরিব দ্রোণের শরীর॥
তবে ভীমসেনে কহে করিয়া প্রতাপ।
গদা হাতে প্রবেশিমু না চিন্তিয় বাপ॥
হেলাএ দ্রোণের ব্যূহ ভাঙ্গিমু গদাঘাতে।
তোহ্মাকে আনিমু গিয়া সসৈন্য সহিতে॥
পুনি কহে অভিমন্যু করিয়া প্রণাম।
মাতুলের প্রিয় কর্ম্ম পিতৃমনস্কাম॥
মহাব্যূহ প্রবেশিমু জিনিমু সকল।
করিমু তোহ্মার মুক্তি মন কুতূহল॥
এথ কহি অভিমন্যু সারথিকে বোলে।
চক্রব্যূহ ভেদি রথ চালাও সত্বরে॥
সুমন্ত সারথি কহে শুনহ কুমার।
ব্যূহভঙ্গ আজি তোহ্মার হৈল মহাভার॥
নানা অস্ত্র জানে দ্রোণ অতি মহাবল।
এক এক বীর আছে বড়হি প্রবল॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জএ ভীমে যারে করে ভএ।
কেমত সাহসে যাইবা তাহার পাসএ॥
তুহ্মি শিশু সুকুমার প্রথম শিক্ষিত।
দ্রোণ সনে তোহ্মার সংগ্রাম অনুচিত॥
বিপরীত হইব আজি অনিষ্ট লক্ষণ।
সর্ব্বথা না যাইও তুহ্মি ব্যূহের সদন॥

CENTRAL LIBRARY

হাসিয়া কুমারে কহে ইন্দ্র আইসে যবে।
আছোক দ্রোণের কার্য্য পরাজিমু তবে॥
কৃষ্ণ মোর মাতুল জনক ধনঞ্জয়।
ভুবন ভিতরে মোর কারে নাহি ভয়॥
শীঘ্র রথ চালাও যে না করিও ব্যাজ।
আজি ব্যূহ ভেদি মারিমু কুরুরাজ॥
সারথি চালাএ রথ চলে বায়ুবেগে।
তখনে কুমার আইল চক্রব্যূহ আগে॥
কুমারের আগে পিছে পাণ্ডবের বল।
হাতে অস্ত্র চাহে তবে কৌরব সকল॥
বনে হস্তী দেখি যেন সিংহরাজ ধাএ।
দ্রোণক বলিয়া তবে অভিমন্যু ধাএ॥
ব্যূহমুখে বীর সবে বরিষন্তি শর।
মুহূর্ত্তের আছিল কুমার ধনুর্দ্ধর॥
আখির নিমেষে বীর করিল প্রবেশ।
বেড়িয়া মারিল তারে অশেষ বিশেষ॥
অতুল সংগ্রাম হইল অতি ভয়ঙ্কর।
অভিমন্যুর বাণে ছাএ গগনমণ্ডল॥
নানাবাদ্য অতুল সৈন্যের সিংহনাদ।
মহাবীর অভিমন্যু নাহি অবসাদ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি করে আস্ফালন।
থাক থাক করি করে অস্ত্র বরিষণ॥
সুভদ্রানন্দন বীর প্রতাপে অপার।
শরবৃষ্টি গগনে করিল অন্ধকার॥
নানাবর্ণ বাণ সব বাছি বাছি হানে।
একেশ্বর অভিমন্যু সব মারে রণে॥
ধনু সনে সারথি কাটে শর সনে টোন।
অসি সনে চর্ম্ম কাটে রণেত নিপুণ॥
জাতি তোমার গদা পট্টিস বিশাল।
শক্তিদন্ত কুঠার তোমার ভিন্দিপাল॥
পাশ মুষল চক্র অসি আর শেল।
কর্ণিকার আদি করি সব অস্ত্র গেল॥
যষ্টি মুষল গদা সব অস্ত্রচয়ে।
অভিমন্যু উপরে করিল অস্ত্রময়ে॥

অস্ত্র সমে বীর পড়ে মহী উনভরে।
কেয়র কঙ্কন হার পড়ে নিরন্তরে॥
সহস্র সহস্র পড়ে মহা যোদ্ধাগণ।
লৈক্ষ লৈক্ষ বীর মারে সুভদ্রানন্দন॥
সর্প যেন গরুড়ে করিল খণ্ড খণ্ড।
ক্ষুদ্র মৃগ মারে যেন কেশরী প্রচণ্ড॥
বীরের মস্তকে সব পৃথিবী ভরিল।
ঝড়ে যেন তালফল একত্র করিল॥
মাথার মুকুট কাটে মণি রত্নহার।
চন্দ্রসূর্য্য করে কেন পৃথিবীরে হার॥
নৃপতির মাথে শোভে শুভ্র সিত কোন।
পবনে সুগন্ধি কৈল গগনে প্রবেশ॥
কাঞ্চনের মালাসবে গড়াগড়ি বাহে।
স্নান করি রুধিরে পৃথিবী নদী বহে॥
আসোয়ার সনে পড়ে ঘোড়া সারি সারি।
গজারহ সমে পড়ে গজেন্দ্র আকুলি॥
নানারূপে যোদ্ধা পড়ে অভিমন্যুরণে।
ত্রাস পাইয়া ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্যগণে॥
মহাসিংহনাদ করে সুভদ্রানন্দনে।
পাইল তোমার পুত্রের বড় ভয় মনে॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া আপনে নরপতি।
অভিমন্যু মারিতে চলিল শীঘ্রগতি॥
অশ্বত্থামা দ্রোণ কর্ণ কৃপ বৃহদ্বল।
সৈন্য কৃতবর্ম্মা আর কৌরবসকল॥
সর্ব্ববীরে বেড়িয়া মারএ বহু শর।
নিরন্তর হানে অভিমন্যুর উপর॥
কাহার সারথি কাটে কাহার কাটে ধনু।
কাহার কবচ কাটে কাহার কাটে তনু॥
সকল বিমুখ করি করে সিংহনাদ।
লজ্জাএ বিকল হইয়া পাএ অবসাদ॥
মণ্ডলী করিয়া পুনি বেড়ে আরবার।
পুনি যে বিমুখ কইল অর্জ্জুনকুমার॥
সমুদ্রক দেখি যে উচ্চতর তীর।
সেইমতে সৈন্য মারে অভিমন্যুবীর॥

CENTRAL LIBRARY

নয় বাণে হানিল বিশল্য মহাবীর।
ছয় বাণে শল্য হানে কুমারশরীর॥
সাত বাণে কৃপ বিন্ধে দ্রোণ দশ বাণে।
তিন বাণে কৃতবর্ম্মা হানে ততক্ষণে॥
দুইজন হানএ শকুনি বীরবর।
তিন বাণে হানে দুর্য্যোধন নৃপবর॥
বেড়িয়া হানএ সবে কুমারক প্রতি।
মৈধ্যে একেশ্বর আছে সুভদ্রাসন্ততি॥
হাতে ধনু করি অভিমন্যু নৃত্য করে।
তিন তিন বাণে বীরে সে অস্ত্র প্রহারে॥
কর্ণক হানিল দশ কুমার প্রচণ্ড।
সারথিক ভেদি চলে যেন কালদণ্ড॥
ব্যথা পাইয়া কর্ণবীর কাপে থরথর।
পৃথিবী কাপিল যেন কাপিল সাগর॥
পঞ্চবিংশতি বাণে হানে কর্ণ মহাবীর।
না কম্পিল অভিমন্যু নির্ভয় শরীর॥
কুড়ি বাণে কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা শতে।
কুমারক হানে তবে সুমিত্র নির্ঘাতে॥
রুধির স্রবিল ধারে কুমার দুর্জ্জয়।
দণ্ড হস্তে যম যেন দেখিএ নির্ভয়॥
শল্যক বিন্ধিয়া বীরে সিংহনাদ করে।
মূর্চ্ছিত হইল শল্য রথের উপরে॥
শৈল্যবীর মোহিত বিকল দুর্য্যোধন।
কুমারক প্রশংসা করএ দেবগণ॥
শল্যের কনিষ্ঠ ভাই বিশল্য আইল।
জলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল॥
রথধ্বজ সারথি পতাকা ধনুসমে।
কুমারে তাহার খণ্ড কাটিল সংগ্রামে॥
পড়িল শল্যের ভাই ভঙ্গ দিল বল।
হাতে অস্ত্র কুমার হাসএ খল খল॥
কুমারে হানএ বাণ ভঙ্গ দিল রণে।
দ্রোণ বীরে ডাকিয়া বোলএ কুরুগণে॥
একেশ্বর কুমারে জিনিল কুরুবল।
সিংহনাদ করি যাএ পাণ্ডবসকল॥
মহারথী মণ্ডলে সকলে পাইল লাজ।
কোনমুখে সভাতে বসিব কুরুরাজ॥
দ্রোণের বচন শুনি কৌরবনৃপতি।
মহারথী সকলেরে বোলে মহামতি॥
আচার্য্যের প্রিয় শিষ্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তাহার তনয় শিশু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
স্নেহভাবে দ্রোণে তাকে নাহি মারে রণে।
তুহ্মি সবে নাহি মার কিসের কারণে॥
দুঃশাসনে বোলে রাজা আজ্ঞা দিয় মোক।
অভিমন্যু মারিমু দেখুক সর্ব্বলোক॥
প্রিয়পুত্র মারিলে মরিব ধনঞ্জয়।
প্রিয় ভাগিনার শোকে কৃষ্ণ পাইব ক্ষয়॥
কৃষ্ণার্জ্জুননিধনে পাণ্ডব পাইব নাশ।
ভাল উপদেশ হইল বিজয়ের আশ॥
এ বলিয়া দুঃশাসনে হাতে ধনু শরে।
নানাবাণ বরিষয়ে কুমার উপরে॥
কাড়া মৃদঙ্গ বাজে দুন্দুভি বিষাণ।
ভেরী শব্দ সিংহনাদ শুনি চমৎকার॥
মহাবীর দুঃশাসনে যাএ তবে রণে।
চৌদ্দ লৈক্ষ হস্তী সনে যত বীরগণে॥
দ্রোণ পর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে কথা শুন সূতমণি।
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি॥
পঞ্চদশ বরিষের সেই যে কুমার।
দ্রোণ কর্ণ বীর সনে প্রতিষ্ঠা তাহার॥
বিষাদের কালে যে করিব হৈল মন।
শুনিয়া পাইলম প্রীতি শিশু বিচক্ষণ॥
অভিমন্যু ভিতে যাএ দুঃশাসন বীর।
তার আগে সেই কোন মতে হৈল স্থির॥
দ্রোণ কর্ণ শৈল্য বীর যাতে নাহি সহে।
সে কোন বীরের মধ্যে তার আগে রহে॥

CENTRAL LIBRARY

কহ দেখি ভালমতে শেষের কথন ।
কোনমতে দুঃশাসনে করিলেক রণ ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুন ভালমতে ।
যেইমতে দুঃশাসনে যুঝিল রণেতে ॥
হেনকালে দুঃশাসন তোহ্মার নন্দন ।
অভিমন্যু উপরে হানএ বাণগণ ॥
অভিমন্যু কহে তবে তাহারে দেখিয়া ।
কহিতে লাগিল বীর বহুত তর্জ্জিয়া ॥
যথ পাপ করিয়াছ শুন দুঃশাসন ।
পরদ্রব্য হরিয়াছ লোকের কারণ ॥
গুরুপত্নী পাঞ্চালীরে সভাতে আনিয়া ।
পরিহাস করিয়াছ বসন ঘুচাইয়া ॥
সেই পাপে খুড়া তো যাইবা যমঘর ।
তিলমাত্র রহ পুনি আহ্মার গোচর ॥
তাহা শুনি দুঃশাসন হৈয়া ক্রোধ মন ।
সর্ব্বসৈন্য বেড়ি হানে সুভদ্রানন্দন ॥
একহি কুমার বেড়ে চৌদ্দ সহস্র হস্তী ।
তাহাতে দেখিল যত কুমার শকতি ॥
দীঘল নারাচে হানে শান দিয়া ধার ।
হস্তীর উপরে বীর করে শরজাল ॥
কাহার কাটিল দন্ত কার মুণ্ড কাটে ।
কুম্ভস্থল বিদারিল নারাচের চোটে ॥
গজমুক্তা ছড়াইয়া ভরিলেক ক্ষিতি ।
এহিমতে পড়িলেক হস্তী শতাশতি ॥
হস্তীযুথ ভঙ্গ দিল মহাশর পড়ি ।
সরাসর শব্দ করি যাএ তরাতরি ॥
মাহুত পালাই হস্তী যাএ শতে শতে ।
যেন মেঘ উড়াইল বাতাস শরতে ॥
পঞ্চবাণ জুড়ি তবে পূরিয়া সন্ধান ।
দুঃশাসন হৃদে প্রহারে পঞ্চবাণ ॥
সূর্য্যবাণ টানিয়া হৃদএ হানে শর ।
সেই অস্ত্রে দুঃশাসন হইল ফাফর ॥
দুঃশাসন রথে পড়ে মোহিত হইয়া ।
ভঙ্গ দিল সারথি যে তাহারে লইয়া ॥

তাহা দেখি অভিমন্যু মারে বাহুতাল ।
নানাবাদ্য করি করে পাণ্ডবে আস্ফাল ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ পাণ্ডবের দলে ।
নানাবাদ্য তাহাতে বাজএ কুতূহলে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী চেকিতান ।
ধৃষ্টকেতু মৎস্যরাজ পাঞ্চাল প্রধান ॥
যুধিষ্ঠির রাজাসনে আইল একবারে ।
দুই বলে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে ॥
দুর্য্যোধন রাজাএ কহে কর্ণক বুঝাই ।
মুর্চ্ছিত হৈল মোর দুঃশাসন ভাই ॥
সাজিল পাণ্ডবগণ কুমার রাখিতে ।
কিসের বড়াই কর্ণ করহ রণেতে ॥
ক্রোধ হইল কর্ণবীর রাজার বচনে ।
রণ মৈধ্যে কুমারক আবরিল রণে ॥
কুমারে কর্ণক মারে ত্রিংশপ্রতি শর ।
আর দশ খুর হানে দ্রোণের উপর ॥
দ্রোণক হানিয়া বীরে করে সিংহনাদ ।
ক্রোধ হইল কর্ণবীরে না গণে প্রমাদ ॥
শত চন্দ্রবাণ মারে কুমার উপর ।
সেই বাণে অভিমন্যু কাপে থরথর ॥
পুনি শর নিবারিল কুমার দুর্জ্জএ ।
শরে অন্ধকার কৈল কর্ণ মহাশএ ॥
কাটিল কর্ণের ধনু বিন্ধিল শরীর ।
পুনি ষষ্টিবাণ হানে কর্ণ মহাবীর ॥
কুমারে কর্ণের ধ্বজে পাড়ে ভূমিতল ।
সংগ্রামে পীড়িত হইল কর্ণ মহাবল ॥
কুতূহলে পাণ্ডবে করএ সিংহনাদ ।
বিজয় দুন্দুভি বাজে জয় জয় নাদ ॥
কর্ণক রাখিতে তবে সহোদর আইল ।
মারিতে পতঙ্গ যেন অগ্নিতে সান্ধাইল ॥
একবাণ মারিয়া কুমারে কাটে শির ।
সেই শোকে বিকল হৈল কর্ণবীর ॥
কুমারে হানিল বাণ মর্ম্মেত ভেদিল ।
কর্ণবীর বিমুখে কৌরবে ভঙ্গ দিল ॥

CENTRAL LIBRARY

তৃণ রাশি দহে যেন হুতাশ প্রবল।
একেশ্বর কুমারে ভাঙ্গএ কুরুবল॥
রক্তে মাংসে কর্দ্দমে রুধিরে নদী বহে।
কুমারের রণমৈধ্যে কৌরবে না সহে॥
হস্তপদ স্কন্ধ লইয়া উড়এ গৃধিনী।
রক্ত পিয়া কেলি করে শৃগাল শকুনি॥
নর গজ অশ্ব রথ পড়ে সারি সারি।
বড় বড় বীর পড়ে হানিতে না পারি॥
একেশ্বর কুমার জুঝএ আনিবার।
ভয় পাইয়া পাণ্ডব আহিল রাখিবার॥
যেইমতে কুমারে ব্যূহেত প্রবেশিল।
সেইপথে আসি সব পাণ্ডব মিলিল॥
যুধিষ্ঠির ভীমসেনে সাত্যকি দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী বিরাট মহাশএ॥
জ্যেষ্ঠতাত মাতুল কুটুম সহোদর।
কুমারক রাখিবারে আহিল সত্বর॥
নাহি চাহে ধ্বজ ছত্র নাহি চাহে বল।
হাহা অভিমন্যু করি ধাইয়া বিকল॥
কুমার প্রবেশ আছিল যেইপথে।
সেই পথ আবরিল বীর জয়দ্রথে॥
দ্রৌপদী হরণে যদি পাইল পরাজয়।
মহাতপ কৈল জয়দ্রথ মহাশএ॥
আবারিয়া মহাদেব পাইলেক বর।
একরথে জিনিবারে পাণ্ডব সকল॥
বিনি পার্থ আর চারি পাণ্ডব নন্দন।
একরণে জিনিবারে যত বীরগণ॥
এহি বর রুদ্রে দিল জয়দ্রথে পাইল।
মহাবীর জয়দ্রথ দ্বারে চাপি রৈল॥
ভীমসেন সমর করিল বহুতর।
সাতবার হারিলেক বীর বৃকোদর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যত বীরগণ।
খেদাইল সর্ব্বসৈন্য সৈন্ধব নন্দন॥
রুদ্র বরে যুদ্ধ করে বীর জয়দ্রথে।
পাণ্ডব সকলে যে না পারে প্রবেশিতে॥

ব্যূহের ভিতরে অভিমন্যু একেশ্বর।
মহাপরাক্রম করে বিক্রমে সাগর॥
সঞ্জয় কহন্ত মুই হইলুম বিস্ময়।
জয়দ্রথে পরাজিল পাণ্ডু সৈন্যচএ॥
ভীমক জিনিল সেই সমরের স্থান।
কতবার ভীম হোতে পাইছে অপমান॥
বুঝিলাম শিবের বরে জিনিল সমর।
দিলেক বিজয় বর দিল মহেশ্বর॥
তার পরে কি হইল কহ সুতবর।
কেমতে অভিমন্যু যুঝিল একেশ্বর॥
সঞ্জএ কহন্ত রণ করএ কুমার।
মহাপরাক্রম করে বিক্রমে অপার॥
হারিয়া হারিয়া রণ করে কুরুবল।
অনায়াসে কুমারে যে জিনিল সকল॥
তবে কম্বরথ নামে শল্যের কুমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল তাকে মারিবার॥
ক্রোধ হইল অভিমন্যু যমের দোসর।
তিনবাণে মারিয়া পাঠাইল যমঘর॥
পঞ্চলৈক ছিল যত রাজার কুমার।
বহুল বিক্রমশালী প্রতাপে অপার॥
সে সবের অভিমন্যু কাটি পাড়ে শির।
একবাণে পড়িল তরুণ যত বীর॥
অষ্টজন সনে বান্ধে কুমার লক্ষণ।
আর যত পড়িলেক নৃপতি নন্দন॥
যাথে দেখি বিদ্যাধরী করে টানাটানি।
সকল কুনিরে (?) নিল ইন্দ্র রাজধানী॥
এথাতে সকলে জান মহারথীগণে।
বেড়িয়া কুমারে মারে করিয়া কুরঙ্গনে॥
গন্ধর্ব্বের মায়া কৈল অভিমন্যু বীরে।
একহি কুমার হইল সহস্র শরীরে॥
অতি ক্রোধে কুমারে যে বরিষন্তি বাণ।
বাছিয়া বাছিয়া বীরে রন্তি সন্ধান॥
দিব্য অস্ত্র জানে অভিমন্যু মহাবীর।
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারন্ত নির্ভএ শরীর॥

CENTRAL LIBRARY

বিমুখ হইল তবে যব যুদ্ধপতি।
দুর্য্যোধনতনয় লক্ষণ মহামতি॥
প্রিয়পুত্র রাজার লক্ষণ ধনুর্দ্ধর।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সুন্দরে সুন্দর॥
অহঙ্কার করি শিশু না হইল বিমুখ।
বিধাতা ঘটাইল যেন যমের সমুখ॥
পুত্রস্নেহে বাহুড়িল রাজা দুর্য্যোধন।
রাজাকে রাখিত আইল মহারথীগণ॥
বরিষার মেঘে যেন বরিষন্তি ধারে।
শর বৃষ্টি করে তবে কুমার উপরে॥
যমের দোসর বীর সমরে দুর্জ্জএ।
একে একে সকল করিল পরাজএ॥
বাপের সমুখে আছে লক্ষ্মণকুমার।
অভিমন্যু উপরে করএ শরজাল॥
হাতে বাণ লৈয়া কহে সুভদ্রানন্দন।
হিত উপদেশ কথা শুনরে লক্ষ্মণ॥
ভালমতে দেখ তোর বাপক নেহাল।
আজি তোর সমরে প্রসন্ন হইল কাল॥
এথ কহি অভিমন্যু সান্ধি মারে শর।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ হানে ভয়ঙ্কর॥
কাঞ্চন মুকুট মণি কুণ্ডল সহিত।
মুণ্ড গোটা কাটি তার পাড়িল ভূমিত॥
দুর্য্যোধনে দেখে তাহা বিজলী সঞ্চার।
আপনা সাক্ষাতে পড়ে লক্ষ্মণকুমার॥
হাহা পুত্র বলিয়া পড়ে দুর্য্যোধন।
নয়নের জল রাজার গভীর গর্জ্জন॥
কাতর হইয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ বৃহদ্বল।
একে একে ছয় রথী জিনিল সকল॥
জয়দ্রথ বলি ধাএ অভিমন্যু যোধ।
গজ বাজী সৈন্য সনে আছিল বিরোধ॥
বিশাল কলিঙ্গ আর কৃপ পুত্র সনে।
মহাবীর অভিমন্যু বেড়িল তখনে॥

পদ্মবন ভাঙ্গে যেন গজেন্দ্র প্রচণ্ড।
গজ সৈন্য মারিয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
কৃপপুত্র মহাবীর বরিষন্তি বাণ।
রণ মৈধ্যে কুমার কৈল খান খান॥
ধ্বজছত্র কাটিল হাতের শরাশন।
দুই বাহু কাটিল কুমার বিচক্ষণ॥
মুকুট কুণ্ডল সনে কাটি পাড়ে শির।
ভূমিতে পড়িল কৃপ পুত্র মহাবীর॥
পঞ্চবিংশ বান মারে অশ্বত্থামা বীর।
সে বাণ কুমারে তার কাটিল সুদৃঢ়॥
তবে ষষ্টি বাণ হানে দুর্য্যোধন বীর।
মহাবীর অভিমন্যু নির্ভএ শরীর॥
ত্রিসত্তরি বাণ হানে কুমার প্রচণ্ড।
দ্রোণপুত্র ভেদি চলে যেন কালদণ্ড॥
পুত্র রাখিতে দ্রোণে মারে সাতবাণ।
সংগ্রামে কুমার যেন ইন্দ্রের সমান॥
বাপক রাখএ অশ্বত্থামা মহাবীর।
ষষ্টিবাণ মারি হানে কুমার শরীর॥
ত্রিসপ্ততি বাণ হানে কর্ণ মহাবীর।
কৃতবর্ম্মা বীরে হানে পঞ্চদশ শর॥
পঞ্চবাণ হানিলেক বৃহদ্বল বীর।
দশবাণে কৃপে বিন্ধে কুমার শরীর॥
সহিয়া সবের ঘাও কুমার প্রচণ্ড।
বাছিয়া বাছিয়া বাণে করে খণ্ড খণ্ড॥
বৃহদ্বল রাজার কাটিল অশ্বসূত।
খড়্গ চর্ম্ম হাণে বীর যে হেন অদ্ভুত॥
আর বাণ সান্ধিয়া কুমার বিচক্ষণ।
বৃহদ্বল উপরে হানএ ততক্ষণ॥
বৃহদ্বল পড়িল কোশল অধিপতি।
রথ দশ সহস্র কাটিল মহামতি॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ কর্ণক মারিল।
পুনি পঞ্চশত বাণে গাএ বিদারিল॥
পুষ্পিত কিশলয় যেন কর্ণ কলেবর।
ছত্রবাণ মারিল তাহার অনুচর॥

CENTRAL LIBRARY

ছত্রবাণে হানিল মগধ নরপতি।
রথ হৈতে পড়ে ভূমিতে মহামতি॥
হানিয়া দ্বাদশ বাণ বজ্রসম শর।
দুঃশাসন তনয় পাঠাইল যমঘর॥
রথধ্বজ কাটিয়া সৈন্যের বিন্ধে তনু।
দশবাণ হানিয়া হাতের কাটে ধনু॥
অবসরে শল্য রাজার বড় হইল লাজ।
মনে মনে বড় ত্রাস পাইল কুরুরাজ॥
দ্রোণপর্ব্বে মহাপোতা সুধারসময়।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে সুত কহ ভালমতে।
একেশ্বর যুদ্ধে এথ সৈন্যের সহিতে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন হৈতে অধিক মোর মনে লএ।
রাজালোভে হেন জন করিলেক ক্ষএ॥
দারুণ ক্ষত্রিয় জাতি বড় নিদারুণ।
ই সৈন্যের বড় হৈতে দেখিএ দ্বিগুণ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুন ভালমতে।
অভিমন্যুর যত কথা কহিতে তোহ্মাতে॥
ছয় মাসের অভিমন্যু আছিল যখন।
খাটেত বসিছে যথা পার্থ জনার্দ্দন॥
খেলিতে হাপুরে গেল খাটের যে তলে।
খাট সহিতে পৃষ্ঠে কৃষ্ণার্জ্জুন তোলে॥
বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি ধরি দেব গদাধর।
খাটেত বসিয়া প্রভু দিল মহাভর॥
তথাপিও তুলিলেক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
অন্তরে হাসএ দেখি দেব ভগবান॥
কৃষ্ণে কহে এহি জিনে পৃথিবী বিনাশ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য নাশিবেক পৃথিবী আকাশ॥
কুরুক্ষেত্র রণে তাহা করিব নিধন।
এথেক যে মনে মনে চিন্তে নারায়ণ॥
ই কেহ করিয়া জিজ্ঞাসে ধনঞ্জএ।
অন্যকথা কহিয়া নিবারে দয়াময়॥

শিশুকালে হেন কর্ম্ম করিছে যে জনে।
হেনজন সংহারিতে কে আছে সন্ধানে॥
তারপরে যে হইল শুন মহাজন।
এহিমতে অভিমন্যু সনে পুনি রণ॥
দ্রোণ কর্ণ আদি আর রাজা দুর্য্যোধন।
যুক্তি করে কুমারক করিতে নিধন॥
হরের কুমার যেন দেবসেনাপতি।
হেন হি বিক্রম দেখি সুভদ্রাসন্ততি॥
একে একে জিনিতে না পারে মহাবীর।
অর্জ্জুন সমান বীর রণ করে বড় স্থির॥
যথেক অমোঘ অস্ত্র জানন্ত অর্জ্জুন।
মহাবিদ্যা বিশারদ শাস্ত্রেত নিপুণ॥
দ্রোণে কহে কর্ণবীর শুনহ বচন।
ছএ জনে মিলি কর কুমার নিধন॥
কেহ রথ সারথি কাট কেহ কাট ধনু।
কেহ যে কবচ কাট কেহ কাট তনু॥
আচার্য্যের বচন শুনিয়া কর্ণবীর।
দেবাসুর সংগ্রামেত গহেন গভীর॥
মহাশর হানিয়া হাতের কাপে চাপ।
চারি ঘোড়া টোণ কাটে বিষম প্রতাপ॥
সারথি কাটিল কর্ণে সংগ্রামে দুর্ব্বার।
ছয় রথী মিলিয়া যে মারএ কুমার॥
বরিষার মেঘে যেন বরিষে নির্ভরে।
সারথি বেড়িয়া হানে কুমার উপরে॥
খাড়াচর্ম্ম লইয়া বীরে আকাশেত চড়ে।
আকাশেত শিক্ষা করে নানা অস্ত্র এড়ে॥
কৌশিকী আদি যত অস্ত্রের সাধন।
আকাশেত ডাক ছাড়ে অর্জ্জুননন্দন॥
সমুখে বিমুখে ফিরে বায়ু ভর করি।
এড়াইল হেন করি সবের মনে ধরি॥
বাণ জুড়ি বীর সবে নেহালে আকাশে।
কার মুখে পড়ে হেন হইল তরাসে॥
ছিদ্র না পাএ সেই তাকে হানিবার।
খুর বাণে দ্রোণাচার্য্য খড়্গ কাটে তার॥

CENTRAL LIBRARY

মণি মুট খড়্গ খান যদি গেল কাট।
শুধা হাতে অভিমন্যু মারে মাথে ছাট॥
ধনু খণ্ড খণ্ড কৈল কর্ণ যুঝাব।
তবে সে ভূমিতে নামে সুভদ্রাকুমার॥
বাণ ছিদ্রে দিতে নারে গাও নাহি চুকে।
নিঃশ্বাস এড়িতে রক্ত উঠে ঝাকে ঝাকে॥
ডুব দিছে হেন দেখি রক্তনদীতে।
তেমত তোহ্মার পৌত্র তিতিছে শোণিতে॥
চক্র লৈয়া দ্রোণক হানিল কোপ করি।
রাজা সবে মিলি বাণ হানে তরাতরি॥
চক্র কাটা গেল দেখি তবু নাহি ভএ।
মহাবীর অভিমন্যু হাতে গদা লএ॥
সর্ব্ব লৌহময় গদা মুট কাঞ্চনের।
তাহা লৈয়া ধাএ যেন যম প্রলয়ের॥
গদা হাতে খেলে অশ্বত্থামার গোচরে।
রথ লৈয়া অশ্বত্থামা ভঙ্গ দিল ডরে॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে সারথিরে মুণ্ডে।
সেই বাড়িএ ঘোড়া কৈল খণ্ডে খণ্ডে॥
তোহ্মার শালা কালকেতুর ভাঙ্গে মাথার খুলি।
পড়িলেক কালকেতু লোটাইয়া ধুলি॥
কেকয় দোসর মারে সহস্রেক রথী।
মুণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে সহস্রেক হস্তী॥
যেহ দিকে চাহে ভঙ্গ সেই দিকে পড়ে।
রক্তে তিতা সর্ব্বগাও তবু চলে লড়ে॥
কোপে গদা লৈল দুঃশাসনের নন্দন।
থাক থাক বলিয়া ধাইল ততক্ষণ॥
দুই হানাহানি করে গদার প্রহারে।
ইন্দ্রধ্বজ যেন দুই পড়ে একেবারে॥
গদা হাতে দুইজন উঠিয়া ফেণেকে।
রণ জিনি যাইতে চাহে আপনা কটকে॥
অন্তে অন্তে অবসরে দুই বাড়ি মারে।
সেইক্ষণে প্রাণ দেই কাল নাহি পুরে।
লড় পাড়ে অভিমন্যু চক্রব্যূহ মাঝে।
বাহির হইতে নারে জয়দ্রথ কাজে॥
বিষম দ্রোণের ব্যূহ বাহির হইতে নারে।
পাক দিয়া আইসে সেই ব্যূহের ভিতরে॥
জয়দ্রথ সনে ছিল বহুল সমর।
রুদ্রবরে জয়দ্রথ খেদাইল সবাইরে॥
পুনি আইল অভিমন্যু ব্যূহের ভিতরে।
ততক্ষণে দুইজন মহারণ করে॥
একবারে দুইজনে পুনি মারে বাড়ি।
একবারে দুইভাই বাহে গড়াগড়ি॥
ইমতে যুঝিতে হৈল বেলি অবসান।
ধৃতরাষ্ট্রে পুছিলেক সঞ্জয়ের স্থান॥
লক্ষণ প্রভৃতি তোহ্মার যত পৌত্র ছিল।
তাহার সমান কেহ কর্ম্ম না করিল॥
এতক্ষণ যুদ্ধ সেই অভিমন্যু সনে।
এতেক বীরের মধ্যে আর গণি বলে॥
মৈলহ সার্থক তার রহিলেক যশ।
অভিমন্যু সনে রণ করিল রভস॥
হেন দুই পৌত্র মোর পড়িলেক রণে।
দারুণ ক্ষত্রিয় জাতি কত সহে প্রাণে॥
কহ দেখি কেমত হইল তার সনে।
বিবেচিয়া কহ সূত শুনিএ শ্রবণে॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুন ভালমতি।
বহুযুদ্ধ করিলেক সেই দুই বেকতি॥
কতক্ষণে বজ্র তবে উঠিয়া তখন।
গদা লৈয়া ধাইলেক অতি ক্রোধ মন॥
মহাগদা লৈয়া ধাইলা সেই কালে।
গদার যে বাড়ি মারে অভিমন্যুর কপালে॥
দিনান্ত যুঝিয়া বীর বেলি অবশেষ।
গদার বাড়িএ প্রাণ দিলেক বিশেষ॥
রণেত পড়িল যদি সুভদ্রাকুমার।
বিস্তর মারিএ সবে কহি ব্যবহার॥
কুরুবল মর্দ্দিয়া পড়িল মহাবল।
ভুবন ভাঙ্গিল যেন পড়িল কুঞ্জর॥
অগ্নি শান্ত হইল যেন অরণ্য দহিয়া।
বায়ু শান্ত হইল যেন পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া।

CENTRAL LIBRARY

তাপ দিয়া অস্ত যেন গেল দিবাকর।
রাহু চন্দ্র গ্রসে যেন শুষিল সাগর॥
অভিমন্যু পড়িল কৌরব আনন্দিত।
চন্দ্র যেন খসিয়া পড়িল পৃথিবীত॥
হেনমতে অভিমন্যু ভূমিতে লোটাএ।
তোহ্মার কটক সবে উল্লসিতে চাহে॥
রথে গজে চারি লৈক্ষ হস্তী ঘোড়া পড়ে।
বীরসবে রণভূমি কোটি কোটি পড়ে॥
তথাপি তোহ্মার পুত্রে সার্থক মারিল।
তোহ্মার দলেত বাহু নানামত হৈল॥
দ্রোণ কর্ণ আদি মহারথীগণে বেড়ি।
একহি কুমার মারে ধর্ম্মপথ ছাড়ি॥
এ বলিয়া গগনে চলিল দেবগণ।
নানামত বহুল নিন্দিয়া দুর্য্যোধন॥
টোপর কুণ্ডল পাগ মাথার চন্দনে।
রণভূমি শোভা করে দেখিএ তখনে॥
নানাবর্ণ অস্ত্রশস্ত্র পড়িছে ভূমিত।
স্কন্ধ নাহি তথাপি দেখিতে সুরচিত॥
হস্তীসব বীর সব ভাসএ শুনিতে।
পিচাশ রাক্ষস যত দেখি শতে শতে॥
অভিমন্যু যত মারে তোহ্মার কটক।
কহিতে অসংখ্য যত হস্তী যে ঘোটক॥
অভিমন্যু পড়িল তোহ্মার সেনা রঙ্গ।
দুঃখ ভাবি সকল পাণ্ডবে দিল ভঙ্গ॥
যুধিষ্ঠির এড়িয়া সকল সেনা ভাঙ্গে।
আশ্বাসিয়া ধর্ম্মরাজে কহিবার লাগে॥
স্বর্গে গেল অভিমন্যু পড়িয়া সমুখে।
তুহ্মি সবে ভঙ্গ দেয় কিসের অসুখে॥
বেলি হৈল অবশেষ শোণিতে তিতিয়া।
গড় মধ্যে পাণ্ডুসেনা প্রবেশিল গিয়া॥
তোহ্মার সেনার রঙ্গ দেখিয়া তখন।
গড়ে যাইতে পাণ্ডুসেনা করএ ক্রন্দন॥
হেনকালে হইলেক শেষের সমএ।
তোহ্মার সেনাএ রঙ্গ করে অতিশয়॥
রণভূমি শৃগাল কুক্কুর কোলাহল।
শকুনি গৃধিনী কঙ্ক কাকসকল॥
অভিমন্যুবধ সাঙ্গ দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

শোকাতুর যুধিষ্ঠির সকাশে ব্যাস

বিষন্ন বদন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতিপুত্র শোকে রাজা করএ ক্রন্দন॥
হাহা অভিমন্যু বীর হাহা যুদ্ধপতি।
তোহ্মার মরণ হৈল আহ্মার কুমতি॥
আগু পাছু না চিন্তিলম ভাবিলম কাজ।
তোহ্মারে পাঠাই দিনু বিপক্ষের মাঝ॥
শিবিরেত গিয়া রাজা ভূমিতে বসিল।
আচম্বিত বজ্র যেন মাথাতে পড়িল॥
অভিমন্যু পড়এ শোচএ ধর্ম্মরাজ।
মহা মহা নৃপতিমণ্ডলে পাইল লাজ॥
অনায়াসে এড়িল হাতের শরাসন।
অধঃ মুখে বসিলেক তেজিয়া আসন॥
অনুশোচে ধর্ম্মরাজ পাণ্ডবের পতি।
কি বলিব পুনি মোরে কৃষ্ণ মহামতি॥
কি বলিয়া প্রবোধিমু ধনঞ্জয় ভাই।
কি বোলে বলিমু বধূ সুভদ্রার ঠাই॥
বিজয়ের লোভে মুই কৈলু হেন কর্ম্ম।
শিশু রণে পাঠাইলু না চিন্তিয়া ধর্ম্ম॥
বিজয় না হইল মোর ফলিল অকাজ।
বিলাপিয়া ভূমিতে বসিল ধর্ম্মরাজ॥
হেনকালে আসিলেক ব্যাস তপোধন।
অতিথি ব্যবহারে রাজা করিল পূজন॥
করুণা করিয়া কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতিপুত্র মরে মোর অভিমন্যু বীর॥
ছাওয়ালের যুদ্ধে এহি সে যুয়াএ।
চক্রব্যূহ মধ্যে তাকে পাঠাইলু নির্দ্দয়াএ॥
জয়দ্রথে তথা যাইতে বিরোধিল পথ।
অনেক যুঝিয়া জান মারে মহাসত্ত॥

CENTRAL LIBRARY

ব্যাস বোলে সর্ব্ব শাস্ত্রে তুহ্মি বিশারদ।
কিসেরে বিকল হও পড়িলে আপদ॥
স্বর্গে গেল কুমার অদ্ভুত রণ করি।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কি করিতে পারি॥
যুধিষ্ঠিরে কহে তবে হৃদয় বিকলে।
অযুত হস্তীর বল দুই বাহুমূলে॥
হেন জন মৃত্যু তবে হইল কিমতে।
কেবা মৃত্যু কথা হোতে কহ মহাসত্বে॥
আশ্বাসিয়া কহে ব্যাসে কথা ইতিহাস।
তাহাকে শুনিয়া রাজা শোক কর নাশ॥
পূর্ব্বে আছিল এক রাজা আকম্পন।
মহা পরাক্রম এক আছিল নন্দন॥
বহুল কটক মারে গন্ধর্ব্বের গণ।
বহুল যুঝিয়া পাছে হইল মরণ॥
সেই শোকে আকম্পন কান্দে রাত্রিদিনে।
হেনকালে আইল নারদ তপোবনে॥
বুঝিয়া নারদ তাহা কৈল সন্নিধান।
অতিথির ব্যবহারে পূজা কৈল তান॥
সুস্থ হইয়া কহে তবে করুণা বচন।
এ বলিয়া মহারাজা করয়ে ক্রন্দন॥
ইন্দ্রসম পুত্র মোর শত্রু বেড়ি মারে।
কেবা হএ মৃত্যুরূপ কহত আমারে॥

মৃত্যুর উপাখ্যান

নারদে কহেন্ত তবে শুনিছি ব্রহ্মাতে।
* * * রাজএ তবে সে যজ্ঞ করিতে॥
প্রাণীবধ তখনে না ছিল ত্রিজগতে।
প্রজাএ ভরিল সৃষ্টি নানাবিধি মতে॥
সংহার করিতে ব্রহ্মা চিন্তে মনে মনে।
নাকে মুখে কানে অগ্নি জ্বলিল তখনে॥
সেই অগ্নি ত্রিজগত সংহারে পুড়িয়া।
ব্রহ্মাস্থানে আইল শত্রু মনে ভয় পাইয়া॥
ব্রহ্মাএ বোলে কাম হোতে জন্মিল পুত্রক।
কোন কর্ম্ম করিবা যে তুহ্মি কহ মোক॥
ইন্দ্র হোতে নহে দেখি তাহা নিবারণ।
ইন্দ্রে গিয়া কহিলেক দেব পঞ্চানন॥
মহাদেবে কহিলেক ব্রহ্মার সদন।
আপনার কোপানল সম্বর আপন॥
মহাদেবে কহে তবে কৃপা কর চিত্তে।
ক্রোধ অগ্নি রাখ নিয়া সাগর জলেতে॥
মহাদেবের বহুল ভক্তিএ প্রজাপতি।
অগ্নি সম্বরিতে পুনি জন্মিল মরুতি॥
দেহে রক্তভুজ পৃষ্ঠে রক্তের পিঙ্গল।
রক্ত জিহ্বা চক্ষু মুখ কুণ্ডল উজ্জ্বল॥
দক্ষিণ দিকেত কৈন্তা রহে জোড় হাতে।
ডাক দিয়া কহে ব্রহ্মা তাহার অগ্রেতে॥
মৃত্যু তুহ্মি ব্যর্থ হৈলা মোর কোপানলে।
আজি হোতে প্রজা তুহ্মি সংহার সকলে॥
কৈন্তা হইয়া তুহ্মি মোর পালহ বচন।
কান্দিয়া কহেত কৈন্তা ব্রহ্মার চরণ॥
অঞ্জলি করিয়া কৈন্তা লএ চক্ষুর পানি।
মিষ্ট মুখ করি ব্রহ্মা কহিলেক বাণী॥
প্রণমিয়া তখনে ব্রহ্মাতে মৃত্যু কহে।
হেন কর্ম্ম করিতে মনেত নাহি লএ॥
ইষ্টমিত্র বাপভাই বন্ধুবর্গ যতি।
ই সকলে মোরে গালি দিব নিতি নিতি॥
প্রাণ হোতে বড় বস্তু কেমতে রহিমু।
বিলাপ করিতে লোকে কেমতে সহিমু॥
বিস্তর বিলাপ কহিল অনেক প্রকার।
ধেনুর আশ্রমে গেল তপ করিবার॥
একপাদ রহিলেক সহস্র বৎসর।
শতেক বৎসর গেল উর্দ্ধে তত্ঃপর॥
অযুত বৎসর গেল মৃগের সহিতে।
তারপরে ছিল সেই নন্দন বনেতে॥
এইমতে নি * * * হরে কাল গেল।
গঙ্গাতীরে মহামেরু আছিলেক ভাল॥
নিখর্ব্ব বৎসর তথা ছিল সেই মনে।
হিমালয় শিখরেত গেল কতক্ষণে॥

CENTRAL LIBRARY

তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তবে মৃত্যু হাহাকার।
এথেক যোগ হএ প্রাণীর সংহার॥
ব্রহ্মাতুষ্ট হইল হেন বুঝি অনুমানে।
অধোমুখে মৃত্যু তবে কহন্ত তখনে॥
প্রাণ হৈতে বড় বস্তু হরিমু কেমতে।
অধর্ম্মে মজিব প্রজা ক্ষেমা কর চিত্তে॥
ব্রহ্মা কহে মো [র] বাক্য না হএ অন্যথা।
ধর্ম্মেতে সংহার প্রজা না করিয় ব্যথা॥
রোগ শোক জরা মৃত্যু আছএ অপার।
দেবগণে আমিহ তোহ্মারে দিল ভার॥
ব্রহ্মা সে আজ্ঞা দিল মৃত্যু কহে জোড়হাত।
তোহ্মার আদেশ মুই লইলুম মাথাত॥
ব্রহ্মা বোলে তুহ্মি কর লোকের সংহার।
তোহ্মার চক্ষুজলে রোগ হইব অপার॥
পাপ হৈতে মৃত্যু হএ কহিলু তোহ্মারে।
প্রজাকে সংহার তুহ্মি ধর্ম্মএ রহরে॥
এহিমতে প্রজা করে মৃত্যুএ সংহার।
কাল বড় বলবন্ত কিছু নাই আর॥
বীরলোকে গিয়া অভিমন্যু আছে সুখে।
এহিমতে প্রাণীরা যাএ সর্ব্বলোকে॥
নারদ মুনির কথা শুনিয়া আকম্পন।
শোক এড়ি ততক্ষণে রহিল রাজন॥
বন্দনে নারদ শুনি গেল ততক্ষণ।
এত কহি তত্ত্বকথা সহস্র বচন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জান এই তার গতি।
দেবপুরে গেল অভিমন্যু মহামতি॥
চন্দ্রের কুমার সে যে তথাএ গেল চলি।
ধৈর্য্য হও যুধিষ্ঠির এই কথা শুনি॥
ভাই সব আপনেকে করাও প্রবোধ।
রাজ্য লইয়া যদি হে সে করহ বিরোধ॥
শোক আপদ কথা দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
মৃত্যুর সন্দর্ভ কথা কহিল সঞ্জএ॥

১. মূলে সঞ্জয়

স্বর্ণষ্ঠীবীর ও বিজির উপাখ্যান

যুধিষ্ঠিরে কহে তবে কহ মহাঋষি।
কি কর্ম্ম করিল তবে সেই যত পড়শী॥
ব্যাসে বোলে রাজা শুনহ নিশ্চএ।
নারদ সর্ব্বতে গেল তাক নিকটএ॥
মাতুল পর্ব্বতে যদি গেলেন ভাগিনা।
চতুর্মাস্যা বঞ্চিবারে গেল দুইজনা॥
তুষ্ট হইয়া মুনিগণ কহন্ত নারদ।
পুত্র হইতে সঞ্জয়েরে[১] দেয়ত প্রবোধ॥
নারদে কহন্ত রাজা কিবা অভিলাষ।
কোন মতে পুত্র হইলে পুরে তোহ্মার আশ।
সঞ্জএ কহন্ত তবে করি পরিহার।
হেন পুত্র হোক মোর সর্ব্বাঙ্গ সোনার॥
নারদের বরদানে হইল কুমার।
স্বর্ণ অস্থি মাংস তবে হইল তাহার॥
সেই পুত্রে সেই রূপে স্বর্ণময় দেশ।
স্বর্ণ ছাড়িয়া আর নাইক বিশেষ॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে দৈত্য রথ জনে।
বলে ধরি স্বর্ণমুষ্টি [হ]রে নিল বনে॥
* * * * * * সবে উপাএ না জানে।
পেট চিরি চাহে তার মুণ্ডহ কারণে॥
প্রাণ গেল অথনে গেল বর।
মন্ত্রণাএ পূর্ণ মাত্র দেখিল উদর॥
কোপ করি চোরসবে রাজাকে নেহালে।
তোর বুদ্ধি মরিলম কেহ কেহ বোলে॥
প্রাণ দিয়া চোরসব গেল নরকে।
সঞ্জয় বিলাপ করে সেই পুত্রশোকে॥
নারদে তাহারে পুনি সান্ত্বাএ নানামতে।
তাহা কহি যুধিষ্ঠির শুন ভালমতে॥
মরুত নৃপতি ছিল বড় সুচরিত।
গুরুসম যেহেতু তাহান পুরোহিত॥
সমুদ্র পুরিয়া সিদ্ধি কৈল নৃপবর।
নানাধন নিতি নিতি দেয়ন্তি সাগর॥

CENTRAL LIBRARY

দশ অশ্বমেধ [কৈল] রাজসুহি হএ।
অসিপত্র সাঙ্গ কৈল রাজা মহাশএ॥
যার যজ্ঞে মিলিল সকল দেবগণ।
তিন কোটি মুনি যাতে কৈল সমর্পণ॥
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া তুষিল সকল।
সপ্তদ্বীপ সকল যাহার করতল॥
নিতি নিতি দান করে লৈক্ষ লৈক্ষ সোনা।
এক ভার সোনা দিল দ্বিজএ একজনা॥
পৃথিবী ভরিয়া হইল তাহার সুকৃতি।
ব্রহ্মা আদি দেবে যাকে প্রশংসএ নিতি॥
সে দেশ অন্তরে এক দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণী কহিল তানে অনেক যতন॥
মরুতের স্থানে প্রভু চলহ আপনে।
এক ভার সোনা তুহ্মি আনহ আপনে॥
দরিদ্র দুঃখিত নাহি সে রাজার দেশে।
তথা চলি যাও প্রভু দুঃখ পাও কিসে॥
তবে সে দ্বিজগণ নৃপতি আদেশে।
দান করি ভোজনেত গিয়াছে রাজন॥
দ্বারেত ব্রাহ্মণ শুনিয়া নৃপতি।
ভোজনে না গিয়া রাজা আইল শীঘ্রগতি॥
রাজাএ বোলে কিবা চাহ দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণে কহন্ত কথা শুন নৃপবর॥
বড়হি দরিদ্র আহ্মি চাহি কিছু ধন।
এথেকে তোহ্মার স্থানে মোর আগমন॥
রাজাএ বোলে কালি তুহ্মি আসিও প্রভাতে।
দিবাম তোহ্মারে ধন চাহ যেইমতে॥
হেন কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আনন্দিত।
সেইকালে গিয়া রাজা কৈল সমুদ্রেত॥
কালিকা আহ্মারে দিবা বহুরত্নধন।
এত কহি নিজপুরে করিল গমন॥
দশদণ্ড ঘুরি এথা গন্ধর্ব্ব সাগরে।
মণি মাণিক্য হীরা দিলেক বিস্তরে॥
প্রভাতে আইল দ্বিজ নৃপতিসদন।
ব্রাহ্মণক সঙ্গে করি চলিল রাজন॥
সে ধন রাজাএ দিল ব্রাহ্মণের তরে।
না নিল ব্রাহ্মণে তাহা এক ভার পরে॥
নৃপতি না নিল তাহা ব্রহ্মস্ব বলিয়া।
অদ্যাপিহ সেই ধন রহিছে পড়িয়া॥
সেই মৈল অভিমন্যু কথ ভালগুণে।
অযাজ্ঞিক রাজা কান্দে কিসের কারণে॥
সুর নামে ছিল রাজা নৃপতিপ্রধান।
ধর্ম্মরাজ্য পালিয়া বহুল কৈল দান॥
সকল পৃথিবী সে রাজাএ শাসিলেক।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল অনেক॥
সপ্ত রাজসূয় কৈল অশ্বমেধ শতে।
আর যথ যজ্ঞদান কৈল নানামতে॥
রাশি রাশি স্বর্ণ দিল একেক ব্রাহ্মণে।
নানামত ভক্তিএ তুষিল দ্বিজগণ॥
হেন জন নাহি দেখি ই তিন ভুবন।
অদাতার লাগি রাজা কান্দে কি কারণ॥
সৌবল নৃপতি ছিল ধার্ম্মিক বড় দক্ষ।
অসিপত্র আদি করি রাজসূয় যজ্ঞ॥
নানাদেশ হৈতে যত আনাইল যাজ্ঞিক।
বেদ বিদ্যা বিশারদ সবের অধিক॥
অন্নবস্ত্র আদি করি মুক্তা ভারে ভারে।
যেই চাহে সেই দিল একেক দ্বিজেরে॥
আর যথ কর্ম্ম কৈল নানাবিধ মতে।
যাহার সুখ্যাতি দেখ আজি মর্ত্তাতে॥
হেন জন মৈল পুনি ভুবনভিতরে।
অকর্ম্মার লাগি রাজা কান্দহ বিফলে॥
মহারাজা হরিশ্চন্দ্র ছিল সূর্য্যবংশে।
চারি যুগ অবধি তারে পাপে না পরশে॥
পৃথিবী করিয়া দান বিকাএ আপনা।
পুত্র মহাদেবী আছে বেচে দুইজনা॥
বাপু সমে ইন্দ্রপুরে চলিল রাজন।
অদ্যাপি রহিল তার যশের ঘোষণ॥
হেন জন মৃত্যু হৈতে এড়াইতে না পারে
অকর্ম্মার লাগি রাজা কান্দহ সত্বরে॥

CENTRAL LIBRARY

ভগীরথ নামে রাজা অতি ধর্ম্মশীল।
গঙ্গা আনি পবিত্র যে করিল অখিল॥
ষষ্টি সহস্র পুরুষ যে করিল উদ্ধার।
সেই জনে করিলেক পাতকীনিস্তার॥
তাহা হৈতে অভিমন্যু কথ বড় গুণে।
অযাজ্ঞিক লাগি রাজা কান্দ কি কারণে॥
মান্ধাতানৃপতি পূর্ব্বে সপ্তদ্বীপপাল।
রাবণ সহিতে যুদ্ধ কৈল সাত বার॥
অশ্বমেধ রাজসূয় হি করিয়াছে যথে।
একমুখে তাহারে কহিবাম কথে॥
হেনজন মৃত্যু হৈতে এড়াইতে নারে।
অদাতার লাগি রাজা কান্দ কি কারণে॥
দশরথ মহারাজা সূর্য্যকুলে জাত।
তার যশ মহাকীর্ত্তি কি কহিমু তোহ্মাত॥
ইন্দ্রক স্থাপিল যেই মারি দৈত্যগণ।
শনৈশ্চ মারিলেক রাজা মহাজন॥
নাহিক দুর্ভিক্ষ পীড়া অকালে মরণ।
নানা যজ্ঞ কৈল রাজা তুষিয়া ব্রাহ্মণ॥
রামচন্দ্র হেন পুত্র বিষ্ণুঅবতার।
তথাপি হেন জনের হইল সংহার॥
হেন জন না পারিল রহিতে ভুবনে।
অদাতার লাগি রাজা কান্দ কি কারণে॥
রামচন্দ্র মহাপ্রভু আছিল নৃপতি।
পিতৃসৈত্যে বনে গেল বনিতাসংহতি॥
হরিলেক সীতাকে রাবণ দুরাচার।
অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে তাহাকে সংহারে॥
দেশে আসি অশ্বমেধ করিল পশ্চাতে।
তুষিলেক দ্বিজগণ বেদবিধিমতে॥
অকালেত মৃত্যু নাহি দুঃখ নাহি দেশে।
জনস্থলে মৃত্যু নাহি দুর্ভিক্ষ বিশেষে॥
বরিষ এগার সহস্র রাজ্য যে করিয়া।
স্বর্গে গেল মহারাজা প্রজাগণ লৈয়া॥
সেহ মৈল তাহা হৈতে কত বড় গুণে।
অদাতার লাগি রাজা কান্দ কি কারণে॥

অম্বরীষ মহারাজা সেই ইন্দ্রসম।
এক লৈক্ষ পত্নী তার অতি মনোরম॥
এক এক ঘরে হৈল শতেক কুমার।
সকল ধার্ম্মিক হৈল পিতৃব্যবহার॥
অশ্বমেধ করিলেক সঙ্গে বেদরীত।
নানা যজ্ঞ করে রাজা মনে নাহি ভীত॥
এক এক পুত্রে তার শতেক সুন্দরী।
কাঞ্চনের রথে নানা অলঙ্কার পত্রি॥
এক এক নারী করে এক এক যজ্ঞ।
নিতি নিতি ব্রাহ্মণ পূজএ এক লৈক্ষ্য॥
হেন জন যমঘরে গেলেক নিশ্চএ।
অদাতার লাগি রাজা কান্দ মহাশএ॥
নহুষের পুত্র নাম আছিল নৃপতি।
মহারাজা সার্ব্বভৌম ছিল মহামতি॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী আছিল করতল।
একচ্ছত্র শাসিলেক পৃথিবীমণ্ডল॥
পঞ্চ অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজসূহি করি।
তারপরে সেই রাজা গেল স্বর্গপুরী॥
তাহা হনে অভিমন্যু ভাল কোন গুণে।
অকর্ম্মার লাগি রাজা কান্দ কি কারণে॥
নহুষের পুত্র যেন রাজা যযাতি।
রাজসূহি অশ্বমেধ কৈল মহামতি॥
চতুর্মাস্য অগ্নিষ্টোম নানা যজ্ঞ করে।
দেবাসুর যুদ্ধে যেন শাসে পুরন্দরে॥
অষ্টবসু সঙ্গে করি গেল স্বর্গ পুরী।
হেন মহা নৃপতি যে মৃত্যুএ সংহারি॥
দুষ্মন্তের পুত্র যেন রাজা যে ভরত।
যাহাতে ভারতভূমি হৈল উপগত॥
শিশুকালে সিংহ মারে থাকিয়া স্বর্গেতে।
দেবের অবধ্য যথ মারিলেক তথে॥
পঞ্চ অশ্বমেধ কৈল দ্বিজক তুষিয়া।
স্বর্গে গেল মহারাজা সুকীর্ত্তি লভিয়া॥
হেন জন না রএ সংসারভুবনে।
অযাজ্ঞিক লাগিয়া রাজা কান্দ কি কারণ॥

CENTRAL LIBRARY

কুরু নামে নৃপতি আছিল মহাজন ।
কুরুক্ষেত্র হইলেক যাহার কারণ ॥
যার হৈতে কুরুবল সুকৃতি হইল ।
আপনে ব্রহ্মাএ যাকে আসি উপাসিল ॥
অশ্বমেধ রাজসূহি কৈল মহাজন ।
নিজ ধর্ম্ম করি গেল বৈকুণ্ঠভুবন ॥
হেন জন মৃত্যু হৈল শুনহ রাজন ।
অযাজ্ঞিক লাগি রাজা কান্দ কি কারণ ॥
ভৃগুরাম মহাবিষ্ণু ছিল মহাবীর ।
পৃথিবী করাইল স্নান ক্ষত্রিয়রুধির ॥
যজ্ঞ হোম তপ দান করিছে অপার ।
পৃথিবী নিক্ষত্রি কৈল তিন শত বার ॥
হেন জন মৃত্যু হৈল এ তিন ভুবন ।
অদাতার লাগি [রাজা] কান্দ কি কারণ ॥
পঞ্চদশ নৃপকথা দ্রোণ কর্ণ পর্ব্বয় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

এহিমতে কথেক আছিল মহাজন ।
বৃথা চিন্তা অযাজ্ঞিক পুত্রের কারণ ॥
অভিমন্যু বীর অস্ত্রশাস্ত্রেত পণ্ডিত ।
সমুখ রণেত পড়ে না হইল ভীত ॥
সহস্র সহস্র বীর করিয়া সংহার ।
অক্ষয় স্বর্গেত বাস হইল তাহার ॥
নানা দুঃখ করে লোকে স্বর্গ অভিলাষে ।
স্বর্গে গেল অভিমন্যু চিন্তা কর কিসে ॥
এসব জানিয়া রাজা তেজ মনের শোক ।
শত্রু জিনি স্বর্গে গেল পাইয়া দিব্যলোক ॥
আত্মার বচনে শোক তেজ যুধিষ্ঠির ।
শুনিয়া ইসব কথা চিত্ত কর স্থির ॥
এ বলিয়া মহামুনি অন্তর্ধান হইল ।
যুধিষ্ঠির মনে মনে বহুল চিন্তিল ॥

অর্জুনের অমঙ্গল চিহ্ন ও শঙ্কা ;
অভিমন্যুবধে অর্জুনের কাতর বিলাপ

আচম্বিত অর্জ্জুনে বলিল মন্দস্বরে ।
মাধব মাধব মোর গাএ মন্দ করে ॥
মনেত বাসিএ ত্রাস নাহি মোর স্বর ।
আত্মার সমুখে দেখি আপদ বিস্তর ॥
বাম চক্ষু বাম বাহু সঘন কম্পে ।
মহাশোকে বিকল শরীর মোর বিন্ধে ॥
নৃপতির ভাল নাহি অমাত্য সহিতে ।
দ্রোণে ধরিছে হেন লয় মোর চিত্তে ॥
কৃষ্ণে কহে যুধিষ্ঠিরে আছএ কুশলে ।
শোক এড় অমাত্যসকল আছে ভালে ॥
আর কোন অনিষ্ট হইছে হেন দেখি ।
এথেকে সে তোহ্মার যে মনেত অসুখী ॥
তখনে হইল রাজা সৈন্যার সমএ ।
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জনে সৈন্যা যে করএ ॥
পুনি রথে চড়িয়া গেলেক সত্বরিতে ।
তখনে চলিল দুই আপনা সভাতে ॥
নিরানন্দ নিরুৎসাহ কটক দেখিয়া ।
কৃষ্ণস্থানে কহে পার্থ দুঃখিত হইয়া ॥
আজি কেনে না শুনি মঙ্গলগীতি ধ্বনি ।
অসুখ হইছে কেনে নিরানন্দ পুনি ॥
আত্মা দেখি অধোমুখী হইছে সকল ।
না দেখিয়া অভিমন্যু শরীর বিকল ॥
অভিমন্যু আইসে তার ভাই সব লৈয়া ।
মোর আগে না আইসে কেনে যুদ্ধ কথা কহিয়া ॥
এহি কথা কহিয়া তবে পশিল কটকে ।
মরা হেন বসিয়াছ দেখএ সমাইকে ॥
ভ্রাতৃগণ বন্ধুগণ দেখে একে একে ।
অভিমন্যু না দেখি অর্জ্জুন কহে শোকে ॥
মলিন বদন দেখি তুহ্মি সব কেনে ।
অভিমন্যু কথাএ গেল কহ ত্বরমানে ॥

CENTRAL LIBRARY

শুনিয়াছি চক্রব্যূহ করিছিল দ্রোণে।
তাতে কেহ পশিতে না জানে কোন জনে ॥
সুভদ্রানন্দন বীরে তাতে যাইতে পারে।
উপদেশ নাহি জানে বাহির হৈতে নারে ॥
হেন বুদ্ধি তুহ্মি সবে শত্রুর ভিতরে।
ছাওয়াল পাঠাই দিলা ব্যূহ ভেদিবারে ॥
ব্যূহ ভেদি হানিলেক বড় বড় বীর।
হানিলেক মহারথী রথে হৈয়া স্থির ॥
এথ কহি ক্ষেণেক কেহ হইল বিমোহিত।
করুণা করিতে লাগে হইয়া সম্বিত ॥
অতি সুকোমল বীর আহ্মার সন্ততি।
কহ কহ কোনমতে হইল তার গতি ॥
সদাএ আহ্মার আর কুন্তী মায়ের প্রাণ।
কিমতে পড়িল রণে কহ সন্নিধান ॥
বিক্রমে কৃষ্ণের সম যুদ্ধে মোর সম।
কোনমতে দিল প্রাণ করিয়া বিক্রম ॥
সতত পালিলাম পুত্র প্রাণ হৈতে বড়।
হেনপুত্র না দেখিলুম প্রাণ দিব দড় ॥
কুঠির চিকুর পুত্র কমললোচন।
সিংহের বিক্রম পুত্র হস্তীর গমন ॥
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ ভকত বৎসল।
পাছপাও নাহি হএ রণেতে বিকল ॥
ললাট নাসিকা বাহু পরম সুন্দর।
অতি বড় রম্য তনু চিকুর চপল ॥
মত্ত কোকিল হৈতে মধুর বচন।
তাকে না দেখিয়া মোর না রহে জীবন ॥
দেবের অদ্ভুত তার পৌরুষ দেখিয়া।
কেমতে রহিব প্রাণ তাকে উপেক্ষিয়া ॥
সোবর্ণ খাটেত যার নির্ম্মল শয়ন ॥
মদন মূরতি তার মোর প্রাণসম ॥
কথাএ গেল হেন পুত্র মুঞি অভাগ্যের।
অতিথি হইয়া গেল কেমন দেবের ॥
নৌকা যেন সমুদ্রের ভাঙ্গিল বণিকের।
তেমত বিলাপ শোক হৈল অর্জ্জুনের ॥
যুধিষ্ঠির গোচরে পুছন্ত ধীরে ধীরে।
কহ কহ ধর্ম্মরাজ মুঞি অভাগ্যেরে ॥
সম্মুখ হইল শত্রু যদি বিড়ম্বিয়া।
মহা মহা রথী সবে হানিল বেড়িয়া ॥
দ্রোণ কর্ণ কৃপের খাইয়া চোখা শর।
মোর অন্বেষণ কৈল হইয়া কাতর ॥
কাতর হইয়া পুত্রে মোর মুখে চাহিল।
অখনে অবশ্য পুত্রে বিলাপ করিল ॥
মোর বাপু থাকিত যদি আজুকা রণয়।
তে কোনে আহ্মারে জিনিত রণয় ॥
বাপু থাকিলে এথা জীবন বৈথ মোর।
হেন কহি এহিমতে কান্দিল বিস্তর ॥
বিলাপিত তখনে বাপু কৃষ্ণসৈন্যে।
ভূমিতে পড়িল হেন লএ মোর মনে ॥
আহ্মার হৃদয় কেবল বজ্রসার।
এথ দুঃখ শুনি প্রাণ রহিছে আহ্মার ॥
সুভদ্রা না জিব আজি ই সব শুনিলে।
পুত্র পুত্র বলি প্রাণ দিব সেইকালে ॥
কি বলিব সুভদ্রা এহি পুত্রশোকে।
দ্রৌপদীএ কি বলিব শুনিয়া ইহাকে ॥
সান্ত্বাইয়া কহে কৃষ্ণ তখনে ঐ জানি।
কৌরবে করিল যবে শঙ্খবাদ্যধ্বনি ॥
তখনে কহিল আহ্মি তাহাকে ডাকিয়া।
ছাওয়াল মারহ পাপী অর্জ্জুন না পাইয়া ॥
তখনে কহিল আহ্মি পাপিষ্ঠ সকল।
কালিকা জানিবা অর্জ্জুনের রোষবল ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন অপ্রিয় করিলে যেই জনে।
সিংহনাদ বাদ্য কর কান্দিতে কারণে ॥
তাহা শুনি অর্জ্জুনে কহেন বিলাপিয়া।
কৃষ্ণস্থানে কহে তবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কৌরবেরা সিংহনাদ করিল যখনে।
তবে কেনে মোর স্থানে না কৈল তখনে ॥
করুণা সাগর কথা দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
অর্জ্জুন বিলাপ কথা কহিল সঞ্জয় ॥

CENTRAL LIBRARY

করুণা ভাটিয়াল রাগ

বিশেষ অর্জ্জুন বীর নয়নে বহএ নীর
শোকানলে করএ ক্রন্দন ।
সুভদ্রার উদরধর অভিমন্যু বীরবর
মৃত্যু হৈল কেমত কারণ ॥
অভিমন্যু মৈল যবে কি মোর বসতি তবে
কেনে মোর রহিছে জীবন ।
হা হা পুত্র অভিমন্যু শরীর দহে কৃশানু
তুহ্মি গেলা যমের সদন ॥
সোবর্ণ সমান ধনু করে ছিল দিব্যধনু
তেজে বীর্য্যে ইন্দ্রের সমান ।
না দেখি বদন তোর শরীর বিদরে মোর
অনলে দহিব মোর প্রাণ ॥
চান্দ বদনখানি অরুণ কমল জিনি
নয়ন খঞ্জনযুগ তোর ।
দিব্য শরাসন হাতে বিচিত্র মুকুট মাথে
সমরে শমন সম শর ॥
হা হা পুত্র বীরবর শরীর দহএ মোর
কেবা মন্দ বলিছে তোহ্মারে ।
উঠ পুত্র ধূলা ছাড়ি ভূমি কেনে বাহ পড়ি
উঠিয়া উত্তর দেয় মোরে ॥
দিব্য শরাসন হাতে বিপক্ষ মারিলা যতে
প্রাণ দিল বেলি অবশেষে ।
হেন পুত্র মরে যার কি ছার জীবন তার
মাও তোর মরিব বিশেষে ॥
ক্ষেণে মুর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল আছাড় খাইয়া
ভূমিতলে বাহে গড়াগড়ি ।
অর্জ্জুন বিলাপ শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি
বিলাপন্ত মহানাদ ছাড়ি ॥
নকুল সহদেব বীর শোকে হৈল অস্থির
কান্দে লোটাইয়া ধরণী ।
তাহা দেখি কান্দে ভীম শোকের নাহিক সীম
যাএ যেন কাতর হরিণী ॥
সাত্যকি ঘটোৎকচ কান্দে বিলাপিয়া শোকছান্দে
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের সংহতি ।
কান্দে রাজা ধৃষ্টকেতু বিলাপিয়া নানা হেতু
শিখণ্ডী প্রভৃতি আদি যথি ॥
কান্দএ সকল প্রজা সঙ্গে করি যত রাজা
বিলাপন্ত বিরাটে বসিয়া ।
শোকে কান্দে শ্রীহরি শঙ্খচক্রগদা ধরি
পাণ্ডব সংহতি ভ্রম হৈয়া ॥
ত্রিজগতকর্ত্তা হরি অনেক বিলাপ করি
ক্ষিতিতলে হইয়া মোহিত ।
তা দেখিয়া শূলপাণি চিন্তিত হৈল পুনি
দেবগণ লইয়া সমুদিত ॥
ইন্দ্র আইল স্বর্গ হৈতে দিকপাল সহিতে
দেবগণ করিয়া সংহতি ।
বৃষরথে পশুপতি নিজগণ সংহতি
হংসবাহনে প্রজাপতি ॥
সিংহে করি আরোহণ পার্ব্বতীর আগমন
কার্ত্তিক গণেশ করি সঙ্গে ।
হংসরথে বিষহরি নিজগণ সঙ্গে করি
অনন্ত তক্ষক আইল রঙ্গে ॥
যথেক অমরাবাসী পাণ্ডবসমীপে আসি
স্তবিতে লাগিল জনার্দ্দন ।
তুহ্মি দেব হরিহর শঙ্খচক্রগদাধর
ত্রিভুবন তোহ্মার সৃজন ॥
বৈকুণ্ঠনগর ছাড়ি আহ্মি সকলেরে এড়ি
ক্ষিতিতলে করিছ শয়ন ।
সুকৃতি পাণ্ডবগণ তোহ্মা দয়া সর্ব্বক্ষণ
চৈতন্য লভিল নারায়ণ ॥
দেখিয়া দেবতাগণ সঙ্কুচিত হইল মন
নিজমূর্ত্তি ধরিয়া তখন ॥
শঙ্খচক্রগদা ধরি হৃদএ কৌস্তুভ পরি
আরোহণ করি স্বর্গরাজে ।
দেখিয়া দেবতাগণ প্রণমিল জনেজন
জানিয়া কৃষ্ণের মাঞা কাজে ॥

তবে ধর্ম্মনরপতি ভ্রাতৃগণ সংহতি
নিদ্রা ত্যজি উঠিল তখন ।
দেখে ব্রহ্মা হরিহর পূর্ণব্রহ্ম কলেবর
স্বর্গছাড়ি আসিছে ভুবনে ॥
ইন্দ্র দেখি বিদিত দণ্ডবৎ পৃথিবীত
গুষ্ঠিসমে আইল যুধিষ্ঠির ।
ভক্তিএ প্রণাম করি কর যুগল ধরি
স্তবিতে লাগিল নৃপবর ॥
আজি মোর সুপ্রভাত তুহ্মি সব সাক্ষাত
সফল জীবন আজি মোর ।
তুহ্মি সব মহাবলে রাখ মোরে পদতলে
আর মোর দুঃখ গেল দূরে ॥
পার্থে কহে জোড়হাতে হরিহর ব্রহ্মাতে
মুঞি অধমের কোন গতি হৈব ।
অভিমন্যু পুত্র মোর বেড়ি মারে কুরুবল
মুঞি যাইব যমের বসতি ॥
কহে ব্রহ্মা হরিহর শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর
মনের অভীষ্ট মাগ বর ।
স্তুতি করি কহে বীর নয়নে বহএ নীর
শত্রু মোর যাউক যমঘর ॥
ব্রহ্মাএ দিল দণ্ডবাণ অর্জ্জুনের বিদ্যমান
বিষ্ণু দিল চক্র সুদর্শন ।
শূল দিল শূলপাণি ইন্দ্রে দিল বজ্র আনি
ঘোর দণ্ড দিলেক শমন ॥
তবে ইন্দ্র সুরপতি দেবগণ সংহতি
প্রণমিল গোবিন্দচরণ ।
তবে হরিহর ব্রহ্মা দিতে নাহি যার সীমা
সম্ভাষা আছিল জনে জন ॥
দেব লইয়া প্রজাপতি গেল অভ্যাগত প্রতি
পাণ্ডব করিয়া সম্ভাষণ ।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহানন্দ শরীর
পুনি বন্দে গোবিন্দ চরণ ॥

অভিমন্যুর বীরত্ব গাথা :
অর্জুনের জয়দ্রথ-বধ প্রতিজ্ঞা

পুনরপি শোকে অর্জ্জুন যদি কান্দে ।
কোল দিয়া পুনি তাকে সান্ত্বাএ গোবিন্দে ॥
স্থির হও মহাবীর আপনা জানিয়া ।
সকলের এহি গতি বিকল কান্দিয়া ॥
যুদ্ধে ক্ষেত্রি জাতি শাস্ত্রেত বিহিত ।
শোক এড়ি তুহ্মি সবে রণে কর চিত ॥
তোহ্মার চিন্তাএ পাণ্ডুসকল বিকল ।
সুহৃদ পাণ্ডব আজি শান্ত মহাবল ॥
প্রবোধ পাইয়া বীর তথাপিহ কান্দে ।
রাজাসব দেখি তবে মহাকোপে নিন্দে ॥
শোকাকুল অর্জ্জুন হইল পুনর্ব্বার ।
পুত্রশোকে বিকল জিজ্ঞাসে বারে বার ॥
যুধিষ্ঠির পাশে বীর কহন্ত তখন ।
কহ কহ ধর্ম্মরাজা সব বিবরণ ॥
কোনমতে পুত্র মোর তেজিল জীবন ।
সম্মুখে যুঝিল কিবা কহত কারণ ॥
কিবা রণ করিল কিবা পাইলেক ভিত ।
কোনমতে কুরুবলে হানিল নিশ্চিত ॥
একেত দুর্ব্বার বীর আরে পুত্র মোর ।
ভএ শোকে উত্তর না করে রাজলোক ॥
মান্যতায় শ্রেষ্ঠ ভাই হএ গুরুজন ।
ধীরে ধীরে কহে রাজা যুদ্ধবিবরণ ॥
চক্রব্যূহ কৈল যদি দ্রোণব্রাহ্মণ ।
ইন্দ্রসম মহারাজা থুইল স্থানে স্থান ॥
কলিরূপে বিষ্ণু যেন দানব নাশিল ।
সেইমত অভিমন্যু সবে সংহারিল ॥
লৈক্ষ লৈক্ষ বীর মারি হইল উজ্জ্বল ।
প্রলয়কালেত যেন অরণ্য দহিল ॥
রুদ্রবরে পথ বান্ধে বীর জয়দ্রথে ।
হেন হেতু আহ্মি সব না পারিল যাইতে ॥
একেশ্বর ব্যূহে অভিমন্যু করে রণ ।
হারিয়া হারিয়া যুদ্ধ করে কুরুগণ ॥

CENTRAL LIBRARY

লক্ষ্মণ প্রভৃতি মারি কুমার পঞ্চ লৈক্ষ।
হস্তী ঘোড়া ছয় লৈক্ষ মারিল অসংখ্য॥
দিনান্তরে ছয় জনে অন্যাএ মারিল।
দিবস অন্তরে তবে মৃত্যুএ গ্রাসিল॥
জয়দ্রথ কারণে না পারে বাহির হইতে।
হেন হেতু অভিমন্যু পড়িল রণেতে॥
যুধিষ্ঠির বচনে অর্জ্জুন বীর রোষে।
দন্তে দন্ত দিয়া বীর দুই হাত ঘষে॥
জয়দ্রথ নাম শুনি কাপে থরথর।
অর্জ্জুন কাপিতে কাপে সরিৎসাগর॥
জয়দ্রথের কথা তবে শুনিয়া অর্জ্জুনে।
উন্মত্তের মত হইয়া কহিল তখনে॥
সৈত্য করি কহিল সব সভার বিদিত।
ধনুশর এড়ি যদি না পলাএ কোন ভিত॥
তবে কালি জয়দ্রথ মারিমু নিশ্চএ।
বাপ মাও হরিয়া যথেক পাপ হএ॥
সৈত্যভঙ্গ গুপ্তভঙ্গ যে জন করএ।
* * * * * * * * * * * * * * * *॥
পরিবাদ করে যেই সাধুজন সঙ্গে।
স্থাপ্য হরিলে যেই গূঢ় কথা ভাঙ্গে॥
ব্রহ্মবধ গোবধ গোষ্ঠী সব হিংসে।
মিথ্যা সাক্ষী দিলে যেই নরকেতে বৈসে॥
যদি সূর্য্য থাকিতে না মারি জয়দ্রথে।
অগ্নিতে পুড়িব আহ্মি শরীর সমস্ত॥
মুঞি তাকে মারিতে রাখুক কার বলে।
কালি মারিব তারে রাখুক কুরুবলে॥
এ বলিয়া ধনুক বান্ধএ বারেবার।
দক্ষিণেতে ধনুখান করএ টঙ্কার॥
টানএ গাণ্ডীব ধনু আকর্ণ পূরিয়া।
পাঞ্চজন্য বাহে কৃষ্ণে তাহাকে শুনিয়া॥
অর্জ্জুন বোলেন্ত শুন দেব গদাধর।
মোর পুত্র মারে দুর্য্যোধন যে বর্ব্বর॥
সর্ব্ব সৈন্য জিনি কালি মারিমু তাহারে।
কেবা হএ দ্রোণ কর্ণ না গণি সমরে॥

ভীমক দেখিয়া পার্থ কহিল বচন।
এবে ভীম অহঙ্কার না কর অখন॥
অভিমন্যু প্রাণ দিতে গর্ব্ব গেল কোথা।
এত বীরে বেড়ি তাকে নারিলা রাখিতা॥
এমত সন্দর্ভ যদি জানিতাম তখনে।
তবে নি পুত্রক এড়ি যাইতাম ভিন্ন স্থানে॥
বাপ পুত্র মুই যদি থাকিতম রণেতে।
কোন জন রৈখে সেথা আহ্মার সাক্ষাতে॥
এথেক কহিয়া ভীমের ধরিল চরণ।
মান্যতায় শ্রেষ্ঠ তুহ্মি হও গুরুজন॥
গদা হাতে তুহ্মি যদি থাকিতা সমরে।
তবে অভিমন্যু মারে কোন কুরুবীরে॥
রহস্য বঞ্চিলা তুহ্মি সব এক হৈয়া।
শিবিরে আসিলা মোর পুত্র বলি দিয়া॥
যবে ভীমসেনে কহে কান্দিতে কান্দিতে।
বিমুখ করিলা মোরে পাপ জয়দ্রথে॥
রুদ্রবরে আহ্মারে খেদাএ দুষ্টমতি।
এ বলিয়া ভীমসেনে কান্দে শোক অতি॥
তাহা শুনি পার্থে মারে দন্তেতে কামড়।
বারে বারে মারে বীরে ভূমিতে চাপড়॥
অর্জ্জুনে প্রতিজ্ঞা কৈল দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্চএ॥

পাণ্ডব-রমণীদের শোক

এথা এহিমতে রহে পার্থ জনার্দ্দন।
তার পরে কহি শুন যথ বিবরণ॥
এথাতে সুভদ্রা দেবি বধূর সংহতি।
বহু অমঙ্গল পুনি দেখএ যুবতী॥
বাম চক্ষু বাম বাহু স্পন্দে ঘন ঘন।
বধূরে দেখএ দেবী বিরূপ লক্ষণ॥
আচুম্বিত উত্তরার হাতের কঙ্কণ।
খসিয়া ভূমিতে পড়ে দেখে সর্ব্বজন॥
শিরের সিন্দুর আর কর্ণের কুণ্ডল।
এহি সব খসি পড়ে দেখে ভূমিতল॥

CENTRAL LIBRARY

সখিগণ সম্বোধিয়া সুভদ্রাকামিনী ।
বিকল হৃদএ দেবি কহিলেক বাণী ॥
আজি কেনে বধূরে দেখিএ বিপরীত ।
পরিধান অলঙ্কার পড়এ ভূমিত ॥
নাসাপুটে বায়ু বহে চঞ্চল হৃদএ ।
অলক্ষণ চক্ষু হৈতে জল নির্ঝরএ ॥
এহিমতে সখিগণ করিয়া সংহতি ।
কি হইল কি হইল হেন ভাবএ যুবতী ॥
যুদ্ধের বৃত্তান্ত আজি না শুনিছি আজুকার ।
কুশলে নি আছে জানি পুত্র সে আমার ॥
হেনই সমএ কৃষ্ণ গেলেন তথাতে ।
বার্ত্তা কহিবারে গেল সুভদ্রাঅগ্রেতে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রবেশিল সংশপ্তক রণে ।
চক্রব্যূহ কৈল এথা দ্রোণব্রাহ্মণে ॥
ব্যূহভঙ্গ করিতে না পারে কোন বীর ।
লজ্জাএ বিকল হৈল রাজা যুধিষ্ঠির ॥
নৃপতি চিন্তিত দেখি তোহ্মার কুমার ।
দ্রোণক অন্বেষিয়া গেল ব্যূহ ভেদিবার ॥
হারিয়া হারিয়া যুদ্ধ করে কুরুবল ।
একেশ্বর অভিমন্যু জিনিল সকল ॥
যেই পথে কুমারে ব্যূহ প্রবেশিল ।
সেই পথ জয়দ্রথে আসি আবরিল ॥
রুদ্রবরে যুধিষ্ঠির খেদাএ পাণ্ডব ।
ছএ রথী অন্যাএ করিল পরাভব ॥
রাজার কুমার যথ ছিল সেইখানে ।
সংহারিয়া সর্ব্বসৈন্য প্রাণ দিল রণে ॥
পুত্রের মরণ কথা শুনি আচম্বিতে ।
বজ্রপাতে সুভদ্রা যে পড়িল ভূমিতে ॥
অন্তঃপুরে আছিলেক যত সখিগণ ।
উত্তরাক সঙ্গে করি ধরিল তখন ॥
শীতল সলিল আনি কেহ ঢালে শিরে ।
কেহ কেহ বাউ করে শ্বেত যে চামরে ॥
ক্ষেণেক সম্বিত পাইয়া উঠিল তখন ।
উত্তরাক কোলে করি করএ ক্রন্দন ॥

ভাটিয়াল রাগ

হা হা অভিমন্যু বোলে লোটাইয়া ধরণীতলে
ক্ষেণে ক্ষেণে হএ মুর্চ্ছিত ।
শুনিয়া পুত্র কথা মনেতে পাইল ব্যথা
বিধি সে করিল বিপরীত ॥
আজি সুপ্রভাত হইল অভিমন্যুপুত্র মৈল
আজি মুই তেজিব জীবন ।
মোর প্রাণধন নিধি হরি নিল কোন বিধি
না দেখি তোহ্মার বদন ॥
কর্ণেত কুণ্ডল দিয়া যুগিনী বেশ হইয়া
অভিমন্যুপুত্রের কারণ ।
অভিমন্যু গেল যথা আহ্মিহ যাইব তথা
স্বাদ নাই এ ছার জীবনে ॥
সুভদ্রা করুণা শুনি দ্রৌপদী আইল পুনি
কুন্তী আইল বধূগণ সঙ্গে ।
অভিমন্যু মৈল শুনি করি হাহাকার পুনি
যেন কান্দে কাতর হরিণী ॥
কোন দিন কৈল পাপ পাইলুম দারুণ তাপ
পুত্র হারাইলাম অভাগিনী ॥
বাপ তোর ধনঞ্জয় পাষাণ যে হৃদএ
মাতুল নি কৃষ্ণ মহাশএ ।
যুধিষ্ঠির আদি যত অস্ত্রশাস্ত্রে নানামত
ভীম আদি সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
কৃষ্ণ যে সারথি তার হেন জন সংহার
কি করিব অভাগিনী মাএ ।
কান্দে কুন্তী মহাসতী দুই বধূ সংহতি
ধরণীতে সব গড়ি বাহে ।
সুভদ্রার পাএ ধরি বিরাটের কুমারী
কান্দে রামা অতি সুচরিতা ।
ধূলিএ ধূসর অঙ্গ আভরণ হৈল ভঙ্গ
অভিমন্যুবীরের বণিতা ॥
স্বামীর মরণ বাত যেন মাথে বজ্রাঘাত
বিলাপএ উত্তরাসুন্দরী ।

CENTRAL LIBRARY

হা হা প্রভু প্রভু করি বিলাপএ সুন্দরী
কান্দে রামা ফুকারি ফুকারি ॥
খসিল চিকুরভার কঙ্কণ গ্রীবার হার
ধরিল সকল সখিগণ ।
হা হা প্রভু প্রভু করি বিরাটের কুমারী
উর্দ্ধমুখে করএ ক্রন্দন ॥
তুহ্মি তরু আহ্মি লতা জুড়িত পুষ্পিত পাতা
কি দোষে ছাড়িয়া গেল মোকে ।
তিলক সিন্দুর ধুনি যেন অবশেষ বেলী
চতুর্দ্দিকে বেড়ি চাহে লোকে ॥
বিধি বিড়ম্বিল মোরে অকালেত পতি মরে
বিধবা করিয়া কৈল দুর্গতি ।
সকল সম্পদ দিয়া যৌবন অধিক কৈলা
কি বুদ্ধি করিব প্রাণপতি ॥
যথ বন্ধুগণ সঙ্গে যুদ্ধে গেলা মনোরঙ্গে
বিধি মোরে হৈল নিকরুণ ।
সহিতে বান্ধবগণ যথ ছিল মহাজন
মাতুলের কি কহিমু গুণ ॥
গাণ্ডীব ধনুক বাণ দেবেহ না ধরে টান
পিতা যার ভুবনবিজয় ।
ইন্দ্র সনে কৈল রণ দহিতে খাণ্ডব বন
চারিদিকে করিল বিজয় ॥
স্মরিয়া তোহ্মার গুণ দুঃখ উঠে পুন পুন
সর্ব্ব বন্ধু আছএ কুশলে ।
ধর্ম্মের আদেশ পাইয়া হাতে ধনু শর লৈয়া
প্রবেশিলা কৌরবের দলে ॥
শত্রুএ তোহ্মারে পাইয়া হানিল নিদয়া হইয়া
তাতে ছিল দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ।
যদি বা একাকী হয় ইন্দ্ররাজ পরাজয়
কোনবুদ্ধি রাখে কলেবর ॥
উলটি পালটি চাহিলা জনকেরে না দেখিলা
না দেখিলা মাতুল দুর্জ্জয় ।
অগুরু চন্দন পাটি অঙ্গেতে লেপন করি
কেমতে হইলা প্রভু ক্ষয় ॥

হা হা রে দারুণ বিধি হাতে দিয়া নিল নিধি
এ বলিয়া কান্দে সুবদনী ।
বেদ শূন্য দ্বিজবর ফলহীন তরুবর
পতিশূন্য মুঞি অভাগিনী ॥
খসিল মাথার কেশ পালাএ গাত্রের বেশ
কঙ্কণ বাজএ ঝনঝনি ।
উত্তরার বিলাপ কথা শুনিতে লাগএ ব্যথা
গাথিলেক সঞ্জএ বাখানি ॥

অর্জুনের প্রতিজ্ঞাত জয়দ্রথের শঙ্কা

এহিমত বিলাপ করএ পুনি পুনি ।
উত্তরারে প্রবোধন্ত সকল কামিনী ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা আদি সকল যে সখী ।
ই সকল সান্ত্বিয়া কহিল চন্দ্রমুখী ॥
শুনিয়া অর্জ্জুনে তথা বধূর ক্রন্দন ।
বিকল হইয়া কহে গোবিন্দচরণ ॥
কালি যদি জয়দ্রথ নাহি মারি রণে ।
তবে মোর বাস হৈব নরকভুবনে ॥
কালি জয়দ্রথ যদি না করি সংহার ।
মোর পুত্র মারে দুর্য্যোধন দুরাচার ॥
দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা আর বীর যত ।
সকল জিনিয়া কালি মারিমু রণেত ॥
কৃষ্ণে বোলে শুন পার্থ আহ্মার বচন ।
অশক্য প্রতিজ্ঞা তুহ্মি করিলা এখন ॥
নব অক্ষৌহিণী সেনা রাখিবেক দ্রোণে ।
অশ্বত্থামা সৈন্য আর কৃপাচার্য্য কর্ণে ॥
ই সকল বীর সনে ইন্দ্রেহ না পারে ।
কোনমতে জয়দ্রথ মারিবা সমরে ॥
তাহা শুনি কহন্ত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ।
হেলা না করিয় কৃষ্ণ পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
হেলা না করিয় প্রভু অর্জ্জুনের ধনু ।
অগ্নিসম বাণ সব যেহেন কৃশানু ॥
হেল না করিয় প্রভু অর্জ্জুন জানি শুনি ।
একধনু কালি আহ্মি জিনিমু বাহিনী ॥

হেলা না করিয় প্রভু জানিয়া যে মোক।
প্রভাতে পাঠাইব কালি যমের সমুখ ॥
কৃষ্ণের সমুখে বৃথা করি অহঙ্কার।
কালি যদি জয়দ্রথ না করি সংহার ॥
কালি রণে নারায়ণ সাবধান হৈবা।
ব্যূহের ভিতরে রথ বেগে চালাইবা ॥
পৃথিবী ভরিব কালি কুরু সৈন্য কাটি।
শকুনি শৃগালে মাংস খাইব পরিপাটি ॥
যার বলে রাখে দুর্য্যোধন জয়দ্রথ।
প্রথমে যাইব কালি দ্রোণের অগ্রেত ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণে কহে বহুল হাসিয়া।
কহিলাম আহ্মি তোহ্মা সমর্থ জানিয়া ॥
আহ্মি থাকিতে তোহ্মার রথের সারথি।
মারিবা যে জয়দ্রথ শুন মহামতি ॥
মৈল মৈল জয়দ্রথ কহে চক্রপাণি।
কুরুসৈন্য নাশ হৈব শুনহ কাহিনী ॥
এ বলিয়া পাঞ্চজন্য বাহে জনার্দ্দন।
সে শব্দে আকাশখণ্ড কাপে ঘন ঘন ॥
তাহা শুনি দেবদত্ত বাহে ধনঞ্জয়।
সে শব্দে তোহ্মার সৈন্যে পাইল বড় ভয় ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে রে সঞ্জয় সূতমণি।
কুপিল অর্জ্জুন আর দেব চক্রপাণি ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বাক্য ব্যর্থ নহে কদাচিৎ।
জামাই মারিব কালি জানিলাম নিশ্চিত ॥
তাহা শুনি কিবা করে পুত্র দুর্য্যোধন।
কাহাতে ভরসা পুত্রে করিল তখন ॥
কোনজনে রাখে তাক আশ্বাস করিয়া।
সে সকল কথা সূত কহ বিবেচিয়া ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুনহ বচন।
কালি সে শুনিবা রাজা অর্জ্জুনের রণ ॥
পুত্রপৌত্রবন্ধু শোকে কান্দিবা বিস্তর।
কালি সে পাইবা রাজা পাশার যথ ফল ॥
তারপরে যে হইল শুনহ বচন।
এথা জয়দ্রথ শুনি অর্জ্জুন গর্জ্জন ॥

কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতিজ্ঞা শুনিয়া জয়দ্রথে।
দুর্য্যোধন স্থানে গিয়া লাগিল কহিতে ॥
শুন রাজা দুর্য্যোধন শুনহ বচন।
আহ্মাতে আসিয়া বার্ত্তা কহিল দূতগণ ॥
কালি মোরে মারিবারে প্রতিজ্ঞা করিল।
কৃষ্ণের সহিতে বীরে দৃঢ় পণ কৈল ॥
কামভাবে ইন্দ্রপুত্র জন্মাইল কুন্তীর।
আহ্মাকে মারিতে বাক্য করিল সুস্থির ॥
একবাণ হানিল হি তোহ্মার পুত্রেরে।
তথাপি প্রতিজ্ঞা কৈল মোকে মারিবারে ॥
মূর্চ্ছিত মত মোর শরীর বিশেষ।
তুহ্মি সব এথা থাক আহ্মি যেই দেশ ॥
অর্জ্জুনের হাতে মোরে যে পারে রাখিতে।
সে মোকে অভয় দেয় থাকি মহাপ্রীতে ॥
তুহ্মি সকলের ঠাই মোর নিবেদন।
অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ নহে কদাচন ॥
দেবেহ না পারে তাহা অন্যথা করিতে।
আজ্ঞা কর দেশে যাই সেনা যা * * তে ॥
দুর্য্যোধন রাজাএ কহে নিজ কার্য্য চাহিতে।
ভয় ত্যজ বীর তুহ্মি ডরাও কি নিমিত্তে ॥
আহ্মি যে শতেক ভাই দ্রোণ কৃতবর্ম্মা।
কৃপাচার্য্য ভূরিশ্রবা কর্ণ অশ্বত্থামা ॥
নব অক্ষৌহিণী মিলি রাখিব তোহ্মারে।
ভয় ত্যজ কেবা তোহ্মা কি করিতে পারে ॥
তার পাছে দুর্য্যোধন জয়দ্রথ সনে।
কর্ণ সনে যাএ রাজা দ্রোণের স্মরণে ॥
অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞা গুরু জানিলাম তথে।
জয়দ্রথ রাখ গুরু অর্জ্জুনের হাতে ॥

দ্রোণের আশ্বাস-বাক্য

দ্রোণে কহে সিন্ধু রাজা না করিয় ভএ।
আহ্মি তোহ্মা রাখিতেই যে ইন্দ্রে না পারএ ॥
হেন ব্যূহ করিবাম না ভেদে অর্জ্জুনে।
* * * * * * * * ভএ পাএ মনে ॥

CENTRAL LIBRARY

প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি শুন দুর্য্যোধন ।
দিবস রাখিয়া দিমু করিয়া যতন ॥
হেন ব্যূহ করিবাম নারে পুরন্দর ।
যদি কোন মন্ত্রণা না করে দামোদর ॥
ক্ষাত্রধর্ম্ম জানি বীর হও আগুয়ান ।
মৃত্যু হৈতে পলাইতে নাহি কোন ত্রাণ ॥
জিনিলে সর্ব্বত্র কীর্ত্তি মৈলে স্বর্গলোক ।
এথেক জানিয়া বীর পরিহর শোক ॥
তবে জয়দ্রথ বীর পাইয়া আশ্বাস ।
জয়দ্রথ রহিলেক দ্রোণের সমপাশ ॥
এহিমতে কুরুবলে হরিষ নির্ভরে ।
নানা বাদ্য করে তারা অতি কুতূহলে ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে এথা গোবিন্দ হরিষ ।
অর্জ্জুনেরে বড় তুষ্ট হৈল জগদীশ ॥
আপনা পাশরি সৈত্য করিলা অর্জ্জুন ।
ই কর্ম্ম করিলা তুহ্মি বড়হি দারুণ ॥
চর পাঠাইল আহ্মি দুর্য্যোধন যথা ।
চর আসি আহ্মাতে কহিল সর্ব্বকথা ॥
তোহ্মার প্রতিজ্ঞা পাইয়া মনে লাগে ভয় ।
যাইবার জয়দ্রথ চাহিলা দেশএ ॥
কর্ণ দুর্য্যোধন অশ্বত্থামা আশ্বাসিয়া ।
দ্রোণে রাখিল তাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
অর্জ্জুনে বোলে তাকে রাখএ ছএ রথী ।
মোর আগে স্থির হৈব কাহার শকতি ॥
যার বলে যুদ্ধে জয়দ্রথ যেবা রাখে ।
প্রথমে যাইমু কালি দ্রোণের সমুখে ॥
তার সৈন্য মারিয়া মারিমু জয়দ্রথ ।
কালি পুনি আপনে দেখি পুরুষার্থ ॥
পৃথিবী ঢাকিয়া কালি রাজগণ কাটি ।
শকুন শৃগাল মাংস খাইব পরিপাটি ॥
তাহা শুনি তোহ্মার কটকে লাগে ভএ ।
তখনে অর্জ্জুন পুনি কৃষ্ণক বোলয় ॥
আপনে সান্ত্বাও তুহ্মি ভগিনী তোহ্মার ।
বধূক সান্ত্বাও কৃষ্ণ বহুল প্রকার ॥

অর্জ্জুনের কথা শুনি দুঃখিত বদনে ।
কহিল সুভদ্রার স্থানে প্রভু যে আপনে ॥
কৃষ্ণক দেখিয়া দেবী ডাক ছাড়ি কান্দে ।
আশ্বাসিয়া প্রিয়বাতে সান্ত্বাএ গোবিন্দে ॥
না কান্দ ভগিনী তুহ্মি পুত্রের কারণে ।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু এ তিন ভুবনে ॥
কুলীন ক্ষত্রিয় জনের হএ এহি রীতি ।
কত ভাগ্যে ভাগিনীর বীর লোকে স্থিতি ॥
দুর্য্যোধন জয়দ্রথের দেখিবা দুর্গতি ।
জয়দ্রথ মারিবেক কালুকা সম্প্রতি ॥
অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞা কভু অন্যথা না হএ ।
মৈল মৈল জয়দ্রথ জানিবা নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বচনে দেবী শোক ভাবি মনে ।
বিলাপিয়া কান্দে রাজা অতি সকরুণে ॥
হা হা পুত্র পিতার সদৃশ পরাক্রম ।
হেন পুত্র নিলেক পাপিষ্ঠ কাল যম ॥
হেন সুন্দর পুত্র ভূমিতে লোটাএ ।
বাণক্ষতে অঙ্গ বীর শুণিত গাএ ॥
হা হা পুত্র সুন্দর অর্জ্জুনকৃষ্ণ জিতে ।
ভূমিতে লোটাএ পুত্র অনাথের মতে ॥
তরুণ সোন্দর পুত্রবধূ দেখিব কেমনে ।
অকালে পড়িল পুত্র না ধরে এ পরাণে ॥
সুভদ্রাকে সান্ত্বাইয়া দেব যদুপতি ।
গড়েত আইল যথা পার্থ মহামতি ॥
কৃষ্ণে শয়ন কৈল পালঙ্কেতে গিয়া ।
অর্জ্জুনে শয়ন কৈল কুশাসনে গিয়া ॥
* * * * * * * * * * * * * * * ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বিবিধ রচন ॥
পুষ্পমালা দিল পার্থে কৃষ্ণেরে তুষিয়া ।
হাসিয়া গো[বি]ন্দে কহে জয় কর গিয়া ॥
এহিমত আলাপন করে মনসুখে ।
রাত্রি প্রভাত হৈল নিদ্রা না গেল একে ॥
কৃষ্ণে পুনি অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা জানিয়া ।
কহিবার লাগিল দারুক সম্বোধিয়া ॥

পুত্রশোকে ধনঞ্জএ করিছে শপথ ।
কালি সূর্য্য থাকিতে মারিব জয়দ্রথ ॥
তাহা শুনি দুর্য্যোধনে যুক্তি যে করিব ।
পলাইয়া যথা তথা তখনে থাকিব ॥
পুত্রের সহিতে রাখিবেক দ্রোণে ।
তাহাতে লঙ্ঘিতে নারে এ তিন ভুবনে ॥
এমত করিব কালি দিনে যে মাজে ।
জয়দ্রথ অর্জ্জুনে যে মারে নিজ তেজে ॥
স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি প্রিয়া কেহ নহে আর ।
অর্জ্জুন না জিনে মোর অসার সংসার ॥
অর্দ্ধেক শরীর মোর জানহ অর্জ্জুন ।
আর এক কথা তুহ্মি মন দিয়া শুন ॥
কালি প্রভাতে রথ সাজাইব আপনে ।
ভরিবা সারঙ্গ তাতে গদাচক্রবাণে ॥
যথেক রথের সর্প রাখ নিয়া রথে ।
স্থান রাখিয় মাত্র গরুড় রাখিতে ॥
দারুকে বোলএ তুহ্মি সারথি যাহার ।
সে জনের ত্রিভুবনে নাহিক সংহার ॥
তথাপি তোহ্মার বাক্য করিলম পালন ।
প্রভাতে বিজয়ী তুহ্মি হইবা দুইজন ॥
শুনিতে কতুক পুনি দ্রোণ যে পর্ব্বএ ।
মহাভারতের কথা কহিল সঞ্জয় ॥

যুদ্ধের চতুর্দশ দিবস : কৃষ্ণার্জুনের কৈলাসে গমন ও হরপার্বতী বন্দনা

একদণ্ড রাত্রিশেষ থাকিতে অর্জ্জুনে ।
আপনে চলিয়া গেল নারায়ণস্থানে ॥
তবে কৃষ্ণঅর্জ্জুনে করে উত্তরে গমন ।
বায়ুগতি উত্তরে চলিল দুইজন ॥
উত্তরিল গিয়া তবে কৈলাস পর্ব্বতে ।
যেইথানে মহাদেব রহিয়াছে গোপ্তে ॥
বসিয়াছে মহাদেব পার্ব্বতী সংহতি ।
সহস্রেক সূর্য্য যেন দেহেতে যে কান্তি ॥
জটাভার উজ্জ্বল শোভিত ত্রিলোচন ।
চারিভিতে নাচে গাহে যত ভূতগণ ॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে দুইজনে ভূমিতে পড়িয়া ।
দণ্ডবৎ হইলেক স্তবিবশ হৈয়া ॥
তবে শিব কৃষ্ণক দেখিয়া সাদরে ।
বৈসাইল নিয়া তানে আসন উপরে ॥
জোড়হস্তে কহে তবে অর্জ্জুন তখন ।
দুই হস্ত জুড়ি তবে করএ স্তবন ॥
নমো নমো ভবরূপ বিপক্ষনাশক ।
প্রণমহ মহাযুগী নমো ভয়ানক ॥
সেবকবৎসল প্রভু দেব ভূতেশ্বর ।
প্রণমহ গঙ্গাধর নমো শশীধর ॥
এহিমতে স্তবন করিল ধনঞ্জয় ।
স্তবনে সন্তোষ হইল দেব দয়াময় ॥
প্রয়োগ সহিতে বাণ দিল পশুপতি ।
এহি অস্ত্রে জয়দ্রথে নাহি অব্যাহতি ॥
অস্ত্র পাইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন হরষিত মনে ।
শিব প্রণমিয়া দুই চলিল তখনে ॥
এহিমতে দুইজন চলিল গড়এ ।
কৃষ্ণ সনে রথেত রহিল ধনঞ্জয় ॥
এহি সব বিবরণ প্রভাত রজনী ।
রাজার দ্বারেত হইল গীতবাদ্যধ্বনি ॥
প্রাতঃকালে উঠি তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
সাজিতে বসিয়া রাজা হইলেক স্থির ॥
পবিত্র বসন পরি আচমন করে ।
স্নানগৃহে গিয়া বৈসে খাটের উপরে ॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপি আমোদিত গন্ধে ।
পূর্ব্বমুখে জোড়হাতে দিবাকর বন্দে ॥
এথা হোতে গেল যদি দ্বারের বাহিরে ।
বেদজ্ঞ পণ্ডিত আইল পণ্ডিত মহাবীরে ॥
পুনি যে নৃপতি বৈসে খাটের উপরে ।
দুই পাশে শোভা করে শ্বেত চামরে ॥
হেনকালে দ্বারখান ভরিলে কটকে ।
রথে রথে ঠেকাঠেকি হস্তীএ ঘোটকে ॥

CENTRAL LIBRARY

কটকের পদভরে কাপে বসুমতী।
দূতে গিয়া নৃপতিকে কহে শীঘ্রগতি॥
সত্বরে আনহ করী কহে ধর্ম্মরাজে।
নানাবিধ দ্রব্যে হৃষীকেশ পূজে॥
উত্তম আসনে যদি বসিল মাধব।
রাজাতে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল সব॥
একাসনে বসিল সাত্যকি জনার্দ্দন।
বীর ভাগে বসিলেক রত্ন সিংহাসন॥
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া বার্ত্তা কহে নরপতি।
যথ শোক পাইয়াছি শুন মহামতি॥
ভক্তি বুঝিয়া প্রভু করহ উদ্ধার।
সৈন্য হেতু অর্জ্জুনে করহ আজি পার॥
সকল আপদ হৈতে করহ নিস্তার।
এহি রণে ভালো আজি করহ অর্জ্জুনের॥
কুরুসৈন্যসাগরে পড়িছি আমি সব।
নৌকা প্রাএ হইয়া পার করহ কেশব॥
পুরাণপুরুষ তুমি কহন্ত নারদ।
সে সব জানিয়া আজি খণ্ডাও আপদ॥
হাসিয়া কমলমুখে শ্রীহরি কহেন্ত।
অর্জ্জুনের সমরে পড়িব সর্ব্ববীর॥
কোন হেতু তাহারে ডরাউ যুধিষ্ঠির।
দুই কুলে তার সম কেবা আছে বীর॥
জয়দ্রথ মৈলে অস্ত হইব অরুণ।
বিকালে তোমার ঠাই কহিব অর্জ্জুন॥
দ্রোণ পর্ব্বে কথা এহি জয়দ্রথবধে।
সঞ্জএ কহিল কথা পাচালী প্রবন্ধে॥

অর্জুনের প্রতি দ্রোণাচার্যের আশীর্বাদ ও যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র বোলে রে সঞ্জয় সুতমনি।
কিবা ভাবে দুর্য্যোধনে শেষ ফল শুনি॥
ত্রাসে দুর্য্যোধন পুত্র পড়িল সঙ্কটে।
কোনজনে আশ্বাস করিল নিষ্কণ্টকে॥
সঞ্জএ কহন্ত তোমার পুত্র দুর্য্যোধনে।
প্রভাতে চলিয়া গেল দ্রোণের শরণে॥
ক্ষেণেক থাকিয়া তবে কহে দুর্য্যোধনে।
জয়দ্রথ রাখ গুরু আজি রণ হনে॥
নিষ্কপটে রণ গুরু কর ভালোমতে।
করিবা সে হেন আজি আমাক চাহিতে॥
দ্রোণে কহে মহারাজা বোলেঅ ব্যবহার।
যেন অশ্বত্থামা তুমি তেমত আমার॥
শক্তি নিক্ষেপিয়া আজি করিমু সাহস।
দৈবাধীন জয়ভঙ্গ যশ অপযশ॥
তবে সৈন্য লৈয়া দ্রোণ চলিল রণেতে।
পৃথিবী জুড়িয়া সৈন্য চলিল ত্বরিতে॥
ষড়চক্র ব্যূহখান করিলেক দ্রোণে।
যার যেই যোগ্য স্থলে কৈল নিয়োজনে॥
দিবস ভিতরে কৈল বার প্রহর পথ।
সর্ব্বপাছে রহিলেক বীর জয়দ্রথ॥
পঞ্চ লৈক্ষ সেনা সনে রহিল সেনাপতি।
তার আগে অলম্বুষ শল্যের সংহতি॥
তার আগে দুঃশাসন শকুনি সহিতে।
চৌদ্দ সহস্র হস্তী সনে এক লৈক্ষ রথে॥
তার আগে শল্য রাজা কৃপাচার্য্য সনে।
হস্তী ঘোড়া তিন লৈক্ষ আছে মহাসৈন্যে॥
তার আগে কৃতবর্ম্মা বৃষ্ণি সৈন্য সমে।
চারি লৈক্ষ সেনা সমে রহে অনুক্রমে॥
তার পাছে ভূরিশ্রবা বাহ্লিক সোমদত্তে।
হস্তীএ ঘোড়াএ আছে পঞ্চ লৈক্ষ রথে॥
আগে আছে অশ্বত্থামা মহা ধনুর্দ্ধর।
বিরাশী সহস্র রথ অতি খরতর॥
তার আগে বিন্দ অনুবিন্দ মহাশয়ে।
তার আগে শ্রুতায়ুধ সমরে নির্ভএ॥
তার আগে পর্ব্বতিয়া চৌদ্দ লৈক্ষ বীর।
পর্ব্বত সমান হইয়া রহিল সুস্থির॥
তার আগে কর্ণবীর সূর্য্যের কুমার।
প্রধান প্রবল সেনা ছএ জন সুত তার॥

তিন লৈক্ষ রথ সমে তোহ্মার নন্দন ।
সর্ব্বখানে ভ্রমে তবে রাজা দুর্য্যোধন ॥
ধনুখান ধরি রহে সর্ব্বসৈন্য আগে ।
যেন মৃগ ধরিবার সিংহরাজ জাগে ॥
চৌদ্দ খণ্ডে নিয়োজিল চৌদ্দ সেনাপতি ।
তাহাকে ভেদিতে পারে কাহার শকতি ॥
তার মধ্যে চক্রব্যূহ করিল রচন ।
তার মৈধ্যে শৃঙ্গাট ব্যূহের পাতন ॥
অর্দ্ধচন্দ্র গরুড় আকার ব্যূহ যতে ।
তাহা দেখি দেবগণে ভয় পাইল চিতে ॥
যদি ইন্দ্র কুবের বরুণ আইসে ঘরে ।
হেন ব্যূহ ভেদিবার না পারিব তবে ॥
এহিমতে কুরুবলে করে বাদ্যধ্বনি ।
সে শব্দে আকাশ ছাএ কাপএ মেদিনী ॥
হেনকালে পাণ্ডবেরা মহারোল করি ।
দ্রোণক রুধিয়া যাএ ব্যূহের যে দ্বারী ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি পাণ্ডব যুঝার ।
দ্রোণের উপরে বাণ বরিষে অপার ॥
দ্রোণের উপরে তবে কৈল শরজাল ।
এমত হৈল যেন প্রলয়ের কাল ॥
দুই দিকে হানাহানি গতি বিগতি ।
যত সৈন্য দ্রোণে হানে কহিবাম কতি ॥
পাচ অক্ষৌহিণী সেনাএ বেড়িল দ্রোণেরে ।
বেড়িয়া দ্রোণক হানে অতি চোখা শরে ॥
তাহা দেখি দ্রোণ বৃদ্ধ কুপিল দ্বিগুণ ।
লইলেক ব্রহ্মঅস্ত্র পরম দারুণ ॥
তখনে যে দ্রোণ বুড়া অগ্নি হেন জলে ।
রথ চালাইলা দিল পাণ্ডবের দলে ॥
সিংহে যেন রুধিয়া মারে মহামত্ত করী ।
তেমত পাণ্ডব মারে দ্রোণ মহাবলী ॥
নরগজ বীর যত উড়াইল কন্ধ ।
পড়িল সকল সৈন্য হইল বিকন্ধ ॥
সে সকল সৈন্যে দ্রোণে তিলেকে খেদাএ ।
সচকিত হৈয়া সেনা চতুর্দ্দিগে চাহে ॥

ত্বরিত গমনে যে পাণ্ডবে লড় পাড়ে ।
হস্তী ঘোড়া বীর সবে নানা রাও কাড়ে ॥
তাহা দেখি পাণ্ডব পাঞ্চাল হৈল ভঙ্গ ।
মহাবাউ হৈল যেন সমুদ্রতরঙ্গ ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্রোণ কিছু নাহি ডরে ।
পাচ অক্ষৌহিণী সেনা খেদাএ একবারে ॥
হেনকালে আইল সকল ধনুর্দ্ধর ।
গোবিন্দ সহিতে আইল দ্রোণের গোচর ॥
গুরু দেখি অর্জ্জুনে করিল নমস্কার ।
বিজয়প্রসাদ মাগে করি পরিহার ॥
কৃপা কর গুরুদেব করহ আদেশ ।
মহাব্যূহ মধ্যে মোর হউক প্রবেশ ॥
তোহ্মার প্রসাদে জিনি কুরুসৈন্য যত ।
দিবস ভিতরে জিনি বীর জয়দ্রথ ॥
সেই মত আশীর্ব্বাদ করিলেক দ্রোণে ।
তখনে কহিতে লাগে অর্জ্জুনসদনে ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে রণ উপেক্ষিতে ।
এতেকে আহ্মারে জিনি চলহ রণেতে ॥
তখনে বুঝিয়া বীর পার্থ মহাজন ।
দ্রোণের ইঙ্গিতে যাএ করিবারে রণ ॥
শঙ্খ সিংহনাদ করে ধনুক টঙ্কার ।
সে রণ দেখিয়া হইল দেব চমৎকার ॥
রক্তবর্ণ ঘোড়াএ শোভে দ্রোণ রথখান ।
অর্জ্জুনের ঘোড়া তপ্ত কাঞ্চন সমান ॥
চক্র হেন দুই রথ ভ্রমএ আকাশে ।
কিছু কিছু করি বাণ সে দুই বরিষে ॥
চারি বাণ দ্রোণ হানে যেহেন আলএ ।
সে বাণ ফুটিয়া পার্থ হইল বিকল ॥
তবে অর্জ্জুনে হানে বসদন্ত বাণ ।
সেই বাণ আসিতে বাণে কৈল খান খান ॥
তবে দ্রোণে হানে শক্তি বহল কুপিয়া ।
অর্জ্জুনে ছেদএ তাহা শকতি দন্ত দিয়া ॥
পুনি হানিল দ্রোণে মহা অগ্নিবাণ ।
বরুণে অর্জ্জুনে তাহা কৈল খান খান ।

CENTRAL LIBRARY

এহিমতে দুই করে বাণ বরিষণ।
আকাশ ছাইল বাণে ভরিল গগন॥
ব্রহ্ম অস্ত্র রুদ্র অস্ত্র বৈষ্ণব আলোক।
আর যত বাণ হানে দেখি ভয়ানক॥
দুই বীরের বাণে দুই হইল জর্জ্জর।
ধ্বজ ছত্র পতাকা কাপএ থর থর॥
দ্রোণক জিনিয়া নারে ব্যূহত যাইতে।
অর্জ্জুনক সম্বোধিয়া কহে জগন্নাথে॥
দ্রোণক জিনিতে হৈব জীবন যে ক্ষয়।
তবে আজি জয়দ্রথ নহে পরাজয়॥
এথাতে হইল বেলা সে দুই প্রহর।
দূরে আছে জয়দ্রথ শুন ধনুর্দ্ধর॥
এথেকে দ্রোণক এড়ি কৌরবেত যাই।
জয়দ্রথ নৃপতির যথা লাগ পাই॥
উপায়ের পথ এহি মন্দ নহে কাজ।
গুরুতে হারিলে শিষ্যের নাহি লাজ॥
দ্রোণক প্রণাম করি চলহ অগনে।
এহি কর্ম্ম কর ঝাট শুনহ অর্জ্জুনে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বীর ধনঞ্জয়।
ভূমিপদ হইয়া গেল দ্রোণের পাশএ॥
সেইমতে যাএ পার্থ ব্যূহের ভিতরে।
তাহাকে ডাকিয়া তবে কহে দ্বিজবরে॥
দ্রোণে কহে এহিমত নাহএ ক্ষত্রিধর্ম্ম।
বীর হৈয়া কোনজনে করে এহিকর্ম্ম॥
আহ্মাকে জিনিয়া যাও ব্যূহের ভিতরে।
অযুক্ত যে কর্ম্ম [হেন] কেনে কর বীরে॥
তাহা শুনি অর্জ্জুনে করএ সবিনএ।
তোহ্মারে জিনিতে নারে এ তিন লোকএ॥
আহ্মি শিষ্য তোহ্মার যে পুত্র নিয়োজিত।
মোর সনে যুদ্ধ গুরু না হএ উচিত॥
অশ্বত্থামা পুত্র যেন তোহ্মার পালিত।
তেমতে গুরু মোরে পালিবা নিশ্চিত॥
তোহ্মাতে হারিলে গুরু নাহি লজ্জা মোর।
জয়দ্রথ মারিবারে মোর হৈলা ভার॥

এত বলি ধনঞ্জয় চলিল তখন।
প্রণাম করিয়া চলে দ্রোণের চরণ॥
তাহা দেখি হানি তবে দ্রোণ মহাশয়।
অর্জ্জুনক এড়ি দিল বহুল দয়াএ॥
এহিমতে পার্থবীর ব্যূহে প্রবেশিল।
রথ লৈয়া কৃষ্ণদেব ত্বরাএ চলিল॥
রথে চড়ি অর্জ্জুন যে ধনু লৈল হাতে।
দেবদত্ত শঙ্খ বাহে কোপ করি চিত্তে॥
সে শব্দে আকাশ কাপে সরিৎসাগর।
পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ বাহে গদাধর॥
মনপবন রথ গোবিন্দে চালাএ।
মেঘগতি জিনি রথ মহাবেগে যাএ॥
ধ্বজগোটা দেখি মাত্র শুনিএ গর্জ্জন।
তাহা দেখি মহাভএ পাইল কুরুগণ॥
ভয় পাইয়া সেনা তোহ্মার অর্জ্জুনের বাণে।
দুই ভাগ হইয়া মাত্র রহিল পথে॥
রথশিক্ষা তখনে দেখিএ শ্রীহরি।
রথখানে চরাই ধ্বজ কাপে থরথরি॥
তৈলে মাজিয়া বাণ শানেত চিকণ।
কালঅগ্নি হেন অর্জ্জুনের বাণগণ॥
বড় বড় অস্ত্র সব দেখিতে সোন্দর।
চর্ম্মে জড়িত বাণ অতি খরতর॥
যার গাএ পড়ে বাণ কিবা ঘোড়া হাতী।
পৃথিবী ভরিল রক্তে দেখি নানা জাতি॥
কাটা হস্তী পড়ে পাইক রথের উপর।
ভাসিল সকল সৈন্য রক্তের সাগর॥
মহাপোতা দ্রোণ পর্ব্ব অতি রসমএ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয়॥

কেরীরাজ, অবন্তীরাজ, শ্রুতায়ুধ, সুশর্মা প্রভৃতি বীরের পতন

ধৃতরাষ্ট্রে কহে সূত কহ মোর স্থানে।
অর্জ্জুনক এড়িয়া দিলেক বীর দ্রোণে॥

CENTRAL LIBRARY

এবে জানিলাম কুরুগণ হৈল ক্ষয়।
জানিলু জামাই আজি জিবার না হএ॥
ক্ষত্রিধর্ম্ম উপেক্ষিয়া দ্রোণে কর্ম্ম কৈল।
কোন হেতু দ্রোণাচার্য্যে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিল।
সঞ্জএ কহন্তি যেই ভজএ শরণ।
তাহাকে নি বিরোধিয়া রাখে সাধুজন॥
গুরুতে বিনতি কৈলে লজ্জা নাহি হএ।
এথেকে সে জানিয়া আছিল ধনঞ্জএ॥
কৃষ্ণের কপটে কুরুকুল হৈল ক্ষয়।
আজি সব বিনাশিব বীর ধনঞ্জয়॥
তার পরে যে হইল শুন মহাজন।
যেমতে অর্জ্জুনে কৈল সৈন্যের নিধন॥
তবে বিন্দ অনুবিন্দ সিংহনাদ ছাড়ি।
কৃষ্ণার্জ্জুন বিন্ধিলেক অতি শীঘ্র করি॥
অর্দ্ধচন্দ্র মহাঅস্ত্র পার্থবীরে জোড়ে।
নারাচ হানিয়া তবে দুই খণ্ড ছিড়ে॥
কুণ্ডল টোপর মণিকুণ্ডল উজ্জ্বল।
রথ হৈতে মুণ্ড পড়ে যেন পাকা ফল॥
অবন্তী দেশের পড়ে দুই মহারাজা।
কোপে একবারে রোষে তার যত প্রজা॥
সে সকল চলি গেল অর্জ্জুন নিয়রে।
আখি নিমেষেক বীরে সব মুণ্ড ছিড়ে॥
সে সৈন্য মারিয়া হইল বাহির অর্জ্জুন।
মেঘ হৈতে বাহির যেন হইল অরুণ॥
তার পাশে আইল চেদি দেশের ঈশ্বর।
রুক্মময় রুক্মবীর দুই সহোদর॥
সর্ব্ব সৈন্য সহিতে অর্জ্জুন হানে বাণে।
অর্জ্জুন হানএ সব ছাইয়া গগনে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন হানিয়া করএ থর থর।
ধ্বজ সারথি হানি করিল জর্জ্জর॥
তবে অর্জ্জুনে হানে বহু চোখা বাণ।
সে সকল সৈন্য কাটি কৈল খান খান॥
তিন বাণ হানিলেক সেই বীর বুকে।
দুই ভাই পড়িলেক রক্ত উঠি মুখে॥

চেদি দেশের পড়ে দুই মহাবীর।
তাহা দেখি তোহ্মার সেনা কেহ নহে স্থির॥
অর্জ্জুনে সকল সেনা করে খণ্ড খণ্ড।
যেন সর্প গরুড় করিল লণ্ড ভণ্ড॥
সে সকল সৈন্য যবে পার্থভিতে যাএ।
নিদাঘের অগ্নি যেন অরণ্য দহএ॥
হাহাকার করিয়া তোহ্মার সেনাভঙ্গ।
প্রলয়সমুদ্রে যেন আকুল তরঙ্গ॥
সে দুই পড়িল বীর ভাঙ্গে তোহ্মার সেনা।
ভএ কাতর আগু নহে কোন জনা॥
হেনকালে শ্রুতায়ুধ কম্বোজঈশ্বর।
আগু হৈয়া অর্জ্জুনের সহিল সমর॥
অর্জ্জুনেক হানিলেক পূরিয়া সন্ধান।
কৃষ্ণ সনে অর্জ্জুন করিল কম্পমান॥
ধ্বজঘোড়া হানে তান বহুল কুপিয়া।
অর্জ্জুনক বাণ হানে ধনুক টানিয়া॥
তা দেখিয়া অর্জ্জুন কুপিল তখন।
শ্রুতায়ুধ ঢাকিয়া করিল বাণগণ॥
লৈক্ষ লৈক্ষ খণ্ড কাটি কৈল ভূমিতল।
রাশি রাশি মুণ্ড পড়ে যেন পাকা ফল॥
শুণিতে হইল নদী মাংসে হৈল পঙ্ক।
লৈক্ষে লৈক্ষে মাংস খাএ শিবা গৃধ কঙ্ক॥
তাহা দেখি শ্রুতায়ুধ অগ্নি হেন জলে।
মহাগদা যুজিয়া কৃষ্ণের ভিত মেলে॥
ক্রোধ হইয়া পাশরে বরুণউপদেশ।
সাক্ষাত দেখিল কৃষ্ণ পুরুষবিশেষ॥
কৃষ্ণের বুকেত গদা হানিল নির্ভরে।
না লড়িল কৃষ্ণ যেন হিমগিরিবরে॥
উলটিয়া গদা পড়ে শ্রুতায়ুধ বুকে।
পড়িলেক শ্রুতায়ুধ রক্ত উঠে মুখে॥
তাহা দেখি সর্ব্বসৈন্যে করে হাহাকার।
আপনার গদার ঘাএ আপনা সংহার॥
তাহা দেখি রুষিল কম্বুজ সেনাগণ।
অর্জ্জুনক বেড়ি হানে যেন বরিষণ॥

ক্ষেণেকে যে সেই সৈন্য সংহারে অর্জ্জুনে।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে অর্জ্জুনের বাণে ॥
বিচিত্র পাঞ্চালী পোতা দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভব ভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে সঞ্জয় সুতমণি।
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি ॥
আপনার অস্ত্রে পড়ে সে বীর আপনে।
কহ দেখি কোনমতে এথ হৈল রণে ॥
আপনার ঘাএ সেই আপনে সংহারে।
কহ শুনি হেন মত কেমন প্রকারে ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা কহিএ তোহ্মারে।
যেই মতে পড়ে সেই আপনা প্রহারে ॥
পূর্ণসা নদীর তীরে অপর্ণা গুণবতী।
পুত্রের কারণে বর মাগিল সম্প্রতি ॥
বরুণে পূজিয়া যে মাগিলেক বর।
স্তবনে সাক্ষাত হৈল দেব জলেশ্বর ॥
তুষ্ট হৈয়া বরুণে তাহাকে দিল বর।
মহাধনুর্দ্ধর হৈব তোহ্মার কোঞর ॥
এহি গদা দিল তারে ভুবনবিখ্যাত।
মন্ত্রসনে অস্ত্র দিয়ম শুন মহাশএ ॥
এহি গদা মন্ত্র পড়ি এড়ে যার গাএ।
সুরাসুর আদি করি কেহ না এড়াএ ॥
অবধ্য জনেরে যদি এহি গদা হানি।
আপনারে হানে হেন জানিয়া আপনি ॥
এথ কহি অন্তর্ধান হইল জলেশ।
শ্রুতায়ুধ হইলেক দেবতার বেশ ॥
ক্রোধবশে বরুণের কথা পাসরিল।
সেই গদা ক্রোধ করি কৃষ্ণক হানিল ॥
অর্জ্জুন হানিয়া গদা হানে কৃষ্ণ গাএ।
গোবিন্দেকে কি করিতে পারে গদা ঘাএ ॥
কোটি বজ্রে যার অঙ্গ ভেদিতে না পারে।
বরুণ গদার ঘাএ কি করিতে পারে ॥

এই কহিলাম তার পূর্ব্ব বিবরণ।
হেন হেতু হইল তার সংহার আপন ॥
সৈন্য মারিয়া পার্থ বাউগতি যাএ।
তরাসে তোহ্মার সৈন্য চতুর্দ্দিগে চাহে ॥
হেনকালে আইল ত্রিগর্ত্তনরপতি।
সুশর্ম্মা আইল তার ভ্রাতার সংহতি ॥
সর্ব্বসৈন্য লৈয়া সেই ধনু হাতে যাএ।
কতদূর নিয়া সেই অর্জ্জুনের হএ ॥
বাণে অন্ধকার কৈল পৃথিবী জুড়িয়া।
সূর্য্যক ঢাকিল যেন মেঘে আচ্ছাদিয়া ॥
চৌদ্দ সহস্র রথে কৃষ্ণার্জ্জুনক হানে।
বহুবাণে অর্জ্জুনক কৈল কম্পমানে ॥
সুশর্ম্মা একে অর্জ্জুনক হানে চৌদ্দ শর।
পরে পঞ্চ বাণ হানে কৃষ্ণের উপর ॥
ধ্বজ ঘোড়া হানিয়া করএ থরথর।
দশ বাণে হানিলেক ধ্বজের বানর ॥
কৃষ্ণের শরীর হৈতে গুরু ধারা ঝরে।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত যেন নীল গিরিবরে ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুন টানএ ধনুর্বাণ।
দ্বাদশ বাণ হানিলেক করিয়া সন্ধান ॥
সুশর্ম্মার ধনুবাণ কাটে একে একে।
দুই হস্ত কাটি পাড়ে দেখে সর্ব্বলোকে ॥
ক্ষুরবাণে মস্তক কাটে কুণ্ডল সহিতে।
পড়িল সুশর্ম্মা বীর তিতিয়া শোণিতে ॥
আর তার দুই ভাই অর্জ্জুনক হানে।
সে দুইর কাটে মুণ্ড অর্জ্জুনের বাণে ॥
চৌদ্দ সহস্র রথ যে কাটিল মহাশয়।
এহিমতে কুরুসৈন্য সকল হানএ ॥

দুর্যোধন-অর্জ্জুন যুদ্ধ

হেন হস্তী পদ্মবন করিল ছারখার।
তেমতে অর্জ্জুনে করে সকল সংহার ॥
এহিমতে রহিলেক কৃষ্ণ অর্জ্জুনক।
আসিয়া গোবিন্দস্থানে কহে ভয়ানক ॥

অর্জ্জুনে কহন্ত কৃষ্ণ শুনহ বচন ।
ঘোড়া সব শ্রান্ত হৈল দেখিএ এখন ॥
ঘোড়া সব শ্রান্ত হৈল বেলা অল্প আছে ।
দূরে জয়দ্রথ দেখি কুরুসৈন্য স্থানে ॥
তুহ্মি পরম বন্ধু তোহ্মার বলে যুঝি ।
যেমতে সম্ভব হএ কহ মনে বুঝি ॥
কৃষ্ণে বোলে মোর না লএ যুকতি ।
একেশ্বর শত্রু মৈধ্যে হইব পদাতি ॥
অর্জ্জুনে বোলএ প্রভু কি চিন্তা তোহ্মার ।
একেশ্বর সকল রাখিব মোর ভার ॥
আপনার কার্য তুহ্মি করহ সকালে ।
ধনুর্বাণ এড়ি তবে নামে ভূমিতলে ॥
সুমেরু সমান রাখে ধনুক টানিয়া ।
রুষিলেক ক্ষত্রি সব এহি ছিদ্র পাইয়া ॥
রথী সবে করে তবে বাণ বরিষণ ।
না দেখিএ কৃষ্ণার্জ্জুন ভরিএ গগন ॥
সুমেরু সমান ধনু টানে দুই হাতে ।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য মারে অযুতে অযুতে ॥
সাবধানে কৃষ্ণে তবে কহে অর্জ্জুনক ।
জল না পাইল তথা পিবারে ঘোটক ॥
তাহা শুনি বলিলেক হের আছে জল ।
এহি জল খাইলে ঘোড়া হইব মহাবল ॥
বরুণ অস্ত্র সান্ধি তবে অর্জ্জুন সন্ধানি ।
দিব্য সরোবর তথা নির্ম্মাইল পুনি ॥
অতি দিব্য সরোবর দীঘে পাশে বড় ।
দিব্য সরোবর তাতে কমল উৎপল ॥
সদাএ বসন্ত কাল ভ্রমর ঝংকার ।
* * * * * * * * * * * * * * * ॥
হাসিয়া গোবিন্দে বোলে সাধু সাধু বুলি ।
না নিয়া যে ঘোড়া সব রথ হান মেলি ॥
বাণ সব টানিয়া খসাইল দুই হাতে ।
ভোগবতীর জল পান করাইল তথাতে ॥
ভালমতে সুস্থ যদি হইল ঘোটক ।
পুনি রথে চড়ে কৃষ্ণ দেখাই কটক ॥

তাহা দেখি তোহ্মার সৈন্যের মনে খেদ ।
আপনাক নিন্দে সবে পাইয়া মর্ম্মভেদ ॥
ছাওয়ালের মত যেন শকুনি খেদাইয়া ।
চলিলেক কৃষ্ণার্জ্জুন সে ব্যূহ ভেদিয়া ॥
ব্যূহ ভেদ দেখিয়া তোহ্মার যত সেনা ।
মুখে দড় কহে আগে নহে কোনজনা ॥
অদ্ভুত দেখিয়া যত বীর সর্ব্বগণ ।
আপনে আপনে কথা কহে জনে জন ॥
দুর্য্যোধনের অপরাধে সব হইল ক্ষয় ।
ধৃতরাষ্ট্রের গণ যত জিবারে না হএ ॥
সর্ব্বনাশ হইল রাজা তবু নাহি বুঝে ।
জয়দ্রথ বধ হেতু প্রাণ পণে যুঝে ॥
কৃষ্ণে তবে পাঞ্চজন্য বাহে ভয়ঙ্কর ।
তাহা শুনি তোহ্মার সৈন্যের লাগএ ডর ॥
তথা কৃষ্ণার্জ্জুন কথা কহে দুইজনে ।
বড় বড় করি কহে শুনে তোহ্মার সৈন্যে ॥
দেবগণ লৈয়া যদি রাখএ তাহারে ।
তথাপিহ জয়দ্রথ মারিয় সমরে ॥
হেনকালে সৈন্য তোহ্মার চতুর্দ্দিগে ধাএ ।
ক্ষুদ্র মৃগগণ যেন আনলে খেদাএ ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন তোহ্মার তনএ ।
ভএ পাইয়া গেল রাজা দ্রোণের পাশএ ॥
কান্দিয়া কহন্ত রাজা দ্রোণের চরণে ।
এথ সেবা করি গুরু কিসের কারণে ॥
এবে সে জানিলম চাহ পাণ্ডবের হিত ।
তোহ্মার চরিত্র দেখি মনে পাইলম ভিত ॥
অর্জ্জুন এড়িয়া দিলা ব্যূহের ভিতরে ।
তুহ্মি রাখিতে যাইতে নারে পুরন্দরে ॥
যমদণ্ড হৈতে পুনি পারএ যাইবার ।
অর্জ্জুনের হাতে আজি নাহিক নিস্তার ॥
যতেক ভরসা দিলা সকল অকাজ ।
চরণে ভজিলম গুরু রাখ সিন্ধুরাজ ॥
দ্রোণে কহে ভাল পার্থ গিয়াছে ব্যূহেতে ।
আর কারে নাহি দিমু যাইতে ব্যূহেতে ॥

CENTRAL LIBRARY

একেশ্বর অর্জ্জুন মারহ সৈন্যে বেড়ি।
অর্জ্জুন মারহ সবে অতি শীঘ্র করি॥
যেন অশ্বত্থামা মোর তুহ্মিহ তেমত।
আর এক বাক্য মোর শুনহ অগ্রেত॥
কুলে শীলে বলে বীর্য্যে আপনার গুণে।
তুহ্মি গিয়া যুঝ আজি অর্জ্জুনের সনে॥
দুর্য্যোধনে কহে গুরু যাকে ভীত তুহ্মি।
কোনমতে তার সনে যুঝিবাম আহ্মি॥
দ্রোণে কহে সৈত্য আজি কহিলাম আহ্মি।
মহাজ্ঞান দিব আজি যুঝ গিয়া তুহ্মি॥
মহামন্ত্র কবচ দিলাম তোহ্মার গাএ।
কোনমতে অস্ত্র তবে ভেদন না যাএ॥
এ বলিয়া দ্রোণ বৃদ্ধ করে আচমন।
কবচ দিলেক তোহ্মার পুত্রের কারণ॥
কুশল করুক ব্রহ্মা কমলআসনে।
কুশলে রাখুক তোহ্মা যত নাগগণে॥
ভগীরথ প্রভৃতি যতেক রাজর্ষি।
তোহ্মাকে রাখুক দেখ সকল সৈন্যাসী॥
তারকাক্ষ মারে দেবে এহি সে উপাএ।
ইন্দ্রের কবচ মুই দিলাম তোহ্মার গাএ॥
এত বলি দ্রোণে দিল কবচ অক্ষয়।
আছুক অর্জ্জুনের কাজ চক্রে না ভেদএ॥
তবে সৈন্য লইয়া দুর্য্যোধন নরপতি।
যুঝিতে চলিল রাজা বাহিনী সংহতি॥
দিব্যরথে নরপতি পরম শোভিত।
মণিরত্ন মুকুট মাঝে অতি বিরাজিত॥
মৃণাল জিনিয়া দুই নৃপতির বাহা।
দুই হাতে শোভা করে সুবর্ণ বলয়া॥
গলাতে শোভিয়া আছে পারিজাত মালা।
কপালে অর্দ্ধচন্দ্র করে ঝলমলা॥
সুধর্ম্মা সুধন্বা দুই রথের সারথি।
মস্তকে শোভিছে দিব্য কনকের ছাতি॥
দুই পাশে বিষাদ চামরে বাও করে।
ক্ষুদ্র ঘন্টিকা সর্ব্ব শুনিতে সুসরে॥
সোবর্ণ ভৃঙ্গারে তথা সুবাসিত জল।
শ্বেতপদ্ম বর্ণ ঘোড়া অতি ঝলমল॥
শতে শতে শোভা করে সিংহধ্বজ বালা।
যাহাকে দেখিতে বৈরী পাশরে আপনা॥
তোমার পুত্রের রূপ দেখি অতিশয়।
বিদ্যাধরীগণ যত আকাশেত মোহে॥
এক লৈক্ষ রথ দেখি নানামত সাজ।
স্বর্গ হৈতে ভূমি যেন আইলা দেবরাজ॥
শ্বেত নীল রক্ত ঘোড়া দেখি নানা বর্ণ।
নানা বর্ণ ধ্বজ সব দেখিএ শোভন॥
রবারুদ্র মহাবাদ্য পিনাকের ধ্বনি।
সে সব বাদ্যের বাজে কম্পএ মেদিনী॥
দিব্যধনু দুর্য্যোধন লইলেক হাতে।
নানা বর্ণ অস্ত্র সর্ব্ব লইলেক রথেতে॥
ধৃতরাষ্ট্র কহন্ত সঞ্জএ সুতমণি।
আপনে জানহ মোর পুত্র মহামানী॥
তিলমাত্র দুর্য্যোধন যদি পাএ দুখ।
তবে জান মোর মনে বড়হি অসুখ॥
কেমতে সহিব পুত্র অর্জ্জুনের বাণ।
অতি তীক্ষ্ণ শর তার বজ্রের সমান॥
সঞ্জএ কহন্ত কৈলা পুত্রের গৌরব।
তোহ্মার বুদ্ধিএ নষ্ট হইলা কৌরব॥
চক্ষু নাহি তথাপিহ অধর্ম্মেত মন।
তোহ্মারে বুদ্ধিএ নাশ হৈল বন্ধুগণ॥
যেইমতে যুদ্ধ হৈল শুন তার পরে।
দুর্য্যোধন রাজা গেল অর্জ্জুন গোচরে॥
হরিষে গোবিন্দে তোহ্মা পুত্রেরে দেখিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে কহে বহুল হাসিয়া॥
আপনে নৃপতি দেখ আইল তোহ্মার পাশে।
তার সনে যুদ্ধ হেতু মোর মনে আইসে॥
সুখে বঞ্চিয়াছে সেই দুঃখ নাহি জানে।
অল্পে ইহ মরিব আজি কুটি তোহ্মার বাণে॥
ভাগ্যে মিলিয়াছে আজি বিধির ঘটন।
ইন্দ্রে দৈত্য মারে যেন মার দুর্য্যোধন॥

বিরোধের মূল এহি কুলের আঙ্গারে।
অনাথ কটক আজি হউক তাহার ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কৃষ্ণ কহিছ উচিত।
সকল এড়িয়া যাও দুর্য্যোধন ভিত ॥
অর্জ্জুনের উৎসাহ শুনিয়া জনার্দ্দন।
রথ লইয়া গেল যথা রাজা দুর্য্যোধন ॥
কুপিল অর্জ্জুন কৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া।
সর্ব্ব বীরে চাহে তবে যুদ্ধ উপেক্ষিয়া ॥
কেহ বোলে অগ্নিতে পড়িল দুর্য্যোধন।
রাজা মৈল হেন বাক্য কহে জনে জন ॥
তাহা দেখি দুর্য্যোধন কহে ডাক দিয়া।
ভয় নাই দেখ মুই মারিমু যুঝিয়া ॥
দুর্য্যোধনে কহে পার্থ যত বল আছে।
পৌরুষ দেখাও আজি তুহ্মি মোর কাছে ॥
পরোক্ষে শুনিছি তোহ্মার প্রতিষ্ঠা অপার।
আজি তুহ্মি কর সেই আহ্মার গোচর ॥
এথ বলি চারি বাণ হানে কৃষ্ণ বুকে।
কাটিয়া হাতের দণ্ড ফালাএ অন্তরীক্ষে ॥
তাহা দেখি দুর্য্যোধনে কোপে অগ্নি জলে।
ধনুকেত বাণ জুড়ি রাজাকে নেহালে ॥
আকর্ণ পূরিয়া হানে দুর্য্যোধন বুকে।
বুকেত ঠেকিয়া বাণ পড়ে অন্তরীক্ষে ॥
পুনি দশ বাণ হানে আকর্ণ পূরিয়া।
চূর্ণ হইয়া পড়ে বাণ বুকেত ঠেকিয়া ॥
কৃষ্ণে কহে ধনঞ্জয় দেখিএ বিস্মিত।
খানিক না ফুটে বাণ পড়িল ভূমিত ॥
হেন মনে লএ যে গাণ্ডীবে বল নাই।
মুষ্টি কোমল কিবা ধরিয়াছ তাই ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত কৃষ্ণ কেনে ভাড় আহ্মা।
ত্রিভুবনে কিবা আছে অবিদিত তোহ্মা ॥
দ্রোণেহ কবচ দিছে কতুক কারণে।
বজ্রে যাহা নাহি হানে কি করিব বাণে ॥
আজি মোর ধনুর্বল বাহুবল দেখ।
সৈন্যেহ থাকিতে আজি জিনিমু রাজাক ॥

এথ বলিয়া ধনঞ্জয় ইন্দ্রমন্ত্র পড়ি।
ধনুক টানিল তবে দিব্য বাণ জুড়ি ॥
পাশে থাকি দ্রোণপুত্রে দুই বাণ জুড়ি।
আকাশে থাকিতে তাহা বাণে কাটি পাড়ি ॥
বিস্ময় অর্জ্জুন তবে কৃষ্ণ প্রতি বোলে।
দুই বার দুই শর কাটে যুদ্ধ মেলে ॥
তাহা দেখি তোহ্মার পুত্রে হাসে অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন বিন্ধিয়া রাজা পাড়ে তীক্ষ্ণ শরে ॥
পুনি বাণ জুড়িয়া অর্জ্জুন বড় রোষে।
কোপ করি অর্জ্জুন হানে তার পাশে ॥
ধনু রক্ত ঘোড়া কাটি পড়িল রাজার।
আকর্ণ পূরিয়া যে অর্জ্জুন বাহুবলে।
তীক্ষ্ণ বাণে হানিল রাজার বক্ষস্থলে ॥
রাজার দুর্গতি তবে দেখিয়া কটকে।
হস্তী ঘোড়া পাইক রুষিল লাখে লাখে ॥
মহা ক্রোধে অর্জ্জুনের ধনুখান জোড়ে।
তীক্ষ্ণ বাণ হানিয়া সকল সৈন্য পাড়ে ॥
আপনে শ্রীহরি শঙ্খ বাজাএ নির্ভরে।
শেষ সে তোহ্মার সৈন্য কাপে থরথর ॥
প্রলয়ের মত শব্দ হৈল আচম্বিত।
চতুর্দ্দিগে যত সৈন্য পড়িল ভূমিত ॥
এহি ছিদ্রে সৈন্যের উপরে দিয়া হরি।
রথ লৈয়া গেল জয়দ্রথ অনুসারী ॥
তাহা দেখি জয়দ্রথ হইল বিকল।
নানা ছান্দে পাক পাড়ে যেন সিন্ধুজল ॥
অষ্টরথী তখনে হইল আগুয়ান।
অর্জ্জুনক হানে সবে পূরিয়া সন্ধান ॥
কর্ণ শল্য অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা সমে।
বৃষসেন দুর্য্যোধন এহি অনুক্রমে ॥
কৃপসনে অষ্টরথী অর্জ্জুনক হানে।
অর্জ্জুনেহ গগন ঢাকিল মহাবাণে ॥
ত্রিশ বাণে অশ্বত্থামা কৃষ্ণপ্রতি হানে।
অর্জ্জুন বিন্ধএ পুনি অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ॥
কৃষ্ণঘাও দেখিয়া যে পার্থ কোপে জলে ॥
সাত বাণে অশ্বত্থামা হানে সেইকালে ॥

CENTRAL LIBRARY

চৌদ্দ বাণে কর্ণে হানে বৃষসেনে সাতে ।
পুনি কর্ণের ধনুক যে কাটিলেক পার্থে ॥
আর ধনু লৈয়া কর্ণে হানে অর্জ্জুনক ।
ত্রিশ বাণে কর্ণ পুনি হানে অর্জ্জুনক ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে দুই কটকএ ।
কার কোনমত ধ্বজ কহত সঞ্জয় ॥
সঞ্জএ কহন্ত সব ধ্বজ নানাবর্ণ ।
ধ্বজ যেইমত রাজা শুনহ কথন ॥
সিংহ লাঙ্গুর মুখ বিকট ভৈরব ।
বানরের ধ্বজ শোভে অর্জ্জুন পাণ্ডব ॥
অশ্বত্থামা রথে শোভে সোনার লাঙ্গল ।
নাগপক্ষ ধ্বজ বাণে কর্ণ মহাবল ॥
কৃপের বৃষের ধ্বজ সোনার গঠন ।
বৃষধ্বজ রথের ধ্বজ ময়ূরপেখম ॥
সোবর্ণ চম্পক শল্যের রথের উপরে ।
জয়দ্রথ রথে ধ্বজ সোনার শূকরে ॥
মণিময় সিংহবাণ নৃপতির রথে ।
ক্ষুদ্র ঘন্টিকা বাস্ত বাজে শতে শতে ॥
বিচিত্র বিশাল ধনু লৈয়া অষ্টরথী ।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে অর্জ্জুনক প্রতি ॥
গাণ্ডীব ধনুক লৈয়া অর্জ্জুনেহ ডাকে ।
একেশ্বর এত সৈন্য থানিক না ঠেকে ॥
নানা দেশী রাজগণ হস্তী ঘোড়া যথে ।
তোহ্মাকে দেখিতে আইসে স্নেহ ভাবি চিত্তে ॥
সপুত্রে বান্ধবে পড়ে অর্জ্জুনের বাণে ।
এথেক বিপাক ঠেকে পাশার কারণে ॥
অর্জ্জুন সাহস রাজা কি কহিব অথনে ।
একেশ্বর যুঝে যত মহারথী সনে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে এথা অর্জ্জুন পশিলে ।
কি করিল দ্রোণ সেনাপতি সেইকালে ॥
সঞ্জয় কহন্ত তবে বেলি দুই প্রহর ।
অষ্টপ্রহরএ যাইছে পার্থ গদাধর ॥
এথা দ্রোণ সনে রণ সকল পাণ্ডব ।
ভয়ঙ্কর রণ করে যত বীর সব ॥

রণক্ষেত্র বীর ধাএ আচার্য্যের ভিতি ।
তাকে আগু হইয়া রাখে বীর ক্ষেমাধৃতি ॥
ধৃষ্টকেতু ধাইলেক শিশুপালের বেটা ।
বীরধন্বা রোখে তারে আগুছিয়া ঘাটা ॥
তাহা দেখি কটাক্ষে হানিল বীর দ্রোণে ।
নকুল রাখএ তোহ্মার পুত্র যে বিকর্ণে ॥
দ্রোণক ধাইতে ভীমে অনায়ুধে রাখে ।
রামরাবণে যেন হইল মুখামুখে ॥
তবে যুধিষ্ঠির দ্রোণে হানে তীক্ষ্ণবাণে ।
এহিমতে দ্রোণাচার্য্য শতে শতে হানে ॥
যুধিষ্ঠির ধনু দ্রোণে কাটিলেক শরে ।
তাহা দেখি নরপতি মহাভয় করে ॥
কাটা ধনু লৈয়া করে ছেন লইল হাতে ।
সেই ছেন হানিলেক আচার্য্যের মাথে ॥
তোহ্মার সেনাএ তবে হইল বিকল ।
এহি ছেনে আচার্য্যের নাহিক কুশল ॥
দ্রোণে তবে সেইক্ষণে ব্রহ্মঅস্ত্র এড়ে ।
সেই ছেন কাটিয়া রাজার দিকে লড়ে ॥
ক্রোধ করি যুধিষ্ঠিরে আর গদা লএ ।
সেই গদা কাটিল দ্রোণাচার্য্য মহাশএ ॥
আর গদা হানে দ্রোণে পাকাইয়া আখি ।
যুধিষ্ঠিরে এড়ে গদা হৈয়া ঊর্দ্ধমুখী ॥
তাহা দেখি আচার্য্যের কোপ যে মরমে ।
রথ ধনু কাটিলেক চারি বাণ সমে ॥
ধ্বজ কাটি যুধিষ্ঠির মর্ম্মভেদে শরে ।
দ্রোণের দেখিয়া কোপ রাজা পলাএ ডরে ॥
বিরথী ভূমিতে রাজা আছে শুধা হাতে ।
লড় দিয়া গেল রাজা সহদেব রথে ॥
কোপে সহদেবে তবে হানে উচ্চ স্বরে ।
বাহুবলে হানে বীর ধনুক উপরে ॥
চারি বাণে রথঘোড়া কাটে মহাবীর ।
অর্দ্ধচন্দ্র মাথা কাটি পাড়িল শরীর ॥
ত্রিসত্তের রাজা বীরধন্বার নন্দন ।
পড়িলেক বীরমিত্র প্রথম যৌবন ॥

তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য বীর পাকাইয়া আখি ।
বাউগতি ধাইলেক যেখানে সাত্যকি ॥
সঞ্জএ কহিল কথা জয়দ্রথ বধে ।
লোকবুঝিবারে কহে দিল পয়ারপ্রবন্ধে ॥

অলম্বুষ বধ প্রসঙ্গ

হেনকালে হৈল রাজা দুই দিকে রণ ।
অলক্ষ্যে সাজাএ রথ পবননন্দন ॥
কোপে সংগ্রাম করে রাক্ষস মহাবলী ।
অনেক কটক মারে দিয়া বাহুতালি ॥
পঞ্চ বাণে ভীম হানে ধনুক পাকাএ ।
আকাশেত দেবগণে রহি রঙ্গ চাহে ॥
ভীমের পাশেত আসি রথী ত্রিশজন ।
সারথি সহিতে রথ মারিল তখন ॥
পুনি চারি শত পাইক মারে ভীম কাছে ।
চোখা বাণ ভীমে হানে যত বল আছে ॥
মোহ গিয়া পড়ে ভীম রথের উপর ।
রথ সম্বরিয়া বীর উঠিল সত্বর ॥
অলম্বুষ বেড়ি করে বাণ বরিষণ ।
নীল পর্ব্বতে যেন কর্ণিকার গণ ॥
কোপে অলম্বুষে তাহা কহে ডাক দিয়া ।
থাক থাক ভীম আজি নাহি যাই বেড়িয়া ॥
মোর ভাই মারিয়াছ মুই না থাকিতে ।
মুক্তি আজি তর্পন করিব তোর রক্তে ॥
এহি কথা কহি তবে উঠিল আকাশে ।
অদৃশ্য হইয়া বীরে সে বাণ বরিষে ॥
সিংহ হৈয়া হস্তী মারে হস্তী হৈয়া ঘোড়া ।
পাইক সব গিলিলেক রথ কৈল গুড়া ॥
নানা মূর্ত্তি ধরি তবে ঘোর রণ করে ।
পাণ্ডবের হস্তী ঘোড়া পাইক সব মারে ॥
শুণিতের নদী হৈল পাণ্ডব কটকে ।
মাংসে কর্দ্দম হৈল হস্তী ঘোড়া পাইকে ॥
এহিমতে অলক্ষ্যে সে নির্ভএ বেড়াএ ।
তোহ্মার কটক সবে নাচে উভ পাএ ॥
নানা বাদ্য করে সবে তাহারে বাখানে ।
বৈরীর বিকট বাক্য না সহে ভীমসেনে ॥
কোপে ভীমসেনে কহে অস্থির প্রকাশে ।
কোটী কোটী বাণ এড়ে রাক্ষসের পাশে ॥
অলম্বুষ বাণে বিন্ধি পাড়িল ধরণী ।
খণ্ড খণ্ড কৈল তবে যথেক বাহিনী ॥
ত্রাস পাইয়া অলম্বুষ গেল দ্রোণ কাছে ।
সিংহনাদে দশ দিশ পাণ্ডুসেনা নাচে ॥
তাহাকে হানএ ঘটোৎকচ মহাশএ ।
ঘটোৎকচ বাণ পুনি অলম্বুষে সহে ॥
দেখাদেখি দুই বীরে করে হানাহানি ।
ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের যেন রণ শুনি ॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষের মধ্যস্থলে হানে ।
অলম্বুষে হানিয়া পাড়এ তীক্ষ্ণ বাণে ॥
অলম্বুষে হানে তবে ঘটোৎকচ বুকে ।
বাণে বাণে কাটিয়া আকাশ ভরে ডাকে ॥
কোপে দুই রাক্ষসে যেন মায়া করি ।
দুইজন মৈধ্যে কেহ জিনিতে না পারি ॥
অলম্বুষের ঘটোৎকচের যুদ্ধ নানামতে ।
তাহা দেখি পাণ্ডু সেনার ক্রোধ হইল চিতে ॥
অলম্বুষ বেড়িয়া হানএ চারিভিতে ।
চারিদিকে বেড়িয়া হানএ মহারথী ॥
সে সবের অস্ত্র যে কাটিয়া অলম্বুষে ।
মত্ত হস্তী যেহেন পাণ্ডব সেনা নাশে ॥
তাহা দেখি ভীমে হানে একশত বাণে ।
সহদেবে নকুলে হানএ চোখা বাণে ॥
যুধিষ্ঠির রাজা তবে পঞ্চপুত্র সমে ।
চারিশত বাণে তবে হানিল মরমে ॥
সাত বাণে ঘটোৎকচ অলম্বুষ বিন্ধে ।
ব্যথা পাইয়া অলম্বুষে কুড়ি বাণ সান্ধে ॥
শিলে ধার দিয়া বাণ হানিল নির্ভয়ে ।
বাণ খাইয়া ঘটোৎকচ মোহিল সমরে ॥
চৈতন্য পাইয়া কোপে ওঠে ঘটোৎকচ ।
সাচানের মতে গেল অলম্বুষ কাছে ॥

CENTRAL LIBRARY

লম্ফ দিয়া উঠিলেক অলম্বুষ রথে ।
অলম্বুষ বলে ধরি তোলে দুই হাতে ॥
আছাড়িল অলম্বুষ রণ ভূমিতলে ।
পর্ব্বতের ধার যেন রক্ত বহে ধারে ॥
পূর্ণ কুম্ভ যেহেন শিলাতে আছাড়িল ।
তেমতে অলম্বুষের চূর্ণবৎ কৈল ॥
ঘটোৎকচের সিংহনাদে কাপে বসুমতী ।
ঘটোৎকচ প্রশংসা করএ সর্ব্বরথী ॥
দ্রোণেপর্ব্বে জয়দ্রথ বধের প্রসঙ্গে ।
সঞ্জএ কহিল অলম্বুষ বধ রঙ্গে ॥

সাত্যকি-দ্রোণ ও ভীম-কর্ণ যুদ্ধ :
ভূরিশ্রবা বধ

ধৃতরাষ্ট্রে কহে দ্রোণ সাত্যকি প্রতি ধাইল ।
দ্রোণ সনে সাত্যকি কেমত রণ কৈল ॥
সঞ্জএ কহন্ত দ্রোণ ধাইল সাত্যকি ।
দুই বীর মহারণে হইল মুখামুখী ॥
তবে দ্রোণ বীর ধনু টানিয়া নির্ভরে ।
সাত্যকিরে পীড়িত করিল তিন শরে ॥
কবচ বিন্ধিয়া বাণে সাত্যকি হানিয়া ।
সর্প যেন ভূমিত পড়িল আস্ফালিয়া ॥
বাণঘাতে সাত্যকি যে যম হেন বাসে ।
কি করিব কথা যাইব মুখে রাও না আইসে ॥
সাত্যকিরে সংশএ দেখিয়া যুধিষ্ঠির ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে কহে শরীর অস্থির ॥
ছাওয়ালে খেলাএ যেন পাথর পাএ বান্ধি ।
তেমত করিল দ্রোণে সাত্যকিরে বিন্ধি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে কহে যাও সেই স্থানে ।
সাত্যকিরে পরিত্রাণ কর দ্রোণ হোনে ॥
এত শুনি যাএ যে সাত্যকি রাখিবার ।
পাছে সৈন্য লৈয়া যাএ বহুল যুঝার ॥
দ্রোণক বেড়িয়া হানে সাত্যকি রাখিয়া ।
আগু হৈল দ্রোণ বৃদ্ধ হাতে ধনু লৈয়া ॥
এহি ছিদ্রে সাত্যকি বিমুখে ভঙ্গ দিল ।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সনে সংগ্রাম বাধিল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষেণেকে আছিল বাণ সহিয়া ।
ভীম সঙ্গে ভঙ্গ দিল জর্জ্জর হইয়া ॥
নির্ম্মল তপন যেন নারে চাহিবার ।
দ্রোণ বাণে পাণ্ডব পাঞ্চাল যাএ মার ॥
তিন লৈক্ষ মহারথী পাঞ্চাল দোসর ।
ভূমিতে লোটাএ বাণ খাইয়া দ্রোণের ॥
পাঞ্চাল বিমুখে মৎস্য ভাঙ্গিল পাণ্ডব ।
ত্রাসে ভঙ্গ দিল রাজা বাহিনী পড়ে সব ॥
রক্তে হইল নদী মাংসে হইল পঙ্ক ।
তথা রক্ত পান করে শিবা গৃধ্র কঙ্ক ॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির পাণ্ডবনন্দন ।
পাঞ্চজন্য নাদ যেন শুনিএ ঘন ঘন ॥
গাণ্ডীবের নাদ যেন শুনি যুধিষ্ঠির ।
মনে মনে চিন্তে রাজা লোহ পড়ে ধারে ॥
না শুনি শঙ্খের ধ্বনি না জিএ অর্জ্জুন ।
হরিষে করএ নাদ দারুণ কুরুগণ ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে রাজা ভাবএ অন্তর ।
বারে বারে মোহ পাএ রথের উপর ॥
কার্য্যকালে কার্য্য কর চিত্ত কর স্থির ।
কান্দিয়া সাত্যকি স্থানে কহে যুধিষ্ঠির ॥
সকল কটক তোহ্মা চিন্তিএ সাত্যকি ।
তোহ্মাধিক অর্জ্জুনের শিষ্য নাহি দেখি ॥
যেন কৃষ্ণ তেন তুহ্মি পাণ্ডব সদএ ।
তুহ্মি বিনে সুহৃদ যে আর কেহ নহে ॥
যে ভার তোহ্মারে দিব অবশ্য করিবে ।
যে ভিক্ষা মাগিএ আহ্মি ব্যর্থ না করিও ॥
ভাই হএ গুরু হএ বড় প্রীতি তোর ।
অর্জ্জুন সহাএ করি চলহ সত্বর ॥
মিত্রের রক্ষণ তুহ্মি সত্যপরায়ণ ।
অর্জ্জুন সহাএ হইতে নারে আন জন ॥
যুদ্ধেত সমুখ হএ মিত্র রাখিবার ।
সকল পৃথিবী দানের ফল হএ তার ॥

জোড়হস্তে কহি আহ্মি চলহ খানিক ।
আহ্মি সবের কার্য্যফল হইব অধিক ॥
অর্জ্জুনের উপকার করিতে যুয়াএ ।
তোহ্মার সমান তার নাহিক সহাএ ॥
দৌত্যবলে এহিকথা কহিছে ধনঞ্জয় ।
অর্জ্জুনেতে ভক্তি অধিক জানিছে নিশ্চএ ॥
আজি সফল কর গোচরে প্রশংসা ।
আহ্মি ভীম অর্জ্জুনে রাখিএ তোহ্মা আশা ॥
তুহ্মি যেন দয়া কর তেন আহ্মি সব ।
তে কারণে তোহ্মাতে ভার দিলম অসম্ভব ॥
বল বীর্য্য কুল শীল ভক্তি আপনার ।
গুরু দক্ষিণা দেয় মিত্র কর উদ্ধার ॥
দ্রোণের কবচ পেটি নিছে দুর্য্যোধন ।
সংগ্রামেত গিয়া আছে মহারথীগণ ॥
এহি দেখ কুরুসেনা যুঝে চারিপাশে ।
ধূলি অন্ধকার সব হইল আকাশে ॥
ই সকল জিনিলো সপাত্র জয়দ্রথ ।
এহেন অশক্য তাই করিছে শপথ ॥
মহাশব্দ শঙ্খনাদ শুনি দুন্দুভির ।
হস্তীনাদ সিংহনাদ করে বীরবর ॥
দ্রোণ জয়দ্রথ মধ্যে অসংখ্য কটক ।
ই সকল বীর সনে না পারে ইন্দ্রক ॥
কুটিল চিকুর শ্যাম সুন্দর শরীর ।
কেমতে রহিব হেন না দেখিয়া বীর ॥
প্রতীক কানে গেল ভাই সূর্য্য অস্ত যাএ ।
জিএ বা না জিএ ভাই নাহিক নির্ণএ ॥
ভীম দ্রোণে দুইজনে বাগানিছে তোহ্মা ।
বীর্য্যবন্ত পরাক্রম সাহসে আক্ষমা ॥
অর্জ্জুন তোহ্মার গুরু আর জনার্দ্দন ।
অবজ্ঞা না কর তুহ্মি গুরুর বচন ॥
এহিমতে কৈল যদি ধর্ম্ম মহাশএ ।
পয়ার প্রবন্ধ কথা কহিল সঞ্জএ ॥

সাত্যকি বলিল রাজা শুনিছি সকল ।
অনেক কহিল কথা যুকতি নির্ম্মল ॥
প্রাণ দিতে পারি আহ্মি অর্জ্জুন কারণ ।
বিশেষ * * * করি তোহ্মার বচন ॥
তিনলোক পারি একধনু জিনিবার ।
কৌরবের সেনা দেখ কত বড় ভার ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন কাছে আহ্মি যাইব কুশলে ।
সংহতি আসিব আহ্মি জয়দ্রথ মৈলে ॥
মোরে পুনি কৃষ্ণার্জ্জুনে এথা গেল থুইয়া ।
যুধিষ্ঠিরে দ্রোণ হৈতে রাখিতে বলিয়া ॥
দ্রোণের প্রতিজ্ঞা জানহ ব্যবহার ।
ধরি নিতে তোহ্মারে যে চাহে বার বার ॥
আহ্মিহ থাকিতে ভঙ্গ দেই বার বার ।
আহ্মি গেলে তোহ্মারে যে কে রাখিব আর ॥
তোহ্মারে ধরিয়া নিলে সকলি অসার ।
তবে পাপ জয়দ্রথ না যাইব মার ॥
তোহ্মারে সমর্পি গেল ধৃষ্টদ্যুম্ন ঠাই ।
তবে সে যাইতে পারি শুনহ গোসাই ॥
বিশেষ গোবিন্দ রথে আরে ধনঞ্জএ ।
এ দুইর ত্রিভুবনে নাহি পরাজএ ॥
নৃপতি কহেন তুহ্মি কহিছ উচিত ।
অর্জ্জুনে শুনিলে তোহ্মা হইব পীড়িত ॥
ভীমে মোহে রাখিবেক তিলেক নাহি ভএ ।
বিশেষ যে ধৃষ্টদ্যুম্ন এথাতে আছএ ॥
সাত্যকি কহেন তবে সারথির স্থানে ।
ক্ষেণেক বিলম্বে চাহি যাইবারে রণে ॥
জলে নিয়া ঘোড়ার পবিত্র কর গাও ।
বিশ্রাম করাইয়া পুনি ভোজন করাও ॥
তখনে সারথি রথ করি পরিষ্কার ।
স্বর্ণ কবচ দিল নানা অলঙ্কার ॥
শ্বেত ছত্র তুলি দিল রথের উপর ।
মুক্তার পতাকা দিল চন্দ্র সব শর ॥
স্নান কৈল সাত্যকিএ মঙ্গল আচারে ।
বহুল সোবর্ণ দান করিল দ্বিজেরে ॥

CENTRAL LIBRARY

গুরুবিপ্রে আশীর্ব্বাদ কৈল জনে জন।
যুবতী মঙ্গল করে পুষ্পবরিষণ॥
যুধিষ্ঠির পাদপদ্ম বন্দিলেক শিরে।
কোল দিয়া নৃপতিরে চুম্বিল তাহারে॥
লম্ফ দিয়া সাত্যকিএ চড়িল নিজ রথে।
সাত্যকি ভীমক তবে বন্দিলা পীরিতে॥
আজি ভীমসেন রাজা রাখিও যতনে।
ই সৈন্য জিনিয়া মুই পশিবাম রণে॥
ভীমে বোলে চল তুহ্মি সে হোক কাজ।
আজি আহ্মি যতনে রাখিব ধর্ম্মরাজ॥
এত কহি সাত্যকি চলিল তোহ্মা দলে।
ব্যাঘ্র প্রবেশিল যেন হরিণের মেলে॥
তাহা দেখি তোহ্মার কটক থরথরি।
দ্রোণ বীর আছএ নির্ভএ ধনু ধরি॥
মহারথী সবে চাহে সাত্যকি রাখিতে।
যুদ্ধে যাএ সাত্যকি হইয়া সাবহিতে॥
বাণ বরিষণ করে সাত্যকি যুঝার।
নানামতে যাএ রাজা কটক তোহ্মার॥
এহিমতে সেনা তোহ্মার করিয়া সংহার।
অর্জ্জুন সহাএ যাএ সাত্যকি যুঝার॥
হেন কালে দ্রোণে পাইয়া সাত্যকি সমীপে।
বজ্রসম বাণে দ্রোণে নেহালে বড় কোপে॥
দ্রোণে চারি বাণে হানে যে হেন ঝকড়া।
সাত্যকির ধনু কাটি বিন্ধে চারি ঘোড়া॥
সিংহনাদ করে দ্রোণে ধনুক টানিয়া।
আইস সাত্যকি বলি কহিল ডাকিয়া॥
দ্রোণে কহে সাত্যকি যুঝহ মোর সনে।
মোরে হোতে অভয় মাগি গিয়াছে অর্জ্জুনে॥
মোর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অনুপম।
পৃথিবীতে লুকাইমু সাত্যকির নাম॥
তাহা শুনি সাত্যকিএ সারথিরে বোলে।
দ্রোণের সমুখে রথ নেয় এহি কালে॥
আহ্মাকে রাখিতে যত্ন আছএ দ্রোণের।
দ্রোণক জিনিয়া যাইতে সংশয় প্রাণের॥

অথনে সাত্যকি চলে দ্রোণ প্রণমিয়া।
তাহাকে পুছএ দ্রোণে হাসিয়া হাসিয়া॥
সাত্যকি কহন্ত গুরু না হএ উচিত।
আহ্মি শিশু হই তোহ্মার শিষ্যের শিক্ষিত॥
এত বলি সাত্যকি চলিল ব্যূহেতে ধাইয়া।
তাহা দেখি দ্রোণ হাসে হাতে ধনু লৈয়া॥
সাত্যকি দেখিয়া তোহ্মার সৈন্য সব ভাঙ্গে।
রথ নিয়া কৃতবর্ম্মা দিল তার আগে॥
কৃতবর্ম্মা ঘোড়া কাটি কৈল খানখান।
কৃতবর্ম্মা বুকেত হানিল শূলবাণ॥
সাত্যকির বাণ তবে খাইয়া কৃতবর্ম্মা।
ভাই বলি তাহার রণেত নাই ক্ষেমা॥
আকর্ণ পূরিয়া হানে বিষদন্ত বাণ।
সাত্যকির মর্ম্ম চাহি হানিল সন্ধান॥
সাত্যকি হানিয়া বাণ পৃষ্ঠে দিয়া খসে।
মুষিকের গর্ত্তে যেন সর্প গিয়া পশে॥
পুনি দশ বাণ হানে সাত্যকির বুকে।
সাত্যকি ধনু কাটি পড়িল নিমিখে॥
পুনি আর ধনু লৈয়া সাত্যকি যুঝার।
বাণ বৃষ্টি গগনে করিল অন্ধকার॥
দ্রোণ কৃতবর্ম্মা দুই যুইয়া যে মারে।
সাত্যকি প্রবেশ কৈল এহি অবসরে॥
তবে আইল দুঃশাসন শকুনির সনে।
সাত্যকির বেড়িয়া হানএ বীরগণে॥
হাসিয়া সাত্যকি তবে দশবাণ এড়ে।
প্রথমে কলিঙ্গের রথীমুণ্ড ছিড়ে॥
রথ হৈতে পড়ে তারা দেখিতে সুন্দর।
বাতাসে ভাঙ্গিল যেন অচল পাথর॥
রণ জিনি সাত্যকি যে চলিল সত্বরে।
কোপে দুঃশাসন হেন হানিল নির্ভরে॥
কুপিয়া সাত্যকি তবে আকর্ণ পূরিয়া।
হেন সনে ধনু তার ফালাএ ছেদিয়া॥
সারথি সহিতে রথ কৈল খান খান।
ভীমের প্রতিজ্ঞা জানি না লইল প্রাণ॥

ভীমে মারিব তোহ্মার শতেক কুমার ।
এতেক সাত্যকি প্রাণ রাখিল তাহার ॥
শকুনিরে নানামতে করিয়াছে গতি ।
অর্জ্জুন উদ্দেশে যাএ সাত্যকি মহামতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে রে সাত্যকি তথা যাইতে ।
মোর কোন বীরে তাহা চাহিল রাখিতে ॥
হেন বুদ্ধি কৃষ্ণার্জ্জুনে ছোড়াইল পথ ।
এতেকে যে একেশ্বর গেল তার রথ ॥
তোহ্মারে কটকে ভঙ্গ দিল ভয় পাইয়া ।
মহারথে সাত্যকি চলিল কোপ হইয়া ॥
সাত্যকিরে দেখিয়া তোহ্মার পুত্রগণে ।
লাজে ক্রোধে ভঙ্গ পুনি দেয় দুঃশাসনে ॥
পুনি রণ করিল তোহ্মার পুত্র যতে ।
বিড়ম্বিল সাত্যকিএ তাহা নানামতে ॥
ভয় পাইয়া দুঃশাসন তোহ্মার নন্দন ।
একরথে গেল তথা দ্রোণের সদন ॥
কান্দিয়া তোহ্মার পুত্রে কহে নানামতে ।
সাত্যকি তোহ্মাকে জিনি চলিল ব্যূহেতে ॥
ভোজ কলিঙ্গ সেনা জিনিয়া সকল ।
সাত্যকি ব্যূহেতে গিয়া পশে একেশ্বর ॥
পাণ্ডব চাহিয়া তুহ্মি উপেক্ষিয়া রণ ।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে গুরু নরকে গমন ॥
নানামত অর্জ্জুন প্রীতি দুঃশাসনে বোলে ।
সহিতে না পারে দ্রোণ কোপে অগ্নিজ্বলে ॥
দ্রোণে কহে দুঃশাসন তুহ্মি ছারমতি ।
কুকর্ম্ম করিলা যত শকুনি সংহতি ॥
নানামতে দ্রৌপদী করিলা বিড়ম্বন ।
খসাইতে চাহিলা তুহ্মি দ্রৌপদীবসন ॥
পাশা খেলি না হএ শকুনি যাবে জানে ।
অখনে খেলাও সারি সাত্যকির সনে ॥
একাকী সাত্যকি সনে রণে পলাইছ ।
ভীমের গদার বাড়িএ তুহ্মি ভয় খাইছ ॥
অহঙ্কার করিয়া করিছ যত পাপ ।
সবান্ধবে পাইবা আজি তার অনুতাপ ॥

যুবরাজ তোহ্মারে রাজার পাছে দেখি ।
সাত্যকি সহিতে আইলা সমর উপেক্ষি ॥
তুহ্মি যার সহায় তুহ্মি যার ভাই ।
পরাজয় ছাড়ি তার কভু জয় নাই ॥
আপনার হিত যদি চাহ দুঃশাসন ।
সাত্যকির সনে তুহ্মি পুনি কর রণ ॥
পাপে আসক্ত হইয়া কৈলা অহঙ্কার ।
সেই পাপে হৈবা সব আজি যে সংহার ॥
দ্রোণের বচনে তোহ্মার পুত্র দুঃশাসন ।
কান্দিয়া চলিল রণে বিরস বদন ॥
পর্ব্বতিয়া যুঝারগণ করিয়া সংহতি ।
সাত্যকি অগ্রেতে পুনি বোল শীঘ্রগতি ॥
পর্ব্বতিয়া সকলেরে কহে দুঃশাসনে ।
তুহ্মি সব করহ পাষাণ বরিষণে ॥
পাষাণে সাত্যকিমুণ্ড ভাঙ্গ তুহ্মি সব ।
সাত্যকি যা জানে তাহা না জানে পাণ্ডব ॥
সাত্যকি চলিছে রথে মহামত্ত বেগে ।
কুড়ি সহস্র রথে তবে বেড়িলেক আগে ॥
চতুর্ভিতে বেড়িয়া পাষাণ বৃষ্টি করে ।
ঠনঠনি শব্দ যেন শুনি ভয়ঙ্করে ॥
যেন মেঘে আচ্ছাদিল গগন ব্যাপিয়া ।
সাত্যকিরে হানে সবে বহুল গর্জ্জিয়া ॥
তখনে সাত্যকি যান নারাচ সন্ধানে ।
পর্ব্বত পাথর সব উড়াএ গগনে ॥
সাত্যকিএ কাটে তাহা রুদ্রবাণ জুড়ি ।
পাষাণ পড়এ সব হৈয়া গুড়িগুড়ি ॥
একখান পাথর যেন লাগে তার গাএ ।
পর্ব্বত পাথর সব কাটিয়া ফালাএ ॥
পর্ব্বতিয়া যুঝার সব মরে শতাশতি ।
অস্থিএ ভরিল মহী রক্তে নদী অতি ॥
শকুনি সহিতে হানে তোহ্মার পুত্রেরে ।
রক্তে রাঙ্গা দুঃশাসনে কাপে থরথরে ॥
এহিমতে সংহারিয়া সাত্যকিএ যাএ ।
তোহ্মার পুত্রেরে সেই না মারে ঘৃণাএ ॥

CENTRAL LIBRARY

ভঙ্গ দিল পুত্র তোহ্মার শকুনির সনে।
সাত্যকি চলিল ব্যূহে সঞ্জএ বাখানে॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে আইল সাত্যকি দুরন্ত।
সেই সে আহ্মার সেনা করিলেক অন্ত॥
এথা দ্রোণে কিবা করে কাহার সংহতি।
কহত সঞ্জএ শুনি আহ্মি পাপমতি॥
সঞ্জএ কহেন তথা সাত্যকি চলিল।
কৃষ্ণার্জ্জুন দেখি সেই কতুক হইল॥
এথা দ্রোণ ক্রোধ হইয়া সারথিকে বোলে।
সাত্যকির দিগে রথ চালাও সত্বরে॥
সাত্যকির নামে যে সারথির প্রাণ কাপে।
দ্রোণক বুঝাই সেই বচন প্রলাপে॥
তুহ্মি গেলে এথা আর নাহিক যে দ্বারে।
পাণ্ডব যাইব সব ব্যূহের ভিতরে॥
তবে দ্রোণ চলিলেক পাণ্ডব সাগরে।
একে একে দ্রোণাচার্য্যে সকল সংহারে॥
কুপি আচার্য্যে তবে ব্রহ্মঅস্ত্র এড়ে।
টোপর সহিতে ব্যূহক্ষেত্রে মুণ্ড ছিড়ে॥
তাহা দেখি বৃষকেতু শিশুপালসুত।
ধনু আস্ফালিয়া যাএ দ্রোণের অগ্রেত॥
কবচ সহিয়া দ্রোণে তাহাকে ভেদিয়া।
শিশুপালের পুত্র পড়ে ভূমিতে গড়িয়া॥
ধৃষ্টকেতু পড়ে চেদিদেশের ঈশ্বর।
কোপে ধাইয়া আইল তার সহোদর॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্যে হাসিতে হাসিতে।
মাথা কাটি পাড়ে তাহার কুণ্ডল সহিতে॥
বাপ পুত্র ভাই সব একঠাই পড়ে।
ভয় পাইয়া পাণ্ডব পাঞ্চাল লড় পাড়ে॥
দ্রোণবাণে পাণ্ডব পাঞ্চাল দিল ভঙ্গ।
প্রলয় বাতাসে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥
এহিমতে দ্রোণে করে সৈন্যের দুর্গতি।
বাহুড়িয়া রোষে তবে পাণ্ডুসেনাপতি॥
পাকা তাল প্রায় মুণ্ড লাগে পড়িবার।
পুনি ভঙ্গ দিল সেনা করি হাহাকার॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন [মহাবীর] তুহ্মি গেলা কথা।
ভীমসেন কথা আছে সর্ব্বনাশ এথা॥
মুনিপুত্র তপস্বী জানএ বেদরীত।
পরশুরামের শিষ্য শাস্ত্রেত পণ্ডিত॥
ক্ষেত্রি হইলে পারি আহ্মি যুঝিয়া মারিতে।
চাহিলেক দ্রোণে পারে ভস্ম যে করিতে॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তার তপস্যা দ্বিজের।
এতেকে সকল ধর্ম্ম আছএ দ্রোণের॥
সহিবারে না পারি দ্রোণের তীক্ষ্ণ বাণ।
একজন আগু হএ কত সহিব প্রাণ॥
কটকেরে বোলে ধৃষ্টদ্যুম্নের নন্দন।
ক্ষত্রিধর্ম্মে আগু হৈল দ্রোণের সদন॥
ক্ষত্রিধর্ম্মে বুকে হানে দারুণ প্রহার।
তবে পড়িলেক ধৃষ্টদ্যুম্নের কুমার॥
সেনাপতির পুত্র পড়ে সেনা কাপে ভএ।
পাণ্ডব পাঞ্চাল সৈন্য তথা নাহি রহে॥
দ্রোণ বুড়া ব্যাঘ্র যেন ব্যূহের যে দ্বারে।
যাকে দৃষ্টি করে তাকে সমূলে সংহারে॥
রক্তে রাঙ্গা বীর সবে ভূমিতে লোটাএ।
* * * * নদীতে রক্তমাংস খাএ॥
বৃদ্ধ বয়সে দ্রোণ যুঝিতে তরুণ।
ক্রোধ হইলে দেখি যেন শমন দারুণ॥
এহিমতে পাণ্ডবের কুড়ি লৈক্ষ সেনা।
এক রথে দ্রোণে খেদাএ করি বীরপনা॥
বারে বারে ভঙ্গ দেহি রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্রোণ ভএ নৃপতির কাপএ শরীর॥
চতুর্দ্দিগে দেখি রাজা ধূলি অন্ধকার।
না দেখি বানরধ্বজ চিন্তিত রাজার॥
গাণ্ডীবের শব্দ না শুনি যুধিষ্ঠিরের।
বিশেষ দুঃখিত যেন না দেখি সাত্যকিরে॥
মহাচিন্তা পাএ রাজা মনেতে অসুখে।
রথেত বসিল রাজা হইয়া অধোমুখে॥
কাঞ্চনের রথে রাজা আইল ভীম কাছে।
অর্জ্জুনের বার্ত্তা রাজা ভীমস্থা[illegible]॥

CENTRAL LIBRARY

মলিন বদনে কহে কান্দিতে কান্দিতে।
পাঞ্চজন্য নাদ আহ্মি না শুনি তথাতে॥
নিশ্চএ অর্জ্জুন মৈল পড়িল ভূমিত।
হেন হেতু শ্রীহরি কুপিছে আচম্বিত॥
অর্জ্জুন পড়িছে দেখি গোবিন্দ কুপিয়া।
করএ বহুল যুদ্ধ শঙ্খ চক্র লৈয়া॥
জয়দ্রথ হেতু ভাই গেল প্রাতঃকালে।
অখনে না আইসে ভাই হইল বিকালে॥
শ্যামল সোন্দর ভাই কুটিল চিকুর।
মহাবাহু পরাক্রম বিক্রমেত শূর॥
মত্ত চকোর আখি রক্ত যে লোচন।
মহাবল পরাক্রম সুন্দর বদন॥
তাকে না দেখিয়া মোর শরীর অস্থির।
তাহা হৈতে অধিক চিন্তা হৈল সাত্যকির॥
ভীমে কহে মহারাজা কিবা অঙ্গীকার।
কোন কার্য্য পৃথিবীতে অসাধ্য তোহ্মার॥
সেই আজ্ঞা কর রাজা আহ্মি যাই তথা।
আজ্ঞা অনুসার কর্ম্ম করিব সর্ব্বথা॥
যুধিষ্ঠিরে কহে তবে বহুল কান্দিয়া।
অর্জ্জুনের বার্ত্তা ভাই তুহ্মি লও গিয়া॥
শেষেত অর্জ্জুন চাহিবা আগে সাত্যকিরে।
মোর বাক্যে সে গেল ই শত্রুর সাগরে॥
সাত্যকি অর্জ্জুন কৃষ্ণ কুশল দেখিয়া।
বার্ত্তা কহিবা মোতে সিংহনাদ দিয়া॥
ভীমে কহে শিব বিষ্ণু যে রথে রহিব।
সে রথের রথী কেনে আপদে সঙ্গিব॥
তথাপি তোহ্মার বাক্যে যাইবাম তথা।
তথা গিয়া সিংহনাদ করিব সর্ব্বথা॥
এথ শুনি ভীমে কহে ধৃষ্টদ্যুম্নস্থানে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন নৃপতি রাখিবা দ্রোণ হোনে॥
অনুক্ষণ রহিবা রাজার সঙ্গী হইয়া।
যাবত আসিএ আহ্মি এথা বার্ত্তা লৈয়া॥
[illegible] কহে চল আপনার সুখে।
না পারে [illegible] আহ্মার সমুখে॥

তা শুনিয়া ভীমসেন চলে সজ্জ হইয়া।
যুধিষ্ঠির প্রণমিল চরণে পড়িয়া॥
কোল দিয়া নরপতি মাথে চুম্ব দিল।
সোবর্ণ রজত ভীমে বহুদান কৈল॥
সহস্র সহস্র ধেনু দিলেক দ্বিজেরে।
প্রদক্ষিণ করিলেক সকল মুনিরে॥
উদর ভরিয়া ভীমে কৈল মধুপান।
রক্ত বর্ণ চক্ষু হৈল অগ্নির সমান॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরি শোভে টোপর লোহার।
লৌহ সঞ্জোগ গাএ বুস্থকি সোনার॥
কালরোঙ্গা নীল দীপ্তি দেখিএ প্রমাণ।
বীরবেশ শোভে যেন সোনার রথখান॥
বিশোক সারথি তবে বুঝি অনুমতি।
মনপবন ঘোড়া চালাএ শীঘ্রগতি॥
ভীম দেখি ধাএ তোহ্মার একহি কুমার।
তাহার সহিতে চলে কটক অপার॥
বাউগতি গিয়া তবে না পাইল লাগ।
আগে পাছে হস্তীর ঠাট ভীম মৈধ্যে ভাগ॥
সিংহনাদ করে ভীম শুনি ভয়ঙ্কর।
মলমূত্র ছাড়ি গজ পড়এ বিস্তর॥
অঙ্কুশ না মোলে হস্তী ডাকে বিপরীত।
শরতের মেঘ যেন উড়ে আচম্বিত॥
তবে চলিল বীর ব্যূহের যে দ্বারে।
দ্রোণে ঢাকিয়া তারে রাখিল সত্বরে॥
না পারে লঙ্ঘিতে ব্যূহে দ্রোণের কারণে।
প্রবেশ করিতে নারে বীর ভীমসেনে॥
দ্রোণ মনে জানএ শিষ্য যে আহ্মার।
অর্জ্জুনে কেমতে যাইব করি নমস্কার॥
দ্রোণে বলে ছাওয়াল তুহ্মি অতিশএ।
আহ্মাকে জিনিয়া যাইতে তোর মনে লএ॥
অজ্ঞানের মত যদি আইস মোর কাছে।
মোর পুনি দোষ নাই চিন্তা পাইবা পাছে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজন গেল ভক্তি করি।
সাত্যকি চলিল পাছে বহু পরিহরি॥

CENTRAL LIBRARY

আখি পাকাইয়া ভীমে কহে কোপচিত্তে।
পিতৃতুল্য দেখি তোহ্মা গুরুর নিমিত্তে॥
তুহ্মি যদি শত্রু হেন বোলহ আহ্মারে।
শত্রুর উচিত ফল দিবাম তোহ্মারে॥
এত কহি ভীমসেনে চাহে দ্রোণ ভিতে।
আশি মণ লোহার গদা তুলি লৈল হাতে॥
পাক দিয়া এড়ে গদা দ্রোণাচার্য্য ভিতে।
ফাল দিয়া উঠে দ্রোণ সাজন আর রথে॥
দ্রোণের রথের ঘোড়া কৈল চুরমার।
রথ সমে চারি ঘোড়া হৈল সংহার॥
হরিণ দেখিয়া যেন মহাব্যাঘ্র রোষে।
ভীমে রুষিল তোহ্মার পুত্রের উদ্দেশে॥
তোহ্মার পুত্র দুঃশাসন ছেনপাট এড়ে।
গদার বাড়িএ ভীমে সেই ছেন ছিড়ে॥
একবাণ হানে ভীম তোহ্মা পুত্র গাএ।
তিনপুত্র পড়ি তোহ্মার গড়াগড়ি বাহে॥
অভয় দুর্ম্মোচন আর রৌদ্রকর্ম্মা পড়ে।
তথাচ তোহ্মার পুত্র ভীমক না এড়ে॥
এহিমতে ভীম তোহ্মার দশপুত্র মারে।
আর কুড়ি পুত্র তোহ্মার পলাইল ডরে॥
সজ্জ রথে আছে দ্রোণ তাহাকে দেখিয়া।
ভীমক বিন্ধএ তবে সন্ধান পূরিয়া॥
হানিয়া হানিয়া তাহা করএ জর্জ্জর।
রক্তে রাঙ্গা ভীমসেন বড়হি সোন্দর॥
ধারে রক্ত পড়ে ভীম কাপে থরথর।
উপহাস্য করে তাহা দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
রথ হৈতে পড়ে দ্রোণ ক্রোধে পাকাএ আখি।
দ্রোণে হানএ বাণ ভীমসেন দেখি॥
ভূমিতে নামিয়া ভীমে ক্রোধে যে ফোকাএ।
দ্রোণের রথের দিকে গদা হাতে যাএ॥
দ্রোণে হানএ তারে বহুল কুপিয়া।
জর্জ্জর হইল ভীম যে অস্ত্র খাইয়া॥
দুই আখি কাটি ভীমে হেট কৈল মাথা।
বরিষণ সহিতে যেন স্বরের অবস্থা॥

ভীমের উপরে বাণ দ্রোণাচার্য্য এড়ে।
সে বাণের ভএ ভীমে রণে লড় পাড়ে॥
হেটমুণ্ডে চলে ভীম রথের উদ্দেশে।
তাহা দেখি তোহ্মার সৈন্যের লাগে ত্রাসে॥
দ্রোণের রথেত ভীমে ধরে দুইহাতে।
সর্ব্বশক্তি ধরিয়া করিল এক ভিতে॥
দশ হস্ত রথ খান করিল অন্তর।
লড় দিয়া গেল ভীম ব্যূহের ভিতর॥
সেইমতে সারথি চালাই দিল রথ।
পুনিরথে চলিলেক ভীম মহাসত্ত॥
পুনি ধারে দ্রোণ গুরু আইসে সহসাত।
দুর্য্যোধন সৈন্যে ভীম গেল অকস্মাৎ॥
ক্রোধ হইয়া ভীমসেন যাএ যেই পথে।
হস্তী ঘোড়া হেন প্রাএ উড়ে চারিভিতে॥
দুই ভাগ হইয়া সেনা পলাইল ডরে।
ভীমে তবে দেখিল সাত্যকি রণ করে॥
যুদ্ধ করিতে আছে পার্থ মহামতি।
তাহাকে দেখিয়া ভীম হইল পিরীতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন তবে যেন দেখিয়া ভীমক।
সিংহনাদ ছাড়িয়া পূরিল তিনলোক॥
পুনি পুনি সিংহনাদ করে ভীমসেনে।
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির বহু রঙ্গ মনে॥
তুহ্মি যার বৈরী কৃষ্ণ তার নাই জএ।
মোর ভাগ্যে বর্ত্তিয়াছে তিন মহাশএ॥
হেনহি হৈব আজি দিবস থাকিতে।
জয়দ্রথ মারিবেক কৃষ্ণের সহিতে॥
দুর্য্যোধনবাহিনী মারি এক ভীমে।
দুর্য্যোধনে আজি ডাক দেখিব সংগ্রামে॥
শোক দুঃখে ভএ মানে করিব পিরীতি।
এহি মতে নানাকথা কহে নরপতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে ভীম যাএ বড় বেগে।
মোর কোন বীর রথে পারে তার আগে॥
গদা হাতে হৈল ভীম যম হেন দেখি।
তাহার বিক্রমে মোর উফড়এ আখি॥

দ্রোণের গোচরে রথ ধরি দুই হাতে।
আর কোনজন রহে তাহার সাক্ষাতে॥
হস্তীএ মারএ হস্তী ঘোড়ে মারে ঘোড়া।
রথের বাড়িএ রথ করে চূর্ণ গুড়া॥
হেন জন পাশে যাইতে ইন্দ্রেহ না পারে।
সব সংহারিব ভীমে আজি সমরে॥
সঞ্জএ কহেন ভীমের সিংহনাদ শুনি।
পথ বান্ধি কর্ণ বীর রহিলেক পুনি॥
ততক্ষণে কর্ণ বীর ধনুক টানিয়া।
পথ বান্ধি ভীম কর্ণে কহেন হাসিয়া॥
বীর বেশ ভীমসেন না হএ উচিত।
সম্মুখে আহ্মারে হান কেনে বাস ভিত॥
রথ ফিরাইল ভীমে কর্ণের বচনে।
ভীমের উপরে হানে বিষদন্ত বাণে॥
মর্ম্মে ব্যথা পাই ভীমে পুনি বাণ হানে।
কর্ণক হানিল ভীমে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে॥
ভীম সাত বাণ তবে হানিল নির্ভরে।
সেই বাণ দেখি যেন পর্ব্বতখান ঝরে॥
পুনি পুনি বাণ হানে পুনি সাত বাণ।
কর্ণের ধনুক কাটে পূরিয়া সন্ধান॥
রথ সম্বরি ঘোড়া কৈল খান খান।
তাহা দেখি পুত্র তোহ্মার হইল মুহ্যমান॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে কর্ণে একেশ্বরে।
জিনিব পাণ্ডব সেনা পুত্রে আশা করে॥
হেন কর্ণ বিমুখ দেখিয়া দুর্য্যোধনে।
কি ভাবিল কি চিন্তিল কহত অখনে॥
সঞ্জএ কহেন রণ হৈল কর্ণ ভীমে।
মহাঘোর রণ তবে হইল সংগ্রামে॥
ভীমে পুনি নানাদুঃখ মনেত ভাবিয়া।
দ্রৌপদীর পরাভব তাহাকে স্মরিয়া॥
দুই বীরের কোপ দেখি তোহ্মার যে সেনা।
বাপ হএ তোহ্মার কুমর দুই জনা॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে কর্ণ জিনিলেক ভীমে।
ভীমে মজাইব পুত্র সকল সংগ্রামে॥

কর্ণে যত যুদ্ধ করে পাণ্ডবের সনে।
প্রতিদিন কর্ণে হারে পাণ্ডবেরা জিনে॥
সূতপুত্র কর্ণ দুষ্ট শুনরে সঞ্জয়।
পরশুরামের শিষ্য না হএ নিশ্চএ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা সে দুইর রণে।
কুড়ি পুত্রে তোহ্মার ভীমক বেড়ি হানে॥
তবে ভীমে ধনুখান বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চাপে।
একবারে দশবাণ এড়ে মহাকোপে॥
সেই ভীমের বাণ তারা হেন ছুটে।
কুণ্ডল টোপর সনে দশ মুণ্ড কাটে॥
দশজন পড়ে রাজা যে হেন কমল।
ভূমিতে পড়িল তবে কুমার সকল॥
কোপে কর্ণ ভীম হানে লোহিত লোচন।
আজি ভীমক নিমু যমের সদন॥
ভীমে কর্ণক হানে পাকাইয়া আখি।
ধনুতে জোড়এ বাণ করিয়া আলোকি॥
সে বাণ বরিষে কর্ণে হানে হেন জাঠি।
নিমিষেকে ভীমে ফালাএ সেই বাণ কাটি॥
কোপে রাঙ্গা আখি ভীম দারুণ প্রহারে।
আশি মণ লোহার গদা তুলিলেক করে॥
কর্ণের উপরে গদা এড়িল কুপিয়া।
রথ ঘোড়া পড়ে কর্ণের অন্ত নিকালিয়া॥
চিন্তিয়া তোহ্মার পুত্র সহোদর সনে।
তোহ্মার পুত্র একা রণে ভীমক বেড়িয়া হানে॥
অভয় সুভয় আর ভীমভৌম সনে।
ভীমকে বেড়িয়া হানে এই চৌদ্দজনে॥
ক্রোধ করি ভীমসেনে চৌদ্দ বাণ এড়ে॥
চৌদ্দ শরে চৌদ্দ পুত্রের মাথা কাটি পাড়ে।
কাঞ্চন পুষ্পের মত ভূমিত লোটাএ।
কান্দিয়া তোহ্মার পুত্রে দূরে থাকি চাহে॥
কর্ণক তোহ্মার পুত্রে বিরতি দেখিয়া।
দুর্ম্মুখ সহিতে দিল রথ পাঠাইয়া॥
দুর্ম্মুখ দেখিয়া কর্ণে হরিষ অন্তর।
ফাল দিল উঠিলেক রথের উপর॥

CENTRAL LIBRARY

তিন বাণ হানি ভীমে দুর্ম্মুখেরে কাটে।
তাহা দেখি কর্ণ বীর পড়িল সঙ্কটে॥
পড়িল দুর্ম্মুখ বীর রথ কাছে থুই।
দুর্ম্মুখ মরণে কর্ণ কান্দে দণ্ড দুই॥
কান্দিয়া ভীমক কহে লোহিত লোচন।
আজি ভীম নিব তোহ্মা যমের ভবন॥
কর্ণে কহে ধিক ধিক মোর বাহুবল।
আহ্মার সাক্ষাতে পড়ে কুমার সকল॥
আজি হৈতে পড়ে মোর চৌরাশি কুমার।
তখনে চলিল কর্ণ ভীম মারিবার॥
ভাইসব মহারথী পড়িল দেখিয়া।
কুবুদ্ধিয়া পুত্র তোহ্মার কান্দে বিলাপিয়া॥
কর্ণেহ কান্দিয়া পুনি চড়িলেক রথে।
চক্ষু পাকাইয়া গেল ভীমক মারিতে॥
কোপ করি ভীমে বাণ জুড়িল ধনুকে।
আশি বাণ হানিলেক সুতপুত্র বুকে॥
থর থর কাপে কর্ণ পাইয়া মর্ম্মব্যথা।
ধ্বজ যষ্টি ধরি কর্ণে হেট কৈল মাথা॥
কোপে কর্ণ জ্বলে ভীমের পৌরুষ দেখিয়া।
শরতের সূর্য্যে যেন আইল কুপিয়া॥
বিজএ ধনুক ধরি দারুণ প্রহারে।
ভীমের অক্ষএ ধনুক কাটিল সমরে॥
কর্ণের উপরে ভীম কোপে খাড়া এড়ে।
কর্ণের ধনুক গুণ দুইখানে ছিড়ে॥
তবে কর্ণে আর গুণ দিয়া আস্তে ব্যস্তে।
ভীমের উপরে বাণ হানে শতে শতে॥
কোপে ভীম কর্ণক যে চাহে ধরিবার।
মুটকিএ মারিলেক সারথি তাহার॥
তবে কর্ণ বীর যেন হইয়া একধার।
আর রথে চড়িলেক ভীম মারিবার॥
এহিমতে কর্ণ সাতবার পরাজয়।
পুনি মহাকোপে কর্ণে ভীমক হানএ॥
জীবনের আশা ভীমে ছাড়িল তখনে।
দুইজনে সমর বাধিল প্রাণপণে।
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুনে মারিল যত সেনা।
দ্বিগুণ মারিল ভীমে করি বীরপণা॥
পঞ্চদশ হস্তী ধরি ভীমে দুই হাতে।
বাহুবলে হানিলেক কর্ণ বীর রথে॥
বাণে কাটি হস্তী সব খণ্ড কৈল কর্ণ।
কোপে হইল কর্ণ অরুণের বর্ণ॥
যবে ভীমে মেলি হানে পর্ব্বতশিখর।
পর্ব্বত কাটিল কর্ণে হানি তীক্ষ্ণ শর॥
দারুণ প্রহারে ভীম মোহিত হৈল রণে।
কুন্তীর প্রতিজ্ঞা জানি না মারিল প্রাণে॥
জর্জ্জর হইয়া ভীমে কোপে এড়ে শ্বাস।
ধনুর কুটিএ লাড়ে ভীম অঙ্গপাশ॥
শুধা হাতে দেখি ভীমে না পারে এথেকে।
উপহাস কর্ণে তারে করএ কতুকে॥
যাও যাও ভীম তুহ্মি কাতর দুর্ব্বল।
যুদ্ধের না যোগ্য তুহ্মি ছাওয়াল চঞ্চল॥
ভক্ষ ভোজ্য যথা পাও তথা যাও তুহ্মি।
না যুঝিহ কোনদিন তাহা জানি আহ্মি॥
হড়াহড়ি রণ জান খাইয়া বিস্তর।
কোন লাজে যাইবা তুহ্মি অর্জ্জুন গোচর॥
মোর সনে রণ কৈলে হেন ফল ধরে।
মহাবীর বোল তুহ্মি আত্ম অহঙ্কারে॥
আর না যুঝিবা হেন দম্ভে লও কুটা।
ঘরে গিয়া অন্নজল খাই হও মোটা॥
এহিমতে উপহাস করএ ভীমক।
বারে বারে অঙ্গ ঠেলে দেখাই কটক॥
লাজে সঙ্কোচে ভীমে নারে চাহিবার।
ধনুর কুটিএ অঙ্গ নাড়ে বারেবার॥
কোপ করি কৃষ্ণ কহে কি চাহ অর্জ্জুন।
ভীমক বিড়ম্বে কর্ণে বড়হি দারুণ॥
কুপিয়া অর্জ্জুনে তারে হানে খরসান।
দূরে থাকি অশ্বত্থামা কাটিল সন্ধান॥
অশ্বত্থামা প্রতি পার্থ কহে কথাখানি।
সৈন্য মৈধ্যে অশ্বত্থামা গেল তাহা শুনি॥

CENTRAL LIBRARY

অতিশএ সুধামএ দ্রোণপর্ব্বকথা।
কৃষ্ণের চরিত্র বেদব্যাসের কবিতা॥
ই কথা কহিতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে।
ভূরিশ্রবা সাত্যকির হইল মহারণে॥
ভাগ্য আজি তোহ্মা পাইলম কৃষ্ণের গোচর।
চিরকালের সাধু আজি পূরিমু সমরে॥
প্রাণবন্ত না যাইব আজিকার রণে।
তোকে মারি তুষ্ট আজি করি কুরুজনে॥
শুণিতে তিতিয়া আজি লোটইবে রণে।
ইন্দ্রজিৎ মারে যেন পূর্ব্বের যে লক্ষ্মণে॥
হাসিয়া সাত্যকি কহে কি দেখাওসি ভএ।
মৃগে নি মারিতে পারে মৃগেন্দ্র নিশ্চএ॥
বৃথা হুহুঙ্কার কর বর্ব্বরের মত।
হেন জানি দেখাও যথেক পরিমিত॥
কোপ করি ভূরিশ্রবা আইল সত্বরে।
কোপ করি দুইজন মহাধনু করে॥
ক্রোধ করি দুই জন মহারণ করে।
গালাগালি করে তারা যথোচিত মতে॥
দুইজন হানাহানি করে মহারণ।
দুইবাণে ঠেকাঠেকি করে দুইজন॥
ভূমিতলে দুইজনে করে গড়াগড়ি।
সাত্যকিরে ভূরিশ্রবা ধরিলেক পাড়ি॥
ভূরিশ্রবাএ ধরে পুনি সাত্যকির কেশে।
মস্তক কাটিতে স্বর্গ তুলিল উদ্দেশে॥
সাত্যকি ভ্রমএ যেন কুম্ভকারের চক।
সোমদত্ত তনএ না পারে কাটিবাক॥
হেনকালে কৃষ্ণে কহে অর্জ্জুনের তরে।
দেখ পার্থ সাত্যকি এথাতে আসি মরে॥
ভূরিশ্রবা ধরিয়াছে কাটিবার মনে।
এক বাণ এড় তুহ্মি তাহার কারণে॥
যুর বাণ পার্থে তবে এড়িল তখন।
খড়্গ সমে হস্তখান কাটে এতক্ষণ॥
তাহা দেখি ভূরিশ্রবা ক্রোধ হইল মনে।
অর্জ্জুনেরে নিন্দা বীর করিল তখনে॥
কি বলিব যুধিষ্ঠির নৃপতির সাক্ষাতে।
মোর হস্ত কি কারণে পাড়িলা ভূমিতে॥
কিবা ইন্দ্র দ্রোণাচার্য্য শিখিছ সভাতে।
এমত কুবুদ্ধি তুহ্মি পাইছ কথাতে॥
একজন সঙ্গে যুঝ প্রবেশ সমরে।
তাহাতে পাপিষ্ঠ তুহ্মি মারিয়াছ শরে॥
তোর পুনি দোষ নাহি বুদ্ধি শুনি যার।
ভালো সঙ্গে ভালো থাকো ছারের সঙ্গে ছার॥
কংসের বংশেত যদু * * হরি।
এহি সে কারণে দুষ্ট অপকর্ম্ম করি॥
ক্ষত্রিসবে মোহারে সভাতে নহি মানে।
দাসবংশে মিলে সেই জারকের সনে॥
এহিমতে ভূরিশ্রবা কৃষ্ণেরে নিন্দিয়া।
ধর্ম্মোচিত হইয়া রহে সমাধি করিয়া॥
দুই দলে মন্দ বোলে কৃষ্ণার্জ্জুন তরে।
সকলে প্রশংসা করে ভূরিশ্রবা বীরে॥
লজ্জারুণ কৃষ্ণদেব কিছু না বোলএ।
সহিতে না পারে বাক্য তাহাক বোলএ॥
শত্রু পক্ষ হৈয়া তুহ্মি নিন্দা বোল কেনে।
শিষ্য মোর সাত্যকি তাহারে মার কেনে॥
বিশেষ বিরথী হএ আর শিশুজন।
অশেষ প্রকারে তারে কর বিড়ম্বন॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তবে ধর্ম্মসম ভাই।
সুগতি হৌক তোর কহিলু বুঝাই॥
কৃষ্ণে বোলে পার্থ তুহ্মি ব্রহ্মসনাতন।
নিষ্কণ্টক পাও তুহ্মি বৈকুণ্ঠভুবন॥
তখনে সাত্যকি উঠি প্রকাশ পাইয়া।
ভূরিশ্রবার শির কাটে সেই খড়্গ লৈয়া॥
জয়দ্রথবধ কথা দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভূরিশ্রবা বধ সাঙ্গ কহিল সঞ্জএ॥

জয়দ্রথ বধ

তবে আইল অষ্ট বীর করিতে সমর।
জয়দ্রথ আছে দুই প্রহর অন্তর॥

CENTRAL LIBRARY

অষ্টরথী জিনিলে সে জয়দ্রথ পাএ ।
বেলা আছে দুই দণ্ড সূর্য্য অস্ত যাএ ॥
কৃষ্ণে চিন্তে পার্থ জিনে আমার সম্পদ ।
অর্জ্জুন না জিলে মোর অখনে আপদ ॥
আজি যে আমার যশ জানিব সকলে ।
সূর্য্য অস্ত দিব আজি নিজ বাহুবলে ॥
অর্জ্জুনের তরে কৃষ্ণ বড় তুষ্ট হইল ।
বাম হস্ত নিয়া তবে সূর্য্য অস্ত দিল ॥
সূর্য্য অস্ত হৈল হেন হইল সমএ ।
গোবিন্দকে সম্বোধিয়া কহে ধনঞ্জএ ॥
রথ পুনি চালায়া কি চিন্ত জনার্দ্দন ।
প্রতিজ্ঞা হইল নষ্ট কিসের জীবন ॥
ভীম সাত্যকির তরে কহে ডাক দিয়া ।
অগ্নিকুণ্ড কর ঝাট প্রবেশিমু গিয়া ॥
ভীমভাই নৃপতিরে পালিবা সকলে ।
কালি অভিমন্যু মরে আজি সে অর্জ্জুন ।
হেনমত কথা আছে শুনিতে দারুণ ॥
ভালমতে বুঝাইবা কুন্তীদেবী চিতে ।
দ্রৌপদীকে বুঝাইবা সুভদ্রা সহিতে ॥
দ্রুপদ বিরাট তরে কহিয় নমস্কার ।
বন্ধুবান্ধব সবে কহিয় পরিহার ॥
প্রতিজ্ঞা হইল নষ্ট কি মোর জীবন ।
শুনিয়া পাইল ব্যথা ভীম মহাজন ॥
রাত্রি দেখি হরষিত হইল দুর্য্যোধন ।
বীর হেন দ্রোণ কর্ণ করএ বাখান ॥
দুর্য্যোধনে কহে পার্থ শুনহ অখনে ।
প্রতিজ্ঞা হইল নষ্ট নাহি মর কেনে ॥
ক্ষত্রিএ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘে নরক অপার ।
অর্জ্জুনেত কহেন্ত তবে দেব জনার্দ্দন ॥
অস্ত নাহি যাএ সূর্য্য আছএ প্রহর ।
গাণ্ডীবেত জোড় ঝাট পাশুপত শর ॥
জয়দ্রথ মারিয়াছ কহত অখনে ।
তবে পাপ জয়দ্রথ আসিব আপনে ॥

অর্জ্জুনে কহন্ত উদয় হইছে সহোদর ।
আকাশে নক্ষত্র সব দেখিএ সুন্দর ॥
পার্থে কহে জয়দ্রথ মারিয়াছি আহ্মি ।
থাকে যদি জয়দ্রথ আন দেখি তুহ্মি ॥
দুঃশাসন পাঠাইল রাজা দুর্য্যোধন ।
আনিলেক জয়দ্রথ কুতূহল মন ॥
আসিয়া কহন্ত জয়দ্রথ দুরাচার ।
মোকে মারিবার হৈল প্রতিজ্ঞা তোহ্মার ॥
একবাণ না মারিলু তোহ্মার পুত্রেরে ।
তাতে তুহ্মি প্রতিজ্ঞা করিলা অনুসারে ॥
এথেকে রাখিল আহ্মা দেব পঞ্চানন ।
আপনে মরহ এবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
তবে যে হাসিয়া প্রভু দেব গদাধর ।
বাম হস্ত এড়ি তবে দিল দিবাকর ॥
তাহা দেখি পুত্র তোহ্মার হইল বিকল ।
মহা কুতূহল হৈল পাণ্ডবের দল ॥
কৃপশল্য স্থানে তোহ্মার পুত্রে কহে গিয়া ।
ভগিনীর পুত্র মোর সবে রাখ গিয়া ॥
তাহা দেখি সর্ব্বরথী আইল সত্বর ।
অর্জ্জুন বেড়িয়া মারে হানে তীক্ষ্ণ শর ॥
নিকটে দেখিয়া তবে অর্জ্জুন যুঝার ।
মহাবেগে ধাএ জয়দ্রথ মারিবার ॥
ক্ষত্রিধর্ম্ম তখনে চিন্তিয়া জয়দ্রথ ।
ধনুকেত বাণ জোড়ে ফিরাইয়া রথ ॥
হেনকালে দিব্যবাণ জুড়িল অর্জ্জুনে ।
জয়দ্রথ বুকে হানে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ॥
বুকেত পশিয়া বাণ পৃষ্ঠ দিয়া খশে ।
বৃক্ষ অস্ত্র অর্জ্জুনে হানিলেক রোষে ॥
হেনকালে সূর্য্য যাএ অস্তাচল পর্ব্বতে ।
অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণ কহেন নিভৃতে ॥
কৃষ্ণে কহে শুন তার মরণের সন্ধি ।
বিস্তারিয়া শুন আহ্মি কহি তার বুদ্ধি ॥
বৃহক্ষেত্র তার বাপ ত্রিভুবনে জানি ।
তাহাতে জন্মিছে জয়দ্রথ যে সন্ধানি ॥

তার জন্মে আকাশ বাণী হইল গভীর ।
বৃহক্ষেত্র পুত্র সে যে হইল মহাবীর ॥
তার মুণ্ড কাটি যেই ভূমিতলে ফেলে ।
তার মুণ্ড শত খণ্ডে পড়ে সেইকালে ॥
তবে সেই নৃপতি পুত্রেরে রাজ্য দিয়া ।
তপস্যা করিতে গেল পুণ্য তীর্থ পাইয়া ॥
এথেকে বিস্তার আমি কহিল তোমারে ।
সমন্তপঞ্চকে সেই গিয়া তপ করে ॥
হেন বুঝি কাট তাহা সেই না জানিতে ।
দিব্য অস্ত্রে কাট তাকে কুণ্ডল সহিতে ॥
কুপিয়া অর্জ্জুনে তবে বাণ খুরপাশ ।
পুনঃ পুনঃ পুত্র শোকে ছাড়এ নিশ্বাস ॥
যেই অস্ত্রে বিজয় দিয়াছে মহাদেবে ।
হেন অস্ত্র হৈতে তবে অর্জ্জুন পাণ্ডবে ॥
বাণ জুড়িয়া কহে শুনহ কৃষ্ণক ।
তোমার প্রসাদে যশ হৌক তিনলোক ॥
যদি মাএ কুন্তী হএ বাপ পুরন্দর ।
যুধিষ্ঠির হএ যদি ধর্ম্ম সহোদর ॥
আজি পুত্রশোক হৈতে মোরে কর পার ।
তিনলোকে রহুক মোর প্রতিজ্ঞা অপার ॥
এথ বলি ধনঞ্জএ দিব্য অস্ত্র জোড়ে ।
কুণ্ডল সহিতে জয়দ্রথ মুণ্ড ছিড়ে ॥
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন সিংহরাজে ধরে ।
সেইমতে মুণ্ড লৈয়া বাণে উড়া করে ॥
বৃহক্ষেত্র নৃপতি যথা তপ করে ।
জয়দ্রথ মুণ্ড নিয়া তার কোলে পড়ে ॥
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় অর্জ্জুনের হিত ।
শতখণ্ড হইয়া মুণ্ড পড়িল ভূমিত ॥
জয়দ্রথ পড়িল দেখিয়া দুর্যোধন ।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাজা করএ ক্রন্দন ॥
দ্রোণ কর্ণ কৃপ তবে কি করিব রোষ ।
তাহার নাহিক দোষ মোর কর্ম্মদোষ ॥
ভগিনীর পতি মোর সুহৃদ পরম ।
প্রথম যৌবন বীর সিংহের বিক্রম ॥

একেশ্বর পাণ্ডু সৈন্য সনে যুদ্ধ কৈল ।
ভীম সাত্যকি আদি যত হারি গেল ॥
হেন বীর পড়ে তবে রণে আচম্বিত ।
ভাবিয়া চাহিলু মুঞি বিধির লিখিত ॥
রাখিল সকলে তাহা করি আগুয়ান ।
শরণাগতে না রাখিলাম বিফল জীবন ॥
মহাশোকে যুদ্ধ করে তোমার কটকে ।
বল বুদ্ধি শক্তি আর নাহি কোন লোকে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই মিলি করে কোলাকুলি ।
জয় জয় শব্দ হৈল বহু হুলাহুলি ॥
ভীম সাত্যকি দুই অতি রঙ্গ মনে ।
কোলাকুলি করে তারা বহু রঙ্গ মনে ॥
তিনলোক পূরি ভীমে করে সিংহনাদ ।
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির মনেত আহ্লাদ ॥
তবে সমর হইল সাত্যকিএ কর্ণে ।
সুদৃঢ় সন্ধানে কর্ণে সাত্যকিরে হানে ॥
তবে কৃষ্ণ স্মরিলেক আপনার রথ ।
দারুকে আনিল রথ কৃষ্ণের সঙ্গেত ॥
কুন্ত সূত্র সুগ্রীব আর যে বলাহক ।
আকাশে উড়িয়া আইল ই চারি ঘোটক ॥
কৃষ্ণে বোলে রথ দেয় সাত্যকি গোচর ।
বিরথী হইছে বীর কর্ণের সমর ॥
দারুকে নিলেক রথ সাত্যকির স্থানে ।
সেইরথে সাত্যকি উঠিলেক স্বরমানে ॥
সেই ধনু হাতে লৈয়া সাত্যকি ধুঙ্কার ।
কর্ণক হানিল বাণে কৈল অন্ধকার ॥
সাত্যকি সমরে কর্ণ ডুবে হেন দেখি ।
তাহা দেখি পুত্র তোমার হইল অসুখী ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহেত সঞ্জএ সূতমণি ।
এমত সদএ থাকে দেব চক্রপাণি ॥
দিবসেত রাত্রি সেই করিবারে পারে ।
তার কিবা ভএ আছে এ তিন সংসারে ॥
বিশেষ সাত্যকি চড়ে গোবিন্দের রথে ।
কর্ণক এড়িয়া পারে সংসার জিনিতে ॥

CENTRAL LIBRARY

কহ দেখি তার পরে কি হৈল অথন।
এ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রে করএ ক্রন্দন॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা না কান্দ অথন।
দিন চারি বিলম্বে কান্দিবা রাত্রিদিন॥
এথা বেলি অস্ত হৈল প্রবেশ রজনী।
কৃষ্ণার্জ্জুন সঙ্গে চলে পাণ্ডববাহিনী॥
সাত্যকি সহিতে ভীম আছে একরথে।
এহি চারি চলিলেক হাসিতে হাসিতে॥
জয়দ্রথ বধ সাঙ্গ দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

অর্জ্জুনে কহন্ত প্রভু প্রসাদে তোহ্মার।
সৈত্য যদি করিলম দুর্লভ দেবতার॥
আহ্মি সবের হেতু তোহ্মার অনুমতি।
সর্ব্বকালে পাণ্ডবের তুহ্মি হইলে গতি॥
শুনিয়া শ্রীহরি ঘোড়া খেদে ধীরে ধীরে।
পড়া সৈন্য অর্জ্জুনক দেখাএ দামোদরে॥
দেখ দেখ অর্জ্জুন তোহ্মার আজি বাণে।
চিত্রপট হেন দেখ পড়ে বীরগণে॥
ই কথা কহিতে গেল যুধিষ্ঠির সনে।
রথ হৈতে সর্ব্ব সৈন্য নামিল তখনে॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুনে যুধিষ্ঠির নমস্কার করে।
দুই ভাই কোলেত লইল যুধিষ্ঠিরে॥
দুইজন রাখিলেক হৃদয়ের মাঝে।
রঙ্গে পোর সম্বরিতে নারে যুধিষ্ঠিরে॥
গদ গদ স্বরে রাজা তা সবের ঠাই।
অতি ভাগ্যে আহ্মি যে দেখিল দুই ভাই॥
ভাগ্যে জয়দ্রথ মৈল জিনিল অর্জ্জুন।
ভবসিন্ধু তরিলাম তোহ্মার কারণে॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে যদি পড়িল জামাই।
কি কর্ম্ম করিল পুত্রে কহ মোর ঠাই॥
মোহিত হইয়া পড়ে মোর সেনাগণ।
সকল বিনাশে এক পাণ্ডুর নন্দন॥
জামাই পড়িল যদি পুত্র দুর্য্যোধন।
কারে কি কহিল পুত্রে কহত অথনে॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা তোহ্মার নন্দন।
রাজার কান্দনে কান্দে সর্ব্ব বীরগণ॥
জয়দ্রথ মহারাজা পড়িল সমরে।
বিলাপ করিয়া কান্দে তোহ্মার কুমারে॥
দ্রোণ কর্ণ কৃপ বীর আর অশ্বত্থামা।
শল্য কৃতবর্ম্মা আর ইন্দ্রের উপমা॥
রাজা বোলে ই সকল ভাল না বুঝিল।
হেন হেতু মোর প্রিয় বান্ধব পড়িল॥
ধিক ধিক কর্ণ বীর সূর্য্যের নন্দন।
ধিক ধিক অশ্বত্থামা শল্য মহাজন॥
এহি বলি বিলাপ করএ মহারাজা।
কান্দিয়া বিকল হৈল যত সব প্রজা॥
এহিমতে কান্দে তোহ্মার পুত্র দুর্য্যোধন।
গড়েত প্রবেশ কৈল লৈয়া সৈন্যগণ॥
শোকে শোকে পুত্র তোহ্মার হইল কাতরি।
চমকি চমকি উঠে উঠএ ফুকারি॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে যত কহিলা সঞ্জয়।
জানিলম অভাগ্য পুত্র জিবার না হএ॥
যার মিত্র নারায়ণ ভুবনঈশ্বর।
তার পরাজয় নাই ভুবন ভিতর॥
কহ দেখি তার পরে তখনে কি হইল।
এক ভাবিতে বিধি আর স্থানে নিল॥
সঞ্জএ কহন্ত হইল রজনী সমএ।
এহিমতে দুই সৈন্য রহিল গড়এ॥
চতুর্থ দিবস যুদ্ধে জয়দ্রথ বধে।
সঞ্জএ কহিল কথা পাঞ্চালী প্রবন্ধে॥

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবস

সঞ্জএ কহিল তবে হইল রজনী।
এথা মনে চিন্তিলেক দেব চক্রপাণি॥
কর্ণ হেন বিনাশিতে দেব জনার্দ্দন।
* * * * কর্ম্মকথা শুনহ রাজন।

আজি রাত্রিতে কর্ণ না মরিলে রণে।
নিষ্পত্তি কালি তবে করিবেক কর্ণে॥
ঘটোৎকচ সহাএ রাত্রিতে মার কর্ণ।
কর্ণ বিনে পশ্চাতে মারিব দুর্য্যোধন॥
তাহা শুনি কহিলেক বীর ঘটোৎকচ।
কর্ণ মারিব আহ্মি কিসের সঙ্কোচ॥
তাহা দেখি পাণ্ডুসেনা সিংহনাদ করে।
মহা মহা রথিগণ চলিল সত্বরে॥
কৃষ্ণের সহিতে তবে চলিল অর্জ্জুন।
ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন চলে সাত্যকি নিপুণ॥
বীরবেশ সিংহনাদ করে ঘন ঘন।
চিন্তিত হইল তবে রাজা দুর্য্যোধন॥
আজি নিস্তার নাই রাত্রির সমরে।
রাত্রিকালে সংহারিব দুষ্ট নিশাচরে॥
আশ্বাসিয়া কর্ণে কহে শুন নরপতি।
আজি সে দেখিবা তুহ্মি আহ্মার শকতি॥
ভীমসেন সাত্যকি রাক্ষস নিশাচরে।
কৃষ্ণার্জ্জুন সনে মুঞি নিব যমঘরে॥
আজি অর্জ্জুন সনে যদি দেখা হএ।
তবে সৈন্য রাত্রিত মারিব ধনঞ্জএ॥
এথেক শুনিয়া রঙ্গ হইল দুর্য্যোধন।
নানারঙ্গ করে তারা যত বীরগণ॥
গড়ের বাহির পুনি হইল দুই সেনা।
হানাহানি হইলেক দুই মহাজনা॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুন তখনে রহিল দুই পাছে।
সৈন্যের অগ্রেত তবে ঘটোৎকচ আছে॥
হেনকালে রণে যাএ কর্ণ সেনাপতি।
নানামতে করে তবে সৈন্যের দুর্গতি॥
দশ গোটা শর মারে রাজার উপরে।
ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল প্রহারে জর্জ্জরে॥
সাত্যকিরে করিলেক নানান দুর্গতি।
হস্তীযুথ মারে তিন লৈক্ষ যে পদাতি॥
হেনমতে অবস্থা যে করএ সৈন্যেরে।
পাণ্ডব পাঞ্চাল ভঙ্গ দিল চারিধারে॥

অর্জ্জুনে কহন্ত কিবা চাহ নারায়ণে।
মোর সৈন্যের দুর্গতি করএ বীর কর্ণে॥
শীঘ্র রথ নেয় কৃষ্ণ কর্ণের সমুখে।
বাহুবল যত আজি দেখাইমু তাকে॥
হাসিয়া কহন্ত কৃষ্ণ শুনহ অর্জ্জুন।
কর্ণের সহিত আজি যুঝিব নিপুণ॥
ভুবন একত্র হইয়া যদি কর রণ।
সকল জিনিব কর্ণে লএ মোর মন॥
নানামতে কর্ণে করে সৈন্যের দুর্গতি।
যুদ্ধ এড়ি বীর সব পলাএ শতাশতি॥
ভীমে বাণ বরিষএ রাক্ষস উপরে।
ধনুর্বাণ কাটিয়া ফালএ নিশাচরে॥
রাক্ষসের সেনা কোপে রণে গিয়া পশে।
পাণ্ডবের হস্তী ঘোড়া পড়িল তরাসে॥
পলাএ পাণ্ডব বল রাক্ষসের রণে।
কৃষ্ণদেবে কহে তবে অর্জ্জুনের স্থানে॥
দেখ অন্যায় যুদ্ধে ভীম করিল জর্জ্জর।
তার সনে যুদ্ধ দেয় বিলম্ব না কর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি তিনজনা।
কর্ণ সনে কর রণ হইয়া বিমনা॥
দ্রোণ সনে কটক অর্জ্জুন রাখ তারে।
প্রলএর মত হৈল কহিল তোহ্মারে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি হৈয়া একমতি।
কর্ণেরে বেড়িয়া সবে হানে শীঘ্রগতি॥
কর্ণ শরে জর্জ্জর সাত্যকি আদি সেনা।
কর্ণেরে এড়িয়া ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা॥
এথা অনায়ুধ হানে আকর্ণ পূরিয়া।
ভীমের হাতের ধনু ফালাইল ছেদিয়া॥
ঘোড়া সঙ্গে সারথি করিল খানখান॥
রণমৈধ্যে ভীমসেনে পাইল অপমান॥
রথ হৈতে ভীমসেন নামে গদা লৈয়া।
অনায়ুধ ভিতে যাএ মহাক্রোধ হৈয়া॥
হস্তী লৈয়া ঘোড়া লৈয়া দুইজনে বাড়ি।
দুইজনে হানাহানি ভূমিতলে পড়ি॥

CENTRAL LIBRARY

অনায়ুধে ভীমে হানি করিল তরাস।
নির্বল হইয়া ভীম এড়ে মহাশ্বাস ॥

অনায়ুধ বধ

কৃষ্ণে কহে ঘটোৎকচ তোহ্মার ভরস।
বাণ রৈক্ষা কর গিয়া করিয়া সাহস ॥
পাছে কর্ণ মারিবা যে যাইবা কোন ঠাঞী।
অনায়ুধ মারিয়া যে রাখহ বড়াই ॥
কৃষ্ণের বাক্যে ঘটোৎকচ কর্ণ পাশ এড়ি।
অনায়ুধ কাছে গেল সেই রথে চড়ি ॥
মহাবলী অনায়ুধ নানা অস্ত্র হাতে।
যুদ্ধ করি মারএ বাহিনী শতে শতে ॥
ঘটোৎকচের মুণ্ডে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
ঘটোৎকচ মোহ গেল ধরণীতে পড়ি ॥
ক্ষেণেক সম্বিৎ পাইয়া উঠিল তখন।
অনায়ুধ কাছে গেল যেহেন পবন ॥
ঘটোৎকচ গদা হাতে তাহার উদ্দেশে।
লাফ দিয়া অনায়ুধ উঠিল আকাশে ॥
রথেত পড়িয়া ঘোড়া কৈল চুরমার।
অনায়ুধ হৈল চারমেঘের আকার ॥
তাহাতে যে ঘটোৎকচ অদ্ভুত কৈল রণ।
বাণে খণ্ড করিল পাথর বিষম ॥
ছেন জাঠি ধ্বজা যে আর যথ বাণে।
সে দুই বীরের মৈধ্যে কেহ নাহি জিনে ॥
মহাভয় দুই বীরে নানাঅস্ত্র এড়ি।
অতি কোপে বড় বড় বৃক্ষ যে উপাড়ি ॥
এহিমতে নানামতে বৃক্ষ হৈল গুড়া।
দুই বীরে উপাড়িল পর্ব্বতের চূড়া ॥
ঠেকাঠেকি ছড়াছড়ি কামড়াকামড়ি।
দন্তে দন্তে ঘষাঘষি কেহ নাহি পড়ি ॥
ধারে রক্ত বহে সেই মাংসে খান খান।
শূন্য হস্তে দুই বীরে হএ আগুয়ান ॥
অতি কোপে ঘটোৎকচ অগ্নি হেন জ্বলে।
লাফ দিয়া ধরিলেক অনায়ুধ চুলে ॥
বজ্র মটুকি দিয়া লইলেক পুনে।
মাথা কাটি ফালাএ তোহ্মার পুত্রের স্থানে ॥
পাণ্ডব পাঞ্চালে সবে সিংহের গর্জ্জনে।
নানা বাদ্য করে সবে কুতূহল মনে ॥
ঘটোৎকচ কহে হের গর্ব কৈলে যার।
শেষে এহিমত হৈব কর্ণের তোহ্মার ॥
তোহ্মার সকল পুত্র বিষন্ন বদন।
সকল মারিব হেন ভাবে মনে মন ॥
দ্রোণ পর্ব্বে মহাপোতা অনায়ুধ বধে।
সঞ্জএ কহিল কথা পাঞ্চালী প্রবন্ধে ॥

কর্ণ-ঘটোৎকচ যুদ্ধ

কর্ণে এথা বিনাশিল পাণ্ডববাহিনী।
রক্তে হৈল সরোবর চরএ গৃধিনী ॥
পুনি হইল যুদ্ধ কর্ণের সহিতে।
বলি ইন্দ্র যুদ্ধ যেন হইল তথাতে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে সে যে কেমন রাক্ষস।
কোনমত বেশ তার কেমত সাহস ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুন দিয়া মন।
ঘটোৎকচ যুদ্ধ করে যেমন লক্ষণ ॥
রাঙ্গা আখি রাঙ্গা * * রাঙ্গা তার গলা।
করিলেক কোপ দাড়ি তার কেশ কালা ॥
ছেন হেন চোখ নখ বড় দীর্ঘ চুল।
লম্বিত নাসিকা বাহু দেখিতে প্রচুর ॥
কালসমুদ্র হেন মুখান তাহার।
চোখ দন্ত দেখি যেন ছেন যে লোহার ॥
তিন কোটি সোবর্ণের কর্ণেত কুণ্ডল।
বজ্রের কবচ গাএ বজ্রের টোপর ॥
দুই গোটা হস্তী আটে দুই চক্ষুস্থলে।
চৌদ্দ শত হাত তার দেখি ভয়ঙ্করে ॥
বিরূপাক্ষ দুর্ম্মুখ যে রথের সারথি।
কুম্ভ হেন মুখ খান মেঘের আকৃতি ॥
বজ্রপাত হেন সেই ধনুক টানিয়া।
ভঙ্গ দিল সেনা তোহ্মার তাহাকে দেখিয়া ॥

বড় বড় রাক্ষস দেখিতে লাগে ভয় ।
সবে বলে কর্ণের আজি জীবন সংশএ ॥
রাক্ষসের যত মায়া কর্ণে কাটি পাড়ে ।
তাহা দেখি সেনা তোহ্মার সিংহনাদ ছাড়ে ॥
পুনি ঘটোৎকচ হইল অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ।
নানা মূর্ত্তি নানা বাণ করিল সন্ধান ॥
মুহূর্ত্তেকে যত মায়া কাটি পাড়ে কর্ণে ।
ঘটোৎকচ মৈল হেন কহে সর্ব্বজনে ॥
আচম্বিত উঠিল পৃথিবী বিদারিয়া ।
জলমৈধ্যে নিশাচর লুকাইল গিয়া ॥
সূর্য্যবাণ এড়ি কর্ণে জল শুখাইল ।
তাহা দেখি ঘটোৎকচ ভএ ভঙ্গ দিল ॥
লজ্জা পাইয়া নিশাচর পুনি রণে যাএ ।
পৃথিবী আকাশ হেন করিলেক কাএ ॥
নির্ভএ কর্ণের আগে বীর দর্প করে ।
রহ রহ কর্ণ আজি না জিবে সমরে ॥
প্রলএর ঝড় যেন বাণ বরিষণ ।
মায়া কৈল নিশাচার ভরিয়া গগন ॥
কর্ণেহ আকাশ পথে করিল সন্ধান ।
পুনি তার যত মায়া কৈল খান খান ॥
শূল মুষল হানে কর্ণের উপরে ।
সূর্য্য হেন মহাবীর খানিক না লড়ে ॥
দিব্যঅস্ত্রে যত মায়া কাটিয়া পালাএ ।
একরথে রাক্ষসের বাহিনী খেদাএ ॥
দশদিকে ছাএ কর্ণে বাণ বরিষিয়া ।
ভএ পাইল নিশাচর সঙ্কোচ দেখিয়া ॥
কর্ণ বাণে ঘটোৎকচ হইল জর্জ্জর ।
বাতাসে নাড়িল যেন বড় তরুবর ॥
শানেত ঘষিয়া কর্ণে বাণ এড়ে চোটে ।
মহাবেগে ঘটোৎকচের অরুণ ললাটে ॥
ললাটে ফুটিয়া তার রক্ত বহে ধারে ।
ভঙ্গ দিল ঘটোৎকচ কাপে থরথরে ॥
তাহা দেখি সিংহনাদ তোহ্মার কটকে ।
দশ দিকে পাণ্ডব পলাএ ঊর্দ্ধমুখে ॥

পুনি ঘটোৎকচ করে দন্তে কড়মড়ি ।
পুনি আইল ঘটোৎকচ আর রথে চড়ি ॥
ঘটোৎকচ আইলেক কর্ণের পাশএ ।
কোপ করি নিশাচর ব্রহ্ম অস্ত্র লএ ॥
নানারত্ন বিভূষিত অস্ত্র তার হাতে ।
পুষ্পিত কদম হেন দেখি চারিভিতে ॥
হেন অস্ত্র ঘটোৎকচ কর্ণ ভিতে মেলে ।
কর্ণক মারিতে শক্তি দীপ্তি করি চলে ॥
তাহা দেখি কর্ণ বীরে ধনু এড়ি রথে ।
লম্ফ দিয়া সেই শক্তি ধরে দুই হাতে ॥
সেই বজ্র কর্ণে এড়িল তার রথে ।
ঘটোৎকচের রথ ভঙ্গ করিল তথাতে ॥
বিস্মিত হইয়া তাহে যত দেবগণ ।
ধৈন্য ধৈন্য করি সবে বাখানএ কর্ণ ॥
ঘটোৎকচ নিশাচর হইল বিকল ।
মায়া করিতে পুনি আর নাহি স্থল ॥
পুনি অস্ত্র এড়ে কর্ণে সন্ধান পূরিয়া ।
ঘটোৎকচ বিন্ধিলেক সন্ধান পূরিয়া ॥
ঘটোৎকচ বিন্ধি বীর পাড়িল ভূমিত ।
ঘটোৎকচ ভঙ্গ দিল হইয়া মুহিত ॥
তাতে মারিল কর্ণে যত নিশাচর ।
কর্ণ সম বীর নাই ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
ঘটোৎকচ কর্ণের রণ দ্রোণ পর্ব্বএ ।
সঞ্জএ রচিত কথা কহিল সঞ্জএ ॥

শ্রান্ত হইল দুইজন জিরাইতে নারে ।
কর্ণে অস্ত্র হানে ঘটোৎকচ মারিবারে ॥
হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ মহাবল ।
কর্ণের উপরে হানে পর্ব্বত পাথর ॥
হানিল পর্ব্বত খান ঘটোৎকচ কোপে ।
মোহ গেল কর্ণবীর পর্ব্বতের চাপে ॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া সূর্য্যের নন্দন ।
ঘটোৎকচ উপরে হানে বাণগণ ॥

CENTRAL LIBRARY

ঘটোৎকচ তাতে পুনি মাঞা মেঘ হৈয়া।
নানামতে কর্ণরাজে বরিষে গর্জ্জিয়া॥
মেঘের বিজুলী শব্দ গর্জ্জে ভয়ঙ্কর।
মহা মহা বজ্র পড়ে শুনি ভয়ঙ্কর॥
সোবর্ণে বান্ধিছে মুষ্টা হেন সব বাণে।
কোটি কোটি নিশাচরে কর্ণ বেড়ি হানে॥
তৈলে শাণিত বাণ ছেন গদা পট্টি।
শতঘ্নী তোমড় শূল হানে কোটি কোটি॥
বজ্রমান চক্রশূল অগ্নি হেন জ্বলে।
দশদিক চাপি পড়ে দুর্য্যোধন দলে॥
কৌরবের যথ সেনা কেহ নাহি রহে।
একেশ্বর কর্ণমাত্র সৈন্যের মৈধ্যএ॥
নানামতে মহাঅস্ত্র শতে শতে পড়ে।
লৈক্ষ লৈক্ষ হস্তী তোহ্মার মারে সৈন্য ঘোড়ে॥
যেই যেই যুঝে সৈন্য সকল নাশিল।
তোহ্মার পুত্রের মনে ভয় উপজিল॥
জোড়হস্তে ভাঙ্গে কেহ দন্তে লএ ঘাস।
এহিমতে তোহ্মার সৈন্যের হৈল নাশ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল না রহে তখনে।
প্রাণ বড় ধন কি করিব দুর্য্যোধনে॥
এহিমতে কটক পলাএ ত্রাস হৈয়া।
মুহর্চ্ছিত তোহ্মার পুত্র রথেত পড়িয়া॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে ঘটোৎকচ দুরাচার।
মোর যত সৈন্য সেনা করিল সংহার॥
স্থির হৈয়া ব্যূহতে রহিল কোনজন।
সঞ্জয় সেসব কথা কহত অখন॥
সঞ্জএ বোলএ রাজা সৈন্য যাএ মরে।
তাতে মাত্র আগু হৈল সূর্য্যের কুমারে॥
ক্রোধ হৈয়া ধনু ধরি করিল প্রহার।
রাক্ষসের মাঞা যথ করিল সংহার॥
দূরে থাকি কর্ণেরে দেখিল সর্ব্বজনে।
সাহস বাখানে যত দেবতার গণে॥
কোপ করি কর্ণ বীরে হানে তীক্ষ্ণ শর।
শরজালে ঘটোৎকচ হইল ফাফর॥
তিনকোটি নিশাচর ভূমিতলে পড়ে।
বিকৃত বদনে পড়ে ভূমিতে কামড়ে॥
এহিমতে রাত্রি হৈল তৃতীয় প্রহর।
কর্ণে আর ঘটোৎকচ বিষম সমর॥
তবে ঘটোৎকচ বীরে লাজে অপমানে।
পুনরপি আর মাঞা করিল গগনে॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া ঘটোৎকচ যে রাক্ষসে।
পাষাণ বরিষে তবে কর্ণের উদ্দেশে॥
সৈন্যে বোলে কর্ণ রাখ রাক্ষসের হাতে।
তাহা শুনি কর্ণবীর ধাএ ধনু হাতে॥
পাষাণ কাটিল বীরে রুদ্রবাণ জুড়ি।
চৌদিগে পাষাণ কাটি কৈল চূর্ণ গুড়ি॥
ঘটোৎকচ নেহালিয়া হাতে তার বুকে।
ঘটোৎকচ ভঙ্গ দিল হইয়া ঊর্দ্ধমুখে॥

ঘটোৎকচ বধ

ধৃতরাষ্ট্রে কহে যুঝে কর্ণ মহাশএ।
পরশুরামের শিষ্য জানিলাম নিশ্চএ॥
তারপরে কি হইল কহ মহামতি।
কেমন যুঝিল ঘটোৎকচ পাপমতি॥
সঞ্জএ কহেন্ত ঘটোৎকচ নিশাচর।
পুনি মহামায়া করি আইল সমর॥
লৈক্ষে লৈক্ষে বজ্র হানে কর্ণের উদ্দেশে।
প্রলএর রীতে তাহা হৈল বিনাশে॥
কর্ণের সারথি ঘোড়া করিল সংহার।
সারথি সহিতে চারি ঘোড়া গেল মার॥
মনে মনে দেখে কর্ণে বড়হি সংশএ।
সঙ্কট দেখিয়া কর্ণে সৈন্যক বোলএ॥
কর্ণ কর্ণ আজি রাখ আপনা কটক।
ইন্দ্র তুল্য শক্তি দিয়া মার ঘটোৎকচ॥
আজি যদি মরে সেনা ঘটোৎকচ রণে।
সেই ছেন হানি কর্ণে কি করিব কর্ণে॥
ভীমার্জ্জুনে তোহ্মারে কি করিতে পারে।
বেড়িয়া মারিব তারে কালি সর্ব্ব বীরে॥

CENTRAL LIBRARY

দুর্যোধন আদি করি কহন্ত কটকে।
কর্ণ তুহ্মি সেই ছেন মারহ তাহাকে॥
কর্ণে তবে কটকের দেখিয়া দুর্গতি।
সেই ছেন হাতে করি লইল শীঘ্রগতি॥
অর্জ্জুন মারিতে চিত্ত আছিল সদাএ।
যার দিকে এড়ে ছেন এড়ান না যাএ॥
হেন ছেন লইয়া কর্ণে মনে কৈল সার।
মেলিয়া হানিল ছেন ঘটোৎকচ মারিবারে॥
জ্বলিয়া আইসএ ছেন দেখিয়া ঘটোৎকচে।
পর্ব্বত প্রমাণ দেহ করিলেক পাছে॥
ত্রিভুবন ডরাইল সে ছেন দেখিয়া।
ঘটোৎকচের প্রাণ উড়িল ভয় পাইয়া॥
নানা মায়া করিয়া বেড়াএ ঠাই ঠাই।
সেই ছেন চলি যাএ ভ্রমিয়া তথাই॥
ভস্ম করিল তার যথ মায়া থাকে।
নির্ভয়ে ফুটিল বাণ ঘটোৎকচ বুকে॥
মহাঅস্ত্র তেজে সেই দুষ্ট যে রাক্ষসে।
বড় ধন প্রাণ বলি ত্যজিল বিশেষে॥
পাণ্ডবের উপকার ততক্ষণে চাহে।
বিন্ধ পর্ব্বত হেন শরীর বাড়াএ॥
কাল দিয়া কর্ণ গেল দুর্যোধন রথে।
পড়িল ভীমের পুত্র শূণ্য পথ হৈতে॥
দুর্যোধনের একভাগ সৈন্য চাপি পড়ে।
চূর্ণবৎ হইল তার হস্তী রথ ঘোড়ে॥
দেখিয়া কৌরবসেনা করে সিংহনাদ।
শঙ্খ ভেরী কাড়া বাজে নাহি অবসাদ॥
দুর্যোধন রাজা তবে পরম কৌতুকে।
জয় শব্দে কর্ণকে বাখানে সর্ব্বলোকে॥
ঘটোৎকচ বধ সাঙ্গ দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

গোবিন্দ তাহাকে শুনি হৈল হরষিত।
আনন্দে না আটে দেহ রঙ্গে পুলকিত॥
দড়ি দিয়া ঘোটক বান্ধিল যত্ন করি।
নাচিতে লাগিল তিনলোক অধিকারী॥
পুনর্জন্ম হেন আজি হৈল অর্জ্জুনের।
এ বলিয়া নাচে প্রভু গতি ভুবনের॥
অর্জ্জুনেরে কোল দিয়া বোলেন শ্রীহরি।
আজি সে কর্ণের হাতে তুহ্মি গেলা তরি॥
অর্জ্জুনে সন্দেহ হইয়া পুনি জিজ্ঞাসএ।
কহিতে লাগিল তবে কৃষ্ণ মহাশএ॥
কৃষ্ণে বোলে কহি শুন যথ বিবরণ।
ছেন গেল মৈল কর্ণ সেনাপতিগণ॥
ছেন হেতু কর্ণবীর কার্ত্তিক সমান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি কর্ণের উপাম॥
ভাগ্যে তার কবচ কুণ্ডল নিল হরি।
ভাগ্যে আজি ছেন গেল ঘটোৎকচ মারি॥
কি করিতে পারে তারে যম কুবেরে।
যেই ইন্দ্রে দিল ছেন সেই ইন্দ্রে না পারে॥
গাণ্ডীব ধনুএ তাহা কি করিতে পারে।
কি করিতে পারে তাহা দেবতা অসুরে॥
তোহ্মাত জিনিতে কর্ণে ইন্দ্রেত মাগিয়া।
ছেন দিয়া কবচ কুণ্ডল গেল লইয়া॥
আজি কর্ণ হৈল যেন মলিন আগুনি।
কাল সর্প তেজ যেন লইয়া গেল মণি॥
যেই ক্ষণে এহি ছেন পাইয়া গেল কর্ণে।
তোহ্মারে মারিতে সেই রঙ্গ ছিল মনে॥
এবে সে মরিব কর্ণ তোহ্মার তীক্ষ্ণ শরে।
প্রতিজ্ঞা সফল হইল কহিল তোহ্মারে॥
দাতা তপস্বী কর্ণ ব্রাহ্মণ ভকত।
তাহাকে মারিতে পুনি আহ্মি নহি শক্ত॥
অস্ত্রে যার না ভেদএ বজ্র কলেবর।
তথাপিহ কর্ণ বীর মহাধনুর্দ্ধর॥
শরতের সূর্য্য হেন তেজ যে তাহার।
তুহ্মি পার তার অস্ত্র সহিতে নারে আর॥
এক উপাএ আছে মারিতে তাহারে।
পৃথিবী গ্রাসিব চক্র কহিলাম তোহ্মারে॥

CENTRAL LIBRARY

অস্ত্রহাতে কর্ণ যদি থাকএ যুঝার।
বজ্রহাতে ইন্দ্রেহ না পারে জিনিবার॥
তোহ্মারে রাখিতে মোর বহুল যতন।
হেন দিয়া মারিলাম রাক্ষসের গণ॥
ভুবনবিজয়ী বীর কর্ণ যে ধানুকী।
পৃথিবী জিনিতে পারে তাহা আহ্মি দেখি॥
সকল গন্ধর্ব্ব আহ্মি মারিএ সমরে।
ঘটোৎকচ টুয়াইয়া দিলাম কর্ণেরে॥
ব্রাহ্মণ হিংসক যেই বেদ যে হিংসক।
পাপী ঘটোৎকচ হএ ধর্ম্ম যে লোপক॥
ধর্ম্মহিংসা করে যেই তার বন্ধ আহ্মি।
ঘটোৎকচ হেতু চিন্তা কেনে পাও তুহ্মি॥
কর্ণক না চিন্তি আহ্মি মৈল বীর কর্ণ।
উপাএ চিন্তিয়া দিলাম মারহ অখন॥
ভীম যে মারিব দুর্য্যোধন দুরাচার।
হেন জানি কৈলাম ঘটোৎকচের সংহার॥
এথা ধৃতরাষ্ট্রে কহে রাত্রির যুদ্ধএ।
দুই সেনাএ কি করিল কহত সঞ্জএ॥
ঘটোৎকচ পড়িল কি কহিল যুধিষ্ঠিরে।
দুর্য্যোধনে কি করিল কহত তাহারে॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা ঘটোৎকচ মৈলে।
তার পাছে সাত্যকি কৃষ্ণের ঠাই বোলে॥
সাত্যকি জিজ্ঞাসে তবে কৃষ্ণদেব স্থানে।
কর্ণে অর্জ্জুনেরে হেনে না হানিল কেনে।
কৃষ্ণে বোলে তাহাকে মোহিল নানাপাকে।
আজি কালি মারিব হেন জানি ছিল লোকে॥
এহিমতে অর্জ্জুনেকে মারিতে আরতি।
আহ্মি তাকে মাঞাএ মোহিএ নিতি নিতি॥
এথেকে না এড়ে হেন অর্জ্জুন দেখিয়া।
হেন খণ্ডাইল আহ্মি মনেতে চিন্তিয়া॥
মনে সুখ নাহি মোর নিদ্রা নাহি রাতি।
আজি সে হইল রঙ্গ নিবারিয়া শক্তি॥

এহিমতে সাত্যকিতে কহে নারায়ণ।
ব্যাসদেব হেতু আহ্মি জানি দিব্যজ্ঞান॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে কর্ণ শকুনি আহ্মার।
কুৎসিত দেখিলাম মুঞি পুত্র যে রাজার॥
যদি জানে এহি হেনে একজন মরে।
হেন সনে ইন্দ্রে যাথে রাখিবারে নারে॥
প্রথম কালেত কেনে কর্ণে না মরিল।
কৃষ্ণঅর্জ্জুনকে কেন হেন না মারিল॥
সঞ্জএ কহেন রাজা চিত্তে না লএ।
নানা যুক্তি করে তবে কৃষ্ণের মাঞাএ॥
বিধাতা বিমুখ হৈল কিসের উপাএ।
ধৃতরাষ্ট্রে কহে দৈব বীর সমুদাএ॥
কর্ণ আদি করি যত আহ্মার যুঝার।
কহিলু জীবন আজি নাহিক তাহার॥
তবে পুনি পশ্চাতে কেমত হৈল রণ।
ভালমতে কহ সূত যথ বিবরণ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা কতুক তোহ্মার দলে।
মহা সিংহনাদ হৈল জয় জয় রোলে॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির কহন্ত ভীমেরে।
আগু হৈয়া ভীমসেন রাখহ সমাইরে॥
ঘটোৎকচ না দেখি মোর শরীর অস্থির।
ধনু এড়ি রথেত বসিল মহাবীর॥
পুনঃ পুনঃ শরীর আথির জলে তিতি।
কর্ণের বিক্রম দেখি ভয় লাগে মতি॥
কৃষ্ণে কহে মহারাজা না ভাবিয় শোক।
তোহ্মার চিন্তাএ শোক পাএ সর্ব্বলোক॥
উঠ উঠ মহারাজা কহি তত্ত্বসার।
তুহ্মি কান্দিলে রাজা ভরসা কাহার॥
নৃপতি কহন্ত আহ্মি জানি ধর্ম্মশুদ্ধি।
উপকার না মানিলে সেই ব্রহ্মবধী[১]॥
শিশু হৈতে ঘটোৎকচ বড় সুচরিত।
বনবাসে আহ্মি সবের বড় কৈল হিত॥

১. পুথির পাঠ—বুধি

CENTRAL LIBRARY

স্বর্গেত অর্জ্জুন গেল অস্ত্রের নিমিত্তে।
কামাকেতে ঘটোৎকচ আইলা মোর প্রীতে॥
অর্জ্জুন যাবতে আইসে রহিল তথাতে।
যথাএ বলি আগ্নি সবে যাওএ তথাতে॥
মোর বড় স্নেহ তাতে কি কহিব তথা।
স্মরিতে তাহার কথা মনে লাগে ব্যথা॥
দেখ কৃষ্ণ কৌরবে আক্ষার সৈন্য ভাঙ্গে।
মহাকোপে দ্রোণ কর্ণ দেখ সৈন্য আগে॥
আজি রথা দেখিএ ভীমের বাহুবল।
অর্জ্জুনের যত বল সকলি বিফল॥
ঘটোৎকচ শোকে মুঞি শুধিবাম ধার।
এ বলিয়া যাএ রাজা কর্ণ মারিবার॥
দেখিয়া নৃপতি শোক সর্ব্বলোক রোষে।
এ বলিয়া যাএ রাজা কর্ণের উদ্দেশে॥
পঞ্চশত সহস্র রথ তিন সহস্র হস্তী।
দস সহস্র ঘোটক যে লৈক্ষেক পদাতি॥
কৃষ্ণে কহে ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির রোষে।
কর্ণের সমুখে রাজা মিলিল হতাশে॥
এ বলিয়া কৃষ্ণে দিল রথ খেদাইয়া।
দূরে গেল যুধিষ্ঠির লাগ না পাইয়া॥
কোপে শোকে যুধিষ্ঠিরে অগ্নি জ্বলে চিত্তে।
পুনি ব্যাস মুনি আইল অর্জ্জুন বুঝাইতে॥
কর্ণ হেন হৈতে আজি বত্তিল অর্জ্জুন।
ঘটোৎকচ লাগি কেনে হইছ করুণ॥
সকল প্রাণের এই অন্তকালে গতি।
রাজা সব লৈয়া রাজ্য কর নরপতি॥
পঞ্চম দিবসে পৃথ্বী হইব তোহ্মার।
ধর্ম্ম করহ মাত্র অহিংসা যে সার॥
এ বলিয়া ব্যাসদেব গেলেন্ত তখনে।
সঞ্জয়র দিব্য কথা সঞ্জয়ে বাখানে॥

ব্যাসের বচনে ক্রোধ তেজিল কর্ণের।
তখনে চলিল রাজা আপন সৈন্যের॥
শিখণ্ডীবিজয়ী নামে দুর্ম্মুখকুমার।
দ্রোণক মারিতে যাএ সহাএ রাজার॥
দ্রোণে যুঝিতে কেহ যুঝিতে না পারে।
বেড়িয়া দ্রোণক হানে না করে বিচারে॥
রাজার বচনে সেনা দ্রোণ ভিতে রোষে।
আগে হইল দ্রোণবীর বৃদ্ধ যে বয়সে॥
তাহা দেখি দুর্য্যোধন কর্ণেরে লইয়া।
দ্রোণ পাশে চলিলেক সহাএ হইয়া॥
প্রহরেক রাত্রিশেষ আছএ তখনে।
শ্রান্ত হইল হস্তী ঘোড়া যথ পাইকজনে॥
নিদ্রাএ ক্ষুধাএ লোক ঘাএ যে জর্জ্জর।
প্রহরেক রাত্রি হইল সহস্রেক বৎসর॥
হস্তীঘোড়া রথ হৈতে পড়ে ঘুমাইয়া।
হস্ত হৈতে অস্ত্র সব পড়এ খসিয়া॥
নিদ্রাএ আকুল লোক কিছু নাহি জানে।
স্বপ্ন দেখি উঠে লোক ইষ্টমিত্র হানে॥
দুই সেনা মিশাইল ঘোর অন্ধকারে।
নিদ্রাএ না জানে লোকে কেবা কারে মারে॥
সেদিন ধার্ম্মিক লোক যেবা তাতে আছে।
নামগোত্র জিজ্ঞাসিয়া হানিলেক পাছে॥
নিদ্রাএ পীড়িত লোক নানা বোল বোলে।
ধনু হাতে যুদ্ধ করে চক্ষু নাহি মেলে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত লোক রহ জিরাইয়া।
সূর্য্যের দয়া হইলে যুঝিবাম গিয়া॥
ধার্ম্মিক অর্জ্জুন বীরের সদয় বাক্য শুনি।
কৃষ্ণার্জ্জুন ধৈন্য অর্জ্জুনেরে করিল মেলানি॥
খানিক জিরাইয়া তবে দুইদল সৈন্যে।
সাধু সাধু করি তবে অর্জ্জুন বাখানে॥
অন্ধকারে সর্ব্বসৈন্য ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ।
অর্জ্জুনেরে প্রশংসিয়া সুখে নিদ্রা যাএ॥
ভূমিতে শয়ন কৈল পদাতি যুঝার।
এহি বলি নিদ্রা আইল সকল প্রজার॥
কবচ সহিতে হস্তী শয়ান ভূমিতলে।
সর্প সম মুণ্ড লড়ে রহিল নিশ্চলে॥

CENTRAL LIBRARY

শীতল করিল ভূমি নাকের নিশ্বাসে।
বীর সবের নিদ্রা শব্দে দেবতা তরাসে॥
ঘটোৎকচ বধ পুনি দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

বিরাট-দ্রুপদ প্রভৃতি যোদ্ধার পতন

সঞ্জয়ে কহন্ত রাজা শুনহ অখনে।
যেইমতে সমর হইল আজি রণে॥
তবে হৈল পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য প্রকাশিত।
কুমুদ হইল তবে লজ্জাএ মুদিত॥
নববধূ মনোহর পাইল প্রকাশ।
তারাগণ লুকাইল নাহি অবকাশ॥
সর্ব্বলোক জাগিল রজনী অবসানে।
সূর্য্য তেজে পদ্মবন ফুটিল তখনে॥
দুই বলে বাদ্য উঠি নানা রোল করি।
দুইদলে উঠিলেক করি হুলাহুলি॥
প্রভাতে তোহ্মার পুত্রে মূঢ় দুর্য্যোধনে।
সৈন্য হৈতে উঠি গেল দ্রোণের শরণে॥
সুরাসুর যথা গন্ধর্ব্ব তিনলোকে।
দিব্য অস্ত্রে পারহ জিনিয়া দিতে মোকে॥
শিষ্য বলি গুরু তুহ্মি ক্ষেমহ পাণ্ডব।
দোষ নাহি তোহ্মার কুদিন মোর সব॥
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি সাত্যকি মহাজন।
জিনিবারে পার তুহ্মি যুদ্ধে সর্ব্বক্ষণ॥
এহিমতে পুত্রে তোহ্মার দ্রোণক রোষাএ।
দ্রোণে কোপ করি তবে নৃপতিক চাহে॥
বৃদ্ধকালে প্রাণপণে যুঝি তব কাজে।
তথাপি আহ্মারে মন্দ বোল সভামাঝে॥
ভালমন্দ এথ কর্ম্ম করি তোহ্মা বলে।
বিক্রমে মারিমু সেনা পাণ্ডব পাঞ্চালে॥
শকুনি তোহ্মার মামা ভালো পাশোআর।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জানে পণ্ডিত হএ ভাল॥
অর্জ্জুন জিনিতে চাহ নিজ বাহুবলে।
পাশা খেলি হএ নহে জানিবা পড়িলে॥
অর্জ্জুনেরে কেহ পুনি জিনিতে না পারে।
খাণ্ডবদাহনে তাকে না জিনে পুরন্দরে॥
বন্দী হৈতে রাখে তোহ্মা গন্ধর্ব্বের হাতে।
সেই অর্জ্জুনেরে কেহ না পারে জিনিতে॥
অর্জ্জুনের তেজ কেহ সহিতে না পারে।
মূর্খ সবে ভারে তোহ্মা নানান প্রকারে॥
তুহ্মি গিয়া যুঝ দেখি অর্জ্জুনের সনে।
অর্জ্জুনের বাণ খাইলে জানিবা তখনে॥
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি না হইও তরল।
পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা মারিমু সকল॥
কিবা আজি তোহ্মারে দি পৃথিবী করি বশ।
নহে কিবা স্বর্গে যাই রাখিয়া সাহস॥
দ্রোণের প্রতিজ্ঞা শুনি হরষিত মনে।
প্রত্যয় করিল তোহ্মারে মূর্খ পুত্রগণে॥
দ্রোণের বচনে দুই ভাগ হইল সেনা।
আগু হৈয়া পাণ্ডব কটকে দিল হানা॥
যম ইন্দ্র অগ্নি হেন হইল দ্রোণক।
দ্রোণে অস্ত্র বরিষএ চাপিয়া কটক॥
দ্রোণবাণে মুণ্ড পড়ে পৃথিবী ছাইয়া।
বিরাট দ্রুপদ তবে নিজ সৈন্য লৈয়া॥
দ্রোণক মারিতে যাএ ক্রোধে আগু হৈয়া॥
দ্রুপদের তিন পুত্র হৈল আগুয়ান।
তাহা দেখি হানে দ্রোণে অতি চোখা বাণ॥
রথ হৈতে তিন জন পড়ে ভূমিতলে।
পাণ্ডবপাঞ্চাল সেনা হৈল বিকলে॥
পুত্রপৌত্রের শোকে দ্রুপদ জ্বলে রোষে।
বিরাট সহিতে সেই বাণ যে বরিষে॥
বাণে বাণ কাটে দ্রোণে ক্ষত্রিয় অন্তক।
জর্জ্জর হইল [বাণে] দ্রুপদ বিরাটক॥
পুনি যে বিরাটে হানে চতুর্দ্দশ শাবল।
তার পাছে ছেন মারে উজ্জ্বল নির্ম্মল॥
তখনে বরিষে দ্রোণে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
দশ বাণে শাবল করিল খানখান॥

শানেত চিকণ বাণ দুরমানে এড়ে।
বজ্রসম বাণ খান উল্কা হেন পড়ে॥
বিরাট দ্রুপদ দুই পড়ে একবারে।
ভূমিতে পড়িল মুণ্ড কুণ্ডল টোপরে॥
রাজার বেহাই পড়ে রাজরাজেশ্বর।
মৎস্য পাঞ্চাল সেনা কান্দিল প্রচুর॥
ভাই ভাই পুত্র সব বাপের মরণে।
সভামৈধ্যে শব্দ করিল ধৃষ্টদ্যুম্নে॥
যজ্ঞ দান আদি করি যথ ক্ষত্রিধর্ম্মে।
শেষকাল যথ হএ কৈলু তার মর্ম্মে॥
দ্রোণক না মারি যদি আজুকার দিনে।
তবে মোর গতি হৌক নরকভুবনে॥
এহি সৈত্য করি বীর তারক সহিতে।
দ্রোণক মারিতে বীর যাএ এক রথে॥
তাহা দেখি দুর্য্যোধন কর্ণ যে শকুনি।
দ্রোণক রাখিতে সবে ধাএ অনুমানি॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য কুপিল নির্ভয়ে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আচ্ছাদিয়া বাণ বৃষ্টি করে॥
রক্তের যে নদী হৈল মাংস হৈল পঙ্ক।
রুধির পিবএ তথা শিবা গৃধ্র কঙ্ক॥
ঘাএ জর্জ্জর ঘোড়া যথ রথ টানে।
উত্তম ঘোটক কত সহিবেক প্রাণে॥
গলা চালাইয়া রথ টানএ দুর্গতি।
রক্তের উপরে ভাসে বড় বড় হস্তী॥
তবেত যে স্থির হইল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
রক্তে রাঙ্গা বীরসব দেখিতে সোন্দর॥
প্রহরেক বীরসব প্রকাশ সমএ।
দ্রোণের প্রচণ্ড রণ কটকে না সহে॥
দশ বাণে হানে দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন বুকে।
রথেত পড়িয়া তার রক্ত আইসে মুখে॥
ভূমিপদে ধাএ তবে পাঞ্চালের রাজা।
তাহারে দেখিয়া হাসে দুর্য্যোধন তেজা।
বৃদ্ধ বয়স দ্রোণ যুঝিতে তরুণ।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ হানএ দারুণ॥

দ্রোণ অর্জ্জুনে দুই হইল সমর।
নানা দিব্য বাণ এড়ে দুই ধনুর্দ্ধর॥
যত অস্ত্র দ্রোণে এড়ে সংহারে অর্জ্জুনে।
অধিক অধিক বাণে অর্জ্জুনেরে হানে॥
আহ্মি গুরু তুহ্মি শিষ্য দৈন্য তিন লোকে।
অধিক অধিক রণ দেখাএ সমাইকে॥
দেবগণে আকাশেত দোহারে বাখানে।
পুষ্প বৃষ্টি করে ইন্দ্র থাকিয়া গগনে॥
দুই রুদ্র যুদ্ধ যেন দেখিএ বিশেষে।
এত ভাল অস্ত্র কথাএ পাইল মনিষ্যে॥
ক্ষেণে দিবা ক্ষেণে রাত্রি ক্ষেণে অগ্নিময়।
ক্ষেণে ক্ষেণে তপ্ত বাউ ক্ষেণে বৃষ্টি হএ॥
হেনমতে দেবগণে দুই আলোকএ।
দুইবীরে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনএ॥
নির্ভএ অর্জ্জুনে তবে ব্রহ্মঅস্ত্র এড়ে।
ব্রহ্মঅস্ত্রে ব্রহ্মঅস্ত্র ক্ষয় করি পড়ে॥
অস্ত্রের আনলে লোকে দুই চক্ষু ধরে।
এহিমতে দুই বীরে নানা অস্ত্র করে॥
কোপে দ্রোণে বাণ হানে অতি বড় রোষে।
বুকে ফুটা অর্জ্জুনের পৃষ্ঠে দিয়া ঘষে॥
রুধির স্রবএ ধারে যেন স্রোত নদী।
দ্রোণ সনে যুদ্ধ হৈল নাহিক ঔবধি॥
প্রহারে জর্জ্জর হৈল কুন্তীর নন্দন।
রক্তে রাঙ্গা হইলেক প্রভাত তপন॥
ক্রোধ করি দ্রোণে পুনি ব্রহ্মঅস্ত্র এড়ে।
সঙ্কট দেখিয়া পার্থ মুখে ধুলা উড়ে॥
শীঘ্র রথ চালাইয়া নিল নারায়ণ।
দ্রোণ হাতে আজিকার না রহিব জীবন॥
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন মনেত অসুখ।
রথ লৈয়া ক্রোধে গেল দ্রোণের সমুখ॥
তাহা দেখি দ্রোণে যুঝে যেহেন আনল।
শতে শতে বাণ হানি করিল বিকল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের কাটিল ধনুর্গুণ।
আর ধনু লইয়া দ্রোণে হানএ দারুণ॥

CENTRAL LIBRARY

চারিবাণে দ্রোণের কাটি শিরস্ত্রাণ।
রথসনে সারথির লইল পরাণ॥
মাথার টোপর কাটে কুণ্ডল সহিতে।
মোহ গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন পড়িল ভূমিতে॥
আস্তেব্যস্তে সাত্যকি হইল আগুয়ান।
এহি ছিদ্রে ধৃষ্টদ্যুম্ন রণেতে পলান॥
সাত্যকি দেখিয়া তোহ্মার পুত্র ক্রোধ হইল।
ধনু লৈয়া সাত্যকিরে মারিবারে গেল॥
হাসিয়া সাত্যকি কহে চোখা বাণ জুড়ি।
শেষকালে গেল রাজা বাণকে রাখহি॥
দুর্য্যোধনে বোলে কথা গেল শিশুকাল।
কথা সে কৌতুক জানি বেহান বিকাল॥
সাত্যকি বোলএ রাজা হান মোর গাএ।
মিত্রজন দেখি দুঃখ সহন না যাএ॥
ঘটোৎকচ মারিয়াছে মোর প্রাণ সম।
সেই কোপে আজি তাক দেখাইমু যম॥
এ বলিয়া সাত্যকি করে বাণ বরিষণ।
সাত্যকির মর্ম্ম চাহি হানে দুর্য্যোধন॥
সাত্যকিএ কুপিয়া হানিল রাজার বুকে।
খরবাণে দুর্য্যোধনে হানিল তাহাকে॥
আকর্ণ পুরিয়া রাজা সাত্যকিরে বোলে।
সাত্যকিরে মারিবারে চাহে মনে মনে॥
সাত্যকি কাটিল বাণ ধনুক সহিতে।
নৃপতির সারথি কাটিল আচম্বিতে॥
ঘোড়া ধ্বজ কাটি শেষে খণ্ড খণ্ড করে।
দুর্য্যোধন বুকেত হানিল বজ্রশরে॥
শরবৃষ্টি আরম্ভিল অতি বড় রোষে।
ভয় পাইয়া পুত্র তোহ্মার পলাএ তরাসে॥
ক্ষেণেকে আইল তবে সাত্যকি মারিতে।
আর বার হানাহানি হইল তথাতে॥
সাত্যকির বাণ রাজা সহে কতক্ষণে।
আর বার ভঙ্গ দিল রাজা দুর্য্যোধনে॥
এহি ছিদ্রে সাত্যকিএ কুরুসৈন্যে পশে।
পাকা তাল হেন মুণ্ড পড়ে দশ দিশে॥

তাহা দেখি দুর্য্যোধন কর্ণ যে শকুনি।
কৃতবর্ম্মা আদি করি শল্য যে সন্ধানী॥
বেড়িয়া সাত্যকি তারা হানে চতুর্ভিতি।
সকলের বাণ কাটে সাত্যকি মহামতি॥
দিব্যঅস্ত্র যত এড়ে সে বীর সকলে।
সাত্যকি কাটএ তারা নানা অস্ত্রবলে॥
হেনকালে সোমদত্ত বাহ্লীক রাজন।
সাত্যকি উপরে বাণ করে বরিষণ॥
সাত্যকিরে বাণ হানি করিল জর্জ্জর।
তখনে সাত্যকি বীর কুপিল নির্ভরে॥
দুই গোটা অর্দ্ধচন্দ্র মহাকোপে এড়ে।
একবারে দুই মুণ্ড ভূমিতলে পড়ে॥
কলিঙ্গের দুই রাজা পড়িল দেখিয়া।
সাত্যকিরে হানে সবে বহুল কুপিয়া॥
তাহা দেখি ভীমসেন হইল আগুয়ান।
গজ সৈন্য মারিয়া করিল খান খান॥
শীঘ্র ধাএ কর্ণবীর দেখিয়া ভীমেরে।
কর্ণে ভীমের ধনু কাটিলেক খুরে॥
ভীমের সারথি কাটে আকর্ণ পুরিয়া।
কোপে ভীমে গদা হানে বাহু পসারিয়া॥
রথের তিন চক্র ভাঙ্গি মারিল সারথি।
খণ্ড খণ্ড কৈল তবে বন ভাঙ্গে হাতী॥
তাহাকে না সহে কর্ণ নানা অস্ত্র জানে।
ভীমের উপরে বাণ লৈক্ষ লৈক্ষ হানে॥
কর্ণের প্রহার ভীমে সহিব কেমনে।
ভীমে পশিল গিয়া সেই গজ সৈন্যে॥
কর্ণ দেখি যুধিষ্ঠিরে মনে ভয় পাইয়া।
বীর সব লৈয়া চলে সংহতি করিয়া।
তখনে হইল বেলি পূর্ণ যে সমান।
পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা হৈল আগুয়ান॥
মহারণ হৈল তবে পাঞ্চালে আর দ্রোণে।
দানব সংহারে যেন ইন্দ্রদেবগণে॥
দ্রোণ আগে পাণ্ডুসেনা কেহ নাহি রহে।
তাহা দেখি কহে কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জএ॥

ধনুহাতে যুদ্ধে যদি দ্রোণ যে ব্রাহ্মণে।
বজ্রহাতে ইন্দ্রেহ না পারে যার সনে॥
ধনু অস্ত্র এড়ি যদি যুদ্ধ নাহি করে।
অধর্ম্মে জিনিতে পার ধর্ম্ম এড় দূরে॥
অশ্বত্থামা মৈল হেন করহ প্রচার।
এহিমতে পার মাত্র দ্রোণ মারিবার॥
হেনকালে দৈবযোগে বিধির ঘটন।
ভীমে আর ইন্দ্রবর্ম্মাএ হৈল মহারণ॥
মালবের রাজা সে যে নাম ইন্দ্রবর্ম্মা।
ঐরাবত সম তার হস্তী অশ্বত্থামা॥
গদার বাড়িএ ভীমে মুণ্ড ভাঙ্গে তার।
অশ্বত্থামা মৈল হেন করিল প্রচার॥

দ্রোণাচার্যবধ প্রসঙ্গ

ভীমে তবে ধাই গেল দ্রোণের নিকটে।
প্রণাম করিয়া কথা কহেন কপটে॥
মনেত সঙ্কোচ হইয়া কহে ধীরে ধীরে।
অশ্বত্থামা মরে গুরু অখন সমরে॥
শুনিয়া পুত্রের মৃত্যু পড়ে মোহ হইয়া।
চিন্তিতে লাগিল দ্রোণ তাহাকে দেখিয়া॥
মুহর্চ্ছিত হৈয়া দ্রোণে রহে পুত্রশোকে।
পুত্রের বিক্রম জানে তথাপিহ দুঃখে॥
আহ্মার পুত্রেরে কেহ না পারে লঙ্ঘিতে।
পুনি কোপ হৈয়া দ্রোণে ধনু লন হাতে॥
আপনার বরিষ্ট মূল [শত্রু] মারিবার।
শঙ্খপত্র বাণে রথ কাটিল তাহার॥
অনায়াসে দৃষ্টদ্যুম্নের কাটিলেক ধনু।
তাহা দেখি দৃষ্টদ্যুম্নের কাপে সর্ব্বতনু॥
পুনি আর গদা দ্রোণ ভিতে হানে।
মৈধ্যপথে দ্রোণ বীরে সেই গদা ছিড়ে॥
তাহা দেখি দৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ লৈল হাতে।
লাফ দিয়া চড়িলেক দ্রোণাচার্য্য রথে॥
নিকটে দেখিয়া অরি হানএ কুপিয়া।
নারাচ জুড়িয়া খড়্গ পালাএ কাটিয়া॥
তাতে দৃষ্টদ্যুম্ন বীর বিদ্যুতআকারে।
সাচানের মত সে যে নানা গতি করে॥
তাহা দেখি আকাশেত দেবতা বিস্ময়।
তাহা দেখি দ্রোণ বুড়া কিছু নাহি ভএ॥
মহাশর দ্রোণ বীর ধনুতে জুড়িল।
দৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মভেদি ভূমিতে পড়িল॥
ভূমিতে পড়এ দেখি হানএ সত্বর।
রঙ্গে রাঙ্গা দৃষ্টদ্যুম্ন ধূলাএ ধূসর॥
অপমানে ভঙ্গ দিল পড়িতে পড়িতে।
সাত্যকির রথে তারে তোলে দুই হাতে॥
দৃষ্টদ্যুম্ন দেখিয়া সাত্যকি করে রণ।
দেখিয়া ধাইল কর্ণ আর দুর্য্যোধন॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কৃষ্ণ রাজার সংহতি।
মোর শিষ্য সাত্যকি যুঝএ নানাভাতি॥
পঞ্চম দিবস রণ দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবার কহিল সঞ্জএ॥

সাত্যকির রণ দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রাজা চলিল তখন॥
বেড়িয়া সাত্যকি তবে হানে নানাভিতি।
সব অস্ত্র কাটিল সাত্যকি মহামতি॥
তাহা দেখি দৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
সহদেব নকুল ভীম আইল ধাইয়া॥
সাত্যকি রাখিতে সব হৈল আগুয়ান।
অতি বড় রণ হৈল কি কহিমু বাখান॥
ঝঞ্ঝাবাত উল্কাপাত হএ পৃথিবীত।
দ্রোণেরে বেড়িয়া বাণ হানে চারি ভিত॥
রথের গর্জ্জন তাহা শুনি নানাভাতি।
হস্তী ঘোড়া বহুল পড়এ শতাশতি॥
নিশ্চএ হইল দ্রোণ খড়্গ যে নিয়ড়ে।
বাম বাহু কাম চক্ষু সঘন উফরে॥
ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি দৃষ্টদ্যুম্ন বৈরী।
মরণ নিকট দেখি দৃঢ় রণ করি॥

CENTRAL LIBRARY

চারিদিকে বেড়ি হানে পাঞ্চালের গণে।
সকল কাটএ দ্রোণে হানি চোখা বাণে॥
তিন কোটি মহারথী ক্ষত্রিয় মারিয়া।
পঞ্চলৈক্ষ মহারথী হস্তী যে পাড়িয়া॥
চতুর্দ্দিগের সৈন্য কাটি নির্ম্মূল করিল।
শিশুপুত্রে সাত্যকিরে তখনে খেদিল॥
এহিমতে কাটে দ্রোণে কটক বিস্তর।
অবশিষ্ট কটক যে হইল বিকল॥
কুপিয়া ব্রাহ্মণে তবে অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে।
পাণ্ডব পাঞ্চাল রথী লৈক্ষে লৈক্ষে ছিড়ে॥
পাঞ্চালে ভরিল মহী মাংস হৈল পঙ্ক।
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি সকলে দিল ভঙ্গ॥
তিন কোটি ঘোড়া যে পাঞ্চাল সমুদাএ।
একেশ্বর দ্রোণ বীরে সকল লোটাএ॥
পুনি ব্রহ্মঅস্ত্র বাণ ধনুকেত জোড়ে।
কুণ্ডল টোপর সমে বীর সব পড়ে॥
পুনি দ্রোণে মারে যত বিরাটের সেনা।
সমর দোসর মারে কোটি কোটি জনা॥
সকল সংহার দেখি আচার্য্যের রণে।
আকাশ উপরে আইল মুনিসিদ্ধগণে॥
অগ্নি আদি করি যত পুরুষ দ্রোণের।
বিশ্বামিত্র জামদগ্ন্য জনক রামের॥
ভরদ্বাজ গৌতম যে বশিষ্ট কাশ্যপ।
আর যত মহাঋষি আসিলেক সব॥
দ্রোণ স্থানে সে সকল কহে পুনঃ পুনঃ।
অধর্ম্ম না কর তুহ্মি শুন মহাজন॥
অল্প মনিষ্যে ব্রহ্ম অস্ত্র নাহি জানে।
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ি কেনে মার কি কারণে॥
কাটে অস্ত্র এড় কেনে না পার মারিতে।
নিজ ধর্ম্ম এড়ি চাহ পাপ যে করিতে॥
আজি সাঙ্গ হৈল তোহ্মার পৃথিবীর স্থিতি।
স্বর্গে যাই আইস তুহ্মি আহ্মার সংহতি॥
সৈত্য ধর্ম্ম জান তুহ্মি শাস্ত্রেত পণ্ডিত।
পরম ব্রাহ্মণ তুহ্মি বেদ বেদজ্ঞিত॥
মুনি হইয়া আপনে করিলা ক্ষত্রিধর্ম্ম।
হেনমত শিষ্য জান নাহি করে কর্ম্ম॥
একাদশ সহস্র বরিষ অস্ত্র হৈল।
আহ্মি সব মুনিগণে তোহ্মাতে কহিল॥
তাহাকে শুনিয়া দ্রোণে চিন্তে মনে মনে।
শোকে দুঃখে মনে মনে চিন্তিলেক দ্রোণে॥
শোকে পুছে দ্রোণাচার্য্যে যুধিষ্ঠির স্থানে।
কহ কহ যুধিষ্ঠির শুনি বিবরণে।
অশ্বত্থামা মৈল হেন শুনিএ বচন।
সৈত্য সৈত্য কহ মোতে সে সব কথন॥
ত্রৈলোক্য অনিত্য যদি হএ কদাচিত।
তথাপিহ ধর্ম্মরাজ না কহে অনিত্য॥
হেনমত জানিয়া অনেকে না পুছিল।
হেন জানি যুধিষ্ঠিরেত পুছিতে লাগিল॥
সঙ্কোচ হইয়া রহে রাজা ধর্ম্মসুত।
অযুক্ত কথা শুনি বড়হি অদ্ভুত॥
তাহা শুনি কৃষ্ণে কহে যুধিষ্ঠির স্থানে।
এক বাক্য কহি রাজা রাখহ জীবনে॥
যদি মিথ্যা কহনে অনেক প্রাণী রহে।
তাহাতে অধর্ম্ম নাহি ধর্ম্ম শাস্ত্রে কহে॥
একজন হেতু যদি অনেক জন বর্ত্তে।
তাহাতে অধর্ম্ম নাহি শুন কহি তত্ত্বে॥
হেন কর্ম্ম কর তুহ্মি রক্ষা পাএ সব।
এক কথা কহি আহ্মি শুনহ পাণ্ডব॥
যদি ধনুর্বাণে দ্রোণে যুঝে অনিবার।
তিলার্দ্ধেক পারে সব করিতে সংহার॥
ধনুর্বাণ এড়ি যদি নাহি যুঝে দ্রোণে।
তবে তাকে জিনিবারে পারে সবে রণে॥
এহি কথা কহি রাজা কর পরিত্রাণ।
ভীমে কহিল বহু কথা সমাধান॥
আহ্মি সব রৈক্ষা করি কর পরিত্রাণ।
মিথ্যা বলি ধর্ম্ম রাজা কহত কথন॥
শরীর রাখিতে তাত না লঙ্ঘ পাতকে।
এক বাক্য মহারাজ রাখহ সমাইকে॥

CENTRAL LIBRARY

আহ্মি সবের বাক্যে দ্রোণে না করে প্রত্যয় ।
এতেকে পুছএ তোহ্মা হইয়া বিস্মএ ॥
তিন লোকে জানে তুহ্মি সৈত্যবাদী সার ।
শুনিলে তোহ্মার বাক্য না যুঝিব আর ॥
হত ইতি গজ বলি কহিবা বচন ।
সৈত্য মিথ্যা কহ রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
কৃষ্ণের ভীমের বাক্যে না পারে লঙ্ঘিতে ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ জ্ঞান চাহেন ফলিতে ॥
অব্যক্ত কহবা হস্তী মিথ্যা যে কথাএ ।
অশ্বত্থামা মৈল হেন দ্রোণ যে শুনএ ॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে গুরু পড়িলেক ভাই ।
বীর করি কহে গজ শব্দ যে শুনাই ॥
অশ্বত্থামা মৈল হেন শুনিলেক দ্রোণে ।
গজ হেন না শুনিল মনিষ্য কারণে ॥
কথা কহিতে রথ পড়িল ভূমিত ।
তিলমাত্র তাহাকে না শুনে ধর্ম্মপথ ॥
আহ্মি মাত্র দেখিলাম নাশের কারণ ।
তাহা দেখি হাহাকার করে দেবগণ ॥
তাহা শুনি দ্রোণ বীরে ছাড়িল নিশ্বাস ।
বৃথা কেনে এত সৈন্য করিলাম বিনাশ ॥
ধনু এড়ি দ্রোণাচার্য্য বসিলেক রথে ।
দুর্য্যোধন দুর্য্যোধন লাগিল ডাকিতে ॥
কর্ণ কর্ণ করি ডাকে আর দুঃশাসন ।
সমরের যত্ন আজি কর সর্ব্বজন ॥
আহ্মি আর না যুঝিব পাণ্ডবের সনে ।
তুহ্মি সবে যত্ন কর সমর সন্ধানে ॥
এ বলিয়া ধনু এড়ি বসিলেক রথে ।
যোগধ্যানে বসিলেক দ্রোণ মহাসত্বে ॥
তাহা দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদকুমার ।
অগ্নি হৈতে জন্ম তার দ্রোণ মারিবার ॥
যেই ধনুর্বাণ যে অগ্নিতে উপাদান ।
সেই ধনুর্বাণ লৈল পূরিয়া সন্ধান ॥
মণ্ডলী ভিতরে যেন সূর্য্যতেজ জ্বলে ।
তথাপিহ দ্রোণাচার্য্য চিন্তা নাহি করে ॥
রথগতি ক্ষয় হৈল দুই প্রহর কালে ।
ব্রহ্মঅস্ত্র ব্যক্ত মন্ত্র চিন্তনে না মিলে ॥
আপনার তেজ অস্ত্র চিন্তিল তখন ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন উপরে করএ বরিষণ ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন আউদল কেশে ।
খড়্গ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাএ তরাসে ॥
হেন কালে ভীম গেল আচার্য্য গোচর ।
সঙ্কোচিত হইয়া কহে বীর বৃকোদর ॥
পাণ্ডবের সেনা মরে অশ্বত্থামা কাজে ।
আপনার ধর্ম্ম রাখ তিনলোক রাজে ॥
সিংহসম পুত্র তোহ্মার পড়িছে বিদিতে ।
যুধিষ্ঠির বচন প্রত্যয় লাগিল চিত্তে ॥
ই কথা শুনিয়া বাণ দ্রোণাচার্য্য এড়ি ।
সর্ব্বঅস্ত্র এড়িতে সকলে ডাক ছাড়ি ॥
পুত্রশোকে আচার্য্যের বিকল শরীর ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ তাহা হইল অস্থির ॥
পদ মৈধ্যে পদ থুইয়া হস্তে হস্ত দিয়া ।
গ্রীবা তলে রাখি হস্ত সংযোগ করিয়া ॥
শোকে যে নয়নের জল পড়ে সকরুণে ।
অর্জ্জুনেত তখনে কহিল জনার্দ্দনে ॥
দেখ পার্থ শাপে তোহ্মার গুরুক সংহারে ।
পাশুপাত অস্ত্র তুহ্মি মারহ সত্বরে ॥
আস্তেব্যস্তে পাশুপাত জুড়িল অর্জ্জুনে ।
বস্ত্র ভেদি সপ্ততাল ভেদিল তখনে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ রাজা না যাএ খণ্ডন ।
শিষ্যের হাতেতে হৈল গুরুর নিধন ॥
অর্জ্জুনে না জানে তত্ত্ব ভ্রমের কারণ ।
দ্রোণের উঠিল তেজ ভরিয়া গগন ॥
জ্যোতির্ম্ময় হৈয়া দ্রোণ বাতাস জুড়িল ।
সেইমতে দেহমাত্র রথেত রহিল ॥
তবে গেলা দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মার গোচর ।
কহিল সকল গিয়া ব্রহ্মা দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
হস্তজোড়ে ব্রহ্মাতে করিল নিবেদন ।
আপনে দিয়াছ বর পুত্র মহাজন ॥

CENTRAL LIBRARY

তবে কেনে পুত্র মোর পড়িলেক রণে।
কেনে হেন বর দিলা কহত আপনে॥
ব্রহ্মাএ বোলে পুত্র তোহ্মার না পড়ে রণেতে।
মিথ্যা কহিয়াছে জান ধর্ম্ম মহাশয়ে॥
কৃষ্ণের মন্ত্রণা হেতু হেন কর্ম্ম করে।
দেখ গিয়া পুত্র তোহ্মার আছএ সমরে॥
এথাতে অর্জ্জুন বীরে ধনু আছাড়িয়া।
গুরুশোকে কান্দেন্ত ভূমিতে পড়িয়া॥
এহিমতে কান্দে পার্থ কেহ নাহি জানে।
কোলে করিয়া সান্ত্বাএ যে গোবিন্দে আপনে॥
ধনু অস্ত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখি দ্রোণ হাতে।
খড়্গ লৈয়া উঠিলেক দ্রোণাচার্য্য রথে॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য বহুল কুপিয়া।
সকল পাণ্ডবগণ বিনাশিমু গিয়া॥
দেহ মৈধ্যে ব্রহ্মা আসি নাহি সঞ্চারিতে।
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উঠে খড়্গ হস্তে॥
কান্দিতে কান্দিতে পার্থ বোলএ তখনে।
না মার না মার গুরু এড়হ অখনে॥
না শুনিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ধাইল সত্বর।
বাম হস্ত দিয়া যে দ্রোণের কেশে ধরে॥
নানা অস্ত্রশাস্ত্রে দ্রোণ দেবঅবতার।
মৃত দেহে কাটা সেই সৈন্য রাখিবার॥
জিত না আছে জান শরীরে পশিতে।
হেনকালে দ্রোণমুণ্ডে কাটে খড়্গ হাতে॥
তাহা দেখি দ্রোণ বীর গেল ব্রহ্মপুরে।
কহিল সকল গিয়া ব্রহ্মার গোচরে॥
গোবিন্দে হানিল তবে দেখিয়া তাহারে।
মৃতদেহ কাটিয়া বেটাএ যে দর্প করে॥
দ্রোণমুণ্ড কাটিয়া পালাএ তোহ্মার কটকে।
রক্তে রাঙ্গা দ্রোণমুণ্ড দেখে সর্ব্বলোকে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমে তবে করে কোলাকুলি।
কর্ণ দুর্য্যোধন মৈলে হেন প্রীতি করি॥
আনন্দের হুলাহুলি কটকে নাচএ।
জয়শব্দে টলমল পৃথিবী করএ॥

বৃহস্পতি বংশ দ্রোণ গেল ব্রহ্মলোকে।
সঞ্জএ কহিল কথা মনের কতুকে॥

অশ্বত্থামার সঙ্কল্প

আচম্বিত সপ্তসিন্ধু সাগর শুষিল।
সুমেরুর শৃঙ্গ যেন ভূমিতে পড়িল॥
মহাঅগ্নি নিভে যেন অরণ্য দহিয়া।
শিখর চাপিল যেন সমুদ্র চলিয়া॥
রাবণ মারিল কিবা রাম নরবর।
পৃথিবী টলিল কিবা মৈল পুরন্দর॥
দ্রোণ পড়িল তোহ্মার বাহিনী তরাস।
দশ দিকে ধাএ সব হইয়া হতাশ॥
রাখিতে না পারে রাজা কটক আশ্বাসি।
ভঙ্গ দিল রণ এড়ি হইয়া তরাসি॥
সর্ব্বআগে শকুনি পলাএ বহু সৈন্যে।
চৌদ্দ লৈক্ষ হস্তী লৈয়া পলাএ দুঃশাসনে॥
ষষ্টি সহস্র রথী লৈয়া পলাএ মহাভএ।
ভঙ্গ দিয়া যাএ কৃপ বিকল হৃদএ॥
রথ গজ সঙ্গে করি দুই লৈক্ষ সেনা।
ভঙ্গ দিল কৃতবর্ম্মা পাসরি আপনা॥
দুর্ম্মুখ সহিতে তোহ্মার সৈন্য এক কোটি।
তাহা লৈয়া ভঙ্গ দিল কাপাইয়া মাটি॥
চৌদ্দ সহস্র রথ তিন লৈক্ষ হস্তী।
তাহা লৈয়া ভঙ্গ দিল চিত্রসেন রথী॥
ভোজ কলিঙ্গ সেনা বাহ্লীক যবন।
লৈক্ষ লৈক্ষ সেনা ভঙ্গ দেখিয়া তখন॥
পঞ্চ লৈক্ষ রথ ঘোড়া বড়হি সুবেশ।
ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন বড়হি তরাস॥
পঞ্চ লৈক্ষ রথী সঙ্গে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
পাছে পাছে যাএ শোকে করে জরজর॥
মাথার টোপর সব পড়ে ভূমিতলে।
বসন রহিত কার বান্ধা নাহি চলে॥
কেহ কহে খুল্লতাত কেহ কহে ভাই।
ভাগিনাত কহে কেহ মনে দুঃখ পাই॥

CENTRAL LIBRARY

ষষ্ঠি সহস্র রথে সৈন্য হৈলে ভঙ্গ।
পৃথিবী বেড়িয়া হৈছে সমুদ্রতরঙ্গ॥
রথ হৈতে পড়ে কেহ পলাইয়া যাইতে।
কেহ কেহ পড়িল পথের দিকে যাইতে॥
এহিমতে কটক পলাএ প্রাণ লৈয়া।
অশ্বত্থামা আইসে তথা রথ খেদাইয়া॥
পাঞ্চাল রথী তাহা বেড়িল সমাইকে।
দ্রোণপুত্রে সর্ব্ব সৈন্য জিনিল ক্ষেণেকে॥
সঙ্কট তরিয়া গেল দুর্য্যোধন কাছে।
বিমুখ হইয়া বীরে নৃপতিকে পুছে॥
কি কাজে পলাও সেনা কতেক দুর্গতি।
ভঙ্গ দিয়া যাও কেনে কর্ণ আদি রথী॥
নিষ্ঠুর দারুণ বাক্য না আইসে রাজার মুখে।
ওষ্ঠ অধরে লোহ পড়ে মনোদুঃখে॥
নৌকা ভাঙ্গিলে যেন সাধু সদাগরে।
অশ্বত্থামাতে রাজা কহিতে না পারে॥
কৃপের স্থানেতে কান্দি কহিল বিস্তর।
কিছু স্থির হৈয়া কহে গদগদ স্বর॥
চরমুখে শুনিআছি যথ বিবরণ।
ভাগিনাতে কহে কৃপে কান্দিয়া বচন॥
চরমুখে শুনিআছি যথ বিবরণ।
ভাগিনাতে কহে কৃপে কান্দিয়া বচন॥
অশ্বত্থামা হস্তী ছিল ইন্দ্র যে ব্রহ্মার।
তাহাকে মারিয়া অশ্বত্থামার প্রচার॥
যুধিষ্ঠিরেত জিজ্ঞাসিল প্রত্যয় করিয়া।
মিথ্যা কহিলে যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ আজ্ঞা পাইয়া॥
শোক ভাঙ্গিয়া দ্রোণে ধ্যানেত দিল প্রাণ।
মৃতদেহে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল খান খান॥
যুধিষ্ঠিরে মিথ্যা কহে কৃষ্ণের বচনে।
চুলে ধরি ধৃষ্টদ্যুম্নে কাটিল তাহানে॥
সঞ্জএ কহিল কথা অশ্বত্থামাএ শুনি।
কালান্তক যম যেন জ্বলিলেক পুনি॥
হস্তে হস্ত ঘষে বীর দন্তে কড়মড়ি।
সর্প যেন উঠিলেক অতি শীঘ্র করি॥
পুনি পুনি মোছে দুই আখি হাত দিয়া।
নিঃশ্বসিতে আছে বীর দুর্য্যোধন চাহিয়া॥
যে রূপে পড়িল বাপু জানিলাম মর্ম্ম।
জারজ পাণ্ডুর পুত্রে না বিচারে ধর্ম্ম॥
শুনিলাম পাণ্ডুর পুত্র ধর্ম্ম পাপমতি।
গুরুরে বধিল দুষ্ট পাঞ্চাল দুর্ম্মতি॥
দৈবাধীন জয় ভঙ্গ তাতে কোন কাজ।
সৈত্য যুদ্ধে যেহ করে তাতে কোন লাজ॥
তথাপিহ না চিন্তিল বাপের নিমিত্ত।
হীনজনে ধরিলেক বাপের কেশেত॥
মুই পুনি করিলু অখনে শপথ।
পাঞ্চাল নির্ম্মূল আজি করিমু সমস্ত॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পাপীরে সর্বশেষে পরাজিমু।
তবে সে গাএ মুঞি কবচ এড়িমু॥
মুঞিপুত্র জিয়ন্তে বাপের পরাভব।
ই হেতু পুত্রের আশা কেনে করে সব॥
সংহারিব পাণ্ডবপাঞ্চাল পৃথিবীত।
বসুমতী পিবেক যুধিষ্ঠিরের শুনিত॥
মৃতবাপ যে মোর কাটিল কেশে ধরি।
হৃদয় সন্তোষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহারি॥
যদি ইন্দ্র কুবের আইসেক রণে।
মোর হস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নে রাখিবেক কোনে॥
এক অস্ত্র আছে মোর জানে ত্রিভুবনে।
বড় যত্নে বাপেরে দিয়াছে নারায়ণে॥
এহি অস্ত্র নাহি জানে পার্থ মহাশএ।
না জানন্ত এহি অস্ত্র দেবকীতনয়॥
অশ্বত্থামা বীরের শুনিয়া বীরদাপ।
কর্ণ দুর্য্যোধনের খণ্ডিল মনস্তাপ॥
শঙ্খ ভেরি বাদ্য বাজে শুনি কোলাহল।
ভূমি টলমল করে সাজে কুরুবল॥
অশ্বত্থামা না সহে বাপের পরাভব।
অনুক্রমে করে নারায়ণী অস্ত্র সব॥
বিপরীত বাউ বহে যে হেন পবন।
ত্রাস পাইয়া পাণ্ডব আইল সেইক্ষণ॥

CENTRAL LIBRARY

দেবদৈত্য সকল হইল কম্পমান।
যুধিষ্ঠিরে অর্জ্জুনেত পুছে ত্বরমান ॥
ভঙ্গ দিল কৌরব উলটি আইল বলে।
এথ মহাবর হৈল কিসের কারণে ॥
ধর্ম্ম প্রবোধিয়া কহে বীর ধনঞ্জয়।
কূট যুদ্ধে বধিলা আচার্য্য মহাশএ ॥
সুপ্রত্যয় করি দ্রোণে পুছিল তোহ্মাতে।
তুহ্মি মিথ্যা কহ রাজা প্রত্যয় কাহাতে ॥
কোন কর্ম্ম কৈলা তুহ্মি গুরু সংহারিয়া।
রাজ্যলোভে হেনমত অধর্ম্ম করিয়া ॥
শপথ করিল বীরে মহাকোপ করি।
নিবৃত্ত না হইব বিনে পাঞ্চাল না মারি ॥
যে মোর গুরুর কেশ ধরে কোপ করি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্য রাখুক আগুসারি ॥
মোর হোতে নাহি পুনি সৈন্য পরিত্রাণ।
এহি অস্ত্রে অশ্বত্থামা আস্ফালে প্রধান ॥
ভীম কহে আজু মুঞি গুরুপুত্র সনে।
অশ্বত্থামা মারিমু পশিয়া মুঞি রণে ॥
হেনকালে কুরুসৈন্য আইল বিদ্যমান।
যুধিষ্ঠিরে চিন্তা পাএ দেখি অনুষ্ঠান ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা বরিষন্তি শর।
বরিষার বৃষ্টি যেন পড়ে নিরন্তর ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখে [রি]পু সৈন্যের সংহার।
ভীম প্রতি কহে অশ্বত্থামা মারিবার ॥
নারায়ণঅস্ত্র ভএ না ছাড়ে অর্জ্জুনে।
ত্রাস পাইয়া সর্ব্ব সৈন্যে ভঙ্গ দিল রণে ॥
চিন্তাএ বিকল রাজা ধর্ম্মনরপতি।
সৈন্যভঙ্গ দেখি রাজা মনে পাইল ভীতি ॥
সৈন্য সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাএ তরাসে।
সাত্যকি পলাএ বৃষ্ণি সৈন্য লৈয়া পাশে ॥
দুই হাতে নিবারিয়া সৈন্য কোলাহল।
হিত উপদেশ কথা কহ দামোদর ॥
নারায়ণঅস্ত্র পুনি নহে নিবারণ।
হাত হৈতে অস্ত্র এড় যত বীরগণ ॥
রথ হৈতে ভূমিতলে থাক সর্ব্বজন।
হেন দেখি মহাঅস্ত্র হইবে নিবারণ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি যত যুদ্ধপতি।
শরাসন এড়ি করে কৃষ্ণেত ভকতি ॥
একেশ্বর বৃকোদর আরম্ভিল রণ।
শর নিবারণ কৈল আচার্য্যনন্দন ॥
ক্রোধমুখে অশ্বত্থামা হানে তীক্ষ্ণ শর।
চতুর্দ্দিগে বেড়িলেক বীর বৃকোদর ॥
সর্ব্বলোক বিস্মিত পাণ্ডবে ভাবে ত্রাস।
আজি ভীমসেন রণে হইবো বিনাশ ॥
অতি কোপে ভীমসেন যমতুল্য রণে।
সংসার গ্রাসিতে আইসে অস্ত্র নারায়ণে ॥
তথাপিহ বৃকোদরে করে সিংহনাদ।
কৌরবের মনে হইল বহুল সন্ত্রাস ॥
ন্যস্ত অস্ত্র এহি হিংসে নাহিসে পদাতি।
ভীমেরে বেড়িল গিয়া যম হেন অতি ॥
হাহাকার করএ অদ্ভুত চাহে লোক।
কৃষ্ণার্জ্জুন মনে বড় হইলেক শোক ॥
ভীমক দেখিতে নারে অস্ত্রে আবরিল।
প্রলয়কালেত যে হুতাশ জ্বলিল ॥
ধাইলেক দামোদর হইয়া পদরথী।
ভীমের নিকটে গেল কৃষ্ণ শীঘ্রগতি ॥
করন্ত ভৈরবনাদ বীর বৃকোদর।
মহাগদা পাকায়ন্ত যমের দোসর ॥
কৃষ্ণে তাকে নামাএ ধরিয়া রথ হৈতে।
নিষ্কাশন্ত ভীমসেন কোপ বাড়ে চিত্তে ॥
কৃষ্ণে কহে যাথে সহিতে নারে পুরন্দর।
তাহা কোনমতে সহিব তোহ্মার শরীর ॥
যুদ্ধমান না দেখিয়া সকল নিরস্ত্র।
সাম্য হৈল মহাঅস্ত্র কৃষ্ণের চরিত্র ॥
দিগন্তের প্রকাশ হৈল সর্ব্ব শান্ত মনে।
আপনে পাইল শান্তি অস্ত্র নারায়ণে ॥
পাণ্ডববাহিনী হৈল পরম আনন্দ।
অশ্বত্থামা মারিবারে করিল প্রবন্ধ ॥

সিংহনাদ কৈল তবে পাণ্ডববাহিনী।
তোহ্মা পুত্র হৈল যেন কাতর হরিণী॥
অশ্বত্থামাতে রাজা কহে পুনর্ব্বার।
আরবার এহি অস্ত্র এড়হ যুঝার॥
দ্রোণপুত্রে বোলে শুন রাজা দুর্য্যোধন।
পুনি এড়িবারে নারে অস্ত্র নারায়ণ॥
ব্যর্থ হইল নারায়ণ না হইল বিজএ।
এবে সে জানিলাম কৌরবের হৈল ক্ষএ॥
পিতৃবধ ভাবিয়া কুপিত দ্রোণসুত।
অতি কোপে করিল সমর অদ্ভুত॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর সনে করি যথ রণ।
পলাইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখিল জীবন॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল বৃকোদর।
দ্রোণপুত্র সনে রণ হইল ঘোরতর॥
ভীম সাত্যকির যদি ভঙ্গ হৈল রণে।
যুধিষ্ঠির ভঙ্গ দিল কৃষ্ণার্জ্জুন সনে॥
সৈন্য সর্ব্ব ভঙ্গ দিল পাইয়া অবসাদ।
তোহ্মার বাহিনী করে ঘোর সিংহনাদ॥
পুনি কৃষ্ণার্জ্জুন দুই আইল সেই থানে।
সৈন্য পরাভব দেখি কোপ হৈল মনে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দেখিয়া কুপিত অশ্বত্থামা।
যথ অস্ত্র বৃষ্টি করে মনে নাহি ক্ষেমা॥
ধনু টানি অশ্বত্থামা অগ্নি অস্ত্র ধরে।
মন্দরশ্মি দিবাকরে প্রভা নাহি করে॥
পৃথিবী সমান অস্ত্র সর্ব্ব তেজমএ।
পৃথিবী ভরিয়া পুনি হৈল অগ্নিমএ॥
পাণ্ডবের অশ্বগজ পুড়ি চূর্ণ কৈল।
আস্তেব্যস্তে অর্জ্জুনে যে ব্রহ্মঅস্ত্র লৈল॥
জড় জড় উৎপাত সব গেল দূর।
বাণে বাণে সংহারএ অর্জ্জুন মহাশূর॥
অস্ত্র পরাভব কৈলা দ্রোণের নন্দন।
পুনি অস্ত্র করিলেক হইয়া ক্রোধমন॥
পৃথিবী গ্রাসিতে অস্ত্র আইসএ সত্বরে।
পাণ্ডবের অশ্বগজ পুড়ি ভস্ম করে॥

মেঘবাত বজ্র হেন অতি ঘোরতর।
ভয় পাইল স্বর্গমর্ত্ত্য যত চরাচর॥
তাহা দেখি অর্জ্জুন হৈল ক্রোধমন।
পৃথিবী পূরিয়া হানে যত অস্ত্রগণ॥
অর্জ্জুনের অস্ত্রে পুনি গগন ঢাকিল।
মহা অস্ত্রে অস্ত্র সব দূরে ক্ষয় কৈল॥
গগন প্রকাশ হৈল নাহি মেঘচএ।
পুনি যে পৃথিবীপারে হইয়া অগ্নিমএ॥
তবে অশ্বত্থামা অস্ত্র এড়ে মহারোষে।
সান্ধিয়া বরুণ বাণ কাপিল আকাশে॥
পুনি অস্ত্র সান্ধিয়া এড়িল বহুবাণ।
মেঘ সব নিবারিল করি খান খান॥
এহিমতে দুইজনে করে মহারণ।
দুইজনে সমরে করিল প্রাণপণ॥
আকাশেত দেবগণ করে হাহাকার।
দুই বীরে দুই সৈন্য করএ সংহার॥
সে দুইর বাণে রাজা হুতাশ জ্বলিল।
প্রলয়কালেত যেন কোলাহল হৈল॥
এহিমতে যুঝিতে দিবস হৈল ক্ষএ।
দুই সেনা গড়ে যাএ সৈন্ধ্যার সমএ॥
অস্ত্র পরাভব দেখি দ্রোণের নন্দন।
তখনে চলিয়া গেল ব্যাসের সদন॥
ব্যাস স্থানে কহিলেক সকল কথন।
পূর্ব্বকথা কহিলেক ব্যাস তপোধন॥
এক বিষ্ণু কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ।
ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু সেই দুইজন॥
তুহ্মিহ করিছ পূর্ব্বে রুদ্র উপাসন।
হেন হেতু বল দর্প তোহ্মার অখন॥
মহাসত্ত্ব হও তুহ্মি রুদ্রেত ভকতি।
কহিল তোহ্মার ঠাই শুন মহামতি॥
বিষ্ণুতেজ মৈধ্যে অস্ত্র কি করিতে পারে।
অস্ত্রপরাভব তত্ত্ব কহিল তোহ্মারে॥
নারায়ণঅংশ জানি পার্থ অনুভব।
মনেত সন্তোষ নাহি ব্যর্থ অস্ত্র সব॥

নরনারায়ণ তত্ত্ব দুইজন জানি ।
আইলেক অশ্বথামা নিজদলে পুনি ॥
হেনকালে সূর্য অস্ত হৈল শর্ব্বরী ।
পাণ্ডুদলবল গেল সিংহনাদ করি ॥
সজল নয়নে রাজা তোহ্মার নন্দন ।
দ্রোণ শোকে পুত্র তোহ্মার করএ ক্রন্দন ॥
পারাপার ভেদ নাহি হরিলেক জ্ঞান ।
হইল তোহ্মার পুত্র উন্মত্ত সমান ॥
ভয় পাইল পুত্র তোহ্মার হইল অবল ।
শোভাহীনা দেখি যেন নিশির কমল ॥
কমলনয়ন তাপ হৈতে বহে ধারা ।
ভূমিতে পড়িতে যেন তাহা দেখি তারা ॥
ঘন ঘন কান্দে রাজা তোহ্মার নন্দন ।
নয়নের জলে রাজা তিতিল বসন ॥
অশ্বথামা কর্ণে বহু প্রবোধ করন্ত ।
শোকে বিকল রাজা হইল অত্যন্ত ॥
ভারতের পুণ্যকথা সুধারসমএ ।
ভবভয় তরিবারে কহিল সঞ্জএ ॥
দ্রোণবধ সাঙ্গ পুনি হৈল এথদূরে ।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়ারে ।

CENTRAL LIBRARY

কর্ণ পর্ব

CENTRAL LIBRARY

কর্ণ পর্ব

কর্ণের সেনাপতিত্বে অভিষেকের মন্ত্রণা

জনমেজয় মহারাজা পুনি জিজ্ঞাসিল।
তারপরে দুর্য্যোধন কোনমত কৈল॥
সে সকল কথা মোরে কহ দ্বিজোত্তমে।
কর্ণ পর্ব্বকথা মোতে কহ অনুক্রমে॥
মুনি বোলে শুন রাজা কহি সে কথন।
সঞ্জএ কহিতে লাগে বৃদ্ধের সদন॥
দ্রোণবধকথা শুনি বৃদ্ধ নরপতি।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে শোকাকুল অতি॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা হৈল অচেতন।
শান্ত করে বিদুর সঞ্জয় দুই জন॥
চামরে বিছিয়া রাজা বৈসাএ তখনে।
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে রাজা সঞ্জয়ের স্থানে॥
দ্রোণ ভীষ্ম পড়ে মোর রহিল জীবন।
মোর সম ভাগ্যহীন নাহি ত্রিভুবন॥
রাজাএ বোলে সঞ্জএ আহ্মার ভাগ্য গেল।
বিষম সংগ্রামে মোর ভীষ্ম দ্রোণ মৈল॥
একজনের মহিমা কহিতে অন্ত নাই।
দৈবের কারণে তানা মৈল সেই ঠাই॥
ইন্দ্র হেন দুর্য্যোধন জানে সর্ব্বলোকে।
তাহার যে অন্ত হইল বিধির বিপাকে॥
বিবেচিয়া জিজ্ঞাসিতে কিছু নাহি ফল।
বুঝিলাম তুহ্মি সবে জান যোগবল॥
রাত্রিতে যে কর্ম্ম তবে করে দুর্য্যোধন।
সঞ্জয় সে সব কথা কহত অখন॥
সঞ্জয় কহন্ত রাজা সে দুঃখ তোহ্মার।
তখনে না শুন কথা আপ্তঅহঙ্কার॥
তুহ্মি যদি শান্ত বুদ্ধি করিতা শাসাইয়া।
তবে কেনে আহ্মি শোকে মরিতা কান্দিয়া॥
দ্রোণ ভীষ্ম বিদুরের না নিল বুদ্ধি।
সর্ব্ব কর্ম্ম কৈলা তুহ্মি শকুনির যুক্তি॥
সে সকল দূরে গেল সকল অবশ।
তথা পিতৃপৃথিবীতে রহিল অপযশ॥
কাতর হইয়া রাজা কহে ঘন ঘন।
সমগ্র তিতা মন রাখি কহত অখন॥
পঞ্জরে রাখিয়া যেন লোহা দিয়া খোচে।
অসমর্থ হৈল বল বুদ্ধি নাহি পাছে॥
ভালোমন্দ যথ কিছু কর্ত্তা যে করাএ।
জিজ্ঞাসিতে যুক্ত আহ্মি কহ সর্ব্বদাএ॥
কহ দেখি পশ্চাতে হইল কোন রীত।
ব্যাসের অক্ষয় বিদ্যা তোহ্মার বিদিত॥
সঞ্জএ কহন্ত তোহ্মার পুত্র দুর্য্যোধন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া রাজা করএ ক্রন্দন॥
কান্দিয়া তোহ্মার পুত্রে উন্মত্তের মতে।
জানিলেক পুত্র তোহ্মার ডুবে সাগরেতে॥
ক্ষেণেকে ভাবিয়া গেল অশ্বত্থামা কাছে।
কান্দিয়া কান্দিয়া অশ্বত্থামা কাছে পুছে॥
নানামতে অশ্বত্থামাএ বুঝাএ তাহারে।
আশ্বাসিয়া প্রিয় বাক্যে বুঝাএ বাসরে॥
গত ভএ অনুশোচন না করিয় আর।
যেইমতে ভালো হএ চিন্ত আপনার॥

দুর্য্যোধন কহে কহ উপাএ সমস্ত ।
পরম বান্ধব তুহ্মি কহ তার তত্ত্ব ॥
ভীষ্ম দ্রোণ রণে পড়ে সৈন্য পালাইতা ।
কালি মোর দলে হৈবা কে পুনি রক্ষিতা ॥
দ্রোণ পাছে সেনাপতি হৈব কোনজন ।
তাহার উপাএ কহ তুহ্মি বিচক্ষণ ॥
অশ্বত্থামাএ বোলে কর্ণ পরে নাহি আর ।
কর্ণ পরে কেবা আর সহিবেক ভার ॥
প্রতিজ্ঞা করিছে কর্ণ পাণ্ডব মারিতে ।
তাহার সমএ এহি কহিলা তোহ্মাতে ॥
কালি যুদ্ধে কর্ণক করহ সেনাপতি ।
কর্ণ সঙ্গে যুঝিবেক কাহার শকতি ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডব যথ জন ।
ই সকল সংহার করিব বীর কর্ণ ॥
তবে রাজা অশ্বত্থামা করিয়া সংহতি ।
কর্ণের গোচরে গেল রাজা মহামতি ॥
কর্ণ পাশে গেলা তোহ্মার পুত্র দুর্য্যোধন ।
কান্দিয়া কর্ণের স্থানে কহিল বচন ॥
তোহ্মার পুত্রেরে কর্ণ দেখিয়া সাদরে ।
আশ্বাসিয়া নৃপতিরে কহে অহঙ্কারে ॥
কি কারণে মিত্র তুহ্মি হইছ কাতর ।
পাণ্ডব বিনাশিয়া তোহ্মা দিবম সকল ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন মারি পৃথ্বী করি দিব বশ ।
পৃথিবী ভরিয়া যেন রহে মোর যশ ॥
উপেক্ষিতে যোগ্য নহে কহিলাম তোহ্মা ।
এবে সে দেখিবা মিত্র যত শক্তি আহ্মা ॥
মোর বিদ্যমানে চিন্তা কিসের তোহ্মার ।
সবান্ধবে পাণ্ডুসৈন্য করিমু সংহার ॥
প্রাণ দিতে পারি আহ্মি তোহ্মাকে চাহিতে ।
যথেক করিএ আহ্মি দেখিবা রণেতে ॥
শীঘ্র কালি করহ সমর অনুষ্ঠান ।
কোনপক্ষে নহে পার্থ কর্ণের সমান ॥
ই ধনুতে পরাভব না পাই যুঝিতে ।
যে ধনুর জ্যা দৈত্যে না পারে সহিতে ॥

ভৃগুপতির স্থানে ধনু দিল পুরন্দরে ।
রুধিরে করিল পঙ্ক ক্ষত্রিয়রুধিরে ॥
এহি ধনু লৈয়া রাম হইল যোদ্ধার ।
পৃথিবী নিক্ষত্রী কৈল তিন শতবার ॥
রামে মোরে দিছে ধনু শিক্ষামন্ত্র সবে ।
ই ধনুর গুণের গুণ রাজা শুন অনুক্রমে ॥
গাণ্ডীব ধনুর হৈতে ভালো বলে লোকে ।
অর্জ্জুন মারিয়া রাজ্য দিবম তোহ্মাকে ॥
আহ্মি সব ভঙ্গ যেই অর্জ্জুনের রণেতে ।
সে সকল কথা রাজা কহিব তোহ্মাতে ॥
বাউগতি ঘোড়াএ বহে তার রথখান ।
ভয়ঙ্কর বানর রথেত অধিষ্ঠান ॥
অগ্নিএ দিয়াছে রথ ধনুক সহিতে ।
সে যে রথ কাটা না যাএ কোনমতে ॥
ত্রিলোক্য সারথি নাথ রথেত যাহার ।
হেন হেতু সমান না হই আহ্মি তার ॥
দেবের দুর্জ্জয় অস্ত্র থাকে তার হাতে ।
অক্ষয় যে চারি ঘোড়া আছে তার রথে ॥
মোর রথেত এক সারথি দেও ভাল ।
অর্জ্জুন আহ্মার সম নহে কোন কাল ॥
কৃষ্ণের সমান এক আছএ সারথি ।
সারথি করিয়া দেও মদ্রনরপতি ॥
মদ্রে বোলে তবে আজি না এড়াএ পাণ্ডব ।
প্রতিজ্ঞা করিএ আহ্মি মারিব যে সব ॥
কর্ণের বচনে রাজা তোহ্মার নন্দন ।
শল্য পাশে গিয়া কহে বিনয় বচন ॥
সর্ব্বকালে কৃষ্ণে যেন রাখে অর্জ্জুনক ।
সেইমত কর্ণে রাখ দয়া করি মোক ॥
দুর্য্যোধন বাক্যে শল্য কহিল প্রকটী ।
হস্তে হস্তে ঘষে বীর দন্তে কড়মড়ি ॥
কুলে শীলে বলে সেই আপ্ত অহঙ্কার ।
আখি রাঙ্গা করি তবে বোলে কহিবার ॥
অবজ্ঞা করিলা মোরে গান্ধারীনন্দন ।
হীনের অধম কর সম্বন্ধকারণ ॥

আহ্মা হৈতে অধিক তুহ্মি দেখিলা কর্ণক।
তাহার সারথি হইতে তোহ্মি কহ মোক॥
সৈন্য রাখি আহ্মি যাই নিজ দেশ।
কর্ণ মোর সম নহে কহিলাম বিশেষ॥
কথাএ যুঝিব আহ্মি কর অনুমতি।
বীর হইয়া কেনে হৈমু হীনের সারথি॥
হেলা না করিয়া মোরে দেও ধনুবাণ।
মোর দুই বাহু দেখ বজ্রের সমান॥
রথ অস্ত্র দেখ মোর পৃথিবী পূজিত।
গদা গোটা দেখ মোর মুক্তাএ ভূষিত॥
এহি গদাএ পারি আহ্মি শাসিতে সাগর।
পৃথিবী উড়াম কিবা ভাঙ্গিয়া ভূধর॥
হেন মোরে বোল কেনে অকার্য্য করিতে।
হীন জাতি সূতপুত্রের সারথি হইতে॥
আপনে বংশজ তুহ্মি কহ মহাজন।
সাধুজন হিংসা কৈলে পাপের ভাজন॥
ব্রহ্মার মুখ হৈতে জন্মিছে ব্রাহ্মণ।
ভজন ভাজন জানি অধ্যান অধ্যয়ন॥
দান বেদ আদি গ্রহ এহি ছয় রীত।
এহি সব জানি ব্রাহ্মণের নিয়োজিত॥
ক্ষেত্রি সব হৈল ব্রহ্মার বাহু হৈতে।
ব্রাহ্মণ পালিব কর লইব উচিতে॥
বৈশ্য জন্মিল উরু হৈতে যে ব্রহ্মার।
ধন দিয়া দিউক পালিব সদাচার॥
ব্রহ্মার পদ হৈতে শূদ্র উৎপন্ন।
সেই শূদ্রে তিন বস্তু করিব সেবন॥
আহ্মি হইতে কহ সূতপুত্রের সারথি।
রাজসভা মৈধ্যে লাজ দিলা মহামতি॥
এহি স্থানে আর মোর কার্য্য নাহি বাসে।
কহিলাম রাজা আহ্মি চলি যাই দেশে॥
এ বলিয়া শল্য কোপে কাপে থরথর।
মহাকোপে উঠি বীর চলিল সত্বর॥
গৌরব করিয়া রাখে তোহ্মার নন্দন।
আপনার কার্য্যে রাজা কহে ঘন ঘন॥
নৃপতি কহেন্ত মামা শুন কহি তত্ত্ব।
আহ্মারে সোহায় হইতে না হএ এমত॥
শত্রুসৈন্য জিনিবারে শল্য তোহ্মার নাম।
শল্য কহিলা সর্ব্বার্থে সাধিতে মোর কাম॥
তোহ্মাতে কহিএ হইতে কর্ণের সারথি।
অশ্বের শিক্ষাতে তুহ্মি কৃষ্ণ হৈতে অতি॥
শল্যে কহে এত রাজা সভার ভিতর।
কৃষ্ণ হৈতে আহ্মারে করিলা গুরুতর॥
প্রীতি হইল শুনিয়া তোহ্মার আরতি।
একখানি কথা মাত্র কহিমু সম্প্রতি॥
যেই ইচ্ছা সেই মুই কহিমু রথয়।
সে সকল কথা মাত্র কর্ণ বীরে সয়॥
সম্মত পাইল তবে কর্ণ দুর্য্যোধন।
সঞ্জয় কহিল কর্ণ পর্ব্ব বিবরণ॥

তারকাক্ষ-মকরাক্ষ প্রসঙ্গ

দুর্য্যোধন কহে মামা শুন সহসাত।
মার্কণ্ডেয় কহিয়াছে রাজার সভাত॥
পূর্ব্বে তারকাক্ষ নামে দৈত্য মহাবল।
তিনপুত্র হইল তার সংগ্রামকুশল॥
তারকাক্ষ মকরাক্ষ বিদ্যুত সোন্দর।
তবে রুষ হইয়া ব্রহ্মা কহে মাগ বর॥
অমর হইতে চাহি নাহি পাএ তারে।
যুক্তি করি কহিলেক তিন সহোদরে॥
তিন পুরী তিনের হইব অবগতি।
সহস্র বৎসরে তিন মিলিব সংহতি॥
এক বাণে যে পুরুষে তিন পুরী হানে।
তবে সে তাহার মৃত্যু কহত আপনে॥
এ বলিয়া গেল ব্রহ্মা আপনা নিজস্থানে।
তিন ভাই চলি গেল মাতৃদরশনে॥
তপোবনে তিন ভাই পুরী শূন্যময়।
সোবর্ণের পুরী তারকাক্ষ মহাশএ॥
মকরাক্ষর পুরী হইল উপর আকাশে।
লৌহপুরী বিদ্যুতের হৈল তার শেষে॥

যে যে অসুর পলায়ন্ত দেবতার ভএ।
দুর্জ্জয় জানিয়া সেই পুরীতে বৈসএ॥
কতকাল পুরন্দর দেবগণ সনে।
ব্রহ্মপুরে চলি গেল ব্রহ্মার সদনে॥
পিতামহ স্থানে ইন্দ্র কহিল তখনে।
ব্রহ্মাএ কহে ই কার্য্য না হএ শিব হোনে॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র সঙ্গে করি দেব ঋষি গেল।
রুদ্রদেব স্থানে কহে বহুল স্তবন॥
নমোনম মহাদেব নমো বিশ্বেশ্বর।
নমোনম ত্রিপুরারি দক্ষযজ্ঞহর॥
নমোনম নীলকণ্ঠ নমো দিগবাস।
দিব্য অস্ত্র ধরি করে দেবের হর ত্রাস॥
বনস্পতি যজ্ঞপতি সর্ব্ব ধারা গতি।
উমাপতি পশুপতি উগ্রতেজ অতি॥
তবে মহাদেবে কহে ভয় নাহি আর।
সর্ব্বদেবের তেজে দৈত্য করিব সংহার॥
এ বলিয়া দিগম্বর কৈল অঙ্গীকার।
দেবগণের স্থানে শিবে কহে পুনর্ব্বার॥
ধনুর্ব্বাণ রথ দেও করি অনুমান।
তবে যে করিতে পারি সমর সন্ধান॥
তবে দেবগণ বিশ্বকর্ম্মার সহিতে।
পর্ব্বতের তেজ রথ কৈল সুরক্ষিতে॥
রথের ঘোটক হৈল মহাঋষিগণ।
কালরূপ শিবঅস্ত্র হইল শমন॥
আর রথের অষ্ট চাকা আপনে ধরণী॥
তাহা দেখি ডাকিয়া কহিল শূলপানি॥
তবে সর্ব্বদেবে মিলি ব্রহ্মা করে স্তুতি।
অনুমতি দিল ব্রহ্মা হইতে সারথি॥
আঠ্ দিয়া পড়ে ঘোড়া শঙ্কর উঠিতে।
ব্রহ্মা উঠিতে পুনি ভূমি ছোএ মাথে॥
এহিমতে গেল শিব পবনের গতি।
দিব্য ঋষিগণে স্তুতি করে নানা ভীতি॥
পাশুপত অস্ত্র আমন্ত্রিল ভূতেশ্বর।
আকর্ণ পুরিয়া শিবে হানিল সত্বর॥
সহস্র বৎসর পুরি করে এক ঠাই।
একবাণে মহাদেবে হানে তিনভাই॥
ভস্ম হইয়া পড়ে তারা পশ্চিম সাগরে।
সুস্থ হইয়া দেবগণ গেল স্বর্গপুরে॥
রথী হইতে সারথি যে হইব দ্বিগুণ।
সারথি করিব তাহা শাস্ত্রেত নিপুণ॥
রথী হোনে সারথিরে দেবেহ রাখানে।
হেন সারথি হইতে দুঃখ ভাব কেনে॥
তুহ্মি সারথি হও কর্ণ যে যোদ্ধার।
হেন এ পাণ্ডব পার করিতে সংহার॥
রাজাজয় কর্ণজয় তোহ্মিহ সে সব।
তোহ্মি রক্ষা কহিলে ঘুচিল হে পরাভব॥

পরশুরাম প্রসঙ্গ

তার কথা কহি শুন তোহ্মা বিদ্যমান।
পূর্ব্বে মুনিসবে কহে বাপে তাহা শুনে॥
পূর্ব্বে পরশুরামে ক্ষত্রি বধিবারে।
মহাদেব সেবা করে কঠোর বিস্তরে॥
তুষ্ট হইয়া কহে শিবে হাসিতে হাসিতে।
জানিলাম তুহ্মি মোরে সবার নিমিত্তে॥
অসামর্থে নিত্যপাত কেবা অস্ত্র বহে।
এথেকে আপনা শুদ্ধ হইতে নির্ব্বহে॥
প্রণাম করিয়া কহে রামে আরবার।
দিতে যোগ্য যদি হএ দেও অস্ত্রভার॥
হেনকাল দেবগণ অসুরের ভএ।
স্মরণ লইল গিয়া রামের পাশএ॥
শিবে বোলে রাম আইস ঝাটে দৈত্য মারি।
দেবের দুর্জ্জয় সব মার দুষ্ট বৈরী॥
শিবের আজ্ঞায় রাম চলিল বনয়।
দৈত্য মারি আইল রাম শিবের চরণয়॥
হস্ত বুলাইল শিবে রামের শরীরে।
মহাবল হইল রাম ঘাও গেল দূরে॥
যে রামে নিক্ষত্রি কৈল তিনশতবার॥
কর্ণেরে পাঠাএ রামে বিবিধ প্রকার॥

CENTRAL LIBRARY

কর্ণের শরীরে যদি পাতক থাকিতে।
তবে কেনে মহারামে তাকে পাঠাইতে।
যেই রামে ক্ষেত্রিসব কৈল সংহার।
কর্ণেরে পাঠাইল রামে তিন প্রকার॥
শুনিয়াছি কর্ণের যেমত উৎপত্তি।
দেবতার পুত্র হেন শুনিয়াছি যুকতি॥
কৈন্যাকোলে ক্ষোত্রিপুত্র জন্মাইছে দেবে।
লোকভয় বুঝিলাম তারে নাহি সেবে॥
কুণ্ডলে কবচে জন্ম সূর্য হৈল দেখি।
কহিল তোহ্মার ঠাই সমিয়া উপক্ষি॥
এথেকে কহিয়া রাজাএ থেণেক আছএ।
মধুর পয়ারে কথা কহিল সঞ্জয়॥

শল্যের সারথিপদ গ্রহণ:
সেনাপতির অভিষেক অনুষ্ঠান

ধৃতরাষ্ট্রে কহে পুত্রে কহিল বিস্তর।
হইছে আহ্মার পুত্র অতীব কাতর॥
রাজরাজেশ্বর পুত্র এক দণ্ডধর।
পৃথিবীমণ্ডলে বন্দে চরণকমল॥
হেন পুত্রে সামান্যেতে পরিহার করে।
বিধির বিপাক কেবা খণ্ডাইতে পারে॥
কেমতে যুঝিল কর্ণে কত সূতবরে।
কোনমতে মৈল কর্ণ সূর্য্যের কোঞরে॥
সঞ্জয় কহেন রাজা কহি শুন তবে।
যেইমতে কর্ণ বীরে যুঝিল যেমতে॥
বিনয় করিয়া কহে মদ্রঅধিপতি।
হইলাম রাজা আহ্মি কর্ণের সারথি॥
আসিয়াছি তোহ্মার করিতে উপকার।
যেই কহ সেই তোহ্মার সহিবাম ভার॥
এক সৈত্য কহ তোহ্মি কর্ণবীর তরে।
যত মন্দ কহি আহ্মি সহিবেক তারে॥
কর্ণে বোলে ই সাজে রাজা ব্রহ্মা ছিলা।
অর্জ্জুনের কৃষ্ণে যেন তেন তোহ্মি হইলা॥
তিন গালি তোহ্মার কহিলাম সহিবার।
কহিমু উচিত কথা ধিক হইল তার॥
পূর্ব্বের কথা স্মরি শল্যে হইল সারথি।
প্রতিজ্ঞা করিছে পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
শল্যে কহে সূতপুত্রে বীর হও রণে।
হইলাম সারথি যুদ্ধ অর্জ্জুনের সনে॥
দুর্য্যোধনে কহে কর্ণে পাইলা সারথি।
যাহাকে কহিলা তোহ্মি কৃষ্ণ হোতে অতি॥
তোহ্মি হও যোদ্ধা শল্য সারথি ঘোড়াএ।
মারিব পাণ্ডব আজি এড়ান না যাএ॥
রাজবর চল তবে শল্য মহামতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি॥
রাজযোগ্য আভরণ সকল এড়িয়া।
উঠিলেক রথ পরে পাচনি লইয়া॥
এথা গঙ্গাজল দুর্য্যোধন আনিলেক।
সোবর্ণ কলসে জল মাথে ঢালিলেক॥
অভিষেক জল ঢালে আপনে নৃপতি।
চতুর্দ্দিগে নানাবাদ্য কাপে বসুমতী॥
রবাঙ্গদ্র আদি বাজে মৃদঙ্গের ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে স্তুতি করে যতেক বাহিনী॥
ব্রাহ্মণে সকলে করে স্বস্তি বেদবচন।
ব্রাহ্মণের তরে রাজা বিলাইল ধন॥
মণির মুকুট মাথে কবচ সোনার।
বজ্রের কুণ্ডল কর্ণে সূর্য্যের আকার॥
সোবর্ণ বলয়া হাতে শোভা করে তাতে।
দিব্য পারিজাত মালা শোভিছে গলাতে॥
পরিধানে নেতধটী বিমল বসন।
সজ্জ হইল কর্ণ যেন দ্বিতীয় মদন॥
জিন করি সারথিএ রথ আনিলেক।
বেদমন্ত্র পঠিয়া যে কৈল অভিষেক॥
সৈন্ধ্যা করি কর্ণে কহিল সূর্য্যউপস্থান।
প্রদক্ষিণ করিল সাজন রথখান॥
দুর্য্যোধন আলিঙ্গিয়া ধনু হাতে লইয়া।
রথে চড়ে কর্ণ বীর শল্য সম্বোধিয়া॥
সিংহের বিক্রম শল্য পুনি চড়ে রথে।
রথে চড়ে সোবর্ণ পাচনি লইল হাতে॥

সূর্য্য হোতে অধিক দুই বীর শোভা করে।
চতুর্দ্দিগে কুরুবল আনন্দ নির্ভরে॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে কর্ণ কত সৈন্য পতি।
কত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ অর্জ্জুন সংহতি॥
পাণ্ডবের সেনা আছে চারি অক্ষৌহিণী।
তাহা লইয়া যুদ্ধ কৈল ধর্ম্ম শিরোমণি॥
ধনুক টানয়ে কর্ণে দেখিতে সুন্দর।
মণ্ডলী ভিতরে যেন শোভে দিবাকর॥

কর্ণ-শল্যের বাদানুবাদ

দুর্য্যোধনে কহে তবে কর্ণ সম্বোধিয়া।
আজি পাণ্ডবের সেনা ভস্ম কর গিয়া॥
আমার আছিল আশা ভীমে আর দ্রোণে।
ভীমক অর্জ্জুন দুই মারিবেক রণে॥
তারা যেই না করিল তোহ্মি কর তাক।
মার বা মর বা আজি ধর বা রাজাক॥
জিন জিন কর্ণ তোহ্মার হউক কৈল্যাণ।
এ বলিয়া করে রাজা কর্ণ সম্ভাষণ॥
কর্ণে কহে শল্য ঘোড়া চালাও সত্বরে।
পঞ্চ পাণ্ডব আজি মারি একেশ্বরে॥
শল্যে কহে পাণ্ডব যে সর্ব্বত্র কৈল্যাণ।
কভহ না টুটে রণ অতি ভাগ্যবান॥
ইন্দ্রের বিক্রম ধরে ভঙ্গ না দেয় রণে।
সুতপুত্র হৈয়া কেনে নিন্দ কি কারণে॥
বিজয় গাণ্ডীব পার্থ বজ্র সম বাণ।
ফুটিলে জানিবা সুত অর্জ্জুন সন্ধান॥
আর যত মুখ্য অস্ত্র দেব অবতার।
সর্ব্বথাএ তার সঙ্গে না কর অহঙ্কার॥
না শুনিল হেন কর্ণে যায় যায় বোলে।
কর্ণের বচনে রথ চালাইল মেলে॥
উর্দ্ধটিয়া পড়ে ঘোড়া চক্ষুর পড়ে পানি।
অস্ত্রসব চলে মাত্র সে তিন বাহিনী॥
দুইজন পৃথিবী করিল মন্দ বাও।
পতাকাধ্বজ ভাঙ্গে বীরের কাপে গাও॥

সূর্য্য আদি নবগ্রহ তেজ নিকলিতে।
পশুপক্ষী অমঙ্গল করে বিপরীতে॥
এহিমতে অমঙ্গল দেখে স্থানে স্থানে।
দৈবের বিপাক কেনে কিছু নাহি জানে॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ বাহে ঘন ঘন।
শঙ্খ ভেরি পটোবাজে বহুল বাজন॥
ভীম দ্রোণ অস্ত্র হৈতে কর্ণ অস্ত্র জলে।
জিনিল পাণ্ডব হেন বাহে কুরুরণে॥
মন্ত্র শিক্ষা রণ ধৃতি অস্ত্র নানা বিধি।
দ্রোণ পরে কেহ তার না জানএ শুদ্ধি॥
কোনবস্তু নিত্য নহে অনিত্য সংসারে।
দ্রোণ পরে কেবা আছে ভুবনমাঝারে॥
সূর্য্য অগ্নিবল ধরে দ্রোণ বিষ্ণুবল।
বৃহস্পতি শুক্রসম ব্রাহ্মণ কুশল॥
হেন জন না এড়াএ কভো মৃত্যু হৈতে।
এতেকে অনিত্য দেহ না চিন্তি বুঝিতে॥
অল্পকালে দুর্য্যোধন পাইল অপমান।
আহ্মি পরে বন্ধু আর কেহ নাহি তান॥
সাত পাচ পাণ্ডব সাত্যকি দুই জনে।
আহ্মি পরে তার আগে হৈবা কোন জনে॥
যথ সৈন্য পাণ্ডবের মারিব একেশ্বর।
কীর্ত্তি রাখিয়া কিবা যাইমু যম ঘর॥
প্রাণপণ যুদ্ধি আহ্মি সৈন্যের ভিতর।
মিত্রের বিপত্তি প্রাণে নাহি সহে মোর॥
মূর্খ বা পণ্ডিতদ্রোহী এড়াইতে পারে।
এথেকে পাণ্ডবের সনে যুঝিমু একেশ্বরে॥
যথ প্রীতি করিয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে আহ্মি তেজিব জীবন॥
যে রথে চড়িয়া রামে জিনিছে ধরণী।
সেই রথ দিছে গুরু করিতে মেলানি॥
ব্যাঘ্রেছালে বেড়া রথ অলক্ষিতে গতি।
সোবর্ণভূষিত রথ বায়ু সম অতি॥
ধনু বাণ গদা খাড়া অস্ত্র নারাচএ।
এহি রথে চড়িয়া জিনিব ধনঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

ইন্দ্র যম বরুণ কুবের সৈন্য সমে ।
অর্জ্জুন স্বপক্ষ যদি হএ আজি রণে ॥
তথাপিহ মোর হাতে এড়াইতে নারে ।
সৈত্য সৈত্য এহি বাক্য কহিল তোহ্মারে ॥
এ বলিয়া কর্ণে দর্প করে বার বার ।
ত্রিদশ দেবতা যদি সহায় হএ তার ॥
এথেক শুনিয়া শল্যে কহে ক্রোধমনে ।
কর্ণ সম্বোধিয়া কহে তর্জ্জন বচনে ॥
পাণ্ডব সকল জান বিষ্ণু পরায়ণ ।
কথাএ তুহ্মি সুতপুত্র পুরুষ অধম ॥
সুভদ্রাকে হরিল দ্বারকাপুরী হৈতে ।
অর্জ্জুন ছাড়িয়া রণে কে পারে সহিতে ॥
মহাদেব সনে যুদ্ধে কিরাতের সনে ।
পাণ্ডব দহিতে তারে নারে দেবগণে ॥
সব নিজগৃহে গেল ঘোষযাত্রা হৈতে ।
দুর্য্যোধন বন্দী হৈল গন্ধর্ব্বের হাতে ॥
রাজা এড়ি পলাইলা সুতের নন্দন ।
অর্জ্জুনে সে দুর্য্যোধন করিল মোচন ॥
উত্তর গোগ্রহে গেলা সর্ব্ব সৈন্য সমে ।
তখনে অর্জ্জুন তুহ্মি না মারিলা কেনে ॥
আজি রণেতে তুহ্মি বিনাশ পরাণে ॥
শল্যের নিষ্ঠুর শুনি কহে কর্ণ বীরে ।
তার মোর যথ রণ দেখিবা সমরে ॥
রক্তে মণ্ডিত মুকুট দিমু যে কাহারে ।
অর্জ্জুনেরে যে দেখাএ কহিল তোহ্মারে ॥
যদি সে আহ্মারে জিনে সেই অস্ত্রবলে ।
সাফল রাখানি তারে মদ্রপতি শল্যে ॥
এবমস্তু বলি শল্যে নিঃশব্দ হইল ।
পয়ার সুসার করি সঞ্জএ কহিল ॥

কর্ণে তবে কটকের রঙ্গ বাড়াইতে ।
এথেকে সে কহে কর্ণে বহুল গর্জ্জিতে ॥
যেই মোকে অর্জ্জুনক দেখাইতে পারে ।
দশখান গ্রাম আহ্মি দিতাম তাহারে ॥
দুগ্ধবতী দিব যে ধেনু পঞ্চ শতে ।
অর্জ্জুনক যেই মোকে দেখাএ রণেতে ॥
ছয় শত শকট ভরিয়া শুদ্ধ সোনা ।
তাহা দিব অর্জ্জুন দেখাএ যেই জনা ॥
নীল বস্ত্র দুই শত সোবর্ণ ভূষণ ।
তাকে দিমু অর্জ্জুন যে চিনায়ে যেইজন ॥
শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত পুরী দশখান ।
অর্জ্জুন দেখাএ যেই তাকে দিমু দান ॥
এক শত মণিহার হীরার সহিতে ।
তাহাকে দিবাম আজি কহিল তোহ্মাতে ॥
কম্বুজিয়া ঘোড়া বহে সেই রথ খান ।
তাকে দিমু অর্জ্জুন দেখাএ বিদ্যমান ॥
ছয় শত হস্তী দিমু সোবর্ণের সাজে ।
চতুর্দ্দশ গ্রাম দিমু ব্রাহ্মণ সমাজে ॥
এহিমতে কর্ণ বীরে কহে বার বার ।
সিংহনাদ করে কর্ণে ব্যাপিয়া সংহার ॥
হরষিত দুর্য্যোধন সৈন্য সহিতে ।
মৃদঙ্গ দুন্দুভি বাদ্য বাজাএ নানামতে ॥
অহঙ্কারে বীর সব যাএ রণমুখে ।
পৃথিবী বিদার হএ হস্তী ঘোড়ার ডাকে ॥
অনুচিত বাক্যে মহাজন নাহি সাজে ।
শত্রুএ থাকিতে ধন দিব কোন কাজে ॥
এক যজ্ঞ করিবারে পার এহিধনে ।
অপাত্রেতে মূর্খ তুহ্মি ধন পালাও কেনে ॥
ভালমন্দ নাহি জান তুহ্মি মূঢ় কর্ণে ।
কৃষ্ণার্জ্জুন মারিতে বিফল আশা কেনে ॥
দুই সিংহ কোথা দেখ মারে এক হস্তী ।
হস্তী সিংহ হৈলে বুজি করে কত শকতি ।
অগ্নিতে পড়িতে তোহ্মা কেহ নাহি রাখে ।
অসম্ভব কথা আজি শুনি তোহ্মার মুখে ॥
জীবনের আশা আর কিছু নাহি বুজি ।
গলায় পাথর বান্ধি তরিতে চাহ নদী ॥

গিরি চূড়া হৈতে ফালে পড় পৃথিবীত ।
সেইমত দেখি আজি তোহ্মার চরিত ॥
হিংসাএ না বুঝ দুর্য্যোধনের পীরিত ।
ব্যূহ করি যুদ্ধ আজি অর্জ্জুন সহিত ॥
কর্ণে কহে গর্জ্জি আহ্মি জিনি নিজ বল ।
মিথ্যাকাজে শত্রু ভএ দেখাও বর্ব্বর ॥
বজ্রে আহ্মারে ইন্দ্রে ফিরাইতে নারে ।
মনিষ্য পাণ্ডব দেখি কেনে ভয় তারে ॥
একে অস্ত্রে সপ্তদ্বীপ সংহারিতে পারি ।
কি করিতে পারে মোরে কৃষ্ণার্জ্জুন বৈরী ॥
ক্রোধ বাড়াইতে শল্যে কহে আর বার ।
কুটিলে অর্জ্জুনবাণ নাহিক নিস্তার ॥
অর্জ্জুন দেখিয়া তোহ্মার বুদ্ধি হৈব ক্ষএ ।
চিন্তিয়া কি হেতু বোল সেই ধনঞ্জয় ॥
মাতৃকোলে থাকি যেন চিন্তএ ছাওয়ালে ।
চান্দ ধরিতে চাহে মন কুতূহলে ॥
সেইমত কর্ণ তুহ্মি কহত দারুণ ।
মৃগ হৈয়া সিংহ যে মারিতে চাহ পুন ॥
চোখ ধরি ত্রিগুণেত কেনেএ জাগাও ।
ক্ষুদ্র হস্তী হৈয়া কেনে সিংহে বোলাও ॥
মৃত মাংস পাইয়া কুক্কুর কোলাহল ।
মহামত্ত হৈয়া ডাকে নগরে নগর ॥
গাতে আছে কালসর্প লাড়ে দণ্ড দিয়া ।
কেশরীর নিন্দা কর শিশু হস্তী হৈয়া ॥
সর্পে গরুড়ে ধাএ শশকে বিড়ালে ।
অর্জ্জুন বোলাও বীর মারিতে সকালে ॥
চন্দ্রের উদয়ভাগে বাড়ব সাগর ।
বিনি লৈক্ষ্যে পার হৈতে চাহসি বর্ব্বর ॥
সেইমত কহ তুহ্মি বুদ্ধি অনুমানে ।
মেঘের গর্জ্জনে আর ভেকের গর্জ্জনে ॥
বনে দেখি ব্যাঘ্র কুক্কুর নগরে ।
অতি মহা ডাক ছাড়ে বড় ভয়ঙ্করে ॥
যাবত না শুন তুহ্মি গাণ্ডীবের ধ্বনি ।
তাবত বোলহ তুহ্মি যত মনে গুণি ॥

নিত্য শৃগাল তুহ্মি সিংহ ধনঞ্জএ
শৃগাল হইয়া তাহা দেখ অতিশএ ॥
তবে কর্ণবীরে কহে মহাকোপ করি ।
যত মন্দ কহ তুহ্মি সহিতে না পারি ॥
গুণী সে গুণীর মর্ম্ম জানে মূঢ় শুন ।
সবে অল্পমতি তোহ্মি কি জানিবে গুণ ॥
আপনার বলবীর্য্য জানি পরাক্রম ।
ভালোমতে জানি তাহা তোহ্মি যে অধম ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন জান তুহ্মি বিক্রমে মহত্ত ।
তুহ্মি ভালো জান তারা আছে ধর্ম্মপথ ॥
আপনা বিক্রম জানি আপনে সন্ধানী ॥
কুবুদ্ধি দৃষ্টান্ত দেয় কলিঙ্গ অগুণী ॥
এক এক বাণ আছে অক্ষয় যে টোনে ।
চন্দ্র সূর্য্যে ছন্ন হএ ত্রাস দেবগণে ॥
নিত্য নবিস্তে পূজি কুলের প্রধান ।
সোনা রূপা মুকুতা লাগিছে স্থানে স্থান ॥
সুমেরু ছেদিতে পারি কোপ কৈলে সরে ।
হস্তী ঘোড়া লাখে লাখ যে অস্ত্রে সংহারে ॥
সে অস্ত্র এড়িনু মুই তাহার উদ্দেশে ।
সেই বাণে কৃষ্ণার্জ্জুন জিনিমু নিমেষে ॥
আর আর অস্ত্র সব আছে মোর ঠাই ।
সূতে মণি গাথে হেন গাথিমু তথাই ॥
কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ধ্বজে পক্ষীবর ।
অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু ধ্বনিত বানর ॥
তাহা দেখি কাপুরুষে বাসে তারে ডর ।
মোর মনে দেখি তাহা আনন্দ বিস্তর ॥
কোনগুণে তাহাকে বাখান দুই জন ।
সে দুই মারিয়া তোর লইমু জীবন ॥
পাপ দেশের রাজা তোহ্মি মদ্র অধম ।
কৃষ্ণার্জ্জুন মারি তোরে দেখাইব যম ॥
শতেক কৃষ্ণ হএ সহস্র অর্জ্জুন ।
একেশ্বর জিনিবারে আছে মোর গুণ ॥
ব্রাহ্মণে কহিছে বৃদ্ধ রাজার সভাত ।
সেই কথা শুনহ ধর্ম্ম নরনাথ ॥

CENTRAL LIBRARY

মিত্রদ্রোহী জন সঙ্গে নাহিক পীরিতি।
পাপ দেশের কথা এবে শুন পাপমতি॥
আচার বিনয় বিদ্যা শিক্ষা বিবর্জ্জিত।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র রহিত॥
কুলীন ব্রাহ্মণ নাহি সামবেদ জানা।
চারি বেদ মৈধ্যে করি যাহার গণনা॥
বাপপুত্রে তোর দেশে আচারে কপট।
নারী এড়ি আগে ধাএ পড়িলে সঙ্কট॥
গুরু দ্বিজ দেখিয়া সম্ভাষ নাহি করে।
বেশ্যা পাইলে ভক্তি করে শাস্ত্রঅনুসারে॥
মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধ বিবর্জ্জিত তোর দেশে।
বিধবা সধবা হএ কহিএ বিশেষে॥
যেই ইচ্ছা সেই কহে স্বচ্ছন্দের মনে।
বাপে পুত্রে বেশ্যা গৃহে একত্রে পয়াণে॥
মদ্র সনে পীরিতি করিলে এহি গতি।
শুন কহি মদ্রদেশের যথেক দুর্গতি॥
দুর্য্যোধনমিত্র আহ্মি জগতবিদিত।
ধন প্রাণ দিতে পারি তাহার নিমিত্ত॥
কৌরবেত আইলে তুই হইতে সহাএ।
তাহাতে অধর্ম্ম বুদ্ধি কেনে সর্ব্বদাএ॥
বিমুখ করিতে চাহ তুই হেন সারথি।
ধার্ম্মিক বিমুখ কৈলে নরকে বসতি॥
ক্ষেত্রির প্রতিজ্ঞা জান বচন পালিতে।
মিত্রদ্রোহী হও কেনে ভ্রম পাপচিত্তে॥
অপরাধ ভএ প্রাণ রহিছে তোহ্মার।
দুর্য্যোধনের কার্য্য কর সেই আপনার॥
তোর বাণে ভয় মোর নাহি কদাচিত।
করিব সমর আহ্মি অর্জ্জুন সহিত॥
পুনি আর যদি কহ এমত নিষ্ঠুর।
এহি গদা মারিয়া পাঠাইমু যমপুর॥
এহি কথা কহি কর্ণে যাও যাও বলি।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পাঞ্চালী॥

কাক-হংসের উপাখ্যান

ই সকল শুনি শল্য বীর জ্বলে কোপে।
কর্ণেরে কহিতে লাগে নির্দ্দয়স্বরূপে॥
রাজবংশে জন্ম মোর ভঙ্গ না দি রণে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম করি আহ্মি শাসিএ বিধানে॥
নির্দোষে আহ্মারে তুহ্মি চাহ মারিবারে।
বুঝাইতে যোগ্য আহ্মি সার তোহ্মারে॥
কোপ যদি কর এবে চাহি কহিবার।
মহাধনী এক বৈশ্য সমুদ্রের পার॥
অপত্য বহুল তার হইলেক অতি।
মহাসুখে সেই রাজ্যে তাহার বসতি॥
ধার্ম্মিক রাজার দেশে থাকএ নির্ভএ।
খেলাএ বালক সবে রস অতিশয়ে॥
এক কাকে তারা সবের থাকে কাছে কাছে।
বালক সকল তাকে বহুভাবে তোষে॥
দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু মাংস পায়স।
এহিমতে দেন তানে নানা মিষ্ট রস॥
উচ্ছিষ্টের বলে কাক গরুড় না মানে।
সমুদ্রজলের কাছে গেল কথ দিনে॥
হংস কথা দেখিলেক তাহার উপরে।
কাকেরে বলিতে লাগে বৈশ্যের কুমারে॥
সর্ব্ব পক্ষী হৈতে কাক দেখিতে ভয় তর।
আর পক্ষী নহে কাক তোহ্মি হেন সুন্দর॥
অল্পবুদ্ধি স্তুতি মুখে তাহাকে না জানে।
সৈত্য হেন জানি অহঙ্কার করে মনে॥
কাকে কহে হংসে আহ্মি বাদ করি উড়ি।
কটাক্ষে হাসিল তবে সব হংসে বেড়ি॥
হংসে কহে দুরাচার পক্ষীর ভিতর।
সাগর তরিতে নার নদী সরোবর॥
কাকে কহে হংস উড় আহ্মার সংহতি।
দিবারাত্রি উড়িতে পারম কহিবাম কথি॥
কাকের বচনে হংসে কহে ততক্ষণ।
শুন কর্ণ যেমত কহিল হংসগণ॥

উড়িবার জান সত্যি পক্ষীর জগতি ।
উড়িতে পারহ সব জান নানাভাতি ॥
যত ইচ্ছা তত উড়ে রক্ত যে লোচন ।
রাজহংসের গতি জান মনমথর গমন ॥
তাহা শুনি হাসিল কাকের যত জাতি ।
শতগতি কেমতে উড়িবা একগতি ॥
কাকে আর হংসে যে উড়িল বিবাদে ।
বিস্ময় জন্মাএ কাকে উড়ি নানা ছান্দে ॥
পুনি পুনি উঠে পড়ে মহা মীন করি ।
হংসের হাসএ কাক জিনিল হেন বলি ॥
হংসে পুনি পাছে পাছে যাএ নিজ গতি ।
হারিল বলিয়া হাসে হংসের যত জাতি ॥
হংসে যদি শুনিল এথেক অপমান ।
দক্ষিণ সাগরে যাএ কাকের লইতে প্রাণ ॥
হাসিতে হাসিতে হংসে কহিল তখন ।
কোন গতি জান কাক উঠহ অখন ॥
অপার সাগর দেখি কাকে পাইল ভয় ।
কাতর হইয়া কাক করেন্ত বিনয় ॥
কাক পাপকুলে আহ্মি হই ছার জাতি ।
প্রাণ রাখ আজি মোর দেও অভ্যাহতি ॥
মরণ অবস্তা কাক পানি পিয়া মরে ।
কৃপা করি হংসে গিয়া কহিল তাহারে ॥
ঠোটে করিয়া সে পালাএ পিষ্টেতে ।
কূলে আনি নিল সে কাকের পুরীতে ॥
জলদগমনে হংস গেল ইচ্ছা যথা ।
সেইমত কর্ণ তোহ্মি কহ গর্ব্ব কথা ॥
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সবের উচ্ছিষ্ট ভোজনে ।
তারা সকলেরে নিন্দা কর তুহ্মি কর্ণে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা মহাবীরে ।
যার অস্ত্রেই সকলে সহিতে না পারে ॥
হেন কৃষ্ণার্জ্জুন তুহ্মি কহত নিষ্ঠুর ।
কেশরীকে নিন্দা কর হইয়া কুঞ্জর ॥
তোর ভাই মারিল তোহ্মার বিদ্যমান ।
তবে কেনে তাহাতে না হইলে আগুয়ান ॥

স্ত্রীসনে বান্ধিছিল রাজা দুর্য্যোধন ।
অর্জ্জুনে গন্ধর্ব্ব জিনি করিল মোচন ॥
কহিছে পরশুরামে সভার ভিতর ।
কৃষ্ণার্জ্জুন জান হএ এক কলেবর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ নিত্য তাহা সভাতে বাখানে ।
অবধ্য যে কৃষ্ণার্জ্জুন এই তিন ভুবনে ॥
সর্ব্ব বস্তু হৈতে জান প্রধান ব্রাহ্মণ ।
সেই মত কৃষ্ণার্জ্জুন জানহ অখন ॥
চন্দ্র সূর্য্য সে দুই পতঙ্গ সম দেখে ।
সেই সব কহিতে নারে অর্জ্জুন সমুখে ॥
কর্ণ পর্ব্ব মহাপোথা সুধারসময় ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয় ॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে শল্য কর্ণক নিন্দএ ।
পরম ধার্ম্মিক কর্ণ তাহাকে বোলএ ॥
সৈত্যবাদী দাতা কর্ণ ধার্ম্মিক কুলীন ।
মহাপরাক্রম বীর সমরে প্রবীন ॥
শল্য হৈতে শতগুণে কর্ণ মহাজন ।
যাহাকে বাখানে ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥
যার দানের সুকৃতি হৈছে ব্রহ্মপুরে ।
হেনজনে শল্য কহে কঠোর উত্তরে ॥
কহ শুনি তারপরে কি হইল কর্ণে ।
ভালোমতে কহ শুনি এই সব শ্রবণে ॥
সঞ্জএ কহন্ত কর্ণ কুপিল নির্ভয়ে ।
ভ্রূকুটি করিয়া চাহে শল্যের গোচরে ॥
কর্ণে কহে তোর কথা মোর অনাদর ।
আর এক কথা শুন শল্য যে বর্ব্বর ॥
যুঝিমু অর্জ্জুন সমে তাতে চিন্তা নাই ।
কিবা মারি কিবা মরি যে করে গোসাই ॥
শত্রু হও মিত্র হও কহিএ তোহ্মারে ।
এহি সে দুখ মোর শরীর বিদরে ॥
কতকাল অন্তে আহ্মি গুরুর সহিতে ।
ইন্দ্রে আসি আহ্মারে ছলিল যেইমতে ।

CENTRAL LIBRARY

শয়ন করিল গুরু শিরা দিয়া উরু।
উরু ভেদি আমার উঠিল শালতরু॥
উরু ভেদিল মোর রক্ত পড়ে ধারে।
বাম দেখি সেই কীট মরে সেইকালে॥
পুছিলেক গুরু মোতে দেখিয়া শুণিত।
ক্ষত্রিয় সাহস তোরা দেখিএ নিশ্চিত॥
তখনে দেখিয়া গুরু শাপিল আমারে।
শঙ্কটে পড়িলে অস্ত্র পাশরিব তারে॥
হেন যদি আমার না ফলে কদাচিত।
তবে অর্জ্জুনক আমি মারিব নিশ্চিত॥
অর্জ্জুনক নিবারিব অস্ত্রবরিষণে।
সূর্য্যঅর্জ্জুন আচ্ছাদিমু মেঘকর্ণে॥
শিশিরঅর্জ্জুন যেন কর্ণহিমগিরি।
কালসর্পঅর্জ্জুন গরুড়কর্ণ বৈরী॥
অহঙ্কারে অর্জ্জুন আসিব মোর তরে।
কাটিমু তাহার মুণ্ড দুই তিন শরে॥
এক রথে কে আর যুঝিব তোর সনে।
কিবা মারি কিবা মরি দড় কৈলুম মনে॥
মিত্র চাহি কীর্ত্তি চাহি তোমার বচনে।
অবশ্য যুঝিব আমি অর্জ্জুনের সনে॥
আজি ব্রহ্মঅস্ত্রে মাথা কাটিমু অর্জ্জুনের।
যদি পৃথিবী চক্র না ধরে রথের॥
দণ্ডহস্তে যম যদি আইসেন সমর।
বজ্রহস্তে পুরন্দর পাশে ধনেশ্বর॥
ই সকল হৈতে কিছু ভয় নাহি মনে।
হৃদয় দুঃখিত মুই ব্রাহ্মণবচনে॥
অস্ত্র শিখি আইলাম আমি আপনা ভুবনে।
ব্রাহ্মণেরে এক গাভী আমি দিমু দানে॥
এক গাভী দুই পাএ আমি ত না জানি।
কোপ করি দুই বিপ্র আইল আপনি॥
বৎস গাভী না পাই ব্রাহ্মণ কোপে জ্বলে।
হস্তে জল করিয়া আমারে শাপে ছলে॥
মত্ত হৈয়া ধেনুবৎস না দিয়াছ মোক।
সঙ্কটে পড়িলে পৃথি চক্র ধরউক তোক॥

তবে ব্রাহ্মণেরে মুই করিলাম কাকুতি।
সহস্রেক ধেনু দিতে হৈল অনুমতি॥
শতেক দাসদাসী বৃষ ছয় শত।
সহস্রেক ঘোড়া দিতে কহিলম মহত্ব॥
গৃহের সম্পত্তি দিমু যত ইতি ধন।
কোনমতে শাপ দূর না করে ব্রাহ্মণ॥
ভক্তিএ ব্রাহ্মণ গেল লজ্জিত হইয়া মনে।
কভো মিথ্যা না হএ মোর শাপমোচনে॥
গোবধপাতক তার মোচন হইব পুনি।
অবশ্য সঙ্কটে চক্র ধরিব ধরণী॥
এহি শোকে হইছে মোর শরীর বিকল।
শত্রু হও মিত্র হও কহিল সকল॥
এহি সব কথা যদি নাহি ফলে রণে।
তবে শল্য অর্জ্জুন মারিমু তিন বাণে॥
ব্রহ্মশাপ না ফলিলে পরম কৌতুকে।
পাণ্ডব মারিব আমি একহি ধনুকে॥
যদি ইন্দ্রে যুদ্ধে আসি তার পরিবর্ত্তে।
তথাপিহ অর্জ্জুন পড়িব মোর হাতে॥
তুমি না থাকিলে তভো পারি মারিবার।
মিত্রজন হিত চাহি প্রীতিহ আমার॥
শল্যে কহে অর্জ্জুন মারিতে কেবা পারে।
মহানল পতঙ্গ যেন নিবাহিতে নারে॥
দ্বিগুণ কুপিয়া কর্ণে কহে আর বার।
শুন শল্য তোমার দেশের অনাচার॥
সে দেশের সহিতে যে বহএ ধীবর।
পণ্ডিত বর্জ্জিত দেশ তোমি তাতে বীর॥
শুনরে অধম শল্য কহিএ উচিত॥
মুনিএ কহিছে তোর দেশের কুৎসিত।
গ্রাম দেশ বেড়াহি নাহিক এক সতী॥
সেই দেশের রাজা হও তুমি পাপমতি॥
ব্রাহ্মণী দিয়াছে শাপ মহাকোপ করি।
অসতী হইতে আর অবশিষ্ট নারী॥
সেই হৈতে তোর দেশে সব অশোভন।
পুত্র নহে অধিকারী ভাগীনাএ ধন॥

শুনরে নিন্দিত শল্য তোকে কহি পুনি।
রাজাসমে অপরাধী হইলা হেন জানি॥
ক্ষত্রি হৈয়া ধন পুনি হরে ব্রাহ্মণের।
বৈশ্যে দাস্যবৃত্তি করে ভিক্ষা ক্ষত্রিয়ের॥
ভালমন্দ করিয়া হরহ পরের ধন।
মৈত্র খাএ গুরু নিন্দে এহি ছার মন॥
আচার নিয়ম নাহি দিবসে গমন।
রজকের গৃহে গিয়া পৈত্রএ বসন॥
অপরাধী হইছ হেন আপনার দোষে।
নিঃশব্দে থাকহ পাপী রোষ কর কিসে॥
শল্য কহে সর্ব্বদেশে চারি বর্ণ বৈসে।
সতী অসতী কথা নাহি পরিহাসে॥
শল্য নিঃশব্দ হইল ই কথা কহিয়া।
সমরে চলিল কর্ণ ঈষদ্ হাসিয়া॥
কর্ণ পর্ব্বে কর্ণ শল্য এহি বিবরণ।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর বচন॥

যুদ্ধের ষোড়শ দিবস:
কর্ণের ব্যূহরচনা: যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা

তবে ব্যূহ করি কর্ণে পশিলেক রণে।
খেদাএ পাণ্ডব সব যুধিষ্ঠির সনে॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে কোন ব্যূহ করিল কর্ণে।
প্রতিব্যূহ কৈল কোনে পাণ্ডবের গণে॥
কেমতে করিল রণ বীর ধনঞ্জয়।
কেমতে যুঝিল বীর সূর্য্যের তনয়॥
সঞ্জয়ে কহন্ত শুন ব্যূহের রচনা।
যেইমতে রণ কৈল সেই দুইজনা॥
গরুড় আকার ব্যূহ করিলেক কর্ণে।
কৃপ কৃতবর্ম্মা রহে ব্যূহের দক্ষিণে॥
তাহার বামেত রহে উলূক শকুনি।
সঙ্গে পার্ব্বতী যুঝে গান্ধারবাহিনী॥
ছয় লৈক্ষ হস্তীসনে বীর দুঃশাসন।
তার সঙ্গে অবশিষ্ট যত ভাইগণ॥
মৈধ্যে রাজা দুর্য্যোধন বহুল কটকে।
অশ্বত্থামা প্রধান আছএ ব্যূহমুখে॥
কৃতবর্ম্মা নারায়ণীসেনার সহিতে।
অর্জ্জুনক হানে তবে বেড়ি চতুর্ভিতে॥
কর্ণের পুত্রসব কর্ণের চারিপাশে।
বৃষসেন আদি করি আছএ বিশেষে॥
দুর্য্যোধন রত্নরথে রাজা চারিভিতে।
নানা যন্ত্র বাদ্য বাজে শুনি স্থললিতে॥
বৃহস্পতির যুকতি রূপে ব্যূহ কৈল কর্ণ।
তাহা দেখি আনন্দিত হইল দুর্য্যোধন॥
সেইমত মহাব্যূহ কৈল যুধিষ্ঠির।
যার যেই মত দেখি রহে মহাবীর॥
নৃপতিএ কহন্ত তবে যুদ্ধ জনে জনে।
ভীমে রণ কর গিয়া দুর্য্যোধন সনে॥
শকুনির সহিতে নকুল যাও ধাইয়া।
উলূকেরে রাখ গিয়া সহদেব গিয়া॥
শতানীক রাখিব দুর্জ্জয় দুঃশাসনে।
অশ্বত্থামা সঙ্গে গিয়া যুঝ ধৃষ্টদ্যুম্নে॥
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে গিয়া সাত্যকি দুর্জ্জয়।
কৃতবর্ম্মার সনে রণ করে সমুচ্চয়॥
দ্রৌপদীর পুত্র সনে শিখণ্ডী প্রভৃতি।
আর যত কুরুবীর যুঝ মহামতি॥
ব্রহ্মা রুদ্র বরুণ যে ইন্দ্র অনুক্রমে॥
যে রথে জিনিছে দেবাসুর বিক্রমে॥
তাহাতে চড়িয়া যায় কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
হারিয়া হারিয়া সৈন্য কর্ণক বোলয়॥
এহি যে অর্জ্জুন বীর দেখ বিদ্যমান।
শত্রুক সংহার কর হানি চোখা বাণ॥
মেঘের গর্জ্জন যেন রথের গর্জ্জন।
ধূলিময় দেখ এহি ভরিয়া গগন॥
যেইমত শব্দ শুন মহা সিংহনাদ।
কাড়া মৃদঙ্গ দেখি বাজে নানা ছান্দ॥
এহি অর্জ্জুনের রথ নির্ম্মল পতাকা।
কিঙ্কিনী বানরধ্বজ শব্দ করে চোখা॥

CENTRAL LIBRARY

স্বর্ণময় ঘোড়া যে শ্রীহরি রহে আগে।
দেখিয়া তোহ্মার সৈন্যে পলায় ভাগে ভাগে॥
উল্কাপাত ধ্বজে দেখ করে থর থর।
অর্জ্জুনের রথে চলে অতি খরতর॥
বহু সৈন্য নাশ আজি লএ মোর মনে।
দেখ দেখ অর্জ্জুনে তোহ্মার সৈন্য হানে॥
ক্ষত্রিয়ের মাথা সব কিরীটকুণ্ডলে।
অর্জ্জুনের বাণে দেখ পড়ে ভূমিতলে।
মৃগ মৈধ্যে সিংহ যেন পশিল অর্জ্জুন।
সকল পাণ্ডবে নাদ করএ দারুণ॥
সংশপ্তক ডাকে যত বীর ধনঞ্জয়।
তাহাকে শুনিয়া যে কর্ণে যে বোলএ॥
অর্জ্জুন বেড়িল দেখি সংশপ্তকগণে।
মেঘে সূর্য্য ঢাকে যেন আচ্ছাদিল বাণে॥
শল্য কহে কেবা জানে অর্জ্জুনের গুণ।
কাষ্ঠ দিয়া কেবা সাস্থাইব হুতাশন॥
বাউকে ধরিতে পারে কাহার শকতি।
একবাণে অর্জ্জুনে হানিব শতাশতি॥
পৃথিবী শাসিতে পারে যার অস্ত্রগুণে।
সব সংহারিতে পারে যার অস্ত্রগুণে॥
সুমেরু ভাঙ্গিতে পারে যার অস্ত্রতেজে।
অর্জ্জুন জিনিতে পারে কেবা রণ মাজে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি পাঞ্চালসকল।
ইন্দ্র সম সাত্যকি আছএ মহাবল॥
শল্যে এথ কহিতে মিলিল দুই সেনা।
প্রয়াগেতে দেখি যেন গঙ্গাযমুনা॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে অর্জ্জুনের সনে।
কোনমত রণ তার করিলেক কর্ণে॥
বিবেচিয়া কত সূত কথাতে চতুর।
বীরের বিক্রমে তাহা শুনিতে মধুর॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা সংশপ্তক দেখি।
অর্জ্জুন কুপিত তাএ কহি ধানুকী॥
অর্জ্জুন বেড়িয়া গর্জ্জে সংশপ্তকগণ।
কুপিয়া অর্জ্জুন বাণ করে বরিষণ॥

দক্ষিণে অর্জ্জুন দেখি ক্ষেণেকে উত্তরে।
পূর্ব্বে পশ্চিমে রথ অলক্ষিতে ফিরে॥
নানামত মুণ্ড সব ছিড়ে শতে শতে।
চেদী পাঞ্চাল মুণ্ড পড়ে শতে শতে॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে কর্ণ সেনাপতি।
যুধিষ্ঠির কোনমতে করি দুর্গতি॥
যুধিষ্ঠিরে মারিতে রাখিলা কোনবীরে।
কারে কারে জিনে কর্ণ পাএ যুধিষ্ঠিরে॥
সঞ্জয়ে কহন্ত আদি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে।
কর্ণে ধাইল যেন হংসী চলে ধীরে॥
নানাবাদ্য শঙ্খ বাহে দুই দলে।
হস্তী ঘোড়ার রণ দেখি ক্ষিতিখান টলে॥
কুপিয়া পাণ্ডবসেনা পৈশে সেনাপতি।
ভদ্রক দেশের মারে সাত শত রথী॥
চেদীপাঞ্চালগণে কর্ণকে যে বেড়ে।
তা সবের মুণ্ড কর্ণে লৈক্ষে লৈক্ষে ছিড়ে॥
মহানাদ করি তব পলাএ পাঞ্চালে।
কর্ণে খেদাএ যেন বাছুর গোয়ালে॥
সুসেনে ভীমের ঘোড়া কাটে অলক্ষিতে।
ভীমের ধনুক কাটে অতি কোপ চিতে॥
সাত বাণ হানিলেক সেই মহানাদ ছাড়ে।
আর ধনু লইয়া ভীমে খুরবাণ জোড়ে॥
সুসেনের ধনুবাণ কাটে অলক্ষিতে।
ত্রিসত্তরি বাণ তাকে মারিল নির্ঘাতে॥
কর্ণের আর পুত্র এক কাটে ভীমসেনে।
মাথা কাটি পড়ে তার শল্য বিদ্যমানে॥
কৃপ কৃতবর্ম্মার যে কাটিয়া দুই ধনু।
দশ বাণে দুঃশাসনের ভেদিলেক তনু॥
এহিমতে ভীমসেনে হানে তোহ্মার সেনা।
তাতে আগু হইতে রাজা নাহি একজনা॥
তাহা দেখি কর্ণ হইল অগ্নির সমান।
পাণ্ডবপাঞ্চাল সৈন্য করে খান খান॥
মাংসে করিল পঙ্ক রুধিরে সাগর।
ভঙ্গ দিল সর্ব্ব সৈন্য হইয়া ফাফর॥

CENTRAL LIBRARY

হেনকালে সহদেব কুপিল নির্ভয়ে।
কর্ণ আগে রহে গিয়া হাতে ধনুশরে॥
সহদেবে কহে কর্ণ করি বীরদাপ।
আজি মোর কাছে তোহ্মি করহ প্রতাপ॥
তাহা শুনি ঈষিত হাসিল বীর কর্ণ।
অল্প কিছু টানি ধনু হানে বাণগণ॥
সহদেবে কর্ণক হানিল দশ শরে।
কবচেত দিয়া তার রক্ত বহে ধারে॥
পুনি হানিল বাণ কর্ণের ললাটে।
সে বাণ ফুটিয়া কর্ণ পাইল সঙ্কটে॥
তবে ক্রোধ হৈল কর্ণ ধনুক টানিয়া।
সহদেবের মর্ম্মস্থানে হানিল কুপিয়া॥
রথ সনে ঘোড়া কাটে ধনুক সহিতে।
গাএর কবচ কাটে মুকুটমণ্ডিতে॥
ভূমিপদে সহদেব রহিল তখন।
বাণে ক্ষত শরীর যে কাটে ঘন ঘন॥
তবে কর্ণ মহাবীর ঈষিত হাসিয়া।
সহদেবে ধরিলেক ত্বরিতে যে গিয়া॥
কর্ণে কহে চলি যাও আপনার ঘরে।
মহাবীর না বলিয় আত্মঅহঙ্কারে॥
বীরসবে শিশু হেন কর্ণে তারে ধরে।
নকুল হইল তবে লজ্জাএ কাতরে॥
কর্ণে কহে যাও তুহ্মি দন্তে তৃণ লইয়া।
আর না যুঝিয়া মোর সংহতি আসিয়া॥
এহি বলি কর্ণ বীরে তাকে এড়ি দিল।
লজ্জিত হইয়া বীর নকুল চলিল॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে কর্ণ ভাই হেন জানে।
এতেকে সে এড়ি তাকে দিল বীর কর্ণে॥
তার পাছে কি হইল কহ মহাশএ।
কেমতে হইব রণ কহত যুদ্ধএ॥
সঞ্জএ কহন্ত সেনা কর্ণ চেদি মারে।
হেন বীর না ছিল তাহাতে অনুসারে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী ভীমসেনে।
ই সকল বেড়িয়া যে কর্ণবীর হানে॥
একে একে কর্ণে হানে সে সকল বীর।
হানিয়া হানিয়া সব হইল অস্থির॥
যেখানে যে যথা থাকে কর্ণে হানে শরে।
লৈক্ষে লৈক্ষে বীর ভাসে রক্তের সাগরে॥
তবে যুদ্ধ করিতে ধাইল ধর্ম্মরাজে।
তাহা দেখি হাসে কর্ণ সমরের মাজে॥
একরথে গেল কর্ণ রাজবিদ্যমানে।
কোপ করি ধাএ কর্ণ যুধিষ্ঠির স্থানে॥
পাঞ্চাল সোমক আদি মৎস্যকটকে।
কর্ণের উপরে বাণ হানে লাখে লাখে॥
সে সকল খেদে কর্ণ যেন কৃষ্ণশরে।
সাত্যকি প্রভৃতি বীর নাহি রহে আর॥
চতুর্দ্দিগে পাঞ্চাল পাণ্ডবের উপরে।
ভয় পাইয়া সৈন্যসবে মহারোল ছাড়ে॥
মহাবীর কর্ণে যে পাণ্ডবসেনাদলে।
কাটিয়া সকল সৈন্য পাড়ে ভূমিতলে॥
পুনি সর্ব্ব সৈন্য গিয়া কর্ণক আবরি।
যেন মহাব্যাধি হৈলে ঔষধে সম্বরি॥
জিনিয়া সকল গেল রাজাসন্নিধানে।
অতি বড় ব্যাধি যে ঔষধ নাহি মানে॥
কাছে কর্ণ দেখি যুধিষ্ঠির কোপে জ্বলে।
রক্ত বর্ণ চক্ষু করি কর্ণ প্রতি বোলে॥
শুন কর্ণ সূতপুত্র মূলে অল্প জাতি।
অহঙ্কার কর তুহ্মি অর্জ্জুন সংহতি॥
আহ্মি সব হিংসা কর দুর্য্যোধন হিত।
বলবীর্য্য আহ্মাকে দেখাও অতুলিত॥
আজি আহ্মি খণ্ডাইব যুদ্ধের তরঙ্গ।
প্রাণে কাতর হইয়া যদি না দেয় ভঙ্গ॥
এতবলি কর্ণক হানিল কোপমনে।
যুধিষ্ঠির দশবাণে হানিলেক কর্ণে॥
হেলাএ হাতএ কর্ণ যুধিষ্ঠির কোপে।
পর্ব্বত বিদার বাণ গুণেত আরোপে॥
তবে যুধিষ্ঠির হানে কর্ণে বাম পাশে।
মোহ পাইয়া কর্ণের হাতের ধনু খসে॥

CENTRAL LIBRARY

হাহাকার শব্দ হৈল কটকে তোহ্মার ।
রথীহীন দেখি সেনা চাহে পলাইবার ॥
মহানন্দে জয়বাদ্য পাণ্ডবের দলে ।
মোহ সম্বরিয়া কর্ণ উঠে সেইকালে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বোলে মোর মনে হইল ভয় ।
কর্ণেরে করিল মোহ ধর্ম্ম মহাশয় ॥
সঞ্জএ কহেন বাণ সেই মহাশক্তি ।
অব্যক্ত কারণে মোহ কর্ণ মহামতি ॥
তখনে ধনুক কর্ণে করিল সন্ধান ।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া হানএ খুরবাণ ॥
দুই চন্দ্রে যুঝে যেন হইয়া আগুয়ানে ।
দশ বাণে যুধিষ্ঠির পুনি কর্ণে হানে ।
রৈক্ষক সকলে হানে তিন তিন শরে ।
যুধিষ্ঠির ধনুখান কাটে তিন খুরে ॥
হেনকালে পাণ্ডবের যথ রথীগণ ।
কর্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি মহাবল ।
ভীমসেনে বেড়ি হানে বীর ই সকল ॥
নারাচ পট্টিশ গদা অস্ত্র খরতর ।
গগন ঢাকিয়া হানে কর্ণের উপর ॥
বাণে বাণ কাটি পাড়ে কর্ণে যে খেদাএ ।
যেন মহা আনলে অরণ্য দহি যাএ ॥
তবে কর্ণে হানে যুধিষ্ঠির উপরে ।
দশদিশ অন্ধকার বাণ ভয়ঙ্করে ॥
একে একে বীর সব সকল খেদিয়া ।
যুধিষ্ঠির রথ ধনু পালাএ ছেদিয়া ॥
গাএর কবচ কাটে আর দুই শরে ।
রক্তের বিচিত্র বাণ কাটিল সত্বরে ॥
রক্তে রাঙ্গা নৃপতি যে কোপে অগ্নি জলে ।
আর ধনু লইয়া রাজা গদাগোটা মেলে ॥
সেই গদা কর্ণে কাটিল লঘু হাতে ।
যুধিষ্ঠির বাণ হানে বড়হি নির্ঘাতে ॥
ক্রোধে কর্ণ বীর হৈল যমের সমান ।
যুধিষ্ঠির বুকে হানে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ॥
লেজ কালো শ্বেত ঘোড়া কাটিল রাজার ।
পুনি ধনুসব কাটে কবচ সোনার ॥
সহদেবের রথে চড়ে ধর্ম্মনৃপবর ।
কর্ণ ভএ যুধিষ্ঠির পালাএ সত্বর ॥
ধাই গিয়া কর্ণে ধরে নৃপতির কন্ধে ।
উপহাস করে কর্ণ নানাবিধ ছান্দে ॥
তুহ্মি কুলীন ক্ষেত্রি হও মহাজন ।
কি কারণে হৈছ রণেত পলায়ন ॥
ক্ষত্রিয় নাহসি তুহ্মি পতিত ব্রাহ্মণ ।
বেদপাঠ যজ্ঞ কর এ হিত শোভন ॥
রণ তুহ্মি নাহি জান আহ্মি ভালো জানি ।
ব্রহ্মচর্য্য করিবার তোহ্মার বাখানি ॥
বীরের না কহিয় তুহ্মি অপ্রিয়বচন ।
বীরের সহিতে তুহ্মি না করিয় রণ ॥
বড় রণে না থাকিয় থাকিয় যে দূরে ।
এথ কহি যুধিষ্ঠিরে এড়ে কর্ণবীরে ।
লজ্জাকুল হইয়া রাজা যায় পলাইয়া ।
চেদি পাঞ্চাল যাএ রাজারে বেড়িয়া ।
সহদেব নকুল পাঞ্চাল পঞ্চনাতি ।
নৃপতি বেড়িয়া যাএ সাত্যকিসংহতি ॥
এথাএ কর্ণে পাণ্ডুসেনা দিল খেদাইয়া ।
তোহ্মার কটকে চলে নানা বাদ্য বাজিয়া ॥
রথ হস্তী রথী পদাতি শতাশতি ।
ই সকল কাটে কর্ণে ভরিলেক ক্ষিতি ॥
ভদ্রসেন বৃন্দাবক কেকয় প্রভৃতি ॥
জরাসন্ধসুত মারে কাশীর সন্ততি ॥
যেন মত্ত হস্তীএ ভাঙ্গে পল্লবন ।
সেইমতে কর্ণে করে সৈন্যের নিধন ॥
যেহেন কদলীবন উপাড়িল ঝড়ে ।
হেনমতে সকল কটক সৈন্য পাড়ে ॥
যত সেনা ভীষ্ম দ্রোণে নাহি মারে রণে ।
তত সেনা একদিনে মারিলেক কর্ণে ॥
রুধিরে বহএ নদী মাংসে হৈল পঙ্ক ।
রক্ত মাংস খাএ বেড়ি শিবা গৃধ্র কঙ্ক ॥

CENTRAL LIBRARY

নানা ঠাই পড়ে বীর রক্তে তিতি ক্ষিতি।
বজ্রে ভাঙ্গে গিরি যেন পড়ে মত্ত হাতী॥
রাঙ্গা আখি রাঙ্গা মুখ চন্দ্রবদন।
বীরসব ভাসে যেন টোপর শোভন॥
বিমানে দেবতাসব আইল গগনে।
কতুক চাহন্তি তোহ্মার পুত্র দুর্য্যোধনে॥
তবে ধূলি অন্ধকার নাহি পরিচয়।
মিশামিশি যুদ্ধ পুনি হইল কটকএ॥
মাংসে হইল কর্দ্দম নদী হৈল রক্তে।
বড় বড় হস্তী ঘোড়া ভাসি যাএ তাতে॥
যাএ জর্জ্জর সৈন্য রণ নাহি করে।
কত কত ডুব দিল শুণিতসাগরে॥
কেহ শ্রান্ত হইয়া যাএ হস্তীর উদরে।
সেই মত ভাসি যাএ রুধির সাগরে॥
কাক চিল আদি করি শকুন গৃধ্রিনী।
মহারোল করি সব মাংস খাএ টানি॥
এহিমতে কটকের দেখিয়া দুর্গতি।
পুনি ভীম বাহড়িল লইয়া সৈন্য যথি॥
গদাহাতে ভীমসেন চলিল সত্বর।
তাহা দেখি সৈন্যসব করে থর থর॥
কর্ণ এড়ি তোহ্মার সকল সৈন্য ভাঙ্গে।
নদীকূল স্রোতে যেন ভাঙ্গএ তরঙ্গে॥
গজ সৈন্য মারি ভীম যাএ ক্রোধ হইয়া।
কর্ণ স্থানে কহে শল্যে তাহাকে দেখিয়া॥
দেখ কর্ণ ভীম আইসে তোহ্মার নিয়ড়ে।
ভীম দেখি সৈন্য তোহ্মার কেহ না বাহুড়ে॥
যে সকল দুঃখ ভীমের আছএ স্মরণ।
সে সকল দুঃখ আজি করিব মোচন॥
শল্যের বচনে কহে কর্ণ সেনাপতি।
পুনি কহিতে লাগে মদ্রঅধিপতি॥
অজ্ঞাতবাসের দুঃখ দ্রৌপদী নিমিত্তে।
মারিল শতেক বীর যেই শুধা হাতে॥
আজি যুধিষ্ঠির দুখে কুপিয়াছে অতি।
বীরসব মারি আজি ভরিবেক ক্ষিতি॥
কর্ণে কহে ক্রোধ আজি আছে মোর মনে।
মুই বা অর্জ্জুন মারম মারে বা অর্জ্জুনে॥
ভীমের সেইমত যদি ফলে আজি কাজ।
ভীমক মারিব আজি সমরের মাজ॥
রথী বা মারএ ভীম লএ বা সারথি।
অর্জ্জুন মারিব আজি বুজিএ যুকতি॥
উচিত কহিছ তুহ্মি আহ্মার গোচর।
ভীম কাছে নেও রথ বিলম্ব না কর॥
শল্যে তবে রথ নিল ভীমসেন আগে।
তবে দুই বীরে যুদ্ধ করিবারে লাগে॥
কর্ণে নারাচ এড়ে ভীমসেনবুকে।
বাণ বিষ্টি করে তবে বীরসব ডাকে॥
বড় ক্রোধ করি ভীমে হানে কর্ণবীর।
অস্থির হইল কর্ণ বাক্যে নহে স্থির॥
শল্যে রথ বাহড়িয়া নিল আর স্থানে।
এহি অবসরে ভীমে হানে কুরুসৈন্যে॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে ভীম করিল দুষ্কর।
যার গদাএ ভঙ্গ দিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
দুর্য্যোধনের সাক্ষাতে কহিল বীর কর্ণে।
পাণ্ডবে জিনিব হেন পাঞ্চালের সনে॥
হেন কর্ণ পরাজয় ভীমে কৈল রণে।
কহত সঞ্জএ কিবা ভাবে দুর্য্যোধনে॥
সঞ্জএ কহন্ত ভীম এমত দেখিয়া।
সহোদর পাঠাইল ভীমক বলিয়া॥
বিরিঞ্চিবিজই মত্ত সুন্দ উপসুন্দ।
রক্তকর দীর্ঘজঙ্ঘা আর বীরবৃন্দ॥
এহি দশ পুত্রে তোহ্মার ভীম বেড়ি হানে।
যেন হস্তী বেড়িয়া হানএ মৃগগণে॥
ক্ষেণেক কুপিল ভীম যমের সমান।
খুরেত ঘষিয়া জোড়ে দশ গোটা বাণ॥
একবারে দশবাণ ভীমসেনে এড়ে।
সোনার মুকুট সনে দশ মুণ্ড ছিড়ে॥
কাঞ্চনের পুষ্প যেন ভূমিতে লোটাএ।
রথ হৈতে পড়ি তারা গড়াগড়ি বাহে॥

CENTRAL LIBRARY

বিরানব্বই পুত্র তোহ্মার ভীমসেনে মারে।
দারুণ পাশার ফল এতদিনে ধরে॥
দুঃশাসন ভিতে ভীম ধাইল সত্বর।
ভঙ্গ দিয়া পুত্র তোহ্মার কাপে থরথর॥
তাহা দেখি কর্ণবীর ক্রোধ করি মনে।
দশগোটা মহাশর ভীমের বুকে হানে॥
পারিঘ হানিল কর্ণে ভীমে তাহা কাটে।
পুনি কর্ণক ভীমে হানে বড় চোটে॥
কর্ণবুক ভেদি বাণ পড়িল ভূমিত।
থর থর কাপে কর্ণ দেখিতে মুহর্চ্ছিত॥
স্থির হইয়া কর্ণে ভীমের ধনু কাটে।
পঞ্চবিংশ বাণ হানে কোপ নাহি টুটে॥
রথ ছত্র ধ্বজ ঘোড়া কাটে আস্থেবেস্থে।
বিরথী দেখিয়া ভীমে গদা লইল হাতে॥
ইঙ্গিতে মারিল ভীমে চৌদ্দশত হস্তী।
দেখিয়া কৌরব সৈন্য ধাএ শতাশতি॥
এহিমতে হানে ভীমে বীর শতে শতে।
ছন্নবৎ করি ঘোটক এক অযুতে॥
চৌদ্দ সহস্র রথী আইল শকুনির সনে।
ভীমক বেড়িয়া তারা মহা কোপ হানে॥
পন্নবন ভাঙ্গে যেন কেশরী প্রচণ্ড।
শকুনির সৈন্য মারি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
হস্তীএ হস্তী মারে ঘোটকে সারথি।
চৌদ্দশত রথী মারে ভীম মহামতি॥
তখনে চলিল বীর কর্ণের উদ্দেশে।
কর্ণ রথে হানে গদা অতি বড় রোষে॥
আশী মণ লোহার গদাএ রথ কৈল ছর।
কর্ণসৈন্য ফাল দিয়া রহিলেক দূর॥
ভীমের পৌরুষে কর্ণ রুষিয়া তখন।
গদা হাতে করি করে ভীম সনে রণ॥
যেন দুই সিংহে বাদ হইল পর্ব্বতে।
বলি ইন্দ্র যুদ্ধ যেন আছিল স্বর্গেতে॥
সেই দুই গদার ঘাও বজ্র যেন পাত।
কত সৈন্য পড়িল শুনিয়া গদার ঘাত॥

আশী মণ লোহার গদা তুলি লইল হাতে।
সর্ব্ব শক্তি বাড়ি মারে [বীর] কর্ণের মাথে॥
সেই বাড়িতে কর্ণ কাপে থর থর।
ললাট ফাটিয়া পড়ে রুধির বিস্তর॥
তখনে রুষিল কর্ণ দ্বিগুণ করিয়া।
ভীমের উপরে গদা হানিল কুপিয়া॥
সেই বাড়িএ ভীমে হৈল অচেতন।
এথেকে কর্ণ সৈন্য মারে যত পাণ্ডুগণ॥
লৈক্ষ লৈক্ষ বীর পড়ে হস্তী ঘোড়া সনে।
অন্তাকালে নাশে যেন দারুণ শমনে॥
সুরথ সৌবল আদি ভাগ্য ভদ্রমতি।
বৃষ্ণি বীর ভোজ মৎস্য পাঞ্চাল সংহতি॥
ই সকল বীর কর্ণে মারে পরিপাটি।
ক্ষেণেকে মারিল কর্ণে সৈন্য দুই কোটি॥
রুধিরে হইল নদী বৈতরণী প্রাএ।
রথ হস্তী বীর সব তথাএ ভাসি যাএ॥
যেহেন কেশরী কুপি মারে মৃগগণ।
মহাগজ ভাঙ্গিল যেহেন পন্নবন॥
বিপরীত শব্দ করি ভাঙ্গিল কটক।
দেখিয়া সৈন্যের নাশ মহা ভয়ানক॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি সৈন্যের হইল নাদ।
নাচএ তোহ্মার সৈন্য হরিষ বিষাদ॥
যথেক কহিল কর্ণে প্রত্যয় জানিল।
যাহা দেখি পুত্র তোহ্মার কতুক হইল॥
নানামতে পড়ে সৈন্য অলঙ্কার সনে।
রথ হস্তী পড়িল বহুল স্থানে স্থানে॥
নানা বাদ্যে সিংহনাদ করে তোহ্মার দলে।
নানাস্থানে পলাএ যে পাণ্ডবের বাণে॥
কেহ দন্তে কুটা লএ করএ ভ্রূকুটি।
কোনজনে মারিলেক রণেত পর্য্যটি॥
কেহ কেহ পানি পিয়া সেই ক্ষণে মরে।
কেহ কেশ মুক্ত হইয়া ধরাতলে পড়ে॥
অর্জ্জুনে শুনিয়া তবে সৈন্য কোলাহল।
কৃষ্ণস্থানে কহিলেক হইয়া বিকল॥

CENTRAL LIBRARY

দেখ কৃষ্ণ সেনা মোর মারে কর্ণ বীরে ।
লৈক্ষে লৈক্ষে বীর ভাসে রুধির সাগরে ॥
শীঘ্র রথ চালাও কৃষ্ণ কর্ণ সৈন্য বলি ।
আগি পরে তার আগে কেবা রৈতে পারি ॥
হেনকালে রথ চালাএ দেব জনার্দ্দন ।
হেনকালে তথাএ আইল সংশপ্তকগণ ॥
অর্জ্জুনে বেড়িয়া হানে সকল বীরেত ।
অর্জ্জুনের বাণে কেহ রণে নাহি স্থির ॥
ক্ষেণেক করেন্ত যুক্তি সংশপ্তকগণে ।
কৃষ্ণার্জ্জুন ধরিবারে চলিল তখনে ॥
অর্জ্জুনে হানএ বাণ সন্ধান পূরিয়া ।
অলক্ষিতে সেই সৈন্য লই যাএ উড়াইয়া ॥
রথ ঘোড়া হস্তী সব পড়ে ত্রস্ত হইয়া ।
নারাচ হানএ পার্থ বহুল কুপিয়া ॥
তখনে বাহন্ত শঙ্খ দেব জনার্দ্দন ।
কম্পিত হইল তবে সংশপ্তকগণ ॥
নাগপাশ হানে পার্থ সে সবের গাএ ।
সর্পাঘাতে বীর সবে গড়াগড়ি বাহে ॥
তথাতে যে কৃষ্ণার্জ্জুন সমর জিনিয়া ।
কর্ণ সৈন্য বলি রথ দিল খেদাইয়া ॥
অর্জ্জুনের রথগতি শুনিতে গর্জ্জন ।
হেনমত দেখি যেন চলিছে পবন ॥
অর্জ্জুনের রথ দেখি নির্ম্মল পতাকা ।
লেজ কান লাড়ি কপি শব্দ করে ছোখা ॥
সে শব্দে তোহ্মার সেনা কাপি থরথর ।
ধনুর টঙ্কার শুনি মহা ভয়ঙ্কর ॥
অর্জ্জুন আসিতে তোহ্মার সৈন্য নহে আগে ।
পাথর ঠেকিয়া যেন নদী দুই ভাগে ॥
কর্ণ কর্ণ বলি তোহ্মার সৈন্যে নাদ করে ।
আগু হৈল কর্ণ বীর হাতে ধনু শরে ॥
ভয় নাহি কর্ণে কহে সৈন্য আশ্বাসিয়া ।
আগু হৈল কর্ণ বীর অর্জ্জুন দেখিয়া ॥
দুই বীরে মুখামুখী হইল সমর ।
সমর দেখিয়া যেন দুই পুরেন্দর ॥
অর্জ্জুনে নারাচ হানে কর্ণের উপরে ।
চৌদ্দ বাণ কর্ণে হানে ধার দিয়া শিলে ॥
তখনে অর্জ্জুনে হানে বাণ ত্রিসত্তরি ।
সেই যে দেখিএ বাণ যম অবতরি ॥
রুদ্রবাণে কর্ণ তাহা কৈল নিবারণ ।
দুই বীরের চরণাঘাতে পূরিল গগন ॥
প্রলয়কালেত যেন হইল অন্ধকার ।
দুই বীরে দুই সৈন্য করএ সংহার ॥
অর্জ্জুনের বাণে হৈল যেহেন তরঙ্গ ।
ত্রস্ত হৈয়া কুরুসবে দিল রণে ভঙ্গ ॥
কর্ণ এড়ি পলাএ তোহ্মার যত সেনা ।
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য পাইয়া যন্ত্রণা ॥
হেনকালে অস্ত যাএ দেব দিবাকর ।
রজনী প্রবেশ হইল উঠে শশধর ॥
অর্জ্জুনক প্রশংসিয়া সর্ব্ব সৈন্য চলে ।
দুর্য্যোধন কর্ণ পুনি চলে সেই কালে ॥
নানাবাদ্য করিয়া চলএ দুই সৈন্যে ।
বরাক্রদ্র আদি বাদ্য বাজএ তখনে ॥
কর্ণ পর্ব্ব মহাপোথা প্রথম দিনের রণ ।
সঞ্জএ কহিল কথা অতি বিচক্ষণ ॥

প্রথম দিনের রণ সাঙ্গ এতদূরে ।
সঞ্জয় কহিল কথা ভব তরিবারে ॥

যুদ্ধের সপ্তদশ দিবস

ধৃতরাষ্ট্রে কহে রে সঞ্জয় সূতমণি ।
জানিলাম কর্ণে তাক না জানিব পুনি ॥
যথেক ভরসা দিলা আহ্মার পুত্রেরে ।
সকল অব্যর্থ জানি অর্জ্জুন গোচরে ॥
কহ দেখি পুনি তাতে কোনমত হৈল ।
প্রভাতে যে কর্ণ বীর কেমত করিল ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুন বিবরণ ।
যেমতে কহিল তোরে সেনাপতি কর্ণ ॥

রজনী প্রভাত হইল সূর্য্যের উদয় ।
দুর্য্যোধনের পাশে গেল কর্ণ মহাশএ ॥
তোহ্মার পুত্রের রঙ্গ হইতে কারণ ।
বারে বারে কহে কর্ণ বহুল বচন ॥
কি কারণে মিত্র তুহ্মি হইছ দুঃখিত ।
পৃথিবী শাসিয়া তোহ্মা দিবাম নিশ্চিত ॥
সাগরান্ত পৃথিবী করিয়া দিমু বশ ।
আজি দেখিবা মিত্র আহ্মার সাহস ॥
কালি ভালো মোর ঠাই এড়াইছে অর্জ্জুনে ।
মারিতে আইলাম তারে করিয়া সন্ধানে ॥
অর্জ্জুন মারিতে মুই আছিলুম কুপিয়া ।
হেনকালে না হানিলু রজনী দেখিয়া ॥
সুসজ্জ হইয়া চল সমরেত যাই ।
কৃষ্ণার্জ্জুন দুইকে হানিমু এক ঠাই ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন মারি কিবা আজি জয় পাই ।
নতুবা সমর করি স্বর্গপুরে যাই ॥
হেনমতে কর্ণে কহে তোহ্মার পুত্রেরে ।
শুনিয়া কতুক হইল যথ কুরুবীরে ॥
তখনে সাজিল রাজা তোহ্মার নন্দন ।
কর্ণ সঙ্গে চলিল যথেক বীরগণ ॥
দ্বিগুণ সাজন কৈল যথ কুরুবল ।
দূরে থাকি দেখে যেন সাজে জলধর ॥
হস্তী ঘোড়ার নাদে ভূমিখান লড়ে ।
ভয়ঙ্কর মহানাদে সর্ব্বসৈন্য ছাড়ে ॥
সমরে চলিল কর্ণ সৈন্যের সংহতি ।
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ কৈল কর্ণ মহামতি ॥
বাম শৃঙ্গে কৃপ কৃতবর্ম্মা মহাবীর ।
দক্ষিণেতে অশ্বত্থামা নির্ভয় শরীর ॥
তার পাছে শকুনি উলূকপুত্র সনে ।
গজ সৈন্য সনে রহে বীর দুঃশাসনে ॥
পঞ্চ লৈক্ষ রথী সনে রাজা দুর্য্যোধন ।
কাঞ্চনের রথ রাজা দেখিএ শোভন ॥
কর্ণ সৈন্য আদি করি বীর সবের স্থানে ।
ডাক দিয়া কহিল রাজা দুর্য্যোধনে ॥

ভাগ্যে সে ক্ষেত্রিয়সব পাএ এহি রণ ।
সকল ক্ষেত্রির হৈল স্বর্গের ভুবন ॥
সৈত্য যুগে যুঝিতে আছিল বহু স্বাদ ।
এহিসব কথা শুন পণ্ডিত সমাজ ॥
পৃথিবী ভুগিব সুখে পাণ্ডব মারিলে ।
কিন্তু কিবা স্বর্গে যাই রণেতে পড়িলে ॥
ক্ষেত্রি সকল তবে রাজার বচনে ।
সিংহনাদ নানা বাদ্য বাহে বীরগণে ॥
হরিষে বাড়াইতে পুনি আপনা সেনার ।
তবে অশ্বত্থামা কহে করি অহঙ্কার ॥
শুধা হাতে পাইয়া দুষ্টদ্যুম্ন দুরাচার ।
মোর বাপ মারে সেই সৈন্যের মাঝার ॥
সেই কোপে যবে আহ্মি মিত্রজন কাছে ।
সৈত্য করি কহি আহ্মি ক্ষত্রিয় সমাজে ॥
না মারি দুষ্টদ্যুম্ন কবচ না এড়িমু ॥
সৈত্য সৈত্য দুষ্টদ্যুম্ন সমূলে নাশিমু ॥
এতেকে কহিয়া অশ্বত্থামা পৌশে রণে ।
সকল কৌরব সেনা পৌশে তার সনে ॥
তবে আইল যুধিষ্ঠির সর্ব্ব সৈন্য সমে ।
ব্যূহ করি সমর করিল অনুক্রমে ॥
অর্জ্জুন চলিল মহারণ হৈল দুইজনে ॥
যে যে বীর পড়এ অদ্ভুত রণ করি ।
পুষ্প মেলি তাকে নেহি যথ বিদ্যাধরী ॥
দিব্য পুষ্প গন্ধ দিয়া নেই বরাঙ্গনা ।
হেনমতে স্বর্গে যাএ সেই সব জনা ॥
স্বর্গমর্ত্ত্য বাদ্য বোল হৈছে এহিমতে ।
অর্জ্জুনে কহন্ত দেখ দেব জগন্নাথে ॥
দেখ কৃষ্ণ কর্ণ ভএ সে সৈন্য পলান ।
একেশর সৈন্য কর্ণে করে খান খান ॥
দুই প্রহর বেলি হৈল সৈন্য বল নাহি ।
চল কৃষ্ণ শীঘ্র যাই যুধিষ্ঠির চাহি ॥
কুশল দেখিলে তানে যুক্তিবাম পুনি ।
চলিল গোবিন্দ তবে পার্থ কথা শুনি ॥

কৃষ্ণে কহে অর্জ্জুন দেখহ রণস্থান।
সোবর্ণভূষিত গদা টোন খাড়া বাণ॥
সোবর্ণের বর্ণ ছেন শানেত চিকণ।
নূতন সর্পের সম দেখিতে শোভন॥
রক্তে রাঙ্গা পড়ি আছে হস্তী ঘোড়া বীর।
নানা বর্ণে পড়িয়া আছে শরীর অস্থির॥
অতিশয় রক্তবর্ণ রাঙ্গা সব আখি।
রক্তে রাঙ্গা বীর সব নানামত দেখি॥
কেহ কেহ পড়ি আছে সর্ব্ব বহু গোত্রে।
কেহ কেহ রক্ত বর্ণ চলিছে যুঝিতে॥
যথা তথা ধাএ সৈন্য প্রাণের কাতরে।
কেহ কেহ ভাসিয়াছে রক্তের সাগরে॥
যেজনে না পিএ পানি মৈল হেন জানি।
ডাক ছাড়ি কান্দে কেহ পেলাইয়া পানি॥
জল পিতে মরে কেহ কেহ মরে চাহিতে।
কোলাকুলি করে সব সমরে যাইতে॥
দেখ ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত সব সেনা।
ভাঙ্গএ সকল সেনা ভীমে দিছে হানা॥

অশ্বত্থামার পরাজয়

ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখি অশ্বত্থামা বীর ধাএ।
এহিমতে কথা কহি কৃষ্ণক বুজাএ॥
তবে রণ হইলেক ভয়ঙ্কর অতি।
এতেকে সংহার আজি দেখিএ যুকতি॥
কোপে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে আচ্ছাদিল বাণে।
থাক থাক করি কহে তর্জ্জন বচনে॥
ধৃষ্টদ্যুম্নর ধনু কর্ণ কাটিল মুষ্টিত।
পুনি শত বাণ হানে হইয়া কুপিত॥
ধৃষ্টদ্যুম্নর যত সৈন্য কাটি পাড়ে শরে।
রক্তে রাঙ্গা ধৃষ্টদ্যুম্নে দেখিএ সমরে॥
আর ধনু লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি।
কর্ণ বীর কুড়ি বাণে হানে শীঘ্রগতি॥
যমদণ্ড হেন বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতি কর্ণে হানএ রুষিয়া॥
পাশে থাকি সেই বাণ কাটিল সাত্যকি।
কোপ করি কহে কর্ণ সাত্যকিরে ডাকি॥
সাত্যকি ডাকিল তান ত্রিসত্তরি বাণে।
লোমাঞ্চিত হইল সব সেই দুইর রণে॥
হেনকালে অশ্বত্থামা বহুল কুপিয়া।
কহিত লাগিল ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া॥
রহ রহ গুরুবধী না যাইবা জিয়া।
এ বলিয়া বাণ হানে আকর্ণ পূরিয়া॥
অর্জ্জুনে না রাখে যদি না পলাও ভয়ে।
তবে মৈলা মোর হাতে কহিনু নিশ্চএ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে কহিল মারিলু তোর বাপ।
তোর কোন শক্তিএ খেণ্ডাইবে সেই তাপ।
রথ সনে ঘোড়াএ কাটিলু তার শির।
খণ্ডায় সে সব যদি হও তোহ্মি বীর॥
এহিমতে দুই জনে গালাগালি করে।
দুই জনে বাণ হানি পুনি যে সংহারে॥
দ্রোণপুত্রের ধনু কাটে পাঞ্চালের পুত্রে।
তবে ধনু অশ্বত্থামা লএ আস্তেব্যস্তে॥
ধ্বজ ধনু ঘোড়া আর ছয় যে সারথি।
হানিয়া পাঞ্চাল রাজ করিল বিরথী॥
তবে ধনু ধৃষ্টদ্যুম্ন লইয়া আস্তেব্যস্তে।
হানএ বহুল বাণ দ্রোণ পুত্র ভিতে॥
বাণে বাণ অশ্বত্থামা কাটে শীঘ্র তরে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটিয়া যে খণ্ড খণ্ড করে॥
খণ্ড খণ্ড ধৃষ্টদ্যুম্ন না দেখে নিস্তার।
ধনু এড়ি অশ্বত্থামা যাএ ধরিবার॥
অর্জ্জুন সম্বোধি কৃষ্ণ লাগে কহিবার।
ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখ পার্থ যাএ যমপুরে॥
অশ্বত্থামা ধরে তারে মারিবার তরে।
এ বলিয়া রথ চালাএ দেব গদাধরে॥
হেনকালে অর্জ্জুনে যে নাগ পাশে এড়ে।
সর্পে গিয়া তখনে ব্রাহ্মণ হাত বেড়ে॥

CENTRAL LIBRARY

কোপে অশ্বত্থামা বীর ময়ূরব্যূহ করে।
পাতালে পশিল বাণ ময়ূরের ডরে॥
এহি অবসরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভঙ্গ দিল।
সাত্যকির রথে চড়ি তখনে পলাইল॥
খণ্ড খণ্ড করি তনু হৈছে রক্ত বহে ধারে।
অশ্বত্থামা ক্রোধে হানে অর্জ্জুন উপরে॥
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনে করে হানাহানি।
বজ্রপাত হইল শব্দ শুনি ঠনঠনি॥
পুনি অশ্বত্থামা হানে অর্জ্জুনের বুকে।
থর থর কম্পে পার্থ রাও নাই সে মুখে॥
কোপে পার্থ বৎসাদন্ত ধনুতে জুড়িল।
বজ্রহেন দশ বাণ ব্রাহ্মণ হানিল॥
ধ্বজ যষ্টি ধরি রহে দ্রোণের সন্ততি।
রথখান পাছে গতি করিল সারথি॥
তাহা দেখি পাণ্ডব সৈন্যেত সিংহনাদ।
মহাঘোর শব্দ হৈল জয় জয় বাদ॥
তাহাকে দেখিয়া ধাএ কর্ণ যে যোদ্ধার।
ক্রোধে ধনুগুণ যে টানএ বারেবার॥
তখনে অর্জ্জুন গেল সংশপ্তক রণে।
সঞ্জএর দিব্য কথা সঞ্জএ বাখানে॥

কৃষ্ণে কহে ধনঞ্জয় দেখ কুরুসৈন্যে।
যুধিষ্ঠির ভিতে ধাএ মারিতে কারণে॥
যুধিষ্ঠির চারিপাশে রহিল পাঞ্চাল।
কর্ণ ধাইছে পাছে যেন যমকাল॥
তবে যুধিষ্ঠির আজি না রহিব স্থির।
জ্বলন্ত অনলে যেন ই সকল বীর॥
সিংহগতি হইয়া ধাইছে [লই] ধনুশরে।
দুর্য্যোধন রঙ্গ করে সমর মাঝারে॥
ক্ষত্রির এমত না হএ যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণ সমান দেখ কোমল শরীর॥
কর্ণ হাতে পড়িয়াছে বড়হি সংশয়।
দৈবে সেব তুয় রাজা শুন ধনঞ্জয়॥

কর্ণ ক্রোধ দেখি হৈছে দুর্য্যোধন রঙ্গ।
সবিস্ময় তোহ্মার সেনাএ দিল ভঙ্গ॥
কুরু সৈন্য সব লড়ে মহা মহা রথী।
চতুর্বিংশতি মহারথী কর্ণের সংহতি॥
হেনকালে সংশপ্তক বেড়িল অর্জ্জুন।
চৌদিগে বেড়িয়া হানে পরম দারুণ॥
কর্ণ পর্ব্ব মহাপোথা সঞ্জএ বুজাএ।
সঞ্জএ কহন্ত কথা শুনন্ত রাজাএ॥

ভীমের প্রচণ্ডতা

ধৃতরাষ্ট্রে কহে যদি ভীম বাহরিল।
বুঝিলাম আহ্মার কটকে ভঙ্গ দিল॥
সকল তাহার ঠাই নাহি আটে পুনি।
কেহত রহাএ গিয়া তাহা কেহ শুনি॥
সঞ্জএ কহন্ত কর্ণ ভীমক দেখিয়া।
কোপ করি চাহে কর্ণ রক্ত চক্ষু হইয়া॥
যতনে কটকে বীর করিয়া সুস্থির।
পাণ্ডব সাগরে গেল কর্ণ মহাবীর॥
তাহা দেখি শিখণ্ডী হইল কর্ণ ভীতি।
শিখণ্ডী দেখিয়া কর্ণে ধাএ কোপে অতি॥
শিখণ্ডীর ললাটে হানিল তিন শর।
গাছাইল শিখণ্ডীর মাথার উপর॥
কোপে হানএ কর্ণে বাণ শতাশতি।
শিখণ্ডীর ধনুবাণ কাটিল সারথি॥
লাপ দিল শিখণ্ডীএ হাতে ছেন লইয়া।
কর্ণের উপরে এড়ে বাহু পশারিয়া॥
আসিতে যে কর্ণে তাকে তিনবাণে কাটে।
শান দিয়া বাণ হানে শিখণ্ডীললাটে॥
বাণঘাতে শিখণ্ডী কাপএ থর থর।
লড় দিয়া গেল সেই সৈন্যের ভিতর॥
তাহা দেখি ধাএ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি।
দুঃশাসন গেল তবে তাহার সংহতি॥

CENTRAL LIBRARY

ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন পাইয়া সম্মুখে।
শানে ঘষি দশবাণ এড়ে তার বুকে॥
কোপে দুঃশাসনে বাণ মারিলেক লড়ে।
শান দিয়া বাণ তবে ধনুকেতে জোড়ে॥
আকর্ণ পূরিয়া হানে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতি।
বাম দিকে পড়ে বাণ লোকের লাগে ভীতি॥
কোপে ধৃষ্টদ্যুম্ন তবে হানে ঘোড়া বাণ।
আসিতে যে দুঃশাসনে করে খান খান॥
সোনাএ বান্দিয়াছে সে তরিবেন কে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন হানিলেক দুই বাহু বুকে॥
ধারে রক্ত পড়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি।
এড়ে চতুর্দ্দশ বাণ চোকা ধার অতি॥
দুঃশাসনের ধনু বাণ করে দুইখানে।
জয় শব্দ কৈল তবে পাঞ্চালের গণে॥
দুঃশাসন আর ধনু লইল হাসিতে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণে বাণে ছাএ নানামতে॥
বিস্মিত সর্ব্বলোক দুঃশাসন কাজে।
আকাশে বাখানে তারা দেবের সমাজে॥
দুঃশাসনের ঠাই ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি।
সিংহের সাক্ষাতে যেন পড়িয়াছে হাতী॥
তাহা দেখি ধাইলেক পাঞ্চালের গণে।
পুনি ঘোর সংগ্রাম হইল সেইখানে॥
নকুল ধাইলা দেখি পাঞ্চালের ক্ষএ।
আগু হৈল বৃষসেন কর্ণের তনয়॥
ক্রোধে পঞ্চ বাণ হানে নকুল উপর।
পিতৃপাশে থাকি সেই হানে তীক্ষ্ণ শর॥
হাসিয়া নকুল বীরে হানএ সত্বর।
বৃষসেনের মৈধ্যে স্থানে হানিল নির্ভর॥
বৃষসেনে নকুলক হানে কুড়ি বাণে।
পঞ্চ বাণে নকুলে বৃষসেনে হানে॥
এহিমতে শর বিষ্টি করে দুই বীরে।
দুই কটক পলাএ সেই দুইর ডরে॥
কর্ণে তবে কুরুসৈন্য যতনে বহাএ।
বৃষসেন এড়িয়া নকুল তথা যাএ॥

বৃষসেন তখনে ধাইল নকুলক।
কর্ণের নিকটে রহে কর্ণের রক্ষক॥
উলূক ধাইতে ক্রোধে বাসে সহদেবে।
রথের চারি ঘোড়া কাটিল পাণ্ডবে॥
বাণে বিন্ধি সারথিরে ভূমিতলে পাড়ে।
লড় দিয়া উলূক পলাইলেন ডরে॥
আর রথে চড়ি গেল বাপের নিকটে।
যেখানে শকুনি বীর পড়িছে সংকটে॥
সাত্যকিরে শকুনিএ বিন্ধে ষষ্টি বাণে।
পলকে কাটিল ধ্বজ করিয়া সন্ধানে॥
কবচ বর্জ্জিত তবে শকুনিরে হানে।
ঘোড়া সারথি কাটি পড়িল তখনে॥
আতঙ্কে শকুনি উঠে উলূকের রথে।
একরথে বাপে পুত্রে পলাএ আস্তেবেস্তে॥
তখনে সাত্যকি তোহ্মার কটক খেদাএ।
মরা পাশে পড়ে সব দশ দিগে ধাএ॥
তবে ভীমে দুর্য্যোধনে সমর ভিতরে।
ধ্বজ ঘোড়া সারথি কাটিল তিন শরে॥
দুর্য্যোধন পলাইল ভীমের তরাসে।
তা দেখিয়া কৌরবসেনা ভাঙ্গে চারিপাশে॥
চোদ্দ বাণে কৃপক হানিল যুধামন্যে।
হাতের ধনুক হানে সান্ধিয়া তখনে॥
আর ধনু লইয়া কৃপ ব্রাহ্মণের জাতি।
যুধামধ্যে কাটিলেক ধ্বজের সারথি॥
পলাইল যুধামন্য আর রথে চড়ি।
তখনে খেদাএ তারে অতি শীঘ্র করি॥
ভীমসেনে তোহ্মার কটকে করে ক্ষএ।
দুঃশাসন শকুনি ধাইল নিকটএ॥
দুই লৈক্ষ হস্তীএ বেড়িল চারিভিতে।
বীরসব ধাইলেক ভীমক মারিতে॥
হস্তীবল হানি ভীমে করিলেক ক্ষয়।
পবনে উড়াএ যেন মহামেঘচএ॥
রুদ্র হইল ভীম তোহ্মার কটক সংহারে।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়ারে॥

CENTRAL LIBRARY

সংশপ্তক হানি এথা পাড়িল অর্জ্জুনে।
দুর্যোধনে বহু সৈন্য লইয়া যাএ রণে॥
তাহা দেখি যুধিষ্ঠিরে আইসে যুঝিবার।
তাপ্ত হইয়া হানে তাহা ত্রিসত্তরি শরে॥
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অধিক হৈল কোপ।
দুর্যোধন প্রতি হানে বহুল আটোপ॥
তাহা দেখি দুর্যোধন নিজ তিরস্করি।
যুধিষ্ঠির ধরিতে চাহে আপনা পাশরি॥
দুষ্টবুদ্ধি দেখি তবে তোহ্মার সেনার।
পাণ্ডব সকল আইসে তাকে রাখিবার॥
নকুল সহদেব বীরে আর ভীমসেনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি সাত্যকি বীরগণে॥
কর্ণ বাণ এথা যেন আকাশ ছাইল।
তাহা দেখি পাণ্ডু সৈন্য ব্যাকুল হইল॥
রক্ত চন্দন যেন কর্ণের বাহু দুই।
সোনা মণিমাণিক্য যে লাগিছে ঠাই ঠাই॥
কোপে যুধিষ্ঠির রাজা মরণ না গণে।
সাঙ্কিয়া পঞ্চাশ বাণ কর্ণ প্রতি হানে॥
যথা থাকি কোপ করি চাহে যুধিষ্ঠির।
তথাপি তোহ্মার সেনা কেহ নহে স্থির॥
দেখিয়া কোপিল কর্ণ কাপএ অধর।
যুধিষ্ঠির শরীরে হানএ দৃঢ় তিন শর॥
ক্রোধ করি যুধিষ্ঠির একশত বাণে।
কর্ণের বুকেতে বাণ হানিল সন্ধানে॥
শিলে ধার দিয়া বাণ বান্ধি কঙ্ক পাকে।
অলক্ষিতে হানিলেক কর্ণের যে বুকে॥
তাহা দেখি কর্ণে হানে বহুল কুপিয়া।
যুধিষ্ঠির বুকে হানে শিলেত ঘষিয়া॥
রথে বৈসে যুধিষ্ঠির ব্যথায় অধিক।
ধীরে ধীরে কিছু কহে তবে সারথিক॥
কুরু সেনা গর্জ্জে দুর্যোধন আদি করি।
ধর ধর যাএ এহি সকলের বৈরী॥
যুধিষ্ঠির নিস্তারি যাএ শতে শতে।
সাত্যকি যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীম মহাসত্বে॥
চারি লৈক্ষ সৈন্য লইয়া রাজা দুর্যোধন।
ভীমেরে বেড়িয়া হানে গভীর গর্জ্জন॥
ভীম আসিতে নারে যুধিষ্ঠির ভিতে।
অশ্বত্থামা আদি বীরে তারে রাখে পথে॥
শতাশতি পড়ে এথা কর্ণের নারাচে।
কোনজন নাহি রহে যুধিষ্ঠির কাছে॥
পাণ্ডব পাঞ্চাল ভঙ্গ কর্ণবীর বাণে।
তথাত আসিতে নারে বীর ভীমসেনে॥
যুধিষ্ঠির রাজা নিজ গড়ে পশিবারে।
সহদেব নকুল যে সহায় রাজার॥
সম্বিত পাইয়া এথা ধর্ম্মনরপতি।
তিন বাণ ফিরিয়া হানিল কর্ণপতি॥
পঞ্চ বাণে কর্ণ ঘোড়া আর সে সারথি।
নকুল সহদেব হানে করিয়া বিগতি॥
লেজ কালা শুভ্র ঘোড়া কাটিল রাজার।
পলকে কাটিল তাহা টোপর মাথার॥
ধ্বজ ছত্র কুণ্ডল কাটিল দুই শরে।
নৈক্ষত্রের গণ যেন আকাশে সাতারে॥
সহদেব রথেত চড়িল দুই ভাই।
এক রথে তিনভাই পলাএ তথাই॥
হানিয়া হানিয়া কর্ণে করিল জর্জ্জর।
এক রথে তিনভাই কাপে থরথর॥
যুধিষ্ঠির হইল যেন হিঙ্গুলমণ্ডিতে।
সেইমতে নরপতি তিতিছে শুণিতে॥
তাহা দেখি শল্য বীরে কর্ণস্থানে কহে।
ভাগিনার দুঃখ দেখি বিকল হৃদএ॥
কর্ণে কেনে কর তোহ্মি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে।
তোহ্মার উচিত যুদ্ধ অর্জ্জুনের সনে॥
ধনু নাহি যুধিষ্ঠির কবচ বর্জ্জিত।
তাহাকে মারিতে কর্ণ নাহএ উচিত॥
কেনেবা হতাশ কর বিফল রাজাকে।
কৃষ্ণার্জ্জুন আসিয়া হাসিব যে তোকে॥

অর্জ্জুন সহিতে রণ প্রতিজ্ঞা তোহ্মার ।
অকারণে দুঃখ কেন দেয়ত রাজার ॥
শল্যের বচনে কর্ণে কিছু নাহি গণে ।
তিনভাই করি কিছু স্নেহ নাহি মনে ॥
রথ চালাইয়া কর্ণ যুধিষ্ঠিরে ধরে ।
ভএ শোকে স্নেহ গেল রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
শল্যে কহে কর্ণ কেন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ।
ক্রোধ হেতু কেনে বা অস্থির হও মন ॥
দুর্য্যোধনের স্নেহ হেতু কর বিপরীত ।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে নহে সাধুর উচিত ॥
ভীম হাতে দেখহ পড়িছে দুর্য্যোধন ।
তাকে গিয়া রাখ বীর সেই তো শোভন ॥
শল্যের বচনে ফিরে কর্ণ সেনাপতি ।
দুর্য্যোধন প্রতি কর্ণ চলে শীঘ্রগতি ॥
শল্যের ঘোড়া চালাইল পবনগমনে ।
এক রথে তিনভাই পলাএ তখনে ॥
গড় মৈধো গেল রাজা শরীর অস্থিরে ।
শয়ন করিল রাজা শয়ন মন্দিরে ॥
বিভোল হইল রাজা বসনরহিত ।
পুষ্পক খাটেত রহে রুধিরে জড়িত ॥
সহদেব নকুলক কহে ধীরে ধীরে ।
দুই জন চলি যাও ভীমের গোচরে ॥
একেশ্বর ভীমে যুঝে কৌরব সাগরে ।
ভীমের সমীপে যাএ দুই সহোদরে ॥
রাজার বচনে তারা চলে দুই ভাই ।
বহুল রক্ষকগণ ধুইল তথাই ॥
এথাতে শুইল রাজা পাইয়া মহাভয় ।
সদাএ দেখএ রাজা কর্ণের পাশএ ॥
ঘন ঘন বিভীষিকা দেখে যুধিষ্ঠির ।
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে শরীর অস্থির ॥
তথা ভীমে কুরুসৈন্যে পাড়ে শতে শতে ।
গদাএ করিল চূর্ণ হস্তী ঘোড়া যথে ॥
যেন মেঘ উড়াইল দারুণ পবনে ।
সৈন্য মারিয়া বাহির হৈল ভীমসেনে ॥
কুরুসৈন্য সকল ধরিতে যাএ চলি ।
চতুর্দ্দিগে ধাএ ভীমে গদা কান্ধে করি ॥
মহাভারতের কথা অতি অনুপাম ।
সঞ্জএ বাখানে পোথা কর্ণগুণগ্রাম ॥

অশ্বত্থামা-অর্জুনের যুদ্ধ

অশ্বত্থামা তখনে বহুল সৈন্য সমে ।
অর্জ্জুন মারিতে যাএ অর্জ্জুনবচনে ॥
সেইমতে কৈল আগু রথ নারায়ণ ।
অশ্বত্থামা কোপে করে বাণ বরিষণ ॥
অর্জ্জুনে ধনুক টানি অশ্বত্থামা হানে ।
অশ্বত্থামা হানিলেক পূরিয়া সন্ধানে ॥
তিন বাণে অর্জ্জুনে কাটএ তার ধনু ।
দশ বিন্ধি পানে হানে দ্রোণপুত্র তনু ॥
আর ধনু লইয়া দ্রোণপুত্র ধনুর্দ্ধর ।
চৌদ্দ নারাচ হানে অর্জ্জুন উপর ॥
পুনি রুদ্র কর্ণ হানে পূরিয়া সন্ধান ।
অর্জ্জুন হানিয়া বাণ কৈল কম্পমান ॥
ধ্বজ ঘোড়া সারথি হানএ একে একে ।
সেই বাণে হনুমন্তে বিপরীত ডাকে ॥
পুনি অশ্বত্থামা হানে দশ ব্রহ্মশরে ।
সেই বাণে হানিলেক পীঠের উপরে ॥
বহুল রুধির পিয়া পড়ে সেইবাণ ।
অর্জ্জুন কম্পিত হইল কাপে ধনুখান ॥
তখনে অর্জ্জুনে কাটে তাহার সারথি ।
তাহা দেখি হাহাকার করে সৈন্য যথি ॥
কতুক দেখিয়া তবে অশ্বত্থামা বাণ ।
আপনে হইল রথী সারথি আপনার ॥
তাহা দেখি দেবগণে বাখানে অনেক ।
অর্জ্জুনের বহুবিধ বাণ হানিলেক ॥
তখনে অর্জ্জুনে কাটে ঘোড়া সম রথ ।
হেন হেতু অশ্বত্থামা হৈল পাছপথ ॥
দ্রোণপুত্র জিনিয়া অর্জ্জুন মহামতি ।
শঙ্খনাদ করিয়া চলিল শীঘ্র গতি ॥

CENTRAL LIBRARY

এথাএ ভীমসেনে করে সৈন্যের দুর্গতি।
হস্তীএ হস্তী মারে পদাতি পদাতি ॥
যুধিষ্ঠির রথধ্বজ না দেখি বিদিত।
অর্জ্জুন কৃষ্ণের ঠাই কহেন্ত সৈত্য ॥
যুধিষ্ঠির নাহি দেখি সমর ভিতরে।
শীঘ্রগতি রথ নিয়া দেও দামোদরে ॥
একেশ্বর ভীম দেখি যুঝএ হতাশে।
আর বীর নাহি দেখি ভীমসেন পাশে ॥
হেনকালে রথ নিল দেব গদাধরে।
যুধিষ্ঠিরে না দেখিয়া পুছএ ভীমেরে ॥

যুধিষ্ঠিরের অবমাননার প্রসঙ্গ

রাজার কুশল ভীম কহত আমারে।
ভীমে কহে গেল রাজা আপনা শিবিরে ॥
জর্জ্জর হইল অঙ্গ কর্ণের প্রহারে।
বাণক্ষত হইয়া কোন ভএ যে কাতরে ॥
দৈবে সে জিয়এ ভাই নরপতি।
এ বলিয়া কান্দে ভীম শোকাকুল অতি ॥
অর্জ্জুনে কহিল কর্ণে হানিল বিস্তর।
শক্তিহীন হইয়া গেল শিবির ভিতর ॥
আজি কর্ণে তাহাকে যে করিল সংশএ।
ধিক ধিক বল মোর জানিলাম নিশ্চএ ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত বার্ত্তা আনাও সত্বরে।
শীঘ্র করি আন বার্ত্তা আমার গোচরে ॥
ভীমে কহে ঝাটে তুমি চল সেই ঠাই।
শুভাশুভ বার্ত্তা যেন শীঘ্র আমি পাই ॥
ভীমে কহে কদাচিত আমি তথা গেলে।
কহিব সঙ্কট পাইয়া পলাইছে ছলে ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত আমি যাইতে এখন।
রহ রহ ডাকিবেক সংশপ্তকগণ ॥
বিনি তাকে জিনিয়া না পারি পৃষ্ঠ দিতে।
বলদর্পে ভীমে তাথে লাগিল কহিতে ॥
সংশপ্তকগণ আজি মুই করম রণ।
তোমি দেখি আইস রাজা বিবরণ ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কৃষ্ণ চলহ সত্বর।
ঘোড়া চালাইয়া চল শিবির ভিতর ॥
বাহুতালি দিয়া কৃষ্ণ কহন্ত ভীমক।
ই কোন আশ্চর্য্য তুমি রাখিবা কটক ॥
এথ কহি শীঘ্র গেল গড়ের ভিতর।
শয়ন করিছে যথা ধর্ম্ম নৃপবর ॥
রথ সমে গেল তথা ধর্ম্মের সদনে।
দুই জনে প্রণমিল তাহার চরণে ॥
রক্তে রাঙ্গা নৃপতি যে হইছে কাতর।
হরিষ হইয়া তবে চাহেন সত্বর ॥
কর্ণক মারিছে হেন লএ তান মনে।
ব্যথা সম্বরিয়া রাজা উঠিল তখনে ॥
ইসদ হইয়া রাজা লাগে বাখানিতে।
কোল দিয়া যুধিষ্ঠির লাগিল কহিতে ॥
সুখে নি আছিলা ভাই ধনঞ্জয় হরি।
অক্ষয় হইয়া আইলা কর্ণ বীর মারি ॥
নানা অস্ত্র বরিষএ কর্ণ বীরদাপ।
কুরুসেনার রক্ষক কর্ণে করে প্রতাপ ॥
বিজয় ধনুক তার থাকে দৃঢ় হাতে।
সাফল পাইছে বিদ্যা গুরু রাম হৈতে ॥
কুরুসেনা মুখ্য দেখ কর্ণ সেনাপতি।
আমিসবের বৈরী দুর্য্যোধন পীরিতি ॥
হেন হি দারুণ কর্ণ পাএ যা কারণে।
হেন কর্ণ মারিআছ শ্রীকৃষ্ণঅর্জ্জুনে ॥
কর্ণ মারিয়া আজি আছিলা শিবির।
ভাগ্যে মারিলা কর্ণ কহে যুধিষ্ঠির ॥
যম হেন কর্ণ বীর দেখিএ সংগ্রামে।
তাহার সংহতি আমি পাইলু বড় ভ্রমে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি প্রভৃতি বীর যত।
মোকে হানে কর্ণ বীরে না পারে রাখিত ॥
ধ্বজ সারথি ঘোড়া কাটিল আমার।
তিন ভাই এক রথে নারে সহিবার ॥
জিনিয়া জিনিয়া পুনি আছিল ধাইয়া।
উপহাস করে মোরে কান্ধে হাত দিয়া ॥

CENTRAL LIBRARY

বাণজর্জ্জর হইয়া না পারিল জিতে।
ভীমের কারণে আইলাম প্রাণ রাখিতে॥
যে কর্ণের ভয় হৈতে ত্রয়োদশ বৎসর।
দিবারাত্রি চক্ষুতে যে নিদ্রা না আইসে মোর॥
সদাএ কর্ণের ভএ স্থির নহে চিত্ত।
নানা বাণ হানে মোকে পাইয়া সন্নিহিত॥
আজি কর্ণভয় হৈতে এড়াইলু দৈবে।
অনুক্ষণ তাহাকে চিনিলু আহ্মি সবে॥
সর্ব্বক্ষণ দেখি আহ্মি কর্ণ মহারথী।
বিভীষিকা দেখি আহ্মি কিবা দিবারাত্রি॥
কর্ণে আজি আহ্মারে অনেক বার জিনে।
দুর্গতি করিল বহু নাহি মোর প্রাণে॥
কি করিব রাজ্যে মোর বিফল জীবনে।
এত লোক মৈধো মোর বিড়ম্বিল কর্ণে॥
ভীষ্ম দ্রোণ রণে মোরে না কৈল এমত।
সুতপুত্রে আজি মোর বিড়ম্বিল যথ॥
এথেক তোহ্মারে পুছি মারিছ নি কর্ণ।
বড়হি সাহস ভাই জিনিয়াছ রণ॥
মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ ইন্দ্রের উপমা।
কি করিব ভাই যথ বিড়ম্বিল আহ্মা॥
নিত্য ভক্তি করে দুর্য্যোধন দুরাচারে।
কর্ণেরে বোলএ তোহ্মার বধের অন্তরে॥
কর্ণে তোহ্মার যম জানে দুর্য্যোধনে।
হেন কর্ণে কেমতে মারিলা আজি রণে॥
কৌরবদলেত তোহ্মা নিত্য নিন্দা করে।
দুর্য্যোধনপ্রিয় তোহ্মি মারিলা সমরে॥
তোর বাণে তার মুণ্ড পড়িল ভূমিত।
দুর্য্যোধনে তাহারে দেখিল আচম্বিত॥
যখনে আহ্মারে জিনি উপহাসে কর্ণে।
তখনে তোহ্মারে আহ্মি চিন্তিলাম মনে॥
মোর মনোরথ সিদ্ধি হইল তোহ্মা হৈতে।
পড়িল তাহার মুণ্ড কুণ্ডল সহিতে॥
বোল মুই মারিয়া যে আইলা কর্ণক।
সে সকল শুনি সে হৃদয় শান্ত মোক॥
কেমতে মারিলা ভাই কহ বিবরণ।
যেন দৈত্য মারি আইলা সহস্রলোচন॥
হেনমতে মহাপোথা কহিল সঞ্জয়।
ভব তরিবার কথা অমৃতরসময়॥

যুধিষ্ঠির-অর্জুন কথোপকথন:
যুধিষ্ঠিরের কটূক্তি

ধৃতরাষ্ট্রে কহে রাজা হৈছে কাতর।
কি বলিল শুনি তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুনহ অখনে।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহিল অর্জ্জুনে॥
সংশপ্তক জিনি আইলাম কর্ণ মারিতে।
হেনকালে অশ্বত্থামাএ বেড়িলেক পথে॥
ষষ্টি সহস্র রথে বেড়িল সত্বর।
বহুল কুপিয়া হানে সর্পসম শর॥
শরীর বিকল হএ সেই সব বাণে।
অগ্নি হেন জলে বাণ কত সহে প্রাণে॥
অনেক বিলম্বে আহ্মি তাহাকে নিবারি।
তবে রথ চালাইল আপনে শ্রীহরি॥
তবে সে পশিলু আসি কর্ণের কটকে।
ভীমক পুছিলু মুই না দেখি তোহ্মাকে॥
ভীম মুখে শুনিলম তোহ্মার অপমান।
তোহ্মাকে দেখিতে আইলু আহ্মি এহিস্থান॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী যে চারি চক্র রাখে।
এমতে মারিব তাহা সমর উপক্ষে॥
ভালমতে শক্ত হইয়া মারি গিয়া কর্ণ।
যদি ইচ্ছা থাকে রাজা আসি দেখ রণ॥
ভীমে বহাহিছে রাজা ছয় লৈক্ষ রথী।
দুই দলে যুঝে ভীম পরম শকতি॥
কহিলাম যাই ঝাটে পাণ্ডব বিজয়।
হাসিয়া মেলানি দেও ধর্ম্ম মহাশএ॥
আজি কর্ণ মুই নাহি মারি রণে।
তবে মোর গতি হৌক নরকভুবনে॥

CENTRAL LIBRARY

তাহা শুনি যুধিষ্ঠির মহাকোপে জ্বলে।
তিরস্কার করি তবে আপনাক বোলে॥
ভাঙ্গিল কটক তোহ্মার দেখিল নয়ানে।
ভীমসেনে যুঝে একেশ্বর কর্ণ সনে॥
এক রথে ভীমে রাখিয়াছে সব সেনা।
মারিতে নারিলা তুহ্মি কর্ণ একজনা॥
চোর হেন পশিয়াছ কুন্তীর উদরে।
ভীম বলে এড়িয়া পলাও একেশ্বরে॥
কেনে না কহিলা মূঢ় বনেতে থাকিতে।
মুই পুনি না পারিব কর্ণক জিনিতে॥
আহ্মার মনেত হই আনন্দ প্রকার।
কর্ণক মারিতে তুহ্মি কর অহঙ্কার॥
মোর ঠাই সৈন্য কৈলে কর্ণক মারিতে।
দেখা দেখি হইলে দেখি ভয় পাও চিত্তে॥
আজি মোকে বিড়ম্বিল সেই বীর কর্ণে।
পশু হেন তোরে আজি লএ মোর মনে॥
যথেক যে দর্প তোর দেখাইলে সকল।
কর্ণের যুদ্ধেত দেখা না ধরিল ফল॥
শত্রু হেন উপদেশ দিল বারে বারে।
নানামতে রাজ্যলাভ দেখাইল মোরে॥
তোহ্মা রাজজন্ম হইল যেই সব দিনে।
আকাশেত দৈববাণী হইল তখনে॥
তাহাকে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
বিষ্ণু পরাক্রম হইব শত্রুর নিধনে॥
এহি বীর সনে রণে হারিব কৌরবে।
দৈববাণী মিথ্যা এবে জানিলাম এবে॥
কি জানিয়া দেবগণে বাখানিল তারে।
দুর্য্যোধন তেজিলাম এহি অহঙ্কারে।
এথ যদি জানি আহ্মি ডরাও কর্ণক।
বিশ্বকর্ম্মার রথে চড় অগ্নির ঘোটক॥
তালগাছ হেন ধনু ধ্বজেত বানর।
সোনার যষ্টি খাড়া অক্ষয় টোপর॥
কৃষ্ণ সারথি তোর ত্রিভুবনপতি।
তবে কেনে কর্ণেরে ডরাও পাপমতি॥
কৃষ্ণেরে ধনুক দিয়া হওত সারথি।
কৃষ্ণে মারিত তবে কর্ণ সেনাপতি॥
গর্ভপাত না হইলে কেনে পঞ্চম যে মাসে।
তবে মুই না করিতাম এতেক সাহসে॥
তোহ্মি যদি না জন্মিতা কুন্তীর উদরে।
তবে না পলাইনু মুই আত্মঅহঙ্কারে॥
তোহ্মি হৈতে বড় পুনি বোলহ যাহক।
গাণ্ডীব তাহারে দেও কর্ণ মারিবাক॥
এহিমতে যুধিষ্ঠিরে কহেন বিশেষে।
সঞ্জএ কহিল কথা কর্ণপর্ব্বরসে॥

কুপিয়া অর্জ্জুনে খাড়া খসাএ ভার হৈতে।
নৃপতিরে কাটিবারে চাহেন ত্বরিতে॥
সে সকল কথা তবে বুঝিয়া কৃষ্ণএ।
কৃষ্ণে কহে কোনমত কর ধনঞ্জএ॥
শত্রু নাহি দেখি এথা গড়ের ভিতরে।
কোপ করি খাড়া লও কিসের অন্তরে॥
ভীমক দিয়াছ বড় গুরুতর ভার।
ত্বরিতে আইলা ধর্ম্মরাজা দেখিবারে॥
কুশলে দেখিলা রাজা আছেন অখনে।
হরিষের কালে কোপ কর কি কারণে॥
তোহ্মার যে শত্রু নাহি নাহি দেখি এথা।
কোন হেতু খাড়া লও কহ তত্ত্বকথা॥
অর্জ্জুনে কুপিয়া চাহে নৃপতি দেখিয়া।
কৃষ্ণস্থানে কহে পার্থ খাড়া হাতে লইয়া॥
গাণ্ডীব আনেরে দেও কহে যেইজনে।
কাটিমু তাহার মুণ্ড প্রতিজ্ঞা বচনে॥
এহি বাক্য কহে যেবা আহ্মার যে আগে।
সৈন্য রাখি সেই মুণ্ড কাটিমু ভাগে ভাগে॥
ত্রিলোকনাথ কৃষ্ণ গতাগতি জান।
কি করিতে যোগ্য হএ কহ সন্নিধান॥
ধিক ধিক কহি কৃষ্ণ কহে অর্জ্জুনক।
আজি যে জানিনু তুহ্মি বড়হি মূর্খক॥

সকল বিবেচি ধর্ম্ম জানে যেইজনে।
শাস্ত্রেত কহিছে তোহ্মি না শুনিছ কানে॥
সকল ধর্ম্মেত জান অহিংসা যে সার।
মিথ্যা জেদী কহি হেন হইতে সংহার॥
যেবা চাহি জ্যেষ্ঠ ভাই ধার্ম্মিক নৃপতি।
লঘুজন হেন তুহ্মি করিছ আরতি॥
যেই জনে রণ করে যেবা অস্ত্র ধরে।
তাহার নাহিক ক্রোধ কহিএ তোহ্মারে॥
গুরুজন কহিতে তাহাতে নাহি দোষ।
অন্যে কহিতে পুনি কহিবেক রোষ॥
সুবুদ্ধি হইয়া তোহ্মি কর বিপরীত।
এমত করিতে নহে তোহ্মার উচিত॥
কৃষ্ণে কহে শুন এক ব্যাধের বালক।
মৃগ মারি পুত্র দারা সকল পোষক॥
অন্ধ বাপ মাও পোষে যত পুত্র দার।
আর কোনমত পশু না করে সংহার॥
একদিন মৃগ চাহে কথাতে না পাএ।
জল পিবা দেখে এক অন্ধ মৃগ যাএ॥
হেন মূর্ত্তি সেই পশু না দেখে বালকে।
বাণে তাকে হানিয়া পাঠাএ যমলোকে॥
পুষ্প বিষ্টি হইল তবে বালক উপর।
রথে চড়ি স্বর্গে যাএ যেন বিদ্যাধর॥
এহি তোহ্মাতে বুদ্ধি কহিএ যে দেখে।
অখনে উচিত কর্ম্ম কর নিজ সুখে॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কৃষ্ণ তোহ্মি জগৎপতি।
তোহ্মি ত্রিভুবনকর্ত্তা মোর কোন গতি॥
যে জনে কহন্ত ধর্ম্ম দেও আন জনে।
তার মুণ্ড কাটিবাম সে সৈত্য বচনে॥
সৈত্য ভঙ্গ না হএ মোর না মরে যুধিষ্ঠির।
হেন কর্ম্ম কর প্রভু হইয়া সুস্থির॥
কৃষ্ণে কহে যুধিষ্ঠির হতাশ বিস্তর।
রণশ্রমে কর্ণ শরে হইছে জর্জ্জর॥
বিড়ম্বিল সুতপুত্রে সৈন্যের ভিতর।
সেই শোকে আকুল হইছে নৃপবর॥

সৈত্যবাদী মহাবীর কর্ণ মহাসত্বে।
তোহ্মি ছাড়ি কেহ তারে না পারে মারিতে॥
এহি কোপে শীঘ্র তাকে তোহ্মি মারিবারে।
তোহ্মি সে তোহ্মাকে রাজা কহে বারে বারে॥
দুষ্ট কর্ম্ম কর তুহ্মি কিসের কারণে।
এড়হ ই সব দুঃখব্যথা এক কর মনে॥
নৃপতির পাএ পড়ি করহ সন্তোষ।
তবে গিয়া কর্ণ মার তাতে নাহি দোষ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকল ভারতে।
সঞ্জএ কহিল কথা সংসারতরিতে॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে পার্থ করএ এথ কর্ম্ম।
জয় পরাজয় জানি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম॥
যুধিষ্ঠির কাজে হইছে অর্জ্জুন যোদ্ধার।
তাহাকে না জানি সেই কহে ব্যবহার॥
তার পাছে কেমত করিল দুইজনে।
কহত সঞ্জয় তাহা শুনিএ শ্রবণে॥
সঞ্জয়ে কহন্ত রাজা শুন সাবহিত।
সকলে কহন্ত ভালো দেব জগন্নাথ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি তখনে অর্জ্জুনে।
হস্ত হোতে খাড়াখান এড়িল তখনে॥
কহিতে লাগিল বহু যুধিষ্ঠির তরে।
দুই দণ্ডের পথ তোহ্মি থাক তার ডরে॥
ভীমে যদি কহে তার সহেত শরীরে।
সকল কৌরব যেই রাখে একেশ্বরে॥
দশ লৈক্ষ মহাজনে মারে মত্ত হস্তী।
করাঘাতে মারে যেই পাইক শতাশতি॥
ভীমে আহ্মা বোলউক তোহ্মি কহ কেনে।
শিশুপুত্রে তোহ্মারে রাখএ সর্ব্বক্ষণে॥
লৈক্ষে লৈক্ষে মারে সেই সংগ্রামেত শূর।
সে ভীমে কউক মোকে বচন নিষ্ঠুর॥
তোহ্মি যে জানহ মোকে সবা হোতে হীন।
আর যত বীরে মোরে জানএ প্রবীণ॥

সপুত্রে বান্ধবে তোহ্মা রাখএ বেড়িয়া ।
তোহ্মাকে রাখিতে সব রহিছে যুড়িয়া ॥
তোহ্মার কারণে হৈল ভীষ্মের মরণ ।
তোহ্মার কারণে আহ্মি সব যাই বন ॥
তোহ্মি হৈতে সুখ নাহি করি কোন কালে ।
দুঃখিত পাণ্ডব হৈল সর্ব্ব লোকে বলে ॥
তোহ্মার কারণে হইল দ্রৌপদী দুঃখিনী ।
অনর্থের মূল তোহ্মি সর্ব্ব কাল জানি ॥
দুই কুল নাশ পাইল তোহ্মার যে দোষে ।
তোহ্মি রণে ভঙ্গ দেও মোর দোষ কিসে ॥
তখনে অর্জ্জুন বীরে চিন্তএ অপার ।
জ্যেষ্ঠ ভাই গালি দিয়া চাহে মারিবার ॥
পুনি পুনি উঠে বৈসে পাগলের মতে ।
আর বার খাড়া লড় আপনা কাটিতে ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণে পুনি কহে অর্জ্জুনে ।
আর বার খাড়া তুহ্মি লও কি কারণে ॥
অর্জ্জুনে কহেন আহ্মি গুরুকে ভৎসিলু ।
এতেকে বিধর্ম্মী মুই অনেক করিলু ॥
কৃষ্ণে কহে তাজি তোহ্মি চাহ মারিবার ।
আপনে কাটিল তুহ্মি কেমত প্রকার ॥
আপনা স্বধর্ম্ম তুহ্মি কর ভালোমতে ।
আত্মবধ মহাপাপ কর কি নিমিত্তে ॥
কৃষ্ণে কহে কথা মোর কর অবধান ।
আপনা বাখান তুহ্মি বধিব সমান ॥
তখনে অর্জ্জুন লাগে নিজ প্রশংসিত ।
মোর সম বীর আর নাহি ভুবনেতে ॥
পশুপতি সমরেত জিনিলম কিরাত ।
খাণ্ডব জিনিল আহ্মি সর্ব্ব সৈন্য তাত ॥
হনুমন্ত সনে বাদ করিলম তখন ।
সমুদ্র বান্ধিয়া মুই জিনি বিভীষণ ॥
আর যত কর্ম্ম করিলাম পৃথিবী ভিতরে ।
পৃথিবী পূর্ণিত কৈল ক্ষেত্রিয় রুধিরে ॥
এ বলিয়া অর্জ্জুনে রাজার পাএ ধরে ।
যথ দোষ ক্ষমি মোরে হওত সদয়ে ॥

ভীমক রাখিতে যাই কর্ণক মারিতে ।
সৈত্য আহ্মি প্রাণি দিব তোহ্মাকে ধাইতে ॥
এ বলিয়া রণে যাইতে চাহে ধনঞ্জয় ।
শয্যা হৈতে উঠে যুধিষ্ঠির মহাশএ ॥
অর্জ্জুনক সম্বোধিয়া কহে মনদুঃখে ।
মোর তরে অযশ নাহি তোহ্মার সুখে ॥
পুরুষ অধম মুই কুলের অন্তক ।
কাটহ অর্জ্জুন মোরে ই পাপ মস্তক ॥
কতেক সহিব আহ্মি ই পাপ বচনে ।
তোহ্মি সব সুখে থাক আহ্মি যাই বনে ॥
মুই কাপুরুষ বড় জীবনের নাহি ফল ।
নৃপতি হইতে যোগ্য ভীম মহাবল ॥
কোপে তোহ্মি কথাতে যে কহিছ বারে বার ।
কুৎসিত বচন আহ্মি নারি সহিবার ॥
এথ কহি শয্যা হৈতে উঠিল সত্বরে ।
রণে যাইতে নৃপতি হইল বাহিরে ॥
আস্তবেস্তে কৃষ্ণে তান ধরে দুই পাএ ।
অর্জ্জুনের হিত চাহি রাজাকে বুঝাএ ॥
অর্জ্জুনে কহিল বাক্য সৈত্য যে রাখিতে ।
চরণে ধরিয়া কহি ক্ষেমা কর চিত্তে ॥
শরণে পশিলম জানি আহ্মি দুই জন ।
সৈত্য সৈত্য আজি হইব কর্ণের মরণ ॥
যুধিষ্ঠির পাও গোটা চাহিল আস্তেবেস্তে ।
গোবিন্দের মাথা তুলি ধরে দুই হাতে ॥
হস্ত জোড় করি কহে মাধব মাধব ।
তোহ্মার ভক্তিএ দোষ ক্ষেমিলুম সব ॥
তোহ্মার কারণে মুই দুইর নিস্তার ।
বুজিয়া করহ নাথ শোক হনে পার ॥
সঞ্জএ কহন্ত কৃষ্ণ সহায় যাহার ।
কোনকালে অপাএ যে নাহিক তাহার ॥
পাতক করিল হেন জানিল অর্জ্জুনে ।
তাহা দেখিয়া হাসিয়া কহিল নারায়ণে ॥
গালি দিয়া ভাইরে চিন্তহ কেন মিথ্যে ।
পরিণাম না ভাবিলা না চিন্তিলা চিত্তে ॥

এবে চলহ বীর নৃপতি সম্ভাষি।
পুনি তুষ করি বীরে কর্ণ মারি আসি॥
মুহর্চ্ছিত অর্জ্জুন তবে কান্দিতে কান্দিতে।
যুধিষ্ঠির পাএ পড়ি লাগিল কহিতে॥
ধর্ম্ম চাহিতে মুই কহিলেক বাণী।
তাহা শুনি তুষ্ট হও ধর্ম্মশিরোমণি॥
দুই হাতে কোল দিয়া কহে যুধিষ্ঠিরে।
কর্ণ মোকে বিড়ম্বিল সমর ভিতরে॥
সেই দুখে গাও পোড়ে বিফল জীবন।
আজি কর্ণ না মারিল মরিমু তখন॥
অর্জ্জুনে কহন্ত রাজা সে সৈত্য আহ্মার।
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি তাহার সংহার॥
হাতে অস্ত্র দিব্য মুই করিলু সমরে।
পৃথিবী পূরিব আজি কর্ণের রুধিরে॥
এথ কহি অর্জ্জুনে কৃষ্ণেরে বোলে পুনি।
কর্ণের মরণ এবে চিন্ত চক্রপাণি॥
কৃষ্ণে কহে সৈত্য কৈলা কর্ণ মারিবারে।
কর্ণেরে মারিবা তোহ্মি কহিল সাদরে॥
ভালোমতে কর্ণ আজি তোহ্মি মার রণে।
তবে পুনি নৃপতির রঙ্গ কর মনে॥
রাজা কহে অর্জ্জুনক মোরে দেও কেনে।
যথ কিছু কহিলাম অশিষ্ট সব বোলে॥
কোপ না করিয় তোহ্মি কহিছি দারুণ।
মোর আশীর্ব্বাদত তোহ্মি জিন রণ॥
তখনে অর্জ্জুন পুনি পড়ি রাজার পাএ।
কোল দিয়া রাজা পুনি মস্তক ছুয়াএ॥
অর্জ্জুনে আহ্মারে বড় করিল ভকতি।
বিজয় হউক করি কহেন নৃপতি॥
অর্জ্জুনে কহন্ত তোহ্মা হানিলেক শরে।
তার ফল কর্ণ বীরে পাইব সমরে॥
দিব্য আহ্মি কহিলাম তোহ্মার পাএ ধরি।
আসিমু গড়েত আহ্মি কর্ণ বীরে মারি॥
পুনি রথ সজ্জ করি দারুক আসিল।
ঘোড়ার শরীর মাঝি মধু পিয়াইল॥

কৃষ্ণে অর্জ্জুন প্রতি কহন্ত তখনে।
দ্বিজগণে কহিলেক স্বস্তি যে বাচনে॥
নানাবিধ দলে করি চলিল অর্জ্জুন।
কেমতে মারি কর্ণ বড়হি দারুণ॥
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম পড়ে বুজিয়া শ্রীহরি।
তেজ বাড়াইতে কৃষ্ণে কহে দর্প করি॥
ভগদত্ত দ্রোণ ভীষ্ম বৃন্দ অনুবৃন্দ।
শ্রুতায়ুধ শতানিক আর সুরানন্দ॥
তোহ্মি ছাড়ি আনে কিবা ই সকল মারে।
নানা অস্ত্র জানে কিবা নির্ভয় শরীরে॥
ভুবনপূজিত তোহ্মি মহা ধনুর্দ্ধর।
কর্ণ ভয় কর তোহ্মি কিসের অন্তর॥
বিশেষ কহিএ আহ্মি তোহ্মার গোচর।
পৃথিবীতে নাহি কর্ণ সম ধনুর্দ্ধর॥
তোহ্মার সমান কর্ণ কিবা কিছু ধিক।
মহাযত্নে মার আজি এহি সে বরিক॥
তাহাকে শুনিয়া পার্থ কুপিল বিস্তর।
ক্রোধে অগ্নি বাড়িয়া ঘর্ম্মিল কলেবর॥
আজানুলম্বিত ভুজ বিশাল শরীর।
পরদল সংহার করি ক্রমে গভীর॥
কৃষ্ণে কহে সেই দুর্য্যোধন মূল রণ।
তাহাকে মারহ আজি তবে সে কুশল॥
দুর্জ্জয় সকল বৈরী যেন কাল যম।
ই সকল মারিলেক ভীমের বিক্রম॥
পঞ্চ মহারথী মাত্র বিষম অথনে।
অশ্বত্থামা কৃপ কৃতবর্ম্মা শল্য কর্ণে॥
তাহাকে মারিলে রাজ্য রাজা যুধিষ্ঠির।
কীর্ত্তি রাখ আজি রণে মার কর্ণ বীর॥
গুরুপুত্র দেখিয়া না মার অশ্বত্থামা।
আহ্মার সন্দেহ হেতু না মার কৃতবর্ম্মা॥
কৃপক না মার জানি গুরু হেন জ্ঞানে।
শল্যে না মার তুহ্মি মাতুল কারণে॥
বীর কর্ণ মার আজি কিছু নাহি দোষ।
মোর বাক্যে কর্ণ মার সর্ব্বত্র সন্তোষ॥

CENTRAL LIBRARY

অভিমন্যু ধনুখান কাটে যেই কর্ণে।
সর্ব্ব ক্ষাত্র ডাকে আজি মারহ সন্ধানে ॥
জতুগৃহ পুড়িবারে যেই যুক্তি দিল।
তার যুক্তি পাশা সারি কৌরবের ছিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বধ হেতু মার আজি কর্ণ।
রথ হোতে পড়োক দেখউক দুর্য্যোধন ॥
নাগধ্বজ কাটিয়া পাড়হ ভূমিতলে।
সুধা রথ লইয়া আজি ভএ যাউক শল্যে ॥
কীর্ত্তি সে সকল জান সুখ হএ সর্ব্বে।
পাঞ্চালি সঞ্জয় ভালো রচে কর্ণ পর্বে ॥

অর্জুন-কর্ণের অপূর্ব বিক্রম

কৃষ্ণের বচনে হরষিত যে অর্জ্জুনে।
শঙ্খনাদ করিয়া টানএ ধনুগুণে ॥
কর্ণক মারিমু আজি অর্জ্জুনে বোলএ।
তোহ্মি মোর সহাএ অবশ্য মোর জএ ॥
তোহ্মি সহায় হইলে তিনলোকে নারে।
কর্ণ আজি যে রথে মারিমু তাহারে ॥
সপুত্রে বান্ধবে আজি মারিমু তাহারে।
মুই কিবা তারে মার কিবা মোরে মারে ॥
এহিমতে কহে পার্থ লোহিত লোচন।
যাও যাও কৃষ্ণে যে বোলত ঘন ঘন ॥
হেনকালে বেলা হইল দ্বিতীয় প্রহর।
রণমুখে চলিল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে অর্জ্জুন আসিতে।
কোন কোন বীর তাকে রাখিল পথেতে ॥
সঞ্জএ কহন্ত দুই সেনা যে মিশাএ।
নানা বাদ্য সিংহনাদ পৃথিবী কাপাএ ॥
নানারূপ অস্ত্র কবচ নানাভাতি।
হস্তী ঘোড়া রথ পড়ে পাইক শতাশতি ॥
তখনে হইল রণ অতি ঘোরতর।
প্রলয়কালেতে যেন দেখি ভয়ঙ্কর ॥
তথাতে করএ কর্ণে পাঞ্চাল প্রলয়।
বড় বড় হস্তী ঘোড়া রুধিরে ভাসএ ॥
কঙ্কা গৃধিনী সব পড়ে লাখে লাখে।
রক্ত মাংস খাএ সব পক্ষি ঝাকে ঝাকে ॥
গোমাউ সকলে করে বিবিধ গর্জ্জন।
মাংস খাইতে সব পশু করে রণ ॥
কোপ করি ভীমে কহে বিশোকের স্থলে।
রথ নিয়া দেও মোরে সংশপ্তকগণে ॥
ভীমের বচনে বীরে খেদাএ বিশোকে।
কুরুসেনার মৈধ্যে রথ নিল মহাকোপে ॥
দুই তিন খানে দেখ ঘোড়া হস্তী কাটি।
তথাপি দুই সৈন্য নাহি যাএ টুটি ॥
গাছ ভরিয়া যেন ভরে পক্ষীগণ।
যম হেন ভীমে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
তাতে কি রহিতে পারে কৌরবের গণ।
হানিল সকল ভীমে অরুণ লোচন ॥
ভীমে কহে বিশোকে চিনহ আত্মপর।
ধ্বজ সেনা বীর চিন কোন সেনা মার ॥
আপনা কটক কেনে মারিএ আপনে।
চিত্ত স্থির নহে মোর যুধিষ্ঠির কারণে ॥
অর্জ্জুনের বিলম্ব কিবা কার্য্যে এতক্ষণ।
আহ্মি একেশ্বর দেখী গেল দুইজন ॥
জিএ বা না জিএ ভাই না জানি নির্ণয়।
অর্জ্জুনের বিলম্ব বিস্ময় অতিশয় ॥
সকল কৌরব সৈন্য করিমু সংহারে।
কত বাণ টোনে হএ কহত আহ্মারে ॥
বিশোকে কহিল অস্ত্র আছে অযুতেক।
ছয় কোটি মহযুধ আছে পর্ব্বতেক ॥
দুই সহস্র যাঠি আছে শুক্ল যে লোহার।
তিন সহস্র ভাঙ্গ আছে পর্ব্বত বিদার ॥
সহস্রেক গদা আছে তোহ্মা অনুপাম।
আর অস্ত্র আছে পর্ব্বত সমান ॥
ভীমে করে আজি কিত্তি রাখিমু সংসারে।
এক রথে শত্রুগণ মারিমু সমরে ॥
বিশোকে কহন্ত ভীম ভাঙ্গে কুরুসেনা।
কৃষ্ণ অর্জ্জুন আইসে দেখে দুইজনা ॥

CENTRAL LIBRARY

হাহাকারে ধাএ সৈন্য অর্জ্জুন দেখিয়া।
হস্তী ঘোড়া রথ সৈন্য পড়ে উফাড়িয়া॥
বিশোকে কহন্ত ভীম আইসে কৃষ্ণার্জ্জুন।
গাণ্ডীবের মহাধ্বনি কর্ণ ভরি শোন॥
অতি দীর্ঘ বাণ দেখি ধ্বজের বানর।
আকাশে ছাড়এ নাদ অতি ভয়ঙ্কর॥
অর্জ্জুনের মাথার মুকুট এহি সাজে।
সূর্য্য হেন মান দেখ মুকুটের মাঝে॥
দেবদত্ত সিংহনাদ অর্জ্জুন যে আইসে।
পাশ হস্তে কৃষ্ণ দেখ পরদলে পৈশে॥
চারিশত রথী দেখ মারিয়া আপনে।
হের দেখ দূরেত দেখএ কৃষ্ণার্জ্জুনে॥
ভীমে কহে বিশোক যে কথার কৌতুকে।
ভালো চৌদ্দখান গ্রাম দিবাম তোহ্মাকে॥
একশত রথী দিমু সোবর্ণ ভূষিতে।
এ বলিয়া ভীম যাএ মধু সংহারিতে॥
হেনকালে অর্জ্জুন কুরুসেনাএ বেড়ে।
খুর বাণে ধনঞ্জএ সকলক ছিড়ে॥
হাত মাথা রথ ঘোড়া পতাকা চামর।
হস্তী ঘোড়া রথ সব পড়িল বিস্তর॥
সহস্রে সহস্রে বীর করিল সংহার।
যথা তথা ধাএ সেনা না দেখে নিস্তার॥
প্রাণশক্তি মারে বীর আখি পাকাইয়া।
পাক পাড়ে কুরু সেনা তাহাকে দেখিয়া॥
তাহা দেখি দুর্য্যোধন সেনাকে বোলএ।
ভেরিয়া ভীমক মার না করিয় ভয়॥
ভীমের অভাবে মরে পাণ্ডব সকল।
সকল পাণ্ডব জান এহি মূল বল॥
নৃপতিএ দেখে সেই না ধাএ আর বার।
ভীমেরে বেড়িয়া কহে হান কাট মার॥
ভীমে হানএ বাণ অতি বাহুবলে।
দশ সহস্র হস্তী যে মারএ সেইকালে॥
নৈ সহস্র দুই লৈক্ষ মারএ পদাতি।
পঞ্চ সহস্র রথ এক সহস্র রথী।

বেগে রথ বাহির হৈল সে সৈন্য বিদারি।
যেন মহাসিংহ গেল হস্তীগণ মারি॥
রক্তে নদী স্রোত বহে কৌরবের দলে।
তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন শকুনিক বলে॥
চলহি মামা ভীমক মারিয়া আইস ঝাটে।
ভীম সৈন্যে পাণ্ডব মারব গোটে গোটে॥
চলিল শকুনি তবে ভাইগণ সনে।
সন্ধান দেখিয়া ভীম পূরিলা সন্ধানে॥
শকুনিএ রণে শর এড়ে মহারোষে।
কুড়ি বাণ হানিল ভীমের বাম পাশে॥
মউর পাখের বাণ ধার দিয়া শিলে।
ভীমের বুকেত বাণ পশিল সমূলে॥
কোপে জ্বলে ভীমসেন বাছি বাণ জোড়ে।
আসিতে যে তাহাকে শকুনি বাণে ছিড়ে॥
পুনি বাণ তখনে যে হানে ভীমসেনে।
শকুনির ধনুর্ব্বাণ কাটিল তখনে॥
আর ধনু লইল শকুনি মহারথী।
দিব্য বাণ এড়িলেক ভীমসেন প্রতি॥
তবে ভীমে কাটে তার ঘোটক সারথি।
চারিদিগে চাহেন শকুনি দুষ্টমতি॥
কোপে শেল হাতে লৈয়া হানএ শকুনি।
ভীমের উদ্দেশে এড়ে দীর্ঘ বাহু টানি॥
ভীম বাহু হানিয়া আইসএ সেই শেলে।
রক্তের বরাহ হেন পড়িল ভূতলে॥
ভীমে শকুনি হানে বড় ব্যথা পাইয়া।
শকুনি দিলেক ভঙ্গ রণ উপেক্ষিয়া॥
রণ এড়ি তখনে পলাএ কুরুবল।
ভীমে হানিয়া সব করিল জর্জ্জর॥
নৌকা ভাঙ্গি সাধু যেন কূলেত পয়াণ।
হেনমতে রহে সেনা কর্ণ বিদ্যমান॥
কতক্ষণে সুস্থ হইয়া পুনি করে রণ।
মৈলে সে না যুঝে সেনা লএ মোর মন॥
বহুল অদ্ভুত হইল কর্ণ পর্ব্ব পোথা।
সঞ্জএ কহিল তবে সঞ্জএর কথা॥

CENTRAL LIBRARY

ধৃতরাষ্ট্রে কহে ভীম ধাব হৈল সেনা।
দুর্যোধনে শকুনিএ কি হৈল মন্ত্রণা॥
সঞ্জএ কহিল কথা যত করিলেক ভীমে।
একেশ্বর সৈন্য সব জিনিল বিক্রমে॥
রাজা বোলে কি করিল আমার কটকে।
কি করিল কর্ণে তাহা আর সব লোকে॥
কর্ণের কবচ নিছে দেব পুরন্দর।
এথেকে হইছে কোপ কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
সঞ্জয় কহন্ত ভঙ্গ পড়িল বেহানে।
কর্ণ কহে শল্য রথ চালাও অখনে॥
কর্ণের বচনে শল্যে রথ খেদাএ।
কর্ণে তবে কুরুসেনা যতনে বহাএ॥
কর্ণ দেখি পাণ্ডব পাঞ্চাল থর থর।
সহস্রে সহস্রে খেদে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
মারএ সকল যথ মত্ত মত্ত রথী।
কর্ণক বেড়িয়া হানে পাঞ্চাল যে বেকতি॥
সাত্যকি উপরে কর্ণ হানে চোখা শরে।
কর্ণে বিদারে গাও অতি তীক্ষ্ণ ধারে॥
তিন বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মোহিত।
শিখণ্ডীএ ভঙ্গ দিল হইয়া জর্জ্জরিত॥
সুদৃঢ় সন্ধানে কর্ণে বজ্রের সমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য করিল খান খান॥
হাসিয়া হাসিয়া বাণ এড়ে বীর কর্ণে।
একত্রে দিলেক ভঙ্গ যত বীর সৈন্যে॥
সাত্যকি ধ্বজ ধনু কাটিল সন্ধানে।
সেই ছিদ্রে কর্ণ বীরে হানে ভীমসেনে॥
তিন বাণ হানে পুনি ভীমের শরীরে।
কাটিয়া ভীমের রথ পালাইল দূরে॥
চক্ষুর নিমেষে কর্ণে সৈন্য কৈল ক্ষয়।
এক বাণে যারে যারে সেই নাহি রএ॥
বিপরীত শব্দ করে পাণ্ডব পাঞ্চালে।
গড়ে গড়ে ভঙ্গ পড়ে দেখি পাণ্ডুদলে॥
কন্ধ শির লইয়া উড়এ গৃধ্রিণী।
যেন বন ভস্ম কৈল পুড়িয়া আগুনী॥

বীর সব কাটএ হস্তীর দন্ত যষ্টী।
ছেন যাঠি নানা অস্ত্র করে কোটি কোটি॥
সিংহ প্রাএ কর্ণ বীরে পাণ্ডব খেদাএ।
কৃষ্ণার্জ্জুন পরে কেবা তার বাণ সহে॥
হরষিত দুর্যোধন কহে পুনি পুনি।
নানা বাদ্য করে রাজা মৃদঙ্গের ধ্বনি॥
তবে কর্ণে মারিল পাঞ্চাল কোটি রথী।
চেদি মৎস্য মারে সেই বীর শতাশতি॥
পাঞ্চালে ভরিলে মহী ভাসিল শুণিতে।
চক্র হেন রথখান ভ্রমে চারিভিতে॥
এহিমতে কর্ণে করে সৈন্যের নিধন।
প্রকাশিল সঞ্জএ ভারথ বিচক্ষণ।

এথাতে অর্জ্জুনে তবে রক্তে করে নদী।
কৃষ্ণে বোলে চল পার্থ কর্ণবীর প্রতি॥
ভীম আদি বীরসব খেদাএ বীরকর্ণ।
এহি দেখ কুতূহল করে দুর্যোধন॥
অর্জ্জুনে কহন্ত রথ চালাও [সত্বরে]।
শীঘ্র রথ নেয় মোর কর্ণের সদনে॥
তাহা শুনি কৃষ্ণে রথ চালাএ সত্বরে।
পবন জিনিয়া রথ চালাএ সেইকালে॥
দেখিয়া বোলএ শল্যে কর্ণবীর স্থানে।
এহি দেখ কৃষ্ণসনে আইসএ অর্জ্জুনে॥
যথ দর্প কৈলা তোহ্মি সকল বিফলে।
আজি অর্জ্জুনেরে তোহ্মি মার কুতূহলে॥
দেখহ অর্জ্জুন ভএ ধাএ তোহ্মার সেনা।
আগু হইয়া রহিতে না পারে একজনা॥
তোহ্মার অগ্রেতে দেখ ভাঙ্গএ কটক।
সমুদ্র তরিতে যেন তোহ্মি সে বন্ধক॥
দিগবিজই পূর্ব্বে কৈলা ধৈর্য্য করি।
যেইমতে মার আজি অর্জ্জুন শ্রীহরি॥
কর্ণে কহে শল্য তোহ্মি এবে হৈলা স্থির।
অর্জ্জুনের ভএ তেজ শান্ত হও বীর॥

CENTRAL LIBRARY

বাহুবল দেখ আজি অস্ত্রের অভ্যাস।
একেশ্বর পাণ্ডব সকল করিমু নাশ॥
আজি কৃষ্ণার্জ্জুন মুই মারিমু নিশ্চএ।
তাহাকে না মারি আহ্মি না যাইব গড়এ॥
কিবা মারি কিবা মরি কৈলু [দৃঢ়] মতি।
জয়পরাজয় জান দৈবের যে গতি॥
শল্যে কহে আছে মহা মহা রথী।
দুর্জ্জয় অর্জ্জুন কৃষ্ণ যাহার সংহতি॥
কর্ণে কহে অর্জ্জুনের জানিয় দুর্জ্জয়।
মোর সৈন্য পূর্ব্বে তোহ্মি শুনহ নিশ্চয়॥
সে যদি আহ্মারে তবে পারে জিনিবার।
কর্ণঅন্তে কুরুঅন্ত বীর নাহি আর॥
খাণ্ডবেত জিনে যেই সর্ব্ব দেবগণে।
দিব্য ঘোড়া ধনু তাকে দিছে হুতাশনে॥
নানা দিব্য অস্ত্রসব পাইছে দেব হৈতে।
কালকেতু দৈত্য সব মারিল স্বর্গেতে॥
হিমালএ নিয়া সেই যুদ্ধে দেবসনে।
পাশুপত অস্ত্র সব দিছে পঞ্চাননে॥
বিরাটনগর জিনে আহ্মি সমাইকে।
বস্ত্র হরিয়া তবে দিলে উত্তরাকে॥
এহেন অর্জ্জুন যেবা যাদবের সংহতি।
তার সনে সংগ্রাম যে করিমু শকতি॥
বসুদেবের সুত কৃষ্ণ দেবজনার্দ্দন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীটী ভূষণ॥
তিলোক মিলি যদি বরিল অর্জ্জুন।
* * * * * * * * * * * * * * *।
আইসএ লোক মার্কণ্ড আর শুক নারদে।
যার পাদপদ্ম তারা ভাবে দৃঢ় চিত্তে॥
আজি মোর অভীষ্ট যে হইল সাফল।
যেন কৃষ্ণ দেখি মুই করিমু সমর॥
জিনিলে সর্ব্বত্রে যশ মইলে স্বর্গগতি।
করিতে এমত বল স্থির কৈলুম মতি॥
দুর্য্যোধনে কহে এথা কটকের স্থানে।
কৃষ্ণার্জ্জুন বেড়িয়া হানহ তীক্ষ্ণ বাণে॥
অস্ত্রের প্রহারে দুই করহ জর্জ্জর।
তবে কর্ণে হেলাএ পাঠাইব যমঘর॥
রাজার বচনে সেনা মরণ না গণে।
কৃষ্ণার্জ্জুন হানে তবে পূরিয়া সন্ধানে॥
যে যে গেল সব পড়ে অর্জ্জুনের শরে।
সে সকলের রক্তে তবে প্রবিলেক ধারে॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা শতানীক রূপে।
অর্জ্জুন উপরে বাণ বরিষএ কোপে॥
বাণে বাণ কাটিয়া অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
এক এক বীর হানে তিন তিন শর॥
কোপ করি অশ্বত্থামা পূরিয়া সন্ধানে।
অর্জ্জুন উপরে হানে অতি ছোথ বাণে॥
তিন বাণে কৃষ্ণক হানএ যে কর্ণে।
রথের চারি ঘোড়া হানে আর দশ বাণে॥
শতেক নারাচ হানে ধ্বজের বানর।
দ্রোণপুত্রে হানে তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সারথি সহিতে ঘোড়া হানে পঞ্চবাণে।
তিন বাণে ধ্বজ কাটি পারে * র স্থানে॥
আর ধনু দ্রোণপুত্রে লএ শীঘ্রকরি।
বাণ বরিষণ করে দুহান উপরি॥
রূপে হানিল তবে লৈক্ষ লৈক্ষ শরে।
হেনমতে অর্জ্জুনের বাণ ভয়ঙ্করে॥
দেখা যাএ দুঃশাসনের ধ্বজ ধনু ছিড়ে।
কৃতবর্ম্মার ধ্বজ ধনু ভূমিতলে পড়ে॥
তবে হস্তী ঘোড়া পড়ে যথ মহারথী।
সকল ভাঙ্গিয়া তবে পালাএ চারিভিতি॥
হাহাকার করে তবে শুনি বিপরীত।
অর্জ্জুনের শরে সব পড়ে চতুর্ভিত॥
অর্জ্জুনে হানিল যথ তোহ্মার যে লোক।
রক্তে তিতা বীর যেন ফুটিল কিংশোক॥
কর্ণ দেখিয়া তবে পাণ্ডুর কটকে।
কর্ণেরে দেখিয়া তবে হানে সর্ব্বলোকে॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে সংগ্রাম করএ কুতূহলে।
সঞ্জএ বাখানে কথা শুনহ সকলে॥

CENTRAL LIBRARY

কটকের ভঙ্গ দেখি কর্ণ জ্বলে রোষে।
সিংহ যেন রোষিয়া পাণ্ডবসেনা পেশে॥
পাঞ্চালের সৈন্যে গিয়া পালাইল ছেদি।
শতানীক সুহাএ দুইর তনু ভেদি॥
ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘোড়া কাটি পাড়ে ছএ বাণে।
সাত্যকির ঘোড়া কাটি ছাইল গগনে॥
আকর্ণ পূরিয়া হানে উলূকের গাএ।
ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সে যে ভূমিতে লোটাএ॥
হাসিয়া হাসিয়া কর্ণে তিন বাণ এড়ে।
দুই বাহু মূল সমে উলূক যে পড়ে॥
সাত্যকি বিরথী দেখি হানে স্থানে স্থানে।
শিখণ্ডীক তিন বাণে মোহিত তখনে॥
সাত্যকির পুত্র সে যে প্রথম যৌবন।
শরে জর্জ্জরিত হইয়া ত্যজিল জীবন॥
তাহা দেখি কৃষ্ণার্জ্জুনে পুনি কহে কথা।
পাঞ্চাল সংহারে কর্ণে ঝাটে যাও তথা॥
চলিল অর্জ্জুন কৃষ্ণ গরুড়ের গতি।
সহায় হইল গিয়া ভীমসেন প্রতি॥
তবে কর্ণে হানএ সাত্যকি আদি রথী।
খণ্ড খণ্ড করে শরে কর্ণ সেনাপতি॥
শরতের সূর্য্য যেন কর্ণ তখনে।
শিখণ্ডীক হানিল যুড়িয়া কুড়ি বাণে॥
সকল বিনাশে কর্ণে অতুল বিক্রম।
পাঞ্চাল কটকে তাকে দেখে যেন যম॥

ভীমের দুঃশাসন বধ

হেনকালে দুঃশাসন ধনুবাণ হাতে।
ভীমক ধাইয়া যাএ কোপ করি চিত্তে॥
দুঃশাসন দেখি বীর ক্রোধে আগুসারে।
হস্তী দেখি সিংহ যেন কুপিল নির্ভরে॥
হানাহানি করে দুই ইন্দ্রের সমান।
কোপে ভীমে এড়িলেক অস্ত্র খুরশান॥
দুঃশাসনের ধ্বজ ধনু কাটিয়া সারথি।
আর ধনু দুঃশাসন লইল শীঘ্রগতি॥
বড়হি দুষ্কর রণ কৈল দুঃশাসনে।
আপনেই রথী সেই সারথি আপনে॥
ভীমের হাতের ধনু কাটে তীক্ষ্ণ তীরে।
ভীমের ললাটে বাণ হানে তীক্ষ্ণ শরে॥
রথ হৈতে নামি ভীমে গদা লৈল হাতে।
দুঃশাসনের রথ খণ্ড কৈল কোপ চিত্তে॥
দুঃশাসন বীর নামে গদা হাতে করি।
যেন দুই দাড়াইল যেন দুই গিরি॥
দুঃশাসনে গদা হানে ভীমের উপরে।
গদার বাড়িএ রক্ত পড়িলেক ধারে॥
মত্ত সিংহ হেন বীর রুষিল তখনে।
দুঃশাসন মুণ্ড চাহি মহাগদা হানে॥
সেহ বাড়ি সহিলেক তোহ্মার নন্দনে।
মত্ত সিংহ সনে যেন গজে করে রণে॥
ডাইন পাকে দুঃশাসনে ভীমসেনে হানে।
ভীমে হানিল গদা কুপিয়া তখনে॥
দুই বীর দুই ভীতে মারে বজ্র বাড়ি।
একবারে দুই জনে বাহে গড়াগড়ি॥
খেনে যে দুই বীরে উঠেত তক্ষণে।
রক্তে রাঙ্গা দুই বীর অরুণ সমানে॥
এহিমতে গদা যুদ্ধ করে ততক্ষণে।
তখনে কুপিল ভীম যেহেন শমনে॥
আশি মণ লোহার গদা তুলি লইল হাতে।
বজ্র তুল্য বাড়ি মারে দুঃশাসন মাথে॥
সেই বাড়িএ তোহ্মার সেই পুত্র মরে।
হাও পাও আছাড়িয়া ধড় ফড় করে॥
সোনার মুকুট শোভে অলঙ্কার মালা।
ধড় ফড় করি সেই হৈল মহা জ্বালা॥
শরীর তিতিল তার মুখের রুধিরে।
চন্দ্র হেন গড়াগড়ি ধরণীর উপরে॥
দুঃখ পাসরিল ভীমে দ্রৌপদী দুর্গতি।
গদা কান্ধে লইল ভীমে হরষিত মতি॥
ভীমে কহে কৃপ কর্ণ আর দুর্য্যোধন।
কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা আর কুরুগণ।

যত পাপ করিছিল এহি দুষ্টমতি।
তার ভোগ ভোগে এহি পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি॥
তবে ভীমে ফালে পড়ে দুঃশাসন প্রতি।
ছলে ধরি মারিলেক যেন মত্ত হাতী॥
কর্ণ দুর্য্যোধনে দেখ সব বিদ্যমান।
দুঃশাসনর বুক চিরে ভীম বলবান॥
পুনি মাথা কাটিলেক টোপর কুণ্ডলে।
দুঃশাসনের রক্ত তবে পিলেক সত্বরে॥
পুনি রুধির পিএ প্রতিজ্ঞার কাজে।
বহন করিল রঙ্গ সেই রণ মাঝে॥
তাহা দেখি ডাকিয়া কহন্ত নারায়ণে।
কেনে হেন কর্ম্ম ভীমে করহ অখনে॥
জ্ঞাতি হএ ভাই হএ কর হেন কর্ম্ম।
কেনে বা রুধির পিও না বিচারি ধর্ম্ম॥
ভীমে কহে ভাই হইলে একই শরীর।
কদাচিত নাহি লাগে দন্তে ওষ্ঠে শির॥
কুন্তী মাএর দুগ্ধ কিবা ঘৃত মধু খির।
নহে দুগ্ধত কিবা গঙ্গার যে নীর॥
ততোধিক দুঃশাসনের ভালো রক্ত পিএ।
এ বলিয়া রক্ত পান করে ভীমবীরে॥
ভীমে বোলে মুক্ত হইলাম দ্রৌপদীর ঋণে।
আর এক পণ দুর্য্যোধনের কারণে॥
দেখিয়া কৌরব সৈন্যে ত্রাসে প্রাণ এড়ে।
ভীম ভএ তোহ্মার সে সৈন্য লড় পড়ে॥
সঞ্জএ কহন্ত মৈল কুবুদ্ধির ঘর।
হাতে ধরি দুর্য্যোধনে কান্দেএ বিস্তর॥
পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্রে হইল অচেতন।
পুনি উঠি মহারাজ করএ ক্রন্দন॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা কান্দ কি লাগিয়া।
তখনে করিছ কর্ম্ম পুত্রেক চাহিয়া॥
সম্প্রতি শুনহ কথা দিন দুই চারি।
তবে পুনি কান্দিয় মনেত শোক করি॥
দুঃশাসনের মারি ভীমে মালছাট মারে।
গর্জ্জিতে লাগিল ভীমে অতি ভয়ঙ্করে॥
ভীমে কহে জতুগৃহ পুড়িবার কালে।
কপট পাশএ পুনি রাজ্য নিল ছলে॥
আর যথ দুঃখ পাইল অজ্ঞাতের বাসে।
ঋতুকালে ধরিলেক দ্রৌপদীর কেশে॥
দুর্য্যোধনের উরু মুই ভাঙ্গিমু গদাএ।
তার মুণ্ডে লাথি যে মারিমু বাম পাএ॥
তবে শান্তি হএ ভীম এতেকে করিয়া।
রক্তে রাঙ্গা হাসে নাচে ডাক যে ছাড়িয়া॥
মহাভারতের কথা কর্ণ যে পর্ব্বএ।
সঞ্জয় রচিত কথা কহিল সঞ্জএ॥

কর্ণবধ প্রসঙ্গ

দুঃশাসন মরণ দেখিয়া সহোদরে।
দশ ভাই পাঠাইল ভীমে মারিবারে॥
হেন জাঠি শুন খুরবাণ কস্তিকার।
ভীমের উপরে বাণ কৈল অন্ধকার॥
দুর্য্যোধনে সহোদর করিয়া সংহতি।
ভীমের উপরে বাণ করে নানা ভাতি॥
ক্রোধে রাঙ্গা চক্ষু ভীম যেন কালযম।
দশ বাণ যুড়ি হানে বিশাল বিক্রম॥
দশ ভাই কাটি পাড়ে সেই দশ বাণে।
তাহা দেখি ভাঙ্গে সেনা কর্ণ বিদ্যমানে॥
আজি হৈতে নিরানন্দে তোহ্মার কুমার।
দুর্য্যোধন দুর্ম্মুখ আছে মাত্র সার॥
যম হেন ভীম দেখি কর্ণ হইল ভীত।
বুজিয়া কহন্ত শল্যে সময় উচিত॥
ভয় ত্যজ কর্ণ তোহ্মার যুদ্ধ কর্ম্ম নহে।
বীর সব পলাএ ভীমের যে ভএ॥
ভাই শোকে দুর্য্যোধন পাইল সম্বিত।
কান্দিয়া কহিল রাজা কর্ণের বিদিত॥
দুর্য্যোধনে কহে কর্ণ ব্যর্থ অহঙ্কার।
ভাই সব ভীমের মোর করিল সংহার॥

CENTRAL LIBRARY

শরতের মেঘ যেন বিফল গর্জ্জনে ।
সেইমত গর্ব[১] হেন জানিলু অখনে ॥
পশিলু যুদ্ধে মুই তোহ্মার ভরসে ।
তোহ্মার বিমুখে আহ্মি হৈল নৈরাশে ॥
তাহা শুনি কর্ণ বীর ক্রোধ হইল অতি ।
দুর্য্যোধনের স্থানে কহে দর্প করি অতি ॥
দেখ মিত্র আজি আহ্মা দেখহ শকতি ।
মারিমু পাণ্ডব আজি অর্জ্জুন সংহতি ॥
অর্জ্জুন মারিয়া কিবা তোহ্মা দিব দেশ ।
নতুবা পাণ্ডব হস্তে আহ্মার নিঃশেষ ॥
এ বলিয়া কর্ণ বীর ধাএ মহাকোপে ।
দর্প করি ধাএ যে হেন কাল সাপে ॥
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ।
হেনকালে বৃষসেন কর্ণের নন্দন ॥
দশ বাণে ভীমে হানে তাহার উপরে ।
বাণে বাণ কাটি পাড়ে কর্ণের কুমারে ॥
ভীমক বিন্ধিয়া সেই করিল জর্জ্জর ।
সেই বাণে বৃষসেন হইল ফাফর ॥
পাঞ্চাল সকল সেনা মারে একে একে ।
যেহেন দেখে পক্ষী উড়ে ঝাকে ঝাকে ॥
শতানীক সনে যুদ্ধ শকুনির পুত্রে ।
শতানীকে কাটে তারে খাড়া করি হাতে ॥
শকুনির পুত্র মারে শতানীক রণে ।
এথেক হইল ভঙ্গ দুর্য্যোধন সৈন্যে ॥
মগধের নৃপতি অঙ্গদ মহাবলী ।
তারে বাণে শতায়ুধ লোটাএ যে ধূলি ॥
তাহা দেখি কোপ করি দুই বাণ যুঝে ।
মহা মহা রণ হইল দুই সৈন্য মাঝে ॥
এথা বৃষসেনে হানে অর্জ্জুন উপরে ।
কৃষ্ণার্জ্জুন হানএ বহুল তীক্ষ্ণ শরে ॥
বৃষসেনে বিক্রম যে অর্জ্জুন বিদিত ।
তাহা দেখি বৃষসেন হইল কুপিত ॥
কৃষ্ণের অঙ্গের ঘাএ অর্জ্জুন অসুখ ।
বৃষসেন ধাই গেল অর্জ্জুন সমুখ ॥
আগু হৈল বৃষসেন না করিল ভএ ।
অর্জ্জুন উপরে বাণ বহুল হানএ ॥
হানিলেক অর্জ্জুনের দুই বাহু মৈধ্যে ।
তিন বাণে হানিয়া কৃষ্ণের পাণ্ড বিন্ধে ॥
তাহাকে দেখিয়া পার্থ কাপএ শরীর ।
ধনুকে যুড়িল বাণ পার্থ মহাবীর ॥
চারি খুরবাণ পার্থ ধনুকেতে যোড়ে ।
বৃষসেনের মুণ্ড সনে দুই বাহু পড়ে ॥
হস্তক মস্তক নাহি রথ হোতে পড়ে ।
পর্ব্বত উপরে যেন মহাবাউ ঝড়ে ॥
তাহা দেখি কোপে কর্ণ অর্জ্জুন চাহিতে ।
দুই চক্ষু পাকাইয়া ধনু লএ হাতে ॥
সৈন্য পালি বৃষসেন মারিল অর্জ্জুনে ।
কর্ণ পর্ব্ব মহাপোতা সঞ্জএ বাখানে ॥

ক্রোধ করি আইল কর্ণ অর্জ্জুন মারিতে ।
অর্জ্জুনের স্থানে কহে প্রভু জগন্নাথে ॥
যার সনে যুঝিবা রথ আইসে এই ।
ক্ষেত্রিএর ধর্ম্ম দেখি স্থির হও ভাই ॥
শ্বেতপদ্ম ঘোড়া দেখ খেদে কর্ণ বীরে ।
কথাত না রহে রথ আইসএ সত্বরে ॥
কর্ণের চারিপাশে সব মহারথী গণ ।
সকল জিনিয়া দেখ আইসএ অখন ॥
কর্ণ দেখি পাছ যাএ তোহ্মার কটক ।
পরম যতনে তোহ্মি মারহ কর্ণক ॥
যেনমতে মার দৈত্য তোহ্মি সুরপুরে ।
সেই মত কর্ণ মার সমর ভিতরে ॥
মহাদেব বরে তোহ্মি পূরিয়া আকর্ণ ।
কৈল্যাণ হউক ভাই তোহ্মি মার কর্ণ ॥

১. পুথির পাঠ গর্ব

অর্জ্জুনে কহন্ত কর্ণ মারিমু নিশ্চএ।
ত্রিলোকের নাথ তোহ্মি আহ্মার সহাএ॥
খেদাও খেদাও ঘোড়া যাই প্রভু লড়ে।
বিনি কর্ণ না মারিয়া না যাইমু গড়ে॥
বেলা হৈল অতিশয় খেদাও ঘোটক।
দিব্য বাণে আজি তার কাটিব মস্তক॥
কর্ণ বীর দেখিয়া কৌতুকে রণ করি।
জিন জিন করি তাকে কহন্তি শ্রীহরি॥
বীরসবে সিংহনাদ করে বার বার।
কর্ণ অর্জ্জুন তবে হইল আগুসার॥
দুই বীরে বিক্রম যে দেখি দুই গড়ে।
বিচিত্র যে দুই রথ দুই বীর চড়ে॥
কৃষ্ণ আর শল্যে সারথি দুই রথে।
নাগ বানর ধ্বজা দেখি নানামতে॥
নানা অলঙ্কার পৈহ্নি সোবর্ণের হার।
ধনু হাতে ধরিলেক সেই দুই যুঝার॥
কর্ণে মার মার কহে পাণ্ডবের সেনা।
অর্জ্জুনক চাহি দিল বিজয় ঘোষণা॥
কর্ণ অর্জ্জুন যুদ্ধ হইল দুই বলে।
কাহারে জিনিতে না পারে সেইকালে॥
কর্ণ অর্জ্জুন রণ চড়ি দুই রথে।
রথে চড়ি দেবগণ আইল তথাতে॥
হংস রথে চড়ি ব্রহ্মা আইল আপনে।
আর সব রথ আইল যার যেই বাহনে॥
ইন্দ্র আর সূর্য্য রহিল দুই পাশে।
নেত্র সহিতে সূর্য্য কর্ণ পাশে বৈসে॥
পর্ব্বত ওষধি বৃক্ষ সরিৎ সাগর।
ই সকল সঙ্গ হইল আর পুরন্দর॥
অসুর গুহ্যক পক্ষী রাক্ষস খেচর।
কর্ণের স্বপক্ষ হইল সূর্য্যের গোচর॥
রত্নাকর আদি করি আর যত জ্ঞান।
সিংহ মহিষ আদি করি পন্নগপ্রধান॥
বাসুক বিচিত্র রথ আর যে যক্ষকে।
উপস্থিত আর যত অর্জ্জুন সম্মুখে॥
অর্জ্জুনের পক্ষ হৈল ঘোর বীর নাগ।
ছোট ছোট যত সর্প কর্ণ বীর ভাগ॥
ক্ষুদ্র সোবর্ণ আদি সিন্ধু শঙ্খবর।
কর্ণের স্বপক্ষ হইল ইসব বিস্তর॥
ব্রাহ্মণ তপস্বী আর যজ্ঞকর্ম্মহিত।
দেবগণ পিতৃগণ অর্জ্জুনের হিত॥
দেবঋষি রাজঋষি ব্রহ্মঋষিগণে॥
অর্জ্জুন সহায় হইল ইন্দ্রদেব সনে॥
বড় বড় মুনিগণ গন্ধর্ব্ব অপ্সর[১]।
অর্জ্জুনের পক্ষ হইল ইসব বিস্তর॥
এহিমতে নানা বাহনে চড়ি দেবগণ।
দেবতাসকল আইল মেঘআরোহণ॥
এহিমতে সর্ব্বদেব আইল রণস্থান।
অসুর কর্ণের পক্ষ দেবতা অর্জ্জুনে॥
নানামত পক্ষ তবে হইল দুইজনে।
ইন্দ্র কহে অর্জ্জুনে জিনিব আজি রণে॥
অর্জ্জুন মারিতে কর্ণে সূর্য্যদেবে কহে।
ইন্দ্র কহে কর্ণক মারিব ধনঞ্জয়॥
এহিমতে বিসম্বাদ সূর্য্য পুরন্দরে।
বিসম্বাদ দুইদলে দেবতা অসুরে॥
আকাশে দেবতাগণে অসুরে বিবাদ।
পৃথিবীতে কুরু পাণ্ডু দুই সিংহনাদ॥
এহিমতে তিনলোকে থর থর কাপে।
সূর্য্য দেবগণ গেল ব্রহ্মার সমীপে॥
কর্ণার্জ্জুন যুদ্ধ দেখিয়া লাগে ভয়।
দুই বীরে পৃথিবী আজি করিবেক ক্ষএ॥
তাহা শুনি ইন্দ্র সত্বরে আগুসারি।
পরিহার করে ব্রহ্মার পাএ পড়ি॥
পূর্ব্বে দিয়াছ বর বিজই অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ আছএ আপনে॥

১. পুথির পাঠ অপসর

CENTRAL LIBRARY

ব্রহ্মাএ কহে এহি দুই প্রধান ঋষি।
ত্রিভুবন কর্ত্তা হএ সেই দুই তপস্বী॥
নর নারায়ণ কৃষ্ণ করিবেক জয়।
দিব্যলোক পাইব কর্ণ পড়িয়া রণএ॥
ব্রহ্মা আদি করি দেব জগতের হিত।
অক্রোধ হইয়া চাহে রঙ্গ চারিভিত॥
বিস্মিত হইয়া লোকে চাহে চতুর্দ্দিগে।
নানা সুগন্ধি তাতে সে পুষ্প বরিষে॥
মনের হরিষে ইন্দ্রে সভা মৈধ্যে আছে।
গন্ধর্ব্বে গীত গাহে বিদ্যাধরী নাছে॥
কর্ণ অর্জ্জুন কৃষ্ণ শল্য আদি বীরে।
চারি জনের সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড বিদারে॥
বিকট দশনখান কামড়ে পাছাড়ে।
মত্ত নাগের গলা গরুড়ে পাছাড়ে॥
ইন্দ্র ধনু হইল হস্তীভক্ষক আকার।
বিষবৃষ্টি করে নাগে দেখি অন্ধকার॥
এহিমতে সর্পে বানরে হৈছে রণ।
রথের ঘোড়ার শুনি বহল গর্জ্জন॥
কৃষ্ণে শল্যক চাহে পাকাইয়া আখি।
এহিমতে দুই বীরে হইল দেখাদেখি॥
তাহাতে যে বীরে জিনে শুন কহি রণে।
শল্যক জিনিল কৃষ্ণে কর্ণক অর্জ্জুনে॥
কৃষ্ণক দেখিয়া শল্যে পাইল মহাভয়।
শল্য সম্বোধিয়া তবে কর্ণবীরে কহএ॥
আহ্মা অর্জ্জুনে যদি মারে কদাচিত।
কি করিবা কহ তোহ্মি আহ্মার বিদিত॥
শল্যে কহে কৃষ্ণার্জ্জুন মুই একেশ্বরে।
অর্জ্জুন কৃষ্ণক মুই মারিমু সমরে॥
এথাতে অর্জ্জুনে কহে কৃষ্ণের বিদিত।
মোরে যদি কর্ণে মারে দেবের লিখিত॥
তোহ্মি তবে কি করিবা কহ গদাধর।
কৃষ্ণে কহে শুন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
যদি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে বসুমতী।
অগ্নি শীতল হএ চন্দ্রে এড়ে কান্তি॥
তবে সে তোহ্মারে কর্ণে মারিবারে পারে।
সৈত্য জান মোর বাক্য না লড়ে সংসারে॥
হেন যদি বিপর্য্যএ হএ কদাচিতে।
কর্ণ শল্য দুহাকে মারিব দুই হাতে॥
তাহাকে শুনিয়া কহে পার্থ মহাশএ।
শল্যে কর্ণে এহিমতে নানা কথা কহে॥
ঘোড়ার সারথি নানা অস্ত্রের সংহতি।
খণ্ড খণ্ড করিয়া ভরিমু আজি ক্ষিতি॥
পুষ্প গন্ধে ছাড়ে যেন বাণে করে হানি।
বিধবা হইব আজি তাহার রমণী॥
সভা মৈধ্যে দ্রৌপদীরে আনে যেইমতে।
কাটিমু তাহারে আজি করে জগন্নাথে॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির হইব সন্তোষিত।
যথ দুখ রাজাএ পাইছে বিপরীত॥
কর্ণ না মারিলে গড়ে নাহিক গমন।
তবে সৈত্য জান মুই তেজিমু জীবন॥
কর্ণ পর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে কৃষ্ণ যাহার সারথি।
কোন কর্ম্ম তাহার অসাধ্য বসুমতী॥
কহ দেখি কোনমতে কৈল কর্ণে রণ।
সব যোদ্ধা পড়ে মরে পুত্রের কারণ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুন সাবহিতে।
যেইমতে যুঝিলেক কর্ণ মহাসত্বে॥
কর্ণ অর্জ্জুন দুই দেখি সন্নিহিত।
দুই সেনাএ তর্জ্জে গর্জ্জে সংগ্রাম ভূমিত॥
ভেরি কারা মহানাদ বাজাএ বিস্তর।
তার শেষে দুই বীরে হইল সমর॥
যেন দুই পুরন্দর হৈল এক ঠাই।
সে দুইর উপমা কহিতে সীমা নাই॥

সমান ধনুর শিক্ষা সমান সাধক ।
সমান সুবেশ[১] দুই সমান ঘোটক ॥
সে দুই বীরের বাণে নাহি পরিচয় ।
দুই সৈন্য হানাহানি হইল অতিশয় ॥
বাদ্য ঘোটক শব্দে রথের গর্জ্জনে ।
অস্ত্রের ঠনঠনি ধনুকের গুণে ॥
দশদিগ পূর্ণ হইল কাপে বসুমতী ।
মাংসে রক্তে কর্দ্দম যে ভয়ঙ্কর অতি ॥
কর্ণে অর্জ্জুনে কহে যার যে সৈন্যেরে ।
আগে কেহ না হইয় সব রহ দূরে ॥
পাছে হৈল দুই সেনা তেজিয়া সমর ।
মহা মহা অস্ত্র এড়ে দুই ধনুর্দ্ধর ॥
মহারাম ধনুক যে টানিয়া তখন ।
অর্জ্জুনেত বাণ হানে যেন হুতাশন ॥
কর্ণ কৃষ্ণক হানে দারুণ প্রহারে ।
কুপিয়া অর্জ্জুন বাণ বরিষণ করে ॥
সোবর্ণ টোপর সনে হস্তী শতাশতি ।
মহা মহা অস্ত্রে পার্থে লোটায়ন্ত ক্ষিতি ॥
পঞ্চ পঞ্চ বাণ হানে বাণ করি চয় ।
এহিমতে সর্ব্ব সৈন্য তরাসে পলাএ ॥
অর্জ্জুন তোহ্মার সৈন্য খণ্ড খণ্ড করে ।
পৃথিবী আকুল কৈল ব্যাপিয়া রুধিরে ॥
এহিমতে কৌরবের কোটী সেনা মারে ।
ভাসিল সকল সৈন্য রুধির সাগরে ॥
শকুন শৃগাল মাংস ঘৃণাএ না খাএ ।
রক্তনদীতে শর ভাসি ভাসি যাএ ॥
তাহা দেখে আকাশেতে দেবতা সকলে ।
আকাশেতে মহাবাদ্য করে কুতূহলে ॥
দুইজন উপরে করে পুষ্প বৃষ্টি ।
দুইর সমর দেখি দেবগণ তুষ্টি ॥
অদ্ভুত দেখিয়া লোকের লাগে চমৎকার ।
ভএ ভঙ্গ দিল তবে দেব পরিবার ॥

অর্জ্জুনের বাণে ভয় কৈল শল্য যথে ।
স্বর্গমর্ত্ত্য বেড়িয়া সব ভয় লাগে চিত্তে ॥
তাহা দেখি অশ্বত্থামা হৈল বিস্ময় ।
হাতে ধরি দুর্য্যোধন রাজাক বোলএ ॥
কোপ এড় প্রীতি কর পাণ্ডবের সনে ।
ভীষ্ম দ্রোণ মৈল আর কি করিব কর্ণে ॥
অবশ্য দুই বীর আহ্মি আর কৃপে ।
আহ্মি রহিতে নারি অর্জ্জুন সহিতে ॥
মোর বাক্য কদাচিত না লঙ্ঘে অর্জ্জুনে ।
সহজে বিবাদ নহি চাহে জনার্দ্দনে ॥
যুধিষ্ঠির সকল প্রাণী রাখিতে চাহে ।
এথেক হইল শান্তি দুই সৈন্য রহে ॥
তোহ্মি অক্রোধ হইলে সবের কৈল্যাণ ।
অবশেষে যত আছে রহক তবে প্রাণ ॥
মোর বাক্য না লঙ্ঘিব ধর্ম্মনৃপবর ।
দেখিলা অর্জ্জুন যত কৈল একেশ্বর ॥
ইন্দ্রে যম কুবের তাহার সনে নারে ।
তার সনে কে যুঝিব সংসার ভিতরে ॥
ত্রিভুবন কর্ত্তা হরি থাকে যেই রথে ।
কোনজনে পারিবেক তাহার সহিতে ॥
হাটিব তোহ্মার পাশে তোহ্মি সে প্রধান ।
কোপ ছাড় জগতের করহ কৈল্যাণ ॥
বড় প্রিয় তোহ্মি মোর এথেকে কহি তোহ্মা ।
মুই উড়াম কর্ণ তোহ্মি কর ক্ষেমা ॥
অথনেহ কথা রাখ না কর সন্তাপ ।
ভূমিতে পড়িলে কর্ণ পাছে পাইবা তাপ ॥
বিশ্বাসিয়া পুত্রে তোহ্মার দিলেক উত্তর ।
কোন কর্ম্ম নাহি মিত্র তোহ্মার অগোচর ॥
তুহ্মি যে করিছ মিত্র সমএ উচিত ।
মোর নিবেদনে মিত্র তোহ্মি দাও চিত্ত ॥
দুঃশাসনের রক্ত পীতে কহিলেক ভীমে ।
সে সকল কথা মোর আছএ মরমে ॥

১. পুথির পাঠ হুভেস

CENTRAL LIBRARY

অথনে পাণ্ডবে মোরে না বাসিব ভালে।
না কহিব মিত্র তোহ্মি নহ সেইকালে॥
আজি কোন মুখে তার লইব স্মরণ।
তাহা হৈতে ধিক মোর রণেত মরণ॥
দ্রোণ ভীষ্ম রণে পড়ে আহ্মার কারণ।
পুনি আর সাধ নাহি ই ছার জীবন॥
আজি বড় হতাশ হইছে ধনঞ্জয়।
কর্ণে তারে সংহারিব নাহিক সংশয়॥
ক্ষেমা কর অথনে উচিত নহে আর।
কর্ণ বাহু বাইতে মিত্র না কহিবা আর॥
রণ করি কৃষ্ণ অর্জ্জুন মারহ অথনে।
এহিমতে দয়া মিত্র করহ আপনে॥
এথা কর্ণ পার্থ হানে করিয়া সন্ধানে।
নানা বর্ণ শব্দ উঠে ধনুকের টানে॥
হস্তীপতি মহাশয় দিয়াছ তাহারে।
সেই অস্ত্র লইলেক পাছে কর্ণবীরে॥
যুগান্তের অগ্নি যেন সেই অস্ত্র এড়ে।
অর্জ্জুনের যথ অস্ত্রে অন্তরীক্ষে ছিড়ে॥
পাণ্ডব পাঞ্চাল যথ করিল সংহার।
দূরে গেল সর্ব্ব সৈন্য কে না রহে আর॥
কোপে ভীমসেনে চাহে অর্জ্জুনের ভিতে।
অর্জ্জুনের তরে ভীমে লাগিল কহিতে॥
যথেক করিছ রণ ভুবনবিজয়।
তোহ্মার সাক্ষাতে কর্ণে সৈন্য কৈল ক্ষয়॥
তোহ্মি কৌতুক দেখ আহ্মি মারি কর্ণ।
তাহা শুনি হইল কর্ণ অরুণের বর্ণ॥
কর্ণে অর্জ্জুনে যুদ্ধ মিশাএ ত্বরিতে।
বালী ইন্দ্র যুদ্ধ যেন আছিল স্বর্গেতে॥
তাহা দেখি কর্ণ বীরে ধনুখান টানে।
অর্জ্জুন চাহিয়া কর্ণ দারুণ অস্ত্র হানে॥
অর্জ্জুনের বাণ জুড়িয়া হানে কোপে।
বাণ জুড়ি দুই হাতে ধনুখান চাপে॥
দশ গোটা বংশ দণ্ড ধনঞ্জয় এড়ে।
আসিতেই কর্ণ তাকে তিনখানে ছিড়ে॥
সেই বাণ সংহারি কর্ণে অর্জ্জুনক হানে।
ধনুখান দুই হাতে কর্ণ সম টানে॥
তিন গোটা ভৃগু অস্ত্র জুড়িল ধনুকএ।
ভ্রূকুটি করিয়া হানে অর্জ্জুনহৃদএ॥
কর্ণের দারুণ অস্ত্র বজ্র সম শর।
সে বাণ কুটিয়া পার্থ হইল ফাপর॥
সর্ব্বাঙ্গে ছাইল বিষে কাপে থরথর॥
মনে মনে অর্জ্জুন পাইল চিন্তাজ্বর॥
কৃষ্ণে কহে ভাল কথা কহিলেক ভীমে।
কর্ণক মারিতে তোহ্মি না পার সংগ্রামে॥
তাহা শুনি দ্বিগুণ হইল ধনঞ্জয়।
কর্ণক মারিতে ক্রোধ হইল অতিশয়॥
অর্জ্জুনে কহন্ত কর্ণ মারিমু অথনে।
সৈত্য সৈত্য কহিলম মুই তোহ্মার চরণে॥
আপনার তেজ পার্থ স্মরিয়া তখন।
কর্ণ মারিবারে বীরে দম্ভ কৈল মন॥
তবে অর্জ্জুনেহ সেই অস্ত্র লৈল হাতে।
আমন্ত্রিয়া সেই অস্ত্র লৈল ধনুকেতে॥
এথ কহি ব্রহ্ম অস্ত্র ধনুকেত জোড়ে।
কর্ণক মারিতে অস্ত্র ধনু টানি এড়ে॥
অস্ত্র দেখি কুরুসৈন্যে এড়ে কর্ণের আশ।
সূর্য্যপুত্রে তাতে পুনি না করিল ত্রাস॥
সেই অস্ত্র কাটি কর্ণে সিংহনাদ করে।
তাহা দেখি ধনঞ্জয় কুপিল নির্ভরে॥
তবে চৌদ্দ বাণ এড়ে যুঝিয়া অর্জ্জুনে।
কর্ণেহ এড়িল বাণ মেঘের গর্জ্জনে॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুনে কর্ণে হানে দশ বাণে।
সিংহনাদ করে কর্ণে বহুল গর্জ্জনে॥
কোপে তাহাকে পুনি না মানে অর্জ্জুনে।
অলক্ষিতে কাটিল কর্ণের ধনুগুণে॥
তবে নানা অস্ত্র এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ই সকল সম্বরিল সূর্য্যের কোঞর॥
অতি কোপে অর্জ্জুনে হানিল ভিন্দিপাল।
ধনুকেত জোড়ে বাণ যেন যম কাল॥

লৈক্ষে লৈক্ষে বাণ কাটে অর্জ্জুন ঘুঝার ।
পুনি পুনি করে কোপে ধনুর টঙ্কার ॥
ব্যাকুল হইয়া ডাকে কৌরবকটকে ।
কর্ণ কর্ণ সৈন্য রাখ মার অর্জ্জুনকে ॥
তাহাকে শুনিয়া কর্ণে এড়ে দিব্য বাণ ।
কর্ণের যথেক অস্ত্র মহেন্দ্র সমান ॥
হেনকালে যুধিষ্ঠিরে রঙ্গ চাহিবারে ।
[সেনা] ত্রাস দিয়া [সেথা] আইল সত্বরে ॥
পুনি কর্ণে বাণ এড়ে মহাবাহের বাহু ।
শাণেত ঘসিয়া হানে দীঘল নারাচ ॥
দীর্ঘশ্বাস এড়ে যেন সাপে যে ফোকাএ ।
হেন শেল এড়িলেক বাসুদেবের গাএ ॥
সেই শেল গোবিন্দের গাও বিদারিল ।
পুষ্পিত কিংশুক যেন গোবিন্দে হইল ॥
পুনি হানিল কর্ণে বাণ শাণে ঘষি ।
সেই বাণ দেখিয়া হৈল দেবতা তরাসি ॥
আকাশে আইসএ বাণ যেহেন আনল ।
দেবগণে দেখিয়া যে হইল বিকল ॥
বজ্র হেন লাগে বাণ অর্জ্জুনের বুকে ।
সেই বাণে ফুটিয়া পার্থ রাও না আইসে মুখে ॥
সকল শরীর কাপে হিয়া দুরদুর ।
যত দর্প করিল সকল হৈল চুর ॥
ক্ষেণেক সুস্থির হইয়া পার্থ মহামতি ।
আর বার রুষিলেক কর্ণবীর প্রতি ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা সে দুইর রণে ।
আকাশ ছাড়িয়া ভঙ্গ দিল দেবগণে ॥
সেই দুইর রণ দেখি বিজুলির মতে ।
পর্ব্বতেত বজ্র যেন পড়ে শতে শতে ॥
অর্জ্জুনে হানএ বাণ কর্ণ মারিবার ।
সেই বাণ কাটিয়া পাড়ে কর্ণ যে ঘুঝার ॥
পুনি অর্জ্জুনে কৈল সবে অন্ধকার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যে লাগে চমৎকার ॥
পরশুরাম হৈতে যথ পাইয়াছে কর্ণে ।
সেই মন্ত্র পঠি তবে জোড়ে ধনুর গুণে ॥

সেই বাণ কাটিয়া পার্থ হানিল নির্ঘাতে ।
দুই সিংহ যুদ্ধ যেন মিশাএ পর্ব্বতে ॥
দন্তে দন্তে হস্তী যেন করিছে সমর ।
দুই বীর হইলেক ব্যথাএ জর্জ্জর ॥
হেনকালে অশ্বসেন তক্ষকনন্দন ।
অধোমুখ হতে সেই উঠিল তখন ॥
সর্পের আকৃতি বাণ আছএ কর্ণের ।
সোবর্ণের মুখখান সেই যে বাণের ॥
জড়িত মুকুতা তাতে বহুল কাঞ্চনে ।
সেই মত দেখি তবে দেখিতে শোভনে ॥
সোবর্ণের বলয়া পাতি চন্দনের ধূলি ।
তাহাতে শুইয়া সর্প বাণে করে কেলি ॥
নিত্য তাহা পুজে কর্ণে দিয়া উপহারে ।
অর্জ্জুন মারিতে কর্ণে রাখিছে তাহারে ॥
কর্ণে অর্জ্জুনেত দুই যুঝিয়া সমর ।
খণ্ড খণ্ড রক্তে রাঙ্গা দুই ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন মারিতে কর্ণে দড় কৈল মন ।
সেই সর্পবাণ কর্ণে ছুড়িল তখন ॥
কালরূপী বাণ সেই দেখি ভয়ঙ্কর ।
আছুক মনিষ্য কাজ ইন্দ্রেহ পাএ ডর ॥
কর্ণ সম করি বাণ জুড়িল ধনুকে ।
অর্জ্জুন উদ্দেশে হানে করি ঊর্দ্ধমুখে ॥
সঙ্কট দেখিয়া সৈন্যে কহে কর্ণস্থান ।
ভালোমত জোড় বাণ করিয়া সন্ধান ॥
কণ্ঠ সম করি সাক্ষি পুনি সেই শর ॥
এ বলিয়া বাধা দিল শল্য নৃপবর ॥
তিন বার জুড়িল দারুণ সেই বাণ ।
তিন বার বাধা দিল কর্ণ বিদ্যমান ॥
তাহা দেখি কোপে কর্ণ শল্যের দিগে চাহে ।
চক্ষু হৈতে দেখি যেন ক্রোধে অগ্নি ধাএ ॥
মিত্রদ্রোহী জন তোহ্মি জানিলম এখন ।
হেন হেতু বাধা দিল পাপমতি জন ॥
মূর্খ মদ্রপতি তুহ্মি নহেত সারথি ।
মোর রথে থাকি তোহ্মি চিন্তহ বিমতি ॥

এথ কহি কর্ণে সেই সর্প বাণ জোড়ে।
মৈল অর্জ্জুন বলি সেই বাণ এড়ে॥
তাহা দেখি দেবগণে হাহাকার করে।
অগ্নি সম সেই বাণ দশদিশ ভরে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যে সুসেন চলে বাণ।
তাহা কর্ণ বীরে না করিছে অবধান॥
ই সব দেখিয়া কৃষ্ণ তিনলোকনাথ।
বিশ্বম্ভর রূপ প্রভু হইল অকস্মাৎ॥
পাএ চাপি রথ কৈল ধরণীর তল।
চারি ঘোড়া পড়িলেক ধরণী উপর॥
খর্ব্ব হৈল অর্জ্জুন কৃষ্ণের হেন জ্ঞানে।
কন্ধ এড়ি মুকুট কাটিল সর্পবাণে॥
যে মুকুট পাইল ইন্দ্রে ব্রহ্মার সদনে।
অন্ধকারে দীপ্ত পুরী যাহার কিরণে॥
কালকেতু দৈত্য যদি অর্জ্জুনে মারিল।
তুষ্ট হই সেই মণি অর্জ্জুনেরে দিল॥
ইন্দ্রবজ্র যে মুকুট ভেদ নাহি করে।
যম কুবেরে যাকে লঙ্ঘিতে না পারে॥
চক্রে ত্রিশূলে যাকে নারে ভেদিবারে।
সর্পবাণে কর্ণে তাহা করিল সংহার॥
সুমেরুর চূড়া যেন ভাঙ্গিল পবনে।
সেইমত মুকুট পড়িল পৃথ্বীখানে॥
কাটা মুকুট দেখি লজ্জা পাএ অর্জ্জুনে।
দিব্য পাগ দিয়া চুল বান্ধিল তখনে॥
অশ্বসেনের কোপ তবে না গেল বিশেষে।
পাক দিয়া তখনে কর্ণের টোনে পশে॥
তাহাকে দেখিয়া কর্ণে পুছে বারে বার।
কার্য্যকথা কহ মোকে তোহ্মি কোন বীর॥
অতি বড় উগ্ররূপ দেখিএ তোহ্মার।
কোন হেতু বৈরী হৈছ কহত তাহার॥
অশ্বসেনে কহে মুই কশ্যপনন্দন।
অর্জ্জুন মারিমু যদি রাখে দেবগণ॥
অশ্বসেনে কহে পূর্ব্বে খাণ্ডব দহিতে।
মায়েরে কাটিল মোর পলাই যাইতে॥
এতেকে আহ্মার পণ সংহারিতে তারে।
তোহ্মা রথে উঠি পশি টোনের ভিতরে॥
একবার কৃষ্ণ তাকে করিল পরিত্রাণ।
মাথা কাটি পুনি তাকে করহ সন্ধান॥
কর্ণে কহে শুন নাগ আহ্মার সাথে রণ।
সহায় হইতে চাহ কেমত কারণ॥
সহস্র অর্জ্জুনে যদি মোকে বেড়ি মারে।
সহায় না বাঞ্ছি আহ্মি তথাপি সমরে॥
দুঃখিত হইল নাগ কর্ণের বচনে।
বাউগতি চলি যাএ আপনার স্থানে॥
কৃষ্ণে কহে অর্জ্জুন দেখহ এহি বাণে।
এহি সর্পে মুকুট কাটিল এহি ক্ষণে॥
তবে অর্জ্জুনে তাহা জোড়ে রুদ্র বাণ।
পক্ষীর উদ্দেশে যেন বাজের প্রয়াণ॥
অলক্ষিতে কাটি পাড়ে বাউরূপ গতি।
দশখান হইয়া সর্প পড়ে বসুমতী॥
তবে রথ ঘোড়া তোলে দেব গদাধর।
ভালো ভালো করি বোলে দেবতাসকল॥
গোবিন্দ কারণে দেখ অর্জ্জুন বর্ত্তিল।
এথ কহি দেবগণে পুষ্প বিষ্টি কৈল॥
ধৃতরাষ্ট্রেতে কহেন যাকে কৃপা তান।
তাহাকে জিনিতে পারে কাহার পরাণ॥
জানিলাম কর্ণ আদি কুরুবলক্ষয়।
তার পাছে কি হইল কহত সঞ্জয়॥
সঞ্জএ কহেন কর্ণ এহি সব শরে।
অর্জ্জুন উপরে বাণ হানে নিরন্তরে॥
আকর্ণ পূরিয়া হানে দিগল নারাচে।
অর্জ্জুন বিন্ধিয়া বাণ পশিলেক পাছে॥
সেই বাণে অর্জ্জুনের শোণিত নিকলে।
শিমলি ফুটিল যেন বসন্তের কালে॥
ব্যথা পাইয়া ধনঞ্জয় কুপিল দ্বিগুণ।
কর্ণক নেহারি বাণ হানিল নিপুণ॥
কর্ণের কুণ্ডল কাটে সেই দিব্য বাণে।
সূর্য্য হেন কুণ্ডল পড়িল ততক্ষণে॥

তা দেখি হইল তুষ্ট ইন্দ্র সুরপতি।
কর্ণক দেখিএ যেন বিধবা যুবতী॥
তাহা দেখি কর্ণ বীর কুপিল নির্ভরে।
চক্র হেন বাণ মারে অর্জ্জুন উপরে॥
অর্জ্জুনের বুকে হানে বড়হি নির্ঘাতে।
মউরের পাখা সব তিতিল শোণিতে॥
সেই বাণে অর্জ্জুন হইল থরথর।
নাক মুখে পড়ে তান রুধির বিস্তর॥
মুখেত না আইসে রাও অর্জ্জুন কাতর।
পলাইয়া যাইতে চাহে উপেক্ষি সমর॥
কুপিয়া অর্জ্জুনে চাহে কৃষ্ণ মহাশয়।
বুদ্ধি স্থির নহে কেনে আজি ধনঞ্জয়॥
যত রণ করিয়াছ ছাওয়ালের রীতি।
আজি সে বুঝিনু পার্থ কর্ণ হাতে পড়ি॥
কোন বা অর্জ্জুন তোহ্মি মনেত ভাবএ।
আহ্মি থাকিতে পুনি তোহ্মার রথএ॥
আপনার পরাক্রম জানিতে হও স্থির।
সূর্য্য থাকিতে আজি মার কর্ণ বীর॥
তবে অর্জ্জুন বীরে লাজে অপমানে।
লৈক্ষে লৈক্ষে বাণ জুড়ি কর্ণ বীরে হানে॥
অর্জ্জুনে হানএ বাণ পুরিয়া গগন।
বাণ ফুটি কিংশুকের মত হইল কর্ণ॥
ভৃগুপতির যত অস্ত্র পাসরিল রণে।
রথচক্র পৃথিবীএ ধরিল আপনে॥
হাত আছাড়িয়া কর্ণে কান্দে অভিমানে॥
তাহা দেখি পার্থে হানে দারুণ সন্ধানে॥
তিন রুদ্র বাণ হানে বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণের মুকুট কাটে নানা রত্নময়॥
গাএর কবচ কাটি হইল খান খান।
সোবর্ণের কর্ণ যেন করিল নির্ম্মাণ॥
শুধা গাএ হানে তবে ছোক ছোক বাণ।
বজ্রে যেন পর্ব্বত করএ খান খান॥
পরম দুঃখিত কর্ণ ব্যথাএ বিকল।
শক্তিহীন হৈল যেন বার্দ্ধক্যের বল॥
ধারে রক্ত বহে কর্ণ বড় শোভা করে।
গিরিধারা বহে যেন নীলগিরিবরে॥
যমদণ্ড অগ্নিবাণ জুড়িয়া ধনুকে।
বজ্রতুল্য বাণ হানে কর্ণ বীরের বুকে॥
সেই বাণ খাই কর্ণ হইল কুপিত।
কুপিতে কুপিতে ধনু না রহে মুষ্টিত॥
ধার্ম্মিক অর্জ্জুনে কর্ণেরে নাহি হানে বাণে।
তাহা দেখি কুপিয়া কহিল জনার্দ্দনে॥
যত কহি অর্জ্জুন না কর অবধান।
ছিদ্র পাইলে শত্রু এড় নাহি তবে জ্ঞান॥
ছোট শত্রু না হএ পুনি কর্ণ বীর।
হেন সমএ তোহ্মি না কাটএ শির॥
ধনু রথ থাকে যদি কর্ণ যোদ্ধার।
ইন্দ্রেহ মারিতে নারে কি শক্তি তোহ্মারে॥
এহি কালে এহি ক্ষণে জানি তার মর্ম্ম।
তাহা শুনি অর্জ্জুনে করিল অঙ্গীকার।
বৎসদন্ত বাণ পুনি হানে বারে বার॥
ইন্দ্র বরুণ অস্ত্র এড়ে শতে শতে।
যেন বজ্র শত শত হানএ পর্ব্বতে॥
মন্দার পর্ব্বত যেন সূর্য্যের কিরণ।
বাণে পূর্ণিত হৈল সেনাপতি কর্ণ॥
রক্তে রাঙ্গা কর্ণ বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
শিশিরের সূর্য্য যেন অস্ত সৈন্ধ্যাকালে॥
সে সকল বাণে তবে নিবারিয়া কর্ণে।
বজ্র হেন বাণ তবে জোড়ে ধনুর্গুণে॥
পাসরিল যেই অস্ত্র দিল ভৃগুরামে।
সর্ব্ব মাহেন্দ্র অস্ত্র পাসরে সংগ্রামে॥
কর্ণে কহে মোর নহে এতেক দুর্গতি।
বুঝিলাম ধর্ম্মে রাখিতে নারে নীতি॥
ই সব চিন্তিতে পড়ে অর্জ্জুনের শর।
ঘোড়া সারথি দুই হইল জর্জ্জর॥
লড়িতে না পারে ঘোড়া করে ছটফট।
লড়িতে না পারে শল্য পড়িল সঙ্কট॥

কর্ণে তবে ধর্ম্মক নিন্দিয়া বারে বার।
পুনি ক্রোধ হৈয়া কর্ণ লাগে যুঝিবার॥
তিন বাণ হানে তবে গোবিন্দের হাতে।
সোবর্ণ লাকড়ি তান কাটে অলক্ষিতে॥
তা দেখি অর্জ্জুন হানে শতে শতে বাণ।
অগ্নি হেন জলে বাণ বিজুলী সমান।
কর্ণ বিন্ধিয়া বাণ পড়িল ভূমিত।
সে বাণের বিষে কর্ণ হইল মোহিত॥
ক্ষেণেকে হইয়া স্থির আপনা শকতি।
অগ্নি অস্ত্র এড়ে তবে অর্জ্জুনের প্রতি॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বরুণ জুড়িল।
মহা বৃষ্টি ধারা হৈয়া অগ্নি নিবাইল॥
তখনে হানিল কর্ণ মহামেঘ বাণ।
বায়ুবাণে অর্জ্জুনে করিল খান খান।
সর্পবাণ হানে কর্ণ যেন বিষময়।
গরুড় জুড়িয়া তাহা নিবারে পার্থয়॥
তিন গোটা বাণ কর্ণ ধার দিয়া শিলে।
অর্জ্জুন হৃদয়ে হানি তাহাকে নেহালে॥
কর্ণ বাহুমূলে বাণ ঝড় হেন লাগে।
থর থর করি পার্থ যমালয় দেখে॥
ধ্বজ যষ্টি ধরিয়া রহিল ধনঞ্জয়।
এহি অবসরে হানে কর্ণ মহাশয়॥
প্রহারে জর্জ্জর পার্থ শরীর অস্থির।
নিঃশ্বসিতে নানামতে উঠএ রুধির॥
কৃষ্ণে কহে অর্জ্জুন উঠ শীঘ্রগতি।
ভয় ত্যজি মার আজি কর্ণ সেনাপতি॥
ভালোমতে ধৈর্য্য হও না করিয় ব্যথা।
এহি কালে কাটহ কর্ণের তুহ্মি মাথা॥
পৃথিবী ধরিছে রথ হইছে নিচল।
হতাশ হইয়া কর্ণ হইছে নির্ব্বল॥
তবে স্থির হইয়া বাণ হানএ অর্জ্জুন।
তাহাকে দেখিয়া কর্ণে কহিল তখনে॥
মুহূর্ত্তেক ক্ষেম পার্থ ধর্ম্মক চাহিতে।
রথখান তুলি আহ্মি দেখ পৃথিবী হৈতে॥
পৃথিবীএ রথচক্র ধরে মোর দেবে।
কাপুরুষ মতে মোকে না হানিয় এবে॥
মুক্তকেশ যেবা হএ পলায়ন্ত ভএ।
কেশ বিগলিত ধনু নাহিক হাতএ॥
তাহাতে মারিতে নাহি শাস্ত্রেত যুকতি।
রথ মৈধ্যে হও তুহ্মি আহ্মি হই ক্ষিতি॥
ধার্ম্মিক হইলে তারে অস্ত্র নাহি মেলে।
তুহ্মি হও ধার্ম্মিক হেন সর্ব্বলোকে বোলে॥
তোহ্মারে কৃষ্ণেরে মোর কিছু নাহি ভএ।
ভএ না কহিএ আহ্মি তোহ্মার পাশএ॥
কুলীন ক্ষত্রিয় তুহ্মি পাণ্ডুবংশে জন্ম।
মুহূর্ত্তেক ক্ষম তুহ্মি স্মরি বীরধর্ম্ম॥
সে সকল শুনি কহে কৃষ্ণ মহাশএ।
বড় ভাগ্যে কর্ণ আজি ধর্ম্মকথা কহে॥
নাহি জান পূর্ব্বে যত করিয়াছ কর্ম্ম।
লঘু সবে না চাহে আপনা হিত ধর্ম্ম॥
আপদকালেত মাত্র ধর্ম্ম ভজে সবে।
যতেক অধর্ম্ম কৈলা নাহি স্মর এবে॥
রজঃস্বলা দ্রৌপদীরে একবস্ত্রা সতী।
গুরুজন সভাতে আনিল দুষ্টমতি॥
বস্ত্র কাড়ি লইতে চাহিল রাজা দুর্য্যোধনে।
ভালোমতে ধর্ম্ম তোহ্মার না ছিল মনে॥
বিষ দিয়া ভীমেরে সবে ফেলাইল জলে।
ধর্ম্মকথা তোহ্মার না ছিল সেইকালে॥
জতুগৃহ পাণ্ডব চাহিল দহিবার।
তাতে কোথা গিয়াছিল ধর্ম্ম যে তোহ্মার॥
একেশ্বর অভিমন্যু বেড়ি মার বীরে।
তখনে তোহ্মার ধর্ম্ম না ছিল শরীর॥
এহিমতে করিয়াছ পাণ্ডব অবস্থা।
তখনে তোহ্মার ধর্ম্ম গিয়াছিল কোথা॥
তাহা শুনি অর্জ্জুন কোপে অগ্নি জলে।
নাকে মুখে কাণে তার অগ্নি যে নিকলে॥
তাহা দেখি কর্ণে ধনু লইল সত্বর।
অগ্নি অস্ত্র বরিষএ অর্জ্জুন উপর॥

এহি ছিদ্রে রথ হৈতে নামে ভূমিতলে।
দুই হাতে টানে রথ খানিক না চলে॥
অর্জ্জুনে যে অগ্নি অস্ত্র তখনে সম্বরে।
পুনি রথে চড়ে কর্ণে ধনু ধরি করে॥
সেই অস্ত্র সম্বরিয়া তখনে অর্জ্জুনে।
বরুণ অস্ত্র সান্ধিলেক তবে বীর কর্ণে॥
হইল চৌসট্টি মেঘ ভরিল গগন।
বায়ু বাণে কর্ণে তাকে উড়াএ তখন॥
বায়ুএ উড়াএ মেঘ করিল প্রকাশ।
দিগন্ত ব্যাপিয়া তবে ছাড়িয়া তরাস॥
দানববিজয়ী অস্ত্র লএ কর্ণ হাতে।
মারিল অর্জ্জুন বলি এড়ে কোপচিত্তে॥
সেই অস্ত্র এড়িতে কাপএ বসুমতী।
হেন অস্ত্র এড়ে কর্ণে অর্জ্জুনের প্রতি॥
আকাশে দেবতাগণে করে হাহাকার।
এহি অস্ত্রে অর্জ্জুনের নাহিক নিস্তার॥
মহাকোপে বাণ পইশে বুকের ভিতর।
যেন সর্প পশিলেক হ্রদের অন্তর॥
ঘুমাইল অর্জ্জুন শিথিল হইল তনু।
হস্ত হৈতে খসিল গাণ্ডীব নামে ধনু॥
খসিল মাথার কেশ ঘন বহে শ্বাস।
দেখিয়া পাণ্ডবসেনা হইল নৈরাশ॥
ভূমিকম্প হইলেক কম্পে মহীধর।
তবে কর্ণ ধনু এড়ে রথের উপর॥
ফাল দিয়া কর্ণ পড়ে ভূমির উপর।
দুই হাতে রথখান টানএ সত্বর॥
ব্রহ্মশাপে বন্দী চক্র খানিক না নড়ে।
দন্তে ওষ্ঠে চাপিয়া যে পুনি টান পাড়ে॥
দৈবে ধরিল চক্র পৃথিবী সহাএ।
তের সহস্র হস্তীবল কর্ণবীর গাএ॥
সর্ব্ব বলে ধরিয়া রথেত মারে টান।
সুমেরু লড়িল যেন না লড়ে রথ খান॥
প্রাণশক্তি টান পাড়ে না পারে তুলিবার।
ক্রোধে চক্ষুর জল পড়ে বারে বার॥

এথা দুই হাতে ধরি দেব জনার্দ্দন।
অর্জ্জুন আশ্বাসিয়া তুলিল তখন॥
যদবধি কর্ণবীর নাহি চড়ে রথে।
তারত কাটহ মাথা অতি শীঘ্র হাতে॥
ধর্ম্ম চাহিলে তারে নারে মারিবার।
যদি থাকএ রথে কর্ণ যুঝার॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উঠে ধনঞ্জয়।
মহা অস্ত্র সান্ধিলেক কোপে ধনুকএ॥
আকর্ণ পূরিয়া তবে সেই বাণ এড়ে।
হস্তকদ্বজ্র কাটি ভূমিতলে পড়ে॥
মণিমুক্তা বিরচিত শোভে নানারঙ্গে।
হেন হস্ত কাটি বীরে পাড়িল ভূমিতে॥
চন্দ্র সূর্য্য হেন যেন করএ দীপতি।
সেই অস্ত্র পড়ি রাজা জলএ যে ক্ষিতি॥
পুনি অর্জ্জুনে বাণ টোন হতে তোলে।
অজনিক নামে বাণ অগ্নি হেন জলে॥
যমদণ্ড হেন বাণ বজ্র শরীর।
মর্ম্ম ছেদে রক্ত মাংস পিয়এ রুধির॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ জোড়ে ধনুগুণে।
তিনলোক সাক্ষী করি কহিল অর্জ্জুনে॥
যদি মুই সত্য হম কৃষ্ণের সেবক।
মাও যদি কুন্তী হএ বাপ যে ইন্দ্রক॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যদি হএ ভালে।
তবে এহি বাণে কর্ণ কাটে এহি কালে॥
এ বলিয়া অর্জ্জুনে এড়িল সেই বাণ।
কর্ণের হৃদএ ফুটে বজ্রের সমান॥
যম সম ঘাও যে পারে সহিবার।
ডঙ্কা হেন যাএ বাণ ঘোর অবতার॥
চক্র ধরিয়া কর্ণে লাগিছে টানিবার।
হেনকালে বাণ গিয়া লাগিছে তাহার॥
অলক্ষিতে বাণে মাথা কাটে সেইকালে।
কর্ণ তেজ মিশে গিয়া কৃষ্ণ কলেবরে॥
পূর্ব্বমুখী হইয়া কর্ণ পড়িল তখনে।
তারকাক্ষ পড়ে যেন কার্ত্তিকের রণে॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণার্জ্জুনে তখনে করিল শঙ্খধ্বনি ।
অর্জ্জুনেরে কোল দিল ধরি চক্রপাণি ॥
কতুকে আইল ধাইয়া ধর্ম্ম নৃপবর ।
কতুকে চাহন্তি রাজা কর্ণ কলেবর ॥
বহুবিধ গোবিন্দেরে করিল স্তবন ।
অর্জ্জুনেরে কৈল রাজা প্রেমআলিঙ্গন ॥
রঙ্গলোকে চলিলেক পাণ্ডববাহিনী ।
নানা বাদ্য করে তারা কাপএ মেদিনী ॥
কর্ণ পর্ব্ব মহাপোথা ভারত সঙ্গীত[১] ।
কৃষ্ণের চরিত্র বেদব্যাসের কবিতা ॥

দীর্ঘছন্দ

সৈন্ধাকালে পড়ে কর্ণ গগন অরুণ বর্ণ
রথ লৈয়া গেল মদ্রপতি ।
কর্ণের মরণ বাত কহিলেক সহসাত
শল্যে কহে দুর্য্যোধন প্রতি ॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন হতাশ হইল মন
ভূমিতলে হৈল অচেতন ।
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া কান্দে ভূমি গড়ি দিয়া
বিলাপএ রাজা দুর্য্যোধন ॥
হা হা কর্ণ বীরবর মোর প্রাণে সমোসর
জয় আশা বাঞ্ছিমু[২] কাহাতে ।
কেনে হেন অথান্তর মুই হইলম একেশ্বর
আজি সে ডুবিলম সাগরেতে ॥
ডুবিলু গহন সিন্ধু তুহ্মি পরে নাহি বন্ধু
কেবা পুনি করিব আশ্বাস ।
কি করিমু কথা যাইমু কাহার শরণ লৈমু
কান্দে রাজা হইয়া হতাশ ॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে ক্ষেণে ক্ষেণে ভূমি গড়ে
ক্ষেণে হয় উন্মত্ত সমান ।
তবে কৃপ কৃতবর্ম্মা শল্য আর অশ্বত্থামা
সব গেল নৃপতির স্থান ॥
নানা শাস্ত্রবিধিমতে কহিয়া রাজার ভিতে
শান্ত করে সেই চারি ব্যক্তি ।
হাসিব সকল লোক কেনে রাজা কর শোক
এ পুনি না হএ ক্ষত্রিনীতি ॥
দেব নিয়োজিত কর্ম্ম সকল বিনাশে ধর্ম্ম
শান্ত হও না হইয় তরল ।
আজি সবে প্রাণপণে তুষিব তোহ্মার মন
মারি দিব পাণ্ডব সকল ॥
এহিমতে চারি জনে সান্ত্বাইল দুর্য্যোধনে
শোকে রাজা চলিল গড়এ ।
কর্ণবধ অনুসারে সঞ্জএ কহিল তারে
তরিতে যে শমনের ভএ ॥

১. পাঠান্তর সংহিতা
২. বাঞ্ছিমু অর্থে

CENTRAL LIBRARY

শল্য পর্ব

CENTRAL LIBRARY

শল্য পর্ব

ধৃতরাষ্ট্রের শোক

জনমেজয় রাজা পুছে কহ মহামুনি ।
কর্ণ অন্তে দুর্য্যোধন কি করিল পুনি ॥
কর্ণবীর পড়িল দেখিয়া দুর্য্যোধন ।
কোনমত কৈল তবে কহ তপোধন ॥
মুনি বোলে শুন রাজা সারদানন্দন ।
তার পাছে যে হইল কুরুপাণ্ডুগণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে কথা কহিল সঞ্জয় ।
কর্ণবধ শুনি রাজা শোক অতিশয় ॥
বিলাপিয়া সঞ্জএত পুছে নরপতি ।
তারপরে কি করিল পুত্র পাপমতি ॥
কর্ণে জিনিব পুত্রে করিয়া ভরসা ।
সে সকল আছিলেক দূরে গেল ভাষা ॥
আজি হৈতে বলবুদ্ধি নাশ হৈল সব ।
আজি সে জানিল পুত্রে মজিল কৌরব ॥
সঞ্জএ আমার পুত্র রাজরাজেশ্বর ।
সংসারে বন্দিল রাজচরণকমল ॥
মুকুটমণির চিহ্ন যাহার চরণে ।
মোর পুত্র মনে ছিল হৈল এতদিনে ॥
আর কাতে জয় মাগে হইয়া কাতর ।
কহত সঞ্জএ তাহা আমার গোচর ॥
ভাগ্যহীন করি মোরে বিধাতা সৃজিল ।
হেন হেতু মোরজনে শত পুত্র হৈল ॥
লোহাএ গঠিল দেখি আমার শরীর ।
দেহ হৈতে প্রাণ কেনে না হএ বাহির ॥
একেশ্বর সৈন্য মোর মারে ধনঞ্জয় ।
আপনা ইচ্ছাএ মোর সৈন্য কৈল ক্ষয় ॥
পাণ্ডবেত অগ্নি তোষে সুভদ্রাক হরে ।
পৃথিবী জিনিয়া সেই সব বশ করে ॥
প্রশংসিতে যোগ্য সেই নিন্দা অনুচিত ।
সঞ্জএ কেমতে তবে হইল রাত্রিত ॥
সঞ্জএ কহন্ত তোমার সেনা গড়ে পশি ।
কান্দএ তোমার পুত্র ভূমিতলে বসি ॥
মাও বাপ মৈলে যেন শোক বাড়ে হৃদে ।
ব্যাধিএ শরীর যেন নিতি নিতি ভেদে ॥
যেন ডিঙ্গা ভাঙ্গিয়া সাধু পড়িল সাগরে ।
তৃণ লৈক্ষ্য নাহি তাতে ধরি তরিবারে ॥
যথেক ভরসা ছিল সব হৈল দূর ।
হস্ত হৈতে নিধি যেন হরি নিল চুর ॥
ধন হারাইলে যেন ধনিক পাগল ।
জালে বন্দী মৃগ যেন হৈছে বিকল ॥
সেইমত পুত্র তোমার শোকে অনুভব ।
জানিলেক গ্রাসিবেক সকল গৌরব ॥
জর্জ্জর হৈছে যেন সব পাইক হস্তী ।
হারিয়া লজ্জিত হৈয়া চিন্তাকুল মতি ॥
দন্তভাঙ্গা সর্প যেন খাইয়াছে লাথি ।
ক্রোধে ফোপাএ যেন নাহিক শকতি ॥
কর্ণের মরণে তোমার পুত্র যে কাতর ।
কান্দিয়া বঞ্চিল নিশি ই চারি প্রহর ॥
কর্ণ কর্ণ করি রাজা উঠে ডাক দিয়া ।
অনাথ হইয়া কান্দে বহু বিলাপিয়া ॥
পুনি শোক সম্বরিয়া রাজা দুর্য্যোধনে ।
সৈন্যসব আশ্বাসন্ত মধুর বচনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভগদত্ত মহাবীর ।
রণ করি স্বর্গে গেল নির্ভএ শরীর ॥

CENTRAL LIBRARY

পরলোক হিত চাহি করহ বিরোধ।
বীরসব আনি রাজা করিল প্রবোধ॥
রণ করি মরিলে অক্ষএ স্বর্গ পাই।
রণেতে কাতর হৈলে রৌরবেত যাই।
এথেকে তোহ্মারা সবে করহ সাহস।
কৃষ্ণার্জ্জুন মারি সবে রাখ মহাযশ॥
তাহা শুনি কহিল সকল যুদ্ধাগণ।
কেবা সেনাপতি হইবে কহত রাজন॥
তাহাকে শুনিয়া চিন্তা হইল রাজার।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়ার॥

শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে হৈল কোন রীত।
সেনাপতি করিতে করিল কি বিহিত॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা কহিমু তোহ্মাকে।
অবশেষ যত ছিল গেল স্বর্গলোকে॥
দুর্য্যোধন মনে চিন্তিয়া কৈল সার।
অশ্বত্থামা বুদ্ধিমন্ত সম নাহি তার॥
অযোনিসম্ভবা বীর পৃথিবী বিজএ।
পবিত্র শরীর বীর পৃথিবী দুর্জ্জএ॥
এতেক ভাবিয়া বীর অশ্বত্থামা পুছে।
প্রলয়ের কালে যেন ছায়া মাগে গাছে॥
কারে সেনাপতি কৈলে পাইব বসুমতী।
কহ কহ গুরুপুত্র অখনে সম্প্রীতি॥
মনে মনে অশ্বত্থামা করিল বিচার।
মদ্ররাজা শল্য হতে বীর নাহি আর॥
শল্য পরে ই কর্ম্ম করিতে কার শক্তি।
কৃষ্ণ সনে মরিব পাণ্ডবগণ যথি॥
এমত দেখিএ বুদ্ধি আহ্মার অন্তর।
জিনিতে পারিব শল্য পাণ্ডবসকল॥
দুর্য্যোধন রাজা অশ্বত্থামার সঙ্গেতে।
জোড়হস্তে কহে রাজা শল্যের অগ্রেতে॥
কৃপা কর মাতুল না করহ পরিহার।
পাণ্ডববিনাশ তুহ্মি পরে নাহি আশ॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রে দৈত্য মারে কৃষ্ণের ভরসে।
পাণ্ডব বিনাশ মামা তোহ্মার সাহসে॥
সমরেত হও তুহ্মি বাহিনীর পতি।
তুহ্মি পরে ভার সহিতে কার শক্তি॥
বিনয় করিয়া কহে মদ্রঅধিপতি।
প্রাণপণে পালিবাম তোহ্মার আরতি॥
ই কর্ম্ম করিমু যদি করএ ঈশ্বর।
কৃষ্ণ ধনঞ্জএ দুই মারিতে অন্তর॥
আহ্মার অগ্রেতে রণে কেবা হৈব স্থির।
শরাঘাতে বিনাশিমু সবের শরীর॥
পাণ্ডব মারিয়া তোহ্মা দিমু বসুমতী।
নহে বা পাণ্ডব হাতে যাই স্বর্গগতি॥
হেন ব্যূহে করিমু অভেদ কলেবর।
তাহাকে ভাঙ্গিতে নারে দেবপুরন্দর॥
শল্যের প্রতিজ্ঞা শুনি শল্যের হইল জয়।
সঞ্জএর দিব্য কথা কহিল সঞ্জএ॥

শল্যের শুনিয়া অতি বল দর্পরেক।
হরিষে করিল সেনাপতি অভিষেক॥
ঝঞ্ঝারি মোহরি বাদ্য বাজএ অপার।
শঙ্খ ঘণ্টা বাশী কাংস্য করতাল॥
এহি সব বাদ্যে হৈল পুলক শরীর।
আছুক জিয়তার কাজ মৃতা হএ অস্থির॥
মহাবীর সকলে শল্যের করে স্তুতি।
তুষ্ট হৈল কুরুবল শল্য মহামতি॥
তবে শল্যে কহিলেক করি অহঙ্কার।
আজি রণে কৃষ্ণার্জ্জুন হৈব সংহার॥
যুধিষ্ঠিরে জানিলেক বৃত্তান্তসকল।
কৃষ্ণার্জ্জুন স্থানে কহে ধর্ম্ম মহাবল॥
শল্য হৈল সেনাপতি দর্প কুরুবলে।
প্রতিজ্ঞা করিল শল্য সভার ভিতরে॥
হেন জানি কর প্রভু তাহাকে সংহার।
শুনিয়া কহন্ত প্রভু ভুবনের সার॥

CENTRAL LIBRARY

আহ্মি জানি সব হৈতে শল্যের সন্ধান।
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ হৈতে পুরুষপ্রধান॥
তার মাত্র যোগ্য তুহ্মি তোহ্মাতে কহিল।
সাবধানে যুদ্ধ আজি মহারণ হৈল॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা এমত প্রকারে।
মহাঘোর শব্দ হৈল ধনুর টঙ্কারে॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে নাকি এমত হইবো।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ হৈতে শল্যের জিনিবো॥
ভাগ্য যদি থাকে পুত্রের হইবেক জয়।
দশ দশা পুরুষের অবশ্য যে হএ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা আছে তোহ্মার আশ।
এমত ভাবিতে তোহ্মার বুদ্ধি হৈছে নাশ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ লোকমুখে শুনি।
কভো ভঙ্গ না হএ পার্থ ত্রিভুবনে জানি॥
রণে পড়ে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মহামতি।
তাহার সাক্ষাতে কিবা শল্যের শকতি॥
গতমাত্র শল্যের হইব পরাভব।
তবে যে ভুবনপতি হইব পরাভব॥
যে কিছু সংগ্রামে হৈল শুনি বিবরণ।
দুই প্রহর যুদ্ধ করি শল্যের মরণ।
ধৃতরাষ্ট্রে কহে শল্যো কত সৈন্যপতি।
কত সৈন্য আছে তবে পাণ্ডুর সংহতি॥
এহিমতে হৈল জান শল্য সেনাপতি।
এক অক্ষৌহিণী আছে যুধিষ্ঠির দলে।
দুই দলে যুদ্ধ হৈল মহা ভয়ঙ্করে॥
গজ বাজী ধ্বজ ছত্র পতাকা বিশাল।
পৃথিবী আকাশ সৈন্য দেখি যমকাল॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা শল্য নরপতি।
অবশেষ কৃপ আর শকুনি সংহতি॥
মহারাজা দুর্য্যোধন করে সমবাএ।
আপনার সৈন্য লৈয়া যুদ্ধেত পৈশএ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হৈল মহারোল।
প্রলয়কালেত যেন হৈল গণ্ডগোল॥
হরিণের পাল যেন ব্যাঘ্রে খেদায় বনে।
পতঙ্গ পড়এ যেন অগ্নি দরশনে॥
করীবর ধাএ যেন দেখি মৃগরাজ।
এমত সাহস দেখি পাণ্ডবসমাজ॥
জীবন তাজিয়া স্বর্গে যাইতে চাহে ছলে।
ক্রোধ করি সমরে প্রবেশে দুই দলে॥
সোবর্ণের ডাঙ্গ হাতে রাজা দুর্য্যোধন।
পাছে থাকি মারএ পলাএ যেই জন॥
তার পাছে একত্র হইল শল্য সমে।
অক্ষয় স্বর্গেত যাইতে বঞ্চিল সংগ্রামে॥
করিয়া বিষম ব্যূহ শল্যরাজ আগে।
ব্যূহের দক্ষিণ দিকে অন্য ভাগে ভাগে॥
শল্যের মধুর কথা কতুক পয়ার।
বাখানিল সঞ্জএ জগতে বুঝিবার॥

যুদ্ধের সপ্তদশ দিবস

সৈন্য আগে করিয়া প্রধান সেনাপতি।
রণেতে প্রবেশে তবে সেই মহামতি॥
দ্রোণ ভীষ্ম রণে পড়ে পড়ে কর্ণ বীর।
শল্যো জিনিব করি মন কৈল স্থির॥
দুর্জ্জয় সাজন কৈল রাজা দুর্য্যোধন।
বিপরীত মতিভ্রম হইল তখন॥
বিচিত্র ধনুক লৈয়া তবে শল্যবীর।
ব্যূহের সম্মুখে রহে মন করি স্থির॥
বামে রহে কৃতবর্ম্মা শকুনি সংহতি।
দক্ষিণেত অশ্বত্থামা বীর মহামতি॥
পৃষ্ঠে রহে কৃপ বীর সমরে নির্ভএ।
মৈধ্যে রহে দুর্য্যোধন রাজা মহাশএ॥
সাহসে সাজিল বীর সৈন্য মহাবলে।
যুদ্ধসাজ হইল মারিতে পাণ্ডুদলে॥
তিন বীর পাছে জানি শল্যের বিক্রম।
সঞ্জএ বাখানে জানি কথা মনোরম॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে দেখি শল্যরাজ।
তারপরে কেমত করিল ধর্ম্মরাজ॥
কার সনে সংগ্রাম করিল কোন জন।
অবশেষ কহ সূত সে সব কথন॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা শল্যরাজ দেখি।
ক্রোধ করি রণে পশে পাণ্ডব ধানুকী॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি ক্রোধ করি ধাইল।
ধনঞ্জএ কৃতবর্ম্মা সংশপ্তক পাঠাইল॥
কৃপক ধাইল সব শরণ সহিত।
দুই ব্যাঘ্র যুদ্ধ যেন হৈল আচম্বিত॥
শকুনি সহিতে দুই রাজা মহাযুদ্ধ।
মদ্রের তনয় তারে দিলেক প্রবোধ॥
রথে রথে গজে গজে তুরগে তুরগে।
অভেদ বিষম রণ হৈল ভাগে ভাগে॥
অক্ষৌহিণী শব্দে আর রথের ঘোর রবে।
গজের গর্জ্জনে যেন দশ দিগ ভরে॥
নানাবাদ্য বাজে অস্ত্র পড়ে ভূমিতলে।
ইন্দ্র বজ্র পড়ে যেন গগন মণ্ডলে॥
কোটি কোটি অস্ত্র পড়ে কোটি কোটি ছেল।
অবশেষে যত ছিল সব মরে গেল॥
অন্তে অন্তে রণ করে রক্তে নদী বহে।
কৌরব পাণ্ডব রণ পৃথিবী না সহে॥
জীবন অপকাংক্ষী রণ করে বীরগণে।
পড়িলে যে স্বর্গ পাইব হেন মহারণে॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় করে শঙ্খধ্বনি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সিংহনাদ শুনি॥
দশদিশে হইলেক মহাগণ্ডগোলে।
হেনকালে শল্যবীর রাজার আগে চলে॥
শল্য মারিতে চলে রাজা যুধিষ্ঠির।
আগু হৈয়া রাখিলেক সহদেববীর॥
হানএ কৌরব বল মহা ধনুর্দ্ধর।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন প্রমত্ত কুঞ্জর॥
ভঙ্গ দিল কুরুবল ধাএ তরাতরি।
যেন দেখে শিশুকালে বালকের খেড়ি॥
নৌকা ভাঙ্গিয়া যেন ডরে উঠি রহে।
হাহাকারে শল্য গেল সৈন্য নিকটএ॥
সৈন্যভঙ্গ অস্ত্রাঘাতে কাতর হইল।
শল্য পর্ব্ব মহাপোতা সঞ্জএ কহিল॥

কর্ণের পুত্রত্রয়ের পতন

ধৃতরাষ্ট্রে কহে রে সঞ্জএ সূতমণি।
বারে বারে কহ কৌরবের ভঙ্গ শুনি॥
কোন কোন আগু হয়ে কোন পাছু যাএ।
বুঝিলাম পাণ্ডবের দৈব সে সহাএ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা সৈন্য ভঙ্গ হৈল।
যেই মৈল সেই ভাল যন্ত্রণা এড়াইল॥
আশেপাশে যেই জন ব্যথাএ জর্জ্জর।
যুঝিতে শকতি নাহি ঘাএ যে কাতর॥
লাজে কোপে কত জন আগু পাছু হএ।
সপ্তদশ দিন যুদ্ধ গাএ কত সহে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া শল্য ধনু টঙ্কারিল।
তাহা শুনি পাণ্ডব সকলে ভয় পাইল॥
সারথিরে কহে শল্যে ঝাট নেয় রথ।
এহি দেখ শ্বেতছত্র ধর্ম্ম মহাশয়॥
তখনে চালাএ রথ সারথি প্রচণ্ড।
অতি কোপে শল্য আস্ফালএ বাহুদণ্ড॥
রুষিল নকুল বীর বিক্রমে অপার।
চিত্রসেন উপরে করএ মহামার॥
দক্ষিণে উত্তরে ফিরে বাউ ভর করি।
পরস্পরে এহিমতে নানা ভয়ঙ্করী॥
চাষা যেন রহিয়াছে কৃষি যে করিয়া।
চলিতে অসক্ত হইয়া মনে রুষ্ট হইয়া॥
মহাবীর চিত্রসেন প্রচণ্ড শরীরে।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বাণ বৃষ্টি করে॥
নকুলের ললাটে হানিল দুই বাণ।
ধনু কাটি নকুলের কৈল দুই খান॥

CENTRAL LIBRARY

কাটিল সারথি ধ্বজা পতকা সহিত।
খড়্গ চর্ম্ম লৈয়া বীর রহিল ভূমিত॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন দেখিতে সোন্দর।
নকুলের ললাটে গাছ হইল তিন শর॥
নকুলের বিক্রম দেখিল দুই গড়ে।
লাপ দিয়া চিত্রসেনের রথে গিয়া পড়ে॥
মুকুট কুণ্ডল সনে কাটিয়া পড়ে শির।
নকুলে সংহার কৈল চিত্রসেন বীর॥
কর্ণের তনয়ে চিত্রসেন মহাশএ।
নকুলের বাণে পড়ি গেল যমালএ॥
ভাইর মরণ দেখি কাপিল শরীর।
শল্যসেন সুসেন রুষিল দুই বীর॥
পর্ব্বত উপরে যেন বরিষে জলধর।
সেইমতে বাণ হানে কর্ণের কোয়র॥
শল্যসেন সুসেন রুষিল দুই বীর।
শরে হানি নকুলে করিল অস্থির॥
রথে থাকি সে বাণ বরিষে মহাবীরে।
সূর্য্যের কিরণ যেন নীহার সংহারে॥
শল্যসেন কুমারের কাটিলেক হয়।
ধনু কাটি পাড়িল নকুল মহাশয়॥
শক্তি মেলি হানিলেক তাহার উপর।
শল্যসেন কুমার পড়িল ভূমিতল॥
সোবর্ণের মুকুটমালা রতনে ভূষিত।
আকাশের চন্দ্র যেন পড়িল ভূমিত॥
তাহা দেখি সুসেন ধাইল খড়্গ লইয়া।
নকুলের রথেত পড়িল লাফ দিয়া॥
হুড়াহুড়ি করিয়া পড়িল দুইজন।
তীক্ষ্ণ শরে হানাহানি করে ততক্ষণ॥
মহাকোপ করি ধাএ খড়্গ চর্ম্ম ধরি।
যমের আকৃতি যেন দণ্ড মারামারি॥
নির্ম্মল সুসার খড়্গে মুণ্ডের লাগ পাইল।
নির্ম্মল সুসার খড়্গে সুসেন কাটিল॥
চন্দ্র নৈক্ষত্র প্রাএ পড়িল শরীর।
অন্তরীক্ষে হৈতে উড়াইল তার শির॥

তিনপুত্র কর্ণের পড়িল একখানে।
শল্যপর্ব্ব মহাপোতা সঞ্জএ বাখানে॥

ভীম-শল্যের গদাযুদ্ধ

তিন পুত্র কর্ণের পড়িল দেখিয়া।
পলাএ তোহ্মার সৈন্য মনে ভয় পাইয়া॥
আশ্বাসিয়া কহে শল্য যত মহারথী।
যুধিষ্ঠির প্রতি যাএ শল্য সেনাপতি॥
ভীমসেন নকুল সাত্যকি মহাজন।
রাজার সহাএ হৈয়া ধাইল তখন॥
পূর্ব্বে দেবাসুরে যেন আছিল সংগ্রাম।
মিশামিশি দুই দলে কি দিব উপাম॥
ত্রাসে কৌরবসেনা ধাএ চারিধারে।
যত্ন করি সেনাপতি রাখিতে না পারে॥
তবে অস্ত্র হাতে লৈল শল্য সেনাপতি।
গগনেত উল্কা যেন কাপে বসুমতী॥
পাণ্ডবের সৈন্য ভেদে শল্য মহাবীরে।
বাণ বৃষ্টি করে ধর্ম্মরাজার উপরে॥
মহাবীর দুষ্টদ্যুম্নে পাঞ্চালের পতি।
ভীমসেন সাত্যকি শিখণ্ডী মহামতি॥
মহা তীক্ষ্ণ বাণ হানে শল্য মহাবীরে।
পর্ব্বতেত বৃষ্টি যেন করে পুরন্দরে॥
ভদ্রগণ আদি যথ সোমক সহিত।
শতে শতে বীর কাটি পড়িল ভূমিত॥
যেন মহামত্ত হৈয়া ভ্রমএ ভ্রমর।
হেনমত শল্য বীর দেখি নিরন্তর॥
বিজলী ছটকে যেন গগনমণ্ডলে।
শরজালে আবরিল পাণ্ডবসকলে॥
এড়িয়া তিমির বাণ কৈল অন্ধকার।
সিংহনাদ করে বীর প্রতাপে অপার॥
যুধিষ্ঠির ধরিতে চলিল শল্য বীর।
না চলিল যুধিষ্ঠির নির্ভয় শরীর॥
মদমত্ত হস্তী যেন অঙ্কুশে ছাড়িল।
শর বৃষ্টি করিয়া শল্যরে নিবারিল॥

শরে শরে নিবারিয়া শল্য মহাবীর ।
মর্ম্মে বাণ হানিয়া ভেদিল যুধিষ্ঠির ॥
রাজার দুঃখ দেখিয়া রুষিল বৃকোদর ।
সাত বাণে ভেদিলেক শল্যকলেবর ॥
সহদেবে বিন্ধিল শাণিত পঞ্চ শরে ।
দশ বাণে বিন্ধিলেক নকুলকুমারে ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রে বরিষন্তি শর ।
মেঘে যেন বৃষ্টি করে পর্ব্বত উপর ॥
পাণ্ডবকটক হানে এক শল্যবীর ।
কৃপ কৃতবর্ম্মা দুই ধাএ মহাবীর ॥
উলূক নৃপতি আইল শকুনি সৌবল ।
ধনু ধরি অশ্বত্থামা সত্বরে ধাইল ॥
কৃতবর্ম্মা ভীমসেনে বিন্ধে তিন শরে ।
কৃপে হানে তিন বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন তরে ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রে শল্য নিবারিল ।
এক গিরিশৃঙ্গ যেন শোভিত হইল ॥
সহদেব নকুলক অশ্বত্থামাএ বিন্ধে ।
অন্তে অন্তে হানাহানি দুইদলে ছান্দে ॥
বাসুদেব ধনঞ্জয় হানে দুর্য্যোধনে ।
হেনমতে অনেক আছিল মহারণে ॥
পদগতি হৈয়া যুদ্ধে নির্ভএ শরীর ।
ভীমের অশ্ব বিন্ধিলেক কৃতবর্ম্মা বীর ॥
মহারাজা শল্য বীর বিক্রমে কেশরী ।
সহদেব বীরের কাটিল অশ্ব চারি ॥
খড়গ লৈয়া সহদেব বিক্রমে অপার ।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কাটিলেক শল্যের কুমার ॥
গদা লৈয়া ভীমসেন সমরে ধাইল ।
কৃতবর্ম্মা বীরের ঘোড়া গদাএ মারিল ॥
অতি কোপে বাণ লৈল শল্য সেনাপতি ।
সোমক পাঞ্চালগণ মারে শীঘ্র গতি ॥
যুধিষ্ঠির রাজার বিন্ধিল কলেবর ।
দন্তে ওষ্ঠ কামড়াইল বীর বৃকোদর ॥
এহিমতে মহাযুদ্ধ হৈল অনিবার ।
সঞ্জএ বাখান করে অমৃতের ধার ॥

ভীমে কহে শল্য যদি করে মহারণ ।
নিশ্চয় বিনাশ তবে হৈব সেনাগণ ॥
শল্যের বিনাশ ভীমে চিন্তে মনে মন ।
যমদণ্ড সম গদা লৈল ততক্ষণ ॥
যেই গদা লৈয়া যমে মারিলেক যক্ষ ।
গজবাজি মনিষ্য মারএ লৈক্ষ লৈক্ষ ॥
রতনে ভূষিত গদা বজ্র সমোসর ।
মহাগদা হাতে নিল বীর বৃকোদর ॥
গদা গোটা দেখি লাগে অতি ভয়ঙ্কর ।
হেন গদা হাতে লৈল বীর বৃকোদর ॥
গদা হাতে করি বীর চক্র হেন ফিরে ।
দন্তহীন সর্প যেন গারুড়ীএ ধরে ॥
চূর্ণবৎ করিলেক রথের অশ্ব চারি ।
ভীমেরে তোমর হানে মদ্রঅধিকারী ॥
কবচ ভেদিয়া বাণ মর্ম্মেত ভেদিল ।
মহাবাণ ভীমসেনের বুকেত লাগিল ॥
ভীমে দুঃখে পাই বাড়ি মারে সারথিরে ।
রথ হৈতে সারথি পড়িল ভূমিতলে ॥
লাফ দিয়া শল্যবীর ভূমিত পড়িল ।
ভীমের বিক্রম দেখি বিস্ময় জন্মিল ॥
গদাযুদ্ধে শল্যবীর ভুবনবিখ্যাত ।
সর্ব্ব লৌহ গদাগোটা তুলি নিল হাত ॥
অচল পর্ব্বত যেন অগ্রেত রহিল ।
দুই বীরে গদা যুদ্ধ তখনে হইল ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজএ ঝাঞ্জর ।
দুই মহাবীর যেন যমের দোসর ॥
যুদ্ধে করে দুই বীরে সর্ব্ব লোকে পূজি ।
ক্ষেণেকে হতাশ হৈল দুই বীরে যুঝি ॥
দুই গদার ঘাএ জ্বলিল আনল ।
বিজুলী ছটকে যেন গগনমণ্ডল ॥
দুই মহা হস্তী যেন দন্তে দন্তে পেষি ।
দুই বীরে গদা যুদ্ধে হইল মিশামিশি ॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে গদার প্রহারে ।
পুষ্পিত কিংশুক যেন সংগ্রাম ভিতরে ॥

CENTRAL LIBRARY

অলক্ষিতে করে দুই গদার প্রহার।
দুই বীর দেখি যেন পর্ব্বতআকার॥
অতি কোপে ভীমসেন গদা হাতে লৈল।
হানাহানি করি তবে ভূমিতে পড়িল॥
পুনি উঠি দুই বীরে পুনি করে রণ।
পুনি অনুষ্ঠিত হৈয়া করে প্রাণপণ॥
এহিমতে ভীম শল্যে মহাযুদ্ধ হৈল।
পয়ার সুগম কথা সঞ্জয় কহিল॥

যুধিষ্ঠির-শল্যের যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্রে কহে মুহর্চ্ছিত কোন দুইজন।
কহ দেখি কার আগে হৈল কোনজন॥
সঞ্জএ কহন্ত কোপে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীম সম্বোধিয়া কহে প্রবোধ বচন॥
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ জান মার তুহ্মি সব।
আজি করিব আহ্মি শল্য পরাভব॥
সহদেব নকুল থাকিবা চক্ররাখি।
শল্যের সঙ্কট হৈল ভীম আগে রাখি॥
সাত্যকি দক্ষিণে অগ্রে ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণে।
ধনঞ্জএ গোবিন্দ রহিল অনুক্রমে॥
হেনমতে সংহারিমু শল্য সেনাপতি।
অথবা শল্যের বাণে আহ্মার দুর্গতি॥
রাজার প্রতিজ্ঞা শুনি হৈল সিংহনাদ।
শঙ্খ ভেরি বাজএ নাহিক অবসাদ॥
তাহা দেখি বীর সব হরিষ অন্তর।
ঝাকে ঝাকে পড়ে বাণ শল্যের উপর॥
ফাফর হৈয়া শল্যে হাতে লৈল ধনু।
মহাঅস্ত্রে ভেদিলেক রাজার সর্ব্বতনু॥
শরে শর নিবারিয়া ধর্ম্ম মহাবীর।
নিরন্তর বিন্ধিলেক শল্যের শরীর॥
দুই বীরের শর জালে ভরিল গগন।
মহাবাজ হৈল যেন কাপে তারাগণ॥
বীরকর্ম্ম করি ধর্ম্মে পূরিয়া সন্ধান।
শরে শর কাটি পাড়ে শল্য বিদ্যমান॥
অশ্বরথ সারথি কাটিল বহু রঙ্গ।
শল্যের বাহিনী সব রণে দিল ভঙ্গ॥
রুষিয়া হানএ বাণ শল্যের ধনুকে।
অনুক্ষণ বিন্ধিলেক শল্যরাজ বুকে॥
কাটিল হাতের ধনু ধর্ম্মনৃপবর।
বজ্রসম বাণ লৈয়া হানএ বিস্তর॥
তিন বষ্টি বাণ হানে শল্যের উপর।
পঞ্চ শত রথ রথী করিল জর্জ্জর॥
বিদ্যমানে কাটিল শল্যের রথধ্বজ।
লজ্জা পাইল শল্য যেন দন্তহীন গজ॥
ত্রাশ পাইয়া দুর্য্যোধন সৈন্য ভঙ্গ দিল।
রথে করি অশ্বত্থামা শল্যক তুলিল॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে পুনি কহত সঞ্জয়ে।
যুধিষ্ঠির বিক্রমে আহ্মার লাগে ভএ॥
মোকে শান্ত ইহতে তুহ্মি কহ হেন কথা।
চক্ষুহীন করি লোকে সৃজিছে বিধাতা॥
জন্ম হৈতে আহ্মি যুধিষ্ঠির কথা শুনি।
এমত সাহস তার কভু নাহি পুনি॥
কিবা হিত চাহি শল্যে তাকে না হানএ।
এ পুনি আশ্চর্য্য হেন মোর মনে লএ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সম দেখি শল্য বীর।
হেন জন যুধিষ্ঠিরে করএ অস্থির॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ তিন রথী।
ই সকলে নাহি যুঝে লএ মোর মতি॥
মন দিয়া যুদ্ধ নাহি করে কোন জন।
নিশ্চএ মজিল পুত্র বিধির ঘটন॥
সেইকালে কইলু শুন পাপ দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের সনে পুত্র না করিয় রণ॥
না ধরিল [কথা] বিধাতা ধরিল তার চুলে।
পৃথিবী সহিতে সেই মজিল সমূলে॥
অর্থনাশ প্রাণনাশ সর্ব্ব হৈল নাশ।
এত বলি অন্ধ রাজা হইল নৈরাশ॥
নাকে মুখে চক্ষু হৈতে পড়ে লোহধারা।
আর্ত্তনাদ করিয়া কান্দ এবে হইলু মরা॥

CENTRAL LIBRARY

কান্দিতে কান্দিতে রাজা হৈল অচেতন ।
ধরিল সঞ্জএ তাহান হৈয়া রঙ্গমন ॥
চামরে বিচএ তানে না কান্দ রাজন ।
ততক্ষণে নৃপতিএ পাইল চেতন ॥

শল্যের মোহপ্রাপ্তি

সঞ্জএ কহন্ত রাজা শুনএ সকল ।
অল্প আছে তাতে কেনে কান্দ নৃপবর ॥
তার শেষে নৃপতি কহিল সঞ্জএ ।
ভালমতে কহি কথা শুন মহাশয়ে ॥
সেইকালে শল্য রাজা যদি মোহ পাইল ।
মহা সিংহনাদ তবে পাণ্ডবে করিল ॥
সংগ্রামেত সেনাপতি ভঙ্গ দিল যুদ্ধে ।
পুনরপি শল্যবীর আইলেক ক্রোধে ॥
তিন বাণ মারে সহদেবের শরীরে ।
মূর্চ্ছাগত হৈল তবে সহদেব বীরে ॥
অশ্বরথ সহিতে কুঞ্জর যোদ্ধাপতি ।
পাণ্ডব কটক মারে শল্য মহামতি ॥
পুনি যুধিষ্ঠির সনে হৈল মহারণ ।
দেখিতে শুনিতে করে বাণ বরিষণ ॥
দুই মত্ত হস্তী যেন হৈল সংগ্রাম ।
ইন্দ্রে যমে যুদ্ধ যেন সেই অনুপাম ॥
পুষ্পিত কানন যেন দুই কলেবর ।
অতি কোপে বাণ সান্ধে শল্য নৃপবর ॥
যুধিষ্ঠির ভীমসেন বিন্ধে একবারে ।
চক্রে কাটিয়া ভুজ কুণ্ডল বিদারে ॥
খুর বাণে কাটিল হস্তের শরাসন ।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ততক্ষণ ॥
চারি ঘোড়া রথের কাটিল মহাবীর ।
সংহারে পাণ্ডব সৈন্য নির্ভএ শরীর ॥
অতি কোপে ভীমসেনে কাটিলেক ধনু ।
সারথি কাটিয়া তবে ভেদে সর্ব্ব তনু ॥
ভীমের প্রহারে সব মুহর্চ্ছিত হৈল ।
শল্যের কবচ কাটি খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
রথ হৈতে শল্য বীর ভূমিত পড়িল ।
সঞ্জএ কহিল শল্য মুহর্চ্ছিত হৈল ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে শল্য ছিল মহাবীর ।
ভাগিনার জয় হেতু এড়িল শরীর ॥
দশ দিন ভীষ্মে যুদ্ধে দ্রোণে যুদ্ধে পাচে ।
কর্ণে দুই দিন যুদ্ধ করিল নিজবেশে ॥
দুই প্রহরের যুদ্ধে শল্য যে মুহিত ।
বুঝিলাম শল্যে চাহে ভাগিনার হিত ॥
তা সবের মাতুল যে শল্য মদ্রপতি ।
দুর্য্যোধন পক্ষে কেনে হৈল মহামতি ॥
ভাগিনা এড়িয়া আইল কৌরবদলেতে ।
বড়হি আশ্চর্য্য হৈল আমার মনেতে ॥
পাণ্ডবের যুক্তি লৈয়া কিবা আইল এথা ।
ঘর শুদ্ধি আনি তাকে মিলাএ বিধাতা ॥

শল্যবধ প্রসঙ্গ

দুই প্রহর শল্য যে সমর করিল ।
পশ্চাতে তাহার সঙ্গে কোনমত হৈল ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাজন ।
এহি তিন মহাজনে করিলেক রণ ॥
দুর্য্যোধন শকুনি সৌবল শাল্ব বীর ॥
একজনের বিক্রমে পৃথিবী যাএ চির ॥
শকুনির মন্ত্রণাএ মজিল কুরুকুল ।
সুহৃদের কথা তোর না লাগে মধুর ॥
পুনি আর কি করিল সংগ্রামের শেষে ।
নানান প্রকারে করি পাণ্ডবেরে দোষে ॥
পাশার যুক্তির কথা কহিছে শকুনি ।
মজাইব কুরুকুল তখনেহ জানি ॥
এহারা থাকিতে তারা পাণ্ডবেরে হানে ।
মধ্যস্থের মত হেন লএ মোর মনে ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা কহিছ নিশ্চএ ॥
তুমি ছাড়িছ সঙ্গ শুন মহাশএ ॥
সুবুদ্ধি হইল তোমার কহ নানামত ।
রাজার হরিষ হেতু মন্ত্রী কহে তত্ত্ব ॥

যেই কথা রাজা বলে কহি তা অশক্য।
সে সকল কথা পাত্রে কহন্ত অবশ্য ॥
করিলা নিরাশ তুহ্মি আপনে মজিতে।
আনেরে কহত মন্দ অখনে এড়াইতে ॥
সে সকল ভাবিয়া বুদ্ধি পাসরিলা চিত্তে।
কাকের বুদ্ধির মতে হইল তোহ্মাতে ॥
সংগ্রামেত মুহুর্চ্ছিত হইল শল্যবীর।
কৌরববাহিনী তবে হৈল অস্থির ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ তিন রথী।
দুর্য্যোধন শকুনি সৌবল নরপতি ॥
রথে চড়ি অস্ত্র হাতে ধনু কটা নিয়া।
বৈশাখের মেঘ যেন আইল গর্জ্জিয়া ॥
শল্যের সহায় হৈয়া যাএ অতি ক্রোধে।
দক্ষিণা লইতে যেন দ্বিজ যাএ শ্রাদ্ধে ॥
তাল প্রমাণ ধনু টঙ্কারিয়া গুণ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব হৈতে কেহ নহে উন ॥
পরশু পট্টিস আর নারাচ বিশাল।
মুদ্গর মুষল আর গদা ভিন্দিপাল ॥
* * * কীলক অস্ত্র কাঞ্চন সহিত।
খুরশান ব্রহ্মদণ্ড রণেত ভূষিত ॥
যার যথ অস্ত্র তীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে লইয়া।
বহুল প্রকারে হানে পৃথিবী জুড়িয়া ॥
যে যত পাইছে বাণ গুরুর প্রসাদে।
গুণে না রাখিল বাণ হানিল বিবাদে ॥
পাণ্ডব পাঞ্চালে পড়ে হাহাকার করি।
তাহা দেখি অর্জ্জুনেরে কহেন শ্রীহরি ॥
কৃতবর্ম্মা হানে শল্য সংশপ্তক লৈয়া।
নারায়নী সৈন্য ভিতে তুহ্মি যাও ধাইয়া ॥
নারায়নী সেনা বলি ধাএ কৃষ্ণার্জ্জুন।
তথাতে সংগ্রাম হৈল পরম দারুণ ॥
কৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনক হানে দশ বাণে।
রথের বানর ধ্বজ কৈল কম্পমানে ॥
শল্যক্ষয় করিতে অর্জ্জুন মনে লএ।
সঞ্জএ রচিত কথা কহিল সঞ্জএ ॥

মুহুর্ত্তেকে অর্জ্জুনে করিল অন্ধকার।
মহাবায়ু হৈল যেন শল্যের মাঝার ॥
চারি ঘোড়া ক্রোধ করি ভূমিত পাড়িল।
রথখান ভাঙ্গিয়া যে তখনে পেলাইল ॥
রথ ঘোড়া চূর্ণ হৈয়া পড়িল ভূমিত।
ত্রিসত্তরি বাণে রথ পাড়িল ভূমিত ॥
বামদন্ত অস্ত্র যে ঘোড়ার করি আলি।
পাঞ্চালেরে হানিল কৌরব মহাবলী ॥
পুনি রথে অশ্বত্থামা করি আরোহণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন উপরে বাণ হানএ তখন ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে পুনি সাহসী পাঞ্চাল।
পাঞ্চালের সনে করে বিরোধ বিশাল ॥
পাঞ্চালের সৈন্য যত হানিল পাড়িয়া।
প্রাণপণ যুদ্ধে সেই কি দৈব লাগিয়া ॥
কার নাহি ইষ্ট মিত্র নাহিক বান্ধব।
এমত * * * কভু না দেখি পাণ্ডব ॥
ভালো ভালো তারা সবের মহত্ত্ব বাখানি।
সর্ব্ব সৈন্য পড়ে তভো ভঙ্গ নহে পুনি ॥
শিখণ্ডী মারএ ভীষ্ম মহা ধনুর্দ্ধর।
স্ত্রীএ পুরুষ মাঝে বড় অথান্তর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে দ্রোণ মারে কাল অগ্নি সম।
মহানলে মন্দানলে * * * * * * ॥
কর্ণ মহাবীর দেখ মারিল কপটে।
পৃথিবীতে কর্ণ বীর কভো নহে টুটে ॥
কর্ণঅন্তে শল্যের বিক্রম মনে গুনি।
কৃষাণের মন যেন বৃষ্টি শব্দ শুনি।
এক দুই ক্ষেত্র গেলে আর ক্ষেত্র হএ।
এহাতে কেমত কৃষি কহত সঞ্জএ ॥
ভালমতে কহ শুনি শল্যের প্রলএ।
অবশ্য হইব শস্য চতুর্থ ক্ষেত্রএ ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা উপমা সে ভাল।
শেষে গৃহস্থ গেল সেই ক্ষেত্র * * ॥
অশ্বত্থামা গেল যদি রণে ব্যর্থ হইয়া।
কৃপ সাত্যকির রণ হইলা মিশাইয়া ॥

পরিঘ নারাচ হানে কৃষ্ণের শরীর।
অস্ত্রাঘাতে ব্রাহ্মণ যে রণে হইল স্থির॥
সাত্যকির তরে হানে তিন শত বাণ।
শরাঘাতে সাত্যকি হইল কম্পমান॥
ঘোড়াসনে ধ্বজ রথ অস্ত্রে নিল ছিড়ি।
প্রলয়ের মত হৈল ভূমিতলে পড়ি॥
* * * * * * কাটে কৃপ মহারথী।
দেখি লজ্জা পাইল সাত্যকি মহামতি॥
গদা অস্ত্র ধরি বীর করিল সন্ধান।
কৃপ রথে পড়ে গদা অগ্নির সমান॥
সহদেব নকুলে যে সাত্যকির পাছে।
কৃপ ভঙ্গ দিয়া গেল অশ্বত্থামা কাছে॥
এথা মহারণ হৈল দুর্য্যোধন ভীমে।
অস্ত্রযুদ্ধ গদাযুদ্ধ করে অনুক্রমে॥
খুরবাণে ভীমে কাটে নৃপতিকোদণ্ড।
দুই হস্তী হইল যেন সমর প্রচণ্ড॥
তার শেষে আছিল অনেক গজগণ।
ভীম প্রতি মাহুত রুষিল ততক্ষণ॥
ভীমক বেড়িয়া গজে দন্ত দিতে চাহে।
ভক্ষজ্ঞানে পতঙ্গ যে আনলে সামাএ॥
ক্রোধ করি ভীমে গদা চাপিলেক মুষ্টি।
হস্তীর উপরে ভীম কৈল গদা বৃষ্টি॥
চৌদ্দ সহস্র গজ ভীমে মারিল তখন।
পৃষ্ঠে মাহুত সব ত্যজিল জীবন॥
পৃষ্ঠে মাহুত নাই হস্তীসব ধাএ।
পশ্চিমের মেঘ যেন পূর্ব্ব দিকে ধাএ॥
রক্তে রাঙ্গা হৈল তবে হাতের কার্ম্মুখ।
যেই আছে সেই হৈল অশোক কিংশুক॥
কৌরবেত অল্প আছে পাণ্ডবে বিস্তর।
অবশিষ্ট যেই আছে ব্যথাএ জর্জ্জর॥
ভূমিদন্ত দিয়া হস্তী শতে শতে রৈছে।
জিহ্বা নিকালিয়া ঘোড়া শোণিতে ডুবিছে॥
হংস বর্ণ হৈল পাগ রক্তে ডুবি যাএ।
রথ চালাইতে পুনি না পারে তথাএ॥
ডাইন বাম করি রথ চালাএ সারথি।
সঞ্জএ বাখানে কথা অমৃত ভারতী॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহে শল্য চৈতন্য পাইল।
কহ শুনি সেইকালে কেমত হইল॥
পাণ্ডবের প্রিয় শল্য আনে যত্ন করি।
দিনে দিনে বার্ত্তা দিতে হেন মনে ধরি॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা হেন নীতি নহে।
বৈরী জন নিমন্ত্রিলে তার পক্ষ হএ॥
কুলীন ক্ষত্রিয় হইলে এমত না করে।
শুন শল্য চৈতন্য পাইল সেইকালে॥
হস্তীযূথ মৈধ্যে যেন মৃগেন্দ্র ধাইল।
যুধিষ্ঠির প্রতি শল্য তখনে রুষিল॥
নির্ঘাত তাড়িয়া হানে ভীমের কপালে।
মহাসিংহনাদ করে কৌরবসকলে॥
অহঙ্কারে শল্য বীর ধর্ম্ম বলি ধাএ।
যেন সিংহ ক্রোধ করি মৃগগণে চাহে॥
শল্যেরে বিক্রম দেখি যত সেনাপতি।
হাতে অস্ত্র রণে ধাএ ধর্ম্ম নরপতি॥
আজি তোক মারিয়া পাঠাইব যমঘর।
এত বলি শক্তি এড়ে ধর্ম্ম নৃপবর॥
বহু যত্ন করে শক্তি নিবারিতে নারে।
শল্যের ভেদিয়া শক্তি পশিল পাতালে॥
দুই হস্ত প্রসারিয়া পড়ে শল্য বীর।
ঝললে ঝলকে পড়ে মুখের রুধির॥
সঞ্জএ কহন্ত মৈল শল্য নরপতি।
মধুরে কহিল শল্যবধের বিরতি॥

শল্য বধ

ধৃতরাষ্ট্রে কহে যদি পড়ে শল্য বীর।
ধর্ম্মে তার ধনু সনে কাটি পাড়ে শির॥
হেনকালে আইলেক শল্যসহোদর।
তাহার কাটিল মুণ্ড ধর্ম্ম নৃপবর॥

CENTRAL LIBRARY

ভঙ্গ দিল কুরুবল ফিরিয়া না চাহে।
হাতে ধনু করি তবে কৃতবর্ম্মা ধাএ॥
দুর্যোধনে কহে তবে অধার্ম্মিক সেনা।
পৃষ্ঠ ভঙ্গ না দিও সম্মুখে দাও হানা॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকির আছিল সংগ্রাম।
দুজন বিশারদ কি দিব উপাম॥
সংগ্রামেত স্থির হৈল কৃতবর্ম্মা বীর।
পাণ্ডব সহিতে যুদ্ধ করিলেক স্থির॥
অর্জ্জুনের ঠাই যত সাত্যকি পাইল।
সকল লইয়া পাছে কৌরব হানিল॥
ভঙ্গ দিল সেনাগণ চারিদিকে ধাএ।
হরিণের পাল যেন শার্দ্দূলে খেদাএ॥
ফিরিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্য্যোধন।
অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ধাইল আপন॥
পুনি ভঙ্গ পড়িল সকল কুরুবল।
হানিতে হানিতে খেদাএ পাণ্ডবসকল॥
ডাক দিয়া ফিরাইতে নারে দুর্য্যোধন।
কাতর হৈয়া ভঙ্গ দিলা সেনাগণ॥
সভাকে বুঝাই কহে রাজা মহামতি।
সংগ্রাম বিমুখ হইলে নরকের গতি॥
হেন কোন বীর আছে করহ বিচার।
মৃত্যু হৈতে পলাইয়া পাইছে নিস্তার॥
পলাইতে যুক্ত নহে শুন বিবরণ।
কথ সৈন্য আছে আর কহত অখন॥
অবশিষ্ট আছে আর লৈক্ষেক পদাতি।
দুই সহস্র রথ আছে ষষ্টি সহস্র রথী।
তাহা লৈয়া দুর্য্যোধন ধাএ আর বার।
গদা প্রহারে ভীমে করিল সংহার॥
যেখানে যে পাএ সেনা পাণ্ডবের দলে।
ততক্ষণে মারে তারা পাণ্ডবসকলে॥
পুনি ভঙ্গ পড়ে সৈন্য নাহি করে রণ।
হেনকালে শাম্বেতে কহিল দুর্য্যোধন॥
পৃথিবী বিখ্যাত শাম্ব তুহ্মি মহাবীর।
গজউগ্র নামে হস্তী আছএ গভীর॥
ঐরাবত সম গজ জানএ সকল।
সেই গজে যুদ্ধ কর পাণ্ডবের দল॥
শুনিয়া ধাইল রণে শাম্ব নরনাথ।
মহা গজ টুটাইল সাত্যকির রথ॥
দন্ত ধরি উড়াইয়া পাঠায় যমলোকে।
তাহা দেখি ধাএ ভীম ক্রোধে অতিরোকে॥
গদার প্রহারে গজ করিল সংহার।
ভূমিতে পড়িল শাম্ব মেঘঅবতার॥
খুরবাণে সাত্যকিএ কাটি পারে শির।
সংগ্রামে পাড়িল তবে শাম্ব মহাবীর॥
শাম্ব মহাবীর পড়ে পৃথিবী কাপএ।
গগনের মেঘ যেন খসিয়া পড়এ॥

শকুনির পতন

শকুনিরে সহদেবে হানএ কুপিয়া।
শকুনিরে মোহ কৈল বাণ বরিষিয়া॥
সকল সহিতে ভঙ্গ শকুনি প্রচণ্ড।
কৌরবের সৈন্য যত কৈল খণ্ড খণ্ড॥
প্রাচ্যে যাএ সহদেব হাতে ধনুশরে।
সৌবলশকুনি তবে উপালম্ভ করে॥
কপটে খেলিয়া সারি কৈলে অহঙ্কার।
আজি মোর হাতে তুই হইবে সংহার॥
অবশেষে আছে দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার।
তুহ্মি দুষ্টমতি আছ মাতুল তাহার॥
মহাকুৎসিত জীবন তোর জানরে বর্ব্বর।
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া যাও প্রাণের কাতর॥
যেন বৃক্ষ প্রবেশিয়া খাএ সব ফল।
তোর মাথা কাটিয়া পড়িমু ভূমিতল॥
সহদেব কুমারের উপহাস শুনি।
মহাপাশা হাতে করি ধাইল শকুনি॥
হাতে পাশা করি চড়ে গন্ধর্ব্বের রথে।
সহদেবে হস্ত তার কাটে সেইমতে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মারি কাটি পাড়ে শির।
রথ হৈতে পড়িল শকুনি মহাবীর॥

চন্দ্রসম মুখকান্তি ভূমিতে পড়িল ।
মণিমুক্তা আভরণে পৃথিবী ভরিল ॥
এহিমতে ক্ষয় হৈলা তোহ্মার বাহিনী ।
তোহ্মার পুত্র তরে ভীম চলে পুনি ॥
তাহা দেখি অশ্বত্থামা রথ খেদাইয়া ।
ভীমক বিমুখ কৈল বহুল হানিয়া ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বলে যদি মৈল বন্ধুসব ।
কথাএ গেল পুত্র মোর প্রাণের বান্ধব ॥
একেশ্বর হৈল পুত্র হারাইয়া ধরণী ।
কোনমতে রহিলেক তাহার পরাণি ॥
হা হা পুত্র দুর্য্যোধন দ্বিতীয় রাঘব ।
যথ যত্ন কৈল তারা হৈল পরাভব ॥
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সব সকল পড়িল ।
জিয়াতে মরা মোকে বিধাতা সৃজিল ॥
পুত্রশোকে মহারাজা করএ ক্রন্দন ।
কহত সঞ্জএ কোথা গেল দুর্য্যোধন ॥
সঞ্জএ কহন্ত রাজা না করিয় ভীত ।
কহিব সকল কথা তোহ্মার বিদিত ॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যত কৈলা না হইলা শান্ত ।
তবে কেনে মোর ঠাই জিজ্ঞাস একান্ত ॥
শকুনি পড়িল ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন ।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাদ্য বাজে ঘন ঘন ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী পড়িল বিশেষ ।
দুর্য্যোধনে দলে নাহি সৈন্য অবশেষ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ ।
শরীর ত্যাজিয়া গেল ইন্দ্র বিদ্যমান ॥
ভোজ বংশপতি কৃতবর্ম্মা নরপতি ।
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি ॥
এহি তিন জন রহে মহাঘোর রণে ।
শকুনি পড়িল ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধনে ॥
গদা হাতে করি রাজা পূর্ব্বমুখ ধাএ ।
কেশরী দেখিয়া যেন হরিণ পলাএ ॥
লড় দিল পুত্র তোহ্মার রথ পরিহরি ।
এক বস্ত্র ধরি যাএ কুরুঅধিকারী ॥

মুখে ধূলা উঠে রাজা হইছে কাতর ।
রাহুএ গ্রাসিল যেন পূর্ণ শশধর ॥
জয় মুনি কহন্ত কথা শুনে নৃপবর ।
নগরে সঞ্জয় দেখি জিজ্ঞাসে সত্বর ॥
সঞ্জএ দেখিয়া রাজা মন কৈল স্থির ।
কেমতে রহিল দেখি তোহ্মার শরীর ॥
সঞ্জএ বোলে রাজা সাত্যকি ধরিল ।
কাটিবার তরে রাজা খড়্গ উত্থাপিল ॥
মহামুনি ব্যাসদেবে কৈল পরিত্রাণ ।
এহিমতে যাএ ধৃতরাষ্ট্র বিদ্যমান ॥
দুর্য্যোধনে কহে মোর কহিয় প্রসাদ ।
আপনে দোষে দেখিলা যুদ্ধের অবসাদ ॥
বিদ্যমানে মহাবীরে রৈতে নারি দেশ ।
মারিল পাণ্ডবে সর্ব্ব প্রাণমাত্র শেষ ॥
এথ বলি দুর্য্যোধনে করএ ক্রন্দন ।
মহাশোকে বিলাপ করএ মহাজন ॥
স্তম্ভিল অগাধ জল মহারম্ভ করি ।
প্রবেশ করিল তবে কুরু অধিকারী ॥
হেনকালে শীঘ্র আইল সেই তিন ব্যক্তি ।
কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা রথী ॥
নগরে যাইতে তারা দেখিল সঞ্জয় ।
জিজ্ঞাসিল কথা গেল রাজা মহাশএ ॥
সঞ্জএ কহিল কথা তিনজনে শুনে ।
দ্রুতপদে প্রবেশিয়া রাজা দুর্য্যোধনে ॥
বার্ত্তা হেতু তিন জন রহিল তথাতে ।
সঞ্জএ চলিয়া গেল রাজার সভাতে ॥
দেখিল শুনিল যথ কহিতে লাগিল ।
শোকেদুঃখে দুর্য্যোধন বিশ্বাস ছাড়িল ॥
এথাএ রণ জিনিয়া পাণ্ডব অধিকারী ।
লৈক্ষে লৈক্ষে বাদ্য বাজে দোসরি মোহরি ॥
সিংহনাদে হুলাহুলি বহুল করিল ।
দৈত্য মারি ইন্দ্রে যেন পুনি রাজ্য পাইল ॥
বাসুদেব চরণে পড়িল বীরগণ ।
ভবসিন্ধু সাগরে তরাইল নারায়ণ ॥

CENTRAL LIBRARY

তুহ্মি সে অনাথ বন্ধু তুহ্মি সম্পদ ।
তুহ্মি সে তরাইতে পার ই ঘোর আপদ ॥
সংসারের সার নাশ তুহ্মি সে কেশব ।
নৌকা প্রায় হইয়া পার করহ মাধব ॥
জগতের নাথ তুহ্মি বিপদের সার ।
তোহ্মার কারণে হৈল পাণ্ডব নিস্তার ॥
যথ যথ কর্ম্ম হৈলা পরম দুষ্কর ।
সৈন্য হৈতে পার কৈলা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
তোহ্মার মহিমা গুণ কহিতে কার সে শক্তি ।
জানিলাম তুহ্মি হও অনাথের গতি ॥
অল্পবুদ্ধি জ্ঞানহীন আহ্মি মূঢ় জন ।
কেমতে করিব আহ্মি তোহ্মারে স্তবন ॥
এহিমতে যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই সনে ।
নানামতে স্তুতি করে গোবিন্দচরণে ॥
হাসিয়া কহন্ত কৃষ্ণে শুন ধর্ম্মরাজ ।
কৌরব বিনাশ এহি কত বড় কাজ ॥
কিন্তু দুর্য্যোধন চাহি মারিতে অখন ।
তবেত পূজিব তোহ্মাএ এ তিন ভুবন ॥
কথাএ যাইব দুর্য্যোধন সংসার ভিতরে ।
মোর অগোচর নাহি মহৎ সাগরে ॥
এথ কহি অবশিষ্ট যত সেনা লৈয়া ।
গড়েত প্রবেশ কৈল কৌতুক হইয়া ॥
এহিমতে অবশিষ্ট সৈন্যের সংহতি ।
কৃষ্ণ আগে করি চলে ধর্ম্মনরপতি ॥
গড়ে গিয়া বীর সব রহিল এথাতে ।
মিষ্ট অন্ন পানে রহে কুতূহল চিত্তে ॥
গোবিন্দে শয়ন কৈল পুষ্প পালঙ্কেতে ।
যুধিষ্ঠির শুঞিলেক কৃষ্ণ সন্নিহিতে ॥
সঞ্জএ কহিল গিয়া অন্ধ রাজা স্থানে ।
পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্র কান্দে রাত্রিদিনে ॥
শল্য পর্ব্ব মহাপোতা শল্য বীর বধে ।
সঞ্জএ কহিল কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধে ॥

CENTRAL LIBRARY

ব্যাস-মহাভারতে ইহাকে
শল্যপর্বান্তর্গত পর্বাধ্যায়
বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

গদা পর্ব

CENTRAL LIBRARY

গদা পর্ব

দুর্যোধনের হ্রদ-প্রবেশ

জনমেজয় রাজাএ বোলে কহ মহামুনি ।
তারপরে কি হইল কহ কথা শুনি ॥
কোনমতে দুর্যোধনে গদা যুদ্ধ কৈল ।
কোনমতে ভীমে তাকে গদাএ মারিল ॥
মুনি বোলে শুন রাজা চন্দ্রবংশমণি ।
যেইমতে কুরুনাশ শুনহ কাহিনী ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজাএ পুছে সঞ্জয়ের ঠাই ।
ক্ষেণেক কান্দিয়া রাজা সমিহিত পাই ॥
সঞ্জয় আহ্মার পুত্র গেল কোন ঠাই ।
সে যে অখিলের নরপতি জানএ সমাই ॥
সংসারের নাথ হৈয়া হইলা ভিখারী ।
বন্ধুবান্ধব মোর সব নাশ করি ॥
তার পাছে কেমতে হইল সেই রণে ।
সঞ্জয় আহ্মার ঠাই কহত অখনে ॥
সঞ্জয় কহন্ত রাজা শুনহ অখন ।
আজি হৈতে বসি রাজা করহ ক্রন্দন ॥
এথাএ রাজা যুধিষ্ঠির জাগরণ নিশি ।
গড় মৈধ্যে দুঃখে রাজা গোয়াঞিল নিশি ॥
দুর্যোধন না পাইয়া চিন্তে সর্ব্বজন ।
কথাএ গেল দুর্যোধন রাখিতে জীবন ॥
সরিৎ সাগর মহী সকল চাহিল ।
কোন স্থানে তাহার উদ্দেশ না পাইল ॥
কৃষ্ণ সনে যুক্তি করে সেই পঞ্চজন ।
কথা গেল না জানিল দুরন্ত দুর্যোধন ॥
সর্ব্ব সৈন্য পড়িল রহিল পাপমতি ।
তাকে বিনাশিলে যে পাইব বসুমতী ॥
কৃষ্ণে কহে শান্ত হও ধর্ম্ম নৃপবর ।
কথাএ যাইব দুর্যোধন অখিল ভিতর ॥
স্থানে স্থানে নিয়োজিত যথ চরগণ ।
ভীমে পাঠাইল তথা ব্যাধ কত জন ॥
এহিমতে জলেস্থলে পাঠাইল চর ।
কৃষ্ণসনে চিন্তে এথা পাণ্ডবসকল ॥
তথাএ কৃপ কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা রথী ।
হ্রদ উদ্দেশিয়া চলে তিন মহাব্যক্তি ॥
এড়াইয়া ঘোর বন গহন কানন ।
সেই হ্রদকূলে মিলে সেই তিন জন ॥
সেই হ্রদকূলেতে যে মহাবৃক্ষ পাইল ।
সেইখানে তিন বীরে বিশ্রাম করিল ॥
তৃণজল দিয়া ঘোড়া রাখিল তথাত ।
দ্বৈপায়ন হ্রদকূলে মিলে সহসাত ॥
ক্ষেণেক বিশ্রাম করি সেই তিন জন ।
দুর্যোধন সম্বোধিয়া কহিল বচন ॥
দ্রোণপুত্রে কহে তথা বীরদর্প করি ।
কেনে হ্রদে পলাইছে কুরুঅধিকারী ॥
চক্রবর্ত্তী রাজা তুহ্মি জানএ সংসারে ।
তোহ্মার উচিত নহে রণে পলাইবারে ॥
নানা মত অস্ত্র জান যথ বেদবিদ ।
এমত প্রলাপ নহে বীরের উচিত ॥
উঠ রাজা যুদ্ধ করি পাণ্ডবের দলে ।
প্রাণপণে যুঝিবাম আহ্মি যে সকলে ॥
আহ্মি তিন সহাএ যে থাকিতে তোহ্মার ।
পাণ্ডব মারিয়া রাজ্য দিব তোহ্মার ভার ॥
সমর করিলে রাজা দুই মতে সুখ ।
জিনিলে পৃথিবী পাইবা মৈলে স্বর্গলোক ॥

CENTRAL LIBRARY

আহ্মি তিন থাকিতে তোহ্মার নাহি ভয় ।
যুদ্ধে আজি করিবম পাণ্ডববিজয় ॥
তাহা শুনি দুর্য্যোধনে দিলেক উত্তর ।
ভাল কথা কহিয়াছ শুন নৃপবর ॥
যুঝিবারে চাহ তুহ্মি বীরের উচিত ।
বেদবেদান্ত তুহ্মি বিচারে পণ্ডিত ॥
মিত্রজন লাগি তুহ্মি কৈলা প্রাণপণ ।
পরলোকে হইব তোহ্মার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
ভএ আহ্মি না পলাইছি হইয়া কাতর ।
হ্রদে প্রবেশিছি আহ্মি তৃষ্ণার অন্তর ॥
একেশ্বর হৈল আহ্মি দেখিয়া তখন ।
তুহ্মি সব না দেখিয়া চিন্তা পাইলু মন ॥
এথেকে আইলাম হ্রদে শ্রমে জল পিতে ।
না এড়িছি গদা আহ্মি জান হস্ত হৈতে ॥
আজি ভালমতে সব রহ জিরাইয়া ।
প্রভাতে পাণ্ডব সনে যুঝিবম গিয়া ॥
এথেকে তোহ্মারে কহি শুন মহামতি ।
নতুবা পাণ্ডব মারি আজুকার রাত্রি ॥
এহিমতে যুক্তি করে কহিল উচিত ।
পাণ্ডব মারিয়া আজি উঠিল নিশীথ ॥
অখনে তুহ্মিসব চলহ আনস্থানে ।
এহি কথা যুক্তি যেন পাণ্ডবে না জানে ॥
ই কথা কহিতে আইল ব্যাধ ছয় জন ।
দুর্য্যোধন অন্বেষিতে মাংসের কারণ ॥
কন্ধ হৈতে মাংস এড়ি তথা হৈতে বৈসে ।
সেই হ্রদজল আসি পিলেক বিশেষ ॥
শুনিল সকল কথা হইয়া নিশাচর ।
মাংস লৈয়া গেল তারা ভীমের গোচর ॥
দ্বারীসব রাখিতে চলিল ঠেলাঠেলি ।
ভীমসেন গোচরে চলিল অন্তঃপুরী ॥
মাংস এড়ি ভীমস্থানে সকল কহিল ।
যেইমতে দুর্য্যোধন সম্বাদ আছিল ॥
তিন বীর সনে যেই মত আলাপন ।
সর্ব্বকথা কহিলেক ব্যাধ ছয় জন ॥

দ্বৈপায়ন হ্রদেতে আছএ দুর্য্যোধন ।
তাহা শুনি হৈল ভীম হরষিত মন ॥
নানাবিধ ধনরত্ন দিল ব্যাধ তরে ।
কুতূহলে গেল ভীম রাজার গোচরে ॥
ব্যাধের সম্বাদকথা সকল কহিল ।
পাইল পাইল করি হরষিত হইল ॥
কৃষ্ণসনে চলিল পাণ্ডব বীরগণ ।
রথ গজে মিলিলেক ছিল যথ জন ॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় দুই রথেত চড়িল ।
ভীম সাত্যকি তরে একত্রে মিলিল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি যথ বীর ।
অবশিষ্ট যত বীর চলে হইয়া স্থির ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাশী বাজে ডিম্বতাল ।
পাণ্ডববাহিনী সবে করন্ত আস্ফাল ॥
এথা তিন বীরে সেই শুনি সিংহনাদ ।
দুর্য্যোধন স্থানে তার কহিল সম্বাদ ॥
নাহি জানি কি হেতু পাণ্ডব সিংহনাদ ।
পাণ্ডববাহিনী করে জয় জয় বাদ ॥
যদি কদাচিত এথা আইসএ পাণ্ডব ।
আহ্মি সব পাইলে তান করে পরাভব ॥
তাহার অপ্রিয় আহ্মি হই তোহ্মা হিত ।
এথেকে এথাতে রহিথে নাহিক উচিত ॥
অন্য স্থানে যাই সব করহ মেলানি ।
নিঃশব্দে থাকহ তুহ্মি সাবহিতে পুনি ॥
রাজাএ বোলে যাও তুহ্মি স্থানান্তর ।
যেনমতে পাণ্ডবেরা না পাএ প্রচার ॥
আহ্মি থাকি এথাএ তবে জলে অগোচর ।
রাত্রি শেষে গিয়া তুহ্মি করিব সমর ॥
তবে সেই তিন জন গেল বনান্তরে ।
সেইমতে রহে রাজা জলের ভিতরে ॥
এথাএ রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিতে ।
সেই হ্রদে বেড়িলেক আসি চতুর্ভিতে ॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী বেড়ে বীরগণ ।
দুর্য্যোধন নিঃশব্দে রহিল ততক্ষণ ॥

যুধিষ্ঠিরে কহ শুন দেব গদাধর।
দুর্য্যোধন শক্তি দেগ ইন্দ্র সমোশর॥
মহাজল মৈধ্যে সেই রহিল নিশ্চিন্তে।
সে যদি না উঠে তবে পারে কি করিতে॥
তাহা শুনি ভীম গেল গদা করি হাতে।
মহাক্রোধে নামিলেক সে হ্রদজলেতে॥
যেহেন গোয়ালে দধি করএ মন্থন।
সেইমত ভীমে করে বারি বিলোড়ন॥
মহা কোপে ভীমসেন গদা যে পাকাএ।
সেইমতে দুর্য্যোধন পাকে পাকে যাএ॥
কোনমতে তাহারে না পারে ধরিবার।
তাহা দেখি সর্ব্ব বীরে করে হাহাকার॥
যুধিষ্ঠিরে কহে তবে গোবিন্দের স্থানে।
কেমতে উঠএ পুনি পাপ দুর্য্যোধনে॥
জল হৈতে উঠে সে কেমত করিব।
জানিলাম দুর্য্যোধন বধ না হইব॥
তাহা শুনি হাসিয়া কহন্ত জনার্দ্দন।
কেনে চিন্তা পাও নৃপ শান্ত কর মন॥
আহুতিয়া আজি তারে মারিমু সমরে।
সংসার মারিএ আহ্মি মায়ার প্রকারে॥
মায়া করি ইন্দ্রে যেন মারে দৈত্যগণ।
সেইমত মায়া করি মার দুর্য্যোধন॥
মায়া করি কালযবন করিলাম অন্ত।
মায়া করি শিশুপাল মারিলম দুরন্ত॥
পূর্ব্বে মায়া করিয়া পাতালে নিলাম বৈরী।
মায়া করি মারি জরাসন্ধ মহাবলী॥
কংসেরে মায়াএ মুই করিলম সংহার।
দন্তবক্র চানুর কেশী মারিলম দুরাচার॥
সেইমত মায়া করি সংহারিমু তারে।
মোর এক বাক্য তুহ্মি শুন নৃপবরে॥
মানি দুর্য্যোধন তবে কহ বিপরীত।
কিছু ভাল কিছু মন্দ কহ অনুচিত॥
উপহাস্য কহ তুহ্মি শেষের বচন।
তবে পুনি আপনে উঠিব দুর্য্যোধন॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃতলহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
শ্রদ্ধি করি শুনে যেবা ভারতকথন।
তার সৈত্য শাপে তারে না করে লঙ্ঘন॥
ব্যাসের সঙ্গীত গাথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

যুধিষ্ঠিরের তর্জন

ধৃতরাষ্ট্রে কহে যদি বিধাতা বিনাশে।
তাহার নিবৃত্তি নাহি গেলে কোন দেশে॥
জলে স্থলে সাগরেতে নাহিক এড়ান।
ফলএ সকল জলে কর্ম্মঅনুষ্ঠান॥
কহ দেখি কোনমতে হইল পশ্চাতে।
কোনমতে কহে যুধিষ্ঠির অনুচিতে॥
সঞ্জয়ে কহন্ত রাজা শুনহ তখনে।
যেইমতে কহে তবে ধর্ম্মের নন্দনে॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা বহু বিবেচিয়া।
কহিতে লাগিল রাজা বহু আশ্বাসিয়া॥
যুধিষ্ঠিরে কহে শুন গান্ধারীনন্দন।
চক্রবর্ত্তী হৈয়া তুহ্মি রণে পলায়ন॥
মহামানী রাজা তুহ্মি জানএ সংসারে।
তুহ্মি কেনে পলাইছ হ্রদের ভিতরে॥
পূর্ব্বে যত নিজ বাণ কৈল অহঙ্কার।
সেইমত কেনে তুহ্মি না কর প্রচার॥
সর্ব্ববন্ধু বিনাশিয়া রহিছ আপনে।
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মরে তোহ্মার কারণে॥
মহাবংশে জন্ম তোহ্মার সংসারে বিদিত।
রণে পলাইতে নহে তোহ্মার উচিত॥
বীর হৈয়া করে যদি রণে পলায়ন।
তার পুনি হএ জান নরকে গমন॥
শাস্ত্রেত পণ্ডিত তুহ্মি জান বেদ যতে।
হেন কর্ম্ম কর কেনে অজ্ঞানের মতে॥

পুনি উঠি কর তুহ্মি সে পুনি সাহস।
আহ্মাকে জিনিয়া বসুমতী কর বশ॥
জল মৈধ্যে পলাইয়া করিছ আরম্ভ।
ক্ষত্রি সবে জানিল তোহ্মার জলস্তম্ভ॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ করি চাহ তুহ্মি জিতে।
সর্ব্ববন্ধু পড়িলেক তোহ্মারে নিমিত্তে॥
মোর ঠাই পলাইয়া যাইবা কোনস্থানে।
বিনাশিয়া সর্ব্বকুল জিতে চাহ প্রাণে॥
গদা পর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥

ধৃতরাষ্ট্রে কহ শুন বিধির বিপাকে।
পাণ্ডবে আহ্মার পুত্র কহে ধিক্‌ধিকে॥
জন্মেহ বিকট বাক্য কেহ না বোলএ।
কোনমতে পুত্র আহ্মার হেন কথা সহে॥
সঞ্জএ কহন্ত কথা সে সকল শুনি।
জলে থাকি কহে তোহ্মার পুত্র মহামানী॥
ভয় হেতু নাহি রহিছি জলের ভিতরে।
শ্রম পাইয়া আইল আহ্মি তিষ্টার অন্তরে॥
তুহ্মি সর্ব্ব সৈন্য সমে মুঞি একেশ্বরে॥
একে অনেকে যুদ্ধ শাস্ত্রের অথান্তর॥
এক বাক্য কহি আহ্মি সেই আছে মনে।
তুহ্মি সব মারি মাত্র প্রবেশিমু বনে॥
এবে আহ্মি সর্ব্ব রাজ্য দিলাম তোহ্মারে।
সর্ব্ব রাজ্য এবে তুহ্মি হও অধিকারে॥
ক্ষত্রিহীন হৈল রাজ্য এবে নাহি কাজ।
এবে তুহ্মি চিরকাল কর তুহ্মি রাজ॥
এহি রাজ্যে আহ্মি না হইব নরপতি।
শুন রাজ্য হৈল এবে বিধবা যুবতী॥
হস্তী ঘোড়া তুহ্মি সব আহ্মি একেশ্বর।
কেমতে করিব যুদ্ধ শুন নরবর॥
একে একে যুদ্ধ মোতে দেয় গদা হাতে।
তবে সে জানিএ ধর্ম্ম আছএ তোহ্মাতে॥

তাহা শুনি যুধিষ্ঠির কহিল কুপিয়া।
হেন বাক্য কহ মূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া॥
এবে রাজ্য দিতে তুহ্মি হও কোনজন।
ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ের দান না করে গ্রহণ॥
এবে আহ্মি পৃথিবী করিল করতল।
অখনে রাজ্য তোর কহসি বর্ব্বর॥
অখনেহ তুহ্মি যদি পার জিনিবারে।
তথাপিহ না রহিব তোর অধিকারে॥
পূর্ব্বে যখনে ছিল তোহ্মার অধিকার।
পঞ্চগ্রাম মাগিলাম না দিয়াছ ছার॥
গোবিন্দে কহিল কথা ভীষ্মদ্রোণ সনে।
না ধরিলা সেই বাক্য মানের গুমানে॥
সুজন হইলে তোরে রাখিবারে পারি।
এথেকে রাখি তোরে পাপ দুরাচারী॥
তথাপি তোহ্মার বাক্য করিনু আরতি।
জনে জনে যুদ্ধ আসি কর তোহ্মার প্রীতি॥
একে একে আহ্মি সর্ব্ব সঙ্গে কর রণ।
যেই রণ করিতে আছএ তোর মন॥
যদি জিনএ একজন পাচের ভিতরে।
তথাপি মাগিব রাজ্য ধর্ম্ম অনুসারে॥

গদাযুদ্ধের উপক্রম

তাহা শুনি পুত্র তোহ্মার * * * হইয়া।
গদা হাতে উঠে জলস্তম্ভ বিদারিয়া॥
উত্তম ঘোটকে যেন না সহে চাবুক।
গদা হাতে উঠে রাজা হইয়া কতুক॥
ঘাটি মন লোহার গদা তুলি লই হাতে।
গদা হাতে চলে রাজা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে॥
সোনার মুকুট মাথে কবচ সোনার।
মহাক্রোধে উঠিলেক তোহ্মার কুমার॥
তাহা দেখি ক্রোধ হৈল দেব গদাধর।
যুধিষ্ঠির প্রতি তবে ভৎসিল বিস্তর॥
জানিলাম ভাগ্যহীন কুন্তীর নন্দন।
রাজলক্ষ্মী কিছু নাহি তোহ্মারে শোভন।

CENTRAL LIBRARY

বনবাসী করি তোহ্মা বিধাতা সৃজিল ।
হেন হেতু বুদ্ধি তোর বিপরীত হৈল ॥
পাশা নাহি জান তুহ্মি খেল পাশা সারি ।
রাজ্য ছাড়ি তখনে হইলা বনচারী ॥
আজিহ উদার তুহ্মি কহ ধর্ম্মকথা ।
মায়াবী মায়াবী কথা ধর্ম্মের অবস্থা ॥
একে একে যুঝিবারে করিলা নিয়ম ।
কোনজন আছ এড়ে দুর্য্যোধন সম ॥
বলবন্ত ভীমসেন গদা যুদ্ধ জানে ।
সাধনেত ভীম নহে দুর্য্যোধন সমে ॥
গদা অভ্যাসিছে সেই বিংশতি বরিষে ।
হেন কথা মন্দ বুদ্ধি কহ তুহ্মি কিসে ॥
সহদেব নকুল যে তুহ্মি অর্জ্জুনকে ।
কেবা তার সনে যুঝে একে একে ॥
পাইয়া সকল রাজ্য হরিলা অখনে ।
একজন সনে আর বচন প্রমাণে ॥
ই বলিয়া গোবিন্দ তবে হৈল ক্রোধ মন ।
আগু হৈয়া কহে কথা ভীম মহাজন ॥
না বোল না বোল প্রভু পুরুষউত্তম ।
আহ্মি সে সাধিমু প্রভু কুলের অধম ॥
প্রতিজ্ঞা করিছি আহ্মি সভার বিদিতে ।
তাহার ভাঙ্গিতে উরু এহি গদা হাতে ॥
মুই সে মারিমু প্রভু এহি দুষ্ট বৈরী ।
মোর গদা তার হতে দেড় গুণ ভারি ॥
তাহা শুনি হাসিয়া কহিল নারায়ণ ।
যুধিষ্ঠির পাইব জয় তোহ্মার কারণ ॥
বক হিড়িম্ব দুই মারন্ত দুর্নিবার ।
কৈলাস মর্দ্দিয়া কৈলা যক্ষের সংহার ॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব মারিয়াছ রণে ।
ই পাপী তোহ্মার সনে না ফাটে আপনে ॥
তবে ভীমে মাথে দিল সোনার টোপর ।
লোহার কবচ গাএ দেখিতে সোন্দর ॥
আশি মন লৌহগদা তুলি লৈল হাতে ।
যুধিষ্ঠির প্রণমিয়া চলিল যুঝিতে ॥

চতুর্দ্দিগে পাঞ্চালেরা করে সিংহনাদ ।
তাহা দেখি পুত্রে তোহ্মার হইল বিষাদ ॥
ক্রোধ বাড়াইতে সবে দিল হস্তে তালি ।
তাহাতে তোহ্মার পুত্র ক্রোধে মহাবলী ॥
চক্ষু পাকাইয়া রাজা পাঞ্চালেরে চাহে ।
তাহা হৈতে পাঞ্চালেরা বড় ভয় পাএ ॥
তবে বৈসে সর্ব্বজন গোবিন্দ সংহতি ।
গদা হাতে গর্জ্জে তবে দুই মহামতি ॥
অচল পর্ব্বত হেন দুই বীর দেখি ।
দুই জন দেখি যেন অনন্ত বাসুকী ॥
ভীমে কহে দুর্য্যোধন শুনরে বর্ব্বর ।
আজি মোর হাতে পড়ি যাইবে যমঘর ॥
কথাএ তোর কর্ণমিত্র কথাএ দুঃশাসন ।
কথাএ তোর মাতুল শকুনি কোন জন ॥
তোর পাপে মরে কথ সোদর শকুনি ।
অবশিষ্ট তোহ্মার যে রহিয়াছে প্রাণী ॥
আর যথ দুষ্ট কর্ম্ম কৈলে পাপমতি ।
সপুত্র বান্ধবে গেলা যমের বসতি ॥
বিরাটনগরে যত পাইয়াছি দুঃখ ।
সেই ধার শুধাইমু মনে হৈয়া সুখ ॥
এথ কহি ভীমসেন লাগিল গর্জ্জিতে ।
না সহে তোহ্মার পুত্রে কোপ হইয়া চিত্তে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহেন্ত রে সঞ্জয় সুতমণি ।
মোর পুত্র জান তুহ্মি ত্রিভুবন মানী ॥
বিধির বিপাক হেতু কহিবাম কিক ।
একাকী পাইয়া তারে কহে ধিকাধিক ॥
মুকুটের চিহ্ন যার চরণকমলে ।
হেন পুত্র হাটি মোর যাএ ভূমিতলে ॥
কহ দেখি তার পাছে হৈল কোন রীত ।
কেমতে যুঝিল পুত্রে ভীমের সহিত ॥
সঞ্জএ কহেন রাজা শুন সাবধানে ।
ভীমেরে তর্জ্জএ তোহ্মার পুত্র দুর্য্যোধনে ॥
যথ দর্প কর ভীম করহ পৌরুষ ।
আজি যে দেখিমু ভাই তোহ্মার সাহস ॥

যথ দর্প আছে তোহ্মার দেখাহ অখনে ।
গদা যুদ্ধে পড়িয়াছে আর গর্জ্জ কেনে ॥
বিকৃত গর্জ্জনে মূঢ় গর্জ্জ কি কারণ ।
বিপদেত কাতর না হএ মহাজন ॥
এহিমতে দুইজনে করে গালাগালি ।
চারিদিগে পাঞ্চালেরা দিল হস্তে তালি ॥
গদা পর্ব্ব মহাপোথা সুধারসময় ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয় ॥

বলরামের তীর্থ ভ্রমণ :
কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণনা

হেনকালে বলভদ্র[১] তীর্থ করিবারে ।
পঞ্চতীর্থ করিলেক দেশ দেশান্তরে ॥
পুণ্য নক্ষত্রে গেল গ্রহ সঞ্চরিতে ।
তীর্থ করিতে পুনি গেল শ্রবণাতে ॥
সেহিমতে অষ্টাদশ দিবস গঞ্জিল ।
নানা তীর্থ বলরামে তথাতে করিল ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ ।
একে একে ই সকল কৈল সম্ভাষণ ॥
এহিমতে তীর্থ সাঙ্গ আছে প্রয়াগেতে ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ যে শুনিল মুনি হতে ॥
সপ্তদশ দিনের ভিতরে মৈল সব ।
পঞ্চজন তাতে মাত্র আছএ পাণ্ডব ॥
একেশ্বর আছে মাত্র রাজা দুর্য্যোধন ।
গদা যুদ্ধ করে মাত্র শাস্ত্রের লৈক্ষণ ॥
তাহা শুনি বলভদ্র কৌতুক হইল ।
যুদ্ধ দেখিবারে রাম তখনি চলিল ॥
তালধ্বজ বালা তান রথের উপর ।
মহাদীর্ঘ বালা সেই অতি শোভাকর ॥
তবে হ্রদ উদ্দেশিয়া চলে মহামতি ।
তথাতে করএ রণ সে হইতে কৃতী ॥
তালধ্বজ দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন ।
আগুবাড়িবারে গেল সঙ্গে জনার্দ্দন ॥
কৃষ্ণে গিয়া বলভদ্রের বন্দিল চরণ ।
যুধিষ্ঠির কৈল রামে প্রেম সম্ভাষণ ॥
ভীমার্জ্জুন আদি করি পাঞ্চালের গণে ।
ভূমিগর্ভ হৈয়া তান বন্দিলা চরণে ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আদি সমুদাএ ।
একে একে প্রণাম করিল তান পাএ ॥
সেইমতে গদা হাতে ভীম দুর্য্যোধন ।
ভূমিতে পড়িয়া করিল স্তবন ॥
তাহানে দেখিয়া তোহ্মার পুত্র বড় সুখী ।
বড় তুষ্ট হইল রাজা রাম কাছে দেখি ॥
তবে রাম বসিলেক গোবিন্দ প্রভৃতি ।
চতুর্দ্দিগে বসিল বেড়িয়া বন্ধু যতি ॥
রামে কহে গেল আহ্মি তীর্থ যে করিতে ।
অষ্টাদশ দিবা আজি হইল সমাপ্তে ॥
প্রয়াগেত মুনিমুখে শুনিলাম কথন ।
কৌরবপাণ্ডব যুদ্ধ সব বিবরণ ॥
সর্ব্ব যুদ্ধ করিয়া হইল গদা শেষ ।
দুই শিষ্যে হইছে আজি গদাতে প্রবেশ ॥
দুই শিষ্য রণ করে দেখিতে কৌতুক ।
তীর্থ করি আসিলাম মনে পাইয়া দুঃখ ॥
এহি কথা সকলে কহিতে আলাপন ।
হেনকালে আইল নারদ তপোধন ॥
সর্ব্ব পাশে কেশপাশ বেণী বাজাইতে ।
কুতূহলে আইল মুনি নাচিতে গাহিতে ॥
নারদ দেখিয়া তবে উঠে সর্ব্বজন ।
ভক্তিএ প্রণাম কৈল রাম নারায়ণ ॥
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আছএ ক্ষেত্রি যতে ।
সর্ব্বজনে প্রণমিল নারদপদেতে ॥
সেইমতে প্রণমিল ভীম দুর্য্যোধন ।
বসিল নারদ হৈয়া সভার ভাজন ॥

১. বলরাম

CENTRAL LIBRARY

নানা পুণ্য কথা শুনি কহে নানামতে।
কহ কহ করিয়া জিজ্ঞাসে জগন্নাথে ॥
নারদ কহন্ত শুন রাম গদাধর।
উপযুক্ত নহে যুদ্ধ হ্রদের ভিতর ॥
এথাএ পড়িলে পুনি না হএ মুকুতি।
কুরুক্ষেত্রে যুঝি মৈলে হএ স্বর্গগতি ॥
এতেকে চলহ সব সমন্তপঞ্চকে।
তথা গিয়া দুই বীরে যুঝহ কৌতুকে ॥
তবে রামে জিজ্ঞাসিল নারদগোচর।
কুরুক্ষেত্রে কোন পুণ্য কহ দ্বিজবর ॥
নারদে কহন্ত সর্ব্ব পূর্ব্ব সমাচার।
কুরু নামে মহারাজা বিজয়সংসার ॥
অষ্টাদশ দিনে কৈল ক্ষেত্রের প্রমাণ।
মহাযজ্ঞশীল রাজা অতি পুণ্যবান ॥
তিন কোটী চাষা নিত্য চষে নিতি নিতি।
সে সব তাড়না নহি সহে বসুমতী ॥
এহিমতে চষে ক্ষেত্র এ দ্বাদশ বৎসর।
তথাপিহ নাহি করে শস্যের অন্তর ॥
নিতি নিতি বসুমতী হইয়া তাপিত।
কান্দিয়া কহিল গিয়া ইন্দ্রের বিদিত ॥
পৃথিবী পালিতে তুহ্মি দেব পুরন্দর।
তুহ্মি থাকিতে আহ্মি যাই রসাতল ॥
কুরুর যাতনা দুঃখ সহিতে না পারি।
মোকে রক্ষা কর তুহ্মি এহি কর্ম্ম করি ॥
তাহা শুনি ক্রোধ হইল সহস্রলোচন।
চাষা সব মারিতে পাঠাএ দেবগণ ॥
হেনকালে দেবে আসি চাষারে বেড়িল।
চাষার উপরে বাণ বরিষণ কৈল ॥
সেই হালুয়া চাষা বড়হি গোয়ার।
লাঙ্গল উগতি যাএ দেব মারিবার ॥
তিন কোটি চাষা তবে একেবারে রোষে।
ভঙ্গ দিল দেবগণ বড়হি তরাসে ॥
ধূলি ছিটি চাষাএ করিল অন্ধকার।
দেবের উপরে করে লাঙ্গল প্রহার ॥
ভয় পাইয়া দেবগণ যাএ সেই স্থানে।
পুনি ইন্দ্রে পাঠাইল চাষার কারণে ॥
এহিমতে চাষা সনে সাত বার ভঙ্গ।
ধূলিময় অন্ধকার দেখিএ তরঙ্গ ॥
পুনি কোপিয়া আইল দেব পুরন্দর।
বজ্রের প্রহারে চাষা মারিল বিস্তর ॥
ভয় পাইয়া চাষা সব ধাএ আস্থেবেস্থে।
ধাইয়া কহিল গিয়া কুরুর অগ্রেতে।
তাহা শুনি কুরু রাজা ক্রোধে হৈল মন।
ইন্দ্র সনে তখনে হইল মহারণ ॥
দেবতা মনুষ্যে যুদ্ধ হইল অপার।
পৃথিবী বেড়িয়া হইল বাণে অন্ধকার ॥
বজ্র লৈয়া যুঝে ইন্দ্র কুরুর সহিতে।
বিষ্ণু অস্ত্রে কুরু রাজা রুধে বজ্র পথে ॥
বজ্র ব্যর্থ গেল ইন্দ্র মনে পাইল ভএ।
ভঙ্গ দিয়া গেল ইন্দ্র ব্রহ্মার পাশএ ॥
তাহাকে শুনিয়া ব্রহ্মা আইল আপনে।
ব্রহ্মাবেদী মহাতীর্থ হইল তখনে ॥
ব্রহ্মাএ বোলে শুন রাজা আহ্মার বচন।
আর তুহ্মি না করিও পৃথিবী তাড়ণ ॥
ব্রহ্মার গমন শুনি কুরু নৃপনাথ।
প্রণাম করিল রাজা জোড় করি হাত ॥
তবে ব্রহ্মা বসিলেক উত্তম আসনে।
ব্রহ্মাবেদী মহাতীর্থ হইল তখনে ॥
এহি ক্ষেত্র হৈতে তীর্থ হইল উৎপত্তি।
তিন লোক ভরি তোহ্মার রহিল সুকৃতি ॥
মহাতীর্থ হইল এহি প্রভাস ভাস্কর।
কোটী তীর্থ হৈব এহি দিনের ভিতর ॥
এথাতে সমর করি মরে যেইজন।
অবিচারে যাএ সেই ইন্দ্রের ভুবন ॥
সেই হৈতে কুরুক্ষেত্র হৈব তার নাম।
সেই মহাতীর্থ হৈল কি দিব উপাম ॥
যাতে স্নান করি শশী হইছে নির্ম্মল।
এথেকে যুদ্ধের স্থান হএ সেই ভাল ॥

দুই মতে ভাল তাতে হইল সংহার।
না বাচিলে হইব পুনি ই ভব পার॥
এথেকে চলহ তাতে সেই পুণ্য স্থান।
তথাএ গিয়া বুঝিবেক ভীম দুর্যোধন॥
নারদের মুখে শুনি সকলে উঠিল।
রথে গজে সর্ব্ব সৈন্য কুরুক্ষেত্রে আইল॥
ভীম দুর্যোধন দুই চলিল ত্বরিতে।
গদা কান্ধে দুই বীর চলিল গর্জ্জিতে॥
ক্ষেণেকে পাইল গিয়া সমন্তপঞ্চকে।
তথাএ গিয়া সর্ব্বলোক বসিল কৌতুকে॥
রামকৃষ্ণ বসিল বসিল সর্ব্বজন।
সভামৈধ্যে বসিল নারদ তপোধন॥
ভীম দুর্যোধন যুদ্ধ হৈল যেনমতে।
বিমানেত রঙ্গ চাহে যত দেবগণে॥
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি ভীম দুর্যোধনে চাহে।
নানামতে গালি পাড়ি কপট শোনাএ॥
চারিদিগে থাকি রঙ্গ করএ পাঞ্চালে।
ক্রোধ করি পুত্রে তোহ্মার চাহে সেই কালে॥
যত দর্প করে মূঢ় ভাঙ্গিয়া সকল।
তাহা শুনি পাঞ্চলের হইলেক ভয়॥
গদাপর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময়।
ভবতরিবারে কথা কহিল সঞ্জয়॥

দুর্যোধনের উরুভঙ্গ :
অষ্টাদশ দিবসে যুদ্ধান্ত

হেনকালে দুই বীর গদা করি হাতে।
আরম্ভ হইল দুই সমর করিতে॥
হেনকালে পুত্রে তোহ্মার দেখে অমঙ্গল।
দক্ষিণেত নাদ করে শৃগাল সকল॥
বাম পাশে দেখিল সন্ন্যাসী দিগম্বর।
রক্ত পুষ্প মাথে তার অতি ভয়ঙ্কর॥
কথ দূরে দেখে তথা বিধবা যুবতী।
এহিমতে অমঙ্গল দেখে চারিভিতি॥
তথাপিহ পুত্রে তোহ্মার না ধরিল মন।
গদা আস্ফালিয়া গেল ভীমের সদন॥
সেই দুই বীর যেন অচল পর্ব্বত।
দুই হাতে দুই গদা দেখিতে মহৎ॥
ডাইন বাম পাকে দুই ভ্রমে নানামতে।
আগু পাছু হএ দুই গদা করি হাতে॥
শিক্ষার অন্তরে দুই করএ ভ্রমণ।
ক্ষেণেকে করিল দুই গদা ঘরিষণ॥
ঠেকাঠেকি দুই জন শুনিএ নির্ঘাত।
আচম্বিত শুনি যেন বজ্র হএ পাত॥
কত কত বীর পড়ে নাহি কর্ণ তালি।
এহিমতে হানাহানি দুই মহাবলী॥
ঝাকে ঝাকে অগ্নি উঠে গদা বরিষণে।
জুনিপোকা হেন সব দেখিএ গগনে॥
মণ্ডলামণ্ডলি যুদ্ধ হইল আবর্ত্তে।
দুইর উপরে হানে দুই গদা হাতে॥
এহিমতে প্রহরেক করিল সমর।
শ্রান্ত হইয়া দুই বীর বসিল সত্বর॥
ক্ষেণেকে জিরাই দুই করে হানাহানি।
মহা শব্দ হইলেক করে ঠনঠনি॥
দুই জন যুদ্ধ হৈল গদা লইয়া হাতে।
দুই বীরের মুণ্ডে পড়ে গদা শতে শতে॥
ছিদ্র না পাএ তবে দুই জন কোপে।
গদা হাতে সাচানের মত লএ লাফে॥
সেই দুইর লাফে রাজার কম্পে বসুমতী।
বলিইন্দ্র যুদ্ধ যেন প্রাণের শকতি॥
ধূম্রময় দেখিতে যেন বিজুলী সঞ্চার।
ভয় পাইয়া দেবতা হইল চমৎকার॥
কেহ চক্ষু খাটিয়া নাকেত দিল হাত।
কেহ কেহ পড়ি মরে হই স্তব্ধবত॥
হতাশ না হএ কেহ সাধনেত জানে।
পবনের মত দুই করএ ভ্রমণে॥

CENTRAL LIBRARY

শিশুকালে দেখি যেন বালকের খেড়ি।
সেইমতে লড়া দিল গদা কান্ধে করি ॥
প্রকাশ পাইয়া তবে তোমার কোঞ্রয়র।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ভীমের উপর ॥
জানে বা না জানে ভীম ক্রোধে আগুসারে।
ডাইন পাকে হানে দুর্য্যোধনের উপরে ॥
পুনি দুর্য্যোধনে তবে বাম পাক পড়ি।
ভীমের উপরে সেইমতে মারে বাড়ি ॥
তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধে যে ফোফাএ।
দুই চক্ষু পাকাইয়া দুর্য্যোধনে চাহে ॥
এহিমতে হানে দুই নাহিক প্রকাশ।
সাধনে হইল দুই বড়হি হতাশ ॥
ডাইন বামে পাকে দুই বড় মারে বাড়ি।
একবারে দুই বীরে বাহে গড়াগড়ি ॥
পুনি পুনি উঠি দুইজনে করে রণ।
হেনকালে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ ॥
ছিদ্র পাইয়া দুর্য্যোধন গদা করি হাতে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ভীমসেন মাথে ॥
সেই বাড়িএ রক্ত স্রবিল অসীম।
রুধিরে ব্যাপিত হৈল নাহি * * ভীম ॥
পুনি ভীমে গদা হানে দুর্য্যোধন মাথে।
হাটু পাতি রহে দুর্য্যোধন মহাসত্বে ॥
নাকে মুখে দিয়া রক্ত পড়ে চারিধারে।
সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত যেন হইছে সিন্দুরে ॥
তখনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
মহাযুদ্ধ হইল যেন যমের নগর ॥
ডাইন পাকে ভীম চলে গদা করি হাতে।
বাম পাকে দুর্য্যোধন যাএ আনভিতে ॥
হেনকালে ভীমসেন গেল তড়বড়ি।
দুর্য্যোধন মুণ্ডে পড়ে দোহাতিয়া বাড়ি ॥
সেই যে গদার ঘাএ ভূমি যে কম্পিল।
মুহুর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূমিতে পড়িল ॥
তাহা দেখি পাঞ্চালেরা করে সিংহনাদ।
তোহ্মার পুত্রের মনে হত অবসাদ ॥

গদা কান্ধে গর্জ্জে ভীম অতুলিত হৈয়া।
কত কত ভঙ্গ দিল তাহাকে দেখিয়া ॥
পুনি রণ তখনে হৈল হাতাহাতি।
হস্তে ঘষাঘষি করে যেন মত্ত হস্তী ॥
গদা কান্ধে দুই জন যাএ সেইকালে।
দুই হাতে গদা হানে ভীমের কপালে ॥
কপাল ফাটিয়া ভীমের গলএ রুধির।
ভূমিতে পড়িল ভীম হইয়া অস্থির ॥
তাহা দেখি পাঞ্চালে সকলে পাইল ভএ।
ভয় পাইয়া কথ কথ তথাতে না রহে ॥
দুর্য্যোধনে করে মাত্র সিংহনাদ ধ্বনি।
সিংহনাদ করি রাজা কাপাএ মেদিনী ॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া উঠিলেক ভীম।
মহা গদা লৈয়া উঠে মহেন্দ্রপ্রতিম ॥
সেইমত গর্জ্জে ভীম গদা করি হাতে।
আর বার সমর করিল পূর্ব্বমতে ॥
পুনি শ্রম হৈয়া দুই বসিল তথাএ।
এহি মতে শ্রান্ত হৈয়া ক্ষণিক জিরায়ে ॥
কেহ কাকে জিনিতে না পারে কোনজন।
দুই জন তখনে বাখানে দেবগণ ॥
তবে অর্জ্জুনে পুছে কৃষ্ণের অগ্রেতে।
কেবা বলী দুর্য্যোধন ভীমসেন হতে ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কহে জনার্দ্দন।
ভীম কিছু বলীএ সাধনে দুর্য্যোধন ॥
ন্যায় যুদ্ধে ভীমে তাকে জিনিতে না পারে।
অন্যাএ করিলে পুনি দুর্য্যোধন মরে ॥
প্রতিজ্ঞা করিছে ভীম সভার ভিতর।
দুর্য্যোধন নৃপতির উরু ভাঙ্গিবার ॥
এহাতে অধর্ম্ম নাহি শত্রু সংহারিতে।
প্রতিজ্ঞা ভীমের পুনি নাহি স্মরে চিত্তে।
সৈত্য বুদ্ধি যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
জিনিলা সমর তুমি হারিলা অখনে ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুন চাহন্ত ভীম ভিতে।
দেখাইল হানি যেই আপনা উরুতে ॥

তখনে স্মরিল ভীমে আপনা কখন ।
তাহা দেখি হাসিলেক রাজা দুর্য্যোধন ॥
তবে ভীমে দুর্য্যোধনের উরুখানে হানে ।
ফাল দিয়া পুত্রে তোহ্মার এড়াএ সেইখানে ॥
পুনি রণ হইলেক মহা ভয়ঙ্কর ।
হেনকালে হইলে বেলা দুই প্রহর ॥
গদা হাতে পুত্রে তোহ্মার হৈল আগুসার ।
প্রকাশ পাইল রাজা ভীম মারিবার ॥
নির্ঘাত মারিল বাড়ি ভীমের কপালে ।
ভূমি আলিঙ্গিয়া ভীম পড়ে সেইকালে ॥
মুক্তকেশে পড়ে ভীম ঘন বহে শ্বাস ।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ পাইলেক ত্রাস ॥
শুণিত টোপর ভীমের কৈল খানাখানি ।
গড়াগড়ি বাহে ভীম রক্তে হৈল ফেনি ॥
গদা কান্ধে করি তোহ্মার পুত্র দুর্য্যোধন ।
মহা সিংহনাদ করে গভীর গর্জ্জন ॥
দণ্ড দুই অন্তরে উঠিল ভীমসেন ।
উঠিলেক ভীম পুনর্জন্ম হৈল যেন ॥
নিদ্রাভঙ্গে সিংহ যেন চৈতন্য পাইল ।
আরবার ভীমসেন গদা কান্ধে লইল ॥
পুনি রণ করে দুই হইয়া আবর্ত্তে ।
ক্রমে ক্রমে সমর হইল পূর্ব্বমতে ॥
উরু নেহারিয়া গদা হানে বৃকোদর ।
ফাল দিয়া দুর্য্যোধন হইল অন্তর ॥
এহিমতে দিন অস্ত হইল বুঝিতে ।
সেসব পাসরে রাজা ভ্রম হইয়া চিত্তে ॥
ছিদ্র পাইয়া ভীমে পুনি করে গদাঘাত ।
উরু ভাঙ্গি তখনে পড়িল কুরুনাথ ॥
যেহেন পবনে পূর্ব্বে ভাঙ্গিল সুমেরু ।
পৃথিবীতে পড়িল যেহেন শালতরু ॥
আত্তনাদ করিয়া পড়িল মহাবল ।
তারকাক্ষ মারে যেন শিবের কোঞর ॥
ত্রস্ত হইল গজ বাজি সে নাদ শুনিয়া ।
কত কত হস্তী পড়ে ভূমি দন্ত দিয়া ॥
স্ত্রী হইল পুরুষ পুরুষ হৈল নারী ।
বাড়িয়া কূপের জল ডুবাইল গিরি ॥
এহিমতে তখনে হৈল বিপর্য্যএ ।
পৃথিবী ব্যাপিয়া হৈল অন্ধকারময় ॥
দুই উরু ভাঙ্গিয়া পড়িল দুর্য্যোধন ।
পাণ্ডব পাঞ্চালে নাদ করে ঘন ঘন ॥
গদা পর্ব্ব মহাপোতা সুধারসময় ।
পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয় ॥

পুষ্প বৃষ্টি করি ইন্দ্র গেল নিজপুরী ।
ভাল ভাল করিয়া পরম কুতূহলী ॥
গদা কান্ধে করি এথা গর্জ্জে বৃকোদরে ।
দশন উপারি যেন ভুজঙ্গম ধরে ॥
ভীমে কৈল যথ পাপ কৈল দুর্য্যোধন ।
যেইমতে দ্রৌপদীরে কৈল বিড়ম্বন ॥
জতুগৃহ দাহ কৈলে শকুনির সনে ।
বিষ দিয়া জলে মোকে পলাইলা তখনে ॥
আর যথ দুঃখ দিলা বিরাটনগরে ।
কপট সারিএ ধন হরি নিলা ছলে ॥
সেই ফল পাইলা দেখ সপুত্র বান্ধবে ।
কথাএ তোর শকুনি করিলা যার গর্ব্বে ॥
ই বলিয়া গদা হানে বীর বৃকোদর ।
বাম পদ দিল তার মস্তক উপর ॥
ভীমে কৈল যুদ্ধ দ্রৌপদীর ঋণে ।
আজি সে সফল হইল প্রতিজ্ঞাবচনে ॥
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির সকরুণ মনে ।
ভীমক নিন্দিয়া রাজা কহিল তখনে ॥
ছোট জন না হএ সামান্য নহে বীর ।
তুহ্মি কোন পাএ তার পরশাইলা শির ॥
ন্যায়ে অন্যায়ে আজি সাঙ্গ হইল রণ ।
এমত অধর্ম্ম কৈলা কিসের কারণ ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে ভীমে করিল অধর্ম্ম ।
তাহাকে দেখিয়া রামে কৈল কোন কর্ম্ম ॥

CENTRAL LIBRARY

সঞ্জয়ে কহিল রাজা কোপিয়া তখন ।
সভা হৈতে উঠে রাম লোহিতলোচন ॥
ভীমক চাহিয়া রামে করএ ভ্রুকুটি ।
হাতে হাতে ঘষে রাম দন্তে কড়মড়ি ॥
নাভির অর্দ্ধেতে নাহি গদার প্রহার ।
হেন কর্ম্ম করে ভীমে মোর আগুসার ॥
মোর ঠাই পঠিয়া করিলে হেন কর্ম্ম ।
সহিতে না পারি আহ্মি এথেক অধর্ম্ম ॥
ই বলিয়া বলভদ্র ক্রোধ অনিবার ।
লাঙ্গল উদ্দতি যাএ ভীম মারিবার ॥
তা দেখিয়া নারায়ণে ধরে দুই পাএ ।
লাঙ্গল ধরিয়া পুনি তাহাকে শান্তাএ ॥
তাহা দেখি ভীমসেনে কম্পে থরথর ।
মহাকোপে রামের কম্পএ ওষ্ঠধর ॥
গোবিন্দ কহন্ত শান্ত হও মহাশএ ।
এহি দোষ ক্ষমা কর হওত সদয় ॥
পূর্ব্বে ভীমে প্রতিজ্ঞা করিছে গদা হাতে ।
যখনে দ্রৌপদীকে বৈসাইল উরুতে ॥
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা যে না হএ লঙ্ঘন ।
বিশেষ দিয়াছে শাপ আত্রে [য়] তপোধন ॥
এথেকে ভীমের দোষ নাহি কদাচিত ।
প্রতিজ্ঞার ফল ভীমে দিলেক উচিত ॥
তাহা শুনি বলভদ্র লাগিল কহিতে ।
তোহ্মার কারণে মৈল কুরুগণ যতে ॥
দিব্য লোক পাইব দুর্য্যোধন মহামতি ।
সম্মুখ রণেত পড়ে করিয়া শকতি ॥
এহি অপকীর্ত্তি হইল রাজা যুধিষ্ঠিরে ।
তুহ্মি সে মারিলা দুর্য্যোধন নৃপবরে ॥
ই বলিয়া বলভদ্র চড়িলেক রথে ।
ক্রোধ করি গেল তবে পুরী দ্বারকাতে ।
এথা ভীমে গেল যুধিষ্ঠিরের গোচর ।
করিতে লাগিল তবে জুড়ি দুই কর ॥
আজি হোতে আহ্মার হৈল কীর্ত্তি যশ ।
জম্বুদ্বীপ সকল হইল তোহ্মা বশ ॥
পৃথিবী বেড়িয়া হৈলা একদণ্ডধর ।
গোবিন্দপ্রসাদে রাজ্য পাইলা নৃপবর ॥
এহিমতে ভীমসেনে করএ নাচন ॥
নানা বাদ্য করে তবে পাঞ্চালের গণ ॥
ঝাঞ্জরি মোহরি বাদ্য বাজে ডিম্বতাল ।
নানামতে বাদ্য হৈল কাংস্য করতাল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমে তবে করে কোলাকুলি ।
সঞ্জয়ের দিব্য কথা মধুর পাঞ্চালি ॥

তবে রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুল মনে ।
দুর্য্যোধন কাছে গিয়া কহএ করুণে ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির ।
ঘন ঘন সদাএ চক্ষুর পড়ে নীর ॥
সঞ্জএ রচিল পোতা ভারতসংহিতা ।
কৃষ্ণের চরিত্র বেদব্যাসের সংহিতা ॥

কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির নয়নে বহে নীর
দুর্য্যোধন চাহি ঘন ঘন ।
তুহ্মি আহ্মি দুই ভাই দুই মারি যাকে পাই
হেনহি সে বিধির ঘটন ॥
শকুনি কুবুদ্ধি অতি দুঃশাসন পাপমতি
প্রতিদিন করিলা যুকতি ।
না চিন্তিলা হিতাহিত পাপবুদ্ধি উপস্থিত
আহ্মাকে নিন্দিব লোকে অতি ॥
যে হেন সুগ্রীব বালী আছিলেক ভাইয়ালি
সেই মত তোহ্মার আহ্মার ।
রাবণ যে বিভীষণ আছিলেক দুইজন
যেন মৈল করি অহঙ্কার ॥
তোর জ্যেষ্ঠা ভাই আহ্মি আহ্মারে না মান তুহ্মি
আহ্মি তোকে স্মরি নিরন্তর ।
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম তাকে এহি লও নাম
দূর হৈয়া গেল দামোদর ॥

CENTRAL LIBRARY

তথাপি অকীর্ত্তি মোর হইলেক নিরন্তর
ই ছার রাষ্ট্রের নাহি স্বাদ ।
দুষ্টজন মনে যুক্তি দৈব কৈল হেন গতি
তোহ্মার আহ্মার বিসম্বাদ ॥
ই বলিয়া নরপতি কান্দিয়া বিকল অতি
দুর্য্যোধন চাহিয়া তখন ।
কোন জন্মে কৈলা পাপ এবে পাও মৃত্যুতাপ
সংহার হৈল বন্ধুগণ ॥
বন্ধু বান্ধব সব শোকে হইল অনুভব
বধূ সবে মোকে দিবে গালি ।
বিচিত্র ভারতকথা নির্ম্মল ব্যাসের কথা
সঞ্জয়ে রচিল পাঞ্চালী ॥

এহিমতে যুধিষ্ঠির করয়ে ক্রন্দন ।
পুনরপি নরপতি যাইতে চাহে বন ॥
পড়িল বান্ধব সব আর গুরুগণ ।
সকল পৃথিবী নাশ কৈল দুর্য্যোধন ॥
হেনকালে যুধিষ্ঠিরে সান্ত্বাএ গোসাঞি ।
পাপমতি দুর্য্যোধন নহে তোর ভাই ॥
তাহার কারণে কেন তুহ্মি কর শোক ।
শান্ত হও যুধিষ্ঠির বাক্য শুন মোক ॥
যেমত অধর্ম্ম কৈল সেই পাপমতি ।
দুর্য্যোধন দুরন্তের সেই হৈল গতি ॥
তাহা দেখি দুর্য্যোধন ক্রোধ হৈল মনে ।
অতি ক্রোধে অর্দ্ধ অঙ্গ তোলে ততক্ষণে ॥
গদা ভর করিয়া কৃষ্ণেরে কহে দাপ ।
ক্রোধে ফোফাএ যেন লেজ কাটা সাপ ॥
পদে গঞ্জসি মূঢ় কুৎসিত বচনে ।
গঞ্জস বচন নাহি সহে দুর্য্যোধনে ॥
কংসের দাসেত যদু বংশ হৈছে হরি ।
মোর বল হেন হেতু কৃপ করি মারি ॥
ক্ষত্রি মোরে সভামৈধ্যে না গণে তোহ্মারে ।
পাণ্ডবের দাস হৈছ কার্য্য অনুসারে ॥
কপটে না মার যদি মোর সৈন্যচয় ।
তবে নাকি তোর হৈত সংগ্রামেত জয় ॥
কপটে মারিল ভীষ্ম দ্রোণ মহাধীর ।
কপটে মারহ কর্ণ বড়হি গভীর ॥
কপটে মারিলা ভূরিশ্রবা মহাবীর ।
কপটে মারিলা সর্ব্ব কুরুবংশ বীর ॥
কপটে আহ্মার উরু ভাঙ্গে মন্ত্রণাএ ।
যেমতে জেসিলা তোহ্মার করিলা নিশ্চএ ॥
তাহা শুনি কহে কৃষ্ণ শুন পাপমতি ।
যত পাপ করিলা দুরন্ত নিতি নিতি ॥
গান্ধারীর পুত্র হইয়া অধর্ম্ম দুরাচারী ।
সমূলে সংহারিতে তোরে যেইমতে পারি ॥
সভা মৈধ্যে দ্রৌপদীরে কৈলা পরিহাস ।
সেই দিন না জান হইব সর্ব্বনাশ ॥
এথ কহি জনার্দ্দন যুধিষ্ঠির সনে ।
গড়েত যাইতে চলে সর্ব্ব সৈন্য সনে ॥
অবশিষ্ট সৈন্য সমে দেব যদুপতি ।
সৈন্ধ্যাকালে গড়েত প্রবেশে শীঘ্রগতি ॥
নানাবাদ্য করি সবে গড়েত সামাএ ।
দৈত্য মারি ইন্দ্রে যে স্বর্গে চলি যাএ ॥
গড় মৈধ্যে গিয়া রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
নানামতে করিলেক কৃষ্ণের স্তবন ॥
তোহ্মার প্রসাদে হৈল শত্রুকুলক্ষয় ।
তোহ্মার প্রসাদে মোর হইলেক জয় ॥
দুর্য্যোধনবধ সাঙ্গ হৈল এথ দূরে ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভরতরিবারে ॥

CENTRAL LIBRARY

সৌপ্তিক পর্ব

CENTRAL LIBRARY

সৌপ্তিক পর্ব

নিশাযুদ্ধে অশ্বত্থামার নিধন-যজ্ঞ :
ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র প্রভৃতির নিধন

জনমেজয় রাজাএ বোলে কহ মহামুনি ।
তারপরে কি হইল কহ দেব শুনি ॥
মুনি বোলে শুন রাজা হৈয়া সাবহিত ।
তিন বীরে যে কহিল কহ সুনিশ্চিত ॥
বিপদ কালেত বুদ্ধি হএ বিপরীত ।
কি করিব ধর্ম্মকর্ম্মে কি করিব নীত ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য রাজা পড়ে রণে ।
মৃত যুদ্ধে জিনিতে চাহন্ত দুর্য্যোধনে ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আইল সেই তিন ব্যক্তি ॥
সমীপে দেখিল এক গহন কানন ।
তাতে গিয়া বিশ্রাম করিল তিন জন ॥
শোকাকুল হৃদয় ধ্যায়ন্ত দুর্য্যোধন ॥
বটবৃক্ষতলে গিয়া বিশ্রাম করিল ।
তৃণ জল দিয়া তথা তুরগ বান্ধিল ॥
বটবৃক্ষ তলেত বসিল তিন জন ।
হৃদয় ধ্যায়ন্ত যেথা [আছে] দুর্য্যোধন ॥
কৃতবর্ম্মা কৃপের চক্ষেতে নিদ্রা আইল ।
পিতৃশোকে অশ্বত্থামা চৈতন্য লভিল ॥
মহাশোকে দহে তনু নিঃশ্বসয়ে বীর ।
নয়নে গলএ ধারা যেহেন নদীর ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল রাজার গোচর ।
চিন্তিয়া অশ্বত্থামা ভাবিয়া বিকল ॥
নানাদিগ হৈতে আইল বহু পক্ষিগণ ।
চারিদিগে চাহে বীর সচকিত মন ॥
সেই বটবৃক্ষে সব পক্ষী কৈল বাস ।
দিন অবশেষ হৈল রজনী প্রবেশ ॥
ঊর্দ্ধমুখে চাহে বীর গাছের উপরে ।
সহস্রে সহস্রে পক্ষী পড়ে নিরন্তরে ॥
এক মহাপেচক রজনীমুখে আইল ।
নিঃশব্দে যে বটবৃক্ষ বাসাতে সামাইল ॥
নিদ্রা যাএ যত পক্ষী গাছের উপরে ।
একে একে আনি তারে উলূকে সংহারে ॥
পক্ষীর শুণিত মাংসে ভরিল উদর ।
তাহা দেখি অশ্বত্থামা চিন্তেন অন্তর ॥
মোর ভাগ্যে আজি বটবৃক্ষ মূলে আইল ।
নানা উপদেশ মোরে উলূকে শিখাইল ॥
না পারিব দিবসে পাণ্ডব জিনিবার ।
নিশাকালে রজনীতে করিব সংহার ॥
পিতৃবৈরী সংহারিয়া প্রতিজ্ঞা পালিব ।
তবে সে রাজার মন সন্তোষ হইব ॥
অন্যায় করিল রণ পাণ্ডবনন্দন ।
ঊরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্য্যোধন ॥
কপটে কপট করি তাতে নাহি দোষ ।
প্রতিজ্ঞা পালিলে হৈব নৃপতি সন্তোষ ॥
কৃতবর্ম্মা কৃপের চক্ষুতে নিদ্রা আইল ।
সে দুইরে অশ্বত্থামাএ চৈতন্য করাইল ॥
অনুমতি মাগিয়া উত্তর না পাইল ।
তাহার মাতুল কৃপে বিস্তর বলিল ॥
পুনি কৃপে বলিলেক শুনহ বচন ।
ধর্ম্ম না হএ কর্ম্ম বিধর্ম্ম শোভন ॥

আহ্মি দুই সহায়ে তুহ্মি করিবা যে রণ।
আহ্মার অগ্রেত কালি হৈব কোন জন॥
পুনি কহে অশ্বত্থামাএ হৃদয় আকুলি।
আপনার বুদ্ধি পরবুদ্ধি হৈতে বলী॥
অবশ্য রাত্রিতে আহ্মি করিব সংহার।
শতেক অধর্ম্ম হৌক না করি বিচার॥
যদি কীটপতঙ্গযোনিতে হএ গতি।
তথাপি পাঞ্চালগণ মারিব আজি রাত্রি॥
কপটে করিল মোর পিতৃসংহার।
ভীম দ্রোণ কপটে যে করিল সংহার॥
উরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
অধর্ম্মে করিল রণ পাণ্ডুর নন্দন॥
বেদমন্ত্রে যে মাথা করিল অভিষেক।
সেই মুণ্ড ভীমসেনে পাএ ঠেলিলেক॥
সহিতে না পারে আহ্মি সে সব অধর্ম্ম।
করিব নিশ্চএ আহ্মি [অ] ধর্ম্মের কর্ম্ম॥
ই বলিয়া অশ্বত্থামা রথেত চড়িল।
পাঞ্চাল শিবির বলি সত্বরে চলিল।
একরথে যাএ অশ্বত্থামা মহারথী।
কৃপ কৃতবর্ম্মা দুই চলিল সংহতি॥
শিবিরে দ্বারপাশে রহে দুই বীর।
গড়ে গেল অশ্বত্থামা নির্ভয় শরীর॥
শিবিরদ্বারে দেখে পুরুষ আকার।
চন্দ্রসূর্য্য সম কান্তি দেখি ভয়ঙ্কর॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গজচর্ম্ম গাএ।
শতে সহস্রে কণ্ঠে ভুজঙ্গে খেলাএ॥
দীর্ঘমুখ মহাবাহু অতি ভয়ঙ্কর।
বড় বড় দশন যে হস্তে অস্ত্রধর॥
অশ্বত্থামা মহাবীরে না করিল ভয়।
অস্ত্র সব বরিষএ সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥
সর্ব্ব অস্ত্র বরিষএ সংগ্রাম ভিতর।
শক্তি মেলি হানে অশ্বত্থামা ধনুর্দ্ধর॥
উফড়িয়া পড়ে শক্তি না লাগিল গায়।
তপন পরশি যেন উল্কা বাহিরায়॥

ক্রোধ করি অশ্বত্থামা গদা মেলি হানে।
গদা গ্রাসিল বীর দেখে বিদ্যমানে॥
সর্ব্ব অস্ত্র অভাবে বিস্ময় দ্রোণসুত।
মনে মনে চিন্তিল দেখিয়া অদ্ভুত॥
গুরুবাক্য না ধরিয় তার ফল পাইলম।
উন্মত্ত জনের হাতে বিক্রম হারাইলম॥
মহাদেব হেন করি চিন্তিলেক মন।
রথ হৈতে নামি বীর করএ স্তবন॥
বিস্তর করিল স্তুতি দ্রোণের নন্দন।
ক্ষেণেকে প্রত্যক্ষ হৈল দেবপঞ্চানন॥
বহু স্তুতি করি বীরে কৈল জোড় হাত।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে দিল ভূতনাথ॥
কৃষ্ণের যে প্রিয় আহ্মি পাণ্ডব রাখিল।
তোহ্মার ভক্তিএ তাহা [এবে] উপেক্ষিল॥
কালে তাকে সংহারিব বিধির লিখিত।
হেতুমাত্র তুহ্মি তার হৈলা সমাহিত॥
ই বলিয়া মহাদেবে হাতে খড়্গ দিল।
আপনার বিভূতি আপনে সম্বরিল॥
স্বপ্ন অনুভব হেন ভাবিলেক মনে।
সেই মহা খড়্গ লৈয়া ধাইল তখনে॥
শিবিরে প্রবেশ কৈল অশ্বত্থামা বীর।
প্রবেশিল গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের মন্দির॥
বহুল সুগন্ধি পুষ্প ধূপ সুবাসিত।
চারিদিগে দিব্য নারী রত্নে বিভূষিত॥
নিদ্রা যাএ ধৃষ্টদ্যুম্নে দিব্য কলেবরে।
মণিরত্নে দীপ্তি করে যেন পুরন্দরে॥
পিতৃশোকে অশ্বত্থামা জাগ্রত চরণে।
শয্যা হৈতে উঠিতে ধরিল ততক্ষণে॥
কেশে ধরি তাহারে ভূমিতে পাড়িল।
শয়নের গজ যেন সিংহে পরাজিল॥
যুদ্ধশ্রমে ধৃষ্টদ্যুম্নে নিদ্রাএ বিকল।
শক্তি নাই উঠিতে পড়িল ভূমিতল॥
তাহার উপরে বৈসে দ্রোণের নন্দন।
কথঞ্চিৎ ধৃষ্টদ্যুম্নে কহিল বচন॥

গুরুর তনয় তুহ্মি গুরু মহামতি ।
অস্ত্রে মোরে মারহ হউক স্বর্গগতি ॥
অশ্বত্থামা মহাবীরে কহিল বচন ।
গুরুবধ কৈলা তুহ্মি পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
না হানিব অস্ত্রে তোরে না হৌক স্বর্গগতি ।
গুরুবধ যেই করে নরকে বসতি ॥
ই বলিয়া অশ্বত্থামা ধরে আরবার ।
চরণ প্রহারে তারে করিল সংহার ॥
নারী সবে বেড়িয়া করএ কোলাহল ।
অস্ত্র লৈয়া বাহির হৈল রক্ষক সকল ॥
বহু সৈন্য আইসে দেখিয়া বহু রণ ।
অস্ত্র লৈয়া বীর সব আইসে ততক্ষণ ॥
পশু হেন মারে তাহা অশ্বত্থামা বীর ।
সর্ব্ব বীর ধাইলেক নির্ভয় শরীর ॥
গদা মেলি হানিলেক সেই মহাবীরে ।
গদা মারে দ্রোণপুত্র হৃদয় উপরে ॥
সহিয়া গদার ঘাও ধরিলেক চুলে ।
সেইমত ধরি তাকে মারে মহাবলে ॥
যত মহারথী আছে শয্যাতে শয়ন ।
খড়্গ দিয়া সবাকে কাটিল ততক্ষণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে পড়িল শুনিয়া ততক্ষণ ।
অস্ত্র লৈয়া আইল পঞ্চ দ্রৌপদীনন্দন ॥
অশ্বত্থামা উপরে করএ শরজাল ।
উত্তমৌজা শিখণ্ডী আইল সেইকাল ॥
দ্রোণপুত্র বেড়িয়া হানএ সেইকালে ।
নিরন্তর পড়ে দ্রোণপুত্রের কপালে ॥
রথ এড়ি অশ্বত্থামা ভূমিতে নামিল ।
খড়্গ চর্ম্ম হাতে করি কাটিবারে আইল ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কৈল মহারণ ।
একবারে কাটে সেই বীর পঞ্চজন ॥
খড়্গ লৈয়া শিখণ্ডীরে কৈল খণ্ড খণ্ড ।
আর যত বীর মারে সমরে প্রচণ্ড ॥
পাঞ্চালের পুত্র পৌত্র মারে যথাতথা ।
বিচরাহি বীরে কাটিলেক মাথা ॥

সঞ্জয়ে কহন্ত শুন তিন কোটি লোক ।
দ্রোণপুত্রে কাটিল ভাবিয়া পিতৃশোক ॥
আর যত অবশিষ্ট ধায়ন্ত বাহিরে ।
তাহাক কাটন্ত কৃপ কৃতবর্ম্মা বীরে ॥

দুর্য্যোধনের মৃত্যু-প্রসঙ্গ

পাণ্ডবের বীরসব করিয়া সংহার ।
তিন বীর চলিলেক রাজা ভেটিবার ॥
পঞ্চ মাথা অশ্বত্থামা লইলেক রথে ।
সেইকালে নৃপতির হর্ষ বাড়াইতে ॥
কিছুমাত্র শেষ আছএ দুর্য্যোধন ।
রথ হৈতে নামিয়া চলিল তিন জন ॥
রাজাক বেড়িয়া সব করএ ক্রন্দন ।
হাহাকার করএ যে তিন মহাজন ॥
কান্দিতে কান্দিতে কৃপে হাত পরশাইল ।
রাজার বদন হৈতে রুধির খসাইল ॥
তিন জন কান্দে তান মুখ ধরি হাতে ।
দুই চক্ষু পাকাইয়া চাহে নরনাথে ॥
বিধাতার অশক্য না হএ কিছু তার ।
নিমেষেকে সংহারিতে পারএ সংহার ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্য্যোধন ।
হেনমতে মহাজনের হইল মরণ ॥
বিচিত্র শয্যাতে তার দিব্য দিব্য নারী ।
ভূমিতে শয়ন দেখ হেন অধিকারী ॥
সকল পৃথিবী যার বহন্ত নির্দ্দেশ ।
হেন দুর্য্যোধনের ভূমিতে লোটে কেশ ॥
সহস্রে সহস্রে নৃপে কৈল জোড়হাত ।
অভয় মাগএ আসি যাহার সাক্ষাৎ ॥
সেই দুর্য্যোধন যে ভূমিতে লোটায়ন্ত ।
রজনীতে নির্জ্জনে শৃগালে বেড়িছেন্ত ॥
দ্রোণপুত্রে বিলাপন্ত মুখে মুখ জুড়ি ।
হা হা দুর্য্যোধন রাজা কোথা যাও এড়ি ॥
সর্ব্ব ধনুর্দ্ধর মৈধ্যে গণিএ তোহ্মারে ।
রাজসিংহ হেন করি দোষএ সংসারে ॥

ইন্দ্রের সদৃশ তুহ্মি সকলে জানিল ।
বলভদ্রে তোহ্মারে আপনে বাখানিল ॥
হেন অপকর্ম্ম কৈল সমর ভিতর ।
উরু ভাঙ্গি মারিল দুরন্ত বৃকোদর ॥
ধর্ম্ম লঙ্ঘিয়া ভীমে কৈল হেন কর্ম্ম ।
নিষেধ না কৈল তোহ্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্মযুদ্ধে তোহ্মার হইম স্বর্গগতি ।
অপরাধ করিলেক ভীম পাপমতি ॥
আহ্মি সব কুমিত্র কুবুদ্ধি কুসহায় ।
আহ্মি প্রাণ ধরিতে যে তোহ্মা প্রাণ যায় ॥
হেনমতে বিলাপ করিয়া তিন জন ।
উচ্চৈঃস্বরে অশ্বত্থামাএ কহিল বচন ॥
এক বাক্য কহি রাজা কর অবধান ।
শ্রুতি সবে বাক্য শুন অমৃত সমান ॥
পাণ্ডুবংশ অবশিষ্ট আছে পঞ্চজন ।
আর যত আহ্মি সবে করিলম নিধন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মারিলম সর্ব্বজন ।
বিশেষ মারিল পঞ্চ দ্রৌপদীনন্দন ॥
এথ শুনি দুর্য্যোধনে পাইল চেতন ।
হাতে ভর করি রাজা বসিল তখন ॥
দ্রোণ ভীষ্মে না করিল যত উপকার ।
না করিল কর্ণে তবে প্রকার আহ্মার ॥

অশ্বত্থামাকে
সেনাপতিত্বে বরণ

মর্ম্মবৈরী মারি মোহা কৈলা প্রীতি ।
অন্তকালে তোহ্মারে মানিলম সেনাপতি ॥
তবে কৃতবর্ম্মা হাতে জল আনাইল ।
বেদমন্ত্রে সেইমতে অভিষেক কৈল ॥
করিম বাখান তোহ্মা ইন্দ্রের গোচর ।
সবান্ধবে কর্ম্ম তুহ্মি করিছ দুষ্কর ॥
তুহ্মি সব ধৈন্য এবে চলি যাও ঘর ।
আহ্মিহ চলিয়া যাই ত্যজি কলেবর ॥
ই বলিয়া নিঃশব্দ যে হৈল নৃপবর ।
হেনকালে পুষ্পরথে আইল পুরন্দর ॥
শরীর ছাড়িয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন ।
সেই রথে চড়ি গেল ইন্দ্রের ভুবন ॥
অর্দ্ধ সিংহাসন ইন্দ্রে দিলেক তাহারে ।
এহিমতে দুর্য্যোধন গেল স্বর্গপুরে ॥
কান্দিতে কান্দিতে যাএ তিন মহাবীর ।
উলটি পালটি চাহে রাজার শরীর ॥
সৌপ্তিক পর্ব্বের কথা সাঙ্গ এতদূরে ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভবতরিবারে ॥

CENTRAL LIBRARY

ব্যাসমহাভারতে ইহাকে
সৌপ্তিক পর্বান্তর্গত পর্বাধ্যায়
বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

ঐষীক পর্ব

CENTRAL LIBRARY

ঐষীক পর্ব

দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশন

জয় মুনি কহন্ত কথা শুনে জনমেজয়।
ধৃতরাষ্ট্রে স্থানে কথা কহিল সঞ্জয় ॥
অশ্বত্থামা বধিলেক দ্রৌপদীনন্দন।
শিবিরের মৈধ্যে উঠে বহুল ক্রন্দন ॥
কুমারের সারথি জানাইল যুধিষ্ঠির।
শিবিরে সংহার কৈল দ্রোণপুত্র বীর ॥
একজন না রাখিল পড়িল সর্ব্ব বীর।
কৃতবর্ম্মাএ রাখিলেক আমার শরীর ॥
পুত্রশোকে যুধিষ্ঠির পড়িল ভূমিত।
হা হা পুত্র করি রাজা হৈল মুহচ্ছিত ॥
সাত্যকি সহিতে আইল চারি ভাই।
হা হা পুত্র করি রাজা চৈতন্য হারায় ॥
জল দিয়া চৈতন্য করাইল সর্ব্ব জন।
বহুল বিলাপ কৈল পাণ্ডুর নন্দন ॥
পঞ্চপুত্র পড়ে মোর সংগ্রামেত শূর।
জয় মোর যথেক আনন্দ গেল দূর ॥
বাপ ভাই পড়িল পড়িল পুত্রসব।
দ্রৌপদীএ সহিবেক কত পরাভব ॥
ঝাটে যাও নকুল দ্রৌপদী গিয়া আন।
পুত্রশোক পরাভব না সহে পরাণ ॥
নকুল পাঠাইয়া দিল দ্রৌপদী আনিবারে।
আপনে চলিল ধর্ম্ম শিবির ভিতরে ॥
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করএ নরপতি।
হা হা পুত্র করিয়া আক্রোশে নরপতি ॥
শোকে ব্যাকুল রাজা হইল অস্থির।
পুনি পুনি চাহে রাজা পুত্রের শরীর ॥
হেনকালে নকুলে যে দ্রৌপদী আনিল।
পুত্র পুত্র করি রাজা চৈতন্য হারাইল ॥
ভূমিতে পড়িয়া দেবী করন্ত বিলাপ।
হৃদয়ে দহিয়া উঠে পুত্রশোক তাপ ॥
ধূলিএ ধূসর হইল সকল শরীর।
দ্রৌপদীক ধরি তোলে বৃকোদর বীর ॥
ভীমক দেখিয়া দেবী ভর্জন্ত বিস্তর।
কুশলে আছএ তুমি বীর বৃকোদর ॥
সকল পৃথিবী পাইলা পুত্র কোন কাজ।
অভিমন্যু পড়িল না [শোচে] ধর্ম্মরাজ ॥
নিশাকালে পুত্র মোর দ্রোণপুত্রে মারে।
সুখে রাজ্য কর এবে পঞ্চ সহোদরে ॥
বাপ ভাই সকল মোর পড়িলেক রণে।
তথাপিহ রহে মোর কঠিন জীবনে ॥
পুত্রশোকে দহে মোর সর্ব্ব কলেবর।
এড অশ্বত্থামা জীএ সংসার ভিতর ॥
এ বলিয়া দ্রৌপদী কান্দএ ঘন ঘন।
কোলে করি নৃপতিএ শান্তাএ আপন ॥
আপনার কর্ম্মফলে জীবন মরণ।
বাপ ভাই পুত্রশোকে চিন্ত কি কারণ ॥
অশ্বত্থামা পাপমতি পলাইল রণে।
কোন কার্য্য অর্জ্জিবেক তাহার কারণে ॥
পুনি দেবী কহে শোক সম্বরিতে নারি।
ভ্রাতৃপুত্র মারে মোর অন্যায় যে করি ॥
যুদ্ধে তাকে জিনিয়া মাথার মণি পাম।
তবে সে মানবশোক সকল শান্তাম ॥
এ বলিয়া ভীমক বোলএ বারে বার।
বীর হেন করহ আপনা অহঙ্কার ॥

বাপ ভাই পুত্র মোর সংহারিল ছলে।
এভো দ্রোণপুত্র জীএ পৃথিবীমণ্ডলে॥
দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া বৃকোদরে।
রথে চড়ি সমরেত চলিল সত্বরে॥
রথের সারথি হৈল নকুলকুমার।
দুই ভাই চলিল বিপক্ষ মারিবার॥
মহাবেগে যাএ দুই ক্রোধ করি মনে।
যুধিষ্ঠির সম্বোধিয়া বোলে জনার্দ্দনে॥

ব্রহ্মশির অস্ত্র

পুত্রশোকে বৃকোদরে না করে বিচার।
একরথে যাএ দ্রোণপুত্র মারিবার॥
প্রিয় সহোদর ভীম সংগ্রামকুশল।
ঝাটে তানে পরিত্রাণ কর মহাবল॥
ব্রহ্মশিরা[১] মহাঅস্ত্র দহে বসুমতী।
অর্জ্জুনক দিলেন্ত আচার্য্য মহামতি॥
ব্রহ্মচর্য্য থাকে যেই দ্বাদশ বৎসর।
হেন জনে পালিতে পারএ অস্ত্রবর॥
ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া যেবা অস্ত্র ধরে।
তবে তাকে সম্বরিতে কদাচিৎ নারে॥
হেন হেতু অর্জ্জুনে না করে কদাচিৎ।
সেই অস্ত্রে অশ্বত্থামা সমরে পণ্ডিত॥
সেই অস্ত্র অশ্বত্থামা ভালমতে জানে।
বাণে বাণে সম্বরিতে জানএ অর্জ্জুনে॥
ভীমক দেখিয়া যদি ছাড়ে অস্ত্রবর।
কোন বুদ্ধি পরিত্রাণ পাএ বৃকোদর॥
চল চল যুধিষ্ঠির তোহ্মাক বুঝাই।
তোহ্মি আহ্মি অর্জ্জুনে ভীমের সঙ্গে যাই॥
এ বলিয়া গোবিন্দ চলিল ততক্ষণ।
আপনার রথেত করিল আরোহণ॥
যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন বসিল দুই পাশে।
মৈধ্যে বৈসে বাসুদেব দেখিএ বিশেষে॥
অশ্বত্থামা চাহি যাএ ভাগীরথীতীর।
ব্যাসের আশ্রমে গেল সেই পঞ্চবীর॥
হাতে ধনুক বীর মারিবারে যাএ।
গজক ধরিতে যেন সিংহরাজ ধাএ॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির পড়ে রুধির ভূষণ।
রুধিরে জড়িত তনু হাতে ধনুঃশর॥
হেনকালে দেখি আই সে বীর বৃকোদর।
তবে পাছে দুই ভাই সঙ্গে দামোদর॥
অশ্বত্থামাএ কহে মোর নাহি পরিত্রাণ।
ব্রহ্মশিরা জপিল বাপের মহাজ্ঞান॥
সেই শ্বেত কৌশিক দক্ষিণ হস্তে লৈল।
ব্রহ্মশিরা মহাঅস্ত্র আরোপণ কৈল॥
আজি নিঃস্ব পাণ্ডব হইব পৃথিবীমণ্ডল।
এ বলিয়া অস্ত্র এড়ে দ্রৌণী মহাবল॥
তবে শ্বেত কৌশিকেত অগ্নি উপজিল।
প্রলয়কালেত যেন হুতাশন জন্মিল॥
পাণ্ডবক বলি যাএ পরশি গগন।
ইঙ্গিত বুঝিয়া কৃষ্ণ বলিল বচন॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন ঝাটে করহ সন্ধান।
দ্রোণ দিছে ব্রহ্মশিরা জোড় বিদ্যমান॥
গুরুপুত্র পরিত্রাণ ভাইর নিস্তার।
সাবধানে কর তুহ্মি অস্ত্রের সংহার॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দেবগুরু প্রণমিয়া জুড়িলেক শর॥
গুরুপুত্র কুশল কুশল পাণ্ডুসুত।
অস্ত্রশস্ত্র সংহারএ বিক্রমে অদ্ভুত॥
এ বলিয়া অস্ত্র এড়ে বীর ধনঞ্জয়।
দুই অগ্নি গগনে হইল মহাভয়॥
তবে ব্যাস নারদ আসিল দুইমুনি।
দুই অস্ত্র মৈধ্যে রহিল দুই মহাগুণী॥

১. মূল—ব্রহ্মশির

দুই জনে কহে দুই জন সম্বোধিয়া।
সৃষ্টি নাশ কর কেনে মহাজন হইয়া॥
মহা মহা বীর ছিল সংসার ভিতর।
মনুষ্যেত ই অস্ত্র না করে গুরুতর॥
মুনির বচন হেন শুনি ত্বরমাণ।
ধনঞ্জয় মহাবীরে সম্বরিল বাণ॥
মুনিকে প্রণাম করি কহে ধনঞ্জয়।
পুটাঞ্জলি করি বীরে মাগন্ত অভয়॥
মুই অস্ত্র করিলম অস্ত্রক নিবারিতে।
অশ্বত্থামা অস্ত্র এড়ে পাণ্ডব বধিতে॥
তোহ্মার আজ্ঞায় মুই সম্বরিলাম বাণ।
কোনমতে নি হইব পাণ্ডব পরিত্রাণ॥
অশ্বত্থামা বীরে তবে কহিল বচন।
অধর্ম্ম করিয়া বীরে মারে দুর্য্যোধন॥
এহি ক্রোধ সম্বরিতে নাহি পারি মনে।
বিলাপ করি আহ্মি এহি সে কারণে॥
ব্যাস নারদে তবে কহিল বুঝাই।
পিতৃশিষ্য অর্জ্জুন তোহ্মার হএ ভাই॥
গুরুভক্তি অর্জ্জুনে যে হৃদএ ধরিল।
তোহ্মাকে কহিয়া সেই অস্ত্র নিবারিল॥
তোহ্মার নিষেধ পাইয়া সংহারিল পুনি।
তুহ্মিহ সংহার বাণ নিজ মান গুনি॥
মুনির বচনে কহে দ্রোণের তনয়।
মোর অস্ত্র নিবারিতে চাহে ধনঞ্জয়॥
সংহারিতে শক্ত নহে মোকে ক্ষেমা কর।
উত্তরার গর্ভে এড়ম এহি আজ্ঞা কর॥
উত্তরার গর্ভে এড়ে মুনির আদেশে।
কৃষ্ণে ডাকি কহিলেন্ত অশেষে বিশেষে॥
অর্জ্জুনের পুত্রবধূ বিরাটদুহিতা।
অতি পতিব্রতা অভিমন্যুর বনিতা॥
ব্রতবন্ত ব্রাহ্মণে তাকে দিছে বর।
তোর পুত্র হৈব পরীক্ষিৎ নৃপবর॥
পাণ্ডুবংশ রক্ষা হেতু হৈব তোর সুত।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সংগ্রামে অদ্ভুত॥
ব্যর্থ না করিয় বীর মুনির বচন।
উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর নন্দন॥
ক্রোধ হইল দ্রোণপুত্র কৃষ্ণের বচনে।
পাণ্ডবের পক্ষ তুহ্মি হও প্রতিদিনে॥
মোর বাক্য অন্যথা না হএ কদাচিৎ।
উত্তরার গর্ভপাত হইব পৃথিবীত॥
উত্তর গর্ভে অস্ত্র এড়িব অবশ্য।
মধ্যস্থের মত নহে তোহ্মার রহস্য॥
ক্রোধ করি গোবিন্দে কহেন আর বার।
কহিয়া বুঝিল আহ্মি তোর ব্যবহার॥
অস্ত্রে তোর হইব অমোঘ সন্নিপাত।
উত্তরার গর্ভে না হইব গর্ভপাত॥
জন্মিবেক পরীক্ষিৎ পৃথিবী ভিতর।
দীর্ঘ পরমায়ু হইব পরম সোন্দর॥
তুহ্মি পাপ স্বরূপ জানএ সর্ব্বলোক।
শিশুঘাত পাতকে নরকে নিব তোক॥
এহি পাপ ফলে তোর হইব দুর্গতি।
তিন শত বরিষ ভ্রমিবা বসুমতী॥
না হইব নিরন্ত তোর নির্জ্জনে বেড়াইবে।
পৃথিবী বেড়াইয়া তুহ্মি [মুক্তি] না পাইবা॥
পূজশোণিত গন্ধ যা খণ্ডিব গাএ।
সর্ব্বরোগ শরীরে হইব সমুদাএ॥
উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎ মহাবল।
কৃপ হৈতে সর্ব্ব অস্ত্র শিখিব সকল॥
ষষ্টি সহস্র বরিষ পালিব বসুমতী।
যুধিষ্ঠির অন্তরে হইব নরপতি॥
তোর অস্ত্র সহিয়া জীয়াইব আহ্মি তাক॥
মোর সৈত্য বলবুদ্ধি তপের বিপাক॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কহে ব্যাস মুনি।
পাপ কর দ্রোণপুত্র হৃদএ না গণি॥
ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করত না হও ব্রাহ্মণ।
সকল ফলিব তোহ্মার কৃষ্ণের বচন॥
মণি দিয়া পাঠাও পাণ্ডব যাউক ঘর।
যেই মণি আছে তোর মাথার উপর॥

মুনির বচন শুনি দ্রোণের তনয় ।
শির হতে মণি দিল বিষণ্ণ হৃদয় ॥
ব্যাসে বোলে মণি তোহ্মার রইব কথ দিনে ।
স্নানে তৈল দিব জলে যত নরজনে ॥
দ্রোণপুত্র তথা রহিল বিষণ্ণ বদনে ।
মণি লইয়া পাণ্ডব চলিল কৃষ্ণ সনে ॥
কৃষ্ণ ব্যাস নারদ করিয়া পুরঃসর ।
দ্রৌপদী গোচরে গেল চারি সহোদর ॥
কৃষ্ণ সনে সেত করিল প্রবেশ ।
দ্রৌপদী কান্দন করে বিগলিত বেশ ॥
মণি দিল বৃকোদর রাজার আদেশে ।
প্রণয় বিনয় করি কহিল বিশেষে ॥
উঠ দেবী মণি নেয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কর ।
পুত্রবৈরী জিনিয়া মাথার মণি ধর ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তার না লইল প্রাণ ।
মণি নেয় দেবী হের সাধিল সম্মান ॥
দ্রৌপদী কহিল গুরুপুত্র গুরুজন ।
উচিত করিলা তার রাখিয়া জীবন ॥
রাজার মাথাতে নিয়া বান্ধিলেক মণি ।
এ বলিয়া উঠিলেক পাণ্ডব রমণী ॥
গুরু গৌরবে মানি মাথাতে ধরিল ।
দেবীর সাদরে মণি রাজাএ ধরিল ॥
ঐষীক পর্ব্বের কথা সাঙ্গ এথ দূরে ।
সঞ্জএ কহিল কথা ভবতরিবারে ॥

CENTRAL LIBRARY

স্ত্রী পর্ব

CENTRAL LIBRARY

স্ত্রী পর্ব

ধৃতরাষ্ট্রের শোক :
বিদুরের সান্ত্বনা দান

জয় মুনি কহন্ত স্ত্রী পর্ব্ব অনুষ্ঠান ।
সঞ্জএ কহন্ত কথা ধৃতরাষ্ট্র স্থান ॥

দীর্ঘ ছন্দ

দুর্য্যোধন মৈল যবে সঞ্জএ কহিল তবে
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে ।
যেন ইন্দ্রবজ্রপাত পড়িলেক মাথাত
কর্ণ যেন রুধিল নির্ঘাতে ॥
সকল পৃথিবীপতি অস্ত্রশাস্ত্রে মহামতি
রণে ইন্দ্র কুবের শঙ্কর ।
হেন পুত্র যার মরে সে কেনে পরাণ ধরে
ধিক ধিক পরমায়ু বল ॥
করন্তি পুত্রের শোক অনেক চাহিল লোক
স্তবধ রূপে আছি বিশেষ ।
বাউ ভগ্ন যেন তরু নৃপতি জগতগুরু
মোহেতে পড়িল মহীদেশ ॥
এক শত পুত্র মৈল সকল নিধন হৈল
সঞ্জএ কহিল সব বাত ॥
হা হা পুত্র পুত্র করি কান্দে কুরুঅধিকারী
শৈলে যেন হৈল বজ্রপাত ।
বিধি কৈল উপকার হরিল নয়ান ভার
শোক দুঃখ না ভাবিলাম তার ।
জানিলাম ধর্ম্মের বলে নৃপতির কলেবরে
খেনে খেনে অগ্নিঅনুভব ।
হা হা পুত্র দুর্য্যোধন হা হা পুত্র দুঃশাসন
হা হা ভীষ্ম শান্তনুনন্দন ।
হা হা দ্রোণ কর্ণ বীর আছে মোর শরীর
কেনে রহে মোহের জীবন ॥
এ বলিয়া নরপতি বিলাপএ বসুমতী
দুই চক্ষুর জল পড়ে ধারে ।
যথ যথ দুঃখ গুণ পুত্রশোক নহে উন
অগ্নিএ দহএ কলেবরে ॥
আর্ত্তনাদ করি বীর ভূমিতে লোটায় শির
হা হা পুত্র দুর্য্যোধন করি ।
পড়ি আছে খাটপাট রত্ন নির্ম্মিত খাট
কি হইল কুরুঅধিকারী ॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোকে পড়িল আমার লোক
পড়িল সুহৃদ বন্ধুজন ।
করপুটে ভিক্ষা করি জীম মুঞি হরি হরি
পৃথিবী করিয়া পর্য্যটন ॥
আমার ললাটে আছে হেন সে লিখিল পাছে
কুরুবংশে রাখিতে থাখরি ।
পৃথিবী সকল শাসি ভুগিব রত্ন রাশি রাশি
পরিচর্য্যা করিমু কাহারি ॥
বৃদ্ধ হইলম অতি জীর্ণ পক্ষী যেন পাখাহীন
বার্দ্ধক্যে হারাইলম রাজসুখ ।
নয়ন বিহীন তনু রশ্মিহীন যেন ভানু
কেমতে সহিব এহি দুঃখ ॥
পূর্ব্বে মোহিত কামে কহিছে পরশুরামে
হিতবাক্য না ধরিলাম মনে ।
নৃপতি সভাতে বসি কহিল নারদ ঋষি
সেই বাক্য না ধরিলাম মনে ॥

পিতা মোর ব্যাস মুনি বলিল হৃদএ শুনি
তাজিবারে তনয়ে দুর্জ্জয় ।
না শুনিলম হিতবাদী হারাইলম রাজধানী
দুর্যোধনে কৈল নন্দনক্ষয় ।
সভা মৈধ্যে উপদেশ কৃষ্ণে কৈল বিশেষ
বান্ধিয়া রাখিতে দুর্যোধন ।
না শুনিলাম তান বাণী হারাইলাম রাজধানী
বেদ সে কৃষ্ণের বচন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ নিধন সদাএ পোড়এ মন
মোর বাক্য শুনরে সঞ্জয় ॥
পূর্ব্ব জন্মে কৈলু পাপ তে কারণে পাইলম তাপ
এহি বাক্য জানিয় নিশ্চয় ॥
বিধি দিল দুঃখ ভোগ পুত্র সব বিয়োগ
কোন বুদ্ধি করিবে সঞ্জয় ।
পাইলম অনেক তাপ নাহি জানি কার শাপ
এহি বাক্য জানিয় নিশ্চয় ॥
মো হৈতে দুঃখিত জন আর নাঞি ত্রিভুবন
মোর পুনি মরণ সে হিত ।
ঝাটে মোরে নেয় রণে দেখায় পাণ্ডবগণে
আজি মুই মরিম নিশ্চিত ॥
রাজার বিলাপ শুনি সঞ্জএ কহিল পুনি
সে শোক করিতে নিবারণ ।
শুন শুন মহারাজ জোড়হাতে কহি কাজ
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ ॥
বেদশাস্ত্র মহাজ্ঞান যাগমতে যবে দান
পৃথিবীতে তোহ্মার বাখান ।
তুহ্মি হও নরোত্তম কেহ নহে তোহ্মা সম
না শোচে করহ অবধান ॥
নরপতি অনুপাম আছিল সঞ্জয় নাম
পুত্রশোকে বান্ধিল হৃদয় ।
ষোড়শ রাজার কথা নারদে কহিল তথা
আপনে জান মহাশয় ॥
চাহিল পুত্রের দেশে পূর্ব্বেহ করিছ বেশে
না শুনিল শুক যে বচন ।
যার যেই কর্ম্ম ফলে পৃথিবীতে সব মিলে ।
অনুশোচ কর কি কারণ ॥
সহজে দুরন্ত জন রাজা হইল দুর্যোধন
সাধুজন বচন না শুনে ।
বিদুরের বাক্য শুনি উপহাস করে পুনি
বুদ্ধি দিল সুবলনন্দনে ।
দুঃশাসন ভাই যার কর্ণ চিত্রসেন আর
বুদ্ধি দিল শকুনি দুর্জ্জনে ।
ই সব করিল মার ভীষ্মক মাগনে আর
গান্ধারীর বচন না শুনে ।
কৃষ্ণে কহে যত পুনি অহঙ্কার কহে শুনি
ধর্ম্মপথ পরিহরে দূর ।
কেবল মাগএ রণ মূঢ়মতি দুর্যোধন
কেমতে না যাই যমপুর
আপনে মধ্যস্থ হৈলা তাতে কিছু না কহিলা
পুত্রপক্ষে বাড়াইলা রোষ ।
তুহ্মি ছিলা বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয় করিলা অন্ত
পুত্রসব হইলেক ভস্ম ॥
আসে যেই চিন্তে পাপ পাছে পাএ অনুতাপ
অনুশোচনা করিম তাত ।
যে হেন মধুর তার খাইতে না পুরে আশ
দেখি গিরিগুহাপাত ॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি স্তবধ হৈল নৃপমণি
অতি দুঃখে এড়এ নিঃশ্বাস ।
বিদুর পণ্ডিতগুরু উপদেশ কল্পতরু
নৃপতিরে করন্ত আশ্বাস ॥
উঠ উঠ মহারাজা অনুশোচি নাহি কাজ
সর্ব্ব হইতে মরণ সে গতি ।
সকল সংহারে কালে আগুপাছু নাহি ভালে
সব গেল ইন্দ্রের বসতি ॥
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরি নতুন বসন ধরি
যে হেন শরীর পরিবর্ত্ত ।
তাহাতে করএ শোক না বুঝিয়া মরে লোক
আসিব যাইব হেন মত ॥

CENTRAL LIBRARY

কেহ মরে দশ মাসে কেহ মরে গর্ভবাসে
পৃথিবী পরশমাত্র করি।
কেহ মরে সৈন্যাকালে নিজ নিজ কর্ম্মফলে
কেহ কাক রাখিতে না পারি ॥
কহে ব্যাস মহামতি বিদুর সঞ্জয় প্রতি
আর যত সুহৃদ সকলে।
শীতল সলিলে সিঞ্চি তালের বীজনী বিচি
চৈতন্য করএ সেইকালে ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বিলাপ করএ অতি
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
বিদুরের উপদেশ নাহি করে পরবেশ
ব্যাসে পুনি শান্তাইতে নারে ॥
হা হা পুত্র দুর্য্যোধন হা হা পুত্র দুঃশাসন
এহিমতে কান্দে নরপতি।
শোকে দহে কলেবর কিছু না দেয় প্রত্যুত্তর
প্রবোধন্তি ব্যাস মহামতি ॥

চল তুহ্মি বসুমতী আপনার স্থানে।
দেবগণে করিয়াছে হেন হি সন্ধানে ॥
এহি দুর্য্যোধন ছিল তোহ্মার তনয়।
কলি পুরুষ হৈল জাত জানিয়া নিশ্চয় ॥
মহাক্রোধী চপল অধর্ম্ম মহাবলী।
গান্ধারীর উপজিল সাক্ষাৎ যে কলি ॥
সহোদর শত তবে দৈবের নির্ম্মাণ।
সব হৈল দুর্বিনয় তাহার সমান ॥
কর্ণ তোর সখা হইল শকুনি মাতুল।
পৃথিবী নাশের হৈল অন্যতর মূল ॥
ই সকল জানএ নারদ মহামুনি।
হেন জানি শোক না কর পুনি পুনি ॥
এহি সব যোগ যা তোহ্মারে কহিল।
ধর্ম্মের কারণে সব পাণ্ডব রহিল ॥
তোহ্মাতে পরম ভক্ত বড় রূপবন্ত।
যুধিষ্ঠির চাহি তুহ্মি শোক কর শান্ত ॥
আহ্মার আদেশে কর যুধিষ্ঠির প্রতি।
আপনা জীবন চাহ আর ধর্ম্ম নীতি ॥

স্তবধ হৈল নরপতি পুত্রপৌত্র শোকে।
নৃপতিরে বেড়িয়া চাহন্ত সর্ব্বলোকে ॥
নৃপতির বিলাপ শুনিয়া পুনি পুনি।
সর্ব্ব কথা কহে তবে ব্যাস মহামুনি ॥
একদিন গেল আহ্মি ইন্দ্রের ভুবন।
নারদ প্রভৃতি তথা মুনিগণ ॥
হেনকালে পৃথিবী করিল নিবেদন।
মোর পরিত্রাণ কর শুন মহাজন ॥
বিষ্ণুএ করিল পূর্ব্বে দানবসংহার।
ক্ষত্রিয়বংশেত সব হইয়া অবতার ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজার তনয় দুর্য্যোধন।
কুরুবংশ মজিবেক তাহার কারণ ॥
সে তোহ্মি করিব কার্য্য খণ্ডাইব ভার।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ক্ষত্রিয় সংহার ॥

গান্ধারী প্রভৃতির কুরুক্ষেত্র দর্শন

ব্যাসের বচনে রাজা কহন্ত কান্দিতে।
বলবন্ত শোকার্ত্তিতে না পারি ধরাইতে ॥
তোহ্মার আদর্শে আহ্মি মনে কৈলাস সার।
তবে অনুশোচনা না করিয় আর ॥
হেনকালে সঞ্জএ জোড় কৈল হাত।
মোর নিবেদন শুন কৌরবের নাথ ॥
নানাদেশ হতে আইল যতেক নৃপতি।
অভ্যর্থিয়া আনিলেক কুরুঅধিপতি ॥
পুত্রে পৌত্রে কুরুক্ষেত্রে হইছে নিধন।
সে সবের প্রতিকর্ম্ম করহ রাজন ॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি নিঃশ্বাস এড়িল।
মৃতবৎ হইয়া রাজা ভূমিতে পড়িল ॥

বিদুরে যে ক্ষেণেকে কহিল আর বার।
রথসজ্জা কর কুরুক্ষেত্রে যাইবার ॥
নৃপতির আদেশে যে চলিল বিদুরে।
নারী সব আনে গিয়া * * অন্তঃপুরে ॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী স্বামীর আদেশ।
বধূ সব লৈয়া যাএ কুরুক্ষেত্র দেশ ॥
অন্তঃপুরে উঠিলেক ক্রন্দনের রোল।
প্রলয়কালেত যেন সাগর কল্লোল ॥
ঘরে ঘরে মহারোল উঠিল ক্রন্দন।
বালক বৃদ্ধ যুবক কান্দএ সর্ব্বজন ॥
দেবগণে না দেখিছে যেসব সুন্দরী।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে একা বস্ত্র ধরি ॥
সামান্য পথিক সব দেখন্ত যে তাক।
কেমতে এড়াইতে পারে বিধির বিপাক ॥
পাটেশ্বরী সব কান্দে হইয়া হতাশ।
সিংহের ঘরণী যেন জীবন নৈরাশ ॥
কোল হৈতে পুত্র কেহ ফেলাইন্ত দূর।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে সব অন্তঃপুর ॥
মুক্ত মাথার কেশ লোটে কলেবর।
সোনার পুতলী যেন লোটে ভূমিতল ॥
বধূগণ সঙ্গে করি কান্দএ গান্ধারী।
শ্বশুর গোচরে আইল যথ সব নারী ॥
নগরে যাইতে রাজা করএ ক্রন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে যাএ যত পৌরজন ॥
দুই দণ্ড পথে গিয়া দেখিল নৃপতি।
অশ্বত্থামা কৃপ কৃতবর্ম্মা মহামতি ॥
রাজাকে দেখিয়া আইল সেই তিন বীর।
মুখে বহে শ্বাস নয়নে বহে নীর ॥
করিল দুষ্কর কর্ম্ম রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে পড়ি গেল ইন্দ্রের ভুবন ॥
সর্ব্ব সৈন্য পড়িল নাহিক একজন।
আহ্মি তিনজন মাত্র রহিল জীবন ॥
গান্ধারীক প্রবোধিল কৃপ মহামতি।
অশুশোচনা না করিয় শুন গুণবতী ॥
যথ কর্ম্ম কৈল দুর্য্যোধন মহাবীর।
যথ কৈল দুঃশাসন নির্ভয় শরীর ॥
অধর্ম্ম করিয়া ভীমে ভাঙ্গিলেক উরু।
হেন হেতু আহ্মি সবে কর্ম্ম কইলাম গুরু ॥
সবান্ধবে পাণ্ডবের করিলাম সংহার।
দ্রৌপদীর সংহারিলম সকল কুমার ॥
একজন না রাখিলম পাণ্ডবের বলে।
সকল সংহার করিলাম রাত্রিকালে ॥
আজ্ঞা ক[রি] আহ্মিসবে যথাস্থানে যাই।
কুরুক্ষেত্রে আএ পাণ্ডব পঞ্চভাই ॥
এ বলিয়া রাজার লইয়া অনুমতি।
যথাস্থানে চলি গেল সেই তিন ব্যক্তি ॥
এথা ধৃতরাষ্ট্র রাজা বধূগণ সনে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল কুরুক্ষেত্র স্থানে।
বধূগণ সঙ্গে তথা গান্ধারী যুবতী।
দুর্য্যোধন বলি কান্দে ব্যাকুলিত মতি ॥
কান্দিতে কান্দিতে দেবী হইল অচেতন।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া কান্দএ বধূগণ ॥
দশ অযুত নারী কান্দে একবারে।
স্বর্গবিদ্যাধরী লোকপাল একস্বরে ॥
এহিমতে কান্দিয়া সকল নারীগণ।
পুনি আসি বসিলেক শ্বশুর সদন ॥
সঞ্জয় বিদুর সনে বসিল নৃপতি।
গান্ধারী সহিতে বৈসে বধূগণ যতি ॥
স্ত্রী পর্ব্ব সাঙ্গ পুনি হইল অবসান।
সঞ্জএ ভারতকথা কৈল অনুষ্ঠান ॥

CENTRAL LIBRARY

ব্যাসমহাভারত ইহাকে
স্ত্রীপর্বান্তর্গত পর্বাধ্যায়
বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

দাহ পর্ব

CENTRAL LIBRARY

দাহ পর্ব

ভীমের লৌহমূর্তি পেষণ

জনমেজয় রাজা স্থানে কহে মুনি মহামতি।
কুরুক্ষেত্রে আইল যদি বৃদ্ধ নরপতি॥
ধৃতরাষ্ট্র আইল শুনি ধর্ম্ম মহামতি।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ আইল সগণ সঙ্গতি॥
জ্যেষ্ঠতাতের চরণ বন্দি নৃপবর।
মুঞি যুধিষ্ঠির বলি কহিল সত্বর॥
আজ্ঞিয়া ধৃতরাষ্ট্রে তাকে শান্তাইল।
কোথা ভীমসেন বলি হাত বাড়াইল॥
না বুঝিয়া ভীমসেন যাইতে চাহিল।
হাতে ধরি তখনে যে গোবিন্দ রাখিল॥
রাজার দেখিয়া ক্রোধ দেব গদাধর।
লোহার প্রতিমা দিল রাজার গোচর॥
ধরিয়া লোহার ভীম কোলেত চাপিল।
বৃদ্ধ নরনাথে ধরে অযুত হস্তীর বল॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম উঠি কড়মড়ি।
চূর্ণ হইল পৃথিবীতে কোল হতে এড়ি॥
বদনে রুধির গলে হৃদয়ে পাইল দুখ।
পড়িল কৌরবপতি বসুমতী মুখ॥
শান্ত হইল নরপতি বসিলেক যবে।
হা হা ভীম করি আর্ত্তনাদ করে তবে॥
ভীমসেন মারিল প্রত্যয় জানি মনে।
ভীমশোকে কান্দে রাজা সকরুণ মনে॥
ক্রোধ শান্তি হইল দেখি দেব জনার্দ্দন।
ভীমসেন আছে হেন কহিল বচন॥
তোমার হইব ক্রোধ ইঙ্গিত জানিয়া।
লোহার প্রতিমা দিলম ভীমক বলিয়া॥
পুনি ক্রোধ না করিয় শুন মহাজন।
আপনা তনয় হেন পাণ্ডুর নন্দন॥
কোন অর্থে পাণ্ডবের নাই অপবাদ।
আপনে ক্রোধে করিছ আপনা কার্য্য বাদ॥
বেদশাস্ত্র জ্ঞান তুহ্মি আগম পুরাণ।
রাজধর্ম্ম নীতিকর্ম্ম তোমার বাখান॥
আপনা বিচারি চাহ পাণ্ডবের হিত।
আপনেত কৈলা তুহ্মি আপনা কুৎসিত॥
বলে বীর্য্যে অধিক জানহ পঞ্চ ভাই।
আপনে জানহ রাজা কিসকে বুঝাই॥
কেবল পুত্রের হিত চাহি কৈলা কর্ম্ম।
ভীমকে মারিতে চাহ না বিচারি ধর্ম্ম॥
দ্রৌপদীক আনিয়াছ সভার ভিতরে।
তখনে যে প্রতিজ্ঞা করিল বৃকোদরে।

ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষমা : গান্ধারীর ক্রোধ ও
ব্যাসের উপদেশে সান্ত্বনা প্রাপ্তি

কৃষ্ণের বচন শুনি কহে নরপতি।
তোমার কারণে ভীম রহিল সম্প্রতি॥
আর ক্রোধ নাই আর পাণ্ডুর নন্দনে।
মোর অঙ্গ পরশ করুক সর্ব্বজনে॥
সকল আসিয়া মো পরশৈক অঙ্গ।
তবে ছাড়ি পুত্রশোক যত হউক তুঙ্গ॥
তবে ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
অঙ্গে অঙ্গ পরশাইল বৃদ্ধ মহাজন॥
আশ্বাসিয়া ধৃতরাষ্ট্রে আশীর্ব্বাদ দিল।
গান্ধারীকে প্রণমি পাণ্ডব চলিল॥

CENTRAL LIBRARY

পুত্রশোকে গান্ধারী শাপিতে চাহে যবে।
বাউগতি ব্যাসমুনি আসিলেক তবে॥
গান্ধারীকে কহিলেক ব্যাস মহামুনি।
আমার বচন ধর বধূ মনে গুনি॥
কদাচিৎ পাণ্ডবেরে না করিয় কোপ।
বিনি দোষে জননী না কর অধিরোপ॥
নিজ চিত্ত শান্ত কর রাজাকে শান্তাও।
পাণ্ডবের ক্রোধ হৈতে চিত্ত নে উঠাও॥
আপনার বাক্য জান বেদ হেন মানি।
সৈত্য কহ বধূ তুহ্মি নিজ মনে গুনি॥
যাত্রাকালে তোহ্মাতে পুছিল দুর্যোধন।
যাইতে আদেশ কর জিনিবারে রণ॥
তবে তুহ্মি সৈত্য পালি কহিলা বচন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্যোধন॥
তোহ্মার বচন দেবী যবে মিথ্যা হইব।
তবে কেহে চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবীতে রৈব॥
সে সব বচন তোহ্মার নিষ্ফল না হয়।
কৌরবে পাইব ক্ষয় ধর্ম্মে পাইব জয়॥
ব্যাসের বচন শুনি হিত উপদেশ।
কোপ এড়ি গান্ধারীএ বলিল বিশেষ॥
যত কিছু ভবন্ত বলিলেক বাণী।
মাথাতে ধরিল আহ্মি যেহেন জানি॥
পাণ্ডুতনয় মোর নাহিক অপ্রীতি।
পুত্রশোকে মনে মোর নাইক নিবৃত্তি॥
আপনা তনয় হেন পাণ্ডুর তনয়।
তাহাকে আহ্মার ক্রোধ নাহ কদাচএ॥
দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ দুরাচার।
শকুনি কুবুদ্ধি হৈতে হইল সংহার॥
শিক্ষাএ অধিক দেখি দুর্যোধন বীর।
উরু ভাঙ্গি পড়িলেক তাহার শরীর॥
নাভির অর্দ্ধেত নাহি গদার প্রহার।
এথেকে ভীমেতে মোর ক্রোধ আনিবার॥
ভয়ে কাপে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
আগু হইয়া ভীমে কহে বিনয় তখন॥
দুর্যোধন দুরাচার না পাএ সংহার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম মুহূর্তেকে না কৈলুম বিচার॥
রাজকন্যা দ্রৌপদী আছিল রজঃস্বলা।
একবস্ত্রে ধরি নিল সেই চন্দ্রকলা॥
বিনি দুর্যোধনে মারি পৃথিবী না পাই।
তাহাকে না মারিব যদি পৃথিবী হারাই॥
সভামৈধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
হেন হেতু মোহর বিক্রম হইল গুরু॥
উদ্ধারিলম বৈরী মুঞি হরি তার প্রাণ।
চরণে পরশ মাও কর অবধান॥
ভীমের বচনে দেবী দিলেক উত্তর।
তোর দোষ নাক তাহার কর্ম্মফল॥
যথ কথা কহিল সকল তত্ত্বসার।
আপনার দোষে হইল আপনা সংহার॥
এক অধর্ম্ম তুহ্মি করিছ প্রধান।
দুঃশাসনের রুধির করিছ তুহ্মি পান॥
ভএ কাপে ভীমসেন কহন্ত বচন।
অবধান কর মাও করম নিবেদন॥
দ্রৌপদীর চুলে ধরিল যখনে।
তখনে করিল আহ্মি প্রতিজ্ঞা বচনে॥
ভাইর শরীর হইল আপনা শরীর।
দন্ত তুষ্ট অধরেত না লাগে রুধির॥
বিচারিয়া চাহ মাও মোর কোন দোষ।
অকারণে মোরে কিসেকে কর রোষ॥
ভীমের বচনে দেবী পাইল প্রবোধ।
হৃদয়ে ভাবিল তবে ধর্ম্ম অনুরোধ॥
কোথাএ আছএ দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
শুনিয়া কম্পিত হইল রাজার শরীর॥
থর থর কাপিয়াছে ভএ নৃপনাথ।
গান্ধারী অগ্রেতে গিয়া জোড় কৈল হাত॥
অবধান কর মাও মুঞি দুরাচার।
পৃথিবী নাশের হেতু হইলম মুই ছার॥
মুই সে শাপের যোগ্য শাপ দেও মোক।
জীবনের কার্য্য নাই ত্যজ পুত্রশোক॥

CENTRAL LIBRARY

জ্ঞাতিবধ করিয়া রাজ্যের অভিলাষ।
মোর সম পৃথিবীতে নাই মতিনাশ ॥
কিছু না বলিল দেবী এড়িল নিঃশ্বাস।
হৃদএ ধরিল কিছু শোকের হুতাশ ॥
অর্জ্জুন রহিল তবে গোবিন্দের কাছে।
মাদ্রীর তনয় দুই গেল তান পাছে ॥
গান্ধারী এড়িল শোক শান্ত হইল মন।
আপনার পুত্রক শাপিল কি কারণ ॥
এথেকে চিন্তিয়া দেবী শোক শান্ত কৈল।
গুরুশাপ হৈতে পঞ্চ পরিত্রাণ পাইল ॥
আজ্ঞা কৈল গান্ধারী কুন্তীক চাহিবার।
পঞ্চ ভাই চলিল প্রণমি আরবার ॥
হরিষে বহন্তি দুই নয়নের জল।
বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া আছে বদনকমল ॥
অস্ত্রে ক্ষত শরীর দেখিয়া নিরন্তর।
হাত দিয়া মোছে দেবী পুত্র কলেবর ॥
শোকাহত হইয়া কান্দে দ্রুপদতনয়া।
বিলাপ করিয়া কান্দে শোকে দহে কায়া ॥
দ্রৌপদীর রাজাএ তুলিল হাতে ধরি।
বহুতর শান্তাইল আপনে গান্ধারী ॥
রণভূমি দেখে দেবী দিব্য যে শয়ানে।
পড়িয়া পড়িয়া কান্দে যথ নারীগণে ॥
যার যেই স্বামী চাহিএ করএ ক্রন্দন।
ব্যোম হৈতে যে হেন পড়িল তারাগণ ॥
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
রাজা সব পড়ি আছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ॥
কাহার নাহি মাথা কার নাহি হাত।
সম্পূর্ণ শরীর কেহ পৃথিবীর নাথ ॥
কাক বক কুকুর শৃগাল গৃধ্র কঙ্কে।
বেড়িয়া খায়ন্ত মাংস নানা পশু সঙ্গে ॥
পিশাচ রাক্ষসগণে বেড়ি করে কেলি।
মহা ভয়ঙ্কর সব ভূতগণে মিলি ॥
পুত্রপৌত্র দেখএ বান্ধব সহোদর।
শেষ কলা দেখি সব কান্দএ বিস্তর ॥

কৃষ্ণক দেখিয়া কহে সৌবলনন্দিনী।
দেখ কৃষ্ণ মহাশয় কুরু বিড়ম্বিনী ॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
বধূ লক্ষ্মণের মাএ করএ ক্রন্দন ॥
এ বলিয়া গান্ধারী হইল অচেতন।
কৃষ্ণে তাকে প্রবোধন্ত কহিয়া কথন ॥
ক্ষেণেকে উঠিয়া দেবী কহিতে লাগিল।
তুষের আনলে যেন হৃদএ দহিল ॥
সহিতে না পারি কৃষ্ণ শান্ত নহে মন।
ভূমিতে পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন ॥
চামরে বিচিল যারে পক্ষীরাজ পাখে।
শৃগালে বেড়িয়া আছে সর্ব্বলোকে দেখে ॥
দেখ দ্রোণ কর্ণবীর শল্য মহাবল।
আকাশের চন্দ্র যেন মেদিনীমণ্ডল ॥
বীর সব পড়ি আছে কান্দে সব নারী।
একবারে এত শোক সহিতে না পারি ॥
তোহ্মার বচন না ধরিল দুর্য্যোধনে।
সর্ব্বনাশ হইল পুত্র শকুনিসম্মানে ॥
এ বলিয়া গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে।
সর্ব্ব পাসরিল দেবী পুত্রশোক বলে ॥

কৃষ্ণকে গান্ধারীর অভিশাপ

মহাক্রোধে কৃষ্ণক কহন্ত আরবার।
তোহ্মার কারণে হইল কৌরবসংহার ॥
ভাই ভাই যুদ্ধ কৈল কৌরব পাণ্ডবে।
তোহ্মার সাক্ষাতে কেনে নাশ হইল তবে ॥
শক্ত হই তোহ্মি না উপেক্ষি যে কারণ।
অপরাধ তোহ্মারে শুন জনার্দ্দন ॥
কুমারীকালেত আহ্মি যথ পুণ্য কৈল।
সেই পুণ্যবলে আহ্মি তোহ্মাকে শাপিল ॥
হেন হেতু তোহ্মারে দিলেক আহ্মি শাপ।
জ্ঞাতিশোকে তোহ্মি পাইবা মনস্তাপ ॥
যেনমতে বধূ মোর করএ ক্রন্দন।
সেইমতে কান্দিব তোহ্মার বধূগণ ॥

CENTRAL LIBRARY

গোবিন্দক শাপিল গান্ধারী গুণবতী।
ভয়ে কম্পমান হইল পাণ্ডবের পতি॥
তাহা শুনি হাসিয়া কহিল জনার্দ্দন।
মোর জাতি পুত্র মোরে আছে কোনজন॥
অবধ্য আমার জাতি জানে ত্রিভুবনে।
মোর বংশ সংহারিব কাহার পরাণে॥
আপনে আপনা যদি পায়ন্ত সংহার।
তবে যদি সৈত্য হএ বচন তোমার॥
উঠ উঠ গান্ধারী ছাড়হ পুত্রশোক।
অপরাধ বিনে দেবী কেন শাপ মোক॥
দুর্য্যোধনের দোষে হয় বংশের নিধন।
নিজ দোষ জানি দেবী শাপ কি কারণ॥

মৃতের সংকার

কৃষ্ণের বচন শুনি উঠিল গান্ধারী।
পুত্রশোক ভাবে দেবী অধোমুখ করি॥
এথা পুত্রশোক এড়ি ধৃত নরপতি।
যুধিষ্ঠির রাজাত কহন্ত মহামতি॥
যথেক পড়িল রণে নৃপতি প্রধান।
তা সবের দাহ কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান॥
যে সব বান্ধব হি পড়ে অনিবার।
সে সবের প্রেতকর্ম্ম করহ সংকার॥
এথেক কহিল যদি বৃদ্ধ নৃপবর।
সেই কর্ম্ম করিলেক রাজা যুধিষ্ঠির॥
ধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি।
ইন্দ্রসেন মহাসত্ত্ব অশ্বত্থামা প্রভৃতি।
প্রেতকর্ম্ম করিতে আদেশ মহাবীর।
ঘৃত তৈল কাষ্ঠ দিয়া দাহন্ত শরীর॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ নানা আদি করি।
গন্ধকাষ্ঠ কুড়াইল কুরুক্ষেত্র ভরি॥
ঘৃত তৈল কাষ্ঠের নাহিক পরিমাণ।
শতে সহস্রে কুণ্ড করিল অধিষ্ঠান॥
এক শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
সর্ব্ব সৈন্য ভূরিশ্রবা কুমার লক্ষণ॥
অভিমন্যু ধৃষ্টকেতু জয়দ্রথ বীর।
দুঃশাসন তনয়ের দাহন্ত শরীর॥
সোমদত্ত প্রভৃতি সঞ্জএ চৌদ্দ শত।
ক্ষেমাধৃতি বিরাট দ্রুপদ মহাসত্ত্ব॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী যে শল্য নরপতি।
যুধামন্ত বাহ্লীক শকুনি দুর্ম্মতি॥
দ্রৌপদীর তনয় বৃষক ভগদত্ত।
কর্ণ বীর অষ্ট পুত্র আদি মহাসত্ত্ব॥
কেকয় ত্রিসত্ত্ব বংশ ঘটোৎকচ বীর।
অলম্বুষ রাক্ষসের দাহন্ত শরীর॥
পঞ্চ লক্ষ নৃপতিক প্রধান দাহন্ত।
আর যথা অবশিষ্ট কইতে নাই অন্ত॥
ধৌম্যাচার্য্য দহিলেক দ্রোণ মহাবীর।
পিণ্ড বিসর্জ্জন কৈল ভাগীরথী তীর॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি পাণ্ডব নৃপতি।
গঙ্গাতে মজ্জিল সে ব্রাহ্মণ সঙ্গতি॥
স্ত্রী পুরুষের কৈল বিধিমত কর্ম্ম।
যেন বিধি শাস্ত্র আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
সঞ্জয় কহিল কথা ভবতরিবার॥

CENTRAL LIBRARY

শান্তি পর্ব

CENTRAL LIBRARY

শান্তি পর্ব

কর্ণের জন্মরহস্য উন্মোচন ;
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

জ্ঞাতির তর্পণ করি ভাগীরথীতীরে ।
জলক্রীড়া নির্ব্বাহিয়া বসিলেক কূলে ॥
তবে কুন্তীপুত্র সব আনে ডাক দিয়া ।
যুধিষ্ঠির স্থানে কহে বহুল কান্দিয়া ॥
সবে সূতপুত্র বলি যাহাকে বোলন্ত ।
মোর পুত্র কর্ণবীর শুন মতিমন্ত ॥
কৈন্তা কালে জন্ম হৈল মোহোর উদরে ।
কারণ বিশেষ জন্ম দিল দিবাকরে ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই তোহ্মার জনক সমোশর ।
তার কর্ম্ম কর যুধিষ্ঠির নৃপবর ॥
অনুশোচে যুধিষ্ঠিরে মাএর বচনে ।
না জানিয়া হেন জন সংহারিলাম রণে ॥
হেন কথা গুপ্ত করি কৈলা সর্ব্বনাশ ।
দুর্য্যোধন মূলে কর্ণ আছিল হুতাশ ॥
জ্ঞাতিপুত্র বধে মুই যত দুঃখ পাইলম ।
তাহা হৈতে শতগুণে কর্ণক হারাইলম ॥
এথ বলি বিলাপিয়া কান্দে যুধিষ্ঠির ।
অবিচ্ছিন্ন ধারাএ চক্ষুর পড়ে নীর ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের কর্ম্ম কৈল ।
গঙ্গাতে নাহিয়া রাজা পিণ্ড বিসর্জ্জিল ॥
নিঃশ্বসন্ত যুধিষ্ঠির অনুশোচি কর্ণ ।
শোকে কান্দে কুন্তী দেবী বদন বিবর্ণ ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির বাড়িল মহাশোক ।
সর্ব্বকালে পিতামহ পালিলেক মোক ॥
মুই রাজ্যলোভ কৈলুম পাপিষ্ঠ দুরন্ত ।
ভীষ্ম পিতামহরাজ করিলম অন্ত ॥

অর্জ্জুনের বাণে পিতামহ ঘূর্ণ্যমান ।
সেইকালে মোর পুনি হরিলেক জ্ঞান ॥
পূর্ব্বমুখী রথেত চড়িল মহাবীর ।
শরশয্যা আছে ভীষ্ম না ছোয় শরীর ॥
জিনিল পরশুরাম একাদশ দিনে ।
একা রথে পৃথিবী জিনিল সেই জনে ॥
হেন পিতামহ মারি রাজ্যঅভিলাষ ।
পৃথিবীতে তোহ্মার সম নাই মতিনাশ ॥
ধর্ম্মজ্ঞান শিখাইল জানাইল নীতি ।
হেন পিতামহ মারি রাজ্যে কোন প্রীতি ॥
অকারণে রাজ্যলোভে কৈলুম নি পাপ ।
দ্রোণগুরু মারিয়া পাইলম মহাতাপ ॥
মিথ্যা কথা কহিয়া গুরুর কৈলুম বধ ।
পৃথিবীতে মোর সম নাইক মুগধ ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কর্ণবীর মারিয়াছিলাম রণে ।
মোর সম পাপিষ্ঠ কে আছে ত্রিভুবনে ॥
দুগ্ধমুখ অভিমন্যু না কৈলুম বিচার ।
তাহাকে পাঠাইয়া দিলম ব্যূহ ভেদিবার ॥
জ্ঞাতিপুত্র মারি মুই পৃথিবী নাশক ।
লিখিলে অশক্ত যত করিলম নরক ॥
এহিমতে থাকিয়া শুখিমু কলেবর ।
অন্নজল না খাইব রহিব অবসর ॥
নিবেদিলাম সভাক চলহ মহাসুখে ।
এবলিয়া যুধিষ্ঠির রহে অধোমুখে ॥

ব্যাসের প্রবোধ দান

হেনকালে কহেন তানে ব্যাস মহামুনি ।
ধৈর্য্যহত নৃপতি আহ্মার কথা শুনি ॥

স্বথাতে সংযোগ হয় বিয়োগ অবশ্য ।
সলিলের বৃদ্ধি যেন সংসার রহস্য ॥
উপজিল মরণ আশ্চর্য্য গণে লোক ।
জন্মিলে মরণ হএ কেন বাস শোক ॥
এ বলিয়া কহিলাম কথা ইতিহাস ।
নৃপতি শান্ত হও কহে মুনি ব্যাস ॥
যে কথা জনকে পুছে নারদে কহন্ত ।
সে কথা কহিএ আহ্মি শুন মতিমন্ত ॥
দেহ হৈতে লভে জন্ম সংসার ভিতরে ।
জরা মৃত্যু ব্যাধিএ তাহার অন্তরে ॥
বলবন্ত দুর্ব্বল না সহে একজন ।
জরা মৃত্যু সহে এ সংসারে এমন ॥
সাগরান্ত পৃথিবী জিনএ যেই জনে ।
বিধির লিখন তার অবশ্য মরণে ॥
ভ্রমকালেত কেহ কেবা মৃত্যু হএ ।
উত্তম কালেত কেহ মৃত্যু সংহারএ ॥
আসনে ভোজনে কেহ উত্থানে শয়নে ।
উপবাস গন্ধস্পর্শ অতি সুশোভনে ॥
সম্পত্তি বিপত্তি দুঃখ সমুদয় ।
কালে সবংশ হবে এ শরীর সদায় ॥
রোগবন্ত মরন্ত মরন্ত বৈদ্যগণ ।
নিরন্তর মরন্ত দুর্ব্বল যত জন ॥
শ্রীমন্ত মরন্ত মরন্ত নপুংসক ।
মহাগজ মরএ যে মরন্ত গুণক ॥
ভবিতব্য মত ফল ফলএ অবশ্য ।
তোহ্মাতে কহিল আহ্মি সংসাররহস্য ॥
কীট পতঙ্গ আদি সর্ব্বজন মরে ।
না মরে দরিদ্র জন শতেক বৎসরে ॥
ঈশ্বর প্রভৃতি নারে ভুঞ্জিবারে সুখ ।
নিত্য সুখী নহে কেহ নিত্য সহে দুঃখ ॥
কেহ শাস্ত্র বাখানন্ত করন্ত বিচার ।
বিধির কৌতুক জান বিচিত্র সংসার ॥
এক পুরুষ কালে করএ সংহার ।
কাল উৎপন্ন হইলে বিচিত্র সংসার ॥
ঔষধে না করে ত্রাণ না করএ শাস্ত্রে ।
কালে সংহারিতে কেহ না রাখএ অস্ত্রে ॥
দুই খণ্ড কাষ্ঠ যেন মিশি যাএ জলে ।
বিচ্ছেদ হইয়া ভাসে তরঙ্গের বলে ॥
হেনমত বুঝিএ বান্ধব সমাগম ।
তাতে জ্ঞানবন্ত জনে না ভাবএ ভ্রম ॥
কার পুত্র কোন জন কেবা কার পিতা ।
কার বনিতা কেবা কেবা কার মাতা ॥
কোথাতে আছিল কেবা কোথাতে যাইব ।
হেনমতে জ্ঞানী হইলে আত্মাকে বুঝাইব ॥
কুম্ভকার চক্র যেন রাত্রিদিনে ভ্রমে ।
তেমত জানিয় বন্ধু বান্ধব সঙ্গমে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চিন্তহ সতত ।
উপদেশ জান মহাজনের সম্মত ॥
দানশীল মরে যথ যজ্ঞশীল মরে ।
সকল মরএ জান এ ভব সংসারে ॥
হেনমত কথা যদি নারদে কহিল ।
জনক নৃপতি তবে নির্ব্বাণে রহিল ॥
শোক এড় যুধিষ্ঠির শুন মহীপতি ।
মহাসুখে ভোগ অর্জ্জিত বসুমতী ॥
কৃষ্ণেত কহন্ত মহাসত্ত্ব ধনঞ্জয় ।
এথ দুঃখে পালি রাজ্য পড়িল সংশয় ॥
রাজাকে শান্তাও কৃষ্ণ হও সাবধান ।
যেই মতে পার কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ ॥
জ্ঞাতি শোকে মর্ম্মাহত নৃপতি যুধিষ্ঠির ।
বিশেষ ভীষ্মের শোকে দহন্ত শরীর ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া গোবিন্দ ।
দুই চক্ষু প্রসন্ন যেহেন অরবিন্দ ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসিল আনন্দে ।
নৃপতির হাতে ধরি কহে নারায়ণে ॥
শান্ত হও মহারাজ পরিহর শোক ।
যত সব পড়িল গেলেন ইন্দ্রলোক ॥
ষোড়শ রাজার কথা শুনিলা আপনে ।
শোক পরিহর রাজা বিচারিয়া মনে ॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণের অন্তরে তবে নারদে কহিল।
কতক্ষণে নরপতি শোক সম্বরিল॥

হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন

বহুবিধি কহিল সকল সহোদর।
মন শান্তি করিল নৃপতি যুধিষ্ঠির॥
উঠিলেন্ত নরপতি পরিহরি শোক।
আনন্দ পুলক হইল যত বন্ধু লোক॥
রাজা সব বেড়িয়া বসিল নরপতি।
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন হইল নিশাপতি॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি পাণ্ডুর নন্দন।
অনুক্রমে পূজিলেক দেবতা ব্রাহ্মণ॥
দিব্য রথে আরোহিল পাণ্ডবের পতি।
রথের সারথি হইল ভীম মহামতি॥
ধনঞ্জয়ে ধরে ছত্র মাথার উপরে।
মাদ্রীপুত্র দুই ভাই বীচেন্ত চামরে॥
একরথে পঞ্চভাই চলে ধনুর্দ্ধর।
পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেন দিব্য কলেবর॥
কৃষ্ণ রথে চড়িল সাত্যকি মহামতি।
গোবিন্দের রথের যে হইল সারথি॥
ধৃতরাষ্ট্র চলেত সবার অগ্রেতে।
রথে গজে সকল চলিল চারিভিতে॥
কুন্তী দেবী গান্ধারী দ্রৌপদী সমুদিত।
নারীগণ চলি যাএ বিদুর সহিত॥
অবশিষ্ট বীরসব চলে চারিভিত।
হস্তিনাপুরীত গেল রাজার সহিত॥
স্তুতি করে রাজা সবে নৃপতির আগে।
পৌরজন সকলে করন্ত অনুরাগে॥
হুলাহুলি করে লোকে নগরে নগরে।
ধ্বজ সব সারি সারি অতি শোভা করে॥
রাজপন সকল সুগন্ধি ধূপ দিয়া।
নানাগন্ধ সুগন্ধিএ সুবেশ রচিয়া॥
ঘরে ঘরে পুষ্পমালা দেখিতে সোন্দর।
সারি সারি পূর্ণকুম্ভ দেখিতে মনোহর॥
নগরের নারীগণে চাহন্ত নেহারি।
গবাক্ষে গবাক্ষে চাহে পৌরজন নারী॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি প্রশংসন্ত নারী।
সাফল্য তপস্যা কৈল দ্রৌপদী সুন্দরী॥
সাফল্য জীবন দেবী কুন্তী মহাসতী।
যাহার উদরে হইল পঞ্চ মহামতি॥
প্রশংসন্ত দেবগণে ব্রাহ্মণ সজ্জনে।
প্রশংসন্ত নারীগণ বালবৃদ্ধগণে॥
চন্দ্রের উদয়ে যেন উথলে সাগর।
লোক সব নাহি আটে পুরীর ভিতর॥
স্তুতি করে পৌরজনে রাজার গোচর।
সকলের ভাগ্যে রাজা ধর্ম্মনৃপবর॥
ভাগ্যে জয় পাইলা তুহ্মি শত্রু হইল ক্ষয়।
চিরকাল রাজ্য কর ধর্ম্ম মহাশয়॥
রত্নমালো গন্ধপুষ্পে দেবতা অর্চ্চিল।
সোবর্ণ রজত বস্ত্রে ব্রাহ্মণ তুষিল॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ধৌম্য পুরোহিত।
অর্চ্চিলেন্ত যুধিষ্ঠির সোদর সহিত॥
দিব্য রথ দিল রাজা বহুল শোভন।
দিব্য রত্ন বাস দিল বহুল সোবর্ণ॥
ভারতের পুণ্যকথা সুধারসময়।
ভবভয় তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

ব্যাস-মহাভারতে ইহাকে
শান্তি পর্বান্তর্গত পর্বাধ্যায়
রূপে গণ্য করা হইয়াছে।

স্থান পর্ব

CENTRAL LIBRARY

স্থান পর্ব

যুধিষ্ঠিরের অভিষেক

পূর্ব্বমুখী বৈসে রাজা কনক আসনে।
বাসব বসিল যেন আপনা সিংহাসনে॥
সাত্যকি সহিতে কৃষ্ণ রাজার বিদিত।
ব্যাস সনে বসিলেক পরম সুশোভিত॥
উত্তম আসনে বৈসে বীর ধনঞ্জয়।
দুই পাশে দুই ভাই মৈধ্যে মহাশয়॥
গজদন্ত সিংহাসন কাঞ্চন ভূষিত।
কুন্তী বৈসে সহদেব নকুল সহিত॥
সুধর্ম্মা বিদুর বীর ধৌম্য পুরোহিত।
কনক আসনে বৈসে রাজার বিদিত॥
অগ্নি সম জ্বলে সব বীরের আসন।
ধৃতরাষ্ট্র বসিলেক প্রসন্ন বদন॥
নানা যন্ত্রধ্বনি বাজে বহুল তুমুল।
ধ্বনিএ পূরিল দিগে দিগে নাই তুল॥
বেশ্যা সবে নৃত্য করে চাতারে চাতারে।
পৌরজনে মঙ্গল করন্ত ঘরে ঘরে॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইল অনাথের পতি।
উল্লসিত নৃত্য করে সকল যুবতী॥
অভিষেক সাঙ্গ হইল যজ্ঞ সমাপ্তিল।
বহুল সোবর্ণ রাজা ব্রাহ্মণেরে দিল॥
স্বস্তি করি অভিষেকে কহন্ত ব্রাহ্মণ।
স্তুতিবাদ করন্ত সকল পাত্রগণ॥
তুহ্মি হেন নরনাথ ধর্ম্মঅবতার।
বড় ভাগ্যে কৈলা তুহ্মি শত্রুর সংহার॥
পঞ্চ সহোদরে রাজ্য কর চিরকাল।
তুহ্মি হেন নৃপতি পাইল কর্ম্মফল॥

অমাত্য বচন শুনিয়া নরপতি।
উত্তর দিলেক যুধিষ্ঠির মহামতি॥
তুহ্মি সব প্রসংশ আহ্মার পুণ্যভাগে।
অনুবন্ধ সকল শুনহ অনুরাগে॥
কিন্তু মোর নিবেদন রাখিয় যতনে।
এহি মোর নিবেদন পালিবা সর্ব্বজনে॥
ধৃতরাষ্ট্র পিতা মোর পরম দেবতা।
কুন্তী যেন জননী গান্ধারী তেন মাতা॥
তান আদেশ তুহ্মি মনে পাল অনুরাগে।
তানে প্রীতি সর্ব্বদা পালিবা বীরভাগে॥
জগতের নাথ ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়।
সকল পৃথিবী তান জানিয় নিশ্চয়॥
এ বলিয়া নৃপতিএ সভাকে শান্তাইয়া।
রাজকার্য্য করে রাজা আসনে বসিয়া॥
যুবরাজ অভিষেক কৈল বৃকোদর।
মহামন্ত্রী বিদুর যে বুদ্ধির সাগর॥
রাজকার্য্য বিচারে সঞ্জয়ে নিয়োজিল।
রাজরাজেশ্বর বৃদ্ধ নৃপতি হইল॥
সহদেব নকুল হইল দ্বারপাল।
সেনাপতি তিষ্ঠন্তে অর্জ্জুন বিশাল॥
পুরোহিত ধৌম্যাচার্য্য শাস্ত্রেত পণ্ডিত।
এহিমতে সকল হইল নিয়োজিত॥
বিদুর সঞ্জয় দুই সচিবেত আনি।
যুধিষ্ঠিরে আপনে কহন্ত মিষ্টবাণী॥
যেন পাণ্ডু পিতা তেন ধৃতরাষ্ট্র রাজা।
তান পৃথিবী এহি কর তান পূজা॥
যেখানে যে আদেশ করএ সাবধানে।
সাবধানে কহিবা যে তাহান চরণে॥

CENTRAL LIBRARY

হেনমতে নিয়োজিয়া সমাইকে তুষিল ।
রাজ অলঙ্কার বস্ত্র বহু রত্ন দিল ॥
পুনি রণে যথ ইতি বান্ধব পড়িল ।
সেই সব উদ্দেশিয়া ধন বিলাইল ॥
মহাদান কৈল রাজা যার যেই দামে ।
অন্নজল সবেরে দিলেক গ্রামে গ্রামে ॥
ধর্ম্মে রাজ্য করে এথা প্রজার পালন ।
একে একে কৈল রাজা বহুল তর্পণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বিদুর মহামতি ।
গুরুতে কহন্ত রাজা অনেক ভকতি ॥
যার স্বামী পড়িলেক সংগ্রাম ভিতরে ।
সবাকে পালন করে শাস্ত্রঅনুসারে ॥
একচ্ছত্র হইয়া সকল বসুমতী ।
পৃথিবী শাসন্ত পার্থ এক মহারথী ॥
পুটাঞ্জলি হই কৃষ্ণেরে স্তুতি কৈল ।
তোহ্মার প্রসাদে মুই পিতৃরাজ্য পাইল ॥
এ বলিয়া স্তুতিবাদ বিস্তর বলিল ।
সম্বোধিয়া সভাক নৃপতি সন্তর্পিল ॥
অমাত্য সামন্তগণ যার যে ভুবন ।
চারি ভাই ডাকি আনি কহিল কথন ॥
বিবিধ অস্ত্রের ক্ষত ভেদে কলেবর ।
আহ্মার কারণে দুঃখ পাইল বহুতর ॥
বনবাস দুঃখ যত নানামত পাইল ।
আহ্মার কারণে বহু দুঃখ উপজিল ॥
যত দুঃখ সম্ভোষ ভোগ চিরকাল ।
চিরকাল হৈতে এবে রাজ্য কর ভাল ॥

কালি দরশন হৈব আজি যাও ঘর ।
সুখে বঞ্চ গিয়া আজি চারি সহোদর ॥
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি ।
চলিলেক চারি ভাই করিয়া প্রণতি ॥
নানান বিচিত্র পুরী জড়িত কাঞ্চন ।
ভীমে পাইলেক দুঃশাসনের ভুবন ॥
দুর্ম্মসেন কুমারের পুরী যে সোন্দর ।
কুবের ভুবন যেন অতি মনোহর ॥
সেই পুরী রত্নময় পাই ধনঞ্জয় ।
চিত্রসেন পুরী পাইল নকুল দুর্জ্জয় ॥
দুর্ম্মুখের পুরীখান কনকে রচিত ।
সহাদেব পাইলেক সেই সমাহিত ॥
বিদুর সুধর্ম্মা আর অশ্বত্থামা ধনঞ্জয় ।
রাজার আদেশে গেল আপনা আলয় ॥
সাত্যকি সহিতে বাসুদেব মহাশয় ।
রাজার আদেশে রহে বিদুর ঘরএ ॥
দ্রৌপদী সহিতে রাজা বিনোদ মন্দিরে ।
কুতূহলে রজনী বঞ্চিল যুধিষ্ঠিরে ॥
এহিমতে যুধিষ্ঠির পূজে গুরুজন ।
দিনে করে রাজা ব্রাহ্মণতোষণ ॥
গোবিন্দ সহিতে নিত্য প্রিয় সম্ভাষণ ।
এহিমতে বঞ্চে তবে সুখে সর্ব্বজন ॥
ভারত অপূর্ব্ব কথা সুধারসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

CENTRAL LIBRARY

অনুশাসন পর্ব

CENTRAL LIBRARY

অনুশাসন পর্ব

যুধিষ্ঠিরের মানসিক অশান্তি

আর দিন জলেত তর্পিয়া জ্ঞাতিগণ।
জল হৈতে উঠি তবে কুন্তীর নন্দন ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজাকে করিয়া পুরঃসর।
কান্দিতে কান্দিতে চলে ধর্ম্মনৃপবর ॥
ব্যাধাঘাতে পশু যেন পড়ে আচম্বিতে।
সেইমতে যুধিষ্ঠির পড়িল ভূমিত ॥
গঙ্গাতীরে অবসন্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দ আদেশে রাজা ধরে বৃকোদর ॥
সকল পাণ্ডবগণ বসিল ভূমিত।
প্রবোধন্ত ধৃতরাষ্ট্র পুরাণপণ্ডিত ॥
উঠ উঠ যুধিষ্ঠির পরিহর শোক।
পুত্রশোক হৈতে তুহ্মি শান্ত কর মোক ॥
ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে পৃথিবী করিয়া নিজ বশে।
ভাই সমে ভোগ কর পরম হরিষে ॥
শোচিবারে তোহ্মারে কাহাক না যুয়াএ।
শোচিতে যুয়ায়ে আহ্মি গান্ধারী সদাএ ॥
শত পুত্র গেল মোর যমের সদন।
সহজে দরিদ্রে যেন স্বপ্নে পাইল ধন ॥
তুহ্মি সব দেখি দুঃখ পাসরিলুম মনে।
হেন কর্ম্ম কর কেনে না জান আপনে ॥
সেই মতে কৃষ্ণে বিদুরে শান্তাইল।
পুনি শান্তাইয়া রাজা পুরীতে চলিল ॥
ভারত সমুদ্র কথা বিচিত্র যাহাক।
কহিতে অশক্য হএ উপেক্ষিল তাক ॥
ধৃতরাষ্ট্র পরিতোষি পঞ্চ সহোদর।
কৃষ্ণ সঙ্গে আসিলেক নৃপতি শেখর ॥
হস্তিনাপুরীতে আইল পৌরজন সনে।
সভাতে তোষণা কৈল ধর্ম্মের নন্দনে ॥

কৃষ্ণার্জুনের ভ্রমণ

তবে কৃষ্ণে ধনঞ্জয় পরম হরিষে।
দুই জন বিচরন্ত রম্য দেশে দেশে ॥
রম্য তীর্থ নানা পুণ্য রম্য উপবন।
কুতূহলে পর্য্যটন করে দুইজন ॥
দুই অংশ হৈছে যেন একই শরীর।
কুতূহলে বিনাশ করএ দুই বীর ॥
কৃতকর্ম্মা দুই জন নরনারায়ণে।
নানা রম্য বন ভ্রমে কুতূহল মনে ॥
কৃষ্ণক পুছন্ত ধনঞ্জয় মহামতি।
পূর্ব্বে মোকে কহিলা অক্ষয় জ্ঞানজ্যোতি।
সব মুই পাসরিলম সংগ্রাম কারণে।
পুনি কহ মহাপ্রভু শুনিএ শ্রবণে ॥
তুহ্মি যাইব দ্বারকাতে পুছিমু কাহাতে।
কোনে মোক প্রবোধিব কহিএ এথাতে ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া জনার্দ্দন।
আলিঙ্গন দিয়া তাকে কহন্ত কথন ॥
জ্ঞাতিপুত্র সকল কহিল সনাতন।
সর্ব্ব তত্ত্ব পাসরিলুম ভ্রম হইয়া মন ॥
ভাগবত গীতাতে আছিল যত তত্ত্বে।
সকল কহিল জনার্দ্দন মহাসত্ত্বে ॥
পাচালীতে উপযুক্ত নহে যোগরাজ।
সবে গীতা কহিলাম নারদ সংবাদ ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র সংগোপন যোগতত্ত্ব সার।
রহস্য করিল কহন্ত ভেদ করিবার ॥

CENTRAL LIBRARY

সংবাদ অন্তরে দুই আরোহিয়া রথে ।
হস্তিনানগরে যাইল দুই মহাসত্বে ॥
অন্যে অন্যে আলাপন নরনারায়ণে ।
শরতে সঞ্চরে যেন শরতের ঘনে ॥
ধৃতরাষ্ট্রের মন্দিরে করিল প্রবেশ ।
নানা রত্ন রচিত যেহেন স্বর্গদেশ ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি আছন্ত সিংহাসনে ।
মহাবুদ্ধি বিদুর দেখিল দুইজনে ॥
যুধিষ্ঠির বৃকোদর মাদ্রীর নন্দন ।
উৎসুক দেখিলেন্ত নরনারায়ণ ॥
গান্ধারীক দেখিলেন্ত কুন্তীভোজসুতা ।
দ্রৌপদী আদি করি ভারতবণিতা ॥
ধৃতরাষ্ট্র পরিচর্য্যা করন্ত পাণ্ডবে ।
গান্ধারীক পরিচর্য্যা করে নারী সবে ॥
জানাইয়া আপনার নাম নরনারায়ণ ।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতিরে বন্দিয়া তখন ॥
গান্ধারীক প্রণমিয়া কুন্তীক বন্দিল ।
যুধিষ্ঠির ভীমক ভ্রাতৃএ প্রণমিল ॥
বিদুরে অর্চ্চিয়া মধুরে সম্ভাষিল ।
কুশল পুছিয়া দুই আসনে বসিল ॥
সৈন্ধ্যা হইল নৃপতি সভাকে [আ]জ্ঞা দিল ।
যার যেই আওয়াসে ভুবনে প্রবেশিল ॥
অর্জ্জুনের মন্দিরে চলিল জনার্দ্দন ।
তথাতে করিল কৃষ্ণ রজনী বঞ্চন ॥
প্রভাতে চলিল কৃষ্ণ ধনঞ্জয় সমে ।
মহাসত্ব যুধিষ্ঠির নৃপতি আশ্রমে ॥
দ্বারকাতে যাইতে দেখিতে বাপ মাও ।
লজ্জাএ সঙ্কোচে কৃষ্ণ নাহি কহে রাও ॥

কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন

তাহার ইঙ্গিত বুঝি কহে ধনঞ্জয় ।
সাবধানে শুন যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
অনেক দিবস হএ নাহি যায় দেশ ।
পিতামাতা দেখিবারে ইচ্ছা যে বিশেষ ॥
দ্বারকা যাইতে কৃষ্ণ কর[হ] বিদাএ ।
আজ্ঞা কর মহাশয়ে ধর্ম্ম রূপ কহে ॥
হাসিয়া কহন্ত তবে ধর্ম্ম মহামতি ।
অনুমতি দিল প্রভু যাও দ্বারাবতী ॥
আনন্দেহ বন্দ গিয়া মাএর চরণ ।
পিতৃমাতৃ বন্দ গিয়া যথ গুরুজন ॥
যথ যথ মহারত্ন মোর কোষাগারে ।
সকল বাছিয়া নেয় মোর প্রীতি তরে ॥
যথ যথ রম্য বস্তু লএ তোহ্মা মনে ।
অবশ্য নিবে মোর প্রীতির কারণে ॥
প্রীতি করিয়া কৃষ্ণ কহে বহুতর ।
সবে যথ ধনজন জগত ভিতর ॥
সকল তোহ্মার হেন জান মহাশয় ।
আজ্ঞা কর যাই আহ্মি আপনা নিলয় ॥
কুন্তীভোজ কুমারীক প্রদক্ষিণ করি ।
যুধিষ্ঠির প্রণমিয়া চলিল শ্রীহরি ॥
বাড়াইয়া দিতে গেল বীর ধনঞ্জয় ।
মাদ্রীর তনয় দুই বীর মহাশয় ॥
যথ যথ আছিলেন্ত পুরীর ভিতর ।
বাড়াইয়া দিতে গেল দেব দামোদর ॥
সুভদ্রাকে সঙ্গে লৈল কুন্তীকে গোচরি ।
অনুমতি দিলেন্ত পাণ্ডবঅধিকারী ॥
দারুকে যোগাএ রথ সাত্যকি সহিতে ।
চলিলেক জনার্দ্দন জগৎবিদিত ॥
কথ দূর গিয়া সব কৈল বিসর্জ্জন ।
দৃঢ় করি অর্জ্জুনকে দিল আলিঙ্গন ॥
দিব্যচক্ষু অর্জ্জুন নেহারে জনার্দ্দন ।
দ্বিপথ গোচরে যাবত দরশন ॥
পাঞ্চাল দেখএ কৃষ্ণ উতঙ্ক ব্রাহ্মণে ।
পরম তপস্বী সেই দীপ্ত হুতাশনে ॥

উতঙ্ক-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ

উতঙ্কে পুছন্ত কৃষ্ণ কহ তত্ত্বসার ।
কুরুপাণ্ডব সবে কৈল ব্যবহার ॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণে তাকে প্রবোধিল পূর্ব্বকথা কহি।
সবংশে বিনাশ হইল পঞ্চ জন রহি॥
ক্রোধ হইল উতঙ্ক হৃদএ বাড়ে তাপ।
কৃষ্ণরে কহন্ত মুনি তোকে দিব শাপ॥
আপনে পারিতে তুহ্মি না কৈলা নিবারণ।
তুহ্মি থাকিতে যুদ্ধ কিসের কারণ॥
হেন হেতু জনার্দ্দন শাপিমু তোহ্মাক।
কুরুবংশারি নাশ তোহ্মার পরিপাক॥
ক্রোধ মুখ দেখিয়া উতঙ্ক মহামুনি।
শ্রুতিসার বচনে শান্তাএ চক্রপাণি॥
অল্প হৈল দেখিয়া শাপিতে চাহ মোক।
শাপ ব্যর্থ না করিয় কি বলিব তোক॥
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ অবতার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মোর অবতার॥
দেবে দেবে কর্ম্ম করি অসুরে অসুর।
মনিষ্য মনুষ্যে কর্ম্ম করিএ প্রচুর॥
বহু যত্ন করিলম না শুনে দুর্য্যোধন।
নিয়তে সংহার হইলে সব নিবর্ত্তন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কহে মুনিবর।
প্রবোধ পাইল আহ্মি শুন গদাধর॥
নিজ রূপ তোহ্মার দেখিতে ইচ্ছা মন।
অনাদি নিদান প্রভু প্রকাশ আপন॥
তবে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আপনে ধরিল।
দেখিয়া উতঙ্ক মুনি বহু প্রণমিল॥
দিব্য মূর্ত্তি দরশনে না হএ নিষ্ফল।
বর মাগ মহামুনি তোহ্মার কুশল॥
কৃষ্ণের বচনে তুষ্ট হইল মুনিবর।
এক বর দেয় মোরে দেব গদাধর॥
মোর দেশে জল নাই কৃষ্ণ উপবন।
ইচ্ছাগতি আহ্মার হউক বরিষণ॥
বর দিয়া মহাপ্রভু চলিল তখন।
উতঙ্ক চলিল তবে আপনা ভুবন॥
চলি যাইল জনার্দ্দন মুনি গেল বন।
দ্বারকাতে আপনে প্রবেশে নারায়ণ॥

গোবিন্দ আসিল মুনি আনন্দিত মনে।
বাড়িয়া আনিতে চলে সব জ্ঞাতিগণে॥
ভোজ বিজিত উলূক প্রধান যথ বীর।
আনন্দে নয়নজলে তিতিল শরীর॥
আশ্বাসিয়া সভাকে চলিল জনার্দ্দন।
আনন্দে প্রবেশ কৈল বাপের ভুবন॥
বসুদেব দেবকীর বন্দিল চরণ।
আশীর্ব্বাদ কৈল দুই কুতূহল মন॥
পিতৃমাতৃ ভক্ত কৃষ্ণ করিয়া ভকতি।
সকল কহিতে পারে কাহার শকতি॥
পদশৌচ করি কৃষ্ণ বসিল আসনে।
চারিদিগে বেড়িয়া বসিল জ্ঞাতিগণে॥
কুতূহলে বসুদেবে পুছন্তে আপনে।
কেমন রহস্য কুরুপাণ্ডবের গণে॥
লোকমুখে শুনিছি আছিল মহারণ।
আপনে দেখিলা তাহা কমললোচন॥
আদি অন্ত কহ শুনি জয় পরাজয়।
কোনমতে সংগ্রামে কৌরব হইল ক্ষয়॥
বাপ মাও দুইজনে পুছন্ত হরিষে।
কহন্ত গোবিন্দে তবে অমৃত বরিষে॥
শত বরিষ যদি কহি সেই সার।
তথাচ কহিতে নারি ক্ষত্রিয়সংহার॥
প্রধান ক্ষত্রিয় যত সংক্ষেপে কহিমু।
অবধান কর মাও এহি নিবেদিমু॥
দশ দিন যুদ্ধ কৈল ভীষ্ম সেনাপতি।
তবে সেনাপতি হৈল দ্রোণ মহামতি॥
নব অক্ষৌহিণী সঙ্গে যুঝে পঞ্চ দিন।
রাশি রাশি ক্ষত্রিয় মারে সমরে প্রবীন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আছিল পাণ্ডব সেনাপতি।
বহু যত্নে মারিলেক দ্রোণ মহামতি॥
তবে সেনাপতি হইল কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
অবশিষ্ট ছয় অক্ষৌহিণীর ঈশ্বর॥
প্রতিশোধ সেনাপতি বীর ধনঞ্জয়।
তিন অক্ষৌহিণী লইয়া যুঝিল নির্ভয়॥

সেই মত প্রকারে কর্ণের হৈল ক্ষয় ।
সমবেত হইলেক ধনঞ্জএ জয় ॥
তার পাছে হইলেক শল্য সেনাপতি ।
দুই প্রহর যুদ্ধ করি পড়ে শল্য রথী ॥
শকুনিরে সংহারিল সহদেব বীর ।
পলাইল দুর্যোধন অক্ষত শরীর ॥
সর্ব্ব সৈন্য পড়িল আছএ এক জন ।
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিল দুর্যোধন ॥
তথা হতে উদ্ধারিয়া গদাযুদ্ধ কৈল ।
সংগ্রামেত ভীমসেনে তাক সংহারিল ॥
পিতৃশোকে ভূরিশ্রবা অশ্বথামা নিশাকালে ।
দ্রোণপুত্রে সেই কালে পাঞ্চাল সংহারে ॥
অবশিষ্ট রহিল পাণ্ডব পঞ্চ জন ।
কৌরবেত তিন জন রহিল তখন ॥
গোবিন্দের মুখে শুনি সংগ্রাম সংবাদ ।
বৃষ্ণি বংশ বীর সব মনেতে সাহ্লাদ ॥
সর্ব্বকথা কহিলেক দেবকীনন্দন ।
অভিমন্যুবধ কথা কহে সংগোপন ॥
কহ কহ অভিমন্যু বীরের নিধন ।
এ বলিয়া বসুদেব হইল অচেতন ॥
পৌত্রের নিধন দুঃখ শুনি আচম্বিত ।
কান্দিয়া যে বসুদেব পড়িল ভূমিত ॥
দৌহিত্র নিধন দুঃখ মনেতে ধরিল ।
তাহা দেখি জনার্দ্দনে সঙ্কোচ হইল ॥
শত খণ্ড না হএ আমার দারুণ হৃদয় ।
বাপের আক্রোশ দেখি কৃষ্ণে পাইল ভয় ॥
প্রিয় মোর দৌহিত্র চঞ্চল বিরোচন ।
অমৃত বরিষে যেন দেখিয়া সেহেন ॥
কিবা মোর দৌহিত্র যুঝিল কৃষ্ণ রণে ।
কৃষ্ণে কহে মহাযুদ্ধ কৈল বিচক্ষণে ॥
সহস্রে সহস্রে বীর করিল সংহারে ।
ছয় রথী বেড়িয়া তাহারে মারে সবে ॥
করিয়া সার্থক রণ অভিমন্যু বীর ।
ধর্ম্মযুদ্ধে তার মৈল নির্ভয় শরীর ॥
কৃষ্ণের বচনে বসুদেব মহাশয় ।
শোক এড়ি শান্ত হৈল প্রসন্ন হৃদয় ॥
দৌহিত্রের উদ্দেশ্যে বহু কৈল শ্রাদ্ধ কর্ম্ম ।
বহু রত্ন বিলাইল নানাবিধ ধর্ম্ম ॥
হেনমতে কৃষ্ণ গেল পুরী দ্বারাবতী ।
ব্যাসবাক্য ভাবে যুধিষ্ঠির মহামতি ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি ব্যাসউপদেশ ।
হৃদএ শান্ত * * * সেই পরবেশ ॥
ভারত অমৃত কথা সুধারসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

CENTRAL LIBRARY

অশ্বমেধ পর্ব

CENTRAL LIBRARY

অশ্বমেধ পর্ব

ব্যাসের আদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিকল্পনা :
যজ্ঞের বিধি, ধন আহরণ,
অশ্বের লক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে উপদেশ :

জয় মুনিতে জিজ্ঞাসিল রাজা জনমেজয় ।
তদন্তরে কি করিল ধর্ম্ম মহাশয় ॥
মুনি বোলে শুনহ নৃপতি জনমেজয় ।
শ্রীকৃষ্ণ গেলেন যদি দ্বারিকা আলয় ॥
জ্ঞাতিবধ পাতকের ভয় ভাবি অতি ।
চিন্তাকুল যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নরপতি ॥
কি করিলে কি হইবে ভাবএ রাজন ।
সজলে নয়নে রাজা ভাবে অনুক্ষণ ॥
হেনকালে আসিলেক ব্যাস মহামুনি ।
পরম সন্তোষ হইল নৃপতিএ শুনি ॥
পাত্রমিত্র সহিতে যে নৃপতি উঠিয়া ।
বৈসাইল মহারাজ পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া ॥
মুনিকে প্রণাম করি পঞ্চ সহোদর ।
সোবর্ণ আম দিলা জোড় করি কর ॥
বিচিত্র আসন দিয়া বৈসাইলা আনি ।
কর জোড় করিয়া জিজ্ঞাসে নৃপমণি ॥
শুন মুনিবর আহ্মি করি নিবেদন ।
মোর ভাগ্যফলে আজি হইল আগমন ॥
জ্ঞাতিবধ পাপ হেতু ভাবি মহাশয় ।
রাজ্যভোগ ছাড়ি আহ্মি যাইব বনএ ॥
পিতামহ ভীষ্ম মোর শান্তনুনন্দন ।
রাজ্যলোভে তানে মুই করিলাম নিধন ॥
অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য প্রতাপের পার ।
রাজ্যলোভে তানে মুই করিলাম সংহার ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কর্ণবীর সূর্য্যের নন্দন ।
পৃথিবীতে মহাসত্ত্ব বিখ্যাত ভুবন ॥
যে কর্ণের ঘরে ছিল সৈন্ধ্য বেদধ্বনি ।
সদাএ ক্রন্দন করে তাহার রমণী ॥
সপুত্র বান্ধবসহ করিলাম সংহার ।
তার শোকে মাও মোর অস্থিচর্ম্মসার ॥
দুর্য্যোধন মোহার সে শত সহোদর ।
ভীমে সংহারিল সব গান্ধারীকোয়র ॥
সকল বান্ধব মুই করিলুম সংহার ।
তা সবার নারীগণ কান্দে অনিবার ॥
সকরুণে কান্দে সব ছাড়ি দীর্ঘ রাও ।
তাহা শুনি রাত্রি দিবা দহে মোর গাও ॥
এহারে সহিতে নারি পোড়এ হৃদএ ।
আজ্ঞা দেয় মহামুনি যাইতে বনএ ॥
তপস্যা করিব বনে রাজ্য নাহি কাজ ।
এ বলিয়া বিলাপ করএ মহারাজ ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা সবিনয় শুনি ।
হাসিয়া বলিল তবে ব্যাস মহামুনি ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ তুহ্মি কর মতিমান ।
খণ্ডিব সকল পাপ হইব কৈল্যাণ ॥
এই যজ্ঞ মহারাজা করহ ত্বরিতে ।
রাজা এড়ি বনে যাইতে কেন ভাব চিত্তে ॥
তোহ্মার সহায় আছে দেবকীনন্দন ।
তাহান অসাধ্য কিবা এ তিন ভুবন ॥
হেন কৃষ্ণ তোহ্মার সংহতি নিবসন্ত ।
অধর্ম্মের ভয় তুহ্মি না চিন্ত মতিমন্ত ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর আহ্মার বচনে ।
অধর্ম্ম কারণে রাজা না চিন্তহ মনে ॥
মুনির বচন অন্তে কহে নরপতি ।
মনে বিচারিয়া বোলে ধর্ম্ম মহামতি ॥

CENTRAL LIBRARY

বিনি ধনে এই ভোগ্য না পারি করিতে।
ধনমাত্র নাহি মুনি কহিলাম তোমাতে॥
দুর্যোধন নৃপতির কুবুদ্ধি কারণ।
কুরুক্ষেত্রে যত রাজা করিল নিধন॥
পরধন পাই বলি কর অঙ্গীকারে।
মোর মনে মুনিবর না লএ এহারে॥
ধন নাহিক মোর ত্যজিব জীবন।
তপ হেতু যাইব আমি এই সে কারণ॥
রাজার বচন শুনি বোলে মুনি ব্যাস।
ধন হেতু মহারাজা না হইয় হতাশ॥
যত ধন অশ্বমেধ যজ্ঞে তে চাহসি।
কৈলাস হৈতে ধন আন রাশি রাশি॥
সৈত্য যুগে যজ্ঞ কৈল মরুৎনৃপতি।
যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণেরে ধন দিল অতি॥
বিদায় করিল মুনি রাজা মহাশয়।
নিবারে না পারে ধন ব্রাহ্মণতনয়॥
এড়ি গেল মুনিগণে বহুবিধি ধন।
হিমালয় পর্ব্বত হৈতে আনহ রাজন॥
সেই সব ধন আনি যজ্ঞ কর তুমি।
শুন যুধিষ্ঠির রাজা আজ্ঞা দিল আমি॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে মুনি রাজাএ কৈল দান।
তাহাকে আনিতে আমি কহিলা বিধান॥
ব্রাহ্মণে না নিল ধন গেলেন্ত ছাড়িয়া।
ব্রহ্মস্ব হরিতে মুই বোল কি লাগিয়া॥
রাজার বচন শুনি বোলে মুনিবর।
ব্রহ্মস্ব না হএ ধন শুন নৃপবর॥
যে ধন এড়িয়া গেল সকল ব্রাহ্মণ।
তার স্বত্ব নহে ধন শুনহ রাজন॥
ভৃগুপতি রামে পূর্ব্বে দান কৈল ক্ষিতি।
লইল কশ্যপ মুনি ধন যত ইতি॥
ক্ষিতি তলে যত ধন জন্মিল অবশ্য।
বোল দেখি কোনমতে ভুগিবা ব্রহ্মস্ব॥
যেই যুগে যেই নৃপে জিনে বসুমতী।
তাহার অধীন ধন শুনহ নৃপতি॥
যখনেতে যেই জিনে সব মহীতল।
সে সব তাহার জান পৃথিবীমণ্ডল॥
রাবণ প্রভৃতি বীরে জিনিল সকল।
ব্রাহ্মণে ছাড়িল ধন নিল মহাবল॥
সার্ব্বভৌম মহারাজা তুমি সে অবশ্য।
পৃথিবী তোমার হইল না হএ ব্রহ্মস্ব॥
সেই হেতু আন ধন না চিন্ত প্রমাদ।
যজ্ঞ কৈলে মহারাজা খণ্ডে অবসাদ॥
পুনি রাজা জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে।
কিরূপ যজ্ঞের ঘোড়া কহ তপোধনে॥
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া ততক্ষণ।
ঘোড়ার লক্ষণ যত কহে বিবরণ॥
ব্যাসে বোলে শুন রাজা সাবহিত হইয়া।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ আন বিদ্বান দেখিয়া॥
বিংশতি সহস্র মুনি যজ্ঞের বিহিত।
একবারে কৈলে দান এই পরিণত॥
সহস্রেক ধেনু দিবা আর এক গজ।
যত যজ্ঞ এক দিবা কাঞ্চনের ধ্বজ॥
এক ভার সোবর্ণ দিবা প্রতি দ্বিজে দান।
প্রথম দিবস দান এই সমাধান॥
তবে সে এড়িব ঘোড়া ক্ষিতি বিচরিতে।
যথা তথা যাবে ঘোড়া গতি অবাধিতে॥
সঙ্গতি রক্ষক দিবা পুত্র সহোদর।
অশ্বসঙ্গে ভ্রমিব রক্ষক ধনুর্দ্ধর॥
সোনার বরণ ঘোড়া পৃষ্ঠ তাম্রবর্ণ।
চারি খুর ধবল পীত বর্ণ কর্ণ॥
মুখ শ্যামল পুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ অতি।
ঘোটকের এই বর্ণ শুন নরপতি॥
ললাটে ধবল বর্ণ চন্দ্রসম প্রভা।
সোবর্ণের পাত করি কপালে বান্ধিবা॥
ললাটে লিখিবা পত্র সোবর্ণের জলে।
এড়িবেক সেই ঘোড়া যজ্ঞ কুতূহলে॥
রক্ষক সঙ্গতি দিবা সৈন্য সহোদর।
মনোজ্ঞ গমনে যাইব যজ্ঞঅশ্ববর॥

CENTRAL LIBRARY

পত্র বান্ধিবা রাজা ললাটে ঘোড়ার।
শুভযোগে ছাড় ঘোড়া ক্ষিতি চড়িবার॥
তথাতে আসিয়া কেহ বলে যদি ধরে।
জিনিয়া আনিব ঘোড়া সেই ধনুর্দ্ধরে॥
আনিবারে না পারিলে যজ্ঞ হএ বাদ।
মহাপাপ হএ রাজা কহিল তোহ্মাত॥
চৈত্র পূর্ণমাসীতে করিয়া পুরস্কার।
এড়িবেক ঘোড়া বৎসর ভ্রমিবার॥
আপনে করিবে এথা অসিব্রত ব্রত।
ছাড়িবা সকল ভোগ যত উপগত॥
পত্নী সঙ্গে এক শয্যা না থাক রাজন।
হবিষ্য করিয়া রাজা শাস্ত্রের বিধান॥
একচিত্ত হইয়া থাক হস্তিনার নাথ।
পারিবা করিতে যজ্ঞ ভয় নাহি তাত॥

অশ্ব আনয়নের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের দুশ্চিন্তা :
ভীম-বৃষকেতুর রাজিয় গ্রহণে আগ্রহ

মুনির বচনে রাজা পুনি জিজ্ঞাসন্ত।
এ যজ্ঞ করিতে মোরে বোল মতিমন্ত॥
হেন অশ্ব মুনি আহ্মি কোথাতে পাইব।
ঘোটকরক্ষক আহ্মি কারে নিয়োজিব॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় দুই সহোদর।
আহ্মা হেতু পরাভব পাইছে বিস্তর॥
তা সভারে কোনমুখে কহিম যাইতে।
ভীমার্জ্জুন বিনা আহ্মি কহিম কাহাতে॥
এক ভ্রাতৃপুত্র আছে কর্ণের নন্দন।
কোমল শরীর শিশু রণে বিচক্ষণ॥
ষোড়শ বৎসর মাত্র হইছে কুমার।
শিশু যুদ্ধে পাঠাইতে নহে ব্যবহার॥
এক পৌত্র মেঘবর্ণ রণে মহাশূর।
পিতার সমান পুত্র নির্ভয় শরীর॥
তার বাপ মোর লাগি কর্ণের সমরে।
হেন শূর কাটা গেল আহ্মার গোচরে॥
তাহারে পাঠাইতে মোর নাহ লএ মতি।
কৃষ্ণ হেন বন্ধু নাহি নিকটে সঙ্গতি॥
বহু বিঘ্নে পাইব রাজ্যের অভিলাষ।
সিদ্ধি না হইলে পাছে লোকে উপহাস॥
এই যজ্ঞ হইব হেন নাহি দেখি বুদ্ধি।
ঘোটক কথাতে আছে নাহি জানি শুদ্ধি।
যুধিষ্ঠির রাজার কাকুতি বাক্য শুনি।
ঘোড়ার উদ্দেশ্যে কহে ব্যাস মহামুনি॥
ভদ্রাবতী নামে পুরী অদ্ভুত নগরী।
মহারাজা যৌবনাশ্ব তথা অধিকারী॥
তার ঠাই আছে ঘোড়া অতি বিলক্ষণ।
কৃপণের ধন যেন করএ পালন॥
দশ অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে নরপতি।
ঘোটক রাখিয়া থাকে সাবহিত অতি॥
ব্যাস মুনিএ যদি উপদেশ কৈলা।
সভা মৈধ্যে ভীমসেন কহিতে লাগিলা॥
একাকী যাইব আহ্মি পুরী ভদ্রাবতী।
বিনা যুদ্ধে ঘোড়া আহ্মি আনিব নৃপতি॥
কিবা বলে কিবা রণে ঘোড়া আনি তার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি গোচরে তোহ্মার॥
যদি আহ্মি সেই ঘোড়া আনিতে না পারি।
মহা ঘোর নরকেতে পড়ি আহ্মি মরি॥
অতি ঘোর নরকেতে গতি হউক মোর।
এথ বলি উঠিলেক বীর বৃকোদর॥
ভীমের বচন শুনি বোলে নরপতি।
পাছু না গণিয়া কর প্রতিজ্ঞা ভারতী॥
জানি আহ্মি যৌবনাশ্ব রাজা মহাবীর।
তাহার সাক্ষাতে রণে কেবা হইবে স্থির॥
সংশয় ভাবিএ আমি ভদ্রাবতী জয়ে।
একেশ্বর যাইতে বোল উচিত না হএ॥
রাজাএ ভীমেক যদি এথেক কহিল।
কর্ণপুত্র বৃষকেতু তখনে বলিল॥
আহ্মারে সঙ্গতি নেয় তোহ্মার দোসর।
যৌবনাশ্ব জিনিবাম করিয়া সমর॥

ভীমে বোলে বৃষকেতু তুহ্মি মহাবীর।
সুরাসুর সংগ্রামেতে অক্ষত শরীর॥
যৌবনাশ্ব জিনিতে পারহ তোহ্মা বলে।
তোহ্মা রণ সহিতে নারে ধরণীমণ্ডলে॥
কিন্তু যে তোহ্মার পিতা কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তাহানে মারিল পার্থে করিয়া সমর॥
সেই হেতু তোহ্মা মুখ চাহিতে লজ্জা করে।
এই হেতু নাহি বলি যাইতে সমরে॥
ভীম বাক্য শুনি শিশু দিলেন উত্তর।
সংসারে জানিল তারে সুতের কুয়র॥
উপকার কৈল মোর জনকসংহারি।
কৌরবের মিত্র ছিল তোহ্মা সব বৈরী॥
সাক্ষাতে আছিল সেই পাণ্ডুর তনয়।
নিজ বল ছাড়ি করে শত্রুর বিজয়॥
রজঃস্বলা দ্রৌপদীরে কামাহত চিত্তে।
বস্ত্র কাড়ি লএ দেখি তাহান সাক্ষাতে॥
সে সব অধর্ম্ম নাশ কৈলা তুহ্মি সব।
সমূহ সমরে তুহ্মি কৈলা পরাভব॥
স্বর্গে গেল পিতা মোর তোহ্মার প্রসাদে।
উপকার মানি আহ্মি না চিন্তি প্রমাদে॥
এথ যদি বৃষকেতু বলিল বচন।
দুই হাতে বৃকোদর দিলা আলিঙ্গন॥
সঙ্গতি যাইতে তবে দিলা অনুমতি।
মেঘবর্ণ কুমারেরে বোলে শীঘ্রগতি॥

ভীম-বৃষকেতুর সহিত মেঘবর্ণের
অশ্ব আনয়নে যাত্রার উদ্যোগ

তোহ্মার পিতাএ যে করিল উপকার।
শুন ভাই মেঘবর্ণ বচন আহ্মার॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে তুহ্মি থাক এই স্থলে।
নৃপতি রক্ষিতা থাক তুহ্মি মহাবলে॥
বৃষকেতু সঙ্গে আহ্মি যাই ভদ্রাবতী।
কাড়িয়া আনিম ঘোড়া জিনিয়া নৃপতি॥
এথ যদি ভীমসেনে বলিল বচন।
মেঘবর্ণ কুমারে বলিল ততক্ষণ॥
মোর পিতা ঘটোৎকচ তোহ্মার নন্দন।
পিতৃকার্য্য হেতু বীরে ত্যজিল জীবন॥
তাহান জীবন ধৈন্য ধৈন্য সুকুমার।
পিতৃকার্য্য সাধি প্রাণ ত্যজিল আপনার॥
মহাবীর ধনঞ্জয় ভুবন দুর্জ্জয়।
যার নামে ত্রিভুবন কম্পমান হয়॥
রাজার সহিতে তেঞি থাকিব রণস্থল।
সহদেব নকুল যে তাহান অনুবল॥
তোহ্মার সহিতে আহ্মি যাইব ভদ্রাবতী।
বৃষকেতু সঙ্গে তুহ্মি যুদ্ধে দিবা মতি॥
মায়া করি ঘোড়া তার কাড়িয়া আনিম।
পৃষ্ঠে করি তোহ্মার অগ্রেত আনি দিম॥
সত্বরে চলহ তুহ্মি বিলম্ব না কর।
ঘোটকে আনিয়া দিমু তোহ্মার গোচর॥
শুনিয়া পৌত্রের কথা ভীম মহাবল।
দুই হাতে আলিঙ্গিল মন কুতূহল॥
মেঘবর্ণ সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিল।
তবে ব্যাস মহামুনি কহিতে লাগিল॥
রাত্রি হইল রাজা দিন অবসান।
আশ্রমে যাইতে আজ্ঞা কর সন্নিধান॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তোহ্মার হইব সকলে।
এই আশীর্ব্বাদ করি চলিলা নিজ স্থলে॥
এ বলিয়া মুনিবর চলিলা সত্বরে।
বাড়াইয়া দিলেক নিয়া পঞ্চ সহোদরে॥
সোদর সঙ্গতি রাজা মুনিকে বন্দিলা।
বিদায় হইয়া মুনি আশ্রমে চলিলা॥
নিজ পুরে প্রবেশিল ধর্ম্ম নরপতি।
পাত্র মিত্র সহচরী তাহার সংহতি॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্রণা

মুনি বোলে শুনহ নৃপতি জনমেজয় ।
যজ্ঞ হেতু ভাবে রাজা পাণ্ডুর তনয় ॥
কেমতে করিব যজ্ঞ চিত্ত নহে স্থির ।
কত দিন পরে তবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
মন্ত্রণা করিতে রাজা সভাতে বসিলা ।
পাত্রমিত্র ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া আনিলা ॥
ভীমার্জ্জুন নকুল যে সহদেব পাছে ।
সভা করি বসিলেক নৃপতির কাছে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আহ্মি কিরূপে করিম ।
ধনহীন কোনমতে বিপ্রকে তুষিম ॥
জিনিব যে যৌবনাশ্ব কেমত শকতি ।
চিন্তিয়া বিকল হইলা ধর্ম্ম নরপতি ॥
চারি ভাই সম্বোধিয়া বলিলা রাজন ।
ব্যাসমুনি উপদেশ শুন ভ্রাতৃগণ ॥
পরম সুহৃদ ব্যাসে কৈল উপদেশ ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ মোর উৎকণ্ঠা বিশেষ ॥
রাজার বচন শুনি পবননন্দন ।
আক্ষেপ করিয়া কহে করিয়া গর্জ্জন ॥
ভীমে বোলে আনি দিমু মরুতের ধন ।
মহাদেব জিনিয়া জিনিব যক্ষগণ ॥
শুনি ধর্ম্ম নরপতি এড়িল নিঃশ্বাস ।
নিঃশব্দ হইয়া প্রার্থনা করিল ভাব ॥
রাজা বোলে বন্ধু মোর দেবকীনন্দন ।
ইহলোকে পরলোকে বন্ধু নারায়ণ ॥
যাহার প্রসাদে আহ্মি পাইল বসুমতী ।
মহা আপদ হৈতে কৈল অব্যাহতি ॥
বস্ত্ররূপী হইয়া লজ্জা দ্রৌপদী রাখিল ।
যাহার মন্ত্রণা শুনে কুরু সংহারিল ॥
হেন প্রভু নারায়ণ নাহিক নিকটে ।
কেবা তরাইব মোরে পড়িল সঙ্কটে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নরপতি ভাবে বারে বার ।
হেন বন্ধু নাহি মোর সভার মাঝার ॥
সদাকাল ভক্ত হেতু থাকে তান মন ।
যুধিষ্ঠির আশা বুঝিয়া নারায়ণ ॥
দ্বারকাপুরীতে থাকি দেব নারায়ণ ।
অন্তর্যামী সকল জানিলা ততক্ষণ ॥
যুধিষ্ঠির বিষাদ জানিয়া ভগবান ।
দারুকেরে আজ্ঞা কৈল আন রথখান ॥
ধর্ম্মরাজা দেখিতে হস্তিনাপুরী যাই ।
এ বলিয়া রথে চড়ি চলিলা কানাই ॥
দারুকে সাজাই রথ যোগাইল আনি ।
অবিলম্বে রথে চড়িলা চক্রপাণি ॥
ত্বরিতে গমনে চলে হস্তিনানগরে ।
যথা যুধিষ্ঠির রাজা কুন্তীর কোয়রে ॥
রাজার দ্বারেত গেলা দেব নারায়ণ ।
যুধিষ্ঠির আগে কহ আহ্মা আগমন ॥
সময় পাইয়া কহ রাজার গোচর ।
অসময়ে না কহিবা শুন দ্বারীবর ॥
হেন যদি কহিলেক দেবকীসন্ততি ।
করজোড়ে কহে দ্বারী করিয়া ভকতি ॥
নিজ সুখে চল গোসাই পুরীর ভিতরে ।
সোদর সহিতে রাজা যথা যুক্তি করে ॥
অসময়ে সময় নাই তোহ্মা আগমন ।
হেন বলিয়াছে পূর্ব্বে ধর্ম্মের নন্দন ॥
সর্ব্ব [দায়] মোরে দয়া আছে নারায়ণ ।
সময় অসময় নাই প্রভুর আগমন ॥
তোহ্মার চিন্তএ রাজা নিজ কর্ম্ম হেতু ।
মনোরথ পূর্ণ কর তুহ্মি ব্রহ্মকেতু ॥
দ্বারীর বচনে কৃষ্ণ বোলে আরবার ।
বিনা আজ্ঞা যাইতে নাহি নাস্তি ব্যবহার ॥
শুন দ্বারীবর তুহ্মি চলহ সত্বরে ।
শীঘ্রগতি কহ গিয়া রাজার গোচরে ॥
কৃষ্ণের বচনে দ্বারী তুরিত গমনে ।
নৃপতির আগে কহে কৃষ্ণ আগমনে ॥
শুনি ধর্ম্ম নরপতি ছাড়িয়া আসন ।
পাত্রমিত্র জ্ঞাতি সহ করিলা গমন ॥

চাতকের গণ যেন নিদাঘের শেষ।
সজল নয়ান ধারা হরিষ বিশেষ॥
কৃষ্ণ দেখি নরপতি হরিষ আনন্দ।
সকল শরীরে হইল প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রণমিলা কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির নরপতি।
আলিঙ্গিলা নরপতি প্রেমভাব অতি॥
ভীম ধনঞ্জয় দোহে চরণ বন্দিল।
ভক্তিভাবে সাধুপুত্রে প্রণাম করিল॥
কৃষ্ণকে লইয়া রাজা পুরী প্রবেশিলা।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণের চরণ বন্দিলা॥
প্রদক্ষিণ করি কৃষ্ণ কুন্তী প্রণমিলা।
মুখে চুম দিয়া দেবী কৃষ্ণ আলিঙ্গিলা॥
গোবিন্দ বসিতে আনি দিল হেমাসন।
বসিলেক নারায়ণ হরষিত মন॥
ধৃতরাষ্ট্রপুরে গিয়া সম্ভাষিলা সব।
পুনি যুধিষ্ঠির কাছে আসিলা মাধব॥
যুধিষ্ঠির চিন্তাকুল দেখিয়া তখন।
জিজ্ঞাসিলা নৃপতিরে দেব জনার্দ্দন॥
বিষণ্ণ বদন কেনে কহ ধর্ম্মরাজ।
ভীমার্জ্জুন বিদিতে অসাধ্য কোন কাজ॥
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা করিয়া ভকতি।
তুহ্মি পরে অধমের আর নাহি গতি॥
গোত্রবধ মহাপাপ ভয়ের কারণ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবারে লএ মন॥
মহামুনি ব্যাসদেবে অঙ্গীকার কৈল।
কি করিব রাধাকান্ত পাপ বড় হইল॥
তোহ্মার প্রসাদে তরি আপদ সকল।
কথ কথ দুষ্কর তরিল মহাবল॥
রাজার বচন শুনি কৃষ্ণ মহাবলে।
ভীম চাহি হাসি কথা কহিলেন্ত ছলে॥
যথ যথ রাজা আসি সংগ্রাম করিল।
কুরুক্ষেত্র রণে রাজা যথেক করিল॥
তা সভার পুত্রপৌত্র অনেক জন্মিল।
এক এক রাজা জান ইন্দ্রসম হইল॥
তাহারে জিনিবা বোল কোন ধনুর্দ্ধর।
উপায় না দেখি আহ্মি শুন নৃপবর॥
বহু বিঘ্ন হএ যজ্ঞে কেন কর আশা।
বিনি জিজ্ঞাসিয়া যেন খেলাইল পাশা॥
মনএ না করি পূর্ব্বে বীর ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথবধে যেন পাইল সংশয়॥
সুমন্ত্রীর সনে রাজা না কৈল মন্ত্রণা।
কুমন্ত্রীর মন্ত্রণাএ পাইবা যন্ত্রণা॥
ভীমের বচনে তুহ্মি হইলা প্রতীত।
স্থূলোদর হএ ভীম আর নারীজিৎ॥
বহু ভক্ষ্য খাএ ভীম হএ স্থূলোদর।
হিড়িম্বা রাক্ষসী পতি তার বাক্যধর॥
হেন ভীমসেনের বচনে নরপতি।
অশক্য কর্ম্মত রাজা কর তুহ্মি মতি॥
কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিলা।
মোকে মন্দ বোল তুহ্মি তোহ্মা না জানিয়া॥
তোহ্মার উদরে কৃষ্ণ বৈসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কৃষ্ণ অন্ন যে ব্যঞ্জন॥
তুমি স্থূলোদর নহে আহ্মি স্থূলোদর।
ভাবিয়া চাহরে কৃষ্ণ নিজ কলেবর॥
ভাবিয়া যুগান্ত কালে সৃষ্টি খাইবা তুহ্মি।
তোহ্মা হৈতে বহুল ভক্ষক হইল আহ্মি॥
ভালুক বানর ঘরে জন্মে জাম্বুবতী।
তাহাতে অধিক দোষ হিড়িম্বা যুবতী॥
সত্যভামা রমণীর প্রীতি রাখিবার।
রণে ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভাই জিনে আপনার॥
পুরীতে আনিলা তরু পুষ্প পারিজাত।
দেবগণে পাইলেন বহুল উৎপাত॥
তুহ্মি নারীজিৎ নহে আহ্মি নারীজিৎ।
আপনা জানিয়া কেনে বল বিপরীত॥
ভীমের বচনে কৃষ্ণে ঈষৎ হাসিলা।
ভালো ভালো বলি প্রভু ভীম প্রশংসিলা॥
শুন ভীম তোহ্মার যে বল বুঝিবার।
তে কারণে বলিলাম এত ব্যবহার॥

CENTRAL LIBRARY

ভীম প্রশংসিয়া তবে রাজাকে বোলেন্ত ।
অল্প কার্য্যে কি কারণে চিন্ত মতিমন্ত ॥
অনায়াসে যজ্ঞ তুহ্মি পারিবা করিতে ।
শূন্য ভাব কি কারণে ভাবহ এহাতে ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুলকুমার ।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ সহায় তোহ্মার ॥
আহ্মি সমে যদু বংশ সকল তোহ্মার ॥
তোহ্মার অসাধ্য কিবা এ তিন সংসার ॥
গোত্রবধ পাতকের ভয় ভাব চিত্তে ।
সকল পাতক রাজা দেয় মোর হাতে ॥
সর্ব্ব পাপ হরিবাম না কর সন্দেহ ।
স্বর্গে লই যাইব আহ্মি এই মরদেহ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বোলে বৃকোদর ।
ভালো কথা কহিয়াছ দেব দামোদর ॥
তোহ্মার হাতেতে দিলে একে শতগুণ ।
পাপ দিলে পাপ বাড়ে অবশ্য নিপুণ ॥
পুণ্য দিলে পুণ্য বাড়ে তাহে আহ্মি জানি ।
যজ্ঞ না করিতে কেনে বোল চক্রপাণি ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি পুণ্য সমর্পিব ।
এক গুণ পুণ্য দিলে লক্ষ গুণ হইব ॥
নৃপতিরে রক্ষা করি থাক এই স্থলে ।
ঘোটক আনিব আহ্মি নিজ বাহুবলে ॥
ভীমে যদি হেনমতে বলিলা বচন ।
সাধু সাধু যদুপতি প্রশংসে তখন ॥
ভীমবাক্য অন্তে যুধিষ্ঠির নৃপবর ।
বিনয় করিয়া বোলে কৃষ্ণের গোচর ॥
ভাগ্যবন্ত তোহ্মা হস্তে পুণ্য দান করে ।
তোহ্মা হস্তে পাপ দিব আহ্মি সে পামরে ॥
মোর মনে নাহি লএ এ সব বিধান ।
কেমতে তোহ্মার হাতে পাপ দিব দান ॥
তোহ্মার হস্তেত দিলে অনন্ত গুণ হএ ।
কিবা পুণ্য কিবা পাপ কভো নাহি ক্ষএ ॥
পুণ্য দিলে পুণ্য বাড়ে পাপ দিলে পাপ ।
পাপ দিয়া কেমতে ছাড়াইব মুই তাপ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি পুণ্য সমর্পিব ।
তোহ্মার প্রসাদে প্রভু পাপ নিস্তারিব ॥
বুঝিয়া রাজার মন কৃষ্ণ মহামতি ।
অশ্বমেধ করিবারে বলিলা ভারতী ॥
যোগ্য যুক্তি সার করি রাজা যুধিষ্ঠির ।
কৃষ্ণ সমে ভোজন করিলা মহাবীর ॥
শয়ন করিলা রাজা নিজ সিংহাসন ।
অর্জ্জুনের ঘরে গেলা রাজীবলোচন ॥
অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণ বহু অনুরাগ ।
এক কলেবর মাত্র তনু দুই ভাগ ॥
নানামতে ইষ্টালাপ করি মহামতি ।
শয়ন করিলা তথা যদুবংশপতি ॥
রাত্রি অবশেষকালে একত্রে বসিলা ।
স্নান দান নির্ব্বহিয়া সভাতে মিলিলা ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥

ভীম-বৃষকেতু-মেঘবর্ণের ভদ্রাবতী যাত্রা

মুনি বোলে জনমেজয় শুন বিবরণ ।
আর দিন প্রভাতে পাণ্ডব সর্ব্বজন ॥
মন্ত্রণা করিলা সর্ব্বে অশ্ব আনিবার ।
আজ্ঞা কৈলা নরহরি ত্রিভুবন সার ॥
চলে ভীম বৃষকেতু মেঘবর্ণ সঙ্গে ।
হাতে ধনু লই চলে নিজ মনোরঙ্গে ॥
কুন্তীকে প্রণাম করি বন্দিয়া নৃপতি ।
পরম ভকতি কৈলা কৃষ্ণের ভকতি ॥
অর্জ্জুনেরে আলিঙ্গিয়া বলিলা বচন ।
কৃষ্ণ সমে কর তুহ্মি রাজারে রক্ষণ ॥
অনায়াসে যৌবনাশ্ব জিনিয়া সমরে ।
অবিলম্বে ঘোড়া লইয়া আসিম সত্বরে ॥
যার মনে সদাএ থাকএ হৃষীকেশ ।
সেজনের আপদ কভো নাহি কোন দেশ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া মনে জিনিব সমর ।
ঘোড়া লইয়া পৌত্র মোর আসিব সত্বরে ॥

এ বলিয়া ভীমসেন চলিলা সত্বরে।
হাতে গদা ধনুর্ব্বাণ সঙ্গে দুই বীরে॥
আগে মেঘবর্ণ পাছে কর্ণের নন্দন।
গদাহাতে ভীমসেন চলে মহারণ॥
তিন বীর হাটি যদি রণেত চলিল।
সপ্ত দিনে ভদ্রাবতী নগর পাইল॥
নগর নিকটে গিয়া বৈসে তরুতলে।
পুরী অবলোকন করে ভীম মহাবলে॥
দিব্য পুরী বহুল নগর সারি সারি।
নদ নদী সরোবর লিখিতে না পারি॥
বহুল পর্ব্বত সব তরু গুল্ম লতা।
উচ্চ পর্ব্বত সম প্রাচীর সমতা॥
মহাযোধা বীর সব রণে অগুনিত।
মহাবীর যৌবনাশ্ব রণে সুপণ্ডিত॥
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত নগর দেখিয়া।
প্রশংসিল ভীমসেনে মাথা ঢুলাইয়া॥
নগর বাহিরে দেখে দিব্য তরুবর।
বহুল সাগর বড় সমুদ্র হিল্লোল॥

সরোবরে জলপানরত অশ্ব হৃত করিয়া যাত্রা

এই সব দেখি ভীম বোলেন্ত বচন।
দেখ দেখ বৃষকেতু কর্ণের নন্দন॥
এই সরোবর দেব নির্ম্মল যে জল।
এথা জলপান করে তুরগ সকল॥
তুরগের পদচিহ্ন দেখহ নয়ানে।
অনুদিন জলপান করে এই স্থানে॥
রাজপুরে যায় আসে কোন প্রভুজন।
অজ্ঞাতে এথাতে যে থাকিব তিনজন॥
জল খাইতে ঘোড়া যদি আইল সরোবর।
লইয়া যাইব ঘোটক জিনিয়া ধনুর্দ্ধর॥
তুহ্মি দুইজন মোর পাশেত আইস চলি।
সমরেত মারিব রাক্ষস মহাবলী॥
এই সম বাক্য করি ভীম যে রহিল।
হেনকালে আকাশেত ধূলিএ পূরিল॥

এই ঘোড়া আইসে করি ভীমসেনে কৈল।
আগে পাছে সৈন্য ঘোড়া একত্রে মিলিল॥
ধ্বজছত্র পতাকা দেখএ চারিভিত।
বহু রথ গজ বাজী দেখি সুললিত॥
প্রলয় কালেত যেন মেঘের নির্ঘাৎ।
দেখি ভীমসেন রব সৈন্য সিংহনাদ॥
দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যৌবনাশ্ব রাজা।
সরোবরে তুরঙ্গম আনে সব প্রজা॥
খুরা ধবল ঘোড়া অতি সুশোভন।
পীতবর্ণ কর্ণ তার অতি সুলক্ষণ॥
যেহেন কহিল পূর্ব্বে মহামুনি ব্যাস।
তেহেন দেখিয়া ভীমসেনের বাড়ে হাস॥
এ সব দেখিয়া তবে বীর বৃকোদর।
দেখ দেখ ঘোড়া সব আইএ সত্বর॥
যার হেতু তিনজনে করিএ প্রবাস।
যত উপদেশ কৈল মহামুনি ব্যাস॥
রজত বরণ অশ্ব অঙ্গের লাবণ্য।
সেই যজ্ঞ ঘোড়া দেখ এই অগ্রগণ্য॥
বিনি ঘোড়া না জিনি না যাইব আহ্মি দেশ।
শুনহ মোহার এই বচন বিশেষ॥
এই বাক্য কহিলেন্ত বৃষকেতু স্থানে।
মেঘবর্ণ পৌত্র বীর দেখ বিদ্যমানে॥
আকাশ জিনিয়া মেঘবর্ণে বাড়াএ তনু।
গুণ চড়াইয়া কর্ণসম টানে ধনু॥
তাহান লৈক্ষণ দেখি বোলে ভীমসেনে।
কোন কর্ম্ম চিন্ত তুহ্মি কি ভাবহ মনে॥
পিতামহ বাক্য শুনি মেঘবর্ণে বোলে।
মায়াবলে যাইব আহ্মি আকাশমণ্ডলে॥
সৃজিয়া রাক্ষসী মায়া করি অন্ধকার।
ঘোড়া ধরি আনিবাম নিকটে তোহ্মার॥
পুত্র সমে যৌবনাশ্ব ধরিয়া আনিমু।
অথবা বাহুর বলে সংগ্রামে মরিমু॥
এ বলিয়া মেঘবর্ণে ত্বরিত গমনে।
সৃজিয়া রাক্ষসী মায়া উঠিল গগনে॥

CENTRAL LIBRARY

মহা কাল মেঘ যেন কৈল অন্ধকার।
নিমেষেতে গগনে যে করিল সঞ্চার॥
মহাসত্ত্ব সিংহ যেন করে মহানাদ।
নির্ঘাত গর্জ্জনে সব হইল অবসাদ॥
ঘন ঘন বিজুলী ছটকে ভয়ঙ্কর।
পর্য্যাকুল বাউ যেন হইল ঘোরতর॥
আকাশে সঞ্চরে যেন দেবের বিমান।
দেবাসুর পলাইল ভয়ে কম্পমান॥
দেবগণে জানাইল ইন্দ্রের গোচর।
কোন দৈত্য আইল গোসাই আমার নগর॥
খাইব সকল দেব হও সাবধান।
তাকে সংহারিয়া কর দেবের কৈল্যাণ॥
ক্রোধ হইল দেবরাজ বজ্র লইয়া করে।
দূত সম্বোধিয়া ইন্দ্রে বোলে উচ্চৈঃস্বরে॥
কি নাম তাহার এথা আইল কি কারণ।
জিজ্ঞাসিঅ ডাকি তারে করিমু নিধন॥
ইন্দ্রের বচনে দূর অন্তরে থাকিয়া।
মেঘবর্ণ কুমারের বলিল ডাকিয়া॥
তুহ্মি কোন বীর হও দেয় পরিচয়।
তোহ্মা দেখি দেবাসুরগণে পাইল ভয়॥
কোনমত আগমন কিবা কহ কাজ।
সত্বরে জিজ্ঞাসে তোহ্মা ইন্দ্র দেবরাজ॥
মেঘবর্ণে বোলে আহ্মি হই নিশাচর।
ভীমসেন পৌত্র ঘটোৎকচের কোয়র॥
ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠিরে যজ্ঞ করিবার।
ভদ্রাবতী পুরী আইলাম আদেশে রাজার॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির ঘোড়া হরি নিতে।
আকাশে উঠিল আহ্মি দেখ অলক্ষিতে॥
হরিবে যাউক ইন্দ্র চিন্তা পরিহরি।
কৌতুক চাহিতে বোল আলোকন করি॥
হেন বাক্য মেঘবর্ণ যদি সে কহিল।
নির্ভয়ে দেবতাগণে তথাতে রহিল॥
ইন্দ্র আদি দেব আইল কৌতুক চাহিতে।
আকাশে রহিল দেব শূণ্য অলক্ষিতে॥
মায়াবলে ঘোড়ার নিকটে গেল বীর।
তিমির বেড়িল যেন চন্দ্রের শরীর॥
তত্ত্ববেগে বাউ হইল মহা অতুলিতে।
গজ বাজী রথারথী উড়াইল ভূমিত॥
মহা ধ্বনি সৈন্যেতে হইল কোলাহল।
পবনের বেগে যেন হইল কোন্দল॥
শিলাবৃষ্টি করি মেঘবর্ণ মহাবীর।
সিংহনাদ করিলেক গহন গম্ভীর॥
মহাঘোর শব্দ করি ঘোড়া লইয়া যাএ॥
দ্বারে থাকি যৌবনাশ্ব নরপতি চাহে॥
কালবর্ণ মেঘ যেন কুণ্ডলমণ্ডলী।
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে বীর মহাবলী॥
পৃষ্ঠে ঘোড়া লইয়া যাএ সত্বর গমন।
পুষ্প বৃষ্টি দেবগণ করে ঘন ঘন॥
ডাক ছাড়ে কোন কোন নৃপসৈন্যগণ।
কাট মার করিয়া ডাকএ ঘন ঘন॥
মেঘবর্ণ রাক্ষসেরে দেবে করে স্তুতি।
ঘোড়া লইয়া যাএ বীর মেঘের আকৃতি॥
যৌবনাশ্ব রাজা দূরে থাকি আলোকন্ত।
কৃশ নামে ঘোড়া মোর কেবা লইয়া যান্ত॥
প্রাণতুল্য ঘোড়া লইয়া যাএ নিশাচর।
ক্রোধ নরপতি যাএ যুদ্ধের অন্তর॥
কালান্তক নামে শূর সেনাপতি নাম।
চারি সহস্র মহারথী সঙ্গতি তাহান॥
ধর ধর বলিয়া ধাইল শীঘ্রগতি।
ধাই যাএ সৈন্য কালান্তকের সঙ্গতি॥
নৃপতি আদেশে যাএ কালান্তক সেনা।
অহঙ্কার করি যাএ সৈন্য সর্ব্বজনা॥
সিংহনাদ করি সৈন্য বেড়ে চারিভিত।
ক্রোধ হইয়া মেঘবর্ণ যুদ্ধে অগুনিত॥
চাপড় প্রহারে কার লইল পরাণ।
চরণ প্রহারে কারে করিল নির্যান॥
সর্প সৈন্যে যে হেন গরুড় প্রবেশিল।
একা মেঘবর্ণ যে সৈন্য সংহারিল॥

পর্ব্বতের মহাশিলা তুলিয়া তখনে ।
মারিলেক মহাশিলা যথ সৈন্যগণে ॥
কালান্তক সেনা মারি পরম নির্ভয়ে ।
ঘোড়া লইয়া গেল বীর ভীমের গোচরে ॥
পাশে ঘোড়া রাখি শিশু করিলা প্রণাম ।
মেঘবর্ণে পুরিলেক নিজ মনস্কাম ॥
তোহ্মার প্রসাদে পিতামহ মহাশয় ।
ঘোড়া লই আনিলাম দেখহ নিশ্চয় ॥
যার হেতু রাজসৈন্য হইল নির্যান ।
মহাবীর কালান্তক সেনার প্রধান ॥
হেন ঘোড়া রক্ষা করি থাক মহাশয় ।
আহ্মারে মারিতে আইল নৃপসৈন্যচয় ॥

ভীমের নিকট অশ্ব রক্ষা করিয়া মেঘবর্ণের
যৌবনাশ্ব সেনাবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা

তা সবার রণ ইচ্ছা খণ্ডাইবার তরে ।
এই যাম পিতামহ সৈন্যের ভিতরে ॥
এ বলিয়া মেঘবর্ণ ধাএ ত্বরমাণ ।
পদভরে বসুমতী হইল কম্পমান ॥
সসৈন্যে সমরে প্রবেশিল মহাবল ।
অতিবেগে মহাবাউ হইল কল্লোল ॥
নৃপতির সৈন্যগণে বেড়ে চারিপাশ ।
শরবৃষ্টি করে সব না দেখি প্রকাশ ॥
ভীম প্রণমিয়া যাএ হাতে ধনুঃশর ।
ত্রিপুর মথনে যেন সাজে মহেশ্বর ॥
সিংহনাদ করি বীর কর্ণের নন্দন ।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বোলে শুনহ বচন ॥
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত আরে রাজসৈন্যগণ ।
সমরে আইল আহ্মি কর্ণের নন্দন ॥
অকারণে মরিবা যাও নিজ ঘর ।
পুত্র দারা দেখ গিয়া নয়ানগোচর ॥
মুই বৃষকেতু বীর অগ্নিসম জানি ।
নিবর্ত্তিয়া যাও সৈন্য রাখিয়া পরাণি ॥

এ বলিয়া করে বীর ধনুর টঙ্কার ।
অকালে জলদে যেন করএ ঝঙ্কার ॥
তার দর্প শুনিয়া যে নৃপতির সৈন্য ।
ভয়ে কেহ সমরে না হএ অগ্রগণ্য ॥
বেড়িয়া কুমার পশে সব শরে মারে ।
শূল পট্টিশ গদা মুষল মুদ্গরে ॥
ত্রিকণ্টকি বহুল মুদ্গর মহা বাণে ।
বক্রদন্ত উলূক অর্দ্ধচন্দ্র খরশানে ॥
সর্ব্ব সৈন্য বাণবৃষ্টি সাহস * * * ।
নাহি দিগ্বিদিগ্, না দেখি ধরাতলে ॥
প্রভাতের সূর্য্য যেন নীহারে ঢাকিল ।
বৃষকেতু বাণে সব রণ আচ্ছাদিল ॥
বাণবৃষ্টি দেখি রণে কর্ণের নন্দন ।
মহাক্রোধ হইল যেন জলে হুতাশন ॥
ধনুতে চড়াইয়া গুণ ছাড়ে সিংহনাদ ।
রণেতে রুষিল বীর নাহি অবসাদ ॥
তা দেখিয়া বৃষকেতু পুরিল সন্ধান ।
কাটিয়া বিপক্ষগণ কৈল খান খান ॥
লৈক্ষ লৈক্ষ বাণ এড়ে কুমার প্রচণ্ড ।
নিদাঘ কালেত যেন কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
নিমেষেতে হস্তীমুখ করিল সংহার ।
অশ্বমুণ্ড কাটি পাছে কাটে গজ আর ॥
ভীমে বোলে আগে তুহ্মি বাহিনী বেড়িল ।
এথেক তোহ্মার বধ্ সৈন্য যে হইল ॥
যে বধ্ পুত্রের সঙ্গে বিরোধ করএ ।
পুত্রের বচন যদি বধ্ না শুনএ ॥
দণ্ড বাড়ি মারিবেক তারে গুরুজন ।
যদি পুত্রের আয়ু ঘটে বধ্র কারণ ॥
গদা লইয়া মারিবাম বধ্ পাতকিনী ।
যদি সে পুত্রের নহে প্রিয়বাদিনী ॥

বৃষকেতুর যুদ্ধযাত্রা

হেনমতে প্রিয়হাস্য করি দুইজন ।
অহঙ্কার করে দুই দেখে সর্ব্বজন ॥

CENTRAL LIBRARY

নিকটেত রাজসৈন্য আইল অপার।
তা দেখিয়া বৃষকেতু কর্ণের কুমার॥
ভীম প্রদক্ষিণ করি হাতে ধনুঃশর।
ক্রোধ হইয়া চলে রণে কর্ণের কোঙর॥
মত্ত হইয়া চলে রণে না চিন্তে প্রমাদ।
সৈন্য দেখি শিশুমতি নাহি অবসাদ॥
বাহু আস্ফালন করে করি সিংহনাদ।
সিংহনাদ করে ভীম নাহি অবসাদ॥
সিংহনাদ করে ভীম ধনুক টঙ্কারে।
যৌবনাশ্ব নৃপতি না গণে অহঙ্কারে॥
নবীন শাণেতে বাণ বরিষে অপার।
পৌষের রজনী যেন বরিষে নীহার॥
মহাবাণ বরিষএ বীর বৃষকেতু।
অগাধ সলিলে যেন বিরচিল সেতু॥
মহা মহা গজ শুণ্ডেসৈন্য বিদারিল।
শতে শতে গজ কাটি সংহার করিল॥
কবচ সহিতে কাটি পাড়ে সব ধ্বজ।
বড় বড় রথী কাটে ত্যজি উপরোধ॥
শোণিতে বহএ নদী মাংসে হইল পঙ্ক।
আনন্দে * * * সেনা শিবা গৃধ্র কঙ্ক॥
তিল পরিমাণ করি কাটি পাড়ে রথ।
রথীগণের ধনুর্ব্বাণ কাটে অবিরত॥
প্রহারে হৃদয় ভেদে কার কাটে হাত।
কার হস্ত কাটে কার অঙ্গ সহসাত॥
সর্পসৈন্য মৈধ্যে যেন গরুড় পশিল।
একা বৃষকেতু তবে সৈন্য সংহারিল॥
ভাঙ্গিল নৃপতিসৈন্য না রহিল আর।
ভঙ্গ দিল রাজসৈন্য না দেখি নিস্তার॥
যমসম যোধাগণ মানি ততক্ষণ।
চারিভিতে ধায় সৈন্য লড়ি মহারণ॥
যৌবনাশ্ব নরপতি ডাকন্ত আপনে।
তথাপিএ ধায় সৈন্য লইয়া জীবনে॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা যৌবনাশ্ব।
আপনে সাজিল রণে যুঝিবার আশ॥

সাজিল বহুল সৈন্য সঙ্গে সেনাপতি।
যুবরাজ সাজিল সুবেগ মহামতি॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির নন্দন মহাবীর।
রুষিল সুবেগ রণে অক্ষত শরীর॥
নিজ সৈন্য সঙ্গে রাজা আইল ক্রোধ মনে।
রথভরে থর থর ক্ষিতি কম্পমানে॥
আপনে আইল রাজা যুঝিবার আশে।
একেশ্বর যুদ্ধ করে বৃষকেতু পাশে॥
তা দেখিয়া ভীমসেন আপনে চলেন্ত।
হাতে গদা লইয়া যাএ যম মূর্ত্তিমন্ত॥
বৃষকেতু দেখিলেক রণে চলে ভীম।
নহে নহে করিয়া যে নিবারে অসীম॥
প্রথমে বরিল আহ্মি এ সব বাহিনী।
ধরিলা জনক হইয়া পুত্রের রমণী॥
এই পুত্রবধূ তোহ্মার আহ্মার যে প্রিয়।
সমাহিতে রহ বীর ধর্ম্ম না লঙ্ঘিঅ॥
বহুল কাটিল সেনা বীর মহাশয়।
বৃষকেতু হাসেন্ত যে সমরে নির্ভয়॥
মহাসত্ত্ব গজযূথ রাজার নিকটে।
তীক্ষ্ণ বাণ সান্ধি বীরে কাটিল প্রকটে॥
রাজার সমুখে গজ সৈন্য বিদারিল।
আপনে * * * পতি সমরে পশিল॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা যৌবনাশ্ব।
ধনুতে চড়াইল বাণ সমরের আশ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীরে ধনু টঙ্কারিল।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বৃষকেতুকে বলিল॥
অতি বড় শিশু দেখি অতি সুকুমার।
মোরে পরিচয় শিশু দেয় আপনার॥
কার পুত্র হও তুহ্মি কোথা তোর ধাম।
কি কারণে আগমন কহিবা মনস্কাম॥
কোন হেতু হর ঘোড়া কহ শুনি তত্ত্ব।
সৈন্যের সংহার তুহ্মি কর কি নিমিত্ত॥
অবিলম্বে যাইবা শিশু যমের যে দ্বার।
মোহার গোচরে তোর নাহিক নিস্তার॥

CENTRAL LIBRARY

পদগতি রণ কর না হএ উচিত।
আহ্মি রথ দিব তুহ্মি যুঝহ ত্বরিত॥
রথেতে চড়িয়া যুদ্ধ কর মোর সনে।
অবিলম্বে পাঠাইমু যমের ভুবনে॥
আর কোন দুই বীর তোহ্মার সঙ্গতি।
পরিচয় দেয় ভয় পরিহরি মতি॥
রাজার বচন শুনি হাসন্ত কুমার।
পরিচয় কহি শুন নৃপতি আহ্মার॥
যাহার উদয়ে হএ তিমির বিনাশ।
যার তেজে দশ দিক করএ প্রকাশ॥
মোর পিতামহ জান সেই দিবাকর।
তাহার তনয় বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
তান পুত্র বৃষকেতু নাম জান মোক।
শুন যৌবনাশ্ব রাজা জানাইলম তোক॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির অনুজ কনিষ্ঠ।
ভীমসেন হের দেখ প্রতাপে বলিষ্ঠ॥
হের দেখ মেঘবর্ণ মহাবলবান।
যার রণে প্রথমেতে পাইলা নির্ব্বাণ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা যে যজ্ঞ করিবার।
যুদ্ধ জিনি ঘোড়া লইয়া যাইতে তোহ্মার॥
তিন জন আসিয়াছি আদেশে রাজার।
অশ্বমেধ করিবারে পাণ্ডবকুমার॥
তে কারণে তোহ্মার রক্ষক সব মারি।
তোহ্মাকে মারিয়া ঘোড়া লইয়া যাইব বাড়ী॥
তুহ্মি দিলে রথ আহ্মি কেনে আরোহিব।
বিরথী হইয়া যুদ্ধে তোহ্মা সংহারিব॥
বৃষকেতু বাক্যে বোলে রাজা যৌবনাশ্ব।
তোর বাপ আছিলেক দুর্য্যোধনদাস॥
তুহ্মি ধর্ম্ম আপনে আপনা ধর্ম্ম কৈলে।
মরিবারে ভীম সনে মোর রণে আইলে॥
তোর শক্তি নিতে নার মোর অশ্ব হরি।
যত সৈন্য সঙ্গ বিনে মোর অশ্ব ধরি॥
বসুমতী পিব আজি তোহ্মার শোণিত।
কিন্তু শিশু দেখি তোরে দয়া লাগে চিত্ত॥
বহু রথী মার মোর করিয়া সমর।
একে তুহ্মি শিশুমতি শান্ত কলেবর॥
তে কারণে প্রথমেত না করি প্রহার।
আগে হইয়া যুদ্ধ শিশু নিকটে আহ্মার॥
প্রথমে প্রহার কর কর্ণের নন্দন।
পাছে আহ্মি এক বাণে করিমু নিধন॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির বচন শুনিয়া।
অহঙ্কারে বৃষকেতু বোলেন্ত ডাকিয়া॥
তুহ্মি অতি বৃদ্ধ হইলা জরাএ পীড়িত।
এক বাণে যাবে তুহ্মি যমের পুরীত॥
তোহ্মা বলদর্প আহ্মি বুঝিমু নৃপতি।
সমুখে করহ রণ যথেক শকতি॥
বিশেষ তোহ্মার ঘোড়া হরিছি প্রথম।
সৈন্য তোহ্মার সংহারিয়া দেখাইমু যম॥
অপরাধী হইল আহ্মি শুনহ বিচার।
প্রথমে এড়িতে বাণ উচিত তোহ্মার॥
বৃষকেতু বচনে রুষিল নরপতি।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
খুর বাণ দশ গোটা এড়ে ততক্ষণ।
বাণে বাণ কাটি পাড়ে কর্ণের নন্দন॥
অর্দ্ধপথে নৃপতির কাটিল দশ বাণ।
তিন বাণ ভেদিল নৃপতি মর্ম্মস্থান॥
নৃপতি ভেদিয়া বাণ পড়ে ভূমিতলে।
হাসে বৃষকেতু বীর মন কুতূহলে॥
পুনি অর্দ্ধ চন্দ্র এড়ে বিযুত আকার।
গুণ সমে ধনু কাটি পাড়িল রাজার॥
কাটিল ধবল ছত্র চামর ব্যজন।
সারথি কাটিয়া পাড়ে অতি সুলক্ষণ॥
সিংহনাদ করি বীরে করে উপহাস।
তা দেখিয়া রণে রোষে রাজা যৌবনাশ্ব॥
আর ধনু হাতে লইয়া জুড়িলেক শর।
কর্ণ সম টানি বাণ এড়ে নৃপবর॥
বৃষকেতু হৃদএ এড়িল ষষ্টি শর।
না কম্পিল বৃষকেতু স্থির কলেবর॥

CENTRAL LIBRARY

সহিয়া সে বাণ ঘাও কর্ণের সন্ততি ।
চারি বাণ এড়িলেক অতি শীঘ্রগতি ॥
চারি ঘোড়া নৃপতির কাটিয়া পাড়িল ।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ পড়ি হৃদয়ে গাড়িল ॥
সারথির মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ।
রথ খণ্ড খণ্ড করি পাড়ে ভূমিতল ॥
নৃপতি পড়িল হেন বোলে সর্ব্বজন ।
সিংহনাদ করিলেক কর্ণের নন্দন ॥
যৌবনাশ্ব মহারাজ লজ্জাএ বিকল ।
ত্বরমানে আর রথে চড়ে মহাবল ॥
লজ্জাএ বিকল ক্রোধ বাড়িল রাজার ।
কারে কেহ নাহি গণে করে অহঙ্কার ॥
মহারাজা যৌবনাশ্ব প্রতাপে অপার ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে লইল অতি প্রিয় তার ॥
পুনি নিরপেক্ষ রণ করএ নৃপতি ।
লৈক্ষে লৈক্ষে বাণ এড়ে অতি শীঘ্রগতি ॥
গুণতল না চাহন্ত না চাহন্ত ধনু ।
মহা মহা বাণ হানে বৃষকেতু তনু ॥
নৃপতির শরজালে কৈল অন্ধকার ।
আকাশেত নক্ষত্রের নাহিক সঞ্চার ॥
বাণে অন্ধকার কৈল রবির কিরণ ।
তা দেখিয়া ক্রোধ হইল কর্ণের নন্দন ॥
অগ্নি বাণ এড়িলেক মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া ।
নৃপতির বাণ সব পাড়িল কাটিয়া ॥
অগ্নিবাণে সৈন্যগণ পাএ বড় ত্রাস ।
এড়িল বরুণ বাণ রাজা যৌবনাশ্ব ॥
মোহাবিষ্ট হইল অগ্নি পাইল নির্ব্বাণ ।
বাউ বাণ বৃষকেতু এড়ে ত্বরমান ॥
এড়িল পবন বাণ অতি মহাবল ।
মেঘ শব্দ করি বাউ উড়াএ সকল ॥
পবনের বেগে ভাঙ্গে নৃপতির রথ ।
সিংহনাদ করে বৃষকেতু মহাসত্ত ॥
আর রথে চড়ি রাজা অতি ত্বরমান ।
পর্ব্বত অস্ত্র নৃপতিএ করিল সন্ধান ॥
পর্ব্বতে নিবারে বাউ করে শিলাবৃষ্টি ।
অকালে জলধি যেন সংহারএ সৃষ্টি ॥
মহা বৃষ্টি উপজিল পড়ে সৈন্যগণ ।
শরে আবরিল দেখ কর্ণের নন্দন ॥

ভীমের যুদ্ধে প্রবেশ

তাহার সঙ্কট দেখি বীর বৃকোদর ।
হাতে গদা লইয়া আইল করিতে সমর ॥
ভীম রণে আইল দেখি বৃষকেতু বীর ।
লজ্জাএ বিকল বীর না চাহে শরীর ॥
অতি ক্রোধে মহাবীর ছাড়ে সিংহনাদ ।
এড়িলেক মহাঅস্ত্র না চিন্তে প্রমাদ ॥
বিষ্ণু চক্র মহাবাণ সহস্র হাজার ।
খণ্ড খণ্ড করি গিরি কাটে চারিধার ॥
চূর্ণবৎ কৈল গিরি পর্ব্বত অস্ত্রে যবে ।
যৌবনাশ্ব নরপতি চড়ি ঐরাবতে ॥
অতি ক্রোধে নরপতি ভল্ল বাণ জোড়ে ।
বৃষকেতু বীরের যে হৃদয়েতে গাড়ে ॥
সে ভল্ল ভেদিয়া তথা কর্ণের নন্দন ।
মূর্চ্ছিত হইল বীর হরিল চেতন ॥
ভূমিতে পড়িল বীর দেখে সর্ব্বলোক ।
মহাবীর ভীমসেন বড় পাএ শোক ॥
ঘোড়া হেতু আইল আহ্মি শিশু সঙ্গে করি ।
এবে কি বলিব যথা ধর্ম্ম অধিকারী ॥
আহ্মি রণে সংহারিব রাজা যৌবনাশ্ব ।
যুবরাজ সুবেগ যুঝিবার আশ ॥
হেন চিন্তি ভীমসেন পশিল সমরে ।
হাতে গদা করি যাএ বীর বৃকোদরে ॥
নৃপতির দলে ভীম ক্রোধে প্রবেশিল ।
গদার প্রহারে বীর সৈন্য সংহারিল ॥
রথারথী চূর্ণ কৈল মারে অশ্ববরে ।
হস্তীর ভাঙ্গিল শুণ্ড বীর বৃকোদরে ॥
নিমিষেকে হস্তীসুত সংহারএ ভীম ।
যথ সৈন্য মারিল তাহার নাহি সীম ॥

এক গজ লইয়া ভীমে আর গজ মারে।
সহস্রে সহস্রে পড়ে গদার প্রহারে॥
কালদণ্ড হাতে যেন আইল শমন।
মহা গদা লইয়া ভীমে করে মহারণ॥
ভীমক দেখিয়া ধাএ বড় বড় বীর।
আছোক করিব রণ দেখি নহে স্থির॥
কোটি কোটি রাজসৈন্য পড়ে চারিধারে।
ভাঙ্গিল নৃপতি সৈন্য বীর বৃকোদরে॥
শুণিতে বহএ নদী সৈন্যের ভিতর।
নৃপসৈন্য পরাজিল বীর বৃকোদর॥
ভীমসেনে সৈন্য পরাজিল দেখি রণে।
যুবরাজ সুবেগ আইলা ততক্ষণে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বোলে শুনরে দুর্ম্মতি।
শুনহ পাণ্ডব ভীমসেন মহামতি॥
অল্প প্রাণী মারি কেনে কর অহঙ্কার।
মোকে না দেখসি তুই সমর মাঝার॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির আমি সে নন্দন।
সুবেগ আমার নাম বিখ্যাত ভুবন॥
মোর সঙ্গে রণ কর শুন বীরবর।
এ বলিয়া নৃপসুত আইল সত্বর॥
রথে চড়ি ত্বরমানে আইলেক রণে।
ভীমেরে মারিল গদা বজ্রের সমানে॥
মাথেত মারিল গদা পরম শকতি।
সহিলেক তার ঘাও ভীম মহামতি॥
পুনি হৃদয়েতে মারে ভীম মহাবীর।
কিছু বিচলিতে হইল নির্ভয় শরীর॥
ক্রোধ হইয়া ভীমসেনে গদা লইল করে।
আটোপ করিয়া মারে সুবেগ উপরে॥
দুই হাতে ধরি ভীম গদা প্রহারিল।
সারথি মারিয়া তার রথ চূর্ণ কৈল॥
ভীমে গদা হানিতে সুবেগ পাইল ভএ।
পাশে ফাল দিয়া বীর ভূমিতে পড়এ॥
রথ পরিহরি বীর প্রাণ লইয়া ধাএ।
রথ চূর্ণ হৈল ভীমের গদার ঘাএ॥

দুই বীর বিরথী হৈল রণের ভিতর।
অন্যে অন্যে গদাযুদ্ধ আছিল বিস্তর॥
সর্ব্ব অশক্যগতি মণ্ডলী করেন্ত।
ছিদ্র অনুসারি চাহে দুই বলবন্ত॥
অন্যে অন্যে প্রহারেন্ত দুই মহাশূর।
কুরু কালাগ্নি যেন যমরাজপুর॥
তবে ভীমসেন বীরে মহাক্রোধ করি।
গদা এড়ি সুবেগে দুই হাতে ধরি॥
মৈধ্যদেশে ধরি তারে গগনে ভ্রমাইয়া।
ভূমিতে ফেলিলেক আটোপ করিয়া॥
ভূমিতে যে পড়িল সুবেগ মহাবল।
সিংহনাদ করিল ভীম রণে অবিকল॥
ক্ষণমাত্র সুবেগ আছিল মুহর্চ্ছিত।
জ্ঞান লভি স্থির হৈল ভীমের বিদিত॥
দুই হাতে ভীমসেনে ধরিয়া তুলিল।
ভীমের উপরে গদা ধরিয়া মারিল॥
দুইর তাড়নে গদা চূর্ণবৎ হইল।
পুনরপি দুই বীরে গদা যুদ্ধ কৈল॥
অন্যে অন্যে গদা ঘাএ পড়িল ভূমিত।
পুনরপি রণ করে উঠিয়া ত্বরিত॥
হেনকালে বৃষকেতু উঠে আচম্বিত।
চৈতন্য পাইয়া শিশু বসিল ভূমিত॥
হাতে ধনু লৈয়া বীর আকর্ণ পূরিয়া।
পঞ্চ বাণ এড়িলেক অতি ক্রোধ হইয়া॥
যৌবনাশ্ব ভেদি বাণ চলি গেল দূর।
হাসে বৃষকেতু বীর রণে বড় শূর॥
সংজ্ঞাহীন হইল বীর মোহিত শরীর।
রথ হতে পড়ে যৌবনাশ্ব মহাবীর॥
ভূমিতে পড়িল রাজা সৈন্যে দিল ভঙ্গ।
সারথি পলাইয়া গেল লইয়া রথ সঙ্গ॥
ত্বরমানে বৃষকেতু আইল রাজার পাশ।
অঙ্গের বসন বিচে রাজা যুবনাশ্ব॥
বৃষকেতু বোলে মুই কৃষ্ণ আরাধনে।
যথ পুণ্য করিয়াছি এক চিত্ত মনে।

CENTRAL LIBRARY

সেই পুণ্যে জীবেক নৃপতি যৌবনাশ্ব ।
সমরেতে মোহ প্রভু পূর মোর আশ ॥
হেনকালে মহারাজা পাইল চেতন ।
শুনিলেক যে কহিল কর্ণের নন্দন ॥
হরষিত হইয়া রাজা আলিঙ্গিল তাকে ।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া কহে স্তুতি বাক্যে ॥
ধৈন্য জীবন তোর কর্ণের নন্দন ।
কৃষ্ণ নাম লইয়া মোর রাখিলা জীবন ॥
দাতার কুমার তুহ্মি জন্ম দাতাকুলে ।
জীবন দান দিলে মোর নিজ পুণ্যফলে ॥
সদা কাল দেখ তুহ্মি কৃষ্ণ জগদীশ ।
যাবতে যে প্রকাশিত হএ দশ দিশ ॥

যৌবনাশ্বের পরাজয় স্বীকার ও ভীমাদিকে
সমাদর : যৌবনাশ্ব-প্রভাবতীর
হস্তিনাপুরে আগমন

রাজা বোলে অনুগ্রহ কর মহাবল ।
নিজ ধন যত ইতি তোহ্মার সকল ॥
ভীম সঙ্গে দেখাও মোরে ধর্ম্ম সহোদর ।
দেখি গিয়া তার সঙ্গে দেবচক্রধর ॥
জনম সফল করি কৃষ্ণ দরশনে ।
ভক্তি উপজিব আহ্মি কৃষ্ণের চরণে ॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় তনু ধনঞ্জয় বীর ।
তাহাকে দেখিলে পাপ না রহে শরীর ॥
এ বলিয়া যৌবনাশ্ব রাজা মহামতি ।
বৃষকেতু সঙ্গে গেলা হইয়া পদরথী ॥
সুবেগ সহিতে যথা বীর বৃকোদর ।
তথা গিয়া তানে স্তুতি করিলা বিস্তর ॥
পুটাঞ্জলি করি রাজা ভীম আলিঙ্গিয়া ।
ভীমে আলিঙ্গিল তারে যুক্ত সঙ্গলিয়া ॥
রাজা বোলে ভীমসেন তুহ্মি মহামতি ।
সদাএ দেখহ তুহ্মি দেব লক্ষ্মীপতি ॥
নানান প্রকারে স্তুতি করে নৃপবর ।
তিন জন লই গেল পুরীর ভিতর ॥
নানা বিধি উপহারে ভোজন করাইয়া ।
প্রভাতে চলিল রাজা হরষিত হইয়া ॥
ভীমসেন সঙ্গে যাএ কৃষ্ণ দেখিবারে ॥
সঙ্গতি চলিল রাজা সৈন্য পরিবারে ॥
রাজার মহিষী চলে নামে প্রভাবতী ।
কৃষ্ণ দেখিবারে চলে সানন্দিত মতি ॥
দেখিব দেবকী দেবী কৃষ্ণের জননী ।
সত্যভামা রুক্মিণী আদি দুই যশস্বিনী ॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির করিমু সম্ভাষা ।
সে সব চরণ দেখি পূরাইব আশা ॥
জনম সফল হইব হইব স্বর্গবাস ।
নবরূপে কৃষ্ণ দেখি পূরাইব আশ ॥
বহু সোনা মণি রত্ন রথ অশ্ব গজ ।
উট মেষ অজা ছত্র দিবা বালাধ্বজ ॥
কৃষ্ণ হেতু ধর্ম্ম হেতু বীচন চামর ।
বস্ত্র অলঙ্কার লৈল পালঙ্ক টোপর ॥
যজ্ঞের ঘোটক সঙ্গে বহুবিধ সৈন্য ।
কৃষ্ণ দেখিবারে চলে হইয়া অগ্রগণ্য ॥
ভীমসেন বৃষকেতু মেঘবর্ণ সঙ্গে ।
নগর নিকটে গেল নিজ মনোরঙ্গে ॥
ভদ্রাবতীপুরী লোক যাএ মনোরঙ্গে ।
পঞ্চরাত্রি পথে বঞ্চি গেল সব সঙ্গে ॥
রাজাতে কহিএ গিয়া তোহ্মা আগমন ।
এথা রাজার পাশে রহ কর্ণের নন্দন ॥
এ বলিয়া ভীমসেন অতি ত্বরমান ।
হস্তিনাপুরীতে গেল রাজা বিদ্যমান ॥
বসি আছেন ধর্ম্মরাজ সভার ভিতর ।
তান পাশে বসি আছে তিন সহোদর ॥
রাজার সাক্ষাতে বসি আছে মুনিগণ ।
পাত্রমিত্র চারিপাশে দেখেন্ত শোভন ॥
হেনকালে ভীমসেন মিলিল সত্বরে ।
নৃপতিকে প্রণমিল পড়ি ভূমিতলে ॥

করজোড়ে রাজা আগে কহে মহামতি ।
কুশলে আসিল রাজা জিনি ভদ্রাবতী ॥
যজ্ঞ ঘোড়া আনিয়াছি বহুবিধ ধন ।
তোহ্মা কৃষ্ণ দেখিবারে আইল রাজন ॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির নারী প্রভাবতী ।
দ্রৌপদীকে দেখিবারে আইল গুণবতী ॥
ভীমের বচন শুনি আনন্দিত মন ।
ভীমকে বোলন্ত যাও দ্রৌপদী সদন ॥
দ্রৌপদীক কহ গিয়া হইতে সাবধান ।
প্রভাবতী সম্ভাষিল বহুল বিধান ॥
সব ব্যবহারে যেন সম্ভাষে তাহাকে ।
আগে গিয়া জানাইবা কহি মোর বাক্যে ॥
রাজার আদেশে ভীম গেল অন্তঃপুরে ।
বার্ত্তা জানাইল গিয়া দ্রৌপদী গোচরে ॥
ভীমে বোলে শুন দেবী রাজার আদেশ ।
সাবধান হইয়া নিজ গাএ কর বেশ ॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির পত্নী প্রভাবতী ।
তোহ্মার দেখিতে আইল সেই যশোমতী ॥
সমানে সমান রাণী করিবে ব্যবহার ।
কহিল সম্বাদ এই আদেশ রাজার ॥
আর বার্ত্তা কহ দেবী কৃষ্ণ গেল কথা ।
কি কারণে তান আহ্মি নাহি দেখি এথা ॥
ভীমের বচনে দেবী দ্রৌপদী বলিলা ।
সেই অর্জ্জুন ঘরে কৃষ্ণ দেখ গিয়া ॥
রাণীর বচনে গেল কৃষ্ণের আবাসে ।
কৃষ্ণ প্রণমিল গিয়া পরম হরিষে ॥
ভীম আলিঙ্গিয়া কৃষ্ণ আইলা বাহিরে ।
যৌবনাশ্ব সম্ভাষিতে চলে যুধিষ্ঠিরে ॥
আগে কৃষ্ণ তবে রাজা ভীম ধনঞ্জয় ।
নকুল কুমার সহদেব মহাশয় ॥
পাত্র মিত্র বহু সৈন্য সঙ্গে পরিবার ।
বিবিধ বাদিএ বাজে বহুল প্রকার ॥
যৌবনাশ্ব নরপতি বৃষকেতু সঙ্গে ।
আগে করি চলি আইল যজ্ঞের তুরঙ্গে ॥

রাজধানী দ্বারেতে হইল দরশন ।
যৌবনাশ্ব দেখি বন্দে কৃষ্ণের চরণ ॥
করজোড়ে নৃপতি হইয়া পদগতি ।
যুধিষ্ঠির মহারাজা আলিঙ্গে নৃপতি ॥
বহু প্রেমভাবে রাজার চরণ বন্দিলা ।
আজি হৈতে তুহ্মি মোর বন্ধু যে হইলা ॥
যেন ভীম অর্জ্জুন মোর ভাই সহোদর ।
আজি হইতে তুহ্মি রাজা তাহা সমোশর ॥
আহ্মি সবের গতি কৃষ্ণ দেবকীনন্দন ।
দেখ রাজা যৌবনাশ্ব পাতক নাশন ॥
প্রভাবতী চল তুহ্মি যথা মোর পুরী ।
যথা মাও কুন্তী দেবী দ্রুপদকুমারী ॥
রাজার বচনে যৌবনাশ্ব নরপতি ।
কৃষ্ণের চরণে কৈল অষ্টাঙ্গে প্রণতি ॥
ধৈন্য মোর নয়ান প্রভু ধৈন্য সে জীবন ।
তোহ্মা দেখি কৃত পাপ হইল মোচন ॥
মনিষ্য শরীরে কৃষ্ণ দেখিলাম নয়ানে ।
ভদ্রাবতীপুরী ধৈন্য মুই ক্ষুদ্রজনে ॥
সার্থক রাখিলাম ঘোড়া যজ্ঞের কারণ ।
তে কারণে গুণনিধি দেখিলাম নয়ন ॥
ঘোটকের লাগি গেল মোহার ভুবনে ।
সেই হেতু কৃষ্ণ মুই দেখিলুম নয়ানে ॥
এ বলিয়া ধনরত্ন দিলেক চরণে ।
কৃষ্ণপদে প্রণমিল সজল নয়নে ॥
মাথে হাত দিয়া তোলে দেবকীনন্দন ।
উঠ যৌবনাশ্ব তোর ধৈন্য সে জীবন ॥
রাজা বোলে যার সহায় দেবদামোদর ।
যাহার সহায় হএ জগৎঈশ্বর ॥
হেন বীর ধনঞ্জয় অতি পুণ্যবন্ত ।
কৃষ্ণের পরম বন্ধু জগতে বোলেন্ত ॥
যার ভুজবল প্রশংসএ দেবগণে ।
রুদ্রদেব সমরে তুষিল যেই জন ॥
তাহারে চিনাই দেখ কর্ণের নন্দন ।
দেখিলে সফল হএ আহ্মার জীবন ॥

CENTRAL LIBRARY

যৌবনাশ্ব নৃপতির বচন শুনিতে।
আপনে অর্জ্জুন আইল রাজার বিদিতে॥
মোর নাম ধনঞ্জয় দিলাম পরিচয়।
কোলাকুলি নমস্কার কৈল মহাশয়॥
জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির যেন মান্যজন।
ভীমসেন গুরুজন যেন জনার্দ্দন॥
আজি হৈতে নরনাথ তেন হইলা তুহ্মি।
তোহ্মার চরণে ভক্তি করিলাম আহ্মি॥
নকুল যে সহদেব রাজাকে বন্দিল।
পরম সানন্দে রাজা দুইএ আলিঙ্গিল॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ আসি দুইজন।
প্রণমিল যুধিষ্ঠির রাজার চরণ॥
কৃষ্ণ আদি বন্দিল যথেক গুরুজন।
কোল দিয়া কৈল্যাণ করিলা জগজন॥
প্রভাবতী রাণী তথা অন্তঃপুরে যায়।
আগু বাড়ি দ্রৌপদীএ নিলেক তথাএ॥
প্রভাবতী বন্দিলেক নৃপতিচরণ।
আলিঙ্গন কোলাকুলি কৈল দুইজন॥
কুন্তী গান্ধারীকে প্রণমিল প্রভাবতী।
আশীর্ব্বাদ কৈল দুই সহরিষ মতি॥
দ্রৌপদীএ দিল তানে বস্ত্র অলঙ্কার।
সম্ভাষিলা প্রভাবতী সে পত্নী রাজার॥
তবে যৌবনাশ্বপুত্র সুবেগ সুমতি।
রাজারে প্রণাম করি করে সভে স্তুতি॥
যুধিষ্ঠির সম্ভাষিয়া বলিল বচন।
কি কহিব নরপতি তোহ্মার লক্ষণ॥
ধৈন্য জীবন তোহ্মার ধৈন্য তুহ্মি রাজা।
ধৈন্য জনম তোহ্মার ধৈন্য পাল প্রজা॥
তুহ্মি রাজা পৃথিবীতে ধর্ম্মঅবতার।
আপনে গোবিন্দ সদাএ দ্বারে থাকে যার॥
অধর্ম্মের ভএ লোক যার নাম লএ।
হেন দেব সাক্ষাতে পূজএ মহাশয়॥
তাহাতে সমর্প তুহ্মি যত ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ব্রহ্মাএ বলিতে নারে তোহ্মার যত মর্ম্ম॥
যে রাজ্যেতে নাহি হএ কৃষ্ণের গমন।
সেই রাজা প্রেতভূমি বোলে সর্ব্বজন॥
আজি হৈতে হইল আহ্মি তোহ্মার যে দাস।
কহে বীর তোহ্মার চরণ বন্দি আশ॥
যজ্ঞের ঘোটক এই নৃপতিকে দিল।
ভীম সঙ্গে নরপতি বহু প্রীতি পাইল॥
সুবেগের স্তুতি দেখি দেব দামোদর।
সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসে বিস্তর॥
কর্ণপুত্র আলিঙ্গিয়া প্রেমভাব অঙ্গে।
যুধিষ্ঠিরপুরে প্রবেশিল নানারঙ্গে॥
অন্যে অন্যে সম্ভাষা যে কথেক আছিল।
সভার সঙ্গতি রাজা পুরে প্রবেশিল॥
যার যেই যোগ্যস্থানে দিলেক আসন।
কৃষ্ণসঙ্গে সভা করি বসিল রাজন॥
যৌবনাশ্ব নৃপতিকে করিয়া সম্ভাষা।
সোনার মন্দিরে রাজা দিল তাকে বাসা॥
একমাস এইমতে ইষ্টালাপ করি।
পাণ্ডুপুত্র নৃপতিরে বোলেন শ্রীহরি॥
চৈত্র পৌর্ণমাসী তিথি হৈব যখনে।
সেই দিন যজ্ঞ ঘোড়া এড়িব উদ্যানে॥
আহ্মাকে মেলানি দেঅ যাইব দ্বারাবতী।
একমাস রহি যাএ তোহ্মার সঙ্গতি॥
দ্বারাবতী যাইব আহ্মি ইষ্ট দেখিবারে।
আজ্ঞা কর নরনাথ দেশে যাইবারে॥
যজ্ঞের সময় যদি হইল উপসন্ন।
আমন্ত্রিয়া মোকে পাঠাইবা একজন॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা দিলা অনুমতি।
বিস্তর সম্ভাষা করি বহুল ভকতি॥
সভারে বোলান দিয়া রথেত চড়িল।
সবান্ধবে যুধিষ্ঠির আগু বাড়ি দিল॥
ততক্ষণে কৃষ্ণ চলি গেলা দ্বারাবতী।
সসৈন্য আসিলা পূর্ব্বে ধর্ম্মনরপতি॥
এথা যুধিষ্ঠির রাজা করিয়া বিচার।
যজ্ঞের মণ্ডপ করে অদ্ভুত আকার॥

CENTRAL LIBRARY

যৌবনাশ্ব রাজা সঙ্গে ঘোটক রাখন্ত।
হেনকালে ব্যাসমুনি তথাতে মিলন্ত॥
মরুৎ রাজাএ যেন পূর্ব্বে যজ্ঞ কৈল।
ইন্দ্র সনে তাতে যেন মহারণ হইল॥
চারি বর্ণ প্রজার যেহেন ব্যবহার।
বিধবা সধবা সবে করেন্ত আচার॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি।
অশ্বমেধ পুণ্যকথা নানা রসময়।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল সঞ্জয়॥

অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রণ করিবার জন্য
ভীমকে দ্বারকা প্রভৃতি নগরে প্রেরণ

ব্যাসে বোলে ধর্ম্ম রাজা ভীমকে পাঠাও আজ
দ্বারকাতে যাইতে সত্বর।
সব যদু কুলগণ রমণী পুরুষজন
কৃষ্ণ সঙ্গে আন নৃপবর॥
ব্যাসের বচন শুনি নৃপতি বোলেন্ত পুনি
শুন ভাই বীর বৃকোদর।
অশ্বমেধ যজ্ঞকালে তাতে কৃষ্ণ না মিলিলে
কোনমতে যজ্ঞ এথা হএ॥
সব যদুঅধিপতি ত্রিভুবননাথ গতি
দেবকীনন্দন মহাশয়।
কৃষ্ণ যাতে অধিষ্ঠিত কোন অর্থে নাহি ভীত
দৈববাণী নাহিক সংশয়॥
বিলম্ব না কর অতি চল ভাই দ্বারাবতী
এক রথে চলহ সত্বর।
কহ গিয়া তান আগে যদি মোর অনুরাগে
মোর এথা আসিতে সত্বর॥
আমন্ত্রিবা বসুদেব জানাইবা মোর সেব
নিমন্ত্রিবা উগ্রসেন রাজা।
তার শেষে হলীরাম তবে আমন্ত্রিবা কাম
আমন্ত্রিবা সকল যে প্রজা॥
শম্বু শাম্বু বিক আমন্ত্রিবা বহ্লীক
আর অনাবৃতি সেনাপতি।
আর যথ বন্ধুগণ আমন্ত্রিবা জনেজন
যদু বংশে যথ উপেন্দ্রি॥
যশোদা রোহিণী দেবী আমন্ত্রিবা পদসেবি
দেবকী দেবীকে নিমন্ত্রিবা।
রুক্মিণী যে জাম্বুবতী সত্যভামা যশোমতী
লক্ষ্মণা জিতা আমন্ত্রিবা গিয়া॥
যথেক মহিষীগণ আমন্ত্রিবা জনে জন
নিমন্ত্রিবা সকল কুমার।
আমি না চিনি যাকে অবশ্য বলিবা তাকে
বিলম্ব না কর কদাচিত॥
রাজার বচন শুনি ভীমসেন চলে পুনি
নৃপতির বন্দিয়া চরণ।
ভাই সব আলিঙ্গিয়া দ্রৌপদীকে সম্ভাষিয়া
করিলেক রথ আরোহণ॥
সারথি চতুর অতি অশ্ব সব বাউগতি
মহাবেগে চড়িয়া রথেত।
রথে চড়ি মহাশুর তেজিয়া হস্তিনাপুর
ভীমসেন বীর মহাবল॥
সূর্য্য হইল অস্তমিত ভীম হইল উপনীত
দ্বারাবতী পুরীর ভিতর।
বহুল দিবস পথ লঙ্ঘিলেক মহাসত্ব
একদিনে পবনকুমার॥
হেনকালে জনার্দ্দন ক্ষুধায় পীড়িত মন
চলি গেল দেবকীর ঘরে।
দেবকী বুঝিয়া যোগ আনিল বহুল ভোগ
দিলেন্ত কৃষ্ণের বিদ্যমানে॥
শাক ঘৃত বহুতর ফলমূল বিস্তর
অন্ন ব্যঞ্জন মনোহর।
সন্দেশ পরমান্ন আর সুখদ যে মাংসভার
খাই প্রভু পুরন্ত উদর॥
বাও করে সত্যভামা সর্ব্বগুনে অনুপমা
পরিচর্য্যা করেন্ত রুক্মিণী।

CENTRAL LIBRARY

সেবন্ত মহিষী সবে যার যেই অনুভবে
পরিবেশে দেবকীজননী ॥
গুরুতর ভোজন দেখিয়া যে নারায়ণ
সত্যভামা করে উপহাস ।
বালক চরিত্র যোগ গিরি যেন উপভোগ
গোপের চরিত্র পরকাশ ॥
সত্যভামা যে কহিল দেবকীএ শুনিল
ধিক ধিক বধূরে গঞ্জেন্ত ।
তোহর বুদ্ধির ধিক গোয়াল বলিলা কাক
মোর পুত্র মূর্ত্তিএ অনন্ত ॥
ধরিয়া অনন্ত মূর্ত্তি উদর করএ তৃপ্তি
ত্রিদেশ কণ্টক বিনাশিলা ।
তাকে হেন পরিহাস বলিতে বাড়িল আশ
মনে তুহ্মি লজ্জা না বাসিলা ॥
শুনি দেব দামোদর লজ্জা পাইল গোপেশ্বর
রুক্মিণী গুণবতী হাসএ ।
হেনকালে বৃকোদর তথা গেল একেশ্বর
ভোজন করেন্ত জনার্দ্দনে ॥
ভীমের হাতেত ধরি বৈসাইল নরহরি
ভোজন করিতে বৃকোদর ।
তবে ভীম মহাবলে কহিলেন্ত কুতূহলে
নৃপতির যেহেন সম্বাদ ॥
শুনি দেব জনার্দ্দন হরষিত হইল মন
চলিবারে চিত্তে কৈলা সার ।
তবে কৃষ্ণ মহাশয় সন্তোষিত হৃদয়
কৃতবর্ম্মা স্থানে বলিলেন্ত ॥
পাত্র মিত্র যথ জন কহে সভা জনে জন
প্রজাসব চলিতে সত্বর ।
সভারে কহিবা হেন মোহার যে নিবেদন
চারি জাতি যাইতে সকল ॥
অনাবৃতি আদি করি সৈন্য সেনা সহচরী
চলিলেন্ত কৃষ্ণ মহাবল ।
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন যোধ যুধিষ্ঠির উপরোধ
চল সব হস্তিনানগর ॥
উদ্ধব প্রমুখ আর পাত্রমিত্র পরিবার
রাজআজ্ঞা চলহ সত্বর ।
চল রথ গজ বাজী বিচিত্র পতাকা সাজি
শীঘ্র চল সৈন্য সেনাপতি ॥
দেবকী প্রভৃতি নারী যথ যথ সহচরী
চলিলেন্ত ধর্ম্মের নগর ।
যুধিষ্ঠির নৃপতিরে মণিরত্ন ভারে ভারে
ভারে ভারে চালাএ কাঞ্চন ॥
বিচিত্র পণ্য সজ্জ অশ্বগজ রথধ্বজ
পতাকা করিয়া সুশোভন ।
বাপ মোর বসুদেব ভুবন জনের সেব
রাজ্য রৈক্ষা করহ আপনে ॥
রাজাকর্ত্তা বলরাম ভাই মোর গুণধাম
থাকিবেক পুরীর পালক ।
আজ্ঞার বচন সার সর্ব্ব সৈন্য পরিবার
চল কৃতবর্ম্মা নরপতি ॥
দুমদুমি রাজদ্বারে অবিলম্বে সত্বরে
নিঃসরহ পুরীর বাহির ।
শুনিয়া রাজন রব আসিয়া মিলিল সব
কৃতবর্ম্মা আসিয়া মিলিল ॥
আনন্দিত সর্ব্বজন চলি আইল ততক্ষণ
বাল বৃদ্ধ যথেক যাদবে ।
বিবিধ বাদিএ বাজে দ্বারাবতী লোক সাজে
দেখিবারে মিলিল কৌতুকে ॥
আপনে চলিলা দেব ভুবন জনের সেব
সৈন্য সঙ্গে মহানন্দ মনে ।
পিতার চরণ ধূলি বলভদ্র নমস্কারি
চলে প্রভু চতুরঙ্গ বলে ॥
সৈন্যের চরণে লাগি গগনে উঠিল ধূলি
গগন করিয়া অন্ধকার ।
সঙ্গে বহু অক্ষৌহিণী ত্রিভুবন শিরোমণি
জুড়ি চলে তিন দিন পথ ॥
অতিশয় মনোরঙ্গে চলিলা ভীমের সঙ্গে
আরোহিয়া মহাবেগ রথ ।

পদ্মে বহু কুতূহল হাসে সব খলখল
সঙ্গে কৃষ্ণ অন্তঃপুর নারী।
কালিন্দী নদীর তীর শুকভূমি সুরুচির
তথা যদি আইল শ্রীহরি॥
ডাকি কহে বন্ধুগণে মোর এক নিবেদনে
পার্থ মোর এক হি পরাণ।
তার জ্যেষ্ঠ সহোদর যুধিষ্ঠির নৃপবর
করিবেন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ॥
বহুবিঘ্ন হবে তাতে নানা বিধি উৎপাত
তাহে তুহ্মি রক্ষিতা হইবা।
অহঙ্কার পরিহরি মোর বাক্য শিরে ধরি
সকলে এই কাজ করিবা॥
রুক্মিণী প্রভৃতি নারী গিয়া যুধিষ্ঠির বাড়ী
ভক্তি করি কুন্তীরে সেবিয়া।
গান্ধারী যে মহাদেবী তাহাকে কহিবা সেবি
কর্ণের মহিষী আলিঙ্গিবা॥
পুত্র পৌত্র বন্ধুগণ আসিয়াছে জনে জন
সবে মিলি দ্রৌপদী সেবিবা।
গান্ধারী প্রভৃতি যত নারী সব উপগত
সম্ভাষিয়া গর্ব্ব না করিবা॥
মাথাতে প্রদীপ করি অহঙ্কার পরিহরি
যজ্ঞকালে দ্রৌপদীর সঙ্গে।
রাজার নিকটে গিয়া মোর আজ্ঞা শিরে লইয়া
সদাএ থাকিবা মনোরঙ্গে॥
কামদেব শুন বোল তোহ্মাকে দিলাম কোল
আহ্মালোক তোহ্মা সহচর।
যথা রক্ষী ধনঞ্জয় তথা কিছু নাহি ভয়
কি করিব দেবাসুর নর॥
এ বলিয়া মহাশএ আরোহিয়া রথএ
হৃষ্টমনে চলিলা সত্বরে।
নিজ সৈন্য সঙ্গতি চলিবেন্ত মহামতি
মিলিলেক হস্তিনানগরে॥
দেখি প্রভু সর্ব্বলোক হরিলেক যথ শোক
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আলিঙ্গিয়া।
চাহে যথ পৌরজন বরনারী জনে জন
নৃপতি সকলে বাখানিলা॥
কায়মনোবাক্যে অতি স্তুতি ভক্তি প্রণতি
নৃপতিএ কৃষ্ণেরে পূজিল।
দিয়া অর্ঘ্য পাদ্য জল ধূপ দীপ পরিমল
বিধিমতে গোবিন্দ পূজিল॥
মহারাজা যুধিষ্ঠির পুলকিত শরীর
করজোড়ে করে নিবেদন।
আজি মোর জন্ম ধন্য যদু সভা অগ্রগণ্য
জন্ম মোর সফল জীবন॥
ধনঞ্জয় সহদেব নকুলে করএ সেব
কৃষ্ণের চরণে ভক্তি করি।
বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা যদুগণে কৈল পূজা
কোলাকুলি কৈল জনে জন॥
করজোড়ে নরনাথ পুছেন্ত কুশল বাত
জিজ্ঞাসন্ত দেব দামোদর।
কহ কৃষ্ণ বাসুদেব ভুবন জনের সেব
আইল কিবা আহ্মার নগর॥
দেবকী নৃপতিসুতা সর্ব্ব গুণে হএ যুতা
আইল কিবা মোর মাতুলানী।
আইল যথ বন্ধুগণ যথ ইতি পৌরজন
কহ শুনি মঙ্গল যে বাণী॥
রাজার বচন শুনি কৃষ্ণে কহেন্ত বাণী
পিতা সঙ্গে ভাই বলরাম।
পুরী আছে রাখিবার আর সব পরিবার
সবে মিলি আসিল সত্বর॥
আইল ভীমের সঙ্গে সর্ব্বজন মনোরঙ্গে
এড়ি আইলম কালিন্দীর তীর।
তোহ্মার দর্শন তরে চলি আইলাম একেশ্বরে
সর্ব্ব আইলাম তোহ্মার নগর॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা কল্পতরু পুণ্যগাথা
শুনিলে পাতক হএ ক্ষয়।
সঞ্জয়ের রচিত শুনিতে যে অমৃত
রচিলেক পয়ার প্রবন্ধ॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণে যদি কহিলেন্ত হেন বিবরণ।
অর্জ্জুন সম্ভাষি রাজা বলিল বচন ॥
পৃথিবী ভিতরে নাহি আহ্মি হেন রাজা।
ধন্য মোর ভাই সব ধন্য মোর প্রজা ॥
আপনে জগৎপতি যজ্ঞ উপস্থিত।
মোর আগে আইল কৃষ্ণ সরাজ্য সহিত ॥

পুরনারীদের যজ্ঞাশ্ব দর্শন

বিলম্ব না কর ভাই চলহ সত্বর।
দ্রৌপদী আসিতে বোল বাহির নগর ॥
বাহিরে আসিতে বোল ভোজের কুমারী।
গান্ধারী সহিতে আন অন্তঃপুর নারী ॥
পাত্র মিত্র যথ ইতি আন এইক্ষণ।
যোধগণ আন যথ যথ বন্ধুগণ ॥
নৃপতি আদেশ হেন শুনি ধনঞ্জয়।
সকল আনিল পার্থ নৃপতি আলয় ॥
আপনে চলিল রাজা বাড়ী আনিবার।
সঙ্গতি চলিল রাজা করি অহঙ্কার ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে নর্ত্তকে নাচেন্ত।
ভাট ব্রাহ্মণ যত স্তব যে করেন্ত ॥
যৌবনাশ্ব রাজা যাএ নৃপতির সঙ্গে।
তাহান সঙ্গতি যাএ যজ্ঞের তুরঙ্গে ॥
এইমতে সবে মিলি করি কোলাহল।
যাদব বাড়িতে যাএ পাণ্ডব সকল ॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির পত্নী প্রভাবতী।
সঙ্গতি চলিল যথা দেবকী সন্ততি ॥
কৃষ্ণের জননী দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রণমিয়া ভূমিগতে লোটাইয়া শির ॥
দুই সৈন্য মিশামিশি একত্র হইল।
যার যেই উপযুক্ত সম্ভাষা আছিল ॥
নারী পুরুষ সবে ঘোটক দেখেন্ত।
মহানন্দে যদুগণে পুরে প্রবেশন্ত ॥

অন্তঃপুরে প্রবেশিল যত নারীগণ।
বসিলেন্ত সকলে কৌতুক হইয়া মন ॥
হেনকালে আসিলেক যজ্ঞের তুরঙ্গম।
ঘোড়া দেখি সন্তোষিত যথ নারীগণ ॥
গবাক্ষ নয়ান দিয়া চাহে নারীগণ।
যজ্ঞের ঘোটক দেখে সোন্দর বরণ ॥
নারীগণে বহুবিধি পুষ্প বরিষন্ত।
ভালো ভালো করিয়া সকলে প্রশংসন্ত ॥
মহাভারতের কথা অতি রসময়।
সঞ্জয় কহন্তি কথা ব্যাস পুণ্যময় ॥

অনুশাল্বের যজ্ঞাশ্ব অপহরণ

হেনকালে সোবল নগরনরপতি।
ডাকিল সুবাহু নামে তার সেনাপতি ॥
শুনরে সুবাহু শূর বাক্য গুরুতর।
কৃষ্ণকে দেখিল আহ্মি নয়ান গোচর ॥
এই কৃষ্ণে মারিল মোর ভাই শাল্ব রাজা।
এহার কারণে কান্দে মোর সব প্রজা ॥
দ্বারাবতী সনে কৃষ্ণ বন্ধুগণ সমে।
এথাতে যে আনিল তাহারে কাল যমে ॥
আজি কোথা যাইব কৃষ্ণ মারিব তাহাক।
জিনিব যজ্ঞের ঘোড়া যেহেন বড়াক ॥
কৃষ্ণের কারণে যুঝিবেক ধনঞ্জয়।
যুঝিবেক বৃষকেতু ভীম মহাশয় ॥
সহদেব নকুলে করিব সংগ্রাম।
সকল বীরের আদি লুকাইব নাম ॥
মহাযুদ্ধ হইব আজি কহিল নিশ্চয়।
সর্ব্ব সৈন্য নিবারিব রণ অতিশয় ॥
গৃধ্র ব্যূহ করি রাখ সৈন্য আপনার।
সর্ব্ব সৈন্য ডাকি বোল আদেশ আমার ॥
যাহার সম্মুখে আসি মিলে দামোদর।
সে বীরে ধরিবা তারে না হইবা কাতর ॥

যে বীরে কৃষ্ণেরে আজি ধরি দিতে পারে।
অর্দ্ধ রাজ্য ভাগ করি দিব যে তাহারে।
ক্ষেমিব তাহারে যাহা করে অপরাধ।
যেই চাহে সেই দিব তাহারে প্রসাদ॥
সৈত্য সৈত্য বলি আমি শুন সেনাগণ।
যেই ছাড়ে কৃষ্ণ আজি তাহার মরণ॥
এই সমবায় করি অনুশাল্ব রাজা।
ঘোটক নিবারে আসি আদেশিল রাজা॥
ঘোড়া অপেক্ষিতে রাজা আইল আচুম্বিতে।
অনুশাল্ব রাজা উঠে ঘোড়ার পৃষ্ঠেতে॥
বিদ্যুৎ গমনে ঘোড়া লইয়া গেল হরি।
লক্ষিতে না পাইল কেহ পাইক পোখরী॥
ঘোড়া লইয়া নিজবলে গেল ত্বরমান।
আপনে দেখন্ত ধর্ম্ম সভা বিদ্যমান॥
যদু সৈন্য পাণ্ডু সৈন্য মহা মহা রথী।
দেখিতে আছএ ঘোড়া নিল বাউগতি॥

কৃষ্ণ-প্রদ্যুম্ন-মেঘবর্ণ-যৌবনাশ্ব-বৃষকেতু
প্রমুখের যুদ্ধযাত্রা

মহা কোলাহলে হইল সৈন্য চমৎকার।
একি একি বোলে সৈন্য যথ পরিবার॥
পাণ্ডবের ঘোড়া নিল ত্বরমানে হরি।
আপনে যুদ্ধেতে সাজে দেব নরহরি॥
দারুক সারথি আনি যোগাইল রথ।
যুদ্ধেতে চলিয়া আইল কৃষ্ণ মহাসত্ব॥
পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ ধরি দুই হাতে।
আপনে বাজায়ে শঙ্খ ত্রিজগৎনাথে॥
শঙ্খের শব্দেতে হইল বিপক্ষের কম্প।
জলচর স্থলচর শুনি লাগে ঝম্প॥
শব্দ শুনি সুরগণে ভয় কুতূহলে।
অল্প প্রাণীজনে শুনি হৃদয় বিদরে॥
তবে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির রাজাতে কহন্ত।
তোহ্মা ঘোড়া হরে অনুশাল্ব বলবন্ত॥
চিন্তা ছাড়ি এথা তুহ্মি থাক নরপতি।
মণ্ডলী করিয়া থাক সাবধান মতি॥
তোহ্মা সঙ্গে আছে এথা সাত্যকি সুমতি।
অনিরুদ্ধ বীর যৌবনাশ্ব নরপতি॥
কৃতবর্ম্মা সহদেব নকুল কুমার।
মেঘবর্ণ সঙ্গে সর্ব্ব সৈন্য পরিবার॥
আহ্মার সঙ্গতি চল বীর ধনঞ্জয়।
মহারথী ভীম চল সমরে দুর্জ্জয়॥
কামদেব চল সঙ্গে বৃষকেতু বীর।
শঠ নিশঠ চল সংগ্রামেত স্থির॥
অনাবৃতি মহাবীর চল মোর সঙ্গে।
সুবেগ কুমার চল যুঝিবার রঙ্গে॥
এই সমবায় করি কৃষ্ণ মহামতি।
যুদ্ধ হেতু চলি যাএ অতি ক্রোধমতি॥
যুদ্ধে চলে নরনাথ অস্ত্র লইয়া হাতে।
আপনার যোদ্ধা ডাকি বোলে জগন্নাথে॥
শুন বীরগণে সবে আহ্মার বচন।
অনুশাল্ব জিনিবারে কর মহারণ॥
নির্ভয় হইবা কেবা ঘোড়া আনিবার।
সে বীরে তাম্বুল লও হাতের আহ্মার॥
কৃষ্ণের বচন হেন শুনিয়া কলাপ।
নিঃশব্দে যোদ্ধাগণে ছাড়িলেক দাপ॥
প্রদ্যুম্ন কুমারে শুনি বচন তাহার।
লইল কৃষ্ণের হাতে তাম্বুল ত্বরমান॥
মুই আজি অনুশাল্ব বীরেক প্রহারি।
আনিতে যজ্ঞের ঘোড়া তাহাতে উদ্ধারি॥
অনায়াসে জিনিবাম শুন দামোদর।
কেমন পতঙ্গ অনুশাল্ব নৃপবর॥
এ বলিয়া কামদেব সিংহনাদ ছাড়ে।
মহাধনু টঙ্কারিল শুনি প্রাণে ডরে॥
আরোহিল নিজ রথে ধনু টঙ্কারিয়া।
সমরে চলিল বীর পিতা প্রণমিয়া॥
একের প্রদ্যুম্ন যাএ করিবারে রণ।
তা দেখিয়া নারায়ণে বোলেন্ত বচন॥

CENTRAL LIBRARY

পুনরপি তাম্বুল লইল আজ্ঞি করে।
আগে হইয়া লইবেক কোন ধনুর্দ্ধরে ॥
কামদেব সহায় হইয়া যুদ্ধে যাইবার।
অনুশাল্ব জিনিবারে সমর মাঝার
সেই বীরে লও আসি হাতের তাম্বুল।
অনুশাল্ব মারিবারে চল মহাশূর ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
হাসিতে হাসিতে ধ্বজকেতু ততক্ষণ ॥
কৃষ্ণের যে হাত হৈতে তাম্বুল লইল।
হাসিয়া কর্ণের হাতে সমর ইচ্ছিল ॥
প্রতিজ্ঞা মোহার শুন দেব দামোদর।
অনুশাল্ব জিনিবাম গোচরে তোহ্মার ॥
ব্রাহ্মণী গমনে যথ শূদ্রের পাতক।
না জিনিলে হইবেক সে সব পাতক ॥
রজঃস্বলা নারী হরিলে যথ পাপ।
গোপ্য ভঙ্গ করিলেক যথ অধর্ম্ম কলাপ ॥
সেই পাপ হবে মোর শুন চক্রধর।
প্রদ্যুম্ন সহায় হইয়া করিম সমর ॥
তাহার প্রতিজ্ঞা শুনি দেবকীনন্দন।
মাথে চুম দিয়া তবে কৈলা আলিঙ্গন ॥

প্রদ্যুম্ন-অনুশাল্বের যুদ্ধ :
প্রদ্যুম্নের মূর্ছা

কৃষ্ণ প্রণমিয়া গেল করিতে সমর।
সঙ্গতি চলিয়া গেল যথ ধনুর্দ্ধর ॥
যথা আছে অনুশাল্ব বীর ধনুর্দ্ধর।
রণে প্রবেশিল সব করি অহঙ্কার ॥
দুই বীরে পরদলে রণে প্রবেশিল।
বাণ বৃষ্টি করি বহু সৈন্য সংহারিল ॥
অনুশাল্ব দেখিলেক সৈন্য পরাভব।
প্রদ্যুম্ন মারিতে আইল করি শঙ্খরব ॥
ডাকি বোলে অনুশাল্ব শুন রে বচন।
হিতবাক্য কহি শুন কৃষ্ণের নন্দন ॥
তুহ্মি পঞ্চ বাণ যদি হও কামদেব।
যুবক নারীএ তোহ্মা নিত্য করে সেব ॥
হরের কোপানলে তুহ্মি হইলে যে ভস্ম।
যখনে আছিল হরপার্ব্বতীর সঙ্গ ॥
তবে পুনি কৃষ্ণের ঘরে আইলা আর বার।
রুক্মিণী উদরে জন্ম হইল তোহ্মার ॥
যথাতে তপস্বী যথা পতিব্রতা নারী।
তার সৈন্যভঙ্গে গিয়া শুন পাপকারী ॥
পুষ্পবাণ হাতে করি চল আপনার।
যথা পশু নরে করে কেলি ব্যবহার ॥
আজি মোর বাণে তুহ্মি হইবা সংহার।
মোর হাতে আজি তোর নাহিক নিস্তার ॥
এই যদি কহিলেক শাল্ব নৃপবর।
ক্রোধ হইল কামদেব অগ্নি সমোশর ॥
পঞ্চ গোটা বাণ জোড়ে অতিশয় কোপে।
অনুশাল্ব উদ্দেশিয়া বাণ জোড়ে দাপে ॥
নৃপতিএ বলবান করিয়া সন্ধান।
পঞ্চ পঞ্চ বাণে পথে করিল নির্ব্বান ॥
আর এক তীক্ষ্ণ বাণ গুণেতে জুড়িল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ হৃদএ গাড়িল ॥
মহাদুঃখ পাইলেক রুক্মিণীনন্দন।
মুহচ্ছিত হইয়া পড়ে রথে ততক্ষণ ॥
বাণবেগে রথ তার নাহি হএ স্থির।
সিংহনাদ করে অনুশাল্ব মহাবীর ॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে যদি প্রদ্যুম্ন পড়িল।
তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ ভৎসিতে লাগিল ॥

প্রদ্যুম্নকে কৃষ্ণের ভৎসনা :
ভীমের যুদ্ধ ও মূর্ছা

ক্রোধে তাকে করিলেক চরণ প্রহার।
ভৎসিতে লাগিল কৃষ্ণ না মরিলে ছার ॥
রুক্মিণী কিসেরে তোরে ধরিল উদরে।
গর্ভপাত হইয়া কেনে তুই না মরিলে ॥

CENTRAL LIBRARY

শিশুকালে যদি তোরে জিনিল সমরে।
নিবর্ত্তিয়া আইলা কেনে না গেলা যমঘরে॥
তুহ্মি পুত্র হৈতে মুই হতপুত্র হইলে।
হাতের তাম্বুল আসি কিসেরে লইলে॥
তুহ্মি পুত্র হৈতে লাজ পাইলাম রণে।
হেন অপমান মোর তোহ্মার কারণে॥
দূর হও পাপমতি চলি যাও বন।
বনে গিয়া ফলমূল করহ ভক্ষণ॥
মহাতপা মুনিগণে তোহারে দেখিয়া।
ভস্ম করিবেক তোরে মুনিএ শাপিয়া॥
তোহার জীবন ফল কিছু নাহি আর।
তুহ্মি পুত্র হইলে মোর কুলের অঙ্গার॥
হেনমতে কটু বাণী শ্রীহরি কহন্ত।
ভীমসেনে ডাকি তথা কৃষ্ণেকে বোলেন্ত॥
না বোল না বোল প্রভু বাক্য অনুচিত।
প্রদ্যুম্ন সমান বীর নাহি পৃথিবীত॥
ভগ্ন ভঙ্গ না দি আইল তোহ্মার নিকট।
বাণে ঠেকি রথ আনে তোহ্মা বিদ্যমান।
তখনে রথেতে তেই ছিল মুহ্যমান॥
শুনি ক্রোধে কৃষ্ণে তারে তাড়িলা চরণে।
বাণ ঘাএ মূর্চ্ছিত হইছে অধনে॥
তাহারে না বোল মন্দ শান্ত কর চিত।
তোহ্মার ঔরসপুত্র সমরে পণ্ডিত॥
ভীমে যদি বোলিলেক এমত বচন।
লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ দেবকীনন্দন॥
ভীমেরে আদেশ কৈলা চলিতে সমরে।
প্রদ্যুম্নের দোষ ক্ষেমি তোহ্মার অন্তরে॥
কর্ণ পুত্র দেখ হের পৌরুষ করন্ত।
একেশ্বর শিশু দেখ সৈন্য সংহারন্ত।
না কর বিলম্ব তুহ্মি চলহ সত্বর।
এইক্ষণে গিয়া তুহ্মি করহ সমর॥
কৃষ্ণের বচনে ভীম চলে শীঘ্রগতি।
হাতে গদা লইয়া চলে হইয়া পদরথী॥
দণ্ডধর যম যেন রণে প্রবেশিল।
উড়ু বাউবেগে বহু সৈন্য উড়াইল॥
দুই হাতে ধরি গদা ভীমে প্রহারন্ত।
চূর্ণবৎ করি রথারথী সংহারন্ত॥
রথের সারথি মারে রথ করে চুর।
চরণ প্রহারে পড়ে বাহিনী প্রচুর॥
ভীমের প্রহারে শত শত বীর পড়ে।
বড় বড় মত্ত গজ ভূমিতলে পড়ে॥
যুঝিলেক যোধাগণ ভীম মহাবল।
ধ্বজছত্র কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল॥
ভীমে যুদ্ধ করে দেখি কর্ণের নন্দন।
ডাকিয়া বলিল শিশু বিষণ্ণবদন॥
আহ্মি পুত্র আইল রণে যুদ্ধ করিবার।
মারিয়াছি দেখ বীর যত ধনুর্দ্ধর॥
কোন অপৌরুষ দেখি আইলা সমরে।
আপনে আইলা কেনে সমর মাঝারে॥
পৃথিবীর রাজা যদি হএ একন্তর।
তবে সে উচিত হএ তোহ্মার সমর॥
অল্প সৈন্য হএ এই শিশুর উচিত।
তুহ্মি আসি অপকীর্ত্তি কৈলা পৃথিবীত॥
যুঝিবার তরে পুত্র যাকে বরিলেক।
পিতার উচিত নহে তাকে মারিবেক॥
এই অপকীর্ত্তি তোহ্মার ঘোষিব সংসার।
রণ এড়ি যাও তুহ্মি আহ্মা দিয়া ভার॥
বৃষকেতুর বচন শুনিয়া বৃকোদর।
হাসিতে হাসিতে ভীমে দিলেক উত্তর॥
পাকা তাল ফল যেন গাছেতে পাড়িয়া।
ভক্ষিতে পুত্রের তরে বাপে দি বলিয়া॥
এ বলিয়া ভীমসেন চলিল সত্বরে।
পদভরে বসুমতী কাপে থরথরে॥
অনুশাল্ব দেখিলেক আইসে ভীমসেন।
হাতে গদা দণ্ডধারী কালযম হেন॥
এড়িলেক মহাবাণ অতি শীঘ্রগতি।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়িল নৃপতি।

কবচ ভেদিয়া বক্ষ হানিল তাহান ।
ভীমের হৃদএ গাড়ে তীক্ষ্ণ মহাবাণ ॥
সেই ঘাএ মূর্চ্ছামান হইল বৃকোদর ।
ভূমিতলে পড়িলেক দেখে দামোদর ॥
ক্রোধ হইয়া আপনে চলিলা যুদ্ধ হেতু ।
দারুক সারথি কৃষ্ণ রাজাগণ কেতু ॥
হাতেত সারঙ্গধারী রণেত চলেন্ত ।
অনুশাল্বে দেখিলেন্ত কৃষ্ণ আসিলেন্ত ॥
থাক থাক আইস মোহর বিদিত ।
বড় পুণ্যে আজি তোরে পাইল সন্নিহিত ॥
মোর ভাই শাল্ব রাজা মারিলা যখন ।
সমরকালেতে মুই না ছিল তখন ॥
তোহ্মার বিদিতে দেখ ভ্রাতাক মারিল ।
এক বাণে পুত্র তোর বিমুখ করিল ॥
রাখিতে নারিলা কৃষ্ণ তোহ্মা বিদ্যমান ।
আজি খণ্ডাইব তোর যথ গুণগ্রাম ॥
দ্বারাবতীপুরীতে না যাবে দামোদর ।
আর না দেখিবা তুহ্মি নয়ান গোচর ॥
কাল পাইল কৃষ্ণ তোরে অবশ্য মারিব ।
অবিলম্বে গোপীপতি যমপুরে যাইব ॥
এ বলিয়া মহারাজা এড়ে তীক্ষ্ণবাণ ।
চারি ঘোড়া রথের হানিল ত্বরমান ॥
বাণবেগে রথ ঘোড়া সব গেল দূর ।
কৃষ্ণক বিদ্যমান না দেখে মহাশূর ॥
মনে ভাবে অনুশাল্ব একি বিপরীত ।
কোথা গেল কৃষ্ণ কেহ না দেখে বিদিত ॥
কেমন দুষ্কৃত মুই কৈলুম কোনকালে ।
মোর রাজ্যে প্রজা কিবা ধর্ম্ম নাহি পালে ॥
শূদ্রে কিবা হরিয়াছ ব্রাহ্মণ রমণী ।
কৈন্তা বিকি ধন কিবা প্রজাগণে আনি ॥
অথবা মোহর দেশে গৃহপৌরজনে ।
অপুত্রা প্রজার ধন হরে কোনজনে ॥
রজঃস্বলা নারী কিবা প্রজাএ বল করে ।
সম্ভোগ করিল কিবা রাজ্যের ভিতরে ॥
এই হেতু কৃষ্ণ কিবা না দেখিল আনে ।
কোথা গেল মুই না দেখম কেনে রণে ॥
এ বলিয়া ডাকে রাজা বিক্রম কেশরী ।
আইস আইস বোলিয়া ডাকএ উচ্চৈঃস্বরে ॥

কৃষ্ণের যুদ্ধ ও মূর্চ্ছা

হেনকালে কৃষ্ণ আসি হইল বিদ্যমান ।
হাসিয়া হাসিয়া হাতে লএ ধনুর্ব্বাণ ॥
তিন বাণ মারিলেক উদ্দেশি হৃদএ ।
অনুশাল্ব পথে বাণ কাটিল নির্ভএ ॥
তার বাণ কাটি তথা অসুরের পতি ।
উপহাস্য করে অনুশাল্ব নরপতি ॥
কাটিল তোহ্মার বাণ করি কুতূহল ।
মোর একবাণ এবে সহ মহাবল ॥
এ বলিয়া অনুশাল্ব টান দিয়া ধনু ।
খুর বাণ হানিলেক গোবিন্দের তনু ॥
সেই ঘাএ নারায়ণ হইল মূর্চ্ছমান ।
রথের উপরে কৃষ্ণ করিল শয়ন ॥
কৃষ্ণ সম্মোহন দেখি দারুক সারথি ।
রথ নিল যথা আছে ধর্ম্ম নরপতি ॥
ধর্ম্ম আগে নিল রথ অতি ত্বরমান ।
সিংহনাদ করে অনুশাল্ব মতিমান ॥
প্রদ্যুম্ন সম্মোহ আর বীর বৃকোদর ।
পাণ্ডু সৈন্য পলাইল যথ ধনুর্দ্ধর ॥
পিতা এড়ি পুত্র ধাএ পুত্র এড়ি বাপ ।
হাহাকার শব্দ করি সৈন্য হইল কাপ ॥
পর্য্যাকুল বাউ যেন বীর সব ধাএ ।
পবন উড়াইল যেন তূলারাশি প্রাএ ॥
মোহিত হইয়া কৃষ্ণ যদি গেল ঘর ।
চমকিত সর্ব্বলোক হইল ফাফর ॥
কৃষ্ণের সম্মোহ দেখি শুনি বীরগণ ।
হাহাকারে নিঃসরিল যথ নারীগণ ॥
নারীগণে বিলাপন্ত হইয়া হতাশ ।
সত্যভামা দেবীএ বুঝিল তান আশ ॥

বৃষকেতু কর্ণপুত্রে প্রতিজ্ঞা করিল ।
অনুশাল্ব জিনিবারে সভাতে বলিল ।
সেই অনুশাল্ব যদি আপনে মারেন্ত ।
কর্ণের নন্দন তবে নরকে পড়েন্ত ॥
এক বাণে নিবর্ত্তিল প্রভু মোর ছলে ।
বৃষকেতু রণ জিনিবেক কুতূহলে ॥
এ মত চিন্তিয়া সত্যভামা গুণবতী ।
প্রবোধ বচনে বোলে শুনহ ভারতী ॥
নিবর্ত্তিল প্রদ্যুম্ন কুমারে এই রণ ।
গদাঘাতে তাহারে তাড়িল সে কারণ ॥
আপনে অখনে আইলা রণ পরিহরি ।
পলাইয়া ঘরে কেনে আইলা শ্রীহরি ॥
অপকীর্ত্তি হইল তোহ্মার যথেক সংসারে ।
উঠ উঠ দামোদর যুদ্ধ করিবারে ॥
যদি ভয় পাইলা তুহ্মি যুদ্ধ করিবার ।
সৈন্য সমে অনুশাল্ব করিব সংহার ॥
দারুক সারথি রথ সাজায় মহামতি ।
সংহারিব আজি মুই অসুরের পতি ॥
সত্যভামা হেন যদি বলিলা বচন ।
বড় লজ্জা পাইল তবে দেবকীনন্দন ॥
মোহ পরিহরি কৃষ্ণ অতি ত্বরমান ।
রথ আরোহিয়া রণস্থলেতে প্রয়াণ ॥

বৃষকেতুর যুদ্ধ ও কর্ণের রথদান :
অনুশাল্বকে বন্দীকরণ

এথা কৃষ্ণ যখনে বিমুখ পাইল রণে ।
তখনে আস্ফালন করে কর্ণের নন্দনে ॥
সৈন্য সংহারিয়া রথ চালাএ সত্বরে ।
অনুশাল্ব নৃপতিরে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
রহ রহ অনুশাল্ব তেজ অহঙ্কার ।
সংহারিল তোর সৈন্য দেখহ দুর্ব্বার ॥
আজ্ঞা এড়ি যুদ্ধ তুহ্মি কর কার সনে ।
মোর বাণে তোরে আজি নিবেক শমনে ॥
এ বলিয়া মহাবীর কর্ণের নন্দন ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণ ॥
গাড়িল সপ্ততি বাণ হৃদএ তাহার ।
ক্রোধ হইল অনুশাল্ব অগ্নির আকার ॥
বীরদর্প করিয়া ধনুতে জোড়ে বাণ ।
দশ শরে ভেদিলেক হৃদএ তাহান ॥
চারি বাণে চারি ঘোড়া পাঠাএ যমঘর ।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক রথের উপর ॥
সারথির মাথা কাটি পাড়ে খর বাণে ।
খণ্ড খণ্ড কৈল রথ বিষম সন্ধানে ॥
লজ্জা পাইল বৃষকেতু রণে মহাবীর ।
পদরথী হইয়া রহে সমরেত স্থির ॥
পৌত্রেরে বিরথী দেখি অষ্ট লোকপাল ।
রবিএ পাঠাইয়া রথ দিলেক ততকাল ॥
অরুণ সারথি রথ আইল বিদিত ।
কর্ণপুত্র বৃষকেতু সানন্দিত চিত ॥
পক্ষীরাজ বোলে বীর অবধান কর ।
পিতামহের রথ তোর দেখহ সত্বর ॥
এই রথে চড়িয়া মারহ দুষ্টাসুর ।
শুনি বৃষকেতু হইল আনন্দ প্রচুর ॥
প্রণাম করিয়া রথ আরোহণ কৈল ।
বিচিত্র কবচ অঙ্গে পরিধান কৈল ॥
দিব্য রথে আরোহিয়া শরজাল করে ।
বাণে আবরিল অনুশাল্ব বীরবরে ॥
ঘোটক কাটিল তার কাটিল সারথি ।
কাটিল হাতের ধনু অতি শীঘ্রগতি ॥
বিরথী হইয়া গদা লইল ত্বরমানে ।
দুই হাতে ধরি গদা ক্ষেপিল তাহানে ॥
সমরে পণ্ডিত বৃষকেতু মহাবীর ।
দুই বাণে গদা কাটে অক্ষত শরীর ॥
গদা ব্যর্থ করি রণে বৃষকেতু বীর ।
দুই হাতে ধরে অনুশাল্বের শরীর ॥
আকাশে ভ্রমাইয়া বীর গগনে ক্ষেপিল ।
অনুশাল্বকে গিয়া তখনে ধরিল ॥

দুই হাতে ভিড়িয়া যে ধরিল তাহাক।
মহাবেগে লইয়া যাএ যেহেন বরাক॥
মৃগেন্দ্র যেহেন মৃগ কৌতুকে ধরেন্ত।
অনুশাল্ব লই যাএ বীর বলবন্ত॥

অনুশাল্বের কৃষ্ণ বন্দনা :
যুধিষ্ঠিরের প্রতি আনুগত্য

কৃষ্ণের সাক্ষাতে নিয়া তাকে ধরি দিল।
ভূমিতে পড়িয়া তান চরণ বন্দিল॥
স্তুতি করে অনুশাল্ব মধুর বচনে।
ভজিল সরল কৃষ্ণ তোহ্মার চরণে॥
অনাদিনিদান কৃষ্ণ সংসারের সার।
সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের অধিকার॥
গগন পাতাল ভূমি তুহ্মি চক্রধর।
তোহ্মার সৃজন সৃষ্টি যথ চরাচর॥
যার নাম ভাবিলে যে পাপ হএ ক্ষএ।
তোহ্মা পদ জপে মুনি সদাএ নিশ্চএ॥
সেই প্রভু আজি মুই দেখিল নয়ানে।
শরণ পশিল আহ্মি রাখহ চরণে॥
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
রণে জিনি সচিব জিনিল মহাজন॥
তে কারণে পাইল আহ্মি দেব গদাধর।
আজি মোর খণ্ডিবেক অধর্ম্ম সকল॥
আজি হৈতে গদাধর হইলাম তোহ্মার দাস।
অনুগ্রহ কর মোরে দেব পীতবাস॥
হেনমতে অনুশাল্ব করেন্ত বিনয়।
প্রীত হইয়া আলিঙ্গিলা কৃষ্ণ মহাশয়॥
বাম হাতে কৃষ্ণে তানে ধরিয়া তখন।
করাইল যুধিষ্ঠির রাজা দরশন॥
অনুশাল্ব ধর্ম্মরাজা দেখি বিদ্যমান।
প্রণাম করিল রাজা চরণ তাহান॥
আজি হৈতে ধর্ম্মরাজা আহ্মি তব দাস।
যে কর্ম্ম বোল রাজা করহ বিশ্বাস॥

অনুশাল্ব বচন শুনিয়া নরপতি।
আনিয়া তাহাকে রাজা বলিলা প্রেমে অতি॥
ভীমার্জ্জুন যেন ভাই মোর সহোদর।
আজি হৈতে রাজা তুহ্মি তার সমোশর॥
রাজার নিষেধ ভীম ধনঞ্জয় প্রতি।
অনুশাল্ব আলিঙ্গিলা প্রেমভাব অতি॥
হেনকালে তথা রণে রুক্মিণীনন্দন।
অনুশাল্ব নরপতি জিনি ততক্ষণ॥
ঘোড়া লইয়া আইল যুধিষ্ঠিরের গোচর।
বহুল প্রশংসে অনুশাল্ব নৃপবর॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন বদনে।
নদীতীর হৈতে নিজ পুরে আগমনে॥
সাত্যকি সহিতে কৃতবর্ম্মা মহীপাল।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই পাণ্ডব বিশাল॥
যৌবনাশ্ব রাজা সঙ্গে সুষেণনন্দন।
যজ্ঞ অশ্ব লই চলে হরষিত মন॥
পরম সানন্দে তারা নিজ পুরে আইলা।
পৌরজনে শুনিয়া পরম প্রীতি পাইলা॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

যজ্ঞের ধন আহরণে পঞ্চপাণ্ডব-কৃষ্ণের
কৈলাস গমন

মুনি বোলে জনমেজয় শুন সাবধানে।
বসিলেক যুধিষ্ঠির আপনার স্থানে॥
কৃষ্ণ আদি সকল বসিছে সভা করি।
দেবতা বেষ্টিত যেন অমরানগরী॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির বলিলেন্ত বাণী।
মরুত্তের ধন মোরে কেবা দিব আনি॥
আপনে নির্ব্বলী যজ্ঞ কেমতে করিম।
ধন বিনা দানকর্ম্ম কেমতে ধরিম॥
অবধান কর প্রভু দেব ভগবান্।
ধনরত্ন বিনা নহে যজ্ঞের বিধান॥

যেন মতে পাই শীঘ্র মরুতের ধন।
সত্বরে উঠাএ চিন্ত ভাই চারি জন॥
নৃপবাক্যে ভীমসেনে উঠিল সভাত।
রাজার গোচরে গিয়া করে জোড়হাত॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি শুন দয়াময়।
মরুৎ রাজার ধন আনিম নিশ্চয়॥
মহেশ্বর আরাধিয়া ব্রত উপবাসে।
ধনরত্ন সুবর্ণ আনিম অনায়াসে॥
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা প্রীতি পাইল মনে।
জানিলেক কার্য্যসিদ্ধি হইল এত দিনে॥
শুভক্ষণ করিয়া চলিল ততক্ষণ।
যাত্রা করি চলিলেক ভাই পঞ্চ জন॥
গুরু সব প্রণমিয়া হইল বাহির।
কৃষ্ণ সঙ্গে সসৈন্যে চলিল যুধিষ্ঠির॥
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ রহে পুরীর রক্ষণে।
রাজার সঙ্গতি চলে যথ যোধগণে॥
বিবিধ মঙ্গলবাক্য বল চতুরঙ্গে।
চলিলেক জনার্দ্দন পঞ্চ ভাই সঙ্গে॥
কথ দিনে পাইল গিয়া সেই পুণ্যদেশ।
মরুতের ধন যথা আছএ বিশেষ॥
পুণ্য সরোবর তীরে মূর্ত্তি মহাদেব।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব তথাতে করে সেব॥
সংযম করিয়া করে মহা উপবাস।
কুশশয্যা পাতি রহে শঙ্করের পাশ॥
ধূপ দীপ নবিস্ত যে জল অভিষেক।
নানামতে পূজিলেক স্তুতি অতিরেক॥
বহুল তপস্যা করে বীর বৃকোদর।
বড় ভক্তি দেখি তুষ্ট হইলা মহেশ্বর॥
হইল আকাশ বাণী ভীমে পাইল বর।
রত্নগিরি ধনরত্ন নেয় বৃকোদর॥
দেববাণী শুনিয়া হরিষ হইল মন।
যজ্ঞ হোম সমাধিয়া পূজে ত্রিনয়ন॥
মহাদেব প্রণমিয়া রত্নগিরি যাএ।
পুনর্ব্বার মহেশ্বর পূজিল তথাএ॥
দেব ঋষি মুনিগণ গন্ধর্ব্ব সকল।
ধনেশ্বর পূজিল কুবের মহাবল॥
হরের কিঙ্করগণ পূজিলেক সব।
হরষিত মনে তবে চলিলা পাণ্ডব॥
রত্নগিরি আরোহিল আনিবারে ধন।
সেই রাজ্য পুরী দেখে পূর্ণিত কাঞ্চন॥
ধনরত্ন সোবর্ণ লইয়া বহুতর।
চলিলা আপনা দেশে পঞ্চ সহোদর॥
ইন্দ্রতুল্য যুধিষ্ঠির রাজা মহামতি।
সসৈন্যে হরিষে চলে কৃষ্ণের সঙ্গতি॥
যথাতে অঙ্গিরা মুনি যথা মুনি ব্যাস।
চলিলেক যুধিষ্ঠির পুরোহিত পাশ॥
তা সবারে সম্ভাষিয়া লইয়া সঙ্গতি।
হরিষে হস্তিনাপুরে আইলা নরপতি॥
কুতূহলে মঙ্গল করিয়া পৌরজন।
আগুবারি পুরীতে আনিলা ততক্ষণ॥
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বন্দিলা গুরুজনে।
ভরিলা হস্তিনাপুরী সেই সব ধনে॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

পরীক্ষিতের জন্ম

মুনি বোলে শুন কথা ইহার পশ্চাৎ।
সভা করি বসি আছে ধর্ম্ম নরনাথ॥
সাক্ষাতে বসিছে কৃষ্ণ বিদুর দক্ষিণে।
বামে চারি সহোদর আছে অনুক্রমে॥
রাজসিংহাসনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
পিতার আসনে যুধিষ্ঠির মহামতি॥
এই মত সভা করি বসিছেন্ত সব।
পাত্রমিত্র মুনিগণ যথেক বান্ধব॥
হেনকালে অন্তঃপুরে উত্তরা যুবতী।
কাষ্ঠ যেন মৃত পুত্র প্রসবিল সতী॥
আনলদাহন যেন শুষ্ক কাষ্ঠখান।
গর্ভ হৈতে নিঃসরিল পূরিল বিদ্যমান॥

CENTRAL LIBRARY

পোড়া কাষ্ঠ সম দেখি নাহিক জীবন ।
কোলাহল করিয়া কান্দএ নারীগণ ॥
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা পরম দুঃখিত ।
কৃষ্ণ আদি গেল হইয়া চিন্তিত ॥
উত্তরাএ প্রসবিল মৃতপুত্র শুনি ।
অন্তঃপুরে গেলা কৃষ্ণ চিন্তা মনে গুণি ॥
কৃষ্ণ দেখি কুন্তী আইলা দ্রৌপদী সংহতি ।
সুভদ্রা উত্তরা আর নারীগণ যথী ॥
সেই মৃত শিশু লইয়া করিয়া মণ্ডলী ।
কান্দিতে কান্দিতে চলি আইলা সকলি ॥
গৌরবিত গুরু কৃষ্ণ মাতুল শ্বশুর ॥
অন্তঃপুর ধরিয়া উত্তরা রহে দূর ॥
মহা কোলাহল করি কান্দে শিশু লইয়া ।
কৃষ্ণেরে বোলেন্ত কুন্তী বিনয় করিয়া ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে গদগদ বাণী ।
নিবেদন শুন বাপু কৃষ্ণ গুণমণি ॥
অশ্বত্থামা এড়িলেক ব্রহ্মশিরা বাণ ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বাপু কর অবধান ॥
তখনে প্রতিজ্ঞা করি বলিলা নিশ্চিতে ।
উত্তরার পুত্র তুমি জীয়াইয়া দিতে ॥
পাণ্ডুবংশে রক্ষা কর আমি সব চাহ ।
আপনার ভাগিনার তনয় জীয়াও ॥
কান্দিয়া দ্রৌপদী কহে কৃষ্ণের সাক্ষাতে ।
বংশ রক্ষা কর বাপু দেব জগন্নাথ ॥
কৃষ্ণের চরণ ধরি সুভদ্রা বিলাপে ।
সর্ব্বাঙ্গ দহএ মোর পুত্র পৌত্র তাপে ॥
সত্বরে জীয়াও মোর পুত্রের সন্তান ।
নতুবা মরণ মোর তোমা বিদ্যমান ॥
হেনমতে তিনজনে ভূমিতে পড়িয়া ।
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে বিনয় করিয়া ॥
অন্তঃপুরে অন্তরে উত্তরা দেবী থাকি ।
বিলাপিয়া বহু মতে কৃষ্ণকে কহে ডাকি ॥
পুত্রশোকে উত্তরা হইয়া আকুলি ।
পতিপুত্র শোকে কান্দে আউদল চুলি ॥

কৃষ্ণের মনেতে তবে করুণা জন্মিল ।
আশ্বাসিয়া সবাকে আপনে সান্ত্বাইল ॥
এইক্ষণে জীয়াইমু অভিমন্যুসুত ।
মঙ্গল বিধান দেব আনহ ত্বরিত ॥
এ বলিয়া কুন্তীকে তুলিলা হাতে ধরি ।
দ্রৌপদী সুভদ্রা আদি সভা শান্ত করি ॥
সহস্র কলসী ভরি আনি গঙ্গার জল ।
শিশুরে করাইল স্নান রমণীসকল ॥
তবে কৃষ্ণ আপনার নিজ গুণ ভাবি ।
শিশুর উপরে জল দিল মন্ত্র পড়ি ॥
ব্রহ্মশিরা মহাঅস্ত্র করিল সংহার ।
তখনে হইল শিশু জীবনসঞ্চার ॥
অনাদি নিদান প্রভু অস্ত্র পরশিল ।
অস্ত্ররূপী রাক্ষস যে শিশু এড়ি ধাইল ॥
জ্যোতিবন্ত হইয়া বাণ যেহেন কৃশানু ।
প্রকাশিল প্রভা যেন প্রভাতের ভানু ॥
তার রূপে সেই পুরী হইল উজল ।
সজীব করিল শিশু কৃষ্ণ মহাবল ॥
আনন্দে পূর্ণিত সেই হস্তিনানগর ।
ক্রন্দন এড়িয়া সব হরিষ অন্তর ॥
নানা বাদ্য মহোৎসব মঙ্গল বিধান ।
উত্তরাএ কোলে লইলা আপন সন্তান ॥
চারি ভাই লইয়া রাজা সঙ্গে রাজধানী ।
কৃষ্ণক স্তবিলা বহু হইয়া যুগপাণি ॥
আনন্দিত সর্ব্বলোক কৃষ্ণের কৌতুক ।
গোবিন্দের প্রভাতে খণ্ডিল মনদুঃখ ॥
নানারত্ন দিয়া তারে আশীর্ব্বাদ করি ।
শিশুরে লইয়া কোলে মুকুন্দ মুরারি ॥
আনন্দিত সকলে বলি আশীর্ব্বাদ ।
পাণ্ডুবংশ রক্ষা পাইল কৃষ্ণের প্রসাদ ॥
শিশুর কারণ রাজা করে মহাদান ।
ছয় দিনে নাম শিশু করিল প্রমাণ ॥
কৃষ্ণের পরীক্ষা হনে জীবন লভিল ।
পরীক্ষিৎ নাম তার কৃষ্ণে আজ্ঞা কৈল ॥

CENTRAL LIBRARY

তে কারণে থুইল তার পরীক্ষিৎ নাম।
হেনমতে বহুল আনন্দ অনুপাম॥
ভারতের পুণ্যকথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

অশ্বমেধের অশ্বে জয়পত্র-লেখন : প্রারম্ভিক ক্রিয়া : অশ্ব বিমোচন

মুনি বোলে জনমেজয় শুন চন্দ্রবংশী।
যুধিষ্ঠির নৃপমণি যজ্ঞ হেতু বসি॥
বিংশতি দিবস রাজা নানা রঙ্গে গেল।
চৈত্র পৌর্ণমাসী তিথি আসিয়া মিলিল॥
যজ্ঞের মণ্ডপ কৈল বিচিত্র নির্ম্মাণ।
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার বিবিধ বিধান॥
দান করিবারে ধন থুইল রাশি রাশি।
ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণ আনিল সম্ভাষি॥
সবে না আসিল জয়দ্রথের ঘরণী।
ধৃতরাষ্ট্র সুতা দুর্য্যোধনের ভগিনী॥
দুঃশলা তাহার নাম ক্রোধ করি মনে।
পতিভ্রাতৃশোকে না আসিল নিমন্ত্রণে॥
সম্ভাষি আনিল রাজা যথ মুনিগণ।
যজ্ঞের মণ্ডপে পূজা করে ঋষিগণ॥
চৈত্র পৌর্ণমাসী দিন মন্বন্তরা তিথি।
মঙ্গল বিধান করি শুভলগ্ন স্থিতি॥
মুনিসবে বেদ পঠে ভাটে আশীর্ব্বাদ।
নানা বাদ্য উপজিল জয় জয় বাদ॥
যজ্ঞ দীক্ষা কৈল রাজা দ্রৌপদীর সমে।
অসিপত্র ব্রত আরম্ভিল অনুক্রমে॥
ঘোড়া অধিবাস কৈল যজ্ঞের অন্তর।
মহা কুতূহলে যুধিষ্ঠির নৃপবর॥
বিধিকর্ত্তা মার্কণ্ডেয় ব্যাস হইল গুরু।
পুরোহিত ধৌম্য মুনি ব্যাস কল্পতরু॥
যেইমত বিধান করিল মুনিগণ।
অশ্ব অধিবাস কৈলা আপনে রাজন॥
নানাবিধি নৃত্য করে বহু কোলাহল।
ঘোটক পূজিল যুধিষ্ঠির মহাবল॥
নানা তীর্থের জলে অশ্ব স্নান করাইল।
বিবিধ প্রকারে অঙ্গে অলঙ্কার দিল॥
কুঙ্কুম চন্দন ঘোড়ার অঙ্গেত লেপন্ত।
বহুল কুঙ্কুম মালা অঙ্গেত দিলেন্ত॥
অগুরু চন্দন ধূপ ঠাই ঠাই দিয়া।
মণিরত্ন কাঞ্চন যে ভূষিত করিয়া॥
কপালে লেখিল পত্র সোবর্ণের জলে।
বিখ্যাত পাণ্ডববংশ খ্যাত মহীতলে॥
হস্তিনানগরে যুধিষ্ঠির মহারাজা।
পৃথিবীর যথ রাজা সবে করে পূজা॥
গোত্রবধ পাতকের ভয়ের কারণ।
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করেন্ত রাজন॥
পাতকের ভএ ঘোড়া উদ্যানে এড়িল।
কনিষ্ঠ অর্জ্জুন ঘোড়া সঙ্গে নিয়োজিল॥
যার শক্তি আছে ঘোড়া ধরিব আমার।
অথবা শরণ লও বলহীন যার॥
এই পত্র বান্ধিলেক ঘোড়ার কপালে।
এ বলিয়া ঘোড়া এড়ে রাজা মহাবলে॥
ব্রহ্মার সমান রাজা সাধু শুদ্ধ চিত।
অসিপত্র ব্রতে রাজা হইছে দীক্ষিত॥

অশ্বের রক্ষকরূপে অর্জুনের নেতৃত্বে বিভিন্ন বীরের যাত্রা

অর্জ্জুনেরে আদেশিল গৌরব করিয়া।
সাবধানে ঘোড়া ভাই অপেক্ষয় গিয়া॥
কৃষ্ণ তোমা স্থানেত আপনে বিরসন্ত।
যে জনের কাছে কৃষ্ণ সদাএ থাকন্ত॥
তাহার আপদ ভাই নাহি কোন কালে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি তার নিঃশঙ্কা সংসারে॥
এ বলিয়া যুধিষ্ঠির রাজা মহামতি।
প্রদ্যুম্ন কুমারে ডাকি বোলেন্ত ভারতী॥

CENTRAL LIBRARY

সর্ব্ব যদু সৈন্যবীর সঙ্গে যাউক তোর।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাও বাক্য ধর মোর॥
বৃষকেতু বীর যাও কর্ণের নন্দন।
অশ্বশাল্ব রাজা যাউক নিজ সৈন্যগণ॥
মেঘবর্ণের বীর ঘটোৎকচের কুমার।
শঠ নিশঠ যাউক বীর অবতার॥
যৌবনাশ্ব বীর জাতি সুবেগ কুমার।
সাত্যকি যে কৃতবর্ম্মা বীরঅবতার॥
এ সকল বীর সঙ্গে লইয়া সর্ব্ব সৈন্য।
আপনে চলহ তুমি হইয়া অগ্রগণ্য॥
কৃষ্ণে বোলে শুন পুত্র আমার বচন।
ঘোটক রক্ষণে যাও অর্জ্জুনের সন॥
মোরে যেন দেখহ দেখহ যুধিষ্ঠির।
তেন মত জান বাপু ধনঞ্জয় বীর॥
পুনি যুধিষ্ঠিরে বোলে করিয়া বিনয়।
মহাসাধু ধর্ম্মরাজা করুণা হৃদয়॥
অর্জ্জুনেরে সমর্পিল যোধাগণ স্থানে।
অর্জ্জুনেহ সৈন্য সব পালিবা যতনে॥
অন্যে অন্যে রক্ষা কর অন্যের শকতি।
উদ্ধারিয়া যজ্ঞ ঘোড়া আন সর্ব্ব রথী॥
বহুবিধি নীতি শিখাইল মহামতি।
অর্জ্জুন পাঠাইয়া দিল ঘোড়ার সঙ্গতি॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনন্ত ভকত জনে কর্ণঘট ভরি॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা সঞ্জয়ের গাথা।
কহন্তি জয় মুনি ভারতের কথা॥
অশ্বমেধ শুনিলে সর্ব্বত্র হএ জয়।
পাপতাপ খণ্ডে ধন আউ বুদ্ধি হয়॥

দীর্ঘছন্দ

সর্ব্ব কলারস ধীর ত্রিভুবন খ্যাত বীর
অদ্যাপিহ ঘোষে যার যশ।
যার বাহুবলে বীর রাজা হইল যুধিষ্ঠির
ক্ষিতি রাজা করিলেক বশ॥
আপনে যে ত্রিনয়ন যার সঙ্গে কৈল রণ
প্রীতি হইয়া মূর্ত্তি দেখাইল।
কিরীট কুণ্ডল সাজে চরণে নূপুর বাজে
দিব্য মূর্ত্তি রত্ন বিভূষিত॥
রাজার আদেশে চলে অশ্বহেতু মহাবলে
সৈন্য সঙ্গে ঘোড়ার সহিত।
যেই পার্থ বাহুবলে দেবরাজ আমন্ত্রণে
নিবাত কবচ বধ কৈল॥
অগ্নিমন্দা নলাসুর তাহা কৈল পার্থ দূর
জিতেন্দ্রিয় খাণ্ডব দহিল।
শান্ত দাতা বলবন্ত অতিশয় ধর্ম্মবন্ত
কৃষ্ণ যার দ্বিতীয় শরীর॥
যজ্ঞ ঘোড়া রাখিবার নৃপতির অঙ্গীকার
চলিল অর্জ্জুন মহাবীর।
স্বর্ণ কুম্ভ পূরিয়া বৈসাএ সিন্দুর দিয়া
জলপূর্ণ করিয়া স্থাপন॥
হেনকালে লগ্ন পাইল ঘোড়া সঙ্গে যাত্রা কৈল
বাউগতি রথ চালাইল।
মুনিগণে বেদ পঠে গগনেতে শব্দ উঠে
মঙ্গল করএ নারীগণ॥
প্রাতঃস্নান করি বীর চলে ধনঞ্জয় ধীর
পরম হরিষে মহাবীর॥
ধর্ম্মরাজা পদধূলি ভীম সঙ্গে কোলাকুলি
নারায়ণ চরণ বন্দিয়া।
অন্ধ রাজা প্রণমিল গুরুসব বন্দিল
যথ যথ নারী সম্বোধিয়া॥
প্রণমিয়া মুনিগণ প্রদক্ষিণ হুতাশন
বন্দিলেক মায়ের চরণ।
মায়ে দিয়া মাথে হাত আশীর্ব্বাদ কৈল তাত
পাল জ্যেষ্ঠ ভাইর বচন।
তোর জ্যেষ্ঠ সহোদর পালি বাক্য নিরন্তর
সদাএ পাল আরতি আমার।
আর এক বাক্য বলি সঙ্গে রাখ মহাবলী
বৃষকেতু কর্ণের নন্দন॥

CENTRAL LIBRARY

এক পৌত্র সবে মোর সমর্পিলুম হাতে তোর
সমরে পালিবা সদাকাল ।
মায়ের বচন শুনি অর্জ্জুনে মনেতে গুণি
উত্তর করিল ধনঞ্জয় ॥
অভিমন্যু সমান সর্ব্বগুণে অনুপাম
সদাকাল দেখিএ লক্ষণ ।
বংশে আর আছে কোন সবে মাত্র একজন
প্রাণ সম পালিব তাহাক ॥
তার সম নাহি বল বলদর্পে ভূমণ্ডল
যুদ্ধে তারে জিনে কোন লোক ।
কর্ণ হেতু পোড়ে প্রাণ অকীর্ত্তি ভুবনে জান
বহু অধর্ম্ম উপজ্জিল ॥
মুই হেন মহাবীর কর্ণ হেন মহাবীর
হেন ভাই করিলাম সংহার ।
এই শিশু মহাভাগ তাতে বোল অনুরাগ
না কহিবা আমি পাপমতি ॥
পুত্রের বচন শুনি সন্তোষিত কুন্তী রাণী
আশীর্ব্বাদ করে বারেবার ।
গান্ধারীকে প্রণমিয়া সুভদ্রাকে সম্ভাষিয়া
রণে চলে পার্থ মহাবীর ॥
নমস্কার রুক্মিণীরে প্রণমিল দেবকীরে
আর আর যথ গুরুজন ।
সত্রাজিৎ নন্দিনীর চরণে বন্দিয়া ধীর
রণ হেতু চলিলা সংগ্রাম ॥
আপনেহ নরপতি আলিঙ্গিয়া প্রেমে অতি
কত দূর আগু বাড়ি দিল ।
রাজা বোলে শুন ভাই কহিএ তোমার ঠাই
যত্ন করি পালিবা বচন ॥
যত সব রাজ গণ কুরুক্ষেত্রে কৈল রণ
দুর্য্যোধন রণেতে পড়িল ।
তা সবার শিশুগণ না মারিবা একজন
তোহ্মা আগে সর্ব্ব সমর্পিল ॥
শুনি আদেশ রাজার পার্থে কৈল অঙ্গীকার
পুনর্ব্বার বন্দে নারায়ণ ।
প্রেমভাবে দিয়া কোল পার্থে কহিল বোল
দুই হাত করি করজোড় ॥
তুহ্মি পরে ভগবান্ পাণ্ডবের নাহি আন
তোহ্মা হেতু জিনিলা মরণ ।
অশ্ব রাখিবার তরে আহ্মি যাই দেশান্তরে
তোহ্মা পাশে এই নিবেদন ॥
যাবত আসিএ ঘর দ্বারকাতে দামোদর
তুহ্মি না যাইবা কদাচিত ।
এথা থাক সাবধানে সঙ্গে ভীম বলবানে
নৃপতির রক্ষার কারণ ॥
শুনিয়া পার্থের বাণী গোপীনাথে বোলে বাণী
অঙ্গীকার করি ততক্ষণ ।
তার সহ সৈন্যবার চলে যোধা অনিবার
অশ্বগজ চলে অপ্রমিত ॥
বৃষকেতু যুধিষ্ঠির প্রণমিল কামবীর
নারায়ণ চরণ বন্দিয়া ।
গুরুজন প্রণমিয়া নিজ অন্তঃপুর গিয়া
পত্নী সঙ্গে কৈল সম্ভাষণ ॥
দেখি ভদ্রাবতী রামা নিজ পত্নী মনোরমা
প্রভাকর রাজার নন্দিনী ।
স্বামীর গমন জানি ভক্তি করএ রাণী
জোড়হাতে করে নিবেদন ॥
ঘোটক রক্ষক হেতু চল প্রভু রণ হেতু
একভাবে সেবিবা পাণ্ডব ।
বিমুখ না হইবা রণে হাসিবেক রাজগণে
কর গিয়া শত্রুপরাভব ॥
মুই এথা দ্রৌপদীর সদাএ যোগাইব নীর
আর সেবা কুন্তীর চরণ ।
দেবকীরে পূজিব সত্যভামা সেবিব
আর সেবা যথ নারীগণ ॥
পত্নীর বচন শুনি বৃষকেতু মনে গুণি
সেবারূপে থাক ভদ্রাবতী ।
ত্রিভুবন রাজা যবে রণে আইসে অসম্ভবে
নাহি গণে কর্ণের সন্ততি ॥

CENTRAL LIBRARY

যদি আইসে ত্রিনয়ন তথাপি করিমু রণ
কদাচিত বিমুখ না হইব ।
এথ বলি ত্বরমান বৃষকেতু বলবান
হাতে ধনু করিয়া চলিল ॥
রথ আরোহণ করি বীরদর্প অনুসারি
সৈন্যসেনা অগ্রেতে হইল ।
মহামত্ত গজ অতি অশ্ব সব বাউগতি
পবন সদৃশ রথগতি ॥
সৈন্যগণ করি সঙ্গে চলিলেক মনোরঙ্গে
ধনঞ্জয় রথ আরোহিল ।
কবচে জড়িয়া তনু ধরিয়া বিচিত্র ধনু
যোধাগণ মহাবলবান ॥
শ্বেত ছত্র রথখান শ্বেত অশ্ব বিদ্যমান
ধ্বজকপি বীর হনুমান ।
বাউবেগে চলে রথ অশ্বগণ মহাসত্ত
হাতে ধনু ধরি মহামতি ॥
উত্থানে এড়িল ঘোড়া যেন হিমগিরি চূড়া
প্রথমে দক্ষিণমুখী চলে ।
কথদূর পাছে তার সৈন্য সব পরিবার
ধনঞ্জয় চলে রণগামী ॥
দুমদুমি বহল ঢোল বিনা বাশী হইল রোল
বহুবিধ বিচিত্র বাজন ।
সৈন্যসব কোলাহল যথ শব্দ অবিকল
বিচিত্র যে পতাকা শোভন ॥
নৃত্য গীত সিংহনাদ শত্রু সৈন্য অবসাদ
তিন প্রহরের পথ জোড়ে সৈন্যে ।
হাতে ধনু শর সাজ রণে চলে যুবরাজ
কর্ণপুত্র রণে অগ্রগণ্য ॥
তার পাছে কামদেব ভুবন জনের সেব
যোধাগণ চলে মহাবলী ।
রুক্মিণী নন্দন বীর সমরে প্রচণ্ড বীর
সভাতে সোন্দর মহাবলী ॥
সাত্যকি চলিল পাছে কৃতবর্ম্মা তার শেষে
অনুশাল্ব রাজা মহামতি ।
মহাসাজ পক্ষীগতি মৈধোতে পাণ্ডবপতি
ধনঞ্জয় ইন্দ্রের আকৃতি ॥
শঠ নিশঠ নাম জন্মকর্ত্তা বলরাম
দুই পুত্র রেবতীর উদরে ।
সেই দুই শিশু বলে অর্জ্জুনের পাছে চলে
যৌবনাশ্ব নৃপতি শেখরে ॥
পাণ্ডুসৈন্য যোধপতি সবে চলে বসুমতী
তার পাছে বাহ্লীক রাজন ।
তার পাছে মেঘবর্ণ নীল তনু শ্যামবর্ণ
সর্ব্ব সৈন্য রক্ষা করি চলে ॥
নানা দেশ ভ্রমে ঘোড়া কেহ নাহি নৃপপারা
ঘোড়া ধরি করিতে বিরোধ ।
ভয় পাই রাজগণ পাদ্যঅর্ঘ্য আচমন
সবে পূজে ধনঞ্জয় যোধ ॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অযুত শয়নে গাথা
শুনে সদাএ পুণ্যবন্ত জন ।
নাশপুত্র পাপচয় পুণ্য হএ অতিশয়
সঞ্জয়ে কহন্তি উপাখ্যান ॥

নীলধ্বজপুরে অশ্ব

এইমতে দক্ষিণে চলিল তুরঙ্গম ।
মনোহর গতি ঘোড়া দেখিতে উত্তম ॥
দক্ষিণে চলিল ঘোড়া যেন দেবাসুর ।
মিলিল তুরগ নীলধ্বজ অন্তঃপুর ॥
মাহেশ্বরী নামে পুরী নর্ম্মদার তীর ।
তথাতে আছিল রাজা কার্ত্তবীর্য্য বীর ॥
রাবণ যে নিশাচর পাইল অপমান ।
কার্ত্তবীর্য্য মহারাজা সংগ্রামে প্রধান ॥
সেই বংশ যুবরাজ নীলধ্বজ রাজা ।
নিজ বাহুবলে পালে নিজ দেশ প্রজা ॥
সেই রাজ্যে মিলে গিয়া পার্থ তুরঙ্গম ।
অতি মনোহর দেশ দেখিতে উত্তম ॥
নর্ম্মদার তীরে ঘোড়া যাএ মনসুখে ।
নগরুয়া লোক সব দেখএ কৌতুকে ॥

দৈবযোগে সেই বনে ক্রীড়া করিবার।
নীলধ্বজ নৃপতির প্রধান কুমার॥
সৌতি নামে সেই শিশু মোহা বলবান।
শতেক রমণী সঙ্গে আছে সেই স্থান॥
প্রথম যৌবনকাল নৃপতিনন্দন।
নির্জ্জনেত ঘোর বনে কেলি অনুক্ষণ॥
সহস্রেক নারী সঙ্গে রূপে মনোরমা।
মদনমঞ্জরী নামে রূপে তিলোত্তমা॥

মদনমঞ্জরীর অশ্ববন্ধনের ইচ্ছা

তান সঙ্গে কেলি করে নৃপতিকুমার।
হেনকালে অশ্ব মিলে নিকটে তাহার॥
ঘোটক দেখিয়া বোলে মদনমঞ্জরী।
হের দেখি নরপতি অবধান করি॥
এহিমত অশ্ব নাহি দেখি কোনকালে।
মোহাবল ধরে ঘোড়া চলে কুতূহলে॥
তাম্র পৃষ্ঠ সোনার আকার সমোশর।
কোটি চন্দ্র জিনি দেখ কিরণ সোন্দর॥
রক্তবর্ণ দেহ তার পীত পুচ্ছ দেশ।
উচ্চ দুই কর্ণ দেখ শ্যাম বর্ণ রেশ॥
অতি নীল বর্ণ আখি কন্দর্প আকার।
হেন ঘোড়া নাহি দেখি সংসার মাঝার॥
ঘোটক কপালে দেখ লিখন পত্রিকা।
শোভা করে কপালেত কনককণিকা॥
কি কারণে লিখা কপালে দেখ প্রাণেশ্বর।
তত্ত্ব জানিবার চাহি শুন নৃপবর॥
পত্নীর বচন শুনি নৃপতিনন্দন।
হাসি হাসি কহে কথা নারীর সদন॥
নারী বাক্যে মহারাজা অশ্বেরে ধরিল।
কপালের লিখা পত্র তখনে দেখিল॥
জ্ঞাতিবধ ভয় যুধিষ্ঠির নরপতি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাণ্ডব সংহতি॥
উদ্যানে এড়িলো ঘোড়া এই সে কারণ।
অর্জ্জুনেরে নিয়োজিল ঘোড়ার রক্ষণ॥
যার শক্তি থাকে ঘোড়া ধরহ আমার।
অথবা শরণ লও ত্যজি অহঙ্কার॥
লিখন পঠিআ তথাএ নৃপতিনন্দন।
অন্তঃপুরে পাঠাইল যথ সখিগণ॥
সৈন্যব্যূহ করি রাজা অশ্ব বন্দী কৈলা।
অশ্বধরি তৃণ হেন জ্ঞান না করিলা॥
এথাতে অখন বীরে অশ্ব অনুসারে।
অনুশাল্ব রাজা সঙ্গে চলিল সত্বরে॥
কৃষ্ণের তনয় বীর প্রদ্যুম্ন কুমার।
অর্জ্জুনের সমে তেজি চলিল যুঝার॥

প্রবীরের যুদ্ধ

যৌবনাশ্ব নৃপতি চলিল অগ্রগণ্য।
বৃষকেতু চলিলেক সঙ্গে বহু সৈন্য॥
দূরে থাকি দেখিলেক কর্ণের নন্দন।
সৌতিএ হরিল ঘোড়া দেখে সর্ব্বজন॥
ঘোড়া বন্দী করি সৈন্য সাজি বাহুবলে।
ডাকিয়া বলিল সৌতি শুন মহাবলে॥
ঘোড়া বন্দী করি আমি নিল নিজ ঘর।
যার শক্তি আছে ঘোড়া নিবারে সত্বর॥
মোকে জিনি রণে ঘোড়া করহ উদ্ধার।
অথবা শরণ লও তেজি অহঙ্কার॥
দূরে থাকি বৃষকেতু বোলে ডাক দিয়া।
কথাতে যাইবা সৌতি আমা নাগ নিয়া॥
পাছে ধনঞ্জয় সঙ্গে করিবা সংগ্রাম।
কর্ণপুত্র জান আমি বৃষকেতু নাম॥
প্রথমে আমার সঙ্গে করহ সমর।
অবিলম্বে চলি যাবে যমের নগর॥
তাহার বচন শুনি সৌতি চৌদ্দ শরে।
পঞ্চ বাণ এড়িলেক বিদ্যুতআকারে॥
হৃদএ ভেদিলো কর্ণপুত্র সেই বাণে।
চারি ঘোড়া চারি বাণে হানে মর্ম্মস্থানে॥
আর এক বাণে হানে সারথি তাহার।
সিংহনাদ করে নীলধ্বজের কুমার॥

CENTRAL LIBRARY

ক্রোধ হইল বৃষকেতু সমরে কেশরী ।
ধনুতে মারিল বাণ কর্ণ সম করি ॥
দেখি অনুশাল্ব রাজা রণে অনুপাম ।
থাক থাক বলি ডাকে করিতে সংগ্রাম ॥
অনুশাল্ব দেখি তথাএ নৃপতিনন্দন ।
এক বাণ হৃদএ হানিল ততক্ষণ ॥
ক্রোধ হইয়া অনুশাল্ব করে শরজাল ।
জল বরিষে যেন বরিষার কাল ॥
বাণে শরজাল করি ভানু আচ্ছাদিলে ।
তবে রাজসুত সৌতি বলে ক্রোধ হইলে ॥
শরজালে শরাঘাতে কৈল খণ্ড খণ্ড ।
সৈন্য সব মারিয়া করিল লণ্ডভণ্ড ॥
একবাণে ক্রোধে তথাএ মারে মহাবল ।
সেইবাণে অনুশাল্ব কাটিল সকল ॥
হাতের ধনুক কাটি পাড়ে মহাবল ।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥
ক্রোধে অনুশাল্ব বীর হাতে ধনু ধরি ।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে মহাবলী ॥
এড়িলেক তিন বাণ সৌতির উদ্দেশে ॥
অর্দ্ধপথে সে বাণ কাটিল মহারোষে ॥
পুনি সৌতি এড়িলেক পঞ্চ গোটা বাণ ।
সেই বাণে অনুশাল্ব হইল মূর্চ্ছমান ॥
সৌতি মহাবীরে কৈল ঘোর সিংহনাদ ।
যাদব সকল হইল হত অবসাদ ॥
ক্রোধ হইল সমরেত প্রবেশে অর্জ্জুন ।
সৌতির শরীরে বাণ এড়িল নিপুণ ॥
প্রথমে সংগ্রাম হইল সৌতির সংহতি ।
ক্রোধ হইয়া বাণ মারে সৌতি মহামতি ॥
ক্রোধে সৌতিঅঙ্গে পার্থ এড়ে এক বাণ ।
সেই বাণে শক্তি কাটি হইল দুইখান ॥
শক্তি ব্যর্থ হইল দেখি এড়ে সাত বাণ ।
অর্জ্জুনের ধ্বজ কাটি কৈল খান খান ॥
ধ্বজ কাটা গেল পার্থ ক্রোধেত প্রচণ্ড ।
ব্রহ্মঅস্ত্র এড়ি কাটে সৌতি রাজার মুণ্ড ॥

সৌতি রাজা পড়ে হেন কহে দূতগণ ।
নীলধ্বজ বার্ত্তা পাইল পুত্রের মরণ ॥
পুত্র পুত্র বলি রাজা নিকলে বাহিরে ।
আপনে নৃপতি চলে সমর করিতে ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংহতি করিয়া ।
হুতাশন জামাতারে সংহতি লইয়া ॥
অর্জ্জুন সমরে যথা যুঝিল কুমার ।
তথা যাএ নীলধ্বজ সংগ্রামে দুর্ব্বার ॥
বাণ বিষ্টি করে আসি অর্জ্জুন উপর ।
মেঘবর্ণ দেখি যেন বরিষএ শর ॥
এথা যুদ্ধ আরম্ভিল বৃদ্ধ নৃপবরে ।
হেনকালে শুনিলেক সৌতির কুমারে ॥
দূতমুখে শুনিলেক পিতার নিধন ।
ক্রোধ হইয়া চলিলেক সৌতির নন্দন ॥
ষোড়শ বৎসর শিশু বিহা মাত্র করি ।
বিবাহ পরিধ বস্ত্র নাহি পরিহরি ॥
অষ্টম বরিষ তার রাণী রত্নাবতী ।
গমন সময়ে কহে সম্বোধিয়া পতি ॥
নৌতুন বয়স তুমি না জান সমর ।
অর্জ্জুনের বাণ প্রভু বড়হি দুষ্কর ॥
তাহার সহিতে রণে না হইবা সমান ।
ক্ষেমা কর রণভাব শুন মতিমান ॥
শিশু বোলে রণে ভঙ্গ হএ অপমান ।
পিতা বৈরী উদ্ধারিতে পার্থ মতিমান ॥
এ বলিয়া রণে গেল করি অহঙ্কার ।
পাণ্ডুসৈন্যে বাণ এড়ে তিমির আকার ॥
শরাঘাতে নৃপসুত হইল কম্পমান ।
সৈন্য সঙ্গে বৃষকেতু হইল আগুয়ান ॥
পিতা শোকে শিশু রণ করে প্রাণপণ ।
বৃষকেতু মহাবীরে হানে বাণগণ ॥
দুই বীরে বাণে আচ্ছাদিল দিবাকর ।
বাণ সন্ধানিল বৃষকেতুর উপর ॥
চারি বাণে রথ ঘোড়া পঞ্চ সে সারথি ।
ষষ্ঠ সে হানিল সেনা সপ্তমে পদাতি ॥

পুনি আর রথে বীরে করে আরোহণ।
ব্রহ্ম অস্ত্র লই বাণে যুঝে প্রাণপণ॥
পরশুরামের বাণ কর্ণ ঠাই জানে।
প্রবীরের মুণ্ড কাটে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে॥
প্রবীর পড়িল হেন দেখি ততক্ষণ।
আপনে আইল রাজা করিবারে রণ॥

নীলধ্বজ-অর্জুন প্রসঙ্গ

বৃষকেতু সঙ্গে তথা যুঝিল কুমার।
তথা যাএ নীলধ্বজ সমরে দুর্ব্বার॥
পুত্রপৌত্র শোকেতে যুঝএ নরপতি।
এক এক বাণ হানে দশ দশ রথী॥
নীলধ্বজ সমরে বাহিনী পাইল ত্রাস।
দূরে থাকি পার্থ দেখে সৈন্য করে নাশ॥
হাতে ধনু গাণ্ডীব লইল ধনঞ্জয়।
ভুবন সমরে যার শরীর নির্ভয়॥
থাক থাক নীলধ্বজ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
পঞ্চ বাণ জুড়িলেক পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
নীলধ্বজ কাটিবারে এড়ে পঞ্চ বাণ।
অর্দ্ধ পথে সেই বাণ কৈল দুই খান॥
বাণ কাটা গেল দেখি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শরজালে আবরিল অতি ভয়ঙ্কর॥
অর্জ্জুনের বাণে নীলধ্বজ কম্পমান।
নৃপতি ফাফর হইল শুন মতিমান॥
নৃপতির সৈন্যে যুঝে প্রদ্যুম্নের সনে।
বাণে আবরিল কামদেব অনুক্রমে॥
তা দেখিয়া বাণ জোড়ে বৃদ্ধ নরপতি।
বাণ বিষ্টি আবরিল প্রদ্যুম্ন সংহতি॥
রথধ্বজ সৈন্য সমে প্রদ্যুম্ন কুমার।
বাণে আবরিল মহী করি অন্ধকার॥
ধনঞ্জয় বীরে এথা সৈন্য সংহারিল।
রাখিবারে নীলধ্বজ নৃপতি নারিল॥
তার সঙ্গে আছিলেক দেব হুতাশন।
ধনুতে এড়িয়া বাণ জোড়ে ততক্ষণ॥
এড়িলেক অগ্নিবাণ সমর মাঝার।
নীলধ্বজ মহারাজা অহঙ্কার কার॥
বাণ গোটা শ্বশুরের যদি নিঃস্বরিল।
আকাশ সমান অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল॥
অগ্নিএ পুড়িয়া মরে পাণ্ডবের বল।
বড় বড় রথীগণ হইল বিকল॥
হস্তী সব পুড়ি মরে রথের সারথি।
অশ্বগণ দহে আর যথেক পদাতি॥
অর্জ্জুনের রথ এড়ি যথেক পদাতি।
অর্জ্জুনের রথ হেরি যথ মহামতি॥
বরুণ অস্ত্র জোড়ে ধনঞ্জয় মহামতি।
জল বাণে নিবারণ না হএ দেখিয়া।
করজোড়ে ধনঞ্জয় স্তুতি করে গিয়া॥
দেব হতে বড় তুহ্মি দেব হুতাশন।
চরাচর সৃষ্টি তুহ্মি সংহার জীবন॥
তোহ্মা তুষ্ট করিবারে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল মহাবীর॥
পূর্ব্বে মোরে দণ্ড কৈলা গাণ্ডীব ধনুকে।
অক্ষয় কবচ দিলা পরম কৌতুকে॥
নিজ দাসে কি কারণে করাও বিবাদ।
আপনা সেবকে তুহ্মি করাও প্রসাদ॥
হেনমতে পার্থ স্তব করিলেক দীক্ষা।
নিবর্ত্তিল অগ্নি পাণ্ডু সৈন্য গেল রৈক্ষা॥
এই বাক্য কহিতে যে মুনি মহামতি।
জিজ্ঞাসিল জনমেজয় কৌরবের পতি॥

অগ্নি-স্বাহা উপাখ্যান

কি কারণে অগ্নি নীলধ্বজের জামাতা।
কহ মুনি রাজা আগে এই সব কথা॥
নৃপতির বচন শুনি মুনির হইল হাস।
কহিতে লাগিল মুনি বচন আশ্বাস॥
জনা নামে নীলধ্বজ রাজার মহিষী।
মেনকা উর্ব্বশী হৈতে পরম রূপসী॥

CENTRAL LIBRARY

স্বাহা নামে কৈন্যা তার জন্মিল উদরে ।
কতদিন আছে কৈন্যা জনকের ঘরে ॥
কৈন্যা দেখি রাজা ত্রৈলোক্যমোহিনী ।
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কৈল জনকজননী ॥
পৃথিবীর রাজা আনি করি স্বয়ম্বর ।
নৃপপুত্র এক তুহ্মি ইছি লও বর ॥
স্বাহা বলে না বরিব মনিষ্য শরীর ।
দেবতা বরিব আহ্মি শুন নৃপবর ॥
ধনক্ষয় না করিব শুনহ রাজন ।
মনিষ্য না হইব ভর্ত্তা কহিলম বচন ॥
কৈন্যার বচন শুনি হরষিত হইলা ।
কোন দেব অভিলাষ কহ মোরে বালা ॥
কৈন্যা বোলে মোর মনে নাহি অন্যজন ।
সর্ব্বসিদ্ধাগণে যারে করএ ভাবন ॥
দেবগণ মৈধ্যে তেজ ধরে যেই দেবা ।
আহ্মি সেই হুতাশন করিবাম সেবা ॥
কৈন্যার বচনে বোলে জনকজননী ।
না হএ উচিত বর শুন সুবদনী ॥
এই বর ক্ষেমা কর অগ্নি সর্বভক্ষ ।
ত্রিভুবন দহিবারে সেই বড় দক্ষ ॥
তার সঙ্গে কৈন্যা তুহ্মি কেমতে বঞ্চিবা ।
অগ্নিতেজে পরশিলে ভস্ম হই যাইবা ॥
পিতামাতা বাক্য শুনি কৈন্যা সুচরিতা ।
অন্তঃপুরে অগ্নিপূজা করে পতিব্রতা ॥
গন্ধ পুষ্পে ধূপ দীপে পূজি ততক্ষণ ।
কুণ্ড করি অগ্নিদেব করিয়া স্থাপন ॥
হেনকালে অগ্নি আইল ব্রাহ্মণের বেশে ।
নৃপতির আগে গিয়া কহিল হরিষে ॥
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া রাজা জিজ্ঞাসে হরিষে ।
কোন হেতু আগমন কথাতে নিবাসে ॥
অগ্নি বোলে আই আহ্মা দ্বিজ রূপ ধরি ।
জামাতা হইল আহ্মি তোহ্মা নগরী ॥
কৈন্যা দান কর রাজা করি পরিণএ ।
তোহ্মার সাক্ষাতে রাজা কহিল নিশ্চএ ॥
রাজা বোলে সৈত্য যদি হও হুতাশন ।
নিজ মূর্ত্তি ধরি তুহ্মি দেও দরশন ॥
নৃপতিবচনে অগ্নি ধরে নিজ বেশ ।
রাজার বচনে হইল হরিষ বিশেষ ॥
হাসিয়া বলিল রাজা শুন নিবেদন ।
প্রতিজ্ঞা করহ এক দেব হুতাশন ॥
সদাকাল থাকিবা যে আহ্মার ভুবন ।
যেই শত্রু আইসে মোর করিবা নিধন ॥
রাজার বচনে অগ্নি প্রতিজ্ঞা করিল ।
তবে সেই নরপতি কৈন্যা বিহা দিল ॥
এইমতে অগ্নি নীলধ্বজের জামাতা ।
কহিলাম নরপতি পূর্ব্বাপর কথা ॥
এই হেতু অগ্নিএ পাণ্ডব সৈন্য দহে ।
অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্ট অগ্নিদেব নহে ॥

অর্জুন-অগ্নির কথোপকথন : নীলধ্বজকে অগ্নির রণ পরিত্যাগের পরামর্শ দান : জনার ক্রোধ

তা দেখিয়া ধনঞ্জয় সমরে রুষিল ।
অগ্নিরে ডাকিয়া দর্পে কহিতে লাগিল ॥
উপকার নাহি মান তুহ্মি সর্ব্বভক্ষ ।
মোর সৈন্য পোড় হইয়া নীলধ্বজ পক্ষ ॥
আপনা সমর অগ্নি করিমু সংহার ।
বিনাশ করিমু তোহ্মা যথ অহঙ্কার ॥
এ বোলিয়া ধনঞ্জয় হইল ক্রোধমান ।
বৈষ্ণব অস্ত্র ধনুগুণে করিল সন্ধান ॥
বাণের উঠিল তেজ আকাশে কল্লোল ।
সর্ব্ব সৈন্য কম্পমান হইল মহারোল ॥
ভয় পাই হুতাশন নিজ মূর্ত্তি ধরে ।
করজোড় করি বোলে অর্জ্জুনগোচরে ॥
ক্ষেমা কর ধনঞ্জয় পরিহর কোপ ।
ত্রিভুবনে কেবা সহে তোহ্মার আটোপ ॥
বৈষ্ণব অস্ত্র কৈলা তুহ্মি গাণ্ডীবে সন্ধান ।
অল্প কার্য্যে কেনে কর ক্রোধ মতিমান ॥

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF

কৃষ্ণের দ্বিতীয় তনু তুহ্মি মহাজন।
আহ্মা দুঃখ দিতে তোহ্মা নাহি প্রয়োজন॥
খাণ্ডব দহিতে পূর্ব্বে কৈলা অঙ্গীকার।
তোহ্মা সখা দুই বারে সংগ্রাম মাহ্মার॥
রাজা সঙ্গে পূর্ব্বে আহ্মি প্রতিজ্ঞা করিল।
তে কারণে তোহ্মার বচন না ধরিল॥
যথ সৈন্য তোহ্মার আহ্মি পুড়িল সমরে।
জীবন লভিব সবে মোর পুণ্যফলে॥
হুতাশনে দিল যদি বচন প্রসাদ।
ভস্ম হোতে সৈন্য উঠি করে সিংহনাদ॥
সম্বরিল বৈষ্ণব অস্ত্র বীর ধনঞ্জয়।
অগ্নি গিয়া শ্বশুরেতে করিলা বিনএ॥
অর্জ্জুন জিনিব হেন আছে কোনজন।
যার রণে তুষ্ট হইলা দেব ত্রিলোচন॥
আহ্মিহ হারিয়া আইল দেখ বিদ্যমান।
তার সঙ্গে প্রীতি কর ছাড়হ সংগ্রাম॥
অগ্নির বচন শুনি রাজা গেল ঘর।
মন্দ বলে জনা রাণী তাহারে বিস্তর॥
ক্ষেত্রি হইয়া রণে ভঙ্গ শত্রুর বিজএ।
হেন কুবুদ্ধি রাজা তোহ্মার হৃদএ॥
কোন জন মৃত্যু নাহি সংসার ভিতর।
অনিত্য শরীর হেন জান নৃপবর॥
পুনরপি মহারাজা করহ সংগ্রাম।
ত্রিভুবনে লুকাইব অর্জ্জুনের নাম॥
পত্নীর বচন শুনি পুনি রণে গেল।
অর্জ্জুন সহিতে রাজা পুনি যুদ্ধ দিল॥
নৃপতি আইল দেখি ধনঞ্জয় বীর।
গাণ্ডীবে চড়াইল গুণ নির্ভয় শরীর॥
আনল সদৃশ হইল পার্থ মহাবীর।
নাহি চাহে ধনুর্গুণ না চাহে শরীর॥
বাণ বরিষণ করে অগ্নির আকার।
একা পার্থে করিলেক সৈন্যের সংহার॥
মুহূর্ত্তেক সর্ব্বসৈন্য করিলেক ক্ষএ।
হেন বাণ প্রহারিল বীর ধনঞ্জয়॥
পুত্র পৌত্র পরাজিল যথ ভ্রাতৃগণ।
নৃপতির করিলেক সারথিনিধন॥
কাটিল হাতের ধনু বাণ অতুলিত।
গাএর কবচ কাটি পাড়িল ভূমিত॥
মহাক্রোধে হৃদএ হানিল এক বাণ।
রথে পড়ে নৃপমণি হইয়া মূর্চ্ছামান॥
আর এক রথ আনি সারথি চতুর।
রথে তুলি নৃপমণি নিল কতদূর॥
হেনকালে রাত্রি হৈল দিবা অবসান।
পুরে প্রবেশিয়া রাজা লভিলেক জ্ঞান॥
জনারে বলিল রাজা কুবুদ্ধি তোহ্মার।
তোহ্মা বাক্যে সর্ব্বনাশ হইল আহ্মার॥
পাত্র মিত্র মৈল মোর মৈল সেনাপতি।
মোর রাজ্যে নষ্ট হইল তোহ্মার কুমতি॥
আপনে হারিল অগ্নি দেখিল নয়ানে।
আহ্মারে পাঠাইলা তুহ্মি অর্জ্জুনের রণে॥
ত্রিভুবনে তাহারে জিনিব কোন বীর।
কৃষ্ণের দ্বিতীয় তনু পবিত্র শরীর॥
নারীরে এমত গঞ্জি রাজা নীলধ্বজ।
সঙ্গে লই মণিরত্ন অশ্ব আদি গজ॥
যজ্ঞের ঘোটক আদি মণিরত্ন দিয়া।
পার্থের স্মরণ লইল নৃপতি আসিয়া॥
অপরাধ ক্ষেম পার্থ দয়ালু হৃদএ।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর মহাশএ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত তোহ্মা ক্ষেমিল সকল।
ঘোটক রাখিতে সঙ্গে চল মহাবল॥
পার্থের বচনে তথা রাজা নীলধ্বজ।
চলিলা পার্থের সঙ্গে আরোহিয়া গজ॥
অর্জ্জুনের রথ যাএ দক্ষিণের পথ।
পার্থ সঙ্গে চলে নীলধ্বজ মহাসত্ত্ব॥

জনার ভ্রাতৃগৃহে গমন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে উত্তেজিতকরণ

অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি গেলা নরপতি।
ভাই আগে জনা গিয়া কহিল ভারতী॥

CENTRAL LIBRARY

মহাবলবন্ত তুহ্মি ত্রিভুবন পতি।
অশ্বগজ রথারথী তোহ্মার সঙ্গতি॥
তোহ্মার ভাগিনা সমে তাহার কুমার।
পিতাপুত্রে পার্থে মারে তোহ্মার গোচর॥
নরপতি দাস হইয়া গেল পার্থ স্থানে।
এথ অপমান ভাই না সহে পরাণে॥
আপনে সসজ্জ হইয়া মারহ অর্জ্জুন।
মোর পতি ছাড়াই আন মারিয়া দারুণ॥
জনার বচনে বোলে সেই নরপতি।
ত্রিভুবনে তোহ্মা সম নাহিক পাতকী॥
আপনার নিজ বংশ মজাই সকল।
পিতাবংশ মজাইতে চাহসি এখন॥
পার্থের সহিতে আহ্মি না করি বিবাদ।
কি কারণে তার সঙ্গে বাড়াইব বিবাদ॥
শিশুকাল হতে পার্থ বড় যোদ্ধাপতি।
সদাকাল থাকেন কৃষ্ণ তাহার সঙ্গতি॥
এথেক শুনিয়া জনা কুপিত অন্তর।
তিলমাত্র না রহিল পুরীর ভিতর॥
ভাইরে গর্জ্জিয়া চলে তীর্থ অন্বেষণে।
চলিলেক জনা দেবী বিষণ্ণ বদনে॥
জনার গমন দেখি বোলে নরপতি।
এথা থাকে অপমান না ভাবিয় সতী॥
কাল পাই করিবাম অর্জ্জুন নিধন।
অধনে উচিত নহে করিবারে রণ॥
ভাইর বচনে ক্রোধে জনা রাণী বোলে।
ভয় পাইলা পার্থ রণে তুহ্মি মহাবলে॥
আহ্মার পিতার ঘরে সুপুত্র জন্মিলে।
সমরে যাইতে তুহ্মি সাহস না কৈলে॥
পুরুষ শরীর তোর নাহি ব্যবহার।
বীর বেশ ছাড়ি পৈহ নারী অলঙ্কার॥
ভগিনীর বাক্য শুনি বলিল হাসিয়া।
সংসার করিলা নাশ কুবুদ্ধি যে দিয়া॥
মোরে নাশ করিবারে আইলা কুলাঙ্গারী।
গতি কর পাপাচারী দ্বেষ পরিহরি॥
ক্রোধে জনা তথা হইতে হইল বাহির।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল ভাগীরথী তীর॥

বিফল মনোরথ জনার গঙ্গাকে উত্তেজিতকরণ : ভীষ্ম হত্যার জন্য অর্জুনকে গঙ্গার অভিশাপ

নৌকা আরোহিয়া জনা যাএ গঙ্গাপার।
সেই গঙ্গার জল লাগে চরণে তাহার॥
রাণী বোলে হইল মোর অধর্ম্ম বিশেষ।
কি কারণে আইল আহ্মি এই পাপ দেশ॥
দেখ মোর পদে লাগে ভাগীরথী জল।
পাতক জন্মিল ধর্ম্ম হইল বিফল॥
গঙ্গার জল পশে যেই সেই ক্ষুদ্রমতি।
জন্মে জন্মে হএ তার নরকে বসতি॥
হেন পাপ জল মুই চরণে পশিলুম।
ক্ষিতি ছাড়ি কি কারণে নৌকা চড়িলুম॥
জনা যদি বলিলেক হেন দুষ্ট বাণী।
নৌকাতে আছিল যথ সেই সবে শুনি॥
জনা বলিলা কি বলিলা নিশাচরী।
গঙ্গার জল পরশনে পাপ হৈতে তরি॥
হেন গঙ্গা নিন্দা কর না জানিয়া ধর্ম্ম।
এ বাক্য বলিতে তোহ্মা নাহি হএ কর্ম্ম॥
হেনকালে সেই জল হৈতে অকস্মাৎ।
উঠি তথা গঙ্গাদেবী জনাতে পুছে বাত॥
অন্য জনে নাহি দেখে দেখে মাত্র জনা।
দিব্য মূর্ত্তি গঙ্গা কণ্ঠে শোভে স্বর্ণমালা॥
জনারে বলিলা দুষ্টা কি বাক্য বলিলা।
কুবাক্য বলিয়া কেনে আহ্মারে গঞ্জিলা॥
জনা বোলে পুত্রহীন তুহ্মি পাপমতি।
সপ্ত পুত্র মরে রহে শান্তনু সুমতি॥
যেবা এক পুত্র ছিল ভীষ্ম মহামতি।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ শিষ্ট মহামতি॥
হেন পুত্র তোহ্মা মারিল পার্থ বীরে।
শিখণ্ডীরে আগে করি কপট শরীরে॥

সেই পার্থ আসি এথা তোহ্মা গঙ্গাজলে।
জ্ঞাতি বধ পাপ সব মোচন করিলে॥
জনার বচনে গঙ্গা হইলা কুপিত।
পুত্রশোকে গঙ্গাদেবী হইল দুঃখিত॥
উপজিল গঙ্গার ক্রোধ জনার বচনে।
পুত্রবৈরী অর্জ্জুনের শাপে ততক্ষণে॥
আজি হৈতে অষ্টমাস সম্পূর্ণ সমএ।
পুত্র হৈতে ধনঞ্জয় রণে হইব ক্ষএ॥
সম্পূর্ণ অষ্টম মাস যেই দিনে পূরে।
পড়িব পার্থের মুণ্ড ভূমির উপরে॥
জনার বচনে গঙ্গা শাপিল প্রচণ্ড।
বভ্রুবাহন রণে পার্থের কাটা যাবে মুণ্ড॥
অর্জ্জুনেরে শাপ যদি দিলা ভাগীরথী।
সন্তোষ হইয়া জনা করে বহু স্তুতি॥
তুহ্মি দেবী কারুণ্য জল বিন্দুর সমান।
তুহ্মি বিনা পাতকীর নাহি পরিত্রাণ॥
গঙ্গা দেবীর প্রভা দেখি বোলে দেবগণ।
হেন গঙ্গা দেখি সবে সফল জীবন॥
জনারে প্রবোধ করে মকরবাহিনী।
নিজালয়ে গেল দেবী পাপ বিনাশিনী॥
রাণী বোলে শ্রম মোর হইল সফল।
শাপে ভ্রষ্ট করিলাম পার্থ মহাবল॥

জনার ঘৃতাগ্নিতে আত্মাহুতি ও বাণরূপে
বভ্রুবাহনের তূণে গমন—

অগ্নিকুণ্ড জনা দেবী গঙ্গা আগে করি।
অগ্নি জ্বালি কুণ্ড করি গঙ্গা আগে মরি॥
অস্ত্ররূপে অর্জ্জুনেরে কাটিমু সত্বরে।
কামনা করিয়া জনা অগ্নিতে প্রাণ ছাড়ে॥
তথা মুণিপুর মৈধ্যে শৃঙ্গ মহামুনি।
অগ্নিস্তোম যজ্ঞকরে স্থাপিয়া আগুনি॥
পাতাল ভেদিয়া উঠে যেহেন সাপিনী।
অকস্মাৎ এক অস্ত্র উঠিল আগুনী॥
সেইক্ষণে মহামুনি জানিলেক ধ্যানে।
জন্ম হইল মহা অস্ত্র যুদ্ধের কারণে॥
দূত পাঠাইয়া মুনি বভ্রুবাহন আনি।
রাজা আগে কহে মুনি অস্ত্রের বাহিনী॥
সংগ্রাম সঙ্কট হইব তোহ্মার সহিতে।
কাটিবা শত্রুর মুণ্ড এইবাণ হোতে॥
বাণ পাইয়া পরম আনন্দ নৃপবর।
যত্ন করিরাখে বাণ আপনার ঘর॥
বাণ হইয়া বভ্রুবাহন টোণ মৈধ্যে গিয়া।
জনা অস্ত্ররূপী হইল পার্থের লাগিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
সঞ্জয় কহেন্ত কথা করিয়া বাখান॥

উদ্দালক ও চণ্ডী : চণ্ডীশিলা উপাখ্যান

তথা হইতে পার্থের ঘোড়া উদ্যানে ভ্রমিতে।
দিবানিশি দক্ষিণের পথ সঞ্চারিতে॥
চরিতে চরিতে ঘোড়া গেল বিন্ধ্যগিরি।
বনে প্রবেশিল অশ্ব যেহেন কেশরী॥
উচ্চ নীচ সম হএ ঘোটক গমনে।
বন মৈধ্যে হএ রাজা গেল ততক্ষণে॥
সমুখে দেখিল ঘোড়া শিলা একখণ্ড।
যোজন সমান গুহা অতি যে প্রচণ্ড॥
অতিবেগে চলি যাএ সেই অশ্ববরে।
অকস্মাৎ উঠে ঘোড়া শিলার উপরে॥
অশ্বরক্ষীগণে সবে দেখি বিদ্যমান।
শিলা হইল অকস্মাৎ দেখে সর্ব্বজন॥
একি একি মহাশব্দ হইল জনে জন।
নির্ণয় করিতে না পারে কোন জন॥
রথীরক্ষী ধাই গেল অর্জ্জুন গোচর।
কহিল যেমত হইল শিলা অশ্ববর॥
শুনিয়া চলিল পার্থ অতি ত্বরমান।
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ আইল ঘোটকের স্থান॥

নারীরূপে শিলা সবে দেখিল গোচরে।
জড় হইল তুরঙ্গম ইহার উপরে॥
পরম বিস্ময় হইল ধনঞ্জয় মনে।
কি হইল কি হইল বলি বোলে সর্ব্বজনে॥
অশ্ব ছাড় অশ্ব ছাড় বোলে ধনঞ্জয়।
কেবা অশ্ব ধরিয়াছ দেয় পরিচএ॥
নতুবা কাটিমু তোরে সভার সাক্ষাতে।
কেবা ধরিয়াছ ঘোড়া যমপুর যাইতে॥
বীরদর্প করি বোলে পার্থ মহাশএ।
মারিতে আটোপ করে রুক্মিণীতনএ॥
কিবা পরিচয় দিব প্রাণ নাহি শিলা।
বহুল কথনে পরিচয় না পাইলা॥
অর্জ্জুনে আদেশ করে খুদ চল সৈন্যগণ।
শিলাতে চামুক মার মিলি সর্ব্বজন॥
শুনিঞা মারিল বাড়ি যথ বীরগণ।
তরু শিলা যথ মারে প্রতি জনে জন॥
মুষ্টি প্রহারে কেহ চরণ প্রহারে।
তথাপিঅ শিলা তিলমাত্র নহি লড়ে॥
না চলিল অশ্বশিলা আছে এক কায়।
মনে মনে অর্জ্জুন বহুল চিন্তা পাএ॥
চিত্তেতে ভাবিআ তবে পার্থ মহামতি।
চরগণ নিয়োজিল অতি শীঘ্রগতি॥
কথ দূর ভ্রমিআ দেখএ দূতগণ।
এই বন কর্ত্তা কেবা আছে কোনজন॥
অর্জ্জুনের আদেশে চলিল চারিপাশ।
শিলার কারণ যথ জানিবারে আশ॥
চারি পাশে ভ্রমি চরে চাহে চারিভিত।
এক মহা তপস্বী যে দেখিল বিদিত॥
সুনির্ম্মল তীর্থজল সুগন্ধ নিবাস।
যজ্ঞের গন্ধে ধূমে পূরিছে আকাশ॥
মহামুনি সৌরভীর আশ্রম জানিআ।
ত্বরমানে চরে কহে অর্জ্জুনেতে গিআ॥
শুনিআ ইন্দ্রের সুত আনন্দ হৃদয়ে।
বীরগণ সহিতে চলিল ধনঞ্জয়॥

মুনি সম্ভাষিতে যাএ পঞ্চ মহাশয়।
পদরথী হই আগে চলে ধনঞ্জয়॥
তার পাছে যৌবনাশ্ব রাজা মহাশয়।
কর্ণের তনয় তবে সঙ্গে চলি যাএ॥
চতুর্থে সাত্যকি বীর প্রদ্যুম্নকুমার।
এই পঞ্চ জন গেল মুনি দেখিবার॥
বসিআছে মহামুনি আসন উপরে।
উপাসনা বহু শিষ্য করে জোড়ে করএ॥
গলে বস্ত্র বান্ধি প্রণমিল ধনঞ্জয়।
নমস্কার করি তবে দিল পরিচয়॥
পাণ্ডবতনয় ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির।
তাহান অনুজ আহ্মি ধনঞ্জয় বীর॥
শুনিআছ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধবিবরণ।
বন্ধু বান্ধব যথ করিলাম নিধন॥
অধর্ম্মের ভয়ে মুনি যজ্ঞ করিবার।
অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ কুন্তীর কুমার॥
তুরগ রাখিতে ধর্ম্ম আহ্মা নিয়োজিল।
অশ্বের সঙ্গতি এথা আসিআ মিলিল॥
একশিলা তোহ্মা এথা আশ্রম নিকটে।
শিলা ছুই ঘোড়া মোর পড়িল সঙ্কটে॥
এহার বিধান মুনি কহ মোর স্থান।
কোনমতে ঘোড়া পাই কহ মতিমান॥
পার্থের বচন মুনি ব্রহ্মার তনএ।
অট্ট অট্ট হাসি মুনি কহিতে লাগএ॥
মুনি বোলে জানি আহ্মি রাজা যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মশাস্ত্র মহাতপা তপের শরীর॥
গোত্রবধ জন্য পাপ খণ্ডাইবার তরে।
ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ করে॥
অশ্বমেধ কর্ত্তা হএ কমললোচন।
সদা নিবসন্তি কাছে দেবকীনন্দন॥
যেই জনে ভাবে কৃষ্ণ তার খণ্ডে পাপ।
সেই কৃষ্ণ আছে ঘরে কেনে ভাব তাপ॥
জ্ঞানবন্ত ক্ষত্র তুহ্মি জানিল সকল।
যথ ধর্ম্ম জ্ঞান তোর হইল বিফল॥

মুনির বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয় ।
যে কহিলা মহামুনি সকল নিশ্চয় ॥
মুনি বোলে শুন কহি পাণ্ডা সুমতি ।
কৃষ্ণের মায়ায় তোহ্মা ভ্রমাইল মতি ॥
জ্ঞাতিবধ করিয়া যথেক পাপ কৈলা ।
সর্ব্ব পাপ ক্ষেণে কৃষ্ণ হস্তেতে না দিলা ॥
তখনে খণ্ডিত তোহ্মার পাপ সে সকল ।
ঘোড়া লইআ বনে কেনে ভ্রম মহাবল ॥
মুনির বচনে তবে হাসে পার্থবীর ।
কেনে হেন বোল মুনি নির্ম্মল শরীর ॥
কৃষ্ণে দৈব সমর্পিল হএ লক্ষ গুণ ।
পাপ দিলে পাপ বাড়ে পুণ্যে পুণ্য পুন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি পুণ্য সমর্পিব ।
একগুণ পুণ্য দিলে লৈক্ষ গুণ হইব ॥
তোহ্মার প্রসাদে ভ্রম ঘুচিল সকল ।
শিলার বৃত্তান্ত এবে কহ মুনিবর ॥
মুনি বোলে কহি শুন পার্থ মহাবীর ।
পূর্ব্বে আছিল এই ব্রাহ্মণ শরীর ॥
চণ্ডী যে তাহার নাম ব্রাহ্মণ কুমারী ।
বিহা দিল তার পিতা উত্তানেরে বরি ॥
কৈন্যা চাহি মুনি রাজে বলিলা বচন ।
স্বামী সেবা করিআ থাকিবা সর্ব্বক্ষণ ॥
পতি বিনে নারী লোকের আর নাহি গতি ।
হেন জানি চল তুহ্মি পতির সঙ্গতি ॥
পিতার বচনে কৈন্যা বোলে ততক্ষণে ।
স্বামীর বচন না ধরিব কদাচনে ॥
চণ্ডী বোলে না ধরিব বচন পতির ।
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি মন করি স্থির ॥
চণ্ডীর শুনিআ যদি এমত বচন ।
তথাপিঅ চণ্ডী লইয়া মুনির গমন ॥
ঘরে নিআ যথ ইতি কার্য্য শিখাইল ।
একদিন মহামুনি পত্নীরে বুঝাইল ॥

মুনি বোলে চণ্ডী তুহ্মি স্নান কর গিয়া ।
শুনিআ রহিল মুনি বচন লঙ্ঘিয়া ॥
রন্ধন করিতে বোলে ভাঙ্গে সর্ব্ব হাড়ি ।
যেই কথা কহে মুনি নাহি করে তারি ॥
উত্তানে বলিল রাণী রহ মোর কাছে ।
না রাখিআ মুনি বাক্য রহে একপাশে ॥
এইমতে মুনি দুঃখ পাএ নিরন্তর ।
একদিন গমন কোণ্ডল্য[১] মুনিবর ॥
পাদ্যঅর্ঘ্য দিআ মুনি পূজিল সত্বর ।
বসিল কোণ্ডল্য মুনি হরিষ অন্তর ॥
উত্তানের চিন্তা দেখি জিজ্ঞাসে বচন ।
কেনে তোহ্মা মলিন মুখ কহ বিবরণ ॥
বাক্য যত্নে মহামুনি বলিল তাহাকে ।
বণিতা না পালে বাক্য কহিলুম তোহ্মাকে ॥
এই দুঃখে মোর তনু ক্ষীণ যে হইল ।
দিনে দিনে দুঃখ মোর তোহ্মাতে কহিল ॥
শুনিআ হাসি বলিল কোণ্ডল্য মুনিবরে ।
এক উপদেশ আহ্মি বলিল তোহ্মারে ॥
বিপরীত আজ্ঞা তুহ্মি কহিবা তাহাকে ।
ভাল কর্ম্ম করিবেক শুভ পরিপাকে ॥
বিপরীত কর্ম্ম তারে সদাএ কহ তুহ্মি ।
গৌতম তীর্থেতে গতি কহিলাম আহ্মি ॥
তবে বিপরীত কথা কহে মুনিবর ।
ভালমতে কার্য্য রাণী করিল সুন্দর ॥
বিপরীত কথা কহে করে ভাল নীতি ।
পুনর্ব্বার আইল কোণ্ডল্য মহামতি ॥
সেই পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত মুনি ।
কোণ্ডল্য চলিআ গেল আনিবারে পানি ॥
মুনিরাজ চলি গেল স্নান করিবারে ।
উত্তানে বলিল রাণী শুন সমাচারে ॥
স্নান করি মহামুনি আসিবেক এথা ।
না কর অতিথি সেবা যাবে যথাতথা ॥

১. মূল—কৌণ্ডিল্য

CENTRAL LIBRARY

শ্রাদ্ধ না করিব আমি কহিল বচন।
একজনে না খাইব আমার ভুবন॥
পতির বচনে চণ্ডী বোলে বিপরীত।
শ্রাদ্ধের সামগ্রী আনি দিলেক বিদিত॥
যথ মন্দ দ্রব্য ছিল সব ত্যাগ কৈল।
উত্তম সামগ্রী আনি সাক্ষাতে রাখিল॥
কোণ্ডল্য ভোজন বস্তু করিল বিস্তর।
অন্যজন হেতু দ্রব্য করিল সত্বর॥
উত্তানের মনে বড় কৌতুক জন্মিল।
কোণ্ডল্য মুনিত্র স্নান করিয়া আইল॥
উত্তানে করিল শ্রাদ্ধ মুনি বিদ্যমান।
স্নান পূজা ভোজন করিল জনেজন॥
শ্রাদ্ধ করি মহামুনি সন্তোষিত মন।
পাশরিল মহামুনি মুনির বচন॥
শ্রাদ্ধ করি পিণ্ড বিসর্জিতে গঙ্গারজলে।
চণ্ডীরে আদেশ মুনি করে কুতূহলে॥
চণ্ডীরে কহিল মুনি বাক্য বিপরীত।
পিণ্ড বিসর্জ্জিলা নিআ উচ্ছিষ্ট ভূমিত॥
আদেশিয়া উত্তান মুনি ক্রোধ হইল চিত।
শিলা হইয়া থাক তুহ্মি এই বনভিত॥
শাপের শাপান্ত পাছে উত্তানে কহিল।
অর্জ্জুনের অশ্বে যদি তোহ্মা পরশিল॥
পার্থ পরশনে তোর হইব মুকতি।
শিলারূপ হইয়া তুহ্মি করহ বসতি॥
কহিল নারীর কথা শুনহ অর্জ্জুনে।
যে শিলাতে জড় হইল তোহ্মার তুরঙ্গমে॥
আপনার হাতে তুহ্মি পরশ করিআ।
মুক্ত করি চল তুহ্মি তুরঙ্গ লইয়া॥
মহামুনি এথ যদি বচন বলিল।
করজোড়ে অর্জ্জুনে মুনিরে প্রণমিল॥
পঞ্চ বীর সঙ্গে করি শিলা সন্নিধান।
কুতূহলে ধনঞ্জয় আইল ত্বরমান॥
স্নান করি শিলা আসি পরশিল যবে।
উত্তান মুনির পত্নী মুক্ত হইল তবে॥
ছাড়িআ পাষাণ মূর্ত্তি নিজ কলেবর।
স্তুতি করি অর্জ্জুনেরে গেল নিজ ঘর॥
জীবমান হইল তথা অর্জ্জুনের হয়।
আনন্দ হইল দেখি পার্থের হৃদয়॥
সৈন্যগণে কোলাহল হইল তথাকারে।
দেখিআ দুন্দুভি বাজে আকাশ উপরে॥
বিচিত্র বাজনা বাজে ধনুর টঙ্কার।
সিংহনাদ করে যথ পাণ্ডু পরিবার॥
রথের নিনাদ হইল ঘোড়ার ইসিত।
জুতে জুতে করে মত্ত হস্তীএ ইঙ্গিত॥
পুনরপি দক্ষিণপথে সে অশ্ব চলে।
পাছে পাছে চলে সৈন্য মন কুতূহলে॥
অশ্বমেধ পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি॥

চম্পকনগরে অশ্ব:
হংসধ্বজের কৃষ্ণ ভক্তি

সঞ্চরিল সেই ঘোড়া সাগরসঙ্গম।
চম্পকনগরে গেল যজ্ঞ তুরঙ্গম॥
হৃষ্টপুষ্ট সর্ব্বলোক অতি বলবান।
ঘরে ঘরে যজ্ঞ হোম পঠন্তি পুরাণ॥
সর্ব্বজন বিষ্ণু ভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ।
দিবারাত্রি ভাবে লোকে দেব নারায়ণ॥
পরম বৈষ্ণব রাজা হংসধ্বজ নাম।
রণে মহাপরাক্রম ইন্দ্রের সমান॥
চরে আসি রাজাতে কহিল বিবরণ।
যজ্ঞ অশ্ব সঙ্গে আইল পাণ্ডুর নন্দন॥
ধনঞ্জয় মহাবীর যজ্ঞ অশ্ব সঙ্গে।
তোহ্মার নগরে আইল নিজ মন রঙ্গে॥
শুনিয়া হরিষ হংসধ্বজ নরপতি।
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা করেন যুকতি॥
মধ্যম পাণ্ডব ধনঞ্জয় যার নাম।
মহাবল বীর্য্যশালিনী অতি গুণবান॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণের পরম মিত্র ধর্ম্ম অনুপাম ।
সদাকাল যার ঘরে থাকে ভগবান্ ॥
হেন অর্জ্জুনের ঘোড়া সকলে ধরিবা ।
বিষম সমরে সবে পার্থ পরাজিবা ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে ঘোড়া করহ বন্ধন ।
তবে সে আসিব রণে দেব নারায়ণ ॥
মনিষ্য শরীর কৃষ্ণ নআনে দেখিব ।
সর্ব্ব রাজ্য সমর্পিআ পুণ্য উপার্জ্জিব ॥
বৃদ্ধ হইল জরাএ পীড়িত কলেবর ।
কৃষ্ণ না দেখিলাম আক্ষি নয়ান গোচর ॥
উফাএ মিলিল ভাল কৃষ্ণ দেখিবার ।
মন্ত্রীগণে মিলি যুক্তি করিলেক সার ॥
সাজিলেক মহারাজা সবলবাহনে ।
যুধিষ্ঠির অশ্ব রাজা ধরিবার মনে ॥
আদেশিল হংসধ্বজ শুন সেনাপতি ।
দুন্দুভি বাজাও গিআ দ্বারে শীঘ্রগতি ॥
সৈন্য সেনাপতি সাজ অর্জ্জুনের রণে ।
যে বিলম্ব করে তেনে পেলাঠ তখনে ॥
শঙ্খ লিখিত নামে কুল পুরোহিত ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিদগ্ধ মহাগুণে নিত ॥
শুন পুরোহিত মোর প্রতিজ্ঞা বচন ।
পুত্র সোদর কিবা কিবা মিত্রজন ॥
যেই বীর বিলম্বে আসিবে পার্থ রণে ।
তাহারে পেলিব তাম্রকূট তৈল স্থানে ॥
জান দেঅ সবে মিলি মোর আজ্ঞা ধরি ।
এইমতে নিয়োজিয়া দুই পুরোহিত ।
নিঃসরিল নরপতি বাহিরে ত্বরিত ॥
দুন্দুভি বাজাই লোকে কটা চরাইল ।
শুনিআ সকল লোক আসিআ মিলিল ॥
সপ্ত সেনাপতি ছিল প্রধান রাজার ।
শুনিআ সকল আইল রণ করিবার ॥
রথী এক লৈক্ষ ছিল সমরে প্রধান ।
এক লৈক্ষ ঘোড়া চলে রণে বলবান ॥
নবতি চলিল হস্তী পদাতি মহাসৈন্য ।
দুই লৈক্ষ গাব গাধা চলে অগ্রগণ্য ॥
সেনাপতি মহাযোধা সমরে প্রধান ।
মহা মহা রথীগণ অতি বলবান ॥
রাজার সোদর সব আসিআ মিলিল ।
শঙ্খ সিংহনাদ করি রণেতে চলিল ॥
চন্দ্রসেন চন্দ্রকেতু চলে চন্দ্রদেব ।
* * * * * * * * চলে দৈত্য দেব ॥
মহা সুকুমার চলে ধর্ম্মপাল নাম ।
মিলিলেক যোধা সব করিতে সংগ্রাম ॥
নৃপতির পঞ্চ পুত্র মহাবলবান ।
সুধন্বা সুরথ সুদর্শন গুণবান ॥
চতুর্থে সোবর্ণ বীর চড়ি মত্ত হাতী ।
সুরপতি পঞ্চমেতে বিখ্যাত পদাতি ॥
লৈক্ষ লৈক্ষ রথী সব নৃপতির দ্বার ।
আসিআ মিলিল যথ সৈন্য পরিবার ॥
অর্জ্জুনের ঘোড়া রাজা আপনে ধরিল ।
মহানন্দে মহারাজা নিজ সৈন্যে গেল ॥
পথব্যূহ করি রণে সৈন্য নিয়োজল ।
স্থানে স্থানে যোধাগণ নিয়োজিত কৈল ॥

সুধন্বার যুদ্ধগমনপথে মাতৃবন্দনা : ভগ্নী-সম্ভাষণ এবং পত্নীগমন

তথাতে সুধন্বা বীর আসিতে সমরে ।
প্রণাম করিতে গেল মায়ের গোচরে ॥
জননী বুলিলা যাও তুহ্মি রণদেশ ।
সাবধানে পাল তোহ্মার পিতার আদেশ ॥
পার্থেরে সমরে জিন বলে আপনার ।
আপনে আসিবেন কৃষ্ণ তাকে রাখিবার ॥
নররূপে কৃষ্ণ দেখ নয়ানগোচরে ।
এথাতে আনহ কৃষ্ণ আহ্মি দেখিবারে ॥
কৃষ্ণেরে জিনিবা রণে বিমুখ না হইবা ।
আপনার বল জানি পৌরুষ করিবা ॥

সমরে জিনিয়া তুহ্মি দেবকীনন্দন ।
এথাতে আসিবা তুহ্মি আহ্মার ভুবন ॥
তাহান চরণ বন্দি যথ পরিবার ।
অক্ষয় হইব ধর্ম্ম কহিলাম সার ॥
মায়ের বচনে পুত্রে কৈল অঙ্গীকার ।
পার্থেরে আনিব এথা কহিলাম সার ॥
অর্জ্জুন জিনিব মাও নাহিক সংশয় ।
তবে সে আসিব রণে কৃষ্ণ মহাশয় ॥
বিমুখ না হইব রণে সমরে প্রধান ।
জয় পরাজয় মাও দৈবের অধীন ॥
এ বলিআ প্রণমিল মাএর চরণে ।
আশীর্ব্বাদ জননীএ কৈল হৃষ্টমনে ॥
কুবলয়া নামে তার জ্যেষ্ঠ সহোদরা ।
রূপে গুণে পতিব্রতা সমান অপ্সরা ॥
রত্নমালা সুধন্বার গলাতে বান্ধিআ ।
ভগিনী বলিলা বাক্য ভ্রাতৃ সম্বোধিআ ॥
পার্থের সমরে যদি তুহ্মি ভঙ্গ দিবে ।
আহ্মার কুটুম্বগণে সকলে হাসিবে ॥
ভগিনীর বাক্য শুনি হাসিতে হাসিতে ।
মহাবীর সুধন্বাএ কহিল বিদিতে ॥
কদাচিত না জানিবা এইমত কথা ।
নহি জান সুধন্বার সমরের বার্ত্তা ॥
ক্ষেত্রী ধর্ম্ম অনুসারী বিষ্ণু সঙ্গে রণে ।
করিব বিমুখ আহ্মি নহে কদাচনে ॥
এ বলিআ রণে তবে চলে যুবরাজ ।
গুরুজন প্রণমিআ কৈল বীর সাজ ॥
তথা হইতে বাহির হইল প্রণাম যে করি ।
নিজ নারী বোলাইতে গেল অন্তঃপুরী ॥
পতিরে দেখিআ নারী আনন্দিত হইআ ।
নানা অলঙ্কার পৈত্রে সুবেশ করিআ ॥
পরিধান পট্টবস্ত্র ললাটে সিন্দুর ।
কণ্ঠদেশে মুক্তাহার চরণে নূপুর ॥
কাঞ্চন প্রদীপসহ ধান্য দূর্ব্বা সনে ।
মঙ্গল করিতে আইল পতি বিদ্যমানে ॥

আর আখি কটাক্ষে চাহিল সুবদনী ।
নিজনাথ সম্বোদিআ বলিলেক বাণী ॥
আহ্মা এড়ি প্রাণনাথ চলিলা সমর ।
ঋতুকাল হইল আজি দেখহ মোর ॥
শুনিআ কহিল বীর নারী সম্বোদিআ ।
সমরআদেশে যাই সমরে চলিআ ॥
অবশ্য জিনিব আহ্মি পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
পার্থ রাখিবার তবে আসিব দামোদর ॥
সমরে জিনিব আজি দেব চক্রপাণি ।
তাহারে জিনিব রণে দেখিবা আপনি ॥
অনুমতি দেঅ প্রিয়া করহ মঙ্গল ।
সমরে জিনম গিয়া পার্থ মহাবল ॥
পতির বচন শুনি বোলে প্রভাবতী ।
যাইতে না পার প্রভু সমরভারতী ॥
আহ্মা ছাড়ি কোথা যাইব প্রাণের ঈশ্বর ।
ঋতুকালে হইল আজি শুন নৃপবর ॥
এহার বিধান প্রভু করহ ত্বরিত ।
ষোড়শ দিবস আজি হইল পূর্ণিত ॥
পতিব্রতা ধর্ম্ম নষ্ট হইল আজি দিনে ।
ঋতু নহি আপেক্ষিআ কেনে যাবে রণে ॥
দেবতার বর আছে পুত্র হইবার ।
রণে গেলে পার্থ হাতে নাহিক নিস্তার ॥
এথেক কহিল আহ্মি চাহ ভাবি মনে ।
ঋতু রৈক্ষা না করিয়া যাইতে চাহ রণে ॥
আগে এথা ঋতু রৈক্ষা কর নৃপবরে ।
পশ্চাতে চলহ প্রভু কৃষ্ণ দেখিবারে ॥
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর মুনিগণ ।
নারী দেখি মোহিত না হএ কোনজন ॥
পুত্র না হইলে যাএ নরক ভিতর ।
পুত্র সম্ভাবিআ রণে যাও নৃপবর ॥
পুত্র হইলে পিতামাতা ভবেতে উদ্ধার ।
দেখিতে নয়নসুখ বংশ বৃদ্ধি আর ॥
নরনারী যথ জন পৃথিবীতে বৈসে ।
ব্যাকুল না হএ কেবা পুত্র অভিলাষে ॥

জন্মাইআ এক পুত্র তোষ মোর মন।
তবে চলি যাও রণে যথাএ জনার্দ্দন॥
সুধন্বাএ বোলে প্রিয়া শান্ত কর চিত।
পাইবা বিবেক পুত্র কহিল নিশ্চিত॥
অখনে না পারি এথা ঋতু আপেক্ষিতে।
কৃষ্ণার্জ্জুন আইল এথা সমর করিতে॥
পঞ্চ বাণে বিনাশিম পার্থ মহাশয়।
তবে আসি জন্মাইম বিবেক তনয়॥
প্রভাবতী বোলে প্রভু না হএ উচিত।
শুনিতে অশকা কথা পার্থ নিপতিত॥
বিবেক যে পুত্র আহ্মি ধরিছি উদরে।
তুষ্ট হইয়া মুনিগণে বর দিল মোরে॥
নিষেধ না মানি যদি তুহ্মি যাও রণ।
ব্যর্থ কৈলা মুনিবাক্য অলঙ্ঘ্য বচন॥
বংশ না রহিল মোর পৃথিবী ভিতর।
নিষেধ না কর প্রভু শুন প্রাণেশ্বর॥
তবে রণে যাও প্রভু দিল অনুমতি।
এ বোল বুলিল যদি দেবী প্রভাবতী॥
সুধন্বা কুমারে তবে বলিলা বচন।
তুহ্মি ঋতুমতী আহ্মি না জানি কারণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন সমর জিনিআ বাহুবলে।
পিতামাতা আনন্দিত হইব কুতূহলে॥
তথা হোতে আসি আহ্মি তোহ্মারে পাইব।
দিবসে সর্ব্বথা আহ্মি কেলি না করিব॥
বেদ আচারে নিন্দা পাপ হএ অতি।
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল পিতা মহামতি॥
বিলম্ব হইলে আহ্মা কটাতে পেলাইবে।
এই বাক্য প্রাণেশ্বরী নিশ্চয় জানিবে॥
প্রভাবতী বোলে প্রভু না হএ উচিত।
ভিন্নাচারে নহে রাজা বেদ যথোচিত॥
কাল গেলে আচারে নাহিক প্রয়োজন।
যেবা বোল পুনর্ব্বার আসিব ভুবন॥
এ বাক্য মনেতে প্রভু না লএ আহ্মার।
পৃথিবীতে কে জিনিবে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
যাহার সারথি রথে রাজীবলোচন।
তাহারে জিনিব হেন আছে কোন জন॥
নিবর্ত্তিয়া প্রাণনাথ না আসিবা আহ্মি।
পুত্র না হইব তোহ্মা পুত্রহীন আহ্মি॥
একবাক্য বোল প্রভু কটা বিবরণ।
দুই মতে জান প্রভু অবশ্য মরণ॥
পার্থ বাণে নিধন কিবা কটাতে নিপাত।
পুনি আগমন নাই শুন প্রাণনাথ॥
নিষেধ করহ মোরে কিসের কারণ।
অন্যথা না কর প্রভু মুনির বচন॥
এ বলিয়া রাজার চরণে রূপবতী।
দুই হাতে পতির যে ধরিল যুবতী॥
আপনে জানহ তুহ্মি শাস্ত্রধর্ম্ম যথ।
ব্রহ্মবধ সম পাপ না করিও পাত॥
ঋতুকালে পিতৃশ্রাদ্ধ একাদশী ব্রত।
একদিনে তিনকর্ম্ম হইল উপগত॥
ঋতুপাতে ব্রহ্মবধ ব্রতভঙ্গ পাপ।
শ্রাদ্ধ না করিলে পিতৃলোকে দিব শাপ॥
এহার কারণ কহ কাকে উপেক্ষিব।
সুধন্বাএ বোলে তিন কর্ম্ম আচরিব॥
প্রথমে করিব শ্রাদ্ধ শেষে লইব ঘ্রাণ।
উপবাস থাকিআ করিব ঋতুদান॥
রাণী বোলে মহারাজা কহিআছ ভাল।
তিন কার্য্য মৈধ্যে মোর সবে ঋতুকাল॥
কেমতে বঞ্চিআ নাথ যাইতে চাহ মোরে।
বিনা ঋতু আপেক্ষিআ আহ্মার উদরে॥
এ বলিয়া প্রভাবতী ধরে দুই হাতে।
দেখিআ সুধন্বা বীর উঠিল ত্বরিতে॥
যুবতী আবেশ দেখি বিস্ময় হইল অতি।
না জানি কি বোলে আজি বৃদ্ধ নরপতি॥
পিতার বাক্য লঙ্ঘিলে শাস্ত্রেতে হএ পাপ।
বিলম্ব হইলে আহ্মার পিতা দিব শাপ॥
ঋতুব্যর্থ গেলে পাপ সম ব্রহ্মবধে।
আগে ঋতু আপেক্ষিআ পাছে যাইব যুদ্ধে॥

CENTRAL LIBRARY

নৃপতি পেলাইব তৈলে শঙ্কা নাহ তারে।
যাহা করে কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধে পাছে মোরে॥
এথেক ভাবিআ বীর স্থির কৈল মন।
সব ধর্ম্ম রক্ষা পাএ ঋতু আপক্ষণ॥
নানামতে বুঝাইল রাজকৈন্যা সতী।
মহাবীর সুধন্বার ভ্রমাইল মতি॥
ছাড়িল কিরীটি বস্ত্র ধনু টোন সমে।
রণ আভরণ যত ছাড়ে অনুক্রমে॥
রত্ন বিচিত্র শয্যা আপক্ষিল ঋতু।
স্নান করি চলে রণে সংগ্রামের হেতু॥

সুধন্বার বিলম্বে আগমনে রাজার আদেশে
তপ্ততৈল-কটায় নিক্ষেপ প্রসঙ্গ

তথা রাজ হংসধ্বজ পুরীর বাহিরে।
ঘোড়া ধরি আনিলেক সাজি সর্ব্ব বীরে॥
আপনার সৈন্যগণে ব্যূহ আচরিআ।
স্থানে স্থানে রহে যোধা রণ সাজ হইআ॥
সৈন্যগণ নিরক্ষিআ আপনে নৃপতি।
না দেখিল সুধন্বারে মুখ্য সেনাপতি॥
ক্রোধ হইআ বোলে রাজা শুনরে কিঙ্কর।
এইক্ষণে চলি যাও সুধন্বা গোচর॥
আজ্ঞার আদেশ দূত পাল শীঘ্রগতি।
কেশে ধরি সুধন্বারে আন শীঘ্রগতি॥
কটাতে পেলাও হাতে দিআ গলে দড়ি।
রাজবাক্যে চরগণে চলে তাড়াতাড়ি॥
আদেশ করিল মাত্র চলিল কিঙ্কর।
হেনকালে মিলিল সুধন্বা ধনুর্দ্ধর॥
ধনুর টঙ্কার শুনি রথের গর্জ্জন।
হেনকালে নৃপবাক্য কহে চরগণ॥
ভয়ে কম্পমান হইল নৃপবার্ত্তা পাইয়া।
রাজার সাক্ষাতে বীর মিলিল আসিআ॥
রাজা বোলে মোর ঘরে কুপুত্র হইলে।
কি কারণে তুহ্মি মোর আদেশ লঙ্ঘিলে॥
অধার্ম্মিক হইলে তুহ্মি সংসারে অধম।
দেশ ছাড়ি যথাতথা করহ গমন॥
ভয়ে কম্পমান হইয়া কহে গদগদ।
করজোড় কহে কথা হইআ নিঃশব্দ॥
মোর গৃহে তোহ্মা বধূ ঋতু স্নান কৈল।
ষোড়শ দিবস আজি সম্পূর্ণ হইল॥
ঋতু না রাখিলে পিতা শাস্ত্রে হএ পাপ।
এই হেতু ব্যাজ হইল শুন মোর বাপ॥
রাজা বোলে চরগণ চল ত্বরমান।
পুরোহিত শঙ্খ লিখিত দুইস্থান॥
কহ গিআ মোর পুত্রে বচন লঙ্ঘিল।
বধূর বচনে পুত্রে পুরীতে রহিল॥
দুই পুরোহিতে জানে শাস্ত্রের বিচার।
কি করিলে কি হইব বচন এহার॥
রাজার বচনে তথা চলে দূতগণ।
কহিল তাহার ঠাই এসব বচন॥
শঙ্খ লিখিত নামে দুই পুরোহিত।
রাজার শুনিআ বাক্য ক্রোধে প্রজ্বলিত॥
চর সম্বোদিআ কহে বচন প্রকাশ।
এথদিনে চম্পকপুরীর লক্ষ্মী হইল নাশ॥
নৃপতিএ আপনার বাক্য না পালিব।
হেন রাজ্যে কোনমতে নিবাস করিব॥
প্রতিজ্ঞা পালিল পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র রাজা।
রাজ্য সমর্পিল রাজা সঙ্গে যথ প্রজা॥
নারীপুত্র বেচি রাজা ব্রাহ্মণ তর্পিল।
শুনিআছ বিশ্বমিত্রে যথেক করিল॥
সূর্য্যবংশে আছিল নৃপতি দশরথ।
ত্রিভুবন মৈধ্যে রাজা দানে মহাসত্ত্ব॥
রাম নামে হইলেক তনয় তাহার।
পিতা সৈত্য পালিবারে হইল অনাচার॥
পুত্রেরে করিআ দয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিল।
হৃদয়ে কেমন হইয়া অধর্ম্ম করিল॥
তৈলের কটাতে তারে বিসর্জ্জ সত্বরে।
কহিল রাজাএ বাক্য সভার গোচরে॥

CENTRAL LIBRARY

পুত্র স্নেহে রাজা যে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন্ত ।
হৃদয়ে কেমন হইআ ধর্ম্ম না পালন্ত ॥
আজ্ঞাহীন নৃপতির রাজ্যে না রহিব ।
হেন নীতি বলিয়াছে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব ॥
তে কারণে আহ্মি তার রাজ্য পরিহরি ।
এইক্ষণে চলিলাম তপ অনুসারি ॥
এ বলিআ পুরোহিত সত্বরে চলিল ।
দূতে গিআ নৃপতির অগ্রেতে কহিল ॥
দুই পুরোহিত রাজা হইআ ক্রোধ মন ।
রাজ্য পরিহরি রাজা চলি যাএ বন ॥
বলিল প্রতিজ্ঞাহীন রাজ অধিকার ।
রহিবারে যুক্ত পুনি নহে ব্যবহার ॥
পুত্রের কারণে রাজা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিল ।
তেকারণে আহ্মি তার নগর ছাড়িল ॥
এ বলিআ পুরোহিত গমন সত্বর ।
শীঘ্রগতি গেল রাজা বাহির নগর ॥
কি করিতে যুকতি আইসে নরনাথ ।
আপনে বিমর্ষ এহা কর সহসাত ॥
দূতের বচন শুনি সেই মহারাজা ।
সুমতি মন্ত্রীরে আনি বলিলেক কাজ ॥
আহ্মার নির্দ্দেশ পাল মন্ত্রীর প্রধান ।
বিলম্ব না করি চলি যাও ত্বরমান ॥
দুষ্ট পুত্র সুধন্বার কেশেতে ধরিআ ।
তৈলের কটাতে তুহ্মি তারে পেল নিআ ॥
আহ্মি যাই আপনে আনিতে পুরোহিত ।
এ বলিয়া নরপতি চলিল ত্বরিত ॥
মন্ত্রীএ কহিল গিআ কুমার নিকট ।
তোহ্মার দেখিআ বাপ দয়ায় প্রকট ॥
রাজার আদেশ তোহ্মা কটাতে বর্জ্জিতে ।
কেমন উফাএ বাপু বোলহ আহ্মাতে ॥
কি কর্ম্ম করিব মোতে করহ আদেশ ।
এ বলিআ মন্ত্রী বোলে ভকতি বিশেষ ॥
সুধন্বাএ বোলে শুন মন্ত্রী যে সুমতি ।
যেহেন আদেশ করিয়াছে নরপতি ॥
সে কর্ম্ম করহ তুহ্মি পারহ না ছাড়হ ।
ধর্ম্ম পথে বোলে এহা সৈতা পথে রহ ॥
প্রভুর আদেশ ভৃত্যজনে পালিবার ।
চারি বেদে বুজাইল হেন ব্যবহার ॥

সুধন্বার কৃষ্ণস্তুতি :
তপ্ত তৈল হইতে রক্ষা

ধর্ম্ম রক্ষা কর পাল রাজার আদেশ ।
এ বলিআ সুধন্বা এড়এ যুদ্ধ বেশ ॥
স্নান করি ধবল বসন পরিধান ।
তুলসীর মালা গলে শোভে দিব্যমান ॥
কৃষ্ণবিষ্ণু গোবিন্দ মাধব দামোদর ।
এক মনে ভাএ সুধন্বা ধনুর্দ্ধর ॥
হেনকালে দুই হাতে ধরিআ সুমতি ।
কান্দিতে কান্দিতে ক্ষেপে রাজার সন্ততি ॥
কান্দে সব প্রজাগণ কান্দএ কিঙ্কর ।
হাহাকার করে সবে হইয়া একত্তর ॥
কুমারের ভ্রাতৃগণে ভূমিতলে পড়ি ।
ভাই ভাই বলি সবে বাহে গড়াগড়ি ॥
তথা তৈল মৈধ্যে পড়ি নৃপতিনন্দন ।
স্মরন্ত মাধবকৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দ্দন ॥
প্রহ্লাদ দৈত্যেরে যেন কৈলা অনুগ্রহ ।
এক মনে স্মরে কৃষ্ণ আপদ তরাও ॥
দ্রৌপদীএ তোহ্মাকে ভাবিল সভা মাঝে ।
অক্ষয় বসন হইয়া ত্বরাইলা লাজে ॥
ইন্দ্রের বিপক্ষ হইল যখ গোপীগণ ।
বাম হাতে ধরিলা পর্ব্বত গোবর্দ্ধন ॥
হেন কৃষ্ণ দেবকীনন্দন দামোদর ।
শরণ পশিল দয়া কর চক্রধর ॥
অর্জ্জুনের আপদ তরাও বারেবার ।
আহ্মারে প্রসন্ন হও দেবকীকুমার ॥
প্রথমেতে মীনরূপে বেদের উদ্ধার ।
দ্বিতীয়েত কূর্ম্ম রূপ হইল তোহ্মার ॥

CENTRAL LIBRARY

ঘোর রসাতলে প্রভু আসিল মেদিনী।
ভার সহিবারে না পারিল যশস্বিনী॥
তবে বরাহরূপে ক্ষিতিএ ধরিলা।
দশন শিখরে পুনি ধরণী ধরিলা॥
চতুর্থে হইলা নরসিংহ অবতার।
অর্দ্ধেক করিলা তনু মনিষ্য আকার॥
সিংহের করিলা পুনি অর্দ্ধেক শরীর।
হিরণ্যকশিপু রিপু বধি মহাবীর॥
পঞ্চমে বামনরূপে কশ্যপের ঘরে।
বলী ছলি পাঠাইলা রসাতলপুরে॥
ষষ্ঠ হইল পরশুরাম অবতার।
নিক্ষত্রি করিলা মহী তিন শত বার॥
সপ্তমে হইলা প্রভু রাম অবতার।
কৌশল্যা উদরে জন্ম হইল তোহ্মার॥
পালিতে বাপের সৈত্য চলি গেলা বন।
নির্জ্জনেতে সীতা দেবী হরিল রাবণ॥
সীতা অন্বেষণে প্রভু গেলা বনে বনে।
মিত্রতা হইল তোহ্মার সুগ্রীবের সনে॥
বালি মারিআ সুগ্রীবেরে রাজ্য দিলা।
লঙ্কাপুরী জিনিবারে সাগর বান্ধিলা॥
সকল দেবের অরি রাবণ দুর্জ্জন।
বধিলা তাহারে তুহ্মি করি মহারণ॥
বিভীষণ রাক্ষসেরে দিলা রাজ্যভার।
জিনিআ রাক্ষস সব করিলা সংহার॥
তবে সে অযোধ্যাপুরী মিলিলা আসিআ।
উদ্ধারি আনিলা সীতা রাবণ জিনিআ॥
অষ্টমেতে হইলা প্রভু কৃষ্ণ অবতার।
দেবকী উদরে জন্ম হইল তোহ্মার॥
কংস আদি অসুরেরে করিলা নিধন।
পৃথিবীর ভার খণ্ডাইলা নারায়ণ॥
ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির সাহায্য কারণ।
কুরুক্ষেত্রে যথ ক্ষত্রি করিলা নিধন॥
অর্জ্জুনের তরে তোহ্মার বহুল অনুরাগ।
এক কলেবর যেন হইছে দুই ভাগ॥

সাকল্য সাধিল তোহ্মা বীর ধনঞ্জয়।
আহ্মারে উদ্ধার কর কৃষ্ণ মহাশয়॥
উদ্ধার উদ্ধার প্রভু হওত করুণা।
তোহ্মার প্রসাদে খণ্ডে ভবের যন্ত্রণা॥
তোহ্মার চরণে মুই করিএ ভাবনা।
অপমৃত্যু কারণে বাসম বড় ঘৃণা॥
কটা হোতে আহ্মারে উদ্ধার গদাধর।
অর্জ্জুনের সনে আজি করিএ সমর॥
তোহ্মার সাক্ষাতে অর্জ্জুনের বাণঘাতে।
প্রাণী যেন যাএ মোর কর জগন্নাথে॥
এ কাজে তোহ্মার পদে লইল শরণ।
এ বলিআ সুধন্বাএ করএ স্তবন॥
কায়মনোবাক্যে বোলে নারায়ণ ত্রাহি।
যাদব মাধব কৃষ্ণ স্মরে পুনি পুনি।
সেবকবৎসল প্রভু বেদশাস্ত্রে জানি॥
কটাতে পড়িআ বীর এহেন ভাবন্ত।
কৃষ্ণের প্রভাবে তৈল শীতল হনন্ত॥
কণ্ঠ সম তৈল দ্রবি উথলে বিশাল।
হেটে কাষ্ঠ অগ্নিরাশি জ্বলে বহুকাল॥
চাহিতে নয়ান দ্রবে উথলএ তৈল।
কৃষ্ণের প্রভাবে তৈলে কুমার না মৈল॥
পরম শীতল হইল তার কলেবর।
দীর্ঘ স্বরে আনন্দ যে সকল কিঙ্কর॥
হেনকালে হংসধ্বজ রাজা মহামতি।
পুরোহিত সম্বোধিআ করিল প্রণতি॥
শুন পুরোহিত তুহ্মি আইস বাহুড়িআ।
সুধন্বারে পেলিইআছি অগ্নি মৈধ্যে নিআ॥
দেখ আসি পুরোহিত আপনা নয়ানে।
ক্ষেত্রি হইয়া প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব কি কারণে॥
আহ্মারে ছাড়িআ যাও কোন অপরাধে।
রাজ্য পাট করি আহ্মি তোহ্মার প্রসাদে॥
ফিরিআ আহ্মার পুরে আইস দুই জন।
এ বলিআ নরপতি পড়িল চরণ॥

তুষ্ট হইআ বাহড়িল দুই পুরোহিত।
চলিলা রাজার পুরে নৃপতির সহিত॥
পুত্র তৈলে বিসর্জ্জিল দেখিবারে হেতু।
কটার নিকটে আইল রাজা হংসকেতু॥
শঙ্খ পুরোহিত সমে আলোক করেন্ত।
প্রসন্ন বদনে রাজা কুমার দেখন্ত॥
জলে যেন কুমার বিকাশ সুশীতল।
কুমারের মুখ শোভে কটাএ উজ্জ্বল॥
ভ্রমর সদৃশ জলে নয়ান পুতলি।
শঙ্খ পুরোহিতে বোলে হৃদয় আকুলি॥
হেন দেখ নরপতি উথলএ তৈল।
সুধন্বা তাহাতে পড়ি কিসেরে না মৈল॥
তৈল নিবারণ মন্ত্র জানএ কুমার।
নও মহৌষধি জানে সংসারের সার॥
শীঘ্র নারিকেল এক আন দূতগণ।
তৈলেতে ক্ষেপিআ বুজি কেমত লক্ষণ॥
শঙ্খ পুরোহিত বাক্যে ধাইলা কিঙ্কর।
নারিকেল আনি দিল ব্রাহ্মণ গোচর॥
শঙ্খ পুরোহিত নারিকেল লৈআ করে।
নারিকেল ক্ষেপিলেন্ত তৈলের ভিতরে॥
মহাশব্দ করিয়া উঠিল ছটফটি।
শঙ্খের ললাটে পড়ে নারিকেল ফুটি॥
তবে শঙ্খ বলিলেক মন্ত্রে না রাখিল।
মহৌষধি কুমারে তৈলে তুলা ক্ষেপিল॥
না বুজি কারণ কেনে না দহে কুমার।
রক্ষী স্থানে শঙ্খে তবে পুছে বারে বার॥
কহ দেখি দূতগণে পড়ন সময়।
কি বোলিল সুধন্বারে কহ সুনিশ্চয়॥
রক্ষী বোলে গোবিন্দ মাধব জনার্দ্দন।
বোলিলেক যুবরাজে শ্রীমধুসূদন॥
এই দেখ কৃষ্ণমধব অগনে বোলন্ত।
মনে মনে যুবরাজে মাধব স্মরন্ত॥
এথ শুনি শঙ্খ পুরোহিত ত্বরমান।
সাধু সাধু বোলেন্ত রাজার বিদ্যমান॥

জলন্ত অনলে তবে শঙ্খ পুরোহিত।
ঝম্প দিআ পরিল কুমার সন্নিহিত॥
সুধন্বারে আলিঙ্গিআ বলিল বচন।
ক্ষেম মোর অপরাধ নৃপতি নন্দন॥
পরম বৈষ্ণব তুহ্মি বুজিল সকল।
তৈল হৈতে উঠঅ কুমার মহাবল॥
তোর অঙ্গ সঙ্গে মোর তৈলের অনলে।
না দহে মোহর তনু আছএ কুশলে॥
তোহ্মার জনম ধৈন্য নৃপতিনন্দন।
উঠ উঠ যুবরাজ আনন্দ বহুল॥
পুরোহিত বচন শুনিআ মহাবীর।
শঙ্খ কোলে করি উঠিয়া হইল স্থির॥
কটা হোতে উঠিআ আইল যুবরাজ।
চারিপাশে হরিধ্বনি নানা বাদ্য বাজ॥
তান অঙ্গ যোগে শঙ্খ আছিল কুশল।
নৃপতিকে বন্দিলা সুধন্বা মহাবল॥
পরম প্রসাদ ভাব আলিঙ্গিআ তাক।
নৃপতিএ সুধন্বারে কহে হেন বাক॥
তুহ্মি পুত্রে পৃথিবীতে আহ্মি পুত্রবন্ত।
যেভাবে তর্পিলা তুহ্মি দেব ভগবন্ত॥
মোর মনোরথ পুত্র প্রসন্ন করহ।
এই মহাদিব্যরথে আরোহণ হও॥
যে বীরে তুষিল রণে দেব শূলপাণি।
খাণ্ডবেতে যে করিল ইন্দ্র তেজ হানি॥
যাহার সারথি হএ দেব চক্রধর।
ভীষ্মদ্রোণ সংহারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
জয়দ্রথ বধে যেই প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্রৌপদীর বিবাহে রাজচক্র সংহারিল॥
হেন ধনঞ্জয় বীর রণে পরাজিআ।
এই যশ ক্ষিতিতলে সকল পুরিআ॥
কৃষ্ণেরে দেখাও মোরে নয়ান গোচর।
সাফল্য হউক ধৈন্য জনম আহ্মার॥
অর্জ্জুনের পরাজয় নারিব দেখিতে।
অবশ্য আসিবেন কৃষ্ণ অর্জ্জুন রাখিতে॥

CENTRAL LIBRARY

নররূপী নারায়ণ দেখিব নয়ন ।
কোটি কোটি জন্মের মোর খণ্ডিব বন্ধন ॥

সুধন্বার যুদ্ধে গমন

বাপের বচন বীরে করি অঙ্গীকার ।
রথ আরোহণ করে ধনুর টঙ্কার ॥
যথা ব্যূহ করি ঘোড়া রাখিআ আছেন্ত ।
পুত্র সনে হংসধ্বজ তথায় মিলেন্ত ॥
মৈধোতে রাখিআ ঘোড়া চারিদিকে সৈন্য ।
যুবরাজ সুধন্বা হইল অগ্রগণ্য ॥
হেনকালে ধনঞ্জয় শুনিল ভারতী ।
ঘোড়া ধরি নিল হংসধ্বজ নরপতি ॥
বহু সৈন্য ব্যূহ কৈল দেখহ গোচর ।
চারিপাশে রক্ষা করে মহা ধনুর্দ্ধর ॥
সৈন্যের সিংহনাদ যেন সাগর উথলে ।
ধূলি সব উড়ি গেল সাগরের জলে ॥
কুরুক্ষেত্রের রণে এমত না দেখিল ।
হংসধ্বজ নৃপতিএ সসৈন্যে সাজিল ॥
তা দেখিআ অর্জ্জুনে ভাবিল অতিশয় ।
প্রদ্যুম্নেরে কহে তবে বীর ধনঞ্জয় ॥
দেখ রাজা হংসধ্বজে ঘোটক ধরিল ।
এই মহা সৈন্য ব্যূহ করিআ রহিল ॥
আইলাম বলবন্ত শত্রুর নিকটে ।
ঘোড়া উদ্ধারিতে আজি পড়িল সঙ্কটে ॥
এক রথী না পারিবা তারে জিনিবার ।
সবে মিলি কর এই সৈন্যের সংহার ॥
তুহ্মি আর অনিরুদ্ধ অতি বলবান ।
যৌবনাশ্ব নরপতি তার পাছে জান ॥
অনুশল্য রাজা আর কৃতবর্ম্মা বীর ।
বৃষকেতু বীর আর উত্তরাকুমার ॥
নীলধ্বজ রাজা অগ্নি জামাতা তাহার ।
আহ্মি আদি সর্ব্ব সৈন্য তোহ্মা বাক্য ধর ॥
কারে আদেশিবা আগে করিতে সমর ।
মোরে আজ্ঞা কর তুহ্মি যুঝিবার তর ॥

সট নিসট আদি আর যথ বীর ।
সবার প্রধান তুহ্মি করিলাম স্থির ॥
তুহ্মি সব এথা রহ সৈন্য সহচর ।
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি প্রদ্যুম্নকুমর ॥
অসম্ভব বাক্য কেনে বোল ধনঞ্জয় ॥
আহ্মা অনুগত হেন তুহ্মি মহাশয় ॥
কৃষ্ণেরে যেমত দেখি তুহ্মি তান সম ।
ভুবন বিজয়ী বীর তোহ্মার বিক্রম ॥
আহ্মি সব থাকিতে এথেক ধনুর্দ্ধর ।
আপনে যাইবা রণে কিসের অন্তর ॥
মোকে এড়ি কেনে তুহ্মি যুদ্ধে আশা পাও ।
এথা থাকি কুতূহলে মোর রণ চাহ ॥
তীক্ষ্ণ বাণে তার সৈন্য পাড়িব সমরে ।
হংসধ্বজ জিনিবার আনন্দ নির্ভয়ে ॥
সুধন্বা সুরথ আদি জিনিব কুমার ।
সেনাপতি যথ তার করিব সংহার ॥
আর যথ বীর আইসে করিতে সমর ।
মুণ্ড কাটি পাড়িব যে তার কলেবর ॥
মোর বাহুবল আজি দেখ ধনঞ্জয় ।
এক রথে জিনিবাম সমরে নির্ভয় ॥
প্রদ্যুম্নের শুনি হেন বচন কলাপ ।
বৃষকেতু বোলে তবে করি বীরদাপ ॥
অল্প সৈন্য দেখ হংসধ্বজ ক্ষীণবল ।
তোহ্মার যুদ্ধেতে গমন নাহি ফল ॥
তুহ্মি দুই বীরে দেখ অতুল মহিমা ।
সংসার গ্রাসিতে পার বীর্য্য নাহি সীমা ॥
ফুৎকারে উড়াএ তৃণ ভাব হএ কথা ।
প্রভঞ্জ বাউ সাজে শুনিছ বারতা ॥
জলকণা দৃষ্টি যদি ধূলি নাশ পাএ ।
তার লাগি বরুণ আপনে কোথা যাএ ॥
আহ্মারে আদেশ হউক সমরে যাইতে ।
মোর শক্তি পারি এই রাজা পরাজিতে ।
জিনিবাম রণে হংসধ্বজ নরপতি ।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া অতি শীঘ্রগতি ॥

CENTRAL LIBRARY

মোর বাহুবল দেখ দুই মহাশয়ে।
এ বলিআ বৃষকেতু চলিলা রণএ॥
তার সনে কোন বীর যুঝিবার তরে।
না নেরন্ত কোন বীর সমর ভিতরে॥
অর্জ্জুন প্রদ্যুম্ন দুই প্রদক্ষিণ করি।
চলিলেন্ত কর্ণপুত্র সমরে কেশরী॥
অর্জ্জুনে নিষেধ করে না শুনে বচন।
সমর করিতে যাএ কর্ণের নন্দন॥
অতি কৌশলী রথ আরোহণ করি।
মহাশঙ্খ বাহিলেক দুই হাতে ধরি॥
ধনু টঙ্কারিয়া বোলে শুনরে সারথি।
রথ মোর চালাও যে হংসধ্বজ প্রতি॥
পদ্মব্যূহ ভেদিআ যে চালাও সত্বর।
হংসধ্বজ পাঠাইম যমের গোচর॥
সারথিএ ঘোড়াকে চামুক প্রহারিয়া।
রথ চালাইয়া দিল ব্যূহ বিদারিয়া॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীরে করে সিংহনাদ।
এক রথে ব্যূহ ভেদে না চিন্তে প্রমাদ॥
তা দেখিআ সুধন্বা কুমার যুবরাজ।
আপনা সারথি স্থানে বলিলেক কাজ॥
কোন বীর আইসে দেখি বড়ই সাহস।
বড়ই প্রচণ্ড মূর্ত্তি যেহেন হুতাশ॥
পদ্মব্যূহ না গণিআ আইসে কোন রথী।
বুজিলাম মহাবীর বড়ই শকতি॥
বানর না দেখি ধ্বজে নহি ধনঞ্জয়।
বৃষধ্বজ দেখি হেন সমরে নির্ভয়॥
তার সনে কোন বীর যুঝিবার তরে।
মোর সৈন্য মৈধ্যে কেহ শকতি না ধরে॥
তার রথ সমীপে চালাও মোর রথ।
তাহারে জিনিলে হএ মোর জন্মের হত॥
কুমার বচনে রথ চালাএ সারথি।
সুধন্বাএ বাহে শঙ্খ কুতূহল মতি॥
দুই রথ মুখামুখি রহে দুই বীর।
অহঙ্কারে নাদ করে দুইত গম্ভীর॥

কারে কেহ না গণিআ ধনু যে টঙ্কারে।
অন্যে অন্যে নিরক্ষন্ত যুদ্ধ করিবারে॥
সুধন্বায়ে ডাকি বোলে শুন মহাবীর।
রণেতে সাহসী তুহ্মি নির্ভয় শরীর॥
কোন বীর হও তুহ্মি দেয় পরিচয়।
কহত কুমার তুহ্মি কাহার তনয়॥
যথ বীর অগ্রগণ্য শুনিছ বারতা।
মহাদাতা হেন জান লোকে কহে কথা॥
তাহান তনয় আহ্মি বৃষকেতু নাম।
কাশ্যপ কুলেতে জন্ম গুরু মোর রাম॥
বৃষকেতু পরিচয় পাই ততক্ষণ।
শুন শুন কুমারে তবে বলিল বচন॥
তোর বাপ মহাবীর শুনিছি বারতা।
ত্রিভুবন মৈধ্যে হএ কর্ণ মহাদাতা॥
মোর পরিচয় এবে শুনহ কুমার।
হংসধ্বজসুত নাম সুধন্বা আহ্মার॥
সাধু বশী নাম ঋষি মোর বংশ কর্ত্তা।
তোহ্মার কাশ্যপ যেন ত্রিভুবন ভর্ত্তা॥
পৌরুষ বাখান কৈলা শুনিল শ্রবণে।
আপনা পৌরুষ এবে দেখাও অখনে॥
বৃষকেতু বোলেন্ত কহিল বংশ গুণ।
মোর বাণে পিব আজি তোহ্মার রুধির।
তবে সে জানহ আহ্মি হই কোন বীর॥
এবে সহ মোর বাণ হইআ সাবধান।
এ বোলিয়া বৃষকেতু হাতে লৈল বাণ॥
বাছি বাছি শর বৃষ্টি করে অতুলিত।
আকাশের চন্দ্র যেন পড়এ ক্ষিতিত॥
অতি শীঘ্রহস্ত বীর কর্ণের নন্দন।
সুধন্বার সনে করে বাণ বরিষণ॥
শরতের সূর্য্য যেন শোভিছে গগন।
আকাশ উপরে যেন বাণের পত্তন॥
বানের আনলে সর্ব্ব সৈন্য আচ্ছাদিলা।
মহা রথারথী সব কাটিয়া পাড়িলা॥

CENTRAL LIBRARY

অশ্বে অশ্ব আর কাটি পাড়ে রথধ্বজ।
মাহুতের সমে কাটি পাড়ে মত্ত গজ॥
ক্ষয় কৈল সুধন্বার সর্ব্ব সৈন্য চয়।
রণে বিশারদ বীর কর্ণের তনয়॥
পুনি সৈন্য আচ্ছাদিল বাণ বরিষণে।
নিবারিতে নারে হংসধ্বজের নন্দনে॥
মহাবীর কর্ণের তনয় মহাবীরে।
সুধন্বার চারি ঘোড়া কাটিল সত্বরে॥
সারথির মাথা কাটি অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক বিষম সন্ধানে॥
সুধন্বার হৃদয়ে গাড়িল পঞ্চ বাণ।
ছত্র কাটি পাড়িলেক তার বিগুমান॥
পুনি বাণে আবরিল সুধন্বার সৈন্য।
সর্ব্বলোকে প্রশংসে কুমার ধৈন্য ধৈন্য॥
পুনি রোষে সমরেতে কর্ণের নন্দন।
রথ খণ্ড খণ্ড করি পাড়ে ততক্ষণ॥
সৈন্য সংহারিয়া গজ কাটিল বিস্তর।
অস্ত্রসমে হস্ত কাটে কর্ণের কোঙর॥
যেই সৈন্য বাণ্য বাজে হস্ত কাটে তার।
কর্ণের নন্দন বীর সিংহঅবতার॥
সুধন্বাএ পাইল লাজ কাটিল সারথি।
গজ পড়ে অশ্ব পড়ে পড়ে সেনাপতি॥
প্রথম সমরে তার উপজিল লাজ।
অগ্নিতুল্য রোষন্ত সুধন্বা যুবরাজ॥
আর রথে আরোহিল সমরকেশরী।
টঙ্কারিল ধনুর্গুণ কর্ণ সম করি॥
জলধর নাদ যেন শুনিতে সিংহনাদ।
অল্প প্রাণী সবে শুনি ফলিল প্রমাদ॥
বীরদর্প করি হংসধ্বজের নন্দন।
চারি বাণ যুড়িলেক অতিক্রোধমন॥
চারি বাণে চারি ঘোড়া কৈল হতপ্রাণ।
এক বাণে সারথি করিল নির্যান॥
পঞ্চ বাণে রথ কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
গুণ সমে কাটি পাড়ে হাতের কোদণ্ড॥

গাএর কবচ কাটে তিল পরমাণ।
হৃদএ গাড়িল বাণ সুদৃঢ় সন্ধান॥
মুহর্চ্ছিত হইয়া বীর ভূমিত পড়িল।
সুধন্বাএ সিংহনাদ বহু আচরিল॥
সুধন্বার সিংহনাদে চৈতন্য লভিয়া।
পুনি উঠে বৃষকেতু আস্ফালন দিয়া॥
সুধন্বার সৈন্য তবে বেড়ি চারিধারে।
কাট কাট বোলেন্ত যে বোল মারমারে॥
সংজ্ঞা পাইয়া মহাবীর বিরথী আপন।
অস্ত্র নাহি শাস্ত্র নাহি বেড়ে শত্রুগণ॥
ধনু এক খণ্ড পাইল সমর ভূমিত।
চড়াইয়া গুণবাণ জুড়িল ত্বরিত॥
সুধন্বা ভূমিতে বাণ এড়ে মহাবীর।
কবচ বর্জ্জিত বীর তথাপি অস্থির॥
চারিপাশে বেড়ি সৈন্য করে শরজাল।
মুক্ত কলেবর বাণ ফুটে ততকাল॥
বিরথী যে মহাবীর সহি বাণগণ।
মনে মনে জপে বীর দেবকীনন্দন॥
কর্ণের নন্দন বীর রণে কুতূহলী।
চারিদিকে অস্ত্র করে অতি মহাবলী॥
সুধন্বার সৈন্য যদি রণে পরাজিল।
পুনর্ব্বার সৈন্যে বহু তাহারে বেড়িল॥
করপত্র নারাচ ভূষণ্ডি ভিন্দিপাল।
কুন্দশূল নানা অস্ত্র পট্টিস বিশাল॥
অর্দ্ধচন্দ্র সরভ * * * * কুঠার।
ত্রিশূল পরিঘ গদা ব্রহ্মঅস্ত্র আর॥
নানান প্রকারে শর বৃষ্টি আচরন্ত।
অনুক্রমে সেই বাণ সব সংহারন্ত॥
হেনকালে অর্জ্জুনের লভিয়া আদেশ।
রথ লইয়া সারথি আইল রণদেশ॥
সেই রথে আরোহিয়া চলিল কুমার।
সৈন্য এড়ি সুধন্বারে গেল মারিবার॥
সঙ্গে যাএ বহু সৈন্য করিয়া আটোপ।
বৃষকেতু বীরের জন্মিল বড় কোপ॥

বহু বাণ বৃষ্টি করি সৈন্য সংহারন্ত।
বাছি বাছি মহারথী সমরে পাড়ন্ত॥
সুধন্বার হৃদএ গাড়িল তীক্ষ্ণ বাণ।
কর্ণের নন্দন বীর কর্ণের সমান॥
সৈন্যের অবস্থা দেখি সুধন্বা কুমার।
পুনি সমরেতে হইল অগ্নিঅবতার॥
বৃষকেতু বীরের হৃদএ পঞ্চ বাণ।
গাড়িলেক গুণ টানি শ্রবণ সমান॥
সেই ঘাএ মূর্চ্ছা পাএ বৃষকেতু পড়ে।
ধ্বজ যষ্টি অবিলম্বে পড়ে রথ পরে॥
মোহিত দেখিয়া বীর সারথি চতুর।
রথ বাহুড়াইয়া তারে নিল বহুদূর॥
সুধন্বাএ সিংহনাদ করেন্ত অপার।
রণেতে আইল তবে প্রদ্যুম্ন কুমার॥
থাক থাক ডাক পাড়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে।
গ্রহি ধনু তীক্ষ্ণ বাণ লইল সত্বরে॥
এক বাণে সারথির মাথা কাটিলেন্ত।
একবিংশে বাণে ঘোড়া রণে ছেদিলেন্ত॥
অষ্ট খণ্ড করি ঘোড়া রণে বিসর্জ্জিল।
হাতের ধনুক তার তিন খণ্ড কৈল॥
কৃষ্ণের তনয় বীর কৃষ্ণের সমান।
রুষিল সমরে যেন দেখিয়া ভীষণ॥
সমরেত প্রদ্যুম্নেরে দেখিয়া কুশল।
মল্লযুদ্ধ করেন্ত সুধন্বা মহাবল॥
আর ধনু হাতে লইয়া সুধন্বা বলবান।
প্রদ্যুম্নের ঘোড়া কাটি করে অষ্ট খান॥
ত্রিকাল যুগের তাল রম্য মহারথ।
ছয় খণ্ড করি কাটি পাড়ে মহাসত্ব॥
হাতের ধনুক কাটি করে পঞ্চ খান।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে হরমান॥
তাহান হৃদয় ভেদিলেক তিন শরে।
সিংহনাদ করে বীর অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
দুই বীরে অতি যুদ্ধ মহাবলবান।
নাগ প্রলএ অন্তে অন্তে দুইত সমান॥

খেনে যুঝে পৃথিবীতে দুই মহাবীর।
খেনে গগনেতে উঠে পার্থ নহে স্থির॥
কতক্ষণ যুদ্ধ করি দুই মহাশএ।
ক্রোধ হইল সুধন্বা যেহেন অগ্নিমএ॥
মহাতেজ তীক্ষ্ণ বাণ হৃদয়ে গাড়িল।
সেই ঘাএ কামদেব মূর্চ্ছিত হইল॥
প্রদ্যুম্নকে মোহ দেখি সুধন্বা সুমতি।
আর রথে আরোহিল অতি শীঘ্রগতি॥
হাতে ধনুশর আসি সমর মাঝার।
অর্জ্জুনের সৈন্য সব করেন্ত সংহার॥
কৃতবর্ম্মা বীর ভেদিল তিন বাণে।
কৃতবর্ম্মা বীরে কাটিল হরমানে॥
সুধন্বার বাণ কাটি বীর মহামতি।
নব বাণ হৃদএতে মারে শীঘ্রগতি॥
সেই ঘাএ সুধন্বা সহিয়া তাহার।
পুনি নব বাণ মারে করি অহঙ্কার॥
তাহাকে বিমুখ করি হংসধ্বজসুত।
আন্ধিকের সনে যুদ্ধ আছিল অদ্ভুত॥
সারথি কাটিয়া তার করিল বিরথী।
আন্ধিক পলাইল রণে যদুবংশপতি॥
সুধন্বার রণে কোন রথী নহে স্থির।
তা দেখিয়া রোষে রণে অনুশাল্ব বীর॥
নিজ সৈন্য সঙ্গে করি রথ আরোহিয়া।
সুধন্বা সমুখে আসি রহিল দাড়াইয়া॥
গালাগালি করিয়া বহুল দুই বীর।
যুঝিলেন্ত অনুক্ষণ অক্ষেত শরীর॥
তবে অনুশাল্ব রাজা করে বীরদাপ।
গুণেতে জুড়িল বাণ বিষম প্রতাপ॥
বারবোয়া রণে তুল্য অতি তীক্ষ্ণ বাণ।
এড়িলেক গুণ টানি শ্রবণ সমান॥
সে বাণ কাটিল তান নৃপতিনন্দন॥
নবীন শাণিত বাণ জোড়ে ততক্ষণ।
সেই মহা তীক্ষ্ণ বাণ হৃদএ গাড়িল॥

CENTRAL LIBRARY

সেই ঘাএ মুহর্চ্ছিত সুধন্বারে কৈল ॥
তবে অনুশাল্ব বীর সিংহনাদ করে ।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারি বাহিনী সংহারে ॥
খেনেকে চৈতন্য পাইয়া সুধন্বা কুমার ।
ক্রোধ মনে ঘাএ অনুশাল্ব মারিবার ॥
হাতে একাঙ্কুক করি নারাচ সন্ধান ।
অনুশাল্ব উদ্দেশিয়া এড়ে তীক্ষ্ণ বাণ ॥
বাণঘাতে মুহর্চ্ছিত অনুশাল্ব বীর ।
তাহা দেখি সাত্যকি রণেতে হইল স্থির ॥
সুধন্বার উপরে বাণ এড়ে বজ্রসার ।
কাটিলেক তার বাণ নৃপতিকুমার ॥
সুধন্বাকে মারিবারে বাণ নিক্ষেপিল ।
সেই ঘাও পাই বীর রণে না কম্পিল ॥
রণে না কম্পিল বীর বিষম ধানুকী ।
মহা তীক্ষ্ণ বাণ গুণে জুড়িল ধানুকী ॥
এক বাণে কাটি পাড়ে ধনঞ্জএ রথ ।
চক্রসমে সারথি কাটিল মহাসত্ব ॥
সুধন্বাএ বিরথী করিল সাত্যকিক ।
তথাপিহ দুহা রাগ বাড়এ অধিক ॥
দুই দুহা রথে পুনি করে আরোহণ ।
তুমুল করএ যুদ্ধ লোমহরিষণ ॥
আকাশ ভরিল দুই বাণ বরিষণ ।
সাধু সাধু প্রশংসা করেন্ত সর্ব্বজন ॥
সৈন্যে সৈন্যে বাণ এড়ে দুই মহাবীরে ।
বসন্তে পুষ্পিত যেন দেখি তরুবরে ॥
হংসধ্বজ নরপতি তাহার নন্দন ।
মহা এক শক্তি হাতে লইল তখন ॥
যথেক শকতি আছে করি হুহুঙ্কার ।
ক্ষেপিলেন্ত কুমারে সাত্যকি মারিবার ॥
ব্রহ্মচর্ম্ম ভেদি বাণ মর্ম্মেতে পশিল ।
সেই ঘাএ মুহর্চ্ছিত সাত্যকি হইল ॥
হাহাকার করি সৈন্য ধাএ চারিধারে ।
সিংহনাদ করে হংসধ্বজের কুমারে ॥
মুখ্য মুখ্য বীরগণে হারি গেল রণে ।
জয় আশা এড়িলেক পাণ্ডবের গণে ॥
কার বোল কেহত না শুনে রণমাঝ ।
ধায়ন্ত সকল সৈন্য না ভাবন্ত লাজ ॥

অর্জুন-সুধন্বার যুদ্ধ : অর্জুনের মোহ

সৈন্যের দুর্গতি দেখি বীর ধনঞ্জয় ।
আপনে আইসেন্ত রণে ক্রোধ অতিশয় ॥
সৈন্য আশ্বাসিয়া রথে করি আরোহণ ।
ত্রিপুর মথনে যেন যায় ত্রিলোচন ॥
দেবদত্ত নামে শঙ্খ ভুবন বিদিত ।
বাহন্তি আপনে বীর সমরে পণ্ডিত ॥
শঙ্খরব শুনি নিজ সৈন্য হইল শান্ত ।
আপনে অর্জ্জুন আইসে হেন জানিলেন্ত ॥
যুদ্ধ চাহিবার তরে সর্ব্ব দেবগণ ।
বিমানে চড়িয়া সব করিল গমন ॥
শঙ্খবাহি ধনঞ্জয় ধনু টঙ্কারিয়া ।
থাক থাক সুধন্বারে ডাকিয়া বোলিলা ॥
আমার যে বীর সব জিনিলা সমরে ।
আপনে দেখিব আজি নয়নগোচরে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সনে কৈল রণ ।
নিবাত কবচ মার করিল নিধন ॥
কালকেতু সংহারিল নিজ বাহুবলে ।
রুদ্রদেব সমরে তুষিল কুতূহলে ॥
তাহাতে বিস্ময় মোর সনে না জন্মিল ।
দেখিব সমরে আজি তোর বীর্য্যবল ॥
প্রদ্যুম্ন যে মহাবীর সমরে জিনিলা ।
অনুশাল্ব মহারাজা রণে পরাজিলা ॥
ত্রিভুবন পূজিত যে কর্ণ মহাশয় ।
বৃষকেতু মহাবীর তাহান তনয় ॥
তাহারে জিনিলা তুমি আমার গোচর ।
তোমার সমাজে নাহি হেন ধনুর্দ্ধর ॥

CENTRAL LIBRARY

মহা মহা রথী সব সংহার করিলা।
আপনার পৌরুষ রণস্থানেতে রাখিলা॥
সাধু সাধু বীর তুহ্মি জানিল সকল।
মোর সনে যুদ্ধ এবে কর মহাবল॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি সুধন্বাকুমার।
বলিলেক শুন পার্থ বচন আহ্মার॥
যথ যথ যুদ্ধ তুহ্মি কৈলা পূর্ব্বকালে।
রণেতে জিনিলা যথ যথ মহীপালে॥
সারথি আছিল তোর কৃষ্ণ বাসুদেব।
মূর্ত্তিমন্ত নারায়ণ সংসারের সেব॥
সকল বীর্য্যের সার সর্ব্ব মতিমন্ত।
লীলা করি হর তার মূর্ত্তিএ অনন্ত॥
জিনিলা সেসব যুদ্ধ লীলায় তাহান।
আপনারে আপনে না বোল বলবান॥
আজি কৃষ্ণ নাহি তোর রথের সারথি।
একাজে বিস্ময় তোর উপজিল মতি॥
সবাএ দেখউক তোর মোর যে সংগ্রাম।
অজি লুকাইব তোর ধনঞ্জয় নাম॥
চক্রধর দেব যদি আইসেন্ত আপনে।
রাখিতে নারিব তোরে আজিকার রণে॥
তোরে সংহারিব রণে নাহিক সংশয়।
মোর বাপ হংসধ্বজ রাজা মহাশয়॥
করিলেন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ মহোৎসব॥
তোর এই ঘোড়া লইব শুনরে পাণ্ডব।
সুধন্বার বাক্য শুনি ক্রোধ অতিশয়॥
এক শত বাণ সান্ধে বীর ধনঞ্জয়।
মারিলেক সুধন্বারে এড়িলেক বাণ।
সুধন্বায়ে কাটে বাণ অতি ত্বরমান॥
অর্দ্ধ পথে তান বাণ সব ছেদ করি।
দশ বাণ এড়িলেক দৃঢ় মুষ্টি ধরি॥
সে বাণে ভেদিল গিআ পার্থকলেবর।
না গণে বেদনা ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর॥
পুনি বাণ এড়এ সুধন্বা মহাবীর।
বাণ বরিষেন্ত যেন জলদের নীর॥
বাণে অন্ধকার কৈল সেই রণস্থল।
সংগ্রামে বসিল পুনি পার্থ মহাবল॥
এড়িলেক অগ্নিবাণ অতি ত্বরমান।
যুগান্তের যম কাল নলের সমান॥
গগন জুড়িয়া চলে হুতাশ সন্ধান।
সুধন্বায়ে দেখন্ত আপনা বিদ্যমান॥
সৈন্ত তার ভস্ম করে বহ্নি দিব্য বাণ।
দহিআ রাজার সৈন্ত করে সমাধান॥
পাণ্ডবের বাহিনীএ করে সিংহনাদ।
হংসধ্বজ নৃপ সৈন্ত করেন্ত বিষাদ॥
এড়িল বরুণ বাণ নৃপতিনন্দন।
মন্ত্রে তন্ত্রে বরুণ করিয়া আবাহন॥
আকাশ জুড়িয়া আইল মহা মেঘচয়।
ধারারূপে জল বিষ্টি করে অতিশয়॥
অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ হইল উপশম।
পাণ্ডবের বলে হইল শিথিল বিক্রম॥
পতঙ্গে না করে গতি তিমির গ্রাসিল।
বিপর্য্যয় হইল বর্ণ বিচিত্র খণ্ডিল॥
মহাবিষ্টি আবরি পাণ্ডবের বল।
শীতে জর্জ্জরিত সব হইল তরল॥
না সঞ্চরে ঘোটক গজের হইল ভয়।
বায়ুবাণ এড়ে তবে বীর ধনঞ্জয়॥
মহা বাউ উপজিল সমর মাঝার।
মেঘ খণ্ড খণ্ড করি উড়ায় চারিধার॥
হরিল সকল বিষ্টি মেঘ কৈল দূর।
মহা বিষ্টি উড়ায় যে বাউ সমতুল॥
সুধন্বার সৈন্ত ধায় পবনের বেগে।
ধ্বজ ছত্র ভাঙ্গি পড়ে রণস্থল ভবে॥
রথ খণ্ড খণ্ড কৈল বাউ বলবান।
হস্তী ঘোড়া স্থির নহে রহে নানা স্থান॥
হেনকালে হংসধ্বজ নৃপতিনন্দন।
জুড়িলেক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ততক্ষণ॥
অলক্ষিতে এড়িলেক কেহ না দেখিল।
হাতের ধনুক ধনঞ্জয়ের ছেদিল॥

CENTRAL LIBRARY

গুণসমে ধনু কাটি পাড়িল ভূমিত।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে মহাবীর॥
অর্জ্জুনেরে হেনমত কেহ নাহি করে।
বড় কর্ম্ম করিল সুধন্বা ধনুর্দ্ধরে॥
অর্জ্জুনে লাঘব পাইল দেখি অতিশয়।
উপহাস্য করে হংসধ্বজের তনয়॥
কোথা গেল অর্জ্জুন তোহর অহঙ্কার।
দুর্ব্বল সারথি লইয়া আইলা যুঝিবার॥
সর্ব্বদাএ সারথি তোহ্মার গদাধর।
স্মরহ তাহারে এবে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
হংসধ্বজ নৃপপুত্র হেন জান মোক।
নয়ান কটাক্ষে পার্থ না গণম তোক॥
আপনে আইসএ যদি গরুড়বাহন।
তথাপিহ তোকে নারে করিতে রক্ষণ॥
সুধন্বার বীরদর্প শুনি অতিশয়।
সারথি পড়িল দেখি চিন্তে ধনঞ্জয়॥
সিংহ যেন রোষে রণে দেখি মত্ত গজ।
মহাকোপে গাণ্ডীব ধরিল কপিধ্বজ॥
অধিরথ সমে ধনু ধরি বাম করে।
সুধন্বার সনে যুঝে পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
মহাতীক্ষ্ণ এক বাণ অর্জ্জুনে এড়িল।
অর্দ্ধপথে সুধন্বাএ সে বাণ ছেদিল॥
সুধন্বাএ কুন্দ বাণ এড়িল ত্বরিত।
অর্জ্জুনের ছত্র কাটি পাড়িল ভূমিত॥
গাএর কবচ কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
মহাবীর যুবরাজ সমরে প্রচণ্ড॥
আর এক বাণ এড়ে বীর ধনঞ্জয়।
সেই মহাতীক্ষ্ণ বাণ তেজ অতিশয়॥
শক্তিএ হানিল বাণ নবীন শাণিত।
রথ পরে ধনঞ্জয় হইল মুহর্চ্ছিত॥
অর্জ্জুন মোহিত দেখি সুধন্বাকুমার।
অহঙ্কার বচনে লাগিল কহিবার॥
মোর বাক্য শুন এবে বীর ধনঞ্জয়।
যদি প্রাণে জিতে চাহ আজিকার রণএ॥
স্মরণ করহ এবে গোবিন্দচরণ।
তিনি আসি করিবেক তোহ্মারে রৈক্ষণ॥
কৃষ্ণ যদি দেখে আসি না মারিব তোক।
কৃষ্ণে তোহ্মা দেখিআ পাইব বড় শোক॥

মোহগ্রস্ত অর্জুনের কৃষ্ণ-স্মরণ : সুধন্বার
কৃষ্ণদর্শন ও কৃষ্ণবন্দনা

এথ যদি সুধন্বাএ বলিল বচন।
চৈতন্য পাইয়া বীরে ভাবে মনে মন॥
কৃষ্ণের চরণপদ্ম করিয়া ভকতি।
ধনুর্ব্বাণ হাতে লইল পার্থ মহামতি॥
এক করে ঘোড়া ধরি রথ চালায়ন্ত।
আর ধনু ধরি করে বাণ বরিষন্ত॥
সুধন্বার সনে যুঝে পার্থ মহাবল।
রথের সারথি নাহি চিন্তিলা বিকল॥
সেবকবৎসলা প্রভু দেবকীনন্দন।
প্রিয় সেবকের তরে সদায় থাকে মন॥
হস্তিনাপুরেতে থাকি জানিলা আপনে।
অর্জ্জুনের সারথি যে পড়িআছে রণে॥
কাহারে না কহি কথা সত্বর যে গতি।
চম্পকনগরে আইলা ত্রিজগতপতি॥
অর্জ্জুনের পাশে আসি রথে চড়ি তার।
বোলেন্ত অর্জ্জুন রথএ রাখএ ঘোড়ার॥
যুদ্ধে মন দিআ আছে ধনঞ্জয় বীর।
না শুনে কৃষ্ণের বাক্য যুঝএ গম্ভীর॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন রথের ধ্বজ পরিহর।
মুই তোক সারথি যে অবধান কর॥
উলটিয়া চাহে তবে বীর ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণেরে দেখিআ হইল প্রসন্ন হৃদয়॥
নমস্কার কৈল বীর চরণে ধরিয়া।
রথরজ্জু অর্জ্জুনে হাতেতে দিল নিআ॥

CENTRAL LIBRARY

আপনে যাদব পতি হইলা সারথি ।
কি কহিব অর্জ্জুনের সে রথের গতি ॥
বিদ্যুৎসঞ্চার যেন রথের পএআন ।
আরম্ভিল যুদ্ধ পুনি পার্থে এড়ে বাণ ॥
সুধন্বায়ে কৃষ্ণ দেখি হইল আনন্দিত ।
মনে মনে প্রণমিআ বলিল ত্বরিত ॥
দেখিলাম গদাধর তোহ্মার চরণ ।
সাফল্য করিল মুই প্রতিজ্ঞা বচন ॥
বাপের সাক্ষাতে আহ্মি প্রতিজ্ঞা করিল ।
অর্জ্জুনের রণে মুই তোহ্মারে আনিল ॥
জনকের মনোরথ হইল সফল ।
মোর দেশে আইলা প্রভু সেবকবৎসল ॥
তোহ্মার চরণধূলি পড়ে মোর রাজ্যে ।
সাফল্য হইল মোর আপনার কার্য্যে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল মুই শুন দামোদর ।
কায়মনে স্মরণে প্রভু পশিলাম তোর ॥
ধৈন্য ধৈন্য মোর রাজা ধৈন্য মোর প্রজা ।
ধৈন্য সে জীবন হইল হংসধ্বজ রাজা ॥
নররূপী নারায়ণ দেখিল গোচর ।
প্রসন্নতা হও মোরে দেব দামোদর ॥
ক্ষেত্রিধর্ম্ম অনুসারি বলিল বীরদাপ ।
শুনিয়াছি গোবর্দ্ধন ধরিছ প্রতাপ ॥
যে শক্তিএ ইন্দ্র হইতে গোয়াল রাখিলা ।
তাহার কারণে গোবর্দ্ধন উদ্ধারিলা ॥
যে শক্তি বধিলা তুহ্মি কংসআদি রাজ ।
যে শক্তি নরক বধি কৈল ইন্দ্রকাজ ॥
শিশুপাল বধিলা যে শক্তিএ তোহ্মার ।
যে শক্তিয়ে কৈলা তুমি প্রহ্লাদ উদ্ধার ॥
সে শক্তি দেখাও আজি মোহর বিদিত ।
ধনঞ্জয় রৈক্ষা কর হইয়া সাবহিত ॥
সবলে আসিয়া আছ দেব দামোদর ।
অর্জ্জুনের পক্ষ হইয়া করিতে সমর ॥
যথ শক্তি আছে তোর না কর কপট ।
রাখ দেখি ধনঞ্জয় যুদ্ধবন্ত প্রকট ॥

কৃষ্ণার্জ্জুন সুধন্বার যুদ্ধ

কৃষ্ণেরে এমত বলি পার্থেরে বোলেন্ত ।
তুহ্মি পার্থ মহাবীর জগতে ঘোষেন্ত ॥
তোহ্মার প্রতাপ সঞ্চারিল ত্রিভুবন ।
সারথি হইল আসি দেব জনার্দ্দন ॥
প্রতিজ্ঞা করহ এবে দেখি কুতূহল ।
মোর রণে কি কর্ম্ম করিবা মহাবল ॥
সুধন্বার বাক্য শুনি বীর ধনঞ্জয় ।
তিন বাণে তোর মুণ্ড কাটিমু নিশ্চয় ॥
তিন বাণে তোরে যদি পারি ছেদিতে ।
তবে মোর পূর্ব্বপুরুষ যথ সমুদিতে ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া মহা নরকে পড়ন্ত ।
* * * * * * গন্ধ রুধির খাঅন্ত ॥
সৈত্য সৈত্য এই আহ্মি প্রতিজ্ঞা করিল ।
আপনারে রৈক্ষা কর তোহ্মারে বলিল ॥
তুহ্মি বা আহ্মার রণে করিবা কি কর্ম্ম ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বোল উদ্দেশিয়া ধর্ম্ম ॥
সুধন্বায়ে বোলে এই কৃষ্ণের গোচর ।
যেই তিন বাণ তুহ্মি এড় মোর তর ॥
তিন বাণ ছেদিবাম নাহিক বিরোধ ।
প্রতিজ্ঞা আহ্মার শুন ধনঞ্জয় বোধ ॥
তিন বাণ ছেদিতে যদি না পারিএ তোর ।
অঘোর নরকে তবে বাস হউক মোর ॥
এই বাক্য বোলিআ সুধন্বা মহাবীর ।
একশত বাণে বিন্ধে কৃষ্ণের শরীর ॥
তাহান শরীর ভেদি একশত বাণে ।
অর্জ্জুনের রথ বিন্ধিলেক ত্বরমানে ॥
বাণবেগে অর্জ্জুনের রথ ভ্রমাইল ॥
শকতি করিয়া কৃষ্ণ রাখিতে নারিল ॥
রথরথী অশ্বসমে ভ্রমে মহারথ ।
কুম্ভকার চক্র যেন ভ্রমে অভ্যাগত ॥
এক লৈক্ষ পথ গিয়া সে রথ মিলিল ।
আর দশ বাণ পার্থহৃদয়ে গাড়িল ॥

CENTRAL LIBRARY

তবে কৃষ্ণে অর্জ্জুনেরে বোলিআ বচন ।
দেখ দেখ অর্জ্জুন বিষম হইল রণ ॥
দুই পায়ে চাপি ধরি না পারি রাখিতে ।
এক লৈক্ষ পথ রথ নামাইল ত্বরিতে ॥
মহাবীর্য্যশালী এই সুধন্বাকুমার ।
এক পতিব্রতা তার মায়ের আচার ॥
সর্ব্বজন পুণ্যবন্ত যজ্ঞহোমশীল ।
হংসধ্বজ রাজার যে বৈষ্ণব শরীর ॥
এক বীরে কৈল তোহ্মার সৈন্য সব ক্ষয় ।
তাহারে জিনিতে বীর নাহি ভুবনয় ॥
বার্থ সে প্রতিজ্ঞা তুহ্মি করিলে অর্জ্জুন ।
তিন বাণে তাহারে যে সংহারিতে নিপুণ ॥
মন্ত্রণা না করি বোল প্রতিজ্ঞা বচন ।
পরম সঙ্কট দেখ মিলিল অখন ॥
জয়দ্রথবধে পূর্ব্বে না করি মন্ত্রণা ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া পাছে পাইল যন্ত্রণা ॥
কাহার সহিতে না করিলা বিমরিষ ।
ক্ষুধাতুরে যেহেন না চাহে মধুবিষ ॥
অসাধ্য কার্য্যেতে তুহ্মি প্রতিজ্ঞা করিলা ।
তিন বাণে না পারিবা সঙ্কটে পড়িলা ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয় ।
তিন বাণে ছেদিবাম নাহিক সংশয় ॥
যদি না হইত প্রভু তোহ্মার আগমন ।
তবে সে অসাধ্য হইত তাহার নিধন ॥
অনায়াসে ছেদিবাম তোহ্মার প্রসাদে ।
তিন বাণে কাটিবাম নাহিক প্রমাদে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন মৈধ্যে হেন আছে বাক্যজাল ।
শরবিষ্টি সুধন্বা করএ শরজাল ॥
না চাহন্ত টোনগুণ শরজাল করে ।
আকাশ জিনিয়া তবে বিশিখ আবরে ॥
কৃষ্ণেরে আক্ষেপ করি বোলে পুনি পুনি ।
তুহ্মি মহাবীর হেন সর্ব্ব শাস্ত্রে শুনি ॥
পরম বান্ধব তোহ্মার বীর ধনঞ্জয় ।
মোর বাণে যাইবা আজি যমের আলয়ে ॥

যত শক্তি আছে তোহ্মার রৈক্ষা কর তাক ।
আপনে সহায় হইয়া মিলিলা যাহাক ॥
সুধন্বার বচনে বসিল ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব ধনুক তুলি লইল হাতএ ॥
অনায়াসে তার বাণ ছেদিআ পাড়ন্ত ।
অতি ক্রোধে মহাতীক্ষ্ণ বাণ গ্রহিলেন্ত ॥
ধনুতে সান্ধিল বাণ কালান্তক তুল ।
বাণমুখ হোতে উঠে স্ফুলিঙ্গ বহুল ॥
বাণ দেখি বিস্ময় সৈন্যের অবসাদ ।
অর্জ্জুনের সৈন্য সবে করে সিংহনাদ ॥
অর্জ্জুনে এড়িতে বাণ যখনে সান্ধিল ।
তবে দেব জনার্দ্দনে পূর্ণ উৎসর্গিল ॥
গোবর্দ্ধন উফারিয়া করিল রক্ষণ ।
যথ পুণ্য কৈল মুই তাকে উপার্জ্জন ॥
সেই পুণ্য ফলে এই বাণে পার্থবীর ।
বিজয় করউক কাটি সুধন্বার শির ॥
কৃষ্ণের বচনে আকাশেতে দেবগণ ।
সাধু সাধু অর্জ্জুনেরে প্রশংসে তখন ॥
যার তরে কৃষ্ণ নিজ পুণ্য পণ করে ।
হেন ধনঞ্জয় ধৈন্য ভুবন ভিতরে ॥
সুধন্বায়ে শুনি বোলে শুন চক্রপাণি ।
পার্থ হেতু নিজ পুণ্য পণ কৈলা তুহ্মি ॥
এই বাণ যদি মুই না পারি ছেদিতে ।
যথেক সুকৃতি মুই করিছি নিশ্চিতে ॥
রাক্ষসে হরুক মোর সুকৃতির ফল ।
দেখ দেখ গদাধর মোর পুণ্যফল ॥
এ বোল শুনিআ পার্থে এড়ে তীক্ষ্ণ বাণ ।
না কম্পে সুধন্বা বীর আছে স্থিরমান ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে হুহুঙ্কার দিআ ।
অর্দ্ধপথে সেই বাণ পেলিল কাটিয়া ॥
অর্জ্জুনের বাণ পড়ে হইয়া দুইখান ।
সিংহনাদ করে যুবরাজ বলবান ॥
দেবগণে সুধন্বারে বহু প্রশংসন্ত ।
বিস্মিত খেচরগণে তারে নিরক্ষন্ত ॥

সেই বাণ হইল ব্যর্থ দেখি ধনঞ্জয় ।
লইল দ্বিতীয় বাণ ক্রোধ অতিশয় ॥
সূর্য্যের মণ্ডল যেন দেখিএ গগনে ।
তেহেন জ্বলয়ে বাণ পার্থ শরাসনে ॥
দশ দিক প্রকাশ বাণের তেজ ধরে ।
সাগর পাতাল মহী পারে গ্রাসিবারে ॥
কৃপণে যেহেন ধন রাখিয়া থাকন্ত ।
তেন রূপে ধনঞ্জয় সে বাণ বহন্ত ॥
অতি ক্রোধে ধনঞ্জয় গুণেতে জুড়িল ।
ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া কৃষ্ণে বচন বলিল ॥
ভৃগুপতি রূপে আমি জিনি ক্ষিতিতল ।
কশ্যপেরে দান করি যথ হইল ফল ॥
সেই পুণ্য ফলে হউক অর্জ্জুনের জয় ।
সুধন্বার মুণ্ড কাটি পড়উক নিশ্চয় ॥
সুধন্বায়ে বোলে হেন বচন শুনিআ ।
বুঝিলাম নারায়ণ তোহ্মার মহিমা ॥
সেবকবৎসলা তুহ্মি দেবকীনন্দন ।
অর্জ্জুনের তরে দিলা নিজ পুণ্যফল ॥
ধৈন্য ধৈন্য ধনঞ্জয় তোহ্মারে সেবিল ।
জন্মান্তরে যথ পুণ্য তোহ্মারে দিল ॥
আহ্মা প্রতিজ্ঞা এবে শুন ধনঞ্জয় ।
এই বাণ তোর আমি ছেদিব নিশ্চয় ॥
অরুন্ধতী বশিষ্ঠের তনয়পতনে ।
যথ পাপ হয় ব্রহ্মবধের কারণে ॥
সেই পাপ হয় মোর যদি এই বাণ ।
অর্দ্ধপথে যদি সে না করি দুই খান ॥
অন্যে অন্যে দুই বীরে প্রতিজ্ঞা করিল ।
আকর্ণ পূরিয়া পার্থে সে বাণ এড়িল ॥
বাণের অনল উঠে জুড়িয়া আকাশ ।
দেবাসুর নাগ লোক পায় বড় ত্রাস ॥
সুধন্বায়ে বাণ এড়ে অতি দিব্যমান ।
পার্থের দ্বিতীয় বাণ কৈল খান খান ॥
দুইখান হইয়া বাণ অর্জ্জুনের পড়ে ।
লজ্জা পাইল ধনঞ্জয় সভার ভিতরে ॥

যে বাসুকী ক্ষিতিতলে ধরিয়া আছেন্ত ।
তার ফণা নড়ে যদি দীর্ঘ নিশ্বাসন্ত ॥
অর্জ্জুনের বাণ কাটি নৃপতিনন্দন ।
শঙ্খ বাহিলেন্ত তবে হরষিত মন ॥
আনন্দিত হইল তার বাপ হংসধ্বজ ।
করেন্ত বিক্রম যেন ঐরাবত গজ ॥
হংসধ্বজসৈন্য করে জয়সিংহ নাদ ।
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভাবএ বিষাদ ॥
ক্রোধ হইল ধনঞ্জয় সমরে কেশরী ।
গ্রহিলা তৃতীয় বাণ অভিলাষ করি ॥
অর্জ্জুনের আশা বুঝি দেব চক্রধর ।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি অবধান কর ॥
যাবত করিএ পাঞ্চজন্য সিংহনাদ ।
দেবদত্ত শঙ্খ বাহ না চিন্ত প্রমাদ ॥
তোহ্মা তরে যথ পুণ্য আরপিব সকল ।
এই বাণে সংহার করিবা মহাবল ॥
এ বোলিআ পাঞ্চজন্য বাহেন্ত আপনে ।
দেবদত্ত শঙ্খবাহে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
দুই শঙ্খনাদে বাড়ে আপনার বল ।
চমকিত হইল শুনি বিপক্ষ সকল ॥
শঙ্খ বাহি অর্জ্জুনেরে বলিলা বচন ।
অর্জ্জুন করহ এবে বাণের গ্রহণ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বিচারিয়া পুনি ।
অমোঘ বিশিখ গ্রহে ধনঞ্জয় বীর ॥
সে বাণ পরশি হাতে দেব যদুপতি ।
বেদমন্ত্র পড়িলেক দৃঢ় করি অতি ॥
যথ ব্রহ্মতেজ বাণ মুখে আরোপিল ।
আপনার বৈষ্ণব মন্ত্র মুখেতে অর্পিল ॥
বাণের মুখেতে যম কাল আরোখিয়া ।
আপনে যাদবপতি মন্ত্র যে পঠিআ ॥
মন্ত্রতন্ত্রে আহরিয়া ধর্ম্ম উদ্দেশিল ।
রামঅবতারে আহ্মি যে কর্ম্ম করিল ॥
রাবণ বধিয়া ত্রিভুবন উপকার ।
যথ অশ্বমেধ আহ্মি কৈল বারে বার ॥

তপোবল রাখি যথ পুণ্য উপজিল ।
প্রজাগণ পালি যথ রাজধর্ম্ম কৈল ॥
সে সকল ধর্ম্মে এই পার্থ মহাবীর ।
জয় লভি কাটউক যে সুধন্বার শির ॥
এহেন কহিল যদি দেব জনার্দ্দন ।
বাণ সান্ধিলেক ধনঞ্জয় ততক্ষণ ॥
বাসুকি সমান দীপ্তি বাণ তেজবন্ত ।
অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাণ মুখে উদ্‌গারন্ত ॥
বাণ দেখি ত্রিভুবন বীরের হইল ভয় ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যক্ষচয় ॥
হাহাকার করে ভূতগণে দেখি বাণ ।
ত্রিভুবন গ্রাসিবেক নাহিক কৈল্যাণ ॥
ত্রিভুবন কম্পমান অচল সচল ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে উথলএ সমুদ্রের জল ॥
হেন বাণ ধনঞ্জয় গাণ্ডীবে সান্ধিল ।
সুধন্বাকুমারে তবে পার্থকে বোলিল ॥
প্রতিজ্ঞা করহ পার্থ এ বাণ মোচনে ।
বুঝিলাম যে করিল দেব নারায়ণে ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত শুন যুবরাজ বীর ।
এই বাণে তোর যদি না কাটিএ শির ॥
বিষ্ণু মহেশ্বর ভেদে যথ হয় পাপ ।
আমার হউক যেন সে সব সন্তাপ ॥
অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞা শুনি সুধন্বা বোলেন্ত ।
আমার প্রতিজ্ঞা এবে শুন মতিমন্ত ॥
এই বাণ তোর যদি না কাটিএ শরে ।
নরকে পড়িএ তবে যুগ যুগান্তরে ॥
শিবের নির্ম্মাল্য পুষ্প রাত্রির সময়ে ।
চরণে পশিলে যথ অধর্ম্ম সঞ্চরএ ॥
কাশীপুরে গিয়া মণিকর্ণিকার জলে ।
স্নান না করিলে যথ পাপ মহীতলে ॥
সে সব অধর্ম্ম যথ সব হউক মোর ।
যদি অর্দ্ধপথে বাণ না কাটিমু তোর ॥
অর্জ্জুনেরে হেন বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করে ।
যথ পুণ্য কৈল আমি তীর্থ তীর্থান্তরে ॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু নাম স্মরি যে ধর্ম্ম অর্জ্জিল ।
কায়মনে শ্রীকৃষ্ণেরে যে ভক্তি করিল ॥
সেই পুণ্যে পার্থের আজি বাণ যাইব ছেদ ।
যদি সৈত্য হয় সামঋক্‌যজুর্ব্বেদ ॥
এই ধর্ম্ম সাক্ষী করি কৃষ্ণেরে বোলেন্ত ।
তুমি দেব নারায়ণ মূর্ত্তিএ অনন্ত ॥
অর্জ্জুনের প্রতি বুঝিলাম যথ দয়া ।
মোকে সংহারিতে যথ পাতিয়াছ মায়া ॥
উপযুক্ত অন্তকালে তোমার গোচর ।
মোকে এড়িলা যাইবা শুন দামোদর ॥
তোমার শরীরে আমি হইবারে লীন ।
এই কার্য্যে বহু আমি ভাবি রাত্রিদিন ॥
ভকতি করিয়া কহি ক্ষেত্রিধর্ম্ম জানি ।
বীরদর্প বলি এবে শুন চক্রপাণি ॥
যথ যথ ধর্ম্ম কৈলা জন্মজন্মান্তরে ।
যদ্যপি সকল দিলা অর্জ্জুনের তরে ॥
তথাপি রাখিতে আজি না পারিবা রণে ।
এই বাণ কাটিবাম দেখহ নয়ানে ॥
এই বাক্য বলিল যদি নৃপতিকুমার ।
এড়িল অর্জ্জুন বাণ করি হুহুঙ্কার ॥
আকাশ প্রকাশ হইল বাণের যে দীপ্তি ।
সুধন্বায়ে দিব্যবাণ জোড়ে শীঘ্রগতি ॥
ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া তবে এড়িলেক বাণ ।
অর্জ্জুনের বাণ কাটি কৈল দুইখান ॥
হাহাকার করে আকাশের দেবগণ ।
পাণ্ডবের দলে হইল বিষণ্ণ বদন ॥
সর্ব্ব দেব তেজময় অর্জ্জুনের বাণ ।
মৈধ্যে যদি সুধন্বায়ে কৈল দুইখান ॥
সেই অর্দ্ধখান বাণ ভূমিতে পড়িল ।
আর অর্দ্ধখান বাণ তখনে চলিল ॥
সেই অর্দ্ধখানে গিয়া কাটে সুধন্বাক ।
কন্দ হৈতে মুণ্ড পড়ে যেহেন বরাক ॥
কৃষ্ণের সেবক জান হয় দুইজন ।
দোহার প্রতিজ্ঞা রাখিলেন্ত সে কারণ ॥

সুধন্বায়ে অর্দ্ধপথে কাটিলেক বাণ।
অর্জ্জুনেহ তনু কাটি কৈল দুইখান॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ পুনি পুনি স্মরে।
বলিতে বলিতে হংসধ্বজের কুমারে॥

সুধন্বার পতন ও কাটামুণ্ড প্রসঙ্গ

অর্জ্জুনে কাটিল মুণ্ড তনু পরিহরি।
কৃষ্ণের চরণে পড়ে মহামন্ত্র স্মরি॥
কাটামুণ্ডে বোলে রাম কৃষ্ণ নারায়ণ।
তুহ্মি পরে গতি নাহি এ তিন ভুবন॥
সর্ব্বলোকে দেখিতে আছএ বিদ্যমান।
সুধন্বার মুণ্ড হৈতে তেজ দিব্যমান॥
নিঃসরিয়া কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশিল।
সুধন্বার কবন্ধ সেই রণেতে পড়িল॥
কবন্ধে বহুল সৈন্য মারিল চাপিয়া।
দুই হাতে মুণ্ড কৃষ্ণ লইলা তুলিয়া॥
সুধন্বার মুণ্ড গ্রহি ত্রিজগতপতি।
ক্ষেপিলেক হংসধ্বজ নৃপতির প্রতি॥
পুত্রমুণ্ড সোবর্ণ কুণ্ডল বিভূষিত।
হাতে লইয়া কান্দে রাজা হইয়া আকুলিত।
হা হা পুত্র সুধন্বা যে কমললোচন।
আর মুই না দেখিল তোহ্মার বদন॥
পুত্রস্নেহ পরিহরি বিসর্জ্জিলুম তৈলে।
জলন্ত আনলে পুত্র তাহাতে না মৈলে॥
আহ্মারে অনাথ করি গেলা যমলোক।
চম্পকবতীর লোক পায় বড় শোক॥
বাহুড় বাহুড় পুত্র দেঅ আলিঙ্গন।
অর্জ্জুনের সনে পুত্র পুনি দেহ রণ॥
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ বীর করি পরাজয়।
একা রথে দেখাইলা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়॥
সাফল্য হইল পুত্র প্রতিজ্ঞা তোহর।
দেখাইলা বাসুদেব বিদ্যমানে মোর॥
কান্দে নরপতি পুত্রমুখে চুম দিয়া॥
কপালেতে কপাল তাহার লাগাইয়া॥

সুধন্বাকনিষ্ঠ সুরথ মহামতি।
ক্রন্দমান নৃপতিএ বলিল ভারতী॥
পড়িল সম্মুখে রণে তোহ্মার তনয়।
রণে সন্তোষিল বাসুদেব ধনঞ্জয়॥
হেন পুত্র অনুশোচ কর অনুচিত।
বিশেষ সমর মৈধ্যে শত্রুর বিদিত॥
এই সে শোচম পুত্র শুন রে সুরথ।
না জানিএ কোন পাপ হইল উপগত॥
অথবা সুধন্বা বহু পাপ আচরিল।
কি কারণে পুত্র মোর সমরে পড়িল॥
সুরথের বাণে তান হইল ভাল গতি।
কৃষ্ণার্জ্জুন দেখি প্রাণ দিল মহামতি॥
কাটামুণ্ড লইয়া বাপ না কর রোদন।
ক্ষেত্রিধর্ম্ম নহে তবে খেদের বচন॥
সুরথের বাক্য শুনি বোলেন্ত নৃপতি।
সুধন্বার শোকে নাহি বিলাপন্ত অতি॥
অথবা আহ্মি বহু পাপ আচরিল।
তার ফলে দেখ পুত্র এসব মিলিল॥
কৃষ্ণের চরণে পড়ি সুধন্বার শির।
মুহূর্ত্তেকে পদলগ্নে না আছিল স্থির॥
কৃষ্ণে মুণ্ড ক্ষেপিলেন্ত মোর রথ প্রতি।
মুই শির পাইল পুনি হইল অব্যাহতি॥
তেকারণে শোচম মুই শুন পুত্রবর।
পুনি ক্ষেপি আর বার কৃষ্ণের গোচর॥
এ বোলিআ নরপতি পুত্রের কপালে।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মুণ্ড ক্ষেপিল ততকাল॥
দুই হাতে সেই মুণ্ড লইয়া গদাধর।
ক্ষেপিল বহুল তর আকাশ উপর॥
কোথা গেল মুণ্ড না দেখিল কোনজন।
গলায় পরিতে হার নিল ত্রিলোচন॥

সুরথের যুদ্ধে গমন

এথাএ সোদরবধে সুরথকুমার।
রণেতে পশিল বীর হুতাশআকার॥

CENTRAL LIBRARY

রাজারে বোলেন্ত বাপ না চিন্তহ মনে ।
আহ্মি চলি যাই দেখ যুদ্ধের কারণে ॥
ধনঞ্জয় বীর আজি রণে সংহারিব ।
দেবকীনন্দন আজি রণে পরাজিব ॥
অর্জ্জুনের ঘোড়া লইয়া যজ্ঞ কর তুহ্মি ।
সুধন্বার বৈরী আজি সংহারিব আহ্মি ॥
এ বলি জনকপদে করি নমস্কার ।
চলিল সুরথ বীর সমর মাঝার ॥
দিব্য রথে চড়িয়া বহুল সৈন্য সঙ্গে ।
সিংহনাদ করি চলে অদ্ভুত তরঙ্গে ॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর করে সিংহনাদ ।
মহাবেগে চলি যায় নাহি অবসাদ ॥
বিচিত্র বাদিত্র বাজে শব্দ বহুতর ।
রসাতল পুরী ভেদি হইল থর থর ॥
থাক থাক অর্জ্জুন বোলেন্ত বীরদাপ ।
তোরে মারি খণ্ডাইব ভাইএর সন্তাপ ॥
শুন কৃষ্ণ আজি রৈক্ষা কর ধনঞ্জয় ।
যাহার কারণে নিজ পুণ্য কৈলা ক্ষয় ॥
শিশুব্যবহার তুহ্মি দেবকীনন্দন ।
নিজ পুণ্য দিআ গ্রহ আপনে জীবন ॥
শিশুগণ যেন পক্কবদরী লাগিআ ।
কণ্ঠের মুকুতা মণি দেঅন্ত ফেলিয়া ॥
নিজ পুণ্য মত্ততায় মানা পরিহরি ।
সুধন্বার গ্রহিলেক জীবন বদরী ॥
এথেকে গোয়াল তুহ্মি নাহিক সন্দেহ ।
সুবেশ সারঙ্গ নাহি তোহ্মার যে দেহ ॥
আজি পার্থ সংহারিব রণে তোহ্মার আগে ।
রক্ষা কর আজি দেখি কৃষ্ণ মহাভাগে ॥
সুরথের বাক্য শুনি দেব দামোদর ।
অর্জ্জুনের কর্ণে লাগি কহিল বিস্তর ॥
দেখ ধনঞ্জয় এবে আইসএ সুরথ ।
পরম ধার্ম্মিক সে যে আইসে মহাসত্ত ॥
মহা পুণ্যবন্ত পুণ্যবন্তের কুমার ।
ভ্রাতৃশোকে আপনে আইসএ যুঝিবার ॥
তাহার সমুখে তুহ্মি না থাক অখন ।
বহুল সঙ্কট পাইবা যদি কর রণ ॥
অন্য বীর যুঝিবেক সুরথ সহিতে ।
তুহ্মি আহ্মি না থাকিব তার সন্নিহিত ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ বোলএ প্রকট ।
তোহ্মার প্রসাদে তরি বহুল সঙ্কট ॥
সুরথের রণে অতি সঙ্কট দেখিয়া ।
একার্য্যে যাইব আহ্মি তাহারে এড়িয়া ॥
ধনঞ্জয় বীরের এহেন কথা শুনি ।
প্রত্যুত্তর দিলা কৃষ্ণে নিজ মনে গুণি ॥
দেখ দেখ অর্জ্জুন সুরথ কলেবর ।
মহাতেজশালী যেন উদিত ভাস্কর ॥
সৃষ্টি নাশ করিবারে পারে তার রণে ।
ধনু আস্ফালন করে কুতূহল মনে ॥
তোহ্মার যে অল্প রণ সেই তেজবন্ত ।
বিশেষ সোদরশোকে শরীর দহন্ত ॥
শ্রান্ত হইআছ তুহ্মি করিআ সমর ।
দীপ্তি হইআ আইল দেখি সেই ধনুর্দ্ধর ॥
বিশেষ তোহ্মার হেতু আহ্মি আপনার ।
সর্ব্ব পুণ্য দিলাম সুধন্বা মারিবার ॥
পুণ্যহীন জনের সংগ্রামে নাহি জয় ।
পুণ্যবন্ত সুরথ জানহ মহাশয় ॥
বহু রণে মুই তোহ্মার কৈল উপকার ।
তোহ্মার সাহায্য মোর যথ ব্যবহার ॥
অর্জ্জুনেরে বোলিলেক দেব যদুপতি ।
প্রদ্যুম্নেরে ডাকি তবে বলিল সারথি ॥
পার্থ পাছে করি সর্ব্ব বীরে করে রণ ।
বিলম্ব না কর চল রুক্মিণীনন্দন ॥
বাপের নিষেধ শুনি সুরথ সমরে ।
ধাই যায় কামদেব হাতে ধনু শরে ॥
অনিরুদ্ধ চলি যায় তাহার নন্দন ।
সাত্যকি ধাইয়া যায় করিবারে রণ ॥
ঘটোৎকচ যায় সাত্যকিতনয় ।
কৃতবর্ম্মা চলি যায় বীর মহাশয় ॥

CENTRAL LIBRARY

যদুবংশ বীর সব যায় যুঝিবার ।
ধায় মেঘবর্ণ ঘটোৎকচের কুমার ॥
বৃষকেতু বীর যায় কর্ণের নন্দন ।
নীলধ্বজ রাজা যায় করিবারে রণ ॥
অশ্বশাল্ব রাজা যায় সকল বাহনে ॥
যৌবনাশ্ব রাজা যায় সবল বাহনে ॥
অর্জ্জুন করিয়া পাছে সর্ব্ব মহারথী ।
যুদ্ধ পড়িছিল গিআ সুরথ সঙ্গতি ॥
হেনকালে চক্রধর দেব নারায়ণ ।
অর্জ্জুনের রথ তবে কৈলা আরোহণ ॥
তিন প্রহরের পথ নামাইয়া রথবর ।
সর্ব্ব সৈন্য শেষেত রহিলা গদাধর ॥
এথা সর্ব্ব সৈন্য আসি সুরথে বেড়িল ।
বহুল তুমুল যুদ্ধ সমরে মিলিল ॥
বাণে অন্ধকার কৈল রবির কিরণ[১] ।
দুই সৈন্যে কোলাহল হইল মহারণ ॥
চারিপাশে সুরথে করেন আলোকন ।
না দেখন্ত রণে ধনঞ্জয় জনার্দ্দন ॥
কোথা গেল বীর সব কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ।
আহ্মারে দেখিয়া রণে পলাইল নিশ্চয় ॥
সুধন্বা আহ্মার ভাই জ্যেষ্ঠ সহোদর ।
তার বৈরী দুইজন না দেখি গোচর ॥
শিশুসঙ্গে যুদ্ধ করি নাহি কোন ফল ।
অখনে গেলেন্ত কোথা কৃষ্ণ মহাবল ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে নারিবা পলাইতে ।
যথা যাইবা তথা যাইব গতি অবাধিতে ॥
এইসব বীর মুই যুদ্ধে নিবাদিআ ।
যাইব অর্জ্জুন আর কৃষ্ণ উদ্দেশিয়া ॥
মনে এই যুক্তি করি সুরথকুমার ।
উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসন্ত সমর মাঝার ॥
শুন কহি বীর সব না ভাবিঅ ভয় ।
কোথা পলাইল গিআ কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ॥

সুরথের বাক্য শুনি বোলে বীরগণ ।
মুহূর্ত্তেকে যাইবা আজি যমের সদন ॥
শৃগালের সঙ্গে কোথা সিংহে করে রণ ।
পার্থেরে আক্ষেপ কর মরিতে কারণ ॥
আহ্মা সনে যুদ্ধ কর এড় অহঙ্কার ।
পশ্চাতে দেখিবা পার্থ শমন তোহ্মার ॥
এ বলিআ বীরগণে বাণবৃষ্টি করে ।
চারিভিতে অস্ত্র করে সব ধনুর্দ্ধরে ॥
হংসধ্বজ নৃপতির নন্দন মহাসত্ত্ব ।
সমরে বসিল তবে কুমার সুরথ ॥
দিব্য পাশুপত বাণ জুড়ি মহাশয় ।
আকাশ আলোকএ বাণ দিউক পরিচয় ॥
কোন বীরে কাটিল কাহারে বিদারিল ।
মহা মহা বীর সব মুর্চ্ছিত হইল ॥
পাশুপত অস্ত্র সহে কাহার শকতি ।
সহিবারে পারে মাত্র ধনঞ্জয় রথী ॥
হাহাকার পাণ্ডবের সৈন্য উপজিল ।
বড় বড় বীর সব ভয়ে ভঙ্গ দিল ॥

বিভিন্ন বীরদের পরাজিত করিয়া কৃষ্ণার্জুন সকাশে সুরথ : ঘোরতর যুদ্ধশেষে সুরথের পতন

ভাঙ্গিল পাণ্ডব সৈন্য না পারএ আর ।
সর্ব্ব সৈন্য দহি যায় সুরথকুমার ॥
নিমেষেকে লঙ্ঘে তিন প্রহরের পথ ।
তথা গেল যথা আছে পার্থ মহাসত্ত্ব ॥
ধ্বজেতে বানর দেখি চিনিল অর্জ্জুন ।
সুরথকুমারে তবে টানে ধনুর্গুণ ॥
সাক্ষাতে সোদর বৈরী দেখিআ সুরথে ।
বহু বাণ এড়িলেক নিজ মনোরথে ॥
কৃষ্ণের শরীরে তীক্ষ্ণ মারিলেক বাণ ।
পার্থের শরীর বিন্ধে বিষম সন্ধান ॥

১. পুথির পাঠ কিরণ

CENTRAL LIBRARY

ক্রোধ হইল পার্থ বীর কালান্তক সম।
থাক থাক ডাক ছাড়ে বীর অবিশ্রাম ॥
হাতেত গাণ্ডীব লৈল বীর ধনঞ্জয়।
সহস্রেক বাণ মারে ক্রোধ অতিশয় ॥
রথের কাটিল ঘোড়া করি খণ্ড খণ্ড।
ধ্বজ যে পতাকা কাটে ছত্র নবদণ্ড ॥
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে।
অষ্টচক্র রথ তান কাটিল ত্বরিতে ॥
তিন প্রমাণ বাণে কাটিলেক রথ।
হাতের ধনুক কাটি পাড়ে মহাসত্ব ॥
হৃদয়ে গাড়িল তার তিন শত বাণ।
না কম্পিল সুরথ আছিল স্থিরমান ॥
আর ধনু হাতে লইল সুরথকুমার।
অর্জ্জুনের সনে রণ করে অনিবার ॥
মহাযুদ্ধ দুই বীরে তুমুল আছিল।
অস্ত্রশস্ত্র দুই বীরে বহু আচরিল ॥
জয় পরাজয় কার না হইল রণে।
প্রাণ নিরুপাক্ষ যুদ্ধ করে দুইজনে ॥
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে বলিলা বচন।
দেখ দেখ ধনঞ্জয় কুমার লৈক্ষণ ॥
মহা বীরঅবতার অক্ষত শরীর।
গগনে ভরিয়া বাণ এড়ে মহাবীর ॥
তার সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে।
তে কারণে আইল এথা উপক্ষিআ রণে ॥
এড়াইতে না পারিবা আইল ত্বরমান।
সঙ্কট পড়িল আজি এই রণস্থান ॥
না পারিবা তোহ্মা বাণে মারি তাহাক।
কি কর্ম্ম করিবা বোল নিয়োজিবা কাক ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয়।
আহ্মি সংহারিব তারে নাহিক সংশয় ॥
তোহ্মার প্রসাদ হৈতে অনায়াসে রণে।
অবিলম্বে পাঠাইব যমের ভুবনে ॥
হেনকালে আর রথে আরোহিল সুরথ।
বাণ বিষ্টি করে ধনঞ্জয়ের অগ্রেত ॥

ক্রোধে ধনঞ্জয় জোড়ে একশত বাণ।
সুরথের তনু ভেদে সুদৃঢ় সন্ধান ॥
তবে সুরথ বীর মায়া অশ্বসারি।
গগনে উঠিল রথ আরোহণ করি ॥
আকাশে থাকিয়া বাণে শরজাল করে।
শতে শতে বাণ মারে পার্থের উপরে ॥
কৃষ্ণের শরীরে ভেদে শতে শতে বাণ।
যথ বাণ এড়ে তার নাহি সমাধান ॥
পার্থেরে ডাকিআ বোলে করি উপহাস।
দেখ দেখ পার্থ মুই উঠিল আকাশ ॥
রথ তোর রৈক্ষা কর ভেদিব যে শরে।
এ বলিআ বিশিখ তার হৃদয়ে প্রহারে ॥
বাণবেগে অর্জ্জুনের রথ ভ্রমাইল।
বল দিআ কৃষ্ণে তার রাখিতে নারিল ॥
তবে পাঞ্চজন্য বাহে কৃষ্ণ মহাশয়।
দেবদত্ত শঙ্খ বাহে বীর ধনঞ্জয় ॥
সিংহনাদ করেন্ত বানর হনুমান।
তবে সে পার্থের রথ হইল স্থিরমান ॥
অর্জ্জুনেরে বোলে কৃষ্ণ এড়হ আলস।
হেলায় হইল পন্থ চিন্ত এবে যশ ॥
সুরথ বিরথ কর শুন ত্বরমান।
দেখ ধনঞ্জয় আচরিতে আছে বাণ ॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ ধনঞ্জয় বীর।
গাণ্ডীবেতে গুণ দিল অক্ষত শরীর ॥
সারথি পতাকা ধ্বজ অশ্ব সনে রথ।
চূর্ণকৃত করিআ কাটিল মহাসত্ব ॥
ভূমিতে পড়িল তবে সুরথকুমার।
অর্জ্জুনের রথ ধরে করি অহঙ্কার ॥
এই রথ ক্ষেপি আজি মোর বাহুবলে।
পাতালে ক্ষেপিব কিবা সমুদ্রের জলে ॥
অথবা হস্তিনাপুরে পেলাইব রথ।
এই রথ রৈক্ষা কর কৃষ্ণ মহাসত্ব ॥
এ বলিয়া রথ তার সুরথে ধরিল।
ধনঞ্জয় পঞ্চ বাণ সত্বরে জুড়িল ॥

সমেত ভেদিয়া বাণ পশিল হৃদয়ে।
মুহর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রাজার তনয়॥
ক্ষেণে কৈল ভিন সঙ্গী সুরথকুমার।
আর রথে আরোহিয়া আইসে পুনর্ব্বার॥
পুনি দুই বীরে বাণ করে অনিবার।
যথেক যুঝিল রণ নারি লিখিবার॥
গ্রন্থগৌরব হানি তাহা না লেখিলে।
অর্জ্জুনের তরে তবে সুরথ বলিলে॥
তোহ্মার প্রতিজ্ঞা পার্থ না হয় বিফল।
শুনিয়াছি হেন তোর রহস্য সকল॥
মোর রণে প্রতিজ্ঞা করহ ধনুর্দ্ধর।
কি কর্ম্ম করিবা বোল কৃষ্ণের গোচর॥
সুরথের বাক্যে বোলে ধনঞ্জয় বীর।
তোর বাপ বিদিতে কাটি তোর শির॥
একর্ম্ম করিতে যদি না পারি সমরে।
ব্রহ্মবধ পাতকেত তবে মোরে ধরে॥
তোহ্মার প্রতিজ্ঞা এবে বোলহ সুরথ।
কি কর্ম্ম করিবা এবে বোলহ বেকত॥
সুরথে বোলএ তোহ্মা ভূমির উপর।
রথ হোতে পাড়িব যে সমর ভিতর॥
এ হেন করিতে আহ্মি না পারিএ যবে।
আহ্মার সুকৃতি সব নাশ হয় তবে॥
এইরূপে সৈন্য করি দুই মহাবীর।
পুনি যুদ্ধ আচরন্ত নির্ভয় শরীর॥
অষ্টাধিক শত রথ কাটে ধনঞ্জয়।
পুনি পুনি রথ হানে নৃপতিতনয়॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে সুরথকুমার।
গাণ্ডীবের গুণ কাটে অলক্ষ্য আকার॥
লজ্জা পাইল ধনঞ্জয় গুণ নিপাতনে।
আর গুণ চড়াইল অতি ক্রোধমনে॥
তিল পরিমাণ করি পুনি কাটে রথ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে বীর মহাসত্ব॥
কাটিয়া দক্ষিণ বাহু পাড়ে ভূমিতল।
সিংহনাদ করে বীর সেই রণস্থল॥

বলয়াকেয়ুর অলঙ্কৃত বাহুখান।
ভূমিতলে পড়ে মহাতরুর সমান॥
এক হস্ত কাটা গেল নৃপতিনন্দন।
বাম হাতে গদা লৈয়া করে মহারণ॥
রথের ঘোটক মারি কৃষ্ণেরে প্রহারে।
সহস্রেক মত্ত গজ গদাএ সংহারে॥
দুই সহস্রেক রথ করিলেক চুর।
অযুতেক ঘোড়া মারে সংগ্রামেতে শূর॥
অযুত পদাতি মারে গদার প্রহারে।
সিংহের সমান হংসধ্বজের কুমারে॥
তবে ধনঞ্জয় বীর হানে ভল্লবাণ।
গদা সমে কাটি পাড়ে বাম হস্তখান॥
দুই বাহু কাটা গেল আছে কলেবর।
তথাপি সুরথে করে নির্ভয় সমর॥
অর্জ্জুনেকে ডাকি বোলে রাখ আপনাক।
এই তোরে মারিবাম যেহেন বরাক॥
অর্জ্জুনের রথেতে আপনে গদাধর।
আজি তোরে পরাজিমু তাহান গোচর॥
কলেবর মাত্র মুই করি পরাভব।
যথ শক্তি আছে তোহ্মার রাখহ মাধব॥
তোহ্মার পরম বন্ধু বীর ধনঞ্জয়।
তাকে রৈক্ষা করহ সারথি মহাশয়॥
এ বলিয়া ছিন্ন হস্ত কলেবর আর।
বেগে যায় অর্জ্জুনের রথ গ্রাসিবার॥
গাণ্ডীবেতে গুণ দিয়া বীর ধনঞ্জয়ে।
নব বাণ গাড়িলেক তাহার হৃদয়ে॥
দুই বাণে দুই পদ কাটে মহাবীর।
হস্ত পদ কাটা গেল তবু আছে স্থির॥
অর্জ্জুনের রথ প্রতি কবন্ধ ধায়ন্ত।
পূর্ব্বে দেবে দিল বাণ অর্জ্জুনে প্রহন্ত॥
তনু হৈতে মাথা কাটি পড়িল ভূমিত।
বেগে গিয়া পড়ে মুণ্ড পার্থের নাভিত॥
মুণ্ডের নিপাতে পার্থ রথ হৈতে পড়ে।
মুহর্চ্ছিত হইয়া বীর ভূমিতলে গড়ে॥

CENTRAL LIBRARY

সুরথের মুণ্ড গোটা দীঘল নয়ন ।
কুণ্ডলমণ্ডিতে পড়ে কৃষ্ণের চরণ ॥
কবন্ধ পড়িল তার পৃথিবী উপর ।
হস্তী ঘোড়া চাপি মারে সৈন্য বহুতর ॥
অস্বেব্যস্থে কৃষ্ণে ধনঞ্জয় তোলে ধরি ।
রথের উপরে সংজ্ঞা করাইলা শ্রীহরি ॥

গরুড় কর্তৃক কৃষ্ণাদেশে সুরথের
ছিন্নমুণ্ড প্রয়াগে নিক্ষেপ প্রসঙ্গ

অর্জ্জুনেক আশ্বাসিয়া যদি কৈল শান্ত ।
দুই হাতে সুরথের মুণ্ড গ্রাসিলেন্ত ॥
হস্তে মুণ্ড লইয়া অর্জ্জুনেরে বোলে হরি ।
দেখ দেখ ধনঞ্জয় অবধান করি ॥
মুণ্ডে মাত্র সার কৈল প্রতিজ্ঞা সফল ।
রথ হৈতে তোহ্মারে পাড়িল ভূমিতল ॥
সৈত্যবাদী পরম ধার্ম্মিক এইজন ।
তুহ্মি পরে মারিবারে আছে কোনজন ॥
আহ্মাতে পরম ভক্ত সেবক আহ্মার ।
বংশক্রমে সেবা করে মুক্তি কলেবর ॥
কৃষ্ণের বচনে বোলে ধনঞ্জয় বীর ।
মোকে দেও কৃষ্ণ এবে বন্দিমু তার শির ॥
ধার্ম্মিকের মুণ্ড গোটা করিয়া ভকতি ।
পবিত্র হইব আহ্মি ধর্ম্ম পাইব অতি ॥
এ বোলিয়া কৃষ্ণ হোতে বীর ধনঞ্জয় ।
মুণ্ড লইয়া বুলাইল আপনা মুণ্ডএ ॥
তবে রাজ পক্ষীরাজ গরুড় যে স্মরে ।
ত্বরমানে পক্ষীরাজ আইল গোচরে ॥
তবে কৃষ্ণে বোলে শুন বিনতানন্দন ।
পরম ধার্ম্মিক এই সুরথ সুজন ॥
তার মুণ্ড লইয়া চল আহ্মার আদেশ ।
তীর্থরাজ প্রয়াগ আছএ যেই দেশ ॥
প্রয়াগেতে এড় নিয়া বৈষ্ণবের শির ।
চলহ গরুড় তুহ্মি না চিন্তি অচির ॥
গরুড়ে বোলেন মোর বিস্ময় জন্মিল ।
প্রয়াগেত কত তীর্থ গঙ্গার সলিল ॥
প্রয়াগের মহাতীর্থ গঙ্গাবাস হেতু ।
মর্ত্তালোক তরাইতে আরোহণ সেতু ॥
তোহ্মার চরণ ধোতে হৈতে গঙ্গাদেবী ।
তে কারণে পুণ্যহেতু ত্রিভুবনে সেবি ॥
হেন চরণে আসি সে মুণ্ড পড়িল ।
তাহা হৈতে প্রয়াগের কি পুণ্য জন্মিল ॥
গঙ্গা যমুনা দেবী লক্ষ্মী সরস্বতী ।
তোহ্মার চরণে সব তীর্থের বসতি ॥
গরুড়ের বাক্য শুনি কহে গদাধর ।
যে কহিলা গরুড় সকল সৈত্য হয় ॥
সুরথ হইল মুক্ত সন্দেহ নাহিক ।
প্রয়াগগমনে কার্য্য আছএ অধিক ॥
তীর্থরাজ প্রয়াগ মোহর প্রিয়স্থান ।
ধর্ম্মপথে মুক্ত এই হয় পুণ্যবান ॥
পুণ্যবন্ত বড় তীর্থ প্রয়াগে চলহ ।
গঙ্গাজলে মোর পুণ্য স্থানেতে এড়হ ॥
এ বোলিয়া গরুড়ের হাতে মুণ্ড দিলা ।
মুণ্ড লইয়া পক্ষীরাজা আকাশে উঠিলা ॥
অতি মহাবেগে যায় অন্তরীক্ষ পথে ।
পক্ষীরাজ গমন প্রয়াগ মনোরথে ॥
হেন কালে মহাদেব বলদবাহনে ।
রভসে পার্ব্বতী সঙ্গে ভ্রমেন্ত গগনে ॥
নন্দী ভৃঙ্গি আদি করি যত অনুচর ।
পর্য্যটন্ত ভূমিতল দেব শূলধর ॥
মহা ধর্ম্মার্থের মুণ্ড গরুড়ে নেয়ন্ত ।
দূরে থাকি সদাশিব আলোক করেন্ত ॥
ভৃঙ্গিবিট নামে তান এক সেনাপতি ।
তাহাকে আদেশ কৈলা ত্রিদেশের পতি ॥
তুহ্মি যাও ভৃঙ্গি বীর গরুড়ের স্থানে ।
মুণ্ড গোটা আন গিয়া আহ্মা বিদ্যমানে ॥
পার্ব্বতী বোলেন্ত দেব কহ মোতে তত্ত্ব ।
কার মুণ্ড লইয়া যায় কহ মহাসত্ত্ব ॥

CENTRAL LIBRARY

কিবা হেতু সেই মুণ্ড আনিবার তরে।
ভৃঙ্গিরে পাঠাও কেনে গরুড় গোচরে॥
শিবে বোলে শুন দেবী কহি সৈত্য বাণী।
হংসধ্বজ নৃপতি বৈষ্ণব বড় জানি॥
অশ্বহেতু অর্জ্জুনের সনে করে রণ।
সুধন্বা সুরথ তার প্রধান নন্দন॥
বংশ হৈতে ধর্ম্মশীল অতি পুণ্যবন্ত।
কৃষ্ণের প্রভাবে তারে পার্থ কৈল হন্ত॥
সুধন্বার মুণ্ড কৃষ্ণে আকাশে ক্ষেপিল।
মুণ্ডমালা পরিবারে আজি তাকে পাইল॥
এই দেখ মুণ্ডমালা মৈধ্যেতে উজ্জ্বল।
নরমুণ্ড মালার শোভে সোবর্ণ কুণ্ডল॥
সুরথ তাহার ভাই কনিষ্ঠ সহোদর।
তাহারে মারিল রণে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
কৃষ্ণের নির্দ্দেশে গরুড় সুরথমুণ্ড লইয়া।
তীর্থ প্রয়াগেতে যায় গঙ্গা উদ্দেশিয়া॥
এই মুণ্ড আনি আজি মালা পরিবার।
ভৃঙ্গিরে পাঠাইল দেবী কৌতুকে অপার॥
শিব পার্ব্বতীর এথা হইল সম্বাদ।
তথা ভৃঙ্গি গরুড়ের বাড়িল বিবাদ॥
ভৃঙ্গি বোলে মুণ্ড এর আপনা জানিআ।
শিবে পরিবারে মুণ্ড নিবামু কাড়িআ॥
গরুড়ে বোলেন মোর প্রভুর আদেশ।
প্রয়াগেত এড়িবারে এইত সন্দেশ॥
প্রভুর বচন লঙ্ঘি কেনে মুণ্ড দিব।
তুহ্মি হেন শত বীর হেলায় জিনিব॥
ক্রোধে ভৃঙ্গিবিট যায় মুণ্ড গ্রাসিবার।
পাকছাট মারে তবে বিনতাকুমার॥
কত যোজনের পথ ভৃঙ্গিরে উড়াইল।
আছোক আনিব মুণ্ড ছুটে পলাইল॥
ভৃঙ্গিবিট হারি গেল শিবের গোচর।
উপহাস্য পার্ব্বতীএ করিল বিস্তর॥
শিবদূত ভৃঙ্গিবিট করি অহঙ্কার।
আপনা জান তুহ্মি পরহিংসিবার॥
এই পক্ষী চক্রধর দেবের বাহন।
মহাবীর্য্যশালী বীর বিনতানন্দন॥
তোহ্মা প্রভু হয় জান তপস্বিক জন।
শুদ্ধ কলেবর ব্যাঘ্রছাল পরিধান॥
খটক তম্বুরা পানি বরহীন তবে।
বিষ্ণু জানি বীর্য্যশালী মহা অনুভবে॥
তাহার বাহন জিনিবারে গেলা ভৃঙ্গি।
লাজ পাইলা তাহ্মারে জিনিল মহাবলী॥
পার্ব্বতীর বাক্যে শিব ঈষৎ হাসেন্ত।
বৃষভ চলিয়া যাও আদেশ করন্ত॥
আহ্মার দূতের বীর্য্য দেখহ পার্ব্বতী।
কাড়ি আন মুণ্ডবিষ যাও শীঘ্রগতি॥
শিবের আদেশে বৃষ বোলেন্ত সত্বর।
না সরে পবন দিন গরুড় উপর॥
গরুড়ের মাথা তবে হইল কম্পমান।
শৃঙ্গে আলোক করে বৃষ বলবান॥
কৃষ্ণের বাহন পক্ষীরাজ মহাবল।
বৃষ সনে যুদ্ধ করে না হয় তরল॥
পাকছাট করি মুণ্ডে করএ প্রহার।
করনখাঘাতে তনু করএ বিদার॥
দুই দেব বাহনের অতুলিত রণ।
দূরে থাকি দেখেন্ত আপনে ত্রিলোচন॥
জয় পরাজয় না দেখন্ত পশুপতি।
আনিবারে না পারিল বৃষের শকতি॥
বুঝিয়া নন্দীরে শিব আদেশ করিল।
শিবের দ্বিতীয় তনু সমরে চলিল॥
বৃষ আর নন্দী দুই হইয়া একন্তর।
একক গরুড় পক্ষী করেন্ত সমর॥
সংগ্রাম করেন্ত পক্ষী যায়ন্ত চলিআ।
পাছ পাছ যায় নন্দী রথ আরোহিয়া॥
নন্দী গিরি নদী বহু পর্য্যটে দুরন্ত।
আগে যায় পক্ষীরাজ অতি বলবন্ত॥
যাইতে যাইতে পক্ষী প্রয়াগে মিলিল।
অন্বেষ্যন্তে গঙ্গার জলে সে মুণ্ড ক্ষেপিল॥

CENTRAL LIBRARY

জল হইতে মুণ্ড লইয়া নন্দী সেনাপতি।
শিবের হস্তে তুলিয়া দিল শীঘ্রগতি॥
মুণ্ড দেখি হরষিত প্রসন্ন বদন।
প্রশংসা করিল তবে দেব ত্রিলোচন॥
বিষ্ণুর বাহন হয় মহা বলবন্ত।
মহাবীর পরাক্রম মূর্ত্তিএ অনন্ত॥
তাকে জিনি আনিলা সুরথের শির।
পৃথিবীতে তুহ্মি হেন নাহি কোন বীর॥
এইরূপে শূলপাণি প্রশংসা করেন্ত।
হেনকালে আসি তবে পার্ব্বতী হাসেন্ত॥
শিবে বোলে পার্ব্বতী কহিবা মোকে তত্ত্ব।
উপহাস্য কেন কর মোকে কহ সৈত্য॥
হাসিতে হাসিতে তবে বোলেন্ত পার্ব্বতী।
যেমতে আনিল মুণ্ড শুন পশুপতি॥
মহাবলী বুদ্ধিমন্ত বিনতানন্দন।
ভৃঙ্গিরিট বৃষভ জিনিল যদি রণ॥
প্রয়াগে ক্ষেপিল নিয়া সুরথের মুণ্ড।
তথা হৈতে আনিলেক নন্দী যে প্রচণ্ড॥
তবে শিব দুই মুণ্ড একত্র করিআ।
কণ্ঠেত পড়িল হার রত্নরূপী হইআ॥
গরুড় গেলেন্ত জনার্দ্দনের নিকট।
সুরথের মুণ্ড হেতু আছিল সঙ্কট॥

সুবেগের যুদ্ধযাত্রা

এথা হংসধ্বজ রাজা করএ বিলাপ।
বৃদ্ধকালে দিল বিধি পুত্রশোক তাপ॥
সুরথ নিপাতে রাজা হইল অচেতন।
ধারাস্রোতে জল পড়ে রাজার নয়ন॥
হা হা পুত্র সুরথ যে মহা ধনুর্দ্ধর।
তোহ্মারে গ্রাসিল কালে আহ্মার গোচর॥
বাহর সুরথ বাপু আহ্মার নন্দন।
কৃষ্ণার্জ্জুন সঙ্গে পুনি তুহ্মি কর রণ॥
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ বীরগণে পরাজিআ।
অনিরুদ্ধ মহাবীর রণেতে জিনিয়া॥
সর্ব্ব যদু সৈন্য তুহ্মি কৈলা পরাজয়।
তোহ্মা সম মহাবীর নাহি ভুবনএ॥
যৌবনাশ্ব মহারাজা পুত্রের সঙ্গতি।
তাহারে জিনিলা তুহ্মি রণে মহামতি॥
অশ্বশাল্ব মহারাজা অসুরের পতি।
নীলধ্বজ রাজা অগ্নিজামাতা সংহতি॥
কালে গ্রাসিল তোহ্মা অর্জ্জুনের রণে।
মহা ধনুর্দ্ধর বীর অর্জ্জুনের সনে॥
তাহার সহিতে কৈলা একেশ্বর রণ।
যদুসৈন্য পাণ্ডুসৈন্য করিলা নিধন॥
অর্জ্জুন মোহিত কৈলা দেখিল নয়ানে।
মহা মহা রথী সব সংহারিলা রণে॥
হা হা পুত্র করি রাজা ভূমিতে দিয়া গড়ি।
হরিল চৈতন্য রাজা বাহে গড়াগড়ি॥
সুরথের কনিষ্ঠ সুবেগ মহামতি।
বুঝায়ে রাজারে কহিল বহুল ভারতী॥
সমুখ সমরে পড়ে সুরথ যে বীর।
তাহারে না শোচ বাপু চিত্ত কর স্থির॥
রাজারে শান্তাই তবে বোলেন্ত কুমার।
আজ্ঞা কর বাপু আহ্মি যুদ্ধে যাইবার॥
প্রদক্ষিণ করি চলে যুদ্ধ করিবার।
বাপের বচনে চলে সুবেগকুমার॥
রণেতে বসিল যেন অগ্নিঅবতার।
সংগ্রাম করিতে মুই চলিল সত্বর॥
এই ঘোড়া লইয়া যজ্ঞ কর মহারাজা।
সুখে গিয়া কর তুহ্মি আপনার কাজ॥
সুধন্বাসুরথবৈরী সংহারিব রণে।
অবিলম্বে আসিবাম তোহ্মার সদনে॥
দিব্যরথ আরোহিয়া লইয়া বহু সৈন্য।
সিংহনাদ করি যায় হইয়া অগ্রগণ্য॥
মহানাদ করিয়া টঙ্কারি ধনুর্গুণ।
মহাবেগে চলি যায় গ্রাসিতে অর্জ্জুন॥
বিচিত্র বাদ্যের ধ্বনি রথ মনোহর।
সৈন্য কোলাহলে পূরে দিগদিগন্তর॥

সৈন্য কলরব আর গজের গর্জ্জন ।
পদাতির সিংহনাদ পূরিল গগন ॥
তা দেখিয়া বোলে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ।
যুদ্ধ হেতু আইল হংসধ্বজের তনয় ॥
যুদ্ধে বিশারদ বীর সমরে পণ্ডিত ।
তাহারে জিনিব হেন নাহি পৃথিবীত ॥
পরম বৈষ্ণব হয় সুবেগকুমার ।
মহাসত্ত্ব সিংহ যেন রণে দুর্নিবার ॥
ভ্রাতৃশোকে আইসে দেখ করিবারে রণ ।
সঙ্কট পড়িব বড় পাণ্ডুর নন্দন ॥
দেখ দেখ ধনঞ্জয় সুবেগ প্রকট ।
আজিকার রণে বড় পড়িল সঙ্কট ॥
সুধন্বা সুরথ হৈতে মহাবলবন্ত ।
আজি তোহ্মার সৈন্যসব করিবেক অন্ত ॥
মহাবেগবন্ত দেখ অগ্নিঅবতার ।
আজি যথ সৈন্য সব করিবে সংহার ॥
সর্ব্ব সৈন্য পাছে করি দেখ আগু রহে ।
এহার বাণের বেগ কোন বীরে সহে ॥
তার রণ সহিতেনি পারিবা ধনঞ্জয় ।
না জানি কি কার্য্য ফলে আজিকার লয়ে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
কি করিতে যুক্ত হয় বোল দামোদর ॥
তুহ্মি যার সারথি আপনে গদাধর ।
তাহার আপদ নাই সংসার ভিতর ॥
হেলাএ সুবেগ আজি জিনিব যে রণে ।
সাক্ষাতে দেখিবা তুহ্মি দেব জনার্দ্দনে ॥
কেমত বৈরাগী হয় সুবেগকুমার ।
আজি রণে তারে মুই করিমু সংহার ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন হেনমতে কহিতে কথন ।
সাক্ষাতে মিলিল আসি নৃপতিনন্দন ॥
রণস্থলে প্রবেশিল সুবেগ যখনে ।
বীরদর্প করিআ যে বোলেন্ত তখনে ॥
পার্থ সঙ্গে থাক তুহ্মি দেব দামোদর ।
কপটে বধিলা তুহ্মি কংসনৃপবর ॥
তোহ্মার মন্ত্রণাএ হইল কুরুকুল ক্ষয় ।
তোহ্মার মন্ত্রণাএ হইল ভীষ্মপরাজয় ॥
মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রণেতে দুর্ব্বার ।
কপটে তাহারে তুহ্মি করিলা সংহার ॥
বসুমতী গ্রাসিল কর্ণের রথচক্র ।
অর্জ্জুনে না মারে তারে তুহ্মি হইলা বক্র ॥
ভীমার্জ্জুন সঙ্গে করি দেব দামোদর ।
কপটে বধিলা তুহ্মি মগধঈশ্বর ॥
হিত বিপরীত যে তোহ্মার নাহি জ্ঞান ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে আসি যুদ্ধ কর বাণ ॥
পৃথিবী গ্রাসিতে পারে সুধন্বা সুরথ ।
কেমত কারণে জিনে পার্থ মহাসত্ত্ব ।
সুধন্বার রণে পার্থ পাইল পরাজয় ।
অর্জ্জুনের কার্য্যে কৈলা নিজ পুণ্য ক্ষয় ॥
জন্মান্তরের পুণ্য দিয়া অর্জ্জুনের কাজ ।
ফিরি রণে রহিআছ মুখে নাহি লাজ ॥
প্রিয় সেবক তুহ্মি করাইলা নিধন ।
সার্থক গোয়াল তুহ্মি বুজিল কারণ ॥
আজি রণে পরাজিব বীর ধনঞ্জয় ।
তাকে রৈক্ষা কর দেখি কৃষ্ণ মহাশয় ॥
এমত কৃষ্ণেরে বোলি সুবেগ সুমতি ।
অর্জ্জুনেরে ডাকি তবে বোলিল ভারতী ॥
শুন শুন পার্থবীর বচন কলাপ ।
তোরে মারি খণ্ডাইব ভাইএর সন্তাপ ॥
তুহ্মি যে বধিলা মোর ভাই সহোদর ।
তোহ্মার রুধিরে আজি তর্পিব সমর ॥
যেবা বোলে সারথি আছে দামোদর ।
আজি তোরে করাইবা যমের গোচর ॥
সুবেগের বাক্যে বোলে পাণ্ডুর নন্দন ।
শুনরে বর্ব্বর তুহ্মি আমার বচন ॥
সংহার করিল তোর দুই সহোদর ।
তুহ্মিই যাইবা দড় তার সহচর ॥
মোর বাণে খাইব আজি তোহর রুধির ।
মিথ্যা অহঙ্কার কেনে কর মহাবীর ॥

CENTRAL LIBRARY

এ বোল বুলিআ করে দুই মহারণ।
মহা শরবিষ্টি করে নৃপতিনন্দন॥
পরিঘ মুষল গদা শূল ভিন্দিপাল।
খুর ভল্ল বিসিখ যে নারাচ বিশাল॥
অর্দ্ধচন্দ্র ভুশণ্ডি যে ক্ষুরতি কুঠার।
ছেন আসিপত্র বাণ বহুল প্রকার॥
ঝাকে ঝাকে বাণ মারে নৃপতিনন্দন।
বাণে আচ্ছাদিল তবে রবির কিরণ॥
বাণে অন্ধকার তবে গগনের পথ।
না সঞ্চরে অশ্ব গজ না সঞ্চরে রথ॥

হংসধ্বজের সুবেগকে যুদ্ধে
নিবৃত্তকরণ : কৃষ্ণবন্দনা

হেনকালে সৈন্ধ্যা হইল দিন অবসান।
হংসধ্বজ নৃপতিএ লভিলেক জ্ঞান॥
যারে দেখিবারে মুই আরম্ভিল রণ।
সেই কৃষ্ণ নয়ানে দেখিল জনার্দ্দন॥
প্রতিজ্ঞা করিল মুই সভার ভিতর।
কৃষ্ণদেব দেখিতে অর্জ্জুন রথপর॥
প্রতিজ্ঞা পুরাইল মোর সুধন্বা সুমতি।
তথাপিএ মোর মনে ভ্রম বাড়ে অতি॥
কৃষ্ণের চরণে পড়ে সুধন্বার মাতা।
স্বর্গে গেল পুত্র মোর নাহিক অন্যথা॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় তনু পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তার রণে পড়িল সুরথ বীরবর॥
সেই মুণ্ড পড়ে গিআ কৃষ্ণের চরণে।
মোক্ষপদ পাইল পুত্র দেখিল নয়ানে॥
ধৈন্য হইল রাজ্য মোর এ চম্পকবতী।
চরণে পরশ কৈল দেব যদুপতি॥
ধৈন্য সে ভাবিল মুই তাহান চরণ।
অন্ত্যকালে প্রসন্ন হইলা জনার্দ্দন॥
এথেক ভাবিয়া হংসধ্বজ নরপতি।
গেল যথা যুদ্ধ করে সুবেগ সুমতি॥
তথা গিআ পুত্র ধরি বুঝাইল রণে।
যুদ্ধ না করিঅ পুত্র অর্জ্জুনের সনে॥
পুত্রেরে নিবারি রাজা আইল নিজ ঘরে॥
রথারথী সনে যথ সৈন্য সহচরে॥
আপনে পুরীতে গিআ রাজা মহামতি।
পাত্রমিত্র লইয়া রাজা করেন্ত যুকতি॥
সতত সেবিএ আহ্মি কৃষ্ণজগদীশ।
বাঞ্ছিত কৃষ্ণের সেবা আহ্মি অহর্নিশ॥
অর্জ্জুনের সনে রণ করি অকারণ।
জনম সফল হইল কৃষ্ণদরশন॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধেতে দেখিল জনার্দ্দন।
ভক্তি উপজিল দেখি পাণ্ডুর নন্দন॥
এথেক বলিয়া হংসধ্বজ নরপতি।
কৃষ্ণ দেখিবারে যাএ সপত্নী সঙ্গতি॥
যথ প্রজা আছে মোর পুরীর ভিতর।
সকল চলিয়া আইস দেখি দামোদর॥
জনম সফল হইব হইবা স্বর্গবাস।
নররূপী কৃষ্ণ দেখি পূরিবেক আশ॥
বহুমূল্য রত্ন মণি বহু অশ্বগজ।
কাঞ্চনে গঠিয়া লইল উচ্চ উচ্চ ধ্বজ॥
কৃষ্ণ হেতু পার্থ হেতু বহু উপহার।
সঙ্গে করি লই রাজা নিজ পুত্র দার॥
যজ্ঞের ঘোটক লইল বহুল আনন্দে॥
হংসধ্বজ রাজা চলে বহুবিধ ছন্দে।
যথাতে আছএ হরি কৃষ্ণ দামোদর।
তথাতে চলিল হংসধ্বজ নৃপবর॥
হংসধ্বজ কৃষ্ণ যদি সাক্ষাতে দেখিল।
সপুত্র বান্ধবে কৃষ্ণের চরণ বন্দিল।
স্তুতি করে হংসধ্বজ কৃষ্ণের চরণ।
পশিল শরণ কৃষ্ণ তোহ্মার চরণ॥
অনাদি নিদান তুহ্মি ত্রিভুবন সার।
অবতীর্ণ হইয়াছ ক্ষিতি তরাইবার॥
গরুড়বাহন কৃষ্ণ শঙ্খচক্রধর।
তোহ্মার সৃজন সৃষ্টি যথা চরাচর॥

CENTRAL LIBRARY

যার নাম শরণে পাতক নাশ হএ।
যাহারে স্তবএ মুনি আনন্দ হৃদয়ে॥
এহেন চরণ আহ্মি নয়ানে দেখিল।
অনুরাগ পুরাও যে শরণ পশিল॥
আজি হৈতে গদাধর মুই তোহ্মার দাস।
অনুগ্রহ কর মোরে দেব পীতবাস॥
সফল ধরিল মুই যজ্ঞের তুরঙ্গ।
যার হেতু হইল যুদ্ধ ধনঞ্জয় সঙ্গ॥
ধৈন্য বীর সুধন্বা জিনিল ধনঞ্জয়।
সে কারণে মোর রাজ্যে আইলা মহাশয়॥
কৃষ্ণের বিদিতে আনি উপহার দিল।
রাজ্যপ্রজা ধনজন সব সমর্পিল॥
অন্ত্যকালে মুক্তপদ পাইতে কারণ।
অনুগ্রহ কর মোরে দেব নারায়ণ॥
এ বোলিআ হংসধ্বজ করএ বিনয়।
প্রীতি হইয়া আলিঙ্গিল কৃষ্ণ মহাশয়॥
হাসিয়া বোলেন্ত তবে দেবচক্রপাণি।
তুহ্মি ধর্ম্ম রাজা বৈষ্ণব অগ্রগণি॥
তুহ্মি হেন ধার্ম্মিক রাজা নাহি ভুবনএ।
সাধু সাধু প্রশংসিল কৃষ্ণ মহাশয়ে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বোলে নরপতি।
অনুগ্রহ কর মোরে দেব যদুপতি॥
সদাই তোহ্মার সঙ্গে বৈসএ পাণ্ডব।
স্বস্নেহ নাহিক তান কথাএ পরাভব॥
একত্রে তাহার সঙ্গে থাক দামোদর।
যাহার সারথি হএ আপনে ঈশ্বর॥
হেন বীর ধনঞ্জয় অতি পুণ্যবন্ত।
তোহ্মার পরম বন্ধু ভুবনে বোলেন্ত॥
যাহারে প্রশংসা করে যথ দেবগণ।
রুদ্রদেব রণেতে তুষিল যেইজন॥
তাহারে দেখাও মোরে দেবকীনন্দন।
সাফল্য হউক মোর জনম জীবন॥
বাম হাতে তান কর ধরি নারায়ণ।
করাঅন্ত অর্জ্জুনের সনে দরশন॥

যজ্ঞের ঘোটক আনি রাখিলা গোচর।
রথধ্বজ অশ্বগজ রত্ন বহুতর॥
হংসধ্বজ পার্থেরে দেখিআ বিদ্যমান।
প্রণাম করিয়া বোলে বিদিতে তাহান॥
আজি হোতে ধনঞ্জয় মুই তোর বশ্য।
যে কর্ম্ম করিতে বোল করিমু অবশ্য॥
হংসধ্বজ বচনে পার্থ মহামতি।
আলিঙ্গিয়া তাহানে হেন বলিল ভারতী॥
ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির যেন সহোদর।
আজি হোতে তুহ্মি রাজা তান সমোসর॥
কৃষ্ণে বোলে শুন রাজা আহ্মার বচন।
আহ্মার পরম বন্ধু পাণ্ডুর নন্দন॥
তান সঙ্গে পৃথিবী পর্য্যট নরপতি।
ঘোড়া রৈক্ষা কর ধনঞ্জয়ের সঙ্গতি॥
প্রাণপণ করি আহ্মি পাণ্ডবের তরে।
এথ জানি মিত্র করি এড়হ সমরে॥
আজি হৈতে অর্জ্জুনের মিত্র হও তুহ্মি।
যুধিষ্ঠির নিকটে চলিআ যাই আহ্মি॥
এ বলিআ কৃষ্ণ তথা সত্বরে চলিল।
হস্তিনাপুরীতে গিয়া সত্বরে মিলিল॥
যুধিষ্ঠির স্থানে গিআ সকল কহিল।
শুনি ধর্ম্ম নরপতি আনন্দ হইল॥
এথা হংসধ্বজ রাজা সংহতি চলিল।
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

অশ্বের দক্ষিণ দিকে কিরাত-যবন প্রভৃতি রাজ্যে গমনের পর উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ত্রিগর্ত রাজ্যে প্রবেশ

মুনি বোলে হেনমতে যজ্ঞ তুরঙ্গম।
বহু দূর দক্ষিণে ভ্রমিল অনুক্রম॥
তবে অশ্ব উলটিয়া উত্তরে চলএ।
পূর্ব্ব দিগ আবোধিয়া চলিল নির্ভয়ে॥
বাইতে উত্তর পথে পূর্ব্ব অনুসারে।
দিগদিগন্তর অশ্ব গমন সঞ্চরে॥

CENTRAL LIBRARY

কিরাত যবন আদি যথ রাজাগণ।
সে সব জিনিয়া যায় পাণ্ডুর নন্দন ॥
যে অশ্ব ধরএ তাথে জিনে ধনঞ্জয়।
হেনমতে গেল অশ্ব ত্রিগর্ত্ত রাজ্যএ ॥
সূর্য্যব্রহ্ম নামে রাজা যজ্ঞঅশ্ব ধরি।
অর্জ্জুনের সনে সেই মহাযুদ্ধ করি ॥
পরাজয় পাইল যদি অর্জ্জুনের ঠাই।
কেতুব্রহ্ম নামে বীর আইল তার ভাই ॥
তাহার নিধনে আইল বৃত্রব্রহ্ম বীর।
সসৈন্যে করিল সেই সমর গম্ভীর ॥
মহাসত্ত্ব অর্জ্জুনে জিনিল তারে রণে।
অশ্ব এড়ি দিআ সেই চলিলেক সনে ॥
যুধিষ্ঠির আদেশে ক্ষেত্রি রৈক্ষা পাএ।
তথা হৈতে যজ্ঞ অশ্ব বহুদূরে যাএ ॥

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে অশ্ব

ভগদত্ত রাজ্যে গিআ অশ্ব প্রবেশিল।
বজ্রদত্ত নামে বীর সে অশ্ব ধরিল ॥
সে যে মহা বলবন্ত ভগদত্তসুত।
অর্জ্জুন সহিতে যুদ্ধ করিল অদ্ভুত ॥
তাহারে জিনিআ পার্থ অশ্ব উদ্ধারিল।
সসৈন্যে যে বজ্রদত্ত সংহতি চলিল ॥
যজ্ঞের তুরঙ্গ যে উত্তর পথে চলে।
পাছে পাছে ধনঞ্জয় চলে কুতূহলে ॥
হংসধ্বজ রাজা চলে সবল বাহনে।
অনুশাল্ব প্রদ্যুম্ন প্রমুখ বীরগণে ॥
এড়িল উত্তর পথে যজ্ঞের ঘোটক।
সত্বরে উত্তর পথে যথেক কটক ॥
না এড়ে তাহার সঙ্গ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পঞ্চ বীর চলিল তাহার অনুচর ॥
হংসধ্বজ রাজা আর রুক্মিণী তনয়।
অনুশাল্ব সনে বৃষকেতু মহাশয় ॥
যৌবনাশ্বতনয় সুবেগ মহামতি।
এই পঞ্চ বীর যাএ পার্থের সঙ্গতি ॥

অশ্বের অশ্বিনী ও ব্যাঘ্ররূপ :
পার্বতীর তপস্যা ও দৈত্য প্রসঙ্গ

চরিতে চরিতে ঘোড়া গেল বহুদূর।
বনে প্রবেশিল গিআ দেখে বহু স্থর ॥
পথশ্রমে জলপান করিবার তরে।
বনমৈধ্যে ঘোড়া নামে এক সরোবরে ॥
জলে যদি প্রবেশিল যজ্ঞের তুরঙ্গ।
তুরঙ্গিনী চিহ্ন হইল ব্যক্ত হইল অঙ্গ ॥
অশ্বিনী হইল অশ্ব দেখে সর্ব্বজন।
পরম বিস্মিত হইল অর্জ্জুনের মন ॥
পুনি কথ দূরে যদি সে অশ্বিনী গেল।
পঞ্চ বীর সঙ্গে পার্থ তার লাগ পাইল ॥
আর এক সরোবর সমুখে দেখিল।
যজ্ঞের তুরঙ্গ গিআ তাহাতে মিলিল ॥
যে জল পরশে গিআ অশ্ব কলেবর।
ব্যাঘ্ররূপী হইল ঘোড়া অতি ভয়ঙ্কর ॥
ব্যাঘ্ররূপে বনে ফিরে মৃগ অন্বেষিতে।
সঙ্গে যাএ পার্থবীর পরম বিস্মিতে ॥
হেন কথা কহিতে জয় মুনি মহাজ্ঞানী।
জিজ্ঞাসিল জনমেজয় সেই কথা শুনি ॥
এই অদ্ভুত মুনি কহত কারণ।
জল পরশিতে কেনে তনু বিলক্ষণ ॥
মুনি বোলে শুন রাজা কহি তত্ত্বসার।
পূর্ব্বকালে এই বনে আছিল ব্যবহার ॥
হিমগিরি নন্দিনী পার্ব্বতী গুণবতী।
শিব আরাধিতে সতী তপে হইল মতি ॥
সেই সরোবর মৈধ্যে দেবে করে স্তব।
শিব শক্তি সরাক্ষর মন্ত্র করে জপ ॥
হেন কালে এক মহা দৈত্য গেল তথা।
পার্ব্বতীরে দেখি মনে কামে হইল ব্যথা ॥
তপভঙ্গ করি তবে এ হেন বলিল।
কেমন কারণে দেবী স্তব আরম্ভিল ॥
অতি সুকুমার দেখি প্রধান রূপসী।
একাকিনী বনে আসি তপস্যা করসি ॥

মোকে ভজ বালা তোর যেই মনে হিত।
সে কর্ম্ম করিব আমি বোল সুনিশ্চিত ॥
দৈত্যের বচনে রুষ্ট হইলা পার্ব্বতী।
শাপ দিআ ভস্ম করিলেক শীঘ্রগতি ॥
ভস্ম করিয়া দৈত্য শাপে সরোবর।
যে পুরুষ নামে এই জলের ভিতর ॥
নারীরূপ হউক সেই জন ততক্ষণ।
এই সরোবরে দুষ্ট এই সে কারণ ॥
যে জল পরশে হয় ব্যাঘ্র কলেবর।
তাহার কারণ সেই শুন নৃপবর ॥
সৈত্য কালে এক বিপ্র অতি পুণ্যবন্ত।
তীর্থ করিবার তরে ক্ষিতি পর্য্যটন্ত ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মিলে সেই সরোবরে।
জলেতে মজিল স্নান করিবার তরে ॥
জলক্রীড়া নির্ব্বহন্তি উঠন্তি ব্রাহ্মণ।
কুম্ভীরে আসিআ তারে ধরে ততক্ষণ ॥
ক্রোধ হইল তপশালী মুনি মতিমন্ত ॥
সবোর প্রতি তেনি এই শাপিলেন্ত ॥
দেব দৈত্য অসুর যথেক নিশাচর।
পশু পক্ষী নাশ কিবা যথেক কিন্নর ॥
মৃগ কীট পতঙ্গ প্রমুখ ভূতগণ।
এই জলে যেবা নামে পিপাসা কারণ ॥
ব্যাঘ্র হউক সেই জন্তু মোর শাপবলে।
অন্যথা নাহিক শাপ দিল তপফলে ॥
সরোবরে প্রতি বিপ্র এই শাপ দিআ।
আপনা আশ্রমে গেলা তাহারে শাপিআ ॥
একারণে জল খাইয়া অর্জ্জুনের হয়।
ব্যাঘ্রকলেবর হইআ বনে পর্য্যটএ ॥
অর্জ্জুনের সনে সর্ব্ব সৈন্য সেই বনে।
ঘোড়া ব্যাঘ্র হইল দেখি চিন্তা পাএ মনে ॥
একি একি সর্ব্বজনে আলোকএ কাজ।
ব্যাঘ্ররূপে পর্য্যটন্ত সেই বনমাঝ ॥
ধনঞ্জয় মহাবীর বুদ্ধি অনুপায়।
প্রীত হইয়া স্মরে কৃষ্ণ বিষ্ণু রাম রাম ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ তুহ্মি বিনে আর নাহি গতি।
তোহ্মার প্রসাদে যুধিষ্ঠির নরপতি ॥
তোহ্মার প্রসাদে তরি সকল আপদ।
তোহ্মার প্রসাদে পাইল পৈতৃক সম্পদ ॥
যে কৃষ্ণ প্রসাদে জিনিলাম দুর্য্যোধন।
লজ্জা হৈতে দ্রৌপদীরে করিলা রৈক্ষণ ॥
যার অনুগ্রহে রাজা যজ্ঞ আরম্ভিল।
সে কৃষ্ণ চরণে আহ্মি সব সমর্পিল ॥
মোকে যে প্রসন্ন হও দেবকীনন্দন।
খণ্ডউক আপদ মোর অতি বিলক্ষণ ॥
কায়মনে অর্জ্জুন স্মরণ করি হরি।
নরসিংহ নরসিংহ ডাকে উচ্চস্বরি ॥
সর্ব্ব সৈন্য দেখিতে আছএ অকস্মাৎ।
ব্যাঘ্ররূপ খণ্ডিল ঘুচিল অবসাদ ॥
যজ্ঞের ঘোড়ায় ধরে পূর্ব্ব কলেবর।
আনন্দে পূর্ণ হইল পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
সর্ব্ব সৈন্য আনন্দিত বাদ্য বাহে ঘন।
নৃত্য করে নর্ত্তকী নাচএ যোদ্ধাগণ ॥
টিটাকারি শব্দ করএ কোলাহল।
পাণ্ডবের সৈন্যে হইল মহাগণ্ডগোল ॥
বহুল প্রমাদ ভাবে রক্ষিতে তুরঙ্গ।
আর কথ দূরে গিআ পর্যটাতে সঙ্গ ॥

প্রমীলার দেশে অশ্ব

লঙ্ঘিতে উত্তর পথে অতি সুখগম্য।
এই রাজ্যে দেখে তাতে পরম সুরম্য ॥
অমরাপুরীর সম পুরী রূপবতী।
সর্ব্ব নারীময় নাহি পুরুষের গতি ॥
নারী সে নৃপতি তথা পাত্র মহাপাত্র।
সকল যুবতী তথা সুললিত গাত্র ॥
ভিন্ন রাজ্য হৈতে তথা যদি কদাচিত।
মিলএ পুরুষ নারী রূপে বিমোহিত ॥
একমাস মাত্র তথা সুখে নিবহন্ত।
স্থানগুণে টুটে আয়ু তখনে মরেন্ত ॥

CENTRAL LIBRARY

কৈন্তা সে প্রসবে তথা পুরুষ সম্ভব।
বিধাতার ঘটন যে হেন অনুভব॥
হেন রাজ্যে যজ্ঞের ঘোটক মিলে গিআ।
পার্থ সঙ্গে ছত্র বীর তথাতে মিলিআ॥
কথ দূর পাছে সৈন্যগণ যাএ লড়ে।
মিলিলেক গিয়া ঘোড়া নগর ভিতরে॥
প্রমীলার সঙ্গে তথা নারী রূপবতী।
শুনিলেক পার্থ আইসে ঘোড়ার সঙ্গতি॥
প্রমীলাএ আদেশিল কুতূহল মনে।
ঘোটক কাড়িয়া আন চল সর্ব্বজনে॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ভাই সহোদর।
শুনিআছি পার্থ বীর মহা ধনুর্দ্ধর॥
দেবাসুর দৈত্যগণ মিলিলেক রণে।
তাহান বান্ধব বোলে দেবকীনন্দনে॥
কুরুক্ষেত্রে সর্ব্ব বীর রাজা সংহারিল।
মহাবীর করি তানে সবে প্রশংসিল॥
আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
মোর অস্ত্রে সংহারিল পাণ্ডব কুমার॥
বড় কর্ম্ম করিবাম আজুকার রণে।
না পারিব রাখিতে আপনে জনার্দ্দনে॥
যথ নারীগণ মিলি আইসউক সত্বরি।
নিঃসর যাবত নাসা ছেদ নাহি করি॥
প্রমীলার বচনে নিঃসরে সেনাপতি।
চন্দ্রাবতী সেনাপতি অবাধিত গতি॥
এক নারী গিআ অর্জ্জুনের ঘোড়া ধরে।
বলতকারে নিল ঘোড়া পুরীর ভিতরে॥
প্রমীলা যুবতী দেখি অশ্বের যে বেশ।
ঘোড়াশালে নেয় ঘোড়া করিল আদেশ॥

অর্জুন-প্রমীলার যুদ্ধ: উভয়ের পরিণয়

অর্জ্জুনের ঘোড়া অশ্বশালেত রাখিয়া।
যুদ্ধ হেতু প্রমীলা নিঃসরে বচন লৈয়া॥
মাথাএ ধবল ছত্র ধবল চামর।
গজবাজী রথরথী সাজে বহুতর॥
নারী সৈন্য সঙ্গে করি রথ আরোহিলা।
নারীর নৃপতি যাএ ধনুর্ব্বাণ লইয়া॥
পূর্ণ শশধর জিনি বদন সুন্দর।
আইল প্রমীলা নারী করিতে সমর॥
ধনঞ্জয় বীর দেখিআ ধনুর্দ্ধর।
প্রমীলা যুবতী ডাকি বোলে উচ্চ স্বর॥
তোহ্মার ঘোটক মুই কাড়িআ আনিল।
আপনার ঘোড়াশালে বান্ধিয়া রাখিল॥
আহ্মাকে জিনিয়া ঘোড়া উদ্ধারিতে চাহ।
মোর বাণে আজি যমপুরে চলি যাঅ॥
অহঙ্কার কর বড় নির্ব্বলী সব মারি।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইব আজি তোহ্মারে সংহারি॥
নয়ান কটাক্ষে বাণ আগে প্রহারিব।
বিষম বিশিখ বাণে পাছে সংহারিব॥
নারী মৈধ্যে মোর সম বীর নাহি আর।
পুরুষেত ধনঞ্জয় তুহ্মি বলী আর॥
তোর মোর সহযোগ উচিত ঘটনা।
পৃথিবী করিব বশ করিআ যন্ত্রণা॥
কোন কালে যেই সুখ নাহি কর ভোগ।
আহ্মার সঙ্গতি তোর হইব হেন যোগ॥
যদি হেন না করসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তবে মোর শরে চলি যাইবে যমঘর॥
এ বলিআ যথ নারী সৈন্য সহচর।
ভাবে বুঝি প্রমীলা কটাক্ষ নিরন্তর॥
অপ্সরা তুল্য রথ সৈন্য বলবন্ত।
অর্জ্জুন সাক্ষাতে ভাব বহু আচরন্ত॥
কর্ণসুত বৃষকেতু বীর আছে স্থির।
আর সব পুরুষের শিথিল শরীর॥
খুল্লতাত অর্জ্জুনেরে বরে নারীগণ।
সে কারণে স্থির কৈল অর্জ্জুনের মন॥
পাণ্ডুসুত ধনঞ্জয় বড় ধৈর্য্যবন্ত।
মনস্থির করিআ যে প্রমীলা বোলেন্ত॥
যে বোলসি প্রমীলা আহ্মারে বরিবার।
সর্ব্বথাএ তাহারে না করি অঙ্গীকার॥

শুনিআছি এই দেশ সভার বৃত্তান্ত।
এক মাসে পুরুষের প্রাণ হএ অন্ত॥
মরণের ভয় কেনে কর ধনঞ্জয়।
মাসেক থাকিবা সুখে আমার আলয়॥
তোমার সনে অনুসৃতা আমিএ যাইব।
তোমা বিনে সর্ব্বথা এ ক্ষিতি না রহিব॥
মোরে পাণিগ্রহ কৈলে মাসেক রক্ষিবা।
না হইলে সমরেতে আজকা মরিবা॥
উভয়েতে মৃত্যু জান জিঅ এক মাস।
পূরএ যে ধনঞ্জয় মোর অভিলাষ॥
সমরেতে জিন কিবা অথবা শৃঙ্গারে।
একমত পরাজয় করহ আমারে॥
রতি যুদ্ধ দেঅ মুই মাগি রতিদান।
ব্যর্থ না করিঅ পার্থ চিন্তহ কৈল্যাণ॥
কামবাণে পীড়িত প্রমীলা গুণবতী।
তান বাক্যে ধনঞ্জয় বোলেন ভারতী॥
পরিহর দুষ্ট বাক্য বেশ্যা ব্যবহার।
মোর ঘোড়া এড়ি প্রাণ রাখহ আপনার॥
অথবা বহুল লজ্জা পাইবা আপনে।
শুনিআছ শূর্পনখা যে কৈল লক্ষণে॥
তে হেন অবস্থা আজি পাইবা মোর স্থান।
এ বোলিআ পার্থে বাণ করিল সন্ধান॥
প্রমীলারে মারিবারে ধনু টঙ্কারিআ।
এড়িলেক ছয় বাণ হুহুঙ্কার দিয়া॥
হাসিতে হাসিতে তবে প্রমীলা যুবতী।
অর্দ্ধপথে ছয় বাণ কাটে শীঘ্রগতি॥
কাটিয়া পার্থের বাণ অতি ত্বরমান।
আপনে এড়িল তবে দিব্য এক বাণ॥
হৃদয়ে ভেদিয়া ব্যথা পাএ পার্থবীর।
ধৈর্য্য ধরি অবিলম্বি আছিল সুস্থির॥
পুনি শতে শতে বাণ সহস্রেক জোড়ে।
বাণবিষ্টি প্রমীলাকে সঙ্কট না ভাবে॥
রথধ্বজ অর্জ্জুনক বাণে আচ্ছাদিল।
মোহাঘোর সিংহনাদ প্রমীলায়ে কৈল॥
ক্রোধ হইল ধনঞ্জয় মৃগ যুদ্ধ করে।
গাণ্ডীবেত গুণ দিআ মোহন অস্ত্র জোড়ে॥
তাহার আকার বুঝি প্রমীলা যুবতী।
তিন বাণে মোহন অস্ত্র কাটে শীঘ্রগতি॥
মোহন অস্ত্র গুণ সে ছেদন করিআ।
প্রমীলায়ে অর্জ্জুনেরে বোলেন্ত ডাকিআ॥
যে বীর শক্তি আছে বাণ যুদ্ধ জানে।
মোহন অস্ত্র আচরন্ত হীনবল জনে॥
অল্প প্রাণী হও তুহ্মি জানিল কারণ।
মোর বাণে যাইবা আজি যমের ভুবন॥
মোহন অস্ত্র কাটি তবে এমন বলিল।
ধনঞ্জয় বীর তবে রণেতে বসিল॥
গাণ্ডীবেত গুণ দিআ জোড়ে দিব্যবাণ।
প্রমীলারে ছেদিবারে হইল ক্রোধ মন॥
অমোঘ যে ব্রহ্মবাণ গুণেত সান্ধিল।
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিল॥
সম্বর সম্বর বাণ বীর ধনঞ্জয়।
নারীবধ পাতকের কেনে নাহি ভয়॥
মহাবিজ্ঞ সাহসী যে প্রমীলা যুবতী।
মারিবারে না পারিবা তোমার শকতি॥
না এড় অমোঘ অস্ত্র শুন মোর বাক।
গ্রহণ করহ বীর নারী প্রমীলাক॥
দেশে লইয়া যাও তবে আয়ু হবে চির।
এ নগরে না রহিঅ পার্থ মহাবীর॥
সর্ব্ব নারীগণ যাউক হস্তিনা নগর।
এই বাক্য রাখ পার্থ অন্যথা না কর॥
শুনিআ আকাশবাণী ধনঞ্জয় বীর।
সম্বরিল ব্রহ্মঅস্ত্র গ্রহিলা বচন॥
প্রমীলাকে পাণিগ্রহণ করিলা তখন।
সেইত সমরস্থলে আছিল ব্রাহ্মণ॥
তবে প্রমীলারে হেন বচন বলিল।
বেদের বিধানে তোমা বিবাহ করিল॥
ব্রতস্থ হইয়াছি আমি অশ্ব রাখিবারে।
উপযুক্ত নহে তাতে করিতে শৃঙ্গারে॥

CENTRAL LIBRARY

হস্তিনাপুরীতে যাও শুন গুণবতী।
দেশে গেলে তোহ্মা সঙ্গে ভঞ্জিব সুরতি॥
তোহ্মা সহচরী যথ নারী সৈন্যগণ।
তথা গেলে পতি লভিবেক জনে জন॥
তুরঙ্গ সঙ্গতি যাইব দেশ দেশান্তর।
যেই তোর মনে লয় সেই কর্ম্ম কর॥
ঘোড়া মোর এড়হ প্রমীলা রূপবতী।
উদ্যানে ভ্রমিতে ঘোড়া যথ লএ মতি॥
অর্জ্জুনে এথেক যদি বচন বলিল।
তখনে প্রমীলা দেবী ঘোড়া আনি দিল॥
যথা আছে যুধিষ্ঠির রাজা মহামতি।
তথাতে চলিয়া যাএ প্রমীলা যুবতী॥
যথেক যুবতী সৈন্য আর রাজ্যধন।
সব লইয়া প্রমীলায়ে গেল ততক্ষণ॥
এথাএ অর্জ্জুনের ঘোড়া যদি মুক্ত হইল।
পুনি উত্তরের পথে যে অশ্ব চলিল॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা নানা রসময়।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ রচিল সঞ্জয়॥

বৃক্ষ দেশে অশ্ব :
ভীষণ রাক্ষস বধ

স্ত্রীরাজ্য হৈতে যদি ঘোড়া নিঃসরিল।
গিরি নদী বহুতর রভসে তরিল॥
চরিতে চরিতে ঘোড়া গেল বৃক্ষদেশ।
সে রাজ্যেত বিধাতার ঘটনা বিশেষ॥
বৃক্ষের ফলেত জন্ম নারী পশুরূপ।
বৃক্ষে জন্মে মুনিবর বহুল স্বরূপ॥
প্রভাতে জন্মে যথ বৃক্ষ জীবগণ।
মধ্যাহ্ন কালেত হয় পুরুষ যৌবন॥
সৈন্ধ্যাকালে জন্ত মরে রাত্রিকালে শূন্য।
বিবিধ ঘটনা হেন রাজ্যে হত পূর্ণ॥
হেন দেশে ঘোড়ায়ে সংহতি ফিরন্ত।
ধনঞ্জয় বীর আজি কৌতুক দেখন্ত॥
বিধাতার ঘটনা প্রশংসে সর্ব্বজন।
ঘোড়া সঙ্গে সে নগরে করিল গমন॥
তথাতে এক পদ নগরে মিলিলা।
যক্ষ বানর আর অনেক দেখিলা॥
নিরাতঙ্কে সেই রাজ্যে তরি ধনঞ্জয়।
একচক্ষু নগরে মিলিলা মহাশয়॥
ত্রিনেত্রা নগরে আর দীর্ঘনাশা রাজ্য।
ত্রিপদ নগর হোতে নিঃসরিল আর্য্য॥
বিস্তর ভ্রমিল পার্থে অশ্বের সাহায্য।
কথাতে নাছিল তান নিরোধ মহান॥
ঘোড়া লইয়া অর্জ্জুন ভ্রমিতে বনে বন।
রাক্ষসনগরে গিয়া ঘোড়া উপস্থিত॥
তথাতে রাক্ষসগণ অত্যন্ত বিকৃত॥
মনিষ্যের মাংস খাএ খাএ পশুগণ।
দীর্ঘকর্ণ লম্ব ওষ্ঠ বিরূপ লৈক্ষণ॥
তিন কোটি রাক্ষস বৈসএ সেই দেশ।
বক রাক্ষসের পুত্র মহামায়া ভেস॥
নগর নিকটে বনে তুরঙ্গ বহন্ত।
ঘোড়ার কপালে পত্র পঠিয়া চাহন্ত॥
অর্জ্জুনের ঘোড়া হেন সমর্ম্ম জানিআ।
নিশাচর সবে ঘোড়া বনে ধরে গিআ॥
বন এড়ি নগরেত যায় ত্বরমান।
জানাইতে সে রহস্য ভীষণের স্থান॥
মনিষ্যের অন্তে যজ্ঞ পবিত্র ধরিল।
মনিষ্যের কপালে জপমালা বিরচিল॥
গজমুণ্ড কমণ্ডলু হাতএ তাহার।
চক্ষু ঘোল বরণ কণ্ঠেতে পরে হার॥
ওষ্ঠে কপালে হইল কর্ণেতে ভূষণ।
গজমেরু অস্থি করে দন্ত সুলক্ষণ॥
রাক্ষসের দূত সব ত্বরমানে গিআ।
ভীষণ রাজাতে কহে আনন্দিত হইয়া॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ভাই সহোদর।
যার নাম বিখ্যাত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥

ঘোড়া রক্ষিবারে আইল নগরে তোহ্মার ।
এই পার্থ জান রাজা বিপক্ষ আহ্মার ॥
তোর বাপ বক যে রাক্ষস মহাবল ।
ভীমে তারে মারিছে শুনিছ সকল ॥
ভীমের কনিষ্ঠ এই পার্থ মহাবীর ।
পিতৃবৈরী সংহারিবা রণে হইয়া স্থির ॥
ঘোড়া বন্দী করি তবে রাক্ষসের পতি ।
নরমেধ যজ্ঞ কর পুণ্য পাইবা অতি ॥
আচার্য্য হইব আহ্মি অতি গুণবন্ত ।
আর ব্রহ্ম রাক্ষস আছএ পুণ্যবন্ত ॥
কুলীন ব্রাহ্মণ সব আছএ নগরে ।
চতুর্মাস্যা একাদশী সদাএ যে করে ॥
মদ্যপান করি তবে রুধির পিবন্ত ।
মাস উপবাসী তবে সদাএ করেন্ত ॥
চতুর্মাস্যা ব্রত যে কনিষ্ঠে নির্ব্বহন্ত ।
কহি শুন ভীষণ নৃপতি বলবন্ত ॥
শ্রাবণ মাসেতে ব্রত আরম্ভিল দক্ষ ।
জলরাশি মনিষ্য মাংসে করেন ভক্ষ ॥
উর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীক বহুল ভক্ষিয়া ।
ভাদ্র মাসে নিবহন্ত ব্রতস্থ হইয়া ॥
আশ্বিনেত জটাধর তপস্বী ভক্ষন্ত ।
কার্ত্তিকেত কুমারীমাংস প্রশস্ত করন্ত ॥
বোলে ব্রহ্ম রাক্ষস সকল যক্ষ তর ।
অতি বীর নিশাচর বাক্য শুন মোর ॥
ধনঞ্জয়বীর ধর তোর পিতৃবৈরী ।
অশ্বগজ তাহার আনহ ধরি ধরি ॥
নরমেধ যজ্ঞ কর তুহ্মি মহারাজ ।
পাইবা বহুল কীর্ত্তি রাক্ষস সমাজ ॥
রাবণ রাজাএ পূর্ব্বে এক যজ্ঞ কৈল ।
আহ্মি সবে ভুঞ্জি তাতে বড় প্রীতি পাইল ॥
সেই হোতে এই যজ্ঞ কেহ নাহি করে ।
তুহ্মি কর যজ্ঞ এবে আহ্মার গোচরে ॥
ব্রহ্ম রাক্ষসের বাক্য শুনিআ ভীষণ ।
কহিলেন্ত ভক্তি করি তাহারে তখন ॥

পিতৃ বৈরী সমান আইল ধনঞ্জয় ।
তাহাকে ধরিয়া দিব নাহিক সংশয় ॥
কিন্তু নরমেধ যজ্ঞ ভোজন তোহ্মার ।
কথেক করিবা তুহ্মি বোলহ আহ্মার ॥
পার্থ সৈন্য হৈতে তোহ্মার কথ দিব ভোগ ।
কহ ব্রহ্ম রাক্ষস তোহ্মার যেন যোগ ॥
রাজার বচনে ব্রহ্ম রাক্ষসে বোলেন্ত ।
আহ্মার ভোজন যোগ শুন মতিমন্ত ॥
মনিষ্যের লোচন যে হস্তী বহুতর ।
খাইবার শ্রদ্ধা মোর মাংস সহচর ॥
হৃষ্টপুষ্ট সহস্রেক নর কলেবর ।
উদর ভরিব আজি তোহ্মার গোচর ॥
বহু ভক্ষন নহি করি আহ্মি পরিতুষ্ট ।
যৌবনেতে আছিলাম ভোজন বিশিষ্ট ॥
অধনে ভাঙ্গিতে নারি বৃদ্ধ কলেবর ।
এইমাত্র খাইবাম যজ্ঞের গোচর ॥
ব্রহ্ম রাক্ষসের হেন বচন শুনিআ ।
তুষ্ট হইল রাজা অল্প ভোজন জানিআ ॥
অপর ব্রাহ্মণগণ হারেতে আনাইল ।
যজ্ঞ হেতু অতি বড় মণ্ডপ বনাইল ॥
ধনঞ্জয় ধরিবারে বোলেন্ত বচন ॥
কুতূহলে নিঃসরহ রাক্ষসের গণ ।
তিন কোটি রাক্ষস আইল যুঝিবার ।
অশ্বগজ রথরথী সৈন্য পরিবার ॥
রাক্ষসী সকল আইল কুতূহল মনে ।
নরের শুণিত মাংস খাইতে কারণে ॥
অর্জ্জুনের ধ্বজেতে বানর হনুমন্ত ।
বৃদ্ধ রাক্ষসিনী সবে আলোক করেন্ত ॥
হনুমান দেখি তবে মনে পাইল ভয় ।
পলায় পলায় ডাক হইল অতিশয় ॥
রাবণ রাজাএ পূর্ব্বে জনক দুহিতা ।
লঙ্কাতে হরিআ নিল অতি সুচরিতা ॥
অশোক বনেতে নিয়া তাহারে রাখিল ।
বশ করিবারে আহ্মা সব নিয়োজিল ॥

CENTRAL LIBRARY

এই যে বানর বেটা সীতার নিকট।
আহ্মি সব দেখি তাকে পাইল সঙ্কট॥
বহুল রাক্ষস সৈন্য মারিল প্রধান।
লঙ্কাপুরী দহিল রাবণ বিদ্যমান॥
তাহার সম্মুখে স্থির নহে তুহ্মি সব।
মহাবলী বানর করিব পরাভব॥
বৃদ্ধের বচন শুনি যথ নিশাচরী।
এই কপি খাইব নিজ বেশ ধরি॥
আকাশ গমনে আসে নিশাচরগণ।
লেঙ্গুড়ে জুড়িয়া ধরে পবননন্দন॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে পূর্ব্বে সৈত্য করিছেন্ত।
সেই হেতু বানর সব ধ্বজে নিবহন্ত॥
ভূমিতলে পড়িআ রাক্ষস ছর করে।
আর সব পলাইল তাকে দেখি তবে॥
মারিল রাক্ষসগণ বীর হনুমান।
হেনকালে ভীষণ আইল রণস্থান॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত দেখি নিশাচর পতি।
আজি কোথা যাইবেন ধনঞ্জয় মহামতি॥
তোর ভাই ভীমে মোর পিতৃবধ কৈল।
তখনে নাছিল পাশে প্রাণ লইয়া গেল॥
মোর ভাগ্যবলে আজি লাগ পাইল তোক।
পিতৃ বৈরী সংহারিআ পাঠাইব যমলোক॥
নরমেধ যজ্ঞ আজি মাংসে আচরিব।
পাছে গিআ তোর ভাই ভীম সংহারিব॥
তোহর শুণিত আজি করিবাম পান।
সহ দেখি ধনঞ্জয় মোর কথ বাণ॥
শরজাল করে যেন বরিষার কাল।
এ বোলিআ ভীষণ রাক্ষস মহাবল॥
যথেক রাক্ষসগণে বাণ বিষ্টি করে।
অস্ত্র সব মারন্ত মারন্ত তরুবরে॥
রাক্ষসের আটোপ দেখিআ ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীবেত জোড়ে বাণ ক্রোধ অতিশয়॥
বাণে বৃষ্টি করি রথ কৈল খণ্ড খণ্ড।
বাছি বাছি বাণ মারে অধিক প্রচণ্ড॥

দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
নর আর রাক্ষসের হইল মহারণ॥
বক রাক্ষসের পুত্র মহাবলবন্ত।
ধনঞ্জয় মহাবীর বাক্য না সঅন্ত॥
তবে বীর ধনঞ্জয় অথর্ব্ব বিদিত।
রাক্ষসগণে মহাবাণ জোড়ে অতুলিত॥
এড়িলেক মহাবাণ সমর মাঝার।
বড় বড় রাক্ষস সব করিল সংহার॥
ভাঙ্গিল রাক্ষস সব ধায় চারিধারে।
গিরিশৃঙ্গে প্রবেশন্ত প্রাণ রাখিবারে॥
তবে যে ভীষণ নামে নিশাচর পতি।
রচিল রাক্ষসী মায়া ক্রোধ হইয়া অতি॥
রণস্থলে হইলেক গিরি গুরুতর।
সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ পশু পড়ন্ত বিস্তর॥
মায়া ভাতি গঙ্গা নদী তাতে আরোপিআ।
গঙ্গাতীরে অশ্বমেধ অদ্ভুত সাজিআ॥
গঙ্গাতীরে আশ্রমেতে মুনি বেশ ধরি।
অর্জ্জুনেক বোলে হেন আশীর্ব্বাদ করি॥
আহ্মি বসি মুনি এথা তপোবন মাঝ।
তপ করিবারে নারি রাক্ষসের কাজ॥
তুহ্মি মহা ধনুর্দ্ধর বীরঅবতার।
বড় পুণ্যে আইলা তুহ্মি আশ্রমে আহ্মার॥
স্নান করি গঙ্গার জল ফলমূল খাও।
অতিথি হইয়া তুহ্মি মোর তপ চাহ॥
রাক্ষস সংহার বাণ দিবাম তোহ্মারে।
তবে সে জিনিবা নিশাচর পরিবারে॥
রহ মোর আশ্রমেত বীর ধনঞ্জয়।
শান্ত হও স্নান করি গঙ্গার জলএ॥
অর্জ্জুনে বুঝিলা সব রাক্ষসের মায়া।
ধরিয়ে তপস্বী বেশ গুপ্ত করি কায়া॥
যুঝিতে আছিল এই সমরের স্থল।
আচম্বিত পর্ব্বতের আশ্রম বিমল॥
এই সে ভীষণ হেন মনে কৈল সার।
বাণজালে করিলেক আশ্রম সংহার॥

CENTRAL LIBRARY

মায়া না রহিল দেখি নিজমূর্ত্তি ধরে।
মুনির বেশ ছাড়িয়া ভীষণ অনুসারে॥
ব্যক্ত হইল রাক্ষস হরিল মায়াজাল।
অর্জ্জুনেহ দিব্য অস্ত্র এড়িল ততকাল॥
ভীষণ সংহার কৈল বীর ধনঞ্জয়।
লুটিলেন্ত সব পুরী প্রসন্ন হৃদয়॥
বহুবিধ মণিরত্ন রথ অশ্ব গজ।
রাক্ষসের পুরী লুটি চলে কপিধ্বজ॥
রাক্ষসের পুরীখান সব লুট করি।
তথা হৈতে চলিল ঘোটক অনুসারি॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

মণিপুরে অশ্ব

রাক্ষসের পুরী হইতে অর্জ্জুনের হয়।
মুক্ত হইয়া চলিলেক গতি অতিশয়॥
এক চক্রাদেশ হৈতে সে অশ্ব চলিল।
হেন মতে বহুদেশ অশ্ব পর্য্যটিল॥
পাছে পাছে চলিলেক বীর ধনঞ্জয়।
কেহ না ধরয়ে ঘোড়া অর্জ্জুনের ভয়ে॥
মনসুখে ঘোড়া লইয়া দেশ সঞ্চরন্ত।
কথদূরে মণিপুরে গিয়া যে মিলন্ত॥
সেই পুরীর গুণ কিবা কহিবারে পারে।
যত্নে অতিশয় বিধি নির্ম্মিল তাহারে॥
সর্ব্ব জন পুণ্যবান ধর্ম্মে কামে নিষ্ঠ।
শান্ত মূর্ত্তি বলবন্ত সর্ব্বজন শিষ্ট॥
বেদশাস্ত্রে সকলের পরাগত শীল।
ঘরে ঘরে যজ্ঞ হোম অতিথি স্তর্পিল॥
রণে বিশারদ সর্ব্বজন পুণ্যবন্ত।
মহাবীর দেখি কভো বিমুখ না হন্ত॥
অপভাষা বচনের নাহিক সঞ্চার।
হীনজনের মুখে সংস্কৃত বাক্য সার॥
প্রতিদিন উৎসব করেন্ত ঘরে ঘরে।
রোগ শোক দারিদ্র্য নাহিক কোনকালে॥

বভ্রুবাহন নামে তথা বৈসে নরপতি।
নিজ বাহুবলে সাজে সব বসুমতী॥
সেই রাজ্য দেখি ধনঞ্জয় মহাসত্ত্ব।
হংসধ্বজ নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল তত্ত্ব॥
কি নাম নগরী এই অতি রূপবতী।
কদাচিত নাহি দেখি এমন বসতি॥
কেমন নৃপতি এই কোন বলবন্ত।
তথা জানিবার তরে রভস মোহন্ত॥
কহ হংসধ্বজ রাজা বচন ত্বরিত।
সত্বরে না কহ কেনে উদার চরিত॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিআ ততক্ষণ।
কহে হংসধ্বজ রাজা রাজ্যবিবরণ॥
এই মণিপুর রাজ্য দেখ পুণ্যস্থান।
সর্ব্বজন বিষ্ণুভক্ত রণে বলবান॥
বভ্রুবাহন নামে রাজা এথা মহারথী।
প্রথম যৌবন রাজা বীর্য্য ধরে অতি॥
দাতা অগ্রগণ্য রাজা খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
সমরভূমিতে যেন দাতা সমোসর॥
আক্ষি হেন নৃপতি সহস্র সেবে তাক।
দ্বারেতে খাটএ আসি যেহেন বরাক॥
সহস্রেক সোবর্ণ শকট পূর্ণ করি।
বৎসরেক কর আক্ষি দেহি অনুসারি॥
আক্ষি হেন নৃপতি সহস্র তারে সেবে।
রণে জিনিবার তরে না পারে বাসবে॥
সুবুদ্ধি সৎ গুণী তার বৃদ্ধ সেনাপতি।
কার্ত্তিকের সম বল ধরএ শকতি॥
আছোক যে বভ্রুবাহন রণেত জিনিব।
তারে জিনে হেন শক্তি নাহি কোন জীব॥
সেনাপতি সুবুদ্ধি আইসএ যদি রণে।
মহা মহা নৃপ সব পলাএ তখনে॥
এ হেন সঙ্কট স্থানে আইল তোহ্মার হয়।
না জানি কি কর্ম্ম আজি ফলে ধনঞ্জয়॥
যদি বভ্রুবাহন তোহ্মার ঘোড়া ধরে।
উদ্ধারিতে না পারিবা তাহারে সমরে।

CENTRAL LIBRARY

হংসধ্বজ রাজা হেন কহিতে কথন।
আকাশ হৈতে গৃধপক্ষী পড়িল তখন॥
আকাশ হৈতে পড়ে পক্ষী কিরীটি উপরে।
পড়িল আসিআ দেখে সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরে॥
সে সকল মৃত্যুযোগ অশুভে রচিল।
অর্জ্জুনের শরীরে দেখিএ প্রবাহিল॥

ধৃত অশ্ব লইয়া পিতৃসকাশে বভ্রুবাহন

সর্ব্বজন চিন্তিত অশুভ আলোকিআ।
সর্ব্ব সৈন্য কম্পমান ভয় বিমর্ষিআ॥
হেনকালে সে তুরঙ্গ প্রবেশে নগরে।
কুতূহলে যথা তথা সকল সঞ্চরে॥
কোন নৃপতির ঘোড়া পালে বহু বীরে।
সঞ্চরিতে মণিপুর নগর প্রাচীরে॥
বভ্রুবাহন নৃপে শুনি এই বিবরণ।
সৈন্ধ্যাকালে ঘোড়া ধরি আনে ততক্ষণ॥
সভামণ্ডপে রাজা বসিআ আছেন্ত।
বহু পাত্রমিত্রে পরিচর্য্যা আচরন্ত॥
মণির প্রদীপ জলে রাজা বিদ্যমান।
সিংহাসনে নরপতি ইন্দ্রের সমান॥
হেনকালে ঘোড়া ধরি নিল এক চর।
আপনে পঠেন্ত রাজা পত্রের অক্ষর॥
পাণ্ডুবংশোদ্ভব রাজা নামে যুধিষ্ঠির।
হস্তিনাপুরীতে রাজা রণে মহাবীর॥
গোত্রবধ পাতক যে খণ্ডাইবার তরে।
আরম্ভিল অসিপত্র ব্রত করিবারে॥
কনিষ্ঠ সোদর তান পার্থ মহামতি।
ঘোটক রক্ষিতে নিয়োজিল সেনাপতি॥
যে রাজার শক্তি আছে ঘোটক ধরউক।
শক্তিহীন নরপতি শরণ পসউক॥
বভ্রুবাহন নৃপে হেন পঠিয়া লিখন।
সুবুদ্ধি মন্ত্রীরে ডাকি আনিল তখন॥
যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ অর্জ্জুন পুণ্যবন্ত।
তীর্থযাত্রা হেতু পূর্ব্বে পৃথিবী ভ্রমন্ত॥
গন্ধর্ব্ব রাজার কৈন্যা চিত্রাঙ্গদার উদরে।
আমার জনম হইল গন্ধর্ব্ব নগরে॥
তবে মোর জননীরে এড়ি ধনঞ্জয়।
যুধিষ্ঠির সেবিবারে গেলেন্ত রাজ্যএ॥
মোর মাতা রহে গন্ধর্ব্ব রাজার বিদিত।
নৃত্য করে মাও মোর অতি সুললিত॥
দৈবগতি তালভঙ্গ হইল দেখিআ।
শাপিলেক মাতামহ ক্রোধ আচরিআ॥
কুম্ভীর শরীর হইয়া নাম গিআ জলে।
এই শাপ দিল তোরে মোর পুণ্য ফলে॥
তবে তেনি মায়েরে বহুল সান্ত্বাইলা।
শাপের শাপান্ত তবে তখনে বলিলা॥
দৈবগতি আসি যদি ধনঞ্জয় মিলে।
তান পদযুগ তুহ্মি পরশ করিলে॥
সেই তোর করিবেক শাপের মুকতি।
স্বামী পরে বনিতার আর নাহি গতি॥
এই শাপ পাইয়া মোর মাও গেল জলে।
এই মণিপুরে আহ্মি রহিছি সমূলে॥
নাগকৈন্যা অর্জ্জুনের অপর বনিতা।
উলূপী তাহার নাম অতি সুচরিতা॥
সেই যে আহ্মারে পুষিল চিরকাল।
তাহান প্রসাদে আহ্মি এথা মহীপাল॥
তেকারণে আহ্মার জনক ধনঞ্জয়।
ঔরস সম্ভবে আহ্মি তাহান তনয়॥
না চিনিয়া আগে তাহান ঘোটক ধরিল।
এই পত্র পঠি মোর জনক চিনিল॥
কি কর্ম্ম করিব যুক্তি বোল মন্ত্রীবর।
বাপের ঘোটক ধরি কৈল অথান্তর॥
রাজার বচন শুনি সুবুদ্ধি বলিল।
পাণ্ডু বংশোদ্ভব তুহ্মি আহ্মিহ চিনিল।
তোহ্মার জনক হয় বীর ধনঞ্জয়।
ধর্ম্ম পথে হও তুহ্মি তাহান তনয়॥
বাপের চরণে ভক্তি পুত্রের আচার।
চারি বেদে বুঝাইল হেন ব্যবহার॥

CENTRAL LIBRARY

আগে তান ঘোড়া তুহ্মি না চিনি ধরিলা।
জ্ঞানের গোচরে অপরাধ না করিলা॥
ঘোড়া লইয়া যাও তুহ্মি তাহান বিদিত।
সহ পরিবারে যাও পড়িয়া ভূমিত॥
প্রসাদ যে বস্ত নেয় বহুল প্রকারে।
বৎসরেক সঙ্গে ভ্রম ঘোড়া রাখিবারে॥
বাপের আদেশ পালি ধর্ম্মপথে রহ।
রাজ্য ধনজন যথ তানে সমর্পএ॥
এথা তিনি রাজা হইয়া যাউক নগরে।
ঘোড়া রাখিবারে তুহ্মি যাও দেশান্তরে॥
বাপের সাহায্য তনয়ের মূল ধর্ম্ম।
সত্বরে করহ রাজা হেন নীতিকর্ম্ম॥
মন্ত্রীর বচনে রাজা প্রবোধ পাইল।
সাধু সাধু বলি রাজা বহু প্রশংসিল॥
আদেশ করিল বভ্রুবাহন নরপতি।
রাজ্য খণ্ড চালাও সকল সেনাপতি॥
বাল্য বৃদ্ধ যুবা নারী পুরুষ সকল।
সঙ্গে মোর আইসউক করিয়া কুতূহল॥
অন্তঃপুরবাসী নারী আইসউক ত্বরিতে।
আমার বাপের পদে প্রণাম করিতে॥
বহু ধন মণিরত্ন লইয়া উপহার।
চল সর্ব্বজন মোর বাপ সেবিবার॥
মঙ্গল করুক গিয়া মঙ্গলিয়া জনে।
প্রণব উচ্চারি বেদ পঠউক ব্রাহ্মণে॥
নৃত্যগীত আনন্দ করউক কুতূহলে।
জয় জয় শব্দ করউক বাহিনী সকলে॥
এই রাত্রিকালে সাজি আইসউক সর্ব্বজন।
প্রণমিব গিআ আহ্মি বাপের চরণ॥
এ বলিয়া নরপতি চলিল সত্বরে।
সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড লইয়া বাহির নগরে॥
যথা ধনঞ্জয় বীর সৈন্য সহচর।
ব্যূহ করি রহিয়াছে করিতে সমর॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বীর করিতে সমর।
চতুরঙ্গ বাহিনী যে সাজিছে বিস্তর॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বীর ব্যূহ করিছেন্ত।
আপনেহ ধনঞ্জয় সাজিআ আছেন্ত॥
যদুবংশ বীর সব আছেন্ত সাজিয়া।
অশ্বশাল্ব রাজা আছে যুদ্ধ আকাঙ্খিয়া॥
পুত্রশোকে যৌবনাশ্ব রাজা আছে সাজি।
বভ্রুবাহন নৃপতিকে জিনিয়া নিতে বাজী॥
নীলধ্বজ রাজা আর রাজা হংসধ্বজ।
যুদ্ধ হেতু সাজিআছে আরোহিআ গজ॥
কর্ণের নন্দন বীর আছে সাবধানে।
মেঘবর্ণ সাজিয়াছে অতি বলবানে॥
হেনকালে বভ্রুবাহন সনে নরপতি।
তথা গিয়া মিলে গজস্কন্ধে মহামতি॥
দূরে থাকি গজ এড়ি ভূমিপদ হইয়া।
হাটিতে হাটিতে আসে মাথা নোয়াইয়া॥
ক্ষেণে ক্ষেণে দূরে থাকি করএ প্রণাম।
বহু উপহার আনে অতি ত্বরমান॥
অগুরু সুগন্ধি জল ছিটে ঘন ঘন।
দুর্ব্বাদল বরিষন্ত সকল ব্রাহ্মণ॥
জয় শব্দ মঙ্গল করেন্ত সৈন্যগণ।
অন্তঃপুর সনে বভ্রুবাহন মতিমান॥
যজ্ঞের ঘোটক আগু করিয়া রাজার।
বহুবিধ মণিরত্ন দিয়া উপহার॥
অর্জ্জুন দেখিয়া রাজা ভূমিতে পড়িল।
সপুট করিয়া রাজা প্রণাম করিল॥
লৈক্ষ লৈক্ষ রাজখণ্ড লোক একত্তর।
দণ্ডবৎ অর্জ্জুনের চরণগোচর॥
অন্তঃপুরগত যথ রাজনারীগণ।
প্রণামেন্ত উদ্দেশিয়া অর্জ্জুন চরণ॥
রত্নমণি অশ্ব গজ রথ বহুতর।
উপহার দ্রব্য লইয়া তাহার গোচর॥
দণ্ডবৎ কৈল বহু বভ্রুবাহন নরপতি।
অর্জ্জুন নিকটে গেল করিআ ভকতি॥
তান পাও মাথে দিআ বেসনের সনে।
পড়িলেক বভ্রুবাহন বাপের চরণে॥

CENTRAL LIBRARY

অর্জ্জুন বোলেন তবে তুহ্মি কোন জন।
কি নাম তোহ্মার হয় কাহার নন্দন ॥
বভ্রুবাহন বোলে করি জোড় হাত।
সবিনয় স্তুতি বাক্য হেট করি মাথ ॥
তোহ্মার তনয় মুই তুহ্মি মোর পিতা।
চিত্রাঙ্গদা মাও মোর তোহ্মার বণিতা ॥
যখনে ভ্রমিলা পূর্ব্বে তীর্থ করিবার।
তোহ্মার ঔরসে জন্ম হইল আহ্মার ॥
দেবী চিত্রাঙ্গদা মোরে উদরে ধরিল।
নাগকন্যা উলূপীএ মোহরে পুষিল ॥
না চিনিয়া ঘোড়া মুই ধরিল প্রথমে।
পত্রাক্ষর পঠিয়াযে জানিলুম মর্ম্মে ॥
রাজ্য ধন যথ মোর গ্রহণ করহ।
অজ্ঞানে করিলাম দোষ মোহর ক্ষেমহ ॥
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে মুই ঘোটক রাখিতে।
আজ্ঞা কর মহাশয় সানন্দিত চিত্তে ॥
এ বোলিয়া পুনি রাজা ভূমিতে পড়িল।
দুই সৈন্য অর্জ্জুনের মুখ নিরীক্ষিল ॥
কিছু না বলিল পার্থে সুখেতে আছিল।
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ বীরে তাহানে কহিল ॥
আপনা তনয় বহু বিনয় করেন্ত।
ভূমি হোতে কোলে তুলি লও মতিমন্ত ॥
উপহার দ্রব্য যথ গ্রহণ করহ।
পুত্রের ঐশ্বর্য্য দেখি করহ অনুগ্রহ ॥

বভ্রুবাহনের প্রতি অর্জুনের তিরস্কার

এসব বচন শুনি পার্থ মহাবীর।
ক্রোধ হইয়া চরণে প্রহারে তার শির ॥
দূর হও পাপশালী না থাক গোচর।
মোর পুত্র না হও তুহ্মি ভীত কলেবর ॥
বেশ্যা চিত্রাঙ্গদা গর্ভে তোকে প্রসবিলে।
মোর ঔরসে সর্ব্বথাএ তুই না জন্মিলে ॥
নিত্য কি তোহ্মার মাও বেশ্যা ব্যবহার।
রাজযোগ্য না হও তুহ্মি শুন কুলাঙ্গার ॥
জ্ঞানে বা ধরিলে ঘোড়া অজ্ঞানে ধরিলে।
প্রথমে আহ্মার ঘোড়া বলে তুই নিলে ॥
কেনে যুদ্ধ ভয় পাইয়া তুই দুরাচার।
বেশ্যা মূর্ত্তি হইয়া আইলে লইয়া উপহার ॥
আহ্মার ঔরসে না জন্মিলে ভয় ভীত।
অভিমন্যু পুত্র হইল রণে প্রতিষ্ঠিত ॥
চক্রব্যূহ ভেদে দ্রোণ কর্ণ না গণিয়া।
ভীমবীর তর্জ্জিলেক সমর করিয়া ॥
কোথা সিংহ অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন।
কোথা তুই শিবা তুল্য ভয়যুক্ত মন ॥
আহ্মা শরে রণে তোর সৈন্য না পড়িল।
তোহ্মার শরীরে নহি বাণ প্রবেশিল ॥
কেনে ভয় পাইয়া ক্ষুদ্র শরণ পশিলে।
ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম তুই যুদ্ধ না করিলে ॥
নিত্য কাপুরুষ তুই নৃত্য কর গিআ।
যাওরে পাপিষ্ঠ ধনুর্ব্বাণ বিসর্জ্জিয়া ॥
অর্জ্জুনের বচন যে শুনিআ নিষ্ঠুর।
বভ্রুবাহন নৃপতি যে রুষিল প্রচুর ॥
হাসিতে হাসিতে বোলে শুনরে পাণ্ডব।
পাণ্ডুর ক্ষেত্রেতে জন্ম ইন্দ্রের সম্ভব ॥
আপনা না জান মোরে বিরূপ বোলহ।
মোর মাও বেশ্যা হেন সভা মৈধ্যে কহ ॥
মোর মাও পরিহরি তুহ্মি গেলা দেশ।
পুনি না আসিলা পাপ করিলা বিশেষ ॥
সে পাপের ফল আজি পাইবা সমরে।
ক্ষত্রিযোগ্য দেখাইব তোহ্মার গোচরে ॥
চলরে সুবুদ্ধি সেনাপতি ত্বরমান।
নারীগণ যাউক বোল আপনার স্থান ॥
ঘোড়া ধরি লইয়া যাও নগর ভিতরে।
কার শক্তি আছে দেখি ঘোটক উদ্ধারে ॥
সর্ব্ব সেনাপতি আজি সাজহ সত্বরে।
রথ আরোহিআ চল করিতে সমরে ॥
এ বলিআ নরপতি আরোহিল রথ।
গাত্রতে কবচ হাতে ধনু মহাসত্ব ॥

CENTRAL LIBRARY

রণশুণ্ড কোটি কোটি সাজে মত্ত গজ।
সাত সাত কোটি রথ চলে উচ্চতর ধ্বজ॥
অশ্বগজ সমে দুই অর্ব্বুদ তুরঙ্গ।
তিন অর্ব্বুদ পদাতি আইল তার সঙ্গ॥
মহা মহা সৈন্য লইয়া বভ্রুবাহন যোধ।
যুদ্ধ হেতু সাজি আইল তেজি উপক্রোধ॥
বাজএ বহুল বাদ্য অতি ঘোরতর।
সিংহনাদ যোধ সবে করে ভয়ঙ্কর॥
ধনুর টঙ্কার শব্দ যেহেন নির্ঘাত।
সাজি আইল বভ্রুবাহন মণিপুর নাথ॥
মহারথে আরোহিয়া হাতে ধনু শর।
অর্জ্জুনেরে বোলে আইল করিতে সমর॥
পিতৃভাবে তোমারে অর্চ্চিল শান্তাইয়া।
রুদ্ররূপ হইল এবে অধর্ম্ম দেখিআ॥
হাতেতে গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ করহ।
সমরেতে গোটা কত মোর বাণ সহ॥
দুই সৈন্য মহা যুদ্ধ বাণ আরম্ভিল।
রথরথী অর্জ্জুনে আপনে আহুড়িল॥

বভ্রুবাহনের যুদ্ধ

বীরদর্পে বোলে বভ্রুবাহন মহাশয়।
তা দেখিয়া রোষে অনুশাল্ব মহাশয়॥
রথ আরোহিয়া অনুশাল্ব নরপতি।
বভ্রুবাহন সনে যুদ্ধ করিবারে মতি॥
ধনুতে টঙ্কার মারি করে সিংহনাদ।
বলবান মানিলেক হত অবসাদ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ অনুশাল্ব এড়ে।
বভ্রুবাহন নৃপতির হৃদয়েতে গাড়ে॥
তার ঘাও সহিত বভ্রুবাহন মহাবীর।
সাত বাণে বিন্ধে অনুশাল্বের শরীর॥
অনুশাল্বে বাণ কাটি পাড়ে অর্দ্ধপথে।
তুমুল সংগ্রাম করে দুই মহাসত্বে॥
অন্তে অন্তে বাণ অন্ত অন্ত তনু ভেদি।
অন্ত অন্ত বাণে অন্ত অন্ত তনু ছেদি॥
বাণ ফুটি দুই বীর শিথিল শরীর।
ধারারূপে দুই জনের পড়এ রুধির॥
তবে বভ্রুবাহন বীর অর্জ্জুননন্দন।
চারি বাণে চারি ঘোড়া কাটে ততক্ষণ॥
সারথি ছেদিয়া রথ কাটিল তাহার।
অক্ষয় কবচ ধনু কাটিল রাজার॥
অনুশাল্ব আর রথ করি আরোহণ।
আর ধনু ধরি যাইল করিবারে রণ॥
মহাবীর অনুশাল্ব বসিল সমরে।
বভ্রুবাহন নৃপতির সারথি সংহারে॥
হাতের ধনুক কাটি পড়ে ভূমিগত।
ধ্বজ অশ্ব সমে রথ কৈল চূর্ণবৎ॥
সাত সহস্রেক বাণ ভেদিয়া শরীরে।
সিংহনাদ করে অনুশাল্ব মহাবীরে॥
ক্রোধ হইল বভ্রুবাহন হইয়া পদরথী।
আর ধনু হাতে লইল যুঝিবার মতি॥
আর রথে আরোহিয়া করে শরজাল।
মহাসত্ত্ব বভ্রুবাহন প্রতাপে বিশাল॥
অনুশাল্ব রাজার কাটিল সেই রথ।
রথ হোতে পড়িয়া রাজা হইল ভূমিগত॥
ক্রোধ হইয়া অনুশাল্ব গদা প্রহারিল।
বভ্রুবাহন অর্দ্ধপথে ত্রিখণ্ড করিল॥
গদাকাটি বিশিখ সান্ধিল মহাবল।
অনুশাল্ব নৃপতিকে বিন্ধিল সকল॥
হৃদয়ে পড়িআ বাণ মর্ম্মেত পশিল।
মুহর্চ্ছিত অনুশাল্ব ভূমিতে পরিল॥
অনুশল্য মুহর্চ্ছিত দেখি তরমান।
প্রদ্যুম্নকুমার আইল হাতে ধনুর্ব্বাণ॥
থাক থাক ডাক ছাড়ে বীর মহাশয়ে।
দশ বাণে বিন্ধিলেক অর্জ্জুন তনয়ে॥
সহিআ তাহার বাণ বভ্রুবাহন বীর।
অযুত অযুত বাণে বিন্ধএ শরীর॥
তুমুল সংগ্রাম করে দুই বলবান।
কৃষ্ণপুত্র এক ধনঞ্জয় পুত্র আন॥

CENTRAL LIBRARY

অন্য অন্য বিরথী করেন্ত দুই বার।
অন্যে অন্যে অস্ত্র এড়ে নির্ভয় শরীর॥
পুনি রথে আরোহণ করে মহামতি।
আকাশ সমান যুদ্ধে দুই মহারথী॥
দুই বীর বিরথী হইয়া ভূমিতলে গড়ে।
মুহর্চ্ছিত হইয়া দুই ভূমিতলে গড়ে॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পাইল দুই মহাশয়ে।
গদাহস্তে যুদ্ধ করে ক্রোধ অতিশয়॥
কৃত বিকৃত করি করেন্ত মণ্ডলি।
সব্য অসব্য হয় দুই মহাবলী॥
ক্ষেণেক মোহিত হইয়া ক্ষেণেক উঠেন্ত।
পুনি পুনি অন্যে অন্য প্রহার করেন্ত॥
অনুচিত যুদ্ধ নাহি উপমা দিবার।
দুই মহা বীরে যুদ্ধ করে অনিবার॥
অন্যে অন্যে সন্ধি পাইআ বাহিনী ছেদন্ত।
যথ বীর পড়িলেক তার নাহি অন্ত॥
একক প্রদ্যুম্ন জিনিবারে না পারিল।
মহা পরাক্রম করি যুদ্ধ আচরিল॥
তা দেখিআ অনুশাল্ব রাজা মহাবীর।
পুনি যুদ্ধ হেতু আইল অক্ষয় শরীর॥
নীলধ্বজ রাজা আর আইল যৌবনাশ্ব।
সুবেগ কুমার আইল যুঝিবার আশ॥
হংসধ্বজ রাজা আসি প্রবেশিল রণে।
সাত্যকি আইল তবে অতি ক্রোধমনে॥
আইল আন্ধিক তবে যদুবংশ পতি।
কৃতবর্ম্মা সমরে আইল শীঘ্রগতি॥
অনিরুদ্ধ কুমার আইল যুঝিবার।
ষট্ নিষট্ আইল হলীর কুমার॥
মেঘবর্ণ কুমার আইল মহাবল।
কর্ণপুত্র বৃষকেতু আইল রণস্থল॥
যদুবীর পাণ্ডবীর আর রাজাগণ।
বভ্রুবাহন সঙ্গতি একত্রে করে রণ॥
অর্জ্জুন নন্দন বীর অর্জ্জুন সমান।
রণে সাহসিব বীর মহা বীর্য্যবান॥
সব মহাবীরে যে বেড়িয়া করে রণ।
স্থির আছে বভ্রুবাহন ক্ষোভ নাহ মন॥
সকল বীরের বাণ করিয়া সংহার।
সিংহনাদ আস্ফালন্ত অর্জ্জুনকুমার॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বীর হইয়া একত্তর।
পুনর্ব্বার বাণ এড়ে তাহার উপর॥
সমাধান নাহি তাতে বাণ পড়ে রথে।
সকল সংহারে বভ্রুবাহন মহাসথে॥
সকল বিরথী হইল কুমার প্রচণ্ড।
সর্ব্ব বীরের কাটিলেক ছত্র নবদণ্ড॥
পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিন্ধে এক এক বীর।
ভূমিতে পড়িল সবে মোহিত শরীর॥
সর্ব্ব বীর পড়িলেক বাণে মোহ পাইয়া।
সংহারে পার্থের সৈন্য অবসর পাইয়া॥
পাকা তাল ফল যেন বৃক্ষ হৈতে পড়ে।
বাণে কাটিয়া মুণ্ড ভূমিতলে গড়ে॥
মত্ত গজ অশ্ব কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
অর্জ্জুনের সৈন্য সব হইল লণ্ড ভণ্ড॥
অশ্ব রথ সৈন্য সব অসংখ্য পড়িল।
তিল পরমাণ রথ সকল কাটিল॥
ভঙ্গ দিল পার্থ সৈন্য ধাএ চারিভিতে।
তৃণ রাশি উড়াএ যেন বাউ আচম্বিতে॥
অর্জ্জুননন্দন বীর মহাধনুর্দ্ধর।
অর্জ্জুনের সৈন্য ধাএ অর্জ্জুনের গোচর॥
রথ অশ্ব গজ যে সোবর্ণ মণিহার।
লুটিল নগর লোক বিবিধ প্রকার॥
সিংহনাদ করে বভ্রুবাহন মহাবীর।
যুদ্ধ জিনি আস্ফালএ নির্ভয় শরীর॥
যথ মহারথী সব মোহিত হইল।
তা দেখিয়া ধনঞ্জয় রণেতে বসিল॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাহে মহাশব্দ করি।
রথ আরোহিআ যায় সমর কেশরী॥
গাণ্ডীবেত গুণ দিআ করিল টঙ্কার।
থাক থাক ডাক ছাড়ে সমর মাঝার॥

CENTRAL LIBRARY

বামচক্ষু উফড়এ অমঙ্গল হেতু।
কম্পমান হনুমান পার্থরথকেতু॥
বাণের যে দীপ্তি নাহি বিষণ্ণ বদন।
রথের ঘোটকে করে বিপথে গমন॥
বহুল তুরিষ্ট দেখি পার্থ মহাবীর।
তথাপিও চলি যাএ নির্ভয় শরীর॥
বাপে পুত্রে যুদ্ধ অনুচিত ব্যবহার।
না ভাবিয়া ধনঞ্জয় যাএ যুঝিবার॥
দুই সিংহে যুদ্ধ যেন করএ সমরে।
মায়া অনুরাগ করি মহাযুদ্ধ করে॥
প্রাণ নিরপাক্ষ বাপে পুত্রে করে রণ।
অন্তে অন্তে অবিনাশ করিতে নিধন॥
পূর্ব্বে নিজ পুত্র সনে রাম নরপতি।
পূর্ব্বে যেন যুদ্ধ কৈল হইয়া বিমতি॥
বভ্রুবাহন সনে পার্থ তেহেন যুঝেন্ত।
অনুচিত পিতাপুত্রে রণ আচরন্ত॥
এথ যদি মহামুনি জএমুনি কহিল।
নৃপতি যে জনমেজয় তাকে জিজ্ঞাসিল॥
বড় অদ্ভুত কথা কহিলা অখন।
কুশপুত্র সনে রাম করিছিলেন রণ॥
শ্রীযুক্ত জনমেজয় নৃপতির স্থানে।
জয় মুনি রচিত কথা ভারত পুরাণে॥
মহাভারতের কথা নানা রসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে রচিল সঞ্জয়॥

প্রদ্যুম্ন-হংসধ্বজ প্রভৃতির মোহ:
বৃষকেতুর পতন

এই মতে রাম লবকুশের সহিত।
ঘোড়ার কারণে যুদ্ধ কৈল অতুলিত॥
অর্জ্জুনেহ বভ্রুবাহন তান পুত্র সনে।
ঘোড়ার কারণে যুদ্ধ কৈল অনুক্রমে॥
মুখামুখী দুই বীর হইয়া সমরে।
মায়া অনুরাগ করি মহা যুদ্ধ করে॥
বভ্রুবাহন যথ সৈন্য সব ধনুর্দ্ধর।
হংসধ্বজ সনে ছিল বহুল সমর॥
বহুল করিল যুদ্ধ সুরথ সেনাপতি।
হংসধ্বজ বাণঘাতে মরণ শকতি॥
হংসধ্বজ মহারাজা রণে মহাবল।
তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য মারিল সকল॥
আসিবার কালে কৈল সৈন্য সমর্পণ।
সে কারণে কৈল রাজা লোমহরিষ রণ॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি হইয়া ক্রোধ মন।
বভ্রুবাহন রাজা আইল করিবারে রণ॥
বহু যুদ্ধ করি হংসধ্বজ নরপতি।
ক্ষীণ কলেবর হইল টুটিল শকতি॥
বভ্রুবাহন রথ কাটি কৈল খান খান।
হৃদয়ে হানিল তার পঞ্চদশ বাণ॥
সেই ঘায়ে মোহিত হংসধ্বজ নৃপবর।
বভ্রুবাহনে অহঙ্কার করিল বিস্তর॥
পার্থের যথেক সৈন্য মোহিত সেনাপতি।
নব শত বাণ মারে অতি শীঘ্রগতি॥
পঞ্চশত ঘোটক যে মারিল প্রধান।
অর্জ্জুনের সৈন্য মারে নাহি পরিমাণ॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বীর মোহিত করিয়া।
নগরে পাঠাই দিল সকল বান্ধিআ॥
সেখানেতে মহৌষধি তা সবারে দিআ।
চৈতন্য করাএ সেই উলূপী আনিআ॥
নাগরাজার কৈন্যা যে উলূপী গুণবতী।
অর্জ্জুনবনিতা দেবী পতিব্রতা সতী॥
তীর্থযাত্রাকালে বিবাহ কৈল ধনঞ্জয়।
ইরাবন্ত জন্মিলেক তাহান তনয়॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে পড়িল ইরাবন্ত।
সেই হৈতে বভ্রুবাহন উলূপী পালন্ত॥
চিত্রাঙ্গদা গুরুশাপে হইল কুম্ভীরিনী।
নক্র হইয়া রহিল বভ্রুবাহনজননী॥
স্বামীপদ আগমনে শাপমুক্ত হইল।
তাহান দেশের লোক আনন্দিত হইল॥

CENTRAL LIBRARY

ঘরেতে আসিআ দেবী পুত্র না দেখিআ।
অর্জ্জুনের সনে তথা যুদ্ধ আরম্ভিয়া॥
মোহ পাইল অর্জ্জুনের যথ সৈন্যগণ।
একে একে থুইল নিআ বন্দীর ভুবন॥
সে রাত্রিতে এক জন কেহ না রহিল।
একে একে বন্দী করি সর্ব্বজন নিল॥
কর্ণপুত্র বৃষকেতু আর ধনঞ্জয়।
সেই দুইজন আছে সমর স্থানএ॥
পার্থে বোলে বৃষকেতু শুনহ বচন।
উপদেশ শুন বাপু কর্ণের নন্দন॥
রাজ্যে চল মহাবীর যথা যুধিষ্ঠির।
আপনার প্রাণ রক্ষা করহ সুস্থির॥
কুলের অঙ্কুর মাত্র তুহ্মি আছ শেষ।
বংশ রক্ষা পাউক তুহ্মি চল নিজ দেশ॥
মোর মাও কুন্তী তোহ্মা না দেখি গোচর।
এই শোকে মাও মোর তেজিব কলেবর॥
এই কথা কহিতে যে বীর ধনঞ্জয়।
ধ্বজের উপরে গৃধ পড়িল নির্ভয়॥
মন অভিলাষী করি গৃধ গেল দূর।
আর যথ অমঙ্গল দেখিল প্রচুর॥
পার্থে বোলে বৃষকেতু চল নিজ দেশ।
আজিকা হইর মোর দৃঢ় আয়ু শেষ॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি করি যথ বীরগণ।
মোর হেতু সমরেতে ত্যজিল জীবন॥
বড় পুণ্যফলে তুহ্মি আছ জীবন্ত।
দেশে চল মহাবীর না চিন্ত মোহন্ত॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণের নন্দন।
জনম হইল বাপু অবশ্য মরণ॥
ক্ষত্রি ধর্ম্ম পরিহরি ত্যজিয়া সমর।
সর্ব্বথাএ না যাইব আপনার ঘর॥
যুদ্ধ করিয়া যদি ত্যজি কলেবর।
ব্রহ্মপুরে বাস হএ বেদের উত্তর॥
মোর বাহুবল আজি দেখ মহাশয়।
বভ্রুবাহন সনে রণ করিব নির্ভয়॥
যদ্যপি বহুল সৈন্য হয় যে তাহার।
তথাপি করিব রণ বড় দুর্নিবার॥
তাহার সকল সৈন্য করিমু সংহার।
এ বোলিআ বৃষকেতু যায় যুঝিবার॥
অর্জ্জুনেরে প্রণমিআ রথ আরোহিল।
সন্নিকটে গিআ বভ্রুবাহনে বলিল॥
যথ সব বীর তুহ্মি সংহারিলা রণে।
সে সকলের শোক আজি খণ্ডাইব অখনে॥
আইস বভ্রুবাহন মোর সনে কর রণ।
বৃষকেতু নাম মোর কর্ণের নন্দন॥
এ বোলিআ বভ্রুবাহন রাজারে মারিতে।
বৃষকেতু তীক্ষ্ণ বাণ এড়ে শতে শতে॥
তবে বভ্রুবাহন মহাবাণ যে এড়িল।
বৃষকেতু মহাবীরে সে বাণ ছেদিল॥
অস্ত্রে অস্ত্রে বহুযুদ্ধ বাজিল বিষাণ।
অস্ত্রে অস্ত্রে সারথি যে কাটএ ততকাল॥
অগ্নিবাণ এড়ে বভ্রুবাহন মহাবীর।
হাসেন্ত কর্ণের পুত্র নির্ভয় শরীর॥
বরুণ অস্ত্র এড়ি বৃষকেতু মহাবীর।
অগ্নিবাণ নিবারিল করি মহানীর॥
মর্ম্মেতে নিঘাত বাণ এড়ে বৃষধ্বজ।
সিংহনাদ করে তবে যেন মত্ত গজ॥
সূর্য্যবাণে বভ্রুবাহন সে বাণ সংহারে।
বৃষকেতু পুষ্পবাণ এড়িল সত্বরে॥
বভ্রুবাহন এড়িলেক কার্ত্তিকের বাণ।
ছয় বাণে বৃষকেতু কাটিল তাহান॥
এই মতে বৃষকেতু বভ্রুবাহন সনে।
মহাযুদ্ধ করে দুই পরম বিক্রমে॥
এইমতে বাণবিষ্টি করে দুই বীর।
দুই অস্ত্রে বিশারদ অক্ষয় শরীর॥
দুই জনের যথ যুদ্ধ নাহি সমাধান।
গ্রহন্ত অধিক হয় না করি বাখান॥
বভ্রুবাহন সঙ্কোচ পাইল কিছু রণে।
যথেক করিল যুদ্ধ কর্ণের নন্দনে॥

CENTRAL LIBRARY

ক্রোধ হইল বভ্রুবাহন বজ্রের সমান ।
আকর্ণ পূরিআ মারে অর্দ্ধচন্দ্রবাণ ॥
বৃষকেতুর মুণ্ড যে কাটিল সেই শরে ।
কবন্ধ পড়িল তবে পৃথিবী উপরে ॥
কাটা মুণ্ডে বোলে রাম কৃষ্ণ নারায়ণ ।
পড়িলেক গিয়া মুণ্ড পার্থের চরণ ॥
বৃষকেতু মুণ্ড দেখি পার্থ মহাবীর ।
হাতে করি লইলেক বৃষকেতু শির ॥
মুণ্ড কোলে লইয়া কান্দে বীর ধনঞ্জয় ।
ভূমিতে পড়িআ পার্থ শোক যে ভাবএ ॥
হা হা বীর বৃষকেতু পরিহরি মোক ।
একেশ্বর চলি গেলা তুহ্মি ব্রহ্মলোক ॥
অভিমন্যু বধে যথ শোক না জন্মিল ।
বৃষকেতুর শোকে মোর হৃদয় জরিল ॥
কি কথা কহিমু গিআ রাজা যুধিষ্ঠির ।
কি বলিয়া প্রবোধিমু ভীমসেন বীর ॥
আসিবার কালে কৃষ্ণ কৈল সমর্পণ ।
হেন বীর মোর আগে ত্যজিলা জীবন ॥
না জীব তাহার মাও শুনিআ কথন ।
দ্রৌপদী পাইবে শোক দহিবে কেমন ॥
তুহ্মি পরে আর বংশ নাহি পৃথিবীত ।
বিধাতা হরিল বংশ জানিল নিশ্চিত ॥

বভ্রুবাহন-অর্জুন যুদ্ধ :
অর্জুনের পতন

হেনমতে কান্দে পার্থ মুণ্ড লইয়া কোলে ।
বভ্রুবাহন হানিআ যে অর্জ্জুনেক বোলে ॥
বভ্রুবাহন বোলে শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
কি কারণে কান্দ পার্থ কহ বীরবর ॥
বেশ্যাপুত্র হেন মোরে কহ কি কারণ ।
তার ফল পাইবা যে কর মহারণ ॥
হইল তোহ্মার যথ সৈন্যের সংহার ।
এবে কোথা গেল পার্থ তোহ্মার অহঙ্কার ॥
শিবলিঙ্গ পূজা কর কাটা মুণ্ড লইয়া ।
বর মাগি পাশুপত অস্ত্র শিখ গিআ ॥
তবে আসি মোর সঙ্গে কর মহারণ ।
না হএ সঙ্কট হইব কুন্তীর নন্দন ॥
তোহ্মার আহ্মার যুদ্ধ লোকের বিদিত ।
এই কথা রহিলেক চন্দ্র যে আদিত ॥
ধর্ম্মপথ ভাবি গেল তোহ্মা সন্নিহিত ॥
চরণে ক্ষেপিলা মোরে সভার বিদিত ॥
ধর্ম্ম পথ ছাড়ি মুই কৈল মহারণ ।
বিধির ঘটন হেন না যাএ খণ্ডন ॥
অখনে যে অনুশোচ কিসের কারণ ।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া যুদ্ধে দেয় মন ॥
ক্রোধ হইল বভ্রুবাহন রাজার বচনে ।
সমরে বসিল তবে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
কর্ণপুত্রের মুণ্ড তবে থুইয়া নিজ রথে ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইল পার্থ মহাসত্বে ॥
বোলেন্ত শুনহ বভ্রুবাহন নরপতি ।
সংহারিলে মোর যথ সৈন্য সেনাপতি ॥
পূর্ব্বে যেন কুশ বীরে শ্রীরামের সৈন্য ।
সংহার করিল যথ যুদ্ধ অগ্রগণ্য ॥
সেইমত ব্যবহার হইল তোহ্মার ।
এইকথা রহিবেক পৃথিবী মাঝার ॥
দৈবের ঘটনা হয় এসব প্রকার ।
তাহারে খণ্ডাইতে নারে বিধাতাএ আর ॥
কথা চলি যাও তুহ্মি গ্রহ ধনুর্ব্বাণ ।
প্রথম সমরে আজি পাইবা সমাধান ॥
এ বলিয়া ধনঞ্জয় এড়এ গাণ্ডীব ।
সংহারিতে আবরন্ত যথ সৈন্য জীব ॥
বভ্রুবাহন নৃপতির ভেদে কলেবর ।
সংহারএ সৈন্য সব করিআ সমর ॥
যথ সৈন্য মোহিত কৈল মহারণে ।
উলূপী চৈতন্য করাএ মহৌষধি জানে ॥
ক্রোধ হইয়া করে বীর বাণঅবতার ।
বভ্রুবাহন যথ সৈন্য করিল সংহার ॥

CENTRAL LIBRARY

সর্ব্ব মণিপুর বেড়ি অর্জ্জুনের বাণ।
প্রাচীর কাটিয়া তবে করে খান্‌খান্‌ ॥
তরু বৃক্ষ লতা কাটে অর্জ্জুনের বাণে।
পুর দহে বভ্রুবাহন রাজার ভুবনে ॥
নারীগণ সব ধায় বৃদ্ধ শিশুগণ।
পার্থের বাণমুখ হৈতে পড়ে হুতাশন ॥
অবিরত বাণ বিষ্টি করে ধনঞ্জয়।
সর্ব্বলোকে বোলে হৈল অকালে প্রলয় ॥
পরিমাণ নাহি যথ কাটিলেক ধ্বজ।
খণ্ড খণ্ড করিলেক যথ মত্ত গজ ॥
অন্তকালে রুদ্র যেন নাশএ সংসার।
পার্থ বাণে তেন মত করএ সংহার ॥
প্রাণ লইয়া চারিদিগে ধায় সৈন্যগণ।
শিক্ষাবলে বাণ তথা চলে অনুক্ষণ ॥
ভয় পাইল বভ্রুবাহন বাণের অটোপে।
প্রাণ নিরুপায় হইল অর্জ্জুনের কোপে ॥
এক শত বাণে বিন্ধিলেক ধনঞ্জয়।
সর্ব্বলোকে বোলে হইল অকালে প্রলয় ॥
চারি বাণ নৃপতিএ হৃদয়ে গাড়িল।
এক বাণে ছত্র কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥
দশ বাণে বিন্ধিলেক হনুমন্ত ধ্বজ।
ক্রোধ হইল ধনঞ্জয় যেন মত্ত গজ ॥
অন্তে অন্তে দুই বীরে বরিষএ শর।
অন্তে অন্তে যুদ্ধ করে দুই ধনুর্দ্ধর ॥
আপনা রাখিয়া আছে বভ্রুবাহন বীর।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যুঝে নির্ভয় শরীর ॥
পূর্ব্বে গঙ্গা দেবীএ অর্জ্জুনে শাপ দিল।
সেইকালে তিথিযোগ আসিয়া মিলিল ॥
তে কারণে পাশরে অর্জ্জুনে অস্ত্র সর্ব্ব।
মরিবার কাল হইল টুটিলেক গর্ব্ব ॥
যথ যথ দিব্য বাণ জোড়ে ধনঞ্জয়।
শাপবলে পাশরিল না স্মরে মনএ ॥
বভ্রুবাহন তেজবল বাড়ে হেন কালে।
অর্জ্জুনেরে সম্বোধিয়া বোলএ বিশালে ॥
কথা গেল পার্থ তোহ্মার সব অহঙ্কার।
বেশ্যাপুত্র হেন মোরে না বলিবা আর ॥
দ্রোণ হাতে শিখিছিলা যত অস্ত্রগণ।
যথেক শিখিলা অস্ত্র দেবের ভুবন ॥
মহাদেব হৈতে যথ বাণ অভ্যাসিলা।
মোর বাণে আজি তুহ্মি সব পাশরিলা ॥
মোর মাও চিত্রাঙ্গদা পতিব্রতা সতী।
বেশ্যা হেন কহি তুহ্মি পাও যে দুর্গতি ॥
সেই পাপে মন্ত্রতন্ত্র সব পাশরিলা।
সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ তোহ্মার সাহায্য আছিলা ॥
এই পাপে কৃষ্ণ তোহ্মার না আইসেন্ত পাশ।
আজি হইব ধনঞ্জয় তোহ্মার বিনাশ ॥
আপনার বীর্য্য ধরি করহ সংগ্রাম।
সংসারে করএ যেন লোক অনুপাম ॥
মহাবীর্য্যবন্ত তুহ্মি ত্রিভুবনে জানে।
আপনা পাশর কেনে যুদ্ধেতে আপনে ॥
বভ্রুবাহন বীরে যদি এমত বলিল।
ক্রোধ হইআ ধনঞ্জয় ধনু টঙ্কারিল ॥
ধনুক টানিতে নারে টুটে সব বল।
গঙ্গায়ে দিআছে শাপ বচনের ফল ॥
যথ যথ দিব্যবাণ জানে ধনঞ্জয়।
শাপবলে বিস্মরিল মনে না স্মরএ ॥
সেই দিন তিথিযোগ হইল সেইকাল।
ক্রোধ হইল বভ্রুবাহন বসিল ততকাল ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে ধনুতে জুড়িল।
জনা দেবী সেই বাণ হইয়া উপজিল ॥
সূর্য্যের সমান তেজ বাণ ভয়ঙ্কর।
জুড়িলেক বভ্রুবাহন গুণের উপর ॥
বাণমুখ হৈতে অগ্নি কণা কণা পড়ে।
সপ্ত সাগর সনে ভস্ম পৃথিবী যেন রে ॥
দেখিআ বাণের তেজ বীর কাপে ডরে।
কম্পমান দেবগণ সমে পুরন্দরে ॥
বাণ দেখি নির্জন হইল ত্রিভুবন।
শীতল হইল তবে রবির কিরণ ॥

CENTRAL LIBRARY

তন্ত্রেমন্ত্রে আমন্ত্রিয়া এড়িলেক বাণ।
সেই বাণ ছেদিতে পার্থ করএ সন্ধান॥
যথ বাণ এড়ে পার্থ সে বাণ ছেদিতে।
দৈবের ঘটনা কেহ না নারে খণ্ডাইতে॥
নিবারিতে না পারিল বীর ধনঞ্জয়।
সেই বাণ পড়ে গিয়া অর্জ্জুনকন্ধএ॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ স্মরে পার্থ বীর।
হেনকালে অস্ত্রে কাটি পড়ে পার্থ শির॥
সোবর্ণমণ্ডিত তনু ভূমিতলে পড়ে।
রথ হোতে কবন্ধ যে ভূমিতলে গড়ে॥
কম্পমান বসুমতী পাতাল ভুবন।
হাহাকার কোলাহল করে দেবগণ॥
কার্ত্তিকের একাদশী কৃষ্ণের উথান।
সৈন্ধ্যাকালে হইলেক পার্থ অপমান॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি॥

চিত্রাঙ্গদা উলূপীর শোক

তবে বভ্রুবাহন সৈন্য আনন্দিত হইল।
দামা ভেরী মৃদঙ্গ বিবিধ বাদ্য বাহিল॥
মঙ্গল জয়কার করি মণিপুর ভরি।
পুরী প্রবেশিল রাজা অর্জ্জুন সংহারি॥
মহোৎসব করি পুরি প্রবেশিল যবে।
জয়কার শব্দ কৈল নারীলোক সবে॥
বন্ধুগণে স্তুতি করে নগর মাঝার।
নগরের লোক করে জয় জয় কার॥
পুরনারীগণ পূর্ণ কুম্ভ মাথে করি।
বাহড়িয়া নৃপতিক নিল আগুবাড়ি॥
রাজার জননী চিত্রাঙ্গদা সুচরিতা।
গন্ধর্ব্বরাজার কৈন্যা অর্জ্জুনবণিতা॥
শুনিলেক চিত্রঙ্গদা অর্জ্জুন পড়িল।
বভ্রুবাহন জয় পাইয়া ঘরেতে আইল॥
শোকাকুলি হইয়া রাণী ভূমিতে পড়িল।
নারীগণে গিআ সবে তাহানে ধরিল॥
কতক্ষণে চৈতন্য লভিয়া গুণবতী।
অঙ্গের ভূষণ দেবী এড়ে শীঘ্রগতি॥
উলূপী সহিতে দুই ভূমিতলে পড়ি।
দীর্ঘনাদে কান্দিআ বাহএ গড়াগড়ি॥
তাহা দেখি শীঘ্র আসি যথ নারীগণ।
রাজাতে জানাইল গিআ এ সব বচন॥
অকস্মাৎ মহারাজা তোহ্মার জননী।
উলূপী সহিতে মোহ পাইয়াছে ধরণী॥
ভূমিতে পড়িয়া দেবী কান্দে অতিশয়।
না জানি এহার হেতু কেমন নির্ণয়॥
আপনে আইসএ রাজা মাও দেখিবার।
দুই জননী তোহ্মার সংজ্ঞা নাহি কার॥
শুনিয়া নৃপতি আইল সত্বর গমনে।
দুহান নিকটে গিআ জিজ্ঞাসে তখনে॥

চিত্রঙ্গদার বভ্রুবাহনকে কটূক্তি : বভ্রুবাহনের তনুত্যাগের সঙ্কল্প

মোহিত জননী ধরি তোলে মহাশয়।
কি কারণে কান্দ মাও কহত নিশ্চয়॥
অলঙ্কার ভূমিতলে পড়িছে দেখিআ।
আপনে রাজাএ সব দেঅন্ত তুলিআ॥
মায়ের কর্ণেতে দিল সোবর্ণ ভূষণ।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল অতি বিলক্ষণ॥
পুনরপি চিত্রাঙ্গদা সব বিসর্জ্জিল।
পিতৃবধ কৈলা হেন রাজাকে কহিল॥
দূরে যাও মহাপাপী রাজা দুষ্টমতী।
পিতৃবধী পাতকীর নরকে বসতি॥
জনম লভিলা তুহ্মি যাহার ঔরসে।
হেন জন রণে তুহ্মি করিলা বিনাশে॥
মোর স্বামী ধনঞ্জয় বধ যে করিয়া।
কর্ণেতে কুণ্ডল তুহ্মি দেয়ত তুলিয়া॥
মায়ের বিধবা করি দেঅ অলঙ্কার।
লজ্জা নাহি মহাপাপী জিও কেনে ছার

CENTRAL LIBRARY

গর্ভপাত হইয়া কেনে না মরিলা তুহ্মি।
পাপশালী পিতৃবধী প্রসবিল আহ্মি॥
মাও হৈতে বাপ গুরু হএ অতিশয়।
চারি বেদে কহিল যে এমত নির্ণয়॥
ভুবনবিখ্যাত গুরু সংহার করিআ।
ত্রিভুবনে অপযশ রাখিলা বধিআ॥
মোর মুণ্ড কাটি পাড় শুনরে পাপিষ্ঠ।
ভৃগুপতি রাম হৈতে তুহ্মি যে অরিষ্ট[১]॥
বাপের বচনে রাম মাতৃবধ কৈল।
ত্রিভুবনে তার পুনি অপযশ হইল॥
কি কর্ম্ম করিলা পাপী বধিআ জনক।
অর্জ্জিলেক বহুল পাপ অঘোর নরক॥
মাও সতমাএর কাটিয়া পাড় মুণ্ড।
তিন গুরু বধে তোর নরকের কুণ্ড॥
অশ্ব গোটা হেতু কৈলা বাপের সংহার।
ভারত বংশেতে জন্ম ব্যর্থ কুলাঙ্গার॥
যথাতে পড়িছে মোর স্বামী মহাবল।
মোরে নিয়া দেঅ শীঘ্র সেই রণস্থল॥
এ বোলিয়া চলে দেবী স্মরে হরি হরি।
স্বামীর চরণ দেখিবার অনুসারি॥
চিত্রাঙ্গদা উলূপী যে দুই মহাসতী।
সমর ভূমিতে গিআ কান্দে গুণবতী॥
কাটামুণ্ড স্বামীর যে দেখিআ তখনে।
দীর্ঘনাদে কান্দে তথা সখী দুইজনে॥
কাটামুণ্ড কোলে করি বহু বিলাপিল।
শোকে হত হইয়া দুই ভূমিতে পড়িল॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি করি যথ বীরগণ।
বন্দী করি নিআছিল আপনা ভুবন॥
সকল চলিআ আইল সমর ভূমিত।
নিবেদন করে রাজা মায়ের বিদিত॥
এসব বীরের স্থানে মাও পুছ বাত।
শরণ লভিলুম মুই তাহান সাক্ষাত॥
ভূমিতে পড়িয়া বহু করিল প্রণাম।
বহুল ভৎসিয়া মোরে মাগএ সংগ্রাম॥
তেকারণে এসকল হইল * * * * ।
আহ্মার নাহিক দোষ কহি বিদ্যমান॥
পিতৃবধ হইল মোর সংগ্রাম ভিতর।
আহ্মার গমন নাহি অমরা নগর॥
কৃষ্ণের পরম বন্ধু সংহারিল রণে।
মোরে মুক্তি না করিবেন এই সে কারণে॥
ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির কুন্তীর নন্দন।
অর্জ্জুন বিনাশে শোকে করিবেন ক্রন্দন॥
পুত্রশোকে কুন্তীদেবী শাপ দিব মোরে।
বিধির ঘটনাফলে মন্দ বোলে লোকে॥
তনু বিসর্জ্জিব মুই অগ্নি প্রবেশিআ।
প্রতিজ্ঞা করিল মাও দেখহ আসিআ॥
এ বোলিআ বভ্রুবাহন ত্যজিতে জীবন।
কিঙ্করকে আদেশ করিল ততক্ষণ॥
কাষ্ঠ ঘৃত আন শীঘ্র তৈল বহুতর।
অগ্নি প্রজ্বলিত কর দহিতে কলেবর॥
প্রচণ্ড যে সেনাপতি পাইআ আদেশ।
আইলেক এ সকল জানিয়া বিশেষ॥
মণিপুরবাসী যথ সকল মিলিল।
অশক্য কথা শুনি সব দেখিবারে আইল॥
ঘৃত তৈল কাষ্ঠ আনি জ্বালিল অনল।
নৃপতি দহিতে তনু সেই রণস্থল॥

পুনর্জীবনের জন্য অর্জুনের পাতাল হইতে মণি আনয়ন করিতে উলূপীর পুণ্ডরীক নাগকে প্রেরণ

চিত্রাঙ্গদা বোলে পুত্র শুনরে বর্ব্বর।
পাতকী হইআ কেনে ত্যজ কলেবর॥
কেমতে জীয়এ তোহ্মার পিতা ধনঞ্জয়।
সেই কর্ম্ম আগু যত্ন কর অতিশয়॥

১. প্রতিবন্ধক (অর্থান্তর)

যত্নে যদি ধনঞ্জয় নহে জীববন্ত।
প্রায়শ্চিত্ত পরলোকে স্মরিও মোহন্ত॥
তবে সে এড়িঅ তনু শুনরে দুর্ম্মতি।
স্বরমানে যত্ন কর ধনঞ্জয় প্রতি॥
চিত্রাঙ্গদা দেবীর এ হেন বাক্য শুনি।
উলূপী উফারে বোলে নিজ মনে গুণি॥
মোর বাপ জান সব সর্প আগে গণি।
তান ঠাই আছে মণি মৃত্যু সঞ্জরণী॥
সহস্রেক ফণা নাগে করএ রক্ষণ।
যদি ইচ্ছাসুখে বাপে না দে কদাচন॥
সেই মণি আনিবারে করহ প্রকার।
তবে সে হইব পার্থের জীবন সঞ্চার॥
উলূপীর বচন শুনিয়া ততক্ষণ।
আকম্পিয়া বভ্রুবাহন বলিল বচন॥
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি পাতালে যাইব।
সে নাগ অনন্ত আদি সকল জিনিব॥
কাড়ি আনিব মণি তাহান বিবাদ।
এইক্ষণে যাব আহ্মি নাহি অবসাদ॥
পুত্রের বচন শুনি উলূপী বোলএ।
কার শক্তি নাগগণ সমরে জিনএ॥
এ বোলিআ উলূপী যে সমরভূমিত।
পুণ্ডরীক নাগ ডাকি আনিল ত্বরিত॥
কহিল আহ্মার বন্ধু তুহ্মি মহাজন।
মোর কার্য্যে চল তুহ্মি পাতাল ভুবন॥
হস্তের কঙ্কণ মোর কর্ণের ভূষণ।
বাপের বিদিতে দিয়া কহিয় কথন॥
মোর স্বামী ধনঞ্জয় পাণ্ডুর নন্দন।
এড়িল জীবন পার্থে পুত্র সনে রণ॥
বিধবা হইল অলঙ্কারের নাহি ফল।
অগ্নিতে তাজিব মুই শরীর সকল॥
তোহ্মার সাক্ষাতে পাঠাই দিল আভরণ।
স্বামী না থাকিলে ব্যর্থ তাহার জীবন॥
যদি তানে ক্ষেণেক মাত্র তাহানে থাকে দয়া।
স্বামীর জীবন রাখ তানে মণি দিআ॥

পার্থের শরীরে যদি সঞ্চরিল জীব।
তবে সেই কালে মণি মুই আনি দিব॥
এথ যদি বলিল উলূপী গুণবতী।
পুণ্ডরীক যাইবারে কৈল অনুমতি॥
কিন্তু যাবত আসি কাল বিলম্বন।
না রহিব পার্থতনু পচিব তখন॥
মনিষ্য শরীর রক্তমাংসময়ে তাহান।
তেকারণে দংশি আহ্মি ছিন্ন দেহখান॥
মোর বিষ জ্বালাএ থাকিব কলেবর।
চিরকাল রহিবেক তোহ্মার গোচর॥
পুণ্ডরীক বাক্য শুনি হইল আনন্দিত।
বভ্রুবাহন তাহারে কহিল সুনিশ্চিত॥
পুণ্ডরীক আগে দংশ কর্ণের নন্দন।
বিনি বৃষকেতু বাপের না রহিব জীবন॥
পিতামহী কুন্তী মোরে তবে দিব শাপ।
বৃষকেতু না জিলে বাপের বড় তাপ॥
শিশু সঙ্গে আনিলেক বাপে যুঝিবার।
তাহার কারণে মরে সমর মাঝার॥
এই হেতু আগে বৃষকেতু দংশ গিআ।
পাছে পার্থ তনু দংশি মণি আন গিআ॥
রাজার বচন শুনি পুণ্ডরীক নাগ।
বৃষকেতু তনু দংশি চলে মহাভাগ॥
তার পাছে মুণ্ডসমে পার্থ মহামতি।
দংশিআ চলিল নাগলোকে শীঘ্রগতি॥
পুণ্ডরীক নাগলোকে চলিল মোহন্ত।
নাগ সৈন্য বেষ্টিত যে রাজা বসিছেন্ত॥
সিংহাসনে নাগরাজা মুক্তিএ অনন্ত।
পুণ্ডরীক প্রণমিল রাজাএ দেখেন্ত॥
উলূপীর অলঙ্কার রাখিলা বিদিত।
রাজার গোচরে কৈল যথ সমিহিত॥
শতগুণে পুণ্ডরীক কহিল তখন।
যথেক কহিলা দেবী বাক্য নিবেদন॥
পুণ্ডরীক মুখে শুনি পার্থের বিপত্তি।
মণি দিতে অঙ্গী তবে কৈল নাগপতি॥

CENTRAL LIBRARY

ধৃতরাষ্ট্র নামে এক নাগ যে আছন্ত।
বসিআ রাজারে বোলে শুনহ নিতান্ত॥
ধৃতরাষ্ট্র বোলে আহ্মি আনিয়াছে মণি।
মনিষ্য পুরীতে না দিয় মৃত্যু সঞ্চরিণী॥
* * * * * * * * * * * * * * * *।
হেন মণি দাও তুহ্মি কোন কার্য্যের তরে॥
গ্রহিবেক মহামণি পাইয়া পক্ষীরাজ।
আবার আসিব আহ্মি পাতাল সমাজ॥
তে কারণে মণি পাইলে নিব পক্ষীরাজ।
পৃথিবীতে নাগ পাইলে শুন কহি কাজ॥
ধৃতরাষ্ট্র নাগের বচন হেন শুনি।
কহিতে লাগিলা তবে নাগ শিরোমণি॥
অল্পবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র না বুঝ অনেক।
এই মণি না দিয় দোষ হইব অনেক॥
ত্রিভুবন এক হইয়া যাহারে না পারে।
গঙ্গাশাপে হেন বীর পড়িছে সমরে॥
তার পুত্র বভ্রুবাহন মহা ধনুর্দ্ধর।
পিতৃবধ করিলেক এসব বহুতর॥
মণি না পাইলে এথা বভ্রুবাহন শূর।
আসিআ মারিব এথা নাগ যে প্রচুর॥
কারিআ আনিব মণি সেহ হইব লাজ।
তবে আর হইবেক বিষম জঞ্জাল॥
আর এক কথা কহি শুন দিআ মন।
পরম পুরুষ আছে দেব নারায়ণ॥
তাহার পরম বন্ধু বীর ধনঞ্জয়।
একহি শরীর জান দুই মহাশয়॥
অর্জ্জুনের পরাভব দেখিয়া মাধব।
নিমেষে নিবেক মণি করি পরাভব॥
অবশ্য দিবেক মণি বুঝিলাম সকল।
সর্ব্বথায় বিবাদে নাহিক কোন ফল॥
নাগরাজে হেন যদি বচন কহিল।
পুনর্ব্বার ধৃতরাষ্ট্র প্রত্যুত্তর দিল॥
বভ্রুবাহন বীর যে তাহার নাহি ভয়।
কৃষ্ণ না আসিব এথা জানিঅ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ আসিবার হউক এই সে কারণ।
অনাদিনিদান কৃষ্ণ দেব সনাতন॥
এক বাক্যে কৃষ্ণ তাকে জিআইতে পারে।
কদাচিত না আসিয়ে মণি নিবারে॥
মোর বাক্য না শুনিয়া মণি দেয় যবে।
আহ্মি পুনি এথা হৈতে চলে যাই তবে॥
তোহ্মার নিকটে নাহি প্রয়োজন।
রাজ্য কর নাগরাজা লইয়া নাগগণ॥
ধৃতরাষ্ট্র এত সব কহিল উত্তর।
নাগরাজা বোলে তবে বচন প্রখর॥
চল তুহ্মি পুণ্ডরীক উদ্দেশিতে কহ।
না দিবেক এই মণি আহ্মার বিরহ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়া।
চিত্রাঙ্গদা দেবী যাউক আপনে চলিয়া॥
নাগপতি হেন যদি বচন কহিল।
প্রণমিয়া পুণ্ডরীক তখনে চলিল॥
মণিপুর গিআ সেই রণস্থল মৈধো।
উলূপীর স্থানে কৈল যথ সব কাজে॥
সর্ব্বথা না দিব মণি নাগ অধিপতি।
পুণ্ডরীক মুখে সব শুনিআ প্রকৃতি॥
ক্রোধ হইয়া বভ্রুবাহন চলিল সত্বর।
বহুবিধ সৈন্য সব গেল সহচর॥

মণি আনয়নে বভ্রুবাহনের পাতালে গমন

দিব্য ধনুর্ব্বাণ লইয়া সৈন্য সঙ্গে করি।
ক্রোধ হইয়া চলে নাগপুরী অনুসরি॥
বভ্রুবাহন আইল শুনি তবে নাগরাজ।
আপনার সভাতে সব করিলেক কাজ॥
কুযুক্তি করিলেক যে আর নাগঅধিপতি।
বিবাদ বাড়াইল বভ্রুবাহন সঙ্গতি॥
সেই ধৃতরাষ্ট্র গিআ করউক সংগ্রাম।
রণে গিআ আহ্মিসবের নাহি কোন কাম॥
নাগরাজে এথ যদি কহিল বচন।
ধৃতরাষ্ট্র নাগরাজ করিবারে রণ॥

CENTRAL LIBRARY

নিজ সৈন্য ধৃতরাষ্ট্র নাগসহচর।
বহু সৈন্য লইয়া সঙ্গে গেল বিষধর॥
পর্ব্বগ মনিগ্রীব ছুন * * সমোসর।
বভ্রুবাহন সৈন্য সব পড়িল বিস্তর॥
ক্রোধ হইয়া বভ্রুবাহন বসিল সমরে।
এক এক বাণে সব পর্ব্বগ সংহারে॥
ধৃতরাষ্ট্রে সঙ্গে হৈল অতি বড় রণ।
গ্রন্থ অধিক হয় লিখিলে কথন॥
তবে বভ্রুবাহন বীরে ক্রোধ অতিশয়।
এড়িল ত্রিশ বাণ প্রথম রণয়॥
কোটি কোটি শর সব সমরে উপজিলে।
বড় বড় নাগ ধরি গিলিল ময়ূরে॥
ধৃতরাষ্ট্র এড়িলেক তার মৈন্ত বাণ।
মৈন্ত দেখি ময়ূরে হইল মূর্চ্ছামান॥
পিপীলিকা বাণ তবে এড়ে নরপতি।
মৈন্ত খাইয়া মত্ত হইল বড় অতি॥
কোটি কোটি পিপীলিকাএ এক নাগ ধরে।
কোনমতে নাগ সব নারে এড়াইবারে॥
ধৃতরাষ্ট্র পালায় সমর মাঝারে।
তবে পুনি নাগরাজা যায় ধীরে ধীরে॥
বভ্রুবাহন হাতে ধরি বলিল বচন।
আমার বচন তুমি শুন দিআ মন॥
মোর কৈন্যা উলূপীকে পালিলে কৌতুক।
তোর মাতামহ আমি তুমি নাতি মোক॥
মারিছ জামাতা মোর তুমি পুত্রবর।
চল তুমি যথা আছে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
নাগরাজা বচন শুনিআ নরপতি।
পরম প্রমোদভাবে করিল প্রণতি॥
তবে নাগরাজা যায় মনি লৈয়া সঙ্গে।
মণিপুর চলি যায় অবসিত রঙ্গে॥
এথা ধৃতরাষ্ট্র যদি হারি গেল ঘরে।
দুই পুত্র সঙ্গে করি বহু যুকতি করে॥
মোর বাক্য না শুনিয়া নাগ অধিপতি।
মনি লৈয়া মর্ত্তলোকে গেল শীঘ্রগতি॥
কোনমতে ধনঞ্জয় নহে জীববান।
এমত মন্ত্রণা কর শুন বলবান॥
সোদর সঙ্গের তরে প্রথম কুমারে।
দুই ভাই চলি গেল বভ্রুবাহন নগরে॥
মায়াবলে অর্জ্জুনের মুণ্ড নিল হরি।
নির্জ্জনেতে রহিলেক অতি গোপ করি॥
যে বনেতে পক্ষীসব না যায় শাপবলে।
তথা মুণ্ড লইয়া রহিলেক কুতূহলে॥
বিনি মুণ্ডে জিয়াইতে পারে আছে কার শক্তি।
বুঝিলাম সুরপতি যথ আছে শক্তি॥
যুক্তি করি ধৃতরাষ্ট্রর পুত্র দুইজন।
মণিপুর স্থানেতে গেলেন ততক্ষণ॥
মহাবলে বেড়িয়াছে অর্জ্জুনের তনু।
রৈক্ষা করে বীরগণ হাতে লইয়া ধনু॥
মায়া করি দুই নাগে গুপ্ত কলেবর।
অর্জ্জুন নিকট গেল বেড়ের ভিতর॥
কোন জনে অনেক করিতে না পারিল।
অর্জ্জুনের মুণ্ড গোটা সেই দুই হরিল॥
বকদন্ত মহামুনি আছিল সেইবনে।
গরুড় না যাএ তথা সাপের কারণে॥
এ হেন নির্জ্জন বনে মুণ্ড গোটা লইয়া।
দুই ভাই নাগ যে রহিল অপেক্ষিয়া॥
ধনু হাতে লইয়া সব দেখিতে আছেন্ত।
তথা সব নারীগণে আলোক করেন্ত॥
অকস্মাৎ মুণ্ড গোটা কেবা নিল হরি।
নারীগণে কহে সবে হাহাকার করি॥
কোলাহল ধ্বনি যে উঠিল তখন।
রক্ষীগণে দশদিকে করে আলোকন॥
কেবা হরি নিল মুণ্ড না পাএ উদ্দেশ।
আক্রোশন্ত সর্ব্ব সৈন্য হইয়া হত শেষ॥
হেনকালে আসিয়াছে নাগরাজা সমে।
বভ্রুবাহন রাজা আসি মিলিল অনুক্রমে॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড কোনজনে হরি নিল।
শুনিয়া যে নরপতি ভূমিতে পড়িল॥

CENTRAL LIBRARY

ভূমিতে পড়িয়া কান্দে শোকাকুল রাজ।
কোন দেবে হরি নিল না বুঝি এ কাজ॥
চিত্রাঙ্গদা সনে কান্দে উলূপী সুন্দরী।
অর্জ্জুনের পাদপদ্ম মস্তকেত ধরি॥
মহা শোকাকুল হইয়া কান্দে মহারাজা।
হাহাকার করি কান্দে সকল যে প্রজা॥
যেই দিন পার্থমুণ্ড ছেদিলেক রণে।
ওথাএ হস্তিনাপুরী কুন্তীর নন্দনে॥
সেই রাত্রে কুন্তী কুস্বপ্ন দেখিল।
কান্দিতে কান্দিতে সব রাজাতে কহিল॥
ধনঞ্জয় পুত্র মোর নাহি জীব মনে।
তৈল ভুঙ্গ করি পার্থ বরিআ গন্ধর্ব্বে।
যায়ন্তি দক্ষিণ পথে মহাবেগে তবে॥
কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর শিশু সহচর।
স্বপ্ন দেখিল আজি রাত্রির ভিতর॥
সর্ব্বথাএ অকুশল বীর ধনঞ্জয়।
আর অমঙ্গল দেখ কৃষ্ণ মহাশএ॥
অকস্মাৎ সুভদ্রার হাতের কঙ্কণ।
ভূমিতে পড়িল খসি দেখিল এখন॥
আর পুনি কর্ণের যে সুবর্ণ ভূষণ।
ভূমিতে খসিয়া পড়ে দেখ নারায়ণ॥
তোহ্মার পরম বন্ধু না জীএ অর্জ্জুন।
উপাএ চিন্তহ কৃষ্ণ হইয়া সকরুণ॥
কুন্তীর বচন শুনি কান্দে যুধিষ্ঠির।
হাহাভাই করি কান্দে ভীম মহাবীর॥
সর্ব্বজন মেলি কান্দে কৃষ্ণের গোচর।
কান্দে সুভদ্রা দেবী ধূলাএ ধূসর॥
কৃষ্ণের জননী দেবী দেবকী কান্দেন্ত।
নন্দের ঘরণী যে যশোদা বিলাপন্ত॥
সকল সাম্বই কৃষ্ণ গরুড় স্মরিল।
ত্বরমানে পক্ষীরাজ আসিয়া মিলিল॥
হস্তেতে সারঙ্গ আর চক্র আভরণ।
গদা হস্তে লইয়া চলে দেব জনার্দ্দন॥

যশোদা দেবকী আর কুন্তী সঙ্গে করি।
গরুড় উপরে তবে চড়িলা শ্রীহরি॥
হাতে মহা গদা করি চলিলেক ভীম।
বাহু আস্ফালন করে তার নাহি সীম॥
পঞ্চ জন পৃষ্ঠে করি বিনতানন্দন।
ত্বরামনে সঞ্চারিল উঠিল গগন॥
যথা পড়িয়াছে পার্থ সংগ্রাম মাঝার।
নিশাকাল রাত্রিতে নাহিক অন্ধকার॥
পার্থের শরীর দেখি মুণ্ড বিবর্জ্জিত।
কান্দএ যে নারীগণ সংগ্রাম ভূমিত॥
মুণ্ড না দেখিয়া কৃষ্ণ দেব যে শ্রীহরি।
ক্রন্দন করেন্ত করি হা হা বন্ধু করি॥
কুন্তী দেবী পুত্রশোকে মস্তকে হানিয়া।
কান্দএ দেবকী দেবী জামাতা দেখিয়া॥
নন্দের ঘরণী কান্দে ভূমিতলে পড়ি।
হা হা ধনঞ্জয় বলি বাহে গড়াগড়ি॥
ক্রোধ হইয়া ভীমসেন কৃষ্ণক বোলেন্ত।
অপুরুষ কর্ম্ম কেনে কর মতিমন্ত॥
অনাদি পুরুষ তুহ্মি না কর ক্রন্দন।
আজ্ঞা কর হেন কর্ম্ম করিছে কোনজন॥
কোনজনে মারিয়াছে সন্ধান করিয়া।
কহ তত্ত্ব তুহ্মি মোরে বিচার করিয়া॥
তাহারে দেখাও মোরে করিতে সমর।
গদা প্রহারিয়া তারে পাঠাই যমঘর॥
ভীমে যদি এমত কহিল ক্রোধ করি।
বভ্রুবাহন উঠিলা সম্ভ্রম পরিহরি॥
পঞ্চ জন রণস্থল দেখিয়া তখন।
প্রদ্যুম্নেতে পুছিলা চিত্রাঙ্গদার নন্দন॥
কহ মহাশয় এ সকল কোন জন।
তবে সে প্রদ্যুম্নে তানে চিনাএ জনেজনে॥
বন্ধুগণ চিনি বভ্রুবাহন নরপতি।
চরণে পড়িয়া সবের করএ কাকুতি॥
ভীমসেন প্রতি বভ্রুবাহন যে বোলেন্ত।
ত্রিভুবনে মহাবীর তুহ্মি মতিমন্ত॥

CENTRAL LIBRARY

আমি সে পাতকী পিতৃবধী দুরাচার।
গদার প্রহারে মোরে করহ সংহার॥
বাপের জীবন হেতু গেলাম রসাতল।
মুনিসমে নাগরাজ আনিলাম মহাবল॥
কেমন পাপিষ্ঠে তাতে পাপ আচরিল।
বাপের হরিল মুণ্ড লঙ্ঘিতে নারিল॥
না জিবেক বাপ মোর বীর ধনঞ্জয়।
নিবেদন কৈল প্রভু শুন দয়াময়॥
সুদর্শন চক্রে মোর কাটি পার শির।
জীবনের কার্য্য নাহি মুই পাতকীর॥
পিতামহীর চরণে কর নমস্কার।
শাপ দিয়া ভস্ম কর মুই দুরাচার॥
কৃষ্ণের জননী আর যশোদা দেবকী।
অনুগ্রহ কর দেবী আমি সে পাতকী॥
বভ্রুবাহন বচন শুনিয়া কান্দে ভীম।
কুন্তীদেবী যথ কান্দে তার নাহি সীম॥
সর্ব্বজন বেড়িয়া কান্দেন্ত কোলাহল।
অতি গণ্ডগোল হইল সেই রণস্থল॥
তবে নাগরাজা আইল হাতে মণি লইয়া।
কৃষ্ণেরে বোলেন্ত বাক্য শুন মন দিয়া॥
পাণ্ডবের বংশ সমে মজিল সকল।
শোকে যুধিষ্ঠির রাজা হইল বিকল॥
সর্ব্বজন কান্দে দেখ তোমা বিদ্যমান।
তুমি পরে পাণ্ডবের গতি নাহি আন॥
অমৃত রাখিয়া যেন দিল পূর্ব্বকালে।
ইন্দ্রক স্থাপিলা দৈত্য রাখিল বিশালে॥
আর যথ করিয়াছ তার নাহি সীমা।
অল্প বুদ্ধি কি কহিব তোমার মহিমা॥
যেরূপে পাণ্ডব বংশ হএত উদ্ধার।
তোমার অসাধ্য নাহি পৃথিবী মাঝার॥
যে জনে হরিল মুণ্ড করিয়া সংহার।
মণি লইয়া জিয়াও যে বন্ধু আপনার॥
নাগরাজার হেন যদি বচন শুনিলা।
তবে কৃষ্ণ জল তবে হাতেত লইলা॥
নিঃশব্দ হইয়া প্রভু স্মরে মন্ত্রগণ।
ব্রহ্মচর্য্য যত আমি কৈল ক্ষিতিতলে।
অর্জ্জুনের মুণ্ড আইসুক সেই পুণ্যফলে॥
মোর বন্ধু অর্জ্জুনের মুণ্ড নিল হরি।
যেই জনে নিল হেন অপকর্ম্ম করি॥
শত খণ্ড হইয়া মুণ্ড হউক তার পাত।
এই বাক্য কৃষ্ণে যে কহিলা সহসাত॥
বকদন্ত আশ্রমেতে নাগ দুইজন।
শতখণ্ড মুণ্ড তার হইল তখন॥
অকস্মাৎ পার্থ মুণ্ড সভার বিদিত।
মণিপুর যুদ্ধ স্থানে মিলিল ত্বরিত॥

বৃষকেতু ও অর্জুনের জীবনপ্রাপ্তি

তবে নাগরাজা মণি লইয়া তখন।
বৃষকেতুর কান্ধে আরোপে ততক্ষণ॥
মণির প্রভাবে মুণ্ড স্কন্ধে লাগে আসি।
চারিভিতে সর্ব্বলোকে চাহেন্ত উল্লাসি॥
জীব মণি কর্ণপুত্র উঠিল ত্বরমান।
কৃষ্ণ জনার্দ্দন বিষ্ণুদ্বারে ভগবান॥
রহ রহ বভ্রুবাহন সহ মোর বাণ।
এ বলিয়া কর্ণপুত্র উঠে ত্বরমান॥
যুদ্ধ স্থানে কৃষ্ণভীম দেখিয়া ত্বরিত।
প্রণমিয়া বৃষকেতু পড়িল ভূমিত॥
পিতামহী সমে দেখে কৃষ্ণের জননী।
তবে কৃষ্ণ পুনরপি লই আইলা মণি॥
আরোপিল পার্থের কবন্ধে মণি নিয়া।
জাগাইলা নারায়ণ মণি নাগ হইয়া॥
কণ্ঠেতে মণি দিয়া আপনে জাগাইল।
প্রাণবন্ধু পার্থ বীর জিইয়া উঠিল॥
সর্ব্ব বীর আনন্দিত দেখি ধনঞ্জয়।
আকাশেতে পুষ্পবৃষ্টি হইল অতিশয়॥
গন্ধর্ব্ব মনিষ্যগণ তাহাতে মিলিল।
অর্জ্জুনে উপরে দেবে পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥

CENTRAL LIBRARY

ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় জনম তোহ্মার ।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম করিল যাহার ॥
পরাজয় পাইয়া পার্থ বিষণ্ণ বদন ।
কৃষ্ণে সান্ত্বাইয়া তবে বলিল বচন ॥
তোহ্মার শ্বশুর দেখ নাগ অধিপতি ।
তোহ্মা হেতু মণি লইয়া আইল শীঘ্রগতি ॥
তবে পার্থে অনুক্রমে সম্ভাষে সকল ।
সাধু সাধু পার্থ তোহ্মার জনম সফল ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল সবে মাথে চুম্ব দিল ।
হরিষ হইয়া কৃষ্ণে কহিতে লাগিল ॥
নীলধ্বজনারী জনা বাণরূপী হইল ।
ভীষ্মপুত্র শাপে গঙ্গা তোহ্মা শাপ দিল ॥
এই হেতু আহ্মি তোহ্মা আপদ সমএ ।
নিকটে না যাইল এথা শুন মহাশএ ॥
শত বভ্রুবাহন তোহ্মা না পারে জিনিতে ।
শাপবলে এথ হইল শুনহ নিশ্চিতে ॥
সকল দেখহ তুহ্মি সংগ্রাম সফল ॥
পুত্রসনে পরাজয় মহা কুতূহল ॥
সর্ব্বস্থানে জয় আছে পুত্র স্থানে নাই ।
চারিবেদে জানাইল তোহ্মারে বুঝাই ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ হইলা হরষিত ।
প্রবেশিল বভ্রুবাহন রাজার পুরীত ॥
কৃষ্ণ ভীম আদি করি যত বীরগণ ।
নাগরাজ সঙ্গে করি কুতূহল মন ॥
বভ্রুবাহন নগরেতে প্রবেশিল গিআ ।
অর্জ্জুনেরে সিংহাসনে বৈসাইল নিয়া ॥
যার যেই উপযুক্ত দিল সেই স্থান ।
বভ্রুবাহন উপযুক্ত দিল বিদ্যমান ॥
পুত্রের আশ্চর্য্য মুখ দেখি ধনঞ্জয় ।
চিত্রাঙ্গদা উলূপীরে গ্রহে মহাশএ ॥
পিতৃবধ পাতক করিল যে কারণ ।
বভ্রুবাহন তেজিবারে চাহেত জীবন ॥
ভীমে সান্ত্বাইল তানে বলিয়া বচন ।
সাক্ষাতে দেখিতে আছ দেব সনাতন ॥
যে নাম স্মরণে সর্ব্ব পাপ হএ ক্ষএ ।
সেইজন সাক্ষাতে দেখহ মহাশএ ॥
চিন্তা পরিহর তুহ্মি অধর্ম্ম নাহিক ।
বিশেষেত জীববন্ত করিলা পিতৃক ॥
বাপের সঙ্গতি চল দেশ দেশান্তর ।
ঘোড়া রৈক্ষা কর গিয়া হইয়া সহচর ॥
ভীমের বচনে রাজা সান্ত্বাইল মন ।
অতিথি করিল পূজা আইল যথজন ॥
বধূসনে কুন্তী গেল পুত্রের মন্দিরে ।
বসিলেক সিংহাসনে পার্থ মহাবীরে ॥
বহুল বাজানা বাজে নানা কুতূহল ।
বভ্রুবাহন নগরে অর্জ্জুন মহাবল ॥
পঞ্চ রাত্রি থাকি তথা অশ্ব রাখিবার ।
চলিলেক ধনঞ্জয় করিতে বিহার ॥
পাতালেত গেল তবে নাগ মহারাজ ।
হস্তিনাতে গেল ভীম রাজার সমাজ ॥
কুন্তী দেবকী যশোদা গুণবতী ।
চিত্রাঙ্গদা সনে যে উলূপী মহাসতী ॥
ভীম সঙ্গে গেল তবে হস্তিনাপুরীত ।
পার্থ সঙ্গে চলে রাজা হইয়া সমাহিত ॥
ভারতের পুণ্যকথা নানা রসময় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

যেই পড়ে যেই শুনে পাপ হএ নাশ ।
অন্তকালে হএ তার বৈকুণ্ঠেত বাস ॥

রত্নপুরে অশ্ব

মণিপুর হৈতে যদি ঘোড়া নিঃসরিল ।
সর্ব্ব বীর সঙ্গে পার্থ তথনে চলিল ॥
কথদিনে রত্নপুর রাজ্য অধিপতি ।
নৃপতি ময়ূরধ্বজ রাজা মহামতি ॥
অশ্বমেধ হেতু ঘোড়া এড়িল ভ্রমিতে ।
তাম্রধ্বজ পুত্র দিল ঘোটক রাখিতে ॥

মহাসৈন্য সঙ্গে তাম্রধ্বজ নরপতি।
বহুদেশ বিচরিয়া ঘোটক সংহতি॥
নগর নিকটে ঘোড়া উপস্থিত হইল।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞের ঘোড়া তখনে মিলিল॥
দুই অশ্ব মুখামুখী হইল দরশন।
উত্তর বাহিনী করি দুই করে রণ॥
অর্জ্জুনের ঘোড়ার যে মুখে কামড়াইল।
দশন দংশিয়া ঘোড়া বিকল করিল॥
তাম্রধ্বজ নৃপতির ঘোড়া মহাবল।
চরণ প্রহার করি করিল বিকল॥
দুই ঘোড়া হেনমতে করে মহারণ।
দূরে থাকি রথিগণে করে আলোকন॥
তাম্রধ্বজ দেখে ভিন্ন নৃপতির হএ।
সেনাপতি স্থানে ডাকি কহিল নির্ভয়॥
কাহার যজ্ঞের ঘোড়া মিলিল আসিয়া।
কপালেত পত্র পঠি সবে চাহ গিয়া॥
তাম্রধ্বজ নৃপতির শুনিয়া বচন।
সেনাপতি গিয়া পঠে পত্রের লিখন॥
পত্র পাঠ জানাইল নৃপতির গোচর।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ রাজেশ্বর॥
সার্ব্বভৌম নরপতি পাণ্ডু বংশোদ্ভব।
রাজাহেতু কুরুক্ষেত্রে মারিল বান্ধব॥
সেই অধর্ম্মের ভএ যজ্ঞ করিবার।
এড়িলেক যজ্ঞ ঘোড়া ক্ষিতি চারিবার॥
তাহান কণিষ্ঠ পার্থ ক্ষাত্র ধনুর্দ্ধর।
ঘোড়া রাখিবারে দিল সঙ্গে সহচর॥
ঘোড়া ধরুক মোর বলবন্ত জনে।
শক্তিহীন রাজা হইলে পশউক স্মরণে॥

তাম্রধ্বজের যুদ্ধ

শুনিয়া পার্থের কথা রাজা তাম্রধ্বজ।
ক্রোধ হইল শুনিয়া যেহেন মত্ত গজ॥
অর্জ্জুনের ঘোড়া ধরি আনিলেক বলে।
আপনা সৈন্যেতে রাখি বোলে কুতূহলে॥
মহাযজ্ঞ বাপে মোর করিল উত্তম।
করিতে উচিত হএ যজ্ঞ সমর্পণ॥
অর্জ্জুন জিনিয়া যদি পাই এই হএ।
করিব অষ্টম যজ্ঞ বাপ মহাশএ॥
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ করি সৈন্য কর স্থির।
আজু রণে জিনিবাম ধনঞ্জয় বীর॥
শুনিয়াছি অর্জ্জুন যে মহা ধনুর্দ্ধর।
যুদ্ধ করি সন্তোষিল দেব মহেশ্বর॥
আপনে গোবিন্দ হএ সহাএ যাহার।
কুরুক্ষেত্রে মহিমা যে পাইছে অপার॥
এহেন অর্জ্জুন সঙ্গে যুদ্ধ করিবার।
অস্ত্রাঘাতে যদি পারি করিব সংহার॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে নারায়ণ।
তাহানে জিনিমু মুই করি মহারণ॥
তাম্রধ্বজ বচন শুনিয়া সেনাপতি।
বোলেন্ত অর্জ্জুন ধ্বজ দেখি মহামতি॥
পার্থ সৈন্য হৈতে তোহ্মার সৈন্য বহুতর।
আলোকিল সব আহ্মি শুন ধনুর্দ্ধর॥
কৃষ্ণার্জ্জুন জিনিয়া যে সৈন্য পরাজিয়া।
বাপ আনন্দিত কর অর্জ্জুন জিনিয়া॥
এই সমবায় করি তাম্রধ্বজ বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ করি সৈন্য কৈল স্থির॥
নিজ সৈন্য থাকি পার্থ দেখিল সকল।
ঘোড়া ধরি লইয়া যাএ এক মহাবল॥
অর্জ্জুনে কৃষ্ণের স্থানে তবে জিজ্ঞাসিল।
কোন বীরে ঘোড়া ধরিয়া যে নিল॥
রহিলেক সৈন্য সব মহাব্যূহ করি।
অহঙ্কারে লইয়া যায় মোর ঘোড়া ধরি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি দেবকীনন্দন।
কহন্ত অর্জ্জুন স্থানে সব বিবরণ॥
রত্নাবতী নৃপতি ময়ূরধ্বজ নাম।
পরম বৈষ্ণব রাজা গুণে অনুপাম॥
নর্ম্মদার কূলে অসিব্রত আরম্ভিল।
অশ্বমেধ হেতু রাজা ঘোটক এড়িল॥

CENTRAL LIBRARY

তান পুত্র তাম্রধ্বজ অতি বলবন্ত ।
বহু রাজ্য শাসিবারে ঘোটক চালন্ত ॥
ধরিল তোমার ঘোড়া দেখ ধনঞ্জয় ।
বহু যুদ্ধ হইব আজি জীবন সংশয় ॥
ঘোড়া উদ্ধারিতে তুমি হও সাবধান ।
তাম্রধ্বজ নৃপতি যে মহা বলবান ॥
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ কৈল দেখ সৈন্য তার ।
পুনি ব্যূহ কর তুমি তবে প্রতিকার ॥
এ বলিয়া নারায়ণ রথেত চড়িলা ।
সত্বরে ধনু বাণ গ্রহণ করিলা ॥
ব্যূহ প্রতিব্যূহ কৈলা দেব নারায়ণ ।
আপনে করিলা হরি ব্যূহের পত্তন ॥
অনুশাল্ব রাজারে সমুখে নিয়োজিল ।
হংসধ্বজ রাজারে যে সৈন্যমুখে দিল ॥
প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ দুই মহাবীর ।
দক্ষিণ গুবাতে রাখে নির্ভয় শরীর ॥
বভ্রুবাহন বৃষকেতু দুই মহাবল ।
বামশৃঙ্গে রাখেন্ত যে হইয়া বিকল ॥
দক্ষিণ পার্শ্বেতে আছে মহাদুষ্টমতি ।
যেই থানে ব্যূহ কৈলেন দেব যজ্ঞপতি ॥
মহাবীর মেঘবর্ণ রাক্ষসের কান্ত ।
যৌবনাশ্ব রাজার যে সহাএ আছন্ত ॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যে দুই মহাবীর ।
বামপদ রক্ষা করে নির্ভয় শরীর ॥
ষট্ নিষট্ আর হরির নন্দন ।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকিএ করএ পালন ॥
স্থানে স্থানে মহারথী সব নিয়োজিয়া ।
ঘোড়া উদ্ধারিতে পার্থ যায়ত চলিয়া ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাহে দেব নারায়ণ ।
দেবদত্ত শঙ্খ বাহে পাণ্ডুর নন্দন ॥
হেনকালে ব্যূহরক্ষা করি দুইজনে ।
সিংহনাদ ধনু টঙ্কার করে দুই জনে ॥
দুই সৈন্য শব্দ হইল মোহা কোলাহল ।
টলমল হইল তবে পৃথিবী সকল ॥

রথে রথে গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গে ।
মিশামিশি শব্দ হইল বল চতুরঙ্গে ॥
দুই বলে সৈন্য পড়ে অতি বহুতর ।
ক্রোধ হইল তাম্রধ্বজ সমর ভিতর ॥
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া তবে ঘন ছাড়ে ডাক ।
আইস কৃষ্ণ মোর সনে যুদ্ধ করিবার ॥
সাবধান হইয়া আইল দেখিয়া গোচরে ।
পার্থ সঙ্গে ঘোড়া মুক্ত করিবারে ॥
সুদর্শন চক্র লৈয়া সারঙ্গ যে ধরি ।
সাবধানে যুদ্ধ করে হইয়া সারি সারি ॥
মোর বাণে যুদ্ধ করে তোমা উদ্দেশিয়া ।
মনিষ্য শরীর কৃষ্ণ লই যাইমু ধরিয়া ॥
এথ যদি বলিলেক তাম্রধ্বজ বীর ।
ক্রোধ হইল অনিরুদ্ধ নির্ভয় শরীর ॥
হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া বোলে বীরদাপ ।
মোর বল সহ দেখি তোহর প্রতাপ ॥
হাসিয়া বলিল তবে বীর তাম্রধ্বজ ।
বাণে বিন্ধিল তোরে পাইছ লাজ ॥
উষার গৌরবে তোরে না করিল সংহার ।
সে সব পাশরি কর বড় অহঙ্কার ॥
তাম্রধ্বজ বীরের শুনিয়া বচন ।
ক্রোধ হইয়া বাণ জোড়ে প্রদ্যুম্ননন্দন ॥
প্রলয় তুল্য এড়ে মহাবল বাণ ।
তাম্রধ্বজের হাতে ফুটে সুদৃঢ় সন্ধান ॥
সহিয়া তাহার বাণ স্থস্থির শরীর ।
এক বাণ এড়িলেক তাম্রধ্বজ বীর ॥
প্রদ্যুম্ন কুমার অনিরুদ্ধ যে বীর ।
অর্দ্ধপথে বাণ কাটি তেজে উপাড়ে বীর ॥
চারি বাণে চারি ঘোড়া কাটিল তাহার ।
সারথির মাথা কাটি কন্দর্প কুমার ॥
তাম্রধ্বজ কাছে ছিল যথ মহাবীর ।
বাণ মারি বিন্ধিলেক সভার শরীর ॥
বসন্ত কিং শোক যেন দেখি বিপরীত ।
অনিরুদ্ধে বাণ ফেলে সভার সমিত ॥

কাহার ধনুক কাটে কার কাটে শির ।
কার বক্ষ বিদারিল অনিরুদ্ধ বীর ॥

অনিরুদ্ধ-তাম্রধ্বজ যুদ্ধ

তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য মৈধ্যে একেশ্বর ।
কৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ কাল সমোশর ॥
সৈন্য সব এড়ি তাম্রধ্বজকে বিন্ধিল ।
ঘোটক সংহারি তার সারথি ছেদিল ॥
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক আর তিন বাণে ।
রথ খণ্ড খণ্ড কৈল তিল পরমাণে ॥
তা দেখিয়া ক্রোধ হইল তাম্রধ্বজ বীর ।
কটাক্ষে না গণে তার অক্ষয় শরীর ॥
কৃষ্ণেরে ধরিয়া নিব বাণের গোচর ।
সাফল্য হইব যজ্ঞ দেখি দামোদর ॥
কৃষ্ণেরে এই সব কহি বীর তাম্রধ্বজ ।
রণ হেতু রুষিলেন্ত যেন মত্ত গজ ॥
অতি কোপে আর রথে আরোহণ করি ।
রণে আইল তাম্রধ্বজ সমরে কেশরী ॥
অর্জ্জুনের সৈন্য মৈধ্যে প্রবেশিল বীর ।
বাণবৃষ্টি করিলেক নির্ভয় শরীর ॥
সপ্ত বাণে বিন্ধিলেক পার্থের কলেবর ।
পঞ্চ বাণে বিন্ধিলেক দেব দামোদর ॥
কৃষ্ণ ব্রহ্মা বিন্ধিলেক ক্ষেপি বহু শর ।
* * * * * * * * * * * * * * * ॥
একাদশ বাণ মারি প্রদ্যুম্ন বিন্ধিল ।
অষ্ট বাণ মারিয়া অনিরুদ্ধ বিদারিল ॥
আপনা বিক্রম দেখাইল মহাবীর ।
সিংহনাদ করি বীর নির্ভয় শরীর ॥
তার সিংহনাদ শুনি হইলেক ক্রোধ ।
ডাক দিয়া বোলে অনিরুদ্ধ বড় যোধ ॥
রহ তাম্রধ্বজ বীর আমার গোচর ॥
সহ দেখি মোর বাণ না হইয়া ফাফর ।
অনিরুদ্ধ বাক্য শুনি হাসে তাম্রধ্বজ ।
ক্রোধ হইল মহাবীর যেন মত্ত গজ ॥

ডাক দিয়া বোলে অনিরুদ্ধ মহাবীর ।
আমার সাক্ষাতে কেনে বোলহ গম্ভীর ॥
এ বলিয়া অনিরুদ্ধ এড়িলেক বাণ ।
সারথি কাটিয়া রথ কৈল খান খান ॥
মুণ্ড কাটি অশ্ববর করিল সংহার ।
দেখিয়া যে তাম্রধ্বজ এসব প্রকার ॥
অনিরুদ্ধ পরাক্রম দেখি মহাবলে ।
হাসেন্ত কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডব সকলে ॥
তাম্রধ্বজ দেখিয়া উঠিল আর রথে ।
অনিরুদ্ধ বীরেরে ডাকিল তেন মতে ॥
ক্রোধ হইল অনিরুদ্ধ যেন হুতাশন ।
আর রথে আরোহিল তবে সেইক্ষণ ॥
বহু যুদ্ধ আছিলেক দুই মহারথী ।
লঘু হস্তে বাণ এড়ে তাম্রধ্বজ অতি ॥
গাএর কবচ কাটি কৈল খান খান ।
হৃদয় গাড়িল তার অতি তীক্ষ্ণ বাণ ॥
মুহর্চ্ছিত অনিরুদ্ধ ভূমিতে পড়িল ।
লঘু হস্তে পাণ্ডবের সৈন্য সংহারিল ॥

প্রদ্যুম্ন-তাম্রধ্বজ যুদ্ধ

অনিরুদ্ধ মোহ দেখি তাহান জনক ।
আসিল প্রদ্যুম্ন যদুবংশের পালক ॥
প্রদ্যুম্ন আসিল দেখি তাম্রধ্বজ বীর ।
পঞ্চ বাণ এড়িলেক নির্ভয় শরীর ॥
সেই ঘাএ অর্দ্ধ ক্রোশ পথে গিয়া পড়ে ।
মুহর্চ্ছিত হইয়া তবে ভূমিতলে গড়ে ॥
তাহা দেখিয়া বীরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ।
মোর সনে যুদ্ধ কর ক্রোধ পরিপাকে ॥
পুত্র পৌত্র পড়িলেক তোমার বিদিত ।
কি কারণে নাহি আইস মোর সন্নিহিত ॥
আইস কৃষ্ণ তোমারে ডাকএ তাম্রধ্বজ ।
কর্ণপুত্র রণে আইল যেন মত্ত গজ ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে পাছে তুমি করিয় সংগ্রাম ।
আগে আইস তাম্রধ্বজ লুকাই তোর নাম ॥

CENTRAL LIBRARY

কোথাতে পলাই যাইবা নৃপতিনন্দন ।
এ বলিয়া আর বাণ এড়ে যেন হুতাশন ॥
রণে ধ্বজ ছত্র সহিতে রথ তার ।
তিল পরমাণে কাটে কর্ণের কুমার ॥
স্বরমানে তাম্রধ্বজ চড়িয়া যে রথে ।
দিব্য বাণ জোড়ে কর্ণ পুত্রেরে মারিতে ॥
সেই বাণ তার করিল খান খান ।
কাটিল কর্ণের পুত্রে জুড়ি দিব্য বাণ ॥
ক্রমে ক্রমে কাটিলেক তিন শত রথ ।
কর্ণপুত্র বৃষকেতু অধিক মহত ॥
মহাক্রোধ হইল তবে তাম্রধ্বজ বীর ।
রথ অশ্ব গজ কাটে নির্ভয় শরীর ॥
ক্ষুদ্র মৃগ সংহারিল যেন মৃগপতি ।
তাম্রধ্বজ সংহারিল যথ মহারথী ॥

তাম্রধ্বজ-বভ্রুবাহন যুদ্ধ

ক্রোধ হইল বভ্রুবাহন আইল সত্বরে ।
হাতে ধনু তাম্রধ্বজের গোচরে ॥
নানা মতে দুই বীরে করে মহারণ ।
অন্যে অন্যে বাণ কাটি পাড়এ অখন ॥
দুই বীরে যুদ্ধ করে অতি বিচক্ষণ ।
তা দেখিয়া বিস্ময় হইল যত রথিগণ ॥
তবে বীর তাম্রধ্বজ অতি বলবান ।
রথশূণ্য করিয়া পাড়িল ভূমিখান ॥
আর পঞ্চ বাণ তার হৃদএ গাড়িল ।
মোহ পাইয়া বভ্রুবাহন ভূমিতে পড়িল ॥
পড়িলেক বভ্রুবাহন দেখি মহাবীর ।
তাম্রধ্বজ নরপতি সমরেত স্থির ॥
ব্যূহ বিদারিয়া যায় কৃষ্ণক ডাকিতে ।
ভাঙ্গিল পাণ্ডব বল তাহারে দেখিতে ॥
হংসধ্বজ আদি করি যথ নৃপগণ ।
দেখিয়া সকল হইল চমকিত মন ॥

তাম্রধ্বজ-অর্জুন যুদ্ধ

সৈন্যের দুর্গতি দেখি বোলে ধনঞ্জয় ।
দশ বাণ জুড়িলেক ধনুর গুণয় ॥
আকর্ণ পূরিয়া পার্থ সে বাণ এড়িল ।
তাম্রধ্বজ নৃপতির শরীর ভেদিল ॥
সেই বাণে মুহচ্ছিত তাম্রধ্বজ বীর ।
রথধ্বজ ধরিয়া শরীর কৈল স্থির ॥
কণক্ষণে চৈতন্য পাইয়া মহাবীর ।
রথধ্বজ ধরিয়া শরীর কৈল স্থির ॥
কতক্ষণে চৈতন্য লভিয়া মহাবীর ।
বরিষার মেঘে যেন বরিষএ নীর ॥
বাণে আচ্ছাদন কৈল পার্থের শরীর ।
মহা ধনুর্দ্ধর পার্থ সমরেত স্থির ॥
সর্ব্ব গাএ ভেদিলেক তিল পরিমাণ ।
গাণ্ডীবেতে গুণ দিয়া করিল সন্ধান ॥
সারথি সহিতে রথ কৈল খান খান ।
ধনঞ্জয় মহাবীর অতি বলবাণ ॥
তাম্রধ্বজ বীর আর রথ আরোহিল ।
পার্থের রথের ঘোড়া বিশিকে বিন্ধিল ॥
সারথি সহিতে রথ বিন্ধে নরপতি ।
বোলে দেখ রথ ঘোড়া বিন্ধিল সারথি ॥
বন্দী করি নিব তোরে বিষম সমরে ।
তবে সে যাইব আমি বাপের গোচরে ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য অতি ভয়ঙ্কর ।
ক্রোধ হইল ধনঞ্জয় সমর মাঝার ॥
গাণ্ডীবেত গুণ দিয়া এড়িলেক বাণ ।
সারথি সহিত রথ কৈল খান খান ॥
সেই ক্ষণে তাম্রধ্বজ আর রথে চড়ে ।
সেই রথ কাটিল এড়িয়া মহা শরে ॥
ক্রোধ হইল ধনঞ্জয় অগ্নি অবতার ।
সহস্র সহস্র রথ করয় সংহার ॥
সমরেত ধনঞ্জয় সমান আকার ।
তাম্রধ্বজ সৈন্য সব করএ সংহার ॥

CENTRAL LIBRARY

তবে রাজা তাম্রধ্বজ মহা বলবান।
ত্বরমানে আর বাণ করিল সন্ধান॥
মহা তীক্ষ্ণ পঞ্চ বাণ এড়িল সমরে।
ভেদিলেক সেই বাণে পার্থ কলেবরে॥
দেখিতে আছএ কৃষ্ণ আপনা বিদিত।
ভূমিতে পড়িল পার্থ হইয়া মুহচ্ছিত॥
নিমেষেকে পার্থ বীর মোহ পরিহরি।
রথ আরোহিল পার্থ ধনু হাতে ধরি॥
তাম্রধ্বজ নৃপতিকে বাণ আবরিল।
ক্রোধ হইয়া তাম্রধ্বজ বাণ যে জুড়িল॥
রথেত মরিয়া বাণ দূরেতে ক্ষেপিল।
প্রহরের পথে তবে সে রথ নামিল॥
পুনি আইল পার্থ বীর ত্বরিত গমনে।
পঞ্চ বাণে সেই রথ ক্ষেপিল গগনে॥
তুরঙ্গ সহিতে সারথি তার রথ।
অর্জ্জুনের বাণে ভ্রমে গগনের পথ॥
রুষিয়া অর্জ্জুন বীরে মারে তার সৈন্য।
সারথি কাটিয়া পাড়ে যথ অগ্রগণ্য॥
ইন্দ্রের নন্দন বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
করন্ত তুমুল যুদ্ধ মহা ভয়ঙ্কর॥
দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য মর্দ্দিয়া তাহার।
করন্ত তুমুল যুদ্ধ অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥
ধ্বজছত্র কাটিলেক আর যথ সৈন্য।
দুই সহস্র রথ কাটে হইয়া অগ্রগণ্য॥
ইন্দ্রের নন্দন বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তাম্রধ্বজ সৈন্য পাড়ে ভূমির উপর॥
তাম্রধ্বজের সৈন্য কাটি ভূমিতে পাড়িল।
বহু রথ কাটি তার খণ্ড খণ্ড কৈল॥
রথারথী কাটিলেক অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
অষ্ট চক্র রথ কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
তুরগ কবন্ধ কাটে বীর ধনঞ্জয়।
তা দেখিয়া তাম্রধ্বজ ক্রোধ অতিশয়॥
আর রথে আরোহিল তাম্রধ্বজ বীর।
সেই রথ কাটি পাড়ে অক্ষয় শরীর॥
ধারারূপে বহে তার গায়ের রুধির।
অর্জ্জুনে বিন্ধিল তাম্রধ্বজের শরীর॥
খণ্ড খণ্ড করি রণে কাটে তীক্ষ্ণ শরে।
অক্ষয় যে তাম্রধ্বজ অর্জ্জুন সমরে॥
আকাশেত দেবগণ হইল বিস্মিত।
পৃথিবীর যথলোক হইল চমকিত॥
তবে মহাবীর তাম্রধ্বজ নরপতি।
অর্জ্জুনের রথ ধরে অতি শীঘ্রগতি॥
চিলে কৌতর যেন লইয়া মাংস খণ্ড।
গগনে সঞ্চরে যেন হইয়া প্রচণ্ড॥

কৃষ্ণার্জ্জুনের সঙ্গে তাম্রধ্বজের যুদ্ধ :
কৃষ্ণার্জ্জুনের পরাজয়

দূরে উঠি ক্ষেণে রথ ভূমির উপর।
পড়িল পৃথিবীতে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
তা দেখিয়া দুই ধনু বিস্তার করিয়া।
রথ সমে পার্থ বীর কৃষ্ণে ধরে গিয়া॥
তাম্রধ্বজ বোলে মুই পাড়িল পাণ্ডব।
তুহ্মি আসি তারে কেনে ধরিলা মাধব॥
আপনার রক্ষা এবে কর গদাধর।
এ বলিয়া পড়ে তান রথের উপর॥
গদা লইয়া কৃষ্ণে রথ হতে যে পড়িল।
রথের সহিতে রাজা ভূমিতে পাড়িল॥
কহিতে লাগিলা তবে দেব দামোদর।
অর্জ্জুনকে সম্বোধিয়া বলিলা বিস্তর॥
দেখ দেখ পার্থ সৈন্য নরপতি।
বিমোহিত কৈল মোরে সব নরপতি॥
একেশ্বর বলে নারিবা তাহারে জিনিতে।
তুহ্মি আহ্মি দুইজনে মারিব ত্বরিতে॥
গাণ্ডীবেত গুণ দিয়া বাণ লয় করে।
সাঙ্গর ক্ষেপণ করি তাহান উপরে॥
এ বলিয়া সারঙ্গে কৃষ্ণ দিল টান।
বাছি বাছি বাণ এড়ে অতি ত্বরমান॥

অর্জ্জুনে বাণ টানি এড়ে ত্বরমান।
এক রথে দুই জন একহি লক্ষণ॥
তথাপিয় ক্ষোভ নাহি নৃপতিনন্দন।
একেশ্বর নিবারএ যথ বাণগণ॥
বাণ এড়িয়া হেন বলিলা উত্তর।
আজি সংহারিব পার্থ সংগ্রাম ভিতর॥
মোর হাতে অর্জ্জুনের অবশ্য সংহার।
সারথি হইয়া কৃষ্ণ তারে রক্ষা কর॥
সাবধানে রাখ কৃষ্ণ হইয়া সারথি।
অর্জ্জুনেরে রাখ তোহ্মার যথেক শকতি॥
শুনিয়া তাহার বাক্য দেব গদাধর।
অর্জ্জুনের রথ তবে চালাএ সত্বর॥
ঘোড়ারে চামুক মারি রথ চালাইল।
অর্জ্জুনে করিতে রণ কৃষ্ণে মন দিল।
মহাবীর তাম্রধ্বজ হাতে লৈল ধনু।
দশ বাণে বিন্ধিলেক গোবিন্দের তনু॥
পঞ্চ বাণে বিন্ধিলেক পার্থ কলেবর।
ধ্বজ ছত্র কাটিলেক হানি তীক্ষ্ণ শর।
চূর্ণবৎ করি রথ তখনে কাটিল।
নব বাণ মারি পার্থ তনু যে বিন্ধিল॥
অর্জ্জুনে এড়িয়া বাণ দূরে যে ক্ষেপিল।
ত্বরমানে তার পাশে আসিয়া মিলিল॥
চরণ প্রহারে তারে অর্জ্জুনে করিল।
সেই ঘাএ মহারাজা মুহর্চ্ছিত হইল॥
ত্বরমানে ভূমি হতে উঠে মহাবীর।
গজস্কন্ধে চড়ি বীর রণে হইল স্থির॥
কৃষ্ণ সমে অর্জ্জুনের ধরিলেক রথ।
বজ্রতুল্য ভ্রমাইল রাজা মহাসত॥
হেনকালে মহাযুদ্ধ তাহারে দেখিয়া।
চক্র গ্রহিলেক কৃষ্ণ ক্রোধ আচরিয়া॥
রহ রহ তাম্রধ্বজ বোলে উচ্চৈঃস্বরে।
সুদর্শন চক্র লইল ত্রিলোকঈশ্বরে॥
এড়িলেক চক্র কৃষ্ণে তারে ছেদিবার।
দেখি কম্পমান সৈন্য করে হাহাকার॥

সমুদ্রের জল চলে চলএ পর্ব্বত।
গজ এড়ি তাম্রধ্বজ নামে ভূমিগত॥
ভূমিতে নামিয়া বীর হইলেক স্থির।
সেই ক্রোধে সৈন্য মারে চক্রধর বীর॥
এক অক্ষৌহিণী সৈন্য করিয়া সংহার।
কৃষ্ণেরে ডাকিয়া বোলে সমরে দুর্ব্বার॥
সুদর্শন চক্র লইয়া আইলা গদাধর।
মোরে সংহারিতে তুহ্মি বলিলা বিস্তর।
মোরে এড়ি সৈন্য মার কিসের অন্তর।
মোর বাহুবল দেখ দেব দামোদর॥
তোহ্মারে ধরিয়া নিমু বাপের গোচর।
তুষ্ট হইব বাপ মোর অতি বহুতর॥
তোহ্মা উদ্দেশিয়া বাপে করএ ভকতি।
সাক্ষাতে দেখিব তোহ্মা ত্রিজগতপতি॥
মনিষ্য শরীরে কৃষ্ণ করি অধিষ্ঠিতা।
যজ্ঞ করিবেক মোর বাপ মহাদাতা॥
এই হেতু ধরি নিমু শুন গদাধর।
এ বলিয়া কাছে আইল গমন সত্বর॥
প্রহারি দক্ষিণ হস্তে বাম হস্তে ধরি।
চরণে ধরিয়া তোলে অতি শীঘ্র করি।
ভূমি হতে তুলি কৃষ্ণ মস্তকেত রাখি।
অর্জ্জুন ধরিতে যাএ যেন গড়ুর পাখী॥
ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ অর্জ্জুন অর্জ্জুন।
শীঘ্র করি জুড়ি বাণ কাট ধনুর্গুণ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ জোড়ে দিব্যবাণ।
হৃদএ হানিল বাণ সুদৃঢ় সন্ধান॥
বেদনা না গণি বীরে ত্বরমানে গিয়া।
অর্জ্জুনেরে ধরিলেক করে সাপাটিয়া॥
দুই হাতে দুই জন ধরিয়া চলিল।
তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বড় ক্রোধ হইল॥
চরণ প্রহার কৃষ্ণ পৃষ্ঠেত মারিল।
সেই ঘাএ রাজপুত্র ভূমিতে পড়িল॥
তথাপিহ দুইজন ধরিলেক পতি।
দুইজন আছাড়িল যথেক শকতি॥

মহাবেশে ভূমিতে পড়িল দুইজন।
মুহর্চ্ছিত হইয়া দুই হইল অচেতন।
মারিল পার্থের সৈন্য নির্ভয় শরীর।
দুই মুহর্চ্ছিত করি তাম্রধ্বজ বীর॥
মুহর্চ্ছিত সৈন্য সব করি মহারণে।
দুই ঘোড়া লইয়া চলে বানর সদনে॥
ভারতের পুণ্যকথা নানা রসময়।
পয়ার সুগম করি রচিল সঞ্জয়॥

ধার্মিক ময়ূরধ্বজ প্রসঙ্গ : ঘোটকমোচন

নিজ সৈন্য সঙ্গে লইয়া জয় শব্দ করি।
তাম্রধ্বজ গেল নিজ সৈন্য অনুসারি॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজ জনক গোচরে।
ব্রতস্থ হইছে অশ্বমেধ করিবারে॥
নর্ম্মদা নদীর কূলে যজ্ঞের মণ্ডপ।
তথা রহি নরপতি আরম্ভিল স্তব॥
করে মৃগ শৃঙ্গ ধরি চর্ম্ম পরিধান।
অসিপত্র আরম্ভিছে পত্নী সঙ্গে তান॥
মণ্ডপে বসিয়া আছে বৃদ্ধ মহারাজ।
রাজার অগ্রেত সব মুনির সমাজ॥
হেনকালে মিলে তাম্রধ্বজ নরপতি।
দুই অশ্ব দেখিলেন তাহান সঙ্গতি॥
হাসিতে হাসিতে রাজা তাকে জিজ্ঞাসিলা।
সময় লঙ্ঘিয়া কেনে অধমে আসিলা।
বৎসরেক নাহি হএ ভ্রমএ তুরঙ্গ।
আর কার ঘোড়া আইল কহ তার সঙ্গ॥
বাপের বচনে তাম্রধ্বজ কহে কথা।
দ্বিতীয় যে ঘোটকের সকল বারতা॥
ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
এই ঘোড়া এড়িলেক যজ্ঞের কারণ॥
কৃষ্ণসমে ধনঞ্জয় রক্ষক তাহার।
যথেক নৃপতিগণ সৈন্য যে অপার॥
আনিল তাহার ঘোড়া গোচরে তোমার।
সেনাপতি স্থানে শুন রহস্য ইহার॥

পুত্রের বচনে রাজা উপজিল সুখ।
চাহন্ত ময়ূরধ্বজ সেনাপতি মুখ॥
রাজার ইঙ্গিত পাইয়া কহে সেনাপতি।
ধরিল পার্থের ঘোড়া তোমার সন্ততি॥
আছিল বহুল যুদ্ধ দেবাসুর তুল্য।
কৃষ্ণার্জ্জুন আদি যথ দেবতা আকুল॥
মোহ ছাড়ি কৃষ্ণ সঙ্গে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
যদি আইসে কর্ম্মফলে ঘোড়ার অন্তর॥
সেনাপতি মুখে শুনি হেন বিবরণ।
পুত্রেরে গর্জ্জিল রাজা বহুল বচন॥
অবোধ বর্ব্বরপুত্র জানিলাম তোক।
তুহ্মি পুত্র নাশ হইল মোর কর্ম্মযোগ॥
যার নাম স্মরণে অধর্ম্ম হএ নাশ।
যদুবংশে জন্মিয়াছে সেই পীতবাস॥
উদ্দেশে তাহান পদে করিএ ভকতি।
সাক্ষাতে দেখিতে মুই না পাইল শ্রীপতি॥
হেন ধর্ম্ম পাইয়া কেনে এড়িলে পাপিষ্ঠ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না বুঝিলা তুই ত অরিষ্ট॥
কৃষ্ণ এড়ি ঘোড়া কেনে আন দুরাচার।
চিন্তামণি এড়ি কেনে কাচমণিহার॥
পুত্র পরিবার মোর যথ ধনজন।
না পারিল সমর্পিতে কৃষ্ণের চরণ॥
পুত্র হইয়া তুহ্মি মোর শত্রু উপজিলা।
গর্ভপাত হইয়া কেনে তুই না মরিলা॥
কৃষ্ণের পরম বন্ধু পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সেহ মইলা দেখিলুম নয়ান গোচর॥
এ যজ্ঞ এড়িয়া মুই চলিল নিশ্চয়।
যথাতে এড়িছ কৃষ্ণ বীর ধনঞ্জয়॥
এইমতে নরপতি গর্জ্জিল তনয়।
ওথাএ মোহ এড়িলেক কৃষ্ণ ধনঞ্জয়॥
বভ্রুবাহন ধ্বজকেতু প্রদ্যুম্নকুমার।
চৈতন্য পাইয়া যথা সৈন্য পরিবার॥
কৃষ্ণের গোচরে জিজ্ঞাসিল ধনঞ্জয়।
কোথা গেল তাম্রধ্বজ বীর মহাশয়॥

CENTRAL LIBRARY

ঘোড়া মোর কোথায় নিল সৈন্য পরাজিয়া।
কৃপা কর কৃষ্ণ মোকে তাকে উদ্দেশিয়া॥
সমুখে পাইলে তাহারে পাঠাইমু যমঘর।
উদ্ধার করিব ঘোড়া শুন দামোদর॥
অর্জ্জুন বচন শুনি দেবকীনন্দন।
রত্নপুরী নিল ঘোড়া লএ মোর মন॥
তাম্রধ্বজ গেল তার বাপের নিকট।
উদ্ধারিতে ঘোড়া পায় বড়হি সঙ্কট॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যথ রহক সব বীর।
তুহ্মি আহ্মি চলি যাই গুপ্ত শরীর॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজ অতি পুণ্যবন্ত।
কুতূহলে দেখাইব তাহারে এক চিহ্ন॥
করিবার ইঙ্গিত যেই করিল ইঙ্গিতে।
তুহ্মি আহ্মি চলি যাই রাজার বিদিতে॥
এই সমবায় করি কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
গুপ্ত বেশে চলি গেলা দুই মহাশএ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে বেশ শ্রীকৃষ্ণে ধরিলা।
সেই খানে এক রাত্রি নগরে বঞ্চিলা॥
গুরুশিষ্য দুইজন প্রবেশে নগরে।
ভিক্ষা করিয়া ফিরে প্রতি ঘরে ঘরে॥
সে নগরে এক রাত্রি বঞ্চিলা রজনী।
ঘরে ঘরে শুনে সব রাজার কাহিনী॥
প্রভাতে উঠিয়া স্নান কৈলা দুইজন।
ললাটেত দিলা দীর্ঘ তিলক ভূষণ॥
হাতে লাঠি করি দীন ব্রাহ্মণের বেশে।
যজ্ঞের মণ্ডপে গিয়া করিল প্রবেশে॥
আগে বৃদ্ধ যাএ পাছে শিষ্যের গমন।
রাজার সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন॥
বেদমন্ত্র পঠিয়া করিল আশীর্ব্বাদ।
রাজার অগ্রেত গিয়া জানাইল সম্বাদ॥
রাজা বোলে আগে নাহি করি নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ কৈলা তুহ্মি কি ফল আহ্মার॥
বিনি নমস্কারে নাহি আশীর্ব্বাদ ফল।
বেদশাস্ত্রে জানাইল এহেন সকল॥
অযুক্ত করিলা তুহ্মি অতি দুরাচার।
এ বলিয়া ভক্তি করি কৈল নমস্কার॥
ব্রাহ্মণে বোলেন্ত তব শুন নরপতি।
ব্রাহ্মার সভাতে হেন কহিছে বৃহস্পতি॥
ব্রাহ্মণে দেখিলে জান আগে নৃপতিক।
আশীর্ব্বাদ করিবেক প্রথমে উপাধিক॥
এ হেতু তোহ্মারে আহ্মি কৈল আশীর্ব্বাদ।
পুণ্যবন্ত রাজা তুহ্মি না চিন্ত প্রমাদ॥
ব্রাহ্মণের কথা শুনি বোলে মহারাজ।
কহ বিপ্র তুহ্মি কোন অভিলাষ কাজ॥
যেই বাঞ্ছা কর তুহ্মি সেই আহ্মি দিব।
আছুক অন্যের কাজ তনু বিসর্জ্জিব॥
পুত্র পরিবার তুহ্মি তাহা নাহি গ্রহ॥
কহ চাহি বিপ্র তুহ্মি কিবা আশে রহ॥
রাজার বচন তবে শুনিয়া ব্রাহ্মণ।
করজোড়ে বোলে বাপু শুনহ বচন॥
ধর্ম্মপুরে বাস মোর বৃদ্ধ কলেবর।
এক পুত্র আর মোর শিষ্য সহচর॥
ভিক্ষা করি খাই আহ্মি এই তিন জন।
পুত্রের হইল মোর প্রথম যৌবন॥
বিবাহ করাইতে পুত্রে কিছু নাহি ধন।
বহু চিন্তা পাই আহ্মি তাহার কারণ॥
ব্রাহ্মণের মুখে হেন বচন শুনিয়া।
নৃপতি ময়ূরধ্বজের বড় হইল দয়া॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে দ্বিজ রাজপুরোহিত।
সদাএ থাকএ তিনি রাজা সন্নিহিত॥
সেই কৃষ্ণশর্ম্মার কন্যা অতি রূপবতী।
দান করিবারে বোলে কৃষ্ণশর্ম্মা প্রতি॥
শুনিয়া এসব কথা আনন্দিত হইল।
পুত্র সঙ্গে করিয়া তথাতে চলিল॥

CENTRAL LIBRARY

আগে আহ্মি চলি যাই পাছে পুত্রবর।
তার পাছে এই মোর শিষ্যসহচর ॥
মহাবন মৈধ্যে আহ্মি দৈবের ঘটন।
সঞ্চরিতে বনপথে এই তিন জন ॥
দৈবগতি আসি এক সিংহ ভয়ঙ্কর।
মোরে এড়ি গেল দেখি বৃদ্ধ কলেবর ॥
আহ্মার পশ্চাতে পুত্র অতি সুকুমার।
তাহারে ধরিল সিংহে করিতে আহার ॥
যাইবারে পুত্র লইয়া যাএ শীঘ্রগতি।
হা হা পুত্র কোথা যাও করিয়া কাকুতি ॥
নরসিংহ নরসিংহ স্মরি উচ্চৈঃস্বরে ॥
নিবর্ত্তিয়া আইল সিংহ আহ্মার গোচরে ॥
মনিষ্যে মোহর ভএ এমন কহিল।
কি কারণে কান্দ বিপ্র বিধি ঘটাইল ॥
তোর পুত্র ভয় পাইয়া ক্ষুধাএ পীড়িত।
এহারে উদ্ধার হেন আছে পৃথিবীত ॥
শিষ্যসঙ্গে ঘরে যাও তুহ্মি নিবর্ত্তিয়া ॥
সর্ব্বথা না দিব ছাড়ি ভক্ষ্য যে পাইয়া ॥
সিংহের বচন শুনি বচন কলাপ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি মনে বড় তাপ ॥
কৃপা কর সিংহ মোরে হওত সদএ।
মোর বাক্যে সিংহে পুনি বোলে আর বার।
কেনে অনুশোচ বিপ্র কহি তত্ত্বসার ॥
তোহ্মা অঙ্গ শ্রদ্ধা নাহি বৃদ্ধ কলেবর।
শুনহ ব্রাহ্মণ তুহ্মি আহ্মার উত্তর ॥
যদি পুত্র উদ্ধারিতে আছে তোহ্মার আশ।
উপাএ কহএ আহ্মাক না হইও হতাশ ॥
তবে কি তোহ্মার ইচ্ছা আহ্মি জিজ্ঞাসিল।
আহ্মার বচন শুনি সে সিংহে কহিল ॥
সেই কথা কহিতে মুখে না আইসে রাজন।
যা কহিল সিংহে মোরে উপাএ বচন ॥
রাজাএ বোলেন কহ সিংহে কি কহিল।
সেই অভিলাষ দিব সৈত্য আচরিল ॥
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি উপাএ তনএ।
যেই চাহ সেই দিব শুন মহাশএ ॥
রাজার বচন শুনি বোলেন্ত ব্রাহ্মণে।
মুখেত না আইসে মোর কহিতে কথন ॥
সৈত্য কথা কহি আহ্মি শুনহ রাজন।
যেই রূপ সিংহে মোরে কহিল কথন ॥
আহ্মার বচন শুনি সিংহে যে কহিল।
আয়ু রাখিতে যদি তোহ্মার মনে হইল ॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজ পুণ্য যে শরীর।
করাতে চিড়িয়া তনু করি দুই চিড় ॥
তাহার দক্ষিণ অঙ্গ আনি দেয় মোরে।
তবে সে এড়িব শিশু কহিল তোহ্মারে ॥
রাজার মহিষী পতিব্রতা গুণবতী।
সেই সে কাটিব অঙ্গ পুত্রের সংহতি ॥
সম্পূর্ণ বদনে রাজা যদি করএ দান।
তবে সে আনহ তার তনু অর্দ্ধখান ॥
হেন মত কৈল সিংহ স্বচ্ছন্দ হইয়া।
আহ্মি আইল নরপতি তোহ্মা উদ্দেশিয়া ॥
ব্রাহ্মণে রাজারে যদি এমত কহিল।
আনন্দ হৃদএ রাজা আসন এড়িল ॥
তাম্রধ্বজ পুত্রেরে আরোপি সিংহাসনে।
স্ত্রী পুত্রের স্থানে রাজা কহিল তখনে ॥
দুই জনে ধরিয়া যে আহ্মার শরীর ॥
করাতে আরোপি তনু কর দুই চিড় ॥
ধৈন্য ধৈন্য রাজা আহ্মি পৃথিবী ভিতর।
নানা সুখভোগ আহ্মি ভুঞ্জিল বিস্তর ॥
যোগ্য পুত্রে রাজা মোর করিব পালন।
ব্রাহ্মণেতে তনু আহ্মি করি সমর্পণ ॥
এ বলিয়া নরপতি স্নান যে করিল।
পুত্রস্থানে সর্ব্ব রাজকার্য্য সমর্পিল ॥
তুলসীর মালা গলে দিল নরপতি।
মাথাএ করাত দিয়া বোলে নরপতি ॥
আইস পুত্র আহ্মার যে পত্নী কুন্তবতী।
তাম্রধ্বজ পুত্র মোর করিয়া সঙ্গতি ॥

CENTRAL LIBRARY

দুই জনে তনু মোর বিদার করাতে।
ব্রাহ্মণের দান দিতে সহরিষ চিতে॥
কুন্তবতী বোলে প্রভু শুনহ বচন।
অর্দ্ধ অঙ্গ নারী হেন বেদের লিখন॥
মোরে দান কর প্রভু নেউক ব্রাহ্মণে।
তুহ্মি রহ নরপতি যজ্ঞের কারণে॥
বিপ্র বোলে সিংহে মোরে হেন নাহি বোলে।
রুষিবেক সিংহে মোরে স্ত্রীঅঙ্গ দেখিলে॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি রাজার নন্দন।
তাম্রধ্বজ রাজা বোলে বিনয় বচন॥
আপনা শরীর হেন তনয় যে বলি।
মোরে নেয় নরপতি হইয়া কুতূহলী॥
বাপের কারণে পুত্রে এড়ে কলেবর।
আহ্মারে নেয় যে বিপ্র শুনহ উত্তর॥
তাম্রধ্বজের বচন শুনিয়া দ্বিজবর।
সিংহে নাহি কহে পুনি এমন উত্তর॥
সর্ব্ব লোকে বোলে ব্রাহ্মণেরে মনে মনে।
নররূপী নরপতি কহিল তখনে॥
স্ত্রী পুত্র মোর যদি চাই পরলোক।
কেহ না করিবা মনে মোর প্রতি শোক॥
সম্পূর্ণ বদনে মোরে হও পুত্র দার।
করাতে চিড়িয়া তনু করহ বিদার॥
রাজার নিশ্চএ কথা শুনিয়া তখন।
কুন্তবতী আইল তবে করিতে নিধন॥
মাএ পুত্রে করাত ধরিয়া দুই করে।
আরোপিল নিয়া রাজার মস্তক উপরে॥
ধর্ম্মশালী দুইজন শোক পরিহরি।
মাএ পুত্রে দুইজনে মহা অস্ত্র ধরি॥
রাজার মস্তকে দিল করাতের ঘাত।
নৃপতির বাম চক্ষুর জল হইল পাত॥
তা দেখিয়া বিপ্রে বোলে ক্রোধ মন করি।
না লইব দান তোর সৈত্য পরিহরি॥
কাতর নৃপতি পড়ে নয়নের জল।
কাতরের দান লৈলে নাহি কোন ফল॥
বৃদ্ধ বিপ্র চলি যাএ কহি হেন কথা।
নৃপতি শুনিল তবে এসব বারতা॥
স্ত্রীপুত্র পাঠাইয়া ব্রাহ্মণে আনিল।
শান্ত হও শুন দ্বিজ নৃপতি কহিল॥
বেদনার হেতু নাহি পড়ে চক্ষুর জল।
এহার কারণ বিপ্র কহিএ সকল॥
সার্থক দক্ষিণ অঙ্গ তোহ্মার যে কার্য্য।
ব্যর্থ হইল বাম অঙ্গ শুন দ্বিজরাজ॥
এই হেতু পড়ে মোর নয়ানের জল।
করাতের ঘাএ আহ্মি না হই বিকল॥
মোর অর্দ্ধ অঙ্গ লই চল মহাশএ।
সিংহ হৈতে রাখ গিয়া আপনা তনএ॥
স্ত্রীপুত্রে তনু কাটে হইয়া হরষিত।
ব্রাহ্মণেরে দান দেয় মনের বাঞ্ছিত॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজ এমহ কহিতে।
আকাশেতে পুষ্পবৃষ্টি হইল আচম্বিতে॥
সাধু সাধু বলি কৃষ্ণে কহিলা তখনে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তবে হইলা নারায়ণে॥
চতুর্ভুজে নৃপতিকে দিলা আলিঙ্গন।
এক হাতে নিবারিলা রাজার নন্দন॥
এক হাতে মহাদেবী নিবারিলা তবে।
রাজার শিজের খড়্গ লইয়া মাধবে॥
আপনে এড়িলা নিয়া করিয়া অন্তর।
বিদিত হইল প্রভু সভার ভিতর॥
দেখিয়া নৃপতি তবে করএ স্তবন।
ত্রিজগত নাথ মুই দেখিলাম নয়ন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে মহিমা না পাএ।
মোর জন্মান্তরের ফলে গমন এথাএ॥
সিংহাসনে বৈসাইল কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
আহ্মি অধমেরে প্রভু হইলা সদএ॥
তবে কৃষ্ণে কহিলেক তোহ্মা পরীক্ষিতে।
এথাতে আইল আহ্মি এই সমাইতে॥
তুহ্মি হেন মহারাজা নাহিক সংসারে।
অক্ষয় বৈকুণ্ঠপুরী গমন তোহ্মারে॥

চিরকাল সঙ্গে রহ নির্দেশ আমার।
যজ্ঞ কর নরপতি আনন্দ অপার॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ভাই সহোদর।
আমার পরম বন্ধু পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
তান সঙ্গে মিত্রতা করহ নরপতি।
এই দেখ আসিয়াছে আমার সঙ্গতি॥
তান ঘোড়া এড়ি দেয় সৈন্য কর সজ্জ।
সৈন্য সঙ্গে চালাইয়া দেয় তাম্রধ্বজ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বহুল আনন্দ।
হাতে করতালি দিয়া হইল সানন্দ॥
বহুল প্রণাম কৈল কৃষ্ণের চরণে।
অর্জ্জুনের আলিঙ্গিলা আনন্দিত মনে॥
রাজা বোলে আমার যজ্ঞের নাহি কাজ।
যজ্ঞেশ্বর প্রভু তুমি আইলা সমাজ॥
দেখিল তোমারে মুই কমললোচন।
তুমি তুষ্ট হইলে যজ্ঞ কোন প্রয়োজন॥
এইমতে বহু স্তুতি করে নরপতি।
স্ত্রীএ পুরুষে কৃষ্ণ করেন প্রণতি॥
বিস্তর পূজিল রাজা কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
চতুর্ভুজ সঙ্কোচিল দেব ভগবানে॥
তিন রাত্রি কৃষ্ণার্জ্জুন তথাতে আছিল।
বহু স্তুতি করি রাজা চরণ বন্দিল॥
অর্জ্জুনের ঘোটক এড়িয়া দিল তবে।
রাজা সম্ভাষিয়া চলে অর্জ্জুন মাধবে॥
তাম্রধ্বজ পুত্র আনি বাহিনী সঙ্গতি।
পার্থের সঙ্গে যাইবারে কহে নরপতি॥
তবে রাজা তাম্রধ্বজ রথ আরোহিয়া।
চলিল ঘোটক সঙ্গে কৃষ্ণ প্রণমিয়া॥
রত্নপুর হৈতে যদি ঘোড়া নিঃসরিল।
সর্ব্ব বীর সঙ্গে পার্থ তখনে চলিল॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
লোকতরিবারে কহে সঞ্জয় বিস্তারি॥

বীরব্রহ্মার দেশে অশ্ব

ভ্রমিতে ভ্রমিতে অশ্ব গেল বহুদূর।
পাইল গিয়া বীরব্রহ্মা নৃপতির পুর॥
সর্ব্বজন পুণ্যবন্ত ধর্ম্ম অতিশএ।
প্রতি ঘরে যজ্ঞ হোম অধিক তপএ॥
তাহার নগরে গেল যজ্ঞের তুরঙ্গ।
মহা মহা রাজা সব ভ্রমে তার সঙ্গ॥
বীরব্রহ্মা রাজাএ শুনিল বিবরণ।
ঘোড়া রক্ষা হেতু যাইল পাণ্ডুর নন্দন॥
যদুবংশ কৃষ্ণদেব তান সহচর।
মহারাজাগণ সব মহাধনুর্দ্ধর॥
শুনিয়া যে বিবরণ সেই নরপতি।
ঘোড়া ধরি নিলেক যে অতি শীঘ্রগতি॥
পঞ্চ পুত্র রাজার বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর।
মহাবল পরাক্রম সমরে প্রখর॥
ঘোড়া ধরি নিলেক আপনা বাহুবলে।
দূরে থাকি ধনঞ্জয় দেখে কুতূহলে॥
ক্রোধ হইল বভ্রুবাহন দেখিয়া তাহারে।
কোথা লইয়া যাও ঘোড়া দেখাও আমারে॥
অর্জ্জুননন্দন বীর অর্জ্জুন সমান।
বহু যুদ্ধ করিলেক নাহি পরিমাণ॥
নৃপতির পঞ্চ পুত্র বিমুখ করিল।
তাহা দেখি যমরাজা আপনে আসিল॥
নৃপতির জামাতা যে অতি ভয়ঙ্কর।
সৈন্যের কারণে আইল করিতে সমর॥
জগতের প্রাণ যথ সেই যমে হরে।
সেই যম আপনে যে আসিল সমরে॥
তাহার সাক্ষাতে রণে কেবা হইব স্থির।
পলাইল পাণ্ডবের সৈন্য যথ বীর॥
দূরে থাকি দেখে তাহা বীর ধনঞ্জয়।
জিজ্ঞাসে কৃষ্ণের স্থানে করিয়া বিনএ॥
কহ কহ কৃষ্ণ একি দেখি ভয়ঙ্কর।
ভাঙ্গিল আমার সৈন্য তোমার গোচর॥

রত্নাবতী-শমন পরিণয় উপাখ্যান

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি দেবকীনন্দন।
কহিলা অর্জ্জুন স্থানে সব বিবরণ॥
সূর্য্যের নন্দন এই দেখ যমরাজা।
এই সে সংহার করে যথ ইতি প্রজা॥
বীরব্রহ্মার কন্যাএ যে সমরের ভএ।
রহিল রাজার স্থানে সানন্দ হৃদএ॥
যমরাজা বরিবারে মোর সমাহিত।
আজ্ঞা কর বাপু মোর মনের বাঞ্ছিত॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল পূর্ণ কর আশ।
মোর সমাহিতে হইব তোহ্মার অভিলাষ॥
তবে যম বরিবারে রাজার নন্দিনী।
রণ মৈধ্যে তপ করে হইয়া একাকিনী॥
রাজার কৈন্যাএ যদি যমেরে অর্চ্চিল।
নারদ মুনিএ তবে যমেরে কহিল॥
যে নারী বরএ বর উপক্ষএ যদি।
অঘোর নরক হএ কহে শাস্ত্রবিধি॥
শুনিয়া নারদমুখে এই বিবরণ।
বিবাহ করিতে তথা আইল শমন॥
যথ সৈন্য সঙ্গে করি আইলা সহচর।
মিলিলেক বীরব্রহ্মা রাজার নগর॥
যেই বনে তপ করে রাজার নন্দিনী।
সেই রণে চলি যম গেলেন আপনি॥
সৈন্য সহচর যথ থুইয়া যে দূরে।
একেশ্বর গেল যম কৈন্যার গোচরে॥
ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা তপস্বীর বেশে।
জল মৈধ্যে তপ করে অতি মহাক্লেশে॥
দেখিয়া শমনে তানে পুছিলেক বাণী।
কি কারণে তপ কর তুহ্মি একাকিনী॥
যমরাজা দেখিয়া যে রাজার নন্দিনী।
কহিতে লাগিল কথা হইয়া যুগপাণি॥
বীরব্রহ্মা রাজার কৈন্যা নামে রত্নাবতী।
পিতার আজ্ঞাএ সেবি শমনের প্রতি॥
শমণ হইতে পতি বাঞ্ছা এই মোর।
বাপে বোলেন কৈন্যা মোর আজ্ঞা ধর॥
তান বাক্যে তপ করি বনমৈধ্যে বসি।
দ্বাদশ বৎসর আজি পূর্ণ হইল আসি॥
তথাপি তাহান সনে না হইল দরশন।
না জানি কর্ম্মেতে মোর কি আছে লিখন॥
শুনি হরষিত যম দিল পরিচএ।
আহ্মি সে শমণ জান সূর্য্যের তনএ॥
তোহ্মা বিবরণ আহ্মা নারদে কহিল।
তোহ্মার উদ্দেশ্যে আহ্মি সসৈন্যে চলিল॥
হেনকালে সৈন্য সব তথাতে মিলিল।
বিনয় করিয়া কৈন্যা কহিতে লাগিল॥
মোকে যদি অনুগ্রহ হইল ধর্ম্মরাজ।
মোকে লইয়া যাও যথা বাপ মহারাজ॥
বাপে মোরে তোহ্মা স্থানে সমর্পিয়া দিব।
বাপের যে মনোরথ তবে সিদ্ধি হইব॥
কৈন্যার বচনে তুষ্ট হইলা শমন।
কৈন্যা লইয়া চলি গেলা রাজার ভুবন॥
শুনিয়া হরিষ বীরব্রহ্মা নরপতি।
ধর্ম্মরাজা অর্চ্চি নিল করিয়া ভকতি॥
বহু স্তুতি করিলেক রাজা মহাশএ।
শুনিয়া রাজার স্তুতি শমন সদএ॥
যমে বোলে শুন রাজা আহ্মার বচন।
তোহ্মার কৈন্যা দেয় করি পাণিগ্রহণ॥
মহোৎসব করিলেক রাজা মহাশএ।
নারদ আদি যথ মুনি সভাতে মিলএ॥
ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা সুবেশ করিয়া।
শমণের হাতে কৈন্যা দিল উৎসর্গিয়া॥
বেদের বিধানে রাজা কৈন্যা কৈল দান।
মুনিগণ সম্ভাষিল যার যে বিধান॥
খণ্ডন না যাএ যথ বিধির লিখন।
মনিষ্য হইয়া পাইল দেবতা শমন॥
বিহা করি সেই রাত্রি আছিল শমন।
চলিলেক আর দিন রাজা দরশন॥

যমে বোলে আহ্মি তোহ্মা হইল অধিষ্ঠিত।
বর মাগ রাজা তুহ্মি মনের বাঞ্ছিত॥
রাজা বোলে তুহ্মি মোর হইলা জামাতা।
তোহ্মা হইতে বর আহ্মি না লইব সর্ব্বথা॥
কৈন্যা দান করি যদি মাগি লএ বর।
সেই দান ফল নাহি কহিল গোচর॥
নৃপতির বাক্য শুনি শমনে কহিল।
শুন মহারাজা যাহা পুরাণে আছিল॥
প্রাণবন্ত হীনে কৈন্যা করএ গ্রহণ।
আশীর্ব্বাদ করিবেক দাতারে তখন॥
ত্রিলোক সংহার দেব শমন যে আহ্মি।
মনিষ্য শরীর রাজা শুনহ যে তুহ্মি॥
হেন হেতু বর মাগ নাহিক সন্দেহ॥
বেদ শাস্ত্রেত আছে কহিল নিশ্চয়॥
শমনের বচন শুনিয়া নৃপবর।
হেন জানি বেদশাস্ত্র মানি লএ বর॥
এই বর দেয় মোরে শুন মহাশএ।
কৃষ্ণসঙ্গে দেখা হউক আহ্মার পুরএ॥
রাজার বচন শুনি যম হরষিত।
বলিলেক ধর্ম্মরাজা মনের বাঞ্ছিত॥
কৃষ্ণ সঙ্গে তোহ্মার যবেত দরশন।
না ছাড়িব নরপতি তোহ্মার ভুবন॥
বহুকাল জিয় তুহ্মি আহ্মি দিল বর।
তোহ্মারে জিনিতে যে নারিব কোন নর॥
যেই শত্রু রাজা আইসে তোহ্মার নগরে।
সংহারিব সেই শত্রু বিষম সমরে॥
এই সৈত্য করি তথা শমন রহিল।
সেই হেতু তোহ্মার যথ সৈন্য পরাজিল॥

বীরব্রহ্মার যুদ্ধ

এই দেখ বীরব্রহ্মা মহানরপতি।
বহু সৈন্য সঙ্গে দেখ রাজা মহামতি॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থে এড়িলেক বাণ।
সমর করিতে পার্থ হইলা আগুয়ান॥
তবে আইল নরপতি করিতে সমর।
দশ বাণ এড়িলেক পার্থের উপর॥
কৃষ্ণ দেখি হরসিত হইল নরপতি।
ক্ষেত্রি ব্যবহারে যুদ্ধে হরষিত মতি॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থে এড়িলেক বাণ।
দশ বাণ এড়িলেক তার মর্ম্মস্থান॥
অর্জ্জুনের বাণ তবে হৃদএ পড়িল।
সেই ঘাএ মহারাজা মুহর্চ্ছিত হইল॥
ক্ষেণেক থাকিয়া রাজা চৈতন্য পাইয়া।
বাণ বিষ্টি করে তবে মহাক্রোধ হইয়া॥
তার বাণ ছেদিয়া যে বীর ধনঞ্জয়।
অন্তে অন্তে বাণ বৃষ্টি করে অতিশয়॥
সহস্র সহস্র বাণ নরপতি এড়ে।
তিল পরিমাণ করি অর্জ্জুনে সংহারে॥
মহাঘোর নাদ করে যেন মেঘ শব্দ।
অল্প প্রাণীজনে শুনি হএ প্রাণীবধ॥
ক্রোধ হইয়া ধনঞ্জয় বরিষএ বাণ।
পঞ্চ বাণে তার রথ কৈল খান খান॥
তুরঙ্গম সহিতে সারথি সমে রথ।
অর্জ্জুনের বাণ কাটি পাড়ে ভূমি গত॥
রুষিয়া অর্জ্জুন বীরে মারে তার সৈন্য।
সারি সারি কাটি পাড়ে রথ অগ্রগণ্য॥
বীরব্রহ্মা সৈন্য কাটি ভূমিতে পাড়িল।
রথ অশ্ব কাটি তার খণ্ড খণ্ড কৈল॥
রথরথী কাটিলেক অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
অষ্টচক্র রথ কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
তুরগ কবন্ধ কাটি ভূমিতে পাড়এ।
তাহা দেখি বীরব্রহ্মা ক্রোধ অতিশএ॥
আর রথে আরোহিল বীরব্রহ্মা বীর।
সেই রথ কাটি পাড়ে অক্ষয় শরীর॥
পুনরপি কাটিলেক সহস্রেক রথ।
রণে সাহসিক পার্থ বীর মহাসত্ব॥
অর্জ্জুনে বিন্ধিল বীরব্রহ্মার শরীর।
ধারারূপে বহে তার গায়ের রুধির॥

CENTRAL LIBRARY

খণ্ড খণ্ড করি মাংস কাটে তীক্ষ্ণ শরে।
না কম্পিল বীরব্রহ্মা অর্জ্জুন সমরে॥
আকাশেত দেবগণ হইল বিস্মিত।
পৃথিবীতে যথ লোক হইল চমকিত॥
মুষলিক বাণ এড়ে বীরব্রহ্মা বীর।
মর্ম্মস্থানে ভেদিলেক পার্থের শরীর॥
তবে দশ বাণ মারে বীরব্রহ্মা বীর।
এক শত বাণে বিন্ধে কৃষ্ণের শরীর॥
মহা মহা তীক্ষ্ণ বাণ এড়িল সমরে।
ছেদিলেক সেই বাণ পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
ধ্বজের উপরে আছে বীর হনুমান।
তাহারে ভেদিল রাজা মারি সপ্ত বাণ॥
অর্জ্জুনে বোলেন শুন দেবকীনন্দন।
না পারিবা জিনিবারে রাজা বিচক্ষণ॥
উপদেশ কহি আহ্মি শুন মহাশএ।
হনুমন্তে ধরুক যে তাহার রথএ॥
লেঙ্গুরে জড়িয়া যেন মহোদধি জলে।
বিসর্জ্জক হনুমান আপনার বলে॥
আহ্মার আদেশ শুন পাণ্ডুর নন্দন।
না পারিবা জিনিতে রাজা বিচক্ষণ॥
কৃষ্ণের আদেশ পাইয়া বীর হনুমান।
লেঙ্গুরে জুড়িয়া ধরে অতি ত্বরমান॥
রথ ক্ষেপিবারে চাহে পবননন্দন।
কৃষ্ণার্জ্জুন ধরিলেক রাজা মহাজন॥
দুই রথ ধরিয়া যে একত্র করিল।
ঘোড়া সনে হনুমানে সাপটি ধরিল॥
তথাপিহ বীরব্রহ্মা অতি বলবান।
মহাতীক্ষ্ণ বাণ মারে করিয়া সন্ধান॥
ক্রোধ হইল কৃষ্ণ তবে অগ্নিঅবতার।
রাজার হৃদএ মারে চরণ প্রহার॥
সেই ঘাএ মোহ পাইয়া রথ পরিহরি।
পড়িল নৃপতি মহা আর্ত্তনাদ করি॥
তবে কৃষ্ণদেবে বলিলা অগ্রসরি।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ রাজা মহাবলী॥
সর্ব্বলোক জিনিলেক তোহ্মার গোচর।
যথ বীর পরাভব কৈল বীরবর॥
প্রত্যুত্তর দিলা তবে পাণ্ডুর নন্দন।
তোহ্মার সেবক জান সেই পুণ্যজন॥
আহ্মি জিনিব তারে নাহি কদাচিত।
তোহ্মার প্রসাদে হয় জয় পরাজিত॥
তুহ্মি তুষ্ট হও যারে সেই পাএ জয়।
অসন্তোষ তুহ্মি যারে সেই পরাজএ॥

বীরব্রহ্মার অর্জ্জুনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও কৃষ্ণ বন্দনা

এথ শুনি মহারাজা মোহ পরিহরি।
বীরব্রহ্মা অর্জ্জুনেরে বোলে স্তুতি করি॥
কৃষ্ণের পরম বন্ধু তুহ্মি ধনুর্দ্ধর।
সংসার জিনিতে পার করিয়া সমর॥
হেনমত বাক্যে মোরে করিলা গৌরব।
তোহ্মার যুদ্ধেতে হএ মোর পরাভব॥
অর্জ্জুন ধরিয়া রাজা দিল আলিঙ্গন।
দণ্ডবতে পড়ে রাজা কৃষ্ণের চরণ॥
জামাতা শমন প্রতি বোলে মহারাজ।
আর যুদ্ধ না করিও যুদ্ধে নাহি কাজ॥
তোহ্মা বলে কৃষ্ণ সনে হইল দরশন।
দেখিল নয়ান ভরি দেব সনাতন॥
তবে যমরাজা আসি কৃষ্ণেরে বোলএ।
ত্রৈলোকের নাথ তুহ্মি দেব মহাশএ॥
সৈন্যের কারণে আহ্মি আসি এই পুরী।
তোহ্মা দরশনে এবে পুরী পরিহরি॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আর দেবতা শমন।
সৈন্য সমুদিত আর যথ রাজাগণ॥
সকল লইয়া রাজা পুরী প্রবেশিল।
রত্ন সিংহাসনে নিঞা কৃষ্ণেরে বৈসাইল॥
রাজার আছিল যথ বহু রত্ন ধন।
কৃষ্ণের চরণে রাজা কৈল সমর্পণ॥

CENTRAL LIBRARY

সেই ঘোড়া আনি দিল কৃষ্ণের বিদিত।
রাজ্য সমে ধন জন গ্রহ সমুদিত॥
কৃষ্ণের চরণে রাজা করএ ভকতি।
আরতি করিল রাজা যথেক নৃপতি॥
মহা মহা রাজা সব তথাতে আছিল।
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ আপনে চলিল॥
বীরব্রহ্মা রাজা আর যথ দেবগণ।
কৃষ্ণ আদি সঙ্গতি চলিল সর্ব্বজন॥
বিদায় লইল যম ভার্য্যা সঙ্গে করি।
সসৈন্যে চলিয়া গেল আপনার পুরী॥
বীরব্রহ্মাপুরী হৈতে ঘোড়া নিঃসরিল।
উত্তর পশ্চিমমুখী সে অশ্ব চলিল॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
লোক তরিবারে কহে সঞ্জয় বিস্তারি॥

চন্দ্রহাসরাজপুরে ঘোটক প্রবেশ :
চন্দ্রহাস প্রসঙ্গ

বীরব্রহ্মা পুরী হৈতে ঘোড়া নিঃসরিল।
পূর্ব্বদিক হৈতে ঘোড়া দক্ষিণে চলিল॥
উত্তর হইতে ঘোড়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
মহোদধি তীরে গেল সৈন্য সমুদিতে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সমুদ্রের তটে।
চন্দ্রহাস পুরে গিয়া মিলিল প্রকটে॥
কৃষ্ণসঙ্গে বীরগণ তথাতে রহিল।
অকস্মাৎ গিয়া ঘোড়া পুরী প্রবেশিল॥
কোথাকার গেল ঘোড়া কেবা হরি নিল।
এই শব্দ অকস্মাৎ সৈন্যেতে উঠিল॥
চারিপাশে রক্ষিগণে করএ ভ্রমণ।
উদ্দেশ না পাইল ঘোড়া নিল কোনজন॥
হেনকালে নারদমুনি তথাতে আইল।
নারদ দেখিয়া সবে প্রণাম করিল॥
প্রণাম করিয়া পার্থ কহিল তখন।
কে মোর হরিল ঘোড়া কহ তপোধন॥

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি নারদ কহিল।
চন্দ্রহাস নৃপতিএ তোমার ঘোড়া নিল॥
মহাবলবন্ত রাজা পরম বৈষ্ণব।
তার ঠাই পার্থ তুমি পাইবা পরাভব॥
না পারিবা জিনিবারে শুন ধনঞ্জয়।
বৈষ্ণবের কোনকালে নাহি পরাজএ॥
নারদের কথা শুনি অর্জ্জুনে কহিল॥
চন্দ্রহাস নাম কিবা তাহা জিজ্ঞাসিল॥
কাহার তনয় হএ কিবা ব্যবহার।
কহ কহ মুনিবর বৃত্তান্ত তাহার॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি কহে তপোধন।
চন্দ্রহাস জন্মকথা কহে বিবরণ॥
কোন্ত রাজার পুত্র সেই রাজা মহাশএ।
শিশুকালে হইল তার বাপের যে ক্ষএ॥
মাও তার অনুমৃতা গেল মহাসতী।
রাজাভোগ করে তার মন্ত্রী সেনাপতি॥
অতি শিশু চন্দ্রহাস আছএ ঘরএ।
পোষণ করএ ধাত্রি শুন ধনঞ্জয়॥
বেশ্যাএ পুছিল পাছে হইয়া কুতূহল।
একদিন মন্ত্রণা করএ তার ঘর॥
কৌতুক চাহিতে তথা গেল শিশুগণ।
শিশুসঙ্গে চন্দ্রহাস মিলিল তখন॥
মুনিসবের চন্দ্রহাসের বুঝিল লক্ষণ।
মহাপুরুষ হইব এই শিশুজন॥
কারণ বুঝিয়া কহে মন্ত্রকগণ স্থানে।
মহাভাগ্যবন্ত শিশু জানিবা আপনে॥
কাহার তনয় শিশু তেজ অতিশএ।
মহা প্রবীণ রাজা হইবা নিশ্চয়॥
এই রাজ্যে অধিকার হইব এই শিশু।
দ্বারেতে খাটিব রাজার সকল যেনহি পশু॥
এ বলিয়া চলি গেলা সব মুনিগণ।
মন্ত্রী সম্বোধিয়া যাএ যার যে ভুবন॥
চণ্ডাল বৈসাএ তথা নগর নিকট।
বিরলে করিল মন্ত্রী বচন প্রকট॥

CENTRAL LIBRARY

যদি আজ্ঞা হিত চাহ শুনরে চণ্ডাল।
বনেত ধরিয়া নেয় এইত ছাওয়াল॥
আর কোন জনে যেন না পাএ উদ্দেশ।
এই শিশু নিয়া কর অরণ্যে প্রবেশ॥
মোর বাক্যে নিয়া যাও তুহ্মি যে তাহারে।
উপায় চিন্তিয়া তার কহিবা আহ্মারে॥
বহুল প্রসাদ দিয়া বলিলা বিস্তর।
এসব শুনিয়া চণ্ডাল শুনিল সত্বর॥
একেশ্বর ধরি শিশু নিলেক বনএ।
মহাবলে এড়ি শিশু চণ্ডাল বৈসএ॥
দৈব হেতু এক বৃক্ষে ডাল বহুতর।
শালগ্রাম শিলা তথা পড়িছে বিস্তর॥
ক্ষুধাএ আকুল হইয়া না কৈল বিচার।
নাড়ু শালগ্রাম খাইল অপার॥
চক্রসহিতে শিলা রহিল উদরে।
সে কারণে চন্দ্রহাস হরি হরি স্মরে॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ গোবিন্দ মাধব।
জনার্দ্দন নারায়ণ শ্রীহরি কেশব॥
কৃষ্ণনাম প্রভাএ যে স্মরণ কারণ।
করুণা জন্মিল এই চণ্ডালের মন॥
পূর্ব্বজন্মে অধর্ম্ম করিল আহ্মি সবে।
তেকারণে হইল আহ্মার চণ্ডাল সম্ভবে॥
মুক্তিবন্ত শিলা দেখি স্মরে নারায়ণ।
এহারে বধিয়া পাপ করি কি কারণ॥
এথেক ভাবিয়া তবে চণ্ডালে এড়িল।
সেই শিলা বিদ্যমানে শিশু এড়ি গেল॥
তরুতলে বসি শিশু কৃষ্ণ ভাবে অতি।
সেই ধৃষ্ট বুদ্ধি যে প্রধান সেনাপতি॥
সেই বনে গেলা তবে মৃগয়া করিতে।
বনমধ্যে শিশু এক দেখিল ভ্রমিতে॥
হরি নাম স্মরে শিশু দেখিল গোচর।
একেশ্বর দেখি শিশু ভাবে মন্ত্রীবর॥
সেনাপতি কুলিন্দের দেখিল এই শিশু।
আনিল আনন্দে ঘরে মারি মৃগপশু॥

কুলিন্দের পুত্র নাহি হইল বৃদ্ধকাল।
পুত্রভাবে আনি সেই পালিলেক ভাল॥
পরম বৈষ্ণব চন্দ্রহাস রূপবন্ত।
একাদশী দিনে শিশু বিষ্ণুক সেবন্ত॥
মহা ধনুর্দ্ধর হইল অতি বলবান।
মহাবীর অবতার ইন্দ্রের সমান॥
কুলিন্দের বিপক্ষ যে যথেক আছিল।
আক্ষেপ শরীর শিশু সব পরাজিল॥
কথদিনে ধৃষ্টবুদ্ধি সেই মন্ত্রীবর।
দেবগতি চলি গেলা কুলিন্দের ঘর॥
একা রথে আইল মন্ত্রী কুলিন্দের ঘরে।
সপুত্র বান্ধব সবে তাকে নমস্কারে॥
চন্দ্রহাস দেখি স্মরের মুনির বচন।
সেই শিশু দৃঢ় করি ভাবিলেক মন॥
আহ্মারে চণ্ডালে পুনি করএ ভাণ্ডন।
কোনমতে করি আহ্মি এহারে নিধন॥
রাজার নাহিক পুত্র কৈন্যা সে জন্মিল।
মোর পুত্র বিহা দিব নিশ্চএ জানিল॥
এই চন্দ্রহাস যদি জীব থাকে ভবে।
মোর পুত্র রাজ্য ভোগ না পাইব তবে॥
এই চিন্তি মন্ত্রীবর মনে কৈল সার।
একখান পত্র লেখে দেশে যাইবার॥
সকল মঙ্গল লেখে প্রথম নন্দন।
তার ঠাই দেখিলেক পত্র যে তখন॥
যদি পুত্র চাহ তুহ্মি আপনা রহিত।
তবে চন্দ্রহাস রাখি নিজ সন্নিহিত॥
যদি পার বিষনাড়ু দিয়া যে তাহারে।
যেন মতে পার তুহ্মি নিধন প্রকারে॥
এই পত্র মন্ত্রীবর যত্নে যে রাখিয়া।
চন্দ্রহাস নিয়োজিল পত্রহাতে দিয়া॥
পত্র লইয়া চন্দ্রহাস মদনপুরে যাএ।
মদনের পুরে গিয়া বার্ত্তা যে জানাএ॥
মদনপুরের যথ পত্র পড়িবারে।
অতি কুতূহল দেখে গিয়া নদী পার॥

CENTRAL LIBRARY

তথা গিয়া চন্দ্রহাস মিলিল সত্বরে।
নারীগণ দেখিল যেন আইল পুরন্দরে॥
সাক্ষাৎ মদনতুল্য সোন্দর শরীর।
অতি মহা গম্ভীর যে নির্ভয় শরীর॥
বিষয়া যে নামে সেই পাত্রের তনয়া।
প্রথম যৌবন কৈন্যা যেন মহামায়া॥
চন্দ্রহাস দেখিয়া যে মজিলেক মন।
সৎমায়ের ঠাই কৈন্যা বলিল তখন॥
দিব্য পুরুষ এই আসিয়া মিলিল।
মনেতে ভাবিয়া আহ্মি তাহারে বরিল॥
এইখানে মোরে যদি নাহি দেয় বিহা।
প্রাণ তেজিব আহ্মি অগ্নি প্রবেশিয়া॥
বৈষ্ণবের আপদ নাহিক কোনকালে।
সেই হেতু মদনপুরে প্রবেশে সকালে॥
চন্দ্রহাস দেখিয়া মদনে জিজ্ঞাসিল।
ভগিনীর ইচ্ছা হইল বাপ অঙ্গীকার॥
তে কারণে বিহা কৈল না কৈল বিচার।
চন্দ্রহাসে বিষয়ারে বিবাহ করিল।
শুনিয়া সকল লোক আনন্দিত হইল॥
আপনা আশ্রমে গেল মদনকুমার।
হেনকালে ঘরে গেল মন্ত্রী আপনার॥
বিষয়াএ পড়িল হেন শুন বিবরণ।
শোকাকুলি মন্ত্রীগণ ভাবে মনে মন॥
এক কার্য্যে পাঠাইল হৈল কার্য্য আন।
বিধির ঘটনা কভু না যাএ খণ্ডন॥
আর যুক্তি মনেতে ভাবিল মন্ত্রীবর।
আনিলা কিঙ্করগণে প্রত্যেক সকল॥
বহল সংবাদ কহি তাহাকে বলিল।
চণ্ডীকার পূজা যথা সকল চলিল॥
আজি নিশাভাগে তথা যাএ যেই জন।
ভালোমন্দ না বিচারি করিবা নিধন॥
এই যুক্তি করি মন্ত্রী তথা পাঠাইয়া।
চন্দ্রহাস ডাকিয়া যে গোচর করিয়া॥
আপনার নিকটে বৈসাইল মন্ত্রীবর।
তুহ্মি যে জামাতা হইল ভাগ্য বহুতর॥
সত্বরে চলহ বাপু চণ্ডীকাপুরীত।
কালিকারে পূজিবারে মনের বাঞ্ছিত॥
পরম ভকতি করি চণ্ডীকা সেবিবা।
একেশ্বর গিয়া তুহ্মি চণ্ডী প্রণমিবা॥
বিলম্ব না কর বাপু চল চন্দ্রহাস।
প্রণাম করহ গিয়া চণ্ডীকার পাশ॥
মন্ত্রীবর বচন শুনি আনন্দ হৃদএ।
চন্দ্রহাস চলিলেক চণ্ডীকা আলএ॥
হেনকালে সে রাজ্যের নৃপতি দুষ্টমতি।
কোণ্ডরাজা অভিমানে সেই অধিপতি॥
আপনার বাহুবল বুঝিয়া নৃপতি।
মুনিগণ সঙ্গে রাজা করিয়া যুকতি॥
আপনার নিধন সকল আলোকিয়া।
অরণ্যে প্রবেশ করে নগর এড়িয়া॥
পুত্র এক জন্মিল যে শুন মহাশএ।
না যুয়াএ রহিতে আহ্মি এবে নিরাশ্রএ॥
যাইব অরণ্যে আহ্মি তপ করিবার।
থাকিব গোবিন্দ পদে মন করি সার॥
কারে আহ্মি কৈন্যা দিব এ রাজ্য সহিত।
কহ কহ মুনি সব মনের বাঞ্ছিত॥
হেনকালে মন্ত্রীপুত্র তথা উপস্থিত।
মদন দেখিয়া রাজা হইল হরষিত॥
মদনের তরে রাজা করিলা আদেশ।
চণ্ডীকার পুরে যাও করিয়া বিশেষ॥
চণ্ডীকা প্রণাম করি আসিও সত্বরে।
বিবাহের চেষ্টা শীঘ্র করিবার তরে॥
মুনিগণ জানিয়াছে সব বিবরণ।
চণ্ডীপুরে গেলে হইব মদন নিধন॥
চন্দ্রহাস রাজা হইব এই যে পুরীত।
এত জানি মুনিগণে না কৈল বিদিত॥
রাজা বোলে মদন বিলম্ব কর কিসে।
নিশাভাগে চণ্ডীপুরে করিবা প্রবেশে॥

CENTRAL LIBRARY

কৈন্যাসমে রাজা আহ্মি তোহ্মাতে সমর্পিয়া।
তপস্যা করিতে যাইব বন উদ্দেশিয়া॥
রাজার বচন শুনি আনন্দ বিশাল।
শীঘ্রগতি মন্ত্রীপুত্র চলিল ততকাল॥
বাপের স্থানেতে পুত্র লেখে বিবরণ।
কৈন্যাসঙ্গে রাজ্য দিব রাজা মহাজন॥
একেশ্বর গজে চড়ি মদন সুমতি।
চণ্ডী প্রণমিতে যাএ অতি শীঘ্রগতি॥
পথে চন্দ্রহাস সঙ্গে হইল দরশন।
কোথা চলিছ তুহ্মি বলিল বচন॥
চন্দ্রহাসে বোলে যাই চণ্ডী প্রণমিতে।
শ্বশুরের আজ্ঞা আহ্মি পালন করিতে॥
মন্ত্রীপুত্রে বোলে তুহ্মি না যাইও অখন।
এইপথে চলি যাও রাজার ভুবন॥
আহ্মি গিয়া আসি চণ্ডী আগে প্রণমিয়া।
পাছে তুহ্মি চলি যাইও সমাহিত হইয়া॥
এ বলিয়া মদন গেল চণ্ডীকা ভুবন।
অন্ধকারে তাহারে কাটিল সৈন্যগণ॥
চন্দ্রহাস কাটা গেল হেন করি মন।
মন্ত্রীস্থানে জানাইল অনুচরগণ॥
আনন্দিত হইল মন্ত্রী শুনিয়া বচন।
পুত্রের বিবাহ চেষ্টা করএ যাপন॥
আজি রাজা হইব মোর মদনকুমার।
করএ মন্ত্রীএ বড় উৎসব অপার॥
তথা চন্দ্রহাসে গিয়া আরোহিল গজ।
সর্ব্ব শুভ করে তার বিবাহের সাজ॥
রাজাএ দেখিয়া তবে আনন্দ বিশাল।
কৈন্যা সমে রাজাদান করিল ততকাল॥
বিষ্ণুর প্রতাপে রাজা বিসর্জ্জিল মন।
পূর্ব্বে যে মদন প্রতি কৈল বিবরণ॥
বনে গেল রাজা তবে হইয়া সুস্থির।
চন্দ্রহাস রাজা হইল বনে মহাবীর॥
অঙ্গীকারে বিহা করি পাইল সিংহাসন।
শ্বশুরেরে প্রণমিতে চলিল তখন॥

মদন না হএ সেই মন্ত্রীএ চিনিল।
দৈবযোগে সেই সব সকল খণ্ডিল॥
চন্দ্রহাস দেখিয়া মন্ত্রীর হইল শোক।
পুত্র মোর গেল কোথা না জানে কোনলোক॥
কৌতুকেত বসিছেন্ত রাজা চন্দ্রহাস।
বিষয়াএ সম্বাদ পাইয়া হইল উল্লাস॥
পুত্র না দেখিয়া মন্ত্রী হইল হতাশ।
কোথা গেল পুত্র মোর কে কৈল বিনাশ॥
বিস্তর ভাবিয়া তবে সেই মন্ত্রীবর।
শীঘ্রগতি চলি গেল চণ্ডীকার ঘর॥
কাটামুণ্ড তথাএ যে পুত্রের দেখিয়া।
বহুশোক ভাবে মন্ত্রী বিলাপ করিয়া॥
বিনি অপরাধে মন্দ করে যেই জন।
সেই অপরাধী হএ ধর্ম্মেত লিখন॥
সেই মন্দ কৈল আসি অন্যায় অপরাধে।
হেন ভাবি মন্ত্রীবর চিন্তিল অন্তরে॥
প্রভাতে চণ্ডীকা স্থান যাইবার তরে।
ধ্যানী ব্রাহ্মণ আইল জল লইয়া করে॥
অকস্মাৎ ছেদ মুণ্ড বিপ্র যে দেখিয়া।
ত্বরিতে জানাইল বিপ্র রাজা তরে গিয়া॥
মন্ত্রী যে আসিয়া তবে কহে বিবরণ।
তোহ্মার যে মন্দ তবে হএত আপন॥
পরম বৈষ্ণব তুহ্মি মহা ধর্ম্মশীল।
শিশুকাল হৈতে তোহ্মা বিষ্ণুএ রাখিল॥
মোর পুত্র মদন যে তোহ্মার শ্যালক।
তাহারে জিয়াইলে হএ ধর্ম্ম যে সাধক॥
চন্দ্রহাস স্থানে মন্ত্রী বহু স্তুতি কৈল।
বৈষ্ণব শরীর রাজা সকরুণ হৈল॥
তবে রাজা বহুবিধ পূজার বিধানে।
চণ্ডীকার পুরে গেল অতি হৃষ্টমনে॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য যে ষোড়শ উপচার।
মেষ মৈষ অজা বলি দিল চণ্ডীকারে॥
যজ্ঞ হোম করে বিপ্র বেদের বিহিত।
চণ্ডীপাঠ করে বিপ্র গলে সমুদিত॥

বহুল প্রকারে স্তুতি করে নৃপবরে।
খড়্গ হাতে লইয়া চাহে আপনা কাটিবারে॥
সদয় হইয়া চণ্ডী হইলা প্রত্যাশন।
নৃপতি সাক্ষাতে আসি দিলা দরশন॥
না কাট না কাট রাজা আপনার শির।
বর মাগ রাজা তুহ্মি না হইও অস্থির॥
কি বর মাগিবা তুহ্মি কহ সমাহিত।
তুহ্মি হেন বৈষ্ণব যে নাহি পৃথিবীত॥
চণ্ডীর বচনে রাজা হৈল হরষিত।
বর মাগে নরপতি পড়িয়া ভূমিত॥
জন্ম জন্ম বিষ্ণুপদে হউক মোর মতি।
এই বর দেয় মোরে দেবী ভগবতী॥
মন্ত্রীর যে পুত্র মোরে জিয়াও আর বার।
এই কীর্ত্তি হউক মোর জগৎসংসার॥
চন্দ্রহাসে এই কথা বলিলেক তবে।
দুই বর চণ্ডীকাএ তাকে দিলা তবে॥
চণ্ডী বোলে রাজা আহ্মি তোহ্মা দিল বর।
পুত্র দুইর উপযুক্ত তোহ্মা সমোশর॥
দুই নারী ঘরে তোহ্মার দুই পুত্র হইব।
অকণ্টকে নরপতি তোহ্মারে পালিব॥
চণ্ডীবরে সদল হইল জীবমান।
বর দিয়া গেলা দেবী আপনার স্থান॥
এথ কহি ভগবতী হইলা অন্তর্দ্ধান।
তুষ্ট হইল মহারাজা অতি পুণ্যবান॥
আনন্দে আইল ঘরে মদন সংহতি।
মহাসুখে রাজা করে সেই নরপতি॥
চণ্ডীবর হোতে পুত্র হইল বলবান।
নৃপতি মকরধ্বজ হইলেক নাম॥
সঙ্গাকার মদন যে হইলেক নাম।
দুইপুত্র উপজ্জিল জয়ন্ত উপাম॥
মহাবলবন্ত হইল রাজা চন্দ্রহাস।
রাজা সব দ্বারে খাটে যেন তার দাস॥
দুই পুত্র হইল তার মহা ধনুর্দ্ধর।
জিনিতে না পারে কেহ ভুবন ভিতর॥

সে তোহ্মার ধরিল ঘোড়া শুন ধনঞ্জয়।
সঙ্কটে পড়িলা হেন মোর মনে লএ॥
কি কর্ম্ম করিবা এবে বোল ধনঞ্জয়।
আহ্মারে মেলানি দেয় যাইতে আলএ॥
এ বলিয়া মুনি গেল আপনার স্থান।
চন্দ্রহাসপুরে ধনঞ্জয়ের পয়াণ॥

অর্জ্জুনের ব্যূহরচনা

ঘোড়া উদ্ধারিতে ব্যূহ করি নিজ সৈন্য।
আপনে অর্জ্জুন বীর হইল অগ্রগণ্য॥
তার পাছে যাএ কৃষ্ণ রথ আরোহিয়া।
বভ্রুবাহন সুবকেতু সর্ব্ব সৈন্য লইয়া॥
মৈধ্যে রাজা তাম্রধ্বজ অতি বলবান।
হংসধ্বজ নীলধ্বজ সংহতি তাহান॥
অনিরুদ্ধ সমে তথা রুক্মিণীনন্দন।
ব্যূহের দক্ষিণ দিকে করেন্ত রক্ষণ॥
যৌবনাশ্ব অনুশল্য সুবেগ সুমতি।
বাম পাশ রৈক্ষা করে তিন মহারথী॥
স্থানে স্থানে বীরগণ সব নিয়োজিয়া।
পার্থেই গাণ্ডীব হাতে চলিল রুষিয়া॥
গাএত কবচ মাথে কিরীটি কুণ্ডল।
চন্দ্রহাসপুরে যাএ পার্থ মহাবল॥
এথা চন্দ্রহাসে সেই ঘোড়া নিয়া ঘরে।
চন্দ্রহাস পুত্রে পঠে পত্রের অক্ষরে॥
ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিবার।
এড়িলেক ঘোড়া এই চরিতে সংসার॥
ধনঞ্জয় মহাবীর রক্ষক জানিয়া।
বলিলা নৃপতি দুই পুত্রেরে ডাকিয়া॥
করিবেক অশ্বমেধ পাণ্ডুর নন্দন।
ঘোড়া রৈক্ষা কর দুই পুত্র সুবদন॥
এক পক্ষ আছে মাত্র যজ্ঞের সমএ।
যজ্ঞ বাদ হইলে হএ অধিক সংশএ॥
আগে নিজ বাহুবলে তাহাকে জিনিব।
মহারণে তার সৈন্য সব পরাজিব॥

CENTRAL LIBRARY

অর্জ্জুনের রথে করি আসিব মাধব।
একরথে করিব সকল পরাভব॥
এ বলিয়া চন্দ্রহাস সমরে চলিল।
বহু সৈন্য লইয়া রাজা হৈতে নিঃসরিল॥
হেন কালে অর্জ্জুন মিলিল গিয়া তথা।
নারদের মুখে যেন শুনি সে বারতা॥
সেইরূপ দেখিলেক বৈষ্ণব চরিত্র।
তুলসীদলের মালা গলাএ ভূষিত॥
ইন্দ্রতুল্য পরক্রম ধরিয়া ধনুক।
যুঝিবারে আসিলেক পার্থের সমুখ॥
কৃষ্ণে বোলে মনে ভাবি করি কোন কর্ম্ম।
দুই মোর ভকত পরম সুসম॥

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন :
চন্দ্রহাসের সর্বস্ব নিবেদন

এথেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ আপনার মতি।
অর্জ্জুনের রথে গিয়া হইলা সারথি॥
মনিষ্য শরীর এড়ি দেব নারায়ণ।
আপনার নিজমূর্ত্তি ধরিলা তখন॥
কমললোচন মুখ শ্যামল সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র সারঙ্গ যে ধর॥
শ্রীবৎস লাঞ্ছন প্রভু সুন্দর শরীর।
কৌস্তুভ কণ্ঠেত শোভে অতি সুরুচির॥
দ্বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত কলেবর।
দেখিলেক চন্দ্রহাস নয়ানগোচর॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি সাজে নরপতি।
ভূমিতে পড়িয়া করে অষ্টাঙ্গে প্রণতি॥
বহু স্তুতি করিলেক রাজা চন্দ্রহাস।
শিশুকাল হইতে বাঞ্ছি হইতে তোহ্মার দাস॥
কোনকালে নাহি দেখি তোহ্মার চরণ।
আজি সে সফল হইল আহ্মার জীবন॥
রাজ্যধন পুত্র দারা সব দিল তোক।
প্রসন্ন হইয়া দেব মুক্তি দেয় মোক॥

চন্দ্রহাসের বচন শুনিয়া চক্রধর।
চারি হাতে আলিঙ্গিলা তার কলেবর॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন শুন আহ্মার বচন।
মোর ভক্ত এই রাজা দেয় আলিঙ্গন॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত আসিয়াছে যুঝিবার।
আলিঙ্গন দিতে বোল একি ব্যবহার॥
গোবিন্দে বোলেন মোর প্রধান সেবক।
সর্ব্বদাএ এই রাজা আহ্মার ভাবক॥
যাগ যজ্ঞ বিচার না কর ধনঞ্জয়।
আলিঙ্গন দেবতায় প্রেম অতিশএ॥
শুন চন্দ্রহাস এই পাণ্ডুর নন্দন।
আহ্মার পরম বন্ধু জানে সর্ব্ব জন॥
কলেবর মাত্র জান তার মোর ভেদ।
মোর প্রাণবন্ধু পার্থ সন্দেহ কর ছেদ॥
আলিঙ্গন দেয় তুহ্মি প্রীতি হউক মোর।
আহ্মি সব বন্ধু জান ধনঞ্জয় তোর॥
কৃষ্ণের বচনে দুই বীর মহাবল।
কোলাকুলি করিলেক সেই রণস্থল॥
বিরোধ আছিল দুই সম প্রীতি হইল।
সেই ঘোড়া আনি তবে চন্দ্রহাসে দিল॥
চন্দ্রহাসে বোলে প্রভু করি নিবেদন।
শিশুকাল হইতে সেবি তোহ্মার চরণ॥
এথকালে হইল আহ্মার পুণ্যের উদএ।
দেখিল তোহ্মার পদ শুন মহাশএ॥
আজি হইতে তোহ্মা পদ কভু না ছাড়িব।
যথা তথা যাও প্রভু সঙ্গে চলি যাইব॥
অনুমতি দিলা কৃষ্ণ আইস মোর সঙ্গে।
অর্জ্জুনের ঘোড়া রাখ কুতূহল রঙ্গে॥
তবে রাজা কৃষ্ণার্জ্জুন সৈন্যের সঙ্গতি।
অভ্যর্থিয়া নিজপুরে নিল শীঘ্রগতি।
চলিলেন চন্দ্রহাস রাজা ধনুর্দ্ধর।
ধন জন দিল যথ কৃষ্ণের গোচর॥
সিংহাসনে বৈসাইল দেব ভগবান।
অর্জ্জুন প্রভৃতি দিলা যোগ্য যোগ্য স্থান॥

ভক্তিভাবে কৃষ্ণ পূজা করে নরপতি।
সপুত্র বান্ধবগণ করিয়া সম্বতি॥
পাত্রমিত্র প্রজাগণ লইয়া অপার।
ভকতি প্রণতি স্তুতি করে বারে বার॥
নিজ রাজ্য কৃষ্ণেরে দিলেন্ত চন্দ্রহাস।
পুত্র পৌত্র পরিজনে হইলেন্ত দাস॥
অর্জ্জুন দেখিয়া তবে বোলেন্ত উত্তর।
মোর এক নিবেদন শুন গদাধর॥
আমার বচন এবে শুন দামোদর।
বিষয়ার পুত্রেরে যে কর রাজ্যেশ্বর॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া অতিরেক।
বিষয়ার পুত্রেরে করিলা অভিষেক॥
রাজা যে মকরধ্বজ হইল গুণনিধি।
প্রণত হইল যুবরাজ যথাবিধি॥
সেই দুই কুমার যে আরোপন করি।
চলিলেক ঘোটকের পথ অনুসারি॥
এক রাত্রি কৃষ্ণার্জ্জুন তথাতে রহিয়া।
প্রভাতে উঠিয়া চলে ঘোটক লইয়া॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি॥

বক্রদন্ত মুনি প্রসঙ্গ

তথা হোতে নিঃসরিয়া যজ্ঞের তুরঙ্গে।
বহুদূর পর্য্যটিয়া চলে আত্মরঙ্গে॥
বিস্তর ভ্রমিয়া অশ্ব উত্তরের পথ।
দক্ষিণ পশ্চিম মুখী চলে বাউগত॥
মহা মহা বীর সব যথ রাজগণ।
সবে মিলি করিলেন্ত ঘোটক রক্ষণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন চন্দ্রহাস নৃপতি প্রভৃতি।
অশ্ব পাশে পাশে সব চলে প্রতিনিধি॥
বহুল বাহিনী সঙ্গে পাই পরিমাণ।
ঘোড়া ধরে হেন রাজা নাহিক প্রধান॥
যথা তথা রাজ্যেত ঘোটক বিচরন্ত।
সর্ব্ব রাজ্যের নৃপতিগণে পার্থক পূজেন্ত॥

যথা রাজ্যে গেল ঘোড়া সর্ব্বত্রেত তরি।
কুতূহলে উত্তরের পথ অনুসারি॥
সে রাজ্যের যথ রাজা করিল চাটিল।
মহোদধির তীরে গিয়া সে অশ্ব মিলিল॥
পার হইতে অশ্ব মিলে সমুদ্রের তীরে।
তল গেল সেই অশ্ব দেখে সর্ব্ববীরে॥
একি একি অদ্ভুত কোথা গেল হএ।
পরম চিন্তিত হইল বীর ধনঞ্জয়॥
চিন্তিয়া মনেতে কৃষ্ণ বলিলা উত্তর।
আমার বচন ধর সব বীরবর॥
হংসধ্বজ রাজা আর বীর ধনঞ্জয়।
আমি আর বভ্রুবাহন রাজা মহাশএ॥
যৌবনাশ্ব রাজা আর এই পঞ্চজন।
এথাতে রহয় আর মহারথিগণ॥
পঞ্চ জন গিয়া তথা ঘোটক আনিব।
যথাতে গিয়াছে অশ্ব তথাতে উদ্ধারিব॥
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যথ মহারথিগণ।
এথাতে রহিয়া কর সৈন্যের রক্ষণ॥
এই সমবায় করি পঞ্চ মহাবল।
ত্বরমানে প্রবেশিল সমুদ্রের জল॥
কথ দূর সাগরের মৈধ্যে দেখিলেন্ত।
তপস্যা করিছে তথা মুনি বক্রদন্ত॥
সমাধিতে আছে মুনি নয়ান মুদিত।
তাহার নিকটে পঞ্চ বীর উপস্থিত॥
বক্রদন্ত নাম শুনি চিন্তিয়া তখন।
রথ হোতে নামি কৈল চরণ বন্দন॥
হইল সমাধিভঙ্গ মহামুনি বর।
দেবকীনন্দন দেখি নয়ানগোচর॥
পরম পুরুষ হেন জানিল তখন।
রথ হোতে নামি কৈল চরণবন্দন॥
যে দেবের নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উপজিল।
যোগীগণে যোগাসনে যাকে আলোকিল॥
আজি সে দেখিল জ্যোতি অতি মুক্তিবন্ত।
এথকালে তপ মোর হইল ফলন্ত॥

CENTRAL LIBRARY

অর্জ্জুনের অশ্ব আহ্মি করিল হরণ।
তোহ্মা পাদপদ্ম মুই দেখিতে কারণ॥
সকল কহিল মুনি কৃষ্ণের চরিত্র।
হেনকালে ঘোড়া আসি হইল উপস্থিত॥
মুনি বোলে চক্রধর দেব নারায়ণ।
কি কর্ম্ম করিব এবে বোলহ বচন॥
কৃষ্ণে বোলে মুনিবর চলহ সত্বরে।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজার গোচরে॥
তান যজ্ঞে অধিষ্ঠান মোর মনে হিত।
যজ্ঞেতে আসিয়া তুহ্মি হও বেদহিত॥
কৃষ্ণের বচন শুনি হাসিয়া বোলেন্ত।
তুহ্মি যথা অধিষ্ঠান মুক্তিএ অনন্ত॥
অশঙ্কাত তান যজ্ঞ হইবেক সাঙ্গ।
আহ্মি তথা যাইতে বোল করি মনে রঙ্গ॥
তথাপি তোহ্মার বাক্য অলঙ্ঘ্য কারণ।
এই বলিলাম আহ্মি সত্বর গমন॥
এ বলিয়া বক্রদন্ত নামে মুনিবর।
কৃষ্ণের সঙ্গতি চলে লঙ্ঘিয়া সাগর॥
ঘোড়া লইয়া মুনি সঙ্গে যাএ পঞ্চ বীর।
অনায়াসে মিলে গিয়া মহোদধির তীর॥
হস্তিনানগরে গেল বক্রদন্ত মুনি।
ঘোড়া লইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন চলি যাএ পুনি॥

চেদি, মগধ, কাশীপুর প্রভৃতি দেশে অশ্ব

হেনমতে তথা হৈতে চলিলেক হএ।
চলিল দক্ষিণমুখী গতি অতিশএ॥
রাজঅন্তঃপুরে গিয়া সে অশ্ব মিলিল।
ঘোড়া ধরি মগধ রাজাএ যুদ্ধ দিল॥
তানে জিনি অর্জ্জুনে সে অশ্ব দিল ছাড়ি।
পবন গমনে অশ্ব গমন সঞ্চারি॥
চেদিরাজ্যে প্রবেশিল যজ্ঞের তুরঙ্গে।
শিশুপাল পুত্রে যুদ্ধ দিল তার সঙ্গে॥
তাহাকে জিনিয়া পার্থে উদ্ধারিল হএ।
কাশীপুরে গেল অশ্ব গতি শীঘ্রচএ॥
কৌশিকী রাজ্যেতে গেল সেই দেশ হৈতে।
পাছে পাছে ধনঞ্জয় যাএ সেই পথে॥
কিরাত প্রভৃতি দেশ ভ্রমিল সকল।
চারিদিকে ভ্রমে অশ্ব অতি কুতূহলে॥
যেই জনে যুদ্ধ করে জিনি আনে তাকে।
সরল ভজিলে তাকে আনে প্রিয় বাক্যে॥
পৃথিবীর রাজাগণ না রহিল এক।
পার্থ সঙ্গে সসৈন্যেতে আসিল যথেক॥
তবে অশ্ব মিলিলেক দেশার্থ যে দেশ।
চিত্রগদা নামে তথা নৃপতি বিশেষ॥
ধরিয়া যজ্ঞের অশ্ব কৈল মহারণ।
সংগ্রামে জিনিল তারে পাণ্ডুর নন্দন॥
তথা হৈতে যজ্ঞ অশ্ব মুক্ত হইল তবে।
নিষাদ দেশেত গিয়া মিলিলেক তবে॥
ঘোড়া ধরি যুদ্ধ কৈল সেই নরপতি।
মহাযুদ্ধ কৈল তবে পার্থ মহামতি॥
অর্জ্জুনে জিনিয়া তাকে ঘোড়া মুক্ত কৈল।
সসৈন্যে তাহাকে পুনি সঙ্গে করি লইল॥

জয়দ্রথপুরে অশ্ব

তথা হৈতে ঘোড়া যদি নিঃসরিল তার।
সঙ্গতি চলিল তবে সৈন্য পরিবার॥
কুতূহলে যাইতে যাইতে নানা দেশ।
সিন্ধু রাজ্যেত গিয়া করিল প্রবেশ॥
জয়দ্রথ নৃপতির পুত্র মহারথী।
সেই নগরেত অশ্ব গেল শীঘ্রগতি॥
দুর্যোধন রাজার ভগিনী সহোদরা।
জয়দ্রথ নারীরূপ গুণেতে অপ্সরা॥
তার গর্ভে উপজিল জয়দ্রথসুত।
বাপের সমান রূপে গুণে অদ্ভুত॥
পিতৃবৈরী স্মরি জয়দ্রথের কুমার।
শুনিলেক পার্থ আইল ঘোড়া রাখিবার॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কারণ।
অর্জ্জুনে করিল জয়দ্রথের নিধন॥

CENTRAL LIBRARY

সেই কথা মনে স্মরি রুষিলা তনয়।
অর্জ্জুনের ঘোড়া আসি ধরিল নির্ভয়॥
মহাযুদ্ধ কৈল পার্থে তাহার সহিত।
ভাগিনী দেখিয়া অতি সকরুণ চিত।
না গণিয়া শিশু বোলে বচন অতিশয়।
তবে সে রুষিল রণে বীর ধনঞ্জয়॥
সর্ব্ব বীর সংহারিল নিমেষে সমরে।
সারথি কাটিয়া তার পাঠাএ যমঘরে॥
রথধ্বজ পতাকা করিল খণ্ড খণ্ড।
গুণ সমে কাটি পাড়ে হাতের কোদণ্ড॥
গায়ের কবচ কাটি ভূমিতে পাড়িল।
মুণ্ড ছেদিবারে অর্দ্ধচন্দ্র যে গ্রহিল॥
সন্ধব বাহিনী সব ত্রাস পাইয়া মনে।
ভঙ্গ দিয়া পলায়ন্ত সংগ্রামের স্থানে॥
ডাকিয়া অর্জ্জুনে বোলে শুনরে সন্ধব।
যথশক্তি আছে যুদ্ধ কর আসি সব॥
এ বলিয়া শরজালে বাহিনী সংহারে।
প্রচণ্ড বাতাসে যেন বৃক্ষপত্র উড়ে॥
পাকা তাল ফল যেন পড়ে মুণ্ডগণ।
রুধিরে বহএ নদী সন্ধব ভবন॥
লইয়াছে বাণ গোটা অর্দ্ধচন্দ্র নাম।
জয়দ্রথ সুতের বধিতে মনস্কাম॥
হেনকালে দুঃশলা আসি রণস্থল।
বোলেন্ত খুল্লতাত ভাই তুহ্মি মহাবলে॥
স্বামী মোর রণে মার আর সহোদর।
আপ্ত কুল নাশ কর রৈক্ষা কর পর॥
দ্রোণ গুরু পিতামহ ভীষ্ম মহাবীর।
জ্যেষ্ঠ ভাই কর্ণের কাটিয়া পাড় শির॥
তুহ্মি মূলে সকল কৌরব হইল নাশ।
মুখে লজ্জা নাহি ভাই লোকে উপহাস॥
এ বলিয়া পুত্র কোলে করিয়া দুঃশলা।
অর্জ্জুনক সজল নয়ানে প্রণমিলা॥
দুঃশলার বচনে লজ্জিত ধনঞ্জয়।
সকরুণ হইল পার্থ প্রসন্ন হৃদএ॥
বিলাপএ সুবদনী স্মরি ভ্রাতৃগণ।
আপনে সান্ত্বাএ তাকে নরনারায়ণ॥
ক্ষেমিলাম তার দোষ তোহ্মারে দেখিয়া।
যুধিষ্ঠির নৃপতির যজ্ঞে মিল গিয়া॥
দুঃশলা বলিল মুই এইক্ষণে যাম।
বাপ জ্ঞাতি দেখিতে মোহর মনস্কাম॥
ভগিনীর বাক্য পার্থ প্রীতি হইল তবে।
দুঃশলা চলিয়া গেল যজ্ঞ মহোৎসবে॥
ঘোড় এড়ি দিয়া জয়দ্রথের নন্দন।
সসৈন্যে চলিল তবে কৃষ্ণার্জ্জুন সন॥
কথ দূরে গেল তবে অরণ্য ভিতরে।
তথা হোতে চলিলেক যজ্ঞ অশ্ববরে॥
হেনমতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে বহুতর।
দিগগতি চলিল পুনি হংসধ্বজপুর॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
লোক তরিবারে কহে সঞ্জয় বিস্তারি॥

চম্পকপুরে পুনরায় অশ্বের প্রবেশ

জিজ্ঞাসিল জনমেজয় রাজা মহাশএ।
পুনি কেন গেল অশ্ব চম্পকাপুরএ॥
বৈশম্পায়নে বোলে শুন মন দিয়া।
চম্পকাপুরীতে মিলে দশ মাসে গিয়া॥
তৃতীয় দিবস আছে যজ্ঞ পূর্ণ দিতে।
শুনহ অশক্য কথা কহিএ তোহ্মাতে॥
প্রভাবতী নামে কৈন্যা সুধন্বার নারী।
শুভক্ষণে গর্ভ তবে ধরিল সুন্দরী॥
দশমাস গর্ভ ধরে অতি মহাভার।
শুভদিনে রাত্রিযোগে প্রসবে কুমার॥
জয় জয় করিয়া উঠিল নারীগণ।
মহানন্দে পূরিলেক রাজার ভুবন॥
নারীগণে করিল মঙ্গল হুলাহুলি।
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে করিয়া অঞ্জলি॥
বাদ্যভাণ্ড পূরিলেক আনন্দে গগন।
দ্বিজে করে আশীর্ব্বাদ স্তবে মুনিগণ॥

হস্তে পদ্ম পাএ পদ্ম গাএত কবচ।
আনন্দিত বন্ধুবর্গ করি মহোৎসব॥
ময়ূর সকল নাচে মেলি পাখা যথ।
পুত্রমুখ দেখি দেবী হরষিত কথ॥
মনেতে বাঞ্ছিলাম বিবেক রাখিল।
জন্মিয়া পিতার বার্ত্তা সব জিজ্ঞাসিল॥
বাপ মোর কথা গেল নাহি বিদ্যমান।
পিতামহ কথা গেল কহ মোর স্থান॥
পুরুষ না দেখি কেনে পুরীর ভিতর।
মাওকে জিজ্ঞাসে সব করি পাদান্তর॥
অনুক্রমে কহে কথা সকল বৃত্তান্ত।
কৃষ্ণার্জ্জুন সনে যুদ্ধ আছিল একান্ত॥
শুন শুন অএ পুত্র আহ্মি ভাগ্যহীন।
কিন্তু মাত্র দেখি তোহ্মা মোর শুভদিন॥
যুধিষ্ঠির নামে রাজা হস্তিনাপুরএ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে জ্ঞাতিবধ ভএ॥
তাহার যজ্ঞের ঘোড়া আসিয়া মিলিল।
কৃষ্ণ সমে অর্জ্জুন রক্ষক নিয়োজিল॥
দূতমুখে শুনি রাজা ঘোড়াবিবরণ।
ঘোড়া ধরিবারে রাজা কহিল তখন॥
ঘোড়ার লাগিয়া রণ কৈল বহুতর।
পড়িল অনেক সৈন্য গেল যমঘর॥
নিরবধি পড়ে সৈন্য সংগ্রাম ভিতরে।
অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করি ভেদিল অন্তরে॥
সুধন্বা তোহ্মার পিতা অর্জ্জুনে জিনিল।
কৃষ্ণের কপটে পার্থ তাহানে বধিল॥
ঘোড়া রাখিবারে তোহ্মার পিতামহ নিল।
এই কথা সব আহ্মি নিশ্চএ কহিল॥
শুনিয়া বিবেক তবে হইল মোহিত।
* * * * * * * * * * * * * * * *॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া মাও সম্বোধিয়া।
কথা গেল কৃষ্ণার্জ্জুন পিতাকে বধিয়া॥
শুন শুন জননী তোহ্মাতে কহি বাত।
কথা গেল যজ্ঞ ঘোড়া কহিবা আহ্মাত॥

হেনকালে হংসধ্বজ দূত যে সত্বরে।
প্রভাবতী সম্বোধিয়া কহিল সত্বরে॥
রাজার উদ্দেশ কহি ঘোড়ার উদ্দেশ।
সিন্ধুপুর হৈতে ঘোড়া অরণ্যে প্রবেশ॥

সুধন্বা-পুত্র বিবেকের পিতৃহত্যার
প্রতিশোধ গ্রহণার্থে যুদ্ধযাত্রা

এই বার্ত্তা পাইল যদি বিবেক সুমতি।
মাতৃপদে পড়ি তবে করিল প্রণতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন আহ্মার নিতান্ত পিতৃবৈরী।
তাহাকে বধিয়া আহ্মি পিতৃক উদ্ধারি॥
মাতা হতে মহাবিদ্যা লএ একে একে।
বীর ধড়া পরিলেক মাএর সম্মুখে॥
সমান বয়স যথ বালক সঙ্গে লই।
ধনুবিদ্যা মহামন্ত্র সকল শিখাই॥
বালক যুবক যথ সকল সাজিল।
ধনু হাতে টোন পৃষ্ঠে রথেত চড়িল॥
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে সৈন্য হইল বাহির।
দেখিয়া সন্তোষ হইল বিবেক সুধীর॥
দিব্য রথ সাজাইয়া আনিল সারথি।
যাত্রাকালে কুমারে বিষ্ণুরে করে স্তুতি॥
বেদ পড়ে ব্রাহ্মণে পিঙ্গল পড়ে ভাটে।
বাদ্যভাণ্ড নৃত্যগীত নানা ধ্বনি উঠে॥
যাত্রাকালে জয়ধ্বনি করিল জননী।
শত্রুজিনি জয় লভ বলিলেক বাণী॥
মহা মহা মুনিগণে আশীর্ব্বাদ দিল।
জয় জয় বলিয়া মহাধ্বনি কৈল॥
যথ নারীগণে হাতে ধান্যদূর্ব্বা করি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া দাঁড়াইল আগুসারি॥
মাতাকে প্রণাম করি চলিল সানন্দে।
মহা মহা অস্ত্র লইয়া পরম আনন্দে॥
রথেতে চড়িল যদি রাজার কুমার।
রথখান চলি গেল বিদ্যুৎআকার॥
মহাবেগে রথ চলে সসৈন্য সঙ্গতি।
দক্ষিণ দিকেতে চলি গেল শীঘ্রগতি॥

রথধ্বজ বাণও যে পূরিল আকাশ।
সিংহনাদের মহাশব্দ শুনি লাগে ত্রাস॥
দেশান্তরে সৈন্য গিয়া মিলে সন্নিকট।
হরষিত সর্ব্ব সৈন্য না গণে সঙ্কট॥
পুনর্ব্বার সেই দূত হইলা আগুয়ান।
মিলিলেক সিন্ধুরাজো মহাবলবান॥
সৈন্যের যে মহাশব্দ শুনি কোলাহল।
উত্তর দিকেতে চলে পাণ্ডব সকল॥
দূরে থাকি সৈন্যগণে আলোকি চাহন্ত।
রথধ্বজ গজ বাজী তার নাহি অন্ত॥
ত্রস্ত হইয়া পাণ্ডুসৈন্য চাহেন্ত আকাশে।
পরিমাণ নাহি যথ সৈন্যসেনা আইসে॥
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর হইল বিস্মিত।
কৃষ্ণস্থানে কহে কথা হইয়া সঙ্কুচিত॥
কথা হইতে উপস্থিত হইল সৈন্য আসি।
পরিমাণ নাহি তার দেখি রাশি রাশি॥
তা দেখিয়া নারায়ণ হইল বিস্মিত।
কথা হতে উপস্থিত হইল সন্নিহিত॥
মনেতে হইল ব্যস্ত যথ সৈন্যগণ।
হেনকালে সসৈন্যে হইল দরশন॥
অর্জ্জুন গর্জ্জন করে নাহি অবসাদ।
দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য হইল প্রমাদ॥
সৈন্যের নিকটে আসি দিল পাটোয়ার।
কৃষ্ণার্জ্জুন ভাজিয়া লাগিল কহিবার॥
পিতৃবৈরী অর্জ্জুনক তাকে ঘোরতর।
আজি পাঠাইমু তোরে যমের নগর॥
ভয় কম্পমান হইল পাণ্ডবের সৈন্য।
আগুবারি কামদেব রণে অগ্রগণ্য॥
কাহার তনয় তুমি কোন দেশে ঘর।
কি কারণে আসিয়া গর্জ্জিও ঘোরতর॥
মুনি বোলে তান বাক্য শুনিয়া বিবেক।
উত্তর দিলেক তবে বচন অতিরেক॥
চম্পকদেশেত ঘর রাজা হংসধ্বজ।
তান পুত্র সুধন্বা সুরথ মত্তগজ॥
বিবেক আমার নাম সুধন্বাতনয়।
মোর পিতৃ বধিয়াছে বীর ধনঞ্জয়॥
পিতৃশোক শান্ত হেতু অর্জ্জুন মারিব।
পিতামহ সঙ্গে যজ্ঞ অশ্ব কাড়ি নিব॥
এ বলিয়া অশ্বগোটা বাহুবলে ধরে।
বান্ধিয়া রাখিল নিয়া সৈন্যের ভিতরে॥
অশ্ব মাঝে রাখিয়া সৈন্যের হইল ব্যূহ।
আপনে বিবেক হইল সৈন্যের সমুখ॥
হাহাকার করেন্ত ঘোটক রক্ষিগণে।
যজ্ঞ অশ্ব ধরি নিল সুধন্বানন্দনে॥
এতেক শুনিয়া সৈন্য ভয় বাসে মনে।
অর্জ্জুনের নিকটে কাম গেলেন তখনে॥
কহিল সকল কথা কৃষ্ণার্জ্জুন পাশ।
যুক্তি করে সর্ব্ব সৈন্য হইয়া হতাশ॥
শ্রীকৃষ্ণে বোলেন বাক্য শুনহ আমার।
সৈন্য নিয়োজিয়া দেয় যুদ্ধ করিবার॥
হংসধ্বজ দূরে নিয়া রাখ লুকাইয়া।
ঘোড়া উদ্ধরিয়া নেয় বিবেক জিনিয়া॥
এথ শুনি বীরগণ আনে ডাক দিয়া।
যুদ্ধ হেতু আগু হইল সকল সাজিয়া॥
মুনিও কহন্ত কথা শুনহ রাজন।
হেন যে অশক্য কর্ম্ম মিলিল তখন॥
ভারতের পুণ্যকথা সুধারসমও।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

অর্জুনপ্রমুখ বীরদের নিকট কৃষ্ণের বিবেকজন্ম-কথন

তবে জনমেজয় রাজা জিজ্ঞাসে পশ্চাত।
মহা পুণ্যকথা মুনি কহিবা আমাত॥
তবে মুনিবরে বোলে শুন নরনাথ।
বীর সব ডাকিয়া যে আনিল সাক্ষাত॥
কৃষ্ণের বচনে লুকাইল হংসধ্বজ।
রুষিলেক বীরগণ যেন মত্ত গজ॥

আপনে প্রদ্যুম্ন আর সাত্যকি কৃতবর্ম্মা।
বভ্রুবাহন তাম্রধ্বজ যুদ্ধে নাহি ক্ষেমা॥
বীরব্রহ্মা চন্দ্রহাস নীলধ্বজ রাজা।
অনিরুদ্ধ সুবেগ যে আর যথা প্রজা॥
যৌবনাশ্ব মহারাজা আর বৃষকেতু।
শিখিধ্বজ মেঘবর্ণ বীর যথ সেতু॥
এই সকলের স্থানে কহে কৃষ্ণদেবে।
পূর্ব্ব বিবরণ যথ কহি শুন এবে॥
যখনে আছিল যুদ্ধ হংসধ্বজ সনে।
পার্থবীরে সুধন্বাকে সংহারিল রণে॥
ঋতু আপেক্ষিয়া বীর গিয়াছিল যুদ্ধে।
সেই বীজে পুত্র হইল প্রভাবতী গর্ভে॥
মহাবলী বীর সেই বিবেক নাম তার।
দাণ্ডাইয়া আছে দেখ সমর মাঝার॥
পূর্ব্বে রামে রাবণ যেন বধিল লঙ্কাতে।
সীতাকে পরীক্ষা দিতে আনিল সাক্ষাতে॥
ইন্দ্রজিতের পুত্র এক নামেতে বিচক।
বহুযুদ্ধ করি রামে তাকে বধিলেক॥
সেই মত আজি দেখি হইল অকস্মাৎ।
সকলে মিলিয়া যুদ্ধ এহার সাক্ষাত॥
আচ্ছাদন হইয়া আহ্মি আছিলাম কাছে।
বিক্রম দেখিয়া আহ্মি যুঝিবাম পাছে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলিলা উত্তর।
তোহ্মার প্রসাদে মোর কারে আছে ডর॥
টোণ পৃষ্ঠে ধনু হাতে উঠে বীরগণ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি উঠিল অর্জ্জুন॥
কৃষ্ণার্জ্জুন রথে চড়ি হইল আগুসার।
অস্ত্রসব লইয়া তবে যাএ যুঝিবার॥

অর্জুনের ব্যূহ রচনা : বৃষকেতু বিবেকের যুদ্ধ : বৃষকেতুর পরাজয়

বৈশম্পায়নে বোলে শুন জনমেজয়
প্রকারে রচিল ব্যূহ পার্থ মহাশএ॥
মৈধ্যে নিয়া রাখিলেক রাজা হংসধ্বজ।
চারিদিগে রথী পদী দিল মত্ত গজ॥
মহা মহা বীরগণ দিল চারিপাশে।
ব্যূহ দেখি দেবাসুরে মনে ভয় বাসে॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি রথে বীর ধনঞ্জয়ে।
ব্যূহ সম্মুখে আসি ধনু টঙ্কারয়ে॥
দেখা দেখি দুই সৈন্য রহে ব্যূহদ্বার।
ডাক দিয়া পার্থস্থানে বলিলা কুমার॥
দেখিবা পৌরুষ মোর সংগ্রামেতে পশি।
আহ্মার সাক্ষাতে তুহ্মি যুদ্ধ দেয় আসি॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেত মারিছ যথ বীর।
অল্পযোদ্ধা নাহি আহ্মি বজ্রের শরীর॥
পার্থের বচন শুনি বিবেক কুমার।
ধনু টঙ্কারিয়া বোলে করি অহঙ্কার॥
কর্ণ বীর নহি আহ্মি নহি দুর্যোধন।
বিবেক আহ্মার নাম সুধন্বানন্দন॥
কংসরাজা নহি আহ্মি কাটিবারে শির।
সংগ্রামে দেখিবা মোর অক্ষোভ শরীর॥
আজি রণে লুকাইব তোহ্মার বিক্রম।
সুধন্বা সুরথ নহে মুই কাল যম॥
মরিবারে কৃষ্ণার্জ্জুন আসিল সমুখ।
আজি দুইজন আহ্মি মারিমু রণমুখ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ত্যজিয়া শিশু করে অহঙ্কার।
হেনকালে বৃষকেতু হইল আগুসার॥
বৃষকেতু বোলে তোর বুদ্ধি হইল নাশ।
অখনে যাইবা তুহ্মি যমের সম্পাশ॥
তোর পিতা খুল্লতাত মারিল ঘোর রণে।
তোহ্মারে মারিয়া রক্ত পিব মোর বাণে॥
এ বলিয়া দুই বীরে করে গালাগালি।
রুষিল বিবেকশিশু রণে মহাবলী॥
এড়িলেক পঞ্চ বাণ জুড়িয়া ধনুকে।
বুকে ঠেকি বৃষকেতু অন্ধকার দেখে॥
মোহ হইয়া বৃষকেতু ভূমিতে পড়িল।
তাহা দেখি মেঘবর্ণ সমরে রুষিল॥

মেঘসম নাদ করি কৈল অন্ধকার ।
আপ্তপর ভেদ নাহি বোলে মার মার ॥
শিলাবৃষ্টি অন্ধকার গগন মণ্ডল ।
কাটিয়া বিবেক সৈন্য পাড়ে ভূমিতল ॥
ক্রোধ হইল শিশু সৈন্য যেন যম কাল ।
অহঙ্কার করি বাণ এড়িল ততকাল ॥
দুই সৈন্যে যুদ্ধ করে ঘোর অন্ধকার ।
ছিন্ন হইল ধনুর্গুণ বোলে মার মার ॥
দুই বীরে কাটাকাটি ঘোর অন্ধকার ।
আত্মপর ভেদ নাহি সংগ্রাম মাঝার ॥
দুই ভিতে পড়ে সৈন্য নাহিক অবধি ।
মাংসে কর্দ্দম হইল রক্তে বহে নদী ॥
শৃগালে শকুনে মাংস খাএ টানি টানি ।
রণভূমি ক্রীড়া করে চৌষট্টি যোগিনী ॥
শিশুর বিক্রম দেখি দেব নারায়ণ ।
দেখহ অর্জ্জুন তুহ্মি শিশুর মহারণ ॥
কাটিয়া সকল সৈন্য করিল মোহিত ।
শক্তি নাহি যুদ্ধ দিতে তাহার সহিত ॥
আচম্বিতে ঘোর শব্দ মহা সৈন্যে আসি ।
পবন হুতাশে যেন দহে তৃণরাশি ॥
সর্ব্ব সৈন্য রণে আজি করিব নিপাত ।
না হইল যজ্ঞ সাঙ্গ শুন কুন্তীসুত ॥
জন্মিয়া আইল শিশু যুদ্ধ করিবার ।
সুধন্বার পুত্র এই বিবেক কুমার ॥
এথেক বলিল যদি দেবকীনন্দন ।
অর্জ্জুন বোলেন শুন কমললোচন ॥
তোহ্মার প্রসাদে মোর কারে আছে ভএ ।
তুহ্মি প্রসন্ন হইলে সর্ব্বত্রে বিজএ ॥
প্রচণ্ড আনন্দে যেন দহএ কানন ।
তোহ্মা নামে শত্রুগণ নিপাত জনার্দ্দন ॥
আজুকার যুদ্ধে প্রভু নাহি অবসাদ ।
যথ ইতি যুদ্ধ প্রভু তোহ্মার প্রসাদ ॥

বিবেক-বভ্রুবাহনের যুদ্ধ :
বভ্রুবাহনের পরাজয়

বৃষকেতু মোহিত দেখিয়া রণমাঝে ।
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া পার্থ চলিলেক যুদ্ধে ॥
তা দেখিয়া প্রবেশিল বভ্রুবাহন বীর ।
মোর আগে শিশু তুহ্মি রণে হও স্থির ॥
আজি রণে শিশু তুহ্মি না হইব কুশল ।
কাটিয়া পাড়িব সৈন্য যেন পাকা ফল ॥
তোহ্মারে মারিতে মোর নাহি কোন শঙ্কা ।
আহ্মা বাণে হইব তোহ্মার যম সনে দেখা ॥
এ বলিয়া পঞ্চ বাণ জুড়িল ধনুকে ।
বিবেকের সৈন্য কাটে তাহার সমুখে ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি রণে রুষিল বিবেক ।
ক্রোধ হইয়া বাণ গোটা জোড়ে পরত্তেক ॥
জয় জয় করিয়া ধনুকে জোড়ে বাণ ।
বভ্রুবাহন বুকে ঠেকে বজ্রের সমান ॥
ব্যথাএ বিকল হইল বভ্রুবাহন বীর ।
এড়িলেক বাণ গোটা অক্ষোভ শরীর ॥
অন্ধকার হইয়া বাণ চলিল আকাশে ।
অর্দ্ধপথে কাটিল বিবেক মহারোষে ॥
সেই বাণ কাটি বীরে জোড়ে কর্ণিকার ।
বক্ষেতে পড়িয়া বাণ পৃষ্ঠে হইল পার ॥
ধনুতে জুড়িয়া বাণ কাটি পাড়ে সৈন্য ।
পড়িলেক বভ্রুবাহন নাহিক চৈতন্য ॥

বিবেক-তাম্রধ্বজ যুদ্ধ : তাম্রধ্বজের পরাজয়

বভ্রুবাহন নিধন দেখিয়া তাম্রধ্বজ ।
কেশরী দেখিয়া যেন ধাএ মত্ত গজ ॥
ধনুতে জুড়িল বাণ মহী কম্পমান ।
পদভরে পৃথিবী হইল কম্পমান ॥
বাণ দেখি বিবেক না করে তৃণজ্ঞান ।
বাণ কাটিবারে বীরে করিল সন্ধান ॥
আকাশেত দেবগণে লাগিল চাহিতে ।
শিশু যুদ্ধ দেখিয়া হইল হরষিতে ॥

ধনুর্ব্বাণ হাতে করি বোলে ধর ধর।
তাম্রধ্বজ উপরে এড়িল পঞ্চ শর॥
বাণঘাএ তাম্রধ্বজ করে গদাবরি।
এড়িলেক গদা গোটা ভাবিয়া শ্রীহরি॥
গর্জ্জিয়া আইসএ গদা বিদ্যুতের ছটা।
অর্দ্ধপথে গদা কাটে সুধন্বার বেটা॥
গদা ব্যর্থ গেল দেখি কাপে তাম্রধ্বজ।
রাঙ্গা আখি করি উঠে যেন মত্ত গজ॥
রথ হতে ফাল দিয়া ভূমির উপর।
দুই হাতে বিবেকেরে ধরিল সত্বর॥
জড়াজড়ি করে দুই ভূমির উপর।
দুই হাতে বিবেকেরে ধরিল সত্বর॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে দুই মহাবীর।
এইমতে যুদ্ধ করে সংগ্রাম ভিতর॥
বাহু প্রসারিয়া করে মটুকামটুকি।
মহাযুদ্ধ দুই বীরে করে বুকাবুকি॥
এহা দেখি কম্পমান হইল দেবগণ।
কৃষ্ণে বোলে ধনঞ্জয় দেখ বিদ্যমান॥
বালি সুগ্রীব বীর শ্রীরাম রাবণ।
সংগ্রামেতে দুই বীর অতি বিচক্ষণ॥
বলে সাবুটিয়া ধরে তাম্রধ্বজ বীর।
কটিদেশ ধরি তার তাড়িল শরীর॥
পাক দিয়া আছাড়িল বাহু দুই তুলি।
হেট মাথে রহিলেক ধরিয়া অঙ্গুলি॥
মোহ হইয়া তাম্রধ্বজ পড়িল ভূমিতে।
বিবেক চড়িল গিয়া আপনার রথে॥
তা দেখিয়া পাণ্ডুসৈন্য পাইল তরাস।
শিশুর বিক্রমে সব হইল নৈরাশ॥
মোহ ছাড়ি তাম্রধ্বজ উঠে অনায়াসে।
আগে হইয়া তাম্রধ্বজ খলখলি হাসে॥
ধনুক ধরিয়া বীরে বোলে ডাক দিয়া।
যমঘরে যাবে আজি সমরে পড়িয়া॥
এ বলিয়া জুড়িলেক বাণ খরসান।
বিবেকের বুকে ঠেকি হইল খান খান॥
বিবেক হানিল বাণ তেজ অতি যুতে।
মোহ হইয়া পড়িলেক ময়ূরধ্বজসুতে॥
অচৈতন্য হই বীর ভূমিতে পড়িল।
যেন মৃত কলেবরে প্রাণ হারাইল॥

বিবেক চন্দ্রহাসের যুদ্ধ : চন্দ্রহাসের পরাজয়

তা দেখিয়া চন্দ্রহাসে হাতে লইল ধনু।
শরজালে আবরিল বিবেকের তনু॥
সুধন্বাকুমার বলে প্রচণ্ড মোহাবীর।
লঘুহাতে বাণ বৃষ্টি করএ গম্ভীর॥
বাণ হানি চন্দ্রহাসে করিল জর্জ্জর।
মোহচ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর॥
পুন উঠি ধনু ধরি সারে কলেবর।
কুমারে হানিল বথ অগ্নিতুল্য শর॥
উড়ে পড়ে বাণগণ নাহি পরিমিত।
বাণ ঘাএ চন্দ্রহাস হইল কম্পিত॥
ক্রোধ হইয়া মহাবীরে অর্দ্ধচন্দ্র জোড়ে।
লঘুহস্তে বিবেকের অস্ত্র কাটি পাড়ে॥
কুপিআ বিবেক বীরে করে শরজাল।
অন্ধকার দেখে পাণ্ডব সৈন্যপাল॥
রথ কাটি চন্দ্রহাস করিল বিরথী।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে শীঘ্রগতি॥
বিরথী হইয়া রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।
আর রথ সারথি যোগাএ হেন কালে॥
এক বাণ কাটে রাজা আর বাণ জোড়ে।
তা দেখিয়া দুই যোধ সিংহনাদ করে॥
অমোঘ বায়ব বাণ এড়ে চন্দ্রহাস।
গুণ হৈতে গেল বাণ যথাতে আকাশ॥
দুই বাণে ঠেকাঠেকি মুখামুখি লাগে।
রণভূমি থাকি দেখে যথ বীরভাগে॥
দুই বাণ একবারে উঠিল আকাশ।
বাণের গর্জ্জন শুনি লাগিল তরাস॥
দুই বাণে জড়াজড়ি পড়িল ভূমিত।
তা দেখিয়া বিবেক যে হইল কুপিত॥

রুদ্রবাণ এড়িলেক বিবেক কুমার।
পড়িলেক চন্দ্রহাস ধরণী মাঝার॥

বীরব্রহ্মা, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, যৌবনাশ্ব, সুবেগ প্রভৃতির যুদ্ধে বিবেকের জয়

ক্রোধে রাজা বীরব্রহ্মা হইল আগুসার।
ক্ষেণে অহঙ্কার করে সুধন্বাকুমার॥
কৃষ্ণে বোলে অনিরুদ্ধ কেনে চাহ রঙ্গ।
প্রদ্যুম্নকুমার আদি যাও একসঙ্গ॥
কেহ কাট ধনুর্গুণ কেহ কাট রথ।
ছাওয়ালেরে পরাজয় করহ রণেত॥
যৌবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
নীলধ্বজ আদি করি হইল আগুসার॥
একবারে বীরসবে বেড়ি মারে বাণ।
রুষিলেক শিশু তবে রণেতে প্রধান॥
হানাহানি দুই বীর হইল সত্বর।
কলকলি শব্দ উঠে সৈন্য কোলাহল॥
ঘোর রণ করে দুই যুদ্ধ নহি এড়ে।
কাটিয়া পাড়এ যোধা আখির গোচরে॥
রক্তমাংসে কর্দ্দম হইল রণস্থল।
বীরগণ মুণ্ড পড়ে যেন পাকা ফল॥
রক্তে নদী ভাসি যাএ স্রোতে মুণ্ডমালা।
রণেতে ভৈরবগণে মিলি করে খেলা॥
কামদেব অনিরুদ্ধ দুই মহারথী।
বিবেকের রথ ঘোড়া কাটে শীঘ্রগতি॥
হানিল নারাচ বাণ বিবেক মোহাবল।
সেই বাণে অনিরুদ্ধ পড়ে ভূমিতল॥
পুত্রের বিমুখ দেখি প্রদ্যুম্নকুমার।
সপ্ত বাণ হানিলেক বিবেক উপর॥
সেই বাণ খাইয়া শিশু রণে নহি টুটে।
মোহা মোহা অস্ত্রসব গাএ নাহি ফুটে॥
বাণ হানি কুমারে যে মোহাশব্দে ডাকে।
আজি তোহ্মা মারিবাম সর্ব্বলোকে দেখে॥
রহ রহ কামদেব সহ মোর বাণ।
তোহ্মারে মারিয়া আজি সাধিব সন্মান॥
এ বলিয়া পঞ্চ বাণ হানিল সন্ধানে।
কামদেব হৃদে হানে ব্রজের সমানে॥
সেই বাণে মোহ পাইল কৃষ্ণের তনএ।
বৈশম্পায়নে বোলে শুনে জনমেজয়ে॥
রুষিলেক বীরব্রহ্মা রণে মোহাবলী।
ক্রোধ হইয়া ধনু টানে দুই বাহু তুলি॥
শতে শতে বাণ মারে গতি অলক্ষিতে।
কাটিয়া পাড়িলা সেনা পড়িল ভূমিতে॥
যৌবনাশ্ব অনুশাল্ব দুই মহা যোধ।
কাটিয়া পাড়িব সেনা নাহি উপরোধ॥
বসিল বিবেক বীরে না মানে প্রবোধ।
চারিভিতে সৈন্য পড়ে দেখি হইল ক্রোধ॥
ধনুক এড়িয়া বীরে গদা লইল হাতে।
ক্রোধ করি মারে গদা যৌবনাশ্ব মাথে॥
দুই গদা ঘরিষণে উঠএ আগুনি।
দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য উড়িল পরাণি॥
সর্ব্ব লৌহময় গদা তুলি লইল হাতে।
ক্রোধ করি মারিলেক প্রদ্যুম্নের মাথে॥
ক্রোধ করি মারে গদা বীরগণ বুকে।
সেই ঘাএ রক্ত পড়ে ঝলকে ঝলকে॥
যোধাগণে বাণ হানে তভো নাহি ক্ষেম।
যথ যথ সৈন্য পড়ে কি দিব উপমা॥
ধনু ধরি সৈন্য সব কাটে নিরন্তর।
চারিভিতে পড়ে সৈন্য রণের ভিতর॥
বাণবৃষ্টি করে সৈন্য নাহি দেখে সৃষ্টি।
প্রলয়কালেতে যেন মেঘে করে বৃষ্টি॥
গন্ধর্ব্ব বাণ জুড়ি বীরে এড়িল ত্বরিত।
মোহ হইয়া সর্ব্ব সৈন্য পড়িল ভূমিত॥
সৈন্য সব পরাজিয়া চাহে চারিভিত।
কৃষ্ণার্জ্জুনে তর্জ্জি বোলে যুঝিব নিশ্চিত॥
ভারতের পুণ্য কথা নানারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

CENTRAL LIBRARY

কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথন

পুনি জনমেজয় রাজা জিজ্ঞাসিল মুনি ।
তদন্তরে কৃষ্ণার্জ্জুনে কি করিল পুনি ॥
বৈশম্পায়নে বোলে শুন বিবরণ ।
উপহাস্য করি বোলে সুধন্বানন্দন ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় বচন আমার ।
তোমার উচিত নহে রণে পলাইবার ॥
এইক্ষণে বিনাশিব তোমার যথ সেনা ।
প্রাণের কাতর হইয়া পলাও দুইজনা ॥
মোর পিতা মারিয়া পলাই যাও কথা ।
তিনলোকে পলাইবারে নাহিক যোগ্যতা ॥
আর না যাইবা পার্থ হস্তিনাপুরীতে ।
অবশ্য নিধন আজি হইবা মোর হাতে ॥
শুনিআছি লোকমুখে তুমি এক বীর ।
বুজিব তোমার শক্তি লাগে হও স্থির ॥
অথবা আমার ঠাই মাগ পরাজয় ।
ভিক্ষা করি মাগি নেয় আপনার হএ ॥
এ বলিয়া বিবেক শিশু গর্জ্জে ঘন ঘন ।
শুনিআ না শুনে যেন রহিল অর্জ্জুন ॥
কৃষ্ণ বোলে পার্থ শুন পাণ্ডুবনন্দন ।
এহার জন্মের কথা শুন বিবরণ ॥
যখনে চলিল যুদ্ধে সুধন্বা সুমতি ।
ঋতুস্নান করিলেক দেবী প্রভাবতী ।
ঋতু আপেক্ষিয়া গেল সুধন্বা যে বীরে ।
সেই বীজে হইল শিশু রাণীর উদরে ॥
জন্মিয়া আসিআ আছে যুদ্ধ করিবার ।
গর্ভস্নান নাহি হইছে শুন সমাচার ॥
অশুদ্ধ শরীর তার হইছে বালক ।
বাণে নাহি মারে পার্থ এই সে মূলক ॥
মোহা মোহা বীর সব পড়িল রণেতে ।
কেহত না হইল স্থির কুমার অগ্রেতে ॥

অর্জুন-বিবেক যুদ্ধ

এথেক কহিল কৃষ্ণ অর্জ্জুনের ঠাই ।
অর্জ্জুনে বোলেন শুন জগতগোসাই ।
এই ক্ষণে রথ চালাই জগতের পতি ।
এইক্ষণে রণে সংহারিব শিশুমতি ॥
পার্থের বচনে কৃষ্ণ হাসে মনে মন ।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি দেবকীনন্দন ॥
অর্জ্জুনেরে রথ হোতে নামাইল সত্বর ।
হংসধ্বজ লই গেল অরণ্য ভিতর ॥
বনে লুকাইয়া থুইল পরম নির্জ্জনে ॥
পার্থের রথে ততক্ষণে আইলা নারায়ণে ॥
কৃষ্ণে বোলে ধনঞ্জয় কর গিআ রণ ।
সঙ্গে চল অবশিষ্ট যথ যোধাগণ ॥
বৈশম্পায়নে বোলে শুনহ কাহিনী ।
অবশেষ সৈন্য লইয়া চলিল বাহিনী ॥
কৃষ্ণে রথ চালাএল অর্জ্জুন মোহারথী ।
ডাকিয়া বোলেন পার্থ বিবেকের প্রতি ॥
এইক্ষণে তোমা আমি সংহারিব রণে ।
এই স্থানে তোমা পিতা মারিছি সংগ্রামে ॥
বিবেকে বোলএ তোমা সংহারিব রণে ।
পিতামোহ কাড়িআ আনিব এইক্ষণে ॥
এ বোলিআ দুই রথী করে গালাগালি ।
রথ চালাইআ দিল হাতে দিআ তালি ॥
ক্রোধ করি মহাবীরে এড়িলেক বাণ ।
একমত যোজন উড়াএ রথখান ॥
শ্রীহরি সহিতে রথ ভ্রমাইল সত্বরে ।
স্থির হইআ রহে পুনি সংগ্রাম মাঝারে ॥
অর্জ্জুনে এড়িল বাণ যেন বজ্রাঘাত ।
কাটিয়া পাড়িল শিশু কৃষ্ণের সাক্ষাত ॥

হনুমানের যুদ্ধে যোগদান

এথ দেখি শ্রীহরি স্মরিলা হনুমান ।
হেনকালে হনুমান মিলে বিদ্যমান ॥

কৃষ্ণে বোলে কিবা চাহ পবননন্দন ।
শিলাবৃষ্টি করি বীর থাকিআ গগন ॥
শুনিআ কৃষ্ণের বাক্য সংগ্রাম ভিতর ।
ক্রোধ হইল হনুমান বিবেক গোচর ॥
লেঙ্গুর জড়িয়া রথ ভ্রমাইয়া আকাশে ।
তা দেখিআ রাধাকান্ত খলখলি হাসে ॥
ভ্রমাইয়া রথখান ক্ষেপিয়া ভূমিত ।
আছাড়ের ঘাএ শিশু হইল মোহিত ॥
মোহ সম্বরিয়া শিশু সত্বরে উঠিল ।
মোহা গদা হাতে করি ত্বরিতে আসিল ॥
গদার বাড়িএ হনুমানেরে তাড়িল ।
মোহ হইআ হনুমান ভূমিতে পড়িল ॥
হনুমান পরাজিয়া সুধন্বার সুতে ।
অর্জ্জুনেরে বাণ মারে কৃষ্ণের সহিতে ॥
কৃষ্ণে বোলে ধনঞ্জয় হাতে লও বাণ ।
সন্ধান পূরিয়া বাণ কুমারের হান ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বীর ধনঞ্জয় ।
হাতেত করিআ লইল কামুখ বিজয় ॥
অর্জ্জুনে বোলএ শুন সুধন্বানন্দন ।
মোর হাতে আজি তুহ্মি তেজিবা জীবন ॥
চঞ্চল বালক তোর নাহি কিছু জ্ঞান ।
এথেক বড়াই কর মোরা বিদ্যমান ॥
সৈন্য মোর মারিয়া বাড়িছে তোর আশ ।
আজি তোরে মারিয়া পাঠাইমু যমপাশ ॥
কালসর্প সম হেন মোর বাণগণ ।
শরীরে পড়িলে বাণ না রহে জীবন ॥
সৈন্যসব মারিয়া করিলি অপমান ।
তোহরে মারিয়া আজি সাধিমু সম্মান ॥
অর্জ্জুনে শরবাণ এড়িলা সত্বরে ।
বিশ্বম্ভর মুক্তি হরি হইলা ভয়ঙ্করে ॥
অর্জ্জুনে এসব বাণ করে বরিষণ ।
অবিলম্বে আইসে বাণ ভরিয়া গগন ॥
একেশ্বর রণেতে অর্জ্জুন জনার্দ্দন ।
চক্র এড়ে গোবিন্দে হইয়া ক্রোধ মন ॥
অলক্ষিতে কাটে বাণ সুধন্বানন্দন ।
তা দেখিয়া মোহাক্রোধে মারিলেক লাথি ।
লাথির প্রহারে শিশু পড়িলেক ক্ষিতি ॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া উঠে আর বার ।
দুই যোধা সনে যুদ্ধ করে অনিবার ॥
তা দেখিয়া ক্রোধ হইল অর্জ্জুন শ্রীহরি ।
খুরুপাস বাণ এড়ে ধনুকেত জুড়ি ॥
সেই বাণ কাটি পারে কুমার প্রচণ্ড ।
শর হানি কৃষ্ণার্জ্জুন কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
ইন্দ্রশক্তি অর্জ্জুনে এড়এ আর বার ।
দীপ্তি করি আইসে বাণ করি অহঙ্কার ॥
বাণ ব্যর্থ গেল দেখি হইল কোপিত ।
অর্দ্ধচন্দ্র মোহাবাণ জুড়িল ত্বরিত ॥
বাণ গোটা চলি যাএ গগন আবরি ।
শরবৃষ্টি করে বীর হাতে ধনু করি ॥
রিক্ষি গগনে বীরে পূরিল সন্ধান ।
সে সকল বাণ কাটি কৈল খান খান ॥
বাণ কাটা গেল দেখি পার্থ আর বার ।
ধনুতে যুড়িয়া বাণ কৈল অন্ধকার ॥
যথ যথ অস্ত্র কাটি পাড়ে ভূমিতল ।
দেখিআ পাইল ভয় পার্থ মতিমান ॥
কৃষ্ণের আগে জিজ্ঞাসিল বীর ধনঞ্জয় ।
মোহা মোহা বাণ মোর কেন ব্যর্থ হয় ॥
কৃষ্ণে বোলে জন্মস্থান না কৈল কুমার ।
জন্মিয়া আসিছে মাত্র যুদ্ধ করিবার ॥
অভেদ কবচ তারে দিল তার মাএ ।
এই হেতু শিশুমতি কারে না ডরাএ ॥
গর্ভপাপ না খণ্ডিছে না করিছে স্নান ।
তে কারণে বিমুখ তোহ্মার দিব্যবাণ ॥

কৃষ্ণার্জ্জুনের মোহ

মুনি বোলে শুন রাজা সারদানন্দন ।
হেন কথা কহিতে অর্জ্জুন জনার্দ্দন ॥

CENTRAL LIBRARY

মোহাক্রোধে বিবেক করিল শঙ্খধ্বনি ।
সেই শব্দে সৈন্যগণের কাপএ পরাণি ॥
মোহামন্ত্র জুড়ি বীর সন্ধান পূরিআ ।
নাগপাশ বাণ এড়ে সন্ধান করিআ ॥
মন্ত্রবলে জোড়ে বাণ এড়িতে শতেক ।
চলিতে সহস্র হএ পড়িতে লৈক্ষেক ॥
বাণ দেখি ধনঞ্জয় মুখে ধূলা উড়ে ।
হেনকালে কৃষ্ণার্জ্জুনে নাগপাশে বেড়ে ॥
সর্ব্বঅঙ্গে নাগসবে বেড়ে সাথে সাথে ।
মোহ হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন পড়িল ভূমিতে ॥
ভূমিতে পড়িয়া সৈন্য যাহে গড়াগড়ি ।
তা দেখিয়া কহে শিশু উপহাস করি ॥
কাটিয়া পাণ্ডব সৈন্য করে নিবারণ ।
কৃষ্ণ বিষ্ণু শিশুমতি করিয়া ভাবন ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন মোহ হইয়া রণে আছে পড়ি ।
চারিভিতে সৈন্যসবে বাহে গড়াগড়ি ॥
হংসধ্বজ বিচারিয়া না পাইল উদ্দেশ ।
রণস্থলে শিশুএ খেলাএ বিশেষ ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা শুনে জনমেজয় ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

দূতের হস্তিনাপুরে গমন : যুধিষ্ঠিরের মূর্চ্ছা

জনমেজএ বোলে মুনি যজ্ঞ হইল ভঙ্গ ।
বিবেকে রাখিল বুঝি যজ্ঞের তুরঙ্গ ॥
মুনি বোলে শুন রাজা সারদানন্দন ।
চরে গিআ জানাইল হস্তিনাভুবন ॥
নানা দেশ ভ্রমিয়া জিনিয়া রাজগণ ।
অশ্ব সঙ্গে আসিতেছে পার্থ জনার্দ্দন ॥
বিবেকে ধরিল ঘোড়া সুধন্বার সুত ।
চম্পকনগরে যুদ্ধ আছিল বহুত ॥
পূর্ব্বে হংসধ্বজ রাজা ধরে ছিল হএ ।
তথা ঘোড়া উদ্ধারিল বীর ধনঞ্জয় ॥
সুধন্বা সুরথ তার দুই পুত্র মারি ।
সৈন্যসঙ্গে পার্থবীর ঘোড়া আনে ধরি ॥
সুধন্বার বনিতা যে প্রভাবতী নাম ।
ঋতুরক্ষা করি বীরে আসিল সংগ্রাম ॥
দশ মাসে প্রভাবতীর জন্মিয়াছে সুত ।
মোহা বলবন্ত শিশু বিক্রমে অদ্ভুত ॥
প্রভাবতী শিখাইল নানা অস্ত্রচএ ।
জানাইল তার পিতা মারে ধনঞ্জয় ॥
পিতার বিওগ শুনি জননীর স্থানে ।
শিশু সঙ্গে সাজিয়া যে আইল সংগ্রামে ॥
পিতার নিধন শুনি ঘোটক ধরএ ।
করিল সংগ্রাম অতি দেখি লাগে ভএ ॥
মোহা মোহা বীরসব রণে পরাজিয়া ।
কৃষ্ণার্জ্জুন পড়িয়াছে অচৈতন্য হইয়া ॥
সর্ব্ব সৈন্য পরাজিল বীর মোহাবল ।
ঘোড়া ধরি রহিআছে সংগ্রামের স্থল ॥
আজি আইল বার্ত্তা হেতু তোমার গোচরে ।
সব বিবরণ রাজা কহিল তোমারে ॥
দূত মুখে মোহারাজা শুনিয়া যে বাত ।
মোহ হইয়া ধরণীতে পড়ে নরনাথ ॥
অন্তঃপুরে হইল রাজা ক্রন্দনের রোল ।
যজ্ঞশালা আইল সব করি হলস্থুল ॥
রাজারে ধরিয়া তোলে যথেক রমণী ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে কান্দে পুনি পুনি ॥
না হইল যজ্ঞ সাঙ্গ হেন লএ মন ।
সর্ব্ব সৈন্য নাশ হইল কি হবে এখন ॥
হা হা কৃষ্ণ বলি সবে কান্দে উচ্চ রাএ ।
সমুদ্র তরিয়া নৌকা ঘাটেতে ডুবাএ ॥
মজ্জিয়া রহিল সব দ্বারকের মৈধ্যে ।
সব আইল আছএ কেবা পাঠাইতে যুদ্ধে ॥
নত মুখে শুনি বার্ত্তা বীর ভীমসেন ।
আচম্বিত বজ্রঘাত হইলেক যেন ॥

CENTRAL LIBRARY

ভীম-নকুল-সহদেবের যুদ্ধযাত্রা

যুধিষ্ঠিরে বলিলেন্ত শুন বৃকোদর ।
কৃষ্ণার্জ্জুন আগে তুহ্মি চলহ সত্বর ॥
যজ্ঞের ঘোটক তুহ্মি আন উদ্ধারিয়া ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জিনি তোহ্মার লাগিয়া ॥
চল চল ভীমসেন বিলম্ব না করিয় ।
নকুল সহদেব সঙ্গে যুদ্ধ আচরিয় ॥
রাজা বাক্যে রণগামী চলিল সত্বর ।
আপনা সারথি ভীমে ডাকে উচ্চস্বর ॥
ভীম বোলে রথ সাজি আন শীঘ্রগতি ।
যাইবাম্ যথা পার্থ দেবকী সন্ততি ॥
রথগোটা সাজাইয়া আনিল ত্বরিত ।
বীরধড়া পরিধান রাজার বিদিত ॥
কুন্তিভুজসুতা কান্দে পড়িয়া ভূমিত ।
কৃষ্ণার্জ্জুন শোকে রাণী হইল মুহচ্ছিত ॥
সত্যবতী জাম্বুবতী ধরিআ বোলেন্ত ।
হেনকালে তথা গেল ভীম মতিমন্ত ॥
পদধূলি লইয়া বোলে শুন দেবী আই ।
কৃষ্ণার্জ্জুন পড়িয়াছে আহ্মি যুদ্ধে যাই ॥
নকুল যে সহদেব কৈল দণ্ডবত ।
জয় শব্দ করি রাণী বোলিল মোহত ।
যুধিষ্ঠির প্রণমিয়া রথেতে চড়িল ।
জয় লভ বলি রাজা আনন্দ পূরিল ॥
যাইতে সৈন্যগণ ভীমের সহিত ।
চলিলেক সৈন্য সেনা নাহি পরিমিত ॥
মোহা শব্দে যাএ সেনা নাহিক তরাস ।
বনচর জন্তু সবে ছাড়িলেক ঘাস ॥
রথসব চলে রণে ধ্বজাছত্রবালা ।
আসিআ মিলিল সৈন্য যথাএ যুদ্ধখানা ॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বোলে বীর বৃকোদর ।
মোর সৈন্য সংহারিহ সংগ্রাম ভিতর ॥
অহঙ্কারযুক্ত তুহ্মি জিতে কর আশ ।
আজি রণে যাইবা তুহ্মি যমের সম্পাশ ॥

দেখিলেক রণভূমি রক্তে স্রোত বহে ।
সর্ব্বসৈন্য পড়িয়াছে নাহি পরিচএ ॥
অর্জ্জুন পড়িআ আছে সনে বৃষকেতু ।
মোহিত হইয়া সব পড়ে রণহেতু ॥
এ সব দেখিয়া কোপে বীর বৃকোদর ।
গদা হাতে করি বীর চলিল সত্বর ॥
ঘোড়া ধরিয়া মোর যজ্ঞ কৈলে বাদ ।
মোর হাতে তোর আজি মৃত্যু হইল সাদ ॥
এথেক শুনিয়া শিশু দিলেক উত্তর ।
মোর বাণে যাইবে আজি যমের নগর ॥
এ বোলিয়া দুই বীরে করে গালাগালি ।
দেখিআ বসিল রণে বিক্রমকেশরী ॥
মুনি বোলে জনমেজয় শুনহ কাহিনী ।
আস্ফালন করে ভীম জ্বলন্ত আগুনি ॥
বারে বারে সিংহনাদ শুনি কম্পমান ।
কাটিয়া শিশুর সৈন্য করে খান খান ॥
মোহামন্তবেগে আনে তীক্ষ্ণ খরশাণ ।
কাটিয়া পাণ্ডবগণে করে খান খান ॥
দুই সৈন্যে মোহারণ হইল খরশান ।
অন্যে অন্যে সৈন্য মারে করিয়া সন্ধান ॥
সহদেব নকুল যে রণে মোহাবলী ।
রথ ঘোড়া কাটি পাড়ে করিয়া দুর্গতি ॥
সৈন্যের গতি দেখি সুধন্বা কুমার ।
রক্তবর্ণ হই আখি বোলে মার মার ॥
ধনুতে জুড়িয়া বাণ মোহা তীক্ষ্ণধার ।
রথ ঘোড়া কাটি পাড়ে সংগ্রাম মাঝার ॥
এড়িল মুষল শক্তি পট্টিশ তোমর ।
ক্ষেপএ দারুণ অস্ত্র সংগ্রাম ভিতর ॥
মোহা গদা হাতে করি বীর চূড়ামণি ।
দুই গদা ঘরিষণে জ্বলিল আগুনি ।
ক্ষেপে গদা ভ্রমাঅন্ত দুই মোহা বীরে ।
গদা ঘাএ শিশু পড়ে রণের ভিতরে ॥
আখি পালটিতে বীরে পাইল সম্বিৎ ।
গদাছোট মারে পুনি ভীমের বক্ষেত ॥

CENTRAL LIBRARY

মোহাবীর ভীমসেন গদাতে কুশল ।
রাখিলেক গদাগোটা তুলিয়া মুষল ॥
পাক দিআ দুই জনে ধায়এ অন্তর ।
ফিরি ফিরি করে দুহে গদার সমর ॥
রক্তে রাঙ্গা দুই বীর রণে মোহাবলী ।
চৈত্রমাসেতে যেন ফুটিছে বান্ধুলি ॥
কারে কেহ মারিবারে ছিদ্র নাহি পাএ ।
ডানে বামে ফিরে কেহ মৃগ পাকে যাএ ॥

ভীমের পরাজয়

ছিদ্র অনুসারে দুই ফিরে ঘন ঘন ।
গদাহাতে দুইজনে করএ মর্দ্দন ॥
বাম পার্শ্বে ফিরি গদা ভ্রমাই মাথাতে ।
ভীমের বক্ষেতে বাড়ি মারে আচম্বিতে ॥
ভীমবুকে গদা বাড়ি মারিলেক ভার ।
সেই ঘাএ ভীমসেনে দেখে অন্ধকার ॥
ফিরিয়া ফিরিয়া করে গদার প্রহার ।
মোহ হইয়া পড়ে বীর সমর মাঝার ॥
ভীম পরাজিয়া বীর সিংহনাদ করি ।
বাণবিষ্টি করিলেক সর্বসৈন্য বেড়ি ॥
সসৈন্যে পড়িল ভীম দুই ভ্রাতাসনে ।
উপহাস্য করিয়া খেলাই শিশুগণে ॥
ভারতের পুণ্যকথা নানারসমএ ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

দূতের হস্তিনাপুরে গমন ঃ
পাণ্ডব-যাদব নারীদের যুদ্ধার্থ আগমন

জনমেজয় বোলে গোসাই যজ্ঞ হইল বাদ ।
ভীমে পরাজয় পাইল হইল বিবাদ ॥
তদন্তরে কি করিল ধর্ম্ম নরপতি ।
মুনি বোলে শুন রাজা সারদাসন্ততি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা শুনহ রাজন ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা বিবেকের রণ ॥

সসৈন্যে পড়িল ভীম রণের মাঝার ।
শীঘ্রগতি গেল দূত গোচরে রাজার ॥
দূতমুখে শুনি রাজা ভীমপরাজয় ।
অধঃমুখে বৈসে রাজা যজ্ঞমণ্ডপএ ॥
বীর এক নাহি আর হস্তিনাপুরএ ।
কি করিলে কি হইব ভাবেন রাজাএ ॥
মুনিগণ আছে মাত্র রাজার গোচর ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
কথা গেল ভীমসেন দুর্জ্জয় শরীর ॥
হা হা কৃষ্ণ নারায়ণ ধনঞ্জয় বীর ॥
ভীমার্জ্জুন পড়ে রণে মাদ্রীর তনয় ।
বৃষকেতু পড়ে রণে প্রাণে কত সহে ॥
শোকাকুলি যুধিষ্ঠির হএ অশ্রুপাত ।
যজ্ঞ সাঙ্গ না হইল হইল বজ্রাঘাত ॥
প্রাণ হোতে অধিক মোর কৃষ্ণ মোহামতি ।
সকল হারাইনু আমি হইবা কোন গতি ॥
রাজার কাকুতি শুনি যথ রাজাগণ ।
পুরীমৈধ্যে ক্রন্দন করএ সর্ব্বজন ॥
রুক্মিণী সত্যভামা আদি যথ নারী ।
সুদক্ষিণা জাম্বুবতী ভালুককুমারী ॥
আর যথ নারীগণ আছে ভাগে ভাগে ।
চণ্ডী যেন যুদ্ধ আগে সভা করি লাগে ॥
শুন প্রভাবতী দেবী আমার বচন ।
সকল চলহ যাই যথাএ নারায়ণ ॥
চণ্ডী যেন যুদ্ধ কৈল শ্রীরাম সম্মুখ ।
মারিয়া বিবেক আজি দেখাইব কর্ত্তব্য ॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন আদি যথ রাজাগণ ।
সমরে পড়িয়া আছে যথ যথ জন ॥
মোচন করিব আজি নাহিক অন্যথা ।
ঘোড়া লইয়া রণ জিনি আসিব সর্ব্বথা ॥
যজ্ঞ পূর্ণ করিবেন ধর্ম্ম গুণমণি ।
এথেক মন্ত্রণা কৈল যথেক রমণী ॥

সাজ সাজ বলি হৈল কোলাহল ধরণী ।
সকল রমণী চলে লইয়া বাহিনী ॥
মুনিগণ সম্ভাষিল সবিনয় হইয়া ।
যুধিষ্ঠির আগে সব গোচরিল গিআ ॥
আজ্ঞা কর আহ্মি সব যাই রণস্থান ।
রণ করি ঘোড়া আনি তোহ্মার গোচর ॥
বিবেক বান্ধিআ এথা আনি যজ্ঞশালা ।
আজ্ঞা কর মোহারাজা যাইব সর্ব্বথা ॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি বোলেন নৃপমণি ।
ক্ষেমা কৈল যজ্ঞ আহ্মি শুন ঠাকুরাণী ॥
রাজা বোলে তুহ্মি সব যাইতে অনুচিতা ।
তোহ্মা সঙ্গে আহ্মি সব যাইব সর্ব্বথা ॥
রুক্মিণী বলিল রাজা থাক যজ্ঞ ভূমি ।
ঘোড়া লইয়া অবিলম্বে আসি গিয়া আহ্মি ॥
এ বলিয়া নারীগণে কৈল নমস্কার ।
রথেতে চড়িল গিআ বিদ্যুৎআকার ॥
চলিলেক নারীগণ করি সর্ব্ব সাজ ।
যার যেই রথে চড়ি চলে রণমাজ ॥
পৃষ্ঠেতে রাখিআ টোন হাতে দিব্যধনু ।
নারীগণ চলে রণে যেহেন কৃশানু ॥
অষ্টাধিক ষোল শত চলে রণস্থলে ।
চতুরঙ্গ বলে চলে রমণীসকলে ॥
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি গজের গর্জ্জন ।
ধনুশব্দ হয়শব্দ উঠিল গগন ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ঘোষণা করিয়া নারীগণ ।
রণ করিবারে যাএ ঘোড়ার কারণ ॥
সত্বরে চলিআ গেলা যথা নারায়ণ ।
সর্ব্বসৈন্য পড়িয়াছে হইয়া অচেতন ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বন্দী দেখি হইলা অসুখী ।
হেলা করি বিবেকেরে বলিলেক ডাকি ॥
এইক্ষণে তোরে আহ্মি করিব সংহার ।
বাণে কাটি পাঠাইমু যমরাজদ্বার ॥
তা শুনি বিবেক শিশু হাসিল কিঞ্চিৎ ।
কর দেখি যুদ্ধ নারী আহ্মার সহিত ॥

এই মুখে যুদ্ধ করে পাণ্ডুর নন্দন ।
লজ্জা নাহি যুদ্ধে আইল যথ নারীগণ ॥
এই মতে শিশুমতি উপহাস্য করি ।
রথে চড়ি চলি আইল হাতে ধনু ধরি ॥
তা দেখিয়া নারীগণে পূরিল সন্ধান ।
বাণ বিষ্টি করে সবে হইয়া আগুয়ান ॥
বাণে বাণ কাটি পাড়ে শিশুগণ যথে ।
শক্তি নাহিক কার দাড়াইতে অগ্রেতে ॥
বাণ খাইয়া সবে হাতে ধনু ধরি ।
নারীগণ বেড়ি আনে গগন আবরি ॥
দুই সৈন্যে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ।
চারিভিতে সৈন্য পড়ে করএ বিবাদ ॥
শিশুসৈন্য পরাজিয়া নারীগণ যথ ।
বিবেক সহিতে যুদ্ধ করএ মহত ॥
বাণ খাইয়া শিশুমতি কাপে মোহাক্রোধে ।
নারায়ণী বাণ মারে নারী সৈন্য মৈধ্যে ॥
ব্যর্থ কৈল নারীগণে সেই মোহাবাণ ।
বিবেকের আগে গিয়া বলিলা বচন ॥
হাস্য কটাক্ষ করি করে চাতুরালি ।
তা দেখিয়া বিবেকে মনে ভাগ্য স্মরি ॥
সিংহনাদ করি বীর হইল আগুসারি ।
সম্মোহণ বাণ এড়িলেক মোহামন্ত্র পড়ি ॥
মুহিত হইয়া পড়ে যথ যথ নারী ।
মুহিত হইল যেন নগরে নাগরি ॥
আকাশের দেবগণে অদ্ভুত মানিল ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি খগে দৈববাণী হৈল ॥
রণজয় হইলেক বালক সমাজে ।
আকাশে বিষাদ তবে করে দেবরাজে ॥
সঞ্জয় রচিল কথা হইল মঙ্গল ।
কৌতুকে খেলাএ প্রভু কৃষ্ণ মোহাবল ॥

জনমেজয় বোলে মুনি অনর্থ হইল ।
কোনমতে নৃপমণি যজ্ঞ সাঙ্গ কৈল ॥

কহ মুনি কোনমতে কৈল যজ্ঞ কাজ।
যজ্ঞ পূর্ণ কোনমতে কৈল ধর্ম্মরাজ॥
বৈশম্পায়নে বোলে শুনহ রাজন।
কপট ছাড়িয়া তথা উঠে জনার্দ্দন॥

মোহগ্রস্ত অর্জুনের চৈতন্য-আনয়ন:
পিতামহ হংসধ্বজের অনুরোধে
বিবেকের কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ

অর্জ্জুনেরে চৈতন্য করাএ নরহরি।
দেখ পার্থ সব আছে সংগ্রামেত পড়ি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন চৈতন্য যে হইলা তথাত।
নারীগণ বিড়ম্বন দেখিলা সাক্ষাত॥
হাসিয়া বলিলা হরি দেব জনার্দ্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ না হইল পাণ্ডুর নন্দন॥
কি করিলে কি হইব তাহা নাহি বুঝি।
বালকসংগ্রামে পড়ে যথ গজবাজী॥
এথেক ভাবিয়া হরি দূত পাঠাইলা।
যথা আছে হংসধ্বজ তাহারে আনাইলা॥
কৃষ্ণ দেখি হংসধ্বজ কৈল দণ্ডবৎ।
করিয়া যুগল কর দাড়াইল অগ্রেত॥
কৃষ্ণ বোলে হংসধ্বজ বাক্য শুন মোর।
যজ্ঞ বাদ কৈল দেখ সুধন্বাকোয়র॥
আহ্মা সৈন্য পরাজিত আহ্মার বিদিত।
এহার সমান বীর নাহি পৃথিবীত॥
তুহ্মি আহ্মি দুই জন যাই তার কাছে।
তুহ্মি বিনে আহ্মার সহায় কেবা আছে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি হংসধ্বজ বোলে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হএ তুহ্মি সহায় হইলে॥
তোহ্মার সহাএ পাপ সর্ব্ব যাএ দূরে।
তুহ্মি যে সহাএ যাবে কি দুঃখ তাহারে॥
এথেক শুনিআ হাসে দেব জগন্নাথে।
সত্বরে চলিয়া গেল বিবেক সাক্ষাতে॥
হংসধ্বজ রাজা দেখি কহে মন্ত্রীসুতে।
পিতামোহ আইল দেখ তোহ্মার বিদিতে॥
মন্ত্রীবাক্য শুনি শিশু কৈলা দণ্ডবত।
হাতে ধরি নৃপমণি কহিল মোহত॥
ধৈন্য সুত হইলা তুহ্মি সুধন্বার ঘরে।
নরনারায়ণ তুহ্মি জিনিলা সমরে॥
সর্ব্বসৈন্য জিনিলা তুহ্মি সংগ্রাম ভিতরে।
দেবকীনন্দন কৃষ্ণ তোহ্মার গোচরে॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হরি দেখহ সাক্ষাতে।
দেখিয়া চরণে পড়ে করি জোড়হাত॥
হাতে ধরি তুলি হরি দিলা আলিঙ্গন।
সাদরে ধরিয়া কহে মধুর বচন॥
তোহ্মার সংগ্রামে আহ্মি তুষ্ট হইল বড়।
প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছ দড়॥
পরম ধার্ম্মিক ছিল সুধন্বা মোহাবীর।
তাহার তনয় তুহ্মি পবিত্র শরীর॥
মুনি বোলে এথ যদি কহে গোপীপতি।
ভক্তিভাবে স্তব করে সুধন্বা সন্ততি॥
নমোপ্রভু নারায়ণ দেব জনার্দ্দন।
অখিলের নাম তুহ্মি পরম কারণ॥
তোহ্মা সনে যুদ্ধ কৈলে জন্ম নাহি পুনি।
যুদ্ধ কৈলে করি হএ পুণ্য স্বর্গগামী॥
তোহ্মা হেতু ঘোড়া ধরি শুন হৃষীকেশ।
এ বলিয়া হংসধ্বজ দাড়াইল একপাশ॥
শুনহ বিবেকপৌত্র বচন আহ্মার।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি সমুখে তোহ্মার॥
আহ্মারে তোহ্মার দয়া যদি থাকে চিতে।
সর্ব্ব সৈন্য ছাড়ি দেয় কৃষ্ণের পীরিতে॥
লোকসব মত্ত কর করাইয়া চৈতন্য।
ত্রিভুবনে তোহ্মার প্রশংসা হইল ধৈন্য॥

পাণ্ডব-যাদব রমণীদের মোচন

কৃষ্ণের রমণীগণ করহ মোচন।
প্রভুর হইছে রঙ্গ তোহ্মা দেখি রণ॥
তান মাত্র আউস ফল হইল বিপরীত।
দর্পচূর্ণ কৈল পার্থে সংগ্রামভূমিত॥

হস্তিনাপুরিতে যাই ধর্ম্মের সাক্ষাত।
যজ্ঞ সাঙ্গ হইলে পাছে আসিব এথাত।
হংসধ্বজবাক্য শুনি বিবেক সুমতি।
গরুড় অস্ত্র ধনুকেত জোড়ে শীঘ্রগতি॥
গরুড় আনিআ সর্প করএ ভৈক্ষণ।
আর যথ সর্পগণ পলাএ ততক্ষণ॥
বরুণ বাণ এড়িয়া যে অমৃত বিষ্টি কৈল।
যথেক পড়িল লোক জীববন্ত হৈল॥
নাগপাশে মোহ হইয়া আছে যত বীর।
সৈন্যসব উঠিলেক হইয়া সুস্থির॥
লোকসব মত্ত হইল কৃষ্ণের সাক্ষাত।
ভীমআদি সভারে সান্ত্বাএ জগন্নাথ॥
কৃষ্ণেরে সকল সৈন্য করয়ে স্তবন।
নারীসব মুক্ত হইয়া বলিল বচন॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা পাই যথ কৃষ্ণনারীগণ।
দ্বারিকানগরে আইল আপনা ভুবন॥
সিংহনাদ বাদ্যভাণ্ড আনন্দ বহুল।
বাহিনীর সিংহনাদে হইল কল্লোল॥
অশ্ব আনি দিলেক যে বিবেক সুমতি।
সসৈন্যে লইল ঘোড়া কৃষ্ণের সঙ্গতি॥
ভীমসেন সহদেব নকুল কুমার।
চলিলেক যথা আছে ধর্ম্মঅবতার॥
প্রণাম করিল আসি বীর বৃকোদর।
কহিল সকল কথা রাজার গোচর॥
হাতে স্বর্গ পাইল যেন নৃপতি মানিল।
তিন ভাই মিলি রাজা আলিঙ্গন কৈল॥
এথাতে পার্থের ঘোড়া মুক্ত হইল যবে।
চরিতে চরিতে গঙ্গা ঠেকিলেক তবে॥
বিবেক প্রভৃতি যথ বালকের গণ।
গঙ্গাতে নামিআ স্নান করে সর্ব্বজন॥
ভারতের পুণ্য কথা সুধারসমএ।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥

উগ্রসেনের রাজ্য, কুন্তিভোজ, পাঞ্চাল,
গান্ধার প্রভৃতি দেশে যজ্ঞাশ্ব

ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঘোড়া গেল বাউগতি।
সসৈন্যে ফিরএ পার্থ অশ্বের সঙ্গতি॥
উগ্রসেনের দেশে গিআ মিলে অশ্ববর।
পিতৃভাবে সম্ভাষ করিল নৃপবর॥
তথা হোতে গেল ঘোড়া কুন্তিভোজ দেশ।
সেই রাজা আপ্তভাব আছিল বিশেষ॥
পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশ ভ্রমে অশ্ববর।
গান্ধার রাজ্যেত গিআ মিলিল অতঃপর॥
শকুনির পুত্রে তথা ধরিলেক হএ।
কৃষ্ণ অনুরোধে পার্থ যুদ্ধ না করএ॥
প্রীতি করি মাগে ঘোড়া অর্জ্জুন পাণ্ডবে।
তার সনে ধনঞ্জয় যুদ্ধ কৈল তবে॥
মারিলেক গান্ধারের বাহিনী বিস্তর।
হেলাএ মারিল বীর সেনা বহুতর॥
ধনঞ্জয় কথা শুনি শকুনির নারী।
শোকে ক্রোধে মারিবারে চলে আগুবাড়ি॥
হাতে মোহা তীক্ষ্ণ খড়্গ হইল বাহির।
ধাই যায় কাটিবারে ধনঞ্জয় বীর॥
পাত্রমিত্র বুঝাইয়া ধরি রাখে তাকে।
অর্জ্জুনেরে সম্ভাষিল ইষ্টালাপ বাক্যে॥
আপনার পুত্রেরে বুজাই কৈল সাম্য।
তা দেখিয়া পার্থ বীর এড়িল সংগ্রাম॥
যজ্ঞ অশ্ব সঙ্গে করি পুত্রের সঙ্গতি।
আইলেক যথা কৃষ্ণ পার্থ মোহামতি॥
মাতুল রমণী দেখি পাণ্ডুর তনয়।
পাএ পড়ি প্রণাম করিল মোহাশয়॥
শকুনির পুত্রে প্রণমিল অর্জ্জুনক।
দুই পক্ষে ইষ্টালাপ আছিল অনেক॥

যজ্ঞাশ্বের হস্তিনাপুরে যমুনাতীরে আগমন

সসৈন্যে চলিল পার্থ অর্জ্জুন সঙ্গতি।
অশ্ব সঙ্গে চলি আইল পার্থ মোহামতি॥

CENTRAL LIBRARY

পবন জিনিয়া গতি যজ্ঞের তুরঙ্গ ।
সসৈন্যে ফাল্গুনি রঙ্গে চলিলেক সঙ্গ ॥
হেনমতে এক অব্দ ভ্রমিল বিস্তর ।
অবশেষে মিলে ঘোড়া হস্তিনানগর ॥
যমুনার তীরে তীরে যজ্ঞ অশ্ব চরে ।
সেই দিনে পূর্ণ হইল সম্পূর্ণ বৎসরে ॥
তথা হোতে চলিলেক যজ্ঞ অশ্ববর ।
কথদূরে গেল ঘোড়া অরণ্য ভিতর ॥
আপনা ইচ্ছাএ ঘোড়া অরণ্যে ভ্রমন্ত ।
বেগে গিয়া নারায়ণে তুরগ ধরন্ত ॥
বলিলেক শুন পার্থ আমার বচন ।
যজ্ঞ অশ্ব হইল আজি বৎসর পূরণ ॥
শুভযোগ হইল আসি যজ্ঞের সমএ ।
মণ্ডপে বসিআ আছে রাজা মোহাশএ ॥
এই যজ্ঞ করিবেক রাজা বিচক্ষণ ।
পূর্ণকাম সিদ্ধি হইব ধর্ম্মের নন্দন ॥
সর্ব্ব সৈন্য করন্ত আনন্দ হুলুস্থুল ।
আসিতেছে যোধাসব মোহা কোলাহল ॥
ঘোড়া আগে করিআ যে বাদ্যনৃত্যগীত ।
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি আদি সৈন্য সমুদিত ॥
প্রজালোকে করন্ত আনন্দ কুতূহল ।
পাছে আইস ধনঞ্জয় শুন মোহাবল ॥
আমি যাই এইক্ষণে রাজার গোচর ।
এ বলিআ একেশ্বর চলে দামোদর ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥

যজ্ঞস্থলে ঘোটকের আগমন

গঙ্গাতীরে নারায়ণ ক্ষেত্র পুণ্যস্থান ।
যজ্ঞমণ্ডপে রাজা শোভে দীপ্তিমান ॥
মৃগচর্ম পরিধান ব্রহ্মচর্য্য অতি ।
মুনিগণে বেড়িআছে যেন প্রজাপতি ॥
দ্রুপদনন্দিনী মহাসতী পাশে তান ।
অসিপত্র ব্রত করে রাজা বিদ্যমান ॥
একত্রে বসিছে কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি ।
রাজার নিকটে সব পতিব্রতা সতী ॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সঞ্জয় আদি করি ।
রাজাসব বসিআছে সভা খণ্ড ভরি ॥
ভীমসেন নকুল সহিতে সহদেব ।
ভাই সব মিলিয়া নৃপতি করে সেব ॥
হেনকালে কৃষ্ণ গেল রাজার গোচর ।
প্রণমিল ভক্তি করিয়াত বহুতর ॥
নৃপতি করিল তারে প্রেম আলিঙ্গন ।
রাজাতে কহেন কৃষ্ণ যথ বিবরণ ॥
নকুল আইল দেশে বীর ধনঞ্জয় ।
পৃথিবীর রাজাগণ করিয়া বিজয় ॥
নীলধ্বজ রাজা আনো পার্থ সহচর ।
জিনিলেক পার্থ বীরে করিয়া সমর ॥
হংসধ্বজ নৃপতির প্রথম কুমার ।
সুধন্বারে পার্থ বীরে করিল সংহার ॥
সুরথে আসিআ তবে করিল সমর ।
তাহারে সংহার কৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
যুগল নৃপতি পুত্র পড়িলেক রণে ।
হংসধ্বজ রাজা আইল পার্থের শরণে ॥
মণিপুরে গেল বীর তুরগ সহিতে ।
বভ্রুবাহন সনে রণ হইল অতুলিতে ॥
তাহারে সঙ্গতি লইয়া বীর ধনঞ্জয় ।
রত্নপুরী মিলিলেক আসি সেই হএ ॥
মহারাজা তাম্রধ্বজ সঙ্গতি চলিল ।
তবে বীরব্রহ্মাসনে বিরোধ আছিল ॥
তাহারে জিনিয়া পার্থে সঙ্গতি আনিল ।
আর যথ রাজাগণ সংগ্রামে জিনিল ॥
চন্দ্রহাস নৃপতিরে করিলেন বশ ।
বহু ধনরত্ন সঙ্গে পার্থ পাইল যশ ॥
সমুদ্রের মৈধ্যে ছিল মোহামুনি বর ।
তপশালী মন্ত্রতন্ত্রে চারি বেদ পর ॥
তাহারে আনেন পার্থে তোমার বিদিত ।
সেই বকদন্ত জান আমার পূজিত ॥

CENTRAL LIBRARY

রাজপরিবার সঙ্গে সৈন্য করি সঙ্গ।
নগরে আসিল পার্থ বহু সৈন্য রঙ্গ॥
সকল কুশল রাজা পার্থ য়াইল দেশ।
শুনিয়া যে যুধিষ্ঠির আনন্দ বিশেষ॥
ভীমে আসি কৈল কৃষ্ণের চরণ বন্দন।
কোলাকুলি কৈল তবে দেবকীনন্দন॥
সহদেব নকুল বীর দুইজন।
ভক্তিভাবে বন্দিলেক গোবিন্দচরণ॥
দ্রৌপদীএ প্রণমিল দেবনারায়ণ।
সুভদ্রাএ প্রণমিল কমললোচন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী করিয়া সম্ভাষণ।
তবে গিআ প্রণমিল মাএর চরণ॥
কুন্তীকে প্রণতি করি দেব চক্রধর।
গুরুসভা সম্ভাষিতে গেল অভ্যন্তর॥
রুক্মিণী প্রভৃতি নারীগণ সম্ভাষিআ।
নৃপতির আগে প্রভু মিলিলা আসিআ॥
বোলিআ গোবিন্দে শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
ঘোড়া লইয়া আইসে এথা পার্থ মোহাবীর॥
দ্রৌপদী সহিতে রাজা থাক যজ্ঞ ঘরে।
আর যথ নারীগণ চলিল সত্বরে॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজা থাক লৈয়া সৈন্যগণ।
মুনিগণ রহ এথা রাজার সদন॥
সুভদ্রা গান্ধারী আদি যথ সব নারী।
বধূগণ সমুদিতে আন গিয়া বাড়ী॥
আক্ষিহ সঙ্গতি যাই পার্থ আগমনে।
মোহামুনি বকদন্তসহ যজ্ঞস্থানে॥
এ বলিআ নারায়ণ নারী আলোকিআ।
নরনারী বালাবৃদ্ধ সঙ্গতি লইয়া॥
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ করি চলি যাএ সাজে।
নরনারী সঙ্গে উচ্চ পতাকাদি ধ্বজে॥
নৃত্যগীত কোলাহল আনন্দ অপার।
বাদ্যভাণ্ড শব্দ যেন বাউর ঝঙ্কার॥
অর্জ্জুনেহ নিজ সৈন্য করিয়া সাজন।
রথধ্বজ পতাকাদি করিয়া শোভন॥
বাদ্যের শব্দে পুরে গগনমণ্ডল।
চিরকালে দেশে আইসে পার্থ মোহাবল॥
আগে ঘোড়া পাছে বকদন্ত মুনিবর।
তার পাছে রাজাগণ হাতে ধনুঃশর॥
মৈধ্যেত পাণ্ডবপুত্র বিচিত্র সাজন।
কুতূহলে শব্দ করে যথ সভাগণ॥
দূরে থাকি অন্ধরাজা আলোকন্ত গিআ।
ভূমিপদে চলে পার্থ সসৈন্য লইয়া॥
জ্যেষ্ঠজন চরণে করিল নমস্কার।
মাও আদি গুরুজন যার যে ব্যবহার॥
সভাকে সম্ভাষা করি বীর ধনঞ্জয়।
সভাগণ নৃপতিরে করে পরিচএ॥
একে একে অর্জ্জুনে চিনাএ জনে জন।
ধৃতরাষ্ট্রে বন্দিলেক যথ রাজাগণ॥
কুন্তীদেবী ধনঞ্জয় বীরের জননী।
দ্রৌপদীরে কৃষ্ণের মাও দেবকী রোহিণী॥
পতিব্রতা গান্ধারী যে যথ রাজাগণে।
একে একে প্রণমিল হরষিত মনে॥
বহুল সম্ভাষ ছিল নগর বাহিরে।
যজ্ঞশালা যুধিষ্ঠির ভাগিরথী তীরে॥
রাজাগণ চলি গেল নিজ সৈন্য সঙ্গে।
যুধিষ্ঠির দেখিবারে চলে মনোরঙ্গে॥
ধৈন্য রাজা যুধিষ্ঠির বোলে সর্ব্বজন।
রাজা দেখি প্রশংসা করএ জনে জন॥
যজ্ঞ ঘরে গিআ রাজার কৈল দরশন।
একে একে সম্ভাষিআ ছিল রাজাগণ॥
হইল পরম প্রীতি দেখি রাজাখণ্ড।
যুধিষ্ঠির সভাপতি প্রতাপে প্রচণ্ড॥
গন্ধ পুষ্প দিল সবে কর্পূর তাম্বুল।
পথে পথে পুষ্প বিষ্টি করিল বহুল॥
গলে বস্ত্র বান্ধি পার্থে করিল প্রণাম।
প্রেমভাবে মোহারাজা দিল আলিঙ্গন॥
অন্যে অন্যে ধনঞ্জয় কৈল সম্ভাষণ।
সহদেব নকুল আদি যথ ইষ্টজন॥

CENTRAL LIBRARY

হেনমতে বহুবিধি সম্ভাষা আছিল ।
যার যেই ইষ্টালাপ সব নির্ব্বাহিল ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃতলহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ

তবে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সনে ।
মোহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলা জনে জনে ॥
পঞ্চ কোশ পথ জুড়ি যজ্ঞের মণ্ডপ ॥
যজ্ঞশালা আচ্ছাদিল দিব্য চন্দ্রাতপ ॥
চতুষ্ষষ্টি মণ্ডপ করিল মনোরম ।
সোবর্ণরজতে বেদী করিল শোভন ॥
বিবিধ প্রকার দ্রৈব্য বেদের বিধানে ।
মৃগচর্ম্ম আসন করিল বিদ্যমানে ॥
মণ্ডপ করিল রাজা বিবিধ প্রসঙ্গে ।
মুনিগণ বেষ্টিতে রাজা বৈসে মনোরঙ্গে ॥
আচার্য্য হইল ব্যাস মুনিতপোধন ।
ব্রহ্মা হইল বকদন্ত মুনি মোহাজন ॥
বামদেব গৌতম বশিষ্ঠ তপোধন ।
জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ পরাশরগণ ॥
শাণ্ডিল্য কৌণ্ডল্যআদি যথ মুনিগণ ।
সৌরভ উত্তান আর লোমশ তপোধন ॥
হোতা হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার ।
মোহামুনি গালব যে সংসারের সার ॥
বসিআ যে মোহামুনি যজ্ঞ আরম্ভিল ।
প্রতি শ্রুতে আহুতি যে নৃপতি লইল ॥
কৃষ্ণপ্রীতি হইয়া যজ্ঞ করিল সমাপ্তি ।
হোমধূমে সমাহিত লোচন নরপতি ॥
এই যজ্ঞে হইল রাজা পবিত্র মেদিনী ।
পবিত্র হইল ধূমে দ্রুপদনন্দিনী ॥
নৃপতিরে আলিঙ্গিয়া দেব যদুপতি ।
সমাপ্ত হইল যজ্ঞ বলিল ভারতী ॥
বৈকুণ্ঠপুরীতে হইব তোহ্মার যে বাস ।
জ্ঞাতিবধ পাতকের হইল বিনাশ ॥
সকল পৃথিবী ভরি রহিলেক যশ ।
তোহ্মা গুণ মৈর্য্যাদাএ আহ্মা কৈলা বশ ॥
যজ্ঞস্নান কর রাজা পঞ্চামৃতে স্নানে ।
আসনে বৈসহ রাজা বসনভূষণে ॥
কৃষ্ণের আদেশে রাজা সানন্দিত মন ।
দ্রৌপদী সহিতে রাজা বসিলা আসন ॥
ভীমার্জ্জুন বসিলা নকুল সহদেব ।
চারিপাশে যদুবংশ সবে করে সেব ॥
শান্তি মন্ত্র পাঠি শান্তি করে মুনিগণ ॥
ভীমার্জ্জুনে মাদ্রীসুতে করিলেক স্নান ॥
তবে যথাবিধি বিপ্রসবে স্নান করাইল ।
আপনে কৃষ্ণদেবে জলছটা দিল ॥
যদুবংশী কুরুবংশী করাইল স্নান ।
অভিষেকে নৃপতিগণে করে সন্নিধান ॥
পতিব্রতাগণে স্নান করাইল যবে ।
দিব্যবাস পরিধান রাজা করে তবে ॥
কৃষ্ণের আদেশ পাই কৈল সমর্পণ ।
যজ্ঞ বিপ্রসব আর গন্ধর্ব্ব গোপাল ॥
নৃত্যগীত আনন্দ বাদিত্য বহুতর ।
শঙ্খঘণ্টাময় শব্দ উঠিল প্রখর ॥
নিমন্ত্রণ করেন আপনে গদাধর ।
দেবকী রোহিণী পাইল সভার গোচর ॥
সত্যভামা রুক্মিণী কৃষ্ণের নারীগণ ।
বধূগণ তথাতে মিলিলা ততক্ষণ ॥
সহরিষে কুন্তীদেবী মিলিলা আসিআ ।
সুভদ্রা প্রভৃতি যথ নারীগণ লৈয়া ॥
যথেক রাজার পত্নী পতিব্রতাগণ ।
সবে মিলি হুলাহুলি করে ততক্ষণ ॥
রাজসভা শুভক্ষণ দেখি নরপতি ।
আনন্দ বাড়িল বড় হৃদয়ে সম্পত্তি ॥
রাজযজ্ঞ অলঙ্কারভূষণে নৃপতি ।
বসিলা আসনে তথা নকুল নৃপতি ॥
উৎসবের অন্ত নাহি নগর নগরে ।
মহানন্দে নৃত্য গীত করে ঘরে ঘরে ॥

রাজাখণ্ড বেড়িয়া করন্ত মহোৎসব ।
এক লৈক্ষ নরপতি যজ্ঞেতে সম্ভব ॥
অলঙ্কৃত একরথ এক মত্ত গজ ।
তেজশালী দশ অশ্ব করিবে সুসাজ ॥
শুদ্ধ সোবর্ণ দশ ভার পরিমিত ।
একাদশ ধেনু রাজা সোবর্ণে ভূষিত ॥
মণিমুক্তা প্রবাল দিবেক চারি ভার ।
পট্টবস্ত্র অভ্রবাণ সেই ব্যবহার ॥
এক এক ব্রাহ্মণের হেনমতে দিল ।
হেনমতে রাজাগণ অলঙ্কার পূজিল ॥
দাসদাসী মেষ গব দিল সব রাজা ।
এক মুখে কি কহিব যথ কৈল পূজা ॥
সসাগরা পৃথিবী রাজা ব্যাসে কৈল দান ।
হেন কেহ নাই করে তাহার সমান ॥
উপযুক্ত মূল্য লইয়া ব্যাস তপোধন ।
তথাতে করিল বিক্রয় ক্ষিতি সেইক্ষণ ॥
পৃথিবীর মূল্য যথ ব্যাসমুনি পাইল ।
সেইক্ষণে ব্যাসমুনি ক্ষিতি সমর্পিল ॥
আপনেহ মুক্ত হইল খণ্ডিলেক তাপ ।
আজন্ম অবধি রাজার খণ্ডিলেক পাপ ॥
রত্নের পর্ব্বত গঠি ক্ষেপিল অগ্নিত ।
সোবর্ণের বৃষ গঠি রত্নে বিভূষিত ॥
সেই বৃষ মুনির হাতে দিলা যুধিষ্ঠির ।
মোহাদাতা হইলেক ধর্ম্ম মোহাবীর ॥
যথেক নৃপতি সব যজ্ঞেতে আছেন্ত ।
মণিরত্ন অলঙ্কার তাহারে তপন্ত ॥
এক সহস্র অশ্ববর এক শত গজ ।
একার্ব্বুদ রথ দিল উচ্চ উচ্চ ধ্বজ ॥
প্রবাল পাথর সোনা দিলা অলঙ্কার ।
পূজা কৈল যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর কুমার ॥
রুক্মিণী যশোদা আদি যাদব পালিত ।
কোটি মূল্য অলঙ্কার করিল ভূষিত ॥
অঙ্গ বংশ ভোজ বংশ বিষ্টি বংশবালা ।
বস্ত্র অলঙ্কারে রাজা সভাকারে দিলা ॥

ধৌম্য পুরোহিত পূজা কৈলা নরপতি ।
বিশ্বামিত্র পুলস্ত বৃহদশ্ব মহামতি ॥
অঙ্গিরা নামেতে মুনি হইলা দ্বারপাল ।
তত্ত্বমন্ত্রে মহামুনি রাখে যজ্ঞশালা ॥
আর যথ মুনি পূজে নাহি পরিমিত ।
সভারে বরিল রাজা পূজি হরষিত ॥
তবে ব্যাস মহামুনি কহিল রাজারে ।
যজ্ঞ হেতু গঙ্গার জল আনহ সত্বরে ॥

চৌষট্টি দম্পতির গঙ্গাবারি আনয়ন

চতুঃষট্টি দম্পতি চলহ ঘট লৈয়া ।
নৃত্যগীতে জয় শব্দে জল আন গিআ ॥
যার যে রমণীসহ করহ গমন ।
অরুন্ধতী সনে চল বেষ্টিত তপোধন ॥
রুক্মিণী সহিতে কৃষ্ণ মাথে করি ঘট ।
সুভদ্রা সহিতে পার্থ গেল গঙ্গাতট ॥
রতিসঙ্গে চলি যাএ প্রদ্যুম্নকুমার ।
উষাসহ অনিরুদ্ধ ভাগিরথী পার ॥
ভদ্রাবতী সঙ্গে যাএ সুসাঙ্গেয় বীর ।
হিড়িম্বা সহিতে যায় ভীম গঙ্গাতীর ॥
হংসধ্বজ রাজা যাএ কুম্ভরতি সমে ।
প্রভাবতী সঙ্গে যৌবনাশ্ব অনুক্রমে ॥
নীলধ্বজ রাজা যাএ সুনন্দা সঙ্গতি ।
অনুবতী সনে অনুশাল্ব নরপতি ॥
ইত্যাদি বহুল রাজা পত্নীসঙ্গে করি ।
গঙ্গার জল আনে সবে শূন্য ঘট ভরি ॥
যুধিষ্ঠির স্নান করিবেক সেই জলে ।
ঘোড়াএ করিব স্নান মঙ্গল কুতূহলে ॥
চতুঃষট্টি সকল আনহ গঙ্গার জল ।
বিলম্ব না কর সব সত্বরে যে চল ॥
ব্যাসের শুনিয়া হেন বিধান বচন ।
চতুঃষট্টি দম্পতি চলিলা তখন ॥
নৃত্যগীত কোলাহল হাতে করি ঘট ।
রাজাগণ মুনিগণ যাএ গঙ্গাতট ॥

CENTRAL LIBRARY

দেবকী রোহিণী পতিব্রতা নারীগণ ।
সভা আগে চলি যাএ দেব জনার্দ্দন ॥
হেনকালে আইল নারদ মুনিবর ।
বিভেদ জানাইতে গেল সত্যভামা ঘর ॥
সত্যভামা পাদ্যঅর্ঘ্য দিল আচমন ।
অর্চ্চিলেক ভক্তিভরে মুনির চরণ ॥
মুনি বোলে শুন সত্রাজিতের কুমারী ।
কৃষ্ণের বনিতা তুহ্মি রহস্যের চাতুরি ॥
তোহ্মা পরিহরি কৃষ্ণ রুক্মিণীর সঙ্গে ।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞশালা গেল মনোরঙ্গে ॥
রুক্মিণীর সঙ্গে করি মাথে করি ঘট ।
জল আনিবারে কৃষ্ণ গেল গঙ্গাতট ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে তথা গেল রুক্মিণী সুন্দরী ।
কপটে বঞ্চিল তোহ্মা দেব যে শ্রীহরি ॥
নারদেরে বোলে সত্রাজিতের তনয়া ।
ঈষৎ হাসিআ কহে সুছান্দ নয়না ॥
মিথ্যা সে বলিলা শুন মোহামুনিবর ।
এই দেখ এথাতে আছেন দামোদর ॥
কৃষ্ণ সম্ভাষিআ মুনি তথাতে চলিল ।
লক্ষ্মণার ঘরে গিয়া তখনে মিলিল ॥
তান ঠাই বিভেদ যে করএ মুনিবর ।
লক্ষ্মণারে নানামতে কহিল বিস্তর ।
লক্ষ্মণার নিজ ঘরে কৃষ্ণ দেখাইল ।
নারদের মনে তবে বড় লজ্জা পাইল ॥
তথা হৈতে চলি গেল জাম্বুবতী ঘর ।
তান ঠাই বহুবিধি কৈলা মুনিবর ॥
তার ঘরে দেখে কৃষ্ণ বসিয়া আছেন্ত ।
তথা হৈতে লক্ষ্মণাজিতা ঘরে চলি যান্ত ॥
লক্ষ্মণাজিতার ঘরে কৃষ্ণ আছে একাসনে ।
তা দেখিয়া মুনি গেলা ভদ্রাবতীর স্থানে ॥
তথাতে দেখেন কৃষ্ণ শয়ন করিছেন্ত ।
তা দেখিআ ভদ্রাবতী ঘরেতে মিলেন্ত ॥
এইমতে অষ্ট রমণীর ঘরে ঘরে ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কৃষ্ণ দেখে মুনিবরে ॥
মনেতে বিস্ময় মুনি নিঃসরে সত্বর ।
যুধিষ্ঠির নৃপতির গেল যজ্ঞ ঘর ॥
তথাতে দেখন্ত সর্ব্বকর্ত্তা জনার্দ্দন ।
সর্ব্বকার্য্যে দৃষ্টি দেন্ত ভ্রমিআ আপন ॥
তথা হোতে মুনিবর হইল বাহির ।
দেখেন্ত রুক্মিণী সঙ্গে কৃষ্ণ ভরে নীর ॥
মুনির যে আশা বুঝি দেব দামোদর ।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হইলা নিজ কলেবর ॥
মনে মনে মুনিবরে বহু স্তুতি কৈল ।
অবিলম্বে গঙ্গার জল শ্রীকৃষ্ণে ভরিল ॥
ব্যাসের সাক্ষাতে কৃষ্ণ রাধিকার পতি ।
মাথে জলঘট লৈয়া মিলে শীঘ্রগতি ॥
রুক্মিণীর মাথে করি সোবর্ণের ঘট ।
জল লৈয়া পরিহরি আইসে গঙ্গাতট ॥
বশিষ্ঠের পত্নী পতিব্রতা অরুন্ধতী ।
রুক্মিণীরে জিজ্ঞাসিলা কৌতুক ভারতী ॥
বহিতে পুষ্পের মালা না পারম মস্তকে ।
সেইমতে কোনমতে বহ মোহাদুঃখে ॥
অরুন্ধতী হেন যদি বচন বলিল ।
সুভদ্রাএ পরিহাস্য তখনে করিল ॥
তুহ্মি যে না জান শক্তি তান মনোহর ।
অনায়াসে বহিবারে পারে মোহাভার ॥
যে পুরুষে গিরি গোবর্দ্ধন উদ্ধারিল ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড যার উদরে ভরিল ॥
হেন জন যাহার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ ।
কলসী বহিতে তার ভার কি কারণ ॥
সুভদ্রার বাক্য শুনি হাসিতে হাসিতে ।
কহিতে লাগিল বাণী তাহান বিদিতে ॥
সংসার বহিতে ভার পতিব্রতা ধর্ম্ম ।
হৃদয়ে বসিতে তার কথ বড় কর্ম্ম ॥
অর্জ্জুনের বহিতে ভাবনা সুভদ্রার ।
বহিতে না লাগে শ্রদ্ধা লাগে মহাভার ॥
সেহ দুইর বাক্যে যত যুবতী হাসন্ত ।
হেনমতে দুইজনে হাস্য নির্ব্বহন্ত ॥

এইমতে স্বামীসঙ্গে পতিব্রতাগণ।
পূর্ণ ঘট জল মাথে হইল উপসন॥

যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর স্নান:
যজ্ঞাশ্বের স্নান সমাপন

ব্যাসের বচনে নরপতি যুধিষ্ঠির।
ঘোটক সহিতে গিয়া দিল গঙ্গা নীর॥
সোবর্ণ পাত্রের জল দিল তুরঙ্গমে।
ব্যাসমুনি বেদ পঠে বকদন্ত সমে॥
দ্রৌপদী সহিতে রাজা সেই ঘোড়া ধরি।
পেলিয়া নিয়া বান্ধিলেক দড়বন্ধ করি॥
আপনে লইল জল ধৌম্য পুরোহিত।
রাজারে করাইল স্নান দ্রৌপদী সহিতে॥
মুনিগণে বেদ পঠে পতিব্রতা সমে।
রাজার মাথাতে ঢালে জল অবিশ্রামে॥
আপনে ঢালএ জল দেব গদাধর।
রাজাগণে জল ঢালে বেদশাস্ত্রপর॥
স্নান করি যুধিষ্ঠির পরিল বসন।
গন্ধপুষ্প অলঙ্কার করিল ভূষণ॥
দ্রৌপদী সহিতে গেলা যজ্ঞশালাঘর।
বসিলেন্ত রাজা কুশাসনের উপর॥
নৃপতি আদেশে চলে বীর বৃকোদর।
মুনিসব চলি গেলা যজ্ঞশালাঘর॥
জল হাতে গেলা রাজা যথাএ মুনিগণে।
মুনিগণ চরণ পাখালে অনুক্রমে॥
আপনে আসন নিয়া কৃষ্ণেরে যোগান্ত।
যথ ইতি মুনিগণে আসনে বৈসেন্ত॥
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ যথ যাদবকুমার।
গন্ধপুষ্প যোগাইল বিবিধ প্রকার॥
কর্পূর তাম্বুল দিল সহিতে চন্দন।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি নানাবিধি ধন॥
দেয় দেয় হেনমত শব্দ শুনি তথা।
নাহি দেখি দ্রৈব্য কভো শুনি না বারতা॥

দান করে যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নরপতি।
দান সৈংখ্যা করে হেন কাহার শকতি॥
সোবর্ণের পাত্রে যথ নানাবিধি দ্রৈব্য।
লৈক্ষ লৈক্ষ ধেনু দিল বহুমূল্য গব্য॥
নানা জাতি ভূষণ বসন বহুতর।
অশ্বরথ রথারথী চান্দোয়া বিস্তর॥
ধ্বজছত্র নিশানাদি পতাকা বিশাল।
দাসদাসীগণ যথ দিলা মহীপাল॥
যে যাহা চাহিল সেই দ্রৈব্য তারে দিল।
যথেক দরিদ্র আসি তথাতে মিলিল॥
বহুল করিল দান পাণ্ডব নৃপতি।
সেইজন হইল দাতা সারদাসন্ততি॥
দান খোজে হেন জন না আছিল আর।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মঅবতার॥
ব্যাসের বচন শুনি ভীমসেন আইসে।
আনিল যজ্ঞের ঘোড়া আনলের পাশে॥
করপুট করি রাজা বোলেন্ত ভারতী।
আপনা ইচ্ছাএ ঘোড়া স্বর্গে কর গতি॥
এই বাক্য নরপতি ঘোড়াকে কহিআ।
যজ্ঞের আনল আনি ঘোড়া পরশিআ॥
নিষেধ করিল ঘোড়া নৃপতিবচনে।
কৃষ্ণের চরণ চাহে বেদ শুনে কর্ণে॥
কি কারণে ঘোটক যে নিষেধ করেন্ত।
কি বোল বুলিল রাজাগণে জিজ্ঞাসেন্ত॥
অশ্ববৈদ্য আনহ নকুল মহামতি।
সেই সে বুঝিতে পারে অশ্বের প্রকৃতি॥
নকুল আনিল রাজা সেই যজ্ঞস্থানে।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নকুলে সদনে॥
ঘোড়াএ যেহেন কথা সৌতিএ কহিল।
সে সকল যথ কথা নকুলে বলিল॥
যে কহিল ঘোটকে তত্ত্বনিরূপণ।
এই বাক্য ঘোটকে করিল নিবেদন॥
নৃপতি বলিল মোরে অগ্নি প্রবেশিআ।
আগ্নি স্বর্গে যাইতে বোলে তত্ত্ব না বুঝিয়া॥

CENTRAL LIBRARY

আর যথ নৃপতিএ অশ্বমেধ করে।
সাক্ষাতে না থাকে কৃষ্ণ উর্দ্ধে সে গোচরে॥
এ কারণে নাহি চাহি আহ্মি স্বর্গে গতি।
স্বর্গে মোর প্রয়োজন নাহি নরপতি॥
আপনে অনাদিদেব কৃষ্ণ ভগবন্ত।
সাক্ষাতে আছএ হরি জগতমোহন্ত॥
তাহান শরীরে আহ্মি লীন হইবার।
মাগিএ তোহ্মাতে রাজা এই বরসার॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে আহ্মা চুপেতে বান্ধিয়া।
এক কোপে কাটিব মোরে ভীমে খড়গ লইয়া॥
এ বোল বোলিল ঘোড়া নকুলে বোলেন্ত।
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বদন আলোকন্ত॥

ভীমের অশ্ববলিদানের ক্রিয়া

ঈষৎ হাসিআ কৃষ্ণে দিলা অনুমতি।
খড়্গ লইয়া ভীমসেন উঠে শীঘ্রগতি॥
চুপে নিআ ঘোড়া বান্ধে রক্ষকসকলে।
সাক্ষাতে রহিল কৃষ্ণ পার্থ মোহাবলে॥
মহাতীক্ষ্ণ খড়্গ তথা ভীমে উত্থতিল।
ক্ষেণেক বিলম্ব কর ধর্ম্মে নিষেধিল॥
বিলম্ব করহ ভীম না করিয় পাত।
খড়্গপাত না করিবা থাকহ সাক্ষাত॥
এবোল বুলিআ ধর্ম্ম তখনে উঠিলা।
ঘোটকের বাম কর্ণে তখনে ধরিলা॥
মন্ত্রপাঠি বাম কর্ণে চাপে মুনিবর।
ধারারূপে দুগ্ধ স্রবে সভার ভিতর॥
রুধিরের গন্ধ নাহি দুগ্ধ হইল সব।
ব্যাস আদি মুনি সবে জানিলা এসব॥
রাজা সবে বোলে তুহ্মি বড় পুণ্যবন্ত।
দুগ্ধবৎ হইল ঘোড়া দেখ মতিমন্ত॥
বরুণ নৃপতি আদি যথ প্রজাগণ।
অশ্বমেধ করিলেক বহুল যতন॥

কথাতে দেখিছ হেন শুদ্ধ তুরঙ্গম।
নাহি দেখ নাহি শুন হেন মনোরম॥
মুনিগণে রাজাগণে কহিতে কথন।
ধৌম্য পুরোহিতে তবে বলিল বচন॥
সে সব রাজার যজ্ঞ জান মুনিবর।
যজ্ঞকালে বিষ্ণু তথা না থাকে গোচর॥
আপনে আছেন্ত যজ্ঞে প্রভু অধিষ্ঠান।
এক অন্ধ ঘোড়া চরাইল ভগবান॥
এই ঘোড়া মুক্তিপদ পাইল অকারণ।
তাহাতে আশ্চর্য্য নাহি শুন মুনিগণ॥
এ বোলিতে ঘোটকে যে চমকিতে চাইল।
আশা বুঝিআ তবে নকুলে কহিল॥
না কর বিলম্ব ভীম খড়্গ কর পাত।
কাটয় ঘোটক এই কৃষ্ণের সাক্ষাত॥
সেই ক্ষণে যজ্ঞ ঘরে দিল অনুমতি।
খড়্গ হান ভীমসেনে যথেক শকতি॥
বিষ্ণুমন্ত্রে বেদ পঠে যথ মুনিগণ।
সাক্ষাতে আছেন্ত কৃষ্ণ কমললোচন॥
ভীমে কাটিল ঘোড়া সেই যজ্ঞ স্থানে।
ছিন্ন ঘোড়া মুণ্ড তবে উঠিল গগন॥
রবির কিরণ ভেদি গেল মুক্তি দ্বার।
সাক্ষাতে দেখিল লোকে আকাশ মাঝার॥
সে ঘোড়ার তনু হোতে জ্যোতি নিঃসরিয়া।
কৃষ্ণের শরীরে তেজ লীন হইল গিআ॥
মুক্ত হইল যজ্ঞ ঘোড়া কৃষ্ণ কলেবরে।
কর্পূর হইয়া মাংস পড়িল গোচরে॥
অশ্ব অস্থি মাংস সব শুষিল সকার।
সকল কর্পূরময় হইল সুসার॥
সাধু সাধু সর্ব্বলোকে প্রশংসা করেন্ত।
বশিষ্ঠাদি মুনিগণে আলোক করেন্ত॥
আপনে পাণ্ডব রাজা ধর্ম্ম অবতার।
মনিষ্য শরীরে রাজা বৈকুণ্ঠ যাহার॥
যার যথ এই সব হএ সুলক্ষণ।
কথা নহি দেখি হেন আশ্চর্য্য লক্ষণ॥

CENTRAL LIBRARY

হেন বাক্য বোলে ব্রহ্মা দেবঋষিগণ।
আরম্ভিল ব্যাসমুনি ঘনিতে তখন॥
অশ্বের কর্পূর মাংস স্রুবেতে করিয়া।
ইন্দ্র আদি দেবগণে মন্ত্র আরম্ভিয়া॥
হবনেন্ত আপনে ব্যাসমুনি মন্ত্রসার।
মিলিলেক অশ্বমুখে দেব পরিবার॥
পরম আনন্দ ইন্দ্র আদি দেবগণ।
আহুতি লইতে আইলা আনন্দিত মন॥
কলি যুগ নিকটে ভাবিআ হইল চিত।
একপদে ধর্ম্মমাত্র রহিল ক্ষিতিত॥
এই যজ্ঞ পরে কেহ না তর্পিব আর।
এই হোতে যজ্ঞ ক্ষেমা হইল দেবতার॥
এথ ভাবি দেবগণ আসিআ মিলিল।
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সমাপ্ত করিল॥
বসিআ দেবতাগণে করে বেদধ্বনি।
যজ্ঞ পূর্ণ করিলেক পাণ্ডব নৃপমণি॥
মুনিগণ রাজাগণে নৃপতি তর্পিল।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ দেবতা পূজিল॥
দ্রৌপদীরে তর্পিলেক দিআ অলঙ্কার।
ভীমআদি তর্পিলেক তাই আপনার॥
আসনে বসিল তবে ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমসেনে প্রতি বোলে আদেশ ভারতী॥

অতিথি-তোষণ

বিলম্ব না কর ভীম কর উপকার।
দিব্য অন্ন ব্যঞ্জন আন বিদিতে আহ্মার॥
অর্জ্জুনে বৈসাএ যথ সিদ্ধ মুনিগণ।
পাত্র আন নকুল না কর বিলম্বন॥
জল দেঅ সহদেব ছাড়ি অহঙ্কার॥
রজতকাঞ্চন পাত্র আন ভারে ভার॥
নৃপতি যাহারে যেই কর্ম্ম আদেশিল।
যার যেই কর্ম্ম রাজা তখনে পালিল॥
পূজা সাঙ্গ করি তবে বসি এক ঘরে।
অন্ন খাএ মুনিগণে বসি এক ভরে।
পরিবেশে আপনে নৃপতি যুধিষ্ঠির।
দ্রুপদতনয়া সঙ্গে ধর্ম্ম মোহাবীর॥
পরিবেশ ভীমসেন আর ধনঞ্জয়।
পরিবেশ নকুল সহদেব মহাশয়॥
নারীগণে ভুঞ্জে অন্ন কুন্তী পরিবেশন্ত।
সুভদ্রা দেবীএ দ্রব্য আনিয়া জোগান্ত॥
উত্তরাএ দিল অন্ন কৃষ্ণ অনুমতি।
পরিবেশে অন্নপূর্ণা দেবী গুণবতী॥
তৃপ্তি হইল মুনিগণ করিয়া ভোজন।
চৌদ্দ সহস্র মুনি ভুঞ্জে উন্নত তপোধন॥
অষ্টআশি সহস্র ইত্যাদি ব্রাহ্মণ।
আর যথ লোক ভুঞ্জে তিনলৈক্ষ জন॥
নিজ পরিবারে ভুঞ্জে নরপতিগণ।
তার পরিমাণ করে আছে কোন জন॥
কৃষ্ণ আদি যদুবংশে করিলা ভোজন।
তবে ভুঞ্জে নরপতি সহোদরগণ॥
যজ্ঞ শেষে অঞ্জিলেক যথ চরাচর।
বসিলেক দিব্য সিংহাসনের উপর॥
মুনিগণ বসিল বসিল রাজাগণ।
বসিলেন্ত কৃষ্ণদেব আনন্দিত মন॥
পাত্রমিত্রগণ সব আছে দাড়াইয়া।
পরিচর্য্যা করে চারি সোদরে মিলিয়া॥
যজ্ঞ সাঙ্গ দান সাঙ্গ কৃষ্ণের গোচর।
পরম সন্তোষ হইল ধর্ম্ম নৃপবর॥
তিল কুশ জল সমে লইয়া নরনাথ।
সমর্পিল যজ্ঞ ফল গোবিন্দের হাত॥
স্বস্তি বলি লইলেক দেব জনার্দ্দন।
ঈষৎ হাসিআ বোলে দেবকীনন্দন॥
মুক্ত হইলা নরপতি নাহিক সন্দেহ।
স্বর্গেতে লইয়া যাইব তোহ্মার মৃতদেহ॥
যথ দিন চন্দ্রসূর্য্য অগ্নি জল পৃথ্বী।
ততকাল রহিব যে তোহ্মার সুকৃতি॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
লোক তরিবারে কহে সঞ্জয় বিস্তারি॥

CENTRAL LIBRARY

শক্তদাতা ব্রাহ্মণ : নকুলরূপী ধর্ম

মুনি বোলে মহারাজা শুন কহি রঙ্গ।
এহাতে হইল একক এক প্রসঙ্গ ॥
যজ্ঞ সমাধান করি উল্লাসিত মন।
মহানন্দে বসি আছে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শ্রীহরি করিয়া আদি যথ সভাজন।
হেনকালে আকাশ হোতে পুষ্প বরিষণ ॥
সেইকালে আইল এক নকুল সোন্দর।
এক পাশ সোন্দর সোবর্ণ কলেবর ॥
তার নাদে ত্রাস পাএ মৃগ পক্ষীগণে।
যজ্ঞের ভস্মেতে অঙ্গ গড়াএ তখনে ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে চারিপাশে চাহে ক্রোধমনে।
ধর্ম্মরাজা বলিয়া ডাকএ ঘন ঘন ॥
মনিষ্য বচনে কহে লোকেত বিস্মএ।
যজ্ঞ উপহাস্য করে নকুল দুর্জ্জয় ॥
শুন শুন নৃপগণ শুন মোহাভাগে।
উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শমন তেআগে ॥
নকুলের বাক্য শুনি সবিস্ময় মন।
আগে হইয়া জিজ্ঞাসিল যথ দ্বিজগণ ॥
কথাতে ব্রাহ্মণ রহে উঞ্ছবৃত্তি নাম।
কেনে তাকে বাখানিলা যজ্ঞের উপাম ॥
নকুলে কহেন্ত কথা শুন সর্ব্বজন।
কুরুক্ষেত্রে উঞ্ছবৃত্তি আছিল ব্রাহ্মণ ॥
ভার্য্যা পুত্র বধূ সমে করে মহাজপ।
সৈন্ধ্যাকালে ভুঞ্জয় করিয়া জপতপ ॥
এইমতে গোয়াইল সময় বহুতর।
তার সম তপস্বী নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
এইকালে আছিল দুর্ভিক্ষ উপহতি।
পঞ্চবৃত্তি করিতে না পারে মহামতি ॥
ক্ষেত্র অধিকারী যদি ধান্য দিল দাই।
তাকে উঞ্ছবৃত্তি আনি আপনে পেটাই ॥
দুর্ভিক্ষেতে উচ্চ গৃহস্থ সব গেল অস্ত।
অন্নকষ্টে রণে মরে তপস্বী সমস্ত ॥
উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ পর্য্যটে স্থানে স্থানে।
অন্ন না মিলে তবে বৃষ্টির কারণে ॥
ভার্য্যাপুত্র বধূ সহে করি থাকে আশ।
কথ দিন মিলে কথ দিন উপবাস ॥
আর কথা দিনে বিপ্র দেশান্তরে গেল।
অনেক বেড়াইয়া এক বস্তু পাইল ॥
সৈন্ধ্যাকালে ঘরে আইল এক বস্তু লইয়া।
নিত্যক্রিয়া নির্ব্বহিল শুদ্ধ চিত্ত হইয়া ॥
চারি ভাগ করিয়া খাইতে চারি জন।
তাতে এক অতিথি আইল ততক্ষণ ॥
মুনি বোলে শুনহ নৃপতি জনমেজয়।
সেই সে অতিথি রূপ ধর্ম্ম মহাশয় ॥
আপনার অংশ দ্বিজ অতিথিরে দিল।
তাহা খাইয়া দ্বিজবরে তৃপ্তি না জন্মিল ॥
তবে ভার্য্যা নিবেদিল করি জোড় হাত।
অতিথিরে মোর ভাগ দেয় প্রাণনাথ ॥
ব্রাহ্মণে বোলেন তুহ্মি বৃদ্ধ তপস্বিনী।
উপবাসে বনবাসে হইল তনুক্ষীণী ॥
পত্নী রাখিব যত্নে করিয়া পোষণ।
না লইব নারীর ধন পুরাণকথন ॥
পতি হইয়া যেই জনে পাল্য করে নারী।
ধর্ম্ম কীর্ত্তি হএ তার গণিতে না পারি ॥
স্বামীর বচন শুনি কহিল ব্রাহ্মণী।
পতিপত্নী ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান বাখানি ॥
অতিথিরে তুষ্ট কর না কর বিচার।
তোহ্মার আহ্মার সম ধর্ম্ম দোহাকার ॥
নারী অংশ দিআ দ্বিজ সম্ভাষিল যবে।
ভোজনে অতিথি তুষ্ট না হইল তবে ॥
ব্যস্ত হইল উঞ্ছবৃত্তি অতিথি কারণ।
তা দেখিয়া পুত্র কহে পিতার চরণ ॥
মোর ভাগ দিআ কর অতিথি তর্পণ।
ধর্ম্ম অর্থে কর পিতা অতিথিতোষণ ॥
বাপের পালনা ধর্ম্ম পুত্রের উচিত।
মোর ভাগ দিআ কর অতিথি তর্পিত ॥

পুত্রের বচন শুনি করুণা হৃদএ।
ধৈর্য্য মানিল উঞ্ছবৃত্তি মহাশএ॥
সহস্র বৎসর পুত্র বয়সেত বলি।
তথাপি বালক হেন মাবাপে আকুলি॥
আহ্মি বৃদ্ধ হইল আজ জীবনের নাহি কাজ।
এ বোলিআ প্রশংসা করএ দ্বিজরাজ॥
বিনয় মধুর বাক্যে পিতাএ কহে পুনি।
প্রবোধ পাইল দ্বিজ পুত্রের কথা শুনি॥
পুত্রের সম্মতি শুনি মনে মনে গুণি।
সেই ভাগ দিল দ্বিজ অতিথেরে আনি॥
তথাপিও তুষ্ট নহে ক্ষুধায়ে পীড়িত।
মহাচিন্তা উপজিয়া দ্বিজ সচিন্তিত॥
তবে পুত্রবধূ আসি করে নিবেদন।
মোর ভাগ দিআ কর অতিথি পূজন॥
ব্রাহ্মণে বোলেন মাও ভাল নহে কর্ম্ম।
পুত্রবধূ হিংসা কৈলে বরবে অধর্ম্ম॥
বংশ স্থিতি রাখিবারে শ্বশুরের নীতি।
তোহ্মা দুঃখ দিলে মাও মোর কোন গতি॥
শ্বশুরের বচন শুনি পুত্রবধূ কহে।
ধর্ম্মশাস্ত্রে পুত্রবধূ ভিন্ন জন নহে॥
বধূর বচনে দ্বিজে সেই ভাগ দিল।
পরম সানন্দে বিপ্রে অতিথি তর্পিল॥
মুনি বোলে জনমেজয় শুন বিবরণ।
হেন মতে কৈল বিপ্র অতিথি পূজন॥
তুষ্ট হইয়া অতিথি সকল বস্তু খাইল।
মনিষ্যের রূপে ধর্ম্ম পরীক্ষিতে আইল॥
ব্রাহ্মণেরে কহিল পুরুষরূপ ধর্ম্ম।
স্বর্গে চল দ্বিজবর কৈলা বড় কর্ম্ম॥
বড় তুষ্ট হইল আহ্মি তোহ্মা সাতু দানে।
তোহ্মারে নিবারে চাহি দেবের ভুবনে॥
ব্রহ্মলোকে বিষ্ণুলোকে পাইল দ্বিজবর।
নিজ মূর্ত্তি হইলা ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ গোচর॥
তোহ্মারে চাহিতে আইল যথ পিতৃগণ।
পিতৃলোকে জিন তুহ্মি দানের কারণ॥

নকুলে গেলেন রাজা শুন সাবধানে।
পত্নীসঙ্গে ব্রহ্মলোক পাইল ব্রাহ্মণে॥
ব্রহ্মলোক পাইল দ্বিজ চড়িয়া বিমানে।
মনিষ্যের ভাষামতে নকুলে বাখানে॥
ভার্য্যা পুত্রবধূসনে স্বর্গে চলি যাএ।
পরম সন্তোষ দ্বিজ ব্রহ্মলোক পাএ॥
ব্রহ্মলোক বৈসে তেহি ধর্ম্মের সহিত।
সকল সভাএ শুনে নকুল ভাষিত॥
দ্বিজে খাইতে সাতু কিছু পড়ে মহি।
তাহাতে গড়িল আহ্মি শুন নৃপমণি॥
যে অঙ্গে গড়িল আহ্মি অঙ্গ হইল সোনা।
এ কারণে নৃপমণি যজ্ঞে আইল তোহ্মা॥
তোহ্মা যজ্ঞ স্থানে আহ্মি গড়িল রাজন।
সেই অঙ্গ মহারাজা না হইল কাঞ্চন॥
এই নিবেদিল রাজা তোহ্মার চরণে।
প্রতি যজ্ঞে বেড়াই আহ্মি শুনহ রাজনে॥
ব্রাহ্মণের পরে দেবে পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
সেই পুষ্প পড়ি আহ্মার স্বর্ণমাথা হইল॥
এ কারণে কহি রাজা নাহি তার সম।
এথ যজ্ঞ বিগুইলাম করি পরিশ্রম॥
তাহার বচন শুনি হাসে জনার্দ্দন।
স্বর্গে যায় নকুল বলিলা নারায়ণ॥
এথেক কহিলে প্রভু হইলা বিগুমান।
রথে চড়ি মুক্ত হইয়া গেলা ত্বরমান॥
এই সব বিবরণ শুনিআ অদ্ভুত।
মুনির আগে জিজ্ঞাসিল পরীক্ষিৎসুত॥
শরীর লোমাঞ্চ হইল বিষন্নবদন।
নৃপতি যে জনমেজয় পুছেন্ত কারণ॥
কহিবা মুনি মোরে যজ্ঞের কথন।
কি হেতু নকুলে যজ্ঞ করিল হেলন॥
মহাশক্তি যজ্ঞ কৈল পিতামহ সবে।
তাহারে নিন্দিল কেন বনের নকুলে॥
কি কারণে সাঙ্গ না হইল অশ্বমেধ।
চিত্ত অসন্তোষ মোর যজ্ঞ শুনি ভেদ॥

CENTRAL LIBRARY

রাজার বচন শুনি কহিল মুনিবর।
নকুলবৃত্তান্ত কহি শুন জনমেজয়॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি নকুল বাক্য শুনি।
আমার আগে জিজ্ঞাসিল বিবরণ তেনি॥
আমি তানে কহিলাম জানি পূর্ব্বকথা।
নকুলের শাপ যেন মতে হইল তথা॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিবারে জমদগ্নি মুনি।
আপনে লইল দুগ্ধ ধেনুবৎস আনি॥
হেনকালে নকুলে আসি ভাণ্ড যে ভাঙ্গিল।
ক্রোধ করি মহামুনি তাহারে শাপিল।
দুগ্ধভাণ্ড ভাঙ্গা গেল না করিল শ্রাদ্ধ॥
জমদগ্নি মুনি হইল পরম বিষাদ॥
যথকাল জিও তুমি অঙ্গে হইব পাপ।
এই হেতু নকুলের শরীরে হইল তাপ॥
শাপান্ত কহিল তারে মহাতপোধন।
যুধিষ্ঠির অশ্বমেধে পাইবা মোচন॥
মহারাজার যজ্ঞে হইব পাপ বিমোচন।
এই যজ্ঞ নকুলে নিন্দিল তে কারণ॥
উঞ্ছবৃত্তি যে কালে হইল স্বর্গবাস।
সে নকুল আছিল তাহার সম্পাশ॥
পুষ্পবৃষ্টি প্রভাবে সোবর্ণ অর্দ্ধকাএ॥
সে অবধি প্রতি যজ্ঞে নকুল বেড়াএ॥
চিরদিনে যুধিষ্ঠিরে কৈল অশ্বমেধ।
নকুলের মনেতে আছিল সেই ভেদ॥
যজ্ঞেতে আপনে কৃষ্ণে হইলা অধিষ্ঠান।
মহাধর্ম্মশীল রাজা অতি ভাগ্যবান॥
এই যজ্ঞে আসিয়া নকুল পাইল স্বর্গ।
নিজালয়ে চলি গেল যথ দেববর্গ॥
পাপ অঙ্গ নকুলে পাইয়া পরিত্যাগ।
মুনির শাপে স্বর্ণঅঙ্গ না হইল তাক॥
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা হরিষ হৃদয়ে।
জনমেজয় স্থানে কথা কহিল মুনিএ॥
মুনির বাক্যে রাজা পাইল প্রবোধ।
সকল খণ্ডিল দুঃখ হৃদয়ে সন্তোষ।
মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
নকুলের স্বর্গগতি কহিল সঞ্জয়॥

কৃষ্ণের সপরিবারে দ্বারকা যাত্রা

যজ্ঞশেষে যুধিষ্ঠির আছেন হরিষে।
হাসিআ বোলিলা তবে দেব হৃষীকেশে॥
আজ্ঞারে মেলানি দেয় যাই দ্বারাবতী।
বহুদিন রহিয়াছি তোমার বসতি॥
সদয় হইয়া যদি বোল নরপতি।
বন্ধুগণ সঙ্গে যাই আমার বসতি॥
অনুমতি দিল তবে ধর্ম্মের নন্দন।
রাজা সম্বোধিয়া প্রভু চলে ততক্ষণ॥
ভীমার্জ্জুন দুইজন মাদ্রীর কুমার।
সবে মিলি গোপীপতি কৈলা নমস্কার॥
তা সবারে আলিঙ্গিয়া দেবকীনন্দন।
কুন্তীরে প্রণাম করি করিলা গমন॥
দেবকী রোহিণী আদি যথ বন্ধুগণ।
একে একে প্রণমিল ভাই পঞ্চ জন।
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি আদি যথ যদুবীর।
সবে মিলি প্রণমিল রাজা যুধিষ্ঠির॥
রুক্মিণী প্রভৃতি যথ কৃষ্ণের রমণী।
কুন্তীসহ বন্দিলেক দ্রুপদনন্দিনী॥
রাজাগণ মুনিগণ সম্ভাষা করিয়া।
চলি যাএ নারায়ণ রথ আরোহিয়া॥
সজল নয়ান হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির।
বাড়াইয়া দিল নিয়া নগর বাহির॥
পুরুষ রমণী যথ সম্ভাষিআ সব।
দ্বারিকানগরে চলি গেলেন্ত মাধব॥
ব্রহ্মঋষি আদি সব যথ রাজঋষি।
যার যে আলয়ে গেলা রাজারে সম্ভাষি॥
সশিষ্য সহিতে মুনি করিলা প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কৈল তোমার পূর্ণ মনস্কাম॥
চিরকাল সুখভোগ কর বসুমতী।
অন্তকালে সশরীরে হউক স্বর্গগতি॥

এ বলিয়া মুনিগণ গেলা যথাস্থানে ।
কাকুতি করিলা রাজা বিনয় বিধানে ॥
হংসধ্বজ আদি করি যথ রাজাগণ ।
নৃপতি সম্ভাষি গেলা যার যে ভুবন ॥
মুনিগণ রাজাগণ বিদায় করিআ ।
নিজরাজ্যে আছে রাজা বন্ধুবর্গ লইয়া ॥
শ্লোকবন্ধে জয় মুনি রচিল প্রসঙ্গ ।
এথ দূরে অশ্বমেধ যজ্ঞ হইল সাঙ্গ ॥
মহারাজা জনমেজয় শুনিআ কথন ।
ভক্তিভাবে বন্দিলেক মুনির চরণ ॥

ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী ।
লোক তরিবারে কহে সঞ্জয় বিস্তারি ॥

অশ্বমেধ পুণ্যকথা শুনে যেই জন ।
পদে পদে মহাপুণ্য বৈকুণ্ঠে গমন ॥
একচিত্তে শুনিলে সকল পাপক্ষয় ।
অন্ত্যকালে যাএ সেই বিষ্ণুর আলয় ॥

CENTRAL LIBRARY

আশ্রমিক পর্ব

CENTRAL LIBRARY

আশ্রমিক পর্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপালন

অশ্বমেধ কথা যদি হইল সমাধান ।
ব্যাসাশ্রম পর্ব্ব কথা কর অবধান ॥
তবে রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসিল পুনি ।
তারপরে কিবা হইল কহ মহামুনি ॥
রাজাপালে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমে ।
ধৃতরাষ্ট্র রাজাকে পুজেন্ত অনুক্রমে ॥
সিংহাসনে বৈসাইয়া বৃদ্ধ নরপতি ।
রাজকার্য্য করে ধর্ম্ম তাহান সঙ্গতি ॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র গুরু মোহাশএ ।
এক মনচিত্তে পূজে তাহান চরণএ ॥
পুত্রশোকতাপ যেন পাসরএ মন ।
পরিচর্য্যা করে সবে অম্বিকানন্দন ॥
সর্ব্ব ভ্রাতৃসমে মুই করমু পরিহার ।
যথ কিছু বচন যে শুনহ আমার ॥
বৃদ্ধতাত জ্যেষ্ঠ জন সেবে যেই জন ।
সেই সে মোহর হএ শুন সর্ব্বজন ॥
এহি বাক্য নৃপতিএ সভাতে কহিল ।
প্রতিদিন ধৃতরাষ্ট্র সকলে পূজিল ॥
পঞ্চ দশ বৎসর পূজিল অনুক্রমে ।
কথাএ না পাএ ছিদ্র পাসরিল মনে ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা আদি পাণ্ডবের নারী ।
প্রতিদিন সেবা করে যেহেন কিঙ্করী ॥
সঞ্জয় যুযুৎসু আর বিদুর সুমতি ।
প্রতিদিন আরাধন্ত বৃদ্ধ নরপতি ॥
ব্যাস মুনি মহাসএ কহন্ত পুরাণ ।
কৃপাচার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্ম করন্ত বাখান ॥
দিব্য সজ্জা শয়ন ভোজন আভরণ ।
নিত্য উপভোগ দেন্ত পাণ্ডবনন্দন ॥
যথ কিছুর রাজকার্য্য করএ বিহিত ।
না চাঅন্ত ধৃতরাষ্ট্র যথ সমোদিত ॥
নানা পুষ্পমালা সব শোভন প্রকাশ ।
যুধিষ্ঠির পূজন্ত বিবিধ পরকাশ ॥
কাহার হৃদএ নাহি দুঃখ আদি অন্ত ।
ধর্ম্মবন্ত দাতাবন্ত মোহা কুলেবন্ত ॥
দ্রৌপদী সহিতে আছে যথ পরিবার ।
সেবন্ত গান্ধারী দেবী দিআ উপহার ॥
কুন্তী দেবী গান্ধারীর যথ উপভোগ ।
পুত্রের বিয়োগ দুঃখ পাশরিল সব ॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা বহে যথ রাজধানী ।
দুর্য্যোধন মৈল হেন মনেতে না জানি ॥
শতেক পুত্রের শ্রাদ্ধ করে মোহাদান ।
আপনা ইচ্ছাএ রাজা করে নানা দান ॥

ভীমের অসন্তোষ

পাণ্ডবের হৃদয়তে পরম সন্তোষ ।
পূর্ব্বদুঃখ স্মরি ভীমসেনে করে রোষ ॥
যেনমতে পালেন রাজা সব রাজধানী ।
জিহ্বার অগ্রেত কোহ না বোলন্ত বাণী ॥
কিবা ধৃতরাষ্ট্র কিবা পাণ্ডবনন্দন ।
কারে নিন্দা না বোলএ সর্ব্ব প্রজাগণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির গুণের সাগর ।
এক চিত্ত দুইজন না হএ অন্তর ॥
যখনে নৃপতি অন্ধে পুত্রদুঃখ স্মরে ।
ক্ষেণেক দৃষ্টির পথে চাহে বৃকোদরে ॥

বৃকোদরে না শুনেন্ত বৃদ্ধের বচন ।
যুধিষ্ঠির বচন না মানে কদাচন ॥
সর্ব্ব ভাই পালেন্ত যে রাজার আদেশ ।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতিরে ভীমে করে রোষ ॥
গোপ্তে চর পাঠাইয়া দর্প করে হানি ।
যেনমতে পালন করএ রাজধানী ॥
সুহৃদ সভাতে বসি করে আস্ফালন ।
মুই ভীমে সংহারিলুম রাজা দুর্য্যোধন ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজার মারিলুম পুত্র শত ।
এই মোর বাক্য দেখ বীরের মহত্ত্ব ॥
রক্তে লেপিলুম বাহু সংগ্রাম ভিতরে ।
দুর্য্যোধন সংহারিলুম গদার প্রহারে ॥
কর্ণে শাল ফুটে হেন হৃদে ফুটে শাল ।
বজ্রে যেন বিদারিল গান্ধারীর প্রাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর জন্মে পুত্রশোক ।
নিষেধ না মানি পুত্রে পাইল পরলোক ॥
ভীমের বাক্যে দুঃখিত বিশেষ নরপতি ।
না বুঝএ যুধিষ্ঠির কুন্তী গুণবতী ॥
না বুঝএ ধনঞ্জয় কুন্তীর নন্দন ।
না বুঝএ দ্রৌপদী বিষাদ কি কারণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র আনিলা সুহৃদগণ সব ।
সকরুণে কহএ কৌরব পরাভব ॥
কহিতে চক্ষুর জল ঝলমল করে ।
বিস্মিত বধনে বাণী মুখে না নির্ঝরে ॥
তুহ্মি সবে জানহ না কৈল কুলক্ষএ ।
মোর অপরাধ তুহ্মি সকলে বোলএ ॥
আপনার পুত্র সব হইল দুষ্টমতি ।
কৃপাচার্য্য বলিলেক ব্যাসের সংহতি ॥
কার বাক্য না শুনিল পাপ দুর্য্যোধন ।
অভিষেক না করিলুম পাণ্ডুনন্দন ॥
তাহার কারণে হইল কৌরব সংহার ।
মুই হেন দুরাচার আছম সংসার ॥
এই দুঃখ মোহর হৃদএ আছে জাগি ।
অবিরত দহে প্রাণ আত্মদল লাগি ॥
এহাতে পরম স্বস্তি করিতে অন্তর ।
গোপ্তে উপহাসে কাল গোয়াইলুম বিস্তর ॥

বনগমনে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্কল্প

গান্ধারী বোলেন মোর ভজন বৃত্তান্ত ।
যুধিষ্ঠির ভএ তারা না বিচারে অন্ত ॥
মোহর উচিত এবে ব্রতন্ত সন্ন্যাসী ।
কুশশয্যা করি মুই করি উপবাসী ॥
এই বাক্য ধৃতরাষ্ট্র বলিল সন্ত্রাসি ।
মধুর বচনে কহে ধর্ম্ম রাজবিধি ।
কথ বা সহিতে পারি তোহ্মার গুণপম ।
পরিচর্য্যা কৈল মোর যথ অভিরাম ॥
গান্ধারীরে সমর্পিল সেবা কর রাজ ।
আহ্মি সব রহিতে নাহিক কোন কাজ ॥
বহুল বার্দ্ধক্য হইলে প্রিয় অনুচিত ।
বনবাস তপস্যা যে আহ্মার উচিত ॥
পুত্রেতে সমাধি রাজ্য অন্তে যাইব বনে ।
পিতৃপিতামোহ ধর্ম্ম সর্ব্বলোকে জানে ॥
তোহ্মাতে সমর্পি রাজ্য আহ্মি যাইব বন ।
অনুমতি দেয় বাপু শান্ত কর মন ॥
ফল মূল ভক্ষণ বাকল পরিধান ।
গান্ধারী সহিতে করি তপস্যা বিধান ॥
বাউ ভক্ষি নিরাহারে তপস্যা করিব ।
পরম নির্ম্মল পদ হৃদএ ভাবিব ॥
জ্যেষ্ঠতাত বাক্যে বোলে রাজা যুধিষ্ঠির ।
বজ্রাঘাত হইল যেন সকল শরীর ॥
মোর প্রীত নহে বাপু তোহ্মার বচন ।
রাজ্য মোর কোন ফল তুহ্মি গেলে বন ॥
তুহ্মি মোর জনক সাক্ষাতে যেন গুরু ।
গান্ধারী যে মাও মোর যেন কল্পতরু ॥
তুহ্মি বিনে কদাচিত না করিব রাজ্য ।
কার সেবা করিয়া করিমু রাজকার্য্য ॥
তোহ্মার ঔরসপুত্র যুযুৎসু সুমতি ।
তাকে রাজ্য সমর্পণ কর নরপতি ॥

CENTRAL LIBRARY

যেন দুর্যোধন রাজা নয়ন তোহ্মার।
তেন আহ্মি পঞ্চ পুত্র জান আপনার॥
গান্ধারী বা কুন্তী মাও তোহ্মার বিশেষ।
তুহ্মি সমে করিবাম অরণ্যে প্রবেশ॥
সাগরান্ত পৃথিবী আছএ রত্নময়।
মোর প্রীত তাহা নহে শুন মহাশএ॥
বাক্য অনুবাক্য তাতে আছিল বিস্তর।
বাকাশ্রমে মোহ হইল অন্ধ নৃপবর॥
বিষাদিত মোহারাজ ধর্ম্ম নরপতি।
কৌরব পাণ্ডব কুলে তুহ্মি মাত্র গতি॥
মার আদেশ দেব মস্তকে ধরিল।
উপদেশ কহি মুনি বনেতে চলিল॥

ব্যাসের উপদেশ : শ্রাদ্ধ-তর্পণ-দানকর্ম

ব্যাস গেলা তপোবনে বিষণ্ণ বদনে।
ধৃতরাষ্ট্র প্রবেশিলা গান্ধারী ভুবনে॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির জোড় কৈল হাত।
মোর নিবেদন শুন কৌরবের নাথ॥
ব্যাসমুনি আজ্ঞা দিল চলি যাইবা বন।
উপবাস ফল নাহি করহ ভোজন॥
বিনয় প্রণাম কৈল রাজা যুধিষ্ঠির।
পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া কহে ধৃতরাষ্ট্র বীর॥
তুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রে কহে রাজনীতি।
যেহেন কহিল নীতি শুক্র বৃহস্পতি॥
যেন কৈল ভীষ্মবীর শান্তনুনন্দন।
তেহেন করিবা তাহ শাস্ত্রের বিধান॥
অবশেষ কহি নিতি ধর্ম্মক জানাইল।
মহারাজা যুধিষ্ঠির সকল জানাইল॥
পৌরজন না জানাইয়া কৌরবের পতি।
আন আন করিয়া বলিল সুমতি॥
শান্তনু পালন কৈল বহুল সমএ।
পালন করিল ভীষ্ম শান্তনুতনএ॥
পালিল বিচিত্রবীর্য্য রাজা মহাশএ।
তার শেষে পাণ্ডু রাজা পালিল নিশ্চএ॥
আহ্মিহ পালনা কৈলাম মাগি পরিহার।
যে কিছু বেগুন কথা ক্ষেমিবা আহ্মার॥
অখনেহ যুধিষ্ঠির রাজা মোহামাতি।
তাহারে পালন কর আহ্মার সংহতি॥
অন্তে অন্তে সমর্পিলুম করিবা পালন।
পুত্রসম পালন করিবা প্রজাগণ॥
ব্যাসের বচনে আহ্মি যাই তপোবন।
পিতৃপিতামহ নিতি এড়িব জীবন॥
সভাকে বিনয় করি মাগিএ মেলানি।
যুধিষ্ঠির রাজাকে সমর্পিলুম রাজধানী॥
রাজার বচন শুনি কান্দে সর্ব্বলোক।
ধারা বহে চক্ষুর জলে যেন পিতৃশোক॥
মুছিআ নয়ানের জল দিলেক উত্তর।
মহাসৈত্য মহাবংশ গুণের সাগর॥
শান্তনু প্রভৃতি যথ করিলা পালন।
যেহেন পালন কৈল রাজা দুর্যোধন॥
জাতির যথেক দোষ না ভাবিঅ মনে।
দৈবের নির্ব্বন্ধে আছে জাতির নিধনে॥
অষ্টাদশ দিনে হৈল সকল সংহার।
দশ বীরে সংহারিল কৌরব দুর্ব্বার॥
হেন অসম্ভব ভাষা না শুনিয় নৃপবর।
ক্ষেত্রির নিয়ম আছে দেবের উত্তর॥
স্বর্গে গেল পুত্র সব না হইল বিকল।
তাহারে শুনিলে পুনি নাহি কোন ফল॥
ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির পাইল রাজধানী।
কদাচিত বার্থ নহে কৃষ্ণব্যাস বাণী॥
হেনমতে আছিল উত্তর প্রত্যুত্তর।
শঙ্কা নিয়া দেখিল এ বিধ বহুতর॥
ধৃতরাষ্ট্রে প্রবেশিল গান্ধারী ভুবন।
সকল চলিয়া গেল যে যার ভুবন॥
রজনী প্রভাত কালে কৌরবনৃপতি।
জ্ঞাতিশ্রাদ্ধ করিবারে শঙ্কা বড় অতি॥
ভীষ্মবীর আদি করি যথেক রাজার।
সোমদত্ত বাহ্লীকের শ্রাদ্ধ করিবার॥

CENTRAL LIBRARY

শতপুত্র রাজার করিতে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম ।
সেই সবের কর্ম্ম আর বহুবিধ ধর্ম্ম ॥
ধনরত্ন চাহন্ত যে অম্বিকানন্দন ।
প্রভাতে আমার এথা পাঠাএ রাজন ॥
বিদুরের বাক্য শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
বড় তুষ্ট হইল তবে ধর্ম্ম মোহাবীর ॥
শুনিয়া ভীমের মনে জন্মিলেক ক্রোধ ।
স্মরিয়া স্মরিয়া সব পূর্ব্বের বিরোধ ॥
ভীমের বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয় ।
পরিহর ক্রোধ তুহ্মি জান মোহাশএ ॥
বিদুর * * * যাএ রাজা মোহাজন ।
সকল পৃথিবী ছাড়ি চলি যাএ বন ॥
এহি লোক তান সনে নাহি দরশন ।
শ্রাদ্ধ করি তর্পিবারে চাহে জ্ঞাতিগণ ॥
তোহ্মার অর্জ্জিত ভাই আছে যথ ধন ।
তাহারে নিবারে চাহে অম্বিকানন্দন ॥
আহ্মি সবে যাতে মাগি না পাইল ধন ।
আমার ঠাই মাগে ধন সেই মোহাজন ॥
দেঅ ধনে বৃকোদর ধর্ম্মপথে রহ ।
জ্যেষ্ঠ ভাই ধর্ম্মরাজার বচন পালহ ॥
অর্জ্জুনে বচনে ভীম কোপিল তখনে ।
উত্তর দিলেক ভীম সকোপ নয়ানে ॥
ভীষ্ম সোমদত্ত আর শল্য দ্রোণাচার্য্য ।
আহ্মি সবে করিল তাহার প্রেতকার্য্য ॥
বাহ্লীক নৃপতি আর সেসবের কর্ম্ম ।
কুন্তীমাএ করিলেক কর্ণ বীরের কর্ম্ম ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজা কেনে হইল বিকল ।
দুর্য্যোধন শ্রাদ্ধ করিলে কোন ফল ॥
কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন কৈল সর্ব্বনাশ ।
শ্রাদ্ধ কেনে করিবারে কৌরব হতাশ ॥
দ্বাদশ বৎসর দুঃখ পাশরিলা তুহ্মি ।
অজ্ঞাতবাসেতে দুঃখ যথ পাইল আহ্মি ॥
দ্রৌপদীর যথ দুঃখ সব পাশরিলা ।
কেশেতে ধরিয়া তানে সভাতে আনিলা ॥

একবস্ত্র রজঃস্বলা দ্রুপদকুমারী ।
সভাতে আনিল দুঃশাসন চুলে ধরি ॥
গুরু গরজিত যত পৃথিবী মণ্ডল ।
একবস্ত্র রজঃস্বলা লজ্জাএ বিকল ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন উপজিল ধরিআ অর্পিল ।
দ্রৌপদী সহিতে সব অলঙ্কার ছিল ॥
তুহ্মি গিআ নৃপতিরে কৈলা নমস্কার ।
সে কালেত না আছিল করুণা রাজার ॥
দ্রোণ ভীষ্ম কোথা ছিল কোথা সোমদত্ত ।
অনুগ্রহ কৈল বোল কোন মহাসত্ত ॥
এ দ্বাদশ বৎসর আছিলুম বনবাস ।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র কি পুরাইল আশ ॥
পুত্রেরে যুকতি দিআ ধন নিল পূর্ব্বে ।
আমার ঠাই ধন কিছু না থুইল তার বাপে ॥
লজ্জা কেনে বিধাতাএ না দিয়াছে তার মুখে ।
আমার ঠাই ধন কিছু চাহে কোন মুখে ॥
ভীমের বচনে তবে ধনঞ্জয় বীর ।
ভীমক গর্জ্জিয়া বোলে অর্জ্জুন সুধীর ॥
রাজা হএ ধৃতরাষ্ট্র পিতা অন্ধ জন ।
তাহানে বলিতে অযুক্ত না যুয়াএ ভীমসেন ॥
জ্যেষ্ঠ তাত গুরুজন কি বলিব আর ।
অল্পকার্য্যে গৃহ কর না কর বিচার ॥
এথ করি ভীমেক অর্জ্জুন মোহামতি ।
বিদুরে কহেন্ত যে করিয়া প্রণতি ॥
যেথ কিছু ধন আছে মোর কোটাঘরে ।
আপনার সুখে নেয় দান করিবারে ॥
ধর্ম্মরাজা আনন্দিত অর্জ্জুন বচনে ।
ভীমেক চাহেন্ত রাজা কটাক্ষ নয়ানে ॥
বিদুরেক যুধিষ্ঠির কহন্ত বিনএ ।
মোর বাক্য শুনহ খুল্লতাত মোহাশএ ॥
জ্যেষ্ঠতাতে না কহিঅ ভীমের বচন ।
যে কিছু কহিল ভীমে দুঃখের কারণ ॥
অরণ্যবাসেতে দুঃখ পাইছে বৃকোদর ।
সহিতে না পারি দুঃখ বোলে বহুতর ॥

সব নিবেদন কৈয় রাজার গোচর ।
মোর যথ কাসা ঘরে তাহার অন্তর ॥
যব ধন চাহন্ত তথ ধন নেয় ।
আপনা ইচ্ছাএ যথ শ্রাদ্ধেতে যে দেয় ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত যথ মোর আছে ধন ।
তার স্বামী জ্যেষ্ঠতাত শুনহ বচন ॥
এ সব বচন যদি কহিল বিদুরে ।
পরম সন্তোষ হইল বৃদ্ধ কলেবরে ॥
কাসা ঘর হৈতে নিয়া বহুতর ধন ।
যথ কিছু করিলেন্ত ব্রাহ্মণতর্পণ ॥
সোবর্ণের যথ মণি যথ অলঙ্কার ।
অশ্বগজ রথধ্বজ সৈন্য পরিবার ॥
দাসদাসী ক্ষেত্র আর গ্রাম বহুতর ।
দান করে ধৃতরাষ্ট্রে নৃপতিশেখর ॥
ভীষ্মদ্রোণ আদি করি বাহ্লীক নৃপতি ।
দুর্য্যোধন শত ভাই শ্রাদ্ধ উপনীতি ॥
জয়দ্রথ প্রভৃতি যথেক বন্ধুগণ ।
শ্রাদ্ধ করি দান করে অম্বিকানন্দন ॥
উদ্দেশে উদ্দেশে সব দিগন্তে নিবাসী ।
ব্রাহ্মণ আনিআ করে দান রাশি রাশি ॥

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনযাত্রা

আর দিন প্রভাতে যে করি শুভক্ষণ ।
সত্বরে আনিয়া সব পাণ্ডুর নন্দন ॥
গান্ধারী সহিতে যাত্রা করে নৃপবর ।
বিষণ্ণ বদন হইল ধর্ম্মকলেবর ॥
কার্ত্তিকের পূর্ণমাসী মোহাদান করি ।
বনে যাএ ধৃতরাষ্ট্র কুরুঅধিকারী ॥
অগ্নিহোম ব্রাহ্মণ করিয়া নরেশ্বর ।
পুরী হইতে বাহির হইল নৃপতিশেখর ॥
কৌরবপাণ্ডব নারী সবে করে রোল ।
নগরে নগরে যেন সমুদ্রকল্লোল ॥
হা হা জ্যেষ্ঠতাত করি পড়ে যুধিষ্ঠির ।
ভীমার্জ্জুনে তুলি ধরে রাজার শরীর ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজারে বাড়াইয়া দিতে যান্ত ।
যথবধি চলি যাএ তার নাহি অন্ত ॥
কুন্তী কান্দে হস্ত দিআ বহু অনুরাগে ।
গান্ধারী চলিআ যাএ বহুল প্রবন্ধে ॥
গান্ধারীর কান্দে হস্ত দিয়া নরপতি ।
বনবাসে চলি যাএ হইয়া পদাতি ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা আর উত্তরাকুমারী ।
চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি উলূপী আদি করি ॥
সর্ব্ব সঙ্গে চলি যাএ করিআ রোদন ।
পুরীর বাহির হৈল সব নারীগণ ॥
চন্দ্রসূর্য্য না দেখিল যার কলেবর ।
রাজপথে পড়িআ কান্দএ নিরন্তর ॥
সর্ব্ব লোকে উচ্চ স্বরে করএ ক্রন্দন ।
বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র চলি যাএ বন ॥
সর্ব্ব লোকে বৃদ্ধ রাজা পাটাইল আপনে ।
যার যেই গৃহে গেল রাজা গেল বনে ॥
পাণ্ডবেরে আশীর্ব্বাদ করিলা বিস্তর ।
নিবর্ত্তিয়া যাএ বাপু ধর্ম্মনৃপবর ॥
রাজার সহিতে গেল বিদুর সঞ্জয় ।
নিবর্ত্তিয়া আইল যুযুৎসু মহাশএ ॥
গান্ধারী সহিতে চলিলা কুন্তী দেবী ।
তপস্যা করিতে যাএ ভাসুরেক সেবি ॥
ব্যগ্র হইল যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর ।
জননী রাখিতে যত্ন কৈল বহুতর ॥
একচিত্তে কুন্তী দেবী তপোবনে যাএ ।
স্থিরচিত্ত হইয়া রাজা তাহাক সান্ত্বাএ ॥
কুন্তী বোলে শুন পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ।
মোহর কুবুদ্ধিএ পড়ে পুন কর্ণ বীর ॥
এহেন অশক্য শেল হৃদে মোর জাগে ।
রাজসুখ ভোগ মোর কিছু নাহি লাগে ॥
সহদেব নকুলে যে করিব আদর ।
একচিত্তে রাজা কর পঞ্চ সহোদর ॥
মোহা দুঃখে নিবর্ত্তিল না বোল বিস্তর ।
মাএর বচন না করিয় অনাদর ॥

চারি বেদে কহিআছে এহেন উত্তর ।
* * * * * * * * * * * * * * * ।
প্রদক্ষিণ করিয়া নিবস্তে পঞ্চ ভাই ।
ধৃতরাষ্ট্রে কহিলেন্ত গান্ধারীর ঠাই ॥
পুত্রে রাজ্য ভুঞ্জিতে সভার অভিলাস ।
তারে উপেক্ষিয়া কুন্তী যাএ বনবাস ॥
কি কারণে আইসে কুন্তী রাজভোগ ছাড়ি ।
রাজার বচন শুনি বলিল গান্ধারী ॥
গান্ধারীর বাক্য অন্তে বোলিল বিদুরে ।
পুত্রসুখ ভুঞ্জ গিআ যাও অন্তঃপুরে ॥
অনেক আছিল বাক্য না লঙ্ঘিল আর ।
নিশ্চএ কহিল কুন্তী বনে যাইবার ॥
গান্ধারী দেবীর সঙ্গে কুন্তী যাএ বন ।
নিবর্ত্তিয়া আইসএ পাণ্ডব পঞ্চ জন ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজা গেল ভাগীরথী তীরে ।
যথবিধি তপ করে নির্ম্মল শরীরে ॥
চতুর্ব্বেদ পঠেন্ত ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে ।
ভুবন বিদিত তপ করে অনুক্রমে ॥
কুশশয্যা রাজার করেন্ত দুইজনে ।
বিদুর সঞ্জএ সেবা করে অনুক্রমে ॥
রাজার পাশেতে গান্ধারী শয্যা কৈল ।
গান্ধারীর পাশে শয্যা কুন্তীএ রচিল ।
বিদুর আদি শঅন করিল চারিভিতে ॥
রজনী গোয়াইল পুণ্য পুরুষ সহিতে ।
রজনী প্রভাতে সব দিনক্রিয়া করি ॥
চলিল উত্তরমুখী কুরুঅধিকারী ।
কুরুক্ষেত্র পাইল সব রাজা দরশন ।
কেকয় নৃপতি সনে হইল দরশন ॥
তাহান সহিতে গেল ব্যাসের আশ্রমে ।
পুণ্যকথা যোগ কথা ছিল অনুক্রম ॥
তথাতে চাহিতে আইল যথ মুনিগণ ।
সকৌতুকে আসিল নারদ তপোধন ॥
নারদে পুছেন্ত কৌরব মোহাজন ।
মুনিসমে আছিল বনেতে শঙ্কতন ॥

ব্যাসাশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র

নারদে বোলেন্ত শুন হিত উপদেশ ।
ব্যাসের আশ্রমে তথা করহ বিশেষ ॥
নৃপতি সহস্রশঙ্খ মুনি মোহামতি ।
তথাতে তপস্যা করি হইল স্বর্গগতি ॥
সহস্র নামে মহারাজা তথা তপ করি ।
অদ্যাপিঅ ভোগ করে পুরন্দর পুরী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পাণ্ডু নৃপতিশেখর ।
তথা তপ করি রাজা গেল স্বর্গপুর ॥
স্বর্গপাশেতে কুন্তী যাবে স্বর্গপুরী ॥
দিব্য চক্ষু দেখিআ যে কহিল সকল ।
তথা তপ করি রাজা গেল স্বর্গপুর ॥
এথেকে কহিআ যেন নারদ তপোধন ।
মুনিগণ চলি গেল যার যে ভুবন ॥
জটা শিরে ধরিআ বাকল পরিধান ।
তপ করে ধৃতরাষ্ট্র হইয়া সাবধান ॥

কুন্তী দর্শনে পঞ্চ পাণ্ডব

এথাতে পাণ্ডবপুত্র পঞ্চ সহোদর ।
মাতৃশোকে সভার দহন্তি কলেবর ॥
হা হা মাও করিআ শোচএ সর্ব্বজন ।
রাজকার্য্য করিবারে নাহি লএ মন ।
জননীর বনবাস মনে বড় শোক ।
অনুক্ষণ ভাবেন্ত বিস্তর জ্ঞাতি লোক ॥
সংসারের যথ কিছু মনে নাহি লএ ।
রাত্রে দিনে সন্তাপ নৃপতি মহাসত্ব ॥
কোনমতে মাএ সেবা করএ রাজার ।
কোনমতে তপস্যা করএ মহীপাল ॥
অতিবৃদ্ধ নৃপতি আজন্ম সুখদেহ ।
কোনমতে জ্যেষ্ঠতাত তপদুঃখ সহে ॥
চাহিতে দুঃখিতে বড় পাণ্ডবকুমার ।
সুভদ্রা দ্রৌপদী আর যথ পরিবার ।
আর দিন প্রভাতে করিয়া সন্নিধান ।
সর্ব্ব পরিবার সঙ্গে বণেতে প্রয়াণ ॥

CENTRAL LIBRARY

ব্যাসের আশ্রমে গেল ধর্ম্মনরপতি ।
রাজধানী রাখে যুযুৎসু সুমতি ॥
দেখিলেক গিয়া ধৃতরাষ্ট্র নৃপবর ।
সহদেব কান্দিলেক মাএর গোচর ॥
পঞ্চ ভাই গান্ধারী মাএর প্রণাম করি ।
কতক্ষণ রহিলেক মাএর পদধরি ॥
বিদুরেক না দেখিআ মাএতে পুছন্ত ।
কহ মাও কথাতে বিদুর মহামন্ত ॥
ধৃতরাষ্ট্রে কহে তবে শুন যুধিষ্ঠির ॥
তপক্লেশে বিদুরের দুঃখিত শরীর ॥
মাথে জটা হইল বাকল পরিধান
নির্জ্জনে তপস্যা করে পুণ্য স্থানে স্থান ॥
যদি চাহিবার মনে যাও একেশ্বর ।
বিদুরক দেখ গিআ বনের ভিতর ॥
যুধিষ্ঠির চলিলা বিদুর দেখিবার ।
করেন্ত অশক্য কর্ম্ম তপ পরিপাক ॥
নিবারে না পারে কেহ নিজ কর্ম্মদোষ ।
ধূলিএ দোসর তনু দেখিএ বিশেষ ॥
যুধিষ্ঠির দেখিআ ধাএন্ত বনে বন ।
ধাই লাগ না পাঅন্ত কুন্তীর নন্দন ॥
বৃক্ষমূলে বসিআ বিদুর মোহামতি ।
যুধিষ্ঠিরে দেখি তানে করিল প্রণতি ॥
সমাধিতে আছেন নিমেষ করি দূর ।
সর্ব্বতেজ প্রবেশিল রাজার শরীর ॥
ধর্ম্মরাজার শরীরেতে বিদুর পশিল ।
বৃক্ষমূলে অনিমিখে শরীর রহিল ॥
অগ্নিকার্য্য করিতে চাহেন্ত নৃপবর ।
শুনিলে আপনা বাণী আপনা গোচর ॥
সমাধিতে রোহিলেক বিদুর শরীর ।
সনাতন ধর্ম্ম এই শুন যুধিষ্ঠির ॥
এ সকল কথা আসি সভাতে কোহিল ।
পরম আনন্দ তবে ধৃতরাষ্ট্র হইল ॥
ফল মূল ভোজন দিলেন্ত উপহার ।
আসন দিলেক রাজা তথা বসিবার ॥

সেই রাত্রি তথাতে যে নৃপতি রহিল ।
প্রভাতে আসিআ বৃদ্ধ নৃপতি সেবিল ॥
তপোবন দেখিবারে হইলেক মন ।
নারীগণ সঙ্গে যাএ পাণ্ডবনন্দন ॥
ভ্রাতিগণ সহিতে আশ্রম পর্য্যটন ।
ব্রাহ্মণেক তুষিলেক দিআ বহু ধন ॥
কাঞ্চনের থাল দিল কাঞ্চন কলসী ।
কাঞ্চন মণ্ডপ দিল হেম পাএ রাশি ॥
কাঞ্চনের স্থলি দিল কাঞ্চন পিঙ্কন ।
কাঞ্চন ভাজন দিল পত্রিক কাঞ্চন ॥
যেই জনে চাহিলেক যেই যেই ধন ।
তথ রত্ন ধন দিল পাণ্ডুর নন্দন ॥
তপোবন বেড়াইয়া আইল নৃপতি ।
পুনি নৃপতিক আসি করিল প্রণতি ॥
গান্ধারী কুন্তীর পদে প্রণাম কোরি আর ।
আগ্রহে রহিল পরিচর্য্যা করিবার ॥
হেনকালে ব্যাস আইলা সর্ব্বমুনি সমে ।
আইলা রাজার আগে তপোবনাশ্রমে ॥
যথ বিধি ব্যাসক পূজিলা সর্ব্বজনে ।
আছিল প্রসঙ্গ বহু বিবিধ বিধানে ॥
পুনি ব্যাস বোলে শুনহ নরপতি ।
কোন বর চাহ তুহ্মি বোলহ সম্প্রতি ॥
হৃদএ যথ পাপ খণ্ডিব তোহ্মার ।
গান্ধারীর মনদুঃখ যথেক প্রকার ॥
কুন্তীর হৃদএ দুঃখ আছে অনুতাপ ।
সকল খণ্ডিব তাপ যথেক প্রলাপ ॥
ব্যাসের বচনে কহে সোবল নন্দিনী ।
সজল নয়ানে কহে গদ গদ বাণী ॥
শত পুত্র মৈল দেখ মোর বন্ধুগণ ।
এ সব দেখিতে মোর না রহে জীবন ॥
রাজার হৃদএ ফুটে বজ্রের শলাক ।
যথেক কহিব বাপু শোক পরিপাক ॥
সুভদ্রাক দেখিয়া হৃদয় যাহে চির ।
সংগ্রামেতে প্রাণ এড়ে অভিমন্যু বীর ॥

ভূরিশ্রবা নৃপতির বধূর ক্রন্দন।
কথেক কহিব বাপু আহ্মার জীবন॥
সোমদত্ত বাহ্লীক যে ইন্দ্রঅবতার।
হেন সব জ্ঞাতিবধে জীবন অসার॥
ঘুষির আনলে যেন দহএ শরীর।
হেন সব জ্ঞাতি বধ কি কহিব আর॥
কুন্তীক পুছেন্ত রাজা অনাহুত মনে।
তোহ্মার হৃদএ দুঃখ কিসের কারণে॥
প্রণমিয়া কুন্তী দেবী দিলেক উত্তর।
তুহ্মি গুরুজন মোর পিতৃ সমোসর॥
দেবতার তুল্য তুহ্মি করমু ভকতি।
মুই নিবেদন করমু শুন মোহামতি॥
মোহাক্রোধী তপস্বী দুর্ব্বাসা মুনিবর।
অকস্মাৎ অতিথি হইয়া আইল মোর ঘর॥
সেই কালে করিলুম অনেক পরিতোষ।
তুষ্ট হইল দুর্ব্বাসা না পাই কোন দোষ॥
মুনি বোলে বর দিলাম প্রসন্ন হৃদএ।
তোর গর্ভে জন্মিবেক ধর্ম্ম মহাশএ॥
তোর গর্ভে জন্মউক যথ দেবগণ।
তোর আকর্ষণ মাত্র আইসউক সর্ব্বজন॥
এ বলিআ দুর্ব্বাসা মুনি অন্তর্দ্ধান হইল।
মোর মনে পরম বিস্ময় বড় হইল॥
একদিন আছম মুই আপনা ঘরেতে।
প্রভাতে উদিত হইল দেব দিননাথে॥
মুনির বচনে মুই পরীক্ষা অন্তরে।
শিশুভাবে আরাধিলাম দিব দিবাকরে॥
বাল্যভাবে পরিণামে দোষ না ভাবিলুম।
কুতূহলে দিবাকরে আরাধন কৈলুম॥
দিবা করি দিবাকরে গগনে রহিলেক।
আর মূর্ত্তি দিবাকর আইল পরতেক॥
বর মাগ বোলিয়া রহিল দিনপতি।
শরীর ব্যাপিল মোর করিলম ভকতি॥
যাও হেন বুলিলুম রুষিল দিবাকর।
মোর আগমন কভো না হএ নিষ্ফল॥
চিন্তিয়া মুনির বর ভএ হইলুম ভোল।
সূর্য্যস্থানে প্রচণ্ড মানিলুম পুত্রবর॥
মোহ হইয়া অচৈতন্য হইল কলেবর।
অনেক অন্তর হইয়া বোলে দিবাকর॥
মোর পুত্র হইব মোহর সমোশর॥
এ বোলিয়া গেল সূর্য্য গগনমণ্ডলে।
মুই গেলম বাপঘরে চিন্তিয়া বিকলে॥
ভূমিতে পড়িল পুত্র বাপের মন্দিরে।
দ্বিতীয় তপন হেন জ্বলে কলেবরে॥
বাপের কলঙ্ক ভএ বিসর্জ্জিলুম জলে।
কৈন্যারূপে আছি আহ্মি দেব শক্তিবলে॥
সেই মুই আপনা পুত্র বিসর্জ্জিলুম আনি।
মুই দুঃখ পামু গোসাই শুনহ কাহিনী॥
তুহ্মি অপরাধী না হও আহ্মি ভালে জানি।
এই দুঃখ না ভাবিয় শুনহ কাহিনী॥
দেবের অসাধ্য নাহি ভুবনেত কর্ম্ম।
দরশনে দেব তার নাহিক অধর্ম্ম॥
গান্ধারীরে প্রবোধন্ত ব্যাস মোহামুনি।
দুঃখ পরিহর বধূ শুন মোর বাণী॥
পুত্র সব দেখিবা দেখিবা জ্ঞাতি শত।
নিদ্রা হোতে উঠে যেন দেখিলম স্বপন॥
কর্ণ বীর দেখিবেক কুন্তী যশস্বিনী।
অভিমন্যু দেখিবেক কৃষ্ণের ভগিনী॥
পঞ্চ পুত্র দ্রৌপদী দেখিবা ভ্রাতিগণ।
দ্রৌপদীএ দেখিবেক বাপের চরণ॥
ধর্ম্মযুদ্ধে স্বর্গে গেল সব বন্ধুগণ।
নিষ্ফল মূঢ়তাভাবে করএ ক্রন্দন॥
তে কারণে স্বর্গে গেল করি মোহারণ।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সবে করএ ক্রন্দন॥
দেবঋষিগণ সব হইলা জরাজর।
দেবের বিপাকে সব হইলা সংহার॥
ধৃতরাষ্ট্র তবে তার গন্ধর্ব্বনৃপতি।
কলি অবতার যে দুর্যোধন কুমতি।
শকুনি চণ্ডাল জান গান্ধার নিশ্চএ।
দুঃশাসন আদি জান নিশাচর হএ॥

পবনের রণ হোতে ভীম বলবন্ত ।
নরনারায়ণ ঋষি জান মতিমন্ত ॥
নারায়ণ ঋষি জান পরম উত্তম ।
বসুদেব তনয় গোবিন্দ যার নাম ॥
সূর্য্য অবতার জান কর্ণ মোহাশএ ।
অভিমন্যু আপনে যে নিশাপতি হএ ॥
অগ্নি অংশ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী রাক্ষস ।
দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতি জান বেদব্যাস ॥
অশ্বত্থামা জানিঅ যে রুদ্রঅবতার ।
অষ্টবসু ভীষ্ম জান প্রতাপে অপার ॥

মৃত সন্দর্শনে ব্যাসের সকলকে
দিব্য চক্ষু দান

যেবা তুহ্মি মনে বড় কর অনুতাপ ।
সকল ঘুচিব আজি খণ্ডিব সন্তাপ ॥
সবে ভাগীরথী গিআ স্থির কর মন ॥
তথা গেলে সকলের পাইবা দরশন ॥
সবে ভাগীরথী তীরে চল অনুপাম ।
তথা গেলে সকলে পূরিব মনস্কাম ॥
ব্যাসের বচনে সবের উল্লসিত মন ।
ভাগীরথীর জলে তবে গেল সর্ব্বজন ॥
দিনকর অস্ত গেল হইল সৈন্ধ্যাবিধি ।
স্নান করি স্তব করে ব্যাস গুণনিধি ॥
হাতে গঙ্গার জল লইআ করিল সন্ধান ।
সকল মিলিল আসি মৃতা বিদ্যমান ॥
গঙ্গার সলিল মৈধ্যে হইল কল্লোল ।
বিনা বাদ্য মহোৎসব হইল বহুল ॥
কৌরব পাণ্ডব সব আসি তটমূলে ।
যার যে কুটুম সব দেখে কুতূহলে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিরাট সকল বীরগণ ।
সকল আসিআ তথা হইল মিলন ॥
ব্যাসে দিলা দিব্যচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রে চাহে ।
পুত্র সব দেখি তান আনন্দ হৃদএ ॥
গান্ধারী দেখিল সব পুত্রের বদন ।
কুন্তী দেবী দেখিলেক সূর্য্যের নন্দন ॥
অভিমন্যু দেখিলেক সুভদ্রা আপনি ।
যার যেই স্বামী দেখে কৌরব কামিনী ॥
সকল রজনী কুতূহলে নির্ব্বহিল ।
প্রভাতকালেতে আসি সকল মজ্জিল ॥
যার যেই স্থানে গেলা মৃতবাসিগণ ।
কেহ গেল ইন্দ্রলোক দেবের ভুবন ॥
ইন্দ্রের পুরেতে কেহ গেল দিব্য মান ॥
কেহ গেল ব্রহ্মলোক নক্ষত্র গগন ॥
কেহ গেল বিষ্ণুলোক গন্ধর্ব্বসদন ॥
উত্তমকুলেতে কেহ গেল বিদ্যমান ।
গেলেক সকল মৃতা যার যে ভুবন ॥
আচার্য্য দেখিলা সব মৃতা দরশন ।
সর্ব্ব শোক পাশরিল অম্বিকানন্দন ॥
সর্ব্ব লোক বসিলেক গিআ তপোবন ॥
পাণ্ডবেক পাটাও যাউক নিজ দেশ ।
অরাজক রাজধানী প্রজা পাএ ক্লেশ ॥
ব্যাসের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ।
যুধিষ্ঠির রাজারে বোলেন্ত প্রতিনিতি ॥
তোহ্মা দরশনে বাপু পুণ্য বাদ হএ ।
স্নেহভাবে তোহ্মারে সতত দেখিএ ॥
সকল দোসর সনে চলি যাও দেশ ।
আহ্মি তপোবনে তপ করিএ বিশেষ ॥
পুত্রশোক পাশরিল তোহ্মা দরশন ।
ব্যাস মুনি আগমন তোহ্মার কারণ ॥
তোহ্মা আগমনে মোর হইল বড় হিত ।
তোহ্মাকে দেখিআ বাপু বড় পাইলাম প্রী
সাক্ষাতে দেখিলুম বাপু বনসমুদিত ।
তোহ্মা দরশনে পূরে মনের বাঞ্ছিত ॥
যথ পুণ্যে পুত্রে করে বাপের সেবন ।
তাহা হইতে অধিক কৈলা ধর্ম্মের নন্দন
সাক্ষাতে দেখিলম বাপু কৌরব সমুদিত
উপযুক্ত শরীর দেখিএ কদাচিত ॥
তোহ্মা দরশনে বাড়ে মমতা বিস্তর ।
তপস্যাএ বিঘ্ননাশ শুন নৃপবর ॥

CENTRAL LIBRARY

জ্যেষ্ঠ মাতা তোহ্মার গান্ধারী যশস্বিনী।
চলিতে সামর্থ্য নহে তপেতে দুঃখিনী॥
কুন্তী মাও তোহ্মার বহুল করে প্রীত।
ফলমূল আহার জীবন কণ্ঠাগত॥
বড় প্রীত পাইল বাপু চল রাজধানী।
বিলম্ব না কর আর শুন মোর বাণী॥
পুনি বোলে রাজাএ জুড়িয়া দুই কর।
কুরুবংশ পরিত্রাণ তোহ্মার অন্তর॥
মৃতা কর পিণ্ডদান তোহ্মা হোতে সার।
চল বাপু কর গিআ পৃথিবী রাজ্যভার॥
উদ্বিগ্ন করিতে জ্ঞান না হএ উচিত।
তপ হোতে বড় আর নাহি পৃথিবীত॥
শ্রদ্ধা নাহি রাজ্যে মোর শান্ত নাহি মন।
তপস্যা করিতে শ্রদ্ধাএ থাকি এই বন॥
শূন্য হইল পৃথিবী যে ক্ষেত্রি হইল ক্ষএ।
লক্ষ্মী অবসান হইল ধরণী নিশ্চএ॥
ক্ষীণবল হইলেক টুটিল বৈভব।
চেদি মৎস্য পাঞ্চাল পাইব পরাভব॥
কদাচিত বৃষ্ণি বংশ আছে কৃষ্ণসার।
তপস্যা করিমু মাও লক্ষ্য নাহি আর॥
মাএক এড়িআ যাইতে না লএ মোর মন।
পিতৃমাতৃ সেবা করি থাকি এই বন॥
কুন্তী বোলে তপে বিঘ্ন তোহ্মার কারণ।
পুত্র কাছে রাখি তপ করে কোনজন॥
রাজার আদেশ পাইল বেদসম বাণী।
চলি যাএ যুধিষ্ঠির নিজ রাজধানী॥
জ্যেষ্ঠতাত প্রণমিআ নিজ রাজ্য চলে।
গান্ধারী প্রণাম করি চলিলা সত্বরে॥
চলি আইল যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরীতে॥
বাউবেগে রথ সব মিলিত ত্বরিত॥
নানা বাদ্য শব্দে কাপএ মহীতল।
অশ্বগজ রথধ্বজ সৈন্য কোলাহল॥
হস্তিনাপুরীতে আইল নৃপতিশেখর।
মাতৃশোকে রাজার দহএ কলেবর॥
হেনমতে আছে রাজা ভ্রাতিগণ সমে।
মাতৃশোকে রাজার বহএ অনুক্রমে॥

নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির
বনাগ্নিতে মৃত্যুর সংবাদ

হেন কালে আসিল নারদ মোহাঋষি।
দেখিআ সন্তোষ রাজা হৃদএত বাসি॥
প্রণমিআ যুধিষ্ঠির দিলেক আসন॥
যুধিষ্ঠিরে করিলেক অতিথি পূজন॥
মুনিকে বোলন্ত রাজা জোড় করি কর।
মোর শুভ হেতু চলি আইলা মুনিবর॥
কুতূহলে পর্যটন কর নানা দেশ।
এবে কি করিমু মুনি কহত আদেশ॥
ধর্মের বচন শুনি নারদে কহন্ত।
বহু তীর্থ পর্যটিলা তুহ্মি মতিমন্ত॥
তুহ্মি হেন মোহারাজা আছে কোনজন॥
আপনা না চিন তুহ্মি পাণ্ডুর নন্দন॥
পুনি রাজা যুধিষ্ঠির করিআ প্রণতি।
জিজ্ঞাসন্ত মুনিস্থানে করিআ ভকতি॥
অন্ধরাজা বনে গেল কৌরবের পতি।
জ্যেষ্ঠমাতা গান্ধারী জননীমাতা কুন্তী॥
কুশলে নি আছেন্ত সহন্ত দুঃখ ক্লেশ।
কহ কহ মুনিবর কহন্ত বিশেষ॥
নারদে কহন্ত রাজা স্থির কর মন।
সাবধানে শুন সবে কহিএ কথন॥
তুহ্মি সব নিবর্ত্তিলা বনবাস হোতে।
যে কিছু আছিল সব কহি আদিঅন্তে॥
কুরুক্ষেত্র হোতে রাজা গেল গঙ্গাতীর।
গান্ধারী সহিতে দেবী বধূ পরিবারে॥
মহাসত্ত্ব সঞ্জয় যে কঠোর অগ্নি হোতে।
আর কেহ সঙ্গে বা না দেখি জ্ঞাতিগোত্রে॥
তীর্থে তপ করিল কৌরব তপোধন।
অস্থিচর্ম্ম অবশেষ অম্বিকানন্দন॥

CENTRAL LIBRARY

জলাহার করন্ত গান্ধারী যশস্বিনী ।
মাস উপবাস কুন্তী তোহ্মার জননী ॥
সটবাত্তি (?) কহিআ সঞ্জয় মোহামতি ।
বিশেষ সঙ্গে তান অন্ধ নরপতি ॥
গান্ধারীর চক্ষু কুন্তী জননী তোহ্মার ।
এ সব চিনান্ত ধর্ম্ম গোচরে আহ্মার ॥
একদিন নৃপতি করিয়া গঙ্গাস্নান ।
তপোবনে সুখে আইল পুরুষপ্রধান ॥
মৃগব্যাধে দহন্ত কাননে সব রাশি ।
আছউক থাকিব তথা দেখিতে ভয় বাসি ॥
বিস্তমানে হুতাশনে দহিলেক বন ।
নিরাহারে মন্দবল সেই তিন জন ॥
যদি চাহ দেখিবারে চলি যাও বন ।
আহ্মার কারণে তুহ্মি না কর যতন ॥
অগ্নিহত হই আহ্মি তেজিব শরীর ।
এ বোলিআ বলিল কৌরব মহাবীর ॥
সঞ্জয় বোলেন তুহ্মি পরম পতিত ।
হেন অপমৃত্যু নহে তোহ্মার উচিত ॥
নৃপতি বোলেন সব শুনরে সঞ্জএ ।
বনেতে আছএ ধর্ম্ম মৃত্যুযুক্ত নহে ॥
জলে বা আনলে কিছু মরণ প্রকার ।
ধর্ম্মশাস্ত্রে কহিলেন্ত তপস্বী সংহার ॥
চল চল সঞ্জয় বিলম্ব না যুআএ ।
এ বলিয়া কহিল সমাধি সমবাএ ॥
পূর্ব্বমুখী রহিল গান্ধারী কুন্তী সমে ।
বন দহি আনল আসিল অনুক্রমে ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া সঞ্জয় চলি আইল ।
একচিত্তে নরনাথ ধ্যানেত বসিল ॥
ইন্দ্রিয় নিরোধ করি স্থির করি মন ।
ভাবএ পরম যতি অম্বিকানন্দন ॥
সুবলনন্দিনী আর জননী তোহ্মার ।
অগ্নিতে শরীর যুক্ত করি আপনার ॥
অগ্নিতে এড়াইল সঞ্জয় সুমতি ।
হিমবন্তগিরিতে গেল তপস্বী সঙ্গতি ॥

এইমতে কুরুরাজা পাইল নিধন ।
ভস্মীভূত শরীর দেখিল তিন জন ॥
না শুনিঅ যুধিষ্ঠির মৃত্যু হইল ভাল ।
তিন জন মৃত্যু হইল আনলে সংহার ॥
নারদের মুখে শুনি রাজার নিধন ।
উচ্চ স্বরে সর্ব্ব জনে করএ ক্রন্দন ॥
অন্তঃপুরে উঠিলেক ক্রন্দনের রোল ।
সর্ব্ব লোক কান্দএ যে নৃপতিমণ্ডল ॥
ধিক ধিক বলিআ পাণ্ডবঅধিকারী ।
ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কান্দে নয়ানে জল ধারি ॥
কুতূহলে পুছেন্ত যে রাজা জনমেজএ ।
বৈশম্পায়নে তবে কৈল ভারথএ ॥
ধৃতরাষ্ট্র তনুত্যাগ করুণ অতিশয় ।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয় ॥

পাণ্ডবদের শোক ও শ্রাদ্ধ-তর্পণ

ভ্রাতিসব কান্দএ কান্দএ উচ্চ স্বরে ।
মোহা কোলাহল হইল শব্দ যাএ দূরে ॥
আহ্মি সব থাকিতে থাকিতে বন্ধুগণ ।
বনদাহে হইলেক মাএর মরণ ॥
যাহার শতেক পুত্র ইন্দ্র সমোসর ।
দশ সহস্র হস্তী বল যার কলেবর ॥
হেন মোহারাজার মরণ হইল বনে ।
হেন মোহাজন দহে বনের দহনে ॥
বৃদ্ধ রাজা গান্ধারী বিকল শুচি মন ।
শতপুত্র শোকে তারা তেজিল জীবন ॥
কুন্তী মাও শুচম অসহ্য বনবাস ।
সর্ব্ব ভোগ এড়ি মাও তনু কৈল নাশ ॥
যুধিষ্ঠির ভীমসেন পার্থের জননী ।
দাবানলে দগ্ধ হইল কুন্তী যশস্বিনী ॥
বার্থে অগ্নি সন্তাপিলা বীর ধনঞ্জয় ।
উপকার না মানিল অগ্নি মোহাসএ ॥
ভিক্ষা মাগি অগ্নিএ ব্রাহ্মণ রূপ ধরি ।
অর্জ্জুনে তুষিলা তানে খাণ্ডব সংহারি ॥

CENTRAL LIBRARY

অগ্নির আছউক ধিক আছউক পার্থক।
আপনা জননী দহে সেই আনলক॥
ব্যর্থে অগ্নি দহিল তিনের কলেবর।
অকস্মাৎ অগ্নিদাহ হইল মুনিবর॥
তবে সব সহোদর সহিতে নৃপতি।
পৌরজন সহিতে চলএ শীঘ্রগতি॥
গঙ্গাতে মিলিল সব জ্ঞাতিগোত্র মিলি।
জ্ঞাতিসবে মিলিআ দিলেক জলাঞ্জলি॥
তিনজনের মৃতাকর্ম্ম কৈল বিধিমতে।
নানা দান করিলেক বেদসম্মতে॥
শ্রাদ্ধ বিধি ভক্ষ্য পূজা যথ দান কৈলে।
পুস্তক বিশাল হএ তাহান লেখিলে॥
গেলেন্ত নারদ মুনি রাজা আইল পুরে।
কথ কাল পাণ্ডব নৃপতি আইল পুরে॥
পঞ্চ দশ বৎসর আছিল যুবরাজ।
দ্বাদশ বৎসর রাজা কৈলা রাজকাজ॥
তৃতীয় বৎসর স্তব কৈল তপোবন।
তবে তানে সংহারিল বনের দাহন॥
পিতৃমাতৃ কর্ম্ম করি ধর্ম্ম নরপতি।
বিষণ্ণ বদনে কহে ধর্ম্ম নরপতি॥
অনুক্রমে রাজা করে ছতিশ বৎসর।
মহারাজ যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর॥
ষটতি বৎসর দেখএ পরিমিত।
তপোবনে শিলা বৃষ্টি করে আচম্বিত॥
অকস্মাৎ গগনেতে শুনিএ নির্ঘাত।
স্থানে স্থানে দেখে সব উল্কা হএ পাত॥
অস্ত্র শস্ত্র মণ্ডলি করএ পক্ষিগণ।
প্রতি স্রোতে রক্ত বহে যথ নদীগণ॥
দশ দিগ ভরি বিষ্টি করে অতুলিত।
আকাশ হইতে আঙ্গার বিষ্টি হইছে পতিত॥
লোহিত লোচন সূর্য্য না করে প্রকাশ।
গগনে কবন্ধ দেখি লোকে পাএ ত্রাস॥
চন্দ্রসূর্য্য যথ দেখি হইল ভঅন্তরে।
বহুত উৎপাত দেখি পৃথিবী ভিতর॥

অকস্মাৎ দূতে আসি কহিল বৃত্তান্ত।
সকল রহস্য লইল বিষ্টির সহেন্ত॥
মৃত্যুকল্প হইল রাজা শুনিআ বচন।
বৃষ্ণি বংশ ক্ষয় বাসুদেবের নিধন॥
দুঃখে শোকে বোলিল পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
সকল অসার ভবে কৃষ্ণক হারাই॥
সঞ্জয় বোলেন রাজা কহ মহাশএ।
কোনমতে বৃষ্ণি বংশ হইলেক ক্ষএ।
কহেন্ত সকল কথা করুণাসাগর।
কোনমতে শরীর এড়িলা দামোদর॥
যেনমতে বৃষ্ণি বংশে হইল মুনির শাপ।
এরকা সংগ্রাম হইল যেই * * * * ॥
যেনমতে বৃষ্ণি বংশে হইল নিধন।
সম্বাবাআ ছিল যেন নরনারায়ণ॥
মহাভারথের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি
জনমেজয় মোহারাজা চন্দ্রবংশপতি।
বৈশম্পায়ন মুনি স্থানে শুনিল নৃপতি॥
ব্যাসের রচিত কথা যথ ইতিহাস।
সঞ্জয় কহিল কথা করিয়া প্রকাশ॥

ভারথের পুণ্য কথা যথ ইতিহাস।
পণ্ডিতের সুধারস মূর্খের হুতাশ॥
এহি প্রসঙ্গ কথা শুনে জনমেজয়।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়॥

এই সকল কথা যদি শুনে একমনে।
অন্তাকালে চলি যাএ বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নদেব ব্যাসের কবিতা॥
ইঙ্গিত করিআ শুনে করে উপহাস।
অশ্বমেধ করিলে হএ নরকেত বাস॥
শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়া সব করি বিরচন।
বিঘ্ননাশ হএ ভক্তি লাভের কারণ॥

CENTRAL LIBRARY

মৌষল পর্ব

CENTRAL LIBRARY

মৌষল পর্ব

শাম্বের মুষল প্রসব : দ্বারকায় দুর্লক্ষণ

আশ্রম পর্ব্ব কথা হইল সমাধান ।
মুষল পর্ব্বের কথা কর অবধান ॥
জনমেজয় রাজা তবে মুনি কহন্ত ।
কোনমতে হইল তবে বৃষ্ণিবংশ অন্ত ॥
কহএ সকল কথা করুণাসাগর ।
যেনমতে শরীর ছাড়িল দামোদর ॥
যেনমতে বৃষ্ণিবংশ হইল নিধন ।
সম্বাদ আছিল যথ নরনারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের সার ।
সঞ্জয় কহিল কথা পাপী হইতে পার ॥

তবে কৃষ্ণ বলভদ্র প্রতাপে অপার ।
কথকাল নির্ব্বহিল আনন্দ অপার ॥
দ্বারকাতে বৃষ্ণিবংশ আছএ আনন্দে ।
নানা কেলি কুতূহল করএ সানন্দে ॥
হেনকালে দ্বারকাতে আইল তিন মুনি ।
যেহেন আনল তিনে সঞ্চরে মেদিনী ॥
বিশ্বামিত্র মুনি আর কণ্ব তপোধন ।
দেবর্ষি নারদ সাক্ষাতে হুতাশন ॥
গদা সারণ প্রভৃতি সকল মহাবীর ।
নানা দিব্য আভরণ বিষ্টিত শরীর ॥
বিপত্তি সমঅ হইলে বুদ্ধি হএ নাশ ।
সবে বেড়ি মুনিরে করএ উপহাস ॥
নৌতুন কামিনী দেখ হইছে গর্ভবতী ।
এহার কি বাঞ্ছা হএ কহ মোহামতী ॥
এই হোতে কিবা হইব গর্ভের সম্ভব ।
জ্ঞানদৃষ্টি বিচারিয়া কহ মুনিবর ॥
বোলিল নারদ বক্র বিশ্বামিত্র মুনি ।
কৃষ্ণের তনয় শাম্ব নাহএ রমণী ॥
এহার গর্ভেতে হইছে যেই লোহার মুষল ।
বৃষ্ণিবংশ নাশ হইব শুন মোহাবল ॥
কৃষ্ণ বলভদ্র বিনে সংহারিব কুল ।
বলভদ্র প্রবেশিব সমুদ্রের জল ॥
কৃষ্ণেরে ভেদিব যে ব্যাধ মোহাজন ।
সলিলে প্রবেশ হইব দেবনারায়ণ ॥
কৃষ্ণেতে কহিল গিআ সকল কথন ।
ভবিতব্য ভাবিআ চলিল নারায়ণ ॥
আর দিনে সেই গর্ভে জন্মিল মুষল ।
বৃষ্ণিবংশ নাশেরে চলিলা মোহাবল ॥
যথেক বীরেতে কৃষ্ণ কৈলা ততক্ষণ ।
আজ্ঞা কৈল যদুনাথ দেব নারায়ণ ॥
ছিন্নহুত করিআ সমুদ্রে নিক্ষেপিলা ।
নগরে নগরে সব ঘোষণা ঘুষিলা ॥
যেই গৃহে পাইলেক মধুর সন্ধান ।
সবান্ধবে সংহারিব লইব পরাণ ॥
হেনমত নিপম করিব রাত্রিদিন ।
বৃষ্ণিবংশ সকল আছএ সাবধান ॥
কৃষ্ণ বলভদ্র আর যথ বীর সবে ।
সাবধানে দ্বারকায় থাকএ রাত্রিদিনে ॥
বৃষ্ণিবংশে সকল আছএ অস্ত্রবলে ।
সর্ব্ব সেনা পালএ গোবিন্দ মোহাবলে ॥
বৃষ্ণিবংশে ঘরে ঘরে পর্য্যটএ কলি ।
নানা অকুশল দেখে সব মোহাবলী ॥

উদবিগ্ন পবন বহে পরম দারুণ।
দিনে দিনে ক্ষয়ত বহুল অকুশল॥
প্রতিদিনে মুষিকে নিত্য করে রব।
অনাহেতু সুরঙ্গ করএ ঘরে সব॥
নিদ্রাকালে মুখ কেশ খাঅএ মুষিকে।
টিটীকারি ঘরে সব সেই রঅ সুখে॥
রাত্রিদিনে পেচকে করএ কোলাহলে।
অকুশল শব্দ করে জন্তুসকল॥
উচ্চ করি রব করে কাকসকলে।
শৃগালের রব যেন করএ ছাগলে॥
রক্তপিণ্ড বহে কথ কাপে বিহঙ্গম।
ঘরের উপরে করে না করে সম্ভ্রম॥
গোরু হোতে গর্দ্দভ জন্মাএ স্থানে স্থানে।
হস্তীসবে প্রসবএ অশ্বের সমানে॥
শৃগালে বিড়াল হএ নেউলে মুষিক।
হেন বিপরীত হইল নাশ হৈব বৃষ্ণিক॥
অধর্ম্ম করিআ হেন না করে বিধিক।
দেবপিতৃ হিংসএ ব্রাহ্মণে নিতি নিত॥
বৃষ্ণিবংশে অবজ্ঞা করএ গুরুজন।
না করএ লোক সবে ধর্ম্মের ভাবন॥
পত্নীসবে স্বামীকে বোলএ মন্দবাণী।
পতিসবে আক্রোশন্ত আপনা রমণী॥
উদএ অস্তেতে সূর্য্য দেখি বিপরীত।
সর্ব্বক্ষণ দেখি সূর্য্য কবন্ধে বেষ্টিত॥
রন্ধনশালাতে নহে ওদএ ব্যঞ্জন।
অন্নেতে জন্মাএ কীট দেখে সর্ব্বজন॥
আকাশেতে নিত্য যুদ্ধ করএ নক্ষত্র।
আর যথ অকুশল তার নাহি অন্ত॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিবার কালে।
শব্দ করিয়া উঠে গর্দ্দভ সকলে॥
সেই সব দেখিআ গোবিন্দ মোহাশএ।
মনে মনে চিন্তিলেক কাল বিসর্জ্জএ॥
গান্ধারীর বচন স্মরিয়া মনে মনে।
তীর্থযাত্রা মন কৈলা দেবনারায়ণ॥
নগরে ঘোষণা দিল দেব জনার্দ্দন।
তীর্থ যাত্রা যাইবেন জ্ঞাতিগণ সম॥

যাদবগণের বিনাশ

সকল সুসজ্জ হএ সব সশঙ্কিত।
সমুদ্রের কূলে কালি যাইব নিশ্চিত॥
রক্তবর্ণ কলেবর ধবল বসন॥
অট্ট অট্ট হাসএ দ্বারকানারীগণ।
স্ত্রীসব উপদ্রব করে ঘরে ঘরে॥
নানা অমঙ্গল দেখে প্রতি ঘরদ্বারে॥
শোভমঅ চক্রাকার দিলা পুরন্দর।
যাহাতে জগত জিনে কৃষ্ণ ধনুর্দ্ধর॥
গগনে চলিল চন্দ্র দেখে সর্ব্বজন।
তাহারে হরিয়া নিলো অপছরার গণ॥
তীর্থ যাত্রাএ সব আকাশাতে বাণী।
ভবিতব্য কেবল যে দেবচক্রপাণি॥
মৎস্য মাংস সন্দেশ বহুল তারি আনি।
নানা ভক্ষ ভোজ্য পিএ দেবচক্রপাণি॥
রথধ্বজ পতাকা সাজিল বহুতর।
কুতূহলে চলিলা সকল বৃষ্ণিবর॥
যদুর বীর সব সংসারের সার।
চলিলা সমুদ্রতীরে পৃথিবীর ধার॥
প্রভাসতীর্থেতে গেলা কুতূহল মনে।
যথ স্থানে দেখি তথা সিন্ধু বিদ্যমানে॥
সমুদ্র দেখিআ যে বলিলা জনার্দ্দন।
স্নান করে বস্ত্রধরে জলে জনার্দ্দন॥
সভাকারে কহিআ করিলা নিবারণ।
কালে পাইল বৃষ্ণি বংশ না পুজে ব্রাহ্মণ॥
চলিল উর্দ্ধ সঙ্গে যাইব সর্ব্ব জন।
হেনহেতু সকলে ত্যাগিব নারায়ণ॥
ব্রহ্মতেজ ধরএ যে প্রকাশ বদনী।
পুরোহিত উত্তর চলিলা অনুমানি॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মধু পিএ হলীরাম।
সবে মধু পান করে নাহিক বিশ্রাম॥

CENTRAL LIBRARY

যুযুধান বীরগণ সম্ভূয় আদি করি।
সভে মধু পান করে লজ্জা পরিহরি ॥
মধুপানে মত্ত হইয়া শিলির নন্দন।
কৃতবর্ম্মা বীরেরে বোলএ দুর্ব্বচন ॥
কোন হেতু ক্ষেত্রিএ যে আছএ কুতূহলে।
নিদ্রাকালে গিয়া সব পাঞ্চাল সংহারে ॥
হেন দোষে বোলে তোরে যথ বীরগণ।
লজ্জাএ যে বীরগণে না বোলে বচন ॥
হেনকালে উচ্চা হইল প্রদ্যুম্ন কুমার।
ক্রোধ হইল কৃতব্রহ্মা বীর অবতার ॥
বাম হাতে ধরিআ যে অগ্নি পুরস্কার।
সাত্যকিক বোলএ ইঙ্গিত নৃপবরে ॥
ভূরিশ্রবা মোহাবীর ভুবন দুর্জ্জয়।
প্রাণ এড়িতে বীর বসিল ধ্যানএ ॥
তুহ্মি কেনে বধ কৈলা তাকে বধ করি।
আপনা প্রসঙ্গ কর বীর মনে ধরি ॥
কৃষ্ণের জন্মিল ক্রোধ এসব বচনে।
ফাল দিআ উটালেক যুযুধান বীরে ॥
এই * * দৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি।
দ্রৌপদীর পুত্র মরে তাহান সঙ্গতি ॥
এ বোলিআ স্বর্গ হোতে শিলির নন্দন।
হানিলেক মস্তক কাটিল ততক্ষণ ॥
কৃতবর্ম্মা কাটিল কাটিল আর জন।
আপনে গোবিন্দ নিবারে সর্ব্বজন ॥
সাত্যকিরে বেড়িয়া হানেন্ত বীরগণ।
ভবিতব্য জানিআ নিবারে জনার্দ্দন ॥
উৎচ্ছিষ্ট ভোজন পাত্রে হানি নিরন্তর।
ইন্দ্র বজ্র হেন পড়ে সাত্যকি উপর ॥
সাত্যকিরে রাখিতে প্রদ্যুম্নবীর আইল।
গজের সমাজে যেন গজেন্দ্র ধাইল ॥
ভোজ সমে যুদ্ধ করে অন্ধকবীরগণ।
সাত্যকিরে হানএ যেন শৃঙ্গের গমন ॥
ভোজ সমে বীর পরে গণিতে না পারি।
সাত্যকিরে সংহারিল ভোজসব বেড়ি ॥

পুত্রের শরীর পড়ে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ।
কোপে কম্পমান হইলো দেবজগন্নাথ ॥
এরকা মারিয়া সবে করএ নিধন।
দৃষ্টিমাত্র সংহারিল ভোজকের গণ ॥
পূর্ব্বে যে মুষল অস্ত্র ক্ষেপিলা সাগরে।
তরঙ্গে পেলাইলু কূলে আনিয়া তাহারে ॥
এরকা তৃণ তাহাতে জন্মিল বিস্তর।
মুনিশাপে হইলো যে অস্ত্র সম শর ॥
তাহাতে এরএ যেবা করএ প্রহার।
লোহার মুষল যেন পড়ে বজ্রসার ॥
বাপে হানে পুত্রেরে যে পুত্রে হানে বাপ।
তৃণ হইলো মুষল বিষম ব্রহ্মশাপ ॥
অন্তে অন্তে যুদ্ধ করি সব হইলো ক্ষএ।
পলাইতে স্থান নাই কাল পর্য্যটএ ॥
এরকা মুষল লইআ দেব জনার্দ্দন।
কোপে কাপে জনার্দ্দন অধীর নআন ॥
আপনা সাক্ষাতে পড়ে যথ যথ বীর।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নের পড়িলেক শির ॥
সর্ব্ব বীর পড়িলেক দেখিলে গোচর।
দেখিআ রুষিলা কোপে দেবদামোদর ॥
নিশেষ করিআ সব করএ সংহার।
ক্রোধে কৃষ্ণে ভুগেন্ত নিতান্ত অবতার ॥
বজ্র আর দারুকে নিবারে দুইজনে।
সকল সংহার হইলো ক্রোধ কি কারণে ॥
বলভদ্র আদেশে বেড়এ মোহশএ।
শুনিআ মরণ হইলো কৃষ্ণের মনএ ॥

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ

অন্বেষিয়া দেখেন্ত যে সব তরুবর।
চিন্তাযুক্ত ভূমিতে শয়ন হলধর ॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে বোলিলা বচন।
অর্জ্জুনেরে কহ গিআ এই বিবরণ ॥
শীঘ্র যাএ কুরুরাজ্যে দারুক সারথি।
সত্বরে আনহ গিআ পার্থ মোহামতি ॥

দারুক চলিল তবে বভ্রু মোহামতি।
অন্তঃপুরে রাখ গিআ বভ্রু বসুমতী॥
ধনু নাড়ে দৈত্যগণে রুধিবেক পুরী।
বভ্রু তীর চলি যাএ কৃষ্ণবাক্য ধরি॥
ব্রহ্মশাপ দুরন্ত এরকা যার নাম।
কথ দূরে গিআ বভ্রু করিল বিশ্রাম॥
দৈবগতি পড়িল তাহার কলেবর।
ততক্ষণে বভ্রু গেল যমের যে ঘর॥
তবে কৃষ্ণে উঠিয়া বলিলা হলধর।
আহ্মি যাই দ্বারাবতী পুরীর ভিতর॥
নারীগণ সমর্পিব জ্ঞাতি গোপ সনে।
তবেত আহ্মার প্রতি থাক এই স্থানে॥
তবেত গোবিন্দ গেল পুরী দ্বারাবতী।
বাপের মাএর পাএ করিল প্রণতি॥
বাপ মাও প্রণমিআ বলিল বচন।
সাবধানে রাখ অন্তঃপুরের নারীগণ॥
যাবত অর্জ্জুন আসে হও সাবধান।
যদুবংশ নাশ হইল মোর বিদ্যমান॥
হেন বাক্য শুনি বাসুদেব মোহামতি।
অচেতন ভূমিতে পড়িল নরপতি॥
বহুবিধ সান্ত্বাইল দেব নারায়ণ।
ব্রহ্মশাপ হইল বাপু না কর ক্রন্দন॥
গান্ধারীএ শাপ দিল মনে করি সার।
তে কারণে হইল বাপু বংশের সংহার॥
হেন বলি জনার্দ্দনে বাপের চরণে।
মাথে পরশাইয়া যায় ত্বরিত গমনে॥
অন্তঃপুরে কোলাহল উঠিল তখন।
শব্দ শুনি বক্তিলেক দেবকীনন্দন॥
প্রবোধন্ত সভাকে যে স্বামী মোহাশএ।
তুহ্মি সব সুখে থাক না বক্তিয় ভএ॥
অর্জ্জুনে খণ্ডাইব সব করিব পোষণ।
এথ বলি বিমোহিতে চলে নারায়ণ॥
বলভদ্র দেখিলেন শয়ন উপর।
যোগমুক্তি হইআছে দেব হলধর॥

হেনকালে দারুক সারথি ধাই আইল।
বন্ধনেতে বৎস দেখি যেন গাভী ধাইল॥
একদৃষ্টে দারুকের নেহানে পঞ্চ ভাই।
ব্রহ্মশাপ বৃত্তান্ত কহেন্ত তান ঠাই॥
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক আর যদুবংশ।
ব্রহ্মশাপে এ সকল কালে পাইল ভগ্ন॥
শুনিআ বিলাপে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
শোকে সন্তাপিত চিত্ত করএ ক্রন্দন॥
অন্তেবাস্তে অর্জ্জুন চলিল ততক্ষণ।
যুধিষ্ঠির প্রণমিল বিষণ্ণ বদন॥
ভাই সব সম্ভাষিআ চলে মোহাজন।
দ্বারিকা দেখিতে রথ কৈল আরোহণ॥
দারুক সারথি রথে চলে ধনঞ্জএ।
হেনকালে চলি আইল দ্বারিকা আলএ॥
দ্বারিকা দেখিল বীর লক্ষ্মীএ বর্জ্জিত।
বিধবা রমণী যেন ভুবনরহিত॥
লোকনাথ বেগবন্ত কৃষ্ণ যার মতি।
বিলাপ করএ শত সহস্র যুবতী॥
অর্জ্জুনক দেখি দুই গুণ হইল শোক।
উচ্চস্বরে বিলাপন্ত অন্তঃপুরে লোক॥
হৃদয় বিদর হএ পার্থ মোহাজন।
পরম বিষাদ হইল তুহ্মি বিষণ্ণ বদন॥
পতিপুত্রহীন সবে করএ রোদন।
আকাশের চন্দ্র যেন ভূমিতে লোটন॥
অর্জ্জুনক দেখিআ বোলেন্ত নারীগণ।
কৃষ্ণের পরম বন্ধু তুহ্মি মোহাজন॥
সত্যভামা সহিতে রুক্মিণী আদি নারী।
ভূমিতে পড়িআ সবে বাহে গড়াগড়ি॥
দেখিআ রোদন করে কুন্তীর নন্দন।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন॥
হা হা কৃষ্ণ অনাথের গতি মহাশএ।
এ বলি ভূমিতে পড়ে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়॥
অর্জ্জুনক বেড়ি সবে করে কোলাহল।
পৃথিবীতে স্রোত বহে নয়ানের জল॥

CENTRAL LIBRARY

অর্জ্জুনক ধরিআ তুলিল নারীগণে।
কথঞ্চিত বৈসাইল কনক আসনে ॥
সত্যভামা রুক্মিণীরে করিআ আশ্বাস।
প্রবোধিল অর্জ্জুন যে কহি উপদেশ ॥
দ্বারিকার যথ লোক সর্ব্বসমুদিত।
এরকার মৈধ্যে গেল কৃষ্ণেরে দেখিতে ॥
জ্ঞাতিসবে বোলে কৃষ্ণ তেজিব সংসার।
গুষ্টিসমে চলিল কৃষ্ণের পরিবার ॥
যার যার নিজ পতির চরণে পড়িআ।
বধূ সবে কান্দএ যে ধূলাএ লোটাইয়া ॥
কেহ বোলে কোথা গেল প্রাণের ঈশ্বর।
প্রাণের দুর্লভ প্রভু না দেন উত্তর ॥
বোলাই না গেলা প্রভু কিসের কারণ।
সংসার তরাইলা কৃষ্ণে বোলে সর্ব্বজন ॥
ষোল সহস্র তিনশত অষ্ট রমণী।
দশ দশ পুত্র সমে এক এক নারী ॥
আর যথ পরিবার সংখ্যা কৈব কথি।
এক এক পুত্র সমে দশ দশ নাতি ॥
কৃষ্ণ আদি যথ জন দ্বারিকা বৈসএ।
দশ দশ অংশভাবে বাড়ী বাড়ী যাএ ॥
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে সব কথ সংখ্যা করি।
একবারে যদু বংশ কেবা নিল হরি ॥
কান্দএ রুক্মিণী সত্যভামা জাম্বুবতী।
কোটি কোটি নারী কান্দে তাহান সঙ্গতি ॥
কান্দএ যে জাম্বুবতী নআনে বহে জল।
গজমুক্তামালা যেন প্রসবে সকল ॥
প্রভাতের চন্দ্র যেন বদন প্রকাশ।
সর্পের সমান যেন বদন নিশ্বাস ॥
কৃষ্ণে বোলেন্ত বিধি বড়হি দারুণ।
এই জীবনের লাগি হইল নিধন ॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ পুত্র বড় সুপণ্ডিত।
একবারে মৈল সব আনন্দ লিখিত ॥
ভুবনেতে এথ মোকে দেখি কোনজন।
কার কার গুণ মুই করিমু স্মরণ ॥

সোন্দর পরম বধূ বিষন্ন বদন।
পতিপুত্রহীন সব করএ রোদন ॥
পরম সোন্দর বধূ ধূলাএ দোসর।
দেখিতে দেখিতে মোর দহে কলেবর ॥
কোটি কোটি কুমার পড়িল একেবারে।
গান্ধারীর শাপে হইল এথেক আন্ধারে ॥
এই শোক খণ্ডাইতে নাহি প্রতিকার।
ত্যজিমু শরীর আহ্মি মনে কৈল সার ॥
হেনকালে অর্জ্জুন আসিল আচম্বিত।
অর্জ্জুনক দেখি কৃষ্ণ হইলা সানন্দিত ॥
করুণা বচনে কহে বংশের নিধন।
শাম্ব আদি মরণ হইল যে কারণ ॥
পরম সোন্দর তব রত্নের ভূষিত।
চন্দ্র সূর্য্য পড়ি যেন লোটাএ ভূমিত ॥
নারীসব ক্রন্দন যে করএ বহুল।
অতিশোকে আকুল হইল কমললোচন ॥
অর্জ্জুনের স্থানে কৃষ্ণ বলিল বিস্তর।
প্রত্যাশ করিল আহ্মি অতি বহুতর ॥
তুহ্মি হেন বন্ধু নাহি ভুবন ভিতর।
একহি শরীর মোর জন্ম জন্মান্তর ॥
হৃদএতে ছিল মোর তোহ্মা অদর্শন।
শরীর ছাড়িব আহ্মি তোহ্মা বিদ্যমান ॥
এই জীবনের হেতু এথ অহঙ্কার।
ক্ষেণেকে যে ইষ্টমিত্র না দেখিএ আর ॥
এই যদুবংশ দেখ ক্ষেত্রির বিনাশ।
ক্ষেণেক জীবন হেতু সহস্রেক আশ ॥
অসার সংসার জান সব ধন্দমতি।
পাপ পুণ্য এহি মাত্র যাইব সঙ্গতি ॥
অর্জ্জুনের হস্তে ধরি কৃষ্ণে কহে বাণী।
মোর অনুরোধ পাল সুভদ্রাভগিনী ॥
নারীগণ সকল সমর্পিলুম তোহ্মার হাতে।
শরীর তেজিমু আহ্মি কহিল নিশ্চিতে ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত শোক ভাব কি কারণ।
জীবন মরণ সব ললাট লিখন ॥

CENTRAL LIBRARY

কাম ক্রোধ লোভ মোহ তোহ্মার সৃজন।
তোহ্মারে লঙ্ঘিব শোকে কিসের কারণ॥
তোহ্মাতে যে জন্মিলেক এথেক সন্ততি।
যদুকুল রৈক্ষা পাএ তোহ্মার সন্ততি॥
কৃষ্ণে বোলে ধনঞ্জয় না বোল বচন।
যথ শোকে দহে মোর না রহে জীবন॥
বিবচিআ চাহ মোর শরীরে না সএ।
শরীর তেজিমু আহ্মি কহিল নিশ্চএ॥
শরীর ছাড়িব কৃষ্ণ দড় কৈল মতি।
আগে গেল যদুবংশ সকল প্রভৃতি॥
আজ্ঞা পাইআ চলিলেক পাণ্ডব কৌরব।
লৈক্ষে লৈক্ষে কোটি কোটি রম্য সরোবর॥
লৈক্ষ লৈক্ষ চিতা সব কৈল রাশি রাশি।
তৈল ঘৃত ঢালে লৈক্ষ কলসী কলসী॥
পতিপুত্র শোকে কান্দে যথ নারীগণ।
বিলাপ কহিব কিছু উষার ক্রন্দন॥

লাচাড়ি

এই যদু বংশ বীরে অষ্টবক্র দুরাচারে
ব্রহ্মশাপে সব হইল ক্ষএ।
নাহি সব দুঃখ সার মৈল সব একবার
এই শোক শরীরে না সএ॥
হা হা বিধি নিদারুণ উষা বোলে করুণ
এথ শোক দিল যাদবেরে।
শ্বশুর শাশুড়ী অতি দেবভাই সুরপতি
যথ গুণ কহিব কাহারে॥
যদু বংশ কুমার সব মৈল একবার
কোন লৈক্ষে জিবেন রুক্মিণী।
হা হা প্রভু অনিরুদ্ধ খেরি খেরি দিলা যুদ্ধ
মোরে এড়ি গেলা অনাথিনী॥

হইল তোহ্মার মরণ যদুবংশ নিধন
বংশ কিছু না রহিল আর।
না সহিমু এথ ক্লেশ অগ্নি করি প্রবেশ
সঞ্জএ রচিল পয়ার॥

উষা বোলে প্রভু সঙ্গে তাজিমু জীবন।
সত্বরে চালাও মোরে পাণ্ডুর নন্দন॥
অর্জ্জুনে বোলেন মাও চল শীঘ্রগতি।
প্রভাতেতে স্নান করি ভাব নিজ পতি॥
স্নান করিলেক উষা প্রভাসের জলে।
প্রদক্ষিণ করি রহে কুণ্ডের উত্তরে॥
বেদের বিধানে শির স্থানে অগ্নি দিল।
অনিরুদ্ধ কোলে করি জীবন তেজিল॥
অগ্নিমএ হইল দ্বারকা নগর।
নাহি রম্য তরুসব নাহি দেখি ঘর॥
যদুবংশ নাশ হইল শাপের কারণ।
বেদাচারে দাহন কৈল প্রতি জনে জন॥
তাহা দেখি করুণা বোলে দেব হলধর।
শ্বেত সর্প হইয়া নামে জলের ভিতর॥
আবশ্য মরিব দেখি কাল ব্রহ্মশাপে।
শোকে দগ্ধ হইয়া কেনে মরিব বিপাকে॥
সহজে অনন্ত মুক্তি দেহ হলধর।
বলভদ্র মুখে জলে শ্বেত বিষধর॥
ধনঞ্জয় প্রভৃতি যথেক নাগগণ।
আপনে বরুণ রাজা আইল ততক্ষণ॥
বারিআ নেঅন্ত সবে মন কুতূহলে।
বিস্মমান দেখিলেক কৃষ্ণ মোহাবলে॥
পাত্রমিত্রি কেহ বোলে নেয় প্রভু তোহ্মা সংহতি।
তোহ্মার যে গতি হএ আহ্মার সে গতি॥
কৃষ্ণে বোলে নারীসবে চলি যাও ঘর।
পার্থ পাঠাইয়া তোহ্মা নেআইমু সত্বর॥
না কেহ রুক্মিণী জাম্বুবতী সত্যভামা।
কিছুমাত্র বিলম্বে আহ্মারে পাইব সমা॥

CENTRAL LIBRARY

কেহ প্রত্যয় যায় কেহ প্রত্যয় না যাএ।
নারীগণ সম্বোধিয়া বোলে যদুরাএ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন তারা পাছে পাছে ধাএ।
মাথে হাত দিয়া সবে কান্দে উচ্চরাএ॥
হা হা প্রভু যদুরাএ কথাতে চলিলা।
আহ্মি সব পাপীজন কাতে সমর্পিলা॥
ব্রহ্মাএ ভাবএ যার চরণকমল।
অনাথের নাথ প্রভু সেবক বৎসল॥
এহেন দারুণ বোলে দ্বারিকার জন॥
মধুর বচনে সম্ভাষিলা নারীগণ॥
বাপ মাও মৈল শোক ভএতে দুঃখিত।
কেবা কথাএ মরিতে যাএ কাহার সহিত॥
আপনে ডুবিলা হরি আপনা মায়াএ।
নয়ানের জল পড়ে ফিরি ফিরি চাহে॥
অর্জ্জুনের হাতে ধরি কথ দূরে যাএ।
শ্রীকৃষ্ণ কহিআ তবে অর্জ্জুন বুঝাএ॥
তুহ্মি হেন বন্ধু নাহি ভুবন ভিতর।
আহ্মার অভাবে তুহ্মি না হইয় কাতর॥
যখনে জনম হএ তখনে মরণ।
মরণের লাগি কান্দ কিসের কারণ॥
দশরথ মহাত্রাতা শ্রীরাম দশানন।
মৃত্যুএ শৃঙ্গার কৈল হেন রাজাগণ॥
এহেন মরণ সব সৃজিল আহ্মার।
মথুরাতে নেয় সব নারী রাখিবার॥
অর্জ্জুনেরে হেন আজ্ঞা যদি কৈল হরি।
তোহ্মার সহিতে আহ্মি যোগবলে মরি॥
সুগ্রীব অঙ্গদ গেল আহ্মার সহিতে।
রাজার সহিতে দেশে যাইতে উচিতে॥
কৃষ্ণে বোল ধনঞ্জয় আহ্মা আজ্ঞা পালি।
নারীগণ মথুরাতে চালাও শীঘ্র করি॥
অর্জ্জুনেরে কোল দিআ যাএ যদুপতি।
যথ বীর্য্য ছিল তান নিলেক সঙ্গতি॥

কৃষ্ণের শুনিল যদি বচন দারুণ।
করুণা লাচাড়ি করি কান্দএ অর্জ্জুন॥
কাকুতি করিআ তৃণ দশনেতে লইয়া।
যাইব যাদব সঙ্গে শরীর ছাড়িয়া॥
নারায়ণ ছাড়ি আহ্মি যাইব কেমনে।
কেমন পাতকী আহ্মি জানহ আপনে॥
তোহ্মা এড়ি যাইব আহ্মি দ্বারকানগরী।
কোনমতে প্রবোধিমু ষোল সহস্র নারী॥
কি কথা কহিমু গিআ পূজি যুধিষ্ঠির।
বৈকুণ্ঠে চলিল হরি তেজিআ শরীর॥
কৃষ্ণে বোলে ধনঞ্জয় কান্দ কি কারণ।
কেনে মৈল তোহ্মা পিতা পাণ্ডু মোহাজন॥
কোথা হইতে আইল মুনি কি কৈল সন্ধান।
দুর্ব্বাশার ব্রহ্মশাপ নাহিক এড়ান॥
অষ্টবক্রে কৈল যদুবংশের নিধন।
সেই যদুবংশ মৈল কান্দ কি কারণ॥
বলভদ্র গেল তবে ভুজঙ্গ আলএ।
অরণ্যেতে প্রবেশিল কৃষ্ণ মোহাশএ॥
শূন্য বনে চিন্তিতে চিন্তিতে জনার্দ্দন।
স্মরিলেক গান্ধারীর শাপ দুর্ব্বচন॥
দুর্ব্বাসাএ পূর্ব্বে যেই কহিলেক বাণী।
অনুক্রমে সে সকল কহিল চক্রপাণি॥
কুরু বিরিঞ্চি অন্ধক[১] বংশ স্মরিয়া অনন্ত।
হৃদএতে শান্ত কৈল কৃষ্ণ ভগবন্ত॥
সেই সব মনে করি এই সে উচিত।
শরীর রাখন তবে না হএ উচিত॥
একচিত্তে বাসুদেব যোগ ধরি মন।
শাল বৃক্ষ পাই কৃষ্ণ করে আরোহণ॥
অর্জ্জুন উরুতে কৃষ্ণ শির আরোপিআ।
শয়ন করিল দুই চরণ তুলিআ॥
জরা নামে এক ব্যাধ আইল সেই বনে।
মৃগ বলি বাণ এড়ে কৃষ্ণের চরণে॥

১. পুথির পাঠ অন্দ

CENTRAL LIBRARY

বজ্র হেন ফুটে বাণ চরণকমলে ।
* * * * * * * * * * * * * * ॥
মৃগ বোলি ধরিবারে যাএন সত্বরে ।
দেখিলেক চতুর্ভুজ কৃষ্ণে শোভা করে ॥
কম্পমান হইল ব্যাধ কৈলম অপকর্ম্ম ।
দুই পাএ ধরিয়া স্মরএ ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
পূর্ণ শশধর মুখ সজল নআন ।
অধর রাতুল জিনি মুকুতা দশন ॥
শোভিছে দক্ষিণে বামে লক্ষ্মীসরস্বতী ।
সমুখে গরুড় পক্ষী করে বহু স্মতি ॥
এথেক দেখিআ ব্যাধ হইল কাতর ।
দণ্ডবৎ হইআ পড়ে ভূমির উপর ॥
অনাথের নাথ তুহ্মি সেবকবৎসল ॥
সেবকের দোষ ক্ষেম বালকসকল ॥
কৃষ্ণে বোলে ভয় কিছু না করিঅ ব্যাধ ।
আহ্মার নিরবন্ধ তোর নাহি অপরাধ ॥
এথ কালে পাই সেই মারি পিতৃবৈরী ।
এহেন দৈবের যোগ বুঝিতে না পারি ॥
উর্দ্ধমুখে স্তপ করে যুগ যুগান্তর ।
সেহি জনে নাহি দেখে চরণকমল ॥
হেন রূপ আহ্মি তোহ্মা দেখাইল নয়ানে ।
মরিলে স্বর্গেতে যাইবা বোলে নারায়ণে ॥
রথ লইআ নামিলেক দেব পুরন্দর ।
রথে চড়ি যাও তুহ্মি অমরানগর ॥
অর্জ্জুনের হাতে ধরি চলিলা গোসাই ।
তোহ্মার শরীর মোর কিছু ভিন্ন নাই ॥
মনস্কাম পূর্ণ মোর আপনে করিবা ।
নারীগণ নিআ সব মথুরাতে থুইবা ॥
পারিজাত পুষ্প যাউক দেবের সভাএ ।
দ্বারিকানগরী যেন সাগরে না পাএ ॥
কার্ত্তিকের পূর্ণমাসী পাইআ সেই দিনে ।
দেউনের ছরা যেন দেখে সর্ব্বজনে ॥
শরীর ছাড়িব কৃষ্ণ সার কৈল মনে ।
ধ্যান করি বসিলেক নিজ যোগসনে ॥
বার তিথি সহিতে পূরেন কৃষ্ণ মন ।
ধ্যান করি বসিলেক নিজ যোগাসন ॥
ভেশ খসাইয়া আজ্ঞা দিলা ততক্ষণ ।
আজ্ঞা দিলা অর্জ্জুনেরে দেবনারায়ণ ॥
পৃথিবী গগন ছাড়ি জ্যোতি উঠে দূর ।
মোহাজ্যোতি উঠি সব যাএ দেবপুর ॥
অষ্টাদশ আইলেক আর রুদ্রগণ ।
মিলিলেক অশ্বিনীকুমার দুইজন ॥
মুনি সিদ্ধা গন্ধর্ব্ব আইলা ততক্ষণ ।
সানন্দে বেড়িআ যান্ত দেবনারায়ণ ॥
আর যথ দেবগণে করএ প্রণতি ।
ব্রহ্মঋষিগণে করে বেদমন্ত্রে স্তুতি ॥
কৃষ্ণ বলভদ্র আর প্রকৃতি শরীর ।
এথ দেখি দুঃখ পাইল পার্থ মোহাবীর ॥

অর্জুনের বিলাপ :
নারীদের লইয়া প্রত্যাবর্তন

হা হা কৃষ্ণ বলি পার্থ হরিল চৈতন্য ।
তুহ্মি হেন বন্ধু আর নাহি ত্রিভুবন ॥
মুই হেন সেবকেরে গেলেন্ত এড়িয়া ।
এথ অনুগ্রহ করি গেলেন্ত ছাড়িয়া ॥
হাসিতে বসিতে যুক্তি আর কার সনে ।
শঅন ভোজন নাহি বিনীত অর্জ্জুনে ॥
শত্রু নিবারিল আহ্মি তোহ্মার সংহতি ।
তুহ্মি স্বর্গে গেলা প্রভু মোর কোন গতি ॥
আকাশে থাকিয়া দেব করে হাহাকার ।
মৃতা শরীর মোর কর সংস্কার ॥
যুগে যুগে সখা তুহ্মি হইবা আহ্মার ।
তুহ্মি হেন বন্ধু নাহি জগতসংসার ॥
সত্যভামা জাম্বুবতী রুক্মিণী কান্দিতে ।
এ সব কহিল বসুদেবের বিদিতে ॥
বসুদেব কান্দএ যে ভূমিতে লোটাইয়া ।
দেবকী কান্দেন তবে মাথে হাত দিআ ॥

CENTRAL LIBRARY

বাপ মাও উদ্ধারিতে যথ দুঃখ পাইলা।
হেন বাপ মাও ছাড়ি সব দূরে গেলা॥
বসুদেব শরীর এড়িল অগ্নি খাইয়া।
রুক্মিণী দেবকী তাতে প্রবেশিব গিআ॥
বলভদ্রের প্রাণপ্রিয়া রেবতী সুন্দরী।
অনুমৃতা পাইয়া গেলেন স্বর্গপুরী॥
হেনমতে প্রাণ এড়ে সোন্দরী সকলে।
লোক নিস্তারণ হেতু সঞ্জএ যে বোলে॥

মন্দ মন্দ গতি চলে কুন্তীর নন্দন।
মাতুল দেখিতে আইল মাতুল ভবন॥
বসুদেব নয়ানেতে ঘন বহে জল।
দুই পাও ধরি কান্দে পার্থ মোহাবল॥
হস্ত বাড়ায়ন্ত ভাগিনা আলিঙ্গিতে।
হস্তক চাহিআ চাহে না পারে ধরিতে॥
কথঞ্চিত আলিঙ্গিল বাড়াইয়া হাত।
কান্দিআ কান্দিআ কহে দেব জগন্নাথ॥
পুত্র সব পড়িল পড়িল ভ্রাতৃগণ।
পুত্র সব পড়িল দহএ জনে জন॥
প্রিয় শিষ্য তোহ্মার প্রধান যুযুধান।
যাকে প্রতিদিন তুহ্মি করহ বাখান॥
সেই তনু এড়িলেক বংশের হইল ক্ষএ।
যাহারে প্রশংসা করে কৃষ্ণ মোহাশএ॥
বলভদ্র সাত্যকি যে আর মোহারাজ।
একজন না রহিল দেবের সমাজ॥
একহি চিন্তম মুই কৃষ্ণ পুনি পুনি।
বংশ ক্ষয় কেমনে রহিব চক্রপাণি॥
কেশী বংশ শিশুপাল ক্ষয় হইল বীর।
ইঙ্গিতে সংহার কৈল অক্ষত শরীর॥
মগধ কলিঙ্গ আর গান্ধার প্রভৃতি।
চারিদিগে রাজ্য পালে জগতের পতি॥
বংশক্ষয় নাশ হইল গান্ধারীবচনে।
এথা আসি এহেন করিল নারায়ণে॥

মোর পোক্ষে জানহ অর্জ্জুন মহাশোক।
তেনিঅ আসিব এথা না ভাবিয় শোক॥
হৃদএ জ্বলএ মোর বড় পুত্রশোক।
কি হইব পুত্র বিনে মনে বড় দুঃখ॥
অনুমান করি প্রাণ এড়িমু সত্বরে।
এথ জানি সর্ব্ব কার্য্য করহ সত্বর॥
নারীগণ রাজ্যসব তোক সমর্পিল।
তুহ্মি সবে রাজ্য কর কৃষ্ণে তোক দিল॥
মাতুলের বাক্য শুনি দুঃখিত হৃদএ।
বিনয় করিয়া বোলে কুন্তীর তনএ॥
না হএ মাতুল হেন না কর আদেশ।
সর্ব্বথাএ জানে আহ্মি না করিব দ্বেষ॥
বৃষ্ণি বংশে বন্ধু সবে এড়িল মেদিনী।
মোহরে এড়িয়া গেল দেব চক্রপাণি॥
আর মুই পৃথিবীর না করবম বাসনা।
তপোবনে করিমু যে ধর্ম্মউপাসনা॥
ধর্ম্ম ভীম সহদেব নকুল সুমতি।
পতিধর্ম্মভাবিনী দ্রৌপদী গুণবতী॥
আহ্মি জন জান এমত নিশ্চএ।
যাত্রাকালে নিরূপিল ধর্ম্ম মোহাশএ॥
বাণপ্রহস্তে নারীগণ ইন্দ্রপ্রহস্তে দিমু।
সোপক্ষ হইয়া মুই অপেক্ষা করিমু॥
হেন বলি দারুকেরে করিল আদেশ।
বিরিঞ্চি বংশ অমাত্য আনহ এই দেশ॥
উচ্চ রথ সজ্জ কর শুন সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রহস্তে থোয় নিয়া যথ নারীগণ॥
ইন্দ্রপ্রহস্তে রাজা হইব মোহামতি।
সেইজনে পালিবেক তুহ্মি সব প্রতি॥
আরদিন প্রভাতে আইল বিদ্যমান।
আর্ত্তনাদ করি কান্দে তান অদর্শন॥
উচ্চস্বরে বিলাপন্ত নরনারীগণ।
কান্দিয়া সকলে বোলে প্রভু জনার্দ্দন॥
দেবকী রোহিণী ভদ্রা মন্ত্রীর সোন্দরী।
হস্তে পাএ ধরিয়া কান্দএ সর্ব্বনারী॥

পৌরজন পদতলে করএ সেবন ।
হা হা নাথ বসুদেব যদুর নন্দন ॥
সর্ব্বলোক চলি যাএ করিয়া বিলাপ ।
অর্জ্জুন হৃদএ হইল বহুল সন্তাপ ॥
হেনমতে বিলাপএ পার্থ মোহাশএ ।
কৃষ্ণের বিওগে প্রাণ তেজিমু নিশ্চএ ॥
শোকাকুলে কান্দেন্ত সকল নারীগণ ।
শঙ্করের স্থানেত গেলেন্ত ততক্ষণ ॥
এরকা মুষল যুদ্ধে যথেক পড়িল ।
উদ্দেশিয়া তা সবারে দহে নির্ব্বহিল ॥
কৃষ্ণ বলভদ্র দুই করি উদাসিল ।
যথবিধি দান কৈল পাণ্ডুর নন্দন ॥
প্রেতকার্য্য তা সবার করি মোহাশএ ।
সপ্তমেতে চলিলেক বীর ধনঞ্জয় ॥
অশ্বরথে চলিলেক গন্ধর্ব্ব নরপতি ।
তুষ্ট রথে চলি যাএ যাদবযুবতী ॥
নিযুত অযুত লৈক্ষ অরবুদ সংখ্যাত ।
বৃষ্ণি অনেক জন নারী চলে সহসাত ॥
বৃষ্ণি বংশ দেখিতে লোকের নাহি ভএ ।
সেই ভূমি লাগএ সাগর মোহাশএ ॥
দ্বারিকা নিবাসী লোক দেখএ বিচিত্র ।
কৃষ্ণের প্রভাবে বনে সাগর রচিত ॥
সাগর পর্ব্বত নদী তরিআ বিস্তর ।
পাঞ্চাল দেশেতে রহে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বৃষ্ণি বংশ বৃত্তান্ত শুনিআ মোহাশএ ।
পুটযুক্তি করে মিলি যথেক দৈত্যএ ॥
বহুবিধ লইয়া যাএ দিব্য দিব্য নারী ।
এবে রণ করি অর্জ্জুন সংহারিতে পারি ॥
কৃষ্ণ বলভদ্র নাহি বৃষ্ণিবংশগণ ।
একেশ্বর কি করিব কুন্তীর নন্দন ॥
এথ ভাবি চলিলেক অনেক দৈত্যগণ ।
ডাক দিআ বোলে শুন পার্থ মোহাজন ॥
অস্ত্রসমে হানিলেক দৈত্যের প্রমাদ ।
হাসএ অর্জ্জুন বীর নাহিক অবসাদ ॥

অকারণে কেনে মর অভব্য বর্ব্বর ।
এক বাণ মারিয়া যে করিমু সংহার ॥
দৈত্যগণে বোলে পার্থ করহ বড়াই ॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে বধ কৈলা জ্ঞাতি ভাই ॥
জ্ঞাতিগণ বধিতে তোর মুখে নাহি লাজ ।
ধিক ধিক তোহ্মারে যে বোলেন্ত সমাজ ॥
সারথি আছিল তোর দেব চক্রধর ।
সেই সে কারণে তুহ্মি জিনিলা সমর ॥
এখনে তোহ্মার রথে নাহি দয়ামএ ।
নিশ্চএ জানিয় তোর হইব অক্ষাএ ॥
এথেক শুনিআ পার্থ হইল দুঃখিত ।
হাতে ধনু লইয়া বাণ সান্ধিল ত্বরিত ॥
বাণ সান্ধি পার্থবীরে বাণ বরিষিলো ।
যে কিছু করিল বাণ কিছু না ভেদিল ॥
দিব্য অস্ত্র পাসরিল কিছু নাহি মনে ।
নারীগণ কাড়িআ নেয়ন্ত দৈত্যগণে ॥
ধনরত্ন নেঅন্ত নেঅন্ত নারীগণ ।
অর্জ্জুন সাক্ষাতে সব নেয়ন্ত যে ধন ॥
ক্রোধ হইয়া অর্জ্জুনে হানেন্ত বাণগণ ॥
ত্রিভুবন বাণ মারে কুন্তীর নন্দন ॥
প্রসিদ্ধ অক্ষয়তুল্য সৈন্য হইল দেখি ।
কাল বিপর্য্যয় হইল সংগ্রাম উপেক্ষি ॥
পুত্রের পৌত্রের বধূ দুহিতা সকল ॥
তাকে পাইয়া গোপ সব হইল কুতূহল ॥
ষোল সহস্র একশত অষ্ট রমণী ।
গোপগণে ভাবে মিলি দেব চক্রপাণি ॥
পাষাণ শরীর হইল কৃষ্ণ মোহাশএ ।
তান যথ নারীগণ দৈত্য যে হরএ ॥
সরস্বতী নদীতীরে বিশিষ্ট এক দেশ ।
সাত্যকিনন্দন তাতে করিল প্রবেশ ॥
এথাতে সাত্যকি পুত্র নামে মোহাবলী ।
তাতে রাজা কৈলা পার্থ বিক্রমে কেশরী ॥
রুক্মিণী প্রভৃতি আদি যথ নারীগণ ।
সাত্যকির পুত্রস্থানে কৈল সমর্পণ ॥

CENTRAL LIBRARY

হেনমতে আসিআ কৃষ্ণের পরিবার ।
যার যেই উপকার কৈল পরিবার ॥
আশ্রমেতে গিআ প্রবেশিল ততক্ষণ ।
দেখিলেক গিয়া তথা ধর্ম্ম মোহাজন ॥
অর্জ্জুন বিষয় দেখি ধর্ম্ম মোহাজন ।
বৃষ্ণিবংশ ক্ষয় হইল কথবা কারণ ॥
কৃষ্ণ হেন বন্ধু ভাই নাহি ভুবনএ ।
আহ্মারে পড়িয়া গেল কৃষ্ণ মোহাশএ ॥
রাজার শুনিয়া হেন বিশেষ বচন ।
হরি ভাবি কহে সব করুণা বচন ॥
ব্রহ্মশাপে নষ্ট হইল যদুবংশ বীর ।
বংশ সমে দেখ কৃষ্ণ তেজিল শরীর ॥
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ আদি যদু বংশ বীর ।
একবারে যুদ্ধে হইল সকল সংহার ॥
সর্পরূপে বলভদ্র জলে প্রবেশিল ।
তার পাছে ব্যাধে আসি কৃষ্ণেকে বধিল ॥
কৃষ্ণের নিধন শুনি হইল মূর্চ্ছামান ।
হেনকালে ব্যাসমুনি আইল বিদ্যমান ॥
দণ্ডবতে প্রণমিল পাণ্ডুর নন্দন ।
হস্তে ধরি তুলিলেক ব্যাস তপোধন ॥
পরম চিন্তিত দেখি কিসের কারণ ।
কহ কহ ধনঞ্জয় পাণ্ডুর নন্দন ॥
এথেক কহিল যদি ব্যাস মুনিবর ।
কহিতে লাগিল তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
কি কথা কহিব আহ্মি মুখে নাহি বাণী ।
আহ্মাকে ছাড়িয়া গেল দেব চক্রপাণি ॥
যেনমতে বৃষ্ণিবংশ হইল ব্রহ্মশাপ ।
যেনমতে গোপযুদ্ধে হইল অনুতাপ ॥
সকল কহিল পার্থ ব্যাসের চরণে ।
অর্জ্জুনক প্রবোধন্ত ব্যাস তপোধনে ॥
ব্রহ্মশাপে হইল বৃষ্ণি বংশের সংহার ।
তাকে অনুশোচ করি কি ফল যে আর ॥
যে কারণে হইল গোবিন্দ অবতার ।
সকল খণ্ডাইলে দেব পৃথিবীর ভর ॥
যে কারণে সংসারে আসিল জনার্দ্দন ।
অনেক করিল কর্ম্ম পাণ্ডুর নন্দন ॥
অর্জ্জুনে কহন্ত প্রণমিআ যুধিষ্ঠির ।
ব্যাস মুনির চরণে হৃদয় করি স্থির ॥
অশেষ বিশেষ কথা ধর্ম্মেতে কহিল ।
এবে কলিকাল আসি উপস্থিত হইলা ॥
শুনিল সকল কথা ধর্ম্ম নরপতি ।
উচিত কর্ত্তব্যভাগ চিন্ত মোহামতি ॥
কহিল মুষল পর্ব্ব কৃষ্ণের সংহার ।
খণ্ডাইল জনার্দ্দন পৃথিবীর ভার ॥
এই মতে মুষল পর্ব্ব হইল সমাধান ।
স্বর্গ আরোহণ কথা কর অবধান ॥
ভারথের পুণ্য কথা নানারসমএ ।
পাপী নিস্তারণ হেতু কহিল সঞ্জয় ॥

ভারথ প্রসঙ্গ যেবা শুনে একমনে ।
অন্তকালে চলি যাএ বৈকুণ্ঠভুবনে ॥
শঙ্খচক্রধারী হইবা বিষ্ণুর আকৃতি ।
গরুড়ে চড়িয়া তার বৈকুণ্ঠেত গতি ॥
এক লক্ষ শ্লোক মোহাভারথ সংহিতা ।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দেব ব্যাসের কবিতা ॥

CENTRAL LIBRARY

স্বর্গারোহণ পর্ব

CENTRAL LIBRARY

স্বর্গারোহণ পর্ব

পঞ্চপাণ্ডব-দ্রৌপদীর স্বর্গগমন বাঞ্ছনা

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মঅবতার ।
ধর্ম্মঅবতার ছিল পাণ্ডবকুমার ॥
কুরুক্ষেত্রপ্রহস্তে রাজা হইল যুধিষ্ঠির ।
নগর হস্তিনাপুরী পাইল অচির ॥
করিআ বিবিধ যজ্ঞ কৈল নানা দান ।
ইন্দ্রআদি দেবগণে ইচ্ছিল কৈল্যাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র সনে তান কুন্তীদেবী মাতা ।
দাবানলে মরি স্বর্গে গেলেন পতিব্রতা ॥
তানা সবের ক্রিআ করিআ নরপতি ।
পঞ্চ ভাই একত্রে ভুঞ্জেন বসুমতী ॥
দ্রৌপদী মহিষী সঙ্গে আছে চিরকাল ।
সুখে ভোগ করিলেক ধর্ম্মমহীপাল ॥
হেনকালে চৈত্রউৎসব দ্বারিকানগর ।
করিলেন্ত কৃষ্ণে যদুবংশের অন্তর ॥
মধুপানে মত্ত হইয়া যথ যদুবংশ ।
কুতূহলে যুদ্ধ কৈল দুই হৈয়া অংশ ॥
মুনিশাপে জন্মিল এড়কাতৃণবন ।
তনু বিসর্জ্জিল সবে করি মোহারণ ॥
সেই শোকে রামকৃষ্ণ দুই সহোদর ।
নিজস্থানে চলি গেল এড়ি কলেবর ॥
অর্জ্জুনে আসিয়া কৈল সব বিবরণ ।
কহিলেক নৃপতিতে অনিষ্ট কথন ॥
শোকে ব্যাকুল রাজা হইল অচেতন ।
কৃষ্ণপদ স্মরি কান্দে পাণ্ডুর নন্দন ॥
কান্দএ দ্রৌপদী দেবী মোহাগুণবতী ।
ভ্রাতিশোকে আক্রোশন্ত সুভদ্রা যুবতী ॥
ভীমসেন বীর কান্দে নকুল কুমার ।
সহদেব বীর কান্দে জীবন অসার ॥
অর্জ্জুনে বিলাপ করে তার নাহি অন্ত ।
মোকে এড়ি কথা গেলা কৃষ্ণ ভগবন্ত ॥
শোকে কাতর অতি পাণ্ডবের বংশ ।
হেন কালে ব্যাস মুনি আইলা অবতংস ॥
ব্যাস দেখি নরপতি উঠিলা সত্বর ।
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল তখন ॥
ভক্তিভরে নরপতি দাড়াইল অগ্রেতে ।
নানাবিধি স্তুতি করি কহেন অগ্রেতে ॥
তোহ্মার প্রসাদে গোসাঞি পূর্ণ মনোরথ ।
কেবল অমৃত পান ভুবনে ভারত ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা পঞ্চ সহোদর ।
সাগরান্ত পৃথিবীতে হইল দণ্ডধর ॥
অযুত হস্তীর বল পবনতনয় ।
যার হাতে কুরুকুল সমস্ত প্রলয় ॥
তাহনি সে ধৃতরাষ্ট্রে যারে কৈল ভয় ।
জরাসন্ধ মহারাজা যারে কৈল ক্ষয় ॥
বিরাটনগরে যে অজ্ঞাত বাস করি ।
দ্রৌপদীক উদ্ধারিল কীচক সংহারি ॥
দুর্য্যোধন যাহার ভএ জলে ঝাপ দিল ॥
* * * * দেখি জাগিয়া উঠিল ॥
হেন বীর বৃকোদর কুন্তীর নন্দন ।
নানা দুঃখ পাইয়া সেহি মিলিল কানন ॥
তবে যে পাইল রাজ্য কৌরব জিনিঞা ।
স্বর্গবাসে কেনে গেলা হেন রাজ্য ছাড়িয়া ॥
ত্রিলোকবিজই বীর নাম ধনঞ্জয় ।
সে সম সমরে হেন নাহি ত্রিভুবন ॥

CENTRAL LIBRARY

একরথে জিনিল যেহি অখিল মেদিনী।
সে কেনে ছাড়িল রাজ্য কহ মহামুনি ॥
মাদ্রীর নন্দন দুই সহদেব নকুল।
ত্রিলোকে জানএ যাহার মহিমা অতুল ॥
শুনিবারে বাঞ্ছা মোর কহ তপোধন।
পৃথিবী ছাড়িয়া কেনে গেল হেন জন ॥
দ্রুপদদুহিতা বালা পতিব্রতা জানি।
রাণী কমলা হেন যাহাকে বাখানি ॥
নানা যুদ্ধে বনবাসে আছিল কাননে।
সভা মৈধ্যে লজ্জা দিল পাপ দুর্যোধনে ॥
সে সব বিনাশ তাহা দেখিলা সাক্ষাত।
রাজ্য ছাড়ি গেল কেনে স্বর্গই পুরীত ॥
সে সকল বিবেচিয়া কহ মুনিবর।
তোহ্মাক প্রসাদে শুনি কাব্য মনোহর ॥
যুধিষ্ঠির নরপতি ধর্ম্মের তনয়।
মিথ্যাহীন সৈত্যবাদী পবিত্র হৃদয় ॥
অকণ্টক পৃথিবী দিলেক জনার্দ্দনে।
হেন ভোগ ছাড়ি কেনে গেল স্বর্গস্থানে ॥
ব্যাসের আদেশে তবে বোলে মুনিবর।
দিব্য কথা ভারতের শুন নরেশ্বর ॥
শুনিলে অধর্ম্ম মুক্তে অন্তে স্বর্গবাস।
দ্বাপর যুগের শেষ করিল প্রকাশ ॥
কৃষ্ণের কপটে বধ হৈল দুর্যোধন।
মহান ভারতের কথা স্বর্গ আরোহণ ॥
সকল কৌরবগণ জিনিঞা পশ্চাতে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই গেল দ্বারকাতে ॥
ভ্রাতিগণ সঙ্গে রাজা হস্তিনাতে রৈল।
যত পুরোজন মিলি আনন্দ হইল ॥
গজ বাজী রথ ধ্বজ যুধিষ্ঠির নরপতি।
বেদমন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করে বিপ্র জাতি ॥
শুভক্ষণে আসনেতে বৈসে নরপতি।
পরম সানন্দে পঞ্চ ভ্রাতার সংহতি ॥

মহাভারতের কথা স্বর্গ আরোহণ।
পয়ারে সঞ্জয় কথা করিল রচন ॥

মুনি বোলে শুন রাজা সারদানন্দন।
রোগমুক্তি পাতকনাশ হৈব বিলক্ষণ ॥
তবে মুনি বোলে শুন কহিএ কাহিনী।
দান ধর্ম্ম শাস্ত্র নিত্য কৈল রাজধানী ॥
স্বস্তি বচনাদি যে কৈল বিধিমতে।
আনন্দে ঝলকে প্রজা দাড়াইল অগ্রেতে ॥
জয় জয় ধ্বনি হইল সাধু সাধু বাদ।
ধুমধুমি মৃদঙ্গ ভেরি বাজে সিংহনাদ ॥
রাজবেশ্যাগণ নাচে রাজ বিদ্যমানে।
বিবিধ বিনোদ রঙ্গ শোভা করে মনে ॥
স্বর্গে থাকি দেবগণ করে জয়ধ্বনি।
আনন্দে পুলকে বেদ পড়ে চূড়ামণি ॥
নারদ প্রভৃতি যত মহামুনিগণ।
হরিধ্বনি করে সবে পুরাণ কথন ॥
সুরপতি সমান সম্পদ * * * * ।[১]

* * * * * * আজ্ঞা নিতে শিখাইল ॥
কপটে করিল যুদ্ধ না করিল সন্ধি।
স্নেহ হৈতে দ্রোণে আজ্ঞা না করিল বন্দী ॥
আজ্ঞা সভার হিত সে যে সদাএ চিন্তিল।
রাজ্যলোভে আজ্ঞি তারে প্রতিফল দিল ॥
অন্যায় করিয়া আজ্ঞি গুরুকে বধিল।
অশ্বত্থামা মৈল করি মিথ্যা সাক্ষী দিল ॥
পোড়এ শরীর মোর ই সব স্মরিতে।
গুরুবধী পাপী আজ্ঞি নাশিল জগতে ॥
সহোদর কর্ণ বীর পিতার সমান।
রাজ্যলোভে আজ্ঞি তারে লইলাম পরাণ ॥

১. ৪(ক) পাতাটি আংশিক খণ্ডিত।

CENTRAL LIBRARY

দাতা ধার্ম্মিক সে যে জানে ত্রিভুবনে।
শূরপতি বলি তারে রণেতে বাখানে॥
ধৃতরাষ্ট্রে রাজার শতেক পুত্র ছিল।
একেশ্বর ভীমসেনে তাহাকে সংহারিল॥
দিবারাত্রি গান্ধারী কান্দএ পুত্রশোকে।
তাহান নিঃশ্বাসে মোর গতি পরলোকে॥
রাজ্যে মোর কার্য্য নাহি শুন ভীমসেন।
যত ভোগ তত রোগ অমৃত বিষ যেন॥
দ্বিতীয় অর্জ্জুন ভীমসেন * * * *।
সমরে দুর্জ্জয় বীর গোবিন্দ সদৃশ॥
মহাবাহু মহাবীর বিক্রমে পুজিত।
তিনলোকে যুজে তবু রণে নাহি ভীত॥
ছয় বীর অন্যায়ে বধিল হেন জন।
লজ্জাএ না চাহি আহ্মি পাপের বদন॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বাতনয়।
সর্ব্বরৈক্ষা কৈল মোক গহন বনয়॥
শ্রমযুক্ত হৈলে মোরে কান্ধে করি লএ।
ভীমেকে রাখিয়া যত্নে তাহাকে বধয়॥
ইন্দ্রদেব হইতে কর্ণ শেলপাট পাইল।
অর্জ্জুনের পরিবর্ত্ত তাহাকে মারিল॥
মরিতেহ সেহ আহ্মার কৈল উপকার।
কৌরবের বহু সৈন্য করিল সংহার॥
হেন জন বধ হৈল কৃষ্ণের কপটে।
আহ্মার রাজ্যের হেতু হেন কর্ম্ম ঘটে॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বধিল ব্রাহ্মণ।
পুত্রশোকে দ্রৌপদী কান্দএ রাত্রিদিন॥
সে সকল শোকে মোর চিত্ত স্থির নয়।
সুভদ্রার ক্রন্দন শুনি বিদরে হৃদয়॥
বৃষসেন মহাবীর কর্ণের তনয়।
স্বহস্তে অর্জ্জুনে পিতার বধিল রণয়॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ দুই সমান সমরে।
আহ্মি পাতকীর কার্য্যে হেন বীর মরে॥
সোন্দরী সুদক্ষিণা দেবী বলভদ্রসুতা।
অতি সতী পতিব্রতা সর্ব্ব গুণযুতা॥
তান গর্ভে জন্ম হৈল লক্ষ্মণকুমার।
অভিমন্যু হাতে হইল সকলি সংহার॥
কৌরব পুজিত দুই ধর্ম্ম নরপতি।
তাহারে সংহার করি আহ্মি পাইল ক্ষিতি॥
সোমদত্ত ভুরিশ্রবা বাহ্লীক জয়সেন।
আপনার বংশগোত্রে বধিল পঞ্চ জন॥
মহাবীর ভুরিশ্রবা সোমদত্তের বেটা।
অর্জ্জুনের বাণে তার মুণ্ড গেল কাটা॥
ই সব অধর্ম্মে আহ্মি নরকে পতিত।
অপযশ অকৃতে রহিল পৃথিবীত॥
আপনার জ্ঞাতিশোকে দগদে হৃদয়।
কৃষ্ণের কপটে হইল সমস্ত প্রলয়॥
শল্য রাজা পড়িল মাতুল প্রাণসম।
তাকে বধ কৈল আহ্মি পাতকী অধম॥
দ্রুপদ বিরাট দুই নৃপতি বিদিত।
মুই পাতকীর কার্য্যে হইল পতিত॥
চিন্তিয়া চাহিল আহ্মি সকল সংসার।
জ্ঞাতিবধে হইল মোর পাতক অপার॥
সংসার অসারমাত্র সবে নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার কারণ॥
চিত্ত মোর স্থির নহে জ্ঞাতিবধশোকে।
সদাএ নিষ্ঠুর বোলে ইষ্টমিত্র মোকে॥
মহাভারতের কথা স্বর্গ আরোহণ।
সঞ্জয়ে রচিল পোতা মধুর ভাষণ॥

কৃষ্ণের অনুমতি-প্রার্থনার পূর্বকথন বৃত্তান্ত

জনমেজয় নৃপতি মুনির অগ্রতে।
প্রণতি পূর্ব্বকে রাজা কহে জোড়হাতে॥
ধার্ম্মিক পবিত্র ধৈর্য্য ধর্ম্মের নন্দন।
তবে মোর কোন কর্ম্ম কহ তপোধন॥
বৈশম্পায়ন বোলে শুনহে রাজন।
যে করিল যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন॥
ভ্রাতৃগণ সম্বোধিয়া বোলে ধর্ম্মরাজ।
ওঠ মিত্র ধনঞ্জয় না করিয় ব্যাজ॥

দ্বারকাতে যাইব রথ করহ যে সাজ।
আমার সঙ্গতি ভাই না করিয় ব্যাজ॥
মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ সর্ব্বদাতা হরি।
তাহান অজ্ঞাতে আমি সর্ব্ব কর্ম্ম করি॥
যাবত না দেখি আমি দেবকীনন্দন।
বৃথা মোর রাজ্যভোগ বৃথাই জীবন॥
অবিলম্বে দ্বারকাত করহ গমন।
কৃষ্ণের চরণে গিয়া কর নিবেদন॥
রাজার আজ্ঞাতে রথ সাজাইল ভীমে।
রথ আরোহণ কৈল ভ্রাতৃগণ সনে॥
বাউগতি রথখান সাজাইল সারথি।
দ্বারকাতে মিলে গিয়া পঞ্চ ভাইর সংহতি॥
দ্বারকাতে সভাই যে মিলি প্রবেশিল।
দেখিয়া পাণ্ডুরীকাক্ষ পাণ্ডব প্রণমিল॥
ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণ করে।
কৃষ্ণেরে প্রণাম করে পঞ্চ সহোদরে॥
নমহ হরি মৈৎস্য রূপ নমহ কমঠ।
নমহ বরাহ রূপ দশন বিরাট॥
নমহ নরসিংহরূপ নমহ বামন।
নমহ ভৃগুরূপ প্রভু ক্ষেত্রির নিধন॥
নমহ শ্রীরামরূপ নম হলধর।
নমহ মহামুণীরূপ ক্ষেত্রির নিধন॥
নমহ মুণীরূপ জগতঈশ্বর।
নমহ বৈষ্ণরূপ বেদশাস্ত্রের বিচার॥
নমহ খড়্গচক্ষু হস্তে কল্কী অবতার।
আদিঅন্তমৈধ্যে তুমি সর্ব্ব গুণজাত॥
পাণ্ডবের গতি তুমি দ্বারিকার নাথ।
চরাচর গতি তুমি ই তিন ভুবন॥
স্বজনপালক তুমি সংসারকারণ।
তুমি কর্ত্তা তুমি ভর্ত্তা তুমি সে সংসার॥
তুমি বিনে পাণ্ডবের গতি নাহি আর।
* * * * * * * * * * * * * * * *॥
কুটী কুটী ব্রহ্মাণ্ডের তুমি অধিপতি।
ভারাবতারণে হইলা শ্রীকৃষ্ণের মুরতি॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি সে আকাশ।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য জগতপ্রকাশ॥
নানামতে স্তুতি করে পঞ্চ সহোদর।
হাতে ধরি বৈসাইলা ত্রিদশঈশ্বর॥
হাসিয়া বলিলা হরি দ্বারিকার নাথ।
কোন হেতু আগমন হইল অকস্মাৎ॥
তবে যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন নারায়ণ।
তোহ্মার চরণে মোর একটি বেদন॥
তোহ্মার প্রসাদে পাইলাম অখিল মেদিনী।
ভুঞ্জিল বিমল সুখ হইয়া নৃপমণি॥
কর্ণ যুদ্ধা জিনিলাম তোহ্মার প্রসাদে।
দুর্য্যোধন হেন রাজা হারিল বিবাদে॥
তোহ্মার প্রসাদে ভীষ্ম পিতামহ মৈল।
শিখণ্ডীরে আগে করি অর্জ্জুনে জিনিল॥
ত্রিলক্ষ বিজই বীর মহা দুর্নিবার।
হেন বীর ধনঞ্জয় করিল সংহার॥
অশ্বত্থামা মৈল করি যুদ্ধ এড়ে দ্রোণে।
দুষ্টদ্যুম্নের মাথা কাটে সবা বিদ্যমানে॥
দ্রোণের সহিতে কেহ রণে নাহি আটে।
হেন বীর বধ হইল কৃষ্ণের কপটে॥
অক্ষয় কবচ গায় কর্ণ মহাবীর।
দেবতা যাহার আগে রণে নহে স্থির॥
ইন্দ্র রাজা হতে সেহি শেলপাট পাইল।
অর্জ্জুনের বধ হেতু যতনে রাখিল॥
তোহ্মার কপটে তারে রণে নাহি এড়ে।
সেহি শেল বুকে ঠেকি ঘটোৎকচ পড়ে॥
গুরুশাপ মাতৃশাপ তুমি ধনঞ্জয়।
এত সব লয়ে হৈল কর্ণ বীর ক্ষয়॥
একেশ্বর শিখণ্ডীয়ে বধিল সর্ব্ব সৈন্য।
ছয় বীর অন্যায় বধিলা অভিমন্যু॥
ঘটোৎকচ বীর পড়ে রাত্রির সমরে।
অর্জ্জুনের পরিবর্ত্তে কর্ণে তারে মারে॥
জয়দ্রথ বধকালে সঙ্কট বিস্তর।
ইহাতে আচ্ছাদিল উদিত ভাস্কর॥

কপট রজনী দেখি জয়দ্রথ আইল।
দিবস হইল পুনি অর্জ্জুনে বধিল॥
পূর্ব্বে পৃথিবী নিক্ষেত্রি করিল ভৃগুপতি।
তেন রূপ করি আজ্ঞা দিলা বসুমতী॥
অকণ্টক করিয়া সাদিল রাজ্যভার।
চিন্তিয়া চাহিল আজ্ঞি সকল সংসার॥
রাজ্যে মোর কার্য্য নাই পুনি যাইব বন।
তোহ্মার চরণে মোর এহি নিবেদন॥
এত কহি যুধিষ্ঠির রহিলা নিঃশব্দে।
সঞ্জয়ে রচিল পোতা পয়ার প্রবন্ধে॥

পুনি রাজা জনমেজয় জুড়ি দুই কর।
কহিতে লাগিল রাজা মুনির গোচর॥
ধর্ম্মরাজে কহিল যদি আত্মবিবরণ।
কি বলিয়া প্রবোধিলা দেব নারায়ণ॥
মুনি বোলে শুন রাজা কহিএ তোহ্মাকে।
তবেত উত্তর দিল বৈকুণ্ঠনায়কে॥
হাসিয়া বোলেন তবে বসুদেবসুতে।
যুধিষ্ঠির রাজা পঞ্চ ভাইর সহিতে॥
সদাচার বলি আসি হইল প্রসন্ন।
বিলয় করিতে নরে আজ্ঞার কারণ॥
নিত্য কলি আসি নিবেদন সাক্ষাত।
অহর্নিশি দেবদূত আইসে দ্বারকাত॥
আজ্ঞিহ যাইব স্বর্গে কিছু আছে ব্যাজ।
কলির অধীন রাজ্য নাহি ব্যোমরাজ॥
শুন শুন ধর্ম্মরাজা বচন আজ্ঞার।
সদাচার বলিতে হইবে অনাচার॥
কনিষ্ঠ লঙ্ঘিব জ্যেষ্ঠ হিংসা গুরুশিষ্যে।
মহামন্ত্র মধুসূদন না মানিব বিশেষে॥
ধন পাইয়া অজ্ঞানী সবে সৈত্য উপেক্ষিব।
ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হৈয়া মিথ্যা সাক্ষী দিব॥
ধনলোভে জ্ঞানীএ অজ্ঞানীরে কষ্ট দিব।
বেদশাস্ত্র নিতি যত ব্রাহ্মণে ছাড়িব॥
বাপ মাও না মানিব পুত্র কথা যতি।
স্ত্রী হবে দুরাচারী লঙ্ঘিবেক পতি॥
অল্প শস্য মেদিনী কপিলে অল্প ক্ষীর।
অতি রৌদ্র অতি বাউ বৃষ্টিপাতহীন॥
মহা মহা ক্ষেত্রি সব হইব নির্ব্বল।
অনাবৃষ্টি নির্জ্জলে হরিব সব ফল॥
অল্প ফল হইব বৃক্ষে স্বাদ বিবর্জ্জিত।
কুসুমে ছাড়িব গন্ধ কলির চরিত॥
পতিব্রতা নারীএ করিব পরদার।
অকুমারী কৈন্যাসবে মাগিব শৃঙ্গার॥
রাজা সবে অন্যাএ করিব কলিকালে।
মদেমত্ত হইয়া বিপ্রে লঙ্ঘিব চণ্ডালে॥
ক্ষেত্রিএ তেজীব রণ বৈশ্যে হইব ধন।
শূদ্রে ছাড়িব সেবা নিন্দিয়া ব্রাহ্মণ॥
অল্প ধন অল্প আউ হইবেক প্রজাএ।
ধনলোভে অবিচার করিবেক রাজাএ॥
স্ত্রীসবে বিবাদিয়া মারিবেক পতি।
মহা মহা জন সব হইব অধোগতি॥
দান ধর্ম্ম দয়া মায়া ক্ষীণ হইব বল।
দিনে দিনে দুষ্ট কলি হরিব সকল॥
বাপ মাও পুত্রে যে না হইব বিশ্বাস।
বাপে পুত্রে বঞ্চিবেক কপট আশ্বাস॥
ব্রাহ্মণের আচার হৈব চণ্ডালের মত।
ব্রতীএ ত্যাগিব লোভে অন্তরের ব্রত॥
উত্তমে অধমে দেখ হৈব গৃহবাস।
লোভ হৈতে কুলীনের হইব জাতিনাশ॥
অকুলীন কুলীন হবে কুলীনের দাস।
ভৃত্যসব মত্ততায় চিন্তিব রাজানাশ॥
বলিল তোহ্মারে আজ্ঞি কলির ব্যবহার।
চারি বর্ণে এক বর্ণ হইব অনাচার॥
অতএব পুনি আজ্ঞি কহি ধর্ম্মরাজ।
স্বর্গ আরোহণ কর না করিয় ব্যাজ॥
মোর বাক্য লঙ্ঘন না কর কদাচিত।
রাজ্য অভিষেক কর পুত্র পরীক্ষিৎ॥

তুহ্মি পঞ্চ ভাই কর স্বর্গ আরোহণ।
তোহ্মার আহ্মার হইব তথা দরশন॥
তুহ্মি পঞ্চ ভাই আর দ্রৌপদীকুমারী।
এহি ছয় জন যাইব রাজ্য পরিহরি॥
ই বলিয়া পাণ্ডবেরে প্রবোধ করিয়া।
রথ দূর দিলা কৃষ্ণ আগু বাড়াইয়া॥
দিব্য রথ গতি গেলা আপনা ভুবন।
এহিমতে হৈল যথ পূর্ব্বের কথন॥
মহাভারতের কথা সুধারসময়।
পয়ার সুগম করি রচিল সঞ্জয়॥

পরীক্ষিৎকে রাজাদান

জনমেজয় নরপতি পুছে পুনর্ব্বার।
তবে কি করিব কর্ম্ম ধর্ম্মের কুমার॥
সর্ব্ব রাজ্য আমন্ত্রিয়া আনে বিদ্যমান।
পরীক্ষিৎ ডাক দিয়া আনে ততক্ষণ॥
মুনি বোলে ধর্ম্মরাজা বিবেক হইয়া।
বলিতে লাগিল তোহ্মা বাপেকে আনিঞা॥
অকণ্টক পৃথিবী করিলা ধনঞ্জয়।
হেন রাজ্যের রাজা হও আহ্মার আজ্ঞায়॥
তোহ্মাতে সমর্পিল আহ্মি রাজাসিংহাসন।
আহ্মি পঞ্চ ভাই করি স্বর্গ আরোহণ॥
এত শুনি পরীক্ষিতে জোড় কৈল হাত।
নিষেধ করিলেক ধর্ম্মের সাক্ষাত॥
বলমন্ত গুণমন্ত ভীম ধনঞ্জয়।
* * * * * * * * * * * * * * * *॥
আহ্মি শিশু অনুমতি জানহ আপনে।
সেবকেরে রাজ্য দিতে কেনে হইল মনে।
তবে যুধিষ্ঠির বোলে বচন প্রবোধ।
হেন রাজা হইবারে কহিছে গোবিন্দ॥
ভীম অর্জ্জুন কদাপি না হইব নরপতি।
স্বর্গবাসে যাইবারে কৃষ্ণের অনুমতি॥

এহিমতে নানা ধর্ম্ম কহিয়া যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মকথা শুনিয়া পরীক্ষিৎ হইলা স্থির॥
প্রবোধ পাইল তবে অভিমন্যুসুতে।
অভিষেক দ্রৈব্য যত আনিল অগ্রেতে॥
শাস্ত্র যত করে দ্বিজে জয় জয় ধ্বনি।
রাজদণ্ড পরীক্ষিৎ হইলা নৃপমণি॥
প্রজাগণ সমর্পিয়া কুমারের স্থানে।
পঞ্চ ভাই চলি গেলা বিপ্র বিদ্যমানে॥
প্রণাম করিয়া কহে যত বিবরণ।
যেনমতে আজ্ঞা দিলা শ্রীমধুসূদন॥
কৃষ্ণের আজ্ঞাতে আহ্মি স্বর্গে চলি যথা।
পরীক্ষিৎ আশ্বাসিয়া থাকহ সর্ব্বথা॥
আহ্মা হইতে অধিক পালিব পরীক্ষিতে।
আশীর্ব্বাদ দেও স্বর্গে কেশব দেখিতে॥
এত শুনি ধর্ম্মের বচন অকস্মাৎ।
লোকেতে ব্যাকুল হইলা বজ্র হইল পাত॥
কেনে হেন বলিল নিষ্ঠুর যুধিষ্ঠির।
ইকথা শুনিতে সবের চিত্ত হইল স্থির॥
এথ দুঃখ ক্লেশ পাইয়া পাইল রাজ্যনিধি।
তাহাকে ছাড়িতে কেনে বোলে চক্রপাণি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি নিবেদমু প্রাণ।
কদাচিত তান কথা না করিমু আন॥
তুহ্মি সবে স্বর্গে যাইবা আহ্মাক ছাড়িয়া।
অদর্শনে শোকানলে মরিব পুড়িয়া॥
একবার বনে গেলা শুনিলাম যথা।
যত দুঃখ পাইল আহ্মি কি কহিব কথা॥
আহ্মা ছাড়ি যাইবা তুহ্মি পাই বড় তাপ।
না জানি জন্মান্তরে কত ছিল পাপ॥
আহ্মিহ যাইব স্বর্গে তোহ্মার সংহতি।
আহ্মাক যাইতে সঙ্গে দেও সম্মতি॥
তবে যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন পরীক্ষিৎ।
এমত শোক কর না হএ উচিত॥
সুভদ্রা চিত্রাঙ্গদা উলূপী প্রভৃতি।
যাইতে চাহে সঙ্গে মনের আরতি॥

CENTRAL LIBRARY

তা সবারে নিষেধিল ধর্ম্ম নরপতি।
না কর হেন কাজ শুন শুদ্ধমতি॥
বিশেষ গমন পথ বড়ই অলক্ষ্য।
সে সবেত অনাহার অতিশএ দুঃখ॥
নানা জন্তু বৈসে তথা পিছাস রাক্ষস॥
উচ্চনীচ পথ সব গমন কর্কশ॥
ধর্ম্মের নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া যে পুনি।
বিষাদ ভাবিয়া তারা পড়িলা ধরণী॥

লাচাড়ি

শুনিঞা ধর্ম্মের বাণী মুমুক্ষিত হইলা পুনি
ধরণী লোটাইয়া সবে কান্দে।
হা হা রে দারুণ বিধি কেনে হেন দিল বুদ্ধি
শোকে তারা কেশ নাহি বান্ধে॥
কি করিম কথা যাইম কথা গেলে শান্তি পাইম
তুহ্মি মোক বলহ সর্ব্বথা।
পূর্ব্বজন্মে কৈল পাপ তে কারণে এত তাপ
কর্ম্মফল ঘটাইলা বিধাতা॥
ব্যাসদেব মহামুনি অমৃত ভারত জানি
জনমেজয় বুঝিতে কারণ।
লাচাড়ি সঞ্জয় কৈল জনমেজয় জিজ্ঞাসিল
পুণ্যকথা স্বর্গ আরোহণ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শ্রবণে ভারত।
এতেকে সঞ্জএ ব্যক্ত করিল ভারত॥

শুনি পরীক্ষিতসুত জোড় কৈল হাত।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিলা মুনির সাক্ষাত॥
কান্দিয়া কহিল যদি পাণ্ডব রমণী।
তবে কী কহিলা ধর্ম্মে কহ মহামুনি॥
মুনি বোলে শুন রাজা পূর্ব্ব বিবরণ।
ধর্ম্মরাজা সান্ত্বাইয়া বলিলা বচন॥
ধর্ম্মকথা কহিলা যে ধার্ম্মিক বুঝায়।
শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম কহ সর্ব্বদায়॥
বিনয় করিয়া ধর্ম্ম কহিলা প্রচুর।
ধর্ম্মকথা কহিয়া বুঝাইলা যুধিষ্ঠির॥
দশরথ নামে রাজা সূর্য্যবংশে ছিল।
পুত্র সঙ্গে বনে যাইতে বহু যত্ন কৈল।
তথাপি শ্রীরামচন্দ্র নাহি নিল বন।
রামশোকে মহারাজা তেজিল জীবন॥
আর যত নৃপতি আছিল যত ইতি।
জনক জননী কেহ না নিল সংহতি॥
বেদ শাস্ত্রে পুরাণেতে এহি মত হয়।
গুরুজনে দুঃখ পুত্রে দেখিতে না হয়॥
এহিমতে কথা সব মুনিঞ কহিল।
ধর্ম্মকথা শুনি সবে প্রবোধ পাইল॥
তবে পঞ্চ ভাই পুনি সবে সম্বোধিয়া।
দণ্ডবৎ করি রহে জোড়হাত হইয়া॥
আহ্মি পঞ্চ ভাই চলি যাই স্বর্গপথে।
আশীর্ব্বাদ কর তুহ্মি কেশব দেখিতে॥

পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থান

এত বলি বিপ্রপদে কৈলা নমস্কার।
পশ্চাতে বন্দিল যত গুরুজন আর॥
পরীক্ষিৎ কুমার বুঝাইয়া পুনি পুনি।
রাজ্যভার সমর্পিল আপনা ধরনী॥
যাত্রা করি পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিতে।
গোবিন্দ মনেতে ভাবি চলে স্বর্গপথে॥
রাজ্যভোগ বিসর্জ্জিয়া যুধিষ্ঠির যায়।
দেখিয়া সকল প্রজা কান্দিছে ধরায়॥
পুরোহিত সব কান্দে যত প্রজাগণ।
ক্ষেত্রিসব কান্দে আর তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
রাজবেশ্যাগণ যত কান্দে সমুচয়।
নগর দেবতা কান্দে দেখিয়া বিস্ময়॥

CENTRAL LIBRARY

নদ নদী কান্দে আর যত চরাচর।
জলজন্তু সব কান্দে জলের ভিতর॥
হস্তীসব কান্দে যেন মেঘশব্দ শুনি।
ঘোড়াসব কান্দে শুনি চিংকারধ্বনি॥
বনেতে থাকিয়া কান্দে পশুপক্ষীগণ।
রাজা তেজি স্বর্গে যায় পাণ্ডব নন্দন॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সব হস্তিনাতে রৈল।
এক কুকুর মাত্র সংহতি চলিল॥
পৃথিবী ছাড়িলা তবে ধর্ম্মের নন্দন।
সেহি হইতে অল্প শস্য হইল ত্রিভুবন॥
অল্প আউ মনুষ্যের কপিলে অল্প ক্ষীর।
তেজহীন অনাবৃষ্টি অল্প হইল নীর॥
ধনহীন বৈশ্য হইল মন্ত্রহীন দ্বিজ।
ক্ষেত্রি সকলের টুটিলেক বীর্য্য॥
দয়াধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হৈল রাজাগণ।
রাজা ছাড়ি পঞ্চভাই করিল গমন॥
নিজ রাজ্য ছাড়িয়া গেলেন কথ দূরে।
পাইলেক পুণ্য তীর্থ প্রসন্নঈশ্বরে॥
মহাতীর্থ পাইয়া কৈলা স্নান তর্পণ।
নারায়ণ স্মরিয়া চলিলা ছয় জন॥
পুণ্যজলে স্নান করি দিব্য মূর্ত্তি হইয়া।
চলিলা উত্তরপথে ভ্রাতৃগণ লইয়া॥
ভ্রাতৃবর্গ স্থানে তবে কহে যুধিষ্ঠির।
শুন ভীম ধনঞ্জয় দুর্জ্জয় শরীর॥
নকুল সহদেব শুন আর যে দ্রৌপদী।
মোর বাক্য শুন সবে স্বর্গে যাইবা যদি॥
লোভ মোহ কামক্রোধই বড় পাপিষ্ঠ।
ই মুই যাহাতে বৈসে সে বড়ি অনিষ্ট॥
বিশেষ উত্তরপথে স্বর্গে চলি যাই।
এহি হেতু ভ্রাতৃবর্গ তোহ্মাক বুঝাই॥
রাক্ষস পিছাস সবে করিয়া আটোপ।
তাহা দেখি কোনজনে না করিয় কোপ॥
পুন পুন বলি আহ্মি শুন ভ্রাতৃবর্গ।
মৌনব্রত আরম্ভিব হৈয়া নিঃশব্দ॥
তবে ভীমআদি করি চলিলেক চারি।
যাইব উত্তরপথে ক্রোধ পরিহরি॥
এহিমতে অগ্রে অগ্রে প্রস্তাব করিয়া।
চলিলা উত্তরপথে ভ্রাতৃবর্গ লইয়া।
স্বর্গ হইতে নামিয়াছে নদী মন্দাকিনী।
পাতাল পর্য্যন্ত গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
উত্তরে দক্ষিণে বহে সুরেশ্বরী ধার।
চারিদিগে বহে যেন মালতীর হার॥
হেন গঙ্গাতীর পথে করিল গমন।
চলিল উত্তরপথে ধর্ম্মের নন্দন॥
বিদ্যাধরীগণ তথা থাকে নিরন্তর।
নৃত্য করে গীত গায় আনন্দনির্ভর।

মেঘনাদ দৈত্যের দ্রৌপদীহরণ প্রয়াস

মেঘনাদ নামে দৈত্য অতুল বিক্রম।
সপ্ত কুটীর রথ তার মহা * * সম॥
পাণ্ডব দেখিয়া তবে কোপ করি মন।
নানা অস্ত্র লইয়া তবে ধাইল তখন॥
খড়্গ ভিন্দিপাল লইয়া ধাইল সকল।
খড়্গ ভিন্দিপাল অস্ত্র মুদ্গর অশন॥
রথী পদাতি যত ধাইল সকল।
একে একে আসিলেক যত মহাবল॥
মেঘনাদে বোলে আর রাজা যুধিষ্ঠির।
পরিচয় দিল আহ্মি মেঘনাদ বীর॥
ভ্রাতৃব্রহ্মা দৈত্য ছিল মোর সহোদর।
লক্ষ কুটী দৈত্য ছিল তাহার অনুচর॥
বিনে অপরাধে তারে ধনঞ্জয় বধে[১]।
সেই শোকানলে মোর শরীর দগধে॥

১. পুথির পাঠ—বধে

সেহি হেতু যুদ্ধ মাগি শুন যুধিষ্ঠির ।
শুন ভীম ধনঞ্জয় দুর্জ্জয় শরীর ॥
নকুল সহদেব শুন বীর দুইজন ।
আপনা পৌরুষ রাখ দেও মহারণ ॥
নহে বোল মোর ঠাই পাইলা পরাভব ।
পরাজয় মাগিঞা ভ্রাতৃবর্গ সব ॥
চরণে মেদিনী হানে হাতে হাত ঘসে ।
নানামত অহঙ্কার করিল বিশেষে ॥
মৌন হইছে চাইর ভাই ধর্ম্মের নিয়মে ।
কোনজনে উত্তর না দিলা তার সনে ॥
নিঃশব্দে চলিলা পাণ্ডব পঞ্চ জন ।
তাহা দেখি মেঘনাদ তুলিলা চরণ ॥
তুলিয়া চরণ বাম দেখহ রাখিল ।
পদতল দিয়া যাও সভাকে বলিল ॥
অকোপ শরীর দড় ধর্ম্মের নন্দন ।
চরণের তল দিয়া করিলা গমন ॥
তাহা দেখি চারি ভাই মৌনব্রত করি ।
দ্রৌপদী সহিতে যায় পথ পরিহরি ॥
তাহা দেখি মেঘনাদ বোলে পুন পুন ।
মোরে ভএ উত্তর না দেয় ভীমার্জ্জুন ॥
মেঘনাদে বোলে আহ্মি দ্রৌপদীকে হরি ।
কৌতুক করিব এহাক করি পাটেশ্বরী ॥
মহাভারতের কথা স্বর্গ আরোহণ ।
সঞ্জএ রচিল পোতা মধুর ভাষণ ॥

পুনি জনমেজয় রাজা মুনিরে পুছিল ।
এত বলি মেঘনাদ কি কর্ম্ম করিল ॥
মুনি বোলে মেঘনাদ দুষ্ট দুরাচার ।
কৌতুক করিয়া যায় কথা কহিবার ॥
মুনি বোলে শুন রাজা কাবামনোহর ।
কেমতে ধৈর্য্যতা হৈল পঞ্চ সহোদর ॥
ভীমার্জ্জুনে কিমতে বা আছিল দেখিয়া ।
কুরুকুল নাশ পাইল যাহার লাগিয়া ॥

কীচক করিলা নাশ বিরাটনগরে ।
কেমতে সখ্যতা হইল বীর বৃকোদরে ॥
মুনি বোলে মেঘনাদে কহে উচ্চ বাণী ।
* * * হইল পাইলাম দ্রৌপদী কামিনী ॥
হাসিয়া ধরিল দৈত্য কুমারীর হাতে ।
কোলে করি লইয়া যায় দানবের নাথে ॥
ধর্ম্মের বচন শুনি মৌনব্রত হইয়া ।
চলি যাএ চারি ভাই দ্রৌপদী ছাড়িয়া ॥
বামা হরি মেঘনাদে সানন্দিতে যায় ।
ত্রাসে সুন্দরী বামা কান্দে উচ্চরায় ॥
ভয়াতুর হইয়া কান্দে মেঘনাদের কোলে ।
সিংহের বনিতা আহ্মি হরিল শৃগালে ॥

ত্রাচাড়ি : দীর্ঘছন্দ

স্বর্গ আরোহণ কথা নানারসময় পোতা
রাজাস্থানে বৈশম্পায়ন কয় ।
শুনিতে শ্রবণ সুখ অকণ্টকে স্বর্গ লোক
পদবন্ধ রচিল সঞ্জয় ॥

দ্রুপদ রাজার কৈন্যা রূপেগুণে মহাধৈন্যা
বর মাগিল পুনিপুনি ।
তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর আহ্মাক দিলেক বর
তুহ্মি সবে পাইল সে ভামিনী ॥
আহ্মার কারণে যত মহা মাহ রাজা হত
দুর্য্যোধন আদি নরপতি ।
কীচক কর্ণ দুঃশাসন আদি যত রাজাগণ
সংহারিয়া পাইলা যে ক্ষিতি ॥
শুন ধর্ম্ম বৃকোদর শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর
শুন শুন সহদেব নকুল ।
হরে আহ্মা দুষ্টজনে উত্তর না দেও কেনে
দৈত্যসব করহ নির্ম্মূল ॥

CENTRAL LIBRARY

আমাক ছাড়িয়া এথা তুহ্মি সব যাও কথা
হইব স্বর্গ সব অকারণ।
দুষ্টে আহ্মা সমর্পিয়া তুহ্মি যাও পলাইয়া
ইবা স্বর্গে কোন প্রয়োজন॥
শরণাগত আর নারী দুষ্টে নেয় পরিহরি
তোহ্মরা থাকিতে বিদ্যমান।
আপনা পৌরুষ কর দুষ্ট দৈত্য সংহার
তবে তোহ্মার ধর্ম্মের বাখান॥

সিংহের বনিতা আহ্মি শৃগালে নেয় হরি।
ত্রাসে সুন্দরী কান্দে আহা প্রভু করি॥
আহা ধর্ম্মরাজা ভীমসেন ধনঞ্জয়।
সহদেব নকুল কাতর হইলা ভয়॥
সংসার করিলা নাশ আহ্মার কারণে।
দুরাচার হবে আহ্মা তোহ্মা বিদ্যমানে॥
ধিক তোহ্মার বলবীর্য্য ক্ষেত্রিধর্ম্ম নীতি।
স্ত্রী ছাড়ি পলাইয়া যাও কাতর হৈয়া অতি॥
এহিমতে ঘন ঘন ডাকএ দ্রৌপদী।
ধর্ম্মের নিরোধে যায় উত্তর যে না দি॥
শত ধনু অন্তরে চলিয়া যায় ভীম।
মেঘের গর্জ্জন যেন অন্তরে প্রতীম॥
প্রাণেতে কাতর হইয়া যায় জ্ঞাতিবর্গ।
অপমান নাহি সহে না যাইব স্বর্গ॥

ভীমের যুদ্ধ ও দ্রৌপদীউদ্ধার

এত বলি ক্রোধে তবে ভীম চলি যায়।
এক বৃক্ষ উপাড়িল পর্ব্বতের প্রায়॥
ডালমূল ভাঙ্গি বীর কান্ধে লইল তুলি।
ধাইল দৈত্যের প্রতি থাক থাক বলি॥
সম্মুখে পাইল লাগু যত সৈন্যগণ।
গাছের বাড়িএ তার লইল জীবন॥
সহস্র সহস্র দৈত্য সকল মারিয়া।
মেঘনাদেক মারিবারে ভীম যায় ধাইয়া॥
ডাক দিয়া বোলে ভীম মেঘনাদের ঠাই।
পলাইয়া আরে দুষ্ট যাইবা কোন ঠাই॥
এহিমতে কোপে ভীম ডাকে বারে বার।
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি পড়ে চরণের ভার॥
তাহা দেখি মেঘনাদ মনে পাইয়া ভিত।
দ্রৌপদী এড়িয়া দৈত্য পলায় ত্বরিত॥
পলাইল মেঘনাদ বৃকোদরের ভয়।
দ্রৌপদীক লইয়া ভীম নেউটিয়া যায়॥
এথা যুধিষ্ঠির বোলে শুন ধনঞ্জয়।
কোপে গর্জ্জে ভীমসেন স্বর্গ স্বর্গ নয়॥
মৌনব্রত ভাঙ্গি তবে কোপে হইল বশ।
না যাইব উত্তরপথে না পাইল যশ॥
এহি সব কহিতে আসিল ভীমসেন।
লজ্জায় বিকল হৈল মৃত্যুকল্প যেন॥
এড়াইলা মালাধর নামে নগপতি।
চলিলা উত্তরপথে ভ্রাতৃগণ যতি॥

কামাতীর্থ

কাম্য নামে এক তীর্থ পাইল নরেশ্বর।
যোজন বিস্তার এক দিব্য সরোবর॥
পঞ্চ উৎপল তাথে পুষ্পের মণ্ডিত।
হংস চক্রবাক তাথে দেখিতে শুভিত॥
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী তাহাতে স্নান করি।
ইন্দ্রদেব পূজিলেক মন্ত্র যপ করি॥
শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্ত বার।
শক্তিস্থানে প্রদক্ষিণ করিলা অপার॥
বিশ্রাম করিয়া তবে চলে পঞ্চ জন॥
গোবিন্দ মনেতে ভাবি চলিল তখন॥
সেহি স্থানে এক ঘরি দিব্য মনোহর।
রুদ্রকন্যাগণ তথা থাকে নিরন্তর॥

CENTRAL LIBRARY

ধর্ম্মপুত্র দেখি তারা ভক্তিযুক্ত হৈয়া।
করজোড় করি বলে বিনয় করিয়া॥
রুদ্রকন্যাগণ তথা রূপেতে পার্ব্বতী।
শিবের আজ্ঞাতে হৈছে এথাতে বসতি॥
আমার সঙ্গম হইছে দেবতাগন্ধর্ব্ব।
আমি সব দেবকৈন্যা দিব্য মূর্ত্তি সব॥
এহি রাজ্যে থাকিয়া আপনে হও রাজা।
আমা সকলে মিলি করি তোমা পূজা॥
জরা মৃত্যু নাহি এথা নাহিক দুর্ভিক্ষ।
দিব্য ঘরি মহাদেব থাকেন অন্তঃরীক্ষ॥
হেন রাজ্যে রাজা হৈয়া থাকহ আনন্দে।
আমি সব সুখে থাকি তোমার প্রসাদে॥
হাসিয়া বোলএ ধর্ম্ম শুন কৈন্যাগণ।
আমি রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন॥
পূর্ব্বে আমি কেশব অগ্রেতে কৈলাম পোণ॥
যাইব বৈকুণ্ঠপুরী যথা নারায়ণ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে শুন চন্দ্রমুখী।
অবিরোধে স্বর্গে গিয়া রামকৃষ্ণ দেখি॥
শুনিয়া রাজার বাক্য রমণী নৈরাশ।
আপনা আশ্রমে গেলা ছাড়িয়া নিশ্বাস॥

মালাধর গিরি ও লীলাবতী

কৈন্যাগণ প্রবোধিয়া চলিলা নৃপতি।
মালাধর নাম গিরি পাইলা শীঘ্রগতি॥
নানা বস্তু নানা ফল দেখিতে সুন্দর।
নানা পক্ষী কলোরব হৈল মনোহর॥
তাথে কৈন্যাগণ আছে দেখিতে শুভন।
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন চন্দ্রের ভুবন॥
লীলাবতী নামে কৈন্যা তাত পাটেশ্বরী।
ত্রিলোকমোহিনী কৈন্যা পরম সোন্দরী॥
লীলাবতী বোলে ধর্ম্ম শুনহ বচন।
রাজ্য এড়ি স্বর্গে যাও কিসের কারণ॥

এত শুনি উত্তর যে দিলা ধর্ম্মরাজ।
কলির অধীন রাজ্য নাহি কোন কাজ॥
চলিল উত্তরপথে স্বর্গ আরোহণ।
যথা বৈসে নারায়ণ যথা জনার্দ্দন॥
তবে তানে উত্তর যে দিলা সেহি নারী।
কথ দিন এথা রহ এহি রাজ্য করি॥
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে এথা থাকহ হরিষে।
আমিসব থাকিএ শুন তোমার সম্পাশে॥
পুনি যুধিষ্ঠিরে বোলে তাহা পরিহরি।
যাইব উত্তরপথে শুন সর্ব্বনারী॥
আশীর্ব্বাদ দেও মোরে শুন চন্দ্রমুখী।
অবিরোধে স্বর্গে গিয়া নারায়ণ দেখি॥
শুনিঞা রাজার বাক্য রমণী নৈরাশ।
আপনা আশ্রমে গেলা ছাড়িয়া নিশ্বাস॥

অশোক কানন:
দ্বৈপায়নতীর্থে দ্রৌপদীর পতন

এথা হৈতে ছয় জন করিলা গমন।
অশোক কানন রম্য পাইলা তখন॥
নানা রত্নে বান্ধিয়াছে অশোকের মূল।
অতি নিরমল তরু কলা সমতুল॥
তরুমূল সমীপে বহে পুণ্য মন্দাকিনী।
পাতাল পর্য্যন্ত গঙ্গা ত্রিপদগামিনী॥
মউরে করয়ে নৃত্য চরে জলচর।
অতি রম্য দিব্য জল দেখিতে সুন্দর॥
দ্বৈপায়ন নাম তীর্থ জগতবিখ্যাত।
ব্যাসপুত্র শুকদেব তপ করে যাত॥
তাথে সুরে স্থাপিয়াছে এক শিবলিঙ্গ।
তাম্রবর্ণ গিরিশৃঙ্গ কনকে সর্ব্বাঙ্গ॥
সদাএ বৈসএ তথা গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
বিদ্যাধরগণে নৃত্য করে নিরন্তর॥
সেহি নদী স্নান কৈল পুণ্য তীর্থজলে।
দ্রৌপদী সহিতে করি পাণ্ডবসকলে॥

সেহি পুণ্যস্থানে হইল দ্রৌপদী পতিত।
আকাশের চন্দ্র যেন পড়িল ভূমিত॥
কেহ কিছু না বলিল ধর্ম্মের নিয়মে।
কথদূর গিয়া মাত্র জিজ্ঞাসিল ভীমে॥
দ্রৌপদী পতিত হইল পুণ্যতীর্থ এথা।
হৃদয় পাইল শোক কি কহিব কথা॥
সংসারের রাজা সব অর্জ্জুনে জিনিল।
অনেক সাহস করি কৈলাসত পাইল॥
মাএতে কহিলা মাগিয়া পঞ্চ সহোদর।
একখানি বস্ত্র পাইছি অরণ্য ভিতরে॥
জননী কহিল তবে ঈষৎ হাসিয়া।
পাইছ যে বস্ত্র খাও পঞ্চে বিবরিয়া॥
মাএর বচন তবে না যাএ খণ্ডন।
পঞ্চভাইর পত্নী হইল সেহি সে কারণ॥
ধর্ম্মপথ ছাড়ি কভু নাহি করে পাপ।
কোন অপরাধে তারে যমে দিল তাপ॥
ধর্ম্মরাজা বোলে শুন ভাই বৃকোদর।
দ্রৌপদী আছে এক পাপ গুরুতর॥
মাএর বচনে হৈল পঞ্চের রমণী।
সমভাবে না সেবিল সতী হেন জানি॥
অর্জ্জুনের সেবা সে করিল স্বামীসম।
ভয়হেতু তোমাকে সেবিল সেহি ক্রম॥
পিতৃতুল্য আমাকে যে সর্ব্বক্ষণ মানে।
নকুল সহদেব দুই ভ্রাতির সমানে॥
এহি পাপে দ্রৌপদী পড়িল ধর্ম্মপথে।
ইহা লাগি শোক কেহ না করহ চিত্তেতে॥

গৌরীশৃঙ্গ

তবে ভীম প্রবোধ পাইল ততক্ষণ।
গৌরী পর্ব্বত হাটি মিলে পঞ্চ জন॥
সেহিত পর্ব্বতে বৃক্ষ দেখিতে বিরাজিত।
তাম্রবর্ণ গিরিশৃঙ্গ কনকে রচিত॥
তাথে রুদ্রকৈন্যাগণ পরম সুন্দরী।
ধর্ম্মরাজা দেখি তারা সদা পরিহরি॥
তে সভারে প্রবোধিয়া পঞ্চ ভাই যায়।
শত যোজন হাটিয়া আনন্দগিরি পায়॥
পর্ব্বতের মৈধ্যে এক দিব্য ঘরি আছে।
গন্ধর্ব্বে গীত গায় বিদ্যাধরী নাচে॥
কুঞ্জ নামে মহামুনি আছে সেই স্থানে।
পঞ্চ ভাই মিলে গিঞা তাহার বিদ্যমানে॥
মুনি প্রদক্ষিণ করি পঞ্চ সহোদর।
কহিল সকল কথা মুনির গোচর॥
করজোড় পঞ্চ ভাই মুনি সম্বোধিয়া।
চলিলা উত্তরপথে পর্ব্বতে হাটিয়া॥
পর্ব্বত শিখরে বড় গমন কর্কশ।
হাটি যায় পঞ্চ ভাই গমন সাহস॥
মন্দাকিনী নদী বহে পর্ব্বত শিখরে।
পূর্ব্বে স্তব কৈল তথা ব্যাসমুনিবরে॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখি সেই দিব্যস্থান।
অমরানগর জানি যাহার বাখান॥
পদ্মরাগ শিলা তথা অধিক সুন্দর।
মার্কণ্ড দুর্ব্বাসা আর যত মুনিবর॥
সোবর্ণের শিবলিঙ্গ সোবর্ণ পার্ব্বতী।
নাহি জরা মৃত্যু তথা রোগ শোক যতি॥
মহামুনিগণ সর্বদা বৈসে এক ঠাই।
ধর্ম্মেরে দেখিতে সবে আসিলা সেহি ঠাই॥
মুনি সব দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির।
পুটাঞ্জলি দিয়া রাজা আগে হইলা স্থির॥
দণ্ডবৎ করিলেক ভাই পঞ্চ জন।
আশীর্ব্বাদ করিলেক সর্ব্বমুনিগণ॥
মুনিগণে বোলে রাজা কেনে যাও স্বর্গে।
এহিস্থানে রাজা হও লইয়া ভ্রাতৃবর্গে॥
এত দুঃখে পঞ্চ ভাই পাইলা রাজ্যভোগ।
তাহাকে তেজিয়া কেনে যাও স্বর্গলোক॥
এথা রহি রাজ্য কর লইয়া ভ্রাতৃবর্গ।
কথ কাল রাজা করি যাইয় স্বর্গ॥
মুনি সকলের বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির।
পুটাঞ্জলি করিয়া যে আগে হইলা স্থির॥

CENTRAL LIBRARY

পূর্ব্বে আমি কেশব অগ্রেতে কৈলাম পণ।
যাইব বৈকুণ্ঠপুরে যথা নারায়ণ॥
এমত করিয়া রাজা পড়িলা পাএতে।
আশীর্ব্বাদ দেও গোসাই কেশব দেখিতে॥
এথ শুনি মুনি সব হইলা করুণ।
বিস্তারিয়া রাজাকে প্রশংসে পুন পুন॥
তোমার উপমা দিতে নাহিক জগতে।
এথ শুনি ধর্ম্মরাজ বন্দে জোড়হাতে॥
এহিমত ভাবিয়া যে বলিলা বচন।
আজ্ঞা দিলা বৈকুণ্ঠে দেখিবা নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠির সম্বোধিয়া বোলে মহামুনি।
আপনে সকল জান তুমি সর্ব্বজ্ঞানী॥
না হইছে পৃথিবীত তুমি হেন রাজা।
সগোত্রে বৈকুণ্ঠে যাও আশ্বাসিয়া প্রজা॥
সংসারেত তুমি হেন ধর্ম্ম আছে কার।
ধৈন্য পাণ্ডু ধৈন্য কুন্তী হেন পুত্র যার॥
ধৈন্য পবনসুত ধৈন্য বৃকোদর।
ধৈন্য ধনঞ্জয় বীর ইন্দ্রের কোঞর॥
ভারাবতারণে জন্ম নরনারায়ণ।
একই শরীর কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজন॥
এহিমতে মুনিসবে প্রশংসা করিয়া।
ধর্ম্মরাজাকে দিলা আগু বাড়াইয়া॥

কিরাত পর্বতে ভীমের কিরাত বধ

মুনিগণ প্রণমিয়া চলিলা নৃপতি।
কিরাত পর্ব্বতে গিয়া মিলে শীঘ্রগতি॥
সেহি স্থানে উতরিলা লইয়া ভ্রাতিবর্গ।
দেখিয়া পাণ্ডব পলায় কিরাত আদি সব।
তখনে কিরাত সবে নানা অস্ত্র লইয়া।
ধর্ম্মেরে বেড়িল সবে একত্র হইয়া॥
হার কেয়ুর রত্ন মুকুট মণ্ডিত।
নানা অস্ত্র হাতে লইয়া বেড়ে আচুম্বিত॥
শুন ভীম ধনঞ্জয় আজ্ঞা দেও রণ।
ই বলিয়া কিরাত গর্জ্জে ঘন ঘন॥
এথ শুনি ভীমসেন মহাক্রোধ মন।
কিরাত মারিয়া সব বৃক্ষ না বৈল॥

পদ্মরাগ শিলাতীর্থে সহদেবের পতন

তবে পঞ্চ সহোদর চলিলা উত্তরে।
কিরাত বসতি ছাড়ি মন্দাকিনী তীরে॥
অতি রম্য তীর্থ পাইয়া নামিলা জলেতে।
পঞ্চ ভাই স্নান করি উঠিলা তাহাতে॥
মহাশীতে কম্পমান হৈল অচেতন।
দহিল বিষম শীতে পাণ্ডুর নন্দন॥
সহদেব পড়িল সেহি তীর্থস্থানে।
পদ্মরাগ শিলাতীর্থ মন্দাকিনী জলে॥
সহদেব পড়িলা জানিলা সর্ব্বজনে।
মৌনব্রতে যায় সব পর্ব্বত কাননে॥
এহাকে দেখিয়া তবে বোলে বৃকোদরে।
তত্ত্বসার কথা মোরে কহ নরেশ্বরে॥
মৈল ভাই সহদেব তাথে নাহি পাপ।
কোন অফরাদে[১] তারে যমে দিল তাপ॥
যুধিষ্ঠির বোলে তিনি ছিল বড় বীর।
অত্যন্ত পবিত্র বীর সুন্দর শরীর॥
সুন্দর শরীর ক্ষত হইব রণপথে।
তে কারণে যুদ্ধ না করিল ভালমতে॥
সেহি অফরাদে হইল অকালে অনন্ত।
এতেকে জানিঞা ভাই প্রাণ কর শান্ত॥

চন্দ্রকান্ত মণিতীর্থঘাটে নকুলের পতন

আর দশ যোজন হাটিল স্বর্গপথ।
মিলিলেক চারি ভাই চন্দ্র পর্ব্বত॥
মন্দাকিনী তীরে বাস চন্দ্রকান্ত মণি।
মহা হিম শীত বড় সেহি তীর্থের পানি॥

১. অপরাধে অফরাদে

শীতল পবন তথা গঙ্গা পুণ্যবারি ।
স্নান করি মন্ত্র জপ করে ভাই চারি ॥
দহিল বিষম বিষে পাণ্ডুর তনয় ।
না পারে সহিতে তবে বড় পাইল ভয় ॥
সেহি স্থানে নকুলে যে ছাড়িলা শরীর ।
চন্দ্রকান্ত পর্ব্বত মন্দাকিনী তীর ॥
নকুল পড়িল দেখি অসম সঙ্কটে ।
তিন ভাই চলি যায় মন্দাকিনী তটে ॥
এহিমতে তিন ভাই মৌনব্রতে যায় ।
ধর্ম্মের নিঞ্জমে কেহ ফিরিয়া না চায় ॥
নকুল পড়িলা দেখি বোলে ভীমসেন ।
কহ দেখি নকুলের পাপ আছে কেন ॥
রাজা বোলে শুন কহি সব বিবরণ ।
ত্রিকালজ্ঞ নকুলে জানএ ত্রিভুবন ॥
ভূত ভবিষ্যত যত নকুলে জানিলা ।
প্রচার না করি কথা মনেতে রাখিলা ॥
আমা সমে বিসম্বাদ কৈল দুর্য্যোধন ।
জ্ঞাতি গুরু বধ হৈল যাহার কারণ ॥
এহি বীর রণকথা নকুলে জানিঞা ।
একদিন মোর স্থানে না কহিলা ভাঙ্গিয়া ॥
সেহি পাপে পথক্রমে নকুল পড়িল ।
এ সব কহিয়া রাজা ভীম প্রবোধিল ॥
এহিমতে আলাপনে তিন ভাই যায় ।
ধর্ম্মের নিঞ্জমে কেহ ফিরিয়া না চায় ॥

অরুণ পর্ব্বতে পদ্মরাগ শিলাতীর্থে অর্জুনের পতন

চলিলেক তিন ভাই উত্তরের পথে ।
মিলিলেক গিয়া তবে অরুণ পর্ব্বতে ॥
রবির কিরণ তথা অত্যন্ত প্রবল ।
ধর্ম্মরাজা যাইতে সেহি হইল শীতল ॥
পদ্মরাগ শিলা আছে মন্দাকিনী তটে ।
হরগৌরী বন্দি মূর্ত্তি তাহার নিকটে ॥
প্রদক্ষিণ করি তারে তিন সহোদর ।
ভক্তিভাবে সেবিলেক পার্ব্বতী শঙ্কর ॥
স্নান তর্পণ কৈল মন্দাকিনী জলে ।
মহা শীতে ভেদিলেক পাণ্ডব সকলে ॥
দহিল বিষম হিমে সভার হৃদয় ।
পদ্মরাগ শিলাতে পড়িলা ধনঞ্জয় ॥
দেখি নিঃশব্দ হৈলা বীর বৃকোদর ।
ধর্ম্মস্থানে জিজ্ঞাসিলা হইয়া কাতর ॥
ধনঞ্জয় পড়িলা ইবা কোন পাপে ।
মুখেতে না আইসে বাণী কাপএ প্রতাপে ॥
গরুড়ে যেন নাগগণ করিলা ভৈক্ষণ ।
তেনমতে অর্জ্জুনে বধিল কুরুগণ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি যথ বীরগণ ।
সভাকে জিনিছে রণে জানিছ কারণ ॥
অর্জ্জুন সমান বীর ত্রিভুবনে নাই ।
মহা মহা রাজাগণ যাহাকে ডরাই ॥
দৈত্য সবে যার ডরে ত্বরিত পলায় ।
সমরে দুর্জ্জয় বীর জানি সর্ব্বদায় ॥
ভাগুব্রহ্মা আদি করি যত দৈত্যগণ ।
শরাঘাতে মহোদধি করিলা বন্ধন ॥
হনুমান জিনি কৈলা লঙ্কাতে গমন ।
আনিলা বহুল স্বর্ণ জিনি বিভীষণ ॥
কুবের জিনিয়া নাম হইল ধনঞ্জয় ।
কিরাত কবচ জিনি দৈত্য কৈলা ক্ষয় ॥
দুষ্টজন জিনিঞা রাখিলা সজ্জন ।
আর যত কর্ম্ম কৈলা শুন তার কারণ ॥
যদুকুল জিনিঞা সুভদ্রা বিহা করে ।
উত্তর গোগ্রহ জিনি বিরাটনগরে ॥
আর যত কর্ম্ম কৈল জানহ আপনে ।
আমি কি বলিব তারে জানে ত্রিভুবনে ॥
কোন পাপে পথক্রমে পড়ে হেন ভাই ।
প্রবোধিয়া ধর্ম্মে তবে কহে ভীম ঠাই ॥
অর্জ্জুন কাননমৈধ্যে থুইয়া ভ্রাতিবর্গ ।
দেবরাজ সম্মুখেতে কৌতুকে ছিল স্বর্গ ॥

CENTRAL LIBRARY

এহি সব পাপে প্রাণ তেজিল অর্জ্জুনে ।
আপনার অফরাদ যতেক বিধানে ॥
বচন প্রবোধ পাইয়া ভীম হইলা স্থির ।
আর দশ যোজন হাটিলা যুধিষ্ঠির ॥

অক্ষয় বটবৃক্ষতলে চন্দ্রকান্ত মণিঘাটে
ভীমের পতন

অক্ষয় নামে বটবৃক্ষ ত্রিলোকের সার ।
অতিশয় উচ্চ তিন যাহার বিস্তার ॥
সোবর্ণে বান্ধিছে বৃক্ষ নানা রত্ন দিয়া ।
দুই ভাই বিশ্রাম কৈল তার তলে গিয়া ॥
ভাগীরথী নামে গঙ্গা ত্রিলোকের সার ।
সোবর্ণের ঘাট তথা বান্দি সুসার ॥
প্রদক্ষিণ হৈয়া তার চলে দুই জন ।
হিমালএ গিরি মৈধ্যে করিলা * * * * ।
চন্দ্রকান্ত মণি সেহি পুরীত রহিল ॥
বিদ্যাধরীগণ নাচে গন্ধর্ব্বে গাহে গীত ।
নানা পুষ্প আছে তথা গন্ধ আমোদিত ॥
কুকিলে পঞ্চম গাএ মউর নাচন ।
শিবলিঙ্গ আছে তথা পূজিত ভুবন ॥
তাকে প্রদক্ষিণ করি ভাই দুই জন ।
মহাদেব মনে ভাবি করিলা গমন ॥
মন্দাকিনী জলে নামি স্নান দান কৈল ॥
অত্যন্ত প্রবল শীতে শরীর দহিল ॥
শীতে কম্পমান তনু বীর বৃকোদর ।
মহা শব্দ করি পড়ে ভূমির উপর ॥
জলে মৎস্য কাপে আর পর্ব্বত শিখর ।
আর্ত্তনাদ করি পড়ে দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
দেখিয়া পাইল চিন্তা রাজা যুধিষ্ঠির ।
সকরুণ ভাবে জল পড়িল আখির ॥
মহাশোকে ধর্ম্মরাজার শরীর দগধে ।
কথক্ষণ চিন্তিয়া আছিলা নিঃশব্দে ॥
একাকিনী হইয়া পাইলা মহাভয় ।
পয়ার করুণ বাণী রচিলা সঞ্জয় ॥

জনমেজএ বোলে তবে ভীমের মরণে ।
মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমিতে তখনে ॥
শোকানলে কান্দে রাজা হইয়া একেশ্বর ।
কাতর হইয়া রাজা কান্দিলা বিস্তর ॥
মহাশোকে ধর্ম্মরাজা করএ ক্রন্দন ।
শোকানলে দহে প্রাণ স্থির নহে মন ॥
আহা ভীমসেন বীর মোর প্রাণসম ।
মহাবল মহাবাহু অতুল বিক্রম ॥
সংহতি যাইতে স্বর্গে আনিল তোহ্মারে ।
এমত দারুণ শোক প্রভু দিলা মোরে ॥
দুর্য্যোধন শত ভাই করিলা নিধন ।
জরাসন্ধ বিনাশিলা করি মহারণ ॥
গদা যুদ্ধে বিশারদ যমের সমান ।
রামকৃষ্ণ যার গদা করিলা বাখান ॥
মহা মহা বীর সব করিলা সংহার ।
বক রাক্ষস মারিলা বনের মাঝার ॥
কীচক মারিয়া রৈক্ষা করিলা দ্রৌপদী ।
অকণ্টক পৃথিবী করিলা শত্রুসব বধি ॥
মহাযুদ্ধে মহাবীর বিক্রমে সাগর ।
দেব দৈত্য দানবে যাকে করে মহাডর ॥
মহাবীর বৃকোদর জগতে বাখানি ।
আনিলেক মণিরত্ন সিন্ধুবীর জিনি ॥
হেন বীর পড়িলেক উত্তরের পথে ।
যাইতে নারিল আহ্মি কেশব দেখিতে ॥
নাহি গেলাম স্বর্গে আহ্মি না দেখিলাম হরি ।
অন্তাকালে বন্ধুশোক মনে কত ধরি ॥
আহা হরি নারায়ণ সংসারের সার ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালী যার ॥
তোহ্মার আজ্ঞাতে কৈলাম স্বর্গ আরোহণ ।
পথেতে যে পড়িল সকল বন্ধুগণ ॥

CENTRAL LIBRARY

শোকেতে দগদে চিতে ধরাইতে না পারি।
না দেখিলাম তোহ্মা পদ এহি দুঃখে মরি॥
এতেকে ভাবিয়া রাজা মনে স্থির কৈল।
ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মবুদ্ধি ধৈর্য্যতা হইল॥
শোক হতে ধর্ম্ম নাশ শোক হতে মরে।
মহাজন হৈলে শোক যতনে সম্বরে॥
এত বলি ধর্ম্মরাজা করিলা গমন।
ক্ষেমা দিল ধর্ম্মবুদ্ধি ধর্ম্মের নন্দন॥
আর দশ যোজন হাটিল একেশ্বরে।
বৈতরণী মহানদী গেলা তার তীরে॥
সূর্য্যকান্ত মুনির আশ্রম তথা আছে।
যুধিষ্ঠির রাজা গিয়া বৈসে তার পছে॥
দেবকৈন্যাগণ তথা পরম সুন্দরী।
নানা বাদ্য গীত গায় পরম মঙ্গল করি॥
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির না ফিরিল মন।
ভ্রাতিগণ স্মরি তবে করএ ক্রন্দন॥
মহাভারতের কথা স্বর্গ আরোহণ।
পয়ার সঞ্জয় কথা করিল রচন॥

দেবরাজ আহ্মি হৈ শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
তোহ্মা সাম্বাইতে আইলাম বৈতরণী তীর।
মরিয়াছে তোহ্মার যতেক বন্ধুগণ।
অবিলম্বে সভাকে দেখিবা গিয়া স্বর্গ॥
পুণ্যজলে স্নান করি দিব্য রথে চড়।
ধর্ম্ম সম্ভাষিয়া তুহ্মি বিষ্ণুঘরে লড়॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেত পড়িল যত বীর।
সভাকে পাইবা তথা শুন যুধিষ্ঠির॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন সহস্রলোচন।
বন্ধুগণ শোকে মোর স্থির নহে মন॥
তুহ্মি বোল সর্ব্ব বন্ধু তথাতে দেখিব।
অতএব তোহ্মা সঙ্গে স্বর্গে চলি যাইব॥
পুণ্য জলে কৈলা রাজা স্নান তর্পণ।
দিব্য মূর্ত্তি হইয়া কৈলা রথআরোহণ॥
মাতলি চালায় রথ ইন্দ্রের ছত্র ধরে।
চিত্ররেখা গীত গায় আনন্দ নির্ভরে॥
পুষ্পদন্ত চামর ঢুলায় দীর্ঘ হাতে।
এহিমতে ধর্ম্ম লইয়া যায় দেবনাথে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শ্রবণে ভারত।
এতেকে সঞ্জয় ব্যক্ত করিল জগত॥

যুধিষ্ঠির সকাশে ইন্দ্র

মহারাজ জনমেজয় হস্তিনার পতি।
সৈত্যবন্ত মহাভাগ ধর্ম্মশীল যতি॥
ধর্ম্মের করুণা শুনি হইলা কাতর।
বৈশম্পায়ন মুনিতে জিজ্ঞাসে নরেশ্বর॥
জ্ঞাতিশোক বিপরীত ধর্ম্ম নরপতি।
জ্ঞাতির মরণ দেখি শোক বাড়ে অতি॥
কহ মহামুনি ধর্ম্মে কি কর্ম্ম করিল।
কেমতে দারুণ শোক ধর্ম্মে পাশরিল॥
মুনি বোলে শোকে রাজা হইলা কাতর।
দিব্য রথে চড়ি তবে আসিলা পুরন্দর॥
যুধিষ্ঠির স্থানে কহে সহস্রলোচন।
মহাজন হইয়া কেনে শোকে দিলা মন॥

কুকুর-রূপী ধর্ম প্রসঙ্গ

জনমেজয় বোলে এক বিস্ময় জন্মিল।
ছয় জন সঙ্গে এক কুকুর চলিল॥
পঞ্চ জন পথেতে পড়িল শীতক্লেশে।
ইন্দ্র সঙ্গে ধর্ম্ম রাজা যায় স্বর্গবাসে॥
এহি নিবেদন মোর তোহ্মার অগ্রেতে।
আর কুকুর সেহি গেল কোন ভিতে॥
মুনি বোলে শুন রাজা কৌতুক প্রচুর।
পুত্র পরীক্ষিতে ধর্ম্ম হইলা কুকুর॥
পঞ্চ ভাই পত্নী যবে স্বর্গ যায় রঙ্গে।
অব্যক্ত কুকুর রূপে ধর্ম্ম যায় সঙ্গে।

CENTRAL LIBRARY

মায়ামূর্ত্তি কুকুর মিলিল অকস্মাৎ।
অনিষ্ট দেখিয়া ক্রোধ হইলা দেবনাথ॥
দণ্ডহাতে করি ইন্দ্র করিলা প্রহার।
ব্যথাএ পীড়িত ধর্ম্ম করে হাহাকার॥
মায়াধর্ম্ম দেখি ইন্দ্র লজ্জিত হইল।
ততক্ষণে ধরি তাকে রথেত তুলিল॥
পুত্র পরীক্ষিত ধর্ম্ম হইল প্রসন্ন।
মায়ামূর্ত্তি ছাড়ি তবে দিলা দরশন॥
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া লাগে বলিবার।
বড় তুষ্ট হইল পুত্র চরিত্রে তোহ্মার॥
সৈত্যবন্ত ক্ষেমাবন্ত পবিত্র শরীর।
বিষ্ণুভক্ত মহাভাগ সদাএ স্থস্থির॥
সগোত্রে বৈকুণ্ঠ গিয়া দেখহ অদ্ভুত।
আহ্মি ধর্ম্ম পিতা তোর শুনহ নিশ্চিত॥
ধৈন্ত ধৈন্ত পুত্র তুহ্মি করিএ বাখান।
এতেকে বলিয়া ধর্ম্ম হৈলা অন্তর্দ্ধান॥

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন

তবে এথা রাজা লইয়া চলে পুরন্দর।
শীঘ্রগতি চলে রথ বাউ সম স্বর॥
মিলিলা যমের পুরী বাসব সংগতি।
ধর্ম্ম দেখিবারে যম আসিলা শীঘ্রগতি॥
যমে বোলে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
রাজ্য ত্যজি স্বর্গে যাও কিসের কারণ॥
এহি রাজ্যে থাকিয়া আপনে হও রাজা।
পাত্রমিত্র সমে আহ্মি তোহ্মারে করি পূজা॥
ধর্ম্মে বোলে আর কিছু না বলিবা বাণী।
যাইব বৈকুণ্ঠপুরে যথা চক্রপাণি॥
যমে বোলে কুথাপি না থাক ধর্ম্মরাজ।
মোর পুরী দেখি যাও না করিয় ব্যাজ॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠির যম লইয়া আগুসারে।
কপট করিয়া যায় পুরী দেখাইবারে॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর উত্তর দুয়ার।
পুণ্যলোক দেখি রাজা হরিষ অন্তর॥
দক্ষিণ দুয়ারে তবে মিলে আচুম্বিত।
নরকের কুণ্ড দেখি হইলা দুঃখিত॥
তবে যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন ধর্ম্মরাজ।
ত্বরিতি চালাও রথ না করিয় ব্যাজ॥
স্বর্গ আরোহণ কথা শুনিতে স্বর্গবাস।
জনমেজয় রাজাতে কহিলা মুনি বৈশম্পায়ন॥
জোড়হস্তে পুছে রাজা জোড় করি হাত।
এক নিবেদন মোর শুন জগন্নাথ॥
দয়াবন্ত ক্ষেমাবন্ত পবিত্র শরীর।
নরক দেখিল কেনে রাজা যুধিষ্ঠির॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি এহার কারণ।
বিস্ময় হইল শুনি এহার বচন॥
মুনি বোলে লেখন রাজা পূর্ব্ব বিবরণ।
দ্রোণ পর্ব্বে শুনিয়াছ সে সব কথন॥
অশ্বত্থামার হস্তী যে আছিল মোহারণ।
ভীমে তারে সংহারিছে জানিঞা কারণ॥
কতুক করিয়া ভীম বলিল ডাকিয়া।
অশ্বত্থামা মৈল যুদ্ধে দ্রোণেক দেখিয়া॥
কোপ উপস্থিত হৈলে জ্ঞান লুপ্ত হয়।
ধর্ম্মেত জিজ্ঞাসে দ্রোণে করিয়া প্রত্যয়॥
কৃষ্ণের মায়াতে রাজা জ্ঞান বিবর্জ্জিত।
অশ্বত্থামা হত বোলে গজ বোলে স্থিত॥
ধনু হস্তে করি দ্রোণ লাগিল বলিতে।
ধৃষ্টদ্যুম্নের মাথা কাটে সভার বিদিতে॥
সেহি পাপে ধর্ম্মরাজা নরক দেখিল।
পূর্ব্বেহ কহিছে কথা পরেহ দেখিল॥

ব্রহ্মপুরে যুধিষ্ঠির

তবেত ইন্দ্রের রথ চালায় ব্রহ্মপুরে।
ধর্ম্মরাজা লইয়া চলে অমরাঈশ্বরে॥
ব্রহ্মপুরে প্রবেশিয়া রহিলেক দ্বারে।
হরিষে আসিলা ব্রহ্ম রাজা দেখিবারে॥
যুধিষ্ঠির দেখি ব্রহ্মা ছাড়িয়া আসন।
দুই বাহু পসারিয়া দিলা আলিঙ্গন॥

CENTRAL LIBRARY

কর জোড় করি বোলে শুন যুধিষ্ঠির।
তুহ্মি সম রাজা নাহি পবিত্র শরীর॥
রাজা হইয়া থাক তুহ্মি এহি ব্রহ্মপুরে।
জরামৃত্যু নাহি এথা কহিল তোহ্মারে॥
তোহ্মাতে দেখিতে ধর্ম্ম বাড়এ প্রচুর।
এতেকে বলিএ ধর্ম্ম রহ ব্রহ্মপুর॥
এথ বলি প্রজাপতি ঈসদ হাসিয়া।
ধৈন্য ধৈন্য বোলে তবে রাজা প্রশংসিয়া॥
ধৈন্য ধৈন্য যুধিষ্ঠির ধৈন্য তোর মতি।
ধর্ম্মেতে তৎপর তুহ্মি বিষ্ণুতে ভকতি॥
ই বলিয়া প্রজাপতি ধরি তান হাতে।
অপ্সরাএ নৃত্য করে গন্ধর্ব্বে গাহে গীতে॥
মঙ্গল জোকার দেহি দেবকৈন্যাগণে।
এহিমতে যায় রাজা ধর্ম্মপুর হনে॥

যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন

দুই লৈক্ষে যোজন লঙ্ঘিয়া রথ যায়।
ততক্ষণে সে বৈকুণ্ঠনগর গিয়া পায়॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী আইল রাজাকে দেখিতে।
বিষ্ণুভক্ত আছে যত বিষ্ণুর পুরীতে॥
ধর্ম্মরাজা আসিল শুনি দেবনারায়ণে।
পরম আনন্দ হইলা প্রসন্ন বদনে॥
তবে ব্রহ্মা বোলে শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
হের দেখ নারায়ণ প্রসন্ন শরীর॥
কিরীটাকুণ্ডল কর্ণে অতি মনোহর।
শঙ্খচক্র গদা পদ্ম হেন মালাধর॥
শিরেত মউরপুচ্ছ অধিক শোভন।
গ্রীবাএ কৌস্তুভ মণি জিনি ত্রিভুবন॥
দক্ষিণেতে লক্ষ্মী শোভে বামে সরস্বতী।
গরুড় বাহন দেখ হের লক্ষ্মীপতি॥
যেমত দেখিলা হরি দ্বারিকানগর।
তেনমত দেখ রাজা বৈকুণ্ঠঈশ্বর॥
দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ পাণ্ডুরনন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কৈলা চরণবন্দন॥
দয়ার ঠাকুর হরি দেবনারায়ণ।
দুই হস্ত পসারিয়া দিলা আলিঙ্গন॥
হাসিয়া বোলএ হরি শুন যুধিষ্ঠির।
তুহ্মি সে আহ্মার দেখ চিত্ত হইল স্থির॥
তবে যুধিষ্ঠির বোলে শুন নারায়ণ।
দেখিল তোহ্মার পদ সার্থক জীবন॥
এক দুঃখ আছে মোর শুন নারায়ণ।
একাকী আসিল স্বর্গে নাহি বন্ধুগণ॥
হাসিয়া বোলএ শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
ছাড়িয়া বিষম মায়া চিত্ত কর স্থির॥
তুহ্মি ব্রহ্মা তুহ্মি বিষ্ণু তুহ্মি মহেশ্বর।
তুহ্মি ব্রহ্মসনাতন ধর্ম্মের কোঞর॥
আপনে বিদ্বান হৈয়া পাসর আপনা।
তুহ্মি আহ্মি এক তনু একই তুলনা॥
তবে যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন নারায়ণ।
বন্ধুগণ শোকে মোর স্থির নহে মন॥
দ্রৌপদী সহিতে আহ্মার চারি সহোদর।
আসিতে পড়িল পথে শুন গদাধর॥
একেশ্বর আইল আহ্মি বৈতরণীতীর।
হেনকালে আহ্মারে দেখিলা পুরন্দর॥
বিষাদ না কর মনে পাণ্ডবপ্রধান।
বৈকুণ্ঠে আসিয়া দেখ যত বন্ধুগণ॥
অধনে না দেখি কেনে সকল বান্ধব।
কথাকার সেই সব কহত মাধব॥
দ্রৌপদী না দেখি কেনে না দেখি অর্জ্জুন।
সহদেব আদি করি যত বন্ধুগণ॥
তবে কৃষ্ণে বলিলেক শুন যুধিষ্ঠির।
অনিত্য সংসার জানি চিত্ত কর স্থির॥
ই বলিয়া গরুড়েতে কহে গদাধর।
যুধিষ্ঠির লইয়া যাও ক্ষীর নদীর সাগর॥
তথা নিঞা রাজাকে তুহ্মি করাইয় স্নান।
বিজ্ঞান হইব দূর হৈব দিব্য জ্ঞান॥
এহার আদেশে তবে চলে খগপতি।
ক্ষীরোদ সাগরে নিল ধর্ম্মনরপতি॥

CENTRAL LIBRARY

স্নান করাইলা তাথে রাজা যুধিষ্ঠির ।
ভ্রম সব দূরে গেল চিত্ত হইল স্থির ॥
প্রণাম করিয়া রাজা গোবিন্দচরণে ।
হাতে ধরি বৈসাইলা নিজ সিংহাসনে ॥
হাসিয়া বোলএ হরি শুন যুধিষ্ঠির ।
তুহ্মি আহ্মি দুই নহি একই শরীর ॥
তবে ভীম আদি করি অন্য সহোদর ।
দেখিয়া সন্তোষ হইল ধর্ম্ম নৃপবর ॥
দ্রৌপদী কামনী তবে দেখিলা তথাই ।
দুর্য্যোধন আদি দেখে এক শত ভাই ॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি যত বন্ধুগণ ।
সভাকে দেখাএ রাজা পাণ্ডুর নন্দন ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে পড়িছে যত প্রজা ।
পিতৃ অমাত্য দেখে যত সব রাজা ॥
সকল দেখিয়া রাজা চিত্ত হইল স্থির ।
বিষ্ণুর চরণে স্তুতি করে যুধিষ্ঠির ॥
তুহ্মি দেব নারায়ণ অনাদি নিদান ।
জ্ঞানেতে অম্লান তুহ্মি জ্ঞানেতে চেতন ॥
তুহ্মি আহ্মি ভিন্ন নহে একই জীবন ।
অন্যথা না হয় তবে জানিবা সকল ॥
অন্যথা না হয় তবে জানিবা পাণ্ডব ।
বৈকুণ্ঠনায়কে বোলে কেনে অসম্ভব ॥

দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ শ্বেতদ্বীপে স্বজন-জ্ঞাতিদের
সকাশে যুধিষ্ঠির

এক বোল বলি আহ্মি শুন ধর্ম্মরাজ ।
শ্বেতদ্বীপে চল তুহ্মি না করিয় ব্যাজ ॥
দ্বিতায় বৈকুণ্ঠ হেন আছে সেই স্বর্গ ।
তথা গিয়া রাজা হও লইয়া ভ্রাতিবর্গ ॥
এতেক বলিলা হরি ত্রিভুবনকর্ত্তা ।
রাজাকে লইয়া গেলা শ্বেত দ্বীপ যথা ॥
স্নান করাইলা স্বর্গমন্দাকিনী জলে ।
পরম সন্তোষ হইয়া মন কুতূহলে ॥
অভিষেক কৈল রাজা নানা উপহারে ।
রত্ন সিংহাসন দিলা রাজা বৈসিবারে ॥
পরম পবিত্র হইয়া ধর্ম্মের নন্দন ।
দণ্ডবৎ প্রণাম কৈলা গোবিন্দচরণ ॥
পরম আনন্দ হইয়া প্রভু নারায়ণ ।
হাতে ধরি বৈসাইলা রত্নসিংহাসন ॥
বিদ্যাধরী নৃত্য করে গন্ধর্ব্বে গায় গীত ।
আনন্দ পুলকে প্রজা বেড়ে চারিভিত ॥
শিরেত তুলিয়া ছত্র ধরে ভীমসেন ।
ধনুহাতে ধনঞ্জয় রহিলা দক্ষিণ ॥
বামপাশে সিংহাসনে দ্রৌপদী বসিল ।
আর যত গুরুজন সম্মুখে রহিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধন শকুনি মাতুল ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বীর দুইজন ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র তখনে মিলিল ॥
বিরাট দ্রুপদ আদি রাজা জয়দ্রথ ।
বৃষকেতু বিশালাক্ষ রাজা ভগদত্ত ॥
আর যত বন্ধুগণ মিলিল তখন ।
যার যেহি স্থান বুজি বৈসে সর্ব্বজন ॥
শ্বেতদ্বীপ পাইল তবে যুধিষ্ঠির রাজা ।
ভীষ্মআদি যত প্রজাগণে করে পূজা ॥
পুনি যুধিষ্ঠির রাজা কৃষ্ণেকে করি স্তুতি ।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করিলা ভকতি ॥
তুহ্মি নারায়ণ প্রভু সংসারের সার ।
তুহ্মি স্বজন পালন তুহ্মি সে সংহার ॥
এহি বর দেও মোক অখিলের পতি ।
যুগে যুগে তোহ্মা পদে রহুক ভকতি ॥
নারায়ণে বোলে তুহ্মি স্মরহ আপনা ।
যেন তুহ্মি তেন আহ্মি জানে সর্ব্বজনা ॥
যেন বৈকুণ্ঠ তেন শ্বেতদ্বীপ স্থান ।
শিব ব্রহ্মা আদি করে যাহার বাখান ॥
এমত বলিলা যদি প্রভু নারায়ণ ।
আনন্দে পুলক হইল ধর্ম্মের নন্দন ॥

মহারাজা পাণ্ডুপুত্র ভারাবতারণে।
শ্বেতদ্বীপের রাজা হৈলা আপনার গুণে॥

মহাভারতশ্রবণে জনমেজয়ের রোগমুক্তি

ভারত শুনিলা যদি রাজা জনমেজয়।
কিছু কিছু করি তান রোগ হইল ক্ষয়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শ্রবণে ভারত।
এতেকে সঞ্জয় ব্যক্ত করিলা ভারত॥

মহাভারতের কথা স্বর্গ আরোহণ।
পয়ারে সঞ্জয় কথা করিলা রচন॥

স্বর্গ আরোহণ শুনিলে পাপনাশ।
লোক নিস্তারিতে প্রকাশিলা মুনি ব্যাস॥
মহাভারতের কথা অষ্টাদশ পর্ব্ব।
সঞ্জয় পয়ারে কথা রচিলেক সর্ব্ব॥

এমত ভারত কথা কহিল সঞ্জয়।
গীত হেন গাহে লোক মুহিত হৃদয়॥
পণ্ডিতে বুঝয়ে ইহা বড় সুনিশ্চিতে।
আর লোকে দুঃখভাবে সুখ নিরখিতে[১]॥

এতেকে সকল লোকে সুখে বুঝিবারে।
সঞ্জয় কহিল কথা কমল[২] পয়ারে॥

১. পুথির পাঠ নিরখিতে
২. পাঠান্তর কোমল

CENTRAL LIBRARY

পরিশিষ্ট

CENTRAL LIBRARY

পরিশিষ্ট

* পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ।[১]
* মহাভারতের উল্লেখযোগ্য চরিত্র, স্থান ও অস্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।
* গ্রন্থপঞ্জী।[২]

১. গ্রন্থের ভূমিকার অন্তর্গত বর্ণনাত্মক পুথিপরিচয় অংশে প্রত্যেকটি পুথির উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পাঠান্তর এবং অতিরিক্ত পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, বহুসংখ্যক পুথির সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ আক্ষরিক পাঠান্তর গ্রহণ প্রায় অসম্ভব ; সুতরাং যথাসম্ভব মূল্যবান পাঠান্তরগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরিশিষ্টের এই অংশে সম্পূর্ণ নূতন উপাখ্যান হিসাবে "দ্রৌপদীর যুদ্ধ" উপকাহিনীটি সন্নিবেশিত করা হইল। ইহাতে একমাত্র কবি সঞ্জয়ের ভণিতা রহিয়াছে, ভণিতা, রচনাধর্ম ও প্রকাশভঙ্গী কবির মূল মহাভারতের রচনাধর্ম ও ভণিতাপ্রয়োগের সঙ্গে প্রায় সর্বাংশে অভিন্ন। সুতরাং ইহা কবি সঞ্জয়ের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। 'নীলধ্বজ যুদ্ধ', 'পাণ্ডবগীতা' প্রভৃতির যে কয়েকটি পুথি পরীক্ষা করিয়াছি তাহাদের সম্পর্কে এইরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা স্থাপনের সুযোগ নাই সুতরাং তাহাদিগকে সন্নিবিষ্ট করা হইল না। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, সঞ্জয়ের কাব্যের বহুল জনপ্রিয়তার জন্য এইরূপ উপাখ্যান তাঁহার কাব্যাংশের আশ্রয়ে রচিত হইয়া, তাঁহার নামে প্রচলিত ছিল।

২. পুথি ব্যতীত যে সকল মুদ্রিত গ্রন্থ ও সাময়িকীর সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহাদের তালিকা।

দ্রৌপদীর যুদ্ধ

অভিমন্যুবধ সাঙ্গ দ্রোণ যে পর্ব্বএ।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জএ॥

যতক্ষণে বোলেন কথা শুনে জনমেজয়।
ধৃতরাষ্ট্রের স্থানে যেন কহিল সঞ্জএ॥
সেইকথা বিস্তারিয়া কহ মহাশএ।
সভায়[১] বিশদে কথা কহিল সঞ্জএ॥

অন্যায় যুদ্ধেতে যদি কুমার পড়িল।
আকাশের দেবগণ তথাতে আছিল॥
সঙ্গতি আছিল মুনি নারদ তথাতে।
তাহার বৃত্তান্ত রাজা শুন এক চিত্তে॥
যথাতে বসিয়া আছে কৃষ্ণনারায়ণ।
পাদ্যঅর্ঘ্যআদি সনে দিলা সিংহাসন॥
আসনে বসিলা মুনি বিরস বদনে।
চমকিত হৈল তবে সব নারীগণে॥
কিছু নাহি কহে মুনি মৌন হইয়া রইল।
জিজ্ঞাসিতে প্রত্যুত্তর কিছু নাহি দিল॥
কতক্ষণে রুক্মিণীআদি যথ নারীগণ।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিল মুনির চরণ॥
কথা হৈতে আগমন বিরস বিশেষ।
আহ্মা প্রতি বুঝিলাম তান কৃপা হৈল শেষ॥
গো ব্রাহ্মণ শিশু আর নারী যে জাতি।
মো হস্তে না করে ক্রোধ এই সব প্রতি॥
অভিনব নহে তাতে আহ্মা সবা হৈতে।
স্ত্রীজাতি জানি আহ্মা ক্ষেমিতে উচিতে॥
শুন শুন নারীগণ যে কহিল কথা।
কুরুক্ষেত্র হৈতে আহ্মি আসিয়াছি এথা॥
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ দেখিতে কতুক।
দেবতার সঙ্গে আহ্মি এথা আছিলেক॥
আজুকার যুদ্ধেতে দেখিএ অনুচিত।
কহিতে না আইসে মুখে তোহ্মার বিদিত॥
সংসারের মৈধোতে হৈছে বা না হৈছে।
কৌরব সকলে আজি যে কর্ম্ম করিছে॥
তার হেতু বিসন্ন যে হইয়াছি আহ্মি।
তুহ্মি সবের দোষ নাহি কহিলাম আহ্মি॥
নারীগণে বোলে মুনি কহিবা তাহাক।
মুনি বোলে তাহা আহ্মি কহিব তোহ্মাক॥
শুনিলে সর্ব্বথা চিত্ত নারিবা ধরিতে।
তে কারণে কহিতে না লএ মোর চিত্তে॥
তথাপি কহিব তাহা জিজ্ঞাসিলা যবে।
কৌরব পাণ্ডব মূল আছিলেক পূর্ব্বে॥
খণ্ডাইতে পৃথিবী ভার দেব যদুপতি।
যুদ্ধেতে প্রবেশ হৈল কৌরব সংহতি॥
রণে প্রবেশিয়া পার্থ দেখিল তখন।
জ্ঞাতি কুটুম্ব [যথ] সব ভ্রাতৃগণ॥
দয়াএ না মায়াএ যদি না খণ্ডএ ভার।
তখনে গোবিন্দে মাঝা করিলেক সার॥
নারায়ণী সেনা আদি দিল দুর্য্যোধন।
সুশর্ম্মারে লৈয়া তবে আছিল দক্ষিণ॥
পার্থ বিনা তারে কেহ জিনিতে সংশএ।
তে কারণে দক্ষিণত গেল ধনঞ্জএ॥
এই ছিদ্রে দ্রোণবীরে চক্রব্যূহ করি।
জীবমানে যুধিষ্ঠির রাজা নিতে ধরি॥
ধরিবারে আইসে রাজা বড় পাএ ভএ।
পার্থ বিনে ব্যূহভেদ কেহ না জানএ॥
অভিমন্যু প্রতি রাজা কহিল তখন।
চক্রব্যূহ ভেদ কর শুন মহাজন॥

১. পাঠান্তর সবায়

অর্জ্জুননন্দন তুহ্মি অর্জ্জুন সমান।
চক্রব্যূহ ভেদি মোকে কর পরিত্রাণ॥
অভিমন্যু বোলে ব্যূহ ভেদিবারে পারি।
নির্গম না জানি মনে এই শঙ্কা করি॥
প্রবেশ শিখাইল বাপে নির্গম না জানি॥
আসিবারে তথা হোনে ভঙ্গ বাসি পুনি॥
বাপে আসি জানি কিবা মন্দ বোলে মোকে।
এই দিকে যত রাজা কহিলুম তোহ্মাকে॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে তোহ্মার কোন চিন্তা নাই।
মোর তরে তোহ্মার সঙ্গে যাইব চারি ভাই॥
আগে আগে ব্যূহভেদি চলি যায় তুহ্মি।
তোহ্মার পশ্চাতে সব আসিবাম আহ্মি॥
ভীমে বোলে গদাঘাতে ভাঙ্গিম চক্রব্যূহ।
তোহ্মার পশ্চাতে যাইব চিন্তা না করহ॥
সহদেব চেকিতান নকুল সাত্যকি।
যুধামন্যু উত্তমৌজা শিখণ্ডী ধানুকী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রুপদ মোহামতি।
সর্ব্বরণে ব্যূহ ভেদি যাইব পদগতি॥
শুনি অভিমন্যু বীরে ভাবিল তখন।
প্রবেশিল ব্যূহমধ্যে কমলনঅন॥
অভিমন্যু বীর যদি গেলেন ব্যূহেতে।
ব্যূহদ্বার রুধিআ রহিল জয়দ্রথে॥
সচকিত হস্তী যেন রহিলেক দ্বারে।
তে কারণে যোদ্ধাগণ রহিল বাহিরে॥
ব্যূহ প্রবেশিয়া বীরে অনেক মারিল।
ষাইট সহস্র রাজা বিনাশ করিল॥
যে করিল ভালো কর্ম্ম অর্জ্জুনতনএ।
মনিষ্যের কথা নহে দেবের দুর্জ্জএ॥
সৈন্যের নিপাত দেখি দ্রোণ সেনাপতি।
অন্যাএ করিল যুদ্ধ লৈয়া সব রথী॥
চারিদিকে বেড়িয়া মারএ রথিগণ।
তথাপিহ সৈন্য পালিল অভিমন্যু॥
সহাএ নাহিক কেহ সবে একরথী।
বিমুখ করিল সব দ্রোণ মহারথী॥

রণ জিনি বাহিরে যাইতে আজ্ঞা হৈল।
যাইতে যে জয়দ্রথে পথ বিরোধিল॥
যুঝিতে যুঝিতে বীর শ্রম অতি হৈল।
চারিভিতে সৈন্যসবে বেড়িয়া হানিল॥
দুঃশাসন পুত্রে রুদ্র গদা লৈল হাতে।
সমক্ষে মারিল গদা কুমারের মাথে॥
সেই ঘাএ প্রাণ দিল সুভদ্রাতনএ।
অন্যাএ মারিল দেখি দুঃখ অতিশএ॥
ততোধিক দুঃহ আহ্মার হৃদয়ে বিকল।
তুহ্মি সবের দোষ নাহি কহিলুম সকল॥
অভিমন্যু বধ কথা নারদে কহিল।
কি বোল কি বোল করি নারদেরে কৈল॥
এহে একে নারী সবে বুকে ঘাও হানি।
অতি বড় শব্দ করি উঠিল রুক্মিণী॥
দ্বারকার লোক সব আইল শীঘ্র করি।
বার্ত্তা শুনিয়া সব আইলা নরনারী॥
শুকে বিমোহিত সবে আর্ত্তনাদে কান্দে।
সঞ্জএ কহিল কথা লাচাড়ি প্রবন্ধে॥

লাচাড়ি

অভিমন্যু পড়ে রণে শুনি কৃষ্ণ নারীগণে
রুক্মিণী আদি সব নারীগণ।
দেবকী রুক্মিণী রতি উষাসঙ্গে প্রভাবতী
একত্রে যে করহে ক্রন্দন॥
অভিমন্যু মারে রণে পাপিষ্ঠ কৌরবগণে
এই দুঃখ শরীরে না সএ।
দ্রোণে রচিল ব্যূহ ভেদিতে না জানে কেহ
যুধিষ্ঠির নিষ্ঠুর যে হিআ।
শিশু ব্যূহমৈধ্যে দিল কুলবার্ত্তা না লইল
যাইতে না দিল কৃষ্ণগণে।
জয়দ্রথে রোধে দ্বার ভেদন না যাএ আর
একরথে হৈয়া সুস্থির॥
তাহাতে কৌরবগণ রাজ্য পাইল দুর্য্যোধন
অভিমন্যু আছিল তথাত।

তাহাতে কৌরবগণ অন্যাএ করিল রণ
বেড়িয়া মারিল ছয় রথী ।
রাজ্যলোভে হেন হৈল জ্ঞাতিপুত্র বধ কৈল
পাপ দুর্যোধন কুরুপতি ।
বনে গেল পাণ্ডবগণ রাজ্য পাইল দুর্যোধন
অভিমন্যু আছিল এথাত ।
মিলিয়া সতিনীগণ পালিলাম অনুক্ষণ
এথা থাকি বর্দ্ধমান হইল ।
কামদেব সমোযর দেখিতে সে সোন্দর
অভিমন্যু সংবাদ আনএ ।
সেই অভিমন্যু মরে কেমতে পরাণ ধরে
এই দুখে অন্তরেতে দহে ॥
করে ধনু সন্ধান দেবগণ কম্পমান
নাম শুনি দেবগণ কাপে ।
হেন অদ্ভুত হএ আহান যে তনএ
শিশুপুত্র বধিল শৃকালে ॥
পুত্রের মরণ শুনি সুভদ্রা ত্যজিব প্রাণী
উত্তরা মরিব সেই শোকে ।
মরিবেক পার্থ বীর চারি ভাই যুধিষ্ঠির
দ্রৌপদী যে মরিবেক শোকে ॥
ধিক্ ধিক্ বীরগণ যতেক পাণ্ডবগণ
কাছে না থাকিলে ধনঞ্জয় ।
এথ সব বীর থাকে রাখিতে না পারে তাকে
কৌরবগণে বধিল তনএ ॥
কৃষ্ণের কপটে মরে আর কি বলিব কারে
বুঝিলাম বীরসবের মন ।
চল সব যাই রণে কুরুক্ষেত্র রণস্থানে
সমুখে মারিব বীরগণ ॥
চল যদুবংশ নারী উঠ বাণ হস্তে ধরি
সবে মিলি করহ উল্লাস ।
অভিমন্যু শোকে সবে অনেক রুষিয়া তবে
ধৃতরাষ্ট্রেতে কহিল সঞ্জএ ।

নারীগণে বোলে কৃষ্ণ সহনে না যাএ ।
কৌরবনিধন হেতু কহিল নিশ্চএ ॥
কৃষ্ণে না করিল মন মৈল তার চক্রে ।
চক্রেতে মোহিত করি পাণ্ডবগণ রাখে ॥
উঠ উঠ সব যাই রহি কার্য্য নাই ।
ধনুঅস্ত্র লই চল কুরুক্ষেত্রে যাই ॥
এ বোলিয়া ঘোষণা দিলেক দ্বারিকাতে ।
বাজাএ বাদন বাদ্য সাজন করিতে ॥
বাজাএ কত শত বাদ্য সাজন যে করি ।
সত্বরে চলিয়া আইল দ্বারিকানগরী ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ চড়ে ঘোড়া ।
কেহ পদরথী চলে হস্তে করি খাড়া ॥
সে যে অবলা নারী চঞ্চল চরিত ।
রথেতে চলিয়া যাইব ভরসা রহিত ॥
সত্বরে চলিয়া আইল অশেষ প্রবন্ধে ।
কবচ ধনুক লইয়া টোন ধরি কান্ধে ॥
রুক্মিণী যে সত্যভামা আর জাম্বুবতী ।
রমণীর সঙ্গে সাজে নারী প্রভাবতী ॥
কৃষ্ণনারীগণ সঙ্গে যত পুত্রবধূ ।
পাত্রমিত্র নারীগণ যত বংশযদু ॥
মিলিল সকল নারী সমুদ্রের মাঝে ।
শঙ্খ ভেরি দুন্দুভি যত বাদ্য বাজে ॥
ঘোড়ার চীৎকার শব্দে গজের গর্জ্জন ।
সৈন্যসেনার ধ্বনিএ যে ভরিল গগন ॥
তিন কোটি রথ সাজে অশ্ব শত কোটি ।
পদাতি যতেক সাজে ধরণী * * * ॥
দশ কোটি ধানুকী সাজিল তার পরে ।
দুই হস্তে খড়্গ বর্শা আস্ফালন করে ॥
মত্ত হস্তী সাজিলেক বিংশতি হাজার ।
সাজিল সকল সৈন্য করে হাহাকার ॥
নারীগণে অঙ্গার পিন্ধে জনে জনে ।
মাথাতে কবচ দিআ গাএ * * * * ॥
বিবিধ সাজয়ে সাজে হস্তে লইয়া * * ।
হস্তী লইয়া ধাইলেক বিশাল মাহুত ॥

যুদ্ধ সাজে সাজিলেক যতেক বাহিনী ।
নারদের পাশ তবে কহিল রুক্মিণী ॥
অনেক দিনের * * হএ রণস্থলী ।
যাইতে বিলম্ব হৈব কোনরূপে চলি ॥
যেইরূপে যাইতে পারি * * সৈন্যগণে ।
তাহান উপাএ যদি চিন্তহ আপনে ॥
মুনি বোলে উষাপতির কথাএ দেহ মন ।
চিত্ররেখা সখী তুহ্মি করহ স্মরণ ॥
দুর্ব্বাসার শিষ্য সেই আসিব যে রীতি ।
দ্রুত অতি গতি তান এই তিন জগতে ॥
সৃষ্টির বিমানে সেই বহমাত্মা জানে ।
বিমানে চলিআ যাএ সেই রণস্থানে ॥
সজএ বোলন রাজা নাহিক সংশএ ।
প্রভাতে চলিআ যাএ যতেক বিষএ ॥
ত্রিভুবন যতেক সাক্ষাতে * * * * ।
চিত্ররেখা স্মরণ করাএ ততক্ষণ ॥
ততক্ষণে বাণসুতা * * চিত্ররেখা ।
শীঘ্রগতি উষারে আসিআ দিল দেখা ॥
উষাএ বোলে বিমান সৃজএ শীঘ্রগতি ।
দেখহ যতেক সৈন্য সবের সংহতি ॥
অভিমন্যু অন্যাএ বধিছে কুরুগণে ।
* * করিতে যাইব তা সবার রণে ॥
সকল বৃত্তান্ত কহে চিত্ররেখা স্থানে ।
গৌণকার্য্য নাহি করে সৃজহ বিমানে ॥
উষার বচন শুনি * * * নন্দিনী ।
দুর্ব্বাসার মন্ত্রধ্যান করিলেক মুনি ॥
ততক্ষণে বিমান হইল * * * * ।
দিনে দশ ক্রোশ পাশে সপ্ত * * ॥
পরম বিমান বড় আশ্চর্য্য লাগে শুনি ।
যথে উঠে তত বাড়ে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
নারদেতে কহিল সে সব নারীগণ ।
অন্ধকার বিমানেতে করিএ গমন ॥
মুনি বোলে বিনতার দোষ নাহি আর ।
চল ত্বরমানে সব যুদ্ধ করিবার ॥

কৌরবের সনে হইব সমর সমুখ ।
আহ্মিহ যাইব সঙ্গে করিতে কৌতুক ॥
এসব শুনিয়া উগ্রসেন নরপতি ।
তথাতে আসিয়া মিলে উদ্ধবসংহতি ॥
* * * * চারুদত্ত * * * * * * ।
সকল আসিয়া মিলে রুক্মিণী নিকট ॥
উগ্রসেনে বোলে শুন ভীমের নন্দিনী ।
না হইছে হেন কর্ম্ম করহ আপনি ॥
স্ত্রী হেথা হেন কর্ম্ম করিছে কোন জনে ।
অপযশ চাহিবার কর ত্রিভুবনে ॥
আপনে না যাইব রণে আহ্মি যাইব সব ।
কুমার সকল লৈআ যতেক যাদব ॥
গোবিন্দে শুনিয়া তবে দোষ দিব আহ্মা ।
এতেক কহিএ যাও পুত্রে দেও ক্ষেমা ॥
উগ্রসেন রাজা স্থানে কহিলা রুক্মিণী ।
যে কহিলা মহারাজা শুনিলাম কাহিনী ॥
স্ত্রী হৈয়া যুদ্ধ কৈলে হএ অপকীর্ত্তি ।
তবে কেনে দৈত্যগণ বধিল পার্ব্বতী ॥
কথ বার যুদ্ধ কৈলা দেব উপকারে ।
কোন অপযশ তান কহিছে সংসারে ॥
তবে যে কহিলা তুহ্মি যুদ্ধেতে যাইবা ।
কৃষ্ণে নিষেধ কৈলে কেমতে যুঝিবা ॥
নারীসকলে যুদ্ধ করিব কেমনে ।
পাণ্ডব যুঝিতে নারে কৃষ্ণ আজ্ঞা বিনে ॥
কৃষ্ণের কপট লাগি অভিমন্যু মরে ।
তোহ্মাকে * * * * দিবেন পুজিবারে ॥
এথেক তাহান আজ্ঞা আহ্মি না মানিব ।
সমর করিতে আহ্মি অবশ্য যাইব ॥
বলরাম * * এথা নাহি দুই জন ।
তীর্থযাত্রা হেতু তারা করিছে গমন ॥
এথেকে যাইবা সব সাবধান হইবা ।
* * * * হৈলে কৃষ্ণ অপযশ দিবা ॥
এ বোলি সম্বাষিয়া রাজা উগ্রসেন ।
নারদ সহিতে রথে উঠিলা তখন ॥

CENTRAL LIBRARY

চলিলেক নারীগণ যুদ্ধ মন রঙ্গে ।
সঞ্জএ কহিল কথা পশ্চার প্রবন্ধে ॥

সঞ্জএ কহিল রাজা এই বিমানেতে ।
এইমতে নারীগণ চলিল রণেতে ॥
রথারথী হস্তী ঘোড়া যত নারীগণ ।
ধানুকী পদাতি সব উঠে সর্ব্বজন ॥
শঙ্খ ভেরী বাদ্য বাজে যত নারী চলে ।
বিমানে উঠিয়া সবে কৈলা কোলাহলে ॥
একবারে সর্ব্বসৈন্য গগন পশিল ।
গগনে না উড়ে পক্ষী মনেত ভয় হৈল ॥
বিমানে উঠিয়া সবে শঙ্খধ্বনি করে ।
একে একে সর্ব্বজনে নানারঙ্গ করে ॥
উঠিয়া সকল সৈন্য বিমানেতে গেল ।
মুহূর্ত্তকে রণে গিআ কুরুক্ষেত্র পাইল ॥
পড়িছে অনেক সৈন্য দেখিআ নআনে ।
হস্তী ঘোড়া রথরথী পড়িয়াছে বাণে ॥
দেখিআ বিস্ময় হৈল সকলের মন ।
এথ পুনি যুদ্ধ হৈল সকলের মন ॥
সত্যভামা বোলিল রুক্মিণী সম্ভাষিআ ।
আগে চলে সুভদ্রা দেবীকে সাম্বাইয়া ॥
তা সবারে সাম্বাইআ দ্রৌপদী সহিত ।
লইআ আসিব সব নারী সমুদিত ॥
সত্যভামা কহিলেক রুক্মিণী পুছিল ।
যথ সব নারীগণ বিমানে চড়িল ॥
যথাএ দ্রৌপদী তথা গেল নারাঅণ ।
অভিমন্যু শোকে আছে করিতে ক্রন্দন ॥
তা সবার ক্রন্দন শুনিআ শোক চিত্তে ।
বিমান হোতে উঠে সব কান্দিতে কান্দিতে ॥
সুভদ্রার গলে ধরি রুক্মিণী সত্যভামা ।
দ্রৌপদী উত্তরাগলে ধরি কান্দে সমা ॥
সঞ্জএ কহেন কথা কুমার মরণে ।
একে একে কান্দিলেক যথ নারীগণে ॥

পাচাড়ি

যত পাণ্ডু এক ঠাই কেহত আহার খাই
ভূমিতলে গড়াগড়ি বাহে ।
কান্দে সব নারীগণ মুখে নাই বচন
কান্দে সব অভিমন্যুশোকে ॥
সুভদ্রা বোলেন বাণী কান্দিতে কান্দিতে পুনি
কি কার্য্যে আসিব তুহ্মি সব ।
শুনিআ এসব বার্ত্তা তে কারণে আইল এথা
অভিমন্যু পুত্রের উৎসবে ॥
কথাএ গেলা সুধাশশি ডাকি লাগ নাই পুনি
না জানি নিষ্ঠুর কেনে হৈলা ।
বাপ মাও ভক্তজন হস্তী ঘোড়া বহু ধন
বধূ তোমার কারে সমর্পিলা ॥
তুহ্মি পাণ্ডবের প্রাণ বংশে কেবা আছে আন
মাও সবের কেবল যে প্রাণ ।
তোহ্মার লাগি ধনঞ্জএ না জিবেক নিশ্চএ
আর যথ থাকে বন্ধুজন ॥
একেশ্বর করি রণ জিনিলা কৌরবগণ
আর যাইট সহস্র নৃপতি ।
ত্রাস পাই দ্রোণ কর্ণ পলাইল দুর্যোধন
সর্ব্বসৈন্য সঙ্গে দুঃশাসন ॥
উত্তরার গলে ধরি কান্দে সব যদুনারী
প্রাণ ব্যস্ত দেখিএ তোহ্মার ।
বিধবা দেখিএ তোহ্মা শরীরে না সএ আহ্মা
দুর্যোধনে দিলএ কৌতুক ॥
রুক্মিণীর পদে ধরি পড়এ উত্তরানারী
পদে আর * * * * ।
মোর প্রভু গেল কোথা শরীরে না সএ বাথা
দ্রোণে বাড়ি মারিলেন্ত মাথে ॥
পাণ্ডবের প্রাণসম সমরেতে কাল যম
অভাগীর প্রাণসম পতি ।
চন্দ্রসম বদন দেখিয়া যে যেইজন
সেই তারে পাশরিতে নারি ।

CENTRAL LIBRARY

তাতে আহ্মি অভাগিনী তাহান যে রমণী
কোন রূপে পাশরিমু মুখ ।
কি করিমু যাইমু কোথা দারুণ পতির ব্যথা
কি উপাএ হইবেক মোর ॥
হেন পতি যার মরে সে বা কি পরাণে ধরে
প্রাণ দিব প্রাণপতি শোকে ।
রুক্মিণী আদি নারীগণে অনেক সান্ত্বাইআ তানে
শুন মাও শান্ত কর মন ।
যে মারিছে তোর পতি তার হইব হেন গতি
তার নারী করিবে ক্রন্দন ॥
আসিছি সকল সাজি রথারথী গজ বাজী
সবে মেলি রণ করিবার ।
হস্তে ধনু অস্ত্র ধরি মারিমু পাণ্ডববৈরী
তবে রৈক্ষণ নাহি কৌরবের ॥
সুভদ্রা উত্তরা গলে ধরি শান্ত বাক্য বোলে
উঠ যাই রণ করিবার ।
আগে রণস্থলে গিআ অভিমন্যু বিচারিয়া
পাছে বৈরী মারিমু যাইতে ॥
শুন নারীগণ বাণী ক্রন্দন শঙ্কা নি পুনি
উঠে সবে করিবারে রণ ।
যেইজনে এই স্থানে ধরাইতে নারে মনে
সঞ্জএ যে রচিল পআর ॥

সান্ত্বাইলে শান্ত নহে বিরাট নন্দিনী ।
পুনরপি কান্দিতে লাগিল সুবদনী ॥
উচ্চরাএ বোলে পুনি নিঠুর হৈলা ।
মোরে এড়িয়া প্রভু তুহ্মি কথাএ রৈলা ॥
হেন বুঝি অভাগীরে গেলারে ছাড়িআ ।
হেলা করি গেলা তুহ্মি আহ্মারে এড়িআ ॥
তুহ্মি হেন পতি পাইবার আশা কৈলাম ।
দারুণ বিধির পাকে নৈরাশ হইলাম ॥
মাও বাপ যথ ইতি সকল বান্ধব ।
দেখিবারে আইসে শুনি ক্রন্দনের রব ॥
হেন জন কথাএ গেলা আহ্মারে এড়িয়া ।
কেমনে রক্ষিব আহ্মি তোহ্মা না দেখিআ ॥
রাজা দুর্যোধনে মোর মাথে বাড়ি দিল ।
অমূল্য রতন মোর বিধিএ হরিল ॥
আহারে দারুণ বিধি কেনে হেন কৈলা ।
প্রাণের সমান পতি কথাএ হরি নিলা ॥
এথ বলি উচ্চরাএ করএ ক্রন্দন ।
হার ছিড়ে বস্ত্র এড়ে যথ আভরণ ॥
ক্ষেণেকে আছাড় খাএ মুষ্টি হানে বুকে ।
মোহাচ্ছিত হইআ পড়ে প্রাণপতি শোকে ॥
বধূ মৈল মৈল বলি বোলে সর্ব্বজন ।
ধরিআ যে তুলি তারে করাএ চেতন ॥
ততক্ষণে চৈতন্য পাইল রাজসুতা ।
পুনরপি বোলে মোর লাগিয়াছে ব্যথা ॥
সংসারেতে যথ দুঃখ সে সব কহিতে ।
সঞ্জএ কহেন রাজা শুন একচিত্তে ॥

লাচাড়ি : রাগ ভাটিয়াল

কথাএ গেলা আরে প্রভু মোর শিরোমণি ।
তোহ্মা শোকে সন্তাপে বিকল অভাগিনী ॥
কি করিমু কথাএ যাইমু আরে নাহিক উদ্দেশ ।
মনে লএ খাই মরি কালকূট বিষ ॥
তাহাতে উদরে মোর আছএ সন্ততি ।
তেকারণে প্রভু লইআ না হইলুম সতী ॥
পাপিষ্ঠ দুর্যোধন মোর মাথে বাড়ি দিল ।
এমত সময়ে মোরে বিধবা করিল ॥
পৃথিবীতে আছে যথ রাজার নন্দিনী ।
মুই মাত্র হইলুল তাতে কলঙ্কিনী ॥
পতিহীন হৈল মোর হৈলুম কুলটা ॥
অসতী বোলিয়া মোরে লোকে দিব খোটা ॥

পদবন্ধ

অসতী না হৈব যদি হেন কেনে হৈব ।
ষোড়শ বৎসরের পতি রণে কেনে পড়িত ॥

CENTRAL LIBRARY

গুণে গুণবন্ত প্রভু অধিক সোন্দর ।
যমসম পরাক্রম যমের দোসর ॥
শুনিতে দগধে হিআ মুহি অভাগীর ।
পশ্চাতে শুনিলুম রণে পড়ে মহাবীর ॥
আচম্বিত মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত ।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত ॥
গুণহীন পতি যার সেই গলার হার ।
কদাচিৎ না পারে পাশরিবারে তার ॥
তাতে অভাগীর পতি গুণে মহাগুণী ।
তাকে পাশরিমু কেমে মুই অভাগিনী ॥
কি করিমু কথাএ যাইমু বুদ্ধি বোল মোরে ।
এমত বান্ধব নাই দেখাইতে পারে ॥
শাশুড়ী সকলে মেলি অনেক সান্ত্বাএ ।
তথাপি কান্দিয়া কৈন্যা ধরণী লোটাএ ॥
সঞ্জয়ে বোলেন রাজা পতির বিরহে ।
সান্ত্বাইলে শান্ত নহে অন্তরেতে দহে ॥
ভূমিতে পড়িয়া কৈন্যা কান্দে উচ্চরাএ ।
সারথিগণে তানে ধরিআ সান্ত্বাএ ॥
কি করিতে পারে মাও বিধাতা লিখন ।
খণ্ডাইতে পারে হেন আছে কোন জন ॥
সমূলে বিনাশ আজি করিমু কৌরব ।
তাহার কারণে আহ্মি আসিয়াছি সব ॥
যেই গেলে * * * * শোক কার্য্য নাই ।
তোহ্মা দুঃখ উদ্ধারিতে রণে চল যাই ॥
নানাবিধি কথা কহি শান্ত কৈলা মন ।
যুদ্ধের কারণে চল যথ নারীগণ ॥
রণ করিবারে চলে নারীগণ যথে ।
জএ জএ করি আউটিল শতে শতে ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা আর উত্তরাকুমারী ।
এই তিন জন নারী আসিল সঙ্গে করি ॥
আর সব নারীগণ সঙ্গতি আসিল ।
শর আদি করি অস্ত্র রথেতে তুলিল ॥
রণস্থানে গিআ সবে করএ বিচার ।
কথাএ পড়িয়াছে বীর সুভদ্রাকুমার ॥
হস্তী অশ্ব রথারথী পড়িছে সকল ।
একরথে পড়িয়াছে যথ ভূমিতল ॥
যথ যা মারিয়াছে অর্জ্জুনকুমার ।
ভূমি হোন্তে দুইখণ্ড উপরে তাহার ॥
বিচারি চাহিয়া তবে কুমার না পাইল ।
তদন্তরে নারদেতে জিজ্ঞাসা করিল ॥
কহ মুনি কোথাই পড়িছে পার্থসুত ।
আপনে দেখিছ মুনি দেখাও আহ্মাত ॥
তখনে নারদ শুনি উত্তরে চলিল ।
যথাএ পড়িছে তারে দেখাইয়া দিল ॥
হস্তী ঘোড়া বহু রথ তথাতে আছিল ।
তাহারে অন্তর করি কুমারে পাইল ॥
পড়িয়াছে অভিমন্যু চন্দ্র সমোসর ।
তথাপিহ দেখে যেন মুক্তি কলেবর ॥
অভিমন্যু দেখি তবে যত নারীগণ ।
ধাই আসি কোলে করি কান্দে সর্ব্বজন ॥
সুভদ্রা উত্তরা দুই পাইলেক ব্যথা ।
উলটি পালটি চাহে স্কন্ধে নাই মাথা ॥
উত্তরা দেখিল যদি শির নাই কান্ধে ।
ধরণী পড়িয়া কান্দে অশেষ প্রবন্ধে ॥
দ্রৌপদী প্রভৃতি কান্দে কৃষ্ণের রমণী ।
চৌদিগে বেড়িয়া করে ক্রন্দনের ধ্বনি ॥
অভিমন্যু মুখ চাহি কান্দে ফিরি ফিরি ।
শোকাকুলি হৈয়া কান্দে দীর্ঘনাদ করি ॥
সুভদ্রাএ বোলে পুত্র কি কর্ম্ম করিলা ।
বাপ মাও নারী ছাড়ি কোথাতে যে গেলা ॥
পাণ্ডবের গতি তুহ্মি পাণ্ডবের প্রাণ ।
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ তুহ্মি গেলা কোন স্থান ॥
তুহ্মি পুত্র পাই আহ্মি বর আশা কৈলুম ।
ইন্দ্রলোক পাই আহ্মি ইন্দ্রাণী হইলুম ॥
যথ আশা কৈলুম মুই সার্থক না হইল ।
দারুণ বিধিএ মোর প্রাণ না রাখিল ॥
দিশা নাহি পাই আহ্মি যাইম কোন ঠাই ।
গরল ভক্ষিআ আহ্মি মরিবারে চাহি ॥

যমের দোসর পুত্র গুণের সাগর ।
রণেতে বিজয়ীপুত্র মহাধনুর্দ্ধর ॥
হেন পুত্র রণে পড়ি নাহি সহে প্রাণে ।
কঠিনতা প্রাণ মোর এহি যাএ কেনে ॥
পরম সোন্দর বধূ তাকে উপেক্ষিআ ।
কথাতে চলিয়া গেলা তাহারে ছাড়িয়া ॥
নবীন যৌবন কালে রাখিমু কেমনে ।
এই শোকে প্রাণ দিব সুভদ্রা অর্জ্জুনে ॥
বিচিত্র পালঙ্কে যার শয়ন আছিল ।
ধূলাএ ধূসর তাএ নয়ানে দেখিল ॥
নট গাহনে চেতন করএ প্রাতঃকালে ।
অখনে জাগাএ তারে শার্দ্দূল শৃকালে ॥
যুদ্ধ দেখি তুষ্ট তারে হৈল পুরন্দর ।
দেখিয়া তোহ্মার হইল বদন সুন্দর ॥
আজি তুষ্ট হইবেক দেবতার মন ।
হেন অদ্ভুত কথা এই তিন ভুবন ॥
সিংহপুত্রেরে বেড়ি মারে শিবাগণে ।
এই দুঃখ শরীরে না সএ কদাচনে ॥
মাতুল গোবিন্দ যার পিতা সব্যসাচী ।
সে কেনে অকালে মরে এই অশুচি ॥
মাও সুভদ্রা যার তেনি বড় সতী ।
কেবা ধনঞ্জএ পাপ করিয়াছে অতি ॥
তার লাগি পুত্র মোর অকালেতে মরে ।
এই কথা কৈমু গিয়া সকল সংসারে ॥
কহিল সুভদ্রা তাকে কান্দিতে কান্দিতে ।
মুরুচ্ছিত পড়ে দেবী পড়িয়া ভূমিতে ॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া বসিল ।
মুণ্ড গলে দিয়া দেবী কান্দিতে লাগিল ॥
সঞ্জএ বোলেন রাজা কি কৈমু বাখান ।
মিটাইলে মিটান না যাএ বিধির ঘটান ॥

লাচাড়ি

শুন ভ্রাতৃপুত্রগণ শুক না যাএ সহন
অভিমন্যু লাগি দিব প্রাণ ।
যব দুঃখ উঠে মনে বিসরিতে নারি প্রাণে
চিত্ত মোর দারুণ পাষাণ ॥
পোড়ে হিআ শোকানলে পুত্রমুখ বাহি গলে
ধরণীতে পড়িয়া লোটাএ ।
তুহ্মি গেলা একেশ্বরী বধূ কেনে গেলা এড়ি
বাপ মাও ছাড়ি কথাএ গেলা ।
ছাড়ি গেলা আহ্মি সমা নিঠুর হৃদয়ে তোহ্মা
নাহি জানি কোন দেশে রইলা ॥
স্মরিতে তোহ্মার গুণ দুঃখ উঠে পুন পুন
সম্বরিতে নারি তোহ্মার জ্বালা ।
* * * * * * * * মোর প্রাণ দহে যেন
কি লাগিয়া প্রাণ নাহি যাএ ।
সাত পাচ পুত্র যার এক যদি ছেদ তার
বিসরিতে নারে কোনজন ॥
সবে একপুত্র মোর সেই গেল যমঘরে
কোনমতে সহিব পরাণে ॥
সবে এক পুত্র মোর সেই গেল যমঘরে
কোনমতে সহিব পরাণে ।
পুত্রশোকে সুভদ্রাএ ভূমিতলে গড়ি যাহে
হস্ত হোতে ভাঙ্গে অলঙ্কার ।
রতি রুক্মিণী মিলি শান্ত বাক্য বহু বোলি
কৃষ্ণনারী সবে মিলি কএ ।
যথ ইতি বধূগণে দুঃখ না যাএ সহনে
এথেক অধিক আছে কার ॥
যথ শান্তি বাক্য বোলে * * * * * * কালে
দারুণ পরাণে কথ সএ ।
রুক্মিণীআদি নারীসবে কান্দে সকরুণভাবে
সঞ্জএ যে করিল রচন ॥

সঞ্জএ বোলে সুভদ্রাএ শোক করে যত ।
সংক্ষেপে কহিল ধৃতরাষ্ট্রের অগ্রেত ॥
অখনে কহিব যত সুভদ্রার ক্রন্দন ।
রণস্থলে পড়ি দেবী করে বিলাপন ॥

CENTRAL LIBRARY

বুকে বুক বান্দি অভিমন্যু বীর কন্ধ।
উত্তরা ক্রন্দন করে শোকে হইয়া ধন্দ ॥
কথাএ গেল প্রভু মোর অচিরপ্রবাসী।
আজি হৈতে অনাথ হৈলুম তোহ্মার দাসী ॥
এই রূপযৌবন আহ্মি কিরূপে রাখিব।
তুহ্মি অভিমানে মোর কি গতি হইব ॥
কি বোলিবা তুহ্মি সবে বুদ্ধি বোল মোরে।
অন্তরে দগধে মোর প্রিয় পতির তরে ॥
অগ্নিতে পড়িব কিবা গরল ভক্ষিআ।
নাহি মরি উদরেতে সন্ততি দেখিআ ॥
মহা বলবন্ত প্রভু মহা ধনুর্দ্ধর।
পাণ্ডবের প্রাণসম আহ্মার ঈশ্বর ॥
জীবমানে দেখি যেই পাশরিতে নারি।
তাহে কর্মহীন আহ্মি কেমতে পাশরি ॥
অভাগীর প্রাণ তুহ্মি তোহ্মা নারী আহ্মি।
অখনে নিন্দআ প্রভু কেনে হৈলা তুহ্মি ॥
জন্মজন্মান্তরে আহ্মি কত কৈলু পাপ।
তাহার কারণে প্রভু এথ দিল তাপ ॥
তুহ্মি প্রভু সঙ্গে করি যোগিনীর বেশে।
ভিক্ষা মাগি না খাইলুম কেনে দেশে দেশে ॥
মুই যদি জানিলুম এমত করে বিধি।
তবে কেনে ছাড়ি দিতুম প্রভু গুণনিধি ॥
এইমতে কান্দে রাজা বিরাটনন্দিনী।
বুক বাহি পড়ে ধারা দুই নআনের পানি ॥
নৌকাডুবি গেল যেন সমুদ্র মাঝার।
অলঙ্কার ভাঙ্গিআ ফেলাএ আপনার ॥
অঙ্গের খসাইয়া ফেলে যত আভরণ।
কান্দিতে কান্দিতে রামা হৈল অচেতন ॥
আচম্বিত মোহিত হই পড়িল তখন ॥
মোহাবিষ্টি হৈল যেন পড়ে বজ্রঘাত।
হেনমতে উত্তরা যে পড়িল ধরাত ॥
মৈল মৈল বলি জল ঢালে নারীগণ।
পুত্রসনে বধূ গেল জানিল তখন ॥
বংশরক্ষা হেতু তান উদরে আছিল।
বধূর মরণে তবে মরণ হইল ॥
কান্দি কান্দি নারী সবে শোক সহিতে।
চৈতন্য পাইয়া কান্দে শোকচিত্তে ॥
সঞ্জএ কহেন কথা উত্তরাক্রন্দনে।
হৃদএ বিদরি যাএ যেন জলে পুনে ॥

লাচাড়ি

কাকুতি করিয়া বোলে প্রাণপ্রিয় মোর।
অভাগিনী ডাকি কেনে না দেঅ উত্তর ॥
সে চন্দ্রধর পতি মোর চন্দ্রের সমান।
ধূলাএ লোটাএ দেখি নাহি সহে প্রাণ ॥
অভাগীর হৃদএ এতেক সহে ব্যথা।
উলটিপালটি চাহে কন্ধে নাই মাথা ॥
কথাএ গেল খাট পাট কথাএ সিংহাসন।
একেশ্বর এথাতে রহিছ কি কারণ ॥
তবে যদি রৈবা তুহ্মি দেশান্তরি হৈআ।
আহ্মারেহ সঙ্গে লহ বিমুখ না হইআ ॥
এমত নিষ্ঠুর যদি জানিতুম তোহ্মারে।
তবে কেনে ছাড়ি দিতাম আসিতে সমরে ॥
কত পাপ করিআছি মুই যে অভাগী।
অকালেতে পতি মোর মরে তার লাগি ॥
হৃদএ জুড়াএ তোহ্মার বদন দেখিআ।
অখনে বঞ্চিব আহ্মি কার মুখ চাইয়া ॥
আহ্মার যে প্রাণধন জানে সর্ব্বজনে।
আহ্মার ছাড়িআ গেলা কিসের কারণে ॥
আপনে চাহিল আহ্মি আপনার মনে।
এমত ব্যথিত নাই তুহ্মি পতি বিনে ॥
জিনিআ যে কুরুগণ করিলা বিমুখ।
শুনিয়া হরিষ হৈল অভাগীর বুক ॥
চরমুখে বার্ত্তা পাই রণে হৈলা পাত।
আচম্বিত মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত ॥
পরম সুন্দরী সবে পদ সেবে যার।
অখনে শৃকাল সবে পদে টানে তার ॥

এ বোলিআ কান্দে দেবী ভূমিতে লোটাআ।
দুই চক্ষুর জল পড়ে বুক যে বাহিয়া॥
কান্দিতে কান্দিতে কৈন্যা হৈল অচেতন।
সঞ্জএ বোলেন কৈন্যা শান্ত হও মন॥

পদবন্ধ

অচৈতন্য হৈআ কৈন্যা পড়িলা ভূমিত।
রুক্মিণী সত্যভামা ধরে চারিভিত॥
উঠ মাও স্থির হও না কর ক্রন্দন।
কেবা খণ্ডাইতে পারে ললাট লিখন॥
আপনে পণ্ডিত তুমি কে বুঝাইতে পারে।
বেদে বোলে বিপদেতে ধৈর্য্য হইবারে॥
ধৈর্য্য হইলে কার্য্য সিদ্ধি অধৈর্য্যে বিপদ।
স্থিরমুক্তি যেবা থাকে কোথাতে আপদ॥
এথেকে অধৈর্য্য হইলে কিছু কার্য্য নাই।
পতিদুঃখ উদ্ধারিতে চল সব যাই॥
সুভদ্রা দ্রৌপদী তান ধরিআ গলায়।
উত্তরাকে সান্ত্বাইল বহুল কথাএ॥
রুক্মিণীকে সত্যভামা হস্তেতে ধরিআ।
ভূমি হোতে তাহারে যে রথেতে তুলিআ॥
রথ আন রণে যাই পড়িলেক ডাক।
সারথি সকলে রথ যোগাএ লাখে লাখ॥
যার যার নিজ রথে সকল উঠিল।
চারি সেনাপতি রণে বিভাগিআ দিল॥
সত্যভামা বিভাগিল বাহিনী সকল।
তবে রণে চলি গেল সৈন্য মহাবল॥
সত্যভামা জাম্বুবতী সুভদ্রা রেবতী।
সৈন্যঅধিপতি সেই চারি সেনাপতি॥
সেনাপতি হইলেক দ্রুপদনন্দিনী।
সর্ব্বসৈন্য অধিকার হইল রুক্মিণী॥
আর যত নারীগণ আছে অতঃপর।
সত্যভামা বিভাগিল বাহিনী ততঃপর॥
তদন্তরে রুক্মিণী যে কহে জনে জনে।
সমভাগ করিলাম করিতে যে রণ॥
সমুখ সমরে কেহ বিমুখ না হইবা।
সমুখে হানিবা সৈন্য পশ্চাতে হানিবা॥
দুইজনে না হানিবা একের উপর।
এহারে জানিলে হএ সর্ব্বত্র কুশল॥
আমার সৈন্যেতে যদি কোনজন ভাঙ্গে।
শত্রুরে হানিবা রণে কহিলাম আগে॥
একের উপরে দুই করে অস্ত্রধার।
তবে দোষ নাহি সব সৈন্য বেড়ি সার॥
শত্রু সব যাএ যদি পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিআ।
তবে তারে না হানিবা দিবা যে ছাড়িআ॥
এইমতে সম্বাদ করিল জনে জন।
পশ্চাতে রুক্মিণী আসি কবচ বান্ধিল॥
তাহা দেখি নারদ কহিতে লাগিল।
কৌরবের সৈন্যগণ রণে মহাবল॥
কৌরবের সৈন্য হস্তে তীক্ষ্ণ খরশান।
এ কবচে কেমতে পাইবা পরিত্রাণ॥
পূর্ব্বে দেবাসুর গণে আছিল সমর।
দেবগণে নাহি সহে দানবের শর॥
তেকারণে তোমার যে কহিলাম এখন।
আছএ অক্ষয় বাণ অক্ষয় যে টোন॥
ব্রহ্মঅস্ত্র গাএ লাগি পড়ে উপাড়িআ।
দানব সকল গেল বিমুখ হইয়া॥
যখনে কিরাত কবচ অর্জ্জুনে ধরিল।
তুষ্ট হৈআ দেবগণে কবচ আর দিল॥
তাহার কারণে জান বীর ধনঞ্জএ।
সংসার জিনিআ তবে ত্রিলোক্যবিজএ॥
মনিষ্যেএ এ কবচ কেহ নাহি জানে।
তুমি আমি জানিলাম জানিল অর্জ্জুনে॥
ব্রহ্মা হোনে সে কবচ আনিয়াছি আমি।
শীঘ্র গিয়া সে কবচ আনি নেও তুমি॥
মন্ত্র সম সে কবচ দিআ আছে মুনি।
নারদেতে সে কবচ পাইল রুক্মিণী॥
বান্ধিল আপনা অঙ্গে কবচ অক্ষএ।
হরষিত নারী সব চলিল নির্ভএ॥

CENTRAL LIBRARY

এড়িল অঙ্কুশ হস্তীর হাতেত কার্ম্মুক।
বীরবেশে সাজন করিল নারীলোক ॥
তখনে রুক্মিণী দেবী কহিতে লাগিল।
একমাত্র না হইল সুস্থির সকল ॥
দ্রৌপদী হইলা তবে যুদ্ধে সেনাপতি।
কোনজন হইবেক রথীর সারথি ॥
কোনজন হৈব তাতে মুখ্য সেনাপতি।
গোবিন্দ সারথি যেন অর্জ্জুন মহারথী ॥
সারথি কর্ম্মেতে ভালো মিত্রাবৃন্দা শিক্ষা।
দ্রৌপদীর রথে উঠ না কর অপেক্ষা ॥
মাতলী সারথি সম দারুক কেমত।
গোবিন্দে কহিছে কথা শুনিছি তাহাত ॥
মনেতে করিয়া দেবী আপনার কার্য্য।
হেনকার্য্য কর যুধিষ্ঠির পাএ রাজ্য।
মিত্রবৃন্দা কহে দেবী তোহ্মার আজ্ঞাএ।
করিব সারথিকর্ম্ম নাহিক সংশএ ॥
এ বোলিয়া দ্রৌপদীর রথেতে উঠিল।
ইন্দ্রের রথেতে যেন মাতলি চলিল ॥
উঠিল দ্রৌপদী রথে লৈআ ধনুর্ব্বাণ।
অভঅ দেখিয়া যেন সাক্ষাতে অর্জ্জুন ॥
মুখ্য সেনাপতি সঙ্গে উঠিল পাঞ্চালী।
এইমতে যুদ্ধবেশে উঠিল সকলি ॥
তার সঙ্গে চলিলেক আর উষাবতী।
দ্রৌপদীর চক্র রক্ষা করে প্রভাবতী ॥
রথের উপরে তবে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
ছেন জাঠি কুঠার মুদগর শক্তিবাণ ॥
যার যার নিজ রথে উঠে সব রথী।
তার পরে রথে উঠে সব যুদ্ধপতি ॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আজি দেখিবা যে যথি।
ততক্ষণে যুদ্ধেতে চলিল শীঘ্রগতি ॥
সকল হইল সজ্জ এক অশ্বসার।
কেমত করিব যুদ্ধ রাত্রি অন্ধকার ॥
কৃষ্ণপক্ষ একাদশী তৃতীয় প্রহর।
তাহাতে উদয় নাহি ক্ষীণ শশধর ॥

শেষ প্রহরে হৈব চন্দ্রের উদএ।
তৃতীয় প্রহরে যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে হএ ॥
আপুপর ভেদ নাহি কাহে কেহ মারে।
এহার উপাএ যদি কহত আহ্মারে ॥
অন্যায় সমর যুদ্ধে মৈল অভিমন্যুএ।
সঞ্জএ বোলেন রাজা শুন মহাশএ ॥
জয় মুনি বোলে সারদাসুত জনমেজএ।
তখনে নারদমুনি উত্তরাতে কহে ॥
শুন দেবী স্তব তুহ্মি কর নিশাপতি।
নারদ প্রলাপ তুহ্মি এবে কর ভক্তি ॥
তোহ্মার স্তবনে তুষ্ট হৈব শশধর।
* * * * * * তুহ্মি করিবা সমর ॥
নারদ বচনে দেবী করিয়া সম্বরণ।
করজোড়ে উর্দ্ধবাএ করএ স্তবন ॥
প্রণমোহ নিশাপতি চন্দ্রতেজ সার।
তুহ্মি বিনে জগৎ সকল অন্ধকার ॥
প্রণমোহ নিশানাথ রুক্মিণীর পতি।
প্রণমোহ জীবচক্ষু চন্দ্র নিশাপতি ॥
প্রণমোহ নিশানাথ জীবের জীবন।
তুহ্মি বিহনে যে দেবগণের মরণ ॥
যম সম জীবচক্ষু কুরুবংশ কর্ত্তা।
সকলের কর্ত্তা তুহ্মি আলোক প্রদাতা ॥
তোহ্মার বংশেতে রাজা যথ জন্মিয়াছে।
কেহত অন্যাএ কর্ম্ম হেন না করিছে ॥
ষোল বৎসর পূর্ণ না হইছে পতি।
ধর্ম্ম লঙ্ঘিবারে সব মারে যুদ্ধপতি ॥
সেই শোকে আসিলাম রণ করিবার।
না চিনি আপন পর সব অন্ধকার ॥
এই নিবেদন করি তোহ্মার চরণ।
আপনে উদএ হৈলে যুঝিব এখন ॥
উত্তরার স্তবে চন্দ্র হৈল উদএ।
বোলে যুদ্ধ কর তুহ্মি গেল তমোমএ ॥
ততক্ষণে উদএ হইল শশধর।
ষোল কলা পূর্ণ হইল চন্দ্রের প্রহর ॥

CENTRAL LIBRARY

দেখিয়া হৈল তুষ্ট যতেক রমণী ।
মঙ্গল করিয়া উঠে জএ জএ ধ্বনি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে শুনিআ যে হইলেক ধন্দ ।
উত্তরা স্তবনে উদএ হৈল পূর্ণচন্দ্র ॥
এহার কারণ মোরে কহরে সঞ্জএ ।
সঞ্জএ বোলেন কথা শুন মহাশএ ॥
তোহ্মার বংশের মূল হএ নিশাপতি ।
বিশেষতঃ কলাঅংশে উত্তরা উৎপত্তি ॥
এত জানি উত্তরারে নারদে কহে তত্ত্বে ।
স্তবনেতে চন্দ্র উদএ হৈল রাত্রিতে ॥
যে পুছিলা নরপতি কহিলম সম্প্রতি ।
যুদ্ধের রহস্য তবে শুন মহামতি ॥
সঞ্জএ বোলেন রাজা সাজে নারীগণ ।
যুদ্ধ করিবারে তবে চলিল তখন ॥
উদএ হৈল চন্দ্র প্রকাশ হৈল ।
ব্যূহ করিবারে তবে দ্রৌপদী চলিল ॥
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ তবে দ্রৌপদীএ রচে ।
স্থানে স্থানে রথিগণ নিজজিল পাছে ॥
দক্ষিণ শৃঙ্গেতে তবে ধাএ সত্যভামা ।
তার পাছে রথী রহে ক্রমে ক্রমে সমা ॥
তার ডানে রহিলেন্ত কালিন্দী প্রভৃতি ।
আর আর অনেক রহিল যুদ্ধপতি ॥
সত্যভামা ডানে বামে সুভদ্রা উত্তরা ।
রহিল অনেক লোক কৃষ্ণনারী যারা ॥
রহিলেক দ্রৌপদী যে আর যে রুক্মিণী ।
লীলাবতী সঙ্গে আর যতেক সতিনী ॥
ব্যূহ রচিয়া সব হৈল অবসর ।
সবে মিলি শঙ্খরব হৈল ঘোরতর ॥
সিংহনাদ ভেরী বাজে দুমদুমি বিষাণ ।
শুনিয়া কাপএ ডরে কৌরবের মান ॥
সিংহের গর্জ্জন যেন গর্জ্জে নারীগণ ।
বরিষা সমএ যেন মেঘের গর্জ্জন ॥
শুনিয়া পৃথিবী তবে হৈল তোলপাড় ।
শুনিয়া পাইল ত্রাস কৌরব দুর্ব্বার ॥

দুর্য্যোধনে চৌকি দিয়া চাহে স্থানে স্থানে ।
প্রথমেতে মারিয়া লইল সেইখানে ॥
দুই দলে কলরব হৈল তখন ।
ডাক দিয়া জাগিয়া উঠিল কুরুগণ ॥
দেখিলেক বেড়িয়াছে সকল শিবির ।
মহা মহা রথীগণ হৈল অস্থির ॥
পরম নির্ভীক সব কিছু চিন্তা নাই ।
আস্ফালান করে সবে চতুর্দ্দিকে ধাই ॥
কেহ বোলে পুত্রশোকে আইল ধনঞ্জএ ।
কৌরবের বংশ আজি রাখিবারে নএ ॥
ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডবের ধর্ম্মাধর্ম্ম মন ।
অন্যায় রণ না করিব সে যে কদাচন ॥
আচম্বিত এসব হৈল অকারণ ।
একত্রে বসিয়া সবে যুক্তি যে কারণ ॥
সেইকালে ছেনি পঞ্চ বাণ লৈআ ।
ধনুকে সান্ধিয়া এড়ে শুভক্ষণ চাইয়া ॥
বসিয়াছে দুর্য্যোধন সবার ভিতর ।
পড়িলেক পঞ্চ বাণ তাহার উপর ॥
চতুর্দ্দিগে চাহে রাজা কে মারিল বাণ ।
নিশ্চিএ না জানে কেবা করিল সন্ধান ॥
অশ্বত্থামা বোলে আহ্মি এই তত্ত্ব জানি ।
অর্জ্জুনে জানিয়া আছে আর যাজ্ঞসেনী ॥
শব্দভেদী বাণ পুনি আনে নহি জানি ।
কিবা ধনঞ্জএ কিবা আর যাজ্ঞসেনী ॥
পঞ্চ বাণ দিআ তোহ্মা আমন্ত্রণ করিল ।
পাছে আহ্মি মহাশব্দ নিশ্চএ জানিল ॥
হেন যদি অশ্বত্থামা বোলিল বচন ।
ক্রোধ করি বোলে তবে রাজা দুর্য্যোধন ॥
অনুদিন পাণ্ডবেরে ভাবএ তোহ্মরা ।
জানিয়াছি ছাড়িয়া না যাইব তারা ॥
এতবার যুদ্ধকালে দেখিয়াছি তারে ।
রণেতে কতবার খেদাইয়াছি বারে বারে ॥
দাসী করি দ্রৌপদীরে আনিছি ধরিয়া ।
তুহ্মি সবে দেখিয়াছ সভাতে বসিয়া ॥

CENTRAL LIBRARY

রণেতে দ্রৌপদী থাকে এথা কেনে আসি।
ধরিয়া আনিব তানে আপনার দাসী॥
শুনিয়া কহিল দ্রোণ দুর্য্যোধন ঠাই।
পূর্ব্বে আহ্মি জানিয়াছি তোহ্মার বড়াই॥
কতবার তোহ্মাকে জিনিছে পাণ্ডুগণ।
সে সকল কথা রাজা করহ স্মরণ॥
গন্ধর্ব্বে হরিআ নিল দৈত্যগণ লৈআ।
অর্জ্জুনে আনিল তোহ্মা গন্ধর্ব্ব জিনিআ॥
বিরাটনগরে গেলা গোধন হরিতে।
শরজালে শরণ সব করিলা ভূমিতে॥
আর যত কর্ম্ম যে করিছে ধনঞ্জএ।
তুহ্মি নাই শূর রাজা কৈতে বাসি ভএ॥
অবোধ ছাওয়াল যেন মনে করে গর্ব্ব।
কোন হীনজনে চাহে ধরিবারে সর্প॥
যখনে এড়িল যদি কালকূট বিষ।
কান্দিয়া আকুল হএ হারাইয়া দিশ॥
যদি বা দ্রৌপদী আসিয়া থাকে রণে।
জানিবা সঙ্কট আজি জিনিবা কেমনে॥
এতেকে আহ্মরা সবে সাবধান হৈআ।
দ্রৌপদী সহিতে রণ বুঝিয়া করিবা॥
ধনুর্দ্ধর যোদ্ধা যেন বিপুল অর্জ্জুন।
তাহাতে দ্রৌপদী শিখিয়াছে যত গুণ॥
আজুকার সমরেতে দেখিবা নিশ্চএ।
তোহ্মার সাক্ষাতে রাজা কৈতে বাসি ভএ॥
এই কথা প্রত্যয় না যাএ বীরগণ।
দ্রৌপদীর বাণ খাইলে জানিবা তখন॥
এতেক কহিলা যদি দ্রোণ গুরুবর।
শুনিয়া কহিল কথা সভার ভিতর॥
বাদে কিবা কার্য্য দূত দেও পাঠাইয়া।
পশ্চাতে করিবা কার্য্য সকল জানিয়া॥
এই শুনি দূত দিল কর্ণে পাঠাইয়া।
দ্রৌপদী রুক্মিণী কাছে উত্তরিল গিয়া॥
রুক্মিণী বলেন তুহ্মি হও কোনজন।
দূতে বোলে আহ্মার পাঠাইছে দুর্য্যোধন॥
কোন জন আইল রণে তত্ত্ব বুঝিবারে।
এই জনে আইল তোহ্মার গোচরে॥
রুক্মিণী বোলেন আহ্মি কৃষ্ণ নারীগণ।
দ্রৌপদী সহিতে এথা আইল সর্ব্বজন॥
অভিমন্যু অন্যাএ মারিল কুরুগণ।
রণ করিবারে আহ্মি আইল একারণ॥
কহ গিয়া দুর্য্যোধন আইসুক সমরে।
অভিমন্যুশোক হেতু মারিব তাহারে॥
দ্রৌপদী বোলে কহ গিয়া দুর্য্যোধন স্থানে।
আসিয়াছি অভিমন্যু প্রতিজ্ঞা পালনে॥
উরু ভাঙ্গিয়া তার পেলাইমু গদাঘাতে।
দুঃশাসনের রক্তপান করিমু সভাতে॥
সুভদ্রাএ কহে দূত আপনে কহিবা।
সমরে আইসুক যেন বিমুখ না হইবা॥
দুর্য্যোধন প্রতিজ্ঞা যে পালিতে কারণ।
আসিয়াছি তান সঙ্গে করিবারে রণ॥
অভিমন্যু মারিলে যেমন গদাঘাতে।
আহ্মি বধিমু তাকে কহিলুম তোহ্মাতে॥
জয়দ্রথে শক্তি মারি রুদিলেক দ্বার।
তার মাথা কাটিবাম কহিলাম সার॥
আপনে আইসে ইন্দ্র দেবগণ সঙ্গে।
তথাপিএ কুরুবংশ বিনাশিমু রঙ্গে॥
যেই মতে রৈক্ষা তাতে করুক আসিআ।
স্মরণ লউক যত যাউক পলাইয়া॥
দ্রৌপদী যে উষা আর সহিতে আপনি।
বধিবাম কৌরবগণ কহিলাম পুনি॥
এতেক কহিও তানে আইসক আপনে।
কহিলে কি কাজ হএ দেখিবা নআনে॥
এইমতে জনে জনে কহিতে কথন।
পুনরপি আইলা যথা রাজা দুর্য্যোধন॥
সকল কহিল দূত জানিয়া নিশ্চএ।
যদুপাণ্ডুনারীগণ আসিল এথাএ॥
ক্ষেত্রিধর্ম্ম নাহি হএ নারী সমে যুদ্ধ।
হেন সম কথা কহে কেমত অবোধ॥

সকল কৌরবে যুক্তি অন্তে অন্তে করি।
করি বা না করি যুদ্ধ পলাইতে নারি॥
দুর্য্যোধনে বোলে গুরু কিবা ভাব মনে।
নারী হৈআ সমর করহে কোন জনে॥
হেন জন সমে যুদ্ধ দোষ কিবা তাতে।
সত্বরে সাজাও রথ রণেতে যাইতে॥
মনে মনে দ্রোণাচার্য্য ভাবিল বিশেষ।
কিবা হারি কিবা জিনি করিবাম শেষ॥
সঞ্জয় বোলেন রাজা তোহ্মার পুত্রগণ।
সমরে হারিব প্রাণ নারীগণ সম॥
সমর না করি যদি এসব সহিতে।
মনিষ্যে কহিবে তবে পলাইলে ভিতে॥
যে হৌক সে হৌক রণে বিমুখ না হৈআ।
অপযশ ত্যাগ করি সমর করিআ॥
ততক্ষণে ভাবি দ্রোণ ধনু লৈল হাতে।
সত্বরে চলেন বীর সমর করিতে॥
দ্রোণ উঠিল দেখি যত যোদ্ধাগণ।
সকলে মিলিয়া করে রথ আরোহণ॥
হস্তীঘোড়া রথারথী সাজিল তখন।
একত্র হৈল তবে কৌরবের গণ॥
বহু সৈন্য লৈআ দ্রোণ গেল রণস্থল।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ হৈল কোলাহল॥
দুই সৈন্য দেখাদেখি সমর উৎসবে।
সঞ্জয় বোলেন রাজা যুদ্ধ হৈল এবে॥
দুই সৈন্য দেখাদেখি সমর ভিতরে।
সুললিত নানা বাদ্য বাজে বহুতরে॥
তখনে দ্রৌপদী দেবী রথ হোন নামিআ।
পদগতি দ্রোণস্থানে গেলেন চলিআ॥
দ্রোণের রথের মধ্যে ধরিল সম্ভ্রমে।
ভূমিগতে প্রণমিলা ধরিয়া চরণে॥
করজোড়ে করি বোলে শুন গুরুবর।
পুত্রশোকে আসিয়াছি করিতে সমর॥
প্রিয়শিষ্য পুত্র তোহ্মার দুর্য্যোধনে মারে।
আজি হোনে তোহ্মার ভরসা গেল দূরে॥
আহ্মি হেন শিষ্য তোহ্মার হারাইলা কেনে।
অনুদিন পাপ করে পাপ দুর্য্যোধনে॥
আহ্মি সবের বুদ্ধিবল আছিল ভরসা।
আজি সে ছাড়িল তোহ্মার সকলের আশা॥
কহিতে সে কহ * * * আশ তোহ্মার।
দুর্য্যোধন বধ কার্য্য করহ আহ্মার॥
অন্তরে দগধে তোহ্মার মুখেতে কোমল।
তোহ্মার প্রমূর্ত্তি যেন বদরিকা ফল॥
যে কহিল সে হৈল কহি কার্য্য নাই।
যে বা নিবেদন এবে করিতে তোহ্মার ঠাই॥
স্ত্রী জাতি আসিয়াছি সমর করিতে।
কার শক্তি আছে তোহ্মা সমরে জিনিতে॥
এই নিবেদন করি তোহ্মার চরণ।
যদি আজ্ঞা কর তবে করি গিআ রণ॥
দ্রোণাচার্য্য বোলে মাও তুষ্ট হৈলা আহ্মি।
বর দিল আজুকার রণ জীনো তুহ্মি॥
আর যে কহিলা অভিমন্যুর নিধন।
সেই কথা কহতে মাও না রহে জীবন॥
আপনে জানহ মাও সর্ব্বশাস্ত্র রীত।
তে কারণে কৈল আহ্মি কার্য্য বিপরীত॥
বিলম্ব না কর মাও কর গিআ রণ।
যুদ্ধ জিনি পতিস্থানে যাও সর্ব্বজন॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কৈলা নমস্কার।
পুনরপি সৈন্যেতে আসিল আরবার॥
যুদ্ধরঙ্গে শঙ্খ বাহে দ্রুপদনন্দিনী।
অন্তে অন্তে বাহে শঙ্খ যেবা যত জানি॥
শুনিয়া কৌরবগণে করে শঙ্খরব।
দুই সৈন্যে হৈলেক পরম উৎসব॥
দুই দলে হৈলেক দেখাদেখি মার।
কেহ কারে নাহি হানে দুই পরাস্পর॥
দ্রৌপদী বোলেন গুরু করহ সন্ধান।
দ্রোণাচার্য্য বোলে তুহ্মি আগে হান বাণ॥
দ্রৌপদীএ বোলে আহ্মি সেবকের নারী।
আগে হানিবারে আহ্মি কোন শক্তি ধরি॥

CENTRAL LIBRARY

কুরুবংশের কর্ত্তা তুহ্মি কর অবধান।
তোহ্মাতে শিখিয়া বাণ করিমু সন্ধান॥
দ্রৌপদীর বাক্যে তুষ্ট হৈল গুরুবর।
সন্ধান পূরিয়া এক হানিলেক শর॥
তখনে দ্রৌপদী দেবী ধনু লৈল হাতে।
দ্রোণাচার্য্য উপরে হানিল তীক্ষ্ণঘাতে॥
অন্যে অন্যে কতক্ষণ হানাহানি হৈল।
গৌরবে কেহরে কেহ অস্ত্র না মারিল॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দ্রোণে গৌরবে না হানে।
দ্রোণের উপরে বাণ হানিলা তখনে॥
দুঃখ পাইয়া দ্রোণাচার্য্য করিলা সন্ধান।
দ্রৌপদীর উপরে করে মর্ম্মভেদী বাণ॥
দুঃখ পাই যাজ্ঞসেনী দুঃখ পাইল বড়।
দ্রোণের উপরে বাণ মারিলেক দড়॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অস্থিতে পশিল।
মর্ম্ম ভেদিয়া বাণ হৃদেতে লাগিল॥
ক্রোধ হইল দ্রোণ বীর হৈল রক্তবর্ণ।
শীঘ্র হস্তে বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান॥
ভিন্দিপাল কর্ণিকার শুভাগ্নি খরশান।
অর্দ্ধচন্দ্র কুলীশ প্রভৃতি যত বাণ॥
দিগবিদিগে বাণ কৈল তমোময়।
ঢাকিল আকাশ পুন চন্দ্রের উদয়॥
মিত্রবৃন্দা বোলে দেবী হও শীঘ্রহস্ত।
অর্দ্ধচন্দ্র দ্রোণের বাণ কাটহ সমস্ত॥
হেন বুদ্ধি গৌরব কর দ্রোণ সেনাপতি।
দয়ামায়া করিবেক সমরের প্রতি॥
দ্রৌপদী কহিলা সখী যে কহিলা তুহ্মি।
মিথ্যা দেহে তোহ্মার বাক্য জানিলাম আহ্মি॥
ব্রহ্মবধ হৈব করি মনে লাগে ভয়।
একারণে ভয় করি শুন মহাশয়॥
মিত্রবৃন্দা বোলে তুহ্মি না মার পরাণে।
মোহিত হৈআ কর যাই অন্যস্থানে॥
সমরে দ্রোণেরে যদি করিলা মোহিত।
আর কোনজনে পারে তোহ্মার সহিত॥

ততক্ষণে শীঘ্রহস্ত হৈল যাজ্ঞসেনী।
দ্রোণ বাণ কাটিলেক ভেলক সন্ধানী॥
কাটিলেক বাণ সব কিছু না রাখিল।
মেঘ প্রকাশিয়া যেন চন্দ্র উদয় হৈল॥
শীঘ্রহস্ত দ্রোণ আর দ্রৌপদী শীঘ্রহস্ত।
কুরুক্ষেত্র অন্ধকার করিল সমস্ত॥
একজনে এড়ে বাণ আর জনে কাটে।
কাটাবাণ যত পড়ে ধরণী না আটে॥
দ্রোণ দ্রৌপদীর যুদ্ধ দেখিয়া নারদে।
উত্তম যে দুইজন সমর বিবাদে॥
দ্রৌপদী কাটিল বাণ দেখিল ব্রাহ্মণে।
দ্রৌপদী উপরে বাণ হানিলা তখনে॥
সেই বাণ দ্রৌপদীএ কাটিল সমস্ত।
দেখে দ্রোণ সেনাপতি হইলেক ত্রস্ত॥
বাণ লৈআ দ্রোণ বীরে সন্ধান পূরিতে।
অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যেন উঠে চক্ষু হোতে॥
তবে দ্রোণে এড়ে বাণ ধনুকে পশিয়া।
ব্যর্থ নাহি হএ বাণ পেলাএ কাটিয়া॥
যদিও অর্জ্জুনে তোহ্মার থাকে অনুগ্রহ।
সতী হেন আহ্মারে যদি নিশ্চএ জানহ॥
তবে দ্রোণে এড়ে বাণ ধনুতে টানিআ।
এ বোলিয়া এড়ে বাণ সন্ধান পূরিয়া॥
আইসএ বোলএ বাণ দ্রৌপদী মারিতে।
দ্রৌপদীর বাণে বাণ কাটে অর্দ্ধপথে॥
বাণে কাটিয়া বাণ দ্রোণ ভিতে গেল।
মোহ হৈআ দ্রোণবীরের প্রাণ রৈক্ষা কৈল॥
তাহার কারণে দ্রোণের সৈন্য যে পড়িল।
তখনে চৈতন্য পাইয়া দ্রোণ যে উঠিল॥
রণেতে বিস্ময় বীর মনে পাইল ভয়।
তুষিক বাণ ব্যর্থ হৈল লাগিল সংশয়॥
দুর্য্যোধনে বোলে গুরু মনে লাগে ভয়।
দ্রৌপদীর রণে তুহ্মি হইলা বিস্ময়॥
দ্রোণে বোলে পূর্ব্বে আহ্মি কৈছি তোহ্মা স্থানে।
প্রত্যয় না কর তুহ্মি দেখহ নআনে॥

CENTRAL LIBRARY

দ্রৌপদীর তুহ্মি কি বুঝিছ নৃপবর।
আজি দ্রৌপদীঅ সৈন্য করিব সংহার॥
এ বোলিয়া দ্রোণাচার্য্য উঠিল সত্বর।
এড়িলেক হেন পাট দ্রৌপদী উপর॥
গাএ না লাগিল হেন পড়িল ফিরিয়া।
হা হাকার করে সৈন্য আচার্য্য দেখিআ॥
দুর্য্যোধনে বোলে গুরু বুঝিতে না পারি।
না ফুটএ বাণ সব পড়ে ফিরি ফিরি॥
দুর্য্যোধন রাজাএ বোলে অস্ত্র এড় তাতে।
গাএ না ফুটিলে বাণ মারিবা কেমতে॥
তখনে ভাবিয়া দ্রোণে তোমর এড়িল।
দয়ামায়া যত দিল সকল ছাড়িল॥
এড়িল তোমর গোটা দ্রৌপদীর ভিত।
তোমরের ঘাএ দেবী হইলা মোহিত॥
দ্রৌপদীরে মোহিত করিয়া পুনি দ্রোণে।
সারথি সহিতে রথ শীঘ্রগতি হানে॥
তখনে দ্রৌপদী দেবী চৈতন্য পাইআ।
কহিলেক প্রভাবতী দেবী সম্বোধিয়া॥
ব্রহ্মবধ ভএ জানি না মারি দ্রোণেরে।
দ্রোণাচার্য্য চেষ্টা করে আহ্মা মারিবারে॥
সমরে বিচার কৈলে কিসের সমর।
ক্ষেত্রি হএ দ্বিজ হএ মারিমু সত্বর॥
ব্রাহ্মণ হৈআ করে ক্ষেত্রির যে কর্ম্ম।
হেন জন মারিলে যে কিসের অধর্ম্ম॥
প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ হৈব খণ্ডন।
আজি রণে সংহারিমু সেনাপতিগণ॥
প্রভাবতীর বচনে দ্রৌপদী সম * *।
শোণিতে যে দশদিক প্রকাশ হৈল॥
শক্তিপাশে গেআ দেবী তিন বার রোষে।
শক্তি দেখে তিনলোক লড়ালড়ি ত্রাসে॥
মাথার উপরে তুলি পাকাইতে লাগিল।
পাক দিতে শক্তি হোতে আনল উঠিল॥
এড়িলেক দেখি শক্তি আইসএ আকাশে।
বাণ এড়ি দ্রোণাচার্য্য কাটে অনায়াসে॥
হেন ব্যর্থ হৈল লাগে বড় ভএ।
কাটিলেক শক্তি অস্ত্র এ বড় বিস্ময়ে॥
ধৃতরাষ্ট্রে বোলে সঞ্জএ আচার্য্য ছলিল।
তেজবন্ত শক্তি গোটা সে যে বৃথা হৈল।
সঞ্জএ বোলেন রাজা কারণ ইহার।
মন দিয়া শুন কহি পূর্ব্ব সমাচার॥
দেবগণ স্থানে গিয়া ছিলেন ধনঞ্জএ।
সেই শক্তি দিল ইন্দ্র অর্জ্জুন স্থানএ।
শক্তি দিয়া তখনে কহিল সুরপতি।
না মারিবা শক্তি এই চারিজন প্রতি॥
গো ব্রাহ্মণ আর শিষ্য নারীগণ।
কদাচিৎ না করিবা তাহারে ক্ষেপণ॥
তবে যদি ক্ষেপ শক্তি বাহরিব সৈন্য।
কিছু না হৈব কার্য্য শক্তি হৈব ব্যর্থ॥
সেই শক্তি আছিলেক দ্রৌপদীই স্থানে।
বিস্মরি আহ্মারে শক্তি দ্রোণ যে ব্রাহ্মণে॥
সেই সে কারণে শক্তি গোটা বৃথা গেল।
জিজ্ঞাসিলা বৃত্তান্ত যে সকল কহিল॥
শক্তি বৃথা গেল দেখি সঙ্কুচিত মন।
দ্রোণেরে হানিতে লাগে তীক্ষ্ণ বাণগণ॥
দশ দিশ বাণে সব কৈল অন্ধকার।
দ্রোণেরে হানিল বাণ তেমত প্রকার॥
কারে কেহ জিনিতে নারে দুই মহাবলী।
দুই সেনাপতি যুদ্ধ চাহে সবে মিলি॥
এইমতে কতক্ষণ আছিল খুশিতে।
মহাক্রোধে দ্রোণ বাণ লইলেন হাতে॥
সন্ধান করিয়া বাণ হানিলেক দ্রোণে।
সারথি সহিতে রথ উড়াইল তখনে॥
পৃথিবী পর্ব্বত নদী সংহার পর্য্যন্ত।
রথ শিক্ষা মিত্রবন্দা জানে ভালোমত॥
দ্রোণ বাণে দ্রৌপদীরে ভ্রমাইল সমস্ত।
আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ভূমিত॥
যদি রথ ভূমিতলে খাইল আছাড়।
রথ সমে দ্রৌপদীর চূর্ণ হৈল তার॥

CENTRAL LIBRARY

ব্যাঘ্রবলে দ্রৌপদীএ এড়িল তৎপর।
সন্ধান পুরিয়া এড়ে দ্রোণের উপর॥
রথ সমে দ্রোণবীর উড়াইল মণ্ডলে।
পাকাইতে পাকাইতে তবে দিল রণস্থলে॥
আছাড়ি ভাঙ্গিল রথ মারিল সারথি।
মোহিত হৈল তবে দ্রোণ সেনাপতি॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া সেই দ্বিজবর।
আর রথে চড়ি যাএ দ্রৌপদী গোচর॥
দেখিয়া দ্রৌপদী বাণ হানে লঘু হাতে।
ধ্বজ আভরণ দ্রোণের কাটিলে সমস্তে॥
পুনি বাণ হানিল সেই রথ সমে হএ।
বিরথী হৈআ দ্রোণ ভূমিতে পড়এ॥
রক্তবর্ণ চক্ষু শক্তি হানে দ্রোণ প্রতি।
হৃদয়ে প্রবেশিয়া বাণ প্রবেশিল ক্ষিতি॥
মোহ করি দ্রোণ বীর পুরে সিংহনাদ।
হরষিতে পাণ্ডুসৈন্য পুরে শঙ্খনাদ॥
হরষিতে নারী সবে করে জয়কার।
জঅ জঅ করি সবে হৈল অবসাদ॥
এই ছিদ্রে দ্রৌপদীএ কাটি পাড়ে সেনা।
হস্তী অশ্ব ধ্বজ পরে রথ সমে * *॥
বিংশতি সহস্র পদাতি হস্তী অষ্ট শত।
অশ্ব এক লৈক্ষ কাটে অতি বেগবত॥
স্রোতে রক্ত ভাসি যাএ যেন বরিষণ।
তাহাতে ভাসএ সৈন্য রক্তে বহে নদ।
মুক্ত হস্তী সম যেন হৈল দ্রৌপদী॥
সমুখে না রহে কেহ দুর্যোধন আদি॥
চক্ষুর উপরে দেবী যারে যারে দেখে।
বাণ হানি তাকে দেখি পাঠাএ যমলোকে॥
তেনমতে দ্রৌপদীএ কৌরবের পুনি।
অসুর জিনিল যেন যেইমত ভবানী॥
কৌরবের সৈন্য যত জিনিল অর্জ্জুনী।
তার চতুর্গুণ সৈন্য জিনিল যাজ্ঞসেনী॥
অভিমন্যু চতুর্গুণ বধিলা দ্রৌপদী।
লোকে বোলে রথ হোতে আসিল প্রমাদিনী॥
হেন বুঝি কৌরবের সৈন্য না রাখিব।
এথেক বুঝিয়া কৃষ্ণে নিষেধ করিব॥
ভাঙ্গিল কৌরব সৈন্য নিকটে না রহে।
হাসিয়া দ্রৌপদী মিত্রবন্দা স্থানে কহে॥
দেখ দেখ মিত্রবন্দা পলাইল কুরুগণ।
কেবা কার সঙ্গে বোল করিব যে রণ॥
ব্যাঘ্রধ্বজ দেখ যার রথের উপর।
সেহ কর্ণ তার কাছে রথ নেও মোর॥
এহার প্রসঙ্গে মুই হৈলুম বনবাসী।
এহার প্রসঙ্গে মুই হৈলুম দাসী॥
অখনে পড়িল পুত্র এহার সন্তান।
এই সূতপুত্রে রথ নেওত আপনে॥
এহার মারিয়া তবে খণ্ডাইমু বিবাদ।
কর্ণ মৈলে খণ্ডে আহ্মা সবের বিবাদ॥
দ্রৌপদীর বচনে রথ চালাএ তখন।
শীঘ্রগতি নিল রথ যথাএ আছে কর্ণ॥
কর্ণ দেখি যাজ্ঞসেনী ধাই আইসে রণে।
এবে কি করিল কর্ণ ভাবে মনে মনে॥
সহজে ভ্রাতৃবধূ সহজে কনিষ্ঠ।
তার সঙ্গে যুদ্ধ মোর সহজে গরিষ্ঠ॥
দ্রৌপদীএ বাণ মারে মার মার করি।
ধর্ম্মনষ্ট করি যুদ্ধ করিতে না পারি॥
পশ্চাতে জানিব লোকে পঞ্চ ভাই মোকে।
তার অপকীর্ত্তি মোর রৈব চন্দ্রলোকে॥
এই কর্ম্ম ত্রিভুবনে জানে মোর হিত।
ভ্রাতৃবধূ সঙ্গে রণ রৈব অকিঞ্চিৎ॥
সহজে অবক্ষ জাতি অবধ্য যেমতে।
পরাজঅ মানিলে দোষ না হৈব তাতে॥
এথ বলি কর্ণবীরে এড়ে ধনুর্ব্বাণ।
তখনে দ্রৌপদী দেবী করিল সন্ধান॥
কর্ণে বোলে শুন দেবী আহ্মার বচন।
না করি সন্ধান আহ্মি না করিব রণ॥
আহ্মারে মারহ যদি তুহ্মি করি রণ।
অপযশ করিবে এই তিন ভুবন॥

CENTRAL LIBRARY

প্রাণ মরিলে আহ্মি না মারিব তোকে।
তথাপিহ বাণ যদি মারএ আহ্মাকে॥
দ্রৌপদীএ বোলেন তুহ্মি খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
স্ত্রী সমে যুদ্ধে কেনে হইলা কাতর॥
কর্ণে বোলে মর্ম্ম কথা না পারি কহিতে।
অর্জ্জুনে মারিলে মোরে জানিবা পশ্চাতে॥
অখনে তোহ্মারে যদি কহি সেই কথা।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা না হইব সর্ব্বথা॥
দ্রৌপদী বোলেন মোর মনে হেন লএ।
তুহ্মি রণ না করিলে না করি নিশ্চএ॥
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া যাহ হইয়া কাতর।
বাণ না হানিব আহ্মি তোহ্মার উপর॥
এ বোলিয়া দ্রৌপদী যে চলিলা অন্তর।
সমুখেতে অশ্বত্থামা মিলিল সত্বর॥
অশ্বত্থামা দেখি দেবী হাসে খলখলি।
শুনিয়াছি বীর মৈধ্যে তুহ্মি মহাবলী॥
আহ্মি তো অবলা নারী তুহ্মি ধনুর্দ্ধর।
সমানে সমান যুদ্ধ করিতে সমর॥
অশ্বত্থামা বোলে দেবী কর উপহাস।
প্রথমে বুঝিয়াছি তোহ্মার আশ্বাস॥
পরাভব পাইল দ্রোণাচার্য্য মহাবীরে।
আর কোন জন আছে আগে হৈতে স্থিরে॥
দ্রৌপদীএ বোলেন কথা কৈলে কিবা হএ।
যার যতগুণ ব্যথা হৈব রণএ॥
এ বোলিয়া সন্ধান পূরিয়া এড়ে বাণ।
পরম জাজ্বল্য বাণ তীক্ষ্ণ খরশান।
বাণ খাইয়া অশ্বত্থামা টঙ্কারিল ধনু।
শতে শতে বাণ হানে দ্রৌপদীর তনু॥
বাণ ঘাতে রাজসুতা হইল অস্থির।
দশ বাণে মোহ কৈল অশ্বত্থামা বীর॥
কাটিল কবচতনু সারথি ঘোটক।
আর ধনু অস্ত্র লইয়া আসিল সম্মুখ॥
আর এক রথে চড়ি টানিয়া ধনুক।
দ্রৌপদী উপরে বাণ পুন হানিলেক॥
নাহি দেখি দশদিশ না দেখি প্রকাশ।
অন্ধকার করিলেক সকল আকাশ॥
সঞ্জয় কহেন কথা শুন মহাভাগে।
বিজয় করিল কিছু দ্রৌপদীর আগে॥

মহামায়া অংশ তুহ্মি বীরের রমণী।
কৈলাস ছাড়িয়া কেনে আসিছ ধরণী॥
তোহ্মার বিক্রম সহে আছে কোনজন।
পৃথিবীতে কেবা আছে তোহ্মার সমান॥
অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ যে দ্রোণের নন্দন।
তে কারণে ধনু ধরি কিঞ্চিৎ করি রণ॥
ধনু হস্তে করি আইসে কৃষ্ণের রমণী।
তা সবার সন্ধান সহিব কার প্রাণী॥
অস্ত্রে অন্ধকার কৈল না দেখি দশদিশ।
অন্ধকারে মোহ কৈল না দেখি প্রকাশ॥
রথ সারথি সঙ্গে দ্রৌপদীর অঙ্গ।
বাণ ফুটি হইলেক রুধিরে তরঙ্গ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র এড়িলেক নারী প্রভাবতী।
প্রথমে বিন্ধিয়া পাড়ে অতি শীঘ্রগতি॥
যেই বাণ এড়িলেক দ্রোণের নন্দন।
সর্ব্বলোকে বলে হৈল দ্রৌপদীর মরণ॥
মহা মহা অস্ত্র সব গাএ নাহি ফুটে।
কবচে লাগিয়া সব বিমুখে যে উঠে॥
বাণ নাহি ফুটে ক্রোধ হইলেক দ্রোণী।
দ্রৌপদীর মর্ম্মস্থানে হানিলেক পুনি॥
মর্ম্মেতে ভেদিয়া বাণ কাপি থরথর।
মোহিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর॥
মিত্রবৃন্দা বোলে দেবী ধরি দুই হাতে।
এহা দেখি পরীক্ষিলা দ্রোণাচার্য্য সুতে॥
রক্তে রাঙা প্রভাবতী রঙ্গে রক্ত তিল।
ফিরাই ফিরাই হানে দ্বন্দ্বে লৈআসিল॥
বাণাঘাতে অঙ্গে সব বহে রক্তধার।
গিরিশৃঙ্গে বহে যেন জলপূর্ণ ভার॥

CENTRAL LIBRARY

চিত্রলেখা বোলে তুহ্মি কি ভাব এহাতে।
অস্ত্র তুলিয়া মার পড়ুক ভূমিতে॥
তখনে মুষল লৈল বজ্রভানুসুতা।
অশ্বত্থামা উপরে বাণ মারে অঙ্গসুতা॥
বেগে গিআ পড়ে অশ্বত্থামার মাথাত।
যেন শুনি পর্ব্বতেতে শব্দ বজ্রাঘাত॥
আহ্মার কারণে মার মরণ না হৈল।
মোহিত হইয়া রথের উপরে পড়িল॥
সেই সমে দ্রৌপদীর চৈতন্য পাইল।
মোহিত দেখিয়া তাতে বাণ না হানিল॥
লজ্জা পাইয়া উঠিলেক দ্রোণের নন্দন।
রক্তচক্ষু প্রভাবতী করে নিরীক্ষণ॥
দ্রৌপদীএ তিন বাণে সেই বাণ কাটে।
পুনি পঞ্চ বাণ হানে দ্রৌপদীললাটে॥
ললাটে ফুটিয়া বাণ প্রবহে রুধির।
গিরিশৃঙ্গ দেখি যেন পঞ্চ বিষধর॥
তখনে দ্রৌপদী দেবী কহে ডাক দিয়া।
করহ অধর্ম্ম কর্ম্ম মোহজন হইয়া॥
আহ্মা সমে রণ কর অন্যেতে হান তাতে।
স্বর্ণলক্ষ্মী কেনে বিক্রয় কর স্বর্গেতে॥
* * * * * * * * * * * * * * *।
আর বীরগণ আজি জিনিবা কেমনে॥
রাত্রি পোহাইলে আসিব ধনঞ্জএ।
প্রতিজ্ঞা করিছে জয়দ্রথের সংশএ॥
তাহাতে করিবা যুদ্ধ শুন গুণবতী।
দিবসের যুদ্ধে লোকে করিব অকীর্ত্তি॥
* * * * * * যুদ্ধ করিবা রাত্রিতে।
অশ্বত্থামা মারিবারে বলিএ তোহ্মাতে॥
মুষল ধরিয়া মার অশ্বত্থামা মাথে।
মোহিত করিয়া চল যাই আর ভিতে॥
যেই শূলে জিনিয়াছ দ্রোণ সেনাপতি।
সেই শূলে মুণ্ডে মার লোটউক ক্ষিতি॥
লইল ত্রিশূল দেবী অতি কোপবন্ত।
ঘুমাইয়া অশ্বত্থামা বুকেতে হানন্ত॥
বুকেতে পড়িয়া শূল পড়িল ধরণী।
রথ হৈতে ভূমিতলে পড়িলেক দ্রোণী॥
অশ্বত্থামা পরাজয় দেখি দুর্য্যোধন।
দ্রৌপদী উপরে করে বাণ বরিষণ॥
দুর্য্যোধন দেখি দেবী ক্রোধ অতিশয়।
নিষ্ঠুর বচনে বহুত নিচতে নামএ॥
যথ যথ অধর্ম্ম করিলা তুহ্মি পাপ।
সে সব স্মরিয়া আহ্মার মনে উঠে তাপ॥
জতুগৃহ পুড়ি বিষ ভীমকে খাবাইলি।
পাশা খেলি রাজ্য নিয়া বনেতে পাঠাইলি॥
উরুতে বৈসাইলি নিয়া সভার ভিতরে।
দাসী করি চুলে ধরি আনিলা যে মোরে॥
অন্যেতে যত দুঃখ পাণ্ডবে পাইল।
সে সকল তা সবার মনে না আছিল॥
তাহারে অধিক দুঃখ দিলা তুহ্মি মোরে।
অন্যায় মারিলা শিশু সমর মাঝারে॥
সেই পাপে তোর কিছু না হৈব সন্ততি।
* * * * * * * * * * * * * * *।
কুরুবংশে কলঙ্ক রাখিলা পাপমতি॥
এইত কুপুত্র বংশে জন্মিয়াছে ছার।
তেনমতে জন্মিয়াছ তুহ্মি কুলাঙ্গার॥
সেদর প্রীতির পুত্র বধিআছ ছার।
তার ফল পাইবে আজি শুনরে গোয়ার॥
দুর্য্যোধনে বোলে পুত্রে হইয়াছ দাসী।
ধরি আনিবারে তোহ্মা আসিয়াছি আহ্মি।
তুহ্মি বোল পাপ করিয়াছি বহুতরে।
মাতাপিতা গুরুনিন্দা করে যেই নরে॥
এই সকল অধিক পাপ ধর্ম্মশাস্ত্রে কহে।
এক নারীর পঞ্চ স্বামী কভু নাহি হয়॥
দ্রৌপদী কহেন ছার কহ অকারণ।
বুঝি দাসী সঙ্গে আসি কর দেখি রণ॥
এ বোলিয়া পুরি বাণ করিয়া সন্ধান।
তাড়াতাড়ি করি তবে এড়িলেক বাণ॥

দুঃখ পাইয়া নৃপতি প্রবিশন্ত রণ।
দ্রৌপদী উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণ কাটি দ্রৌপদীএ পুরিল সন্ধান।
দেখিয়া কৌরবগণ হৈল হতজ্ঞান॥
দ্রৌপদীএ বোলে এবে সহ মোর বাণ।
না পলাও যদি তুহ্মি লইমু পরাণ॥
এড়িলোক বাণ যত তার সৈংখ্যা নাই।
একে একে এড়িলেক মর্ম্মস্থানে চাই॥
জর্জ্জর হইল অঙ্গে রুধির পড়িল।
তথাপিহ দুর্য্যোধনের কিছু না হইল॥
ক্রোধে দেবী এড়িলেক বাণ গোটাদশ।
ধ্বজ হএ পতাকা যে কাটিল সমস্ত॥
শীঘ্রহস্তে দ্রৌপদীএ এড়ে শিশিমুখ।
মোহ হৈয়া পড়ে রাজা প্রবেশিয়া বুক॥
সুবর্ণে উত্তম পীত রক্তের উপরে।
সারথিএ লৈয়া তারে পলাইল সত্বরে॥
দেখিয়া দ্রৌপদী কহে উচ্চ উচ্চ হাসি।
কোথায় চান্দর জাও পেলাইয়া দাসী॥
যদুনারীগণে বোলে হস্তে দিয়া তালি।
বাণে হানি কাটি পড়ে রক্তধ্বজখানি॥
শীঘ্র হস্তে বাণ মারে সৈন্যের উপর।
কদলীর বন যেন ভাঙ্গএ কুঞ্জর॥
বহিল রুধির নদী ভাসে হস্তী অশ্ব।
সম্মুখে না রহে কেহ দ্রৌপদী তরাস॥
রক্তে রাঙা যাজ্ঞসেনী অঙ্গ টলমল।
শুষ্কনা কাননে যেন প্রচণ্ড অনল॥
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে ত্রাসে সৈন্যগণ।
সবে মিলি লইলেক দ্রোণের শরণ॥
দেখিয়া বিস্মিত দ্রোণ কৃপ কর্ণ আদি।
রণে যম সম যেন দেখিয়া দ্রৌপদী॥
শুন রাজা যে করিলা দ্রুপদনন্দিনী।
অর্জ্জুনেহ হেন কর্ম্ম না করিছে পুনি॥
দ্রোণআদি বীরগণ পরাজয় হৈল।
ধৃতরাষ্ট্র শুনি তবে বিস্ময় হৈল॥
কহিতে লাগিল তবে দ্রোণের গোচর।
শুন গুরু রণে জয় না হইল মোর॥
এক দ্রৌপদীএ সৈন্য করিল বিনাশ।
আপনে দেখহে গুরু রাত্রি হৈল শেষ॥
আপনে বিমুখ হৈল অশ্বত্থামা সনে।
আহ্মিহ পলাইয়া গেলাম অশ্বত্থামার স্থানে॥
মহারাজাগণ তবে বিস্ময় হৈল।
ভয়ত্রাসে কর্ণ আদি কেহ না রহিল॥
এক নিবেদন করি তোহ্মার চরণে।
যদি রণ কর তুহ্মি রাজাগণ সনে॥
তবে পাণ্ডবের সনে সমর করিতে।
দ্রোণাচার্য্য স্থানে কহ দ্রৌপদী ধরিতে॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ হয় মাতৃর সমান।
তাকে আনি ধরিয়া কোন কাম॥
একেবারে উরুতে বসাইলে সভামাঝে।
তদবধি কলঙ্ক রাখিলা মহারাজে॥
আর বার ধরি আজি কি কার্য্য করিবা।
মোর স্থানে দুর্য্যোধন সেই কার্য্য করিবা॥
দুর্য্যোধনে বোলে যদি ধরিবারে যাই।
অপমানে মরিব পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥
সকল ধরণী তবে মোর বশ হৈব।
দ্রৌপদী সহিতে রণ অবশ্য করিব॥
এহার কারণ গুরু কহিএ তোহ্মারে।
বুঝিয়া উত্তর তুহ্মি কহিবা আহ্মারে॥
দ্রোণে বোলে দ্রৌপদীর ধরণ সংশয়।
তুহ্মি ধরিবারে বোল না যায় পইত্যয়॥
আপনেহ দেখিয়াছ তার অস্ত্রশিক্ষা।
দূরে থাকি যারে দেখে তার নাই রৈক্ষা॥
বুকে দিয়া হানে বাণ পৃষ্ঠে দিয়া খসে।
অন্ধকারময় দেখি প্রাণ যায় ত্রাসে॥
আহ্মি কর্ণ অশ্বত্থামা বীর আদি গণ।
ভ্রাতৃগণ সহিতে আপনে দুর্য্যোধন॥
রণ করে হেন নাহি দ্রৌপদী সহিতে।
কেমনে যুঝিবা বোল তাহার সহিতে॥

CENTRAL LIBRARY

ইন্দ্র আদি দেবে যারে ধরিতে না পারে।
হেন জন বোল তুহ্মি আহ্মি ধরিবারে॥
মনিষ্যে ধরিতে বোল তারে মোহাশএ।
কোন বীর আছ বোল আহ্মার আলএ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি আহ্মি তাহার বিক্রম।
রণে জান যাজ্ঞসেনী মনিষ্যেরি যম॥
ধরিবারে শক্তি কিবা কাছে যাইতে নারে।
বাণ বর্ষে ত্বরমান কাটিবারে পারে॥
মনিষ্যে ধরিব কিবা যাইতে নারে বাণ।
পথে রথিগণ কাটি করে খানখান॥
যত যত বীরগণে করিছে সমর।
কহ তার গায়ে কেহ ফুটিছে এক শর॥
কিবা অশ্ব ধ্বজ ছত্র সারথির গণে।
মোর ঠাই চাহিয়া কহিছে জনে জনে॥
মিছা আশা দুর্য্যোধন করহ এহাতে।
ধরিতে নারিবা তুহ্মি চাহত মরিতে॥
একবারে দ্বারে গিয়া চক্রব্যূহ কৈলা।
পৃথিবীর রাজাগণ রণে মুর্চ্ছাইলা॥
আর বার কহ তুহ্মি তাহানে ধরিতে।
ক্রোধ হইয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলা তাহাতে॥
এক দ্রৌপদীর লাগি কহ বারে বারে।
কথেক দ্রৌপদী আইল না জান তাহারে॥
ষোল সহস্র অষ্ট উণ কৃষ্ণের বনিতা।
পুত্রবধূগণ আর যতেক দুহিতা॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকির নারী দুইজন।
যদুবংশে আর যত আছএ প্রধান॥
বাণসুতা উষা আর দেবী চন্দ্রাবতী।
প্রভাবতী দৈত্যসুতা আর যে রেবতী॥
এক এক নারীগণ সাক্ষাতে শমণ।
দ্রৌপদীর সমতুলা নহে কোনজন॥
সে সব থাকিতে তুহ্মি না পার ধরিতে।
বড়ই সঙ্কট দেখি লএ মোর চিত্তে॥
দুর্য্যোধন বলে গুরু বলিএ তোহ্মারে।
তুহ্মি সম ধনুর্দ্ধর নাহিক সংসারে॥
তুহ্মি দুঃশাসন কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা।
কর্ণপুত্র বৃষসেন সমরে অসীমা॥
এই ছয় জন যদি থাক বিদ্যমানে।
আসিতে না পারে তাতে দ্রৌপদী আপনে॥
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে আর রাজাগণ লৈয়া।
দ্রৌপদীর বন্দী আহ্মি করিবাম গিয়া॥
এহা শুনি দ্রোণাচার্য্য কহে ভালো ভালো।
নারীগণ ধরিবারে চলহ ততকাল॥
দ্রৌপদী ধরিতে তুহ্মি কহিছ আপন।
না কর বিলম্ব এবে চল যাই রণ॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন দিয়া মন।
সমরে বিমুখ যদি হৈল দুর্য্যোধন॥
ভ্রাতি দুর্য্যোধন তবে প্রবেশিল রণ।
বেড়িল যদুর নারী অতি ক্রোধমন॥
একত্রে দ্রৌপদী ভিতে ধাইল সকল।
বাউএ খেলাএ যেন সমুদ্রের জল॥
দেখি মিত্রবন্দা বোলে যাজ্ঞসেনী।
আইসেন কৌরবগণ বাণ ছটা শুনি॥
দ্রৌপদী বোলেন তুমি চিন্তা না করহ।
বধিব কৌরবগণ বসি রঙ্গ চাহ॥
অস্ত্র সব শিখিয়াছি অর্জ্জুনের স্থানে।
হেন বীর নাহি দেখি জীএ মোর বাণে॥
হেন সমে দুর্য্যোধন আসিল অগ্রেতে।
দ্রৌপদীক সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে॥
শুনহ দ্রৌপদী তোর এ কোন উচিৎ।
নারী হইয়া রণে আইলা বড়ই কুশ্চিৎ॥
সভার ভিতরে মোরে চুলেতে ধরিয়া।
বিস্মরিলা ভূমিতে আনিলম লুটাইয়া॥
দাসী করি আনিতে চাহিলাম ঘরে।
রক্ষা করিল তোহ্মা বিষ্ণুনৃপবরে॥
এখনে তোহ্মাকে রাখিব কোনজনে।
তবে কি করিবা এবে ভাবি চাহ মনে॥
আপনার দাসী ধরি আনিমু আপনে।
অখনে রাখিবা তোহ্মা কাহার পরাণে॥

পঞ্চপতি ধরিয়াছ বিদিত সংসারে।
ভজিতে আসিছ তুমি আমার গোচরে॥
তা সবার সঙ্গে যদি কার্য্য নাহি হয়।
তবে আর পতি ধর গোটা পঞ্চশএ॥
এহিমত দুর্য্যোধন কহিলা বিস্তর।
শুনিয়া দ্রৌপদী তাকে দিলেন উত্তর॥
পুনি পুনি মোরে তুমি দাসী বোল ছাড়।
সংসারেতে বুঝ দাসী কেবা হএ কার॥
মুখে মুখে কথা যেন মূর্খ লোকে কহে।
লোকে শুনিয়া যেন তাহারে হাসএ॥
কপট পাশায় রাজ্য হরিছ আমার।
উপস্থিত আইছি তার ফল ভোগাইবার॥
দাসী করি আমারে নিছিলা চুলে ধরি।
তার ফল দিবে ভীমে গদাএ প্রহারি॥
তবে যে কহিবা আমি বসি তোর রাজ্যে।
ব্যতিক্রম কহ তুমি লজ্জা নাহি আছে॥
রাজ্য নিয়া হীনমতি কহসি আমারে।
সেই রাজ্য লইবারে আসিছি সমরে॥
পাণ্ডবের রাজ্য হরি করসি বড়াই।
আর কহ তোমার বেতন আমি খাই॥
পাণ্ডবেরে জান তুমি করনা বড়াই।
মুখে মুখে কথা কহ বরবর যে হই॥
একখানি কথা কহি শুন রে দুর্জন।
পাণ্ডবের রাজ্য নিতে করিয়াছ মন॥
ভীমার্জ্জুন থাকিতে যে না করিহ আশা।
দ্রৌপদীর বাণ খাইয়া হারাইয়া দিশা॥
মোর বাণ খাই তোর ভাই দুঃশাসন।
কতবার পলাইয়া হারি গেল রণ॥
তুমিহ পলাই যুদ্ধ গেলা কতবার।
লজ্জা নাহি ফিরিয়া আসিছ আর আর॥
পাণ্ডবের দুঃখ যত দিয়াছ দুর্জন।
পাণ্ডবের রাজ্য নিতে করিয়াছ মন॥
ভীমার্জ্জুন বসিয়া থাউক দুই জন।
মোর রণে তোরা সব হারাইবে জীবন॥
তথাচ অন্যায় আমি না করিব রণ।
পলাইয়া যাম যদি করিমু নিধন॥
এতেকে যে কহি আমি শুন দিয়া মন।
প্রাণ রৈক্ষা করি ঘরে চলরে এখন॥
নতুবা বধিতে তোরে কতবার কাজ।
নতুবা ঘরেতে গিয়া দেখ বৃদ্ধরাজ॥
তবে যদি রণ কর না রাখি বচন।
যে করিমু কহি শুন ক্ষুদ্র দুর্য্যোধন॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা আমি পালিবারে পারি।
দোষ দিব করি আমি এই সংখ্যা করি॥
সেই হেতু দুর্য্যোধন জীয় মোর হাতে।
উরু ভাঙ্গিয়া তোরে পাড়িমু ভূমিতে॥
গদাঘাতে উরু তোর ভাঙ্গি ততক্ষণ।
রক্তপান করিবারে পারি এইক্ষণ॥
বীর মৈধ্যে তোমারে গণএ কোন জনে।
মোর সনে হারি যাও লাজ নাহি মনে॥
তথাপিহ দুঃশাসন করে অহঙ্কার।
দন্তহীন সর্পে যেন করে ফুৎকার॥
এ বোলিআ ধনু হস্তে করিয়া পাঞ্চালী।
গুণ মাজি বাণ মারে থাক থাক বলি॥
দুঃশাসনে ধনুর্বাণ নিয়া বাম করে।
দ্রৌপদী উপরে বাণ এড়িল সত্বরে॥
অন্তে অন্তে দুই বীরে করে হানাহানি।
অস্ত্রে পুঞ্জ পুঞ্জ হইআ পড়িল ধরণী।
ক্রোধে যাজ্ঞসেনী পূরিল ধনুকে।
নির্ভয়ে এড়িল বাণ দুঃশাসন বুকে॥
মোহ পাই দুঃশাসন পড়িল ধরণী।
দ্রৌপদীরে দেখি বোলে কৌরব বাহিনী॥
কহনে না যাএ বোলে যথ শীঘ্রহস্ত।
বাণ হানি খেদাইল কৌরব সমস্ত॥
ধরিতে লইতে কেবা বাণ সন্ধানিতে।
আছএ কাহার শক্তি বাণ নিবারিতে॥
শীঘ্র হস্তে বোলে দ্রোণাচার্য্য মহামতি।
দ্রোণহস্তে শীঘ্র হস্ত হএত দ্রৌপদী॥

CENTRAL LIBRARY

কোন জনে নাহি পারে নিকটে যাইতে।
সমর্ম্মে হানিল তারে পদ চারি যাইতে॥
কহনে না যাএ যাজসেনী যে করিল।
রণে ভঙ্গ দিয়া সব বীর পলাইল॥
ভাঙ্গিল সকল সেনা না রৈল সম্মুখে।
দ্রৌপদী সারথি সনে হানএ কতুকে॥
সঞ্জএ বোলেন রাজা শুনহ বচন।
ভগ্নসৈন্যসনে পলাইল দুঃশাসন॥
লাজে গদা হস্তে করি যাএ মোহাবলী।
বোলে তোর প্রাণরক্ষা চাহরে পাঞ্চালী॥
দুঃশাসনে গদা লৈআ আইসএ পশ্চাতে।
শীঘ্রহস্তে বাণ তবে এড়ে শতে শতে॥
তথাপিএ কিছু না মানিল দুঃশাসন।
দ্রৌপদীর রথে বাড়ি মারিল তখন॥
ঘোড়ায় পাড়িল আটু মর্ম্মাঘাত পাইয়া।
রথের উপরে বীর উঠে লম্ফ দিয়া॥
তখনে দ্রৌপদী গদা ধরেন বাম করে।
দুঃশাসনের বুকে গদা মারিল নির্ভরে॥
সেইমাত্র দুঃশাসন ভূমিতে যে পড়ি।
বড় মোহ পাই বীর বাহে গড়াগড়ি॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী নামে রথ হৈতে।
দুঃশাসন বুকে বসি মারে দুইহাতে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা আজি করিমু সমাধান।
হৃদয় ভেদিয়া বাণ লইমু পরাণ॥
দ্রৌপদীর ক্রোধ দেখি মিত্রবন্দা কএ।
পতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ধর্ম্মশাস্ত্রে কএ॥
মিত্রবন্দা বচনে নামিলা বুক হোতে।
দুই হস্তে কেশে ধরি সাবুটিয়া টানে॥
দুঃখ পাই দুঃশাসন করে ধড়ফড়।
টাননের ঘাএ তার না রহিল চূড়॥
মোর কেশে যেই মতে ধরেছিলে তুই।
তোর কেশে ধরি আজি সোজাইমু মুই॥
পুনি এই মুখে ক্ষুদ্র কর অহঙ্কার।
সেই তোর মুখে করি চরণ প্রহার॥

এইমতে লাগিল মারিতে পদাঘাত।
উলটি পালটি পড়ে অনাথের মত॥
সঞ্জএ বোলেন রাজা শুনহ সম্প্রতি।
সাক্ষাতে দেখিলে দুর্য্যোধন নরপতি॥
ভাই ভাই বোলে কান্দে যত ভ্রাতৃগণ।
দুঃশাসন শোকে তবে ধায় দুর্য্যোধন॥
নরপতি ধাইতে যে ধাএ সর্ব্বজন।
ধানুকি পদাতি যত ধায় জনে জন॥
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য ধায় কৃতবর্ম্মা।
সঙ্গে সর্ব্ব অক্ষৌহিণী পাছে অশ্বত্থামা॥
সকল চলিল দেখি ধায় দুর্য্যোধন।
একমাত্র নাহি গেল মহাবীর কর্ণ॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতার বধূ এই অনুরোধে।
দ্রৌপদীর সম্মুখে না গেল যে বিরোধে॥
চলিল কৌরবগণ করি হুলাহুলি।
প্রলয় সমুদ্রে যেন করে কলকলি॥
কিবা আকাশ ভাঙি পড়িল ভূমিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহিল চারিভিত॥
সর্ব্ব সৈন্য সম্বোধিয়া বোলে দুর্য্যোধনে।
ধরিয়া আনহ দাসী না মারি পরাণে॥
যদি বধিতে পারি এই দুষ্টনারী।
এই যে সমাধা যুদ্ধ আর নহি করি॥
অপমানে মরিবেক পাণ্ডব সকল।
সর্ব্বরাজ্য তবে মোর হইব করতল॥
লাভের কারণে মুই পাইলুম দাসী।
এথেকে যে ধর তারে ভএ নহি বাসি॥
আর রথিগণ চলে কৃষ্ণনারী সনে।
তা সবার সনে যুদ্ধ করে জনে জনে॥
দ্রৌপদী সহায় হৈতে নারে কোন নারী।
পশ্চাতে সকল আসি দ্রৌপদীরে বেড়ি॥
এহারে শুনিয়া দ্রোণ কর্ণ বীরবরে।
বোলে ভাল রৈক্ষা পাইল পিতৃ পুণ্যফলে॥
দ্রৌপদীরে ধরিবারে ধায় দুর্য্যোধন।
ধরিবারে কিবা শক্তি তেজিব জীবন॥

অন্তে অন্তে যত কহি সব বীরগণ।
রুক্মিণী প্রভৃতি আদি যত নারীগণ॥
তা সবার যুদ্ধকথা কহিতে তোমার স্থানে।
বিস্তারি সে সব কথা কহিব অখনে॥
দ্রৌপদীর যুদ্ধকথা কহি মোহাশএ।
অত্যন্ত অদ্ভুত কথা কৈতে লাগে ভএ॥
দেবাসুরে হেন যুদ্ধ কভু না করিছে।
কৌরব সহিতে যুদ্ধ তেমন হইছে॥
পূর্ব্বে দৈত্যগণ যেন বধিছেন ভবানী।
তেনমতে কুরুসৈন্য বধিল যাজ্ঞসেনী॥
কৃষ্ণনারী ভিতে পাঠাইল নারীগণ।
দ্রৌপদী ধরিতে যায় রাজা দুর্য্যোধন॥
বড় বড় বীর লই বেগে গেল ধাইয়া।
দ্রৌপদীরে অতিবেগে ধরিলেক গিআ॥
অস্ত্রে আচ্ছাদিল যেন রবির কিরণ।
আছাড় খাইয়া পড়ে রাজা দুর্য্যোধন॥
প্রাণে বধ না করিল গান্ধারীনন্দন।
আপনে ভঙ্গ দিয়া গেল কত দূর।
ভঙ্গ দিল দুঃশাসন বিংশতি কোঅর॥
বারে বারে আইস পুনি পলাইয়া যাঅ।
এইমুখে পাণ্ডবের রাজ্য নিতে চাঅ॥
তথাপিহ যুদ্ধ মুখে না আইসে পাণ্ডব।
এক দ্রৌপদীর হস্তে পাইবা পরাভব॥
মুই পারম ইঙ্গিতে কৌরব বিনাশিতে।
নাহি পারি ভীমার্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা নিরস্তে॥
তেকারণে মোর হস্তে এড়াইলা রাজন।
একে একে কহি শুন রাজা দুর্য্যোধন॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা তোর উরু যে ভাঙ্গিতে।
হৃদয় বিদারি তোর রুধির খাইতে॥
তার মৈধ্যে এক শত ভাই বধিবারে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে বীর বৃকোদরে॥
ভাই মোর ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর মোহাশএ।
দ্রোণেরে মারিতে পণ করিয়া আছএ॥

তেকারণে এই সব না করিএ বদ।
কে আছে রৈক্ষক তোর শুনরে মুগদ॥
কত রাজাগণ দেখ মারিছি মারিমু।
নিশ্চএ জানিঅ আজি রণে পরাজিমু॥
যেই জন জিবা আজি যাও মোর হাতে।
পীষ্ট দিয়া যেই যাএ না মারি তাহাতে॥
যুদ্ধ ক্ষেমা দিআ যে পাণ্ডবে শরণ লএ।
না মারিলু সেইজন জানিবা নিশ্চএ॥
তোর মনে লএ দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি।
আত্মবল বিনা কিছু না জানহ ক্ষিতি॥
পর বল বুঝিব পণ্ডিত যেবা হয়।
সর্ব্বত্র বিজই বীর সেই যশ পাএ॥
সহজে অবোধ তুই কি বুঝসি ভাব।
পাণ্ডব সহিতে যুদ্ধ হৈতে পরাভব॥
এইকথা দ্রৌপদীএ কহিল নিশ্চএ।
পাণ্ডব সনে রণ কর হৈতে পরাজএ॥
যুদ্ধে পরাভব সব তখন হইবা।
তুহ্মি কহিবা কথা তখনে জানিবা॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধনের কোপ বাড়ে চিত্তে।
দ্রৌপদীরে ধরিতে বেড়িল চারি ভিতে॥
অপার কৌরব সৈন্য ভয় নাহি মনে।
ধর ধর ডাক ছাড়ি বোলে দুর্য্যোধনে॥
বাণ হানি দ্রৌপদী কৌরব সেনা সব।
কত মারে কত জিয়ে অপার কৌরব॥
হাত পাও কাটা কার পলাইয়া যায়।
সমরভূমিতে কেহ গড়াগড়ি বাহে॥
একেশ্বর দ্রৌপদী অপার কুরুসেনা।
এক মারে আর আইসে কত কত জনা॥
নিবারিতে না পারি কৌরব এক চিত্তে।
রথের নিকটে সেনা আসিল ধরিতে॥
কৌরবের যত সেনা আসিল সত্বর।
রথ ধ্বজ সৈন্য কাটি পাড়িল ততঃপর॥
পৃথিবীতে বিখ্যাত যে হস্তী অশ্ববর।
দ্রৌপদীএ এক রথে করয়ে সমর॥

CENTRAL LIBRARY

তৃণ সংহারিতে যেন শত সংখ্যা জন।
রথ ধরিবারে কেহ করিল গমন ॥
কেহ রথারথী ধরে কেহ ধরে গজ।
সৈন্য সবে রথ ধরে কেহ ধরে ধ্বজ ॥
কেহ ঈশা দণ্ড ধরে কেহ ধরে বাণ।
কেহ কেহ ধরিবারে না পায় সন্ধান ॥
মিত্রবন্দার রথখান চালায় যেমতে।
হাতে হাতে লাগ পায় না পারে ধরিতে ॥
ক্ষেণেকে দাণ্ডাইতে নারে ধরিবারে নএ।
পদ্মের উপরে যেন ভ্রমর ফিরয়ে ॥
তেনমতে চালায় রথ দেখিয়ে রণেতে।
যদি বা ধরয়ে রথ না পারে রাখিতে ॥
খড়্গ লইয়া দ্রৌপদী হানয়ে সৈন্যগণ।
সেনা সনে সারথি যে হানয়ে তখন ॥
চক্রাঘাতে প্রভাবতী যত সৈন্য কাটে।
চারিপাশে যত আছে ধরণী না আটে ॥
বীরগণের রক্ত পড়ে সে চারিজনের।
সূর্য্যপ্রায় দীপ্তি করি আছে সাচানের ॥
সুবর্ণ পুতলি যেন হিঙ্গুলি জুরিল।
তেনমতে রক্ত পড়ি সে চারি হইল ॥
কতেক কহিতে পারি বিক্রম তাহার।
খড়্গহস্তে সৈন্যগণ হইল সংহার ॥
আছউক ধরিব রণে নারে দুইবার।
শক্তি করি চাহিলেক কৌরব দুর্ব্বার ॥
কত সৈন্য কাটা গেল রুধির যে শ্রবে।
রক্তের সমুদ্র হৈল দেখএ কৌরবে ॥
কাটা অশ্বগণে হৈল রণভূমি পঙ্ক।
দ্রৌপদী কাটয়ে রথ হৈয়া নিঃশঙ্ক ॥
তথাপিহ কুরুগণ না হৈল বিমুখ।
ধর ধর করি আইসে না রহে সমুখ ॥
তাহা দেখি মিত্রবন্দা কহিল তখন।
কিবা যুদ্ধ কর তোহ্মা কিছু না লয়ে মন ॥
তুহ্মি একেশ্বর যে অসংখ্য কুরুগণ।
এই অস্ত্রে না পারিবা করিতে নিধন ॥

তাহা দেখি মিত্রবন্দা কহিলা তখন।
কোন যুদ্ধ কর তুহ্মি কাহার যে সন ॥
এক অস্ত্রে যেন দশবিশ জন মারে।
সমর করিতে যেন করহে প্রহারে ॥
না হইলে সঙ্কট বড় দেখিএ তোহ্মার।
তেন অস্ত্রগণ কর সৈন্যের উপর ॥
মিত্রবন্দা বোল দ্রৌপদী মনে লৈল।
যেই অস্ত্র ধনঞ্জয় পূর্ব্বে দিয়াছিল ॥
সেই এক অস্ত্র লই মন্ত্র পড়ি এড়ে।
সন্ধানে এক শত অস্ত্র আকাশেতে উড়ে ॥
এক বাণ মারিলে সহস্র হৈয়া পড়ে।
কত কোটি হৈয়া পড়ে সৈন্যের উপরে ॥
কাহার ভেদয়ে অঙ্গ কার ভেদে তনু।
হস্তপদ শির কাটে কার কাটে ধনু ॥
আকাশেতে উড়ে বাণ পতঙ্গ হেন জানি।
তেনমতে বাণজাল কৈল যাজ্ঞসেনী ॥
হস্তী ঘোড়া রথ পড়ে নাহি পরিমিত।
বিপরীত ডাক ছাড়ে পড়িয়া ভূমিত ॥
কথ গোটা বাণ মারি সৈন্য বিনাশিল।
নারীগণ মিলি তাতে সিংহনাদ কৈল ॥
আকাশেতে দেবগণে দেখএ বিস্ময়ে।
দ্রৌপদী উপরে পুষ্প বরিষণ হএ ॥
তেনমত করিলেক সে চারিজনেরে।
রতি উষা প্রভাবতী বন্দার উপরে ॥
দ্রৌপদীর বাণে বিনাশিল কুরুসৈন্য।
ফিরিয়া না চাহে ধাই যাএ অগ্রগণ্য ॥
কোলাহল করি কুরুসৈন্য ধাই যাএ।
দ্রৌপদী আসিব করি ফিরি ফিরি চাহে ॥
আগু হই দুর্য্যোধনে ফিরিতে না পারে।
রহ রহ করি রাজা ডাকে উচ্চ স্বরে ॥
মনেতে ভাবিয়া কহে শুনহ বচন।
তোহ্মার শক্তিএ সৈন্য না যায় রাখন ॥
দ্রৌপদীর অস্ত্র যেন দেবের নির্ম্মাণ।
সহিতে না পারে কেহ নাহি সএ প্রাণ ॥

CENTRAL LIBRARY

তথাপিহ বীরদর্প করিছ সাহস।
যুদ্ধে যশ না হইব হৈব অপযশ॥
আগু হৈয়া দুর্যোধন রাখিতে নারিল।
দ্রৌপদী দেখিয়া তারে হাসিতে লাগিল॥
শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল নারীগণ।
দ্রৌপদী আদি নারীগণ হৈল একস্থান॥
সকলে চাহিয়া শঙ্খ কৈল ঘোরতর।
বরিষা সময়ে যেন গর্জ্জে জলধর॥
জয়বাদ্য বাজাইতে লাগে অন্তে অন্তে।
রথের উপরে উঠি নাচে নারীগণে॥
দ্রৌপদীরে কোলে করি রহিল রুক্মিণী।
* * * হৈল সব শুন * * * *॥
একে একে কোলাহল করিল রমণী।
দ্রৌপদীরে প্রশংসা করিল পুনি পুনি॥
পরম হরিষে তান জিনিয়া সমর।
সঞ্জএ বোলেন রাজা শুন তারপর॥
দ্রৌপদীর জঅ কুরুগণ পরাজিল।
পদবন্ধ রচিয়া সঞ্জয়ে কহিল॥

ভাঙ্গিলা সকল সৈন্য দেখিলা গোচর।
সমরে ধাইল দণ্ডধর নৃপবর॥
দণ্ড হস্তে করি রাজা বোলে মার মার।
যথাতে দ্রৌপদী পাএ কর সংহার॥
ধাই আসি দেখি বাণ দ্রৌপদী উপরে।
বাণ ঘাও সহি দেবি কাপি থরে থরে॥
কর্ণসমে বাণ টানি হানিলেক বুকে।
তথাপি দণ্ডধর না হয় বিমুখে॥
রথ হোতে নামি দেবি হস্তে গদা লৈল।
রাজার উপরে দেবী কুপিয়া মারিল॥
পর্ব্বত উপরে যেন বজ্র হএ পাত।
তেনমত শব্দে গদা পড়িল মাথাত॥
মোহ পাইয়া দণ্ডধরে পড়িল ভূমিতে।
চৈতন্য পাইআ আসে গদা লৈআ হাতে॥

পুনি গদা মারিলেক দ্রৌপদীর বুকে।
মোহ পাইল রাজসুতা রক্ত উঠে মুখে॥
ডানে বামে পাশে রথী সন্ধান না পাএ।
রণস্থলে দুইজন ফিরে চক্রপাএ॥
অন্তে অন্তে দুইজনে করে হানাহানি।
উঠয়ে অগ্নির কণা করে ঠনঠনি॥
সিংহের সমান যেন উঠে মত্ত করী।
গদাযুদ্ধে বিশারদ দ্রৌপদীকুমারী॥
ছিদ্র পাই মারিল দ্রৌপদী গদাঘাতে।
মোহ পাইয়া নৃপতি যে পড়িল ভূমিতে॥
রথে চড়ি দ্রৌপদী যে করে সিংহনাদ।
কৌরবের দলে পুনি ঠেকিল প্রমাদ॥
সুস্থির হৈআ রাজা রথেতে উঠিয়া।
পুনি রণে ধাই আইলা সুস্থির হইয়া॥
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দশ গোটা শর।
পড়িলেক দ্রৌপদীর রথের উপর॥
ধনু টঙ্কারিয়া এড়ে শতে শতে বাণ।
মহাতেজবন্ত যেন অগ্নির সমান॥
সন্ধান পূরিয়া রাজা বাণ সব কাটে।
পুনি এক বাণ হানে চাহিয়া ললাটে॥
ললাটে ফুটিয়া বাণ দ্রুপদনন্দিনী।
কাঞ্চন পর্ব্বতে যেন বিষধর ফণী॥
এড়িলেক পঞ্চ বাণ রাজা উদ্দেশিয়া।
সারথি সহিত রথ পেলিল কাটিয়া॥
আর রথে চড়ি আইল রাজা দুর্যোধন।
পুনরপি বাণ জোড়ে করিআ সন্ধান॥
বাণজালে আচ্ছাদিল সারথি সহিত।
আচ্ছাদিলেক যেন সাগর মরুত॥
বহু তেজে দ্রৌপদীএ এড়িলেক শূল।
এড়িলেক বাণগণ যেন যমশূল॥
সারথি সহিতে রথ অস্ত্র যে ভেদিয়া।
দণ্ডধর বুকে হানে দিব্য অস্ত্র দিয়া॥
ততক্ষণে দণ্ডধরে মারে আর বাণ।
রথসমে মিত্রবৃন্দা হানে খরশান॥

CENTRAL LIBRARY

ব্যথা পাই মিত্রবন্দা রথের উপর।
দেখিলেক দণ্ডধর সে রথের উপর॥
দেখিআ দ্রৌপদী দুঃখ জন্মিল অন্তরে।
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিল সমরে॥
বোলে দুষ্ট মোর হাতে আজি যাইবা কোথা।
আজি তোরে মারি দুঃখ খণ্ডাইব সর্ব্বথা॥
এ বোলিয়া জোড়ে বাণ ধনুর উপর।
পড়িলেক দণ্ডধরের হৃদয়ের পর॥
বুকে বাণ খাই কিছু নাহি রহে জ্ঞান।
দ্রৌপদী উপরে এড়ে এক শত বাণ॥
বাণে ভেদি হানিলেক দ্রৌপদীর অঙ্গ।
গিরিশৃঙ্গ মৈধ্যে যেন প্রবেশে ভুজঙ্গ॥
ভেদিয়া সকল অঙ্গ খণ্ড খণ্ড কৈল।
রক্তে রাঙ্গা দ্রৌপদী যে বিশেষ শুনিল॥
বড় ক্রোধে দ্রৌপদী হইল রক্তবর্ণ।
এড়িলেক বাণগণ পূরিআ আকর্ণ॥
নৃপতির শরীর হানিল পঞ্চ বাণে।
পুনি রাজা শীঘ্রহস্তে আর বাণ হানে॥
রতি উষা দুই জন হানিল দেখিআ।
দণ্ডধর হানে কোপী নানা বাণ দিআ॥
এইমতে দুইজনে যুজে পরস্পরে।
দেবসনে দৈত্যে যেন করিল সমরে॥
দুই সৈন্যে যেহেন প্রবৃত্ত দেখা যায়।
বুঝিতে না পারে কার জয়পরাজয়॥
ততক্ষণে যাজ্ঞসেনী ক্রোধ করি মন।
দণ্ডধর উপরে হানে বাণগণ॥
শীঘ্রহস্তে দ্রৌপদীএ হানে বাণ ছএ।
ক্ষুদ্র পক্ষীগণ যেন আকাশে উড়য়ে॥
এক বাণে হানিলেক সকল শরীর।
আর বাণে কাটিলেক সারথির শির॥
আর বাণে কাটিয়া সন্ধান পূরিলেক।
কাটিলেক নৃপতির সেই রথের রক্ষক॥
রথঅশ্বহীন রাজা পড়িল ভূমিতে।
ক্রোধ হইয়া শক্তি তুলিয়া লৈল হাতে॥

কোটি সূর্য্য তেজ শক্তি অনন্ত আকার।
যাহাকে মারয়ে শক্তি নাহিক নিস্তার॥
মিত্রবন্দা বোলে দেবী হও সাবধান।
শরীরে লাগিলে শক্তি নাহি পরিত্রাণ॥
মহাদেব স্থানে শক্তি পাইল নরপতি।
মারিলে অব্যর্থ শক্তি নাহি অব্যাহতি॥
নারদে কহিতে কথা শুনিয়াছি তাতে।
তবে রৈক্ষা শক্তি যদি কাটি পড়ে পথে॥
এড়িলেক শক্তি রাজা বেগে আশে ধাইয়া।
দ্রৌপদী এড়িল বাণ শক্তি উদ্দেশিয়া॥
শক্তি অস্ত্র কাটিবারে দ্রৌপদী বাণ এড়ে।
শক্তির আনলে সব ভস্মকার করে॥
নিকটে আইসেন শক্তি বাণ ব্যর্থ গেল।
তাহা দেখি মিত্রবন্দা রথ চালি দিল॥
বড় ভয় পাইয়া রথ নামিল ভূমিত।
সন্ধান পাইআ শক্তি গেল আনভিত॥
রথসমে শক্তি গোটা পড়িল ভূমিতে।
তাহা দেখি মিত্রবন্দা নামিল ত্বরিতে॥
অখনে মারিব রাজা ভয় নাই আর।
এই বাণ বিনে তার বাণ নাহি সার॥
তবে রাজা খড়্গ চর্ম্ম তুলি লৈল হাতে।
হাসিআ মারেন শক্তি দ্রৌপদীর মাথে॥
শীঘ্রহস্তে দ্রৌপদীএ এড়িলেক বাণ।
খড়্গচর্ম্ম সমে তার কাটে হস্তখান॥
জঅ মুনি কহেন কথা শুনে পাণ্ডুমণি।
সেইকথা রাজার স্থানে কহে পুনি পুনি॥
সঞ্জয়ে বোলেন রাজা কথায়ে দেও মন।
দুর্য্যোধন পুত্র তোহ্মার অধম রাজন॥
না শুনিল হিত কথা মত্ততা আছিল।
তে কারণে ক্রমে ক্রমে নাশ সব পাইল॥
দ্রৌপদীর যুদ্ধে যদি পৈল দণ্ডধর।
ভাইর মরণ শুনি আইল চন্দ্রধর॥
দ্রৌপদীর রণে বীর মহা ক্রোধ হৈল।
বাণ হানি সত্যভামা পথেতে রাখিল॥

উলটিয়া বাণ পড়ে সত্যভামার বুকে।
বাণঘায়ে সত্যভামা অন্ধকার দেখে॥
পুনি বাণ চন্দ্রধরে এড়ে পরিপাটী।
অলক্ষিতে কাটি পাড়ে মাথার কিরীটী॥
সত্যভামা কিরীটী বান্ধিল আর বার।
চন্দ্রধর উপরে করিল অন্ধকার॥
শীঘ্রহস্তে রাজসুতা লইল নিজ ধনু।
সারথি সহিত বিন্ধে চন্দ্রধরতনু॥
আর অস্ত্রে কাটিয়া পেলয়ে ধনু টান।
বাণ জোড়ে সত্যভামা পূরিয়া সন্ধান॥
রক্তচক্ষু সর্ব্ব অঙ্গ পড়িল ভূমিত।
রথসমে চন্দ্রধর পড়িল ত্বরিত॥
আর বাণ এড়ে দেবী নাম শক্রহন্তা।
সারথি সহিতে ভেদে বড় পায় চিন্তা॥
সত্যভামা পুনি পুনি এড়ে বজ্রশাল।
রথসমে সারথি যে কাটিল ততকাল॥
পঞ্চ গোটা বাণ এড়ে দেখিতে সুন্দর।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত যেন স্রবয়ে রুধির॥
তথাপিঅ রাজসুতা নহি দেহি ক্ষেমা।
বাণে হানি রক্তবর্ণ কৈল সত্যভামা॥
রথের সারথি ছিল দারুক দুহিতা॥
সত্যভামার স্থানে দেবী কহিলেক কথা॥
দেখ চন্দ্রধর বীর মোহা বলবান।
এহার উপরে এড় তীক্ষ্ণ খরশান॥
পুনি দেবী সত্যভামা হৈলা সমাধান।
মহা মহা বাণ সব করিল সন্ধান॥
এক বাণ যাইতে নারে তাহার নিকটে।
আসিতে না পারে বাণ অর্দ্ধপথে কাটে॥
তাহা দেখি সত্যভামা হইলেক ধন্দ।
মারিতে না পারে বৈরী অশেষ প্রবন্ধ॥
ততক্ষণে চক্র হস্তে লৈল সত্যভামা।
বড় চক্রবন্ত সেই সূর্য্যতেজ সমা॥
ফিরাইতে লাগিল চক্র মাথার উপরে।
শত সূর্য্যতেজসমা অগ্নি উঠে ধারে॥

এড়িলেক চক্র দেবী করি হুহুঙ্কার।
আচম্বিতে মাথা কাটি পাড়িল তাহার॥
চক্রধর পড়নে রুষিল কৃপবীর।
বড়বেগে সত্যভামা আগে হৈল স্থির॥
বড়ই সাহস তোর বধিলি চন্দ্রধর।
আমি তোমার সঙ্গে করিব সমর॥
সত্যভামা বোলে যুদ্ধ করিমু নিশ্চয়।
একমাত্র ভয় করি ব্রহ্মবধ হয়॥
পুনি কৃপাচার্য্য ধনু করিয়া টঙ্কার।
সত্যভামা বেড়ি করে বাণে অন্ধকার॥
বাণ খাই সত্যভামা এড়ে বাণ চণ্ড।
কৃপের রথের ঘোড়া কৈল লণ্ডভণ্ড॥
সারথি বিন্ধিয়া বিন্ধে কৃপের শরীর।
স্রোতধারে যেন নদী হৈল কৃপবীর॥
এড়িলেক কৃপে বাণ যেন চক্রধার।
রথসমে সারথি ফিরাএ বারে বারে॥
আর বাণে বিন্ধে সত্যভামার শরীর।
কৃপ সত্যভামা আগে হইলেক স্থির॥
এড়িলেক বাণ সম নাম শিলিমুখ।
সেহ বাণে কৃপ ভেদে দেখ কৌতুক॥
মোহ পাই কৃপাচার্য্য ধ্বজ চাপি ধরে।
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইআ আগে হৈল স্থির॥
এড়িলেক কৃপে বাণ যেন বজ্রধার।
পড়িলেক সত্যভামার হৃদয় মাঝার॥
ললাটেতে দিয়া বাণ হৈল মোহান্বিত।
চৈতন্য পাইআ দেবী উঠে আচম্বিত॥
ধনুর গুণে বায়ু বাণ পূরিআ তখন।
রথসমে কৃপাচার্য্য উড়াইল গগন॥
চক্রমতে রথখান দিয়া ঘনপাক।
অলক্ষিতে গতি যেন কুম্ভকার চাক॥
সংসার ভ্রমাইল বাণ ক্ষেণেক অন্তরে।
আছাড়িয়া ফেলাইল ভূমির উপরে॥
খণ্ড খণ্ড হৈআ রথ ভূমিতে পড়িল।
আর রথে উঠিলেক কৃপ মহাবল॥

CENTRAL LIBRARY

সত্যভামা কথা কহে দারুক সহিতে।
বায়ু বাণ জোড়ে কৃপে হৈআ সাবহিতে॥
মুহূর্ত্তেকে বায়ু বাণ কৃপ বীরে জোড়ে।
সত্যভামা উপরে যে শীঘ্র বাণ এড়ে॥
পুনি সত্যভামা তবে বরুণ হানিল।
বরুণ বাণে বায়ু বাণ যে উড়াইল॥
ক্রোধে নাগপাশ কৃপবীরে পূরিল ধনুকে।
গরুড় বাণ পুরি দেবী কাটিল তাহাকে।
এড়িল বরুণ বাণ কৃপ মহামতি।
ব্রহ্ম বাণে বরুণ কাটিল শীঘ্রগতি॥
বজ্র বাণ এড়ে দেবী কোপ অতিশয়ে।
বিষ্ণু বাণে তাহাকে করিব পরাজয়ে॥
তবে অগ্নি বাণ এড়ে কৃপের উপর।
বরুণে উড়াইল শক্তি দেখিল সত্বর॥
বাণে বাণ কাটাকাটি আকাশ উপর।
দুইজনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
সত্যভামা দেবী তবে হস্তে শক্তি লৈল।
শক্তি সম্বোদিআ তবে কহিতে লাগিল॥
তেজবন্ত শক্তি তুহ্মি সকল সংসারে।
ব্যর্থ না হইব তুহ্মি ক্ষেপী তোহ্মারে॥
সহজে ব্রাহ্মণ কৃপ না মার পরাণে।
ব্রহ্মবধী হৈব বোলি না মারি তানে॥
ব্রহ্মবধ হৈব বোলি এই ভাবি মনে।
মোহ করি রাখিলাম এই রণস্থানে॥
বুকেতে পড়িয়া তাকে করহ মোহিত।
অচৈতন্য হই কৃপ পরউক ভূমিত॥
এ বোলিয়া এড়ে শক্তি কৃষ্ণের রমণী।
বুকেতে পড়িআ কৃপ পড়িল ধরণী॥
কৃপ পড়িল সৈন্য নাহিক রক্ষিতা।
রথ অশ্ব যথ কাটি কৃষ্ণের বনিতা॥
সত্যভামা যুদ্ধ কথা কহনে না যাএ।
বধিল কৌরবগণ ইঙ্গিত লীলাএ॥
রক্তে নদী বহে তাতে মাংস হৈল পঙ্ক।
রণে যেই ভঙ্গ দিল হইআ তরঙ্গ॥

রণ জিনি সত্যভামা সিংহনাদ করে।
নারীগণে মিলিআ যে জয়ধ্বনি করে॥
জয় পাইলা সত্যভামা সমর জিনিআ।
সঞ্জয়ে কহন্তি কথা পয়ারে রচিয়া॥

সঞ্জএ কহেন রাজা শুন দিয়া চিত।
আছিল কর্ণের যুদ্ধ রুক্মিণী সহিত॥
যখনে সমরে প্রবেশিল নারীগণ।
কি হৈল কি হৈল করি যুদ্ধে সর্ব্বজন॥
দ্রৌপদী সহিতে যুদ্ধ না করিল কর্ণে।
রথ চালাইয়া দিল যথ নারীগণে॥
তখনে দেখিল কর্ণ আপন নিকটে।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী রুক্মিণীএ কাটে॥
কর্ণে বোলে রথ নেও রুক্মিণী গোচর।
ত্বরিতে চালাও রথ বাক্যশুন মোর॥
রুক্মিণী নিকটে রথ ত্বরিতে লই যাএ।
ক্রোধ হৈআ কর্ণ বীরে বাণ বরিষএ॥
দেখিআ রুক্মিণী বোলে শুন সারথিনী।
এই দেখ রণে আইসে কর্ণ মোহামানী॥
অখনে করিমু রণ কর্ণের সহিতে।
রথখান চালাইবা হৈআ হরষিতে॥
সেকালে হানিল কর্ণে বাণ কত গোটা।
রুক্মিণী উপরে যেন পড়ে বজ্রঘটা॥
বাণ খাই রুক্মিণীএ বোলে ভালো কৈলা।
কর্ণের উপরে বাণ হানিতে লাগিলা॥
তখন হানিল বাণ কর্ণ অবতার।
রথসনে হানিল রুক্মিণী অনিবার॥
বাণ খাই বাণ এড়ে ভীষ্মের নন্দিনী।
রথ সমে কর্ণ অশ্ব হানিল সন্ধানী॥
পুনি বাণ হানি দেবী কাটে ধনুর্ব্বাণ।
আর বাণে কাটিলেক ধনু সমে টোন॥
আর চারি বাণ হানে কর্ণের উপর।
বড় ক্রোধ হইল তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥

শুনরে রুক্মিণী তোর বড় বাহুর বল।
টোন সমে অস্ত্র সব কাটিলা সকল॥
এ বলিয়া কর্ণবীর বাণ বরিষয়ে।
সহস্রেক বাণ পড়ে রুক্মিণী হৃদএ॥
কাটিলেক রথচক্র রথ নাহি চলে।
আর রথে চড়ি কর্ণ যুঝে সেই কালে॥
যেই যেই রথে চড়ে ভীষ্মের নন্দিনী।
সেই রথ কাটি পাড়ে কর্ণ শূরমণি॥
অশ্ব ক্রমে কাটিলেক পঞ্চবিংশ রথ।
বড় ক্রোধ হৈল তবে দেখি অগ্নিবৎ॥
কাটিলেক রথখান সন্ধান পূরিয়া।
পুনরপি যুঝে কর্ণ আর রথ লৈয়া॥
আর বার কর্ণবীর যেই রথে উঠে।
এক শত রথ তবে অনুক্রমে কাটে॥
কর্ণের উপরে দেবী হানে তীক্ষ্ণ বাণ।
হানিলেক কর্ণবীর হৃদয়ের স্থান॥
বাণ খাই কর্ণবীরে হানে তীক্ষ্ণ বাণ।
আর বাণ এড়ে দেবী করিয়া সন্ধান॥
ধনু ধরি কর্ণবীরে বাণ হস্তে লৈল।
সপ্তদিক আবরিল গগনে উঠিল॥
বাণ হানি রুক্মিণী সকল বাণ কাটি।
কর্ণের উপরে বাণ হানে পরিপাটি॥
কর্ণেরে বিন্ধিয়া হানে ধ্বজছত্র বাণ।
পুনরপি বাণ হানে নাহিক গনন।
এক বাণে বিন্ধিলেক ললাট হৃদএ।
বড় দুঃখ পাই কর্ণ দেখয়ে সংশয়ে॥
আর বাণ হানি কর্ণ সম্মুখে রাখিল।
মোহিত হইল কর্ণ সারথি দেখিল॥
রথ সমে কর্ণ বীর পলাইয়া যায়।
স্ত্রীসব আইসে করি ফিরি ফিরি চাহে॥
কর্ণ পলাইল দেখি সৈন্য সব কাটে।
দেখা নাহি পায় মাত্র ঠনঠনি উঠে॥
কি কহিব নরপতি রুক্মিণী বিক্রম।
সম্মুখে দেখিয়ে যেন মূর্ত্তি কাল যম॥

পড়িল অনেক সৈন্য দেখে দুর্য্যোধন।
রুক্মিণীকে বেড়িলেক লই হস্তীগণ॥
যে কর্ম্ম করিল রণে ভীষ্মের নন্দিনী।
মহাযোদ্ধা সবে না করিছে পুনি॥
হস্তী সব পড়িলেক কিছু না রহিল।
পর্ব্বতে দহিয়া যেন অগ্নি নির্ব্বাপিল॥
হস্তীগণ পড়িল দেখিয়া দুঃশাসন।
সৈন্য সনে রণ যেন করিল তখন॥
সবে মিলি অস্ত্র বৃষ্টি করিল সমরে।
বিষ্টি বিন্দু পড়ে যেন রুক্মিণী উপরে॥
ধনু হস্তে করি সবে বাণ যে নিবারে।
একে একে বীরগণ হানিল সমরে॥
বাণঘাতে রথী সব অগ্নির সমান।
রুক্মিণী উপরে এড়ে নানাবিধি বাণ॥
তখনে রুক্মিণী দেবী বাণ সন্ধানিয়া।
বীর সবের বাণ কাটে ইঙ্গিত করিয়া॥
পুনরপি বীর সবে হানিতে লাগয়ে।
রথ সমে অশ্ব সৈন্য সারথি হানয়ে॥
কাহার ভেদএ অঙ্গ কাহার মস্তক।
কার বাহুযুগ পদ কার বিন্ধে বুক॥
কহিলাম রাজা শুন পূর্ব্ব সমাচার।
প্রভাবতীর যুদ্ধ কথা কহি শুন আর॥
বাণ এড়ি প্রভাবতী হানে সত্রাজিৎ॥
এড়িলেক বাণ সব নয়ান লোহিত॥
প্রভাবতীর ঈষাদণ্ড কাটিল তখনে।
তবে দৈত্যসুতা বাণ হানিলেক সন্ধানে॥
সত্রাজিতের অশ্ব রথ কাটিল ত্বরিতে॥
আর রথে চড়ি আইসে রাজা সত্রাজিতে॥
ক্রোধে দন্ত ওষ্ঠ কাপে কাপে সর্ব্বঅঙ্গ।
দন্তাঘাত খাই যেন আইসে ভুজঙ্গ॥
সাত বাণ হানিলেক প্রভাবতীর গায়ে।
কম্পমান প্রভাবতী বাণ না হানয়ে॥
আর বাণ হানি বিন্ধে রাজা সত্রাজিত।
আর বাণ বিন্ধি হানে সারথি সহিত॥

CENTRAL LIBRARY

ধনুর্গুণ কাটিলেক অন্য নাহি আর।
গদাহস্তে করি যেন যম অবতার॥
চিত্ররেখা বোলে দেবী সাবধান হৈয়া।
দূরেতে থাকিয়া গদা ফেলাও কাটিয়া॥
নিকটে আসিলে পুনি হইব সংশয়।
গদা বিশারদ বীর সমরে দুর্জ্জয়॥
ততক্ষণে প্রভাবতী অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে।
সত্রাজিতের গদা কাটি ভূমিতলে পাড়ে॥
ত্বরিতে এড়িল বাণ দৈত্যের দুহিতা।
অলক্ষিতে কাটি পাড়ে সত্রাজিতের মাথা॥
পড়িলেক সত্রাজিত সৈন্য যে অপার।
সত্রাজিতের চারিপুত্র আছিল তৎপর॥
বাপ খুড়ার শোকে পড়ে হইয়া মোহিত।
চারিজনে যুঝে তবে তাহার সহিত॥
সুপ্রসন্ন সুবাহু সুলোচন তিন জন।
অসুর সহিতে চারি জনে দিল রণে॥
তারা সবে প্রভাবতী আবরিল রণে।
ঘোর যুদ্ধ আবরিল প্রভাবতীর সনে॥
বিষ্টি বিন্দু পড়ে যেন পর্ব্বত উপরে।
শুণিত শ্রবিয়া তার তিতিল রুধিরে॥
সুপ্রসন্ন হানিলেক দেবী চন্দ্রাবতী।
পুনরপি হানিলেক সুলোচন প্রতি॥
প্রভাবতী বিন্দিলেক সুরথের বুকে।
চারি জন সনে চারি যুঝএ অনেকে॥
খাইয়া উষার বাণ সুবাহু কোপিত।
কত গোটা বাণ হানে তাহাকে ত্বরিত॥
বাণ হানি বাণসুতা অগ্নিবর্ণ হৈল।
সুবাহুকে চারি বাণ দিয়া যে কাটিল॥
বাণ কাটি সুবাহুর কাটি পাড়ে ধনু।
অশেষ প্রকারে বীরে বিন্দিলেক তনু।
অতিক্রোধে তাহার যে কাটি পাড়ে রথ।
সারথি সহিতে কাটে আর ধ্বজ ছত্র॥
খড়গ হস্তে করি ধায় নৃপতি তনয়।
উষার উপরে খড়গ তখনে হানয়ে।
দেখি উষা রথ হোতে নাময়ে তখন।
সুবাহুর বুকে বাণ হানে ততক্ষণ॥
দুহে দুহা মারিতে দক্ষিণে বামে ফিরে।
ছিদ্র নাহি পায় কেহ মারিতে কাহারে॥
দেখিয়া উষার যুদ্ধ যত বীরগণ।
হরিষে যে সিংহনাদ করে ততক্ষণ॥
কতক্ষণে ছিদ্র পাইয়া বাণে রক্ত মারি।
সুবাহুকে বাম পাশে মারয়ে যে ধরি॥
ডান হস্তে খড়গ ধরি কাটিলেক মাথা।
স্থির হৈয়া রথে উঠে বাণের দুহিতা॥
দর্প করি তখনে যে করে সিংহনাদ।
তাহা দেখি নারীগণ করে যে উল্লাস॥
প্রভাবতীর সনে ছিল সুপ্রসন্নের রণ।
প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেক দুইজন॥
দুই মিলি জুড়াজুড়ি করে বহুরণ।
কতেক কহিতে পারি যুদ্ধ বিবরণ॥
ততক্ষণে চন্দ্রাবতী ভিন্দিপাল লৈল।
সুপ্রসন্ন মহাবীর ইঙ্গিতে বধিল॥
গুণবতী কালজিত বীর সংহারিল।
এই মতে বহু যুদ্ধ বিষম আছিল॥
করিলেক চারি ভাই সমরে দুর্ব্বার।
ভাঙ্গিল কৌরব সৈন্য না দেখি নিস্তার॥
তাহা দেখি রুদ্রদেব দুঃশাসন সুত।
হাতে অস্ত্র লৈয়া ধাএ শরীর কুপিত॥
তাহাকে দেখিয়া তবে বিরাটনন্দিনী।
কান্দি কান্দি তাহার নিকটে গেল পুনি॥
উত্তরাএ বলে শুন পাপ দুরাচার।
অনাচারে পতি মোর করিলে সংহার॥
আজি তোকে মারিয়া খণ্ডাইব মনের দুখ।
তোর নারী আর না দেখিব তোর মুখ॥
বাপ তোর দুঃশাসন পাপ দুরাচারে।
প্রাণ রাখি পলাইল দ্রৌপদী সমরে॥
মোর হস্তে আজি তোর নাহিক নিস্তার।
বাপের সাক্ষাতে তোরে করিব সংহার॥

মোর হস্তে আজি তোর নাহিক নিস্তার।
বাপের সাক্ষাতে তোরে করিব সংহার॥
এ বলিয়া অর্দ্ধচন্দ্র হাতেতে লইল।
গুরুজন মনে স্মরি সন্ধান পূরিল॥
বেগে যায় বাণগোটা অগ্নিহেন জ্বলে।
দশদিক পুরি মারে বাণ যে আনলে॥
তাহা দেখি রুদ্রবীর এড়ে শিলিমুখ।
অলক্ষিতে অর্দ্ধচন্দ্র কাটিল সম্মুখ॥
তাহা দেখি উত্তরাএ চক্র লইল হাতে।
দেবগণে বোলে আজি নাহি পরিমিতে॥
অলক্ষিতে যায় চক্র দেখে সর্ব্বজন।
* * * * কাটে দুঃশাসনের নন্দন॥
তাহা দেখি রাজসুতা গদা লইল হাতে।
অলক্ষিতে কাটে গদা কুমারের মাথে॥
আর গদা হাতে করি দুঃশাসন সুত।
সমক্ষে মারিল বাড়ি উত্তরা মাথাত॥
মাথাতে পড়িল বাড়ি বজ্রসম শর।
থর থর রাজসুতা কাপে থর থর॥
দুই জনে গদা যুদ্ধ করে অনিবার।
অপরে দেখয়ে যেন বিজুলি আকার॥
ছিদ্র পাইয়া রাজসুতা গদা প্রহারিল।
মোহান্বিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল॥
ক্ষণেক সম্বিৎ পাইয়া শূল হাতে করি।
বেগে যায় মারিবারে বিরাটকুমারী॥
শূলে শূল নিবারিল বিরাটনন্দিনী।
সাথে সাথে বাণ মারে সমক্ষে সন্ধানী॥
কোপে বীর অগ্নি বাণ উত্তরাকে হানে।
বরুণে নিবারে অগ্নি দেখে দেবগণে॥
কুমারে মারিল শক্তি দেখে সর্ব্বলোক।
বাণ ঘায়ে রাজসুত হৈল ঊর্দ্ধমুখ॥
ক্রোধ হৈল উত্তরা যে আনল সমান।
বেগে যায় খড়্গহস্তে পবন গমন॥
উত্তরাএ বোলে পাপ শুন দুরাচার।
এই দেখ তোরে মুই করম সংহার।

এ বলিয়া লাফ দিয়া উঠে রথ পর।
বাম হস্তে কেশে তারে ধরিল সত্বর॥
সবে বলে রুদ্র বীর প্রমাদে ঠেকিল।
উত্তরার হাত হইতে নিস্তার না পাইল॥
কোপে কৈন্যা ডান হাতে খড়্গ উত্তোলিয়া।
আচম্বিতে মুণ্ডগোটা লইল কাটিয়া॥
লাথি মারি রথ সমেত সারথি ঘোটক।
লীলায় বধিল কৈন্যা দেখে সর্ব্বলোক॥
বাম হস্তে মুণ্ডগোটা দক্ষিণ হস্তে অসি।
নিজ রথে উঠিলেক ভয় নাহি বাসি॥
ঘোটকের পাদমুণ্ড বান্ধিয়া বে দিল।
এথ দেখি নারীগণে জয় জয় কৈল॥
যাহা দেখি দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীগণ।
সৈন্য সংহারএ রণে উষাবতীর সন॥
উত্তর বিক্রম দেখি দ্রোণ কর্ণবীর।
বোলে এহা সম কৈন্যা নাহিক সংসার॥
উষার বিক্রম কি কৈব নরপতি।
যারে অস্ত্র মারে তার নাহি অভ্যাঅতি॥
অর্জ্জুন করিছে পণ তাহাকে ধরে।
আর এক কথা কহি শুনহ আপনে॥
ক্ষেত্রি জাতি করি তোরে বোলে কোনজনে।
অন্যায় করিয়া রৈছ * * * * তীরে।
এবে সে জানিবা তুমি আমার সমরে॥
কুরুবংশ সহিতে করি * * * * *।
লোকেতে প্রকাশ করি কহ এই কথা॥
চন্দ্রবংশে সম্বন্ধ যে করিয়াছ তোর।
মুখ মেলি কহ কথা লোকের গোচর॥
যেই কালে দ্রৌপদীরে বনেতে হরিলে।
ভীমসেনে ধরি তোরে অপমান কৈলে॥
ঘোটকের পদতলে বান্ধি বৃকোদরে।
ভূমিতে লোটাই তোরে এড়িল সমরে॥
না রহিল গায়ের চর্ম্ম মাথা গেল খসি।
প্রহার করিল তোরে দ্রৌপদীর দাসী॥

CENTRAL LIBRARY

পদাঙ্গুলি অঙ্ক দিল ভূমির উপর।
নাক দিআ মুছি গেলা প্রাণে পাইয়া ডর॥
সেই দুঃখ খণ্ডাইলে বধি অভিমন্যু।
তোহ্মারে করিবে * * * দৈবে প্রবন্ধ॥
মোর সমে আইস তুহ্মি যুদ্ধ করিবারে।
গৃহে আর না যাইবে তুহ্মি পুনর্বারে॥
জয়দ্রথে বোলে তুহ্মি কহ অকারণ।
অপযশ নারী সঙ্গে যুদ্ধ অগ্রজন॥
না সইবা বাণ তুহ্মি অখনে পলাইবা।
ঘরে চলি যাও দেবী প্রাণে যদি জীবা॥
সুভদ্রাএ বোলে মূর্খ গর্ব্ব না করিবা।
এবে দেখি তোর বল এই বাণ সহিবা॥
এ বোলিয়া এড়ে বাণ করি হুহুঙ্কার।
পড়িলেক জয়দ্রথ বুকের মাঝার॥
বুকে প্রবেশিয়া বাণ পৃষ্ঠে দিআ খসে।
মোহান্বিত হইয়া পড়ে বাণের তরাসে॥
মর্ম্মে খাও খাই রাজা ছটফট করে।
যদি না মারিল বাণ রাজার উপরে॥
ততক্ষণে চৈতন্য পাইয়া জয়দ্রথে।
সুভদ্রাকে হানিলেক ধনুকে আঘাতে॥
বাণ খাইয়া দেবী তবে হাসিতে লাগিল।
তৃণ হেন মোর বাণ তোর মনে লইল॥
এই মুখে নাম ধর ধনুর্দ্ধর করি।
মুহূর্ত্তেকে তোহ্মা আমি সংহারিতে পারি॥
তোকে নাহি মারি আহ্মি প্রতিজ্ঞা কাজেতে।
তথাপিঅ লও ভণ্ড করিমু যুদ্ধেতে॥
এই বলি বাণ এড়ে জয়দ্রথ তরে।
বাণ হানি জয়দ্রথে কাটিল তাহারে॥
বাণ ব্যর্থ গেল দেখি কুপিল সুভদ্রা।
এড়িলেক বাণ গোটা আকাশের তারা॥
বাণ হানি জয়দ্রথে না পারে কাটিতে।
রথ সমে সারথি কাটিয়া পড়ে তাতে॥
আর রথ চড়ি তবে জয়দ্রথ ধাএ।
শতে শতে বাণ হানে সুভদ্রার গাএ॥
শীঘ্রহস্তে কাটে বাণ বসুদেব সুতা।
বোলো ক্ষুদ্র আজি বাচি যাইবা কোথা॥
এড়িলেক বাণ গোটা সুভদ্রাএ টানি।
জয়দ্রথে কাটিলেক শীঘ্রহস্ত জানি॥
পুনি দশ বাণ এড়ে সুভদ্রাএ ঝাটে।
রথ সমে সারথিকে এড়ি বেগে কাটে॥
ভূমিগত হই রাজা গদাহস্তে করি।
সুভদ্রাএ হানে তবে বাণ তরাতরি॥
বায়ুবাণে সুভদ্রাএ উড়ায়ে বাণগণ।
মহাপ্রলয়ের মত হইলেক রণ॥
জয়দ্রথ উপরে করয়ে শরজাল।
কণ্টকের ঘায়ে যেন সঞ্চরে বিশাল॥
বাণ খাই জয়দ্রথে কাতর হইল।
চৌদিকে বাণজালা পথ না পাইল॥
অচৈতন্য জয়দ্রথ ভূমিতে পড়িল।
ক্ষুরবাণ হানি তবে সকলি কাটিল॥
শূন্য হস্তে লই দেবী বিদারিল বুক।
রক্তপান করিলেন্ত পাসরি পুত্রশোক॥
তুলিলেক শুন তার বুকের উপরে।
রুক্মিণী নিষেধ করে না মার এহারে॥
অর্জ্জুনে মারিতে তারে প্রতিজ্ঞা করিছে।
প্রতিজ্ঞা বিফল হৈলে দোষ হয় পাছে॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি কৈল নিবারণ।
কি করিলে মন দুঃখ খণ্ডিবে অখন॥
দড়ি দিয়া হস্তপদ বন্ধন করিল।
গলায় ধনুক দিয়া টানিতে লাগিল॥
কোথায় গেলা দাসী সব আইসহ সত্বর।
চরণ প্রহার কর হৃদয় উপর॥
সুভদ্রার আদেশে আসিলা নারীগণ।
চরণপ্রহার তবে করে ঘন ঘন॥
মৃতাবৎ করিয়া তাহারে এড়ি দিল।
দ্রৌপদীর বোলে তারে প্রাণে না মারিল॥
সুভদ্রাএ বোলে পতির প্রতিজ্ঞা পালিয়া।
প্রাণে না মারিয়া তারে দিমু যে ছাড়িয়া॥

CENTRAL LIBRARY

উঠ রাজা সৈন্য তোর দেখউক কৌতুক।
তোহ্মারে মারিলে মোর খণ্ডে মনের দুখ॥
মারি না মরে বৈরী মারিমু কেমনে।
জিনিলে জিয়ন না যায় ভাবিলেক মনে॥
সঞ্জয় বোলেন রাজা যত নারীগণে।
কৌরবের সৈন্য জিনিল ততক্ষণ।
নানা বাদ্য বাজায়ে বোলএ জয় জয়।
শুনিয়া কৌরব সৈন্যের কাপিল হৃদয়॥
প্রাণে বাচিছে সব লাজে অধমুখ।
খুটা নারী সনে হইলা বিমুখ॥
কৌরবে পাণ্ডব সৈন্যে হইছে সমর।
তাতে যত পরাভব শুন নৃপবর॥
কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইছে কৌতুক।
পুনর্বার কৌতুক কথা শুন সর্ব্বলোক॥
ধৃতরাষ্ট্রে বোলে কথা কহ বিস্তারিয়া।
যে কালে হইল যুদ্ধ নারীগণ লৈয়া॥
তবে কোন কর্ম্ম যেন করিল পাণ্ডব।
কৃষ্ণে কিবা করিলেক দেখি অসম্ভব॥
সে সকল কথা মোরে কহবে সঞ্জয়।
বিস্তারিয়া ভালোমতে কহ মহাশয়॥
সৈন্যাকালে অভিমন্যু পড়িলেক রণে।
সে সকল কথা সঞ্জয় কহ মোর স্থানে॥
দক্ষিণ হোতে কৃষ্ণার্জ্জুন আসিল যেমতে।
শিবিরে প্রবেশ তারা কৈল কোনমতে॥
শুনিল আসিয়া অভিমন্যুর নিধন।
পুত্রশোকে পার্থে পুনি করিল ক্রন্দন॥
পাণ্ডব সারথি সব ভৎর্সিয়া বিস্তর।
প্রতিজ্ঞা করিল জয়দ্রথ বধিবার॥
কালি দিন মধ্যে জয়দ্রথ নাহি মারি।
সর্ব্বথা ত্যাজিব প্রাণ অগ্নিকুণ্ড করি॥
অর্জ্জুনে প্রতিজ্ঞা কৈল বড় অসম্ভব।
শুনিয়া বিষণ্ণ তবে হইলা মাধব॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ না জানিয়া তত্ত্ব।
দ্রোণ কর্ণ থাকিতে না মরিব জয়দ্রথ॥

অপার কৌরবগণ পরম দুষ্কর।
মহারথীগণ আছে মহা ধনুর্দ্ধর॥
একদিন মৈধ্যে তারে কেমতে মারিবা।
করিছ প্রতিজ্ঞা পার্থ অবশ্য মরিবা॥
জয়দ্রথ মার কিবা তেজএ শরীর।
তবে রাজা না হইব রাজা যুধিষ্ঠির॥
আমার সাক্ষাতে যদি মরে ধনঞ্জয়।
তবে মোর অপযশ হইব নিশ্চয়॥
আপনে করিব যুদ্ধ লৈয়া সৈন্যগণ।
যেন মতে হয় পার্থের প্রতিজ্ঞাপালন॥
অর্জ্জুনের পরাভব মোর পরাজয়।
যাতে মোর জয় হয় শুন ধনঞ্জয়॥
এ থেকে দ্বারিকা গিয়া নিজ সৈন্য আনি।
করিব সমর কালি যেন মতে জিনি॥
এই কথা সকল পাণ্ডব স্থানে কৈয়া।
দ্বারকাতে গেল হরি দারুকেরে লৈয়া॥
আছিল পাণ্ডব সৈন্য আপন শিবিরে।
অভিমন্যু শোকে তারা কান্দে উচ্চ স্বরে॥
হেনকালে কুরুক্ষেত্রে হৈল মহারোল।
সুসজ্জ হইয়া উঠে পাণ্ডবসকল॥
কেহ বলে দুর্য্যোধন আসিল সাজিয়া।
পাণ্ডব করিতে বধ রহিছে বসিয়া॥
যার যেই নিজ রথে চড়িয়া সত্বর।
সুসজ্জ হইয়া রহে সব ধনুর্দ্ধর॥
কোন জন আইল রণে চিনিতে না পারি।
অর্থ জানিবারে দূত পাঠাও তরাতরি॥
আসিয়া দেখিল দূতে সব নারীগণ।
যুদ্ধ করিয়া তারা বসিছে তখন॥
তবে আসি দূতে কহে পাণ্ডবের স্থানে।
* * * রমণীগণ আসিয়াছে রণে।
অশ্ব আদি গজ সৈন্যগণ সমুদিত।
সুভদ্রা দ্রৌপদী আদি তাহান সহিত॥
রথ অশ্ব কবচ ধরয়ে যেই জনে।
ব্যূহ করি বসিয়াছে সুধী সর্ব্বজনে॥

CENTRAL LIBRARY

যতেক আসিছে সৈন্য সৈংখ্যা নাহি তার।
যে দেখিল নরপতি কৈহু সমাচার॥
শুনিয়া পাণ্ডবগণ বিস্মিত হইয়া।
রণস্থলে গেল সব রথ আরোহিয়া॥
দেখিয়া যে নরপতি কহিলা ত্বরিত।
রুক্মিণী সম্বোদিয়া তবে কহিলা কিঞ্চিত॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন ভীমের নন্দিনী।
কোন কার্য্যহেতু তুহ্মি আসিছ আপনি॥
সৈত্যভামা জাম্বুবতী যত কৃষ্ণদারা।
দ্রৌপদী সুভদ্রা সনে দেখিল উত্তরা॥
রথারথী সৈন্য সবে হস্তী সমুদিত।
কোন কার্য্যে আসিয়াছ কহিবা নিশ্চিত॥
এই যদি যুধিষ্ঠির রাজা জিজ্ঞাসিল।
ক্রোধ করি রুক্মিণীএ কহিতে লাগিল॥
উপহাস করি তুহ্মি এত কথা কহ।
কি কারণে আসিয়াছ তুহ্মি না জানহ॥
ধিক ধিক তুহ্মি সবের যত বাহুর বল।
ভীমের গদার বল বুঝিলুম সকল॥
এক পার্থ না থাকলে এত দৈব ঘটে।
না রাখিলা অভিমন্যু আপনা নিকটে॥
ব্যূহ মধ্যে শিশু দিয়া এত রঙ্গ চাইলা।
কৌরব সকলে মিলি অন্যায় মারিলা॥
ধিক ধিক থাউক তোহ্মার যত দর্পবল।
ধৃষ্টদ্যুম্ন মাতুল যে প্রভৃতি সকল॥
শুনিলাম তোহ্মার প্রতাপ মহাবল।
তে কারণে আসিয়াছি হস্তে ধনুর্শর॥
সমর্থ জানিয়া কেন কহ হেন কথা।
কৌরব বধিব আহ্মি নাহিক অন্যথা॥
তে কারণে আসিয়াছি হস্তে ধনুঃশর।
তত্ত্ব জানি হেন কথা কহ ধনুর্দ্ধর॥
রাজ্য পাইবারে যুদ্ধ করহ আপনে।
রাজ্যের কি কার্য্য অভিমন্যুর মরণে॥
এত যদি রুক্মিণী কহিলা খরতর।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা দিল প্রত্যুত্তর॥

যতেক কহিলে কথা বাম হৈল বিধি।
কোন মতে কার্য্য জান নাহি হয় সিদ্ধি॥
জয়দ্রথ অধমে যে হেন কার্য্য করে।
যাইতে নারিল কেহ ব্যূহের ভিতরে॥
তাহার কারণে এই সর্ব্বনাশ হৈল।
দুরন্ত কৌরব সবে অন্যায় বধিল॥
অভিমন্যু মরণে আহ্মি সব মিত্তমান।
এমত জানহ তার সঙ্গে গেল প্রাণ॥
এই শোকে প্রতিজ্ঞা করিছে ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথ বধিবারে কহিছে নিশ্চয়॥
এতেকে কহিয়ে শুন ভীমের নন্দিনী।
রণেতে না দেও মন ঘরে যাও চলি॥
তুহ্মি যদি রণ কর কৌরব সহিত।
রহিব অকীর্ত্তি মোর ভুবন বিদিত॥
হীনবল পাণ্ডব বলি নারী গেল রণে।
বিজয় করিল তাতে আসি নারীগণে॥
শ্রীকৃষ্ণের অপযশ রৈব ভুবনেতে।
পাণ্ডবে হারিল রণ তাহার সাক্ষাতে॥
ধৃতরাষ্ট্র বোলে সঞ্জএ শুনহ আপনে।
আহ্মার দুঃখের কথা না যায় কহনে॥
সঞ্জএ কহেন কথা তবে ইতিহাস।
নারীজনে কৌরবগণ করিল বিনাশ॥

তানার বচনে তবে সব নারীগণ।
চলিআ গেলেন্ত তারা যার যে ভুবন॥
তারপরে ধনঞ্জয় করিল বিলাপ।
কেনে তুহ্মি ছাড়ি গেলা আপনার বাপ॥
হা হা রে দারুণ বিধি কেনে হেন কৈলা।
অভিমন্যু পুত্র আহ্মার রণেতে মারিলা॥

লাচাড়ি

বাম করে ধরি ধনু অবশ মন তনু
ক্রোধে রক্তবর্ণ আখি হইল।

শোক হইল অতিশএ যেন জলধারা বএ
তেন হৈল গাণ্ডীব ধানুকী ।
রাত্রির সম্বাদ শুনি গাণ্ডীব ধনুক টানি
মারিব সকল কুরুগণ ।
অস্ত নাহি হৈতে রবি জয়দ্রথ বধ করি
দুহে পুনি তেজিব জীবন ।
তবে পিতৃগণ সবে স্বর্গে পুনি নাহি যাইব
অগ্নিকুণ্ডে তেজিব জীবন ।
প্রতিজ্ঞা ফিরিলে জানি নারকে পড়িব পুনি
শুন শুন সর্ব্বনারীগণ ।
কৃষ্ণ সারথি রথে গাণ্ডীব ধনুক হাতে
বিনাশ করিমু কুরুগণ ।
যদি হেন নাহি করি অকারণে নাম ধরি
কালিকা যাইমু পুত্রসনে ।
এই মনে পুন পুন কহে বীর ভীমার্জ্জুন
যুধিষ্ঠির জুড়াইতে বুক ।
পাণ্ডবের সৈন্য মিলি করিলেক হলাহলি
বোলিলেক করি জএ জএ ॥

সঞ্জএ বোলেন রাজা জে পুছিলা তুহ্মি ।
সে সব রহস্য কথা কহিলাম আহ্মি ।
এবে শুন নারীগণ যুদ্ধ বিবরণ ।
সুভদ্রাএ জয়দ্রথ কৈলা নিবারণ ।
লজ্জায় বিকল রাজা * * * * গেল ।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন ভাবিতে লাগিল ।
দ্রোণের চরণে পড়ি করয়ে কাকুতি ।
কাকুতি করিআ কান্দে সেই নরপতি ।
আর যথ রাজাগণ করিল লাঘব ।
সুভদ্রায় যথমতে দুঃখ দিল সব ।
কহ গুরু কোনমতে কি হএ উপাএ ।
রাজা পাইতে বংশনাশ করে মোহাশএ ।
যথে যথে ক্ষেত্রি রণে হইল সংহার ।
তুহ্মি সবে যজ্ঞে রণ না করিলা সার ।
সপুত্রে আপনে কর্ণ কৃপ মোহামতি ।
জয়দ্রথ কৃতবর্ম্মা কাশীঅধিপতি ॥
সোমদত্ত ভুরিশ্রবা বাহ্লীক বীরবর ।
কেকয়ের পঞ্চ পুত্র * * * * আর ॥
সেই * * * * সে যে যমের দোসর ।
এসব দেখিলা সব তোহ্মার গোচর ।
অপমান পাইল আহ্মি সবার সাক্ষাৎ ।
এক পথে সব সব করিল নিপাত ॥
অভিমন্যে বধিলেক যে আছিল শেষ ।
একদিন যুদ্ধে শিশু করিল বিনাশ ॥
সম্প্রতি রমণী সবে করিল যেই রণে ।
বেড়িল কৌরবগণ কর্ণ বিদ্যমানে ॥
তুহ্মি হেন রথী সবে না পারে জিনিতে ।
আহ্মি সব পরাভব পাইল রণেতে ॥
সৈন্য মারি নারীগণ হৈলা হরষিত ।
মোর সৈন্যগণ দেখ হইছে মোহিত ॥
এথেকে উপাএ মোরে কহ গুরুবর ।
অখনে কি কর্ম্ম করি কহত প্রবর ॥
তুহ্মি বিনে অন্যের যে আর কেবা আছে ।
যুদ্ধ বিবরণ কথা কহ মোর কাছে ॥
এহিমতে দুর্য্যোধন কান্দিয়া কহিল ।
শুনিয়া দ্রোণের মনে দয়া উপজিল ॥
ননির পোতলি যেন ব্রাহ্মণ হৃদএ ।
নিষ্ঠুর বচনে দ্রোণ কহিতে লাগএ ॥
সর্ব্বথাএ এই কার্য্য না হইবে ভাল ।
কেনে কান্দ নরপতি বিধি হৈল বাম ।
পূর্ব্বে যে কহিলাম রাজা তোহ্মার সাক্ষাৎ ।
দ্রৌপদী বিক্রম যে কহিলাম তোহ্মাত ॥
অখনে কহিএ কিছু না করিও ক্রোধ ।
অন্তরে ভাবিয়া চাহ না হইঅ খেদ ॥
এই মতে দ্রোণাচার্য্য কহিল বিস্তর ।
সঞ্জএ বোলেন রাজা শুন তার পর ॥
এইমতে সাঙ্গ হৈল দ্রৌপদীর রণ ।
অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবে শুনি দিয়া মন ॥

CENTRAL LIBRARY

মহাভারতের উল্লেখযোগ্য চরিত্র, স্থান ও অস্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অক্রূর : কৃষ্ণের সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য, যদুবংশের শ্বফল্কের পুত্র।

অঙ্গ : বলিরাজার ক্ষেত্রজ পুত্র, এঁর নামে রাজ্যের নাম হয় অঙ্গ দেশ।

অঙ্গদেশ : মুঙ্গের ও ভাগলপুর অঞ্চল, রাজধানী চম্পানগরী।

অঞ্জলিক বাণ : বাণ বিশেষ। অর্জুন ইহা দ্বারা ভীষ্মের উপাধান প্রদান করেন।

অগস্ত্য : বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেন, বিন্ধ্য পর্বতের গুরু, চন্দ্রবংশের নহুষের কাহিনী ইহার সহিত যুক্ত।

অজগর : নাগরাজ বিশেষ।

অণীমাণ্ডব্য : মৌন ঋষি, ভ্রমক্রমে শূলবিদ্ধ হওয়ায় 'অণী' বিদ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন।

অত্রি : ঋক্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অধিরথ : কর্ণের পালক পিতা।

অন্ধ্রদেশ : মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ ও হায়দরাবাদের কিয়দংশ।

অনিরুদ্ধ : শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র।

অনুশল্য : দৈত্য বিশেষ, প্রথমে কৃষ্ণবিদ্বেষী, পরে তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত।

অবন্তী : মালবদেশ।

অর্বাবসু : রৈভ্যের পুত্র, পরাবসুর ভ্রাতা।

অম্বালিকা : কাশীরাজের তৃতীয় কন্যা, বিচিত্রবীর্য-পত্নী, পাণ্ডু-জননী।

অম্বিকা : কাশীরাজের দ্বিতীয় কন্যা, বিচিত্রবীর্য-পত্নী, ধৃতরাষ্ট্র-জননী।

অম্বা : কাশীরাজের প্রথম কন্যা, পরজন্মে শিখণ্ডী।

অর্ধচন্দ্রবাণ : বাণ বিশেষ, এই বাণ দ্বারা অর্জুন ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করেন।

অর্জুন : তৃতীয় পাণ্ডব, ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

অঞ্জলিক বাণ : অস্ত্রবিশেষ। অর্জুন ইহা দ্বারা কর্ণের মস্তক ছেদন করেন।

অরিষ্টনেমি : জনৈক ঋষি, হৈহয়-রাজকুমার ও ইহার পুত্রবধের কাহিনীর সহিত যুক্ত।

অলায়ুধ : বক রাক্ষসের ভ্রাতা, বক ও কির্মীর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কৌরব পক্ষে যোগ দেয়, ঘটোৎকচ হস্তে নিহত।

অলম্বুষ : জটাসুরের পুত্র, পাণ্ডব বিদ্বেষী, ঘটোৎকচ হস্তে নিহত।

অশ্বত্থামা : দ্রোণ-কৃপীর পুত্র, চিরঞ্জীবী।

অষ্টনাগ : অনন্ত, বাসুকী, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ।

অষ্টবসু : ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভব। প্রত্যেকে একটি করিয়া গণ সৃষ্টি করেন। সমস্ত গণের অধীশ্বর বলিয়া পার্বতীসুতের গণপতি বা গণেশ নাম হইয়াছে।

অষ্টাবক্র : বিখ্যাত মহর্ষি, গর্ভাবস্থায় বেদজ্ঞ হন, সুপ্রভার পাণিপ্রার্থী হইয়া বহু পরীক্ষা দান করেন।

অষ্টবজ্র : বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি, দুর্গার অসি—অষ্টবজ্র।

অসিতদেবল : সরস্বতী তীরস্থ আদিত্য তীর্থবাসী তপস্বী, একপর্ণাকে বিবাহ করেন।

অহিচ্ছত্র দেশ : যুক্ত প্রদেশের বেরেলি জেলা অঞ্চল।

আগ্নেয় অস্ত্র : ভরদ্বাজ প্রদত্ত এই অস্ত্র অগ্নিবেশ্য দ্রোণকে অর্পণ করেন।

আরুণি : আয়োধধৌম্যের বিখ্যাত শিষ্য।

আস্তীক : জরৎকারু-পুত্র, বাসুকির ভাগিনেয়।

আয়ু : পুরুরবার পুত্র, চন্দ্রবংশের রাজা, নহুষের পিতা।

আহুক : কংসের পিতামহ, উগ্রসেনের পিতা।

ইন্দ্র : দেবরাজ, ঋক্‌বেদের প্রধান দেবতা, অর্জুনের পিতা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন : অবন্তীর রাজা, অগস্ত্যের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া যূথপতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ : দিল্লীর নিকটবর্তী নগর, পাণ্ডবদের নির্মিত।

ইন্দ্রসেন : যুধিষ্ঠিরের সারথি।

ইরাবান : অর্জুন-উলূপীর পুত্র।

ইল্বল : অসুর বিশেষ, বিপ্রচিত্তির পুত্র, বাতাপির অগ্রজ।

উগ্রসেন : কংসের পিতা, যাদবরাজ, আহুকের পুত্র।

উচ্চৈঃশ্রবা : ইন্দ্রের অশ্ব, সমুদ্রমন্থনে প্রাপ্ত, বর্ণ শ্বেত।

উতঙ্ক : বেদ মুনির শিষ্য, গুরুপত্নীর প্রেম, ঈর্ষা ও কুণ্ডলের কাহিনীর সহিত যুক্ত।

উতথ্য : ঋষি, পিতা অঙ্গিরা, মাতা অত্রি।

উত্তমৌজা : পাণ্ডবপক্ষীয় পাঞ্চাল বীর, অশ্বত্থামার হস্তে নিহত।

উত্তর : বিরাটের কনিষ্ঠ পুত্র।

উত্তর কুরু : তিব্বতের উত্তর পশ্চিমস্থ দেশ ; মতান্তরে সাইবেরিয়া অঞ্চল।

উত্তরা : বিরাটকন্যা, অভিমন্যু-পত্নী, পরীক্ষিৎ-জননী।

উদ্দালক : আরুণির পরবর্তী নাম, আয়োধধৌম্য-শিষ্য, পুত্রের নাম শ্বেতকেতু।

উদ্ধব : কৃষ্ণসখা, সম্পর্কে পিতৃব্য।

উপপাব্য : মৎস্যরাজ্যের একটি নগর।

উপমন্যু : মহর্ষি আয়োধধৌম্যের শিষ্য। আরুণির সতীর্থ।

উপরিচরবসু : পুরুবংশজাত, চেদি দেশের রাজা, ইন্দ্রের সখা।

CENTRAL LIBRARY

উপসুন্দ : নিকুম্ভের অন্যতম পুত্র, তিলোত্তমা কাহিনীর সহিত যুক্ত।

উর্বশী : সুবিখ্যাত অপ্সরা, পুরুরবা ও উর্বশীর মিলনে আয়ুর জন্ম হয়।

উলূক : শকুনি-পুত্র।

উলূপী : নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা, অর্জুন-পত্নী, পুত্র ইরাবান।

উশীনর : শিবি বংশীয় রাজা, যযাতি-কন্যা মাধবীকে কিছুকালের জন্য বিবাহ করেন।

ঋতুপর্ণ : অযোধ্যারাজ অযুতাশ্বের পুত্র, নল রাজার কলির হাত হইতে মুক্তিতে ইনি সাহায্য করেন।

একচক্রানগরী : অনেকের মতে বিহারের অন্তর্গত আরা অঞ্চল ; কিন্তু এই অনুমান অনেকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন।

একলব্য : হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণাচার্যের একনিষ্ঠ ভাবশিষ্য।

একাঘ্নী : বাণবিশেষ, কর্ণ অর্জুনকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্যোধনের অনুরোধে ইহা ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

ঐন্দ্র অস্ত্র : ইন্দ্রের অস্ত্র, যুগপৎ অসংখ্য বাণ নির্গত হয়।

ওঘবতী : ওঘবাণের কন্যা, সুদর্শনের স্ত্রী, অতিথিসৎকারে আত্মদানেও ইনি বিরত হন নাই।

ঔর্ব : মহর্ষি, উরুজাত বলিয়া ঔর্ব নাম হইয়াছে।

কংস : উগ্রসেন-পুত্র, দেবকীর ভ্রাতা, জরাসন্ধের জামাতা।

কচ : বৃহস্পতির পুত্র, শুক্রাচার্য-শিষ্য, সঞ্জীবনী বিদ্যার জন্য গুরুগৃহে আসেন, গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত প্রণয়ের কাহিনী রহিয়াছে।

কদ্রু : কশ্যপের পত্নী, দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, নাগদের মাতা।

কবচ : বর্ম। বিভিন্ন কবচের মধ্যে নিবাত কবচ বিখ্যাত। তিন কোটি দৈত্য ইহা ধারণ করিয়াছিল। ইন্দ্রের আদেশে অর্জুন ইহাদিগকে বধ করেন।

কম্বোজ : কাশ্মীরের উত্তরস্থ দেশ।

কর্কোটক : কশ্যপ-কদ্রুর সন্তান, নাগবিশেষ, নলরাজাকে দংশন করিয়া দেহস্থ কলিকে নির্জীব করে।

কর্ণ : সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত, সূত বংশীয় অধিরথ ও তদীয় পত্নী রাধা : কর্তৃক পালিত।

কলি : যুগপ্রবর্তক দেবতা।

কলিঙ্গ : মহানদী হইতে গোদাবরী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর-তীরস্থ দেশ।

কল্মাষপাদ : ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা, শক্তির অভিশাপে রাক্ষসজন্ম গ্রহণ করেন।

কশ্যপ : সপ্ত ঋষির অন্যতম, মরীচির পুত্র, বিবস্বতের পিতা।

কির্মীর : বক রাক্ষসের ভ্রাতা, কাম্যক বনে ভীমের সহিত যুদ্ধে নিহত।

কহোড় : উদ্দালক-শিষ্য ও উদ্দালক-কন্যা সুজাতার পতি, অষ্টাবক্রের পিতা।

কাম্যক বন : কচ্ছ উপসাগরের নিকট সরস্বতী নদীর তীরে স্থিত বন।

CENTRAL LIBRARY

কীচক : বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক।

কুন্তিভোজ : শূরের পিতৃষসার পুত্র, কুন্তীর পালক-পিতা।

কুন্তী : অন্য নাম পৃথা, শূরের দুহিতা, বসুদেবের ভগিনী, কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা, পাণ্ডুর প্রথম পত্নী, কর্ণ-যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের জননী।

কুরু : দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের বংশধর, সংবরণ-তপতীর পুত্র।

কুরুক্ষেত্র : পাঞ্জাবে আম্বালা ও কর্ণাল জেলায়। মহাভারতের সুবিখ্যাত যুদ্ধের স্থান। যুদ্ধের পর পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এবং কৌরবপক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা জীবিত থাকেন।

কুরুজাঙ্গল : কুরুক্ষেত্র ও তাহার উত্তরস্থ স্থান।

কুশিক : মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতা, চ্যবন ঋষির সহিত বিরোধের কাহিনীর সহিত যুক্ত।

কৃতবর্মা : ভোজ বংশীয় যাদব-প্রধান।

কৃপ : শরদ্বানের পুত্র, কৌরব-পাণ্ডবের অন্যতর অস্ত্র শিক্ষক, দ্রোণের শ্যালক।

কৃষ্ণ : বসুদেব-দেবকীর পুত্র, বলরাম-সুভদ্রার বৈমাত্র ভ্রাতা, যুধিষ্ঠিরাদির মাতুল-পুত্র।

কেকয় : শতদ্রু-বিপাশা মধ্যবর্তী দেশ, মতান্তরে সিন্ধু-নদের উত্তর পশ্চিমভাগ।

কেরল : দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে মালাবার ও কানাড়া অঞ্চল।

কোশল : উত্তর প্রদেশে অযোধ্যার নিকটবর্তী ফয়জাবাদ গণ্ডা ও বহরৈচ জেলান্তর্গত ভূভাগ। উত্তর ও দক্ষিণ কোশল নামে দুই ভাগে বিভক্ত।

কৌমদকী : অগ্নি-প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের গদা।

কৌশিক : তপস্বী ব্রাহ্মণ, বলাকা ও পতিপ্রাণ জনৈক নারীর কাহিনীর সহিত যুক্ত।

কৌশিকী নদী : আধুনিক কুশী নদী।

কৌস্তুভ : সমুদ্রমন্থনে প্রাপ্ত মণি, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বিধৃত।

খড়্গ : শাণিত যুদ্ধাস্ত্র, বৃহৎ ও ভারী অসিবিশেষ।

খাণ্ডবপ্রস্থ : যমুনা-তীরস্থ বন, কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় অগ্নি এই বন দহন করেন।

ক্ষুদ্রক : বাণ বিশেষ।

ক্ষুরপ্র : ক্ষুরপার ন্যায় ক্ষেপণাস্ত্র।

গঙ্গা : দেবী, শান্তনুর স্ত্রী ও দেবব্রত ভীষ্মের মাতা।

গজকচ্ছপ : দুই ভাই বিভাবসু ও সুপ্রতীক পরস্পর শাপে গজকচ্ছপ, গরুড় ভক্ষণ করেন।

গদ : যাদব বীর বিশেষ, কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

গদা : মুদ্গর তুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

গরুড় : কশ্যপ ও বিনতার পক্ষীরাজ-পুত্র, অমিত শক্তিধর, বহু বিশিষ্ট কাহিনীর সহিত যুক্ত।

গরুড়াস্ত্র : নাগপাশ বন্ধন নিষ্ফলের জন্য ব্যবহৃত বাণ বিশেষ।

গান্ধার : সিন্ধু ও কাবুল নদীর উভয়পার্শ্বস্থ দেশ। মতান্তরে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

CENTRAL LIBRARY

গাণ্ডীব : অর্জুনের ধনু। ব্রহ্মা নির্মাণ করিয়া প্রজাপতিকে দেন, প্রজাপতি ইন্দ্রকে, ইন্দ্র সোমকে, সোম বরুণকে এবং অগ্নি বরুণের নিকট প্রার্থনা করিয়া অর্জুনকে দেন।

গান্ধারী : গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী, দুর্যোধনাদির জননী।

গালব : বিশ্বামিত্রশিষ্য, মাধবী ও অশ্বের কাহিনীর সহিত যুক্ত।

গিরিব্রজ : জরাসন্ধের রাজধানী, রাজগৃহ, আধুনিক রাজগির।

গৌতম : মহর্ষি, ইঁহার শরস্তম্বে কৃপ-কৃপীর জন্ম, অহল্যার স্বামী।

গৌতমী : জনৈকা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, তত্ত্বজ্ঞানী।

ঘটোৎকচ : ভীম-হিড়িম্বার পুত্র।

ঘৃতাচী : অপ্সরা, ভরদ্বাজ ইঁহাকে স্নানরতা দেখিয়া কামার্ত হন, সেই রেতঃপাতে দ্রোণের জন্ম হয়।

চক্র : তীক্ষ্ণধার চক্রাকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিশেষ।

চক্রব্যূহ : চক্রাকারে সেনাসন্নিবেশ। দ্রোণাচার্যের সমর কৌশল।

চন্দ্র : ব্রহ্মার মানস পুত্র, অত্রি মুনির পুত্র বিবিধ কাহিনীর সহিত যুক্ত।

চর্ম : ঢাল।

চর্মন্বতী নদী : আধুনিক চম্বল, মধ্যভারতে।

চার্বাক : দুর্যোধন-সখা ব্রাহ্মণ।

চিত্রাঙ্গদ : শান্তনু ও সত্যবতীর পুত্র, ভীষ্মের বৈমাত্র ভ্রাতা।

চিত্রাঙ্গদা : মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা, অর্জুনপত্নী, বভ্রুবাহন জননী।

চিরজীবী : অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম।

চেকিতান : যাদবযোদ্ধা বিশেষ।

চেদি : নর্মদা-গোদাবরীর মধ্যস্থ দেশ।

চোল : কাবেরী নদীর উভয় তীরস্থ দেশ।

চ্যবন : মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার পুত্র। রাজা শর্যাতির দুহিতা সুকন্যাকে বিবাহ করেন।

জটাসুর : দুর্যোধনসখা, অলম্বুষের পিতা, দ্রৌপদীর রূপমুগ্ধ হইয়া ভীমের হস্তে নিহত হন।

জতুগৃহ : বারণাবতে লাক্ষা গৃহ, পাণ্ডবদের জীবন্ত দগ্ধ করিবার জন্য দুর্যোধন চক্রান্তে নির্মিত।

জনমেজয় : পরীক্ষিৎ-পুত্র, অভিমন্যু-পৌত্র।

জন্তু : রাজা সোমকের পুত্র, যজ্ঞে ইঁহাকে আহুতি দেওয়া হয় এবং পুনরায় পুত্ররূপে লাভ করা হয়।

জয়দ্রথ : সৌবীররাজ, ধৃতরাষ্ট্র কন্যা দুঃশলার পতি, পুত্রের নাম সুরথ।

জরৎকারু : নাগরাজ বাসুকির ভগিনী, জরৎকারুমুনির পত্নী, আস্তিকের মাতা।

জরাসন্ধ : মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পুত্র, কংসের শ্বশুর।

জাম্ববতী : কৃষ্ণের স্ত্রী, শাম্ব প্রভৃতির মাতা।

CENTRAL LIBRARY

জৈগীষব্য : মহামুনি, অসিতদেবল ইঁহার নিকট মোক্ষধর্ম শিক্ষা করেন।

তক্ষক : নাগরাজ বিশেষ, অষ্টনাগের অন্যতম।

তক্ষশিলা নগরী : রাওলপিণ্ডি অঞ্চলে। জনমেজয় এইখানে সর্প যজ্ঞ করেন।

তপতী : সূর্যের কন্যা, সংবরণ-তপতী প্রণয় কাহিনীর নায়িকা, কুরুর মাতা।

তাম্রস্থালী : যুধিষ্ঠির 'সূর্যদত্ত তাম্রস্থালী' সাধনায় প্রাপ্ত হন, বনবাসে অন্নাভাবমোচনে সূর্য ইহা দান করেন।

তিলোত্তমা : বিশ্বকর্মাসৃষ্ট, সুন্দ-উপসুন্দের ধ্বংসের নিমিত্ত সৃষ্ট অপ্সরা।

তুর্বসু : যযাতি ও দেবযানীর পুত্র।

তোমর : শাবলতুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

তৃণাবর্ত : কংসের অনুচর অসুর।

ত্রিগর্তদেশ : পাঞ্জাবে জলন্ধর জেলায় কাংড়া উপত্যকা অঞ্চল। মতান্তরে শতদ্রুর পূর্ববর্তী মরু প্রদেশ।

ত্রিত : গৌতম মুনির পুত্র, সুরার প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন।

ত্রিপুর : তারকাসুরের পুত্রত্রয় তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীর নগর।

ত্রিশিরা : ত্বষ্টার পুত্র, ইন্দ্রত্বকামী, ইন্দ্রের বজ্রে নিহত কিন্তু মস্তক জীবিত থাকায় তাহা হইতে চাতক, শ্যেন ও তিতিরের জন্ম।

দণ্ডী : জনৈক রাজা, অশ্বারূপিনী উর্বশীর জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহার বিবাদ হইলে ত্রিভুবনের মধ্যে ভীমই ইহাকে আশ্রয় দান করেন।

দধীচি : অথর্বার ঔরসে শান্তির গর্ভে জাত, এই মহর্ষির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মিত হয়।

দময়ন্তী : বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা, নল-দময়ন্তী উপাখ্যানের নায়িকা।

দরদ : কাশ্মীরের নিকটস্থ দেশ, দর্দিস্তান।

দল : ইক্ষ্বাকু বংশীয় পরীক্ষিৎ-সুশোভনার পুত্র, বামদেবের সহিত বিরোধের কাহিনীর সহিত যুক্ত।

দশদিকপাল : ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, মহাদেব, ব্রহ্মা ও অনন্ত।

দশার্ণ দেশ : মধ্যভারতে চম্বল ও বেতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল।

দারুক : কৃষ্ণের সারথি।

দিবোদাস : কাশীর রাজা হর্যশ্বের পৌত্র, সুদেবের পুত্র, অমিত শক্তিশালী পুত্র প্রতর্দনের শক্তিতে হৃষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হন।

দীর্ঘতমা : ঋষি উতথ্য ও মমতার পুত্র, প্রদ্বেষীকে বিবাহ করেন।

দীর্ঘরোমা : ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র।

দুর্বাসা : মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনুসূয়ার গর্ভে জাত কোপনস্বভাব মহর্ষি।

দুঃশলা : ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা, জয়দ্রথের পত্নী।

দুঃশাসন : ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র।

দেবকী : কংসের ভগিনী, বসুদেবের স্ত্রী ও শ্রীকৃষ্ণের মাতা।

CENTRAL LIBRARY

দেবব্রত : ভীষ্ম।

দেবরাত : পরীক্ষিতের অপর নাম।

দেবযানী : দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা, কচ-দেবযানী উপাখ্যানের নায়িকা।

দেবল : মহর্ষি অসিতের পুত্র, ব্যাসশিষ্য, ধৌম্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

দৈত্যসেনা : প্রজাপতির কন্যা ও দেবসেনার ভগিনী। কেশীদানব হরণ করিয়া বিবাহ করেন।

দ্রবিড় : ভারতের দক্ষিণ পূর্ববর্তী অঞ্চল।

দ্রুপদ : পাঞ্চালরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পিতা।

দ্রোণ : ভরদ্বাজপুত্র, কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু, কৃপের ভগিনীপতি।

দ্রৌপদী : কৃষ্ণা-পাঞ্চালী, দ্রুপদকন্যা, পঞ্চপাণ্ডব পত্নী, দ্রৌপদীর পুত্রদের নাম প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন।

দ্বৈতবন : পাঞ্জাবে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী।

দ্যুমৎসেন : শাল্বদেশের রাজা, স্ত্রীর নাম শৈব্যা, সত্যবানের পিতা।

ধুন্ধুমার : ধুন্ধু রাক্ষসকে বধ করিয়া কুবলাশ্ব নামে বিখ্যাত হন।

ধৃতরাষ্ট্র : বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র। ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে জাত।

ধৃষ্টকেতু : শিশুপালপুত্র, চেদি দেশের রাজা।

ধৃতবর্মা : ত্রিগর্তরাজ কেতুবর্মার পুত্র, অশ্বমেধ পর্বে ইহার সহিত অর্জুনের যুদ্ধ হয়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন : দ্রুপদ পুত্র, দ্রৌপদীর ভ্রাতা।

ধৌম্য : পাণ্ডবদের পুরোহিত, মহর্ষি অসিতের পুত্র এবং দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

নকুল : চতুর্থ পাণ্ডব, অশ্বিনীকুমার-ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে জাত।

নন্দ : শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা।

নর : বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ দেবতা বা ঋষি বিশেষ।

নরকাসুর : অসুর বিশেষ, অদিতির কর্ণকুণ্ডল অপহরণ করিয়াছিল।

নল : নিষধরাজ বীরসেনের পুত্র, নলদময়ন্তী উপাখ্যানের নায়ক।

নহুষ : চন্দ্রবংশীয় আয়ুর পুত্র, অগস্ত্যের শাপে অজগর রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

নাগপাশ : মন্ত্রসিদ্ধ অস্ত্র। সর্পরজ্জুবন্ধন নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

নারদ : দেবর্ষি।

নারাচ : লৌহময় বাণ।

নারায়ণের চতুর্ভুজ : পাঞ্চজন্য শঙ্খ, সুদর্শনচক্র, কৌমদকী গদা ও পদ্ম পুষ্প।

নালীক : বাণ বিশেষ।

নিষধ দেশ : মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের পূর্বে। মতান্তরে উত্তর প্রদেশে কুমায়ুন অঞ্চলে।

নৈমিষারণ্য : উত্তর প্রদেশে সীতাপুর জেলায়, আধুনিক নিমসার। গোমতী নদীর তীরে, সমবেত মহর্ষিদের নিকট এইখানে সৌতি মহাভারত পাঠ করেন।

পট্টিশ : তরবারি বিশেষ। সুদীর্ঘ ধুরধার ও খড়্গাকার, অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ।

পরশু : অস্ত্র বিশেষ। লাঠির মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার লৌহ ফলক। কুঠার।

CENTRAL LIBRARY

পরশুরাম : জমদগ্নি ও রেণুকার পুত্র অমিত শক্তিশালী বীর, মাতাকে হত্যা ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

পরাবসু : মহর্ষি রৈভ্যের পুত্র, ঘটনাচক্রে পিতৃঘাতী।

পরাশর : বশিষ্ঠের পৌত্র, শক্তির ঔরসে অদৃশ্যন্তীর গর্ভে জাত।

পরিঘ : লৌহমুখ বা লৌহকণ্টকযুক্ত মুদ্গর বিশেষ।

পরীক্ষিৎ : অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র, অর্জুনের পৌত্র।

পাণ্ডু : বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বালিকার গর্ভে জাত।

পাণ্ড্যদেশ : মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা ও তিনেভেলি জেলা অঞ্চল।

পাশ : রজ্জু বিশেষ। গুণ রজ্জু, কাপাশ রজ্জু, মঞ্জু রজ্জু, পশু স্নায়ু, আবদ্ধ ত্বকের তন্তু দ্বারা প্রস্তুত। শত্রুর উপর কুণ্ডলাকৃতি করিয়া নিক্ষিপ্ত ও আকর্ষিত করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত।

পাশুপত : মহাদেবের অমোঘ অস্ত্র।

পুণ্ড্রদেশ : উত্তরবঙ্গ।

পুরোচন : দুর্যোধনের একজন মন্ত্রী ও সহায়ক।

পুলোমা : ভৃগুর স্ত্রী, চ্যবনের জননী।

পুষ্কর : নিষধরাজ নলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

পৃথু : বেনপুত্র পৃথু, তাঁহার নামে বসুন্ধরার নাম হয় পৃথিবী।

পৌষ্য : জনৈক রাজা। তাঁহার মহিষীর কুণ্ডলের সহিত উতঙ্কের উপাখ্যান বিজড়িত।

প্রতর্দন : কাশীর রাজা দিবোদাসের পুত্র, ইনিই পিতার হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন।

প্রতীপ : শান্তনুর পিতা।

প্রদ্যুম্ন : কৃষ্ণ-রুক্মিণীর পুত্র।

প্রভাস : কাথিয়াবাড়ে সমুদ্রতীরবর্তী তীর্থ, মতান্তরে সরস্বতী নদীতীরে লোক-বিশ্রুত তীর্থস্থান।

প্রমদ্বরা : বিশ্বাবসুর ঔরসে মেনকার গর্ভে জাত, রুরুর প্রেয়সী পত্নী।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর : কামরূপ।

প্রাচ্য : সরস্বতী নদীর পূর্বস্থ দেশ।

প্রাস : ছোট বর্শা। ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ।

বক : ঋক্ষশৃঙ্গ রাক্ষসের পুত্র, অলম্বুষের ভ্রাতা, ভীমের হস্তে নিহত হন।

বঙ্গদেশ : পূর্ববঙ্গ।

বজ্র : ইন্দ্রের অস্ত্র বিশেষ।

বৎস দেশ : প্রয়াগের পশ্চিমে যমুনার উত্তর তীরস্থ অঞ্চল।

বন্দী : বরুণের পুত্র, ইনি কহোড়কে পরাস্ত করেন।

বভ্রু : যাদববীর বিশেষ।

বভ্রুবাহন : অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার পুত্র।

CENTRAL LIBRARY

বর্গা : অপ্সরা, কুবেরের প্রিয়পাত্রী, অর্জুন ইহাকে কুন্তীর জন্ম হইতে উদ্ধার করেন।

বলরাম : বলদেব, কৃষ্ণের অগ্রজ বৈমাত্র ভ্রাতা, বসুদেব-রোহিণীর পুত্র।

বশিষ্ঠ : মিত্রাবরুণের পুত্র, মহর্ষি।

বসুদেব : কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার পিতা, কুন্তীর ভ্রাতা, শূরের পুত্র।

বসুমনা : বিশ্বামিত্রের চারিপুত্রের অন্যতম।

বাতাপি : ইল্বল ও বাতাপি দুই ভাই, অগস্ত্য মেষরূপী বাতাপীকে উদরসাৎ করেন।

বারণাবত : প্রয়াগের নিকটবর্তী স্থান।

বাসুকি : নাগরাজ, অনন্ত। কশ্যপ-কদ্রুর পুত্র।

বাহীক বা বাহ্লীক দেশ : সিন্ধু ও পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশ মতান্তরে বাল্খ।

বাহ্লীকরাজ : কুরু বংশীয়, সোমদত্তের পিতা, ভূরিশ্রবার পিতামহ।

বিকর্ণ : দুর্যোধনের এক ভ্রাতা, ভীমের হস্তে নিহত হন।

বিচিত্রবীর্য : শান্তনু-সত্যবতীর পুত্র, ভীষ্মের বৈমাত্র ভ্রাতা।

বিজয় ধনু : কর্ণের ধনু। ইন্দ্র এবং পরশুরামও এই ধনু ব্যবহার করিতেন।

বিদর্ভ দেশ : আধুনিক বেরার।

বিদুর : ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার শূদ্রাদাসীর গর্ভজাত। দূরদর্শী ও বিজ্ঞ।

বিদেহ দেশ : উত্তর বিহার বা মিথিলা অঞ্চল।

বিদুলা : বীর্যবতী ক্ষত্রিয় নারী, পুত্র সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ পরাজয়ে সাহায্য করেন।

বিনতা : মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী, গরুড়ের মাতা।

বিপুল : দেবশর্মার শিষ্য, গুরুপত্নী রুচিকে কামার্ত ইন্দ্রের হাত হইতে রক্ষা করেন।

বিরাট : মৎস্য দেশের রাজা, উত্তরার পিতা।

বিরোচন : ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর অন্যতম পুত্র।

বিশ্বামিত্র : কান্যকুব্জরাজ গাধির পুত্র, কুশিকের পৌত্র, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বীতহব্য : বৎসের পুত্র, কাশীরাজ দিবোদাস প্রভৃতিকে পরাজিত করেন।

বেণ : অঙ্গরাজপুত্র, নিজে অধার্মিক হইয়াও ধার্মিকপুত্র পৃথুর কল্যাণে স্বর্গগমন করেন।

বৈষ্ণবাস্ত্র : শ্রীকৃষ্ণ নরককে এই অস্ত্র দান করেন। ভগদত্ত এই অস্ত্র ব্যবহার করিলে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বৈজয়ন্তীমালা রূপে বিধৃত হয়।

বৃত্র : দানব বিশেষ। ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিল।

বৃহৎক্ষত্র : নিষধরাজ। জ্যেষ্ঠ কেকয়রাজ।

বৃহৎবল : কোশল রাজ।

বৃহস্পতি : দেবগুরু।

বৈবস্বত : সপ্তম মনু।

বৈশম্পায়ন : ব্যাসশিষ্য, জনমেজয় সর্পযজ্ঞে মহাভারত-প্রবক্তা।

ব্যূহ : সৈন্য সমাবেশ। মহাভারতে নিম্নলিখিত ব্যূহের ব্যবহার আছে, বজ্র, মকর,

CENTRAL LIBRARY

শকট, শ্যেন, সর্বতোভদ্র, সূচী, সূচীমুখ, অর্ধচন্দ্র, কৌঞ্চতারুণ, গারুড়, চক্র, চক্রশকট, পদ্মব্যাস, মণ্ডল, শৃঙ্গাটক ও সাগর।

ব্যাস : কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্মদাতা, মহাভারত-রচয়িতা।

ব্রহ্মর্ষি দেশ : কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল ও শূরসেন সম্বলিত দেশ।

ব্রহ্মশির : ব্রহ্মতেজ পূর্ণ অস্ত্র। অশ্বত্থামা ও অর্জুন ইহা ব্যবহার করিতেন। উভয়েই ইহা নিক্ষেপ করিলে নারদ ও ব্যাস ইহা সংবরণ করিতে বলেন। অর্জুন সংবরণ করেন কিন্তু অশ্বত্থামা পারেন নাই। তাহা উত্তরার গর্ভে পতিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মাবর্ত : সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থ দেশ।

ভগদত্ত : প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা, ম্লেচ্ছ ও অসুররূপে উক্ত।

ভগীরথ : ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগর রাজার পঞ্চমপুরুষ, গঙ্গা আনয়ন করিয়া পিতৃপুরুষদের মুক্ত করেন।

উগ্রাশ্বন : ধার্মিক রাজা, ইন্দ্রের কোপে নারীত্ব প্রাপ্ত হন।

ভরত : দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র, কুরুপাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ।

ভরদ্বাজ : মহর্ষি, বৃহস্পতির পুত্র, দ্রোণের পিতা।

ভল্ল : বর্শাফলক তুল্য অস্ত্র বিশেষ।

ভীম : দ্বিতীয় পাণ্ডব, পবনদেবের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

ভীষ্ম : শান্তনু-গঙ্গার পুত্র।

ভীষ্মক : রুক্মিণীর পিতা, কৃষ্ণের শ্বশুর, ভোজদেশের রাজা।

ভূরিশ্রবা : সোমদত্তের পুত্র, কুরুবংশীয় যোদ্ধা বিশেষ।

ভূশুণ্ডী : পাষাণ প্রক্ষেপক চর্মরজ্জুময় অস্ত্রবিশেষ।

ভৃগু : যজ্ঞসম্ভব মহর্ষি, স্ত্রী পুলোমা, পুত্র চ্যবন।

ভোজ : [১] যদুবংশ, [২] মালব ও বিদর্ভের নিকটবর্তীদেশ।

মগধ দেশ : পাটনা-গয়ার নিকট জরাসন্ধের রাজ্য।

মণিগ্রীব : কুবেরের দ্বিতীয় পুত্র, নারদের শাপে বৃক্ষরূপে জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মুক্তি।

মণিপুর : চিত্রবাহনের রাজ্য। আধুনিক মণিপুর নহে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। মহাভারতের মণিপুর অনির্ণীত।

মৎস্যদেশ : রাজপুতনার ঢোলপুর রাজ্যের পশ্চিমে, মতান্তরে আধুনিক জয়পুর।

মদ্রদেশ : পাঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যে।

মদালসা : বিশ্বাবসুর কন্যা, পাতালে ঋতধ্বজ ইহাকে বিবাহ করেন।

মধ্যদেশ : হিমালয় বিন্ধ্যের মধ্যে, প্রয়াগের পশ্চিমে ও কুরুক্ষেত্রের পূর্বে অবস্থিত ভূভাগ।

মনু : ব্রহ্মার পুত্র, মানব জাতির আদিপুরুষ।

মরুত্ত : ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা স্বর্গচ্যুত হইয়া রাজা প্রতীপের পুত্র শান্তনুরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহারই স্ত্রীরূপে গঙ্গা মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন।

CENTRAL LIBRARY

মহেন্দ্রপর্বত : পূর্বঘাট পর্বত মালা।

ময়দানব : নমুচির ভ্রাতা, পাণ্ডব রাজসভা নির্মাতা।

মাদ্রী : মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী, পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী, নকুল-সহদেবের জননী।

মাধবী : রাজা যযাতির কন্যা, যযাতি গালবকে এই কন্যা দান করেন, বিচিত্র জীবনের শেষে মাধবী বনবাসে গমন করেন।

মানসতীর্থ : হিমালয়ের উত্তরে পবিত্র তীর্থ।

মান্ধাতা : রাজা যৌবনাশ্বের পুত্র, সমগ্র পৃথিবী জয়ের শেষে মধুর পুত্র লবণের হস্তে নিহত হন।

মার্কণ্ডেয় : মৃকণ্ডু মুনির পুত্র, স্ত্রীর নাম ধূমাবতী, পুত্রের নাম বেদশিরা।

মালবদেশ : মধ্যভারতে, আধুনিক মালোয়া।

মাহিষ্মতী পুরী : মধ্যপ্রদেশে নিমার জেলায় নর্মদাতীরের ভূভাগ।

মুদ্গল : ধর্মাত্মা মুনি, দুর্বাসার প্রীতিতে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

মেকল দেশ : নর্মদার উৎপত্তিস্থান, অমরকণ্টকের নিকটে।

মেরু, সুমেরু : চীন-তুর্কিস্থান, সম্ভবত হিন্দুকুশ পর্বত।

মৈত্রেয় : কাম্যক বনের ঋষি, দুর্যোধন ইঁহার অভিশাপে গদাযুদ্ধে উরুভঙ্গে নিহত হন।

মৈত্রেয়ী : যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী, অন্য নাম কাত্যায়নী, ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী।

যবক্রীত : ভরদ্বাজ-পুত্র, গুরুব্যতীত বেদজ্ঞানের চেষ্টা করেন, রৈভ্যপত্নীতে আসক্ত হইয়া নিহত হন।

যযাতি : চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র, এঁর স্ত্রী দেবযানী, পুরুর পিতা।

যাজ্ঞবল্ক্য : ব্যাস-শিষ্য, মৈত্রেয়ীর পতি।

যুধামন্যু : পাঞ্চাল বীর বিশেষ।

যুধিষ্ঠির : জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ধর্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

যুযুৎসু : ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, বৈশ্যার গর্ভজাত।

রুরু : চ্যবন-সুকন্যার পুত্র প্রমতির ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে জাত। প্রণয়িনী প্রমদ্বরার জন্য অর্ধায়ু দান করেন।

রৈভ্য : জনৈক ঋষি, যবক্রীতের কাহিনীর সহিত যুক্ত।

রৈবতক : কাথিয়াবারে, আধুনিক গির্নার পর্বত।

লক্ষ্মণ : দুর্যোধন-পুত্র।

লোপামুদ্রা : অপরূপ সুন্দরী, অগস্ত্যের পত্নী, পুত্রের নাম ইধ্মবাহ।

লৌহিত্য : ব্রহ্মপুত্র নদ।

শকুনি : দুর্যোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র।

শকুন্তলা : বিশ্বামিত্র-মেনকার কন্যা, কণ্বের পালিতা কন্যা, দুষ্মন্তের মহিষী ও ভরতের মাতা, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যানের নায়িকা।

CENTRAL LIBRARY

শঙ্খ : (১) বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, (২) রণবাদ্য যন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, ভীমের পৌণ্ড্র, অর্জুনের দেবদত্ত, নকুলের সুঘোষ ও সহদেবের মণিপুষ্পক।

শক্তি : ক্ষেপণীয় লৌহদণ্ড বা বর্শা বিশেষ।

শক্তি : বশিষ্ঠের পুত্র, মাতা অরুন্ধতী, ইঁহার পুত্র পরাশর।

শতঘ্নী : লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ।

শতানীক : বিরাটের ভ্রাতা।

শমীক : মৌন মুনি, পরীক্ষিৎ ইঁহাকে অবমাননা করিয়া ইঁহার পুত্রের শাপে মৃত্যু বরণ করেন।

শল : ইক্ষ্বাকু রাজা পরীক্ষিৎ-সুশোভনার পুত্র, বামদেবের অভিশাপে নিহত।

শল্য : বাহ্লীক বংশীয়, মদ্রদেশের রাজা, মাদ্রীর ভ্রাতা।

শান্তনু : প্রতীপের পুত্র, ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের পিতা।

শর্মিষ্ঠা : অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা, দেবযানী-যযাতি উপাখ্যানের উপনায়িকা।

শাম্ব : কৃষ্ণ-জাম্বুবতীর পুত্র।

শাল্বদেশ : সম্ভবতঃ রাজপুতনায়। সেখানকার কয়েকজন রাজার নামও শাল্ব।

শিখণ্ডী : দ্রুপদের পুত্র, পূর্বজন্মে কাশীরাজ-কন্যা অম্বা।

শিবি : রাজর্ষি।

শিশুপাল : চেদিদেশের রাজা। দমঘোষ পুত্র, কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই।

শুকদেব : ব্যাসের পুত্র।

শুক্রাচার্য : দৈত্যগুরু। দেবযানীর পিতা।

শূর : বসুদেবের পিতা।

শূরসেন : মথুরার নিকটবর্তী প্রদেশ।

শৌনক : নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষি, এঁর যজ্ঞে সৌতি মহাভারত পাঠ করেন।

শ্রুতায়ু : কলিঙ্গরাজ।

শ্বেত : বিরাটের মধ্যম পুত্র।

শ্বেতকেতু : মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র।

সগর : ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা, ইঁহার ষাটহাজার পুত্র কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত হয় এবং ভগীরথের দ্বারা উদ্ধার সম্ভব হয়।

সঞ্জয় : ধৃতরাষ্ট্রের সারথি, সূতজাতীয়, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রবক্তা।

সত্যজিৎ : দ্রুপদের ভ্রাতা।

সত্যবতী : অন্য নাম মৎস্যগন্ধা, উপরিচর বসুর কন্যা মৎস্যগর্ভে জাত, ব্যাসের জননী। পরে শান্তনুর পত্নী, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জননী।

সত্যবান : শাল্বদেশের রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র, সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যানের নায়ক।

সব্যসাচী : অর্জুন। দুই হাতেই বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিতেন বলিয়া এই নামে অলঙ্কৃত হন।

CENTRAL LIBRARY

সমন্তপঞ্চক : কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পঞ্চহ্রদযুক্ত স্থান।

সহদেব : (১) পঞ্চম পাণ্ডব, অশ্বিনীকুমারের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে জাত।
(২) জরাসন্ধ-পুত্র, মগধরাজ।

সংবর্ত : অঙ্গিরার পুত্র, মহর্ষি।

সপ্তরথী : দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধন।

সংবরণ : পুরুবংশীয় ঋক্ষের পুত্র, সূর্য-কন্যা তপতীর পাণিগ্রহণ করেন।

সপ্তদীপ : জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

সাত্যকি : বৃষ্ণি বংশীয় যাদববীর, সত্যকের পুত্র, শিনির পৌত্র।

সারণ : কৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদর।

সীর : লাঙ্গলের ন্যায় যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ। আকর্ষণ ও নিপাতন কার্যে ব্যবহৃত।

সুকন্যা : রাজা শর্যাতির কন্যা, চ্যবনকে বিবাহ করিতে হয়।

সুদর্শন : ধৃতরাষ্ট্রতনয়।

সুদেষ্ণা : বিরাট-মহিষী, উত্তর-উত্তরার জননী, কেকয় রাজকন্যা।

সুধন্বা : মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র।

সুন্দ : নিকুম্ভের পুত্র, তিলোত্তমা কাহিনীর সহিত যুক্ত।

সুপর্ণ : গরুড়ের অপর নাম। এক যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া দেবরাজের সম্মানে একটি পর্ণ পরিত্যাগ করেন।

সুবল : গান্ধাররাজ, গান্ধারী ও শকুনির পিতা।

সুভদ্রা : কৃষ্ণের বৈমাত্র ভগিনী, অর্জুন-পত্নী, অভিমন্যু-জননী।

সুভ্রূ : কুণিগর্গ ঋষির মানস কন্যা, কুমারী অবস্থায় তপস্যা করিয়া স্বর্গলাভের জন্য তপস্যার অর্ধফল দান করিয়া প্রাক্‌শৃঙ্গবাণকে এক রাত্রির জন্য স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেন ও স্বর্গে গমন করেন।

সুমুখ : (১) গরুড় ও গরুড় পুত্রের নাম, (২) নাগরাজ পুত্র, মাতলির কন্যা গুণকেশীকে বিবাহ করেন।

সুমেরু : মেরু দ্রষ্টব্য।

সুযোধন : দুর্যোধনের অপর নাম, যুধিষ্ঠির এই নামে সম্বোধন করিতেন।

সুরাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র : আধুনিক কাথিয়াবাড় ও গুজরাট।

সুলভা : ব্রহ্মচারিণী, রাজা জনককে পাণ্ডিত্যে পরাজিত করেন।

সুশর্মা : ত্রিগর্ত দেশের রাজা, দুর্যোধনের মিত্র।

সুশোভনা : মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা, ইক্ষ্বাকুবংশীয় পরীক্ষিতের স্ত্রী।

সুহোত্র : কুরু বংশীয় রাজা, উদারতায় শিবিকেও অতিক্রম করেন।

সুহ্মদেশ : তমলুকের নিকটবর্তী অঞ্চল।

সেনজিৎ : জনৈক রাজা, পুত্রশোক কাতর হইয়া জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট আত্মজ্ঞান লাভ করেন।

CENTRAL LIBRARY

সৈরিন্ধ্রী	:	অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট-অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর নাম।
সোমক	:	পুরু বংশীয় রাজা, জন্তুর পিতা।
সোমদত্ত	:	কুরুবংশীয়, বাহ্লীক রাজপুত্র, ভূরিশ্রবার পিতা।
সৌতি	:	উগ্রশ্রবা, জাতিতে সূত, নৈমিষারণ্যে ঋষিদের মহাভারত শুনাইয়াছিলেন।
সৌবল	:	শকুনি সুবলের তনয় বলিয়া অনেকস্থলে সৌবল নামে অভিহিত।
সৌবীর দেশ	:	রাজপুতনার দক্ষিণ, মতান্তরে সিন্ধু প্রদেশ।
স্থূণাকর্ণ	:	জনৈক যক্ষ, আপন পুরুষত্ব দান করে শিখণ্ডিনীকে শিখণ্ডী করিয়াছিলেন।
হনুমান	:	পবননন্দন, চিরজীবী বীর, মাতা অঞ্জনা।
হস্তিনাপুর	:	দিল্লীর পূর্বে, মিরাটের নিকট গঙ্গার দক্ষিণ তীরে।
হস্তী	:	অষ্ট দিক্-গজের নামে—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক হস্তী মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায়।
হিড়িম্ব	:	রাক্ষস, হিড়িম্বার ভ্রাতা।
হিড়িম্বা	:	ভীমের রাক্ষসী-পত্নী, ঘটোৎকচের জননী।
হৈহয়	:	ইক্ষ্বাকুরাজা বাহুকে পরাজিত করেন, পরে সগর কর্তৃক পরাজিত হন।

বি. দ্র.—কবি সঞ্জয়ের মহাভারতে মূল মহাভারতের চরিত্রাদির নাম এবং পরিচয়ে কোথাও কোথাও অল্পাধিক ব্যতিক্রম রহিয়াছে; তাহা যথার্থ নির্ধারণের জন্য এই পরিচয়-তালিকাটি প্রদত্ত হইল।

CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থপঞ্জী

কালীপ্রসন্ন সিংহ : মহাভারত।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ : মহাভারত।

রাজশেখর বসু : মহাভারত।

দীনেশচন্দ্র সেন : মহাভারত (কাশীরাম দাস)।

দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৮ম সং)।

দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গ সাহিত্যের পরিচয়, (১ম খণ্ড)।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সং) এবং (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৩য় সং)।

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার : জীবনীকোষ।

নগেন্দ্রনাথ বসু : মহাভারত, বিজয় পণ্ডিত।

নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ।

নগেন্দ্রনাথ বসু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাহ্মণ খণ্ড)।

রোহিনীনন্দন সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু : জৈমিনি ভারত।

মণীন্দ্রমোহন বসু : বাঙ্গালা সাহিত্য, (২য় খণ্ড)।

দুর্গাদাস লাহিড়ী : পৃথিবীর ইতিহাস, (১ম খণ্ড)।

অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।

কেদারনাথ মজুমদার : ঢাকার বিবরণ।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩২৫—১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

Dacca Review, March 1913.

Suniti Kumar Chatterjee : Origin and Development of Bengali Language.

Mahabharata : Poona Bhandarkar Institute, Edition.

Ramayana : Vala Kanda : Oriental Institute, Boroda.

Dowson : Classical Dictionary of Hindu Mythology.

Max Muller : Sacred Books of the East.

Charles Coleman : Hindu Mythology.

Jadunath Sarkar : History of Bengal, (Dacca University Edition).

S. M. Katre : Introdn. to Indian Taxtual Criticism, Poona 1954.

কায়কাট পুথির পত্রের প্রতিলিপিচিত্র

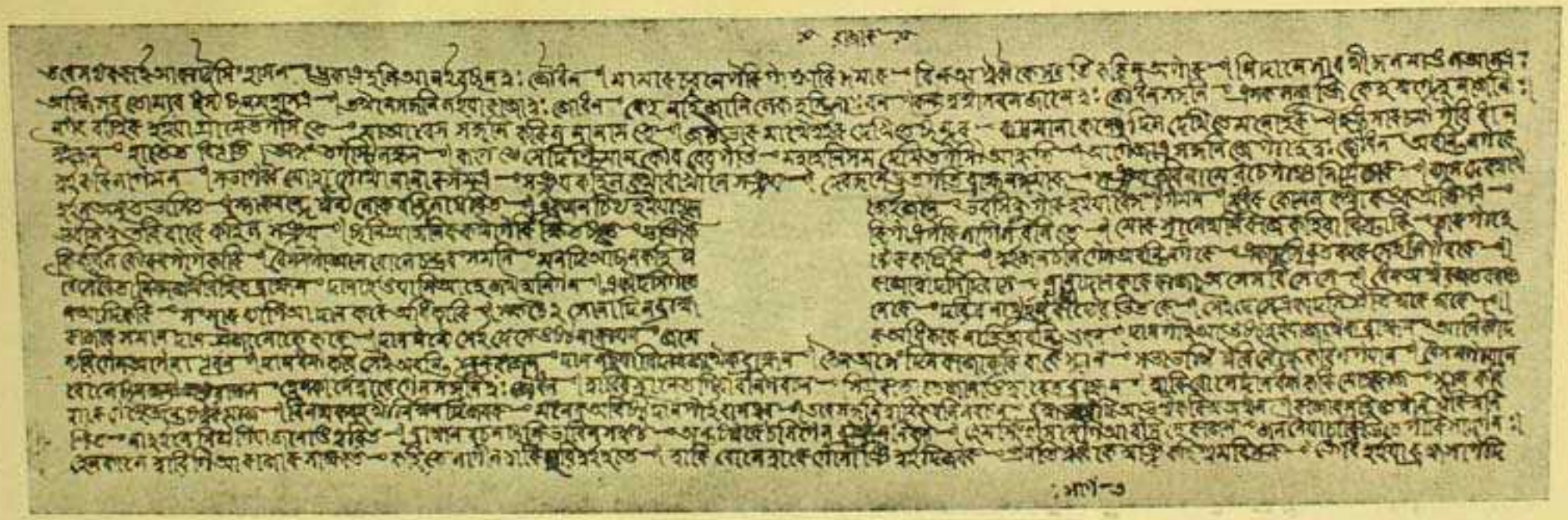

ক. বি. ৬৬০৩

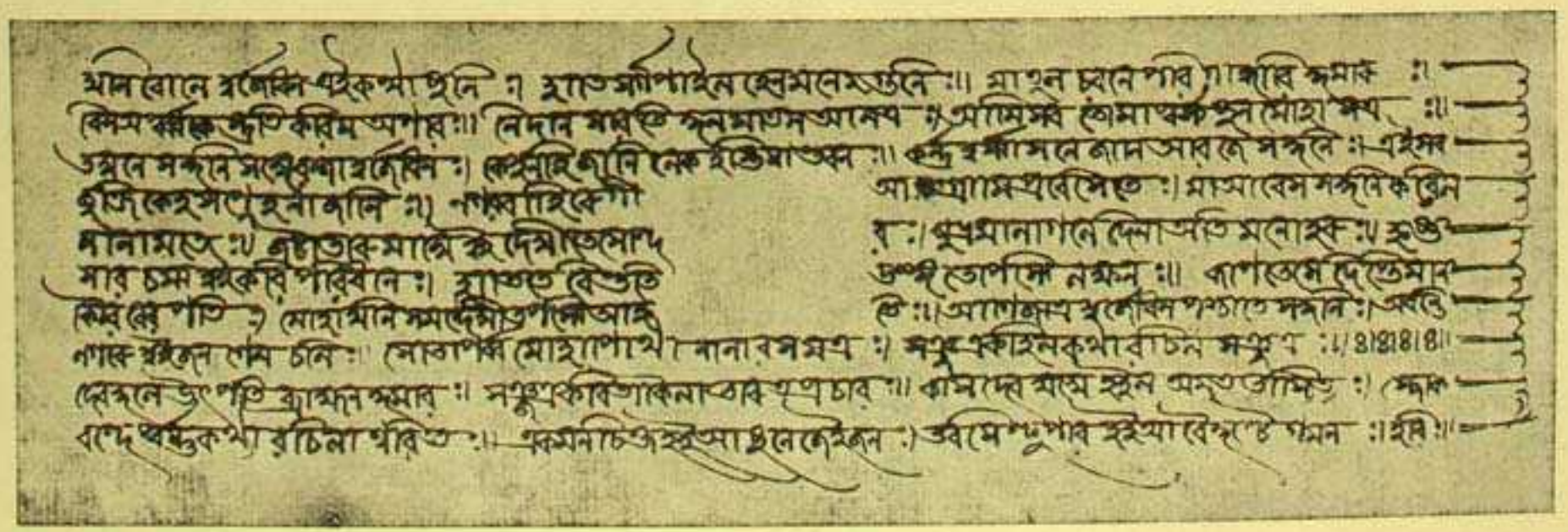

ক. বি. ৬১৭০

মহাজাতি
CENTRAL LIBRARY

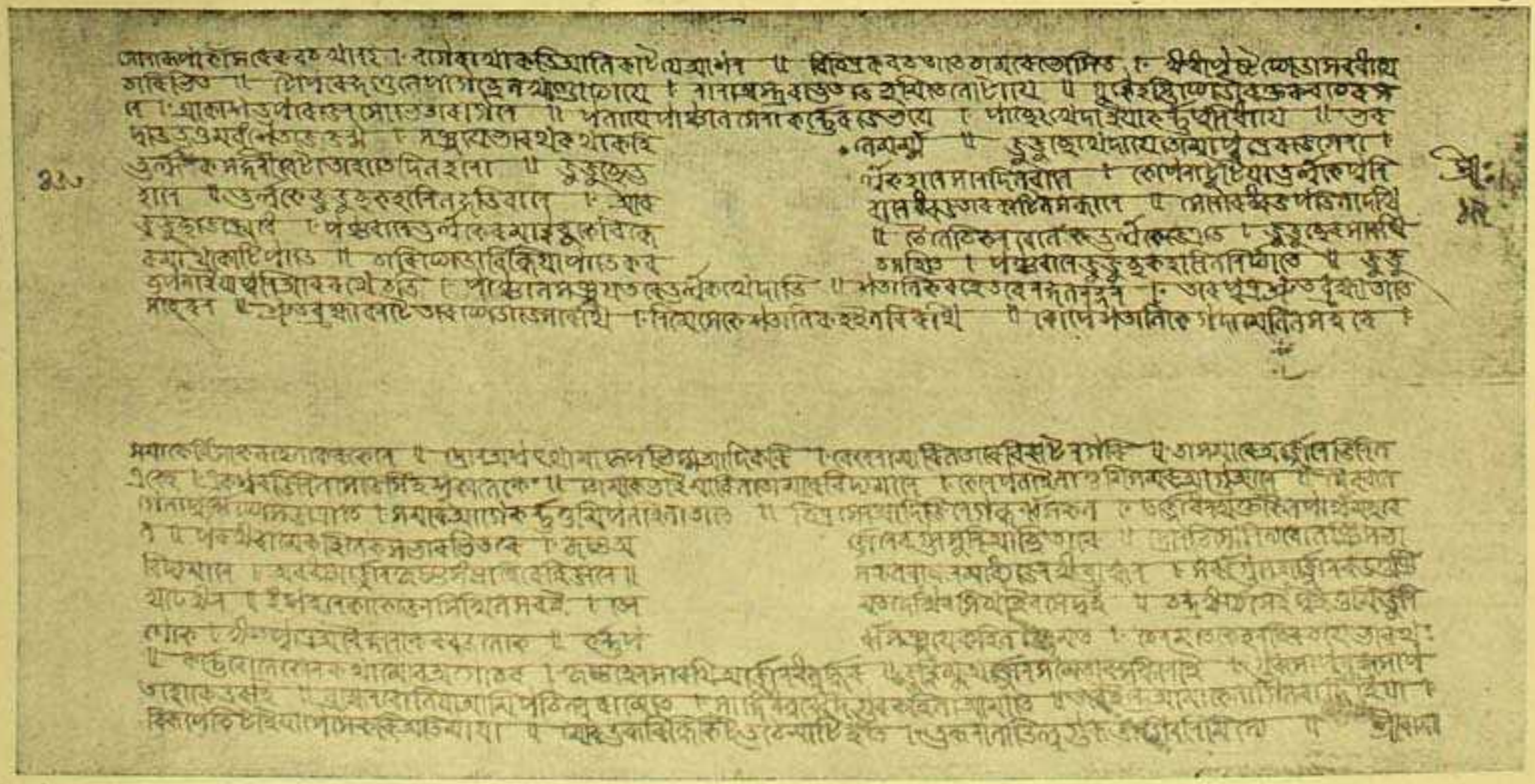

CENTRAL LIBRARY

শব্দসূচী

অএ—সম্বো, ওহে>ওয়ে>ওএ>অএ, আ. প্র., [বঙ্গালী ও কামরূপী উপভাষায় হ>হ (এই হ লিখিবার সময় -য় কিংবা-অ রূপে পরিগৃহীত হয়)], প্র—অএ রাজা, ৬, ৩৯, ৪০, ৫২, ৫৫, ৫৬, ১০১

অএবে—সম্বো, তুচ্ছার্থে, ওহে>অএ+বে, ৫২

অকাতর—১৩

অকুমারী—৭৮, ৮৭, ৮৮

অকার্য্য—১৯, ২৬

অঙ্কেত—৮৯

অকাজ—১৩৯

অখন—এহিক্ষণ>এইক্ষণ>এক্ষণ>এখন>অখন, আ. প্র., ১৯, ৫২, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ৬৮, ৭৮, ৮৮, ১১৪, ১১৭, ১২৬, ১২৮, ১৬৯, ১৭২, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৯১, ১৯৫

অক্ষতযোনি—৭৯

অগ্রেত—৭ মীন্তে-ত বহুল ব্যবহৃত ১১৭

অগ্নিক—১১৯

অগ্নিখণ্ড—১৯, ১২৯

অগ্নি খাওয়া—প্র. অগ্নি খাইয়া মরমু, ৩৯, ৮৩

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণি—৯৩

অতুলিত—৬৯, ১৬৩, ১৬৪

অঞ্জন—১৯

অধিক হওয়া—প্র. রাক্ষস অধিক হৈলুম, ৪৩

অধিবাস—৮১

অধিষ্ঠান করা—প্র. কৈলা অধিষ্ঠান, ২১

অধিষ্ঠান হওয়া—প্র. অগ্নি হইল অধিষ্ঠান, ১২

অর্দ্ধমরা—৯৩

অধর্ম্ম করা—প্র. অধর্ম্ম না করি, ৬১

অনয়তনয়—৪৭

অনাদিনিদান—৪৮

অনাচার—৪১

অনাশ্রয়—৪৫

অনাগত—৫৪

দ্রষ্টব্য :

(১) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ ও অভিনব প্রয়োগরীতিসম্মত বাক্যাংশ এই শব্দসূচীতে পরিগৃহীত হইল।

(২) সংখ্যাদ্বারা গ্রন্থের পত্রসংখ্যা নির্দেশ করা হইল।

(৩) বহুল ব্যবহার থাকিলেও প্রত্যেকটি শব্দ এবং প্রয়োগের কয়েকটি করিয়া পত্রসংখ্যা দেওয়া হইল।

(৪) সঙ্কেত : প্র—প্রয়োগ, আ. প্র.—আঞ্চলিক প্রয়োগ, না. ধা.—নাম ধাতু, বর্ত—বর্তমান কাল, ভবি—ভবিষ্যৎ কাল, অতী—অতীত কাল, উ. পু.—উত্তম পুরুষ, ম. পু.—মধ্যম পুরুষ, প্র. পু.—প্রথম পুরুষ, এক—একবচন, বহু—বহুবচন, অসমা—অসমাপিকা, সম্বো—সম্বোধন, যৌ. ক্রি.—যৌগিক ক্রিয়া, সম্প্র—সম্প্রদান

CENTRAL LIBRARY

অনায়ক—৮৫
অন্তরে—নিমিত্তার্থে, ১৯, ৮৬, ১২৪
অনুমৃতা—৪৫
অচিরাৎ—৮৭
অজিয়াছে—না. ধা. ১০১
অনুমানি—না. ধা., বর্ত, উ. পু., এক, ৮৫
অনুভাব—না. ধা., অনুজ্ঞা, ৮৯
অক্ষৌহিণী—১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১
অধোমুখী—৬১
অধিনী—৬৪
অন্ধার—১৩৩
অনুলগ্ন—১০৮
অনিষ্ট—১১৮
অন্ধক—১৩৭
অন্তঃস্পট—১০৯, ১১৬
অনিবৃত্ত—৫২
অনুবন্ধ—৪৭, ১৩০
অনুমাই—না. ধা. বর্ত. উ. পু. এক., ৪৮
অনুপাম—৮০, ৯৩, ৯৯, ১১২, ১৫৬, ১৫৯
অন্যান্তর—৪৯, ৮৪
অখ্যাতি করা—আ. প্র. (নিন্দা করা), প্র. অখ্যাতি করিলে কেনে, ৫২
অন্তর্দ্ধান—১৪৮, ১৫০
অন্তর্দ্ধান অস্ত—(সম্বরণ) না. ধা., অনুজ্ঞা, ৯৪
অবিলাস—অভিলাস, আ. প্র. (ভ>ব), ৯৩, ১০৮
অবসারি—না. ধা. অসমা., ১০৮
অমাত্য সমাজ—১৩৬
অনুশোধ পাওয়া—প্র. অনুশোধ (অনুশোচনা) পাই, ৪১
অনুসার—প্র. ধর্ম অনুসার, ৪১, ১৬০
অনুক্রমে—২, ১৬, ২৩, ১৭৭
অন্যেঅন্যে—(পরস্পর), ১৩, ১৪, ২৪, ২৫, ৮৩, ১০১
অবতার—১, ৮৯
অথান্তর—(দুর্ভোগ) আ. প্র., ৭, ৯৭, ১৬৫
অনুসারী, অনুসারি—২৫, ৯৮,
অন্তরীক্ষ—৯, ৭১, ৭৬, ৯৪, ১৪৭
অন্তরীক্ষ হওয়া—প্র. হইল অন্তরীক্ষ, ২৩
অন্তর হওয়া—প্র. হইল অন্তর (দূরবর্তী), ৯, ৭১৭
অন্নপানি—৩৫
অপবর্গ—৩৩
অপার—৭, ৮৪, ৮৫
অপহার—১৩১
অপযশাইব—না. ধা, ভবি. প্র. পু., ৪৬
অপিক্ষেবে—না. ধা. ভ. কা. প্র. পু., ৩৪, ৬৭, ৯৬
অপুত্রা—৩৭, ৭৫, ৯০, ৯১, ১২৫
অফরাদ—অপরাধ (প>ফ, ধ>দ আ. প্র.) ৪১
অপ্রত্যয়—২৫
অপাএ—উপায়ে>অপাএ, ৩৩
অবিচারে—১১
অবলা—৮৮
অসিপত্র—২০
অধিক—প্র. সূর্যোকুল অধিক, ২০, রাক্ষস অধিক, ৫৫
অধিষ্ঠাতা—১২৪
অহিংসক—প্র. অহিংসক পুরী, ২২
অভ্যায়তি—অব্যাহতি (ব>ভ, হ>হ>য়, আ. প্র.) ১৩৮
অব্যাহতি—২০
অন্তেব্যস্তে—৫৭, ১৫৯
অভ্যাসিল—না. ধা. অতী. এক/বহু ৭৭
অভ্যাসন—১২০
অস্ত্রগণ—(বস্তুবাচক শব্দের বহুবচনে গণ) ৫, ৯, ৯৪, ১৫১, ২০৮
অস্ত্রচয়—১১৪

CENTRAL LIBRARY

অরে—সম্বোধন রে>অরে (অ-আগম আ. প্র.), ২৬
অঙ্গরাগ—২৬
অসম—৯০
অসার হওয়া—প্র. সেহ মোর হইল অসার, ৩৬
অষ্টক—৭০, ৭১
অশকা—৭৩
অশব্দ—৮৬
অশোক—১১৬, ২০৩
অলক্ষিত—৮৮, ১৯০
অযুকত—১০৮
অযোনিসম্ভবা—১০৩, ১০৪
অনুষ্ঠান—প্র. কৈন্যা অনুষ্ঠান, ১৫৬
অনুষ্টান—প্র. পঙ্কে অনুষ্টান, ১৫৫
অল্পজাতি—(হীনার্থে) ১৫৩
অল্পরূপ—১৬১, ১৬২
অল্পবুদ্ধি—১৫৬
অল্পজীব—১৬১
অল্পমতি,—১৬২, ১৬৩, ১৬৫
অল্পজ্ঞান—১৬৫
অবাধিত—১৫৬
অসংখ্যাত—অসংখ্য (আ. প্র.), ১৫৯
অসুপত্তো—১৬০
অপর—১৬৮, ১৬৯
অবতরি—১৬৯
অসুবৃন্দে—১৭২
অপমান পাওয়া—প্র. পাইল অপমান, ১৭২, ১৭৩

আউদল—২৪
আকুল—প্র. লজ্জাএ আকুল, ৭, ৪০
আকুলি—৩৪
আগু হওয়া—প্র. আগু হৈয়া, ১২৭, ১২৯
আগুবাড়ি—৩৬, ৩৭, ১০৭, ১১১, ১২৫, ১২৮
আগুসার—৭৯, ১১৬, ১২৭, ১৩৪, ১৩৮, ১৭০, ১৮৩
আগুনি—৫৫, ১১৮
আছম—ঘটমান বর্ত, উ. পু. এক, ৫৪, ৯৩, ১০৭
আস্তেব্যস্তে—৭২, ৯৪, ১০৩, ১৭১, ১৮২, ১৯১
আকরে (বিস্তৃত)—না. ধা. ৭৪, ৮৭, ৯৭
আহতিলে—না. ধা. অসমা, ৮২, ৮৫, ৯৯, ১৪০
আচমনি—৮৫, ৯৭
আওআস—আবাস>, ২৭, ১০৯, ১৩২
আকলি—৯৮, ১০৩
আরাধে—না. ধা. ১০১, ১০৯
আরম্ভিল—না. ধা. ১০৩, ১০৮
আস্ফাল—১০৬, ১১৬
আস্ফালিয়া—না. ধা. অসমা, ১১৬, ১৯৩
আকুড়া—প্র. আকুড়া ডাল, ১৮৪
আজুকা—১৮৮
আঙ্গার—(অ>আ, আ. প্র.) ১৮৯
আপেক্ষিয়া—প্র. আপেক্ষিয়া ঋতু, ৯১, ৫৭৩, ৫৭৪
আত্মবধী—১৬৫
আকাশমণ্ডল—২৩, ২৪, ১০৩
আগে—প্র. মুনির আগে জলভিক্ষা, ৬, ৭, ৯, ৫৪
আগুপাছু—২৫, ২৬, ৪৭, ৯৭, ১৩৮
আদি—প্র. জম্বুদ্বীপ আদি, ২
আদিঅন্ত—১
আত্মঅন্ত—৪৩
আত্মরূপে—৪৮
আসন—প্র. কমল আসনে, ১
আছত্র—আছে>, ৩, ৬
আছন্ত—বর্ত, প্র. পু. এক/বহু, সম্ব, ৭৫, ১০১
আছিল—ছিল, আ-আগম, আ. প্র. ৩, ১৪, ১৯, ৩৬, ৪৫, ৫৩, ৫৬, ৭২, ৭৮, ৮১, ৯৬, ১২০, ১২৭, ১৩৭, ১৫৪, ১৭৯

CENTRAL LIBRARY

আছিলা—ম. পু. এক, অতী, ১৯, ৫৮, ৯৯, ১৩৭
আছিলেক—২০, ৪২, ৫২, ১২০, ১২৩
আকার—প্র. কাজল আকার, ৩, পুষ্পের আকার, ১৬
আছিলুম—৪৬, ১০২
আগম নির্গম—৩
আটে—(সন্ধান) আ. প্র. ৯৭, ১৭৮, ১৮৩
আপনে—আপনি, আ. প্র. ই>এ, ৩
আস্কাক—কর্ম/সম্প্র, ১৪, ৩৯
আস্কার—সম্বন্ধ, ৯, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৭, ৩৬, ৩৮
আস্কি—কর্তা, এক, ৩, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৩৯
আস্কারে—সম্প্র. অথবা কর্মে, ৬, ৭, ৩৮
আস্কা—কর্ম, এক., ১২, ৩৭, ৩৯, ৭১
আস্কাত, আস্কাতে—৭মী এক, ১৩, ২৮, ৩৩, ৭৪, ৮৭
আস্কিহ—(গুরুত্ব প্রদানে) ৩১, ৪২
আস্কে—৩৭, ৪৯
আইলম, আইলাম, আইলু আইলুম—নিত্য অতী, উ. পু. এক/বহু ১২, ৪৩, ৪৬, ৫৫, ৫৬, ১৫৩
আইস, আইসহ—অনুজ্ঞা ৬১, ৬৩, ১০১, ১৪০
আসিবাম—ভবি. উ. পু. এক. আ. প্র. ৪৭, ১৩২, ১৩৯, ১৪৬
আইল—আসিল>আহিল>আইল, নিত্য অতী, প্র. পু এবং উ. পু, আ. প্র. ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৪, ১৬, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৫১, ৫৪, ৫৮, ৬০, ৭৪, ৮৬, ১০৩, ১০৮, ১১৩, ১১৯, ১২০, ১৩১
আইলা—আসিলে>আহিলে>আইলে, আইলা, নিত্য বর্ত, ম. পু., এক আ. প্র., ৪, ১১, ২৮, ৫৫, ৬১, ১২৮
আইলেক—২০, ২১, ১০৪
আনি—অসমা—৩৩, ১০১
আনিছে—যৌ. ক্রি. অতী, প্র. পু., এক/বহু, আ. প্র. ৪, ২৩, ৬১
আনিমু—যৌ. ক্রি. ভবি, উ. পু., এক., ৮৭ ৯৯
আসিছে—যৌ. ক্রি., অতী, প্র. পু., এক/বহু, আ. প্র., ৯, ৯৫, ১০১
আসিআছে—যৌ. ক্রি, প্র. পু., এক, ১৬, ৮৭, ১০১
আসিছিল—যৌ. ক্রি., প্র. পু. এক, ৪২, ৫৩, ১০৪
আসিবার—অসমা, নিমিত্তার্থে, ৪, ১০৩
আইসএ—নিত্য অতী, প্র. পু এক/বহু ৫২, ১০৭
আইসে—বর্ত, প্র. পু, এক/বহু, ১৩, ১০৮
আইসম—বর্ত, উ. পু. এক/বহু ৪২, ৯৯
আসিলেক—নিত্য অতী, প্র. পু, এক, ১৪, ১৫
আচার—প্র. মঙ্গল আচার, ৪, ৫
আদেশিল—না. ধা. ৫০, ৭৫
আগুবাড়ি—প্র. আগু বাড়ি মুনি নিল, ৭, ১৪
আপনেহ—(গুরুত্ব প্রদানে) ৮, ১৭, ৩৪
আরে—অপরে, ৮, ১০
আকাশ বাণী (দৈববাণী)—৮
আসিবার চাওয়া—প্র. আসিবারে চাহে দ্বিজ, ৯
আনল—৬১, ৭৪, ৭৫, ৮১, ১১৮, ১৫৩, ১৬৫
আনহ—অনুজ্ঞা, ১০, ৪৬, ৫৯, ১২৭
আনিম—যৌ. ক্রি., ভবি, উ. পু., এক, ১২
আটোপ—প্র. যজ্ঞের আটোপ, ১২
আলাপস্থ—না. ধা, বর্ত, প্র., এক/বহু, সম্ভ্রমার্থে, ১৩
আন—প্র. না করিমু আন, ১৮,
অন্তজন—২৮,
অন্তথা—৬৭, ৬৮, ৮২, ১১২, ১২৮, ১৬৭, ১৮৬
আচুম্বিত—আ. প্র. ১৯, ২১, ৪২, ১১৭, ১৫৩, ১৬০ ১৭২, ১৮৬
আচম্বিল—না. ধা. ২০, ২১

CENTRAL LIBRARY

আবরি—না. ধা. ২১, ৯৭, ১৩৩, ১৫৮, ১৬৯, ১৮১
আবেশ দেখা—প্র. আবেশ দেখিয়া, ৫৪, ১৫৭
আরতি—২৪, ২৫, ৩৯, ৪৯, ৫৭, ৬৩, ৬৯, ৮১, ৮৫, ১২৪, ১২৫, ১৬৮, ১৮৯
আলোকন—বি. ২৪
আমস্থিয়া—না. ধা. অসমা—২৫
আত্মপতি—৩৮
আত্মারাম—২৬
আছৌক—৫০, ৫১, ১৫৫
আছিল—আ. প্র. নিত্য. অতী. ২৬, ৯৯, ১২৮, ১২৯, ১৩২
আশঙ্কিয়া—না. ধা. অসমা ২৭, ১১৭
আবিষ্ট—অভীষ্ট আ. প্র., ৪২
আঙ্গিনাথ—(আঙ্গিনা, ত>থ) ৭মী, ৪৪
আশ্বাসিয়া—যৌ. ক্রি. অসমা ৪৪
আশ্রইল—না. ধা., যৌ. ক্রি. ৪৭
আশাবন্ধ—৪৯, ৫০
আকাঙ্ক্ষিল—না. ধা. ৬০, ১১৭
আচারী—১৩৭, ১৮৩
আলাপী—১৪১, ১৭২
আসুরী—৬২, ৬৩
আভার—(আবার) আ. প্র. ৮৪
আকর্ষিব—যৌ. ক্রি. ৯২
আলিঙ্গিয়া—না. ধা. অসমা ৯৪, ১১৪, ১৬৪
আলাপিতে—না. ধা. অসমা, ৯৭, ১২৫, ১২৮
আছাড়ে পাছাড়ে—১২৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭৮ ১৮৬
আরম্ভিল—না. ধা. ১৩৭, ১৪০, ১৫০
আপদজলে—১৪৮
আজিহ—১৫৪
আড়ে—(অন্তরাল) আ. প্র. ১৩৯, ১৮০, ১৮৩, ১৯৩
ই—এই> প্র. ই কাজে, ২২, ২৫, ২৮, ৩২, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৬২, ৬৮, ৭৭, ৮১, ৮৬, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ১০০, ১০২, ১০৭, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১৩২, ১৩৩
ইন্দ্রেক—কর্ম, এক, ১৯, ৫২, ১১৯
ইকি—(একি>আ. প্র.), ৩৮, ১০৭,
ইষ্টালাপ—৫৮
ইষিত—৯৮
ইঙ্গিত আকার—১১০
ইচ্ছিল—না. ধা., অতী. প্র. পু. এক ১৩৩
ইচ্ছএ—না. ধা. বর্ত. প্র. পু. এক ১৩৫, ১৩৬
ইচ্ছালএ—১৫৫

ঈষিৎ—৪৭, ৫৭
ঈঙ্গিত কহা—৪৮

উজ্জলা—কাব্যিক প্রয়োগ, ১
উথলিল—৭৫
উদ্ধারিলে—না. ধা. অতী, ম. পু. এক, ১
উঝটিয়া—৪০
উদ্ধার—প্র. চারিবেদের উদ্ধার ১
উত্তপতি—উৎপত্তি>, ৩
উপর—প্র. মহাশাপ দিল পরীক্ষিতের উপর, ৭
উপজ, উপজিতে, উপজেক, উপজিল—৩৩, ৪৬, ৫০, ৫৭, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৫, ১২৭, ১৫৫
উপাড়িয়া—না. ধা. অসমা ১০
উলটিয়া—১০, ২২, ৯৯
উৎসর্গিয়া—না. ধা. অসমা ১৩
উপহাস্য করা—১০, ৬৯, ১১০
উপেক্ষে, উপেক্ষিএ, উপেক্ষিয়া, উপেক্ষিলে, উপেক্ষি, উপেক্ষিল—না. ধা. ২২, ৩০, ৬৬, ৮৩, ১০০, ১০৩

উৎসুক জানা—প্র. জানিল উৎসুক, ২৫
উদ্দেশ—৮৪, ৮৫
উদ্দেশ পাওয়া—প্র. উদ্দেশ না পাইল, ৩০
উদ্দেশ লওয়া—উদ্দেশ না লইলা, ৫৬
উদ্দেশি, উদ্দেশিয়া—না. ধা., অসমা, ৪১, ৪৮, ৫৫, ১২৯
উদ্দেশিয়—অনুজ্ঞা ১৪৯
উপশম—৩১
উপস্থ—৪৭
উপম, উপাম—৬১, ৭৮, ১১২, ১২৬
উপহাস্য—৬৪, ১৬৩
উপরোধ—৮২, ১০৯, ১১১
উপরি—৮৬, ৯৬
উৎপন—৮৬
উপড়িল, উপাড়ে, উপাড়িয়া, উপাড়ম—না. ধা. ৯৯, ১০১, ১০৭, ১৩৯, ১৪৫, ১১৭, ১৭৪
উৎসন্ন—৯৯
উপস্থার—১২৪
উড়ত—(উক্ত) আ. প্র., ১২৬, ১২৭
উফরি—(প>ফ) ১৩৫, ১৫৮
উপঘাট—১৪১
উপস্থিতিলাম—না. ধা. ১৪৯
উপসর্গ—প্র. মধু উপসর্গ, ১৫৫, ১৫৮
উন্মথ—১৫৮
উপসন্ন—১৬, ১৬৬, ১৭২
উভা—১৮১
উত্তরী—উত্তরীয়,>১৮১
উচ্ছিষ্ট—১৮৩
উর্দ্ধগতি করা—১৯
উর্দ্ধরেতা—২৮
উণ—২৮, ১২৭
ঋতু বৈক্ষা—৩৩, ৩৬
ঋতুমতী—৬৫, ৬৭, ৯১
ঋতুবতী—৬৫, ৬৬, ৭৮, ১১৭

এ—এই>এ, ২, ৬১
এথ—আ. প্র. ৩, ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪২, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৮২, ৯৮, ১০৭, ১৫৫
এথেক—৭, ১২, ৬৩
এথা, এথাতে, এথাএ—১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২৭, ৩৬, ৩৮, ৪৩, ৫০, ৬৪, ৯০, ৯৩, ১০০, ১১৫, ১১৭, ১৯৯
এহিমতে—৫, ৩৩, ৩৫, ৪৩, ৮৪, ১০০, ১০৩, ১০৫
একেশ্বর—৬, ১৬, ১৭, ২৭, ৩৪, ৮২, ৯২, ১২৯, ১৮২, ১৬৭, ১৮৪
একেশ্বরী—২৩, ২৯, ৩৮, ৪১, ৫৫, ১৫২, ১৮৭
এহা—(ইহা), ৯, ১৩, ১৬, ১৭, ২২, ২৮, ৪৫, ৭৬, ১১৫, ১৫৪, ১৬৮
এহি—২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৫০, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৮০, ১০২, ১২৬, ১৩৭, ১৪০
একত্তর—১০, ১১, ১০৩
একঘাত—(সহসা), আ. প্র., ১৭
এক কানি—(খানি>), আ. প্র. ১৮
এড়িলম, এড়াইলে, এড়িছে, এড়ি—৯, ১২, ২২, ২৩, ৩৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৬৭, ৮৪, ৯০, ১১৮, ১২৬, ১৭৪
একদণ্ডী—২৩
একাকার—২৫
একহি—২৬, ৯৭, ১১৫, ১৫৬

CENTRAL LIBRARY

এবে—২৭, ২৮, ৪২, ৪৭, ৫৫, ৫৭, ১৪৮
একত্তর মুখী—৪৬
একবাহী—৭৭
এন—এ-হেন>এন, ৮০

ঐ—গুরুত্ব প্রদানার্থে, ৮০

ওঝা—১০, ১২
ওর—প্র. আনন্দের ওর, ৩২
ওয়াওয়া—১২৬

ঔরস—২৮, ৩০, ৯৬

কারণ—প্র. পরম কারণ, ১, আস্তিকের কারণ—হেতু—১৩, ১৭, ৩৫, ৩৬, ৬০, ৬১, ৭৩, ৮৫, ১১৩, ১১৪, ১১৮, ১২০, ১২৬, ১৪৭, ১৬১
করএ—(>করে), ১, ৬, ৭, ১১, ১২, ১৩
করম—স্বরভক্তি, ৩১, ৩৬, ৯৪
করম, করিম—বর্ত, উ. পু., আ. প্র. ৮, ১০, ১১, ১২, ৩৭, ৪৩, ৫৫, ৫৭, ৯৪
কৈলম, কৈলাম, করিলম—অতী, উ. পু., ৩০, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৫৭, ৬৩, ৭০, ১৫০
কলা—প্র. চতুর্ভুজ কলা, ১, ৯৭, ১১৭, ১২৫, ১২৬
কলি—১, ১৯৫
কৈল—করিল>কৈল, আ. প্র. ৭, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩৬, ৪০, ৫৫, ৫৭, ১১৭, ১২৫, ১৫৪, ১৫৫
কৈলা—করিলে, করিলা>কৈলা, আ. প্র. ১, ৭, ১১, ১৩, ১৪, ২০, ৩৯, ৪৬, ৫৭
করহ—অনু—১৫, ১৯, ২১, ৩৮, ৪২, ৫২, ৬৪, ৬৮, ১০০, ১৩৬, ১৪৮, ১৫০, ১৭০, ১৭৪
করি—অব্যয়, ২৮, ৪৩
করি—অসমা, ২
করিম, করমু, করিমু,—ভবি, উ. পু. আ. প্র. ১৭, ১৯, ২৬, ২৭, ৩৯, ৪৯, ৬৬
করিলেক—২, ৪, ২৭, ৩২, ৩৮, ৫১, ৫৭, ৫৮
করিবারে—নিমিত্তার্থে, ৮
কৈব—কহিব, আ. প্র., ২, ১৯, ৩১, ৪৯, ৭৩, ১৩৩, ১৩৬
কৈহ—অনুজ্ঞা, ৫৪, ৬৪, ৭৩, ১৯৫
করিবা—অনুজ্ঞা, ৮, ৪৭
করবা—ভবি, ম. পু. এক, ৮০, ১০০
কৈন্তা—অপিনিহিতি, ৩, ৪, ৭, ১৫, ১৭, ১৮, ২০ ২১, ২২, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৮৭, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৩, ১১৩, ১১৪
কেমত—ই>এ, ৮, ১১, ১৬, ১৭, ১৯, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৮, ৭৭, ৮১, ১২৩, ১৫২, ১৭৮
করিবম, করিবাম > ভবি, উ, আ. প্র. পু, ৮৮, ৯০, ৯১
কর্তাল, করতাল>৪ ৫, ১১৬
কালযম—৫
কাম—কর্ম>কম্ম>কাম, ১২, ১৩
কামা—(কামুক), ৬৯
কামকেলি—৫, ৭, ৭১, ১১০, ১১২
কামরস—৬১, ১১২
কামমতি—১৮৯, ১৯৪, ২০১
কেলিকলা—১১, ১৬, ১৭, ১৮
কামাতুর—২৬
কতুক—ঔ>অ, ৬, ৯, ১৮, ২৪, ২৬, ৩০, ৫০, ৫১, ৫৪, ৭৭, ৮১, ৮৮, ৯১, ১০৫, ১০৭, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১২৮, ১৪৮, ১৫৮, ১৫৯
কতুকিত—ঔ>অ, ১৬, ১৭, ২৯, ৪৩, ১১৪
কতুকী—ঔ>অ, ৫, ৮৮, ১০৪, ১১৬

কতেক—৩৭, ৪৯
কতি, কাব্যিক প্র, ৩৯, ৪৭, ১৬৭, ১৯০
কথি—ত>থ, কাব্যিক প্র, ৭২, ১১৪, ১৬৭,
কথ—আ. প্র. ত>থ, ৫, ৬, ৭, ১১, ১২, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৪৭, ৫২, ৫৩, ৫৭, ৫৮, ৮৮, ৯২, ১০০, ১০৪, ১২০
কথা—কোথা, ঔ>অ, ৮, ১০, ২৫, ২৭, ২৯, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫১, ৬২, ৮৪, ৮৫, ১০৮, ১৮৫
কেনে—আ. প্র., অ>এ, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৫২, ৬০, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৯৫, ৯৯, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫৪, ১৭৮
কোনে—ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ৩৭, ৪৯, ১১৬, ১৬৫
কমল—কোমল>কমল, ৬, ৭
কমলেত—অধি, ৩২
করন্ত, করেন্ত—সম্মমার্থে, ৬, ৯, ১১, ১৩, ৬৭, ৭৩, ১০১, ১১২, ১৪৮
করাহ—নিজন্ত অনুজ্ঞা, ১৪৬
কর্ম্মলেখা—৬
কুঠার দেওয়া—প্র. কুঠার দিব আপনার পা, ৮
কমণ্ডলু—১০
কান্দা—(ক্রন্দন করা), ১০, ১৭, ৩৭, ৪০, ৫১, ৫৫, ৮৪, ৮৫, ৯৯, ১৭৩
কার্য্য করা—প্র. বাপের কার্য কৈল, ১১
কৈল্যান—অপি, ১২, ৩৮, ৫১, ১৩৬
কৈবর্ত্ত—৪৪, ৪৫, ৪৬
কথা—ও>অ, আ. প্র. ১৬, ৩১, ৮৪
কহত—অনু, ৩৮, ৭৩, ১২০
কহন—বি, ১, ১৫
কহিতে যুক্ত—প্র. যুক্ত যে কহিতে, ১১৯
কথা ধরা—প্র. কথা না ধরিবা, ১৫
কানাকানি—১৮, ৭১, ১৩৩, ১৯১, ১৯৩
কর্ম্মভোগ—১৯
কর্ম্মগতি—১৯, ২০
করপুট—২১
করসি—বর্ত, ম. পু. তুচ্ছার্থে, ৩৯, ৪১
করম—বর্ত, উ. পু. এক, ৬৮, ৭৮, ৯২, ১৭৭
কহিমু—বর্ত, উ. পু. এক, ২১, ২২, ২৭, ৩৭, ৪৯, ৭৭, ৮৯, ১০৫
কহিলা—অতী, ম. পু. এক, ২০, ৬১
কহিবেক—ভবি, প্র. পু. ২৭
কহিতছে— ঘট বর্ত, ম. পু. এক, ৭১
কার্য্য হেতু—২৩
কহিবাম—বর্ত. উ. পু. এক, ৩১, ৬৯, ৭৭, ১৬৭, ১৬৮
কাক—(কাহাকেও), প্র. কেহ কাক নাহি হিংসে, আ. প্র. ২২, ১৪৫, ১৪৯
কম্পমান—২৫, ৯১, ১১৯, ১৭১, ২০৬, ২৭১
কয়োক—অনু ৬২, ৮৯, ৯১
কর্ম্মেত—অধিকরণ, ২৮, ৯১, ৯৯, ১০৩, ১৫০
কহিতে লাগা—প্র. লাগে কহিবার, ২৯
কৃপা মন—প্র. কৃপা মনে, ৩০
কাড়ি—৩১
করুণা করা—প্র. করুণা করসি, ৩৯
করুণা হওয়া—প্র. করুণা হইল মুনিরবিদিত, ৩৭, ৬১, ১৬৫, ১৭৬
কহিতে যুক্ত—প্র. কহিতে তোমা যুক্ত নহে, ৩৮
কষ্টমনে—৩৮
কুম্ভীপাক—নরকবিশেষ, ৩৯, ১০৮
কপট করা—প্র. হাসিয়া কপট কর, ৩৯, ১১৪, ১২৭
কলঙ্ক রাখা—প্র. কলঙ্ক রাখিল মুই, ৪০, ৪১
করিয়া ভয়—প্র. ব্রহ্মশাপ করিয়া তিলেক নাই ভএ, ৪৩

CENTRAL LIBRARY

কতুক দেখা—প্র. দেখন্ত কতুক, ৪৩, ৬৭, ১০০
কোন্দল—৪৪
কোতোয়াল—৪৫, ৪৬
কুপত্য—৪৫
কাতে—(কাহাতে), আ. প্র. ৮৫, ৮৬
কাহা—৪৯
কাহান—সম্ব, ৫৪
কহিছি—যৌ. ক্রি. অতী. উ. পু. এক, ৪৯, ৫৭
করিছি—যৌ. ক্রি. অতী. উ. পু. এক, ৬৬, ১২৭
করাত—৫০
করিছ—যৌ. ক্রি. অতী. ম. পু. এক, ৩৬, ১২৭
কৈথে—(কহিতে), আ. প্র. ৫৩, ১৪৫, ১৫৪
ক্রোধ হওয়া—প্র. ক্রোধ হইয়া নৃপতি, ৫৩
করিয়া—প্র. সিংহ করি নাম থুইল, ৫১, ৫৮
কুপিয়া—(ও>উ.) না. ধা., অসমা ৬৯, ৭০, ১০৭
ক্রীড়ে—না. ধা., ৬৯, ১৪৭
কুণ্ড—৭৫
কাম্য করা—প্র. কাম্য করি, ৭৫
কুলবতী—৮০
কালান্তক—৯৯, ১০১
কালযম—৮২, ৮৪
কালাষ্টক—১৬৪
কুঞ্জর—৮২, ২৭২, ২৯১
কবচ—৮৯, ১১৯
কবচকুণ্ডল—৯৯, ৪০১
কৃত্তিকা—৯৫
কুহরে—না. ধা. ১৩১, ১৩৩, ১৬৮
কুক্কুর—৯৫
কিরাত—১৭০, ১৭১
কোঞর, কোঞার, কোঅর, কোয়র—৯৪, ৯৫, ১০১, ১০৫, ১১৭, ১২০, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩২
—ম. ভা. ১০০
কাণ্ডতি—ক>গ. আ. প্র. ৯৭, ১৩১, ১৬৬, ১৬৭
কৃপালু—বিণ ১০০
কড়মড়ি—১০১
কপিলা—১০৮, ১০৯
কভো—(উ>ও), ১৭, ১০৭, ১১৯, ১১৫, ১৩৭, ১৫৩
কটকী—১৪১
কস্তুরী—১০৯, ১১১
কঙ্কুক—১০৯, ১১০
কাঞ্চুলী—১০৯, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১৮৩
কিঙ্কর—১৩২, ১৩৩, ১৪৫, ১৬২
কুকিল—(ও>উ)—১৪১
কর্পটী—১৪৬
কুটী—(অ>উ) ১৪১, ২০১
কটক—১৫২
কথঞ্চিত—১৫১, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৪
কচালস্ত—না. ধা. আ. প্র., সম্ব ১৬৬, ১৯০
কক্ষস্থল—১৮১
কালাবস্ত্র—১৮১, ১৮৩, ১৮৪
কাকলিতে—বি. ১৯১, ১৯২
কোল দেওয়া—প্র. কোল দিল, ১৭১

খান—২
খানি—প্র. কৈন্যাখানি, ৩২, ৩৩
খেদান—(বিতাড়ণ) আ. প্র. ৫, ১০৭, ১৮১
খাউক—অনু. ৭, ১১
খসাইয়া—৭, ১০৫, ১৩০, ১৩৮
খাটপাট—১০
খসা—(দংশন), প্র-যদি খসে নাগে, ৯, ১০৫
খাট, খট্টা—১২, ১৭
খ্যাতি—বি. প্র. হইলেক খ্যাতি, ২০
খেলি—বি. ৪৪
খল—৪৫, ৫৬

CENTRAL LIBRARY

খাবাইল—নিজস্ব, অতী ৬১
খুর—৬৭
খলখলি—৮১, ৮৯, ১০১
খঞ্জন—১০৭, ১০৯
খর্পর—১১৮
খনিয়া—(খনন করা) না. ধা. ১২৩
খেড়ি—১৪০, ১৪৮
খদ্যোত—১৬২, ১৬১
খাণ্ডা—১৮১
খেলিয়াল—১৮১

গাও—১৯, ১১৫, ১৩৯
গাএ—ক্রি. ২, ৩৬, ৬৩, ১৪৭
গতমাত্র—১০৭
গোয়াইল, গোয়াক্রিল, গঞ্জাত্রিল—৪, ৬, ৩২, ১১৫, ১৪০, ১৪৭, ১৮৯
গোচর—৬, ৯, ১০, ২৭, ৩৩, ৫৪, ১৮০, ১৮৭
গালি পাড়া—৬, ৮, ১৩৮
গণা—৬, ১৮, ৫৮, ৯৫, ১৬৮
গণদি—বর্ত ম. পু. এক/বহু ৩৯, ১৬৭
গলাএ—অধি-এ-, ৬
গুণাইল—না. ধা. ৪৭, ১৬৮
গড়—৯, ১৩১
গড়ঘার—৯
গোটা—প্র. বৃক্ষগোটা, ১০, ৩৭, ১৪৭, ১৫৩, ১৭২
গোসাঞি, গোসাই—১২, ৫৪, ৭৪, ১২৩, ১৫২, ১৯১
গিয়াছিল—অতী, উ.পু., ১ব প্র. আহ্মি গিয়াছিল, ১৭
গন্ধর্ব বিহা—২১
গহীন—প্র. গতি গহীন, ৩৩, ৩৬, ৪০, ৯০, ১৭০
গলাত—অধি-ত-, ৩২
গৃহত—অধি-ত-, ৬৪
গিছিলা—যৌ. ক্রি. অতী. ম. পু. এক, ৩৮
গড়ি দিয়া—৪০
গড়াগড়ি—১৪৫, ১৮২, ১৯২
গাঢ়—৪২
গুম্ফাদিসাধিকা—৪৭
গুড়ি—৬১
গ্রহিব—না. ধা., উ. পু. ভবি. ৬৫
গুপ্ত—৭৯
গোলক তনয়—৮৬
গোক্ষুর—১৩০, ১৪৮
গুণেযুত—১৫২, ২১১
গুয়াপান—১৭৭, ১৯১
গোফদাড়ি—১০৭, ১৮০, ১৮৪, ২৮০, ২৮১, ৩০১
গোঠেত—১৮৪, ৩১৮, ৩৪৯

ঘর্ষিত হওয়া—প্র. হইল ঘর্ষিত, ৬, ২২, ১৩৮
ঘুনাঘুনি—(কানাকানি), আ. প্র., ৮
ঘা (আঘাত)—৮, ১৯, ২৪, ৭৯, ৯০, ৯৭, ৯৯, ১৫০
ঘরণী—১০
ঘট—১৬, ৯৫, ১১৬
ঘটদৈত্য—৬১
ঘূর্ণিকা—৬৩
ঘৃণা বাসা—(ঘৃণা করা) ৩৬

চূড়া—প্র. মোহন চূড়া, ১
চলহ—অনুজ্ঞা, ৪, ১৫, ৬৩, ৭২, ১১৭, ১৬৭, ১৮৪
চিন্তহ—অনু. ৯৬, ১০৭, ১৩৬, ১৬০
চিন্তা পাওয়া—১১৭, ১২৫, ১৪৮, ১৬৮
চাহিয়া—প্র. শুভক্ষণ চাহিয়া, ৫, ১১, ১৫, ১৬, ২২, ২৭, ৪১, ৫৮, ৮৫, ১১৬, ১২০, ১৬১, ১৭৪, ১৭৭
চকিত—৭
চক্রব্যূহ—৮

চিন—(চিহ্ন>চিন), ৮, ১৭, ২৩, ২৭, ৩৬, ১০৪, ১০৫
চর—১০, ১৭৪, ১৭৭
চাপড়—১০১
চামর—১৪, ১১৭
চক্ষু পাকান—১৯
চতুর্ভিত, চারিভিত—(দিক), ২১, ৯৪, ১৬১
চারিদিগ, চতুর্দ্দিগ (ক>গ)—২১, ২২, ৫০, ৮৩, ১১০, ১১৬, ১২৪, ১২৭, ১৫৩, ১৯৪
চাপ—(পংক্তি) প্র. চলে এক চাপে, ২১, ৬৪
চাতুরী—বিণ. প্র. চাতুরী বালী, ২৯, ৫৬
চমৎকার হওয়া—প্র. লোক হইল চমৎকার ৪৩
চুম—৫৪
চতুরঙ্গ—৭৯
চর্ম্মদড়ি—৮৫
চতুর্ধাস্ত—৮৭, ৮৮
চিড়িল—৯২, ১২৭
চিকিৎসিল—না. ধা., ৯৩
চক্র—৯৫, ১২৬
চতুরা—৯৪
চাতর—৯৫
চঞ্চরে—১১২
চড়ন্তী—১৫৩, ১৮০
চত্বর, চত্বরা—১৫৮
চতুর্দ্দোল—১৬৪
চুরমার—১৭৩
চাচর—(সর্বত্র আনুনাসিক লোপ) ১৮২
চেড়ী—১৮৬

ছলিবারে, ছলিতে—না. ধা. অসমা, ১, ৬২
ছন্দোবন্ধ—২৩
ছটকে—২৪
ছিদ্র করা—(প্রকাশ করা), প্র. গুপ্ত ছিদ্র না করিব, ২৫
ছিদ্র পাওয়া—৬০, ১৮৯
ছেদিলে—না. ধা. ২৬
ছাড়—৪১, ৪৬, ৮২, ৯০, ৯৩, ১৮৭
ছাওয়াল—৫০, ৫১, ৫৪, ৬৭, ৭৬, ১৬৮, ১৮৭
ছাও—৫০, ৬৭, ৭৭
ছাওয়া—৯৪, ১২৭, ১৩৭
ছাত্রশালা—(বিদ্যালয়) ৯৪, ১৯০, ১৯১
ছাট—প্র. বাহর ছাট, ৯৯, ১৮৮
ছাড়মতি—১০২, ১৩৯, ১৪০
ছাড়খার—১১৮, ১৮৭
ছটফট—১৯২

জি—নিত্য বর্ত, উ. পু. এক, ৫৫
জিয়ন—১
জিনিবার—না. ধা. অসমা ৩, ১৩, ১৯, ১৭৮
জিজ্ঞাসি—না. ধা. অসমা, ৩, ১৪, ২১, ২৮, ৩৬, ৩৮, ৪৫, ৫২, ১২৯
জিজ্ঞাসিয়া চাওয়া—(জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা) ১০০
জুড়ি—৫, ৭১, ৮৫
জয়ীউপজয়ী—৫
জলছটা—২১
জলভিক্ষা—৬
জলপড়া—১০
জঞ্জাল—৭
জলিয়া মরা—প্র. দিবারাত্র জলিয়া মরিম, ৮
জঞ্জাল ঠেকা—প্র. ঠেকিব জঞ্জাল, ১৬, ২৬, ১১৮
জড়মতি—৮
জিরান—(বিশ্রাম করা), ১০
জিব—উ. পু., ভবি, এক ১০, ১১, ২৬, ৫০, ১৭৭
জিয়াও—অনু, ১০, ৬০
জিল—নিত্যবর্ত, ১৩, ৬০, ৬১
জিয়া—অসমা, ১৭, ৬১, ৬২, ৮১
জিয়ান—নিজস্ব, ৬১, ৬২, ৭৪, ৭৫

জানস—নিত্যবর্ত, ম. পু. তুচ্ছার্থে, ১৯, ৬৭
জানহ—অন্ত, ৩৯, ৪৯
জয়লক্ষ্মী—২৫
জুয়াএ—২৫, ৩৫, ৫৫
জানসি—নিত্যবর্ত, ম. পু. এক, ৯০, ১৫২
জালুয়ামণ্ডল—৪৪, ৪৫
জুয়া—৪৫
জাতকর্ম—৫০
জগজীব—৭৪
জন্মাই—অসমা ৯২
জয় পাওয়া—১০১
জন্মান্তরি—১০৯
জিয়তে—বি. ১৫৪
জরজর—১৭৩
জড়াজড়ি—১৮৫, ১৮৬, ১৯২, ১৯৩
জানে—প্র. ভীম জানে, ৮৪, ১৬১

ঝারি—১৯, ১৫৫, ১৫৬
ঝি—৬২
ঝাটে—(ঝটিতি) ৫১, ৬২, ৬৩, ৮৬, ৮৭, ৯৩, ১০১, ১৫০, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪
ঝলমল—৬৭
ঝম্প—৭৫
ঝরা—৮৪
ঝঙ্কার—১৩১
ঝাকেঝাকে—১৬৮
ঝোটা—১৮১

টোপ—(তুণ), ৫, ৭, ১১৯, ১২১
টুটা—৬৯
টুকি দেওয়া—১৩৮
টিপা—১৮৮, ১৮৯, ১৯০

ঠাই—৩, ৬, ৮, ২২, ২৬, ২৭, ৩৩, ৬৭, ৮৮, ৯০, ৯৭, ১০০, ১০১, ১১৭, ১২৫, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৫১, ১৬৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১, ১৮৮, ১৯০, ১৯১
ঠান—৬৮, ৮৮, ১৬৪
ঠেকা—৭, ৯৭, ১৩৫, ১৩৭
ঠেলা—৬২, ১৮৫, ১৮৬, ১৯২, ১৯৩
ঠেলাঠেলি—৬০, ১৯২, ১৯৩
ঠোকাঠোকি—৮২
ঠনঠনি—১২৭, ১৫০, ১৯২, ১৯৩
ঠাকুরালি—বি. ১৩৮, ১৬২

ডর—৪, ৯, ১১, ২৯, ৮৯, ৯১, ১৫৪, ১৬৮
ডর লাগা—প্র. লাগে ডর, ৩৩
ডরান—না. ধা. ১১, ২৯, ৪২, ১৩৪, ১৮০, ১৯৫
ডর বাসা—প্র. ডর বাসি, ৭৩
ডাক ছাড়া—১১২
ডোল—১৬১
ডেহিয়া—(ডিঙ্গান), আ. প্র., অসমা—১৬৮, ১৬৯
ডমরু—১৮২, ১৮৩

ঢঙ্গ—৩১, ৩২, ৬৮
ঢোল—৪, ৫

ত—(নিশ্চিতার্থে) অব্যয়, ৯, ১২, ১৪, ২৪, ৫৯
তর্পণ—১
তথ—(ত>থ) ২১, ২২, ৪৭, ৫২, ৫৮
তপফল—১
তেঞি—৪৯, ৮৪, ৪৫, ১৮১
তান, তানা, তাহান—১মা, এক/বপু, সম্ব, ২, ৮, ১৩, ১৭, ২০, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৮২, ৮৩, ৮৫
তানে, তাহানে—সম্ব, কর্ম-এ-, ১৫, ২৮, ৩৭, ৫৩, ৫৭, ৬৩, ১১৯, ১২৩

CENTRAL LIBRARY

তুহ্মি—৪, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২৩, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৬, ৩৮, ৩৯
তাহ্মা, তোহ্মা—ষষ্ঠী, এক, ৪, ৭, ১১, ২৩, ২৪, ২৮, ৩৮, ৪৬, ৫৬, ৭১
তোহ্মাক—২য়া, এক, ১৭, ২৬
তোহ্মার—ষষ্ঠী, ৪, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৫, ১৯, ২০, ২৩, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৭, ৩৯
তোহ্মারে—কর্মে—রে., ১০, ১১, ১৫, ১৬, ২০, ৩১, ৪৬
তোহ্মাত, তোহ্মাতে—২৩, ২৮, ২১, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৩, ৩৮, ৪৭, ৬১
তুই—তুচ্ছার্থে ৬৯, ৮৭
তোক—তুচ্ছার্থে, ৩৯, ৪২, ৮৮
তরে—১৭
তারা—(তাহারা), ১৪
তাক—১২, ৩৯, ৬০, ৬১, ৮৯, ১০১, ১০৭, ১৬৭
তলে—১০, ১২, ৯৩
তিষ্ঠা—৬, ১১, ২২
তিষ্ঠাযুক্ত—৬
তাপ পাওয়া—৭
তাপ লাগা—৭
তাপিত হওয়া—৪০
তপসিয়া—(তপস্বী) ৬
তাত, তাথ—৪৪, ৪৭, ৪৬, ৫০, ৫৪, ১৩২, ১৩৩
তে—৬, ১৬, ১৭, ১৮, ১২০
তেন—২২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ১১০
ত্বরাত্বরি—৭, ৬১, ৭২, ৭৩
ত্বরমান—১০১, ১১১
তুল—১০, ১৭, ৭৯
তোলহ—অনু, ৭৬
তাপিনী—১১, ৫৬
তর্পিল—না. ধা., নিত্য অতী. প্র. পু. ১১, ২৯, ৩৪
তরাস—১২, ৭২, ১০১
তথাকার—১৯৩, ১৯৪
তথাপিহ—২৩, ২৭, ৪৮, ১০১, ১০২, ১০৯, ১৬৭, ১৯০, ১৯১, ১৯৩
তথা, তথাএ—২৬, ২৭, ৩২, ৪৫, ৫০
তথাচ—৬৯, ৭১, ৭২, ১৪৭, ১৫১
তাজহ—অনু, ৮৩, ৯০, ৯১, ১৪৭
তাজএ—না. ধা., নিত্য বর্ত, ১২, ৪৬, ৫৩, ৬০
ত্যাগ—না. ধা. ৪১. ৪৬, ৪৭
তপোধন—১৩
তিরস্কারি—না. ধা., অসমা, ১৯
তৃষ্ণ হওয়া—প্র. তৃষ্ণা হইলে কাহাতে খুজিমু, ৩৭
তুহিন—৪৭
তেজা—৮০, ৯১, ১০৫, ১১৫, ১১৬
তেজেরাঙ্গা—৪৮
ততো—(ব>ভ., উ>ও) আ. প্র. ৫৫
তুরিত—(সত্বর) ৫১, ৫২, ৮৪, ৮৫
তেজবন্ত—৫৮, ৮৬, ১১৪, ১১৫
তেজমএ—৮৬
তুষিলা—না. ধা., ৬৯, ৮৮, ৯৭, ১১৩, ১২৬
ত্রিজগত—১২৫
ত্রিদশ—৭৩, ৭৪, ১১৮
ত্রিলক্ষ—১৬১, ১৬২
ত্রিলোকমোহিনী—৭৮, ১১৪, ১১৫, ১৬৪
ত্রিলোকঈশ্বরী—১০২
তাড়ণ—৮৪, ৯৮
তেমত—৮৯, ৯০, ১৫৭
তরা—না. ধা., ৮৯, ৯৮, ১০০, ১৪০
তমোহত—৯৫
তড়বড়ি—১০১, ১০২, ১২৮
তত্ত্ববেদ—১১০
তিতিলেক—১৩৩, ১৯৩

CENTRAL LIBRARY

তীর্থমন্ত—১৪৬
তীর্থ করা—১৬৮
তর্জনগর্জন—১৬৮
তেরছা—১৮০

থুওয়া—(রাখা) আ. প্র., ৫, ১০, ৪৪, ৫০, ৫৫, ৫৮, ৬৪, ৭৬, ৯৮, ১২০, ১৫৮
থরিল—(স্থির>). না. ধা. প্র. থরিল মনেত ৯৯
থর থর—৫, ৬, ১০৭, ১৫০
থরে থরে—(পর্যায়ক্রমে) ২১, ১৪৫
থাউক—অনু. ১৫, ১৬, ১১০
থোপা থোপা—২৩
থাকহ—অনু ৪৩, ৬৪, ৭৬
থাল—৮৮, ১৪৭

দশস্কন্ধ—১
দক্ষিণা—২
দরশন—৩, ৪
দগর—৪
দমা—৪
দেওয়া—প্র. অভয় দান দেওয়া ৫
দেওয়া—প্র খড়ি দিল ৪
দৈবগতি—৯, ৪১, ৪২
দৈবযোগ—৬, ২০, ২২, ১৬৬
দৈবদশা—৬, ১৮
দৈব অনুভব—১৬
দৈবধর্ম—৭
দশ—১৮
দিশ, দিশা—(সম্বিৎ, বুদ্ধি) আ. প্র. ৮, ৯, ১৫৬
দিগ—(ক>গ) ১৫, ১৭, ১৮, ৮৪, ৮৫, ১৬৮, ১৭০, ১৮৩
দুঃখ ভাবা—প্র. দুঃখ ভাবি মনে ৯
দংশন—না. ধা. অনু ৯, ১২
দণ্ড করা—প্র. মোরে কৈলে দণ্ড ১৯
দণ্ডবৎ করা—প্র. দণ্ডবৎ করিলেক ১০
দুহিতাপতি—১১
দেওয়ান—১৪, ১৫
দোসর—১৭
দুর্ধার—১৯
দুবিপাক—৪১, ৪২
দোষ খণ্ডন—প্র. খণ্ডিব সকল দোষ ২০
দিতা—ঘটমান অতী., ম. পু. আ. প্র. ১৪৯
দীঘল—২৪, ৩০, ৩৪, ৪৬
দেয়—অনু ৩৪, ৫৭, ৬২, ৬৯
দেহি—অসমা ২৪, ৩২, ৫২, ১৫৩, ১৯৪
দেহি—অনু ৫৪, ৫৫, ১৪৭
দুহে-৪৩, ৪৪
দুহান—২৪, ৩২, ৬৭, ৬৮, ১৬৭
দাহন—১১৮
দুয়ার—২৫
দৃষ্টি দেওয়া—২৭, ১৬৪
দেখহ—অনু ১০৪, ১২৭, ১৪৭, ১৬২
দ্রুমপাল—৩৫
দাণ্ডাইল— ৮, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৭৫, ৮০, ৮১, ১০৪, ১০৫, ১৮২
দ্বিরা—(বিলম্ব) আ. প্র. ৪৪
দ্বিজভট্ট—৪৪
দোসাধু—৪৪, ৪৫
দিকপট্ট—৪৯, ৫০
দিগম্বর—১৯৩
দিহি—(দিক) ৫৭
দুর্জয় হওয়া—৫৮
দৃঢ় (দৃঢ়)—৬২, ৬৪, ৬৫, ১৩৫, ১৩৬, ১৬৪, ১৬৬, ১৮৭
দহে—না, ধা, ৬৫

CENTRAL LIBRARY

দিয়া আছে—যৌ. ক্রি. ৬৭, ১০৮
দাড়ি—৬৮, ৬৯, ১০৭, ১৭৪, ১৮০
দুরাক্ষর—৭০
দোষ—না. ধা. প্র. দুষিল, (ও>উ) ৭৪
দির্ঘা—আ. প্র. ৮৪
দৈবা—(অপি) ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯৭, ১৩১, ১৫৭, ১৫৮
দুষ্টাচার—১৩৫
দুরাচারী—৮৮, ১৭৯
দীপ্তিকার—৮৯
দীপ্তিমান—১১৫, ১১৭, ১৬৮
দুর্দ্ধরিষ—৮৯, ৯১, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১৪, ১১৫, ১৫৭
দুর্ব্বার—১৬০, ১৬৬, ১
দেশান্তর—১০৩, ১৫৫
দর্পণ—১০৬, ১১০, ১১৬
দেবঋষি—১১২
দেবদত্ত—১১৯
দেবসন্তর্পণ—১২৩
দেবকার্য্য—১৬৩, ১৬৪
দ্বিজসন্তর্পণ—১২৩, ১৪৬
দুঃখিতের—বি. ১৫২, ১৫৩
দ্বিজরাজ—১৫৫
দণ্ডধর—১৭৭
দণ্ডপাল—১৫৯
দণ্ডপাণি—১৬৪
দীপতি—স্বরভক্তি ১৬৭
দিব্যমান—১৬৭

দৈবমানা—অপি ২৭, ১৩১
দৈন্য—অপি, ৩, ৪, ২৭, ৮৭, ৯৪, ১৩১, ১৬২, ১৫৩, ১৬০, ১৬১
ধাএ—৬
ধাই—অসমা, ৩, ৬
ধামালি—৫
ধরফর—৬, ৯
ধ্যান করা—৭
ধ্যানবন্ত—৩৪
ধ্যানলগ্ন—২৫
ধর্ম্ম শুনা—২৬
ধর্ম্মঅনুষ্ঠান—১৪৯
ধর্ম্মসঙ্কুচিত—৪৫
ধর্ম্ম বাএ—১২৪
ধর্ম্মপত্নী—১০০
ধরা—(বস্ত্র) ৪৯
ধৈর্য্য করা—৬৩
ধিক করা—(ধিক্কার দেওয়া) ৮২
ধন্ধ—৮৭
ধরাজীবী—৯১
ধুতুরা—১০২, ১১৬
ধড়াকাছি—১০৫
ধৈরয—স্বর ১০৯
ধ্বজ, ধ্বজা—১০৯, ১১১, ১৩১, ১৩২
ধনচয়—১৩১
ধাই—১৩৭
ধুনি—১৩৮
ধুতরসা—১৪১
ধেয়ান—১৫৮
ধৃতি—১৬৪
ধনুরঙ্গটী—১৭৪
ধনুক—আ. প্র. ক-আগম ১৭৯

নওল—১১৪
নায়ক—১
নিস্তারণ—১, ৮, ৬৯
নাশিলা—না. ধা. ১
নির্ব্বাণ—প্র. সংসার নির্ব্বাণ, ৩

CENTRAL LIBRARY

নির্থাথ—না. ধা. ১০৩, ১৩২
নারা—(নঞর্থক ধাতু) ৩, ৮, ৯, ১৩, ২০, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৯, ৪৭, ৫২, ৮৩, ১২৩, ১৫৪,
নির্ব্বন্ধ—৬, ৮, ৯, ১১, ১৫, ১৬, ১৯, ১১২, ১১৩
নিরঞ্জন—১, ৪৭, ১৬৯
নষ্ট করা—৭
নিঠুর—৮
নেও, নেয়—অনু ১০, ১৩, ১৩৪
নৈরাশ—য-লোপ, আ. প্র ১০, ১৩, ৩৫, ৩৬, ৪৫, ৬৮, ৮১
নির্গম—১২০
নিদান—১২, ২১
নিরোধ—১৪, ২০, ২৩, ৩৫
নিকল, নিকাল—(তু. হিন্দী) ১৫, ৫৭, ৯৭
নিরক্ষি চাহিল—১৬, ৪৮, ১৬৫, ১৬৬
নিরীক্ষণ—(অন্বেষণ) প্র. জল নিরীক্ষণ ২৩
নিরীক্ষণ—না. ধা. প্র. নরিক্ষন্ত ৩২, ১৬১, ১৬৫
নিষেধ রাখা—১৬
নাশের অন্তর—(নিমিত্ত) ১৮
নিষেধ—না. ধা. প্র. নিষেধিলাম ১৯, ২১, ৩৯
নাদ—না. ধা. প্র. নাদে—২২, ১৫২
নিবেদন—না. ধা. প্র. নিবেদিয়া, অসমা ২৫, ৬৫, ৮২, ১৩০, ১৫২
নি—অব্যয় (বিস্ময়-জিজ্ঞাসাসূচক) আ. প্র. ২৬, ৩২, ৩৪, ৪০, ৭১, ৮৭, ১০৬, ১১৮, ১২৫, ১৩০, ১৭৪, ১৮৫, ১৯০
নিশাভাগ—২৭
নিকরুণা—আ. প্র. ৩০
নির্ব্বাহ—না. ধা. প্র. নির্ব্বাহিল ৩০, ৩৩, ৫৬, ১০০
নিবারণ—না. ধা. ৫০, ৬১, ১১৮, ১২৩, ১৩৪, ১৩৯
নিবারণ দেওয়া—৩৫
নিবর্ত্তিয়া—৩৭, ৮১, ৯৪
নিরাকুলি—৩৯
নিন্দস, নিন্দসি—বর্ত , ম. পু., এক, ৩৯, ৪০
নিয়ম করা—৪১, ৮৭, ১৪৯
নাত—(থ>ত) ৩, ৪১, ৭৭, ৯৫
নিরশন্ত—৪৫ ৬১, ৭৭
নিশাদ—৪৭, ৮৮, ২০১
নিয়োজিলা—না. ধা. ৪৭, ৫৮
নৈরাকার—(ই>ঐ) অ. প্র. ৪৭, ৪৮
নর্ত্তকিনী—৫৫
নমস্কারে—না. ধা. ৫৯, ১১১, ১৩২, ১৪০, ১৪৯
নানান—আ. প্র. ৫৮, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২৩, ১৭০, ১৭৯
নাগরী—৬৫, ১১৬, ১৭৮
নারীলোক—১১৫
নিরাতঙ্ক—বি ৭৬, ১০১
নিবৃত—(নিভৃত) ৭৬
নপুংসক—৮০, ৮১, ১৭৯, ১৮৪
নামা—৮৪
নেহা—১২৬
নিয়াছিল—যৌ. ক্রি. ৮৯
নীতিব্রত—৮৮
নিঃশ্বসিয়া—৯৫
নির্ব্বলী—৯৬
নৃপচয়—১০০
নীত—(ই>অ), ১০০, ১২৩
নির্ঘাত—১০৭, ১১৭, ১০৭, ১৩১, ১৩৭
নীলমণি—১০৭
নাগেশ্বর—১১৬
নাহসি—(তুচ্ছার্থে) ১২৭, ১৮৮
নিমন্ত্রণ—না. ধা. প্র. নিমন্ত্রিল ১৩৩
নাহে—(অ>আ) ১৫২, ১৫৪
নপুর—(উ>অ) ১৫৬
নিয়োজহ—না. ধা. অনু ১৫৮, ১৮৭
নিবসতি—১৭৮

CENTRAL LIBRARY

নাটুয়া—১৭৯, ১৮০, ১৮৩
নির্লজ্জিত—বিণ, ১৮৭
নির্বিহিত—১৮৯

প্রণাম—প্র. প্রণমহ, না. ধা. নিত্য বর্ত, উ. পু. এক, ১, ২, ৩৮, ৬১, ১৬৪
প্রজাপতি—১, ৩
পত্তন—১
পালন—না. ধা. ১৩, ১৫, ১৭, ২০, ৬২, ৬৬, ৬৭, ৮৬, ১৮৩
পালন—প্র. জগৎপালন ১, ২
পরিধান—বি ১
প্রকাশ—না. ধা. ৪৪
প্রকাশ—প্র. পুরাণপ্রকাশ ২
পরকাশ—৩৬
পরাহ্ন—(অর্থান্তর) পরবর্তীকালে, ২
পল্লব—প্র. নব পল্লবিত ২
পালনা—অ>আ, (কাব্যিক), ২
পলাই—না. ধা. অসমা ৩,
পণ্ডিত—প্র. সংগ্রামে পণ্ডিত ৩
প্রশংসন—(কাব্যিক) ৪
পুত্রেরে—কর্মে-রে, আ. প্র. ৪
পাটেশ্বরী—৫, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ৫৮, ৫৯, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮১, ১১০, ১১১, ১৪৯, ১৫১
পাঠ—না. ধা. ৫, ২০, ২৭, ২৮, ৯০
পঠ—অনু ৫৯
পাঠাও—নিজন্ত, ৯৪
পাত্রমিত্র—৫
পূরহ—অনু ৬৯
পূরা—না. ধা. প্র. পূরিলেক কাল, ৫, ৭, ২৪, ৫৬, ৮২, ৮৩
পূর্ণিত—বি. ৪৮, ৮৩. ১৬৩, ১৬৪
পুরীত—অধি-ত-, আ. প্র., ৭
—ম. ভা. ১০১
পরাণ—(অর্থ প্রসার) প্র. নাগের পরাণে, ৮
পর—প্র. মাথে হইয়া দুই পর, ১০
পরকার্য্য—৩৮
প্রাণী—অ>ঈ (কাব্যিক) ১০, ৭৯, ৮০, ১১২
প্রাণী—প্র. প্রাণী দিব, ৭৯
পরাণি—৪০, ৫২, ১৫৮
প্রাণে বাঁচা—প্র. প্রাণে বাচি যাও ১০
প্রাণ ধরা—প্র. শরীরে প্রাণ ধরি, ৪৬
প্রীতি—অ>ঈ (কাব্যিক) ১৩
প্রীতি হওয়া—প্র. বড় প্রীতি হইল ২৩, ৬২, ৭৩, ৬৪, ৯৫
পীরিতি, পিরীতি—১৩, ২৭, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৫, ৬৬ ৬৮, ৬৯, ৯০, ৯২, ৯৪, ৯৯
প্রীতি খেলা—প্র. প্রীতি খেলে ২৩
প্রবোধ করা—১৪
প্রবোধ—না. ধা. ১১৪
পরায়ণ—১৪
প্রীতিযোগ—১৩১
প্রীতি করা—প্র. যার সনে প্রীতি করি ২৭, ৬৮, ৬৯
প্রীতি বাড়া—প্র. প্রীতি বাড়াইয়া ৩৫
পাশরণ, পাসরণ,—না. ধা. ১৫, ১৭, ১৮, ২১, ৩২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৫৫, ৫৬, ৭৯, ১২৭, ১২৮, ১৫৩, ১৬৭, ১৯২
পাসর, পাসরোক—অনু ৩৪, ৩৫, ৯৪, ৯৫, ১২৭
পরতেক—(প্রত্যয়) আ. প্র. ১৫
প্রত্যয়—২০, ৩৯, ৪০, ১০৩, ১৬৯
প্রতীত—১৬, ১৭
পাকে পাকে—১৬
পোষবেহান—১৬, ৩৩
পুরুষবধ—১৭
পাত্র—ঋ>অ, প্র. মৃগপাত্র ১৮, ২৪, ৩৬
পোষণ—না. ধা. ২২, ২৩, ৩০, ৩৬, ৩৯, ৪১

পুষিয়া পালিয়া—২০, ২১
পৃথিবীত—অধি—ত-, আ. প্র. ২০, ৩৯
প্রমাদ ফলান—প্র. প্রমাদ ফলাইলেন রাজা ২০
পাই—অসমা ২২
পাছ, পাছু—২৭, ৭২, ৭৮, ৭৯
পুছা—২৩, ২৫, ২৮, ২৭, ৩৭, ৪৩, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭১, ৭২, ৭৫, ৮৩, ৯৬, ১২৫, ১৩৪, ১৬৯
পুছসি—বর্ত, ম. পু. এক. ৩৩, ৫৪, ৫৫, ৭৫
পাছাড়—না. ধা. ১৮৬, ১৮৮, ১৯১, ১৯২
পীনোত্তর—২৪, ২৫
পুত্তলী—২৪, ২৬, ১৬৪
প্রবোধ—না. ধা. প্র. প্রবোধিতে ২৪,
প্রবেশ—না. ধা. প্র, প্রবেশিল ২৫,
পরিহার—না. ধা. প্র. পরিহারি ২৫
প্রলাপ কথা—৫৮
পূর্ণিত—২৭
পাতকি—প্র. অঙ্গ পাতকি ধনী, ২৯
পিচাশী—বর্ণবিপর্যয়, ৩১, ৩২, ৫৩
পরিহাস্ত—অপি. ৩২, ৩৩
পি—ঘটমান বর্ত., উ. পু. এক., ৫৫
পী—পান করা (তু. হিন্দী.) ৩২, ৪০, ৫৫
পীবিতে—যৌ. ক্রি., ৪৩
পিয়াএ—নিজস্ব ৬০
পানি—(তু. হিন্দী) ৩৫, ৩৬, ১০৮, ১১৮
পরিবর্ত—অন্তব্যঞ্জন-ন-লোপ,৩৩
পাত্রি—(পানি) আ. প্র. ১৩১
পরিচিহ্ন—৩৪
পুনি, পুনিপুনি—৩৪, ৪৪, ৫৫, ৬০, ৬১, ৯৮, ৯৯, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১৩১, ১৪০, ১৪৫, ১৪৭, ১৫২, ১৬৫, ১৮১
পুনিহ, পুনরপি—১৪৮, ১৫২, ১৬৭, ১৭০, ১৮৮, ১৯২
পত্নীব্রত—৩৮
পত্নীত—অধি-ত-, আ. প্র. ৩৮, ৩৯
পাইছিলে—যৌ. ক্রি. ৪০
পাতিয়ান—৪০
পংশন—না. ধা. ৪০, ৭৪, ৭৫
পিউষ—পীযূষ>পিউষ, ৪০
পম্বেত—অধি-ত-৫০
পন্থ দেওয়া—প্র. বিপ্রে পন্থ দিল ৪২
প্রসঙ্গ—প্র. প্রসঙ্গ ছিল, ৪৩
প্রবন্ধ—১০১
পসারী—৪৪
প্রজালোক—৪৭
পদ্মযোনি—৪৮
পুত্রী—(পুত্রবান) ৫৫, ৫৬, ৮৯
পালাইছে—ফ>প. আ. প্র. ৬১, ৬২, ৬৮, ৯৯, ১২৩, ১৯৫
পিন্ধে—৬২
পৈত্র—অনু ১৮৮, ১৯১
পশিম—৬৩
পাশএ—৬৩
পতিবাহ্রা—৬৫
পূর্ণমাসী—১৩২
পুটাঞ্জলি—৭২, ৭৩, ১১৫
পোথা—৭৯, ৮১, ৮৩
পিণ্ড—৮০, ৮৩, ৮৫
পয়ান—ঋ>অ, ৮০, ৮১, ১৫৩
পারণা—৮৮, ৮৯, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৪৬
পায়স—১৪৭
পরমান্ন—৮৮
পিষ্টক—১৪৭
পারগ—৯৩, ৯৪, ১৮২
পরীক্ষা চাওয়া-প্র. পরীক্ষা চাহিতে আইল ৯৪

CENTRAL LIBRARY

পৃথিবীমণ্ডল—১০৩
পাঞ্চজন্য—১০৯, ১১৯
পতাকা—১০৯
প্রকার—(গোপন, কৌশল) ১১০, ১১৬, ১৭৪
পঙ্করি—১১৭
পঞ্জর—১১৮, ১১৯
পুরইষ্ট—১২৬
পূর্ণ দেওয়া—১৩৪
পুণ্যি—অ>ই, আ. প্র. ১৩৪
পাশোয়াল—১৮১
পাশা—১৩৫, ১৪০, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৫, ১৮৯, ১৯০
পাশাপত্তি—১৩৭
প্রতিগামী—১৩৭
পত্যুত্তর—ঋ> অ, ১৩৮
পিপলী—(বৃক্ষার্থে তু. হিন্দি) ১৪১
পরিতোষ হওয়া—প্র. হৈব পরিতোষ ১৪৬
পুরস্কার করা—প্র. পুরস্কার করি ১৫৬
পুরস্কার—না. ধা. প্র. পুরস্করি ১৬১
পাষণ্ড হওয়া—প্র. পাষণ্ড হৈল বিধি ১৬৫
পট্টেত—১৬৪
পড়হু—বর্ত, উ. পু. এক ১৬৫
পাথরি—(পুষ্পদল) আ. প্র. ১৬৮
পাপমতি—১৭৪
পাপাশয়—১৭০
পরুতা হওয়া—১৭২
পরশ—না. ধা. ১৭৪
পাখালিয়া—(ধৌত করা) যৌ. ক্রি., আ. প্র. ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪
পাকান, চক্ষু—১৯২

ফটিক—১৩, ১৫৩
ফিরাইয়া দেওয়া—প্র. ঢোল ফিরাইয়া দিল ৮
ফিরেস্ত—সম্ব. ২৪
ফুকরি ফুকরি—৪০
ফোটাইয়া—১৯২
ফাফর—৬৭
ফালাএ—৭২, ৯৩, ৯৮
ফাল—বর্ণবিপর্যয় ৯৫, ১৩৭, ১৭০
ফণিপতি—১০২
ফুৎকার—১৪১
ফেলি—অসমা ১৮৭

বা—অব্যয় ১৭
বন্দম—না. ধা. বর্ত, উ. পু. এক, ১, ২
বিদারণ—না. ধা., প্র. বিদারিলা, ১, ২১, ৪০
বিদার—প্র. হিরণ্যবিদার, ১
বামন—১
বাখান—না. ধা. ৫২, ৭২, ৯৭, ১৩৪, ১৩৯, ১৬২
বাখান—বি. ২, ১৩, ২১, ২২, ৪৮, ৪৯, ৭২, ৯২, ৯৫, ১৫৩, ১৫৪
বিলক্ষণ—(সুন্দর) ১৭, ২১, ২২, ৩৩, ৩৪, ১১২
বিলক্ষিত—বি. ২, ৩
বিকাশ—না. ধা. প্র. বিকশি (অসমা), ২,
বই—(বিনা) ৫০
বিনে—৩, ২০
বিনি—৭, ৩৮, ৪২, ৪৯, ৮২, ৯২, ১২৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৭৪, ১৮৯
বাহন—৩
বাহা—(বাজান), আ. প্র. ১১৬, ১১৭
বসি—অসমা ৩, ৫২
বিদিত—প্র. তোক্ষা বিদিত ৪, ৮, ২৮, ৩৭, ৫৬, ৭৮, ১০৮, ১৪০, ১৭৮
বিদ্যমান—প্র. আনিল বিদ্যমান ৪, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২২, ২৩, ৫২

CENTRAL LIBRARY

বিদ্যমান—না. ধা. ৫২
বাজনি—আ>ই, কারিক, ৪
বিহা—৪, ১৫, ১৬, ২৩, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪২, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯ ৬২, ৬৫, ৭৫, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৮, ১১৪
বাদিএ—(বাদ্য) অপি, ৪, ৮১
বরিষ—৫, ৬, ১৭৩, ১৭৪
বরিষা—৮৭, ৮৯
বিশারদ—৫
বিসর্জ্জন—না. ধা. প্র. বিসর্জ্জিয়া ৬, ১০, ১১৩, ১২৪
বর্জ্জন—না. ধা. ২৫, ৪৩, ৪৫
বেহার—ই> এ, ৬, ৭, ১১, ১৫৩
বিচারি—অসমা. ১৫৫
বিচার—(অন্বেষণ) প্র. বিচারন্ত জল, ৬, ১৭, ২১, ২৬, ৩৮, ৪৩, ৪৮, ৫২, ৭৬. ১৬২
বিকল—না. ধা. ৪৫
বিকল—৬, ৪৫, ৪৬, ১৫৪
বিভোল—৪৫
বিবর্জ্জিত—৬
বেটা—৬, ৭, ১৮
বধ—না. ধা. বধিল ৬, ৯, ১১
ব্রহ্মঅস্ত্র—৫৩, ৬৭, ১৩০, ১৩১
ব্রহ্মবধ—১৮, ১৯
ব্রহ্মঋষি—১১২
ব্রহ্মতেজ—৭
ব্রহ্মদণ্ড—১৯, ২০, ৪৭, ১০১
ব্রহ্মধর্ম্ম—৭
ব্রহ্মকুল—৭, ৪১, ৯১
ব্রহ্মশাপ—৭, ৮, ১২
বিড়ম্বি—না. ধা. অসমা ৭, ৮, ১১
বাপবিড়ম্বন—৭, ১১
বাপস্থান—৮৭
বিবরণ করা—প্র. করিলেক এই বিবরণ ৭
বিক্রম—৮
বদরী—(ফল বিশেষ) ৯, ১৪০, ১৪১
বিপরীত—১৮, ১৯, ৫৫
বুদ্ধি বিপরীত—৯, ১৮
বচন রাখা—৯
বচন ধরা—২০
ব্যাজ, বেজ—১০, ১৯, ,২৭, ৮১, ১১৯, ১৪৭, ১৮৭
বুজিম—(ঝ>জ) আ. প্র. ১০
বিষয়ভাগ—২৬, ৩৬, ৯৯
বিস্মরিল—না. ধা. ১০, ৩৪, ৩৬
বিস্ময় হওয়া—১৬, ২১
বলি—অসমা ১০
বলিয়া—(দিকে) প্র. কাশীপুর বলিয়া চলিল, ৮১
বাম হওয়া—প্র. বিধি হইল বাম, ১০
বাপ—১০, ১১, ৩৬, ৪১, ৪২, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬৮
বাপু—১০, ১৫, ৬৩, ৬৮, ৯৬
বলিহ—অনু. ৪২, ৮৭
বোলহ—অনু. ১১. ৫৬, ৫৭. ৮৫
বৈসে—নিত্য বর্ত্ত প্র. পু. এক, ১১, ১৫, ২১, ২২, ২৫, ২৬, ৩০, ৩২, ৩৫, ৫২, ৬০, ৭২, ৮১, ৮২. ১৫৯ ১৬১, ১৬২
বৈস—অনু ১৫
বহুল, বহুলিত—১১, ২৩, ২৯, ৪৭, ৫৯, ৬৮, ৮৪, ৮৫, ১৩৭, ১৩৮ ১৪০, ১৫৮, ১৫৩,
বিকল—১১, ৭৯, ৮০, ৮৯
বরণ—না. ধা. প্র. বরি ১৩, ১৭, ৩৬, ৬০, ৬১, ১৩৪
বরহ—না. ধা. অনু ১৭, ২৭, ১০২
বড়হি—৩৭, ৬৭, ৬৮, ৯৬, ১১৫, ১১৬, ১৪১, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৯
বলবন্ত—১৪, ১৯

CENTRAL LIBRARY

বীর্য্যবন্ত—১৪
বুদ্ধিমন্ত—২৫
বুঝাই—অসমা ১৪
বুঝসি—বর্ত. ম. পু. এক ১৮৮
বুদ্ধিশুদ্ধি—১৫, ১৬, ১৮
বিপত্তিকাল—১৬
বার্ত্তা দেওয়া—১৬
বঞ্চ—(যাপন করা) ১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ৩৯, ৫০, ৬৭, ১০০, ১০১, ১৪৫, ১৫৫, ১৭৪
বঞ্চসি—বর্ত. ম. পু. এক. ৬৭
বিদ্যাধরী—১৭, ২৭, ১০০, ১১০, ১১৬
বেদ পরিমাণ—১৮
বাজ—১৯
বুদ্ধি দেওয়া—২০
বুদ্ধিহত—১৯
বেশ্যা—১৯
বর্দ্ধমান করা—২০, ২১
বশ্য করা—২০, ২১, ২২
বোল—বি. ৬৮, ৬৯
বোলাবুলি—(ডাকাডাকি) আ. প্র. ২১
বলি—(দিকে) প্র. সুগন্ধা বলি গেল, ২৩
বধ দেওয়া—১৮৭, ১৮৮
বিজুলি—২৪
বিজুরী—২৪
বিশিখ—২৪
বর্ব্বর—২৫, ২৭, ২৮, ৯০, ৯৫, ১৩৯
বাতুর—২৬
বিফল ভাব—২৬
বিচিত্র নির্ম্মাণ—২৭
বাঞ্ছা—না. ধা. ৭৭
বাঞ্ছা হওয়া—২৮
বিপন্ন—৪২
বিকার—২৯
বিধিবৎ—৩৬
বাসা—শূন্য বাসা, প্র. শূন্য হেন বাসম ৩৫
বাসা—প্র. ঘৃণা বাসা ৩৬
বোলাইতে—নিজন্ত (তু. হি. বোলান) ৩০
বিষয়ী—৩১
বিচ্ছেদ—না. ধা. ৩৩
বেষ্টি, বেঢ়ি, বেষ্টিত—৮, ৩৭, ৪১, ৪৭, ১০৭, ১০৮ ১০৯, ১১৭, ১২৭, ১৫৪, ১৫৫, ১৮১
বচন ধরা—৭১
বাড়িয়া আনা—প্র. তাহানে আন্তক বাড়িয়া ৩৭
বাক্য লওয়া—৫৫
বাক্য বলা—প্র. বাক্য না বলিল ৪০
বাক্য ধরা—৬৮
বার্ত্তা লওয়া—(খোঁজ লওয়া), ফিরি বার্ত্তা লইল ৪১, ৫৫
বিদায় করা—প্র. বিদায় কৈল দেশে ৫৭
বিবর্দ্ধন—৮৭, ১১৪
বাকপ্রযুত—৪৩
বানিয়া—৪৪
বন্ধা—৪১, ৭৮, ১৮৫
বান্ধা—৪৪
বনগামী—১৪০, ১৪২
বনচারী—৫৫, ৫৭, ১৮৮, ১৮৯
বিনয়তা—৫৪
বলয়—৫০
বৈরাগ—৯১
বাহুসি—বর্ত, ম. পু. এক. ৫৪
বেলি—৫৪, ৬০, ১০৮, ১৩৭
বাহে—(বাজায়), আ. গ্র. ১০৯, ১১০
বাহুড়ে—৫৯, ৬০, ১৬৮
বাদ—৬৪, ৬৫, ১৬৩

বৈঠা—৭৮
বধভাগী—৭৯
বিশ্বাসবিগ্রহ—৮০
বাহুতালি—৮১, ৮২, ১০১, ১০৫
বিমরিষ—১০৬, ১০৭, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৬৩
বিমোহরি—৮১
বিধিমত—৮৪, ১০৪, ১০৯, ১৭৮
বেড়া—৮৪
বিষনাড়ু—৯৩
বামা—১৩৮
বালি—(বালিকা) ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১৩৭
ব্রাহ্মণমেল—১০৭
বাণগণ—১৫০
বাণচয়—১০৭
বেদিকা—১০৯
বেদিকারতন—১০৯
বাদ্যভাণ্ড—বহুবাণ, ১১১
বরাকুদ্র—১১৬
বন্দ—ঈ>অ, কাব্যিক প্র. ১২৫
বড়াই দেওয়া—১৩৪, ১৩৬, ১৫৮
বড়ি—১৮৬, ১৮৭
বিচন—(বীজন) ক্রি., আ. প্র. ১৩৯
বিবুদ্ধি—১৩৯
বিবর্ত্তিয়া—না. ধা. অসমা. ১৮৫, ১৮৬
বহেরা—ফলবিশেষ, ১৪১
বধূখানি—১৪০, ১৪৫
বাসর—১৪৬, ১৪৭
বহুবিধি—অ>ই, ১৫০
বাউ—১৬৩, ১৬৪
বাত—(বার্ত্তা তু. হিন্দী,), ১৫০, ১৫৫, ১৬৮
বিশাল—প্র. নৃপতি বিশাল, ১৫৯, ১৬০
বিঘটন—১৬৩
বিবেকী—১৬৭
বিরোধ—না. ধা. প্র. বিরোধিল পথ, ১৬৯, ১৭০
বারান্তর—১৭০, ১৭১, ১৭৩
বারাহি—১৭১
বরাঙ্গনা—১৭৯
বনান—ক্রি. প্র. বনাইছে (তু. হিন্দী), ১৮৩
বৈয়াঘ্রপদ্ম—গোত্রবিশেষ ১৮১

ভার—১
ভাষ—(ভাষা>), ৫
ভাষে—না. ধা. ৩
ভণা—১৯৫
ভাতি—প্র. করি নানা ভাতি ৩, ৯১, ১১৭, ১৭৭
ভূমিথান—১৮১
ভরি—প্র. সভা ভরি ৩, ৪
ভেরী—১৯২
ভেসে—(বেশ) আ. প্র. ব> ভ, ৩
ভেপু—৪
ভ্রম হওয়া—২৮, ৩০, ৩৮
ভ্রমণ—না. ধা. ৬, ১৯, ৩৮, ৭৭, ৭৮
ভ্রমহি—বর্ত, ম. পু. এক ২৯
ভ্রমাইল, ভ্রমাইব—নিজন্ত ৯৪, ১০৪
ভাবে বুঝা—৬
ভাড়ান—প্র. লোক ভাড়িবার
ভাবট—(ভাণ্ডামি), ৬
ভবিতব্য যোগ—৬, ১৬১
ভস্মাকার—৭
ভাবহ—অনুজ্ঞা ২৬, ৩১, ১৩১
ভাবিআ চিন্তিআ—৮, ৯
ভাগ—প্র. তার মনে ভাগ, ৯
ভোগ—না. ধা. ৭২, ১০১, ১১১, ১৪৬

CENTRAL LIBRARY

ভেট—৯
ভেট—না. ধা. প্র. ভেটায় ৮৭
ভুবন—প্র. হস্তিনাভুবন (অর্থসঙ্কোচ) ১০, ১১, ২৫, ২৬, ৮৮
ভাঙ্গা—প্র. ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দান, ১৩
ভূমিগত—১৪
ভোল—১৬, ৮১, ৮৪
ভুঞ্জ—১৮, ৫৭, ১৪৮
ভগপীড়া—১৯
ভক্তি হওয়া—২০
ভেদ—না. ধা. প্র. ভেদিল ২৩
ভিত—(দিক) ২৫, ২৬, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৯, ১০৯, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৯
ভক্ষ্যভক্ষক—২৫
ভোর—প্র. রতিরসে ভোর ৩২
ভূতেশ্বর—১৪৯
ভাবি চাহি—(ভাবিয়া দেখা) ৪৮
ভজ্—১৫০
ভজহ—না. ধা. অনুজ্ঞা ৫৪, ৫৫, ৫৬, ১৬০, ১৬১, ১৬৫
ভালমন্দ—৫১
ভালমতে—৫৯
ভয়যুক্ত—৬৮
ভয়বাসা—৬৫, ৯৩, ১১৫
ভাড়—৭৬
ভাড়ান—৬৭, ৭৭, ১১৪
ভাড়হ—বর্ত, ম. পু. এক, ৭৫
ভাড়সি—বর্ত. ম. পু. এক. তুচ্ছার্থে ৯০
ভুজদর্প—৭৭
ভিন্দিপাল—অস্ত্রবিশেষ, ৮৩
ভৌম—অস্ত্রবিশেষ, ৯৪
ভাও—ভাব> ভাও, ৮৮
ভকত—স্বরভক্তি ৮৯
ভবিষ্য—৯৬
ভাঙ্গিয়া সমাজ—৯৫
ভাজন—৯৬
ভদ্রতনু—১০২
ভাঙ্গ—১০২
ভাঙ্গর—১০২
ভুঙ্গার—১৪৭
ভাগ্যবশে—১৫৭
ভূতস্থিতা—১৬৪

মালা—প্র. গলে বনমালা ১
মণি—প্র. কৌস্তভ মণি, ১
মারি—অসমা ১
মউর—ময়ূর>মউর, আ. প্র. মইর, ১
মজা—না. ধা. ১৮৬
মো, মুঞি, মুই—অবজ্ঞার্থে প্রথমা এক ২, ৪, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২৮, ৩১, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৮৬, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১১৩, ১১৪, ১১৭, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪
মণ্ডল—নৃপতি মণ্ডল ২, ১৫৩, ১৬৪
মণ্ডলী—বহুবচনার্থে প্র. দেবের মণ্ডলী ৩
মহাউগ্র—১৪৬
মুনিজনা—কাব্যিক প্র. ২
মহাযোধ—৮১
মহাবল, মহাবলী—১৯, ২৭, ৮১, ১৭৯
মহাবলবন্ত—৩
মহাতেজা, মহাতেজ—২০, ২১, ৮৩, ৮৮, ১০৬, ১২৯
মহাপরাক্রম—বি, ৩

CENTRAL LIBRARY

মহামানী—৫৮, ৫৯, ৮১, ৯৫, ১২০
মহাচণ্ড—৭৮
মনিষ্য—অপি, ৩, ৫০, ৫২, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৯৮, ১০০, ১২৭, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৪, ১৬০, ১৬৯, ১৭০, ১৮০
মাঞা, মাঝা—৩, ৪, ৬৭, ৬৮, ১৩৪
মায়াবী—১৯১
মৃদঙ্গ—৪
মন্দিরা—৪
মোহ—না. ধা. ৩, ২৮, ২৯
মহন্ত—১৫৩
মৈধ্য—অপি. ৫, ৭, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৮, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৬৪, ৭৬, ৮৪, ১১৫, ১১৮, ১২৬, ১৩১, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮
মজা—না. ধা. অসমা ৬১
মন পবন—৬
মন টলা—২৮
মহাঅস্ত্রচয়—৮১
মহাভাগ—৪৫, ৫১, ৫৪, ১৬৭
মহাজন—৬৬
মহাতপস্বিনী—পুং সম্বন্ধার্থে ৬
মহাস্বন্ধ—৭৮
মারা—ক্রি. ৭, ১৯, ৫২, ৫৩, ৯৯
মারহ—অনুজ্ঞা ১১, ৬৭, ১১৮, ১১৯
মাগা—ক্রি. ৬, ৭, ১৯, ৩১, ৫৭
মরা—ক্রি. ৮, ১০, ১৩, ১৪, ১৭, ৩৯, ৪১, ৫৫, ৬০, ৬১, ৮৩, ৮৫, ৯৬, ১২৫
মরিআস—পুরাঘটিত অতী, ম. পু. এক. ৩২
মেলা—ক্রি. ৬
মৈলে—অসমা. ৩৯, ৬১
মড়া—৬
মরণ দেখা—প্র. দেখএ মরণ ৩২
মোহ যাওয়া—২৬
মহোদধি—৭, ৮, ১৩০, ১৯
মৃগসিংহকরী—৮
মহাদেব—২৬, ৫৪, ৮০
মাঝ—৯
মাজা—প্র. মাজাখানি ১৮২
মায়া ধরা—৯
মায়া করা—৯
মনে ভাবা—৯
মনে বাসা—১৬৯
মোক, মোকে—২য়া ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৬১, ৬৭, ৮৮
মোহর, মোহোর, মোহার—ষষ্ঠী ১০, ২৭, ৩১, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫২, ১৭০
মতে, মোতে, মোহাতে—৭মী ১৭, ১৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪২, ৪৪, ৫২, ৮৫, ১৩০, ১৭০, ১৭৭
মহাজ্ঞান—১০
মহারোল—১৯৩
মৈস্য—মৎস্য>অপি. মৈৎস্য>মৈস্য, ৪৪
ময়—(পূর্ণ) প্র. ক্রন্দন হইল ময় ১১
মধুরস—৪৩
মৈন্য—অপি ৪৪
মদগর্ব্ব—১৪
মদান্ধ—৪৯, ৫০
মুগধ—১৯, ৩১, ৪৭, ৮২
মূঢ়মতি—১৯
মৌনব্রত—১৯
মৌনমান—১৭২
মুকতি—স্বরভক্তি ২০
মাও—৩০, ৩১, ৩২, ৩৬, ৪১, ৪২, ৫৫, ৭৩, ৯৩, ১০১, ১০৮, ১২০

CENTRAL LIBRARY

মলয়, মলয়া—২২, ২৩, ৮৪, ১১৫, ১৩৭
মলয়জ—৮৪, ১৩৭
মতিগতি—২৫
মর্ম বুঝা—২৫
মানা—ক্রি. ২৬, ৩২, ৫২, ৬৫, ৯৯
মাতল—বিণ—৩২
মঙ্গল রচনা—প্র. রচিল বিবিধ মঙ্গল ৩৭
মুনিহ—৩৭, ৩৯, ৫৪
মুলি—১৩৭
মধ্যস্থ হওয়া—৩৮
মল্ল—১০৩
মূর্তিমান—৩৮
মর্দন—না. ধা. ৩৯
মৈর্য্যাদা—অপি ৪০, ৪৭, ৬১, ৬৭, ৮০
মতি ফেরা—৪০
মুহূর্তেক—৮৮
মুহূর্চ্ছিত—৪১, ৭০, ১৪৬, ১৫০
মেল—প্র. দেব মেল ৫০, ৬২, ৭৮, ৯২, ১০৪, ১০৭, ১১৮, ১৭৯
মেলানি—৬২, ১১৮, ১১৯, ১৩৫, ১৬০, ১৬৩
মুনির সমাজ—৫৮
মুনি সন্তর্পণ—১৪৭
মুষল—অস্ত্রবিশেষ ৮৩, ১৯২
মইরে—(মরিয়া) আ. প্র. ৮৪
মহামত্ত—৯০
মহাসত্ত্ব—৯৩, ৯৭, ৯৮, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১৫, ১২০, ১৪৮
মন্ত্রীভাগ—৯৬
মহীপাল—১৭৮
মৃগমদ—১০৯, ১১০, ১১৬
মন্দার—১৩০
মন্দাদর—১১০
—ম. ভা. ১০২
মন্দানল—১১৭
মেকলা—১১৬
মুটুকামুটুকি—১২৭, ১৯২
মুকান—প্র. মুকাইল কেশ, ১৪১

যতি—অ>ই, ৮৫, ১৫৩, ১৫৪
যতেক—৩, ৪৩
যথেক—১৮, ৪০
যথইতি—(যাবতীয়) ৪১, ৪৩, ৪৫, ১১৭, ১২৩, ১২৮, ১৪৭
যথ—ত>থ, আ. প্র. ৩, ৭, ১২, ১৪, ১৬, ২১, ২৫, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৬৩, ৯১, ৯২, ১০৪, ১০৬, ১০৯, ১১৬, ১২৫, ১৩৭
যথাত—অধি-ত-, ২৬
যথতথ—যত্রতত্র>, ৮৬
যথাতথা—৩, ৮
যাবৎ—৩
যাথে—ক>খ, আ. প্র. ২৪
যুবরাজ—৫
যেমত তেমত—১০, ১২১, ১২৩
যেনমত—২২
যোবতী—উ>ও, ১৩
যজ্ঞেত—অধি.-ত-, আ. প্র. ১২, ১৩
যাইল—সাধারণ অতীত, প্র. পু. এক. ৩৬
যাম, যামু, যাইম, যাইমু—ভবি. উ. পু. এক, আ. প্র., ১৮, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ১২৮
যাইবার—নিমিত্তার্থে, ৫৫
যুতে যুতে—(পংক্তিবদ্ধভাবে) ২১
যথাস্থরি—২৬
যদ্যপিও—২৭
যুক্ত—ই>অ, প্র. যুক্ত করিব ২৭, ২৮, ৩৭, ১২৭

যুকত—স্বরভক্তি ৯১
যুয়াএ—না. ধা. ৩১, ৩৬, ৩৯, ৪৭, ৫৩, ৫৬, ১৭৩
যাচে—না. ধা. ৪৫
যুঝা—বি. ৫৩, ৫৪, ৮০, ৮১
যুঝা—না. ধা. ৮১, ৮৩, ১১৯, ১৩১, ১৩২
যুঝিবার—নিমিত্তার্থে, ১১৯, ১৩০, ১৩১
যেহৌক সেহৌক—৬৬, ৬৭, ১৬০
যোঝাযুঝি—১৯২
যোজনগন্ধা—৭৭, ৭৮, ৭৯,
যুগিনী—ও>উ, ৭৯
যদবধি—৮৫, ৮৮, ৮৯
যুধ্যমান—৯৯
যুক্ত দেওয়া—১০৭, ১২১, ১২৬, ১২৭
যোগাসন—১৪৯

রামকৃষ্ণ—রাম (বলরাম) ও কৃষ্ণ ১
রাজঋষি—১১২, ১১৪, ১৩২
রচনা—না. ধা. ২, ৩
রৈল—রহিল>রৈল, আ. প্র. ১২, ৬০, ৬১
রৈথে—রহিতে>রৈথে, আ. প্র. ৮, ৪৮, ৮১, ১৯৪
রামা—১০৯, ১১৫, ১১৬
রাজকাম—৮, ৫৮
রৈক্ষা—অপি. ১১০
রুদ্রাক্ষ—৮, ১৮১
রাজাপাল—১৯৪
রূপ ধরা—৯
রাজঋতু—১১৪
রাখিছিল—যৌ. ক্রি-১১
রাখৌক—৮৯
রসাতল করা—১১
রৈভ—রহিব>রৈব>রৈভ, আ. প্র. ১১৪, ১৫৭
রাখহ—অনু, ১২, ১৩, ১১৮, ১৫৭
রৌরব—(বিপদ) ১৪, ১৮৯
রাজসুহি—(রাজসূয়) ২০, ২১, ৭১, ৭২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৩০, ১৪৮
রীত—ই>অ, ২৪, ৫৫, ৫৬, ১৪৮, ১৮২
রজঃস্বলা—১৫১
রাজভক্ষ্য—২৬
রসকলা—১৮৩
রতিকলা—১৯১
রাজাক—কর্মে-ক-, আ. প্র. ২৬, ৫২, ৫৫, ৬৬, ৬৭
রাজাত—অধি-ত-, আ. প্র. ২৮
রাজাস্পদ—৯১, ৯৫, ৯৬
রাজবংশ—প্র. উদ্বেত রাজবংশ ৩৬
রাজপত্ন—৮৩
রুচএ—না. ধা. ৩১, ৫৬
রাক্ষসেহ—গুরুত্ব প্রদানে হ-৩১
রাজপাট—৫২
রঙ্গ চাওয়া—১২৭
রঙ্গ—৩২, ৩৩, ১৫৩, ১৫৯
রাগরঙ্গ—৩৩
রথান্তরি—৩৪
রাঙ্গাখানি—৪৩
রাতুল—৪০, ১৩২, ১৩৩
রাতুল মণি—১৩৩
রোল—৮৪
রাও—(কথা, শব্দ) আ. প্র. ৪০, ৪১, ১৪০
রৈছ—যৌ, ক্রি, ৬২, ১৬৭
রহিবার—নিমিত্তার্থে ৪৩
রভস—৫৬, ৫৭, ১৩৯
রহস্য কথা—১২০
রহস্য পালন—৯৪
রূপিল—না, ধা, ১০৬
রূপ অন্ত—১৩০

CENTRAL LIBRARY

লীলা—১, ১০৭, ১৫৬
লীলা করা—৫৬
লাঞ্ছন—১
লইয়া বসা—৭
লড়—(দৌড়) ২১, ৪২, ৪৩, ৫০
লড় দেওয়া—৯, ৪২, ৪৩, ৫০
লড়ে বরাবরি—২১, ১৩১
লই—অসমা—২০, ২১, ৩৪, ৪২, ৫১, ৫৫, ৭৭, ৯৪
লইআছে—যৌ, ক্রি, ১৩
লজ্জা ভাবা—৬৭
লজ্জা বাসা—১৮
লৈক্ষ, লৈক্ষা—অপি ১০, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১৪, ১৭২, ১৭৩, ১৮৫
লৈক্ষণ—অপি ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৪৯, ৫৪, ১৫৫
লাখি—১৮৮, ১৯২
ললাটলিখন—১৮
লণ্ডড়—৬৯
লেখা নাই—(সংখ্যাহীন) ২১
লক্ষ্য—না. ধা. ৪৩
লক্ষিত হওয়া—২২
লাভ—না. ধা., প্র. লভিবা ২৩
লেপন—না. ধা., প্র. লেপিছে ২৭, ৮৬
লেপি—অসমা ২৯
লঙ্ঘন—না. ধা. প্র. লঙ্ঘিলেক—৩৬, ৫৬, ১০২
লাতিন—ন>ল, ৩৩
লাতিনী—৩৩
লবনি—ন>ল, ৩৪
লুকাই—অসমা ৩৮
লোকনাথ—৫৫
লোকবাণী—৩৮
লোকপাল—৮১, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩
লোকেত—অধি-ত-, ৪১, ৮৬, ১১১
লাজ—প্র. কোন লাজে, ৩৯, ৯৫
লাজ বাসা—প্র. কৈথে বাসি লাজ ১৪৫
লক্ষ্য লওয়া—(অবলম্বন) ৪১
লোমাঞ্চ—র>ল, আ. প্র. ৪৮, ৫৭
লাগ—(নাগাল) লগ্ন>লাগ, আ. প্র. ৫১, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, ১৮৫
লড়ালড়ি—১২৮
লড়িলে—প্র. পানেও লড়িলে চুণ ৫৬
লড়া—না. ধা. ১৩১, ১৬৯, ১৮১
লগবতা—১২৩, ১২৪
লাঘবতা—১৫১
লাঙ্গুড়, লেঙ্গুড়—১৬৭, ১৬৮, ১৬৯
লড়িদড়ি—১৮৪

শকতি—স্বরভক্তি ১, ২০
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—১
শরচয়—১০৭, ১৪১, ১৭৩
শরশ্চয়—১৩০, ১৪০
শীঘ্রগতি—৪
শরবন্ধ—১৩১, ১৪১
শিঘির—(শীঘ্র) আ. প্র. ১২৮
শুথাইল—না. ধা. ৭
শাসন—না. ধা., প্র. শাসিয়া ২১, ৫৮, ১৮০, ১৮১
শাপ দেওয়া—৭
শাপ—না. ধা. প্র. শাপল ৬২, ৬৪, ১৭২
শঙ্কা করা—প্র. জামাতা বলিয়া নাগ শঙ্কা না করিবা ৮, ৯
শোভমান—৯
শুনহ—অনু ১৫, ৫৪, ৬৪, ১০২, ১৪৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬২, ১৬৮
শিরে করা—১৫
শান্তি—প্র. মনে নাহি শান্ত ১৬

শূন্য—১৯
শৃঙ্গার—১১৩
শুদ্ধি—(বুদ্ধি) ২৩, ৬৬, ১২৪, ১০৫, ১৩৮, ১৯২
শপথ লাগা—২৭
শ্লাঘা মনে—৬৮
শ্লাঘা করা—৩৭
শাস্ত হেতু—৪৫
শান্তা হওয়া—৪২
শান্তান—না. ধা. ৬৩৮২, ১০৯, ১১৬, ১৩৯, ১৫৭, ১৬৭
শান্তহ—অনু, ১৫৭
শুণ্ডী—৪৪, ৪৫
শৌণ্ডীএ—কর্তৃ-এ-৪৪
শ্রুতিমূল—৪৪
শব্দ—৮৬
শাক—৯০
শাল—১৭৯
শিরীষ—৫০
শুভাচারী—৫৫
শিল্পীকার—৮৪
শ্রমগত—৮৯
শনৈশ্চর—১৫৪
শতাশতি—আ. প্র. ১৯২
শালা—১৯২
শুণিত—(শোণিত) ১৯৩

যাইট—৩
ষোড়শী—৮৮

সিদ্ধি—৩০, ৯৩
সিদ্ধি হওয়া—প্র. সিদ্ধি হইল কাজ, ২৮
সিদ্ধিদাতা—১
সোবর্ণ—উ> ও, ১৬, ২৭, ৮৪, ৮৮, ১০২, ১০৯, ১১২, ১১৬, ১২৯, ১৩১, ১৩৪, ১৬৮
সোন্দর—উ>ও, আ. প্র. ১, ৬, ৯, ১৫, ১৬, ২০, ২৩, ২৬
সোন্দরী—উ>ও, আ. প্র. ৪, ১৩, ১৫ ১৭, ১৮, ১৯, ২৬, ১৯, ৩৮, ৫৪, ৮২, ৮৬, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১৪৬, ১৫৫, ১৫২, ১৬৫
স্তবন—১, ৭
সমেত—৪০
সম—অর্থান্তর—প্র. কৈন্তা নমে ৪, ১২, ১৩, ৪০, ৪২, ৪৩, ৫৮, ৬১, ১৭২
সমুখ—২৯
সমোসর—(সমান) ২, ১৮, ২০, ৯৩, ৯৬
সকলি—কাবিক-ই-৩
সুরতি—১৮
সংহতি—অর্থান্তর. প্র. কৈন্তার সংহতি ৪, ৬, ৯৯, ১৬৭
সন্তাপ—১৭
সে—অব্যয় ৪, ১২, ১৮, ২০, ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৩৯' ৬১, ৭৪, ৮৩, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১১৭, ১২০, ১৫৫, ১৫৬, ১৮৫
সর্ব্বথা—৪, ১৪, ২৭, ৫১, ১১০, ১৫৫, ১৫৭, ১৬০
সানাই—৪
সঙ্গতি—(সংহতি) ৩৮
সানন্দিত—৪
সানন্দ হওয়া—৯২
সমর্পণ—না. ধা. প্র. সমপিয়া, অসমা. ৪, ৮, ৯, ৫৪
সভা—প্র. পণ্ডিতসভা ৫, ৯৩
সভাখণ্ড—৭, ১৪
সভাচর—১০৫, ১০৯, ১৪০
সম্বোধন—না. ধা. প্র. সম্বোধিয়া, অসমা. ৫, ১৬, ২৮
সমাধি—৬
সমাচার—৭, ১৫
সম্বাদ—৮, ৫২

CENTRAL LIBRARY

সহস্রাক্ষ—৭
সংশয়—অর্থান্তর (বিপদ) ৭
সৈন্ধ্যা—অপি, ৯৮, ৯৯, ১০৭, ১০৮
সৈত্য—অপি, ৭, ১৫, ১৮, ১৯, ২৫, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫৬, ৬১, ৯৮, ১১৩, ১৩৭, ১৩১
সৈত্য করা—৫৬
সৈত্যহীন—৩৮
সৈত্যবাদী—৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১, ১৫২
সৈতবন্ধ—৮৬, ৯১
সন্তোষ হওয়া—২৭
সাক্ষী করা—৭
সার করা—৮, ১০, ১৫
সঞ্চার—না. ধা. ৪৮, ৪৯, ৬৮, ৭০, ১৫০
সঞ্চার করা—৯
স্নেহা—১৫৩
স্রব—১১
স্রবিল—৩৭
সুবেশ—১৩
সুহাস্য—৩৩
সমান করা—১৩
সুবদনী—১৮, ৩৬
সর্ব্বনাশ হওয়া—প্র. হইলম সর্ব্বনাশ, ১৯
সদন—১৪
সন্নিধান—২৭
সাতপাচ—১৫
সব—১৫, ২৫
স্ত্রীমদ—১৯
সৈংখ্যা-অপি. ২১, ২২, ২৩, ৫৮
সৈন্ন্যাসী—অপি. ৪৯, ৫৬, ১৪৬
সাধন—না. ধা. ২২, ২৪, ৫৬, ৯৯, ১১১, ১৭৩
সিক্কে, সিক্কি—২৩, ২৪
সম্ভ্রম—প্র. রতির সম্ভ্রম ২৪
সাজ—না. ধা. প্র. সাজিলেক ২৯
সেবা—না. ধা, প্র. সেবন্ত ৩২, ৫৯
সম্ভাষণ—না. ধা. প্র. সম্ভাষিতে, অসমা, ৩২, ৩৩, ৬১
স্বরূপ কহা—৩৩
সার্দ্দল—৩৪
সেহ—গুরুত্ব প্রদানার্থে—হ—, ৩৪
সেবহ—অনুজ্ঞা ৪৩
সঙ্কেত কহা—৩৪
স্থান—প্র. মুনির স্থান ৩৫, ৬০
সমাজ—প্র. মুনির সমাজ ৩৭
সমাজ—প্র. সিদ্ধ সমাজ ৫০
সীম—৩৮. ৩৯, ৪২, ১২৭, ১৩১
সান্ত্বনা—না, ধা, প্র. সান্ত্বাইয়া, অসমা, ৪২
স্মরণ—না. ধা. প্র. স্মরিলু ৪৫
স্বতন্তর—৪৭, ৪৯, ৬৩, ৭৫
সৃজন—না. ধা. ৪৮, ৫১, ১০৫, ১৬৫
সমাই—(সকল) ৫০, ৫১, ৫৩. ৫৫. ৫৮
সমাহিত—৬৪, ৭০, ১৩৩
সহিলা—৫৬
সম্ভাষা—বি. ৫৭, ১১৯
সম্ভতি—৫৯
সাঙ্গ পাওয়া—৬০
সম্প্রীত—৬৫
সুঠাম—৬৫
সাবক—৭০
সমপাশ—৭৪
সঙ্কলা—(সঙ্কল্প) ৮০, ৮১, ১০৫, ১০৭, ১১৩
সঙ্কল্প—না. ধা. ১৫০
সাচান—৮১, ৯৮, ১৮৮
সন্দর্ভ—৮৫
সহসাত—৮৯

সঙ্কেত—৯১
সানন্দ হওয়া—প্র. সানন্দ হইল ৯২.
সিদ্ধাসাধ্য—১৫৯
সিদ্ধা—৯২, ১৬৪
সমোদিত, সমুদিত—১০০, ১১৯, ১২০ ১৩৩, ১৩৫
সাবহিত—৯৩
সামদণ্ড ভেদাভেদ—৯৬
সারতন্ত্র—৯৫
সন্ধান—না. ধা., প্র. সান্ধি—৯৪, ৯৫, ১০৪
সরা—১৩৪
সান্ধি—১৩৫, ১৩৭, ১৪০, ১৭৮, ৮১
সাধুবাদ—১০১
সুসজ্জ—১০১
সুসার—১৬৩
সমর্থ—১১৩
স্থাপন—না. ধা. প্র. স্থাপিব ১০৩
সুমেরু—১০৯, ১১০, ১৩০
সমপাত—স্বরভক্তি ১১৭
সমযুত—১১০
সাহ্লাদ—১১১
সুরভি—১১৮, ১২০
সারস—১২৭
সাফল—১২৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৪
সাফল্য মানা—১৫১
সৈব—সহিব> সৈব. আ. প্র., ১৩০
স্থকিতে—১৩০, ১৬৭
সামাএ—(প্রবেশ করা) ১৩৩
সুজাই—(বুঝাই) আ. প্র. ১৩৫
স্ত্রীবুদ্ধি—১৩৮
সুজন—১৪৮
সুতা—১৫৫
সাজন—১৫৯
সুমতিচারিণী—১৬৪
সাবুটিয়া—১৭০
সুফলিতা—১৭২
সজীব—প্র. সজীবে ধরিল ১৭৪
সাধান—প্র. অশ্ব সাধাইতে ১৭৯
সিঞ্চন—১৮২
সম্ভোগ—১৮৪

হনে—(থেকে) ২০, ৩৬, ৫৩, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৬, ৭০, ৭৫, ১২৮, ১৪৮, ১৮০,১৮২
হস্তে—(থেকে) ১
হেন—প্র. সমান হেন ৫, ২৭, ৩০, ১৬৪
হেনমতে—৩, ৫
হেনহি—গুরুত্ব প্রদার্থে—হ—, ১৬৪
হনিতে—(আহুতি) ১৮০
হেতু—প্র. বুঝিবার হেতু ৪
হরষিত—৫
হরিষ—স্বরভক্তি ৫, ২২, ২৮, ৩১, ৩৭, ৪২, ৫৬
হওয়া—প্র. আরোহণ হওয়া ৯
হানা—প্র. শব্দ হানা ৫
হানা—না. ধা. ৯
হেলা করা—৬
হম—নিত্যবর্ত. উ. পু. এক. ৬, ৭, ১১৭
হুতাশ—৪৭
হুঙ্কার—১০
হোমকর্ত্তা—১২
হোমকুণ্ড—১২
হিত উপকার—১৫, ১৬, ১৭
হ—গুরুত্ব প্রদানার্থে—হ—প্র. সেহ, ৩০, ৩৬, মুনিহ ৩৮, ভাবেহ ৩৮, স্বপ্নেহ ৪০, ধর্ম্মেহ ৪৫
হি—অব্যয় ১৬, ১৭, ২২, ১৫৯, ১৬১, ১৬৪, ১৬৪
হে—অব্যয় ৩০

CENTRAL LIBRARY

হে—প্র. ব্রহ্মাহে গুরুত্ব প্রদানার্থে—হ— ২০
হিংসা—না. ধা. ২২, ২৮, ৪৭, ৪৯
হাসিত—প্র. হাসিত মুখে ২৪
হেমচিত্র—৩৩
হেতু—প্র. শকুন্তলা হেতু ৩৭
হস্তীকর্ণ—নরকবিশেষ ৩৮
হিত দেখা—৪১
হেটদৃষ্ট—৪২
হেটমাথা—৪৭
হিঙ্গুল—৫৭
হরিতাল—৫৭
হেমাসন—৮৫
হরির উত্থান—৮৭, ৮৮
হস্তলেপ—১০৯, ১১৬
হৃদয়কলাপ—১৪৮
হৈল—(হইল>) আ. প্র. ৪৬

ক্ষেপণ—না. ধা. ১০, ১২, ১৩
ক্ষেত্রি—১৭
ক্ষেমহ—না. ধা. অনু ৬৩, ১৫০
ক্ষেমা—১৯, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৪৮, ৪৯, ৬৯, ৭২, ৯৭, ১৪৮, ১৫৭
ক্ষেমিলা—না, ধা, ৫২, ১১৬
ক্ষেণে, ক্ষেণেক, ক্ষেণেকে, ক্ষণেক—২৩, ২৫, ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪২, ১৮৪, ১৯০
ক্ষণি ক্ষণি—২৫
ক্ষত্রিকর্ণ—৮০
ক্ষেত্রি মেল—১৩৪
ক্ষেত্রজ—৮৫

কবি সঞ্জয়বিরচিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ মহাভারত সমাপ্ত।